সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ আর্য্য শস্ত্রচিকিৎসা ও কায়চিকিৎসা।

ভগবান্ ধন্বন্তরির উপদিষ্ট ও তদীয় শিষ্য
মহর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক বিরচিত।

মূল ও বঙ্গানুবাদ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন সরকার কর্ত্তৃক
দিত।

বিজ্ঞাপন।

১। নাড়ীজ্ঞান। চরক ও সুশ্রুতে নাড়ীপরীক্ষার উল্লেখ নাই। অন্যান্য স্থানে নাড়ীপরীক্ষার বিষয় যাহা আছে, তাহাও সাধারণের সহজে বোধগম্য হয় না। অতএব এ সম্বন্ধে আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। মনে কর যেন বাতিক জ্বর। যে জ্বরের প্রথম অবস্থায় শীত হয় এবং শেষে দাহ হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়, তাহাকেই বাতিক জ্বর কহে। ইংরেজীতে ইহাকেই সিম্পল ইণ্টরমিটেণ্ট ফীবর কহে। শীতের সময় নাড়ী কুঞ্চিত হয়, নাড়ী কুঞ্চিত হওয়াতে নাড়ীর অন্তর্গত রক্ত সরু ধারায় বহিতে থাকে। তখন নাড়ীতে হাত দিলেও তাহাই বোধ হয়। রক্ত এইরূপ সরু ধারে আসিতে থাকিলে রক্তের ক্ষীণতা বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকেই পিত্তের ক্ষীণতা কহে। অতএব শীতের সময়ে বায়ুর প্রকোপ ও পিত্তের ক্ষীণতা হইয়াছে বলা যায়। অনন্তর দাহকালে নাড়ী প্রসারিত হয়, তখন রক্ত স্থূলধারে আসিতে থাকে এবং তাহা চিকিৎসকের হস্তেও অনুভূত হয়। এ স্থলে পিত্তের প্রকোপ ও বায়ুর ক্ষীণতা হইয়া থাকে। এই দুই কথা জানা থাকিলেই সুস্থ ব্যক্তির বাতাধিক্য ও পিত্তাধিক্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। শ্লেষ্মাধিক্য হইলে নাড়ী অপেক্ষাকৃত ধীর হয়। আয়ুর্ব্বেদ-মতে বায়ুর প্রকৃতি শীতল, পিত্তের প্রকৃতি উষ্ণ, আর কফের প্রকৃতি সমশীতোষ্ণ। অর্থাৎ শ্লেষ্মা বায়ু ও পিত্তের সমতা রক্ষা করে। বায়ু পিত্ত ও কফ ডাক্তারী মতে কি, তাহা নানা স্থানে বার বার বলিয়াছি।

রোগীর জ্বর হইয়াছে কি না জানিতে হইলে কেবল নাড়ীর বেগবৃদ্ধিই দেখিতে হইবে না, পরন্তু উষ্ণতাও পরীক্ষা করিতে হয়। শীতকালে রোগী শীতল জলে হাত ডুবাইয়া আসিবার পর তাহার নাড়ীতে অঙ্গুলি দিলে উষ্ণতা অনুভব করা যায় না, সুতরাং তখন উহার অঙ্গের তাপও পরীক্ষা করা উচিত। গ্রীবার উভয় পার্শ্বে স্কন্ধসন্ধির নিকট যে দুই নাড়ী আছে, তাহার একটী টিপিয়া ধরিলে সেই দিকের নাড়ী পাওয়া যায় না। মুমূর্ষু রোগীর লুপ্ত-প্রায় নাড়ীও হয় ত ঔষধের তেজে পুনর্ব্বার আসিতে পারে। উরঃক্ষত রোগে হঠাৎ রক্তোৎপাত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে, শ্বাস ও হৃদ্রোগে হঠাৎ হাঁপাইয়া মৃত্যু হইতে পারে, বিসূচিকা ও বাতপ্রবল রোগে হঠাৎ বুকে খাল ধরিয়া মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং রোগের প্রকৃতি ও রোগীর আকারাদি তন্ন তন্ন পরীক্ষা না করিয়া কেবল নাড়ীপরীক্ষার নির্ভর করা যায় না। আবার প্লীহা যকৃৎ জ্বর ও শোথ, অথচ তাহার উপর এরূপ উদরাময় যে এক-বিন্দু জলও পেটে থাকে না, মুখে এরূপ ক্ষত যে 'অলজিব', 'টাকরা' ও 'দাঁতের মাড়ী' খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, দুগ্ধাদি গিলিবার অশক্তি বলিয়া রোগী তিন দিন অনাহারে আছে, নাক ও মাড়ী দিয়া দুই তিন সপ্তাহ রক্ত নির্গত হইয়াছে; রোগী চাহে না, কথা কহে না, হাত পা খেঁচিতেছে এবং কঙ্কালাবশেষ হইয়াছে, কেবল নাড়ী উষ্ণ ও বেগযুক্ত আছে, এরূপ স্থলেও ঔষধের বাহ্য প্রয়োগে রোগী বাঁচিয়াছে দেখিয়াছি। অতএব রোগীর মরণ-সম্বন্ধে হঠাৎ কোন কথা বলিতে নাই।

২। থার্ম্মোমেটর বা তাপমান যন্ত্র। থার্ম্মোমেটর সচরাচর বামকক্ষে স্থাপন করিয়া রোগীর রক্তের উষ্ণতা পরীক্ষা করা হয়। রক্তের তাপ সচরাচর ৯৮।০ ডিগ্রী হইলে তাহাকে প্রকৃতিস্থ তাপ বলা যায়। জ্বর হইলে উষ্ণতার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অধিক হয়। কিন্তু বিকারের নাড়ী অস্পষ্ট অথচ তাপের পরিমাণ ১০০ ডিগ্রী হইলেও তাপমান যন্ত্রে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে নাই।

৩। অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সুশ্রুতে এ যন্ত্রের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন সুশ্রুতের সকল কথার পরীক্ষা করা যায় না। যেমন তিনি একস্থলে কহিয়াছেন যে, "রক্তজ ক্রিমি সাত প্রকার, কিন্তু সেই সাত প্রকারই চক্ষুর অদৃশ্য"। সুশ্রুতে অন্যান্য বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কীটেরও উল্লেখ আছে, তাহাদের দংশনাদিও বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপে যে উহাদের বিষ সহস্র সহস্র মানবদেহে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্ময় হয়।

৪। নাড়ীর স্পন্দন (ডাক্তারী-মত)। সুস্থ শরীরে ২১ হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৭০। ৭৫ বার হয়। ১৪—২০ বৎসরে ৭২। ৮০ বার হয়। ৭—১৪ বয়সে ৮০। ৮৫ বার হয়। সদ্যোজাত শিশুর ১৩৫—১৪০ বার হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে যথাক্রমে ১২০, ১০৫, ও ১০০ বার পর্য্যন্ত হয়। জ্বরে উষ্ণতার এক এক ডিগ্রী বৃদ্ধির সহিত ১০টী করিয়া স্পন্দন বৃদ্ধি হয়। মুমূর্ষু রোগীর নাড়ী ক্ষীণ হয় বটে, কিন্তু স্পন্দন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐরূপ নাড়ীর মধ্যে মধ্যে স্পন্দন ও মধ্যে মধ্যে স্পন্দন-লোপ হইলে মৃত্যু প্রায় সন্নিকট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ অবস্থায় স্পন্দন ১৬০ বার হইলে জীবনের আশা থাকে না। বাতিক জ্বরের কম্পাবস্থায় নাড়ী সঙ্কুচিত হইবার পর ১২০ হইতে ১৬০ পর্য্যন্ত স্পন্দন বিপদের কারণ হইতে পারে।

৫। দেশ ও কাল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর বাতাধিক হয়, কারণ বাতাধিক না হইলে তাপাধিক্য সহ্য করিতে পারে না। আবার শীতপ্রধান দেশের (যেমন ইংলণ্ডের) মানুষ পিত্তাধিক হয়, কারণ পিত্তাধিক না হইলে শীত সহ্য করিতে পারে না। শীত ও গ্রীষ্মের সমঅংশস্থলে মানুষ শ্লেষ্মাধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্লেষ্মা বাত ও পিত্তের সমতা রক্ষা করে; এজন্য অতিশয় শীতপ্রধান দেশে (যেমন কাবুলে) মানবশরীর কেবল পিত্তাধিক নহে, পরন্তু অতিশয় শ্লেষ্মযুক্ত সুতরাং বৃহৎ হয়। আবার এই কারণে অতিশয় উষ্ণদেশে (যেমন আবিসিনিয়ায়) মানুষ কেবল বাতাধিক নহে, পরন্তু অতিশয়-শ্লেষ্মযুক্ত, সুতরাং বৃহৎ হয়।

ঋতুপারবর্ত্তও এই নিয়মের অনুযায়ী। শীতে বায়ুর আধিক্য হয়, কেননা তাহা না হইলে মানুষ কিরূপে আগামী গ্রীষ্মের তাপ সহ্য করিবে? আবার গ্রীষ্মে মানুষ পিত্তাধিক হয়, কারণ তাহা না হইলে বর্ষার বায়ু কিরূপে সহ্য করিবে? এইজন্য কোন ঋতুতে অযোগ বা অতি-যোগ হইলে পর ঋতুতে মারীভয় হইতে পারে। যাহা হউক, এ দেশের লোক স্বভাবতঃ বাতাধিক বলিয়াই বর্ষা ও শীতে ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি ও গ্রীষ্মে হ্রাস হইয়া থাকে। বসন্ত, বিসূচী ও জ্বর, বাত বা বাতশ্লেষ্মার প্রাবল্যকালেই, সাঙ্ঘাতিক হয়। এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এ দেশে মারীভয় হইলে অগ্নিহোত্র বা তদ্রূপ অন্যান্য কৃত্রিম তাপে উপকার হইতে পারে।

৬। দিবা-রাত্রির মধ্যে মৃত্যুকাল। মরণকালে সচরাচর পিত্ত বা রক্তের হ্রাস এবং শৈত্য বা বায়ুর বৃদ্ধি হয়। আবার এ দেশের লোক উষ্ণসহ, শৈত্যসহ নহে। অতএব দিবা-রাত্রির যে সময়ে শৈত্যের পরিমাণ অধিক, অধিকাংশ মৃত্যুই সেই সময়ে ঘটে। রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে শৈত্য অধিক হয়। এইজন্য মৃত্যু সেই সময়েই অধিক হয়। ডাক্তারী মতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় রক্তের স্বভাবিক তাপ সচরাচর এক ডিগ্রী কমে। মৃত্যুর আর একটী কাল মধ্যাহ্নের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। কারণ উহাও বাতাধিক্যের সময়। আয়ুর্ব্বেদে দিবা ও রাত্রির ঐ দুই সময়কে যথাক্রমে বর্ষা ও শীতকালের সহিত সমান বলিয়াছে। ডাক্তারী-মতের সহিত আমাদের মতের বিরোধ নাই, কারণ ইংরেজী মতে ডিসেম্বর ও আগষ্ট মাসেই ভারতে অধিক মৃত্যু হয়। পিত্তাধিক রোগে—যেমন রক্তপিত্তে—মৃত্যু দিবাভাগে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অধিক হওয়া সম্ভব।

৭। বসন্তের টীকা। সুশ্রুত, চরক, বাগ্‌ভট বা চক্রদত্তে বা অন্যকোন প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে বসন্ত-রোগীকে টীকা দিবার কথা নাই। একজনের বিষ অপরের শরীরে প্রবেশ করান স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং ঐ প্রথা যে কিরূপে এ দেশে বহুল-প্রচার হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন।

৮। চরক ও সুশ্রুতের কাল নির্ণয় করা যায় না। চরক বলেন যে, ভরদ্বাজ ইন্দ্রের শিষ্য। সুশ্রুত বলেন যে, মদীয় শিক্ষক ধন্বন্তরি ইন্দ্রের শিষ্য এবং কাশিরাজ দিবোদাসই ধন্বন্তরি। তবেই চরকের ভরদ্বাজ ও সুশ্রুতের ধন্বন্তরি পরস্পর সহাধ্যায়ী না হইলেও সমকালীন বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু এস্থলে একটু গোল আছে; বেদব্যাস মতে ধন্বন্তরি বৈদ্যরাজরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ, তিনি কাহারও শিষ্য নহেন। যাহা হউক, মনে করা যাউক যে, সুশ্রুতোক্ত ইন্দ্রশিষ্য ধন্বন্তরি ভরদ্বাজের সমকালীন, সুতরাং চরকের পূর্ব্বে আবির্ভূত। চরকেও ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে। কিন্তু যিনি চরক ও সুশ্রুত একত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি আপনিই বলিবেন যে, সুশ্রুত চরক অপেক্ষা নব্য। সুশ্রুতে পারদের উল্লেখ আছে (৩৫১ পৃষ্ঠা), চরকে নাই। ইহাও সুশ্রুতের আপেক্ষিক নব্যত্বের প্রমাণ।

৯। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত ডল্লনার্য্যসংগৃহীত সুশ্রুতটীকাই অনুবাদ স্থলে আমাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। ডল্লনাচার্য্য বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনি বলেন,—

(১) বজ্রণ=কুচুকী ইতি ভাষা। নিদানস্থান, ৯ অঃ।

(২) কেশপ্রসাধনী=চিরুণী বা কাঁকুই ইতি লোকে চিকিৎসিতস্থান, ২৪ অঃ।

(৩) গোধা=গোসাপ ইতি ভাষা। চি, ২৫ অঃ।

(৪) মুস্তা=মুথা ইতি ভাষা। চি, ৩৮ অঃ।

(৫) তরক্ষু=নেকূড়ে ইতি ভাষা। কল্পস্থান, ৬ অঃ।

(৬) মধূলিকা=রাইসর্ষপ ইতি ভাষা। উত্তরতন্ত্র, ৩৯ অঃ।

(৭) স্নায়ু=ধনুর্জ্যাবন্ধনার্থ দ্রব্যং 'তাঁৎ' ইতি লোকে। উত্তরতন্ত্র, ৫১ অঃ।

(৮) ক্রৌঞ্চ=কোঁচবক ইতি ভাষা। উ, ৫৮ অঃ।

(৯) অবশ্যায়ঃ=রাত্রিনিপাতিত্বঃ সূক্ষ্মজলকণাঃ= শিশির ইতি লোকে।

এই সকল ভাষা দেখিয়া ডল্লনকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। ডল্লনের টীকা সকল স্থলে সমীচীন না হউক, কিন্তু শারীরস্থানে আমাদিগকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছে।

১০। চরক বা সুশ্রুতের অনুবাদ ভ্রমশূন্য হইয়াছে বলিয়া আমরা অভিমান করি না। তবে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, আমরা প্রকৃতির সহিত সরলভাবে অনুবাদ করিয়াছি। আর মান্দ্রাজ, বোম্বে, কাশ্মীর ও কাশীর কবিরাজদিগের এ পর্য্যন্ত যে সকল ইংরেজী ও সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে এবং দেশীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে রক্সবরা, ওসানসী, ডাইমক ও উদয়চাঁদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইংরেজীতে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তৎসমস্ত অগ্রে দর্শন করিয়া পরে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল স্থান বুঝিতে যত কষ্ট হয়, যে সকল স্থান ততই আগ্রহের সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর আয়ুর্ব্বেদের সূত্র সকল আবশ্যক মত ডাক্তারী শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি শেষোক্ত চেষ্টা সফল হইয়া থাকে, তবেই আমাদের শ্রম সফল ও অনুবাদ নূতন বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি। এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ-কালে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বীরসিংহ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সরকার।

কবিরাজ শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

১১৯ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুশ্রুতসংহিতা-সূচীপত্র।

১। সূত্রস্থান ১—১৬৩ পৃঃ।

২। নিদানস্থান ১৬৪—২০১ পৃঃ।

৩। শরীরস্থান ২০২—২৫১ পৃঃ।

৪। চিকিৎসিতস্থান ২৫২—৪০৪ পৃঃ।

পৃষ্ঠা। বিষয় পৃষ্ঠা

৫। কল্পস্থান ৪০৫—৪৩৮ পৃঃ।

উত্তরতন্ত্র ৪৩৯—৫৯৪ পৃঃ।

সুশ্রুতসংহিতা-সূচীপত্র সমাপ্ত॥

সুশ্রুতসংহিতা।

সূত্রস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বেদোৎপত্তিং নামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায় ॥ ১

অথ খলু ভগবন্তমমরবরমৃষিগণপরিবৃতমাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিমৌপধেনব-বৈতরণৌরভ্র-পৌষ্কলাবত-করবীর্য্য-গোপুররক্ষিত-সুশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ। ভগবন্ শারীরমানসাগন্তুস্বাভাবিকৈর্ব্যাধিভির্বিবিধবেদনাভিঘাতোপদ্রুতান্ সনাথানপ্যনাথবদ্বিচেষ্টমানান্ বিক্রোশতশ্চ মানবানভিসমীক্ষ্য মনসি নঃ পীড়া ভবতি। তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমার্থমাত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোরায়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্যমানম্। অত্রায়ত্তমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ শ্রেয়ঃ। তদ্ভগবন্তমুপপন্নাঃ স্মঃ শিষ্যত্বেনেতি। তানুবাচ ভগবান্। স্বাগতং বঃ। সর্ব্ব এবামীমাংস্যা অধ্যাপ্যাশ্চ ভবন্তো বৎসাঃ ॥ ২

ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্। তদ্যথা।—শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যমগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণতন্ত্রমিতি ॥ ৩

অথাস্য প্রত্যঙ্গলক্ষণসমাসঃ।

তত্র শল্যং নাম বিবিধতৃণ-কাষ্ঠ-পাষাণ-পাংশু-লোহ-লোষ্ট্রাস্থি-বাল-নখ-পূযাস্রাব-দুষ্টব্রণান্তর্গর্ভশল্যোদ্ধরণার্থং যন্ত্র-শস্ত্র-ক্ষারাগ্নিপ্রণিধানব্রণবিনিশ্চয়ার্থঞ্চ ॥ ৪

প্রথম অধ্যায়।

বেদোৎপত্তি।

অনন্তর আমরা বেদোৎপত্তি অধ্যায় [আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি নামক প্রথম অধ্যায়] ব্যাখ্যা করিব। ভগবান্ ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, এই সংহিতায় তাহাই লিখিত হইয়াছে। ১। কোন সময়ে ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত ও অন্যান্য ঋষিগণ, বানপ্রস্থাশ্রমে ঋষিগণে পরিবেষ্টিত কাশিরাজরূপে অবতীর্ণ দিবোদাস নামক সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ধন্বন্তরিকে কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ শারীর, মানস ও আগন্তুক রোগসমূহে, বিবিধ বেদনার অভিভব সহকারে, উপদ্রুত হওয়াতে সনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় আর্ত্তস্বরে রোদন করে দেখিয়া আমাদের মনে কষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা আরোগ্য ইচ্ছা করিলে যেরূপে তাহাদের আরোগ্য সম্পাদন করা যাইতে পারে অথচ তাহাদের সুস্থাবস্থায় যেরূপে তাঁহাদের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত, তাহা জানিবার জন্য আমরা, লোক-হিতার্থ, আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল আয়ুর্ব্বেদ-জ্ঞানের অধীন। সেইজন্য আমরা শিষ্যরূপে আপনার নিকট আসিয়াছি। ভগবান্ ধন্বন্তরি তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে বৎসগণ! তোমরা [প্রশস্ত-কুলাদি-সম্পন্ন বলিয়া] সকলেই অবিচারণীয় ও অধ্যাপনীয়। ২। স্বয়ম্ভূ লোকসৃষ্টির পূর্ব্বেই অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ লক্ষশ্লোকময় ও সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পরে মানুষদিগকে অল্পায়ু ও অল্পমেধা অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার ইহাকে আটভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন। যথা ;—শল্য [শল্যতন্ত্র], শালাক্য [শালাক্যতন্ত্র], কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র। ৩। অনন্তর আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—শল্যতন্ত্র—বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, ধূলি, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ প্রভৃতি শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহা বাহির করিবার জন্য, পূযস্রাব করিবার জন্য এবং গর্ভশল্য উদ্ধার করিবার জন্য যেরূপ উপায় সকল আবশ্যক, তাহা এই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আর ইহাতে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি-প্রয়োগ এবং ব্রণসমূহের বিবরণ কথিত হইয়াছে। [ধারবিশিষ্ট যন্ত্রের নাম শস্ত্র, অন্য প্রকারকে সাধারণতঃ যন্ত্র কহে। ব্রণশব্দের অর্থ ঘা। তন্মধ্যে আঘাতজনিত ঘাকে সদ্যো-

শালাক্যং নাম ঊর্দ্ধজত্রুগতানাং রোগাণাং শ্রবণ-নয়ন-বদন-ঘ্রাণাদিসংশ্রিতানাং ব্যাধীনামুপশমনার্থম্‌ ॥ ৫

কায়চিকিৎসা নাম সর্ব্বাঙ্গসংসৃতানাং ব্যাধীনাং জ্বরাতীসার-রক্তপিত্ত-শোষোন্মাদাপস্মার-কুষ্ঠমেহাদীনামুপশমনার্থম্‌ ॥ ৬

ভূতবিদ্যা নাম দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষঃ-পিতৃ-পিশাচ-নাগ-গ্রহাদ্যুপসৃষ্টচেতসাং শান্তিকর্ম্ম-বলিহরণাদিগ্রহোপশমনার্থম্‌ ॥ ৭

কৌমারভৃত্যং নাম কুমারভরণ-ধাত্রীক্ষীরদোষসংশোধনার্থং দুষ্টস্তন্য-গ্রহসমুত্থানাঞ্চ ব্যাধীনামুপশমনার্থম্‌ ॥ ৮

অগদতন্ত্রং নাম সর্প-কীট-লূতা-বৃশ্চিক-মূষিকাদিদষ্টবিষব্যঞ্জনার্থং বিবিধবিষ-সংযোগবিষোপহতোপশমনার্থম্‌ ॥ ৯

রসায়নতন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমায়ুর্মেধাবলকরং রোগাপহরণসমর্থঞ্চ ॥ ১০

বাজীকরণতন্ত্রং নাম অল্প-দুষ্ট-বিশুষ্ক-ক্ষীণরেতসামাপ্যায়ন-প্রসাদোপচয়জননিমিত্তং প্রহর্ষজননার্থঞ্চ ॥ ১১

এবময়মায়ুর্ব্বেদোহষ্টাঙ্গ উপদিশ্যতে। অত্র কস্মৈ কিমুচ্যতামিতি। ত উচুঃ। অস্মাকং সর্ব্বেষামেব শল্যজ্ঞানমূলং কৃত্বোপদিশতু ভগবানিতি। স উবাচৈবমস্ত্বিতি। ঊচুর্ভূয়োহপি ভগবন্তম্‌। অস্মাকমেকমতীনাং মতমভিসমীক্ষ্য সুশ্রুতো ভগবন্তং প্রক্ষ্যতি। অস্মৈ চোপদিশ্যমানং বয়মপ্যুপধারয়িষ্যামঃ। স হোবাচৈবমস্ত্বিতি। বৎস সুশ্রুত ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ ॥ ১২

আয়ুরস্মিন্‌ বিদ্যতেহনেন বা আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। তস্যাঙ্গবর-মাদ্যমাগমপ্রত্যক্ষানুমানোপমানৈরবিরুদ্ধমুচ্যমানমুপধারয় ॥ ১৩

এতদ্ধ্যঙ্গং প্রথমং প্রাগভিঘাতব্রণসংরোহাদ্‌যজ্ঞশিরঃসন্ধানাচ্চ। শ্রূয়তে হি যথা রুদ্রেণ যজ্ঞস্য শিরশ্ছিন্নমিতি। ততো দেবা অশ্বিনাবভিগম্যোচুঃ। ভগবন্তৌ নঃ শ্রেষ্ঠতমৌ যুবাং ভবিষ্যথঃ। ভবদ্ভ্যাং যজ্ঞস্য শিরঃ সন্ধাতব্যম্‌। তাবূচতুরেবমস্ত্বিতি। অথ তয়োরর্থে দেবা ইন্দ্রং যজ্ঞভাগেন প্রাসাদয়ন্‌। তাভ্যাং যজ্ঞস্য শিরঃ সংহিতমিতি ॥ ১৪

অষ্টাস্বপি চায়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষ্বেতদেবাধিকমভিমতমাশুক্রিয়া-

ব্রণ কহে]। ৪। শালাক্যতন্ত্র—এই তন্ত্রে জত্রুর উপরিস্থ অঙ্গসমূহের অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা প্রভৃতির রোগসমূহের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। [জত্রু শব্দের অর্থ কণ্ঠ-বক্ষের সন্ধি]। ৫। কায়চিকিৎসা—এই তন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গসংশ্রিত ব্যাধি অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতির চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। ৬। ভূতবিদ্যা—দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচ, নাগ প্রভৃতি গ্রহদিগের আবেশ জন্য যাহাদের মন বিকৃত হইয়া থাকে, এই শাস্ত্রে তাহাদের গ্রহশান্তির জন্য শান্তিকর্ম্ম, বলিদান প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ৭। কৌমারভৃত্য—এই শাস্ত্রে শিশুপালন, ধাত্রীদুগ্ধের শোধন এবং দূষিত স্তন্য ও গ্রহদোষ-জনিত বালরোগসমূহের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। ৮। অগদতন্ত্র—এই শাস্ত্রে সর্প, কীট, লূতা, বৃশ্চিক ও মূষিকাদির দংশনজনিত বিষের বিবরণ এবং বিবিধপ্রকার বিষ ও সংযোগবিষের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। ৯। রসায়নতন্ত্র—যাহাতে অকালে বৃদ্ধ হওয়া না যায়, যাহাতে আয়ু, মেধা ও বল হয় এবং যাহাতে চিরকারী রোগসমূহের উপশম হয়, এই শাস্ত্রে সেই সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে। ১০। বাজীকরণতন্ত্র—ইহাতে অল্প শুক্রের বর্দ্ধন, দূষিত শুক্রের শোধন, ক্ষীণ শুক্রের উপচয় ও শুষ্ক শুক্রের পুনরুৎপাদন এবং পুংশক্তি-বৃদ্ধির উপায় সকল কথিত হইয়াছে। ১১। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গ বলিয়া উপদিষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কাহাকে কোন্‌ তন্ত্র উপদেশ দিব, বল? শিষ্যেরা কহিলেন যে, ভগবন্‌! আমাদের সকলকেই শল্যতন্ত্র প্রধানরূপে উপদেশ দিউন। ধন্বন্তরি কহিলেন, তাহাই হউক। শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা সকলেই একমত আছি, সুশ্রুত আমাদের মত লইয়া, আপনাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন আর আপনি সুশ্রুতকে উপদেশ দিলেই আমরা উপদিষ্ট হইতে পারিব। ধন্বন্তরি "তাহাই হউক" বলিয়া কহিলেন, হে বৎস সুশ্রুত! আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন দুইটী; রোগীর রোগমুক্তি আর সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা। ১২। এই শাস্ত্রে আয়ু বিদ্যমান আছে অথবা এই শাস্ত্র পাঠ করিলে আয়ুর জ্ঞান হয়, এই অর্থে আয়ুর্ব্বেদ নাম হইয়াছে। শল্যতন্ত্র সেই আয়ুর্ব্বেদের প্রধান ও আদ্য অঙ্গ। আমি তাহা বেদ ও আপ্তবাক্য এবং প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমানের অবিরুদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩। শল্যতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদের প্রথম অঙ্গ,—কেননা জ্বরাদি শারীর রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে আঘাত হেতু ব্রণ সকল উৎপন্ন হইত এবং এই তন্ত্রের উপদেশমতেই সেই সকল ব্রণের পূরণ করা হইত। আর এই তন্ত্রের সাহায্যেই যজ্ঞের ছিন্ন মস্তক সংযুক্ত করা হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, রুদ্র যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, পরে দেবতারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আসিয়া কহিলেন, হে প্রভাবশালী পুরুষদ্বয়! তোমরা আমাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, তোমরা যজ্ঞের মস্তক সংযুক্ত করিয়া দাও। অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, তাহাই হউক। অনন্তর তাঁহাদিগের জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে যজ্ঞভাগ দিতে সম্মত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যজ্ঞের মস্তক সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ১৪। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মতে শল্যতন্ত্রই অধিক অভিমত, কেননা ইহার সাহায্যে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করা যায় বলিয়া আশু ক্রিয়া হয় অথচ সর্ব্ব তন্ত্রের সহিত ইহার সমানতা আছে [অর্থাৎ অন্যান্য তন্ত্রে

করণাদ্‌যন্ত্র-শস্ত্র-ক্ষারাগ্নিপ্রণিধানাৎ সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাচ্চ। তদিদং শাশ্বতং পুণ্যং স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি॥ ১৫

ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধিজগে। তস্মাদশ্বিনা-বশ্বিভ্যামিন্দ্র ইন্দ্রাদহং ময়া ত্বিহ প্রদেয়মর্থিভ্যঃ প্রজা-হিতহেতোঃ॥ ১৬

ভবতি চাত্র।

অহং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্।
শল্যাঙ্গমঙ্গৈরপরৈরুপেতং প্রাপ্তোঽস্মি গাং ভূয় ইহোপদেষ্টুম্॥

অস্মিন্ শাস্ত্রে পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। তস্মিন্ ক্রিয়া সোঽধিষ্ঠানম্। কস্মাৎ? লোকস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। লোকো হি দ্বিবিধঃ স্থাবরো জঙ্গমশ্চ। দ্বিবিধাত্মক এবাগ্নেয়ঃ সৌম্যশ্চ তদ্ভূয়স্ত্বাৎ। পঞ্চাত্মকো বা॥ ১৮

তত্র চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামঃ। স্বেদজাণ্ডজোদ্ভিজ্জজরায়ুজ-সংজ্ঞঃ। তত্র পুরুষঃ প্রধানং তস্যোপকরণমন্যৎ। তস্মাৎ পুরুষোঽধিষ্ঠানম্॥ ১৯

তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে। তে চতুর্ব্বিধাঃ আগন্তবঃ শারীরা মানসা স্বাভাবিকাশ্চেতি। তেষামাগন্তবোঽভিঘাতনিমিত্তাঃ। শারীরাস্ত্বন্নপানমূলা বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত-সন্নিপাতবৈষম্যনিমিত্তাঃ। মানসাস্তু ক্রোধ-শোক-ভয়-হর্ষ-বিষাদের্ষ্যাভ্যসূয়া-দৈন্য মাৎসর্য্য-লোভ-কাম-প্রভৃতয় ইচ্ছাদ্বেষভেদৈর্ভবন্তি। স্বাভাবিকাঃ ক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যু-নিদ্রাপ্রভৃতয়ঃ। ত এতে মনঃশরীরাধিষ্ঠানাঃ॥ ২০

তেষাং সংশোধনসংশমনাহারাচারাঃ সম্যক্‌প্রযুক্তা নিগ্রহহেতবঃ॥ ২১

প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ স ষট্‌সু রসেষায়ত্তঃ। রসাঃ পুনর্দ্রব্যাশ্রয়াঃ। দ্রব্যাণি পুনরোষধয়স্তাঃ দ্বিবিধাঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ। তাসাং স্থাবরাশ্চতুর্ব্বিধাঃ। বনস্পতয়ো বৃক্ষা বীরুধ ওষধয় ইতি। তাস্বপুষ্পাঃ ফলবন্তো বনস্পতয়ঃ। পুষ্পফলবন্তো বৃক্ষাঃ। প্রতানবত্যঃ স্তম্বিন্যশ্চ বীরুধঃ। ফলপাকনিষ্ঠা ওষধয় ইতি॥ ২২

জঙ্গমাস্ত্বপি চতুর্ব্বিধা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ। তত্র

যে সকল রোগের চিকিৎসা আছে, সে সকল রোগ এ তন্ত্রের সাহায্যেও অনেক সময় নিবারিত হইতে পারে]। নিত্য, পুণ্যকারক, স্বর্গলাভের উপায়, যশস্কর, আয়ুষ্কর ও অর্থোপার্জ্জনের উপায়। ১৫। আয়ুর্ব্বেদ প্রথমে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট দক্ষ ইহা প্রাপ্ত হন; দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারেরা, অশ্বিনীকুমারদিগের হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে আমি ইহা প্রাপ্ত হই। আমি প্রজাদিগের হিতার্থে ইহা প্রার্থীদিগকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ১৬। উপসংহার-শ্লোক। আমিই ধন্বন্তরি, আমিই আদিদেব [বিষ্ণু], অমরদিগের জরা, রোগ ও মৃত্যু আমিই হরণ করিয়া থাকি। এক্ষণে শালাক্যাদি-সপ্তাঙ্গ-সমন্বিত এই শল্যাঙ্গের উপদেশ দিবার জন্য, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। [এই শ্লোকটী কাহার কাহার মতে প্রক্ষিপ্ত। কারণ ষোড়শ প্রকরণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই]। ১৭। এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পঞ্চ মহাভূত ও জীবাত্মার সমবায়কে পুরুষ কহিয়া থাকে। পুরুষই চিকিৎসার আধার। পুরুষই রোগ এবং আরোগ্যের অধিষ্ঠান। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ জগতের মধ্যে পুরুষই প্রধান বলিয়া পুরুষকেই অধিষ্ঠান বলা হইল। জগৎ আবার আগ্নেয় ও সৌম্যগুণের আধিক্যে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। আবার ইহাকে, পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের আধিক্যে, পঞ্চাত্মকও বলা যাইতে পারে। ১৮। জঙ্গম সকল চারি প্রকার; স্বেদজ, জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে পুরুষকেই প্রধান বলা যায়; অন্যান্য জীব তাহারই উপকরণমাত্র। [পশু প্রভৃতি জীবও পঞ্চমহাভূত ও জীবাত্মার সমবায়, সুতরাং পুরুষ শব্দে বাচ্য। তবে মনুষ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া এস্থলে মনুষ্যকেই পুরুষ বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে]। এইজন্য পুরুষকেই রোগ ও আরোগ্যের অধিষ্ঠান বলা গিয়াছে। ১৯। যাহাদের দ্বারা পুরুষের সহিত দুঃখের সংযোগ হয়, ব্যাধি বলে। ব্যাধি চতুর্ব্বিধ; আগন্তু, শারীর, মানস ও স্বাভাবিক। তন্মধ্যে শস্ত্রাদির আঘাত দ্বারা যে সকল রোগ হয়, তাহাদিগকে আগন্তু বলে। শারীর ব্যাধি সকল অন্নপান-মূলক; অন্নপানের অপব্যবহার বশতঃ বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া বৈষম্য প্রাপ্ত হওয়াতে এই সকল রোগ হয়। মানস রোগ যথা; ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম, লোভ প্রভৃতি; ইহারা রাগ ও দ্বেষ বশতঃ উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক রোগ যথা—ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা, এই সকল স্বাভাবিক রোগ। মন ও শরীর রোগদিগের অধিষ্ঠান [কতকগুলি রোগের অধিষ্ঠান মন, কতকগুলি রোগের অধিষ্ঠান শরীর এবং কতকগুলি রোগ মন ও শরীর উভয়কেই আশ্রয় করে]। ২০। সংশোধন, সংশমন, আহার ও আচার সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিলে সেই সকল রোগের নিবারণ পক্ষে হেতু হয়। ২১। আর প্রাণীদিগের মূল আহার। আর আহারই তাহাদের বল, বর্ণ ও ওজোধাতুর মূল। আহার-দ্রব্যের ছয় রস। রসদিগের আশ্রয় দ্রব্য। দ্রব্য সকলই ওষধি [এস্থলে ওষধি শব্দ ঔষধ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে]। উহারা দ্বিবিধ; স্থাবর ও জঙ্গম। তন্মধ্যে স্থাবর [এ স্থলে স্থাবর শব্দে উদ্ভিজ্জ] চতুর্ব্বিধ; বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ্ ও ওষধি। তন্মধ্যে যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হয় না, ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প ও ফল উভয়ই হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। যাহারা লতাইয়া যায় অথচ স্তম্বযুক্ত [ঝোড়-বিশিষ্ট] হয়, তাহাদিগকে বীরুধ্ বলে। যাহারা ফলপাকান্তে মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। ২২। জঙ্গম সকলও চতুর্ব্বিধ; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ

পশুমনুষ্যব্যালাদয়ো জরায়ুজাঃ। খগসর্পসরীসৃপপ্রভৃতয়োহণ্ডজাঃ। কৃমিকীটপিপীলিকাপ্রভৃতয়ঃ স্বেদজাঃ। ইন্দ্রগোপমণ্ডূকপ্রভৃতয় উদ্ভিজ্জাঃ। তত্র স্থাবরেভ্যস্ত্বক্পত্রপুষ্পফলমূলকন্দনির্য্যাসস্বরসাদয়ঃ প্রয়োজনবন্তো জঙ্গমেভ্যশ্চর্ম্মনখরোমরুধিরাদয়ঃ॥ ২৩

পার্থিবাঃ সুবর্ণরজতমণিমুক্তামনঃশিলামৃৎকপালাদয়ঃ। কালকৃতাস্তু প্রবাতনিবাতাতপচ্ছায়াজ্যোৎস্নাতমঃশীতোষ্ণবর্ষাহোরাত্রপক্ষমাসর্ত্ত্বয়নাদয়ঃ কালবিশেষাঃ। ত এতে স্বভাবত এব দোষাণাং সঞ্চয়-প্রকোপ-প্রশম-প্রতীকারহেতবঃ প্রয়োজনবন্তশ্চ॥ ২৪

ভবন্তি চাত্র।

শারীরাণাং বিকারাণামেষ বর্গশ্চতুর্ব্বিধঃ।
চয়ে কোপে শমে চৈব হেতুরুক্তশ্চিকিৎসকৈঃ॥ ২৫
আগন্তবশ্চ যে রোগাস্তে দ্বিধা নিপতন্তি হি।
মনস্যন্যে শরীরেহন্যে তেষাস্তু দ্বিবিধা ক্রিয়া॥
শরীরপতিতানান্তু শরীরবদুপক্রমঃ।
মানসানান্তু শব্দাদিরিষ্টো বর্গঃ সুখাবহঃ॥ ২৬

এবমেতৎ পুরুষো ব্যাধিরৌষধং ক্রিয়াকাল ইতি চতুষ্টয়ং সমাসেন ব্যাখ্যাতম্। তত্র পুরুষগ্রহণাৎ তৎসম্ভবদ্রব্যসমূহো ভূতাদিরুক্তস্তদঙ্গপ্রত্যঙ্গবিকল্পাশ্চ ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়ুপ্রভৃতয়ঃ। ব্যাধিগ্রহণাদ্বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত-সন্নিপাতবৈষম্যনিমিত্তাঃ সর্ব্ব এব ব্যাধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। ওষধিগ্রহণাদ্দ্রব্যগুণরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণামাদেশঃ। ক্রিয়াগ্রহণাচ্ছেদ্যাদীনি স্নেহাদীনি চ কর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি। কালগ্রহণাৎ সর্ব্বক্রিয়াকালানামাদেশঃ॥ ২৭

ভবতি চাত্র।

বীজং চিকিৎসিতস্যৈতৎ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতম্।
সবিংশমধ্যায়শতমস্য ব্যাখ্যা ভবিষ্যতি॥ ২৮

তচ্চ সবিংশমধ্যায়শতং পঞ্চসু স্থানেষু। তত্র সূত্রস্থাননিদান-শারীর-চিকিৎসিতকল্পেম্বর্থবশাৎ সংবিভজ্যোত্তরে তন্ত্রে শেষানর্থান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ২৯

ভবতি চাত্র।

স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তমিদং সনাতনং
পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতিপ্রকাশিতম্।
স পুণ্যকর্ম্মা ভুবি পূজিতো নৃপৈ-
রসুক্ষয়ে শক্রসলোকতাং ব্রজেৎ॥ ৩০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে বেদোৎপত্তির্নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ॥ ১॥

এবং উদ্ভিজ্জ; তন্মধ্যে পশু, মনুষ্য ও ব্যাল প্রভৃতি [ব্যাল শব্দে হিংস্র পশু-পক্ষী। কোন কোন সর্পকেও বিশেষ করিয়া বুঝায়] জরায়ুজ; পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ; কৃমি, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি স্বেদজ; ইন্দ্রগোপ (গুবুরে পোকা) ও মণ্ডূক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জাতীয় স্থাবরদিগের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, কন্দ, নির্য্যাস ও স্বরসাদি প্রয়োজনে লাগে। জঙ্গমদিগের নখ, লোম, রুধিরাদি আবশ্যক হয়। ২৩। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, মনঃশিলা, মৃত্তিকা ও কপাল প্রভৃতি [কপাল অর্থাৎ 'খাপরা'] দ্রব্যকে পার্থিব কহে। বায়ুপ্রবাহ, নিবাত, আতপ, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও অয়নাদি বিশেষ বিশেষ কাল সকল কালের বৈষম্য বশতঃ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'কালকৃত' বলিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতই বাত, পিত্ত ও কফের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রশমন ও প্রতীকার করে, সুতরাং প্রয়োজনীয় হয়। ২৪। উপরে যাহা গদ্যে বলা হইল, তাহাই আবার কয়েকটী শ্লোকের আকারে প্রকটীকৃত হইতেছে। স্থাবর, জঙ্গম, পার্থিব ও কালভেদে শারীর রোগ সকলের প্রকোপ ও প্রশমপক্ষে চিকিৎসকদিগের কর্তৃক চতুর্ব্বিধ হেতু উল্লিখিত হইয়াছে। ২৫। শারীর ও মানস-ভেদে আগন্তু রোগ সকল দ্বিবিধ। উহাদের চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার। তন্মধ্যে আগন্তু রোগদিগের চিকিৎসা শারীর 'নিজ' রোগদিগের ন্যায়। আর মানস রোগদিগের নিবারণপক্ষে সুখকর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হিতজনক। ২৬। এইরূপে পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও ক্রিয়াকাল এই চারিটী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইল। তন্মধ্যে পুরুষ শব্দে তদুৎপাদক পঞ্চভূতাদি দ্রব্যসমূহও বুঝিতে হইবে। আর তাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বুঝিতে হইবে। আর ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। ব্যাধি শব্দে বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক্ বা মিলিত-ভাবে বৈষম্য প্রাপ্ত হইলে, যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায়ই বুঝিতে হইবে। ঔষধ শব্দে দ্রব্য, গুণ, রস, বীর্য্য ও বিপাক বুঝিতে হইবে। ক্রিয়া বা চিকিৎসা শব্দে ছেদন, ভেদন প্রভৃতি ও স্নেহ, বমন, বিরেচন, বস্তি প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। কাল শব্দে সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাকাল বুঝিতে হইবে। ২৭। এস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে যথা,—এইরূপে চিকিৎসার বীজ সংক্ষেপে বলা হইল। এই বীজসূত্রের ব্যাখ্যায় একশত বিংশতি অধ্যায় হইবে। ২৮। আর সেই একশত বিংশতি অধ্যায় সূত্র, নিদান, শারীর, চিকিৎসিত ও কল্প এই পাঁচটী স্থানে, যে অধ্যায় যে স্থানে বসান আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া, বিভাগ করা হইবে। যাহা এই সকল অধ্যায়ে বলিতে বাকী থাকিবে, তাহা উত্তরতন্ত্রে ব্যাখ্যা করিব। ২৯। যিনি ব্রহ্মার কথিত ও কাশিরাজের প্রকাশিত এই সনাতন-শাস্ত্র পাঠ করিবেন, সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পৃথিবীতে রাজাদিগের আদৃত ও মরণের পর ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন। ৩০

সূত্রস্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শিষ্যোপনয়নীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্যতমমন্বয় বয়ঃ-শীল শৌর্য্য-শৌচাচার-বিনয়-শক্তি বল-মেধা-ধৃতি-স্মৃতি-মতি-প্রতিপত্তি-যুক্তং তনু-জিহ্বৌষ্ঠ-দন্তাগ্রমৃজুবক্ত্রাক্ষিনাসং প্রসন্নচিত্তবাক্‌চেষ্টং ক্লেশসহঞ্চ ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ, অতো বিপরীতগুণং নোপনয়েৎ ॥ ২

উপনয়নীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্ত-নক্ষত্রেষু প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌ সমে দেশে চতুর্হস্তং চতুরস্রং স্থণ্ডিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীর্য্য পুষ্পৈর্লাজভক্তৈ রত্নৈশ্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো ব্রাহ্মণং স্থাপয়িত্বাগ্নিমুপসমাধায় খদিরপলাশদেবদারুবিল্বানাং সমিদ্ভিশ্চতুর্ণাং বা ক্ষীরবৃক্ষাণাং ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থমধূকানাং দধিমধুঘৃতাক্তাভির্দার্ব্বীহোমিকেণ বিধিনা স্রুবেণাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ সপ্রণবাভির্মহাব্যাহৃতিভিস্ততঃ প্রতিদৈবতমৃষীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কুর্য্যাৎ শিষ্যমপি কারয়েৎ। ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি রাজন্যো দ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে ॥ ৩

ততোঽগ্নিং ত্রিঃ পরিণীয়াগ্নিসাক্ষিকং শিষ্যং ব্রূয়াৎ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মানাহঙ্কারের্ষ্যা-পারুষ্য-পৈশুন্যানৃতালস্যাযশস্যানি হিত্বা নীচনখরোমা শুচিনা কষায়বাসসা সত্যব্রতব্রহ্মচর্য্যাভিবাদনতৎপরেণাবশ্যং ভবিতব্যং মদনুমতস্থানগমনশয়নাসনভোজনাধ্যয়নপরেণ ভূত্বা মৎপ্রিয়হিতেষু বর্ত্তিতব্যমতোঽন্যথা তে বর্ত্তমানস্যাধর্ম্মো ভবত্যফলা চ বিদ্যা ন চ প্রাকাশ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৪

অহং বা ত্বয়ি সম্যগ্বর্ত্তমানে যদ্যন্যথাদর্শী স্যামেনোভাগ্‌ভবেয়মফলবিদ্যশ্চ। দ্বিজগুরুদরিদ্রমিত্রপ্রব্রজিতোপনতসাধ্বনাথাভ্যুপগতানাং চাত্মবান্ধবানামিব স্বভেষজৈঃ প্রতিকর্ত্তব্যমেবং সাধু ভবতি। ব্যাধ-শাকুনিক-পতিত-পাপকারিণাং ন চ প্রতিকর্ত্তব্যমেবং বিদ্যা প্রকাশতে মিত্রযশোধর্ম্মার্থকামাংশ্চ প্রাপ্নোতি ॥ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্যোপনয়নীয়।

অনন্তর আমরা শিষ্যোপনয়নীয় অধ্যায় [যে অধ্যায়ে শিষ্যদীক্ষাপ্রণালী কথিত হইয়াছে] ব্যাখ্যা করিব। ১। আয়ুর্ব্বেদ পাঠের জন্য চিকিৎসক যে শিষ্যকে নির্ব্বাচন করিবেন, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হওয়া আবশ্যক [৩ প্রকরণ দেখ]। তাহার বংশ, বয়স, শীল, শৌর্য্য, শৌচ, আচার, বিনয়, শক্তি, বল, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, মতি ও প্রতিপত্তি প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্তাগ্র পাতলা হওয়া আবশ্যক। মুখ, অক্ষি ও নাসা সরল হওয়া আবশ্যক। চিত্ত, বাক্ ও চেষ্টা প্রসন্ন হওয়া আবশ্যক এবং তাহার ক্লেশসহ হওয়া আবশ্যক। ইহার বিপরীত-গুণ ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিবে না। ২। ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতে হইলে প্রশস্ত তিথি-করণ মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রে, প্রশস্ত দিকে, শুচি ও সমতলস্থানে, চতুর্হস্ত চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করিয়া গোময় দ্বারা লেপন ও কুশ দ্বারা সংস্তরণ করিবে। পরে তদুপরি পুষ্প, লাজ ও ভক্তযোগে এবং রত্নসমূহ দ্বারা দেবতা, বিপ্র ও চিকিৎসকদিগকে পূজা করিয়া বেদীর উপর ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত ও বেদী জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর দক্ষিণদিকে ব্রাহ্মণকে এবং সম্মুখে অগ্নিকে স্থাপন করিয়া খদির, পলাশ, দেবদারু ও বিল্বকাষ্ঠ অথবা বট, যজ্ঞোডুম্বর, অশ্বত্থ ও মধূক (মৌল) এই চারিটী ক্ষীরী বৃক্ষের কাষ্ঠ দধি, মধু ও ঘৃতাক্ত করিয়া দার্ব্বীহোমিক বিধি অনুসারে [দার্ব্বীহোমিক-বিধি = কাষ্ঠ দ্বারা হোম], প্রণব [ওঙ্কার] ও মহাব্যাহৃতি [ভূঃ স্বাহা ইত্যাদি] সহকারে [অর্থাৎ ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা বলিয়া] কাষ্ঠময় সুক্ষীয় দর্ব্বী দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর দেবগণ ও ঋষিদিগের উদ্দেশেও স্বাহা [যথা—ব্রহ্মণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অশ্বিভ্যাং স্বাহা, ইন্দ্রায় স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, আত্রেয়ায় স্বাহা ইত্যাদি] উচ্চারণ করিবে। আর শিষ্যকেও ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করাইবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যের উপনয়ন করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন যে, কুলগুণসম্পন্ন শূদ্রকেও মন্ত্রভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীক্ষিত করা যায়। ৩। অনন্তর অগ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া শিষ্যকে কহিবেন ;—তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার, ঈর্ষা, কর্কশবাক্য, পিশুনতা, মিথ্যাবাক্য ও অযশস্কর কর্ম্ম পরিত্যাগ কর। নখ ও লোম যথাসময়ে কর্ত্তন করিবে। শুচি হইবে। কষায়বসন পরিধান করিবে। সত্যব্রত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ও অভিবাদন-পরায়ণ হইবে। আমার অনুমত স্থান ভিন্ন গমন করিবে না। আমার অনুমত শয়ন, আসন, ভোজন ও অধ্যয়নের অনুসরণ করিবে। যদি তুমি ইহার অন্যথা করিয়া চল, তবে তোমার অধর্ম্ম হইবে এবং বিদ্যা নিষ্ফলা হইবে ও খ্যাতিপ্রাপ্ত হইবে না। ৪। আর যদি তুমি উচিত-পথে চলিলেও আমি অন্য প্রকার মনে করি, তবে আমি পাপভাগী ও নিষ্ফলবিদ্য হইব। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, প্রব্রজিত, শরণাগত, সাধু, অনাথ ও আগন্তুকদিগকে আপনার জ্ঞাতি-কুটুম্বের ন্যায় মনে করিয়া আপনার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে; তাহাতে মঙ্গল হইয়া থাকে। ব্যাধ,

কৃষ্ণেহষ্টমী তন্নিধনেহহনী দ্বে শুক্লেতরেহপ্যেবমহর্দ্বিসন্ধ্যম্।
অকালবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঘোষে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রক্ষিতিপব্যথাসু ॥
শ্মশানযানায়তনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিকদর্শনেষু।
নাধ্যেয়মন্যেষু চ যেষু বিপ্রা নাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্ ॥

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে শিষ্যোপনয়নীয়ো
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

অথাতোহধ্যয়নসম্প্রদানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১

প্রাগভিহিতং সবিংশমধ্যায়শতং পঞ্চসু স্থানেষু। তত্র সূত্রস্থানমধ্যায়াঃ ষট্চত্বারিংশৎ। ষোড়শ নিদানানি। দশ শারীরাণি। চত্বারিংশচ্চিকিৎসিতানি। অষ্টৌ কল্পাঃ। তথোত্তরং ষট্ষষ্টিঃ ॥ ২

বেদোৎপত্তিঃ শিষ্যনয়স্তথাধ্যয়নদানিকঃ।
প্রভাষণাগ্রহরণাবৃতুচর্য্যাথ যান্ত্রিকঃ ॥
শস্ত্রাবচারণং যোগ্যা বিশিখা ক্ষারকল্পনম্
অগ্নিকর্ম্ম-জলৌকাখ্যাবধ্যায়ৌ রক্তবর্ণনম্
দোষধাতুমলাদ্যানাং বিজ্ঞানাধ্যায় এব চ।
কর্ণব্যধামপক্কৈষাবালেপৌ ব্রণ্যুপাসনম্ ॥
হিতাহিতো ব্রণপ্রশ্নো ব্রণাস্রাবশ্চ যঃ পৃথক্
কৃত্যাকৃত্যবিধির্ব্যাধিসমুদ্দেশীয় এব চ
বিনিশ্চয়ঃ শস্ত্রবিধৌ প্রনষ্টজ্ঞানিকস্তথা।
শল্যোদ্ধৃতিবিপরীতজ্ঞানং দূতস্বপ্ননিদর্শনম্ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ং তথা ছায়া স্বভাবাবিকৃতং তথা।
বারণো যুক্তসেনীয় আতুরক্রম-মিশ্রকৌ
ভূমিভাগো দ্রব্যগণঃ সংশুদ্ধৌ শমনে চ যঃ
দ্রব্যাদীনাঞ্চ বিজ্ঞানং বিশেষো দ্রব্যগোহপরঃ।
রসজ্ঞানং বমনার্থমধ্যায়ো রেচনায় চ।
দ্রবদ্রব্যবিধিস্তদ্বদন্নপানবিধিস্তথা ॥
সূচনাৎ সূত্রণাচ্চৈব সরণাচ্চার্থসন্ততেঃ
ষট্চত্বারিংশদধ্যায়ং সূত্রস্থানং প্রচক্ষতে ॥ ৩
বাতব্যাধিকমর্শাংসি সাশ্মরিশ্চ ভগন্দরঃ।
কুষ্ঠমেহোদরা মূঢ়বিদ্রধ্যঃ পরিসর্পণম্ ॥

শাকুনিক, পতিত ও পাপকারীদিগকে চিকিৎসা করিবে না। এইরূপে আচরণ করিলে বিদ্যা প্রকাশিত হয় এবং যশ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লব্ধ হয়। ৫। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে যথা;—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, শুক্লপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এবং দিবসের সন্ধ্যাভাগে অর্থাৎ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন করিবে না। অকালে বিদ্যুৎপাত বা অকালে মেঘগর্জ্জন হইলে পাঠ বন্ধ করিবে। আপনার বল, আপনার দেশ ও আপনার রাজার বিপন্নকালে পাঠ বন্ধ করিবে। [ভানুমতী-মতে 'অকালে বিদ্যুৎ'পদে পৌষ, মাঘ, মাসের বর্ষণ বুঝিতে হইবে। 'অকাল মেঘগর্জ্জন'পদে সন্ধ্যাকালে মেঘধ্বনি নিবন্ধমতে অকালবর্ষণ অর্থে হেমন্ত ও শীতকালের বর্ষণ বুঝাইবে।] শ্মশানে, হস্ত্যাদি যানে, দেবায়তনে (বধস্থানে,) যুদ্ধস্থানে, মহোৎসবে ও অনিষ্ট-লক্ষণ-দর্শনে পাঠ বন্ধ করিবে। আর ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য যে সকল দিনে পাঠ বন্ধ রাখেন, সে সকল দিনেও পাঠ বন্ধ রাখিবে। আর নিত্য শুচি হইয়া পাঠ অভ্যাস করিবে। ৬

সূত্রস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অধ্যয়ন-সম্প্রদানীয়।

অনন্তর আমরা অধ্যয়ন-সম্প্রদানীয় [অধ্যায়সমূহের বিবরণ] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পাঁচটী স্থানে একশত বিংশতি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে সূত্রস্থান ষট্চত্বারিংশৎ অধ্যায়, নিদানস্থান ষোড়শ অধ্যায়, শারীরস্থান দশ অধ্যায়, চিকিৎসিত-স্থান চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও কল্পস্থান অষ্ট অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তাহার পর উত্তরস্থানে অতিরিক্ত ষট্ষষ্টি অধ্যায় আছে। ২। সূত্রস্থানের অধ্যায়সমূহের নাম যথা;—বেদোৎপত্তি, শিষ্যোপনয়নীয়, অধ্যয়ন সম্প্রদানীয়, প্রভাষণীয়, অগ্রোপহরণীয়, ঋতুচর্য্যা, যন্ত্রবিধি, শস্ত্রাবচারণীয়, যোগ্যাসূত্রীয়, বিশিখানুপ্রবেশীয়, ক্ষারপাক-বিধি, অগ্নিকর্ম্ম-বিধি, জলৌকাবচারণীয়, শোণিতবর্ণনীয়, দোষধাতুমলক্ষয়বিজ্ঞানীয়, কর্ণব্যধবন্ধ-বিধি, আমপক্কৈষণীয়, ব্রণালেপনবন্ধবিধি, ব্রণিতোপাসনীয়, হিতাহিতীয়, ব্রণপ্রশ্ন, ব্রণাস্রাববিজ্ঞাপন, কৃত্যাকৃত্যবিধি, ব্যাধিসমুদ্দেশীয়, অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্ম, প্রনষ্টশল্য-বিজ্ঞানীয়, শল্যাপনয়নীয়, বিপরীতা-বিপরীত-ব্রণবিজ্ঞানীয়, বিপরীতাবিপরীত-দূতস্বপ্ননিদর্শনীয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিপ্রতিপত্তি, ছায়াবিপ্রতিপত্তি, স্বভাববিপ্রতিপত্তি, অবারণীয়, যুক্তসেনীয়, আতুরোপক্রমণীয়, মিশ্রক, ভূমি-প্রবিভাগবিজ্ঞানীয়, দ্রব্যসংগ্রহণীয়, সংশোধনসংশমনীয়, দ্রব্যাদিবিজ্ঞানীয়, দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয়, রসবিশেষ-বিজ্ঞানীয়, বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়, বিরেচনদ্রব্যবিকল্প-বিজ্ঞানীয়, দ্রবদ্রব্যবিধি এবং অন্নপানবিধি। এই ষট্-চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে এই সংহিতার অর্থ প্রকাশিত, সংক্ষেপে কথিত ও ব্যঞ্জিত হওয়াতে, সূত্রস্থান নাম হইয়াছে [ইহা সমস্ত সংহিতারই মূলসূত্র স্বরূপ]। ৩। নিদান-স্থানের অধ্যায়সমূহের নাম যথা; বাতব্যাধি, অর্শঃ, অশ্মরি, ভগন্দর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, উদর, মূঢ়গর্ভ, বিদ্রধি, বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগ, গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদ-গলগণ্ড, বৃদ্ধ্যুপদংশ-শ্লীপদ, ক্ষুদ্র-রোগ, শূকদোষ, ভগ্ন এবং মুখরোগ। এই ষোলটী ভিন্ন ভিন্ন

গ্রন্থি-বৃদ্ধি-ভগ্ন-শূক-ক্ষুদ্রাশ্চ মুখরোগিকম্ ।
হেতুলক্ষণনির্দ্দেশান্নিদানানীতি ষোড়শ ॥ ৪
ভূতচিন্তা রজঃশুদ্ধির্গর্ভাবক্রান্তিরেব চ ।
ব্যাকরণঞ্চ গর্ভস্য শরীরস্য চ যৎ স্মৃতম্ ॥
প্রত্যেকং মর্ম্মনির্দ্দেশঃ শিরাবর্ণনমেব চ ।
শিরাব্যধো ধমনীনাং গর্ভিণ্যা ব্যাকৃতিস্তথা ॥
নির্দ্দিষ্টানি দশৈতানি শারীরাণি মহর্ষিণা ।
বিজ্ঞানার্থং শরীরস্য ভিষজাং যোগিনামপি ॥ ৫
দ্বিব্রণীয়ো ব্রণঃ সদ্যোভগ্নানাং বাতরোগিকম্ ।
মহাবাতিকমর্শাংসি সাশ্মরিশ্চ ভগন্দরঃ ॥
কুষ্ঠানাং মহতাঞ্চাপি মৈহিকং পৈড়িকং তথা ।
মধুমেহচিকিৎসা চ তথা চোদরিণামপি ॥
মূঢ়গর্ভচিকিৎসা চ বিদ্রধীনাং বিসর্পিণাম্ ।
গ্রন্থিবৃদ্ধ্যপদংশানাং তথা চ ক্ষুদ্ররোগিকম্ ॥
শূকদোষচিকিৎসা চ তথা চ মুখরোগিণাম্ ।
শোফস্যানাগতানাঞ্চ নিষেধো মিশ্রকং তথা ॥
বাজীকরঞ্চ যৎ ক্ষীণে সর্ব্বাবাধশমোঽপি চ ।
মেধায়ুষ্করণঞ্চাপি স্বভাবব্যাধিবারণম্ ॥
নিবৃত্তসন্তাপকরং কীর্ত্তিতঞ্চ রসায়নম্
স্নেহোপযৌগিকঃ স্বেদো বমনে সবিরেচনে ॥
তয়োর্ব্যাপচ্চিকিৎসা চ নেত্রবস্তিবিভাগিকঃ
নেত্রবস্তিবিপৎসিদ্ধিস্তথা চোত্তরবস্তিকঃ ॥
নিরূহক্রমসংজ্ঞশ্চ তথৈবাতুরসংজ্ঞকঃ ।
ধূমনস্যবিধিশ্চাগ্র্যাশ্চত্বারিংশদিতি স্মৃতাঃ ॥

অধ্যায়ে ঐ সকল রোগের হেতু ও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে নিদানস্থান নাম হইয়াছে। ৪। শারীরস্থানের অধ্যায় সমূহ যথা ;—সর্ব্বভূতচিন্তা, শুক্রশোণিতশুদ্ধি, গর্ভাবক্রান্তি, গর্ভব্যাকরণ, শরীরসংখ্যা-ব্যাকরণ, প্রত্যেক মর্ম্মনির্দ্দেশ, শিরাবর্ণন-বিভক্তি, শিরাব্যধবিধি, ধমনীব্যাকরণ এবং গর্ভিণীব্যাকরণ-শারীর। মহর্ষি ধন্বন্তরি চিকিৎসকদিগের -এমন কি, যোগীদিগেরও—শরীর-বিজ্ঞানার্থ এই দশটী শারীর অধ্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫। চিকিৎসিতস্থানের অধ্যায় সকল যথা ;—দ্বিব্রণীয়, সদ্যোব্রণ, ভগ্ন, বাতব্যাধি, মহাবাতব্যাধি, অর্শঃ, অশ্মরি, ভগন্দর, কুষ্ঠ, মহাকুষ্ঠ, প্রমেহ, প্রমেহপিড়কা, মধুমেহ, উদর, মূঢ়গর্ভ, বিদ্রধি, বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগ, গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদগলগণ্ড, বৃদ্ধ্যপদংশশ্লীপদ, ক্ষুদ্ররোগ, শূকদোষ, মুখরোগ, শোথ, অনাগতাবাধ-প্রতিষেধ, মিশ্রক, বাজীকরণ, ক্ষীণবর্দ্ধীয়, সর্ব্বাবাধশমনীয় রসায়ন, মেধায়ুষ্কামীয় রসায়ন, স্বভাবব্যাধিপ্রতিষেধীয় রসায়ন, নিবৃত্তসন্তাপীয় রসায়ন, স্নেহোপযৌগিক, স্বেদাবচারণীয়, বমনবিরেচনসাধ্যোপদ্রব, বমনবিরেচনব্যাপৎ, নেত্রবস্তিপ্রমাণ-প্রবিভাগ, নেত্রবস্তিব্যাপৎ, অনুবাসনোত্তরবস্তি, নিরূহোপক্রম, আতুরোপদ্রব এবং ধূম-নস্য-কবলগ্রহ। এই সকল অধ্যায়ে রোগের চিকিৎসা

প্রায়শ্চিত্তং প্রশমনং চিকিৎসা শান্তিকর্ম্ম চ ।
পর্য্যায়াস্তস্য নির্দ্দিষ্টাশ্চিকিৎসাস্থানমুচ্যতে ॥ ৬
অন্নস্য রক্ষা বিজ্ঞানং স্থাবরস্যেতরস্য চ ।
সর্পদষ্টবিষজ্ঞানং তথৈব চ চিকিৎসিতম্ ॥
দুন্দুভের্মূষিকাণাঞ্চ কীটানাং কল্প এব চ ।
অষ্টৌ কল্পাঃ সমাখ্যাতা বিষভেষজকল্পনাৎ ॥
অধ্যায়ানাং শতং বিংশমেবমেতদুদীরিতম্ ।
অতঃপরং স্বনাম্নৈব তন্ত্রমুত্তরমুচ্যতে ॥
অধিকৃত্য কৃতং যস্মাৎ তন্ত্রমেতদুপদ্রবান্ ।
ঔপদ্রবিক ইত্যেষ তস্যাধ্যায়ো নিরুচ্যতে ॥ ৮
সন্ধৌ বর্ত্মনি শুক্লে চ কৃষ্ণে সর্ব্বত্র দৃষ্টিষু ।
সংবিজ্ঞানার্থমধ্যায়া গদানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
চিকিৎসাপ্রবিভাগীয়ো বাতাভিষ্যন্দবারণঃ ।
পৈত্তস্য শ্লৈষ্মিকস্যাপি রৌধিরস্য তথৈব চ ॥
লেখ্যভেদ্যনিষেধৌ চ ছেদ্যানাং বর্ত্মদৃষ্টিষু ।
ক্রিয়াকল্পোঽভিঘাতশ্চ কর্ণেথোস্তচ্চিকিৎসিতম্ ॥
ঘ্রাণেথানাঞ্চ বিজ্ঞানং তদ্গদপ্রতিষেধনম্ ।
প্রতিশ্যায়নিষেধশ্চ শিরোগদবিরেচনম্ ।
চিকিৎসা তদ্গদানাঞ্চ শালাক্যং তন্ত্রমুচ্যতে ॥
নবগ্রহাকৃতিজ্ঞানং স্কন্দস্য চ নিষেধনম্ ।
অপস্মারশকুন্যোশ্চ রেবত্যাশ্চ পুনঃ পৃথক্ ॥

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসাস্থান নাম হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত, প্রশমন ও শান্তিকর্ম্ম চিকিৎসারই ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়। ৬। কল্পস্থানের অধ্যায়সমূহ যথা ;—অন্নপানরক্ষাবিজ্ঞানীয়, স্থাবরবিষবিজ্ঞানীয়, জঙ্গমবিষবিজ্ঞানীয়, সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়, সর্পদষ্টচিকিৎসা, দুন্দুভিস্বনীয়, মূষিক ও কীট। এই কয়েকটী অধ্যায়ে বিষ ও বিষনাশক ঔষধ কল্পিত হইয়াছে বলিয়া কল্পস্থান নাম হইয়াছে। ৭। এইরূপে একশত বিংশতি অধ্যায় বিবৃত হইল। অনন্তর উত্তরতন্ত্র নাম দিয়া উত্তরতন্ত্র লিখিত হইয়াছে। উত্তরতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের নাম ঔপদ্রবিক বলা হইয়াছে, কেননা ইহাতে উত্তরতন্ত্রের অধিকারভূত সমুদায় উপদ্রবের (রোগের) বিবরণ করা হইয়াছে। ৮। উত্তরতন্ত্রের অধ্যায়সমূহ যথা ;—ঔপদ্রবিক, সন্ধিগতরোগবিজ্ঞানীয়, বর্ত্মগতরোগবিজ্ঞানীয়, শুক্লগতরোগবিজ্ঞানীয়, কৃষ্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়, সর্ব্বগতরোগবিজ্ঞানীয়, দৃষ্টিগতরোগবিজ্ঞানীয়, চিকিৎসিতপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়, বাতাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ, পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ, শ্লেষ্মাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ, রক্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ, লেখ্যরোগপ্রতিষেধ, ভেদ্যরোগপ্রতিষেধ, ছেদ্যরোগপ্রতিষেধ, বর্ত্মগতরোগপ্রতিষেধ, দৃষ্টিগতরোগপ্রতিষেধ, ক্রিয়াকল্প, নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধ, কর্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়, কর্ণগতরোগপ্রতিষেধ, নাসাগতরোগবিজ্ঞানীয়, নাসাগতরোগপ্রতিষেধ, প্রতিশ্যায়প্রতিষেধ, শিরোরোগবিজ্ঞানীয় ও শিরোরোগপ্রতিষেধ। এই কয়েকটী অধ্যায়ে

পূতনায়াস্তথান্ধায়া মুণ্ডিকা শীতপূতনা।
নৈগমেষচিকিৎসা চ গ্রহোৎপত্তিঃ সযোনিজা।
কৌমারতন্ত্রমিত্যেতচ্ছারীরেষু চ কীর্ত্তিতম্ ॥ ৯
জ্বরাতিসারশোষাণাং গুল্মহৃদ্রোগিণামপি।
পাণ্ডূনাং রক্তপিত্তস্য মূর্চ্ছায়াঃ পানজাশ্চ যে ॥
তৃষ্ণায়াশ্ছর্দ্দিহিক্কানাং নিষেধঃ শ্বাসকাসয়োঃ।
স্বরভেদচিকিৎসা চ ক্রিম্যুদাবর্ত্তিনোঃ পৃথক্ ॥
বিসূচিকারোচকয়োর্মূত্রাঘাতবিকৃচ্ছ্রয়োঃ।
ইতি কায়চিকিৎসায়াঃ শেষমত্র প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০
অমানুষনিষেধশ্চ তথাপস্মারিকোহপরঃ।
উন্মাদপ্রতিষেধশ্চ ভূতবিদ্যা নিরুচ্যতে ॥ ১১
রসভেদাঃ স্বস্থবৃত্তির্যুক্তয়স্তান্ত্রিকাশ্চ যাঃ।
দোষভেদা ইতি জ্ঞেয়া অধ্যায়াস্তন্ত্রভূষণাঃ ॥ ১২
শ্রেষ্ঠত্বাদুত্তরং হ্যেতং তন্ত্রমাহুর্মহর্ষয়ঃ।
বহ্বর্থসংগ্রহাচ্চৈবমুত্তরঞ্চাপি পশ্চিমম্ ॥ ১৩
শালাক্যতন্ত্রং কৌমারং চিকিৎসা কায়িকী চ যা।
ভূতবিদ্যেতি চত্বারি তন্ত্রে হ্যুত্তরসংজ্ঞিতে ॥
বাজীকরং চিকিৎসাসু রসায়নবিধিস্তথা।
বিষতন্ত্রং পুনঃ কল্পাঃ শল্যজ্ঞানং সমন্ততঃ ॥
ইত্যষ্টাঙ্গমিদং তন্ত্রমাদিদেবপ্রকাশিতম্।
বিধিনাধীত্য যুঞ্জানা ভবন্তি প্রাণদা ভুবি ॥ ১৪
এতদবশ্যমধ্যেয়মধীত্য চ কর্ম্মাপ্যবশ্যমুপাসিতব্যমুভয়জ্ঞো হি ভিষগ্রাজার্হো ভবতি ॥ ১৫

ভবন্তি চাত্র।

যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্ ॥ ১৬
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতি রাজতঃ ॥ ১৭
উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মণি।
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ ॥ ১৮
ওষধ্যোহমৃতকল্পাস্তু শস্ত্রাশনিবিষোপমাঃ।
ভবন্ত্যজ্ঞৈরুপক্রান্তাস্তস্মাদেতৌ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯
ছেদ্যাদিষনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ ॥ ২০
যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান্ স সমর্থোঽর্থসাধনে।

উত্তরতন্ত্রের শালাক্যতন্ত্র নামক প্রথমভাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। উত্তর-তন্ত্রের কৌমারভৃত্য নামক পরিচ্ছেদে এই কয়েকটী বিষয় আছে, যথা;—নবগ্রহাকৃতি-বিজ্ঞানীয়, স্কন্দগ্রহ-প্রতিষেধ, স্কন্দাপস্মার-প্রতিষেধ, শকুনি-প্রতিষেধ, রেবতী-প্রতিষেধ, পূতনা-প্রতিষেধ, অন্ধপূতনা-প্রতিষেধ, মুখমণ্ডিকা-প্রতিষেধ, শীতপূতনা-প্রতিষেধ, নৈগমেষ-প্রতিষেধ, গ্রহোৎপত্তি-প্রতিষেধ এবং যোনিব্যাপৎ-প্রতিষেধ। শারীরস্থানে কৌমারভৃত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ৯। উত্তর-তন্ত্রের তৃতীয় ভাগে কায়চিকিৎসার অবশিষ্ট বিষয় সমাপ্ত হইয়াছে। যথা;—জ্বরপ্রতিষেধ, অতীসার-প্রতিষেধ শোষ-প্রতিষেধ, গুল্ম-প্রতিষেধ, হৃদ্রোগ-প্রতিষেধ, পাণ্ডুরোগ-প্রতিষেধ, রক্তপিত্ত-প্রতিষেধ, মূর্চ্ছাপ্রতিষেধ, পানাত্যয়-প্রতিষেধ, তৃষ্ণা-প্রতিষেধ, ছর্দ্দি-প্রতিষেধ, হিক্কা-প্রতিষেধ, শ্বাস-প্রতিষেধ, কাস-প্রতিষেধ, স্বরভেদপ্রতিষেধ, কৃমিরোগ-প্রতিষেধ, উদাবর্ত্ত প্রতিষেধ, বিসূচিকা-প্রতিষেধ, অরোচক-প্রতিষেধ, মূত্রাঘাত-প্রতিষেধ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-প্রতিষেধ। ১০। উত্তর-তন্ত্রের ভূতবিদ্যা-পরিচ্ছেদে এই কয়েকটী অধ্যায় আছে, যথা;—অমানুষোপসর্গ-প্রতিষেধ, অপস্মার-প্রতিষেধ ও উন্মাদ-প্রতিষেধ। ১১। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তন্ত্রভূষণাধ্যায়ে রসভেদ-বিকল্প, স্বস্থবৃত্তি, তন্ত্রযুক্তি ও দোষভেদ-বিকল্প নামক চারিটী প্রকরণ আছে। এই সকল অধ্যায় তন্ত্রসমূহের অলঙ্কারস্বরূপ বলিয়া তন্ত্রভূষণাধ্যায় নাম হইয়াছে। ১২। বহু প্রকার সন্নিবেশ বশতঃ উত্তর-তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া, ইহাকে উত্তর-তন্ত্র বলা হইয়াছে, আর ইহা সংহিতার পরিশিষ্ট বলিয়াও ইহাকে উত্তর শব্দে অভিহিত করা যায়। [অর্থাৎ উত্তর শব্দে শ্রেষ্ঠ ও পরিশিষ্ট]। ১৩। শালাক্যতন্ত্র, কৌমারভৃত্য, কায়চিকিৎসা ও ভূতবিদ্যা এই চারিটী বিষয় উত্তরতন্ত্রে আছে। চিকিৎসাস্থানের মধ্যে বাজীকরণ ও রসায়ন-বিধি, কল্পস্থানে বিষচিকিৎসা এবং শল্যতন্ত্র [অস্ত্র-চিকিৎসা] সর্ব্বত্রই আছে। এইরূপে আদিদেবের প্রকাশিত এই অষ্টাঙ্গতন্ত্র প্রকটিত হইল। ইহা বিধি-পূর্ব্বক পাঠ করিলে পৃথিবীতে লোকের প্রাণদাতা হওয়া যায়। ১৪। ইহা অবশ্য পাঠ্য। আর ইহা অধ্যয়ন করিবার পর চিকিৎসা অভ্যাস করা উচিত। শাস্ত্র ও চিকিৎসা উভয়ে জ্ঞান থাকিলে চিকিৎসক রাজযোগ্য হইয়া থাকেন। ১৫। এই স্থানে ছয়টী শ্লোক বলা হইতেছে। যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ এবং ক্রিয়াকুশল নহে, ভীরু ব্যক্তি যুদ্ধে গমন করিয়া যেরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হয়, সেও সেইরূপ রোগীর নিকট গমন করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে। ১৬। আর যে ব্যক্তি কেবল ক্রিয়াকুশল এবং ধৃষ্টতা বশতঃ শাস্ত্রজ্ঞান উপার্জ্জন না করে, সে সাধুদিগের নিকট আদর পায় না, এমন কি, রাজার বধযোগ্য হইতে পারে। ১৭। উক্ত উভয় প্রকার চিকিৎসকই অনিপুণ ও স্বকর্ম্মে অশক্ত হইয়া থাকে। উহাদের উভয়কেই অর্দ্ধ-শিক্ষিত বলা যায়। উভয়েই একপক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীর ন্যায় গমনে অসমর্থ হয়। ১৮। উক্ত উভয়বিধ চিকিৎসককেই পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ অমৃততুল্য ঔষধসমূহও অজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে শস্ত্র, অশনি ও বিষের তুল্য হয়। ১৯। যে কুবৈদ্য ছেদনাদি ও স্নেহনাদি কর্ম্মসমূহে অনভিজ্ঞ, সে লোভ বশতঃ মানুষহত্যা করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে রাজা দোষী [কেননা তাঁহারই অনবধানতা বশতই এরূপ লোকে চিকিৎসা করিতে পায়]। ২০। পক্ষান্তরে যে মতিমান্

আহবে কর্ম্ম নির্ব্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা ॥ ২১

বৎস তদেতদধ্যেয়ং যথা তথোপধারয় ময়া প্রোচ্যমানম্। অথ শুচয়ে কৃতোত্তরাসঙ্গায়াব্যাকুলায়োপস্থিতায়াধ্যয়নকালে শিষ্যায় যথাশক্তি গুরুরুপদিশেৎ পদং পাদং শ্লোকং বা। তে চ পদপাদশ্লোকা ভূয়ঃ ক্রমেণানুসন্ধেয়াঃ। এবমেকৈকশো ঘটয়েদাত্মনা চানুপঠেৎ। অদ্রুতমবিলম্বিতমবিশঙ্কিতমননুনাসিকং ব্যক্তাক্ষরমপীড়িতবর্ণমক্ষিভ্রূবৌষ্ঠহস্তৈরনভিনীতং সুসংস্কৃতং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈশ্চ স্বরৈঃ পঠেন্নচান্তরেণ কশ্চিদ্‌ব্রজেৎ তয়োরধীয়ানয়োঃ ॥ ২২

ভবতশ্চাত্র।

শুচির্গুরুপরো দক্ষস্তন্দ্রানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
পঠেদেতেন বিধিনা শিষ্যঃ শাস্ত্রান্তমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩
বাক্‌সৌষ্ঠবেঽর্থবিজ্ঞানে প্রাগল্‌ভ্যে কর্ম্মনৈপুণে।
তদভ্যাসে চ সিদ্ধৌ চ যতেতাধ্যয়নান্তগঃ ॥ ২৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানেঽধ্যয়নসম্প্রদানীয়ো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বৈদ্য দুই বিষয়েই অভিজ্ঞ, তিনি প্রয়োজন সাধনে সমর্থ থাকেন—যেমন দ্বিচক্র রথ যুদ্ধে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়।২১। অনন্তর হে বৎস! এই শাস্ত্র যেরূপে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ছাত্র শুচি হইয়া, উত্তরীয় ধারণ করিয়া, অধ্যয়নকালে অনাকুলচিত্তে উপস্থিত হইলে গুরু তাহাকে একপদ বা একপাদ বা এক শ্লোক করিয়া ক্রমে ক্রমে পড়াইয়া যাইবেন, সেই সকল পদ ও শ্লোক ক্রমে যোজনা করিতে হইবে এইরূপে শিষ্যদিগকে একে একে পাঠ করাইতে হইবে এবং গুরুকে নিজেও শিষ্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠ করিয়া যাইতে হইবে। অদ্রুত, অবিলম্বিত, অশঙ্কিত ও অননুনাসিক স্বরে অক্ষরগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, বর্ণগুলি ব্যক্ত করিয়া, চক্ষু, ভ্রূ, ওষ্ঠ ও হস্ত দ্বারা অভিনয় না করিয়া সাধুভাষায় অনতিউচ্চ ও অনতি নীচস্বরে পাঠ করিবে অধ্যয়নকালে গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়া কেহ গমন করিবেন না। ২২। এস্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে। শিষ্য শুচি, গুরু-পরায়ণ, দক্ষ ও তন্দ্রা-নিদ্রা-বিবর্জ্জিত হইয়া এইরূপ নিয়মে পাঠ করিলে শাস্ত্রে পারগ হইবে। ২৩। শাস্ত্রেপারগ হইবার পর বাক্‌সৌষ্ঠব, বিষয়জ্ঞান, বাক্‌পটুতা, কর্ম্মনৈপুণ্য, কর্ম্মাভ্যাস ও সিদ্ধিলাভে যত্নবান্ হইবে। ২৪

সূত্রস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ॥ ৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রভাষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

অধিগতমপ্যধ্যয়নমপ্রভাষিতমর্থতঃ খরস্য চন্দনভার ইব কেবলং পরিশ্রমকরং ভবতি ॥ ২

ভবতি চাত্র।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি ॥ ৩

তস্মাৎ সবিংশমধ্যায়শতমনুপদপাদশ্লোকার্দ্ধশ্লোকমনুবর্ণয়িতব্যমনুশ্রোতব্যঞ্চ। কস্মাৎ? সূক্ষ্মা হি দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকদোষধাতুমলাশয়মর্ম্মশিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিগর্ভসম্ভবদ্রব্যসমূহবিভাগাস্তথা প্রনষ্টশল্যোদ্ধরণব্রণবিনিশ্চয়ভগ্নবিকল্পাঃ সাধ্যযাপ্যপ্রত্যাখ্যেয়তা চ বিকারাণামেবমাদয়শ্চান্যে বিশেষাঃ সহস্রশো যে বিচিন্ত্যমানা বিমলবিপুলবুদ্ধেরপি বুদ্ধিমাকুলীকুর্য্যুঃ কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ। তস্মাদবশ্যমনুপদপাদশ্লোকার্দ্ধশ্লোকমনুবর্ণয়িতব্যমনুশ্রোতব্যঞ্চ ॥ ৪

অন্যশাস্ত্রবিষয়োপপন্নানাঞ্চার্থানামিহোপনিপতিতানামর্থবশাৎ তেষাং তদ্বিদ্যেভ্য এব ব্যাখ্যানমনুশ্রোতব্যম্।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভাষণীয়।

অনন্তর আমরা প্রভাষণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব অধীত-শাস্ত্রার্থের অবগমকে প্রভাষণ কহে।।১। অধীত-শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করিতে না পারিলে, গর্দ্দভের চন্দনকাষ্ঠ-ভারধারণের ন্যায় অনর্থক পরিশ্রমকর হয়।২। উপরে যাহা গদ্যে বলা হইল, তাহাই আবার শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যেমন চন্দন-ভারবাহী গর্দ্দভ কেবল ভারই বোধ করে, চন্দন বোধ করিতে পারে না, সেইরূপ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অর্থ-ধারণা না করিলে গর্দ্দভের ন্যায় ভারবহন করা হয়।৩। সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত একশত বিংশতি অধ্যায়ের প্রত্যেক বাক্যের প্রত্যেক পদ এবং প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক পাদ, অর্দ্ধ ও সমস্ত ব্যাখ্যাও শ্রবণ করা উচিত। কেননা, দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মল, আশয়, মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি এবং শুক্রশোণিত প্রভৃতি গর্ভজনক দ্রব্যসমূহের বিভাগ অতি দুর্ব্বোধ। আর নষ্ট-শল্যোদ্ধার, ব্রণবিনিশ্চয়, ভগ্নপ্রবিভাগ এবং রোগের সাধ্যত্ব, যাপ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব এবং এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক সূক্ষ্ম বিষয় আছে, যাহা বহু চিন্তা করিলেও বিমল-বিপুল-বুদ্ধি ব্যক্তিরও বুদ্ধি আকুল করিয়া থাকে; অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ত কথাই নাই। সেইজন্য এই একশত বিংশতি অধ্যায় পদে পদে, পাদে পাদে, শ্লোকার্দ্ধে শ্লোকার্দ্ধে ও শ্লোকে শ্লোকে ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করা উচিত। ৪। অন্য শাস্ত্রের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এ শাস্ত্রে উঠিতে পারে। যাঁহারা সেই শাস্ত্র বিশেষ করিয়া জানেন, তাঁহাদের নিকট সেই সকল কথা বুঝিয়া লইতে

কস্মাৎ? নহ্যেকস্মিন্ শাস্ত্রে শক্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামবরোধঃ কর্ত্তুম্॥ ৫

ভবন্তি চাত্র।

একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ম্।
তস্মাদ্বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ॥ ৬
শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥ ৭
ঔপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতম্।
শেষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলান্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥ ৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে প্রভাষণীয়ো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽগ্রোপহরণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

ত্রিবিধং কর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্ম প্রধানকর্ম্ম পশ্চাৎকর্ম্মেতি। তদ্ব্যাধিং প্রতি প্রত্যুপদেক্ষ্যামঃ। অস্মিন্ শাস্ত্রে শস্ত্রকর্ম্ম-প্রাধান্যাচ্ছস্ত্রকর্ম্মৈব তাবৎ পূর্ব্বমুপদেক্ষ্যামস্তৎসম্ভারাংশ্চ॥২ তচ্চ শস্ত্রকর্ম্মাষ্টবিধম্। তদ্যথা--ছেদ্যং ভেদ্যং লেখ্যং

হয়। কেননা একটী শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রের সন্নিবেশ করা যায় না। ৫। এইস্থলে তিনটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;--একটী শাস্ত্র পাঠ করিলেই শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা যায় না। এইজন্য বহুবিদ্য-চিকিৎসকই শাস্ত্রজ্ঞানে সমর্থ হইয়া থাকে। ৬। যে বৈদ্য গুরুমুখোচ্চারিত [পূর্ব্বকালে শাস্ত্রসমূহ 'লিখিত' না থাকাতে গুরুমুখোচ্চারিত বলা হইয়াছে] শাস্ত্র বার বার উপাসনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই বৈদ্য। অন্যপ্রকার বৈদ্যদিগকে তস্কর বলা যায়। ৭। উপধেনব, ঔরভ্র, সুশ্রুত ও পুষ্কলাবত ধন্বন্তরি-ভাষিত শল্যতন্ত্রের উৎকৃষ্ট সংস্কর্ত্তা। ইহাঁদের প্রকাশিত তন্ত্রসমূহই অন্যান্যকৃত তন্ত্রসমূহের মূল জানিবেন। ৮

সূত্রস্থানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অগ্রোপহরণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [সর্ব্বকর্ম্মের অগ্রে যন্ত্রাদির আহরণ করিতে হয় বলিয়া যন্ত্রাদিকে অগ্র-উপহরণ বলা যায়। এই অধ্যায়ে যন্ত্রাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতেছে]। ১। কর্ম্ম অর্থাৎ চিকিৎসা তিন প্রকার, পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম ও পশ্চাৎকর্ম্ম। যেখানে যে ব্যাধির বিষয় বলা হইবে, সেই-খানেই সেই ব্যাধির সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মও বলা হইবে। এই শাস্ত্রে শস্ত্রকর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে, অতএব প্রথমতঃ শস্ত্র-কর্ম্মই উপদেশ দিব আর শস্ত্রকর্ম্মের উপকরণ সকলও উপ-দেশ দিব। ২। শস্ত্রকর্ম্ম অষ্টপ্রকার। যথা;--ছেদন, ভেদন,

বেধ্যমেষ্যমাহার্য্যং বিস্রাব্যং সীব্যমিতি। অতোঽন্যতমং কর্ম্ম চিকীর্ষতা বৈদ্যেন পূর্ব্বমেবোপকল্পয়িতব্যানি--তদ্যথা যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিশলাকাশৃঙ্গজলৌকালাবুজাম্ববৌষ্ঠপিচুপ্রোতসূত্র-পত্রপট্টমধুঘৃতবসাপয়স্তৈলতর্পণকষায়ালেপন-কল্কব্যজনশীতো-ষ্ণোদককটাহাদীনি পরিকর্ম্মিণশ্চ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা বলবন্তঃ॥ ৩

ততঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু দধ্যক্ষতান্ন-পানরত্নৈরগ্নিং বিপ্রান্ ভিষজশ্চার্চ্চয়িত্বা কৃতবলিমঙ্গল-স্বস্তিবাচনং লঘুভুক্তবন্তং প্রাঙ্মুখমাতুরমুপবেশ্য যন্ত্রয়িত্বা প্রত্যঙ্মুখো বৈদ্যো মর্ম্মশিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিধমনীঃ পরিহরন্নমু-লোমং শস্ত্রং নিদধ্যাদা পূযদর্শনাৎ সকৃদেবাপহরেচ্ছস্ত্রমাশু চ। মহৎস্বপি চ পাকেষু দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা শস্ত্রপদমুক্তম্॥ ৪

তত্রায়তো বিশালঃ সমঃ সুবিভক্ত ইতি ব্রণগুণাঃ। ৫

লেখন, বেধন, এষণ, আহরণ, বিস্রাবণ ও সীবন। এই অষ্ট প্রকার কর্ম্মের মধ্যে যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলেই এই সকল আয়োজন আবশ্যক হয়, যথা;--যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জলৌকা, অলাবু, জাম্ববৌষ্ঠ, পিচু [তুলা], প্রোত [বস্ত্রখণ্ড], সূত্র, পত্র, পট্ট [পটী বা পট্টবস্ত্র], মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল, তর্পণ, কষায় [ক্বাথ], আলেপন [প্রলেপ], কল্ক, ব্যজন, শীতলজল, উষ্ণজল এবং কটাহ প্রভৃতি। তদ্ভিন্ন স্নিগ্ধ স্থির ও বলবান পরিচারক গণও কাছে থাকা আবশ্যক। [এই সকল দ্রব্যের বিবরণ স্ব স্ব প্রসঙ্গে করা হইবে]। ৩। ব্রণে যেরূপে শস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, সম্প্রতি তাহাই বলা হইতেছে। অনন্তর প্রশস্ত তিথিতে, প্রশস্ত করণে, প্রশস্ত মুহূর্ত্তে ও প্রশস্ত নক্ষত্রে অগ্নি, বিপ্র ও চিকিৎসকদিগকে দধি, অক্ষত তণ্ডুল ও রত্নযোগে পূজা করিয়া বলিমঙ্গল ও স্বস্তিবাচন সমাপনপূর্ব্বক রোগী লঘুভোজনানন্তর [১২ প্রকরণ দেখ] পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিলে চিকিৎসক উহাকে যন্ত্রিত করিবেন [হাত পা ছুড়িতে না পারে এরূপে আবদ্ধ করিবেন]। চিকিৎসক পশ্চিমমুখে বসিবেন। পরে শস্ত্র-চালনা করিবেন। যেন মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও ধমনীতে অস্ত্র না লাগে; যেন শস্ত্র অনুলোমভাবে প্রয়োগ করা হয়। যে পর্য্যন্ত পূযদর্শন না হয়, সে পর্য্যন্ত শস্ত্র প্রবেশ করাইবে। শস্ত্র তুলিবার সময়ে একবারে টানিয়া তুলিবে এবং শীঘ্র তুলিয়া লইবে। ব্রণের পাক গম্ভীর হইলেও রোগীর অঙ্গুলের দুই অঙ্গুল বা তিন অঙ্গুলের অধিক অস্ত্র প্রবেশন ব্যবস্থা নাই। ৪। যে ব্রণে অস্ত্রপাত করিতে হইবে, তাহা আয়ত, বিশাল, সমান ও সুবিভক্ত হইলে অস্ত্রপাতের সুবিধা হয়। [আয়ত শব্দে দীর্ঘ, বিশাল শব্দে বিস্তীর্ণ, সমান শব্দে উচ্চনীচ কণ্ডু-প্রভৃতি-রহিত, সুবিভক্ত শব্দে সুব্যক্ত]। যে ব্রণ শস্ত্রকৃত হইবে, তাহাও আয়ত, বিশাল, সমান ও সুবিভক্ত হওয়া উচিত। [এস্থলে সুবিভক্ত শব্দে 'হীনও নয়, অতিও নয়' এইরূপ বুঝিতে হইবে। শস্ত্রকৃত ব্রণ এইরূপ হইলেই

ভবতশ্চাত্র।

আয়তশ্চ বিশালশ্চ সুবিভক্তো নিরাশ্রয়ঃ।
প্রাপ্তকালকৃতশ্চাপি ব্রণঃ কর্ম্মণি শস্যতে॥ ৬
শৌর্য্যমাশুক্রিয়া শস্ত্রতৈক্ষ্ণ্যমস্বেদবেপথু।
অসম্মোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্রকর্ম্মণি শস্যতে॥ ৭

একেন বা ব্রণেনাশুধ্যমানে নান্তরা বুদ্ধ্যাবেক্ষ্যাপরান্ কুর্য্যাৎ॥ ৮

ভবতি চাত্র।

যতো যতো গতিং বিদ্যাদুৎসঙ্গো যত্র যত্র চ।
তত্র তত্র ব্রণং কুর্য্যাদ্‌যথা দোষো ন তিষ্ঠতি॥ ৯

তত্র ভ্রূ-গণ্ড-শঙ্খ-ললাটাক্ষিপুটৌষ্ঠ-দন্তবেষ্ট-কক্ষ-কুক্ষি-বঙ্ক্ষণেষু তির্য্যক্‌ছেদ উক্তঃ॥ ১০

চন্দ্রমণ্ডলবচ্ছেদান্ পাণিপাদেষু কারয়েৎ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতীংশ্চাপি গুদে মেঢ্রে চ বুদ্ধিমান্॥ ১১

অন্যথা তু শিরাস্নায়ুচ্ছেদনাদতিমাত্রং বেদনাচিরাদ্‌ব্রণসংরোহো মাংসকন্দীপ্রাদুর্ভাবশ্চেতি। মূঢ়গর্ভোদরার্শোঽশ্মরীভগন্দরমুখরোগেষ্বভুক্তবতঃ কর্ম্ম কুর্ব্বীত॥ ১২

ততঃ শস্ত্রমবচার্য্য শীতাভিরদ্ভিরাতুরমাশ্বাস্য সমন্তাৎ পরিপীড্যাঙ্গুল্যা ব্রণমভিমৃজ্য প্রক্ষাল্য কষায়েণ প্লোতেনোদকমাদায় তিলকল্কমধুসর্পিঃপ্রগাঢ়ামৌষধযুক্তাং বর্ত্তিং প্রণিদধ্যাৎ। ততঃ কল্কেনাচ্ছাদ্য নাতিস্নিগ্ধাং নাতিরুক্ষাং ঘনাং কবলিকাং দত্ত্বা বস্ত্রপট্টেন বধ্নীয়াদ্বেদনা রক্ষোঘ্নৈর্ধূপৈর্ধূপয়েদ্রক্ষোঘ্নৈশ্চ মন্ত্রৈ রক্ষাং কুর্ব্বীত॥ ১৩

ততো গুগ্গুল্বগুরুসর্জ্জরসবচাগৌরসর্ষপচূর্ণৈর্লবণনিম্বপত্রব্যামিশ্রৈরাজ্যযুক্তৈর্ধূপৈর্ধূপয়েৎ। আজ্যশেষেণ চাস্য প্রাণান্ সমালভেৎ। উদকুম্ভাচ্চাপো গৃহীত্বা প্রোক্ষয়ন্ রক্ষাকর্ম্ম কুর্য্যাৎ, তদ্বক্ষ্যামঃ॥ ১৪

কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ।
রক্ষাকর্ম্ম করিষ্যামি ব্রহ্মা তদনুমন্যতাম্॥
নাগাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ।
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্মাদ্যা ঘ্নন্তু তান্ সদা॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ।
দিক্ষু বাস্তুনিবাসাশ্চ পান্তু ত্বাং তে নমস্কৃতাঃ॥
পান্তু ত্বাং মুনয়ো ব্রাহ্ম্যা দিব্যা রাজর্ষয়স্তথা।
পর্ব্বতাশ্চৈব নদ্যশ্চ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেঽপি সাগরাঃ॥
অগ্নী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্ বায়ুস্তথৈব চ।
সোমো ব্যানমপানং তে পর্জ্জন্যঃ পরিরক্ষতু॥
উদানং বিদ্যুতঃ পান্তু সমানং স্তনয়িত্নবঃ।
বলমিন্দ্রো বলপতির্মনুর্মন্যে মতিং তথা॥
কামাংস্তে পান্তু গন্ধর্ব্বাঃ সত্ত্বমিন্দ্রোঽভিরক্ষতু।
প্রজ্ঞাং তে বরুণো রাজা সমুদ্রো নাভিমণ্ডলম্॥
চক্ষুঃ সূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ
নক্ষত্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্তু নিশাস্তব॥
রেতস্ত্বাপ্যায়য়ন্ত্বাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা।
আকাশং খানি তে পাতু দেহং তব বসুন্ধরা॥

কল্ককষায়াদি প্রয়োগের সুবিধা হয়]। ৫। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাই আবার তিনটী শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা;—ব্রণ যদি আয়ত, বিশাল ও সুবিভক্ত হয়, যদি মর্ম্মস্থান-সংস্পৃষ্ট না হয় এবং যদি কাটিবার উপযুক্ত হয়, তবে শস্ত্রকর্ম্মে সুবিধা হইয়া থাকে। ৬। শৌর্য্য (সাহস), আশুক্রিয়া, শস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, অস্বেদ (না ঘামা), অবেপথু (না কাঁপা), অসম্মোহ (ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় না হওয়া) এই কয়েকটী গুণ শস্ত্রকর্ম্মকালে বৈদ্যের আবশ্যক। ৭। একটী ছেদনে শুদ্ধ না হইলে পুরুষ বুদ্ধিচালনপূর্ব্বক অন্তরা দুই বা ততোধিক ছেদন করিবেন। যেদিকে যেদিকে পূযের গতি, যেখানে যেখানে পূয ঠেলিয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই সেইখানেই ব্রণ (ছেদন) করিতে হইবে। তাহা হইলে আর দোষ থাকিতে পারে না। ৯। ভ্রূ, গণ্ড, শঙ্খ, ললাট, অক্ষিপুট, ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, কক্ষ (কাঁক) কুক্ষি (পেট) ও বংক্ষণে (কুঁচকীতে) গভীরভাবে অস্ত্র প্রবিষ্ট না করিয়া বক্রভাবে করিবে। ১০। পাণিতলে ও পাদতলে ছেদ করিতে হইলে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় গোল করিয়া ছেদ করিবে। গুহ্যে ও মেঢ্রে ছেদ করিতে হইলে স্থান বুঝিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছেদ করিবে। ১১। এইরূপে ছেদ না করিলে শিরা ও স্নায়ু সকল ছিন্ন হইয়া থাকে; তাহাতে অতিমাত্র বেদনা হয়, ব্রণের পূরণ হইতে বিলম্ব হয় এবং মাংসকন্দ সকল উত্থিত হয়। মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে রোগীকে না খাওয়াইয়াই অস্ত্র করিবে। ১২। শস্ত্রকর্ম্মের পর শীতল জল দ্বারা রোগীকে আশ্বস্ত করিবে [অর্থাৎ শস্ত্রকর্ম্ম-জনিত ক্লেশ দূর করিবে]। পরে ব্রণের চতুর্দ্দিক পীড়ন ও অঙ্গুলি দ্বারা ব্রণস্থান মর্দ্দন করিয়া কাথাদি দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ব্রণের অন্তর্গত জল আস্তে আস্তে মুছিয়া পূযাদি শোধনের জন্য ঔষধযুক্ত বত্তি, তিলকল্ক, মধু ও ঘৃতযোগে ব্রণমধ্যে প্রবেশিত করিবে। আর সদ্যোব্রণ [আঘাতহেতু উৎপন্ন সদ্যঃক্ষত] প্রতীকার করিবার জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা আছে, সেই সকল ঔষধের কল্ক দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি নাতিস্নিগ্ধ নাতিরুক্ষ একটী কবলিকা নামক বন্ধন প্রদান করিবে। তাহার উপর কাপড়ের পটী দিয়া বাঁধিবে। ব্রণে ধূপ প্রদান করিবে; তাহা হইলে বেদনা ও রাক্ষসভয় [রাক্ষসাদির কুদৃষ্টির ভয়] থাকিবে না। আর রাক্ষসনাশক মন্ত্রসমূহ দ্বারাও ব্রণের রক্ষা করিতে হয়। ১৩। গুগ্‌গুলু অগুরু, ধুনা, বচ, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব ও নিমপাতা একত্র কল্কিত করিয়া ঘৃতের সহিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে, তদ্দ্বারাই ব্রণে ধূপ দিতে হয়। এইরূপে ধূপ দিবার পর যে ঘৃত অগ্নিতে দগ্ধ না হইয়া, অগ্নি হইতে নিষ্কৃত হইবে, তদ্দ্বারা রোগীর হৃদয়াদি প্রাণস্থান মর্দ্দন করিবে। পরে জলকুম্ভ

বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষ্ণুস্তব পরাক্রমম্।
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাত্মানং ধ্রুবো ভ্রবৌ
এতা দেহে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ।
এতাস্ত্বাং সততং পান্তু দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি
স্বস্তি তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ব্বতাম্
স্বস্তি তে চন্দ্রসূর্য্যৌ চ স্বস্তি নারদপর্ব্বতৌ॥
স্বস্ত্যগ্নিশ্চৈব বায়ুশ্চ স্বস্তি দেবাঃ সহেন্দ্রগাঃ।
পিতামহকৃতা রক্ষা স্বস্ত্যায়ুর্বর্দ্ধতাং তব॥
ঈতয়স্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভব গতব্যথঃ॥

ইতি স্বাহা॥

এতৈর্বেদাত্মকৈর্মন্ত্রৈঃ কৃত্যাব্যাধিবিনাশনৈঃ।
ময়ৈবং কৃতরক্ষস্ত্বং দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি॥ ১৫

ততঃ কৃতরক্ষমাতুরমাগারং প্রবেশ্যাচারিকমাদিশেৎ। ততস্তৃতীয়েঽহনি বিমুচ্যৈবং বস্ত্রীয়াদ্বস্ত্রপট্টেন নচৈনং ত্বরমাণোঽপরেদ্যুর্মোক্ষয়েৎ॥ ১৬

দ্বিতীয়দিবসে পরিমোক্ষণাদ্বিগ্রথিতো ব্রণশ্চিরাদুপসংরোহতি তীব্ররুজশ্চ ভবতি। অত ঊর্দ্ধং দোষকালবলাদীনবেক্ষ্য কষায়ালেপনবন্ধাহারাচারান্ বিদধ্যাৎ। নচৈনং ত্বরমাণঃ সান্তর্দোষং রোপয়েৎ স হ্যল্পেনাপ্যপচারেণাভ্যন্তরমুৎসঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽপি বিকরোতি॥ ১৭

ভবন্তি চাত্র।

তস্মাদন্তর্বহিশ্চৈব সুশুদ্ধং রোপয়েদ্ব্রণম্।
রূঢ়েঽপ্যজীর্ণব্যায়ামব্যবায়াদীন্ বিবর্জ্জয়েৎ
হর্ষং ক্রোধং ভয়ঞ্চাপি যাবৎ স্থৈর্য্যোপসম্ভবাৎ॥ ১৮

হেমন্তে শিশিরে চৈব বসন্তে চাপি মোক্ষয়েৎ।
ত্র্যহাদ্দ্ব্যহাচ্ছরদ্গ্রীষ্মবর্ষাস্বপি চ বুদ্ধিমান্॥ ১৯
অতিপাতিষু রোগেষু নেচ্ছেদ্বিধিমিমং ভিষক্।
প্রদীপ্তাগারবচ্ছীঘ্রং তত্র কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াঃ॥ ২০
যা বেদনা শস্ত্রনিপাতজাতা তীব্রা শরীরং প্রদুনোতি জন্তোঃ।
ঘৃতেন সা শান্তিমুপৈতি সিক্তা কোষ্ণেন যষ্টীমধুকান্বিতেন ২১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানেঽগ্রোপহরণীয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাত ঋতুচর্য্যাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

কালো হি নাম ভগবান্ স্বয়ম্ভুরনাদিমধ্যনিধনোঽত্র রসব্যাপৎসম্পত্তী জীবিতমরণে চ মনুষ্যাণামায়ত্তে। স সূক্ষ্মামপি কলাং ন লীয়ত ইতি কালঃ, সঙ্কলয়তি কালয়তি বা ভূতানীতি কাল ২

তস্য সংবৎসরাত্মনো ভগবানাদিত্যো গতিবিশেষেণাক্ষিনিমেষ-কাষ্ঠা কলা-মুহূর্ত্তাহোরাত্রপক্ষমাসর্ত্ত্বয়ন-সংবৎসর-যুগপ্রবিভাগং করোতি॥ ৩

হইতে জল লইয়া প্রোক্ষণপূর্ব্বক 'কৃত্যানাং' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রক্ষাকর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। ঐ সকল মন্ত্র চ, যথা ;—কৃত্যানাং প্রভৃতি। ১৪। ১৫। এইরূপে আতুরকে রক্ষা করিয়া গৃহে প্রবেশ করাইবে এবং ব্রণবিহিত আহার বিহার অনুষ্ঠান করিতে বলিবে। অনন্তর তৃতীয় দিবসে ব্রণের বন্ধন মোচন করিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নূতন পটী দিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া দ্বিতীয় দিনে কখনই বন্ধন খুলিবে না। ১৬। দ্বিতীয় দিনে ব্রণের বন্ধন মোচন করিলে ব্রণ গ্রন্থির ন্যায় হয়, আর অতিশয় বিলম্বে ব্রণের রোপণ হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত যাতনা হয়। তৃতীয় দিবসে দোষ, কাল ও রোগীর বলাদি বিবেচনা করিয়া কষায়, আলেপন, বন্ধন, আহার ও আচার ব্যবস্থা করিবে। আর ব্রণের অন্তরে দোষ থাকিতে তাড়াতাড়ি কখনই ব্রণের পূরণ করিবে না। উহা অল্প অপচারেই অভ্যন্তরে ঠেলিয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার বিকার উপস্থিত করে। ১৭। এইস্থলে রটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা ;—সেইজন্য ব্রণ অন্তরে ও বাহিরে সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ হইবার পর, উহাকে পূরণ করিবে। ব্রণ পূরিত হইবার পরেও দৃঢ়তা না হওয়া পর্য্যন্ত, অজীর্ণ, ব্যায়াম ও ব্যবায়াদি এবং হর্ষ, ক্রোধ ও ভয় পরিত্যাগ করিবে। ১৮। হেমন্ত, শিশির ও বসন্তে তিন দিন অন্তর ব্রণের বন্ধন মোচন করিবে। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দুই তিন দিন অন্তর বন্ধন মোচন করিবে। ১৯। কিন্তু কোন কারণে আশু প্রতিবিধান করা আবশ্যক বোধ হইলে চিকিৎসক এ বিধির প্রতি নির্ভর করিবেন না। পরন্তু সেরূপ স্থলে অগ্নিদীপ্ত গৃহের ন্যায় ভাবিয়া শীঘ্র প্রতিকার করিবেন। ২০। যষ্টিমধু-মিশ্রিত ঘৃত ঈষদুষ্ণ করিয়া লাগাইলে শস্ত্রাঘাতজনিত অতি তীব্রবেদনাও সত্বর নিবারিত হয়। ২১

সূত্রস্থানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঋতুচর্য্যা।

অনন্তর আমরা ঋতুচর্য্যা [যে ঋতুতে যেরূপ আচরণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ক] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। কালই ভগবান, কালই স্বয়ম্ভু, ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। মধুরাদি রসের বিকৃততা বা অবিকৃততা এবং মানুষদিগের জীবন মরণ কালের আয়ত্ত। কালের অতি সূক্ষ্মকলা বা বিভাগকেও যেহেতু [নিমেষাদি নামে] কাল বলা যায়, এইজন্য কালের নাম কাল হইয়াছে। অথবা কাল যেহেতু ভূতগণকে সুখ-দুঃখের সহিত সঙ্কলিত অর্থাৎ যুক্ত করে, এইজন্য ইহার নাম কাল। অথবা যেহেতু ভূতদিগকে কালের সমীপস্থ করে, এইজন্য ইহার নাম কাল। ২। বৎসর ধরিয়া যে কাল গণনা করা হয়, ভগবান্ আদিত্য সেই কালকে নিজের গতিবিশেষ দ্বারা নিমেষ, কাষ্ঠা,

তত্র লঘ্বক্ষরোচ্চারণমাত্রোঽক্ষিনিমেষঃ। পঞ্চদশাক্ষিনিমেষাঃ কাষ্ঠা। ত্রিংশৎকাষ্ঠাঃ কলাঃ। বিংশতিকলো মুহূর্ত্তঃ কলাদশভাগশ্চ। ত্রিংশন্মূহূর্ত্তমহোরাত্রম্। পঞ্চদশাহোরাত্রাণি পক্ষঃ। স চ দ্বিবিধঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ। তৌ মাসঃ॥ ৪

তত্র মাঘাদয়ো দ্বাদশ মাসা দ্বিমাসিকমৃতুং কৃত্বা ষড়ৃতবো ভবন্তি। তে শিশিরবসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধেমন্তাঃ। তেষাং তপস্তপস্যৌ শিশিরঃ। মধুমাধবৌ বসন্তঃ। শুচিশুক্রৌ গ্রীষ্মঃ। নভোনভস্যৌ বর্ষাঃ। ইষোর্জ্জৌ শরৎ। সহঃসহস্যৌ হেমন্ত ইতি॥ ৫

ত এতে শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাশ্চন্দ্রাদিত্যয়োঃ কালবিভাগকরত্বাদয়নে দ্বে ভবতো দক্ষিণমুত্তরঞ্চ। তয়োর্দক্ষিণং বর্ষাশরদ্ধেমন্তাস্তেষু ভগবানাপ্যায্যতে সোমোঽম্ললবণমধুরাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্ত্যুত্তরোত্তরঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং বলমভিবর্দ্ধতে। উত্তরঞ্চ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মাস্তেষু ভগবানাপ্যায্যতেঽর্কস্তিক্তকষায়কটুকাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্ত্যুত্তরোত্তরঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং বলমপহীয়তে॥ ৬

ভবতি চাত্র।

শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিবস্বান্ শোষয়ত্যপি।
তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ॥ ৭

অথ খল্বয়নে দ্বে যুগপৎ সংবৎসরো ভবতি। ৮

তে তু পঞ্চ যুগমিতি সংজ্ঞাং লভন্তে। স এষ নিমেষাদিযুগপর্য্যন্তঃ কালশ্চক্রবৎপরিবর্ত্তমানঃ কালচক্রমুচ্যত ইত্যেকে॥ ৯

ইহ তু বর্ষাশরদ্ধেমন্তবসন্তগ্রীষ্মপ্রাবৃষঃ ষড়ৃতবো ভবন্তি দোষোপচয়প্রকোপোপশমনিমিত্তম্। তে তু ভাদ্রপাদাদ্যেন দ্বিমাসিকেন ব্যাখ্যাতাঃ। তদ্‌যথা—ভাদ্রপদাশ্বযুজৌ বর্ষাঃ। কার্ত্তিকমার্গশীর্ষৌ শরৎ। পৌষমাঘৌ হেমন্তঃ। ফাল্গুনচৈত্রৌ বসন্তঃ। বৈশাখজ্যৈষ্ঠৌ গ্রীষ্মঃ। আষাঢ়শ্রাবণৌ প্রাবৃড়িতি১০

তত্র বর্ষাস্বোষধয়স্তরুণ্যোঽল্পবীর্য্যা আপশ্চাপ্রসন্নাঃ ক্ষিতিমলপ্রায়াস্তা উপযুজ্যমানা নভসি মেঘাবস্তৃতে জলপ্রক্লিন্নায়াং ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবিষ্টব্ধাগ্নীনাং বিদহ্যন্তে বিদাহাৎ পিত্তসঞ্চয়মাপাদয়ন্তি স সঞ্চয়ঃ শরদি প্রবিরলমেঘে বিয়ত্যুপশুষ্যতি পঙ্কেঽর্ককিরণপ্রবিলাপিতঃ পৈত্তিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। ১১

কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগরূপে বিভাগ করেন। ৩। তন্মধ্যে একটী লঘু অক্ষর [যেমন 'ক'] উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে নিমেষ কহে। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়। বিংশতি কলা ও তিন কাষ্ঠায় এক মুহূর্ত্ত হয়, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয়। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ হয়। পক্ষ দুই প্রকার ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। দুই পক্ষে এক মাস হয়। ৪। মাঘ প্রভৃতি বার মাসে এক সংবৎসর হয়। দুই দুই মাসে এক এক ঋতু ধরিলে ছয় ঋতু হয়। শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই ছয়টী ঋতু। তন্মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুন (তপঃ ও তপস্য) এই দুই মাস শিশির। চৈত্র ও বৈশাখ (মধু ও মাধব) বসন্ত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় (শুচি ও শুক্র) গ্রীষ্ম। শ্রাবণ ও ভাদ্র (নভঃ ও নভস্য) বর্ষা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক (ইষ ও উর্জ্জ) শরৎ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ (সহঃ ও সহস্য) হেমন্ত। ৫। এই ছয় ঋতুর লক্ষণ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি-ভেদে ছয় ঋতুতে দুই অয়ন হয়, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। তন্মধ্যে বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত দক্ষিণায়ন। এই সময়ে ভগবান্ সোম অধিকতর বলবান্ হন আর এই তিন মাসে যথাক্রমে অম্ল, লবণ ও মধুর রস অধিক হইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর সর্ব্বপ্রাণীর বলবৃদ্ধি হয়। শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম উত্তরায়ণ। এই সকল কালে ভগবান্ সূর্য্য অধিকতর বলবান্ হন। আর তিক্ত, কষায় ও কটুরস যথাক্রমে বলবান্ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বপ্রাণীর বল হীন হয়। ৬। এইস্থানে একটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্রীকৃত করে, সূর্য্য উহাকে শোষণ করিয়া থাকেন। বায়ু উহাদের আশ্রয়ে প্রজাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। ৭। দুই অয়নে এক সংবৎসর ৮। পাঁচ সংবৎসরে এক যুগ হয়। নিমেষ হইতে যুগ পর্য্যন্ত কালকে কালচক্র বলা যায়। কেননা এই কাল চক্রবৎ ঘুরিতেছে। ৯। এস্থলে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম এই ছয়টী ঋতু ভিন্ন ভিন্ন দোষকে [অর্থাৎ বাত-পিত্ত-কফকে] উপচিত, কুপিত ও প্রশমিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস বর্ষা ইত্যাদি, কিন্তু এস্থলে ভিন্ন প্রাণালীতে ঋতুগণনা হয়। এস্থলে ভাদ্রাদি দুই দুই মাসে, বর্ষাদি এক এক ঋতু হয় বুঝিতে হইবে। যথা ;—ভাদ্র ও আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ ও মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রাবৃট্ [এস্থলে শীতকালকেই হেমন্ত বলা হইল, এবং হেমন্তকাল ধর্ত্তব্য হইল না। আবার প্রাবৃট্‌কাল একটী নূতন ধরা হইল। ১০। তন্মধ্যে বর্ষাকালে আশুধান্যাদি ওষধি সকল নূতন জন্মে বলিয়া অল্পবীর্য্য হয়। জল সকল অপ্রসন্ন হয় এবং উহাতে মাটী ও মল মিশ্রিত থাকে। সেই সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও ভূমি কর্দ্দমাদি-ক্লেদযুক্ত থাকে এবং প্রাণীদিগের দেহ আর্দ্র ও অগ্নি শীতল বায়ুকর্ত্তৃক মন্দীকৃত হয় ; অতএব এ সময় ঐ সকল দ্রব্য সেবন করাতে বিদগ্ধ পাক হয় এবং পিত্তের সঞ্চয় হইয়া থাকে। [শীতল বায়ু কর্ত্তৃক—এস্থলে নিবন্ধ বলেন, শারীরিক বায়ু শীতে কুপিত হয়। কিন্তু ১১ প্রকরণ দেখিলে তাহা বোধ হয় না]। শরৎকালে আকাশ বিরল-মেঘ ও পঙ্ক শুষ্ক হইলে সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যকিরণে গলিত ও সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া কুপিত হয়। তাহাতে পৈত্তিক ব্যাধি সকল জন্মে। ১১। বর্ষাকাল-জাত হৈমন্তিক

তা এবৌষধয়ঃ কালপরিণামাৎ পরিণতবীর্য্যা বলবত্যো হেমন্তে ভবন্ত্যাপশ্চ প্রসন্নাঃ স্নিগ্ধা অত্যর্থং গুর্ব্ব্যস্তা উপযুজ্যমানা মন্দকিরণত্বাৎ ভানোঃ সতুষারপবনোপস্তম্ভিতদেহানাং দেহিনামবিদগ্ধাঃ স্নেহাচ্ছৈত্যাদ্গৌরবাদুপলেপাচ্চ শ্লেষ্মণঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি স সঞ্চয়ো বসন্তেঽর্করশ্মিপ্রবিলাপিত ঈষৎস্তব্ধদেহানাং দেহিনাং শ্লৈষ্মিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি ॥ ১২

তা এবৌষধয়ো নিদাঘে নিঃসারা রুক্ষা অতিমাত্রং লঘ্ব্যো ভবন্ত্যাপশ্চ তা উপযুজ্যমানাঃ সূর্য্যপ্রতাপোপশোষিতদেহানাং দেহিনাং রৌক্ষ্যাল্লঘুত্বাদ্বৈশদ্যাচ্চ বায়োঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি স সঞ্চয়ঃ প্রাবৃষি চাত্যর্থং জলোপক্লিন্নায়াং ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবর্ষেরিতো বাতিকান্ ব্যাধীন জনয়তি। এবমেষ দোষাণাং সঞ্চয়প্রকোপহেতু-

তত্র বর্ষাহেমন্তগ্রীষ্মেষু সঞ্চিতানাং দোষাণাং শরদ্বসন্তপ্রাবৃট্সু চ প্রকুপিতানাং নির্হরণং কর্ত্তব্যম্ ॥ ১৪

তত্র পৈত্তিকানাং ব্যাধীনামুপশমো হেমন্তে শ্লৈষ্মিকাণাং নিদাঘে বাতিকানাং ঘনাত্যয়ে স্বভাবত এব ত এতে সঞ্চয়প্রকোপোপশমা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৫

তত্র পূর্ব্বাহ্নে বসন্তস্য লিঙ্গং মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মস্যাপরাহ্নে প্রাবৃষঃ প্রদোষে বার্ষিকং শারদমর্দ্ধরাত্রে প্রত্যূষসি হৈমন্তমুপলক্ষয়েৎ। এবমহোরাত্রমপি বর্ষমিব শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণং দোষোপচয়প্রকোপোপশমৈর্জানীয়াৎ ॥ ১৬

তত্রাব্যাপন্নেষৃতুষব্যাপন্না ওষধয়ো ভবন্ত্যাপশ্চ তা উপযুজ্যমানাঃ প্রাণায়ুর্বলবীর্য্যৌজস্কর্য্যো ভবন্তি। তেষাং পুনর্ব্যাপদোঽদৃষ্টকারিতাঃ। শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি খলু বিপরীতান্যোষধীর্ব্যাপাদয়ন্ত্যপশ্চ তাসামুপযোগাদ্বিবিধরোগপ্রাদুর্ভাবো মরকো বা ভবেদিতি। তত্রাব্যাপন্নানামোষধীনামপাঞ্চোপযোগঃ ॥ ১৭

কদাচিদব্যাপন্নেষপি ঋতুষু কৃত্যাভিশাপরক্ষঃক্রোধাধর্ম্মৈরুপধ্বস্যন্তে জনপদাঃ। বিষৌষধীপুষ্পগন্ধেন বায়ুনোপনীতেনাক্রম্যতে যো দেশস্তত্র দোষপ্রকৃত্যাবিশেষেণ কাসশ্বাসবমথুপ্রতিশ্যায়শিরোরুগ্জ্বরৈরুপতপ্যন্তে গ্রহনক্ষত্রচরিতৈর্ব্বা গৃহদারশয়নাসনযানবাহনমণিরত্নোপকরণগর্হিতলক্ষণনিমিত্তপ্রাদুর্ভাবৈর্ব্বা ॥ ১৮

ঔষধি কাল-পরিণাম বশতঃ হেমন্তকালে পরিণতবীর্য্য ও বলশালী হয়; জল সকল প্রসন্ন, স্নিগ্ধ (স্নেহপদার্থযুক্ত) ও অত্যন্ত গুরু হয়। এ সময় ভানু মন্দকিরণ ও বায়ু তুষারযুক্ত হওয়াতে, দেহীদিগের দেহ মন্দীভূত হয়। অতএব এ সময় ঐ সকল দ্রব্য সেবন করাতে বিদগ্ধ পাক হয় না বটে; কিন্তু উহাদের স্নেহ, শৈত্য, গুরুতা ও উপলিপ্ততা (আটা দ্বারা জড়ানর মত ভাব) বশতঃ শ্লেষ্মা সকল সঞ্চয় প্রাপ্ত হয়। সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালে সূর্য্যকিরণে গলিত ও সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অথচ দেহীদিগের দেহ ঈষৎ স্তব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং বসন্তকালে উহাদের শ্লৈষ্মিক ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। ১২। ঐ সকল ধান্যাদি ঔষধিই গ্রীষ্মে নিঃসার, রুক্ষ ও লঘু হয়। জলসমূহও নিঃসার (ক্লেদহীন), রুক্ষ ও লঘু হয়। দেহীদিগের দেহ সূর্য্যতাপে উপশোষিত হয়। অতএব ঐ সময়ে ঐ সকল দ্রব্য সেবন করাতে রুক্ষত্ব, লঘুত্ব ও বিশদত্ব বশতঃ বায়ুর সঞ্চয় হয়। আর সেই সঞ্চিত বায়ু প্রাবৃটকালে জলার্দ্রভূমিতে প্রাণীদিগের আর্দ্রদেহে শীতল বায়ু ও বর্ষাকর্ত্তৃক কুপিত হইয়া বাতিক ব্যাধি সকল উৎপন্ন করে। এইরূপে দোষদিগের [বাত-পিত্ত-কফের] প্রকোপের হেতু বলা হইল। [কোন্ কোন্ দোষের কি কি স্বভাব, তাহা চরকের সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ের ৩০—৩৪ প্রকরণে দেখ]। ১৩। তন্মধ্যে বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালে সঞ্চিত দোষদিগের নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য। আর শরৎ, বসন্ত ও প্রাবৃটকালে কুপিত দোষদিগেরও নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য। ১৪। তন্মধ্যে পৈত্তিক ব্যাধিদিগের হেমন্তে স্বভাবতঃ উপশম হয়। শ্লৈষ্মিক ব্যাধিদিগের গ্রীষ্মকালে উপশম হয়। বাতিক রোগসমূহের শরৎকালে উপশম হয়। এইরূপে সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম ব্যাখ্যা করা হইল। ১৫। তন্মধ্যে প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ হয়। মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ হয়। অপরাহ্নে প্রাবৃটের লক্ষণ হয়। প্রদোষে (সায়ংকালে) বর্ষার লক্ষণ হয়। অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ হয় এবং প্রভাতে হেমন্তের লক্ষণ হইয়া থাকে। এইরূপে সংবৎসরের ন্যায় অহোরাত্রও শীতোষ্ণ-বর্ষায় ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত জানিবে, কারণ যেমন বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে দোষদিগের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম হইয়া থাকে, অহোরাত্রের মধ্যেও সেইরূপ হয়। ১৬। তন্মধ্যে ঋতু সকল অব্যাহত থাকিলে ওষধি সকল ও জল সকলও অব্যাহত হয়। ঐ সকল ওষধি ভোজন করিলে প্রাণ, আয়ুঃ, বল, বীর্য্য ও ওজঃ হইয়া থাকে। আবার দুরদৃষ্ট বশতঃ (অধর্ম্মাদি-দোষে) ঐ সকল ঋতুর ব্যাপৎ (ব্যাঘাত বা বিঘ্ন) ঘটিয়া থাকে। শীত, উষ্ণ, বাত ও বর্ষা বিপরীত হইলে [যেকালে যেরূপ হওয়া উচিত, সেকালে সেরূপ না হইলে] ওষধি ও জলসমূহ ব্যাপন্ন (দূষিত) হইয়া থাকে। ঐ সকল ওষধি ও জল সেবন করিলে বিবিধ-রোগ প্রাদুর্ভূত হয়, এমন কি মরক (মড়ক) পর্য্যন্ত হইতে পারে। এইরূপ রোগ বা মরক উপস্থিত হইলে সেস্থলে অব্যাপন্ন (অদূষিত) ওষধি ও জলসমূহ সেবন করিতে হয়। ১৭। জনপদ সকল কখন কখন অভিচার, অভিশাপ, রাক্ষস, ক্রোধ বা অধর্ম্মের প্রভাবে, অব্যাপন্ন ঋতুকালেও, ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কখন কখন দেশে দোষের কারণ না থাকিলেও লোকে বায়ু কর্ত্তৃক আনীত বিষৌষধি বা বিষপুষ্পের আঘ্রাণে কাস, শ্বাস, বমি, প্রতিশ্যায় ও শিরোরোগে পীড়িত হয়, গ্রহ ও নক্ষত্রের বৈগুণ্যেও পীড়িত হইতে পারে অথবা গৃহ, স্ত্রী, শয়ন, আসন, যান, বাহন, মণি, রত্ন ও অন্যান্য উপকরণসমূহের গর্হিত লক্ষণ বা

তত্র স্থানপরিত্যাগশান্তিকর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তমঙ্গলজপহোমোপহারেজ্যাঞ্জলি নমস্কারতপোনিয়মদয়াদানদীক্ষাভ্যুপগমদেবতাব্রাহ্মণগুরুপরৈর্ভবিতব্যমেবং সাধু ভবতি ॥ ১৯

ঋতূনামত ঊর্দ্ধমব্যাপন্নানাং লক্ষণান্যুপদেক্ষ্যামঃ ॥ ২০
বায়ুর্বাত্যুত্তরঃ শীতো রজোধূমাকুলা দিশঃ।
ছন্নস্তুষারৈঃ সবিতা হিমানদ্ধা জলাশয়াঃ ॥
দর্পিতা ধ্বাঙ্ক্ষখড়্গাহ্ব-মহিষোরভ্রকুঞ্জরাঃ।
রোধ্রপ্রিয়ঙ্গুপুন্নাগাঃ পুষ্পিতা হিমসাহ্বয়ে ॥ ২১
শিশিরে শীতমধিকং বাতবৃষ্ট্যাকুলা দিশঃ।
শেষং হৈমন্তবৎ সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং লক্ষণং বুধৈঃ ॥ ২২
সিদ্ধবিদ্যাধরবধূচরণালক্তকাঙ্কিতে।
মলয়েচন্দনলতাপরিষঙ্গাধিবাসিতে ॥
বাতি কামিজনানন্দজননোহনঙ্গদীপনঃ।
দম্পত্যোর্মানভিদুরো বসন্তে দক্ষিণোহনিলঃ ॥
দিশো বসন্তে বিমলাঃ কাননৈরুপশোভিতাঃ।
কিংশুকাম্ভোজবকুলচূতাশোকাদিপুষ্পিতৈঃ ॥
কোকিলাষট্পদগণৈরুপগীতা মনোহরাঃ।
দক্ষিণানিলসংবীতাঃ সুমুখাঃ পল্লবোজ্জ্বলাঃ ॥ ২৩
গ্রীষ্মে তীক্ষ্ণাংশুরাদিত্যো মারুতো নৈর্ঋতোহসুখঃ।
ভূস্তপ্তা সরিতস্তন্বো দিশঃ প্রজ্বলিতা ইব ॥
ভ্রান্তচক্রাহ্বযুগলাঃ পয়ঃপানাকুলা মৃগাঃ।
ধ্বস্তবীরুত্তৃণলতা বিপর্ণাঙ্কিতপাদপাঃ ॥ ২৪
প্রাবৃষ্যম্বরমানদ্ধং পশ্চিমানিলকর্ষিতৈঃ।
অম্বুদৈর্বিদ্যুদুদ্যোতপ্রস্রুতৈস্তুমুলস্বনৈঃ ॥
কোমলশ্যামশস্যাঢ্যা শক্রগোপোজ্জ্বলা মহী।
কদম্বনীপকুটজসর্জ্জকেতকিভূষিতা ॥ ২৫
তত্র বর্ষাসু নদ্যম্ভশ্ছন্নোৎখাততটদ্রুমাঃ।
বাপ্যঃ প্রোৎফল্লকুমুদনীলোৎপলবিরাজিতাঃ ॥
ভূরব্যক্তস্থলশ্বভ্রা বহুশস্যোপশোভিতা।
নাতিগর্জ্জৎস্রবন্মেঘনিরুদ্ধার্কগ্রহং নভঃ ॥ ২৬
বভ্রুরুক্ষঃ শরদ্যর্কঃ শ্বেতাভ্রবিমলং নভঃ।
তথা সরাংস্যম্বুরুহৈর্ভান্তি হংসাংসঘট্টিতৈঃ ॥
পঙ্কশুষ্কদ্রুমাকীর্ণা নিম্নোন্নতসমেষু ভূঃ।
বাণসপ্তাহ্ববন্ধুককাশাসনবিরাজিতা ॥ ২৭
স্বগুণৈরতিযুক্তেষু বিপরীতেষু বা পুনঃ।

দুর্নিমিত্তসমূহের প্রাদুর্ভাব বশতও পীড়িত হইতে পারে।১৮। এরূপ স্থলে স্থানপরিত্যাগ, শান্তিকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, মঙ্গলাচরণ, জপ, হোম, বলি, যজ্ঞ, বিনয়, প্রণতি, তপঃ, নিয়ম, দয়া, দান, দীক্ষা, অভ্যুপগম (গুরু-বাক্যাদির অনুসরণ) এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুদিগের প্রতি ভক্তি আবশ্যক। [প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ এই ;—প্রায়ঃ অর্থাৎ তপঃ, চিত্ত অর্থাৎ নিশ্চয়। নিশ্চয়যুক্ত তপকে প্রায়শ্চিত্ত কহে]। ১৯। অনন্তর অব্যাপন্ন ঋতুসমূহের লক্ষণ শ্লোকে বলিতেছি ;—। ২০। হেমন্তকালে শীতল উত্তরবায়ু প্রবাহিত হয়। দিক্ সকল ধূমসদৃশ ধূলি আকুলিত হয়। সূর্য্যদেব তুষারে আচ্ছন্ন হন। জলাশয় সকল হিমযুক্ত হয়। কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তী সকল দর্পিত হয় এবং লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু ও পুন্নাগ (নাগকেশর) সকল পুষ্পিত হয়। ২১। শীতকালে হেমন্ত অপেক্ষা শীত অধিক হয় এবং দিক্ সকল বায়ু ও বৃষ্টিতে আকুল হয়। শীতকালের অন্যান্য লক্ষণ হেমন্তের ন্যায়। ২২। বসন্তকালে মলয়পর্ব্বতে কামিজনের আনন্দ-জনক অনঙ্গদীপন ও দম্পতীর মানভঙ্গকারক দক্ষিণানিল প্রবাহিত হয় ; সেই মলয়পর্ব্বত তৎকালে সিদ্ধ ও বিদ্যাধর-বধূগণের চরণালক্তকে অলঙ্কৃত হয় এবং চন্দনলতাগণের গন্ধগুণে অধিবাসিত হয়। বসন্তে দিক্ সকল বিমল পুষ্পিত কাননসমূহে উপশোভিত হয়। সেই সকল কাননে কিংশুক (শিমুল), পদ্ম, বকুল, আম্র ও অশোকাদি বৃক্ষ পুষ্পিত এবং কোকিল-ভ্রমরেরা গান করে বলিয়া মনোহর হয়। দিক্ সকল দক্ষিণানিল-প্রবাহযুক্ত, পরিষ্কৃত ও তরু-পল্লবসমূহে উজ্জ্বল হইয়া থাকে। ২৩। গ্রীষ্মে সূর্য্যদেব তীক্ষ্ণকিরণ হইয়া থাকেন, নৈর্ঋত দিক্ হইতে অসুখকর বায়ু প্রবাহিত হয়। পৃথিবী তপ্ত হয়। নদী সকল তনু (সরু) হয়। দিক্ সকল যেন জ্বলিতে থাকে। চক্রবাক ও চক্রবাকী জলের অন্বেষণে নানাদিকে ভ্রমণ করিতে থাকে। মৃগ সকল জলপানার্থে আকুল হয়। বীরুধ, তৃণ ও লতা সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাদপ সকল পত্রহীন হয় [এস্থলে বিরুধ্ শব্দে বিটপ অর্থাৎ শাখা বুঝাইবে ইতি নিবন্ধ]। ২৪। প্রাবৃট্কালে দিক্ সকল পশ্চিমবায়ুকর্ত্তৃক আকর্ষিত, বিদ্যুচ্ছটাশ্বিত ও প্রচণ্ডগর্জ্জন মেঘসমূহে আবৃত হয়। পৃথিবী কোমল শ্যামল তৃণসমূহে সম্পন্ন হয় ও ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ কীটসমূহে উজ্জ্বল হয় এবং কদম্ব, নীপ (কেলিকদম্ব), কুটজ (কুড়চী), সর্জ্জ (সাল) ও কেতকী বৃক্ষে ভূষিত হইয়া থাকে। ২৫। বর্ষাকালে নদী সকল জলপূর্ণ হয় এবং উহাদের তীরস্থ তরু সকল উৎপাটিত হইতে থাকে। পুষ্করিণী সকল প্রফুল্ল কুমুদ ও নীলোৎপলে বিরাজিত হয়। ভূমির উপর স্থল ও গর্ত্ত সকল লক্ষিত হয় না এবং পৃথিবী বহু-শস্যে শোভিত হইয়া থাকে। মেঘ সকল অতিগর্জ্জন-বিহীন হয় ও বারিবর্ষণ করিতে থাকে। আর ঐ সকল মেঘে আকাশের সূর্য্য ও গ্রহগণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৬। শরৎকালে সূর্য্য কপিল ও পিঙ্গলবর্ণ হয়। আকাশ শ্বেত-মেঘযুক্ত ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। সরোবর সকল ভ্রমণ-শীল হংসদিগের স্কন্ধ দ্বারা বিচালিত পদ্মসমূহে শোভিত হইয়া থাকে। নিম্নভূমি সকল পঙ্কাকীর্ণ, উন্নতভূমি সকল শুষ্ক ও সমভূমি সকল বৃক্ষাকীর্ণ হয়। আর ভূমি বাণ (ঝিণ্টী), সপ্তচ্ছদ (ছাতিম), বন্ধুক (বাঁধুলী ফুল) ও পক্ব-শস্যে শোভিত হইতে থাকে। ২৭। ঋতু সকল স্ব

বিষমেষ্বপি বা দোষাঃ কুপ্যন্ত্যৃতুষু দেহিনাম্ ॥ ২৮
হরেদ্বসন্তে শ্লেষ্মাণং পিত্তং শরদি নির্হরেৎ।
বর্ষাসু শময়েদ্বায়ুং প্রাগ্বিকারসমুচ্ছ্রয়াৎ ॥ ২৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামৃতুচর্য্যা নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়।

অথাতো যন্ত্রবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

যন্ত্রশতমেকোত্তরমত্র হস্তমেব প্রধানতমং যন্ত্রাণামবগচ্ছ। তদধীনত্বাদ্‌যন্ত্রকর্ম্মণাম্ ॥ ২

তত্র মনঃশরীরাবাধকরাণি শল্যানি তেষামাহরণোপায়ো যন্ত্রাণি। তানি ষট্‌-প্রকারাণি। তদ্‌যথা। স্বস্তিকযন্ত্রাণি। সন্দংশ-যন্ত্রাণি। তালযন্ত্রাণি। নাড়ীযন্ত্রাণি। শলাকাযন্ত্রাণি। উপযন্ত্রাণি চেতি ॥ ৩

তত্র চতুর্ব্বিংশতিঃ স্বস্তিকযন্ত্রাণি। দ্বে সন্দংশযন্ত্রে। দ্বে এব তালযন্ত্রে। বিংশতির্নাড্যঃ। অষ্টাবিংশতিঃ শলাকাঃ। পঞ্চবিংশতিরুপযন্ত্রাণি। তানি প্রায়শো লৌহানি ভবন্তি তৎপ্রতিরূপকাণি বা তদলাভে। তত্র নানাপ্রকারাণাং ব্যালানাং মৃগপক্ষিণাং মুখৈর্মুখানি যন্ত্রাণাং প্রায়শঃ সদৃশানি তস্মাৎ তৎসারূপ্যাদাগমাদুপদেশা-দন্যযন্ত্রদর্শনাদ্যুক্তিতশ্চ কারয়েৎ ॥ ৪

সমাহিতানি যন্ত্রাণি খরশ্লক্ষ্মুখানি চ।
সুদৃঢানি সুরূপাণি সুগ্রহাণি চ কারয়েৎ ॥ ৫

তত্র স্বস্তিকযন্ত্রাণ্যষ্টাদশাঙ্গুলপ্রমাণানি সিংহব্যাঘ্র-বৃকতরক্ষু-ঋক্ষদ্বীপিমার্জার-শৃগালমৃগৈর্ব্বারুককাককঙ্ককুরর-চাষভাসশশঘাত্যুলূকচিল্লিশ্যেনগৃধ্রক্রৌঞ্চভৃঙ্গরাজাঞ্জলিকর্ণাব-ভঞ্জননন্দিমুখমুখানি মসূরাকৃতিভিঃ কীলৈরববদ্ধানি মূলেঽঙ্কুশবদাবৃত্তবারঙ্গাণ্যস্থিবিনষ্টশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যন্তে ॥৬

স্ব গুণে অতিযুক্ত হইলে (যেমন বর্ষায় অতিবর্ষা হইলে), বা ইহার বিপরীত হইলে (যেমন বর্ষায় বর্ষণ না হইলে) বা বিষম হইলে (যেমন বর্ষাকালে শরতের লক্ষণ বা শীতকালে গ্রীষ্মের লক্ষণ হইলে), প্রাণীদিগের বাত পিত্ত কফ কুপিত হয়। ২৮। রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই সংশোধন দ্বারা বসন্তে শ্লেষ্মা ও শরৎকালে পিত্ত হরণ করিবে। আর বর্ষাকালে বায়ু হরণ করিবে। ২৯।

সূত্রস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

যন্ত্রবিধি।

অনন্তর আমরা যন্ত্রবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [বাগ্‌ভট বলেন "নানাবিধ ও শরীরের নানাস্থানে বদ্ধ শল্য সকল উদ্ধার ও দর্শন করিবার যে উপায়, তাহাকে যন্ত্র কহে। অর্শ ভগন্দর প্রভৃতিতে শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবার যে উপায়, তাহাকে যন্ত্র কহে। অবশিষ্ট অর্থাৎ নীরোগ অঙ্গ সকল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাকে যন্ত্র কহে। আর বস্তি প্রভৃতি কর্ম্মের যে উপায়, তাহাকে যন্ত্র কহে। ঘটিকা, অলাবু ও শৃঙ্গকে যন্ত্র কহে। আর জাম্ববৌষ্ঠ প্রভৃতি শলাকাও যন্ত্র"]। ১। যন্ত্র একশত একটী। ইহার মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র জানিও। কারণ অন্যান্য যন্ত্রের কার্য্য হস্তেরই অধীন। ২। মন ও শরীরের বাধা-জনক দ্রব্যাদিগকে, শল্য বলা যায়। [এস্থলে শরীরের বাধাজনক দ্রব্যসমূহকেই শল্য শব্দে লক্ষ্য করা হইতেছে]। ঐ সকল শল্য উদ্ধার করিবার যে উপায়, তাহাদিগকে যন্ত্র কহে। যন্ত্র সকল ছয় প্রকার। যথা;— স্বস্তিকজাতীয় যন্ত্র, সন্দংশজাতীয় যন্ত্র, তালযন্ত্র, নাড়ীযন্ত্র, শলাকাযন্ত্র ও উপযন্ত্রসমূহ। ৩। তন্মধ্যে স্বস্তিকযন্ত্র চব্বিশপ্রকার, সন্দংশযন্ত্র দুই প্রকার, তালযন্ত্র দুই প্রকার, নাড়ীযন্ত্র বিংশতি প্রকার, শলাকাযন্ত্র আটাইশ প্রকার এবং উপযন্ত্র পঁচিশ প্রকার। এই সকল যন্ত্র প্রায়ই লৌহে নির্ম্মিত হয়। লৌহের অভাবে লৌহের সদৃশগুণ ও লৌহের সদৃশ দৃঢ় অন্যান্য দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যন্ত্রদিগের মুখ সিংহাদি নানা প্রকার হিংস্র-জন্তু ও মৃগ-পক্ষীর মুখের ন্যায় প্রায়ই কল্পিত হয়। এইজন্য ঐ সকল জন্তুর মুখ বলিলেই যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন শাস্ত্র, উপদেশ, অন্যযন্ত্র-দর্শন ও যুক্তির সাহায্যেও নির্ম্মাণ করিতে হয়। ৪। যন্ত্রের সাধারণ বিবরণ একটী শ্লোকে উপসংহার করা যাইতেছে;—যন্ত্র সকল সম্যক্ নির্ম্মিত ও অবস্থাভেদে খরমুখ বা মসৃণমুখ হওয়া আবশ্যক। যেন উহারা সুদৃঢ় হয়, যেন সুরূপ হয় এবং যেন উত্তমরূপে ধরিতে পারা যায়, এরূপ হয়। ৫। স্বস্তিকজাতীয় যন্ত্রসমূহ।—স্বস্তিক নামক যন্ত্রসমূহের পরিমাণ দীর্ঘে অষ্টাদশ অঙ্গুল। উহাদের মুখ সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (নেকড়ে), তরক্ষু, ঋক্ষ (ভল্লুক), দ্বীপী (চিতাবাঘ), বিড়াল, শৃগাল, হরিণ, এর্ব্বারুক ("হরিণের ন্যায় জন্তু" ইতি টীকাকারগণ। সুশ্রুত এর্ব্বারুক শব্দে কাঁকুড়ই লক্ষ্য করেন—৯অ-৩প্র দেখ), কাক, কঙ্ক, কুরর, চাষ (নীলকণ্ঠ), ভাস (চিল বিশেষ), শশঘাতী (বাজ), উলূক (পেঁচা), চিল্লি (চিল), শ্যেন, গৃধ্র, ক্রৌঞ্চ (বক), ভৃঙ্গরাজ (ফিঙ্গে), অঞ্জলি, কর্ণাবভঞ্জন ও নন্দীমুখ এই চব্বিশটী জন্তুর মুখের ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকে। উহারা বেড়ীর ন্যায় দুই দন্ত-বিশিষ্ট এবং একটী মসূরাকৃতি খিলের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকে। উহাদের মূল অঙ্কুশের ন্যায় আবৃত্ত (নত)। অস্থিমধ্যে শল্য প্রবিষ্ট হইলে, তাহার উদ্ধারার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ৬। সন্দংশজাতীয় যন্ত্র।—সন্দংশ বা

সনিগ্রহোঽনিগ্রহশ্চ সন্দংশৌ ষোড়শাঙ্গুলৌ ভবতস্ত্বঙ্মাংস-শিরাস্নায়ুগতশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যেতে ॥ ৭

তালযন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালবদেকতালদ্বিতালকে কর্ণনাসানাড়ীশল্যানামাহরণার্থম্ ॥ ৮

নাড়ীযন্ত্রাণ্যনেকপ্রকারাণ্যনেকপ্রয়োজনান্যেকতোমুখান্যুভয়তোমুখানি চ, তানি স্রোতোগতশল্যোদ্ধরণার্থং রোগদর্শনার্থমাচূষণার্থং ক্রিয়াসৌকর্য্যার্থঞ্চেতি। তানি স্রোতোদ্বারপরিণাহানি যথাযোগপরিণাহদীর্ঘাণি চ। ভগন্দরার্শোঽর্ব্বুদব্রণবস্ত্যুত্তরবস্তিমূত্র-বৃদ্ধিদকোদরধূমনিরুদ্ধ-প্রকাশসন্নিরুদ্ধগুদযন্ত্রাণ্যলাবুশৃঙ্গযন্ত্রাণি চোপরিষ্টাদ্ বক্ষ্যামঃ ॥ ৯

শলাকাযন্ত্রাণ্যপি নানাপ্রকারাণি নানাপ্রয়োজনানি যথাযোগপরিণাহদীর্ঘাণি চ। তেষাং গণ্ডূপদশরপুঙ্খসর্পফণবড়িশমুখে দ্বে দ্বে এষণ-ব্যূহনচালনাহরণার্থমুপদিশ্যেতে। মসূরদলমাত্রমুখে দ্বে কিঞ্চিদানতাগ্রে স্রোতোগতশল্যোদ্ধরণার্থম্। ষট্ কার্পাসকৃতোষ্ণীষাণি প্রমার্জ্জনক্রিয়াসু। ত্রীণি দর্ব্ব্যাকৃতীনি খল্লমুখানি ক্ষারৌষধপ্রণিধানার্থম্। ত্রীণ্যন্যানি জাম্বববদনানি ত্রীণ্যঙ্কুশবদনানি ষড়েবাগ্নিকর্ম্মস্বভিপ্রেতানি। নাসার্ব্বুদহরণার্থমেকং কোলাস্থিদলমাত্রমুখং খল্লতীক্ষ্ণৌষ্ঠম্, অঞ্জনার্থমেকং কলায়পরিমণ্ডলমুভয়তো মুকুলাগ্রং, মূত্রমার্গবিশোধনার্থমেকং মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রপ্রমাণপরিমণ্ডলমিতি ॥ ১০

উপযন্ত্রাণ্যপি রজ্জুবেণিকাপট্টচর্ম্মান্তর্বল্কললতাবস্ত্রাষ্ঠীলাশ্মমুদ্গরপাণিপাদতলাঙ্গুলিজিহ্বা দন্তনখমুখবালাশ্বকণ্টকশাখাষ্ঠীবনপ্রবাহণহর্ষায়স্কান্তভয়ানি ক্ষারাগ্নিভেষজানি চেতি ॥ ১১

সাঁড়াশী জাতীয় যন্ত্র সকল দুই প্রকার। এক প্রকার খিল দ্বারা আবদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকার খিল দ্বারা আবদ্ধ নহে (যেমন চিমৃটে)। সন্দংশযন্ত্র দীর্ঘে ষোড়শাঙ্গুল হয়। ত্বক্, মাংস, শিরা ও স্নায়ুগত শল্য উদ্ধার করিবার জন্য সন্দংশযন্ত্রের ব্যবহার হয়। ৭। তালযন্ত্র।—দুই প্রকার তালযন্ত্রই বার অঙ্গুল। এক প্রকার দ্বিতালক ও দ্বিতীয় প্রকার একতালক। ("উহারা যথাক্রমে দ্বিবাহু ও একবাহু. উহাদের মুখ মাছের খোদনার ন্যায়। একতালকের মুখ কাহার কাহারও মতে কাণখুস্কীর ন্যায়") উহারা কর্ণ, নাসা, ও নাড়ীর ভিতর হইতে শল্য উদ্ধার করে। ৮। নাড়ীযন্ত্র।—নাড়ী বা নল অনেক প্রকার হয় এবং অনেক প্রয়োজন সাধন করে। উহাদের মুখ একদিকেও থাকিতে পারে, দুইদিকেও থাকিতে পারে। শরীর-স্রোতের (কর্ণাদি পথের) মধ্যে শল্য প্রবেশ করিলে তাহা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কিংবা অর্শঃ প্রভৃতি রোগ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কিংবা দূষিত রক্তাদি চূষণ করিবার নিমিত্ত এবং তদ্বিধ অন্যান্য ক্রিয়ার সৌকর্য্যার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যে ছিদ্রে যেরূপ নল ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার পরিণাহ (বেড়) সেই ছিদ্রের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক আর পরিণাহ ও দৈর্ঘ্য যথাযোগ্য হওয়া উচিত। ভগন্দর, অর্শ, অর্ব্বুদ, ব্রণ, বস্তি, উত্তরবস্তি, মূত্রবৃদ্ধি ('জলদোষ'), জলোদর, ধূমপান, নিরুদ্ধপ্রকাশ ও নিরুদ্ধগুদে যে সকল নাড়ীযন্ত্রের ব্যবহার হয়, সে সকল ব্যাখ্যা করিব। তদ্ভিন্ন অলাবু ও শৃঙ্গযন্ত্রও নাড়ীযন্ত্রের অন্তর্গত, তাহা ব্যাখ্যা করা হইবে। ৯। শলাকাযন্ত্র। শলাকা যন্ত্র সকলও নানাপ্রকার, এবং নানা প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে। ইহাদের পরিণাহ ও দৈর্ঘ্য যথানুরূপ হয়। উহাদের মধ্যে যে দুই প্রকার এষণ-কর্ম্মে (শোষাদির গতি অন্বেষণে) ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ গণ্ডূপদের (কেঁচোর) ন্যায়। যে দুই প্রকার ব্যূহন (শল্যাদি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরা) কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ শরপুঙ্খের ন্যায়। যে দুই প্রকার চালনকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ সর্পফণার ন্যায় এবং যে দুই প্রকার শল্যোদ্ধারার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ বড়িশের ন্যায়। তন্মধ্যে স্রোতোগত শল্য উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে দুই প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ নিস্তুষ মসূরের অর্দ্ধখণ্ডের ন্যায়। যে ছয় প্রকার শলাকা ব্রণাদির মার্জ্জনক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মাথা তুলা দিয়া জড়ান থাকে। তিন প্রকার শলাকার আকার দর্ব্বীর ন্যায়, তাহাদের মুখে খল থাকে, সেই খলে ক্ষার-ঔষধ থাকে। ক্ষতস্থানে ক্ষার প্রয়োগার্থ ঐ তিন প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়। অন্য তিন প্রকার শলাকা জম্বুফল-মুখাকৃতি ও তিন প্রকার অঙ্কুশের ন্যায় মুখাকৃতি এবং এই ছয় প্রকারই অগ্নিকর্ম্মের জন্য অভিপ্রেত। এক প্রকার শলাকা নাসার্ব্বুদ হরণার্থ ব্যবহার করা হয়, উহার মুখের প্রমাণ কুলের আঁঠীর অর্দ্ধখণ্ডের ন্যায়। উহার মাথায় খলের ন্যায় গর্ত্ত থাকে এবং গর্ত্তের চারিধার ধারাল থাকে। চক্ষে অঞ্জন দিবার জন্য এক প্রকার শলাকা ব্যবহার করা হয়। উহার দুই দিকের অগ্রভাগ দেখিতে পুষ্পের মুকুলের ন্যায় এবং মটর-কলায়ের ন্যায় স্থূল। মূত্রমার্গ-শোধনার্থ এক প্রকার শলাকা ব্যবহার করা হয়, উহার অগ্রের প্রমাণ ও স্থূলতা মালতীপুষ্প-বৃন্তের ন্যায়। ১০। উপযন্ত্রসমূহ যথা ;—রজ্জু, বেণী, পট্ট (পাট বা রেশম), চর্ম্ম, বল্কল, লতা, বস্ত্র, পাষাণ, মুদ্গর, পাণি, পাদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ, কেশ, অশ্বকটক (বল্গা), তরুশাখা, ষ্ঠীবন (থুথু), প্রবাহণ (কুন্থন), হর্ষ, অয়স্কান্ত, ভয় এবং ক্ষার-অগ্নি-ভেষজ। [তরুশাখাকেও যন্ত্র বলা হইয়াছে, কেননা কখন কখন গাছের ডাল নোয়াইয়া তাহাতে শরীরের শল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়। পরে ডাল ছাড়িয়া দিলে বেগে উঠিয়া যায় এবং শল্যও উৎপাটিত হয়। এইরূপ কার্য্যে অশ্বকটকও ব্যবহার করা হয়, অশ্বকে হঠাৎ আঘাত করিলে অশ্ব হঠাৎ বিচলিত হয়, সুতরাং শল্যও উৎপাটিত হয়। ক্ষার, অগ্নি ও ভেষজ এই তিনটী উপযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। তিনটীকে একটী

এতানি দেহে সর্ব্বস্মিন্ দেহস্থাবয়বে তথা।
সন্ধৌ কোষ্ঠে ধমন্যাঞ্চ যথাযোগং প্রযোজয়েৎ ॥ ১২

যন্ত্রকর্ম্মাণি তু নির্ঘাতনপূরণবন্ধনব্যূহনবর্ত্তনচালনবিবর্ত্তন-বিবরণ-পীড়ন-মার্গবিশোধন-বিকর্ষণাহরণাঞ্চনোন্নমনবিনমন-ভঞ্জনোন্মথনাচূষণৈষণদারণর্জ্জুকরণ-প্রক্ষালনপ্রধমন প্রমার্জ্জ-নানি চতুর্ব্বিংশতিঃ ॥ ১৩

স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেদ্‌যন্ত্রকর্ম্মাণি বুদ্ধিমান্।
অসংখ্যেয়বিকল্পত্বাচ্ছল্যানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪

তত্রাতিস্থূলমসারমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমগ্রাহি বিষমগ্রাহি বক্রং শিথিলমত্যুন্নতং মৃদুকীলং মৃদুমুখং মৃদুপাশমিতি দ্বাদশ যন্ত্রদোষাঃ ॥ ১৫

এতৈর্দোষৈর্বিনির্ম্মুক্তং যন্ত্রমষ্টাদশাঙ্গুলম্
প্রশস্তং ভিষজা জ্ঞেয়ং তদ্ধি কর্ম্মসু যোজয়েৎ ॥ ১৬
দৃশ্যং সিংহমুখাদ্যৈস্তু গূঢ়ং কঙ্কমুখাদিভিঃ।
নির্হরেৎ তু শনৈঃ শল্যং শস্ত্রযুক্তিব্যপেক্ষয়া ॥ ১৭

বিবর্ত্ততে সাধ্ববগাহতে চ শল্যং নিগৃহ্যোদ্ধরতে চ যস্মাৎ।
যন্ত্রেষ্বতঃ কঙ্কমুখং প্রধানং স্থানেষু সর্ব্বেষ্বধিকারি চৈব ॥ ১৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং যন্ত্রবিধির্নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শস্ত্রাবচারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

বিংশতিঃ শস্ত্রাণি। তদ্‌যথা। মণ্ডলাগ্রকরপত্রবৃদ্ধিপত্র-নখশস্ত্রমুদ্রিকোৎপলপত্রকার্দ্ধধারসূচীকুশপাটীমুখশরারিমুখান্ত-র্ম্মুখত্রিকূর্চ্চককুঠারিকাব্রীহিমুখারাবেতসপত্রকবড়িশদন্তশঙ্ক্বে-ষণ্য ইতি ॥ ২

তত্র মণ্ডলাগ্রকরপত্রে স্যাতাং ছেদনে লেখনে চ। বৃদ্ধিপত্রনখশস্ত্রমুদ্রিকোৎপলপত্রকার্দ্ধধারাণি ছেদনে ভেদনে চ। সূচীকুশপত্রাটীমুখশরারিমুখান্তর্ম্মুখত্রিকূর্চ্চকানি বিস্রাবণে।

ধরা হইয়াছে, নতুবা উপযন্ত্রের সংখ্যা ২৫টীর অধিক হয়]। ১১। এই স্থলে একটী শ্লোক লিখিত এই সকল যন্ত্র সর্ব্বদেহে ও সর্ব্ব অঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। সন্ধিই হউক; কোষ্ঠই হউক, আর ধমনীই হউক, তাহাতে যথানুরূপ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ১২। যন্ত্রের কর্ম্ম চব্বিশ প্রকার যথা;—নির্ঘাতন (উত্তোলনার্থ আঘাত-করণ), পূরণ (ব্রণাদি মধ্যে তৈলাদি পূরণ), বন্ধন, ব্যূহন (ছেদন করিয়া উত্তোলন), বর্ত্তন (একত্রীকরণ), চালন, বিবর্ত্তন (উল্টান), বিবরণ (ফাঁক করা), পীড়ন (টেপা), মার্গশোধন, বিকর্ষণ (আকর্ষণ), আহরণ (উদ্ধরণ), আঞ্চন (ঈষৎ মুখে আনয়ন). উন্নমন, বিনমন, ভঞ্জন, উন্মথন, আচূষণ, এষণ, বিদারণ. ঋজুকরণ, প্রক্ষালন, প্রধমন ও প্রমার্জ্জন। ১৩। এস্থলে একটী শ্লোক লিখিত হইতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি দ্বারাও যন্ত্রকর্ম্ম সকল কল্পনা করিবেন। কেননা শরীরে শল্য সকল নানাপ্রকারে অবস্থিত হইয়া থাকে। ১৪। যন্ত্রদোষ দ্বাদশ প্রকার;—অতিস্থূল, অসার, অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অগ্রাহী (শল্যকে ধরিতে পারে না), বিষম-গ্রাহী (শল্যের একদেশ মাত্র ধরিতে পারে), বক্র, শিথিল (আল্গা), অত্যুন্নত, মৃদুকীল (যাহার খিল নরম বা আল্গা হইয়াছে)। মৃদুমুখ (যাহার মুখ দৃঢ় নহে) ও মৃদুপাশ (যাহার দড়ি নরম বা আল্গা)। ১৫। এই সকল দোষ না থাকিলে এবং সচরাচর অষ্টাদশাঙ্গুল হইলেই যন্ত্র সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করা যায়। ১৬। দৃশ্য-শল্য সিংহমুখাদি অস্ত্রসমূহ দ্বারা এবং গূঢ়শল্য কঙ্কমুখাদি যন্ত্র দ্বারা শস্ত্রযুক্তিসহকারে সাবধানে বাহির করিবে। ১৭। যন্ত্রদিগের মধ্যে কঙ্কমুখ-যন্ত্রকে প্রধান বলা যায়; কেননা ইহা সহজে বাহির হয় এবং শল্যকে ধরিয়া সহজে উদ্ধার করে অথচ শরীরের সর্ব্বস্থানেই (সন্ধিধমনী প্রভৃতি সর্ব্বত্রই) ইহার অধিকার আছে। ১৮

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

শস্ত্রাবচারণীয়।

অনন্তর আমরা [শস্ত্রাবচরণীয় যেরূপে শস্ত্র চালন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধীয়] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। শস্ত্র বিংশতি প্রকার। যথা;—মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটী-মুখ, শরারিমুখ, অন্তর্ম্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতস পত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী। ২। তন্মধ্যে মণ্ডলাগ্র ও করপত্র (করাত) ছেদন ও লেখন (আঁচড়ান) কার্য্যে ব্যবহার করা হয় [“মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্রের ফলার আকার তর্জ্জনীর অন্তর্নখের ন্যায়। উহা পোথকী ও শুণ্ডিকা প্রভৃতিতে লেখন ও ছেদনে ব্যবহৃত হয় (নখ দোমড়াইয়া ভিতরের দিকে লুকাইয়া রাখিলে তাহাকে অন্তর্নখ কহে)। করপত্র অস্থিসমূহের ছেদনে ব্যবহৃত হয়। উহা খরধার ও দশাঙ্গুল, বিস্তারে দুই অঙ্গুল, উহা সূক্ষ্মদণ্ড, উহার মুষ্টি ও বন্ধন সুদৃঢ়।” বাগ্‌ভট] বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র ও অর্দ্ধধার ছেদন ও ভেদনে ব্যবহৃত হয়। [“বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্র ক্ষুরাকার। উহা ছেদন, ভেদন ও পাটনে ব্যবহৃত হয়। উন্নতশোথে শস্ত্রকার্য্য আবশ্যক হইলে ঋজুমুখ বৃদ্ধিপত্র ও গভীরশোথে পৃষ্ঠদেশে নতাগ্র বৃদ্ধিপত্র ব্যবহৃত হয়। উৎপল ও অধ্যর্দ্ধধার নামক শস্ত্র দীর্ঘমুখ হয় এবং ছেদন ও ভেদন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।” ইতি বাগ্‌ভট। সুশ্রুত যাহাকে মুদ্রিকা কহেন, বোধ হয়,

কুঠারিকাব্রীহিমুখারাবেতসপত্রকাণি ব্যধনে সূচী চ। বড়িশং দন্তশঙ্কুশ্চাহরণে। এষণ্য এষণে আনুলোম্যে চ। সূচ্যঃ সেবনে। ইত্যষ্টবিধে কর্ম্মণ্যুপযোগঃ শস্ত্রাণাং ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩

তেষামথ যথাযোগগ্রহণসমাসোপায়ঃ কর্ম্মসু বক্ষ্যতে। তত্র বৃদ্ধিপত্রং বৃন্তফলসাধারণে ভাগে গৃহ্নীয়াচ্ছেদনাদ্যেবং সর্ব্বাণি। বৃদ্ধিপত্রং মণ্ডলাগ্রঞ্চ কিঞ্চিদুত্তানপাণিনা লেখনে বহুশোঽবচার্য্যম্। বৃন্তাগ্রে বিস্রাবণানি। বিশেষেণ বাল-বৃদ্ধ-সুকুমার-ভীরু-নারীণাং রাজ্ঞাং রাজপুত্রাণাঞ্চ ত্রিকূর্চ্চকেন বিস্রাবয়েৎ। তলপ্রচ্ছাদিতবৃন্তমঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিনীভ্যাং ব্রীহিমুখম্। কুঠারিকাং বামহস্তন্যস্তামিতরহস্তমধ্যমাঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠবিষ্টব্ধয়াভিহন্যাৎ। আরা-করপত্রৈষণ্যো মূলে। শেষাণি তু যথাযোগং গৃহ্নীয়াৎ॥ ৪

তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র নখশস্ত্রৈষণ্যাবষ্টাঙ্গুলে, সূচ্যো বক্ষ্যন্তে। শেষাণি তু ষড়ঙ্গুলানি॥ ৫

তানি সুগ্রহাণি সুলোহানি সুধারাণি সুরূপাণি সুসমাহিতমুখাগ্রাণ্যকরালানি চেতি শস্ত্রসম্পৎ॥

বাগ্‌ভট তাহাকেই অঙ্গুলিশস্ত্রক কহেন। অঙ্গুলিশস্ত্রকের বিবরণ যথা;—"উহার মুখ একটী মুদ্রিকার (অঙ্গুরীয়ের) মধ্য দিয়া বহির্গত থাকে। ফলা অর্দ্ধাঙ্গুল আয়ত উহার সংস্থান মণ্ডলাগ্র বা বৃদ্ধিপত্রের সমান। বৈদ্যের তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্বের যে পরিমাণ, তদনুরূপ মুদ্রিকা উহাতে অর্পিত হইয়া থাকে। উহা সূত্র দ্বারা মণিবন্ধে বদ্ধ করিয়া গলস্রোতোগত রোগসমূহের ছেদন ভেদনে ব্যবহার করা যায়।" নখশস্ত্র নরুণের নাম। "উহার ধারে বক্র অথচ ঋজু, উহার এক মুখ বক্র, অপর মুখ ঋজু। উহা নয় অঙ্গুল। উহা সূক্ষ্ম শল্যসমূহের উদ্ধারে, নখচ্ছেদে, ভেদনে, প্রচ্ছনে (চেরায়) ও লেখনে ব্যবহৃত হয়। বাগ্‌ভট] সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারিমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র পূযাদির বিস্রাবণে ব্যবহৃত হয়। ["সীবন কর্ম্মে তিন প্রকার সূচী ব্যবহার করা হয়। উহারা গোল, উহাদের সূতা দৃঢ় ও গাঢ় অর্থাৎ উঁচু হইয়া থাকে না। মাংসল স্থানসমূহের জন্য ত্রিকোণ ও তিন অঙ্গুল সূচী ব্যবহৃত হয়। অল্পমাংস ও অস্থিসন্ধির ব্রণসমূহের জন্য দুই অঙ্গুল সূচী ব্যবহৃত হয়। পক্বাশয়, আমাশয় ও মর্ম্মসমূহে ব্রীহির ন্যায় মুখবিশিষ্ট ও ধনুর ন্যায় বক্র সূচী ব্যবহার করা যায়, তাহা আড়াই অঙ্গুল। সেই সকল সূচী সর্ব্বতোগোল ও দৈর্ঘ্যে চতুরঙ্গুল হইলে ও তাহারা একটী গোল পীঠের উপর সংস্থিত হইলে উহাকে কূর্চ্চ (কুঁচি) কহে; উহারা সংখ্যায় সাত বা আট ও সুন্দররূপে একত্র বদ্ধ। উহারা নীলিকা, ব্যঙ্গ ও কেশ ছেদন ও ভেদন করিতে প্রয়োজনীয়। কূর্চ্চ অর্দ্ধকণ্টক-বিশিষ্ট হইলে তাহাকে খজ কহে। খজের কাঁটা সকল অষ্টাঙ্গুল ও গোল, উহাকে পাণিদ্বয়যোগে মন্থন করিয়া নাসিকা হইতে রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। কুশাটা (বোধ হয় কুশপত্র), বদনে স্রাবকার্য্য আবশ্যক হইলে, প্রয়োগ করা যায়। কুশাটা ও শরালীমুখ অস্ত্রের ফলা দুই অঙ্গুল। শরালীমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্রদ্বয় স্রাবকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অন্তর্মুখ নামক শস্ত্র কুশাটার সদৃশ। উহার ফলা অর্দ্ধ অঙ্গুল। অর্দ্ধচন্দ্রানন নামক শস্ত্র (বোধ হয় ইহাই আটীমুখ) কুশাটার সদৃশ।" বাগ্‌ভট।] কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা ও বেতসপত্র ব্যধন (বেঁধা) কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। সূচীও ঐরূপ হয়। ["কুঠারী নামক (কুড়ালীর ন্যায়) শস্ত্রের সংস্থান-দণ্ড (যে দণ্ডের উপর তাহা স্থিত) স্থূল। উহার মুখ গোদন্তসদৃশ ও অর্দ্ধাঙ্গুল। উহার দণ্ড ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ ফলা যেদিকে তাহার উল্টাদিকে ধরিয়া উহা দ্বারা অস্থির উপরিস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ব্রীহিমুখ শস্ত্রের ফলা অর্দ্ধাঙ্গুল। উহা শিরাব্যধ ও উদরব্যধনে প্রয়োগ করা হয়। আরা নামক সূচীর মুখ অর্দ্ধাঙ্গুল ও গোল। উহার প্রবেশও অর্দ্ধাঙ্গুল। উহা উপরেও অর্দ্ধাঙ্গুল। সেই অর্দ্ধাঙ্গুল চতুরস্র। শোথ কাঁচা কি পাকা সন্দেহ হইলে উহা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জানা যায়। আর কর্ণপালী অত্যন্ত মাংসল হইলে ইহা দ্বারাই বিদ্ধ করিতে হয়। বেতসপত্র বেতসপত্রাকার ও ষড়ঙ্গুল, ইহা ব্যধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়" বাগ্‌ভট]। সূচী সকল সীবনকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ অষ্টবিধ কার্য্যে শস্ত্রদিগের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা হইল। ৩। যেরূপে ঐ সকল অস্ত্র ধরিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। বৃদ্ধিপত্র ও অন্যান্য ভেদন অস্ত্র সকল সাধারণতঃ ফলার গোড়ায় ধরিতে হয়। বৃদ্ধিপত্র ও মণ্ডলাগ্র, হস্ত কিঞ্চিৎ উত্তান করিয়া ধরিতে হয় এবং বহুপ্রকার লেখনকার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। বিস্রাবণ (পূযাদিস্রাবক অস্ত্র সকল বৃন্তাগ্রে অর্থাৎ ফলার গোড়ায় ধরিতে হয়। বাল, বৃদ্ধ, সুকুমার, ভীরু, নারী, রাজা ও রাজপুত্রদিগের স্রাব করাইতে হইলে ত্রিকূর্চ্চক শস্ত্র দ্বারা স্রাব করাইবে। ব্রীহিমুখ শস্ত্রের বৃন্ত করতলে আচ্ছাদিত থাকিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনীর মধ্যে ফলক ধরিয়া অস্ত্র করিতে হইবে। কুঠারিকা বামহস্তে ধরিবে, পরে দক্ষিণহস্তের মধ্যম অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া আঘাত করিবে। আরা, করপত্র ও এষণীর মূল ধারণ করিবে। অন্যান্য অস্ত্র সকল যেরূপে ধরিলে ভাল হয়, সেইরূপে ধরিবে। ৪। অস্ত্র সকলের আকার নাম দ্বারাই প্রায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নখশস্ত্র ও এষণী অষ্টাঙ্গুল হইয়া থাকে। সূচীদিগের বিবরণ পরে করা যাইবে। অবশিষ্ট শস্ত্র সকল ষড়ঙ্গুল হইয়া থাকে। ৫। অস্ত্র সকল অনায়াসে গ্রহণযোগ্য, সুলোহবিশিষ্ট, সুধার, সুরূপ, সুসমাহিত-মুখাগ্র (অন্যান্য স্থানে অসম্পূর্ণ হইলেও মুখের অগ্রভাগ সুসম্পন্ন হওয়া উচিত) ও অভীষণ (সুশ্রী) হওয়া উচিত। ৬। ভেদন অস্ত্র সকলের ধার

তত্র ধারা ভেদনানাং মাসূরী, লেখনানামর্দ্ধমাসূরী, ব্যধনানাং বিস্রাবণানাঞ্চ কৈশিকী, ছেদনানামর্দ্ধকৈশিকীতি। বড়িশং দন্তশঙ্কুঞ্চানতাগ্রে তীক্ষ্ণকণ্টকপ্রথমযবপত্রমুখে এষণী গণ্ডূপদাকারমুখী চ ॥ ৭

তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধারমতিস্থূলমত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যষ্টৌ শস্ত্রদোষাঃ। অতো বিপরীতগুণমাদদীতান্যত্র করপত্রাৎ তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থম্ ॥ ৮

তেষাং পায়না ত্রিবিধা ক্ষারোদকতৈলেষু। তত্র ক্ষারপায়িতং শরশল্যাস্থিচ্ছেদনেষু উদকপায়িতং মাংসচ্ছেদনভেদনপাটনেষু। তৈলপায়িতং শিরাব্যধনস্নায়ুচ্ছেদনেষু। তেষাং নিশাণার্থং শ্লক্ষ্ণশিলা মাষবর্ণা, ধারাসংস্থাপনার্থং শাল্মলীফলকমিতি ॥ ৯

ভবতি চাত্র।

যদা সুনিশিতং শস্ত্রং রোমচ্ছেদি সুসংস্থিতম্।
সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা কর্ম্মসু যোজয়েৎ ॥ ১০

অনুশস্ত্রাণি তু ত্বক্‌সার-স্ফটিক-কাচ-কুরুবিন্দ-জলৌকাগ্নি-ক্ষার-নখ-গোজী-শেফালিকা-শাক পত্র-করীর-বালাঙ্গুলয় ইতি ১১

শিশূনাং শস্ত্রভীরূণাং শস্ত্রাভাবে চ যোজয়েৎ।
ত্বক্‌সারাদিচতুর্বর্গং ছেদ্যে ভেদ্যে চ বুদ্ধিমান্ ॥
আহার্য্যচ্ছেদ্যভেদ্যেষু নখং শক্যেষু যোজয়েৎ।
বিধিঃ প্রবক্ষ্যতে পশ্চাৎ ক্ষারবহ্নিজলৌকসাম্ ॥
যে স্যুর্মুখগতা রোগা নেত্রবর্ত্মগতাশ্চ যে।
গোজীশেফালিকাশাকপত্রৈর্বিস্রাবয়েৎ তু তান্
এষ্যেষ্বেষণ্যলাভে তু বালাঙ্গুল্যঙ্কুরা হিতাঃ ॥ ১২
শস্ত্রাণ্যেতানি মতিমান্ শুদ্ধশৈক্যায়সানি তু।
কারয়েৎ কর্ম্মপ্রাপ্তং কর্ম্মারং কর্ম্মকোবিদম্ ॥ ১৩
প্রয়োগজ্ঞস্য বৈদ্যস্য সিদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ।
তস্মাৎ পরিচয়ঃ কার্য্যঃ শস্ত্রাণাং গ্রহণে সদা ॥ ১৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শস্ত্রাবচারণীয়ো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ।

অথাতো যোগ্যাসূত্রীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অধিগতসর্ব্বশাস্ত্রার্থমপি শিষ্যং যোগ্যাং কারয়েৎ

মসূরের ন্যায়, লেখন অস্ত্র সকলের ধার অর্দ্ধমসূরের ন্যায়, ব্যধন ও বিস্রাবণ অস্ত্রসমূহের ধার কেশের ন্যায় এবং ছেদন অস্ত্রসমূহের ধার অর্দ্ধকেশের ন্যায়। বড়িশ ও দন্তশঙ্কুর অগ্রভাগ আনত [টীকাকারেরা বলেন যে, বড়িশের অগ্রই আনত হওয়া উচিত]। এষণী তিন প্রকার; তীক্ষ্ণকণ্টকমুখী, প্রথম-যবপত্রমুখী ও গণ্ডূপদাকার-মুখী।৭। অস্ত্রের আট প্রকার দোষ যথা;—বক্র, কুণ্ঠ (ভোঁতা), খণ্ড (ভাঙ্গা), খরধার (যাহার ধার খরখরে), অতিস্থূল, অতিসূক্ষ্ম, অতিদীর্ঘ ও অতিক্ষুদ্র। ইহার বিপরীত গুণ হইলেই সেই অস্ত্র ব্যবহার্য্য। কিন্তু করপত্র খরধার হওয়া উচিত, কারণ উহাতে অস্থি ছেদন করিতে হয়। ৮। অস্ত্র সকলের পায়না (পান্) তিন প্রকার যথা;—ক্ষার, জল ও তৈল। যে সকল অস্ত্র দ্বারা শর, শল্য বা অস্থি ছেদন করা যায়, তাহাদের পান্ ক্ষারে হওয়া উচিত। যে সকল অস্ত্র দ্বারা মাংস ছেদন, ভেদন ও উৎপাটন করিতে হয়, তাহাদের পান্ জলে হওয়া উচিত। আর শিরাব্যধন ও স্নায়ুচ্ছেদন অস্ত্রসমূহের পান তৈলে হওয়া উচিত। অস্ত্রে শাণ দিবার জন্য মাষবর্ণা (মাষকলায়ের মত বর্ণবিশিষ্ট) মসৃণ শিলা আবশ্যক। অস্ত্রের ধার সংস্থাপন করিবার জন্য (অর্থাৎ ধার শীঘ্র না পড়ে বা ধারে মড়িচা না ধরে সেইজন্য) শিমুল-কাঠের খাপের মধ্যে রাখিবে। ৯। এস্থলে একটী শ্লোকে উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—শস্ত্র সুনিশিত (সুশাণিত), রোমচ্ছেদী (যদ্দ্বারা লোম কামান যায়), সুসংস্থিত (হাতলের উপর ভাল করিয়া বসান), সুগৃহীত ও সুপ্রমাণ হইলে চিকিৎসাকার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। ১০। অনুশস্ত্রসমূহ যথা;—বাঁশ (বাঁশের চেওয়াড়ী), স্ফটিক, কাচ, কুরুবিন্দ (পাষাণবিশেষ), জলৌকা, অগ্নি, ক্ষার, নখ, গোজিয়াপাতা বা সেওড়াপাতা, শিউলীপাতা, সেগুনপাতা, করীর, কেশ ও অঙ্গুলি। [শিউলী পাতা প্রভৃতি প্রয়োগ ১৩ প্রকরণে দেখ]। ১১। অনন্তর কয়েকটী শ্লোকে অধ্যায়ের উপসংহার করা হইতেছে যথা,—শিশু ও শস্ত্রভীরুদিগের ছেদন ও ভেদন কার্য্যে বাঁশের চেওয়াড়ী, স্ফটিক, কাচ ও কুরুবিন্দ ব্যবহার করিবে। আর শস্ত্রাভাবে এই চারিটী দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। যদি পারা যায়, তবে আহরণ, ছেদন ও ভেদন-কার্য্যে নখই ব্যবহার করিবে। পশ্চাৎ ক্ষার, অগ্নি ও জলৌকার প্রয়োগ কথিত হইবে। মুখগত ও নেত্রবর্ত্মগত রোগে স্রাব করাইতে হইলে গোজী, শেফালিকা ও শেগুনপত্র দ্বারা স্রাব করাইবে। এষণ স্থলে এষণীর অভাবে কেশ, লাঙ্গুল ও বৃক্ষের অঙ্কুর ব্যবহার করিবে। ১২। বৈদ্য নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়া আবশ্যকমতে, অস্ত্র সকল বিশুদ্ধ-লৌহ-যোগে উপকরণসম্পন্ন কর্ম্মনিপুণ কর্ম্মকার দ্বারা প্রস্তুত করাইবেন। ১৩। যে বৈদ্য শস্ত্র প্রয়োগ করিতে জানেন, তাঁহার নিত্যই সিদ্ধি হয়। সেইজন্য শস্ত্রপ্রয়োগে সদা অভ্যাস থাকা উচিত। ১৪

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবম অধ্যায়।

যোগ্যাসূত্রীয়

অনন্তর আমরা যোগ্যাসূত্রীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [যোগ্যা অর্থাৎ সম্যক্ কর্ম্মাভ্যাস। যদ্দ্বারা সম্যক্ কর্ম্মাভ্যাসের জ্ঞান হয়, তাঁহাকে যোগ্যাসূত্রীয় কহে]। ১। শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্র অবগত হইলেও তাহাকে কর্ম্মাভ্যাস

ছেদ্যাদিষু স্নেহাদিষু চ কর্ম্মপথমুপদিশেৎ। সুবহুশ্রুতোঽপ্য-কৃতযোগ্যঃ কর্ম্মস্বযোগ্যো ভবতি ॥ ২

তত্র পুষ্পফলালাবুকালিন্দকত্রপুষৈর্ব্বারুককর্কারুকপ্রভৃতিষু ছেদ্যবিশেষান্ দর্শয়েদুৎকর্ত্তনপরিকর্ত্তনানি চোপদিশেৎ। দৃতিবস্তিপ্রসেবকপ্রভৃতিষূদকপঙ্কপূর্ণেষু ভেদ্যযোগ্যাম্। সরোম্নি চর্ম্মণ্যাততে লেখ্যস্য। মৃতপশুশিরাসূৎপলনালেষু চ বেধ্যস্য। ঘুণোপহতকাষ্ঠবেণুনলনালীশুষ্কালাবুমুখেষ্বেষ্যস্য। পনসবিম্বীবিল্বফলমজ্জমৃতপশুদন্তেষাহার্য্যস্য। মধূচ্ছিষ্টোপলিপ্তে শাল্মলীফলকে বিস্রাব্যস্য। সূক্ষ্মঘনবস্ত্রান্তয়োর্মৃদুচর্ম্মান্তয়োশ্চ সীব্যস্য। পুস্তময়পুরুষাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষেষু বন্ধযোগ্যাম্। মৃদুমাংসপেশীষূৎপলনালেষু চ কর্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাম্। মৃদুষু মাংসখণ্ডেষ্বগ্নিক্ষারযোগ্যাম্। উদকপূর্ণঘটপার্শ্বস্রোতস্যলাবুমুখাদিষু চ নেত্রপ্রণিধানবস্তিব্রণবস্তিপীড়নযোগ্যামিতি ॥ ৩

ভবতশ্চাত্র।

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি।
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বাণো ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু ॥ ৪
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছন্ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্ম্মসু।
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্ম্যং তত্র যোগ্যাং সমাচরেৎ ॥ ৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং যোগ্যাসূত্রীয়ো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিশিখানুপ্রবেশনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

অধিগততন্ত্রেণোপাসিততন্ত্রার্থেন দৃষ্টকর্ম্মণা কৃতযোগ্যেন শাস্ত্রং নিগদতা রাজানুজ্ঞাতেন নীচনখরোম্না শুচিনা শুক্লবস্ত্রপরিহিতেন ছত্রবতা দণ্ডহস্তেন সোপানৎকেনানুদ্ধতবেশেন সুমনসা কল্যাণাভিব্যাহারেণাকুহকেন বন্ধুভূতেন ভূতানাং সুসহায়বতা বৈদ্যেন বিশিখানুপ্রবেষ্টব্যা ॥ ২

ততো দূতনিমিত্তশকুনমঙ্গলানুলোম্যেনাতুরগৃহমভিগম্যোপবিশ্যাতুরমভিপশ্যেৎ স্পৃশেৎ পৃচ্ছেচ্চ। ত্রিভিরেতৈ-

করাইবে ছেদন প্রভৃতি কার্য্য ও স্নেহ-প্রয়োগাদি কর্ম্মের পথও তাহাকে উপদেশ দিবে। বহুবিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াও যদি কর্ম্মাভ্যাস না করা যায়, তবে কর্ম্মের অযোগ্য হইতে হয়। ২। ছেদনাদি কর্ম্ম শিখিতে হইলে পুষ্প, ফল, অলাবু, কালিন্দক (তরমুজ), শসা, কাঁকুড় ও কর্কারু (কুষ্মাণ্ড) প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছেদন, উৎকর্ত্তন (ঊর্দ্ধদিকে ছেদন) ও পরিকর্ত্তন (অধশ্ছেদ) উপদেশ দিবে। দৃতি (ভিস্তি), বস্তি ও প্রসেবক (চর্ম্মের থলী) জল বা কর্দ্দমে পূর্ণ করিয়া তাহাতে শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ভেদন কর্ম্ম-শিক্ষা দিবে। এইরূপে রোমযুক্ত প্রসারিত চর্ম্মখণ্ডে অস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক লেখনকর্ম্ম, মৃত পশুর শিরা ও পদ্মনালে শস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক বেধনক্রিয়া, ঘুণভক্ষিত কাষ্ঠ বেণু বা নলের নালীতে অথবা শুষ্ক অলাবুর মুখে এষণী প্রয়োগপূর্ব্বক এষণকর্ম্ম; পনস (কাঁঠাল), বিম্বী (তেলাকুচা) ও বিল্বফলের মজ্জা, এবং মৃত পশুর দন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক আহরণ-কর্ম্ম (উদ্ধরণ); মোমলিপ্ত শিমুলতক্তায় সূচী প্রভৃতি প্রয়োগপূর্ব্বক বিস্রাবণ-কর্ম্ম, সূক্ষ্মবস্ত্র বা ঘনবস্ত্রদ্বয়ের অন্তর্ভাগে (সম্মিলনস্থলে) অথবা মৃদুচর্ম্মদ্বয়ের অন্তর্ভাগে সূচী প্রয়োগপূর্ব্বক সীবন-ক্রিয়া এবং বস্ত্রনির্ম্মিত পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বন্ধনপ্রয়োগ পূর্ব্বক বন্ধনকর্ম্ম শিক্ষা দিবে। কর্ণ সন্ধি হইতে ছিন্ন হইলে যেরূপে তাহা বন্ধন করিতে হয়, মৃদু মাংস-বর্ত্তি বা পদ্মনালসমূহ সংহিত করিয়া তাহা দেখাইবে। অগ্নি ও ক্ষার যেরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা মৃদু মাংসখণ্ডসমূহে প্রয়োগ করিয়া দেখাইবে। কিরূপে বস্তিনল প্রবেশ করাইতে হয়, কিরূপে বস্তিপীড়ন করিতে হয়, কিরূপে ব্রণবস্তি পীড়ন করিতে হয়, তাহা জলপূর্ণ ঘটের পার্শ্বস্থ ছিদ্রে অথবা অলাবু প্রভৃতির মুখে প্রয়োগ করিয়া দেখাইবে। ৩। এই স্থানে দুইটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে যথা;—এইরূপ ও অন্যরূপ ক্রিয়াভ্যাস-যোগ্য দ্রব্যসমূহে ক্রিয়াভ্যাস করিলে মেধাবী ব্যক্তি ক্রিয়াস্থলে কখন ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমুখ হয় না। ৪। অতএব যিনি শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি-কর্ম্মে নৈপুণ্য ইচ্ছা করেন, তিনি ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক দ্রব্যের অনুরূপ বাহ্য-বস্তুতে সেই সেই কর্ম্ম অভ্যাস করিবেন। ৫

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

বিশিখানুপ্রবেশনীয়

অনন্তর আমরা বিশিখানুপ্রবেশনীয় [বিশিখ অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্ম বা ব্যবসায়, অনুপ্রবেশন অর্থাৎ অনুসরণ, বিশিখানুপ্রবেশ অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুসরণ] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। বৈদ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন, শাস্ত্রার্থ সমস্ত অবগত হইবেন, দৃষ্টকর্ম্মা হইবেন, কৃতাভ্যাস হইবেন, শাস্ত্র পাঠ করাইবেন, রাজার অনুমতি লইবেন, নখ ও লোম নীচ করিবেন [অর্থাৎ কামাইবেন], শুচি হইবেন, শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন, ছত্র ধারণ করিবেন, দণ্ড ধারণ করিবেন, পাদুকা ধারণ করিবেন, অনুজ্জ্বল-বেশ হইবেন, সুমনা হইবেন, মিষ্টভাষী হইবেন, কুহকী (মায়াবী) হইবেন না, প্রাণীদিগের বন্ধুভূত হইবেন এবং সহায়বান্ হইবেন; পরে ব্যবসায়ের অনুসরণ করিবেন। ২। রোগীর দূত শুভসূচক হইলে, সুনিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইলে, হংসাদি শুভসূচক পক্ষী দৃষ্টিগোচর হইলে, পূর্ণকুম্ভাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য দর্শন করিলে চিকিৎসক রোগীর

বিজ্ঞানোপায়ৈ রোগাঃ প্রায়শো বেদিতব্যা ইত্যেকে। তত্তু ন সম্যক্। ষড়্বিধো হি রোগাণাং বিজ্ঞানোপায়ঃ; তদ্যথা পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি ॥ ৩

তত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া বিশেষা রোগেষু ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়াদিষু বক্ষ্যন্তে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছতীত্যেবমাদয়ঃ। স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শীতোষ্ণশ্লক্ষ্ণকর্কশ-মৃদু-কঠিনত্বাদয়ঃ স্পর্শবিশেষা জ্বরশোফাদিষু। চক্ষুরিন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শরীরোপচয়াপচয়ায়ুর্লক্ষণবল-বর্ণবিকারাদয়ঃ। রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদিষু রসবিশেষাঃ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া অরিষ্টলিঙ্গাদিষু ব্রণানামব্রণানাঞ্চ গন্ধবিশেষাঃ। প্রশ্নেন চ বিজানীয়াদ্দেশং কালং জাতিং সাত্ম্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিং বেদনাসমুচ্ছ্রায়ং বলং দীপ্তাগ্নিতাং বাতমূত্রপুরীষাণাং প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী কালপ্রকর্ষাদীংশ্চ বিশেষান্। আত্মসদৃশেষু বিজ্ঞানাভ্যুপায়েষু তৎস্থানীয়ৈর্জানীয়াৎ ॥ ৪

ভবতি চাত্র।

মিথ্যা দৃষ্টা বিকারা হি দুরাখ্যাতাস্তথৈব চ
তথা দুঃপরিমৃষ্টাশ্চ মোহয়েয়ুশ্চিকিৎসকম্ ॥ ৫

এবমভিসমীক্ষ্য সাধ্যান্ সাধয়েদ্‌যাপ্যান্ যাপয়েদসাধ্যান্নোপক্রমেৎ; পরিসংবৎসরোত্থিতাংশ্চ বিকারান্ প্রায়শো বর্জ্জয়েৎ ॥ ৬

তত্র সাধ্যা অপি ব্যাধয়ঃ প্রায়েণৈষাং দুশ্চিকিৎস্যতমা ভবন্তি। তদ্যথা—শ্রোত্রিয়নৃপতিস্ত্রীবালবৃদ্ধভীরুরাজসেবককিতবদুর্ব্বলবৈদ্যবিদগ্ধব্যাধিগোপকদরিদ্রকৃপণক্রোধবতামনাত্মবতামনাথানাঞ্চৈবং নিরূপ্য চিকিৎসাং কুর্ব্বন্ ধর্ম্মার্থকামযশাংসি প্রাপ্নোতি ॥ ৭

ভবতি চাত্র।

স্ত্রীভিঃ সহাস্যাং সংবাসং পরিহাসঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
দত্তঞ্চ তাভ্যো নাদেয়মন্নাদন্যদ্ভিষগ্বরৈঃ ॥ ৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে বিশিখানুপ্রবেশনীয়ো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষারপাকবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

শস্ত্রানুশস্ত্রেভ্যঃ ক্ষারঃ প্রধানতমশ্ছেদ্য-ভেদ্য-লেখ্যকরণাৎ ত্রিদোষঘ্নত্বাদ্বিশেষক্রিয়াবচারণাচ্চ ॥ ২

গৃহে নিঃশঙ্কে প্রবেশ করিতে পারেন; রোগীর গৃহে প্রবেশ ও উপবেশনপূর্ব্বক রোগীকে দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন করিবেন। রোগ-বিজ্ঞানের এই তিন প্রকার উপায়। কেহ কেহ বলেন যে, এই ত্রিবিধ উপায়েই প্রায় রোগ জানা যায়; কিন্তু তাহা সম্যক্ নহে, রোগজ্ঞানের উপায় ষড়্বিধ। যথা;—কর্ণাদি পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় এবং প্রশ্ন। ৩। তন্মধ্যে কর্ণেন্দ্রিয়গোচর রোগসমূহ ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয় প্রভৃতি অধ্যায়ে বলা হইবে। যেমন রক্তস্রাবে বায়ুর আধিক্য থাকিলে ফেনযুক্ত রক্ত শব্দের সহিত নির্গত হয় ইত্যাদিরূপ বলা হইবে। জ্বর শোথ প্রভৃতি রোগে শীত, উষ্ণ, মসৃণ, কর্কশ, মৃদু, কঠিন প্রভৃতি বিষয় স্পর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর। শরীরের পুষ্টি, ক্ষীণতা, আয়ুর লক্ষণ, বল, বর্ণ, বিকারাদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। প্রমেহাদি-রোগে প্রস্রাবাদির বিশেষ বিশেষ স্বাদ রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অরিষ্টলক্ষণ নির্ণয় করিতে হইলে ব্রণ ও অন্যান্য শারীরিক দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা স্থির করিতে হয়। আর প্রশ্ন দ্বারা দেশ, কাল, জাতি, সাত্ম্য, রোগের নিদান, বেদনা, বল, দীপ্তাগ্নিতা, বাত মূত্র পুরীষের নির্গম বা অনির্গম এবং দোষপ্রকোপক কাল প্রভৃতি জানা যায়। যে সকল ব্যাধির নাম আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাও বাত-পিত্ত-কফের লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। সেই সকল লক্ষণের জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ উপায়েই নিষ্পন্ন হইতে পারে। সেই ষড়্বিধ উপায় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা অবশ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ৪। এই স্থানে একটী শ্লোক বলা হইতেছে। চিকিৎসক এক রোগকে অন্য রোগ বলিয়া বুঝিলে বা রোগী নিজের রোগ চিকিৎসককে প্রকৃতরূপে বুঝাইতে না পারিলে বা চিকিৎসক বিচারপূর্ব্বক রোগ না বুঝিলে, তাহাকে মুগ্ধ হইতে হয়। ৫। এই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক সাধ্য-রোগসমূহের সাধন ও যাপ্য-রোগসমূহের যাপন করিবেন। আর অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিবেন না। যে সকল রোগ সংবৎসর পার হইয়াছে, সে সকল প্রায়ই পরিহার্য্য। ৬। আবার এই সকল লোকের সাধ্য-রোগসমূহও অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে, যথা; শ্রোত্রিয়, নৃপতি, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, রাজসেবক, কিতব (জুয়াচোর), বৈদ্যাভিমানী, রোগগোপনকারী, দরিদ্র, কৃপণ, ক্রোধবান্, অনাত্মবান্ (অজিতেন্দ্রিয়) ও অনাথ। এই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিলে ধর্ম্মার্থকাম ও যশ হয়। ৭। এ স্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে। যথা;—চিকিৎসক মহাশয়েরা পরস্ত্রীগণের সহিত একত্র অবস্থিতি, বাস ও পরিহাস বর্জ্জন করিবেন। আর পরস্ত্রীর নিকট হইতে অন্ন ভিন্ন কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। ৮

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ক্ষারপাকবিধি।

অনন্তর, আমরা ক্ষারপাকবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। ক্ষার ছেদন, ভেদন ও লেখন কর্ম্মের উপযোগী, অথচ ইহা ত্রিদোষনাশক দ্রব্যসমূহ যোগে কল্পিত হয় এবং অর্শঃ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রোগে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, অতএব শস্ত্র ও অনুশস্ত্র সমূহের

তত্র ক্ষরণাৎ ক্ষণনাদ্বা ক্ষারঃ। নানৌষধিসমবায়াৎ ত্রিদোষঘ্নঃ, শুক্লত্বাৎ সৌম্যস্তস্য সৌম্যস্যাপি সতো দহন-পচনদারণাদিশক্তিরবিরুদ্ধা, স খল্বাগ্নেয়ৌষধিগণভূয়িষ্ঠত্বাৎ কটুক উষ্ণস্তীক্ষ্ণঃ পচনো বিলয়নঃ শোধনো রোপণঃ শোষণঃ স্তম্ভনো লেখনঃ কৃম্যামকফকুষ্ঠবিষমেদসামুপহন্তা পুংস্ত্বস্য চাতিসেবিতঃ ॥ ৩

স দ্বিবিধঃ প্রতিসারণীয়ঃ পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়ঃ কুষ্ঠকিটিমদদ্রুকিলাসমণ্ডলভগন্দরার্ব্বুদদুষ্টব্রণনাড়ীচর্ম্মকীল-তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গমশকবাহ্যবিদ্রধিকৃমিবিষাদিষ্ উপদিশ্যতে সপ্তসু চ মুখরোগেষূপজিহ্বাধিজিহ্বোপকুশদন্তবৈদর্ভেষু তিসৃষু চ রোহিণীষ্বেতেষ্বেব চৈবানুশস্ত্রপ্রণিধানমুক্তম্। পানীয়স্তু গরগুল্মোদরাগ্নিসঙ্গাজীর্ণারোচকানাহশর্করাশ্মর্য্যা-ভ্যন্তরবিদ্রধিকৃমিবিষার্শঃস্পযুজ্যতে ॥ ৪

অহিতস্তু রক্তপিত্তজ্বরিতপিত্তপ্রকৃতিবালবৃদ্ধদুর্ব্বলভ্রমমদ-মূর্চ্ছাতিমিরপরীতেভ্যোঽন্যেভ্যশ্চৈবংবিধেভ্যঃ। তস্যৈতরক্ষার বদ্ধা পরিস্রাবয়েৎ। তস্য বিস্তারোঽন্যত্র ॥ ৫

অথেতরো মৃদুর্মধ্যস্তীক্ষ্ণশ্চ। তং চিকীর্ষুঃ শরদি গিরি-সানুজং শুচিরুপোষ্য প্রশস্তেঽহনি প্রশস্তদেশজাতমনুপহতং মধ্যমবয়সং মহান্তমসিতমুষ্ককমধিবাস্যাপরেদ্যুঃ পাটয়িত্বা খণ্ডশঃ প্রকল্প্যাবপাট্য নিবাতে দেশে নিচিতিং কৃত্বা সুধা-শর্করাশ্চ প্রক্ষিপ্য তিলনালৈরাদীপয়েৎ। অথোপশান্তেঽগ্নৌ তদ্ভস্ম পৃথগ্‌গৃহ্ণীয়াদ্ভস্মশর্করাশ্চ ॥ ৬

অথানেনৈব বিধানেন কুটজপলাশাশ্বকর্ণপারিভদ্রকবিভী-তকারগ্বধতিল্বকার্কস্নুহ্যপামার্গপাটলানক্তমালবৃষকদলীচিত্রক-পূতীকেন্দ্রবৃক্ষাস্ফোতাশ্বমারকসপ্তচ্ছদাগ্নিমন্থগুঞ্জাশ্চতস্রশ্চ কোশাতকীঃ সমূলফলপত্রশাখা দহেৎ ॥ ৭

মধ্যে ক্ষার প্রধান। ২। ক্ষরণ বা ক্ষণন হেতু ক্ষার এই নাম হইয়াছে। [ক্ষরণ শব্দের অর্থ বিদারণ। ক্ষণন শব্দের অর্থ ক্ষতকরা।] নানাবিধ ত্রিদোষনাশক ঔষধের সমবায় হেতু ইহা ত্রিদোষঘ্ন হইয়া থাকে [ইংরেজী কষ্টিক প্রভৃতি সেরূপ হয় না]। ক্ষার শুক্ল বলিয়া সোমগুণ-বিশিষ্ট [কফ শুক্ল বলিয়া সোমগুণ-বিশিষ্ট অথবা যেহেতু কফ সোমগুণ-বিশিষ্ট অথচ শুক্লবর্ণ, অতএব শুক্লত্বের সহিত সোমত্বের একত্র আছে বোধ হয় এইজন্য শুক্লকে সোমগুণ-বলা হইল]। কিন্তু সোমগুণবিশিষ্ট হইলেও যেহেতু ইহাতে তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধসমূহের আধিক্য আছে, অতএব ইহার দহন, পচন ও দারণাদি শক্তি বিরুদ্ধ নহে। ইহা কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, পচন (পাক-সম্পাদক), বাতকফাত্মক শোথের দমনকারক, শোধন, রোপণ, শোষণ, স্তম্ভন, লেখন এবং কৃমি আম কফ কুষ্ঠ বিষ ও মেদ নষ্ট করে। আর অতি সেবিত হইলে পুংশক্তি নাশ করিয়া থাকে। ৩। ক্ষার দুই প্রকার;—প্রতিসারণীয় (যাহা ঘর্ষণ বা লেপন করিতে হয়) এবং পানীয়। তন্মধ্যে প্রতিসারণীয় ক্ষার কুষ্ঠ, কিটিম, দদ্রু, কিলাস, মণ্ডল, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, দুষ্টব্রণ, নাড়ী-ব্রণ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, মশক, বাহ্য-বিদ্রধি, কৃমি ও বিষ প্রভৃতিরোগে প্রয়োগ করা যায়। আর উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ ও তিন প্রকার রোহিণী এই সাতটী মুখরোগেও ক্ষার উপযোগী। এই সকল রোগেই ক্ষারপ্রয়োগের বিধি আছে। পানীয় ক্ষার গরদোষ, গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরোচক, আনাহ, শর্করা, অশ্মরী, অন্তর্বিদ্রধি, কৃমি, বিষ ও অর্শো-রোগে উপযোগী। ৪। এই সকল রোগে ও এই সকল ব্যক্তির পক্ষে পানীয় ক্ষার অহিতকর হয়, যথা;—রক্ত-পিত্ত, রক্তপিত্তের জ্বর, পিত্তপ্রকৃতি, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভ্রম, মদ, মূর্চ্ছা ও তিমির-রোগ এবং তৎসদৃশ (অর্থাৎ পিত্ত-প্রধান অন্যান্য রোগ)। * পানীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলেও প্রতিসারণীয় ক্ষারের ন্যায় দগ্ধ করিয়া স্রাবিত করিতে হয়। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা হইবে। ৫। প্রতিসারণীয় ক্ষার মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ। ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে শরৎকালে শুচি হইয়া উপবাস করিয়া প্রশস্ত দিবসে পর্ব্বতোপরিজাত, প্রশস্ত-দেশ-সম্ভূত, অনুপহত (নিখুঁত), মধ্যমবয়স্ক বৃহৎ একটী ঘণ্টাপারুল গাছ, একদিন অধিবাসের পর, পরদিন ছেদন ও খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্ব্বাত স্থানে রাশীকৃত করিবে এবং উহার সহিত ঘুটিং মিশ্রিত করিয়া তিলনাল দ্বারা জ্বালাইয়া দিবে। অনন্তর অগ্নি শান্ত হইলে ঘণ্টাপারুল-ভস্ম ও ঘুটিং পৃথক্ গ্রহণ করিবে। [অধিবাস শব্দে বৃক্ষকে মন্ত্রপূত করা]। ৬। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানেই কুড়চী, পলাশ, অশ্বকর্ণ ("ঘোঁড়াকণি শাল"), পালিদামাদার, বিভীতক, সোঁদাল, তিল্বক (লোধ্র), আকন্দ, মনসা, আপাং, পারুল, নক্তমাল (ডহর-করঞ্জ), বাসক, কদলী, চিতা, পূতীক (নাটা-করঞ্জ), কুড়চী (নিবন্ধ-মতে কুড়চী দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৃহৎফল, শ্বেতপুষ্প ও স্নিগ্ধপত্র কুড়চী পুংজাতি। আর সূক্ষ্মফলবৃন্ত শ্যামারুণ-পুষ্প কুড়চীকে স্ত্রীজাতি বলা যায়), হাপরমালী, করবীর, ছাতিম, গণিয়ারী, কুচ এবং মূল-ফল-শাখাসমন্বিত চারিপ্রকার ঘোষা (যথা— বৃহৎফল ঘোষা, ক্ষুদ্রফল ঘোষা, পীতপুষ্প ঘোষা ও শ্বেত-পুষ্প ঘোষা ইতি নিবন্ধ। কেহ কেহ বলেন যে, বৃহৎফল ঘোষার নাম রাজকোষাতকী, ক্ষুদ্রফল ঘোষার নাম জীমূত, পীতঘোষার নাম ধামার্গব এবং শ্বেতঘোষার নাম

* বাগ্‌ভট বলেন যে, পিত্তে, রক্তে, অতিশয় বলবানের সম্বন্ধে, অতিশয় দুর্ব্বলের সম্বন্ধে, জ্বরে, অতিসারে, হৃদয় ও মূর্দ্ধার রোগে, পাণ্ডুরোগে, অরুচিতে, তিমিরে, কৃতসংশোধনে, সর্ব্বগাত্রগত শোথে, ভীরু গর্ভিণী ঋতুমতী এবং প্রোদ্বৃত্তফল যোনি স্ত্রী সম্বন্ধে, অজীর্ণ অন্নে, শিশুসম্বন্ধে, বৃদ্ধসম্বন্ধে, ধমনী সন্ধি ও মর্ম্মসমূহে, তরুণ অস্থি-শিরা-স্নায়ু ও সেবনীযুক্ত প্রদেশে, গল ও নাভিতে, অল্পমাংস প্রদেশে, বৃষণে, মেঢ্রে, স্রোতঃসমূহে, নখমধ্যে, বর্ত্মরোগ ভিন্ন চক্ষুর অন্যরোগে এবং অতিশীত, বর্ষা ও দুর্দ্দিনে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না।

৭

ততঃ ক্ষারদ্রোণমুদকদ্রোণৈঃ ষড়্‌ভিরালোড্য, মূত্রৈর্বা যথোক্তৈরেকবিংশতিকৃত্বা বিস্রাব্য, মহতি কটাহে শনৈর্দর্ব্যাবঘট্টয়ন্ বিপচেৎ। স যদা ভবত্যচ্ছো রক্তস্তীক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলশ্চ তমাদায় মহতি বস্ত্রে পরিস্রাব্যেতরং বিভজ্য চ পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ। তত এব চ ক্ষারোদকাৎ কুড়বমধ্যর্দ্ধং বাপনয়েৎ॥ ৮

ততঃ কটশর্করাভস্মশর্করাক্ষীরপাকশঙ্খনাভীরগ্নিবর্ণাঃ কৃত্বায়সে পাত্রে তস্মিন্নেব ক্ষারোদকে নিষিচ্য পিষ্ট্বা তেনৈব দ্বিদ্রোণেঽষ্টপলসম্মিতং শঙ্খনাভ্যাদীনাং প্রমাণং প্রতিবাপ্য সততমপ্রমত্তশ্চৈনমবঘট্টয়ন্ বিপচেৎ। স যথা নাতিসান্দ্রো নাতিদ্রবশ্চ ভবতি তথা প্রযতেত। অথৈনমাগতপাকমবতার্য্যানুগুপ্তমায়সে কুম্ভে সংবৃতমুখে নিদধ্যাদেষ মধ্যমঃ। এষ এবাপ্রতীবাপঃ পক্বঃ সংব্যূহিমো মৃদুঃ॥ ৯

প্রতীবাপে যথালাভং দন্তীদ্রবন্তীচিত্রকলাঙ্গলকীপূতিকপ্রবালতালপত্রীবিড়সুবর্চ্চিকাকনকক্ষীরীহিঙ্গুবচাবিষাঃ সমাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণাঃ শুক্তিপ্রমাণাঃ প্রতীবাপঃ। স এব সপ্রতীবাপঃ পক্বঃ পাক্যস্তীক্ষ্ণস্তেষাং যথাব্যাধিবলমুপযোগঃ। ক্ষীণবলে তু ক্ষারোদকমাবপেদ্বলকরণার্থম্॥ ১০

ভবতশ্চাত্র।

নৈবাতিতীক্ষ্ণো ন মৃদুঃ শুক্লঃ শ্লক্ষ্ণোঽথ পিচ্ছিলঃ।
অভিষ্যন্দী শিবঃ শীঘ্রঃ ক্ষারো হ্যষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥
অতিমার্দ্দবশৈত্যোষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যপৈচ্ছিল্যসর্পিতাঃ।
সান্দ্রিতাঽপক্বতা হীনদ্রব্যতা দোষ উচ্যতে॥ ১১

তত্র ক্ষারসাধ্যব্যাধিব্যাধিতমুপবেশ্য নির্ব্বাতাতপে

কৃতবেধন) একত্র দগ্ধ করিবে। ৭। অনন্তর একদ্রোণ ক্ষার ছয় দ্রোণ জলে বা মূত্রে আলোড়িত করিয়া একুশ বার ছাঁকিয়া লইবে। পরে একটী বৃহৎ কটাহে দর্ব্বী দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে পাক করিবে। [বাগ্‌ভট বলেন, কুড়চী প্রভৃতির দ্রোণ পরিমিত ভস্ম ঘণ্টাপারুলের দ্রোণ পরিমিত ভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমভাগে জল ও মূত্রের দ্বারা বৃহৎ বস্ত্রখণ্ড দিয়া গালিত করিবে। নিবন্ধমতে ঘণ্টাপারুল-ভস্ম দুই ভাগ ও কুটজাদি-ভস্ম একভাগ মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ একদ্রোণ লইতে হয়। আর ছয় দ্রোণ জল বা মূত্র বলাতে ক্ষারের ছয় গুণ জল বা মূত্র বুঝিতে হইবে। এক দ্রোণে সচরাচর বত্রিশ সের বুঝায়। ভানুমতী বলেন, ঘণ্টাপারুল প্রভৃতির ক্ষার মিলিত করিয়াও পাক করা যায়, আবার স্বতন্ত্র পাক করিয়া স্বতন্ত্র ক্ষারও প্রস্তুত করা যায়]। পাক করিতে করিতে ক্ষার-জল স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইয়া আসিলে উহা গ্রহণ করিয়া একটী ঘনবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে, পরে কিট্টভাগ স্বতন্ত্র রাখিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে স্থাপন করিবে। সেই ক্ষারজল হইতে এক কুড়ব বা দ্বাদশ পল পরিমিত ক্ষারজল পৃথক্ রাখিয়া দিবে। অবশিষ্ট ক্ষারজল দুই দ্রোণ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর খড়ী [কটশর্করা শব্দে কেহ কেহ "নটা" ইতি ভাষা লিখিয়াছেন। বাগ্‌ভট কটশর্করা না লিখিয়া "ক্ষারপঙ্ক" লিখিয়াছেন, ক্ষারপঙ্ক ও কটশর্করা একই, সন্দেহ নাই। ক্ষারপঙ্কের অর্থ খড়ী] ও পূর্ব্বোক্ত ঘুটিং এবং শুক্তি ও শঙ্খের নাভি সমান সমান ভাগে অগ্নিযোগে অগ্নিবর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে পূর্ব্বোক্ত কুড়ব বা দ্বাদশ পল পরিমিত পৃথক্‌স্থাপিত ক্ষারজলে নির্ব্বাপিত ও শীতল করিয়া সেই ক্ষারজল দ্বারাই পাথরে পিষিয়া অষ্টপল পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত দুই দ্রোণ ক্ষারজলে নিক্ষেপ করিয়া অনবরত সাবধানে দর্ব্বী দ্বারা ঘট্টিত করিতে করিতে পাক করিবে। যেন অতিশয় ঘনও না হয় আবার অতিশয় দ্রবও না হয়, এইরূপ যত্ন করিবে। আসন্নপাকে নামাইয়া অসঙ্কীর্ণমুখ লৌহপাত্রে স্থাপন করিবে; ইহাই মধ্যম ক্ষার। আর যদি পূর্ব্বোক্ত খড়ী প্রভৃতি প্রক্ষেপ না দিয়া পাক শেষ করা যায়, তবে তাহাকে সংব্যূহিম বা মৃদুক্ষার কহে। ৯। আর যদি পূর্ব্বোক্ত মধ্যমক্ষারে দন্তী, দ্রবন্তী, চিতার মূল, লাঙ্গলকী (ঈশলাঙ্গলী), নাটা-করঞ্জের পল্লব, তালমূলী, বিড় (বিট্‌লবণ), সুবর্চ্চিকা (সাজী বা সর্জ্জীক্ষার), স্বর্ণক্ষীরী, হিঙ্গু, বচ ও বিষ (মিঠে বিষ) এই সকল সমান ভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া প্রত্যেকে চারি তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা যায়, তবে পাক্য নামক তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হয়। ব্যাধির বল বুঝিয়া এই সকল ক্ষার প্রয়োগ করা যায়। জল শুকাইয়া গিয়া ক্ষারজল গাঢ় হইয়া গেলে তাহাকে প্রবল করিবার জন্য পুনর্ব্বার নূতন ক্ষার-জল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। ১০। এই স্থলে দুইটী শ্লোকে ক্ষারের গুণ ও দোষ ব্যাখ্যা করা হইতেছে, যথা:—না অতিতীক্ষ্ণ, না অতিমৃদু, শুক্ল, কোমল, পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দী, অপ্রসরণশীল অর্থাৎ যেখানে দেওয়া যায়, সেইখানেই লাগিয়া থাকে, সরিয়া গাত্রের অন্যত্র লাগে না), শিব (মঙ্গলকারক বা সোমগুণবিশিষ্ট) ও শীঘ্রকারী এই অষ্টগুণবিশিষ্ট। [বাগ্‌ভট-মতে ক্ষার দশগুণবিশিষ্ট। যথা:—নাতিতীক্ষ্ণ, নাতিমৃদু, কোমল, পিচ্ছিল, শীঘ্রভেদী, শুভ্র, শিখরবিশিষ্ট, অনায়াসে নির্ব্বাপনীয় এবং না বিষ্যন্দী না অতিশয় পীড়াকর। তবেই অবিষ্যন্দী পাঠ কি অভিষ্যন্দী পাঠ, তাহা স্থির করা আবশ্যক। যদি বিষ্যন্দ শব্দের অর্থ ক্ষরণ হয়, তবে বিষ্যন্দীই বটে; কারণ ক্ষরণ অর্থেই ক্ষার শব্দের নিরুক্তি হইয়াছে এবং তাহা ইতিপূর্ব্বে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। আর বিষ্যন্দী ও অভিষ্যন্দী তুল্যার্থক]। ক্ষারের দোষ যথা,—অতিমার্দ্দব, শৈত্য, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, পিচ্ছিলতা, প্রসরণশীলতা, ঘনতা, অপক্বতা ও হীনদ্রব্যতা [যে দ্রব্য যে পরিমাণে থাকা উচিত, তাহা ইহাতে না থাকা]। ১১। রোগ ক্ষারসাধ্য হইলে রোগীকে উপবেশন করাইয়া বায়ু ও আতপশূন্য নির্বিঘ্ন স্থানে অগ্রোপহরণীয়-অধ্যায়োক্ত বিধিক্রমে উপকরণ সকল আহরণপূর্ব্বক,

দেশেহসম্বাধেহগ্রোপহরণীয়োক্তেন বিধানেনোপসন্ন তসন্তারং ততোহস্য তমবকাশং নিরীক্ষ্যাবঘৃষ্যাবলিখ্য প্রচ্ছয়িত্বা শলাকয়া ক্ষারং প্রতিসারয়েৎ। দত্বা বাক্‌শতমাত্রমুপেক্ষেত ॥ ১২

তস্মিন্ নিপতিতে ব্যাধৌ কৃষ্ণতা দগ্ধলক্ষণম্
তত্রাম্লবর্গঃ শমনঃ সর্পির্মধুকসংযুতঃ ॥
অথ চেৎ স্থিরমূলত্বাৎ ক্ষারদগ্ধং ন শীর্য্যতে।
ইদমালেপনং তত্র সমগ্রমবচারয়েৎ ॥
অম্লকাঞ্জিকবীজানি তিলান্ মধুকমেব চ।
প্রপেষ্য সমভাগানি তেনৈবমনুলেপয়েৎ ॥
তিলকল্কঃ সমধুকো ঘৃতাক্তো ব্রণরোপণঃ ॥ ১৩
রসেনাম্লেন তীক্ষ্ণেন বীর্য্যোষ্ণেন চ যোজিতঃ।
আগ্নেয়েনাগ্নিনা তুল্যঃ কথং ক্ষারঃ প্রশাম্যতি ॥ ১৪
এবং চেন্মন্যসে বৎস প্রোচ্যমানং নিবোধ মে।
অম্লবর্জ্জ্যান্ রসান্ ক্ষারে সর্ব্বানেব বিভাবয়েৎ ॥
কটুকস্তত্র ভূয়িষ্ঠো লবণোঽনুরসস্তথা।
অম্লেন সহ সংযুক্তঃ স তীক্ষ্ণলবণো রসঃ ॥
মাধুর্য্যং ভজতেঽত্যর্থং তীক্ষ্ণভাবং বিমুঞ্চতি।
মাধুর্য্যাচ্ছমমাপ্নোতি বহ্নিরদ্ভিরিবাপ্লুতঃ ॥ ১৫

তত্র সম্যগ্দগ্ধে বিকারোপশমো লাঘবমনাস্রাবশ্চ। হীনদগ্ধে তোদকণ্ডূজাড্যানি ব্যাধিবৃদ্ধিশ্চ। অতিদগ্ধে দাহপাকরাগস্রাবাঙ্গমর্দ্দ-ক্লম-পিপাসামূর্চ্ছাঃ স্যুর্ম্মরণং বা। ক্ষারদগ্ধব্রণন্তু যথাদোষং যথাব্যাধি চোপক্রমেৎ ॥ ১৬

অথ নৈতে ক্ষারকৃত্যাঃ। তদ্যথা, দুর্ব্বলবালস্থবিরভীরুসর্ব্বাঙ্গশূনোদরিরক্তপিত্তিগর্ভিণ্যৃতুমতীপ্রবৃদ্ধজ্বরিপ্রমেহোরঃক্ষতক্ষীণতৃষ্ণামূর্চ্ছোপদ্রুতক্লীবাপবৃত্তোদ্বৃত্তফলযোনয়ঃ ॥ ১৭

তথা মর্ম্মশিরাস্নায়ুসন্ধিতরুণাস্থিসেবনীধমনীগলনাভিনখান্তরশেফঃস্রোতঃস্বল্পমাংসেষু চ দেশেষক্ষ্ণোশ্চ ন দদ্যাদন্যত্র বর্ত্মরোগাৎ ॥ ১৮

তত্র ক্ষারসাধ্যেঽপি ব্যাধৌ শূনগাত্রমস্থিশূলিনমন্নদ্বেষিণং হৃদয়সন্ধিপীড়োপদ্রুতং ক্ষারো ন সাধয়তি ॥ ১৯

ভবতি চাত্র।

বিষাগ্নিশস্ত্রাশনিমৃত্যুকল্পঃ ক্ষারো ভবত্যল্পমতিপ্রযুক্তঃ।
স ধীমতা সম্যগনুপ্রযুক্তো রোগান্ নিহন্যাদচিরেণ ঘোরান্ ॥ ২০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ক্ষারপাকবিধিনামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

রোগীর যে স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্থান নিরীক্ষণ করিবে। যদি সেই স্থান পিত্তদূষিত হয়, তবে ঘর্ষণমাত্র করিবে। যদি বায়ুদুষ্ট হয় অর্থাৎ সুপ্ত ও কঠিনত্বক্ হয়, তবে অবলেখন করিবে (আঁচড়াইবে)। যদি কফদুষ্ট হয়, অর্থাৎ কণ্ডুযুক্ত ও শোথপ্রবল হয়, তবে প্রচ্ছন করিবে (পোঁচাইয়া দিবে)। পরে তদুপরি শলাকা দ্বারা ক্ষার ঘর্ষণ করিবে। ক্ষারপ্রয়োগের পর বাক্‌শতকাল মাত্র (একশত গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে) অপেক্ষা করিবে। ১২। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক লিখিত হইতেছে। (ক) রোগস্থানে ক্ষার পতিত হইলে যদি সেইস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে সম্যক্ দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। এরূপ স্থলে অম্লকাঞ্জী, ঘৃত ও যষ্টিমধুর প্রলেপ আরোপ করিলে জ্বালার উপশম হয়। [টীকাকারেরা মধুক শব্দের অর্থ করেন নাই, কিন্তু মধুক শব্দে যষ্টিমধু। গ—দেখ]। (খ) আর যদি ক্ষারদগ্ধ স্থান, দৃঢ়মূল হওয়াতে, শীর্ণ না হয় তবে বক্ষ্যমাণ প্রলেপ ব্যবহার্য্য। (গ) অম্লকাঞ্জীর সিটে, তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আর কেবল অম্লকাঞ্জী, তিলের কল্ক ও যষ্টিমধুর প্রলেপ দিলেই ব্রণ রোপণ হয়। ১৩। (ঘ) এস্থলে তর্ক হইতে পারে যে, অম্লরস তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য। এরূপ আগ্নেয়-দ্রব্যের সহিত অগ্নিপ্রকৃতিক ক্ষার মিলিত হইলে কিরূপে জ্বালার শান্তি হইতে পারে? ১৪। (ঙ) হে বৎস সুশ্রুত! যদি এইরূপই মনে করিয়া থাক, তবে আমি ইহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষারে অম্ল ভিন্ন আর সকল রসই আছে জানিবে। তন্মধ্যে কটুরসই প্রধান, তৎপরেই লবণ-রস। অম্ল লবণের বিরুদ্ধ বলিয়া, ক্ষারের সেই কটুযুক্ত লবণরস অম্লসহযোগে অতিশয় মাধুর্য্য প্রাপ্ত হয় এবং তীক্ষ্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যেমন জল দ্বারা অভিষিক্ত হইলে অগ্নি শান্ত হয়, সেইরূপ সেই মাধুর্য্য হেতু ক্ষার শান্ত হইয়া থাকে। ১৫।

ক্ষারদগ্ধ স্থান সম্যক্ দগ্ধ হইয়া থাকিলে রোগের উপশম, লাঘব ও অনাস্রাব (স্রাবহীনতা) হয়। অসম্পূর্ণ দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে সূচীভেদবৎ পীড়া, কণ্ডূ ও জড়তা হয় এবং রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে, দাহ, পাক, রাগ, স্রাব, অঙ্গমর্দ্দ, ক্লান্তি, পিপাসা, মূর্চ্ছা, এমন কি মরণ পর্য্যন্ত হয়। ক্ষার দ্বারা দগ্ধস্থানে যে ঘা হয়, তাহা দোষ ও ব্যাধি বুঝিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিবে। ১৬। এই সকল ব্যক্তি ক্ষারপ্রয়োগের যোগ্য নহে, যথা;—দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, সর্ব্বাঙ্গশোথ, উদররোগী, রক্তপিত্তরোগী, গর্ভিণী, ঋতুমতী, প্রবলজ্বররোগী, প্রমেহরোগী, উরঃক্ষতরোগী, ক্ষীণরোগী, তৃষ্ণারোগী, মূর্চ্ছারোগী এবং ক্লীব, অপবৃত্ত-ফলযোনি ও উদ্বৃত্ত-ফলযোনি স্ত্রী। ১৭। আর মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, তরুণাস্থি, সেবনী, ধমনী, গল, নাভি, নখাভ্যন্তর, মেঢ্র, শরীরবিবর, স্বল্পমাংস-স্থানসমূহ ও বর্ত্মরোগ ভিন্ন অন্য কোন অক্ষিরোগে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না। ১৮। আর ব্যাধি সকল ক্ষারসাধ্য হইলেও, শোথরোগী, অস্থিশূলরোগী, অন্নদ্বেষী, হৃৎপীড়াযুক্ত রোগী এবং সন্ধিপীড়াযুক্ত রোগীর ক্ষারে উপকার হয় না। ১৯। এই স্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে। যথা;—অবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্ষার প্রয়োগ করিলে বিষ, অগ্নি, শস্ত্র ও বজ্রের ন্যায় অপকার করে। অথচ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রযুক্ত ক্ষার অচিরাৎ ঘোর ব্যাধিসমূহ নাশ করে। ২০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽগ্নিকর্ম্মবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

ক্ষারাদগ্নির্গরীয়ান্ ক্রিয়াসু ব্যাখ্যাতঃ। তদ্দগ্ধানাং রোগাণামপুনর্ভাবাদ্ভেষজশস্ত্রক্ষারৈরসাধ্যানাং তৎসাধ্যত্বাচ্চ ॥ ২

অথেমানি দহনোপকরণানি তদ্যথা—পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্তশরশলাকাজাম্ববৌষ্ঠেতরলৌহাঃ ক্ষৌদ্রগুড়স্নেহাশ্চ। তত্র পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্তশরশলাকাস্ত্বগ্গতানাম্, জাম্ববৌষ্ঠেতরলৌহানি মাংসগতানাম্, ক্ষৌদ্রগুড়স্নেহাশ্চ শিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিগতানাম্ ॥ ৩

তত্রাগ্নিকর্ম্ম সর্ব্বর্ত্তুষু কুর্য্যাদন্যত্র শরদ্গ্রীষ্মাভ্যাং, তত্রাপ্যাত্যয়িকেঽগ্নিকর্ম্মসাধ্যে ব্যাধৌ তৎপ্রত্যনীকং বিধিং কৃত্বা ॥ ৪

সর্ব্বব্যাধিষৃতুষু চ পিচ্ছিলমন্নং ভুক্তবতঃ কর্ম্ম কুর্ব্বীত, মূঢ়গর্ভাশ্মরীভগন্দরার্শোমুখরোগেষভুক্তবতঃ ॥ ৫

তত্র দ্বিবিধমগ্নিকর্ম্মাহুরেকে ত্বগ্দগ্ধং মাংসদগ্ধঞ্চ। ইহ তু শিরাস্নায়ু-সন্ধ্যস্থিম্বপি ন প্রতিষিদ্ধোঽগ্নিঃ ॥ ৬

তত্র শব্দপ্রাদুর্ভাবো দুর্গন্ধতা ত্বক্সঙ্কোচশ্চ ত্বগ্দগ্ধে। কপোতবর্ণতাল্পশ্বয়থুবেদনা শুষ্কসঙ্কুচিতব্রণতা চ মাংসদগ্ধে। কৃষ্ণোন্নতব্রণতা স্রাবসন্নিরোধশ্চ শিরাস্নায়ুদগ্ধে। রুক্ষারুণতা কর্কশস্থিরব্রণতা চ সন্ধ্যস্থিদগ্ধে ॥ ৭

তত্র শিরোরোগাধিমন্থয়োর্ভ্রূললাটশঙ্খপ্রদেশেষু দহেৎ। বর্ত্মরোগেষ্বার্দ্রালক্তকপ্রতিচ্ছন্নাং দৃষ্টিং কৃত্বা বর্ত্মরোমকূপান্ দহেৎ। ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিস্থিতেঽত্যুগ্ররুজে বায়াবুচ্ছ্রিতকঠিনসুপ্তমাংসে ব্রণে গ্রন্থ্যর্শোঽর্ব্বুদভগন্দরাপচী-শ্লীপদচর্ম্মকীলতিলকালকান্ত্রবৃদ্ধিসন্ধিশিরাচ্ছেদনাদিষু নাড়ীশোণিতাতিপ্রবৃত্তিষু চাগ্নিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ৮

তত্র বলয়বিন্দুবিলেখাপ্রতিসারণানীতি দহনবিশেষাঃ ॥ ৯

ভবতি চাত্র।

রোগস্য সংস্থানমবেক্ষ্য সম্যঙ্ নরস্য মর্ম্মাণি বলাবলঞ্চ।
ব্যাধিং তথর্ত্তুঞ্চ সমীক্ষ্য সম্যক্ ততো ব্যবস্যেদ্ভিষগগ্নিকর্ম্ম ॥ ১০

তত্র সম্যগ্দগ্ধে মধুসর্পির্ভ্যামভ্যঙ্গঃ। অথেমানগ্নিনা

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অগ্নিকর্ম্মবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।১। চিকিৎসাকার্য্যে ক্ষার অপেক্ষা অগ্নিকর্ম্ম গরীয়ান্ বলিয়া কথিত আছে। কেননা অগ্নিদগ্ধ রোগদিগের পুনরুদ্ভব হয় না। আর, রোগ সকল ঔষধ, শস্ত্র ও ক্ষারের অসাধ্য হইলেও অগ্নিসাধ্য হইয়া থাকে।২। এই সকল দ্রব্য দহনকার্য্যের উপকরণ, যথা,—পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ নামক পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র, ইতরলৌহ (তাম্র প্রভৃতি ধাতু), মধু, গুড় ও স্নেহ। তন্মধ্যে পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর ও শলাকা ত্বগাশ্রিত রোগসমূহের দহনকার্য্যে উপকরণ হয়। জাম্ববৌষ্ঠ ও ইতরলৌহগণ মাংসগত রোগদিগের দহনকার্য্যে উপকরণ হয় এবং মধু, গুড় ও স্নেহ, শিরা-স্নায়ু-সন্ধি ও অস্থিগত রোগসমূহের দহনকার্য্যে উপকরণ হইয়া থাকে।৩। তন্মধ্যে শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন সকল ঋতুতেই অগ্নিকার্য্য করা যাইতে পারে। কিন্তু শরৎ গ্রীষ্মকালেও যদি ব্যাধি আশু, প্রাণবিনাশক হয় অথচ যদি তাহা অগ্নিকর্ম্মসাধ্য হয়, তবে সেস্থলে গ্রীষ্মবিপরীত বিধি সহকারে অগ্নিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য [গ্রীষ্মবিপরীত বিধি যথা;—শীতাচ্ছাদন, শীতভোজন, শীতপ্রলেপ ইত্যাদি]।৪। সর্ব্বপ্রকার অগ্নিসাধ্য রোগে এবং সকল ঋতুতেই রোগীকে পিচ্ছিল (শ্লেষ্মকারক) অন্ন ভোজন করাইয়া অগ্নিকর্ম্ম করিবে। মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, ভগন্দর, অর্শোরোগ ও মুখরোগে ভোজন না করাইয়াই অগ্নিকর্ম্ম করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, অগ্নিকর্ম্ম দ্বিবিধ;—ত্বগ্দাহ ও মাংসদাহ। শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থিতেও অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে।৬। তন্মধ্যে ত্বক্ দগ্ধ হইলে শব্দ হইয়া থাকে, দুর্গন্ধিতা হয় এবং ত্বক্ সঙ্কুচিত হয়। মাংস দগ্ধ হইলে কপোতের ন্যায় বর্ণ, অল্পশোথ ও বেদনা এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত ব্রণের উদ্ভব হয়। শিরা ও স্নায়ু দগ্ধ হইলে কৃষ্ণ ও উন্নত ব্রণের উৎপত্তি ও স্রাব বন্ধ হয়। সন্ধি ও অস্থি দগ্ধ হইলে রুক্ষ ও অরুণবর্ণ এবং ব্রণের কর্কশতা ও দৃঢ়তা হইয়া থাকে।৭। তন্মধ্যে শিরোরোগ ও অধিমন্থ রোগে ভ্রূ, ললাট ও শঙ্খদেশ দগ্ধ করিবে। বর্ত্মরোগে চক্ষু আর্দ্র অলক্তকে আচ্ছাদিত করিয়া বর্ত্মের রোমকূপ সকল দগ্ধ করিবে। ত্বক্ মাংস শিরা, স্নায়ু সন্ধি ও অস্থিগত বায়ু অতিশয় শূলযুক্ত হইলে অগ্নিকর্ম্ম করিবে। ব্রণের মাংস উন্নত, কঠিন ও সুপ্ত হইলে অগ্নিকর্ম্ম করিবে। অর্শ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, অপচী, শ্লীপদ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, অন্ত্রবৃদ্ধি, সন্ধিচ্ছেদ, শিরাচ্ছেদ, নালীনা ও শোণিতের অতিনির্গমে অগ্নিকর্ম্ম করিবে।৮। রোগের অধিষ্ঠানভেদে অগ্নিকর্ম্ম চারি প্রকার, যথা,—বলয়, বিন্দু, বিলেখা ও প্রতিসারণ। [রোগমূলে চক্রাকারে দহন করিলে তাহাকে বলয়-দহন বলা যায়। বিন্দুর ন্যায় দহনকে বিন্দু-দহন কহে। তির্য্যক্, ঋজু বক্র রেখাকারে বিবিধপ্রকার দাহকে বিলেখা কহে। প্রতিসারণ-দহন বলিতে তপ্তশলাকা প্রভৃতি দ্বারা ঘর্ষণ বুঝাইবে]।৯। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—রোগের স্থান এবং রোগীর মর্ম্মসমূহ ও বল, সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া এবং রোগ ও ঋতু সম্যক্ বিচার করিয়া চিকিৎসক অগ্নিকর্ম্ম করিবে।১০। রোগস্থান সম্যক্ দগ্ধ হইলে পর, সেই স্থানে মধু ও ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে। এই সকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম পরিহার্য্য;—পিত্তপ্রকৃতি, অন্তঃশোণিত (যাহার অন্তরে রক্তস্রাব হইতেছে। যথা;—রক্তপিত্তরোগী), ভিন্নকোষ্ঠ (যাহার ফুস্ফুস বা অন্য কোন আশয় ছিন্ন হইয়াছে), অনুদ্ধৃত-শল্য (যাহার

পরিহরেৎ পিত্তপ্রকৃতিমন্তঃশোণিতং ভিন্নকোষ্ঠমনুদ্ধৃতশল্যং দুর্ব্বলং বালং ভীরুমনেকব্রণপীড়িতমস্বেদ্যাংশ্চেতি ॥ ১১

অত ঊর্দ্ধমিতরথা দগ্ধলক্ষণং বক্ষ্যামঃ। তত্র স্নিগ্ধং রুক্ষং বাশ্রিত্য দ্রব্যমগ্নির্দহতি। অগ্নিসন্তপ্তো হি স্নেহঃ সূক্ষ্মশিরানুসারিত্বাৎ ত্বগাদীননুপ্রবিশ্যাশু দহতি। তস্মাৎ স্নেহদগ্ধেঽধিকা রুজো ভবন্তি ॥ ১২

[illegible] ধমগ্নি-

তত্র যদ্বিবর্ণং প্লুষ্যতেঽতিমাত্রং তৎ প্লুষ্টম্। যত্রো-ত্তিষ্ঠন্তি স্ফোটাস্তীব্রাশ্চোষদাহরাগপাকবেদনাশ্চিরাচ্চোপ-শাম্যন্তি তদ্দুর্দ্দগ্ধম্। সম্যগ্দগ্ধমনবগাঢ়ং তালফলবর্ণং সুসং-স্থিতং পূর্ব্বলক্ষণযুক্তঞ্চ। অতিদগ্ধে মাংসাবলম্বনং গাত্র-বিশ্লেষঃ শিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিব্যাপাদনমতিমাত্রং জ্বরদাহ-পিপাসামূর্চ্ছাশ্চোপদ্রবা ভবন্তি, ব্রণশ্চাস্য চিরেণ রোহতি, রূঢ়শ্চ বিবর্ণো ভবতি। তদেতচ্চতুর্ব্বিধমগ্নিদগ্ধলক্ষণমাত্মকর্ম্ম-প্রসাধকং ভবতি ॥ ১৩

ভবন্তি চাত্র

অগ্নিনা কোপিতং রক্তং ভৃশং জন্তোঃ প্রকুপ্যতি
ততস্তেনৈব বেগেন পিত্তমপ্যভ্যুদীর্য্যতে ॥
তুল্যবীর্য্যে উভে হ্যেতে রসতো দ্রব্যতস্তথা।
তেনাস্য বেদনাস্তীব্রাঃ প্রকৃত্যা চ বিদহ্যতে।
স্ফোটাঃ শীঘ্রং প্রজায়ন্তে জ্বরস্তৃষ্ণা চ বর্দ্ধতে ॥ ১৪
দগ্ধস্যোপশমার্থায় চিকিৎসাং সংপ্রবক্ষ্যতে
প্লুষ্টস্যাগ্নিপ্রতপনং কার্য্যমুষ্ণং তথৌষধম্ ॥
শরীরে স্বিন্নভূয়িষ্ঠে স্বিন্নং ভবতি শোণিতম্।
প্রকৃত্যা হ্যুদকং শীতং স্কন্দয়ত্যতি শোণিতম্।
তস্মাৎ সুখয়তি হ্যুষ্ণং নতু শীতং কথঞ্চন ॥ ১৫
শীতামুষ্ণাঞ্চ দুর্দ্দগ্ধে ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভিষক্ পুনঃ।
ঘৃতালেপনসেকাংস্তু শীতানেবাস্য কারয়েৎ ॥ ১৬
সম্যগ্দগ্ধে তুগাক্ষীরী-প্লক্ষচন্দনগৈরিকৈঃ।
সামৃতৈঃ সর্পিষা স্নিগ্ধৈরালেপং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
গ্রাম্যানূপৌদকৈশ্চৈনং পিষ্টৈর্মাংসৈঃ প্রলেপয়েৎ
পিত্তবিদ্রধিবচ্চৈনং সন্ততোষ্মাণমাচরেৎ ॥ ১৭
অতিদগ্ধে বিশীর্ণানি মাংসান্যুদ্ধৃত্য শীতলাম্।
ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভিষক্ পশ্চাচ্ছালিতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ ॥

শল্য উদ্ধৃত হয় নাই), দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, অনেক-ব্রণপীড়িত ও যাহারা স্বেদের অযোগ্য। ১১। অনন্তর দগ্ধলক্ষণ বলিব। সাধারণতঃ অগ্নি স্নিগ্ধ বা রুক্ষ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া দগ্ধ করে। তন্মধ্যে স্নেহ অগ্নি-সন্তপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম শিরার অনুসরণে ত্বক্প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া আশু দগ্ধ করে। এইজন্য স্নেহদগ্ধে অতিশয় বেদনা হয়। ১২। অগ্নিদগ্ধ চারি প্রকার ;—প্লুষ্ট, দুর্দ্দগ্ধ, সম্যক্‌দগ্ধ ও অতিদগ্ধ। তন্মধ্যে যাহা বিবর্ণ ও অতিশয় দগ্ধ হয়, তাহাকে প্লুষ্টদগ্ধ বলে। যে দগ্ধে তীব্র স্ফোটক সকল উত্থিত হয়, যাহাতে ধক্‌ধক্ জ্বালা, দাহ, রক্তিমা, পাক ও বেদনা হইয়া থাকে এবং বহুবিলম্বে শান্ত হয়, তাহাকে দুর্দ্দগ্ধ কহে। সম্যক্-দগ্ধ গভীর নহে অথচ পক্ক-তালফলবর্ণ, সুসংস্থিত (অর্থাৎ ওস্‌কা-খোসকা নহে) এবং পূর্ব্বলক্ষণযুক্ত (অর্থাৎ ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ু সন্ধি ও অস্থির দাহ লক্ষণযুক্ত)। অতিদগ্ধ হইলে মাংস ঝুলিয়া পড়ে, গাত্র বিশ্লিষ্ট হয়, শিরা স্নায়ু সন্ধি ও অস্থির অতিশয় বিপত্তি হয় এবং জ্বর দাহ পিপাসা ও মূর্চ্ছার উপদ্রব হইয়া থাকে। আর ইহার ব্রণ অতিশয় বিলম্বে পূরিত হয় এবং পূরিত হইয়া বিবর্ণ হইয়া থাকে। অতএব অগ্নিদগ্ধ-লক্ষণ চারি প্রকার হইতেছে এবং এই চারি প্রকার দগ্ধই বৈদ্যের কর্ম্মসাধক হইতে পারে। ১৩। নিম্নে কয়েকটী শ্লোক দ্বারা উপসংহার করা যাইতেছে, যথা :—(১৪।২৩ প্র) জীবের রক্ত অগ্নিকর্ত্তৃক কোপিত হইলে অতিশয় কুপিত হইয়া থাকে। আবার সেই প্রকোপ বশতঃ ইহার পিত্তও কুপিত হয়। অগ্নি ও রক্তপিত্ত উভয়েই আগ্নেয়-স্বভাব বলিয়া তুল্যবীর্য্য। উভয়েরই রস কটু এবং উভয়েরই উপাদান তেজ। এইজন্য অগ্নিদগ্ধের বেদনা তীব্র হইয়া থাকে এবং অগ্নি দ্বারা দেহ স্বভাবতই বিদগ্ধ হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র স্ফোটক সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে আর জ্বর ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। ১৪। দগ্ধের শান্তির জন্য চিকিৎসা বলা হইতেছে। প্লুষ্টদগ্ধে অগ্নিসন্তাপ দিবে এবং উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শরীর অগ্নি দ্বারা অতিস্বিন্ন হইলে রক্ত স্বিন্ন (সুতরাং পাতলা) হইয়া থাকে, অথচ জল শীতল বলিয়া রক্তকে অতিশয় গাঢ় করে ; রক্তের গাঢ়তাহেতু উষ্মার নির্গম হইতে পারে না, সুতরাং জ্বালা বৃদ্ধি হয়। সেইজন্য প্লুষ্টদগ্ধে অগ্নিই সুখকর হয়, শীত কখন সুখকর হয় না। ১৫। দুর্দ্দগ্ধ স্থলে, যদি দগ্ধ গভীর হয়, তবে তাপিত রক্তের নির্ব্বাপণার্থ শীতল ক্রিয়া করিবে। আর দগ্ধ অগভীর হইলে, তপ্ত রক্ত বিলীন করিবার জন্য উষ্ণক্রিয়া করা আবশ্যক। [অন্যেরা কহেন যে, দাহের আতিশয্য হইলে শীতল ক্রিয়া এবং অনতিদাহে উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, দুর্দ্দগ্ধ স্থানে ব্যত্যাসক্রমে শীত ও উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। টীকাকারদের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহারা পরীক্ষা না করিয়াই লিখিয়াছেন। অতএব দুর্দ্দগ্ধের চিকিৎসা পরীক্ষা-সাপেক্ষ] আর দুর্দ্দগ্ধে ঘৃতলেপন ও পরিষেক শীতলই করিতে হয়। ১৬। সম্যক্-দগ্ধ স্থলে তুগাক্ষীরী (বংশলোচন), পাকুড়-ছাল, রক্তচন্দন, গৈরিক ও গোলঞ্চের কল্ক ঘৃতের সহিত স্নিগ্ধ করিয়া আলেপন করিবে। আর গ্রাম্যমাংস (অর্থাৎ ছাগাদি), আনূপ মাংস (অর্থাৎ বরাহ-মহিষাদি বা জলজ মাংস (অর্থাৎ মৎস্যাদি) পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। উষ্মা অতিশয় বলবান্ হইলে পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ১৭। অতিদগ্ধ স্থলে বিশীর্ণ (ঝুলে-পড়া) মাংস সকল উদ্ধৃত করিয়া শীতল

তিন্দুকীত্বক্‌কপালৈর্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ।
ব্রণং গুড়ূচীপত্রৈর্বা চ্ছাদয়েদথবৌদকৈঃ ॥
ক্রিয়াঞ্চ নিখিলং কুর্য্যাদ্ভিষক্ পিত্তবিসর্পবৎ ॥ ১৮
মধূচ্ছিষ্টং সমধুকং লোধ্রং সর্জ্জরসং তথা।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ ॥
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমুত্তমম্ ॥ ১৯
স্নেহদগ্ধে ক্রিয়াং রুক্ষাং বিশেষেণাবচারয়েৎ ॥ ২০
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধূমোপহতলক্ষণম্।
শ্বসিতি ক্ষৌতি চাত্যর্থমত্যাধ্মতি কাসতে ॥
চক্ষুষোঃ পরিদাহশ্চ রাগশ্চৈবোপজায়তে।
সধূমকং নিশ্বসিতি ঘ্রেয়মন্যন্ন বেত্তি চ ॥
তথৈব চ রসান্ সর্ব্বান্ শ্রুতিশ্চাস্যোপহন্যতে ॥
তৃষ্ণাদাহজ্বরযুতঃ সীদত্যথ চ মূর্চ্ছতি।
ধূমোপহত ইত্যেবং শৃণু তস্য চিকিৎসিতম্ ॥ ২১
সর্পিরিক্ষুরসং দ্রাক্ষাং পয়ো বা শর্করাম্বু বা।
মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ ॥
বমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিঃ স্যাদ্ধূমগন্ধশ্চ নশ্যতি।
বিধিনানেন শাম্যন্তি সদনক্ষবথুজ্বরাঃ ॥
দাহমূর্চ্ছাতৃড়াধ্মান-শ্বাসকাসাশ্চ দারুণাঃ।
মধুরৈর্লবণাম্লৈশ্চ কটুকৈঃ কবলগ্রহৈঃ ॥

সম্যগ্‌গৃহ্ণাতীন্দ্রিয়ার্থান্ মনশ্চাস্য প্রসীদতি
শিরোবিরেচনং তস্মৈ দদ্যাদ্‌যোগেন শাস্ত্রবিৎ
দৃষ্টির্বিশুধ্যতে চাস্য শিরোগ্রীবঞ্চ দেহিনঃ।
অবিদাহি লঘু স্নিগ্ধমাহারঞ্চাস্য কল্পয়েৎ ॥ ২২
উষ্ণবাতাতপৈর্দগ্ধে শীতঃ কার্য্যো বিধিঃ সদা।
শীতবর্ষানিলৈর্দগ্ধে উষ্ণং স্নিগ্ধঞ্চ শস্যতে।
তথাতিতেজসা দগ্ধে সিদ্ধির্নাস্তি কথঞ্চন ॥ ২৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানেঽগ্নিকর্ম্মবিধির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অথাতো জলৌকাবচারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

নৃপাঢ্যবালস্থবিরভীরুদুর্ব্বলনারীসুকুমারাণামনুগ্রহার্থং পরমসুকুমারোঽয়ং শোণিতাবসেচনোপায়োঽভিহিতো জলৌকসঃ ॥ ২

তত্র বাতপিত্তকফদুষ্টশোণিতং যথাসংখ্যং শৃঙ্গজলৌকা-

ক্রিয়া করিবে। পশ্চাৎ ঐ স্থানে শালিতণ্ডুলচূর্ণ ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে। অথবা তিন্দুকী-ত্বক্ (গাব-ছালের চূর্ণ) বা মৃৎকপাল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গোলঞ্চের পাতা বা জলজ (পদ্মাদির) পাতা দিয়া ব্রণে আচ্ছাদন দিবে। আর সমস্ত চিকিৎসা পিত্তবীসর্পের ন্যায় করিবে। ১৮। মোম, যষ্টিমধুচূর্ণ, লোধ, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বার (মুগরোর) কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিদগ্ধেরই উত্তম রোপণ হয়। ১৯। স্নেহদগ্ধ স্থলে বিশেষরূপে রুক্ষ ক্রিয়া আচরণ করিবে। ২০। ইহার পর ধূমোপহত-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিব। [ধূমোপহত অর্থাৎ ধূম দ্বারা উপঘাত বা ব্যাকুলীভাব।] ধূমাহত ব্যক্তি শ্বাস ফেলিতে থাকে (হাপায়), অত্যন্ত হাঁচিতে থাকে, আধ্মানযুক্ত হয়, কাসিতে থাকে, উহার চক্ষুদ্বয়ের দাহ ও রক্তিমা হয়, সে ধূমের সহিত নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, অন্য কোন দ্রব্যের আঘ্রাণ জানিতে পারে না, আর কোন রসের আস্বাদ পায় না, উহার শ্রবণ-শক্তির ব্যাঘাত হয়, তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর হইতে পারে, সে অবসন্ন হয় ও মূর্চ্ছা যাইতে পারে। এক্ষণে ধূমোপঘাতের চিকিৎসা শ্রবণ কর। ২১। ধূমাহত ব্যক্তিকে ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ বা শর্করাজল অথবা মধুর অম্ল—উভয় রস মিশ্রিত করিয়া বমন করাইবে [এই সকল দ্রব্য বমনোপগ, কিন্তু বমনকারক নহে। অতএব ইহাদের সহিত মদনফলাদি বমনকারক দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়]। বমন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং ধূমগন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ প্রণালীতে অবসাদ, হাঁচী ও জ্বর নষ্ট হয় এবং নিদারুণ দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, আধ্মান, শ্বাস ও কাস নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ মধুর, লবণ, অম্ল ও কটুরস-মিশ্রিত কবল গ্রহণ করিলে ধূমাহত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল (রূপ-রসাদি) সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে পারে। আর ইহার মন প্রসন্ন হয়। অনন্তর ইহাকে যথাযোগ্য শিরোবিরেচন প্রদান করিতে হয়। তাহাতে দৃষ্টি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং মস্তক ও গ্রীবা বিশুদ্ধ হয়। আর ইহাকে অবিদাহী, লঘু ও স্নিগ্ধ আহার দিতে হয়। ২২। মানুষ উষ্ণবায়ু ও আতপে দগ্ধ হইলে সে স্থলে সর্ব্বদাই শীতল ক্রিয়া আবশ্যক। আর শীত ও বর্ষায় দগ্ধ (পীড়িত) হইলে উষ্ণ ও স্নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্যক। কিন্তু বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হইলে তাহার আর চিকিৎসা নাই। ২৩

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জলৌকাবচারণীয়।

অনন্তর আমরা জলৌকাবচারণীয় (জলৌকাপ্রয়োগ) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, দুর্ব্বল, নারী ও সুকুমারদিগের মৃদু উপায়ে রক্ত-মোক্ষণ করিবার জন্য জলৌকাপ্রয়োগই পরম সুকুমার উপায়। ২। রক্ত বাত, পিত্ত ও কফকর্ত্তৃক দূষিত হইলে যথাক্রমে শৃঙ্গ, জলৌকা ও অলাবু প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ বাতে শৃঙ্গ প্রয়োগ করিবে, পিত্তে জলৌকা

লাবুভিরবসেচয়েৎ সর্ব্বাণি সর্ব্বৈর্বা বিশেষতস্তু বিস্রাব্যং শৃঙ্গজলৌকালাবুভির্গৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৩

ভবন্তি চাত্র।

উষ্ণং সমধুরং স্নিগ্ধং গবাং শৃঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্মাদ্বাতোপসৃষ্টে তু হিতং তদবসেচনে ॥ ৪
শীতাধিবাসা মধুরা জলৌকা বারিসম্ভবা।
তস্মাৎ পিত্তোপসৃষ্টে তু হিতা সা ত্ববসেচনে ॥ ৫
অলাবু কটুকং রুক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্।
তস্মাৎ শ্লেষ্মোপসৃষ্টে তু হিতং তদবসেচনে ॥ ৬

তত্র প্রচ্ছিতে তনুবস্ত্রপটলাবনদ্ধেন শৃঙ্গেণ শোণিতমবসেচয়েদাচূষণাৎ। সান্তর্দীপয়ালাবুনা ॥ ৭

জলমাসামায়ুরিতি জলায়ুকা জলমাসামোক ইতি জলৌকসঃ। তা দ্বাদশ, তাসাং সবিষাঃ ষট্ তাবত্য এব নির্ব্বিষাঃ ॥ ৮

তত্র সবিষাঃ কৃষ্ণা কর্ব্বুরা অলগর্দ্দা ইন্দ্রায়ুধা সামুদ্রিকা গোচন্দনা চেতি। তাস্বঞ্জনচূর্ণবর্ণা পৃথুশিরাঃ কৃষ্ণা। বর্ম্মি-মৎস্যবদায়তা ছিন্নোন্নতকুক্ষিঃ কর্ব্বুরা। রোমশা মহাপার্শ্বা কৃষ্ণমুখ্যলগর্দ্দা। ইন্দ্রায়ুধবদূর্দ্ধরাজিভিশ্চিত্রিতা ইন্দ্রায়ুধা। ঈষদসিতপীতিকা বিচিত্রপুষ্পাকৃতিচিত্রা সামুদ্রিকা। গো-বৃষণবদধোভাগে দ্বিধাভূতাকৃতিরণুমুখী গোচন্দনেতি ॥ ৯

তাভির্দষ্টে পুরুষে দংশে শ্বয়থুরতিমাত্রং কণ্ডুর্মূর্চ্ছা জ্বরো দাহশ্ছর্দ্দির্মদঃ সদনমিতি লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র মহাগদঃ পানালেপননস্যকর্ম্মাদিষূপযোজ্যঃ। ইন্দ্রায়ুধাদষ্টমসাধ্য-মিত্যেতাঃ সবিষাঃ সচিকিৎসিতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১০

অথ নির্ব্বিষাঃ, কপিলা পিঙ্গলা শঙ্কুমুখী মূষিকা পুণ্ডরীকমুখী সাবরিকা চেতি। তত্র মনঃশিলারঞ্জিতাভ্যামিব পার্শ্বাভ্যাং পৃষ্ঠে স্নিগ্ধমুদ্গবর্ণা কপিলা। কিঞ্চিদ্রক্তা বৃত্তকায়া পিঙ্গাশুগা চ পিঙ্গলা। যকৃদ্বর্ণা শীঘ্রপায়িনী দীর্ঘ-তীক্ষ্ণমুখী শঙ্কুমুখী। মূষিকাকৃতিবর্ণাঽনিষ্টগন্ধা চ মূষিকা। মুদ্গবর্ণা পুণ্ডরীকতুল্যবক্ত্রা পুণ্ডরীকমুখী। স্নিগ্ধা পদ্মপত্র

প্রয়োগ করিবে এবং কফে অলাবু প্রয়োগ করিবে। তবে যেস্থলে যাহা প্রয়োগ করা উচিত, সেস্থলে তাহার অভাব হইলে অন্য দুইটীর যে কোনটী ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। [তবেই শৃঙ্গ, জলৌকা ও অলাবু যে বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রযোজ্য তাহাও বলা হইল। এস্থলে টীকাকারদের মধ্যে অর্থ লইয়া বিবাদ আছে। কিন্তু এই অর্থই সহজ বোধ হয়]। ৩। এস্থলে তিনটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—(৪।৫।৬ প্রকরণ) গোশৃঙ্গ উষ্ণ, ঈষৎ মধুর ও স্নিগ্ধ বলিয়া উল্লিখিত আছে। অতএব তাহা বায়ুর বিপরীতগুণ বলিয়া বাতযুক্ত রক্তমোক্ষণে প্রযোজ্য। ৪। জলজাত জলৌকার বাসস্থান শীতল অথচ উহা মধুর। এইজন্য, উহা পিত্তের বিপরীত-গুণ বলিয়া পিত্তসংসৃষ্ট রক্তমোক্ষণে প্রযোজ্য। ৫। অলাবু কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ। এইজন্য উহা শ্লেষ্মার বিপরীতগুণ বলিয়া শ্লেষ্মসংসৃষ্ট রক্তমোক্ষণে প্রযোজ্য। ৬। শৃঙ্গ যেস্থানে বসাইতে হইবে, সেই স্থানটী একটু প্রচ্ছন করিয়া [অর্থাৎ চিরিয়া] লইতে হয়। আর শৃঙ্গের মুখ যেস্থানে সংলগ্ন করিতে হয়, সেই স্থানের উপর শৃঙ্গের মুখের চতুঃপার্শ্বে সূত্র দ্বারা সূক্ষ্মবস্ত্র বাঁধিয়া দিতে হয় [তাহা হইলে বাহ্য-বায়ু ব্রণে প্রবেশ করিতে পারে না]। এইরূপে শৃঙ্গ সংলগ্ন করিয়া চূষণ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। অলাবুর অভ্যন্তর অগ্নিযোগে দীপ্ত করিতে হয় [অলাবুকেই ইংরাজীতে ক্যাপিং বলে]। ৭। জল ইহাদের আয়ু বলিয়া জলৌকাদিগের নাম জলায়ুকা হইয়াছে। আর জল ইহাদের ওক অর্থাৎ বাসস্থান বলিয়া জলৌকা নাম হইয়াছে। জলৌকা দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে ছয় প্রকার সবিষ ও ছয় প্রকার নির্ব্বিষ। ৮। সবিষ জলৌকাদিগের নাম যথা;—কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা, অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা। তন্মধ্যে কজ্জলবর্ণ ও স্থূলমস্তক জলৌকাদিগকে কৃষ্ণা কহে। যে সকল জলৌকা বাইনমাছের ন্যায় আয়ত [চেটাল], যাহাদের কুক্ষি কোথাও ছিন্ন কোথাও বা উন্নত, তাহাদিগকে কর্ব্বুরা কহে। যাহারা রোমশ [টীকাকারেরা বলেন যে, রোমাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান], যাহাদের পার্শ্বদ্বয় বৃহৎ ও যাহাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে অলগর্দ্দা বলে। রামধনুর ন্যায় ঊর্দ্ধরেখা-বিরাজিত জলৌকাদিগকে ইন্দ্রায়ুধা কহে। ঈষৎ-কৃষ্ণ-পীতবর্ণ ও বিচিত্র-পুষ্পাকৃতি [নানা ধবলবর্ণ-চিত্রিত] জলৌকাদিগকে সামুদ্রিকা কহে। যাহাদের অধোভাগ দেখিতে গো-বৃষণের ন্যায়, যাহাদের আকৃতি দ্বিধাভূত [দ্বিখণ্ডিতের ন্যায়] এবং যাহাদের মুখ সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে গোচন্দনা কহে। ৯। ঐ সকল জলৌকার দংশনে দংশ-স্থানে অতিমাত্র শোথ, কণ্ডূয়ন, মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, বমি, মত্ততা ও অবসাদ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সর্পবিষাধ্যায়োক্ত মহাগদ নামক ঔষধ পান, লেপন ও নস্যকর্ম্মাদিতে উপযোগী। ইন্দ্রায়ুধের দংশন অচিকিৎস্য হইয়া থাকে। এইরূপে সবিষ জলৌকাদিগের বিবরণ ও দংশনের চিকিৎসা কথিত হইল। ১০। নির্ব্বিষ জলৌকা-দিগের নাম যথা;—কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীকমুখী ও সাবরিকা। তন্মধ্যে যে সকল জলৌকার পার্শ্বদ্বয় মনঃশিলারঞ্জিতের ন্যায় এবং যাহাদের বর্ণ স্নিগ্ধ-মুদ্গের ন্যায়, তাহাদিগকে কপিলা বলে। কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ, গোলশরীর, পিঙ্গল ও শীঘ্রগতি জলৌকাদিগকে পিঙ্গলা বলে। যাহাদের বর্ণ যকৃতের ন্যায়, যাহারা শীঘ্র রক্ত পান করে এবং যাহাদের মুখ দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ, তাহাদিগকে শঙ্কুমুখী কহে। মূষিকের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণ হইলে ও শরীর দুর্গন্ধ হইলে তাহাদিগকে মূষিকা কহে। যাহাদের বর্ণ মুদ্গের ন্যায় ও যাহাদের মুখ পদ্মের ন্যায় বিস্তীর্ণ, তাহা-দিগকে পুণ্ডরীকমুখী কহে। সাবরিকা নামক জলৌকার শরীর স্নিগ্ধ, বর্ণ পদ্মপত্রের ন্যায় এবং পরিমাণ অষ্টাঙ্গুল।

বর্ণাষ্টাদশাঙ্গুলপ্রমাণা সাবরিকা, সা চ পশ্বর্থে। ইত্যেতা অবিষা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১১

তাসাং যবনপাণ্ড্যসহ্যপৌতনাদীনি ক্ষেত্রাণি। তেষু মহাশরীরা বলবত্যঃ শীঘ্রপায়িন্যো মহাশনা নির্বিষাশ্চ বিশেষেণ ভবন্তি ॥ ১২

তত্র সবিষমৎস্যকীটদর্দ্দুরমূত্রপুরীষকোথজাতাঃ কলুষেম্বন্তঃসু চ সবিষাঃ। পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিক-কুবলয়-পুণ্ডরীকশৈবালকোথজাতা বিমলেম্বন্তঃসু চ নির্বিষাঃ ॥ ১৩

ভবতি চাত্র।

ক্ষেত্রেষু বিচরন্ত্যেতাঃ সলিলেষু সুগন্ধিষু।
ন চ সঙ্কীর্ণচারিণ্যো ন চ পঙ্কেশয়াঃ সুখাঃ ॥ ১৪

তাসাং গ্রহণমার্দ্রচর্ম্মণান্যৈর্বা প্রয়োগৈর্গৃহ্নীয়াৎ। অথৈনাং নবে মহতি ঘটে সরস্তড়াগোদকপঙ্কমাবাপ্য নিদধ্যাৎ। ভক্ষ্যার্থে চাসামুপহরেচ্ছৈবলং বল্লূরমৌদকাংশ্চ কন্দাংশ্চূর্ণীকৃত্য শয্যার্থং তৃণমৌদকানি চ পত্রাণি দ্ব্যহাৎ ত্র্যহাচ্চাম্ভোজলং ভক্ষ্যঞ্চ দদ্যাৎ। সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাত্রাচ্চ ঘটমন্যং সংক্রাময়েৎ ॥ ১৫

ভবতি চাত্র।

স্থূলমধ্যাঃ পরিক্লিষ্টাঃ পৃথ্ব্যো মন্দবিচেষ্টিতাঃ।
অগ্রাহিণ্যোঽল্পপায়িন্যঃ সবিষাশ্চ ন পূজিতাঃ ॥ ১৬

অথ জলৌকোঽবসেকসাধ্যব্যাধিতমুপবেশ্য সংবেশ্য বা বিরুক্ষ্য চাস্য তমবকাশং মৃদ্গোময়চূর্ণৈর্যদ্যরুজং স্যাৎ। গৃহীতাশ্চ তাঃ সর্ষপ-রজনীকল্কোদকপ্রদিগ্ধগাত্রীঃ সলিলসরকমধ্যে মুহূর্ত্তস্থিতা বিগতক্লমা জ্ঞাত্বা তাভী রোগং গ্রাহয়েৎ। শ্লক্ষ্ণশুক্লার্দ্রপিচুপ্রোতাবচ্ছন্নাং কৃত্বা মুখমপাবৃণুয়াৎ, অগৃহ্নন্ত্যৈ ক্ষীরবিন্দুং শোণিতবিন্দুং বা দদ্যাচ্ছস্ত্রপদানি বা কুর্ব্বীত। যদ্যেবমপি ন গৃহ্নীয়াৎ তদান্যাং গ্রাহয়েৎ ॥ ১৭

যদা চ নিবিশতেঽশ্বখুরবদাননং কৃত্বোন্নম্য চ স্কন্ধং তদা জানীয়াদ্গৃহ্নাতীতি, গৃহ্নন্তীঞ্চার্দ্রবস্ত্রাবচ্ছন্নাং ধারয়েৎ সেচয়েচ্চ। দংশে তোদকণ্ডূপ্রাদুর্ভাবৈর্জানীয়াচ্ছুদ্ধমিয়মাদত্ত ইতি শুদ্ধমাদদানামপনয়েৎ। অথ শোণিতগন্ধেন ন মুঞ্চেন্মুখমস্যাঃ সৈন্ধবচূর্ণেনাবকিরেৎ ॥ ১৮

অথ পতিতাং তণ্ডুলকণ্ডনপ্রদিগ্ধগাত্রীং তৈললবণাভ্যক্তমুখীং বামহস্তাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীভ্যাং গৃহীতপুচ্ছাং দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠা-

---

এই জলৌকা পশুদিগের রক্তমোক্ষণে প্রযোজ্য। এইরূপে অবিষ জলৌকাদিগের বিবরণ করা হইল। ১১। যবনদেশ (নিবন্ধকার-মতে তুরস্কদেশ; কিন্তু বর্ত্তমান তুরস্কদেশ নিবন্ধ-মতে তুরস্কদেশ কিনা, তাহা জানা যায় না), পাণ্ড্যদেশ ("কাম্বোজের দক্ষিণ ও ইন্দ্রপ্রস্থের পশ্চিম"), সহ্যপর্ব্বত (নর্ম্মদার পারবর্ত্তী) ও পৌতন (মথুরা প্রদেশ) জলৌকাদিগের আবাস। ঐ সকল দেশে মহাশরীর, মহাবল, শীঘ্র-পানকারী ও মহাশন (অতিশয় ভোজনশীল) জলৌকা বিশেষতঃ নির্ব্বিষ-জলৌকা সকল জন্মিয়া থাকে। ১২। তন্মধ্যে সবিষ জলৌকা সকল সবিষ মৎস্য, সবিষকীট ও সবিষ ভেক ইহাদিগের মূত্র-পুরীষ ও পূতিযুক্ত শব হইতে এবং দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হয়। আর নির্ব্বিষ জলৌকা সকল পদ্মপত্র, নীলোৎপল-পত্র, রক্তপদ্মপত্র, কুমুদপত্র, কহ্লারপত্র, কুবলয়পত্র, পুণ্ডরীকপত্র (শ্বেতপদ্মের পত্র) ও শৈবলের কোথ (পূতিভাব) হইতে জন্মিয়া থাকে। আর বিমল জলেও উৎপন্ন হয়। ১৩। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—নির্ব্বিষ জলৌকা সকল সুগন্ধি সলিলসমূহে বিচরণ করে। আর উহারা বিষাদি বিরুদ্ধ-দ্রব্য ভোজন করে না। [পরন্তু শৈবলাদি ভোজন করিয়া থাকে] আর উহারা পঙ্কের মধ্যে লীন হইয়া থাকে না [পরন্তু জলজাত তৃণাদিতে শয়ন করিয়া থাকে]। এইরূপ জলৌকা সকল শরীরে সংলগ্ন হইলে ক্লেশকর হয় না। ১৪। এই প্রকার জলৌকা আর্দ্রচর্ম্ম বা নবনীত-ঘৃতাক্ত চর্ম্মাদি দ্বারা ধরিতে হয়। পরে ইহাকে একটী নূতন বৃহৎ ঘটে সরোবর বা দীর্ঘিকার জল ও পঙ্ক মিশ্রিত করিয়া তাহাতে রাখিতে হয়। আর ইহাদের ভক্ষণার্থ শৈবাল, শুষ্ক মাংস ও জলজ কন্দ সকল চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। শয্যার্থ তৃণ ও জলজ পত্র সকল আহরণ করিতে হয়। আর দুই তিন দিন অন্তর জল ও ভক্ষ্য বদলাইয়া দিতে হয়। সাত সাত দিন অন্তর ঘট বদলাইয়া দিতে হয়। ১৫। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে। যে সকল জলৌকার মধ্য স্থূল, যাহারা পরিক্লিষ্ট (অবসন্ন), যাহারা পৃথু (গোদা), যাহারা মন্দচেষ্টিত (শীঘ্র ধরে না), যাহারা অগ্রাহী (একবারেই ধরে না), যাহারা অল্পপায়ী এবং যাহারা সবিষ, তাহারা অগ্রাহ্য। যাহার শরীরে জলৌকা প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাকে উপবেশন বা শয়ন করাইয়া এবং যে স্থানে জলৌকা ধরাইতে হইবে, সেই স্থানে ব্যথা না থাকিলে মৃত্তিকা ও গোময়-চূর্ণ করিয়া বিরুক্ষিত (শুষ্ক) করিবে। পরে সর্ষপ ও হরিদ্রাক্ত জলে জলৌকাদিগের গাত্র লেপন করিয়া জলপাত্র মধ্যে মুহূর্ত্তকাল স্থাপিত করিবে। তাহাতে উহাদের ক্লান্তিদূর হইলে রোগস্থানে প্রয়োগ করাইবে। ১৭। প্রয়োগ করিবার পর যখন দেখিবে যে, জলৌকা অশ্বখুরের ন্যায় মুখ করিয়া স্কন্ধ উন্নমিত করিয়াছে, তখন জানিবে যে, ধরিয়াছে। ঐ সময় উহাকে আর্দ্রবস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং তদুপরি জলসেচন করিবে। দংশস্থানে সূচীভেদের ন্যায় অনুভব ও কণ্ডূয়ন হইতে থাকিলে জানিবে যে, জলৌকা শুদ্ধ রক্ত ধরিয়াছে। শুদ্ধ রক্ত ধরিলেই ছাড়াইয়া লইবে। কিন্তু রক্তের গন্ধ পাইলে ইহার মুখ ছাড়িবে না। তখন ইহার মুখে সৈন্ধবচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। ১৮। জোঁক খুলিয়া যাইবার পর উহার গাত্রে তণ্ডুলকণা লেপন ও মুখে তৈল লবণ অভ্যঙ্গ করিতে হয় এবং বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা লাঙ্গুল

মুলীভ্যাং শনৈঃ শনৈরনুলোমমনুমার্জ্জয়েদা মুখাদ্বাময়েৎ তাবদ্‌যাবৎ সম্যগ্বান্তলিঙ্গানীতি। সম্যগ্বান্তা সলিল-সরকন্যস্তা ভোক্তুকামা সতী চরেৎ। যা সীদতি ন চেষ্টতে সা দুর্ব্বান্তা তাং পুনঃ সম্যগ্বাময়েৎ। দুর্ব্বান্তায়া ব্যাধিরসাধ্য ইন্দ্রমদো নাম ভবতি। অথ সুবান্তাং পূর্ব্ববৎ সন্নিদধ্যাৎ॥১৯

শোণিতস্য চ যোগাযোগানবেক্ষ্য, জলৌকোব্রণান্ মধুনাবঘট্টয়েচ্ছীতাভিরদ্ভিশ্চ পরিষেচয়েদ্বধ্নীত বা ব্রণং কষায়মধুরস্নিগ্ধশীতৈশ্চ প্রদেহৈঃ প্রদিহ্যাদিতি॥২০

ভবতি চাত্র।

ক্ষেত্রাণি গ্রহণং জাতীঃ পোষণং সাবচারণম্।
জলৌকসাঞ্চ যো বেত্তি তৎসাধ্যান্ স জয়েদ্গদান্॥২১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে জলৌকাবচারণীয়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩॥

ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা আস্তে আস্তে অনুলোমক্রমে (অর্থাৎ লেজের দিক্ হইতে মুখের দিকে) মার্জ্জন করিতে করিতে সম্যক্ বমনের চিহ্ন দৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, উহাকে বমন করাইবে। সম্যক্ বমন হইলে, জলপাত্রে ন্যস্ত হইবার পর আহারের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকিবে। যে জলৌকা জলপাত্রে ন্যস্ত হইবার পর অবসন্ন হয় এবং কোন প্রকার চেষ্টা করে না, তাহাকে ভাল করিয়া বমন করান হয় নাই। তাহাকে পুনর্ব্বার সম্যক্ বমন করাইবে। সম্যক্ বমন না হইলে জলৌকার ইন্দ্রমদ নামক অসাধ্য রোগ হয়। সম্যক্‌রূপে বমন হইলে পূর্ব্ববৎ জলে স্থাপন করিবে। ১৯। রক্তের সম্যক্‌স্রাব দৃষ্ট হইলে দংশস্থানে শতধৌত ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে। রক্তস্রাব অল্প হইলে বা না হইলে ব্রণের মুখে মধু দিয়া ঘর্ষণ করিবে। অতিশয় স্রাব হইতে থাকিলে শীতল জলের পরিষেক করিবে। [বরফও প্রয়োগ করা যায়]। স্রাবিত রক্ত বিকৃতিযুক্ত হইলে ব্রণে কষায়, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্য প্রলেপ দিবে। ২০। এই স্থলে একটী শ্লোক দ্বারা উপসংহার করা হইতেছে। জলৌকাদিগের ক্ষেত্র (বাসস্থান), গ্রহণ (দংশন স্থানের রক্তগ্রহণ), জাতিসমূহ, পোষণ ও অবচারণ (প্রয়োগ) যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনি তৎসাধ্য (অর্থাৎ যে সকল রোগ জলৌকা দ্বারা শান্ত হইতে পারে) রোগ সকলও জয় করিতে পারেন। ২১

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শোণিতবর্ণনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥১

তত্র পাঞ্চভৌতিকস্য চতুর্ব্বিধস্য ষড়্রসস্য দ্বিবিধবীর্য্যস্যাষ্টবিধবীর্য্যস্য বানেকগুণস্যোপযুক্তস্যাহারস্য সম্যক্‌পরিণতস্য যস্তেজোভূতঃ সারঃ পরমসূক্ষ্মঃ স রস ইত্যুচ্যতে॥২

তস্য চ হৃদয়ং স্থানং স হৃদয়াচ্চতুর্ব্বিংশতিং ধমনীরনুপ্রবিশ্যোর্দ্ধগা দশ দশ চাধোগামিন্যশ্চতস্রস্তির্য্যগ্‌গাঃ কৃৎস্নং শরীরমহরহস্তর্পয়তি বর্দ্ধয়তি ধারয়তি যাপয়তি জীবয়তি চাদৃষ্টহেতুকেন কর্ম্মণা॥৩

তস্য শরীরমনুধাবতোঽনুমানাদ্গতিরুপলক্ষয়িতব্যা ক্ষয়রদ্ধিবৈকৃতৈঃ। তস্মিন্ সর্ব্বশরীরাবয়বদোষধাতুমলাশয়ানুসারিণি রসে জিজ্ঞাসা কিময়ং সৌম্যস্তৈজস ইতি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শোণিতবর্ণনীয় [শোণিতবর্ণনা-সম্বন্ধীয়] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। ভুক্ত আহার পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতময়। উহা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য ও পেয়-ভেদে চতুর্ব্বিধ। উহাতে ছয়টী ভিন্ন রস থাকে না। শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য-ভেদে উহা দ্বিবিধ। কোন কোন মতে উহা অষ্টবীর্য্য, যথা;—শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিশদ, পিচ্ছিল, মৃদু ও তীক্ষ্ণ। উহার বিংশতিগুণ, যথা;—গুরু, মন্দ, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, সান্দ্র, মৃদু, স্থির, সূক্ষ্ম ও বিশদ এবং লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, খর, দ্রব, কঠিন, সর, স্থূল ও পিচ্ছিল। সেই আহার সম্যক্‌রূপে পরিপক্ব হইলে তাহা হইতে তাহার তেজঃস্বরূপ যে কিট্টরহিত পরম সূক্ষ্ম (যাহা শরীরের পরম সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহ দ্বারা সঞ্চরণ করিতে পারে) তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস কহে। [ডাক্তারেরা রসকে Chyle কাইল কহেন]। ২। ইহার স্থান হৃদয় [স্থান শব্দের অর্থ উৎপত্তি-স্থান নহে, কারণ রসের উৎপত্তি-স্থান আমাশয়। ইহা আমাশয় হইতে হৃদয়ে গিয়া স্থিত হয়, এইজন্য হৃদয়কে স্থান বলা যায়]। ইহা হৃদয় হইতে চতুর্ব্বিংশতি ধমনীতে প্রবেশ করে। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগ ধমনী দশ, অধোগামিনী ধমনী দশ এবং তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী চারিটী। ধমনীতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শরীর অহরহ তর্পিত, বর্দ্ধিত, রক্ষিত, যাপিত ও জীবিত করে। কিরূপে করে, তাহা জানা নাই। [রস যে রক্তরূপে পরিণত হয়, তাহা জানা আছে। ৬ প্রকরণ দেখ] রস যৎকালে শরীরে সঞ্চরণ করে, তখন অনুমান দ্বারা ইহার গতি লক্ষ্য করিতে হয়। সেই অনুমান ত্রিবিধ ব্যাপার দৃষ্টে নিষ্পন্ন হয়। সেই ত্রিবিধ ব্যাপার ক্ষয়, বৃদ্ধি ও বিকৃততা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, রস যৎকালে সর্ব্বশরীর, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ত্রিদোষ, ধাতুগণ ও মলাশয়সমূহে অনুসরণ করে, তখন ইহা সৌম্য কি

অত্রোচ্যতে স খলু দ্রবানুসারী স্নেহনজীবনতর্পণধারণাদিভির্বিশেষৈঃ সৌম্য ইত্যবগম্যতে॥ ৪

স খল্বাপ্যো রসো যকৃৎপ্লীহানৌ প্রাপ্য রাগমুপৈতি ॥ ৫

ভবতশ্চাত্র।

রঞ্জিতাস্তেজসা ত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাম্।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬

রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৭

আর্ত্তবং শোণিতন্ত্বাগ্নেয়মগ্নীষোমীয়ত্বাদ্গর্ভস্য পাঞ্চভৌতিকঞ্চাপরে জীবরক্তমাহুরাচার্য্যাঃ ॥ ৮

বিস্রতা দ্রবতা রাগঃ স্পন্দনং লঘুতা তথা।
ভূম্যাদীনাং গুণা হ্যেতে দৃশ্যন্তে চাত্র শোণিতে ॥ ৯

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ ॥ ১০

তত্রৈষাং সর্ব্বধাতূনামন্নপানরসঃ প্রীণয়িতা। তত্র রসগতৌ ধাতুরহরহর্গচ্ছতীত্যতো রসঃ ১১

স খলু ত্রীণি ত্রীণি কলাসহস্রাণি পঞ্চদশ চ কলা একৈকস্মিন্ ধাতাববতিষ্ঠতে। এবং মাসেন রসঃ শুক্রীভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি ॥ ১২

অষ্টাদশ সহস্রাণি সঙ্খ্যা হ্যস্মিন্ সমুচ্চয়ে।
কলানাং নবতিঃ প্রোক্তা স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ ॥ ১৩

স শব্দার্চ্চির্জ্জলসন্তানবদণুনা বিশেষেণানুধাবত্যেবং শরীরং কেবলম্। বাজীকরণ্যস্ত্বোষধয়ঃ স্ববলগুণোৎকর্ষাদ্বিরেচনবদুপযুক্তাঃ শুক্রং শীঘ্রং বিরেচয়ন্তি ॥ ১৪

যথা হি পুষ্পমুকুলস্থো গন্ধো ন শক্যমিহাস্তীতি বক্তুং নৈব নাস্তীত্যথবাস্তি, সতাং ভাবানামভিব্যক্তিরিতি জ্ঞাত্বা কেবলং সৌক্ষ্ম্যান্নাভিব্যজ্যতে, স এব গন্ধো বিবৃতপত্রকেশরৈঃ কালান্তরেণাভিব্যক্তিং গচ্ছতি ; এবং বালানামপি

তৈজস থাকে [সৌম্য অর্থাৎ মৃদু। তৈজস অর্থাৎ তীক্ষ্ণ]। এ কথার উত্তর এই যে, যখন দেখা যাইতেছে যে, ইহা দ্রবরূপে সঞ্চরণশীল অথচ স্নেহন, জীবন, তর্পণ ও রক্ষণাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তখন ইহা সৌম্য বৈ কি। ৪। এই দ্রবস্বভাব রস যকৃৎ ও প্লীহাতে গমন করিয়া রক্তিমা প্রাপ্ত হয়। [এই স্থানে ডাক্তারী মতের সহিত একটু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ডাক্তারী মতে সচরাচর হৃদয়কেই রক্তস্থান বহে অর্থাৎ এই মতে রস হৃদয়ে গমন করিয়া রক্তিমা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কলেরা প্রভৃতি রোগীর শবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তারেরা কহেন যে, মৃতের হৃদয়ে রক্ত দেখা যায় না, অথচ যকৃতে রক্তসঞ্চয় দেখা যায়। অতএব রক্তস্থান সম্বন্ধে ডাক্তারী মতই যে প্রামাণ্য, তাহা বলা যায় না]। ৫। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে (৬।৭ দেখ),—যদি দেহীদিগের শরীরস্থ তেজ (রঞ্জক পিত্ত) অবিকৃত থাকে এবং যদি রস অদূষিত থাকে, তবে রস সেই তেজে রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে অভিহিত হয়। ৬। রস হইতেই স্ত্রীদিগের রজোনামক রক্ত নির্গত হয়। উহা দ্বাদশ বর্ষের পর পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্গত হয়। পঞ্চাশের পর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৭। স্ত্রীদিগের ঋতুর রক্ত আগ্নেয়। শুক্র শ্লেষ্মস্বভাব সুতরাং সৌম্য। এইজন্য গর্ভ অগ্নি ও সোম-গুণযুক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন আচার্য্য কহেন যে, জীবরক্ত পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ উহাতে অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতই আছে। ৮। এই স্থানে দুইটী শ্লোক বলা যাইতেছে (৯।১০)। রক্তের পাঁচটী গুণ দৃষ্ট হয় ; আমগন্ধিতা, দ্রবতা, রক্তিমা, স্পন্দন (চলন Circulation) ও লঘুত্ব। তন্মধ্যে আমগন্ধিতা ভূমিগুণ, দ্রবতা জলগুণ, রক্তিমা তেজোগুণ, স্পন্দন বায়ুগুণ এবং লঘুতা আকাশগুণ। ৯। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস এবং মাংস হইতে মেদ উৎপন্ন হয়। মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়।

(১৫ অঃ—৬ প্রঃ দেখ)। ১০। অন্নপান-রস পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ধাতুর প্রীণয়িতা (পোষণকর্তা)। রস ধাতু গমনার্থক ; যে ধাতু অহরহ গমন বা সঞ্চরণ করে, তাহাকে রস বলে। ১১। রস আহার হইতে এক দিবসেই উৎপন্ন হয়। রস রক্তরূপে পরিণত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। সেই রক্ত মাংসরূপে সারভূত হইয়া পাঁচ দিন থাকে, মাংস মেদোরূপে সারভূত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। মেদ অস্থিরূপে সারভূত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। অস্থি মজ্জারূপে সারভূত হইয়া পাঁচ দিন থাকে। আর মজ্জা সারভূত হইয়া শুক্ররূপে পরিণত হইতে পাঁচ দিন লাগে। তবেই রস শুক্ররূপে পরিণত হইতে এক মাস লাগে। এইরূপে স্ত্রীদিগের আর্ত্তব হইতেও এক মাস লাগে। [এস্থলে আর্ত্তব শব্দে ঋতু নহে, "স্ত্রীশুক্র" বুঝাইবে। ইতি নিবন্ধ। ছয় শত তিন কলায় এক অহোরাত্র হয়। অতএব তিন হাজার পনর কলায় পাঁচ দিন হইতেছে]। ১২। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে। এই তন্ত্র ও অন্য তন্ত্রে আঠার হাজার নব্বই কলায় এক মাস বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়। ১৩। সেই রস শব্দের ন্যায় তির্য্যক্ দিকে, অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে এবং জলের ন্যায় নিম্নদিকে, সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহ দিয়া, সর্ব্ব-শরীরে সঞ্চারিত হয়। বাজীকরণ ঔষধ সকল সেবিত হইলে স্বীয় বল ও গুণের উৎকর্ষে বিরেচনের ন্যায় শক্তি-সহকারে শুক্রকে শীঘ্র বিরেচন করে। ১৪। যেমন পুষ্পমুকুলে গন্ধ আছে কি নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। সেইরূপ বালকদিগের শুক্র আছে কি নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যে দ্রব্য নাই, কালে তাহার ব্যক্তভাব হইতে পারে না ; যে দ্রব্য আছে, তাহারই অভিব্যক্তি হইতে পারে, তবে উহা সূক্ষ্মভাবে থাকিলে তৎকালে উহার অভিব্যক্তি হইতে পারে না ; অতএব পুষ্পমুকুলেও গন্ধ আছে এবং বালকদিগেরও শুক্র আছে বলিতে হইবে। বয়সের পরিণামে সেই শুক্রের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে

বয়ঃপরিণামাৎ শুক্রপ্রাদুর্ভাবো ভবতি রোমরাজ্যাদয়শ্চ বিশেষা নারীণাম্ ॥ ১৫

স এবান্নরসো বৃদ্ধানাং পরিপক্কশরীরত্বাদপ্রীণনো ভবতি। ত এতে শরীরধারণাদ্ধাতব ইত্যুচ্যন্তে ॥ ১৬

তেষাং ক্ষয়বৃদ্ধী শোণিতনিমিত্তে, তস্মাৎ তদধিকৃত্য বক্ষ্যামঃ। তত্র ফেনিলমরুণং কৃষ্ণং পরুষং তনু শীঘ্রগমস্কন্দি চ বাতেন দুষ্টম্। নীলং পীতং হরিতং শ্যাবং বিস্রমনিষ্টং পিপীলিকামক্ষিকাণামস্কন্দি চ পিত্তদুষ্টম্। গৈরিকোদকপ্রতীকাশং স্নিগ্ধং শীতলং বহলং পিচ্ছিলং চিরস্রাবি মাংসপেশীপ্রভং শ্লেষ্মদুষ্টঞ্চ। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং কাঞ্জিকাভং বিশেষতো দুর্গন্ধি চ সন্নিপাতদুষ্টম্। দ্বিদোষলিঙ্গং সংসৃষ্টম্ ॥ ১৭

ইন্দ্রগোপপ্রতীকাশমসংহতমবিবর্ণঞ্চ প্রকৃতিস্থং জানীয়াৎ ॥ ১৮

বিস্রাব্যাণ্যত্র বক্ষ্যামঃ। অথাবিস্রাব্যাঃ; সর্ব্বাঙ্গশোফঃ ক্ষীণস্য চাম্লভোজননিমিত্তঃ, পাণ্ডুরোগ্যর্শসোদরিশোষিগর্ভিণীনাঞ্চ শ্বয়থবঃ ॥ ১৯

তত্র শস্ত্রবিস্রাবণং দ্বিবিধং প্রচ্ছানং শিরাব্যধনঞ্চ। তত্র ঋজ্বসঙ্কীর্ণং সূক্ষ্মং সমমনবগাঢ়মনুত্তানমাশু চ শস্ত্রং পাতয়েন্মর্ম্মশিরাস্নায়ুসন্ধীনাঞ্চানুপঘাতী ॥ ২০

তত্র দুর্দ্দিনে দুর্বিদ্ধে শীতবাতয়োরস্বিন্নেহভুক্তবতঃ স্কন্দত্বাচ্ছোণিতং ন স্রবত্যল্পং বা স্রবতি ॥ ২১

মদমূর্চ্ছাশ্রমার্ত্তানাং বাতবিণ্মূত্রসঙ্গিনাম্।
নিদ্রাভিভূতভীতানাং নৃণাং নাসৃক্ প্রবর্ত্ততে ॥ ২২

তদ্দুষ্টং শোণিতমনির্হ্রিয়মাণং কণ্ডুশোফরাগদাহপাকবেদনা জনয়েৎ। অত্যুষ্ণাতিস্বিন্নাতিবিদ্ধেষ্বজ্ঞৈর্বিস্রাবিতমতিপ্রবর্ত্ততে। তদতিপ্রবৃত্তং শিরোঽভিতাপমান্ধ্যমধিমন্থং তিমিরপ্রাদুর্ভাবং ধাতুক্ষয়মাক্ষেপকং পক্ষাঘাতমেকাঙ্গবিকারং তৃষ্ণাদাহৌ হিক্কাং কাসং শ্বাসং পাণ্ডুরোগং মরণঞ্চাপাদয়তি ॥ ২৩

তস্মান্ন শীতে নাত্যুষ্ণে নাস্বিন্নে নাতিতাপিতে।
যবাগূং প্রতিপীতস্য শোণিতং মোক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥ ২৪
সম্যগ্‌গত্বা যদা রক্তং স্বয়মেবাবতিষ্ঠতে।
শুদ্ধং তদা বিজানীয়াৎ সম্যগ্বিস্রাবিতঞ্চ তৎ ॥ ২৫
লাঘবং বেদনাশান্তির্ব্যাধের্বেগপরিক্ষয়ঃ।
সম্যগ্বিস্রাবিতে লিঙ্গং প্রসাদো মনসস্তথা ॥ ২৬

এইরূপে নারীদিগের রোমরাজী প্রভৃতি ও বালকদিগের শ্মশ্রু প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ১৫। পূর্ব্বোক্ত অন্নরস বৃদ্ধদিগের পরিপক্ব শরীরের পোষক হয় না। শরীরকে ধারণ (রক্ষণ) করে বলিয়া ধাতুদিগের নাম ধাতু হইয়াছে। ১৬। শোণিতই এই সকল ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধির কারণ অতএব শোণিতসম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব। রক্ত বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইলে ফেনিল, অরুণ, কৃষ্ণ, পরুষ, তনু, শীঘ্রগামী ও পাতলা হয়। পিত্তদূষিত রক্ত নীল, পীত, হরিত, শ্যাব, বিস্র (আমগন্ধি বা দুর্গন্ধ), পিপীলিকা ও মক্ষিকাদিগের অনিষ্ট এবং পাতলা। রক্ত শ্লেষ্মদূষিত হইলে গেরি-গোলা জলের ন্যায় পাণ্ডুলোহিতবর্ণ এবং স্নিগ্ধ, শীতল, ঘন, পিচ্ছিল, চিরস্রাবী (অল্পে অল্পে অথচ বহুক্ষণ ধরিয়া যাহার স্রাব হয়) এবং ঘন বলিয়া মাংসপেশীর ন্যায় প্রভাযুক্ত হয়। ত্রিদোষদূষিত রক্ত উক্ত তিন প্রকার লক্ষণযুক্ত, কাঞ্জীকের ন্যায় আভাযুক্ত, বিশেষতঃ দুর্গন্ধী হয়। রক্ত দ্বিদোষদূষিত হইলে দ্বিদোষের লক্ষণযুক্ত হয়। ১৭। যে রক্তের বর্ণ ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায়, যাহা অসংহত (জমাট নয়) এবং যাহা অবিবর্ণ, তাহাই প্রকৃতিস্থ জানিবে। ১৮। যে রক্ত মোক্ষণযোগ্য, তাহা স্থানান্তরে কহিব। মোক্ষণের অযোগ্য রক্ত যথা;—সর্ব্বাঙ্গশোথ এবং ক্ষীণ ব্যক্তির অম্লভোজনজনিত শোথ। আর পাণ্ডুরোগী, অর্শোরোগী, উদররোগী, শোষরোগী ও গর্ভিণীর শোথও রক্তমোক্ষণের অযোগ্য। ১৯। শস্ত্র দ্বারা রক্তমোক্ষণ দ্বিবিধ প্রকারে হইয়া থাকে, যথা;—প্রচ্ছান ও শিরাব্যধ। ঐ শস্ত্র ঋজু, অসঙ্কীর্ণ (বিস্তৃত), সূক্ষ্ম, সম, অনবগাঢ় (অগভীর), অনুত্তান ("কিঞ্চিন্মাংসস্পৃক্" অর্থাৎ মাংসকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া থাকে) ও অবিলম্বিত হওয়া উচিত। যেন মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু ও সন্ধি সকল না কাটে। ২০। দুর্দ্দিনে রক্তস্রাব করিলে, কিংবা স্রাবযোগ্য স্থান দুর্ব্বিদ্ধ হইলে, কিংবা শীত ও বাতের আধিক্য থাকিলে, কিংবা রোগী অস্বিন্ন থাকিলে বা অভুক্ত থাকিলে রক্ত স্কন্দিত (অর্থাৎ ঘন) হয়, এইজন্য স্রাব হয় না অথবা অল্প স্রাব হয়। ২১। মদ, মূর্চ্ছা ও শ্রমে আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের রক্ত নির্গত হয় না; বাত, বিষ্ঠা ও মূত্রের বিবন্ধ থাকিলে শোণিত নির্গত হয় না এবং নিদ্রাভিভূত ও ভীত ব্যক্তিদিগের শোণিত নির্গত হয় না। ২২। সেই দুষ্ট শোণিত নির্গত না হইলে কণ্ডু, শোথ, রাগ, দাহ, পাক ও বেদনা জন্মিয়া থাকে। আবার রোগী অত্যুষ্ণ, অতিস্বিন্ন বা অজ্ঞ-চিকিৎসকদিগের কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ হইলে রক্তের অতিস্রাব হয়। এইরূপ অতিস্রাব হইলে মস্তকের অভিতাপ, অন্ধতা, অধিমন্থ, তিমির, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গবিকার, তৃষ্ণা, দাহ, হিক্কা, কাস, শ্বাস, পাণ্ডুরোগ, এমন কি মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ২৩। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে (২৪—২৭ দেখ);—অতএব অতিশীতে, অত্যুষ্ণে, অস্বিন্ন দেহে, অতিতাপিত দেহে, শোণিতমোক্ষণ করিবে না। আর রোগীকে উষ্ণরূপে যবাগূ পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। ২৪। রক্ত যখন স্বয়ং নির্গত হইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হয়, তখনই রক্ত শুদ্ধ হইয়াছে জানিবে এবং স্রাবও সম্যক্ হইয়াছে জানিবে। ২৫। শরীরের লাঘব, বেদনাশান্তি, রোগের বলক্ষয় এবং মনের প্রসন্নতা এই কয়েকটী সম্যক্-স্রাবের ফল। ২৬। যাহারা সময়ে রক্তমোক্ষণ করে, তাহাদের কখন ত্বক্ দূষিত হয় না

ত্বগ্দোষা গ্রন্থয়ঃ শোফা রোগাঃ শোণিতজাশ্চ যে।
রক্তমোক্ষণশীলানাং ন ভবন্তি কদাচন ॥ ২৭

অথ খল্বপ্রবর্ত্তমানে রক্তে এলাশীতশিবকুষ্ঠতগরপাঠা-ভদ্রদারু-বিড়ঙ্গ-চিত্রকত্রিকটুকাগারধূমহরিদ্রার্কাঙ্কুরনক্তমাল-ফলৈর্যথালাভং ত্রিভিশ্চতুর্ভিঃ সমস্তৈর্বা চূর্ণীকৃতৈর্লবণ-তৈলপ্রগাঢ়ৈর্ব্রণমুখমবঘর্ষয়েদেবং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৮

অথাতিপ্রবৃত্তে লোধ্রমধুকপ্রিয়ঙ্গুপত্তঙ্গগৈরিকসর্জ্জরস-রসাঞ্জনশাল্মলীপুষ্পশঙ্খশুক্তিমাষযবগোধূমচূর্ণৈঃ শনৈর্ব্রণ-মুখমবচূর্ণ্যাঙ্গুল্যগ্রেণাবপীড়য়েৎ। শালসর্জ্জার্জ্জুনারিমেদ-মেষশৃঙ্গধবধন্বনত্বগ্ভির্বা চূর্ণিতাভিঃ ক্ষৌমেণ বা ধ্মাপিতেন সমুদ্রফেনলাক্ষাচূর্ণৈর্বা যথোক্তৈর্ব্রণবন্ধনদ্রব্যৈর্গাঢ়ং বধ্নীয়াৎ। শীতাচ্ছাদনভোজনাগারৈঃ শীতৈঃ পরিষেকপ্রদেহৈশ্চোপাচরেৎ। ক্ষারেণাগ্নিনা বা দহেৎ। যথোক্তব্যধনাদনন্তরং বা তামেবাতিপ্রবৃত্তাং শিরাং বিধ্যেৎ ॥ ২৯

কাকোল্যাদিকাথং বা শর্করামধুমধুরং পায়য়েৎ। এণহরিণোরভ্রশশমহিষবরাহাণাং বা রুধিরং ক্ষীরযূষরসৈঃ সুস্নিগ্ধৈশ্চাশ্নীয়াত্তুপদ্রবাংশ্চ যথাস্বমুপাচরেৎ ॥ ৩০

ধাতুক্ষয়াচ্চ্যুতে রক্তে মন্দঃ সঞ্জায়তেঽনলঃ।
পবনশ্চ পরং কোপং যাতি তস্মাৎ প্রযত্নতঃ ॥
তং নাতিশীতৈর্লঘুভিঃ স্নিগ্ধৈঃ শোণিতবর্দ্ধনৈঃ।
ঈষদম্লৈরনম্লৈর্বা ভোজনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৩১
চতুর্ব্বিধং যদেতদ্ধি রুধিরস্য নিবারণম্।
সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনং তথা ॥ ৩২
ব্রণং কষায়ঃ সন্ধত্তে রক্তং স্কন্দয়তে হিমম্।
তথা সম্পাচয়েদ্ভস্ম দাহঃ সঙ্কোচয়েচ্ছিরাঃ ॥ ৩৩
অস্কন্দমানে রুধিরে সন্ধানানি প্রযোজয়েৎ।
সন্ধানে ভ্রশ্যমানে তু পাচনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥
কল্পৈরেতৈস্ত্রিভির্বৈদ্যঃ প্রযতেত যথাবিধি।
অসিদ্ধিমৎসু চৈতেষু দাহঃ পরম ইষ্যতে ॥ ৩৪
সশেষদোষে রুধিরে ন ব্যাধিরতিবর্ত্ততে।

এবং গ্রন্থি, শোথ বা রক্তজ রোগ সকল জন্মে না। ২৭। রক্ত নির্গত না হইলে ছোটএলাচ, শীতশিব (কর্পূর), কুড়, তগরপাদিকা, আকনাদি, ভদ্রদারু (দেবদারু), বিড়ঙ্গ, চিতার মূল, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), গৃহধূম (ঝুল বা ভুসো), হরিদ্রা, আকন্দের অঙ্কুর ও ডহরকরঞ্জের ফল এই সকল দ্রব্যের মধ্যে তিনটী, চারিটী, বা যদি পাওয়া যায়, তবে সমস্তগুলি চূর্ণীকৃত করিয়া এবং তৈল ও লবণে গুলিয়া ব্রণমুখে ঘর্ষণ করিবে। তাহা হইলে রক্ত সম্যক্ নির্গত হইবে। ২৮। রক্ত অতিশয় নির্গত হইতে থাকিলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, বকম, গৈরিক, সর্জ্জরস (ধুনা), রসাঞ্জন, শাল্মলীপুষ্প, শঙ্খ, শুক্তি, মাষকলায়, যব ও গোধূমচূর্ণ সহকারে আস্তে আস্তে ব্রণমুখে অবচূর্ণন (অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া পীড়ন) করিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ (ইহাও একপ্রকার শাল—যাহাতে ধুনা উৎপন্ন হয়), অর্জ্জুন, অরিমেদ (গুয়ে-বাবলা), মেষশৃঙ্গ (নিবন্ধমতে কাঁকড়াশৃঙ্গী) ও ধন্বন (ধামুনি) বৃক্ষের ত্বক্ চূর্ণিত করিয়া তৎসহকারে ঘর্ষণ করিবে। অথবা ক্ষৌমবস্ত্র দগ্ধ করিয়া তৎসহকারে ঘর্ষণ করিবে। অথবা সমুদ্রফেন ও লাক্ষা চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিবে। আর ব্রণ-বন্ধনের জন্য যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য দ্বারা গাঢ় বন্ধন দিবে। আর শীতল আচ্ছাদন, শীতল ভোজন ও শীতল গৃহ ব্যবস্থা করিবে। আর শীতল পরিষেক করিবে ও শীতল প্রলেপ দিবে। তাহাতেও রক্ত নিরুদ্ধ না হইলে, স্রাবস্থান ক্ষার বা অগ্নি দিয়া দগ্ধ করিবে। অথবা রক্তের গতিচ্ছেদ করিবার জন্য, বিদ্ধ শিরার অধোভাগে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিবে [যেহেতু শিরাবাহিত রক্তের গতি ঊর্দ্ধদিকে, সুতরাং বিদ্ধের নিম্নে বিদ্ধ করিতে হয়]। ২৯। অথবা কাকোল্যাদি গণের কাথ, শর্করা ও মধুযোগে মধুর করিয়া পান করিবে। রক্তের অতিশয় স্রাব বশতঃ শরীর খিন্ন হইলে, কৃষ্ণ হরিণ, তাম্রবর্ণ হরিণ, মেষ, শশ, মহিষ বা বরাহের রক্ত পান করাইবে। আর পিত্তপ্রবল ব্যক্তিকে দুগ্ধের সহিত, কফপ্রবল ব্যক্তিকে চণকাদি যূষের সহিত এবং বাতপ্রধান ব্যক্তিকে মাংসরসের সহিত ভোজন করাইবে। ৩০। অনন্তর কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—রক্তস্রাবের পর ধাতু-ক্ষয় হওয়াতে অগ্নি মন্দ হয় এবং বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। এই জন্য যত্নসহকারে রোগীকে তৎকালে নাতিশীতল, লঘু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, ঈষৎ অম্ল বা অম্লরহিত ভোজন দিবে [ঈষৎ অম্ল হইলে বায়ুনাশক হয় অথচ রক্তপ্রকোপক না হইতেও পারে, এইজন্য ঈষৎ অম্ল বলা হইল]। ৩১। রক্তনিবারক ঔষধদিগকে চারিশ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; যথা;—সন্ধান, স্কন্দন, পাচন ও দহন। ৩২। তন্মধ্যে লোধ্রাদি কষায় সকল অঙ্গুলিপীড়ন সহকারে ব্রণকে সংহিত করে বলিয়া উহাদিগকে সন্ধান বলে [কেবল অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলেও রক্ত বন্ধ হয়। অতএব কেবল পীড়নকেও সন্ধান বলা যায়]। শীতল প্রয়োগ দ্বারা রক্ত ঘনীভূত হইয়া নিরুদ্ধ হয়, এইজন্য উহাকে স্কন্দন কহে। ক্ষৌমভস্মাদি দ্রব্য সকল ব্রণের পাক উৎপাদন করিয়া রক্ত বন্ধ করে। আর দাহ শিরাকে সঙ্কুচিত করিয়া রক্ত বন্ধ করে। ৩৩। জল বা বরফ প্রভৃতি শীতল প্রয়োগ দ্বারা রক্ত ঘন না হইলে সন্ধান সকল প্রয়োগ করিবে। সন্ধান সকল ব্যর্থ হইলে পাচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই তিনটী কল্প দ্বারাই বৈদ্য সচরাচর রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহাতে সিদ্ধি না হইলে শেষে দাহই মহোপকারক। ৩৪। রক্তে দোষের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিলেও রোগ অতিশয় বর্দ্ধমান থাকে না। আর দোষ এইরূপ অবশেষ থাকিলে সে স্থলে পুনর্ব্বার রক্তমোক্ষণ না করিয়া সংশমন চিকিৎসা করিবে। কেননা পুনর্ব্বার রক্তমোক্ষণ

স্রাবশেষে ততঃ স্নেয়ং নতু কুর্য্যাদতিক্রমম্ ॥ ৩৫

দেহস্য রুধিরং মূলং রুধিরেণৈব ধার্য্যতে।

তস্মাদ্যত্নেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতি স্থিতিঃ ॥ ৩৬

স্রুতরক্তস্য সেকাদ্যৈঃ শীতৈঃ প্রকুপিতেঽনিলে।

শোফং সতোদং কোষ্ণেন সর্পিষা পরিষেচয়েৎ ॥ ৩৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে শোণিতবর্ণনীয়ো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দোষধাতুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

দোষধাতুমলমূলং হি শরীরং. তস্মাদেতেষাং লক্ষণমুচ্যমানমুপধারয় ॥ ২

তত্র প্রস্পন্দনোদ্বহনপূরণবিবেকধারণলক্ষণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রবিভক্তঃ শরীরং ধারয়তি ॥ ৩

রাগপক্ত্যোজস্তেজোমেধোষ্মকৃৎ পিত্তং পঞ্চধা প্রবিভক্তমগ্নিকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি ॥ ৪

সন্ধিসংশ্লেষণস্নেহনরোপণপূরণবৃংহণতর্পণবলস্থৈর্য্যকৃৎ শ্লেষ্মা পঞ্চধা প্রবিভক্ত-উদকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি ॥ ৫

রসস্তুষ্টিং প্রীণনং রক্তপুষ্টিঞ্চ করোতি। রক্তং বর্ণপ্রসাদং মাংসপুষ্টিং জীবয়তি চ। মাংসং শরীরপুষ্টিং মেদসশ্চ মেদঃ স্নেহস্বেদৌ দৃঢ়ত্বং পুষ্টিমস্থ্নাঞ্চ। অস্থি দেহধারণং মজ্জঃ পুষ্টিঞ্চ। মজ্জা প্রীতিং স্নেহং বলং শুক্রপুষ্টিং পূরণমস্থ্নাঞ্চ করোতি। শুক্রং ধৈর্য্যং চ্যবনং প্রীতিং দেহবলং হর্ষং বীজার্থঞ্চ ॥ ৬

পুরীষমুপস্তম্ভং বায়্বগ্নিধারণঞ্চ। বস্তিপূরণবিক্লেদকৃম্মূত্রম্। স্বেদঃ ক্লেদত্বক্‌সৌকুমার্য্যকৃৎ ॥ ৭

রক্তলক্ষণমার্ত্তবং গর্ভকৃচ্চ। গর্ভো গর্ভলক্ষণম্। স্তন্যং স্তনয়োরাপীনত্বজননং. জীবনঞ্চেতি। তত্র বিধিবৎ পরিরক্ষণং কুর্ব্বীত ॥ ৮ [illegible]

অত ঊর্দ্ধমেষাং ক্ষীণলক্ষণং বক্ষ্যামঃ। তত্র বাতক্ষয়ে মন্দচেষ্টতাল্পবাক্ত্বমপ্রহর্ষো মূঢ়সংজ্ঞতা চ। পিত্তক্ষয়ে মন্দো-

---

করিলে অতিক্রিয়া করা হয়। ৩৫। দেহের মূলই রুধির; রুধির দ্বারাই দেহের রক্ষা হয়; অতএব যত্নপূর্ব্বক রক্ত রক্ষা করিবে। রক্তই জীব বলিয়া স্থির আছে। ৩৬। রক্তস্রাবে শীতল পরিষেকাদি প্রয়োগ করাতে বায়ু কুপিত হয়, তাহাতে বেদনাযুক্ত শোথ হইতে পারে। এরূপ শোথে ঈষৎ উষ্ণ ঘৃতের পরিষেক করিবে। ৩৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দোষ-ধাতু-মলক্ষয়-বৃদ্ধি-বিজ্ঞাপনীয়।

অনন্তর আমরা দোষ-ধাতু-মলক্ষয়-বৃদ্ধি-বিজ্ঞাপনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। যেহেতু দোষ, ধাতু ও মল শরীরের মূল; সেইজন্য ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। বায়ুর লক্ষণ পাঁচ প্রকার, যথা;—প্রস্পন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিবেক ও ধারণ। এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়া দ্বারা বায়ু শরীরকে ধারণ করে। প্রস্পন্দন শব্দে গতি বা চলন। উদ্বহন শব্দে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া। পূরণ শব্দে আহার দ্বারা শরীরপূরণ। বিবেক শব্দে রস মূত্র পুরীষ প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ ধারণ করা। মলমূত্রাদির ধারণকে ধারণ কহে; অথবা ধারণশব্দে দেহরক্ষা। ৩। পিত্তের লক্ষণ পাঁচ প্রকার, যথা;—রাগোৎপাদন, পাচকাগ্নির উৎপাদন, রজঃ ও তেজের উৎপাদন, মেধাজনন ও তাপোৎপাদন [রাগশব্দে শরীরাবয়বের রক্তিমা। ওজঃ হৃদিস্থ রসবিকার। তেজঃ ও উষ্মা একার্থক]। পিত্তের ক্রিয়া উষ্ণ

এবং সেই ক্রিয়া দ্বারাই ইহা শরীরকে পালন করে। ৪। শ্লেষ্মার লক্ষণ পাঁচ প্রকার, যথা;—সন্ধিসংশ্লেষণ, স্নেহন, রোপণপূরণ, বৃংহণতর্পণ এবং বল ও দার্ঢ্যের উৎপাদন। শ্লেষ্মা জলকর্ম্ম দ্বারা শরীরকে পালন করে। [সন্ধিসংশ্লেষণ অর্থাৎ যাহাতে সন্ধির বিশ্লেষ না হয়, এরূপ কর্ম্ম। সন্ধিস্থলে শ্লেষ্মার অভাব হইলে অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ হইতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শরীরের বসা ও স্নিগ্ধ দ্রব্যমাত্রই শ্লেষ্মা। আর শরীরের জলভাগকেও শ্লেষ্মা কহে]। ৫। রসের ক্রিয়া শরীরের তুষ্টিসম্পাদন, প্রীণন (প্রীতিসম্পাদন) এবং রক্তের পুষ্টিকরণ। রক্তের ক্রিয়া বর্ণপ্রসাদন, মাংসপোষণ ও জীবন। মাংসের ক্রিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন ও মেদের পুষ্টিসাধন। মেদের ক্রিয়া স্নেহন ও স্বেদন, শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদন এবং অস্থিসমূহের পুষ্টিসাধন। অস্থির কর্ম্ম দেহধারণ ও মজ্জার পুষ্টিসাধন। মজ্জার কর্ম্ম প্রীতিসাধন, স্নেহন, বলবর্দ্ধন, শুক্রপোষণ ও অস্থিসমূহের পূরণ। শুক্রের কর্ম্ম ধৈর্য্যচ্যুতি (অর্থাৎ প্রমদাদর্শনে ধৈর্য্যচ্যুতি), প্রীতিসাধন, দেহবলসাধন এবং শুক্রমোচনার্থ হর্ষণ। ৬। পুরীষের ক্রিয়া উপস্তম্ভ (শরীরধারণ) এবং বায়ু ও অগ্নির ধারণ। মূত্রের ক্রিয়া বস্তিপূরণ ও ক্লেদন (আর্দ্রীকরণ)। স্বেদের ক্রিয়া ক্লেদন এবং ত্বকের কোমলতা-সাধন। ৭। আর্ত্তবের লক্ষণ সকল রক্তের লক্ষণের ন্যায়। উহার অন্য ক্রিয়া গর্ভোৎপাদন। স্তন্যের ক্রিয়া স্তনদ্বয়ের পীনতাসম্পাদন এবং শিশুর জীবনরক্ষণ। উপরে দোষ, ধাতু ও মলের বিষয় বর্ণিত হইল। এ সকল স্থলে যথাবিধি নিয়ম সকল পালন করা আবশ্যক। ৮। অনন্তর দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয়লক্ষণ সকল বলিতেছি। বায়ুর ক্ষয় হইলে মন্দচেষ্টতা (জড়তা), অল্পবাক্য, অহর্ষ ও সংজ্ঞাহীনতা হয়। পিত্তের ক্ষয় হইলে

ন্দাগ্নিতা নিষ্প্রভত্বঞ্চ। শ্লেষ্মক্ষয়ে রুক্ষতান্তর্দ্দাহ আমাশয়েতরাশয়ানাং শূন্যতা সন্ধিশৈথিল্যং তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং প্রজাগরণঞ্চ। তত্র স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যাণ্যেব প্রতীকারঃ॥ ৯

রসক্ষয়ে হৃৎপীড়া কম্পঃ শূন্যতা তৃষ্ণা চ। শোণিতক্ষয়ে ত্বক্পারুষ্যমম্লশীতপ্রার্থনা শিরাশৈথিল্যঞ্চ। মাংসক্ষয়ে স্ফিগ্গণ্ডৌষ্ঠোপস্থোরু-বক্ষঃ-কক্ষাপিণ্ডিকোদর-গ্রীবাশুষ্কতা রৌক্ষ্যতোদৌ গাত্রাণাং সদনং ধমনীশৈথিল্যঞ্চ। মেদঃক্ষয়ে প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধিশূন্যতা রৌক্ষ্যং মেদুরমাংসপ্রার্থনা চ। অস্থিক্ষয়েঽস্থিতোদো দন্তনখভঙ্গো রৌক্ষ্যঞ্চ। মজ্জক্ষয়েঽল্পশুক্রতা পর্ব্বভেদোঽস্থিনিস্তোদোঽস্থিশূন্যতা চ। শুক্রক্ষয়ে মেঢ্রবৃষণবেদনাঽশক্তির্মৈথুনে চিরাদ্বা প্রসেকঃ প্রসেকে চাল্পরক্তশুক্রদর্শনম্। তত্রাপি স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যোপযোগঃ প্রতীকারঃ॥ ১০

পুরীষক্ষয়ে হৃদয়পার্শ্বপীড়া সশব্দস্য চ বায়োরূর্দ্ধগমনং কুক্ষৌ সঞ্চরণঞ্চ। মূত্রক্ষয়ে বস্তিতোদোঽল্পমূত্রতা চ। অত্রাপি স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যাণ্যেব প্রতীকারঃ। স্বেদক্ষয়ে স্তব্ধরোমকূপতা ত্বক্শোষঃ স্পর্শবৈগুণ্যং স্বেদনাশশ্চ। তত্রাভ্যঙ্গঃ স্বেদোপযোগশ্চ॥ ১১

আর্ত্তবক্ষয়ে যথোচিতকালাদর্শনমল্পতা বা যোনিবেদনা চ। তত্র সংশোধনমাগ্নেয়ানাঞ্চ দ্রব্যাণাং বিধিবদুপযোগঃ। স্তন্যক্ষয়ে স্তনয়োর্ম্লানিতা স্তন্যাসম্ভবোঽল্পতা বা। তত্র শ্লেষ্মবর্দ্ধনদ্রব্যোপযোগঃ। গর্ভক্ষয়ে গর্ভস্পন্দনমনুন্নতকুক্ষিতা চ। তত্র প্রাপ্তবস্তিকালায়াঃ ক্ষীরবস্তিপ্রয়োগো মেধ্যান্নোপযোগশ্চেতি॥ ১২

অত ঊর্দ্ধমতিবৃদ্ধানাং দোষধাতুমলানাং লক্ষণং বক্ষ্যামঃ। তত্র বাতবৃদ্ধৌ বাক্পারুষ্যং কার্শ্যং কার্ষ্ণ্যং গাত্রস্ফুরণমুষ্ণকামিতা নিদ্রানাশোঽল্পবলত্বং গাঢ়বর্চ্চস্ত্বঞ্চ। পিত্তবৃদ্ধৌ পীতাবভাসতা সন্তাপঃ শীতকামিত্বমল্পনিদ্রতা

উষ্মা ও অগ্নির মান্দ্য এবং প্রভাহীনতা হয়। শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে রুক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ, আমাশয়ের বিশেষ শূন্যতা ও অন্যান্য আশয়দিগের শূন্যতা, সন্ধির শিথিলতা, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য ও নিদ্রাহানি হইয়া থাকে। [টীকাকারেরা বলেন, "বাতপিত্ত ও কফ পরস্পরের বিরোধী বলিয়া যে একের ক্ষয়ে অপরের বৃদ্ধি বা প্রকোপ হইবে, এরূপ কথা নাই। তবে পিত্ত ও শ্লেষ্মা উভয়ের ক্ষয় হইলে বায়ুর প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী।" কিন্তু এক সময়ে তিনেরই ক্ষয় এবং তিনেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা বাত পিত্ত কফ তিনেরই ক্ষয় না হইলে মৃত্যু হইতে পারে না; আবার তিনেরই বৃদ্ধি না হইলে ত্রিদোষ-বৃদ্ধিলক্ষণ সন্নিপাত হইতে পারে না]। যে দোষের যখন ক্ষয় হইবে, তখন সেই দোষের বৃদ্ধিকারক দ্রব্য সকলই সেই দোষের ঔষধ। ৯। রসের ক্ষয় হইলে হৃৎপীড়া, কম্প, শূন্যতা ও তৃষ্ণা হয়। রক্তের ক্ষয় হইলে ত্বকের কর্কশতা, অম্লসেবনের আকাঙ্ক্ষা ও দাহ বশতঃ শীতল দ্রব্যের প্রার্থনা এবং কৃষ্ণবর্ণ শিরাদিগের শৈথিল্য হইয়া থাকে। মাংসক্ষয়ে নিতম্বদ্বয়, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষঃ, কক্ষা, পিণ্ডিকা (পায়ের ডিমি ও তাহার নিম্নস্থ মাংস—যাহা গুল্ফ পর্য্যন্ত বিস্তৃত), উদর ও গ্রীবার শুষ্কতা (কৃশতা) এবং রুক্ষতা, তোদ (সূচীভেদবৎ বেদনা), গাত্রসমূহের অবসাদ ও ধমনীদিগের শৈথিল্য হয়। মেদের ক্ষয় হইলে প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিসমূহের শূন্যতা, রুক্ষতা এবং মেদুর মাংস সেবনের অভিলাষ হয়। অস্থির ক্ষয় হইলে অস্থিসমূহে তোদ, দন্ত ও নখের ভঙ্গ ও রুক্ষতা হয়। মজ্জার ক্ষয়ে অল্পশুক্রতা, পর্ব্বভেদ (গাঁট-কামড়ানি), অস্থিসমূহের তোদ ও অস্থিসমূহের শূন্যতা হয়। শুক্রের ক্ষয় হইলে মেঢ্র ও বৃষণে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি বা বিলম্বে শুক্রপ্রসেক এবং প্রসেক হইলে অল্প রক্তের সহিত শুক্র দর্শন হয়। যে ধাতুর ক্ষয় হইবে, সেই ধাতুর উৎপাদক দ্রব্যই সেই ধাতুর ঔষধ। ১০। পুরীষের ক্ষয় হইলে হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা এবং শব্দের সহিত বায়ুর ঊর্দ্ধগমন হয়, আর বায়ু কুক্ষিতে সঞ্চরণ করে। মূত্রের ক্ষয় হইলে বস্তিতে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা ও অল্পমূত্রতা হইয়া থাকে। এ স্থলেও পুরীষের ও মূত্রের উৎপাদক দ্রব্যই তত্তৎক্ষয়ের ঔষধ। স্বেদের ক্ষয় হইলে লোমকূপ সকল শুষ্ক হওয়াতে স্তব্ধ হইয়া থাকে, ত্বক্ শুষ্ক হয়, স্পর্শশক্তি বিকৃত হয় এবং স্বেদ আর হয় না। এরূপ স্থলে অভ্যঙ্গ ও স্বেদপ্রয়োগই ঔষধ। ১১। আর্ত্তবের ক্ষয় হইলে যথোচিত কালে আর্ত্তবের অদর্শন হয় আর্ত্তবের অল্পতা হয় এবং যোনিবেদনা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সংশোধন ও উষ্ণ দ্রব্যসমূহের বিধিপূর্ব্বক সেবন আবশ্যক। স্তন্যক্ষয়ে স্তনদ্বয়ের ম্লানতা এবং স্তন্যের অনুৎপত্তি বা অল্পতা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শ্লেষ্মবর্দ্ধন দ্রব্য সকলই ঔষধ। গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষয় হইলে গর্ভের অস্পন্দন ও কুক্ষির (তলপেটের) অনুন্নতি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বস্তির সময়ে ক্ষীরবস্তি প্রয়োগ ও মেধ্য (স্নিগ্ধ) অন্ন সেবন করিবে। ['বস্তির সময়ে ক্ষীরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে' ইহার অর্থ এই,—গর্ভ অষ্টম মাসে উত্তীর্ণ হইলে বস্তিপ্রয়োগের সময় হয়। তৎপূর্ব্বে বস্তিপ্রয়োগ করিলে গর্ভ নষ্ট হইতে পারে]। ১২। ইহার পর অতিবৃদ্ধ (অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) দোষ, ধাতু ও মলদিগের লক্ষণ বলিতেছি। তন্মধ্যে বায়ুর বৃদ্ধি হইলে স্বরের কর্কশতা (কেহ বলেন, ত্বকের কর্কশতা), কৃশতা, কৃষ্ণতা, গাত্রস্ফুরণ ("গায়ে যেন ঝিলিক্ মারে"), উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ, নিদ্রানাশ, অল্পবল ও বিষ্ঠার কঠিনতা হয়। পিত্তের বৃদ্ধি হইলে পীতবর্ণতা, দাহ, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, অল্পনিদ্রা, মূর্চ্ছা, বলহানি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য এবং বিষ্ঠা মূত্র ও নেত্রের বর্ণ পীত হয়। শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইলে শুক্ল বর্ণ, শীত, দৃঢ়তা, গৌরব (ভারবোধ), অবসাদ, তন্দ্রা,

মূর্চ্ছা বলহানিরিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বঞ্চ। শ্লেষ্ম-বৃদ্ধৌ শৌক্ল্যং শৈত্যং স্থৈর্য্যং গৌরবমবসাদস্তন্দ্রা নিদ্রা সন্ধিবিশ্লেষশ্চ॥ ১৩

রসোঽতিবৃদ্ধো হৃদয়োৎক্লেদং প্রসেকঞ্চাপাদয়তি। রক্তং রক্তাঙ্গাক্ষতাং শিরাপূর্ণত্বঞ্চ। মাংসং স্ফিগ্‌গণ্ডৌষ্ঠো-পস্থোরুবাহুজঙ্ঘাসু বৃদ্ধিং গুরুগাত্রতাঞ্চ। মেদঃ স্নিগ্ধাঙ্গতা-মুদরপার্শ্ববৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদীন্ দৌর্গন্ধ্যঞ্চ। অস্থি অধ্যস্থীন্য-ধিদন্তাংশ্চ। মজ্জা সর্ব্বাঙ্গনেত্রগৌরবম্। শুক্রং শুক্রা-শ্মরীমতিপ্রাদুর্ভাবঞ্চ॥ ১৪

পুরীষমাটোপং কুক্ষৌ শূলঞ্চ। মূত্রং মূত্রবৃদ্ধিং মুহুর্মুহুঃ প্রবৃত্তিং বস্তিতোদমাধ্মানঞ্চ। স্বেদস্ত্বচো দৌর্গন্ধ্যং কণ্ডুঞ্চ॥১৫

আর্ত্তবমঙ্গমর্দ্দমতিপ্রবৃত্তিং দৌর্গন্ধ্যঞ্চ। স্তন্যং স্তনয়োরাপীনত্বং মুহুর্মুহুঃ প্রবৃত্তিং তোদঞ্চ। গর্ভো জঠরাভিবৃদ্ধিং শোথঞ্চ। তেষাং যথাস্বং সংশোধনং ক্ষপণঞ্চ ক্ষয়াদবিরুদ্ধৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত॥ ১৬

নিদ্রাধিক্য ও সন্ধির বিশ্লেষ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে সন্ধির শৈথিল্য হয় অর্থাৎ সন্ধি সকল আল্গা হয়। শ্লেষ্মার আধিক্য হইলে সন্ধির বিশ্লেষ অর্থাৎ বিঘটন হয়। ১৩। রসের অতিশয় বৃদ্ধি হইলে হৃদয়ের উৎক্লেদ (হৃল্লাস) হয় এবং প্রসেক (লালাস্রাব) হইয়া থাকে। রক্তের বৃদ্ধি হইলে অঙ্গসমূহ ও নেত্রদ্বয়ের বর্ণ রক্ত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ শিরা সকল পূর্ণ হইয়া থাকে। মাংসের বৃদ্ধি হইলে নিতম্বদ্বয়, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বাহু ও জঙ্ঘাতে মাংসাধিক্য এবং গাত্রের গুরুতা হয়। মেদের বৃদ্ধি হইলে অঙ্গসমূহের স্নিগ্ধতা, উদরবৃদ্ধি, পার্শ্ববৃদ্ধি, শ্বাস-কাসাদি ও দৌর্গন্ধ্য হয়। অস্থি-বৃদ্ধি হইলে অস্থির উপর অস্থি হয় এবং দন্তের আধিক্য হইয়া থাকে। মজ্জার বৃদ্ধি হইলে সর্ব্বাঙ্গ ও নেত্রদ্বয়ের গুরুতা হয়। শুক্রের বৃদ্ধি হইলে শুক্রাশ্মরী ও শুক্রের অতি নির্গম হয়। ১৪। পুরীষের বৃদ্ধি হইলে কুক্ষিতে আটোপ (গুড়্ গুড়্ শব্দযুক্ত আধ্মান) ও শূল হয়। মূত্রের বৃদ্ধি হইলে অধিক পরিমাণে মূত্র হয়; মুহুর্মুহুঃ মূত্র হয় এবং বস্তিতে সূচীভেদবৎ বেদনা ও আধ্মান হয়। স্বেদের বৃদ্ধি হইলে ত্বকের দৌর্গন্ধ্য ও কণ্ডূয়ন হয়। ১৫। আর্ত্তবের বৃদ্ধি হইলে অঙ্গমর্দ্দ (গা-ভাঙ্গা), আর্ত্তবের অতিনির্গম ও দুর্গন্ধ হয়। স্তন্যের বৃদ্ধি হইলে স্তনদ্বয়ের পীনতা, স্তন্যের মুহুর্মুহুঃ নির্গম ও তোদ হইয়া থাকে। গর্ভের বৃদ্ধি হইলে উদরের অতিবৃদ্ধি ও শোথ হয়। ঐ সকল বৃদ্ধির স্ব স্ব অনুরূপ সংশোধন করা আবশ্যক। আর যাহাতে তাহাদের ক্ষয় হয় এরূপ প্রতীকার করা উচিত। কিন্তু ক্ষয় করিতে গিয়া যেন পূর্ব্বোক্ত ক্ষয়রোগ সকল না হইয়া পড়ে। ১৬। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে:—পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুর অতি বৃদ্ধি হইলে পর পর

পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোঽতিবৃদ্ধত্বাদ্বর্দ্ধয়েদ্ধি পরং পরম্।
তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতম্॥ ১৭

বললক্ষণং বলক্ষয়লক্ষণমত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎ পরং তেজস্তৎখল্বোজস্তদেব বলমিত্যুচ্যতে স্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তাৎ॥ ১৮

তত্র বলেন স্থিরোপচিতমাংসতা সর্ব্বচেষ্টাস্বপ্রতিঘাতঃ স্বরবর্ণপ্রসাদো বাহ্যানামাভ্যন্তরাণাঞ্চ করণানামাত্মকার্য্য-প্রতিপত্তির্ভবতি॥ ১৯

ওজঃ সোমাত্মকং স্নিগ্ধং শুক্লং শীতং স্থিরং সরম্।
বিবিক্তং মৃদু মৃৎস্নঞ্চ প্রাণায়তনমুত্তমম্॥ ২০
দেহঃ সাবয়বস্তেন ব্যাপ্তো ভবতি দেহিনাম্।
তদভাবাচ্চ শীর্য্যন্তে শরীরাণি শরীরিণাম্॥ ২১
অভিঘাতাৎ ক্ষয়াৎ কোপাচ্ছোকাদ্ধ্যানাচ্ছ্রমাৎ ক্ষুধঃ
ওজঃ সংক্ষীয়তে হ্যেভ্যো ধাতুগ্রহণনিঃসৃতম্।
তেজঃ সমীরিতং তস্মাদ্বিস্রংসয়তি দেহিনঃ॥ ২২

তস্য বিস্রংসো ব্যাপৎ ক্ষয় ইতি লিঙ্গানি ব্যাপন্নস্য ভবন্তি। সন্ধিবিশ্লেষো গাত্রাণাং সদনং দোষচ্যবনং ক্রিয়া-

ধাতুরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য ধাতুদিগের অতিশয় বৃদ্ধি হইলে তাহাদের হ্রাস করা আবশ্যক। ১৭। অনন্তর বলের লক্ষণ ও বলক্ষয়ের লক্ষণ বলিতেছি। তন্মধ্যে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতুর চরম তেজকে ওজঃ কহে। এই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই ওজকেই বল বলা যায়। ১৮। শরীরে বল থাকিলে মাংস দৃঢ় ও পুষ্ট হয়, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাতেই অপ্রতিঘাত (অ-বাধা) হয়, স্বর ও বর্ণের প্রসন্নতা হয় এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়দিগের স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা হয়। ১৯। এই স্থলে তিনটী শ্লোক বলা হইতেছে;—ওজোধাতু, সোমগুণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, প্রায় শুক্ল, শীতল, স্থির (শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক), সর (প্রসরণশীল বা তরল), বিবিক্ত (শ্রেষ্ঠ-গুণযুক্ত), মৃদু (কোমল), মৃৎস্ন (পিচ্ছিল) এবং প্রাণস্থানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ২০। ওজঃ হৃদয়স্থ হইলেও উহা দেহীদিগের সর্ব্বদেহে ও সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তদভাবে শরীরীদিগের শরীর শীর্ণ হয়। ২১। আঘাত, ক্ষয়, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, শ্রম ও ক্ষুধার বেগ-হেতু ওজঃ ক্ষীণ হয়। ঐ সকল কারণে ওজঃ হৃদয়ে তিষ্ঠিতে না পারিয়া নিঃসৃত হয় এবং বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া হৃদয় হইতে চ্যুত হয়। ২২। ওজঃ দূষিত হইলে উহার তিন প্রকার লক্ষণ হয়, যথা;— বিস্রংস, (চ্যুতি), ব্যাপৎ (দূষিত-ভাব) ও ক্ষয়। তন্মধ্যে বিস্রংস হইলে সন্ধি-বিশ্লেষ, গাত্রের অবসাদ, দোষের চ্যুতি (দোষকর্ত্তৃক ওজোধাতুর চ্যুতি। ওজোধাতুকেই ডাক্তারেরা এলবুমেন কহেন। এই এলবুমেন দূষিত হইলে প্রস্রাব দ্বারা নির্গত হয়। সুশ্রুত তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন) এবং ক্রিয়াহানি হয়। ওজোধাতু দূষিত

সন্নিরোধশ্চ বিস্রংসে। স্তব্ধগুরুগাত্রতা বাতশোফো বর্ণভেদো গ্লানিস্তন্দ্রা নিদ্রা চ ব্যাপন্নে। মূর্চ্ছা মাংসক্ষয়ো মোহঃ প্রলাপো মরণমিতি ক্ষয়ে॥ ২৩

ত্রয়ো দোষা বলস্যৌক্তা ব্যাপদ্বিস্রংসনক্ষয়াঃ॥ ২৪
বিশ্লেষসাদৌ গাত্রাণাং দোষবিস্রংসনং শ্রমঃ।
অপ্রাচুর্য্যং ক্রিয়াণাঞ্চ বলবিস্রংসলক্ষণম্॥ ২৫
গুরুত্বং স্তব্ধতাঙ্গেষু গ্লানির্বর্ণস্য ভেদনম্।
তন্দ্রা নিদ্রা বাতশোফো বলব্যাপদি লক্ষণম্॥ ২৬
মূর্চ্ছা মাংসক্ষয়ো মোহঃ প্রলাপোঽজ্ঞানমেব চ।
পূর্ব্বোক্তানি চ লিঙ্গানি মরণঞ্চ বলক্ষয়ে॥ ২৭
তত্র বিস্রংসে ব্যাপন্নে চ ক্রিয়াবিশেষৈরবিরুদ্ধৈর্বলমাপ্যায়য়েৎ। ইতরন্তু মূঢ়সংজ্ঞং বর্জ্জয়েৎ॥ ২৮
দোষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি বা নরঃ
স্বযোনিবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি॥ ২৯
যদ্যদাহারজাতং হি ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ।
তস্য তস্য স লাভে তু তং তং ক্ষয়মপোহতি॥ ৩০

যস্য ধাতুক্ষয়াদ্বায়ুঃ সংজ্ঞাং কর্ম্ম চ নাশয়েৎ।
প্রক্ষীণঞ্চ বলং যস্য নাসৌ শক্যশ্চিকিৎসিতুম্॥ ৩১
রসনিমিত্তমেব স্থৌল্যং কার্শ্যঞ্চ। তত্র শ্লেষ্মলাহারসেবিনোঽধ্যশনশীলস্যাব্যায়ামিনো দিবাস্বপ্নরতস্য চাম এবান্নরসো মধুরতরশ্চ শরীরমনুক্রামন্নতিস্নেহান্মেদো জনয়তি, তদতিস্থৌল্যমাপাদয়তি, তমতিস্থূলং ক্ষুদ্রশ্বাসপিপাসাক্ষুৎস্বপ্নস্বেদগাত্রদৌর্গন্ধ্যক্রথনগাত্রসাদগদ্গদত্বানি ক্ষিপ্রমেবাবিশন্তি; সৌকুমার্য্যান্মেদসঃ সর্ব্বক্রিয়াস্বসমর্থঃ কফমেদোনিরুদ্ধমার্গত্বাচ্চাল্পব্যবায়ো ভবতি,. আবৃতমার্গত্বাদেবং শেষা ধাতবো নাপ্যায়ন্তে, অত্যর্থমতোঽল্পপ্রাণো ভবতি; প্রমেহপীড়কাজ্বরভগন্দরবিদ্রধিবাতবিকারাণামন্যতমং প্রাপ্য পঞ্চত্বমুপযাতি। সর্ব্ব এব চাস্য রোগা বলবন্তো ভবন্ত্যাবৃতমার্গত্বাৎ স্রোতসাম্। অতস্তস্যোৎপত্তিহেতুং পরিহরেৎ। উৎপন্নে তু শিলাজতুগুগ্গুলুগোমূত্রত্রিফলালোহরজোরসাঞ্জনমধুযবমুদ্গকোরদূষকশ্যামাকোদ্দালকাদীনাং বিরূক্ষণচ্ছেদনীয়ানাঞ্চ দ্রব্যাণাং বিধিবদুপযোগো ব্যায়ামো লেখনবস্ত্যুপযোগশ্চেতি॥ ৩২

হইলে গাত্র স্তব্ধ ও গুরু হয় এবং বাতিক শোথ হইয়া থাকে। (এলবুমিনেরিয়া নামক পীড়ায় এইরূপ শোথ হইয়া থাকে), বিবর্ণতা হয় এবং গ্লানি, তন্দ্রা ও নিদ্রা হইয়া থাকে। ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও মরণ হইয়া থাকে। ২৩। এস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে (২৪—২৭ দেখ);—ওজোধাতুর তিনটী দোষ বলা হইল, যথা;—ব্যাপৎ, বিস্রংসন ও ক্ষয়। ২৪। তন্মধ্যে গাত্রসমূহের বিশ্লেষ ও অবসাদ, মূত্রাদি সহকারে দোষের নির্গম, শ্রান্তিবোধ এবং ক্রিয়া-সমূহের হীনতা এই কয়েকটী ওজশ্চ্যুতির লক্ষণ। ২৫। অঙ্গের গুরুতা ও স্তব্ধতা, গ্লানি, বিরূপতা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও বাতশোথ এই কয়েকটী দূষিত ওজোধাতুর লক্ষণ। ২৬। মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও অজ্ঞান এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল ও মরণ এই কয়েকটী ওজঃক্ষয়ের লক্ষণ। ২৭। ওজোধাতু চ্যুত ও ব্যাপন্ন হইলে ওজোধাতুর পোষণের বিরুদ্ধ না হয় এরূপ বিশেষ চিকিৎসা দ্বারা ওজোধাতুর পোষণ করিতে হয়। আর ওজোধাতু একবারে ক্ষীণ হইয়া গেলে তাহার আর চিকিৎসা চলে না। এইরূপ ক্ষীণ ওজোধাতুকে 'মূঢ়' ওজ কহিয়া থাকে। ২৮। এইস্থলে তিনটী শ্লোক বলা হইতেছে (২৯—৩১ দেখ);—যে ব্যক্তির দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) ধাতু ও মল ক্ষীণ হইয়াছে অথবা ওজোধাতু ক্ষীণ হইয়াছে, সে তত্তদ্বর্দ্ধক অন্নপান অভিলাষ করিয়া থাকে (অর্থাৎ যে ব্যক্তির ওজোধাতুর ক্ষয় হইয়াছে, সে ঘৃত-দুগ্ধাদি পান করিতে ইচ্ছা করে। যে ব্যক্তির বায়ু ক্ষীণ হইয়াছে, সে বায়ুবর্দ্ধক কটুরসাদি সেবন করিতে ইচ্ছা করে। ইত্যাদি)। ২৯। উক্ত প্রকার ক্ষীণরোগী যে যে আহারসমূহ প্রার্থনা করে, সে সেই সেই আহার প্রাপ্ত হইলে, তাহার সেই সেই ক্ষয় নষ্ট হইয়া থাকে। ৩০। ধাতুক্ষয় হেতু যাহার বায়ু কুপিত হইয়া সংজ্ঞা ও কর্ম্ম নাশ করে এবং যাহার ওজোধাতু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আর চিকিৎসা চলে না। ৩১। রসধাতুই স্থূলতা ও কৃশতার হেতু। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি শ্লেষ্মকারক আহার সেবন করে, ভোজনের উপর ভোজন করে, শারীরিক পরিশ্রম না করে এবং দিবসে নিদ্রা যায়, তাহার অন্নরস পরিপক্ক হয় না এবং অধিকতর মধুরাস্বাদ হয়। সেই অন্নরস শরীরে সঞ্চারিত হইয়া অতি স্নিগ্ধত্বহেতু মেদ উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহাতে অতিশয় স্থূলতা হয়। এইরূপে অতি স্থূল হইলে মানুষকে ক্ষুদ্রশ্বাস, পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রা, স্বেদ, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, ক্রথন (নিদ্রাবস্থায় কণ্ঠ হইতে যে ঘুর্ঘুর শব্দ নিঃসৃত হয়), গাত্রাবসাদ ও গদ্গদভাষণ শীঘ্র আবেশ করে। সে ব্যক্তি মেদের সৌকুমার্য্যবশতঃ সর্ব্বক্রিয়াতেই অসমর্থ হয়। উহার শুক্রমার্গ কফ মেদে নিরুদ্ধ হওয়াতে ব্যবায় শক্তির হ্রাস হয়। আর মার্গ সকল এইরূপে আবৃত হওয়াতেই অন্যান্য ধাতুও পরিপুষ্ট হইতে পায় না। এই জন্য মেদস্বী ব্যক্তি অত্যন্ত অল্প-প্রাণ হয়। উহার প্রমেহ, পীড়কা, জ্বর, ভগন্দর, বিদ্রধি বা বাতবিকার হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হওয়াতে উহার সকল পীড়াই কঠিন হইয়া থাকে। এইজন্য মেদের উৎপত্তিহেতুর পরিহার করিবে। আর মেদ উৎপন্ন হইলে শিলাজতু, গুগ্গুলু, গোমূত্র, ত্রিফলা, লৌহভস্ম, রসাঞ্জন, মধু, যব, মুগ, কোরদূষক (কোদোধান), শ্যামাধান, উদ্দালক (বন্য কোরদূষক) প্রভৃতি দ্রব্য এবং অন্যান্য বিরূক্ষণ (রুক্ষতাকারক) ও ছেদনীয় (স্রোতঃশোধক) দ্রব্যসমূহের বিধিপূর্ব্বক সেবন, শারীরিক পরিশ্রম এবং লেখন (কৃশতাকারক) দ্রব্যসমূহের সেবন হিতকর। ৩২। কৃশতা যেরূপে উৎপন্ন

তত্র পুনর্বাতলাহারসেবিনোঽতিব্যায়ামব্যবায়াধ্যয়নভয়শোকধ্যানরাত্রিজাগরণপিপাসাক্ষুৎকষায়াল্পাশনপ্রভৃতিভিরুপশোষিতো রসধাতুঃ শরীরমনক্রামন্নল্পত্বান্ন প্রীণয়তি, তস্মাদতিকার্শ্যং ভবতি। সোঽতিকৃশঃ ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবাতবর্ষভারাদানেষ্বসহিষ্ণুঃ বাতরোগপ্রায়োঽল্পপ্রাণশ্চ ক্রিয়াসু ভবতি; শ্বাসকাসশোষপ্লীহোদরাগ্নিসাদগুল্মরক্তপিত্তানামন্যতমং প্রাপ্য মরণমুপযাতি। সর্ব্ব এব চাস্য রোগা বলবন্তো ভবন্ত্যল্পপ্রাণত্বাৎ। অতস্তস্যোৎপত্তিহেতুং পরিহরেৎ। উৎপন্নে তু পয়স্যাশ্বগন্ধাবিদারীবিদারীগন্ধাশতাবরীবলাতিবলানাগবলানাং মধুরাণামন্যাসাঞ্চৌষধীনামুপযোগঃ ক্ষীরদধিঘৃতমাংসশালিষষ্টিকযবগোধূমানাঞ্চ। দিবাস্বপ্নব্রহ্মচর্য্যাব্যায়ামবৃংহণবস্ত্যুপযোগশ্চেতি ॥ ৩৩

যঃ পুনরুভয়সাধারণান্যুপসেবেত তস্যান্নরসঃ শরীরমনুক্রামন্ সমান ধাতূনুপচিনোতি; সমধাতুত্বান্মধ্যশরীরো ভবতি; সর্ব্বক্রিয়াসু সমর্থঃ, ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবর্ষাতপসহো বলবাংশ্চ। স সততমনুপালয়িতব্য ইতি ॥ ৩৪

অত্যন্তগর্হিতাবেতৌ সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ।
শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্তু কৃশঃ স্থূলাৎ তু পূজিতঃ ॥ ৩৫
দোষঃ প্রকুপিতো ধাতূন্ ক্ষপয়ত্যাত্মতেজসা।
ইদ্ধঃ স্বতেজসা বহ্নিরুখাগতমিবোদকম্ ॥ ৩৬
বৈলক্ষণ্যাচ্ছরীরাণামস্থায়িত্বাৎ তথৈব চ।
দোষধাতুমলানাঞ্চ পরিমাণং ন বিদ্যতে ॥ ৩৭
এষাং সমত্বং যচ্চাপি ভিষগ্ভিরবধার্য্যতে।
ন তৎ স্বাস্থ্যাদৃতে শক্যং বক্তুমন্যেন হেতুনা ॥ ৩৮
দোষাদীনাস্ত্বসমতামনুমানেন লক্ষয়েৎ।
অপ্রসন্নেন্দ্রিয়ং বীক্ষ্য পুরুষং কুশলো ভিষক্ ॥
স্বস্থস্য রক্ষণং কুর্য্যাদস্বস্থস্য তু বুদ্ধিমান্।
ক্ষপয়েদ্বৃংহয়েচ্চাপি দোষধাতুমলান্ ভিষক্।
তাবদ্যাবদরোগঃ স্যান্নরো রোগসমন্বিতঃ ॥ ৩৯
সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে দোষধাতুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানীয়ো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হয়, তাহাও বলা যাইতেছে। যে ব্যক্তি বায়ুকারক আহার সেবন করে, অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম করে, অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গ করে, অতিশয় অধ্যয়ন করে, এবং ভয় শোক চিন্তা রাত্রি-জাগরণ পিপাসা ক্ষুধা কষায়রসাভ্যাস ও অল্প-ভোজন প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপদ্রুত হয়, তাহার অন্নরস শুষ্ক হইয়া থাকে এবং শরীরে সঞ্চারিত হইলেও অল্পতা বশতঃ পোষণ করিতে পারে না। এই কারণে অতিশয় কৃশতা হয়। এইরূপ অতি-কৃশ হইলে মানুষ ক্ষুৎপিপাসা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, ভার ও আদান-কালসমূহের বেগ সহ্য করিতে পারে না। কৃশেরা প্রায়ই বাতরোগী হইয়া থাকে এবং সর্ব্ব ক্রিয়াতেই অশক্ত হয়। উহাদের শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, প্লীহা, উদর, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম বা রক্তপিত্তরোগে মৃত্যু হয়। আর উহারা অল্পশক্তি বলিয়া উহাদের সর্ব্বপ্রকার রোগই অসহ্য হইয়া থাকে। এইজন্য কৃশতা-রোগের উৎপত্তির হেতু পরিহার করিবে। আর কৃশতা উৎপন্ন হইলে পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), অশ্বগন্ধা, বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), বিদারীগন্ধা (শালপাণি), শতমূলী, বেড়েলা, অতিবলা (পীতবলা) ও নাগবলা (গোরক্ষ চাকুলে) এই সকল দ্রব্য ও অন্যান্য মধুর ওষধিসমূহের সেবন এবং দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাংস, শালি-ষষ্টিক ধান্য যব ও গোধূম এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার, তন্দ্রা, দিবানিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম), শারীরিক পরিশ্রম ও বৃংহণ দ্রব্যসমূহ সেবন উপযোগী। ৩৩। আর যে ব্যক্তি স্থূলতা ও কৃশতা কারক উভয় প্রকার দ্রব্যই সাধারণতঃ ব্যবহার করে, তাহার শরীরে অন্নরস সঞ্চারিত হইয়া ধাতুদিগকে সমভাবে পোষণ করিয়া থাকে। এইরূপ সমধাতু হওয়াতে সে ব্যক্তি মধ্যশরীর (না স্থূল না কৃশ) হয়। সে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াতে সমর্থ হয় এবং ক্ষুৎপিপাসা, শীত, উষ্ণ, বর্ষা ও আতপ সহ্য করিতে পারে। তাহাকে সুস্থোচিত দ্রব্যসমূহযোগে সর্ব্বদা পরিপালন করিবে। ৩৪। এ স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে (৩৫—৪০ দেখ);— স্থূল ও কৃশ উভয়েই অত্যন্ত নিন্দনীয়। মধ্যশরীর ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। আর স্থূল অপেক্ষা কৃশ ভাল। ৩৫। যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্বীয় তেজে স্থালীগত জলকে শুষ্ক করে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত বা কফ কুপিত হইলে স্বীয় তেজে ধাতুদিগকে ক্ষীণ করিয়া থাকে। ৩৬। বাতাদি প্রকৃতি, রসরক্তাদি ধাতু, কষ্টসহত্ব ও হ্রস্ব-দীর্ঘত্বাদি-ভেদে শরীরসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; আবার কালভেদে ও বয়োভেদে শরীর অনবস্থিত হয়; এইজন্য দোষ ধাতু ও মলের পরিমাণ স্থির করা যায় না। ৩৭। আবার বৈদ্যেরা যে দোষ, ধাতু ও মলের সমতা স্থির করিয়া থাকেন, তাহা স্বাস্থ্য ভিন্ন অন্য কারণে বলা যায় না [অর্থাৎ বৈদ্যেরা মানুষের স্বাস্থ্য দেখিয়াই তাহার দোষ, ধাতু ও মলের সমতা অনুমান করেন]। ৩৮। দোষ, ধাতু ও মলের অসমতাও অনুমান দ্বারা স্থির করিতে হয়। পুরুষকে অসুস্থ দেখিলেই বুদ্ধিমান্ বৈদ্য এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। বৈদ্যের কর্ত্তব্য দুই প্রকার;—সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষণ ও অসুস্থের চিকিৎসা। রোগী নীরোগ না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদ্য আবশ্যকমতে দোষ, ধাতু ও মলকে ক্ষীণ বা বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। [আবশ্যকমতে এইরূপ ক্ষীণ বা বৃদ্ধি করাকেই চিকিৎসা কহে]। ৩৯। বায়ু পিত্ত কফের সমতা, অগ্নির সমতা, ধাতুদিগের সমতা, মলদিগের সমতা, নিদ্রা-জাগরণাদি ক্রিয়াসমূহের সমতা এবং ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা দৃষ্ট হইলে মানুষকে সুস্থ বলা যায়। ৪০।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কর্ণব্যধবন্ধবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

রক্ষাভূষণনিমিত্তং বালস্য কর্ণৌ বিধ্যেতে। তৌ ষষ্ঠে মাসি সপ্তমে বা শুক্লপক্ষে প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু কৃতমঙ্গলস্বস্তিবাচনং ধাত্র্যঙ্কে কুমারমুপবেশ্য বালক্রীড়নকৈঃ প্রলোভ্যাভিসান্ত্বয়ন্ ভিষগ্বামহস্তেনাকৃষ্য কর্ণং দৈবকৃতে ছিদ্রে আদিত্যকরাবভাসিতে শনৈঃ শনৈর্দক্ষিণহস্তেন ঋজু বিধ্যেৎ। প্রতনুকং সূচ্যা বহলমারয়া পূর্ব্বং দক্ষিণং কুমারস্য বামং কন্যায়াঃ। ততঃ পিচুবর্ত্তিং প্রবেশয়েৎ ॥ ২ সম্যক্ বিদ্ধমামতৈলেন পরিষেচয়েৎ ॥

শোণিতবহুত্বেন বেদনয়া বান্যদেশবিদ্ধমিতি জানীয়াৎ। নিরুপদ্রবতয়া তদ্দেশবিদ্ধমিতি ॥ ৩

তত্রাজ্ঞেন যদৃচ্ছয়া বিদ্ধাসু শিরাসু কালিকামর্ম্মরিকালোহিতিকাসূপদ্রবা ভবন্তি। তত্র কালিকায়াং জ্বরো দাহঃ শ্বয়থুর্বেদনা চ ভবতি। মর্ম্মরিকায়াং বেদনা জ্বরো গ্রন্থয়শ্চ। লোহিতিকায়াং মন্যাস্তম্ভাপতানকশিরোগ্রহকর্ণশূলানি ভবন্তি। তেষু যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত। ক্লিষ্টজিহ্মাপ্রশস্তসূচীব্যধাদ্গাঢ়তরবর্ত্তিত্বাদ্দোষসমুদায়াদ-প্রশস্তব্যধাদ্বা যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র বর্ত্তিমুপহৃত্যাশু মধূকৈরণ্ডমূলমঞ্জিষ্ঠা-যবতিলকল্কৈর্ম্মধুঘৃত-প্রগাঢ়ৈরালেপয়েৎ তাবদ্যাবৎ সুরূঢ় ইতি। সুরূঢ়ঞ্চৈনং পুনর্বিধ্যেৎ, বিধানন্তু পূর্ব্বোক্তমেব ॥ ৪

তত্র সম্যগ্বিদ্ধমামতৈলেন পরিষেচয়েৎ। ত্র্যহাৎ ত্র্যহাচ্চ বর্ত্তিং স্থূলাং স্থূলতরীং দদ্যাৎ পরিষেকঞ্চ তমেব। অথ ব্যপগতদোষোপদ্রবে কর্ণে বর্দ্ধনার্থং লঘুবর্দ্ধনকং কুর্য্যাৎ ॥ ৫

এবং বিবর্দ্ধিতঃ কর্ণশ্ছিদ্যতে তু দ্বিধা নৃণাম্।
দোষতো বাভিঘাতাদ্বা সন্ধানং তস্য মে শৃণু ॥ ৬

তত্র সমাসেন পঞ্চদশকর্ণবন্ধাকৃতয়ঃ। তদ্যথা নেমিসন্ধানক উৎপলভেদ্যকো বল্লূরক আসঙ্গিমো গণ্ডকর্ণ

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কর্ণব্যধবন্ধ বিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [যেরূপে কর্ণবেধ করিতে হয় এবং ছিন্নকর্ণ বন্ধন করিতে হয়, এই অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত হইয়াছে]। ১। বালকের কর্ণবেধ দুই কারণে হয় ;—রক্ষার নিমিত্ত ও অলঙ্কারের নিমিত্ত [ডাক্তার বীটন বলেন যে, যাহার কর্ণবেধ হইয়াছে, অকালে তাহার দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয় না]। ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসে [টীকাকারেরা বলেন যে, বৎসরের ষষ্ঠ বা সপ্তম মাসে। তাঁহাদের মতে ভাদ্র মাস বৎসরের প্রথম মাস। অতএব বৎসরের ষষ্ঠ মাস মাঘ এবং সপ্তম মাস ফাল্গুন], শুক্লপক্ষে, প্রশস্ত তিথিতে, প্রশস্ত করণে, প্রশস্ত মুহূর্ত্তে ও প্রশস্ত নক্ষত্রে বালকের উদ্দেশে, মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তিবাচন করিয়া উহাকে ধাত্রীর ক্রোড়ে উপবেশন করাইবে। অনন্তর খেলনা দিয়া ভুলাইয়া সান্ত্বনা করিয়া বৈদ্য বামহস্তে বালকের কর্ণ আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আস্তে আস্তে সরল বেধ করিবেন। কর্ণের যে স্থানে বেধ করিতে হইবে, ঐ স্থানে একটী দৈবকৃত ছিদ্র আছে ; তাহা সূর্য্য কিরণের প্রতিমুখে ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায় [ঐ স্থানটীতে শিরাদি নাই]। বেধ্যস্থান অতিশয় তনু (পাতলা) হইলেই সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিতে হয়। নতুবা আরা নামক [জুতাসেলাই করিবার জন্য চামারেরা যেরূপ সূচী ব্যবহার করে। তাহার মুখে ধার আছে। ইংরেজীতে ইহাকে awl অল্ বলে]। প্রথমে কুমারের দক্ষিণ কর্ণ ও কন্যার বামকর্ণ বিদ্ধ করিবে। পরে বিদ্ধ স্থানে কার্পাস সূত্র প্রবেশ করাইবে। ২। দৈবকৃত ছিদ্র ভিন্ন অন্যস্থান বিদ্ধ করিলে অধিক রক্তপাত ও বেদনা হয় জানিবে। আর যে স্থান বিদ্ধ করিলে কোন প্রকার উপদ্রব না হয়, তাহাই দৈবকৃত ছিদ্র। ৩। এরূপ স্থলে অজ্ঞেরা যদৃচ্ছা বিদ্ধ করিলে কালিকা, মর্ম্মরিকা বা লোহিতিকা নামক শিরা (Nervre) বিদ্ধ হইতে পারে। তাহাতে নানাপ্রকার উপদ্রব হয়। তন্মধ্যে কালিকা বিদ্ধ হইলে জ্বর, দাহ, শোথ ও বেদনা হয়। মর্ম্মরিকা বিদ্ধ হইলে বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থিসমূহ উৎপন্ন হয়। লোহিতিকা বিদ্ধ হইলে মন্যাস্তম্ভ, অপতানক, শিরোগ্রহ (মস্তকে বেদনা) ও কর্ণে ব্যথা হইয়া থাকে। এই সকল রোগ হইলে এই সকল রোগের যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করিতে হয়। সূচী ক্লিষ্ট (খারাপ), জিহ্ম (বক্র) বা পূর্ব্বোক্ত গুণহীন হইলে কিংবা সূত্র স্থূল হইলে কিংবা বাত পিত্ত কফের প্রকোপ হইলে বা কর্ণবেধ যথোচিত না হইলে বিদ্ধ স্থানে যদি শোথ বা বেদনা হয়, তবে সে স্থলে সূত্র বহিষ্কৃত করিয়া শীঘ্র যষ্টিমধু, এরণ্ডমূল, যব ও তিলের কল্ক মধু-ঘৃত-যোগে আলোড়িত করিয়া, ক্ষতরোপণ না হওয়া পর্য্যন্ত, লেপন করিবে এবং ক্ষতরোপণ হইবার পর ইহাকে পূর্ব্বোক্ত বিধানেই পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিবে। ৪। কর্ণবেধ সম্যক্ হইলে পর অপক্ব তিলতৈল পরিষেচন করিবে। আর তিন তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ স্থূলতর সূত্র প্রবেশিত করিবে আর তিল তৈলই পরিষেচন করিতে থাকিবে। অনন্তর দোষ ও উপদ্রব গত হইলে ছিদ্রবর্দ্ধনার্থ লঘুবর্দ্ধনক ('খড়কে'। আপাং বা কাপাস বা নিমকাঠের খড়কে হইলে ভাল হয়।) প্রয়োগ করিবে। ৫। এই স্থানে একটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—এইরূপে ছিদ্র বর্দ্ধিত করিতে করিতে বাতাদি প্রকোপ বা অভিঘাত বশতঃ কখন কখন কর্ণ ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ণ ছিন্ন হইলে যেরূপে যুড়িতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬। কর্ণ বন্ধনের আকার সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ প্রকার। যথা ;—১ নেমিসন্ধানক, ২ উৎপলভেদ্যক, ৩ বল্লূরক, ৪ আসঙ্গিম, ৫ গণ্ডকর্ণ, ৬ আহার্য্য, ৭ নির্ব্বেধিম, ৮ ব্যাযোজিম, ৯ কপাটসন্ধিক, ১০ অর্দ্ধকপাটসন্ধিক,

আহার্য্যো নির্ব্বেধিমো ব্যাযোজিমঃ কপাটসন্ধিকোঽৰ্দ্ধকপাটসন্ধিকঃ সংক্ষিপ্তো হীনকর্ণো বল্লীকর্ণো যষ্টিকর্ণঃ কাকৌষ্ঠক ইতি ॥ ৭

তেষু পৃথুলায়তসমোভয়পালির্নেমিসন্ধানকঃ। বৃত্তায়তসমোভয়পালিরুৎপলভেদ্যকঃ। হ্রস্ববৃত্তসমোভয়পালির্বল্লুরকঃ। অভ্যন্তরদীর্ঘৈকপালিরাসঙ্গিমঃ। বাহ্যদীর্ঘৈকপালির্গণ্ডকর্ণঃ। অপালিরুভয়তোঽপ্যাহার্য্যঃ। পীঠোপমপালিরুভয়তঃ ক্ষীণপুত্রিকাশ্রিতো নির্ব্বেধিমঃ। অণুস্থূলসমবিষমপালির্ব্যাযোজিমঃ। অভ্যন্তরদীর্ঘৈকপালিরিতরাল্পপালিঃ কপাটসন্ধিকঃ। বাহ্যদীর্ঘৈকপালিরিতরাল্পপালিরৰ্দ্ধকপাটসন্ধিকঃ। তত্র দশৈতে কর্ণবন্ধবিকল্পাঃ সাধ্যাঃ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৮

সংক্ষিপ্তাদয়ঃ পঞ্চাসাধ্যাঃ। তত্র শুষ্কশষ্কুলিরুৎসন্নপালিরিতরাল্পপালিঃ সংক্ষিপ্তঃ। অনধিষ্ঠানপালিঃ পর্য্যন্তয়োঃ ক্ষীণমাংসো হীনকর্ণঃ। তনুবিষমাল্পপালির্বল্লীকর্ণঃ। গ্রথিতমাংসশিরাসন্ততসূক্ষ্মপালির্যষ্টিকর্ণঃ। নির্ম্মাংসসংক্ষিপ্তাগ্রাল্পশোণিতপালিঃ কাকৌষ্ঠকপালিরিতি। বন্ধেষপি তু শোফদাহরাগপাকপিড়কাস্রাবযুক্তা ন সিদ্ধিমুপযান্তি ॥ ৯

ভবন্তি চাত্র।

যস্য পালিদ্বয়মপি কর্ণস্য ন ভবেদিহ।
কর্ণপীঠং সমে মধ্যে তস্য বিদ্ধা বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ১০
বাহ্যায়ামিহ দীর্ঘায়াং সন্ধিরাভ্যন্তরো ভবেৎ।
আভ্যন্তরায়াং দীর্ঘায়াং বাহ্যসন্ধিরুদাহৃতা ॥ ১১
একৈব তু ভবেৎ পালিঃ স্থূলা পৃথ্বী স্থিরা চ যা।
তাং দ্বিধা পাটয়িত্বা তু ছিত্ত্বা চোপরি সন্ধয়েৎ ১২
গণ্ডাদুৎপাট্য মাংসেন সানুবন্ধেন জীবতা।
কর্ণপালিমপালেস্তু কুর্য্যান্নির্লিখ্য শাস্ত্রবিৎ ॥ ১৩

অতোঽন্যতমং বন্ধং চিকীর্ষুরগ্রোপহরণীয়োক্তোপসম্ভৃতসম্ভারং বিশেষতশ্চাত্রোপহরেৎ, সুরামণ্ডং ক্ষীরমুদকং ধান্যাম্লং কপালচূর্ণঞ্চেতি। ততোঽঙ্গনাং পুরুষং বা গ্রথিত-

১১ সংক্ষিপ্ত, ১২ হীনকর্ণ, ১৩ বল্লীকর্ণ, ১৪ যষ্টিকর্ণ এবং ১৫ কাকৌষ্ঠ। ৭। ছিন্নপালির উভয় অংশ বিস্তৃত, দীর্ঘ ও সমান করিয়া বন্ধন দিলে তাহাকে নেমিসন্ধানক বন্ধন কহে। উভয় পালি বৃত্ত, আয়ত ও সমান করিয়া বন্ধন দিলে তাহাকে উৎপলভেদ্যক বন্ধন কহে। উভয় পালি হ্রস্ব (অনতিদীর্ঘ) বৃত্ত ও সমান করিয়া বন্ধন দিলে তাহাকে বল্লুরক বন্ধন কহে। কর্ণপালি গণ্ডদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহাকে দীর্ঘীকৃত করিয়া গণ্ডদেশের সহিত বন্ধন করিতে হয়; এই বন্ধনকে আসঙ্গিম কহে। কর্ণপালির বাহ্যভাগ বিচ্ছিন্ন হইলে উহাকে দীর্ঘীকৃত করিয়া গণ্ডদেশ হইতে মাংস উদ্ধর-পূর্ব্বক তাহাতে সংলগ্ন করিতে হয়; এরূপ স্থলে যে বন্ধন প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাকে গণ্ডকর্ণ কহে। কর্ণপালি অতিশয় ক্ষুদ্র হইলে দুই গণ্ড হইতে মাংস উদ্ধার করিয়া দুই দিকের পালিতে যোগ করিতে হয়; এরূপ স্থলে যে বন্ধন দিতে হয়, তাহাকে আহার্য্য বন্ধন কহে। আর কর্ণপালি মূলতঃ ছিন্ন হইলে উহাকে পীঠোপম-পালি কহে; এরূপ স্থলেও গণ্ড হইতে মাংস উদ্ধার করিয়া পালি নির্ম্মাণপূর্ব্বক কর্ণ-পত্রিকায় সংলগ্ন করিতে হয়। এস্থলে যে বন্ধন দিতে হয়, তাহার নাম নির্ব্বেধিম। যদি ছিন্নপালির এক অংশ সর্ব্বত্র সমান সূক্ষ্ম বা স্থূল হয় অথচ অপর অংশ সর্ব্বত্র সমান সূক্ষ্ম বা স্থূল না হয়, তবে সে স্থলে ব্যাযোজিম নামক নানাপ্রকার বন্ধন দিতে হয়। গণ্ডদেশ-সংলগ্ন পালিকে দীর্ঘীকৃত ও বাহ্যপালীকে হ্রস্বীকৃত করিয়া যে বন্ধন দেওয়া যায়, তাহাকে কপাটসন্ধিক বন্ধন কহে। বাহ্যপালিকে দীর্ঘীকৃত ও গণ্ডদেশ-সংলগ্ন পালিকে হ্রস্বীকৃত করিয়া যে বন্ধন দেওয়া যায়, তাহাকে অৰ্দ্ধ-কপটাসন্ধিক বন্ধন কহে। এই দশ প্রকার কর্ণবন্ধ কার্য্যকর হয়। ইহাদের নাম দ্বারাই ইহাদের আকৃতি সকল ব্যাখ্যা করা হইল। ৮। সংক্ষিপ্ত প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার বন্ধন কার্য্যকর হয় না। তন্মধ্যে বন্ধন দিবার পর পালির অধিষ্ঠান শুষ্ক হইলে এবং এক পালি উন্নত ও অপর পালি হ্রস্ব হইলে সেই বন্ধনকে সংক্ষিপ্ত বন্ধন কহে। পালির অধিষ্ঠান না থাকিলে এবং গণ্ড ও বাহ্যদেশের মাংস ক্ষীণ হইলে সেস্থলে হীনকর্ণ বন্ধন কহে। পালিদ্বয় তনু, অসম ও অল্প হইলে সে স্থলে বল্লীকর্ণ বন্ধন কহে। পালিদ্বয় গ্রথিতমাংস, স্তব্ধ শিরাসমূহে আচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম হইলে সে স্থলে যষ্টিকর্ণ বন্ধন কহে। পালিদ্বয় মাংসহীন, সংক্ষিপ্ত ও অল্পশোণিত হইলে সে স্থলে কাকৌষ্ঠক পালি কহে। আর যে সকল বন্ধন দিবার পর শোথ, দাহ, রক্তিমা, পাক, পিড়কা ও স্রাব হইতে থাকে, তাহারাও কার্য্যকর হয় না। ৯। এইস্থলে চারিটী শ্লোক বলা হইতেছে। যথা। ১০—১৩;—নির্ব্বেধিম বন্ধন স্থলে কর্ণের পালিদ্বয় থাকে না, এরূপস্থলে বন্ধনসূত্র কর্ণ-পীঠের ঠিক্ মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিয়া প্রবেশিত করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা কর্ণপীঠের সহিত আহৃত পালি বন্ধন করিতে হয়। ১০। কপাটসন্ধিক বন্ধন স্থলে বাহ্য দীর্ঘপালিতে সন্ধান-সূত্র প্রবেশিত করিয়া গণ্ডস্থ পালির সহিত সংহিত করিতে হয়। অৰ্দ্ধকপাটসন্ধিক বন্ধন স্থলে গণ্ডদেশ-সংলগ্ন দীর্ঘ-পালিতে সূত্র প্রবেশিত করিয়া বাহ্য-পালির সহিত সংহিত করিতে হয়। ১১। বল্লুরক বন্ধন স্থলে একই পালি থাকে এবং উহা স্থূল, পৃথু ও দৃঢ় হইয়া থাকে, সেই পালিকে দ্বিধা পাটিত ও ছিন্ন করিয়া উপরিভাগে সংহিত করিবে। আহার্য্য বন্ধন স্থলে গণ্ড হইতে তৎসংলগ্ন মাংস শোণিতের সহিত উদ্ধৃত করিয়া পালিহীন কর্ণের পালি প্রস্তুত করিতে হয়। ১৩। উক্ত বন্ধনসমূহের মধ্যে কোন বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলে 'অগ্রোপহরণীয়' অধ্যায়োক্ত উপকরণ সকল

কেশান্তং লঘুভুক্তবন্তমাপ্তৈঃ সুপরিগৃহীতঞ্চ কৃত্বা বন্ধমুপধার্য্য ছেদ্যভেদ্যলেখ্যব্যধনৈরুপপাদ্য কর্ণং শোণিতমবেক্ষেত তদ্দুষ্টমদুষ্টঞ্চেতি। তত্র বাতদুষ্টে ধান্যাম্লোষ্ণোদকাভ্যাং পিত্তদুষ্টে শীতোদকপয়োভ্যাং শ্লেষ্মদুষ্টে সুরামণ্ডোষ্ণোদকাভ্যাং প্রক্ষাল্য কর্ণৌ পুনরবলিখ্যানুন্নতমহীনমবিষমঞ্চ কর্ণসন্ধিং সন্নিবেশ্য স্থিতরক্তং সন্দধ্যাৎ। ততো মধুঘৃতেনাভ্যজ্য পিচুপ্রোতয়োরন্যতরেণাবগুণ্ঠ্য সূত্রেণানবগাঢ়মশিথিলঞ্চ বদ্ধ্বা কপালচূর্ণেনাবকীর্য্যাচারিকমুপদিশেৎ দ্বিব্রণীয়োক্তেন চ বিধানেনোপচরেৎ॥ ১৪

ভবতশ্চাত্র।

বিঘট্টনং দিবাস্বপ্নং ব্যায়ামমতিভোজনম্।
ব্যবায়মগ্নিসন্তাপং বাক্‌শ্রমঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৫
আমতৈলপরীষেকং ত্রিরাত্রমবচারয়েৎ।
ততস্তৈলেন সংসৃষ্টং ত্র্যহাদপনয়েৎ পিচুম্॥ ১৬

নচাসংশুদ্ধরক্তমতিপ্রবৃত্তরক্তং ক্ষীণরক্তং বা সন্দধ্যাৎ

সংগ্রহ করিতে হয়, বিশেষতঃ এস্থলে সুরামণ্ড, দুগ্ধ, জল, ধান্যাম্ল এবং মৃৎকপালচূর্ণ নিকটে রাখিতে হয়। অনন্তর যে স্ত্রী বা পুরুষের কর্ণবেধ করিতে হইবে, তাহার কেশান্ত কর্ণমূল হইতে অপসৃত করিতে হয়, তাহাকে লঘু-ভোজন করাইতে হয় [ভোজনের পর অস্ত্র-চিকিৎসা করিলে তত বেদনা হয় না], বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে হয়। পরে বন্ধন স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেইস্থানে ছেদন, ভেদন, লেখন ও ব্যধনসংযোগে কর্ণকে উপপন্ন করিয়া নির্গত শোণিত দূষিত কি অদূষিত, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। তন্মধ্যে রক্ত বায়ুদূষিত হইলে ধান্যাম্ল ও উষ্ণ জল দ্বারা, পিত্তদূষিত হইলে শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা এবং শ্লেষ্মদূষিত হইলে সুরামণ্ড ও উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সন্ধেয় পালিদ্বয় পুনর্ব্বার অবলেখন করিবে এবং উন্নত, হীন বা বিষম না হয় এরূপ ভাবে সন্ধিস্থান স্থাপিত করিয়া সন্ধান করিবে; যেন সত্বর রক্তপাত বন্ধ হয়। অনন্তর মধু ও ঘৃত-সহযোগে অভ্যক্ত করিয়া, তূলা কিংবা ছিন্নবস্ত্রে আবৃত করিয়া সূত্র দ্বারা অনবগাঢ় অথচ অশিথিল ভাবে বন্ধন করিবে এবং তদুপরি মৃৎকপালচূর্ণ (শরাবচূর্ণ) ছড়াইয়া দিবে। আর রোগীকে বক্ষ্যমাণ ব্রণিতোপাসনীয়-পরিচ্ছেদোক্ত নিয়ম সকল পালন করিতে বলিবে এবং দ্বিব্রণীয়-পরিচ্ছেদোক্ত বিধানে তাহার চিকিৎসা করিবে। ১৪। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে যথা;—উক্ত রোগে বিঘট্টন (ব্রণস্থান ঘাঁটা), দিবানিদ্রা, শারীরিক-পরিশ্রম, অতিভোজন, ব্যবায়, অগ্নিসন্তাপ ও অধিক কথা পরিহার করিবে। ১৫। ব্রণস্থানে ত্রিরাত্র আমতৈল (কাঁচা তিল-তৈল) পরিষেক করিবে। অনন্তর তাহার উপর তৈলযুক্ত তূলা স্থাপন করিবে। সেই তূলা তিন দিন পরে খুলিয়া ফেলিবে। ১৬। ব্রণের রক্ত শুদ্ধ না হইলে বা ব্রণ হইতে

স হি বাতদুষ্টে রক্তে রূঢ়োঽপি পরিপুটনবান্। পিত্তদুষ্টে দাহপাকরাগবেদনাবান্। শ্লেষ্মদুষ্টে স্তব্ধঃ কণ্ডুমান্। অতিপ্রবৃত্তরক্তে শ্যাবশোফবান্। ক্ষীণোঽল্পমাংসো ন বৃদ্ধিমুপৈতি। স যদা সুরূঢ়ো নিরুপদ্রবঃ সবর্ণো ভবতি তদৈনং শনৈঃ শনৈরভিবর্দ্ধয়েৎ॥ ১৭

অথোঽন্যথা সংরম্ভদাহপাকরাগবেদনাবান্ পুনশ্ছিদ্যতে বা। অথাস্যাপ্রদুষ্টস্যাভিবর্দ্ধনার্থমভ্যঙ্গঃ। তদ্‌যথা গোধা-প্রতুদবিষ্কিরানূপৌদকবসামজ্জানৌ পয়ঃ সর্পিস্তৈলং গৌরসর্ষপজঞ্চ যথালাভং সম্ভৃত্যার্কালর্কবলাতিবলানন্তাপামার্গাশ্বগন্ধা-বিদারিগন্ধা-ক্ষীরশুক্লা-জলশূক-মধুরবর্গপয়স্যাপ্রতীবাপৈঃ তৈলং বা পাচয়িত্বা স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ॥ ১৮

স্বেদিতোন্মর্দ্দিতং কর্ণং স্নেহেনানেন যোজয়েৎ।
অথানুপদ্রবঃ সম্যগ্ বলবাংশ্চ বিবর্দ্ধতে॥

অতিশয় রক্তপাত হইতে থাকিলে বা শুদ্ধরক্ত অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গেলে, তৎকালে সন্ধান করিবে না। কারণ রক্ত যদি বায়ুদূষিত থাকে, তবে সেস্থলে ব্রণ রূঢ় হইলেও মিশ্রকাধ্যায়োক্ত পরিপুটন নামক রোগ হয়। যদি পিত্তদূষিত থাকে, তবে কর্ণসন্ধিতে দাহ, পাক, রাগ ও বেদনা হয়। যদি কফদূষিত থাকে, তবে কর্ণসন্ধি স্তব্ধ ও কণ্ডূযুক্ত হয়। রক্তের অতিশয় নির্গম হইলে সেস্থলে শ্যাববর্ণ শোথ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ রক্ত ক্ষীণ হইলে সেস্থলে অল্প মাংস হয় এবং কর্ণপালির বৃদ্ধি হয় না। কর্ণসন্ধি উত্তমরূপে শুষ্ক, নিরুপদ্রব ও পার্শ্বদেশের সহিত সমানবর্ণ হইলে কর্ণপালি শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত করিবে। ১৭। ইহার অন্যথা হইলে কর্ণসন্ধিতে শোথ, দাহ, পাক, রক্তিমা ও বেদনা হয় এবং তাহা পুনর্ব্বার ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। কর্ণসন্ধি পূর্ব্বোক্তরূপে দূষিত না থাকিলে উহার বর্দ্ধনার্থ যে দ্রব্য অভ্যঙ্গ করিতে হয়, তাহা বলা হইতেছে। যথা;—বক্ষ্যমাণ অন্নপানাধ্যায়োক্ত গোধা, প্রতুদবর্গীয় পক্ষী, বিষ্কিরজাতীয় পক্ষী, আনূপ জন্তু ও ঔদক জন্তুর বসা ও মজ্জা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং শ্বেত সর্ষপের তৈল যথালাভ সংগ্রহ করিবে এবং সেই সমুদায় দ্রব্যের সহিত আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, বেড়েলামূল, অতিবলা (পীত বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা বা গোরক্ষচাকুলে), অনন্তমূল, আপাংমূল, অশ্বগন্ধা, বিদারিগন্ধা (শালপাণি), ক্ষীরশুক্লা (শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড), জলশূক (কৃষ্ণবর্ণ জলকীট। কেহ বলেন, জলনীলিকা নামক জলস্থ লোমশ বিষাক্ত কীটবিশেষ), কাকোল্যাদি মধুর গণ এবং পয়স্যা (কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড) এই সমুদায় দ্রব্যের কল্ক দিয়া স্নেহ পাক করিবে। অথবা এই সমুদায় কল্কের সহিত তিলতৈল পাক করিবে এবং তাহা নিভৃতে স্থাপন করিবে। ১৮। অনন্তর কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—উক্ত স্নেহ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে কর্ণকে স্বেদিত ও মর্দ্দিত করিতে হয়। এইরূপে স্নেহ প্রয়োগ করা হইলে কর্ণপালি নিরুপদ্রব ও

যবাশ্বগন্ধাযষ্ট্যাহ্বৈস্তিলৈশ্চোদ্বর্ত্তনং হিতম্।
শতাবর্য্যশ্বগন্ধাভ্যাং পয়স্যৈরণ্ডজীবনৈঃ॥
তৈলং বিপক্বং সক্ষীরমভ্যঙ্গাৎ পালিবর্দ্ধনম্॥ ১৯
যে তু কর্ণা ন বর্দ্ধন্তে স্বেদস্নেহোপপাদিতাঃ।
তেষামপাঙ্গদেশে তু কুর্য্যাৎ প্রচ্ছানমেব তু।
বাহ্যচ্ছেদং ন কুর্ব্বীত ব্যাপদস্ততো ধ্রুবাঃ॥ ২০
বদ্ধমাত্রন্তু যঃ কর্ণং সহসৈবাভিবর্দ্ধয়েৎ।
আমকোশীসমাধ্মাতঃ ক্ষিপ্রমেব বিমুচ্যতে॥ ২১
জাতরোমা সুবর্ত্মা চ শ্লিষ্টসন্ধিঃ সমঃ স্থিরঃ।
সুরূঢ়োঽবেদনো যস্তু তং কর্ণং বর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ॥ ২২
অমিতাঃ কর্ণবন্ধাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ।
যো যথা সুবিশিষ্টঃ স্যাৎ তং তথা বিনিযোজয়েৎ॥ ২৩
কর্ণপাল্যাময়ান্ নৃণাং পুনর্বক্ষ্যামি সুশ্রুত।
কর্ণপাল্যাং প্রকুপিতা বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ॥
দ্বিধা বাপ্যথ সংসৃষ্টাঃ কুর্ব্বন্তি বিবিধা রুজঃ।
বিস্ফোটঃ স্তব্ধতা শোফঃ পাল্যাং দোষে তু বাতিকে॥
দাহবিস্ফোটজননং শোফঃ পাকশ্চ পৈত্তিকে।
কণ্ডূঃ সশ্বয়থুস্তম্ভো গুরুত্বঞ্চ কফাত্মকে॥ ২৪
যথাদোষঞ্চ সংশোধ্য কুর্য্যাৎ তেষাং চিকিৎসিতম্।
স্বেদাভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রলেপাসৃগ্বিমোক্ষণৈঃ॥
মৃদ্বীং ক্রিয়াং বৃংহণীয়ৈর্যথাস্বং ভোজনৈস্তথা।
য এবং বেত্তি দোষাণাং চিকিৎসাং কর্ত্তুমর্হতি॥ ২৫
অত ঊর্দ্ধং নামলিঙ্গৈর্বক্ষ্যে পাল্যামুপদ্রবান্
উৎপাটকশ্চোৎপুটকঃ শ্যাবঃ কণ্ডূযুতো ভৃশম্॥
অবমন্থঃ সকণ্ডূকো গ্রন্থিকো জম্বুলস্তথা।
স্রাবী চ দাহবাংশ্চৈব শৃণ্বেষাং ক্রমশঃ ক্রিয়াম্॥ ২৬
অপামার্গঃ সর্জ্জরসঃ পাটলালকুচত্বচৌ।
উৎপাটকে প্রলেপঃ স্যাৎ তৈলমেভিশ্চ পাচয়েৎ॥
শম্পাকশিগ্রুপূতীক-গোধামেদোঽথ তদ্বসা।
বারাহং গব্যমৈণেয়ং পিত্তং সর্পিশ্চ সংসৃজেৎ॥
লেপমুৎপুটকে দদ্যাৎ তৈলমেভিশ্চ সাধিতম্॥
গৌরীং সুগন্ধাং সশ্যামামনন্তাং তণ্ডুলীয়কম্॥
শ্যাবে প্রলেপনং দদ্যাৎ তৈলমেভিশ্চ সাধিতম্॥
পাঠাং রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং তথা স্যাদুষ্ণকাঞ্জিকম্॥
দদ্যাল্লেপং সকণ্ডূকে তৈলমেভিশ্চ সাধিতম্॥
ব্রণীভূতস্য দেয়ং স্যাদিদং তৈলং বিজানতা॥
মধুকং ক্ষীরকাকোলী জীবকাদ্যৈর্বিপাচিতম্॥
গোধাবরাহসর্পাণাং বসাঃ স্যুঃ কৃতবৃংহণে॥

বলবান্ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অভ্যঙ্গের পর যব অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু ও তিলের কল্কে উদ্বর্ত্তন (মালিশ) করা ভাল। শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পয়স্যা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), এরণ্ডমূল ও জীবনীয় গণের কল্ক ও দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা মালিশ করিলে কর্ণপালি বর্দ্ধিত হয়। ১৯। যে সকল কর্ণ এইরূপে স্বেদ-স্নেহযোগে উপপন্ন হইলেও বর্দ্ধিত না হয়, তাহাদের পুত্রিকার অধোভাগে প্রচ্ছান (পোঁচান) করিবে। এরূপ স্থলে কর্ণের বাহ্যলতিকার ছেদ করিতে নাই, কারণ তাহাতে নিশ্চয়ই বিপদ হইবে। ২০। কর্ণবন্ধনের পরেই যদি কর্ণকে বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে অভ্যন্তর সম্যক্ রূঢ় না হওয়াতে সন্ধি স্ফীত হইয়া গলিয়া যায়। ২১। ব্রণ শুষ্ক হইয়া কর্ণে লোম উৎপন্ন হইলে কর্ণের ছিদ্র দেখিতে সুন্দর হইলে, সন্ধি সুসংলগ্ন হইলে, বদ্ধস্থান সম, দৃঢ় সুরূঢ় ও বেদনাহীন হইলে, কর্ণ আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত করিবে। ২২ কর্ণবন্ধনে যাঁহারা কুশল, তাঁহারা অন্যান্য প্রকারেও বন্ধন করিয়া থাকেন, অতএব কর্ণবন্ধ অসংখ্য জানিবে। যেখানে যেরূপ বন্ধন করিলে সুনিবিষ্ট হয়, সেখানে সেইরূপ বন্ধনই আবশ্যক। ২৩। হে সুশ্রুত! আমি কর্ণপালির পীড়া সকল পুনশ্চ বলিতেছি শ্রবণ কর। বাত পিত্ত কফ প্রত্যেকে কিংবা দুই দুইটী করিয়া একদা কুপিত হইয়া কর্ণপালিতে বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে। তন্মধ্যে বাতিকরোগে বিস্ফোট, স্তব্ধতা ও শোথ হয়। পৈত্তিকরোগে দাহ, বিস্ফোট, শোথ ও পাক হয়। কফাত্মক রোগে কণ্ডূ, শোথ, স্তম্ভ ও গুরুতা হয়। ২৪। দোষানুসারে সংশোধন করিয়া এই সকল রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। স্বেদ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও রক্ত-মোক্ষণ আবশ্যক করে। আর শমন চিকিৎসাও করা যায় এবং দোষানুসারে বিবেচনা করিয়া বৃংহণীয় ভোজনসমূহও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি দোষসমূহের এই সকল প্রকৃতি অবগত আছেন, তিনিই চিকিৎসা করিবার উপযুক্ত। ২৫। অনন্তর কর্ণপালির উপদ্রবসমূহের নাম ও লক্ষণ বলিতেছি। যথা;—উৎপাটক, উৎপুটক (বক্ষ্যমাণ), শ্যাব, অতিশয় কণ্ডূ, অবমন্থ, সকণ্ডুক, গ্রন্থিক, জম্বুল, স্রাবী এবং দাহবান। ক্রমশঃ ইহাদের চিকিৎসা শ্রবণ কর। ২৬। উৎপাটকরোগে অপামার্গ, সর্জ্জরস (ধুনা), পারুল, লকুচের (ডেয়ার) ছাল কাটিয়া প্রলেপ দিবে। আর এই সকল দ্রব্যের কল্ক দিয়াই তৈল পাক করিবে। উৎপুটক-রোগে সোঁদাল, সজিনা, নাটাকরঞ্জ, গোধার মেদ বা বসা, বরাহ গো ও এণ-হরিণের পিত্ত এবং ঘৃত মিলিত করিয়া লেপ দিবে। আর এই সকল দ্রব্যের কল্ক দিয়াই পাক করিবে। শ্যাবরোগে হরিদ্রা, সুগন্ধা (রাস্না), শ্যামালতা, অনন্তমূল ও তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটে) কল্কিত করিয়া প্রলেপ দিবে। আর এই সকল দ্রব্যের কল্ক দিয়াই অভ্যঙ্গ করিবে। কণ্ডূরোগে আকনাদি, রসাঞ্জন, মধু ও উষ্ণকাঁজীর প্রলেপ দিবে। আর এই সকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈলই প্রয়োগ করিবে। কণ্ডূ ব্রণরূপে পরিণত হইলে যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী ও জীবকাদি গণের সহিত পক্ব তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে রোগী বৃংহিত হইয়া থাকে, তখন তাহার কর্ণে গোধা, বরাহ

প্রলেপনমিদং দদ্যাদবসিচ্যাবমন্থকে।
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং সমঙ্গাং ধবমেব চ ॥
তৈলমেভিশ্চ সম্পক্বং শৃণু কণ্ডুমতঃ ক্রিয়াম্।
সহদেবা বিশ্বদেবা অজাক্ষীরং সসৈন্ধবম্।
এতৈরালেপনং দদ্যাৎ তৈলমেভিশ্চ সাধিতম্
গ্রন্থিকে গুটিকাং পূর্ব্বং স্রাবয়েদবপাট্য তু।
ততঃ সৈন্ধবচূর্ণন্তু ঘৃষ্ট্বা লেপং প্রদাপয়েৎ ॥
লিখিত্বা তৎস্রুতং ঘৃষ্ট্বা চূর্ণৈ রোধ্রস্য জম্বুলে
ক্ষীরেণ প্রতিসার্য্যৈনং শুদ্ধং সংরোপয়েৎ ততঃ॥
মধুপর্ণীং মধূকঞ্চ মধুকং মধুনা সহ।
লেপং স্রাবিণি দাতব্যং তৈলমেভিশ্চ সাধিতম্॥
পঞ্চবল্কৈঃ সমধুকৈঃ পিষ্টৈস্তৈশ্চ ঘৃতান্বিতৈঃ।
জীবকাদ্যৈঃ সসর্পিষ্কৈর্দহ্যমানং প্রলেপয়েৎ ॥ ২৭

বিশ্লেষিতায়াস্ত্বথ নাসিকায়া বক্ষ্যামি সন্ধানবিধিং যথাবৎ
নাসাপ্রমাণং পৃথিবীরুহাণাং পত্রং গৃহীত্বা ত্ববলম্বিতস্য ॥
তেন প্রমাণেন হি গণ্ডপার্শ্বাদুৎকৃত্য বদ্ধন্ত্বথ নাসিকাগ্রম্।
বিলিখ্য চাশু প্রতিসন্দধীত তৎ সাধুবন্ধৈর্ভিষগপ্রমত্তঃ ॥

এবং সর্পের বসা প্রয়োগ করা যায়। অবমন্থকরোগে তৈল-পরিষেচনের পর এই প্রলেপ দিবে, যথা;—পুণ্ডরীয়া-কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা) ও ধববৃক্ষের ত্বক্। আর এই সকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা পাক করা তৈলই প্রয়োগ করিবে। এক্ষণে সকণ্ডুকের চিকিৎসা শ্রবণ কর। সহদেবা (বেড়েলা), বিশ্বদেবা (গোরক্ষচাকুলে) অজাদুগ্ধ ও সৈন্ধব একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে। আর এই সকলের কল্কে তৈল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে। গ্রন্থিকরোগে প্রথমতঃ গুটিকা অবপাটন পূর্ব্বক রক্তস্রাব করিবে। অনন্তর সৈন্ধবচূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া লেপ দিবে। জম্বুলরোগে লেখন করিয়া রক্তস্রাব হইলে তাহাতে লোধ্রচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। পরে দুগ্ধ দ্বারা প্রতিসারণ করিয়া শুদ্ধ হইলে, সংরোপণ করিবে। স্রাবী-রোগে গোলঞ্চ, মৌলফল, যষ্টিমধু ও মধুর সহিত প্রলেপ দিবে। আর এই সকল দ্রব্যের সহিত সাধিত তৈল প্রয়োগ করিবে। দাহবান্ রোগে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুম্বর, বেতস ও যষ্টিমধুর কল্ক ঘৃতের সহিত অথবা জীবকাদির কল্ক ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে। ২৭

ছিন্ন-নাসিকার চিকিৎসা।

অনন্তর ছিন্ন-নাসিকার সন্ধানবিধি যথাবৎ. ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তিকে বন্ধু-বান্ধবেরা ধরিয়া থাকিবে। অনন্তর একটী বৃক্ষপত্র [বা চর্ম্মখণ্ড বা কাগজ] নাসিকার পূর্ব্ব-আকৃতির সমান গ্রহণ করিয়া গণ্ডের উপর স্থাপন করিবে [এবং উহার চতুর্দ্দিক্ কালী দিয়া চিহ্নিত করিবে। পরে সেই চিহ্নিত ত্বক্] গণ্ড হইতে ছেদন করিবে। অনন্তর ছিন্ন-নাসিকার অগ্রভাগ (অর্থাৎ কিনারা সকল) লেখন করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্বক্ সাবধানে শীঘ্র যুড়িয়া দিবে এবং উত্তম বন্ধন দিবে। সংযোজিত ত্বক্ ঝুলিয়া না

সুসংহিতং সম্যগথো যথাবন্নাড়ীদ্বয়েনাভিসমীক্ষ্য বদ্ধা।
প্রোন্নম্য চৈনামবচূর্ণয়েচ্চ পত্তঙ্গযষ্টীমধুকাঞ্জনৈশ্চ ॥
সংছাদ্য সম্যক্ পিচুনা সিতেন তৈলেন সিঞ্চেদসকৃৎতিলানাম্
ঘৃতঞ্চ পায্যঃ স নরঃ সুজীর্ণে স্নিগ্ধো বিরেচ্যঃ স যথোপদেশম্
রূঢ়ঞ্চ সন্ধানমুপাগতঃ স্যাৎ তদর্দ্ধশেষন্তু পুনর্নিকৃন্তেৎ।
হীনাং পুনর্বর্দ্ধয়িতুং যতেত সমাঞ্চ কুর্য্যাদতিবৃদ্ধমাংসাম্ ॥২৮
নাড়ীযোগং বিনৌষ্ঠস্য নাসাসন্ধানবদ্বিধিম্।
এবমেবং জানীয়াৎ স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ২৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে কর্ণব্যধবন্ধবিধি-র্নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

পড়ে এইজন্য নাসিকার দুই রন্ধ্রে পত্রের নল বা অন্য নল প্রবেশিত করিয়া নাসিকা উত্তোলিত করিয়া রাখিতে হয়। পরে উহাতে পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন), যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনের চূর্ণ অবচূর্ণন করিবে। [অবচূর্ণন শব্দের অর্থ ঈষৎ ঘর্ষণ। অথবা চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া টিপিয়া বসাইয়া দেওয়াকেও অবচূর্ণন বলা যায়]। অনন্তর শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর তিল-তৈল পরিষেক করিবে। আর সেই ব্যক্তিকে ঘৃতপান করাইবে। ঘৃত সুজীর্ণ হইলে অভ্যঙ্গযোগে স্নিগ্ধ করিয়া যথাশাস্ত্র বিরেচন দিবে। ২৮। নাসাসন্ধি রূঢ় ও সংহিত হইলেও যদি সংহিত হইতে অর্দ্ধেক বাকী থাকে, তবে পুনর্ব্বার লেখন করিয়া পরস্পর সংহিত করিতে হইবে। নাসিকা হীন হইলে তাহা বর্দ্ধিত করিতে যত্ন করিবে। আর উহার মাংস অতিবর্দ্ধিত থাকিলে সমান করিয়া দিবে। ছিন্ন ওষ্ঠের সন্ধানবিধিও নাসাসন্ধির সন্ধানবিধির ন্যায়। কেবল নাসাসন্ধানে যে নলের উল্লেখ আছে, ছিন্ন ওষ্ঠের সন্ধানে তাহার প্রয়োজন হয় না। যে ব্যক্তি এই চিকিৎসা-প্রণালী অবগত আছে, সে রাজার চিকিৎসা করিবার যোগ্য। [ডাক্তারীতে ছিন্ন নাসা ও ছিন্ন ওষ্ঠ সংহিত করিবার যে প্রণালী লিখিত আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধার করা হইতেছে। এই চিকিৎসার নাম রাইনোপ্লাষ্টিক অপারেশন (Rhinoplastie Operation)। নাসিকার অগ্রভাগের কোন অংশ বা নাসিকার সমস্ত অগ্রভাগ ব্যাধি বা আঘাত বশতঃ নষ্ট হইলে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে ত্বক্ উদ্ধৃত করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হয়। নাসিকা ব্যাধিবশতঃ নষ্ট হইলে ব্যাধি আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত অস্ত্রক্রিয়া স্থগিত রাখিতে হয়। নাসিকার নষ্ট অংশের সমান একখণ্ড কাগজ বা চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ললাটের উপর স্থাপন করিয়া উহার প্রান্ত সকল কালী দিয়া চিহ্নিত করিতে হয় এবং ললাটের সেই চিহ্নিত ত্বক্ সেলুলার টিসু ও পেরিয়াষ্টিয়মের সহিত এরূপ-ভাবে ছিন্ন করিতে হয় যেন সমুদায় ত্বক্ একবারে ছিন্ন না হইয়া ভ্রূদ্বয়ের

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত আমপক্কৈষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

ঽভিধাস্যন্তে অনেকাকৃতয়স্তৈর্বিলক্ষণঃ পৃথুগ্রথিতঃ সমো

মধ্যস্থিত ত্বকের সহিত অতি সূক্ষ্ম ত্বগংশ দ্বারা মিলিত থাকে। অনন্তর নাসিকার যে স্থানে ললাটস্থ ত্বক্ যুড়িতে হইবে, ললাটের রক্তপাত বন্ধ হইলে সেই স্থান লেখন করিয়া এবং ললাটস্থ ত্বক্ ভ্রূর-মধ্যস্থ ত্বক্ হইতে ছিঁড়িয়া না যায় এরূপভাবে ঘুরাইয়া আনিয়া যুড়িয়া দিতে হয়। উভয় ত্বক্ পরস্পর মিলিত হইয়া গেলে ভ্রূসংলগ্ন ত্বক্ ছিন্ন করিয়া দিবে। (সুশ্রুতে ভ্রূর উল্লেখ নাই। আর কপালের স্থানে গণ্ডের উল্লেখ আছে। ডাক্তারীতে এক-কালে নাসিকা বিনষ্ট হইলে গণ্ডদেশ হইতে ত্বক্ সংগ্রহ করা রীতি আছে)। ছিন্ন ওষ্ঠ। ছিন্ন ওষ্ঠকে ডাক্তারীতে হেয়ার-লিপ বা শশকোষ্ঠ বলে। ইহা ওষ্ঠের মধ্যাংশের বাম-পার্শ্বেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বা অন্যতর পার্শ্বেও থাকে। কখন বা উভয় পার্শ্বেই দেখা যায়। শৈশবকালেই ছিন্ন ওষ্ঠ যুড়িয়া দেওয়া ভাল। কেননা শিশুরা যন্ত্রণা অধিক সহ্য করিতে পারে। আর শিশুদের অস্ত্রক্ষত সহজেই আরাম হয়। কিন্তু শিশুদের দন্ত নির্গমকালে ওষ্ঠ যুড়িতে নাই। রোগীকে শয়ন করাইয়া ওষ্ঠ-মাড়ি হইতে তুলিয়া ধরিবে। পরে শশকোষ্ঠের উভয় প্রান্ত লেখন করিয়া রক্ত নিবৃত্ত হইলে ঘোঁড়ার ঘাড়ের বা লেজের চুল দিয়া যুড়িয়া সেলাই করিয়া দিবে। পরে জলপটী ব্যবহার করিবে। অস্ত্র প্রয়োগের পর ২৪ বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় ওষ্ঠদ্বয় মিলিত হইয়া থাকে

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা আমপক্কৈষণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [এই অধ্যায়ে শোথের আম ও পক্ক অবস্থার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায় পাঠ করিলে, শোথের সেই সেই অবস্থার এষণ অর্থাৎ জ্ঞান হয়। ১। গ্রন্থি, বিদ্রধি, অলজী প্রভৃতি রোগ প্রায়ই শোথাকারে উত্থিত হয়। ঐ সকল রোগের বিষয় স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। ঐ সকল রোগের আকৃতি নানাপ্রকার। কিন্তু যাহাকে সাধারণতঃ শোথ (ফুলা) কহে, তাহা ঐ সকল বিশিষ্ট-লক্ষণযুক্ত রোগ হইতে ভিন্ন। এ স্থলে যাহা সাধারণতঃ শোথ বলিয়া অভিহিত হইতেছে, তাহা বিস্তীর্ণ, গ্রন্থির ন্যায় উন্নত। সর্ব্বত্র সমান বিস্তীর্ণ ও উন্নত অথবা অসমানভাবে বিস্তীর্ণ ও উন্নত হইতে পারে।

বিষমো বা ত্বঙ্মাংসস্থায়ী দোষসঙ্ঘাতঃ শরীরৈকদেশোত্থিতঃ শোফ ইত্যুচ্যতে। স ষড়্‌বিধো বাতপিত্তকফশোণিত-সন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তঃ॥ ২

তস্য দোষরূপব্যঞ্জনৈর্লক্ষণানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র বাতশোফোঽরুণঃ কৃষ্ণো বা পরুষো মৃদুরনবস্থিতাস্তোদাদয়-শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। পিত্তশোফঃ পীতো মৃদুঃ সরক্তো বা শীঘ্রানুসারী ওষাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। শ্লেষ্মশোফঃ পাণ্ডুঃ শুক্লো বা কঠিনঃ শীতঃ স্নিগ্ধো মন্দানু-সারী কণ্ড্বাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। সর্ব্ববর্ণবেদনঃ সন্নিপাতজঃ। পিত্তবচ্ছোণিতজোঽতিকৃষ্ণশ্চ। পিত্তরক্তলক্ষণ আগন্তুর্লোহিতাবভাসশ্চ॥ ৩

স যদা বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈর্ন সম্ভাবিতঃ প্রশম-য়িতুং ক্রিয়াবিপর্য্যয়াদ্বহুত্বাদ্বা দোষাণাং, তদা পাকাভিমুখো ভবতি। তস্যামস্য পচ্যমানস্য পক্কস্য চ লক্ষণমুচ্যমানবম-ধারয়॥ ৪

তত্র মন্দোষ্মতা ত্বক্‌সবর্ণতা শীতশোফতা স্থৈর্য্যং মন্দ-বেদনতাল্পশোফতা চামলক্ষণমুদ্দিষ্টম্॥ ৫

ইহা ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ইহা দোষসমূহের সঙ্ঘাত [সমষ্টীভাব বা একত্রীভাব]। এ স্থলে যে শোথের বিষয় বলা হইতেছে, তাহা শরীরের একদেশে উত্থিত হয় [অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গশোথ বা পাদশোথ প্রভৃতি এ স্থলের বাচ্য নহে; এ স্থলে ব্রণশোথ লক্ষিত হইবে]। সেই শোথ ছয় প্রকার, যথা ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ। ২। এক্ষণে বাতাদি-দোষজ শোথের রূপ ব্যাখ্যা করিতেছি। বাতজ শোথ অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, পরুষ (খসখসে), মৃদু ও অনবস্থিত (চঞ্চল অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যাইতে পারে)। আর এই শোথে বাতজনিত তোদ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যাতনা হয়। পিত্তজ শোথ পীতবর্ণ মৃদু, রক্তযুক্ত ও শীঘ্রক্রিয়াকারী। আর ইহাতে দাহপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যাতনা হয়। শ্লেষ্মজ শোথ পাণ্ডু বা শুক্লবর্ণ, কঠিন, শীতল, স্নিগ্ধ ও বিলম্বে ক্রিয়াকারী। আর ইহাতে কণ্ডূয়ন প্রভৃতি যাতনা হয়। সন্নিপাতজ শোথে ঐ সকল যাতনার সমবায় হয়। শোণিতজ শোথের লক্ষণ পিত্তজ শোথের ন্যায়। আর উহা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আগন্তু-শোথে (অর্থাৎ আঘাতাদি জনিত-শোথে) পিত্তজ ও রক্তজ শোথের লক্ষণ থাকে। আর উহা লোহিতবর্ণ হয়। ৩। শোথ যদি প্রলেপাদি বাহ্য ঔষধ ও কাথ প্রভৃতি আভ্যন্তর ঔষধসমূহের বৈগুণ্য বশতঃ বা দোষদিগের বাহুল্য বশতঃ ঐ সকল ঔষধে শান্ত না হয়, তবে পাকের অভিমুখ হয়। সেই শোথের আম, পচ্যমান ও পক্ক অবস্থার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪। তন্মধ্যে শোথ অভ্যন্তরে অল্প উষ্ণ, ত্বকের সহিত সমানবর্ণ, শীতলস্পর্শ, স্থির (অর্থাৎ

সূচিভিরিব নিস্তুদ্যতে, দশ্যত ইব পিপীলিকাভিস্তাভিশ্চ সংসৃপ্যত ইব, বিচ্ছিদ্যত ইব শস্ত্রেণ, ভিদ্যত ইব শক্তিভিঃ, তাড্যত ইব দণ্ডেন, পীড্যত ইব পাণিনা, ঘট্ট্যত ইব চাঙ্গুল্যা, দহ্যতে পচ্যত ইব চাগ্নিক্ষারাভ্যাং ওষচোষপরিদাহাশ্চ ভবন্তি: বৃশ্চিকবিদ্ধ ইব চ স্থানাসনশয়নেষু ন শান্তিমুপৈতি। আধ্মাতবস্তিরিবাততশ্চ শোফো ভবতি ত্বগ্বৈবর্ণ্যং শোফাভিবৃদ্ধিজ্বরদাহপিপাসাভক্তারুচিশ্চ পচ্যমানলিঙ্গম্ ॥ ৬

বেদনোপশান্তিঃ পাণ্ডুতাল্পশোফতা বলীপ্রাদুর্ভাবস্ত্বক্‌পরিপুটনং নিম্নদর্শনমঙ্গুল্যাবপীড়িতে প্রত্যুন্নমনং বস্তাবিবোদকসঞ্চরণং পূয়স্য প্রপীড়য়ত্যেকমন্তমন্তে বাবপীড়িতে মুহুর্মুহুস্তোদঃ কণ্ডুরুন্নতব্যাধেঃ উপদ্রবশান্তির্ভক্তাভিকাঙ্ক্ষা চ পক্বলিঙ্গম্ ॥ ৭

কফজেষু তু রোগেষু গম্ভীরগতিত্বাদভিঘাতজেষ্ বা কেষুচিদসমস্তং পক্বলক্ষণং দৃষ্ট্বা পক্বমপক্বমিতি মন্যমানো ভিষগ্মোহমুপৈতি। যত্র হি ত্বক্‌সবর্ণতা শীতশোফতা স্থৌল্যমল্পরুজতাশ্মবদ্ঘনতা ন তত্র মোহমুপেয়াদিতি ॥ ৮

ভবন্তি চাত্র।

আমং বিপচ্যমানঞ্চ সম্যক্‌পক্বঞ্চ যো ভিষক্।
জানীয়াৎ স ভবেদ্বৈদ্যঃ শেষাস্তস্করবৃত্তয়ঃ ॥ ৯
বাতাদৃতে নাস্তি রুজা ন পাকঃ
পিত্তাদৃতে নাস্তি কফাচ্চ পূয়ঃ।
তস্মাৎ সমস্তাঃ পরিপাককালে
পচন্তি শোফাস্ত্রয় এব দোষাঃ ॥ ১০
কালান্তরেণাভ্যুদিতন্তু পিত্তং
কৃত্বা বশে বাতকফৌ প্রসহ্য।
পচত্যতঃ শোণিতমেষ পাকো
মতোহপরেষাং বিদুষাং দ্বিতীয়ঃ ॥ ১১

তলতলে নয়), অল্পবেদনাযুক্ত ও অল্প স্ফীত হইলে আমলক্ষণ বলা যায়। ৫। শোথ যেন সূচী দ্বারা ভিন্ন হইতেছে, যেন পিপীলিকাকর্ত্তৃক দষ্ট হইতেছে, যেন উহার ভিতর পিপীলিকা চলিতেছে, যেন উহা শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইতেছে, যেন শক্তিসমূহ-যোগে ভিন্ন হইতেছে, যেন দণ্ড দ্বারা তাড়িত হইতেছে, যেন হস্ত দ্বারা পীড়িত হইতেছে, যেন অঙ্গুলি দ্বারা ঘট্টিত (ঘাঁটা) হইতেছে, যেন অগ্নি ও ক্ষারযোগে দগ্ধ ও পক্ব হইতেছে, যেন উহাতে ওষ (ঐকদেশিক দাহ), চোষ (চুষিতের ন্যায় বোধ হওয়া) ও পরিদাহ (সর্ব্বত্র দাহ) হইতেছে, যেন উহাতে বৃশ্চিক বিঁধিতেছে, স্থিতি উপবেশন ও শয়নে কিছুতেই শান্তি হইতেছে না, শোথের এইরূপ অবস্থা হইলে উহা পচ্যমান হইতেছে (পাকিতেছে) বলা যায়। এইরূপ শোথ আধ্মাত বস্তির ন্যায় [ফাঁপা তলপেটের ন্যায়] আতত (টানটান) হয়, শোথস্থানের ত্বক্ বিবর্ণ হয়, শোথের বৃদ্ধি হয় এবং জ্বর, দাহ, পিপাসা ও ভক্তে (ভাতে) অরুচি হইয়া থাকে। ৬। শোথ পক্ব হইলে বেদনার শান্তি, পাণ্ডুতা, স্ফীতির অল্পতা, বলির প্রাদুর্ভাব (অর্থাৎ টানটান ঘুচিয়া দড়কোঁচা পড়িতে থাকে), ত্বকের পরিপুটন (ফাটা), অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে নিম্নগমন ও ছাড়িয়া দিলে প্রত্যুন্নমন, কোন ধারে টিপিলে বস্তিতে জলসঞ্চরণের ন্যায় পূযের সঞ্চরণ, মধ্যে মধ্যে সূচীভেদবৎ অনুভব, কণ্ডূয়ন, শোথের অনুন্নতি, দাহাদি উপদ্রবসমূহের শান্তি ও ভক্তে আকাঙ্ক্ষা হয়। ৭। কফজ শোথসমূহে পূযের গতি গভীর হয়, এইজন্য পূয উপরে না থাকিলেও নীচে আছে মনে করিয়া কোন কোন ভিষক্ শোথের পক্বাপক্বতা স্থির করিতে পারেন না। আবার কোন কোন আঘাতজ শোথে পাকলক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকে, তাহাতেও চিকিৎসকের ভ্রম হয়। কিন্তু যেখানে পার্শ্ববর্ত্তী ত্বকের সহিত শোথের বর্ণ সমান এবং যেখানে শোথ শীতস্পর্শ, স্থূল, অল্পবেদনাযুক্ত ও প্রস্তরবৎ ঘন (পুরু), সেস্থানে আর শোথকে পক্ব বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না। ৮। এই স্থলে তিনটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা (৯, ১০, ১১) যিনি শোথের আম অবস্থা, পচ্যমান অবস্থা ও সম্যক্ পক্ব অবস্থা অবগত আছেন, তিনিই সুচিকিৎসক। আর যে বৈদ্য তাহা না জানিয়া শোথের চিকিৎসায় অগ্রসর হয়, সে তস্কর। ৯। বায়ু ভিন্ন শোথে বেদনা হয় না, পিত্ত ভিন্ন পাক হয় না এবং কফ ভিন্ন পূয হয় না। [ডাক্তারেরা বলেন যে, বেদনা বায়ুজন্য, আর বেদনা-স্থানে রক্তসঞ্চয় হইলে ক্রমশঃ রক্তের শ্লেষ্মভাগ ঐস্থলে সঞ্চিত হয়। সেই শ্লেষ্মভাগকেই পূয কহে। আয়ুর্ব্বেদে রক্ত ও পিত্তের তুল্যতা আছে, সুতরাং পচ্যমান অবস্থায় রক্তসঞ্চয় হইলেই পিত্তের ক্রিয়া হইল বলা যায়]। অতএব পরিপাককালে সকল শোথেই ত্রিদোষ ঘটিয়া থাকে। ১০। অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে শোথের বিদাহ অবস্থায় পিত্ত কুপিত হইয়া বলপূর্ব্বক বাতশ্লেষ্মাকে হীনতর করিয়া শোণিতকে পাক করিয়া থাকে। ইহাকেই শোথের পাক বলে। [ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বাতশ্লেষ্মা শীতল। সুতরাং বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে উষ্মার আধিক্য হইতে পারে না। তবে যে পাককালে উষ্মার আধিক্য হয়, সে কেবল বাতশ্লেষ্মার হীনতা ও পিত্তের প্রবলতা জন্য। বায়ু অর্থাৎ নার্ভের ক্রিয়া অব্যাহত থাকিলে রক্ত শিরা দিয়া প্রবলবেগে বাহিত হইতে পারে না, কারণ বায়ু শিরাদিগকে সংযত করিয়া রাখে। একটী উদাহরণ দেখ। জ্বরে যখন কম্প হয়, তখন বায়ুর প্রকোপ বশতই তাহা ঘটিয়া থাকে। কম্প কেন হয়? যেহেতু বায়ু রক্তবহা নাড়ীকে চাপিয়া ধরে, সুতরাং রক্ত স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে পারে না অথচ রক্তই আবার উষ্মার কারণ। সেই উষ্মা নিরুদ্ধ হইলে কাজেই শীত ও কম্প হয়। জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় বায়ু ক্ষীণ হয়, তখন নাড়ী অতিশয়

ভত্রামচ্ছেদে মাংসশিরাস্নায়ুস্থিসন্ধিব্যাপাদনমতিমাত্রং শোণিতাতি-প্রবৃত্তির্বেদনা-প্রাদুর্ভাবোহব-দরণমনেকোপ-দ্রবদর্শনং ক্ষতবিদ্রধির্বা ভবতি। স যদা ভয়মোহাভ্যাং পক্বমপ্যপক্বমিতি মন্যমানশ্চিরমুপেক্ষতে ব্যাধিং বৈদ্যস্তদা গম্ভীরানুগতো দ্বারমলভমানঃ পূয়ঃ স্বমাশ্রয়মবদীর্য্যোৎসঙ্গং মহান্তমবকাশং কৃত্বা নাড়ীং জনয়িত্বা কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবত্যসাধ্যো বেতি ॥ ১২

ভবন্তি চাত্র।

যশ্ছিনত্ত্যামমজ্ঞানাদ্যশ্চ পক্বমুপেক্ষতে।
শ্বপচাবিব মন্তব্যৌ তাবনিশ্চিতকারিণৌ ॥ ১৩
প্রাক্ শস্ত্রকর্ম্মণশ্চেষ্টং ভোজয়েদাতুরং ভিষক্।
মদ্যপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণং যো বেদনাহসহঃ ॥ ১৪

ন মূর্চ্ছত্যন্নসংযোগান্মত্তঃ শস্ত্রং ন বুধ্যতে।
তস্মাদবশ্যং ভোক্তব্যং রোগেষূক্তেষু কর্ম্মণি ॥ ১৫
প্রাণো হ্যাভ্যন্তরো নৃণাং বাহ্যপ্রাণগুণান্বিতঃ।
ধারয়ত্যবিরোধেন শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥ ১৬
যো হ্যখিতোহল্পোহপ্যথবা মহান্ স্যাৎ
ক্রিয়াং বিনা পাকমুপৈতি শোফঃ।
বিশালমূলো বিষমো বিদগ্ধঃ
স কৃচ্ছ্রতাং যাত্যবগাঢ়দোষঃ ॥ ১৭
আলেপবিস্রাবণশোধনৈশ্চ
সম্যক্প্রযুক্তৈর্যদি নোপশাম্যেৎ।
পচ্যেত শীঘ্রং সমমল্পমূলঃ
স পিণ্ডিতশ্চোপরি চোন্নতঃ স্যাৎ ॥ ১
কক্ষং সমাসাদ্য যথৈব বহ্নি-
র্বায়ীরিতঃ সন্দহতি প্রসহ্য
তথৈব পূয়োহপ্যবিনিঃসৃতো হি
মাংসং শিরাস্নায়ু চ খাদতীহ ॥ ১৯
আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্দ্বিতীয়মবসেচনম্
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্ ॥

দ্রুতবেগে বহিতে থাকে, রক্ত সর্ব্বত্র ধাবিত হয়, সুতরাং দাহ হইতে থাকে ও রোগী ছট্‌ফট্‌ করে। তবেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শোথের পাককালে যে দাহপ্রভৃতি হইতে থাকে, বায়ুর হীনতাই তাহার কারণ। তবেই বলা যাইতে পারে যে, পিত্ত বায়ুকে হীনতর করিয়া পাক উৎপাদন করে। শরীরের জলভাগ এবং রক্তের জলীয়াংশকে শ্লেষ্মা বলা যায়, পাককালে শোণিতের উষ্ণতাবশত সেই শ্লেষ্মারও পরাজয় হয় বুঝিতে হইবে ।। ১১। শোথ আম অবস্থায় ছেদন করিলে মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধির হিংসন, অতিমাত্র রক্তনির্গম, অতিশয় বেদনা, বিদরণ, অনেক প্রকার উপদ্রবের দর্শন এবং বিদ্রধি-নিদানোক্ত ক্ষত-বিদ্রধি হইতে পারে। আবার যদি বৈদ্য ভয় ও ভ্রম বশতঃ পক্ক কি অপক্ক সন্দেহ করিয়া অস্ত্রক্রিয়ায় বিলম্ব করে, তবে পূয নির্গমনের দ্বার না পাইয়া গভীর প্রদেশের অনুসরণ করে এবং স্বকীয় আশ্রয় ভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখে উদ্গত হয়। তাহাতে ব্রণের মধ্যে বৃহৎ অবকাশ (ফাঁক) হয় এবং নালী জন্মিয়া থাকে। এই নালী কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। ১২। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতঃ আমশোথ ছেদন ও পক্কশোথকে উপেক্ষা করে, সেই দুই প্রকার অনিশ্চিতকারী বৈদ্যকে 'চামার' বলা যাইতে পারে। ১৩। রোগীর বেদনা সহ্য না হইলে শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে বৈদ্য তাহাকে অভিলষিতরূপ ভোজন করাইবেন। আর যদি রোগীর মদ্যপান করা অভ্যাস থাকে, তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করাইবেন। তাহা হইলে অস্ত্রের যাতনা অনুভব করিতে পারিবে না। [বর্ত্তমানে ক্লোরোফর্ম্মের ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু ক্লোরোফর্ম্মে অনেক স্থলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ক্লোরোফর্ম্মের বিরোধীও অনেক। আর দুরন্ত অস্ত্রক্রিয়াতেই রোগীকে অচেতন করা আবশ্যক হয়, পূর্ব্বে এরূপ দুরন্ত অস্ত্রক্রিয়া পদে পদে আবশ্যক হইত না, প্রলেপাদি দ্বারাই অনেক ব্রণের উপশম হইত। আয়ুর্ব্বেদে সেরূপ প্রলেপ অনেক আছে, ডাক্তারীতে দুই চারিটী মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে স্থলে ডাক্তারেরা অঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, রোগী সে স্থলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত দুই একটী সামান্য প্রলেপ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে]। ১৪। রোগীকে অন্ন ভোজন করাইয়া অস্ত্র করিলে তাহার মূর্চ্ছা হয় না। আর মদমত্ত ব্যক্তিও শস্ত্রক্লেশ অনুভূত হয় না। অতএব শস্ত্রক্রিয়া আবশ্যক হইলে অবশ্যই ভোজন করাইবে। ১৫। মানবদিগের আভ্যন্তরিক বল আহার-গুণ-যোগে পাঞ্চভৌতিক শরীরকে অবিরোধে ধারণ করিয়া থাকে। ১৬। শোথ উত্থিত হইলে তাহা অল্পই হউক বা মহান্‌ই হউক, চিকিৎসা বিনা পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রমে উহার মূল বিশাল হয়, উহা বিষমভাবে বিদগ্ধ হইতে থাকে, উহার পূয গভীর প্রদেশকে আশ্রয় করে, সুতরাং উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। ১৭। প্রলেপ, স্রাবণ ও শোধনসমূহ সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলেও শোথ যদিও উপশমিত না হয়, তথাপি সমভাবে পাক প্রাপ্ত হয়, উহার মূল অল্প হইয়া থাকে এবং উহা বর্ত্তুলীভূত হইয়া উন্নত হয়। [সুতরাং এরূপ স্থলে অস্ত্রক্রিয়া সুসাধ্য হয়]। ১৮। যেমন অগ্নি চুল্লীর মধ্যগত হইলে বায়ুযোগে সবলে দহন করিতে থাকে, সেইরূপ পূয অনিঃসৃত হইলে মাংস, শিরা ও স্নায়ুদিগকে ভক্ষণ করে। ১৯। শোথ প্রথমে বসাইবারে চেষ্টা করিবে। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে শোধন ও রক্ত মোক্ষণ করিবে। অনন্তর পুল্‌টীস দিবে। তাহাতে পাকিয়া উঠিলে চিরিয়া দিবে। চিরিয়া দিবার পর বটাদির প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া ব্রণ শোধন করিবে। শোধনের পর রোপণ করিবে।

পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমা ব্রণেস্তোক্তাঃ সপ্তমং বৈকৃতাপহম্ ॥ ২০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে আমপক্কৈষণীয়ো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণালেপনবন্ধবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

আলেপ আদ্য উপক্রমঃ এষ সর্ব্বশোফানাং সামান্যঃ প্রধানতমশ্চ তঞ্চ প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ। ততো বন্ধঃ প্রধানং তেন শুদ্ধির্ব্রণরোপণমস্থিসন্ধিস্থৈর্য্যঞ্চ, তত্র প্রতিলোমমালিম্পেন্নানুলোমম্; প্রতিলোমে হি সম্যগৌষধমবতিষ্ঠতেঽনুপ্রবিশতি রোমকূপান্ স্বেদবাহিভিঃ শিরামুখৈশ্চ বীর্য্যং প্রাপ্নোতি। নচ শুষ্যমাণমুপেক্ষেতান্যত্র পীড়য়িতব্যাৎ। শুষ্কো হ্যপার্থকোঽরুক্করশ্চ ॥ ২

স ত্রিবিধঃ প্রলেপঃ প্রদেহ আলেপশ্চ; তেষামন্তরং,— প্রলেপঃ শীতস্তনুরবিশোষী বিশোষী চ; প্রদেহস্তূষ্ণঃ শীতো বা বহলোঽবহুরবিশোষী চ; মধ্যমোঽত্রালেপঃ ॥ ৩

তত্র রক্তপিত্তপ্রসাদকৃদালেপঃ। প্রদেহো বাতশ্লেষ্মপ্রশমনঃ সন্ধানঃ শোধনো রোপণঃ শোফবেদনাপহশ্চ, তস্যোপযোগঃ ক্ষতাক্ষতেষু। যস্তু ক্ষতেষূপযুজ্যতে স ভূয়ঃ কল্ক ইতি সংজ্ঞাং লভতে নিরুদ্ধালেপনসংজ্ঞস্তেনাস্রাবসন্নিরোধো মৃদুতা পূতিমাংসাপকর্ষণমনন্তর্দোষতা ব্রণশুদ্ধিশ্চ ভবতি ॥ ৪

অবিদগ্ধেষু শোফেষু হিতমালেপনং ভবেৎ।
যথাস্বং দোষশমনং দাহকণ্ডুরুজাপহম্ ॥ ৫
ত্বক্প্রসাদনমেবাগ্র্যং মাংসরক্তপ্রসাদনম্।
দাহপ্রশমনং শ্রেষ্ঠং তোদকণ্ডুবিনাশনম্ ॥ ৬
মর্ম্মদেশেষু যে রোগা গুহ্যেষ্বপি তথা নৃণাম্ ॥
সংশোধনায় তেষাং হি কুর্য্যাদালেপনং ভিষক্ ॥
ষড়্ভাগং পৈত্তিকে স্নেহং চতুর্ভাগস্তু বাতিকে।
অষ্টভাগস্তু কফজে স্নেহমাত্রাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৮

তস্য প্রমাণমার্দ্রমাহিষচর্ম্মোৎসেধমুপদিশন্তি। নচালেপং

ব্রণ শুষ্ক হইলে পর ত্বকের বিকৃতি হইতে পারে; তাহাও দূর করিতে হয়। ব্রণের এই সাত প্রকার চিকিৎসা। ২০

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা 'ব্রণালেপনবন্ধ-বিধি' অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। সাধারণতঃ আলেপন সর্ব্বপ্রকার শোথের আদ্য উপক্রম [চিকিৎসা]। আর ইহাই প্রধানতম উপক্রম। এক্ষণে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রলেপ বলিতেছি। প্রলেপই ব্রণের প্রধান বন্ধন। তদ্দ্বারা ব্রণের শুদ্ধি হয়, রোপণ হয় এবং অস্থি-সমূহের স্থিরতা হয় [অস্থিসন্ধিসমূহের বিঘ্ন হইলে প্রলেপ দিয়াই বাঁধিতে হয়। প্রলেপ অনুলোমক্রমে লেপন না করিয়া প্রতিলোমক্রমে লেপন করিতে হয়। কারণ প্রতিলোমক্রমে লিপ্ত হইলে প্রলেপ খসিয়া পড়ে না। ঔষধের বীর্য্য স্বেদবাহি-শিরামুখসমূহ দিয়া লোমকূপে প্রবেশ করে এবং বল করিয়া থাকে। যে সকল শোথে পীড়ন করা (চাপ দেওয়া) আবশ্যক, সেই সকল শোথেই [যেমন প্লীহাতে] প্রলেপ শুষ্ক হইতে দেওয়া যাইতে পারে [কারণ শুষ্ক না হইলে চাপ পড়ে না]। কিন্তু অন্যান্য শোথে প্রলেপ শুষ্ক হইতে দিবে না। প্রলেপ শুষ্ক হইলে নিষ্ফল ও অরুষ্কর হয় [চামড়া উঠিয়া যায়]। ২। আলেপন তিন প্রকার;—প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। উহাদিগের পরস্পর প্রভেদ যথা;—প্রলেপ শীতল [শীতল-দ্রব্য-কৃত], উহা পাতলা [পাতলা বলিয়াও শীতল হয়], উহা শোধক হয় বা শোধক নাও হয়। প্রদেহ উষ্ণ হয়, শীতলও হয়, উহা পুরু হয়, বহুব্যাপ্ত হয় না এবং শোধক হয় না। মধ্যমপ্রকারের আলেপনকে আলেপ কহে। ৩। তন্মধ্যে আলেপ রক্তপিত্তের দাহ নিবারণ করে। প্রদেহ বাতশ্লেষ্মা প্রশমন করে, উহা ব্রণসন্ধানকারী, শোধন, রোপণ ও শোথের বেদনা নিবারণ করে: ক্ষত ও অক্ষত উভয় স্থলেই ইহার প্রয়োগ হয়। আবার যে প্রদেহ ক্ষতে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কল্কও কহিয়া থাকে। ইহাকে নিরুদ্ধালেপও কহে। ইহাতে ক্ষতের স্রাব নিরোধ হয়, মৃদুতা হয়, পূতিমাংসের অপকর্ষণ হয়, ভিতরে দোষ থাকিতে পারে না এবং ব্রণের শুদ্ধি হইয়া থাকে। ৪। [৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম প্রকরণ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, আর ৫ম হইতে ৯ম পর্য্যন্ত পাঠ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন]। শোথে বিদাহ না থাকিলে আলেপন হিতকর হয়। ইহা উপাদানভেদে ভিন্ন ভিন্ন দোষের প্রশমন করিয়া থাকে এবং দাহ, কণ্ডু ও বেদনা হরণ করে। ৫। আলেপন ত্বকের প্রসন্নতা সম্পাদন করে; এ বিষয়ে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ইহা মাংস ও রক্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করে। ইহা দাহপ্রশমন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট; তোদ ও কণ্ডু নিবারণ করিয়া থাকে। ৬। মানবদিগের মর্ম্মদেশগত ও গুহ্যদেশগত রোগসমূহে আলেপন প্রয়োগ করিয়া সংশোধন করিতে হয়। ৭। আলেপনে স্নেহের মাত্রা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে;—পিত্তপ্রধানরোগে ছয় ভাগের এক ভাগ, বাতিকে চারি ভাগের একভাগ এবং কফজ রোগে আট ভাগের একভাগ স্নেহ দিতে হয়। ৮। কাঁচা মহিষচর্ম্ম যেরূপ পুরু হয়, উক্ত আলেপন সেইরূপই পুরু হইতে পারে। রাত্রিতে আলেপ দিতে নাই। কেননা তাহাতে শোথের উষ্মা শৈত্য কর্তৃক আবৃত হওয়াতে নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং বিকৃতি হইতে পারে। [অন্যান্য

রাত্রৌ প্রযুঞ্জীত মা ভূচ্ছৈত্যপিহিতোষ্মণস্তদনির্গমাদ্বিকারপ্রবৃত্তিরিতি॥ ৯

অত ঊর্দ্ধং ব্রণবন্ধনদ্রব্যাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা,— ক্ষৌমকার্পাসাবিক-দুকূলকৌষেয়-পত্রোর্ণচীন-পট্টচর্ম্মান্তর্বল্ক-লালাবূ শকল-লতাবিদল-রজ্জু-তূলফল-সন্তানিকালৌহানীতি, তেষাং ব্যাধিং কালঞ্চাবেক্ষ্যোপযোগঃ, প্রকরণতশ্চৈষামাদেশঃ॥ ১০

তত্র কোশদামস্বস্তিকানুবেল্লিতপ্রতোলীমণ্ডলস্থগিকায়মকখট্টাচীনবিবন্ধবিতানগোফণাঃ পঞ্চাঙ্গী চেতি চতুর্দ্দশবন্ধবিশেষাঃ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১১

তত্র কোশমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিপর্ব্বসু বিদধ্যাৎ। দামং সম্বাধেঽঙ্গে। সন্ধিকূর্চ্চকভ্রূস্তনান্তরতলকর্ণেষু স্বস্তিকম্। অনুবেল্লিতন্তু শাখাসু। গ্রীবামেঢ্রয়োঃ প্রতোলীম্। বৃত্তেঽঙ্গে মণ্ডলম্। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমেঢ্রাগ্রেষু স্থগিকাম্। যমলব্রণয়োর্যমকম্। হনুশঙ্খগণ্ডেষু খট্টাম্। অপাঙ্গয়োশ্চীনম্। পৃষ্ঠোদরোরঃসু বিবন্ধম্। মূর্দ্ধনি বিতানম্। চিবুকনাসৌষ্ঠাংসবস্তিষু গোফণাম্। জত্রুণ ঊর্দ্ধং পঞ্চাঙ্গীমিতি। যো বা যস্মিন্ শরীরপ্রদেশে সুনিবিষ্টো ভবতি তং তস্মিন্ বিদধ্যাৎ। যন্ত্রণমত ঊর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ॥ ১২

তত্র ঘনাং কবলিকাং দত্বা বামহস্তপরিক্ষেপমৃজুমনাবিদ্ধমসঙ্কুচিতং মৃদুপট্টং নিবেশ্য বধ্নীয়াৎ। ন চ ব্রণস্যোপরি কুর্য্যাৎ গ্রন্থিমাবাধকরং বা। ন চ বিকেশিকৌষধে অতিস্নিগ্ধে অতিরুক্ষে বিষমে বা কুর্ব্বীত। যস্মাদতিস্নেহাৎ ক্লেদো রৌক্ষ্যাচ্ছেদোদুর্ন্যাসাদ্‌ব্রণবর্ত্মাবঘর্ষণমিতি॥১৩

তত্র ব্রণায়তনবিশেষাদ্বন্ধবিশেষস্ত্রিবিধো ভবতি গাঢ়ঃ সমঃ শিথিল ইতি। তত্র স্ফিক্‌কুক্ষিকক্ষাবঙ্ক্ষণোরঃশিরঃসু [illegible]

গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, দিনের প্রলেপ রাত্রিতে রাখিবে না। কিন্তু এরূপ কথা নাই যে, রাত্রিতে অস্ত্রচিকিৎসার পর প্রলেপ দিবে না। সুশ্রুতে আলেপ দেওয়া নিষিদ্ধ। অতএব এস্থলে আলেপ শব্দে সাধারণতঃ প্রলেপ না বুঝিয়া, ৩ প্রকরণোক্ত বৈশেষিক অর্থ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ আলেপ শব্দে প্রলেপ বা প্রদেহ বুঝাইবে না]। ৯। অনন্তর ব্রণবন্ধন দ্রব্যসমূহের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা;—ক্ষৌম (অতসী-তন্তু-নির্ম্মিত বস্ত্র), কার্পাস, মেষলোমজ বস্ত্র, দুকূল (পট্টবস্ত্র), কৌষেয় (তসর), পত্রোর্ণ (বল্কলনামক কম্বল), চীনদেশজ পট্ট, চর্ম্ম, বল্কল, অলাবুশকল (লাউয়ের ছাল), লতাবিদল (লতার ছাল), রজ্জু, শিমুলতুলা, সন্তানিকা (দুধের সর—কেহ বলেন, বস্ত্রবিশেষ) ও ধাতব দ্রব্য-সমূহ (অর্থাৎ তাম্রপত্র প্রভৃতি)। শোথে বাতাদির আধিক্য ও কালের বাতাদি প্রকোপকত্ব বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বন্ধন দিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগপরিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০। বন্ধনপ্রণালী চতুর্দ্দশ প্রকার যথা;—কোশ, দাম, স্বস্তিক, অনুবেল্লিত, প্রতোলী, মণ্ডল, স্থগিকা, যমক, খট্টা, চীন, বিবন্ধ, বিতান, গোফণ ও পঞ্চাঙ্গী। ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনের নাম দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনের আকৃতি প্রায়ই ব্যাখ্যা করা হইল। ১১। তন্মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহে কোশ (অর্থাৎ 'খাপ') নামক বন্ধন প্রয়োগ করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কুচিত অঙ্গে দাম নামক (মালাকৃতি) বন্ধন প্রয়োগ করিবে। সন্ধি, কূর্চ্চক (পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যদেশ), ভ্রূমধ্য, স্তনমধ্য, হস্ততল, পদতল ও কর্ণে স্বস্তিক নামক (স্বস্তিকযন্ত্রাকার) বন্ধন দিতে হয়। হস্তাদি শাখাকে বেষ্টন করিয়া যে বন্ধন দেওয়া যায়, তাহার নাম অনুবেল্লিত। প্রতোলী নামক বন্ধন জালবৎ বহুচ্ছিদ্রবিশিষ্ট; উহা গ্রীবা ও মেঢ্রে প্রয়োগ করিতে হয়। গোল অঙ্গে যে গোলাকার বন্ধন দেওয়া যায়, তাহাকে মণ্ডল বলে। অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি ও মেঢ্রের মাথায় স্থগিকা নামক (স্থগিকাকার) বন্ধন দিতে হয় [ইহার আকারও কোশের ন্যায়]। যমক নামক বন্ধনদ্বয় মণ্ডলাকৃতি ও পরস্পর সংযুক্ত; উহা যমল ব্রণে (অর্থাৎ পরস্পর সন্নিকট দুই ব্রণে) প্রয়োগ করিতে হয়। খট্টা নামক বন্ধন হনু, শঙ্খ ও গণ্ডে প্রয়োগ করিতে হয় [এই বন্ধন বহুপাদযুক্ত এবং বহুতর ছিন্ন বস্ত্রে আবৃত থাকে]। অপাঙ্গদ্বয়ে চীন নামক বন্ধন প্রয়োগ করা যায় [ইহা পূর্ব্বোক্ত চীন নামক বস্ত্রখণ্ড সকল উপর্য্যুপরি দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়]। পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে বিবন্ধ নামক [ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে বিবিধ বন্ধযুক্ত] বন্ধন প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তকে বিতান নামক [ছত্রাকৃতি] বন্ধন প্রয়োগ করা যায়। চিবুক, নাসা, ওষ্ঠ ও বস্তিতে গোফণা নামক [গোফণাকৃতি] বন্ধন প্রয়োগ করা হয়। জত্রুর [বক্ষঃ ও কণ্ঠসন্ধির ঊর্দ্ধভাগে] পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধন প্রয়োগ করা যায়। অথবা যে অঙ্গে যেরূপ করিয়া বন্ধন দিলে সুসংলগ্ন হয়, তাহাতে সেইরূপ বন্ধনই দেওয়া যাইতে পারে। বন্ধন ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌দিকে যন্ত্রণ করিতে হয় [অর্থাৎ কসিতে হয়। কোন কোন মতে যন্ত্রণ শব্দে পাদগ্রন্থির বন্ধন বুঝায়]। ১২। ব্রণের উপর ঔষধ দিয়া সেই ঔষধ কাপড়ে চুষিতে না পারে এইজন্য উডুম্বর পত্রাদি দিয়া তদুপরি মৃদুবস্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক বাঁধিতে হয়। যেন সেই বস্ত্র ঋজু, অমলিন ও অসঙ্কুচিত হয়। বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে বাঁধিতে হয়। যেন ব্রণের উপর গ্রন্থি (গাঁট) দেওয়া না হয় অথবা অন্য কোন পীড়নকর কর্ম্ম না করা হয়। বিকেশিকা (পলতে) বা ঔষধ অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ বা বিষমভাবে বিন্যস্ত না হয়। কেননা অতিস্নিগ্ধ হইলে ক্লেদ, অতিরুক্ষ হইলে ছেদ এবং বিষম ভাবে ন্যস্ত হইলে ব্রণমার্গের ঘর্ষণ হয়। ১৩। ব্রণের আকৃতিভেদে বন্ধন তিন প্রকার হয়; গাঢ়, সম ও শিথিল। তন্মধ্যে নিতম্বদ্বয়, কুক্ষি (পেট বা তলপেট), কক্ষা (বগল), বঙ্ক্ষণ (কুঁচকী), বক্ষঃ ও মস্তকে গাঢ়

গাঢ়ঃ। শাখাবদনকর্ণকণ্ঠমেঢ্রমুষ্কপৃষ্ঠপার্শ্বোদরোরঃসু সমঃ। অক্ষোঃ সন্ধিষু চ শিথিল ইতি। তত্র পৈত্তিকং গাঢ়স্থানে সমং বধ্নীয়াৎ, সমস্থানে শিথিলং, শিথিলস্থানে নৈবং, শোণিতদুষ্টঞ্চ শ্লৈষ্মিকং শিথিলস্থানে সমং, সমস্থানে গাঢ়ং, গাঢ়স্থানে গাঢ়তরমেবং বাতদুষ্টঞ্চ ॥ ১৪

তত্র পৈত্তিকং শরদি গ্রীষ্মে দ্বিরহ্নো বধ্নীয়াদ্রক্তোপক্রতমপ্যেবং, শ্লৈষ্মিকং হেমন্তবসন্তয়োস্ত্র্যহাদ্বাতোপক্রতমপ্যেবম্। এবমভ্যূহ্য বন্ধবিপর্য্যয়ঞ্চ কুর্ব্বীত ॥ ১৫

তত্র সমশিথিলস্থানেষু গাঢ়বন্ধে বিকেশিকৌষধনৈরর্থক্যং শোফবেদনাপ্রাদুর্ভাবশ্চ। গাঢ়সমস্থানেষু শিথিলবন্ধে বিকেশিকৌষধপতনং পট্টসঙ্কারাদ্‌ব্রণবর্ত্মাবঘর্ষণমিতি। গাঢ়শিথিলস্থানেষু সমবন্ধে চ গুণাভাব ইতি ॥ ১৬

অবিপরীতবন্ধে বেদনোপশান্তিরসৃক্প্রসাদো মার্দ্দবঞ্চ। অবধ্যমানো দংশমশকতৃণকাষ্ঠোপলপাংশুশীতবাতাতপপ্রভৃতিভির্বিশেষৈরভিহন্যতে ব্রণো বিবিধবেদনোপক্রতশ্চ দুষ্টতামুপৈত্যালেপনাদীনি চাস্য বিশোষমুপযান্তি ॥ ১৭

চূর্ণিতং মথিতং ভগ্নং বিশ্লিষ্টমতিপাতিতম্।
অস্থিস্নায়ুশিরাচ্ছিন্নমাশু বন্ধেন রোহতি ॥ ১৮
সুখমেবং ব্রণী শেতে সুখং গচ্ছতি তিষ্ঠতি।
সুখং শয্যাসনস্থস্য ক্ষিপ্রং সংরোহতি ব্রণঃ ॥ ১৯

অবন্ধ্যাঃ পিত্তরক্তাভিঘাতবিষনিমিত্তাঃ, যদা চোষদাহপাকরাগবেদনাভিভূতাঃ ক্ষারাগ্নিদগ্ধাঃ পাকাৎ প্রকুপিতাঃ প্রবিশীর্ণমাংসাশ্চ ভবন্তি ॥ ২০

কুষ্ঠিনামগ্নিদগ্ধানাং পিড়কা মধুমেহিনাম্।
কর্ণিকাশ্চোন্দুরবিষে বিষজুষ্টব্রণাশ্চ যে ॥
মাংসপাকে ন বধ্যন্তে গুদপাকে চ দারুণে ॥ ২১
স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেৎ কৃত্যাকৃত্যাংশ্চ বুদ্ধিমান্।
দেশং দোষঞ্চ বিজ্ঞায় ব্রণঞ্চ ব্রণকোবিদঃ।
ঋতূংশ্চ পরিসংখ্যায় ততো বন্ধান্ নিবেশয়েৎ ॥ ২২
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধস্তাচ্চ যন্ত্রণা ত্রিবিধা মতা।
যথা চ বধ্যতে বন্ধস্তথা বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ২৩
ঘনাং কবলিকাং দত্ত্বা মৃদু চৈবাপি পট্টকম্।

(চাপিয়া) বন্ধন দিতে হয়। শাখা (বাহু ও জঙ্ঘা), বদন, কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র, মুষ্ক, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উদর ও বক্ষে না-গাঢ় না-শিথিল বন্ধন দিতে হয়। অক্ষিদ্বয় ও সন্ধিসমূহে শিথিল বন্ধন দিতে হয়। কিন্তু ব্রণ পৈত্তিক হইলে, গাঢ় বন্ধন স্থলে সমান বন্ধন (অর্থাৎ না-শিথিল না-গাঢ়) বন্ধন দিতে হয় আর সমান স্থলে শিথিল বন্ধন দিতে হয় এবং শিথিল স্থলে এরূপ বন্ধনই দিবে না। রক্ত ও শ্লেষ্মা দূষিত হইলে ব্রণে শিথিল স্থলে সমান, সমান স্থলে গাঢ় এবং গাঢ় স্থলে গাঢ়তর বন্ধন দিবে। ব্রণ বাতদুষ্ট হইলেও এইরূপ বন্ধন আবশ্যক। ১৪। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে পিত্তপ্রধান ব্রণের বন্ধন দিনের মধ্যে দুইবার খুলিয়া দুইবার দিতে হয়। ব্রণে রক্তের উপদ্রব থাকিলে, রক্তের সহিত পিত্তের চিকিৎসার তুল্যতাহেতু, ঐরূপ দুইবার বন্ধন প্রয়োগ করিতে হয়। ব্রণে শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে হেমন্ত ও বসন্তকালে তিন দিন অন্তর বন্ধন প্রয়োগ করিবে। ব্রণে বায়ুর উপদ্রব থাকিলেও সেইরূপ করিবে। এস্থলে বন্ধনের যে নিয়ম বলা হইল, বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার বিপর্য্যয়ও করা যাইতে পারে। ১৫। যেস্থলে সম ও শিথিল বন্ধন হওয়া উচিত, সেস্থলে গাঢ় বন্ধন করিলে বিকেশিকা ও ঔষধের নিরর্থকতা এবং শোথ ও বেদনার প্রাদুর্ভাব হয়। যেস্থলে গাঢ় বা সম বন্ধন হওয়া উচিত, সেস্থানে শিথিল বন্ধন দিলে বিকেশিকা ও ঔষধের স্খলন এবং ব্রণবন্ধন-বস্ত্রের ইতস্ততঃ চালনহেতু ব্রণপথের ঘর্ষণ হয়। যেস্থলে গাঢ় ও শিথিল বন্ধন হওয়া উচিত, সেস্থলে সম বন্ধন দিলে গুণের অভাব হয়। ১৬। ব্রণবন্ধন অবিপরীত হইলে বেদনার উপশান্তি, রক্তের প্রসন্নতা ও মৃদুতা হয়। ব্রণে বন্ধন না থাকিলে দংশ, মশক, তৃণ, কাষ্ঠ, উপল, পাংশু, শীত, বাত ও আতপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপদ্রব বশতঃ অভিহত হইয়া থাকে, বিবিধ বেদনায় অভিভূত হয় এবং ইহার আলেপনাদি দূষিত হইয়া শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। ১৭। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—সন্ধিচ্যুত বা স্থানচ্যুত অস্থি চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন অথবা অস্থি, স্নায়ু ও শিরা ছিন্ন হইলে বন্ধন দ্বারা আশু রূঢ় হয়। ১৮। তাহাতে রোগী অনায়াসে শয়ন, গমন ও অবস্থান করিতে পারে। আর রোগী ব্যায়াম পরিত্যাগপূর্ব্বক শয্যা বা আসনে স্থিত হইলে ব্রণ শীঘ্র রূঢ় হয়। ১৯। পিত্ত, রক্ত, অভিঘাত বা বিষজন্য ব্রণ সকল বন্ধনযোগ্য নহে, কেননা তাহা হইলে উষ্ণতা, দাহ, পাক, রাগ ও বেদনায় অভিভূত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষারদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ ব্রণ সকলও বন্ধন করিতে নাই। আর কুষ্ঠাদি যে সকল ব্রণ পাকহেতু প্রকুপিত ও স্খলিতমাংস হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও বন্ধন করিতে নাই। ২০। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে। কুষ্ঠ, অগ্নিদগ্ধ ব্রণ, মধুমেহের পীড়কা, মূষিকবিষজনিত কর্ণিকা (মাংসাঙ্কুর) ও বিষদূষিত ব্রণসমূহ বন্ধনযোগ্য নহে। মাংসের পাক উপস্থিত হইলে বা অতিশয় গুদপাক উপস্থিত হইলেও বন্ধন প্রয়োগ করিতে নাই। ২১। আর বুদ্ধিমান্ ভিষক্ নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়াও দেশ, দোষ, ব্রণের প্রকৃতি আলোচনাপূর্ব্বক বন্ধন সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। আর ঋতুর শীতোষ্ণাদি স্থির করিয়াও সেই সেই ঋতুতে সেই সেই ঋতুর অনুরূপ বন্ধন প্রয়োগ করিতে হয়। ২২। ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধোদিকে যন্ত্রণ করিতে (টানিয়া বাঁধিতে) হয়; অতএব যন্ত্রণ তিন প্রকার। বন্ধন যেরূপে বাঁধিতে হয়, তাহা নিঃশেষে বলিতেছি। ২৩। ব্রণের আচ্ছাদন ঘন অথচ মৃদু হওয়া উচিত। বিকেশিকা ও ঔষধ যেন

বিকেশিকামৌষধঞ্চ নাতিস্নিগ্ধং সমাচরেৎ॥ ২৪
প্রক্লেদয়ত্যতিস্নিগ্ধা তথা রুক্ষা ক্ষিণোতি চ।
সুযুক্তস্নেহা রোপয়তি দুর্ন্যস্তা বর্ত্ম ঘর্ষতি॥ ২৫
বিষমঞ্চ ব্রণং কুর্য্যাৎ স্তম্ভয়েৎ স্রাবয়েৎ তথা।
যথাব্রণং বিদিত্বা তু যোগং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥ ২৬
পিত্তজে রক্তজে বাপি সকৃদেব পরিক্ষিপেৎ।
অসকৃৎ কফজে বাপি বাতজে চ বিচক্ষণঃ॥ ২৭
তলেন প্রতিপীড্যাথ স্রাবয়েদনুলোমতঃ।
সর্ব্বাংশ্চ বন্ধান্ গূঢ়াংস্তান্ সন্ধীংশ্চ বিনিবেশয়েৎ॥ ২৮
ওষ্ঠস্যাপ্যেষ সন্ধানে যথোদ্দিষ্টো বিধিঃ স্মৃতঃ।
বুদ্ধ্যোৎপ্রেক্ষ্যাভিযুক্তেন তথা চাস্থিষু জানতা॥
উত্তিষ্ঠতো নিষণ্ণস্য শয়নঞ্চাপি গচ্ছতঃ।
গচ্ছতো বিবিধৈর্যানৈর্নাস্য দুষ্যতি স ব্রণঃ॥ ২৯
যে চ ত্বঙ্মাংসসংস্থা বৈ ত্বগ্গতাশ্চ তথা ব্রণাঃ।
সন্ধ্যস্থিকোষ্ঠপ্রাপ্তাশ্চ শিরাস্নায়ুগতাস্তথা॥
তথাবগাঢ়গম্ভীরাঃ সর্ব্বতো বিষমস্থিতাঃ।
নৈতে সাধয়িতুং শক্যা ঋতে বন্ধাদ্ভবন্তি হি॥ ৩০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ব্রণালেপনবন্ধবিধির্নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

অতিশয় স্নিগ্ধ না হয়। ২৪। ঔষধ অতিশয় স্নিগ্ধ হইলে ক্লেদ উৎপাদন করে এবং রুক্ষ হইলে ক্ষীণতা উৎপাদন করে। স্নেহ উপযুক্ত-পরিমাণ হইলে বিকেশিকা ও ঔষধ ব্রণরোপণ হয়। আর বিকেশিকা ও ঔষধ দুর্ন্যস্ত (অনুচিতরূপে সন্নিবেশিত) হইলে ব্রণমার্গের ঘর্ষণ উপস্থিত করে। ২৫। বৈদ্য ব্রণের অবস্থাভেদে ব্রণকে বিষম (কোন স্থানে উচ্চ, কোন স্থানে নীচ) করিয়া বাঁধিতে পারেন। আবশ্যক হইলে স্তম্ভন (স্রাব বন্ধ) বা স্রাব করান যাইতে পারে। ২৬। পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণে একবার করিয়া বন্ধন প্রয়োগ করিবে। কফজ ও বাতজ ব্রণে বারম্বার প্রয়োগ করিতে হইবে [১৫ প্রকরণের সহিত সামঞ্জস্য হয় না; ভানুমতী কহেন যে, ২৩ প্রভৃতি শ্লোক গ্রন্থকারের না হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে বন্ধনপ্রয়োগ না বলিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ অর্থ করিলে ভাল হয়। অর্থাৎ পিত্ত ও রক্তে একবার অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, বাতশ্লেষ্মা অর্থাৎ পূযাদি স্থলে নানাস্থানে বারবার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া পূযাদি বাহির করিবে]। ২৭। অনন্তর হস্ততল দিয়া ব্রণ পীড়ন করিয়া অনুলোম ক্রমে স্রাব করাইবে। আর পূর্ব্বোক্ত গূঢ় (গ্রন্থিহীন। ১৩ প্রকরণ দেখ) বন্ধন সকল ও বিশ্লিষ্ট সন্ধিসমূহ সন্নিবেশিত করিবে। ২৮। ছিন্ন ওষ্ঠের সন্ধান করিতে হইলেও এইরূপে যথালিখিত বিধির অনুসরণ করা আবশ্যক। আর বুদ্ধিমান্ বৈদ্য এইরূপে বুদ্ধির চালনা করিয়া অস্থিসমূহেও বন্ধন প্রয়োগ করিবেন। এইরূপে বন্ধন নিষ্পন্ন হইলে রোগী উঠিতে, বসিতে, শয়ন করিতে, চলিতে বা যানারোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারিবে; তাহাতে ব্রণ দূষিত হইবে না। ২৯। ব্রণ সকল মাংসস্থ হউক আর ত্বগ্গতই হউক অথবা সন্ধিগত বা অস্থিগত বা কোষ্ঠগত বা শিরাস্নায়ুগতই বা হউক অথবা গম্ভীর বা বিষমস্থিতই বা হউক, বন্ধন ভিন্ন আরাম করা যায় না। ৩০।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণিতোপাসনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
ব্রণিতস্য প্রথমমেবাগারমন্বিচ্ছেৎ, তচ্চাগারং প্রশস্তবাস্ত্বাদিকং কার্য্যম্॥ ২
প্রশস্তবাস্তুনি গৃহে শুচাবাতপবর্জ্জিতে।
নিবাতে নচ রোগাঃ স্যুঃ শারীরাগন্তুমানসাঃ॥ ৩
তস্মিন্ শয়নমসম্বাধং স্বাস্তীর্ণং মনোজ্ঞং প্রাক্শিরস্কং সশস্ত্রং কুর্ব্বীত॥ ৪
সুখচেষ্টাপ্রচারঃ স্যাৎ স্বাস্তীর্ণে শয়নে ব্রণী।
প্রাচ্যাং দিশি স্থিতা দেবাস্তৎপূজার্থং নতং শিরঃ॥ ৫
তস্মিন্ সুহৃদ্ভিরনুকূলৈঃ প্রিয়ংবদৈরুপাস্যমানো যথেষ্টমাসীত॥ ৬

একোনবিংশ অধ্যায়।

ব্রণিতোপাসনীয়।

অনন্তর আমরা ব্রণিতোপাসনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [ব্রণিত অর্থাৎ ব্রণরোগী। উপাসনা অর্থাৎ শুশ্রূষা]। ১। ব্রণরোগীর শুশ্রূষার জন্য প্রথমে গৃহ অন্বেষণ করিবে। সেই গৃহের বাস্তু প্রভৃতি প্রশস্ত হওয়া উচিত। ২। গৃহের বাস্তু প্রশস্ত হওয়া উচিত। উহা শুচি, আতপবর্জ্জিত ও নির্বাত হওয়া উচিত। এরূপ গৃহে শারীর, আগন্তু বা মানস রোগের অবসর হইতে পারে না। ৩। সেই গৃহে রোগীর শয্যা অসংবাধ (বাধাহীন), সুপ্রশস্ত ও মনোজ্ঞ হওয়া উচিত। রোগী পূর্ব্বশিরে শয়ন করিয়া থাকিবে। গৃহের মধ্যে ব্রণের গন্ধে কোন্ প্রকার হিংস্র জন্তু না আসিতে পারে, এইজন্য শস্ত্র রাখা উচিত। ৪। ব্রণরোগী সুখকর আস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে, যাহাতে সুখে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারে, এরূপ আয়োজন থাকিবে। পূর্ব্বদিকে দেবতারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের পূজার্থ সেই দিকে নতশিরা হইয়া থাকিতে হয়। ৫। প্রিয়ভাষী অনুকূল সুহৃদ্গণ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাহাকে অনুরঞ্জন করিবে। ৬। অনুকূল

সুহৃদো বিক্ষিপন্ত্যাশু কথাভিব্রণবেদনাঃ।
আশ্বাসয়ন্তো বহুশস্ত্বনুকূলাঃ প্রিয়ংবদাঃ॥ ৭
নচ দিবানিদ্রাবশগঃ স্যাৎ॥ ৮
দিবাস্বপ্নাদ্‌ব্রণে কণ্ডুর্গাত্রাণাং গৌরবং তথা।
শ্বয়থুর্বেদনা রাগঃ স্রাবশ্চৈব ভৃশং ভবেৎ॥ ৯
উত্থানসংবেশনপরিবর্ত্তনচংক্রমণোচ্চৈর্ভাষণাদিষু চাত্ম-চেষ্টাস্বপ্রমত্তো ব্রণং সংরক্ষেৎ॥ ১০
স্থানাসনং চংক্রমণং দিবাস্বপ্নং তথৈব চ
ব্রণিতো ন নিষেবেত শক্তিমানপি মানবঃ॥
উত্থানাদ্যাসনং স্থানং শয্যাঞ্চাতি নিষেবিতা।
প্রাপ্নুয়াম্মারুতাদঙ্গে রুজস্তস্মাদ্বিবর্জয়েৎ॥ ১১
গম্যানাঞ্চ স্ত্রীণাং সন্দর্শনসম্ভাষণসংস্পর্শনানি দূরতঃ পরিহরেৎ॥ ১২
স্ত্রীদর্শনাদিভিঃ শুক্রং কদাচিচ্চলিতং স্রবেৎ।
গ্রাম্যধর্ম্মকৃতান্ দোষান্ সোঽসংসর্গেঽপ্যবাপ্নুয়াৎ॥ ১৩
নবধান্যমাষতিলকলায়কুলত্থনিষ্পাবহরিতকশাকাম্ললবণ-কটুকগুড়পিষ্টবিকৃতিবল্লূরশুষ্কশাকাজাবিকানূপৌদকমাংসবসা-শীতোদককৃশরাপায়সদধিদুগ্ধতক্রপ্রভৃতীন্ পরিহরেৎ॥ ১৪
তক্রান্তো নবধান্যাদির্যোঽয়ং বর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দোষসঞ্জননো হ্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ পূয়বর্দ্ধনঃ॥ ১৫

মদ্যপশ্চ মৈরেয়ারিষ্টাসবসীধুসুরাবিকারান পরি-হরেৎ॥ ১৬
মদ্যমম্লং তথা রুক্ষং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ বীর্য্যতঃ।
আশুকারি চ তৎপীতং ক্ষিপ্রং ব্যাপাদয়েদ্‌ব্রণম্॥ ১৭
বাতাতপরজোধূমাবশ্যায়াতিসেবনাতিভোজনানিষ্টশ্রবণদর্শ-নেৰ্ষ্যামর্ষভয়ক্রোধশোকধ্যানরাত্রিজাগরণ বিষমাশনশয়নোপ-বাসবাগ্ব্যায়ামস্থানচংক্রমণশীতবাতবিরুদ্ধাশনাজীর্ণমক্ষিকাদ্যা-বাধাঃ পরিহরেৎ॥ ১৮
ব্রণিনঃ সংপ্রতপ্তস্য কারণৈরেবমাদিভিঃ।
ক্ষীণশোণিতমাংসস্য ভুক্তং সম্যক্ ন জীর্য্যতি॥
অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিভ্রমো বলবান্ ভবেৎ।
ততঃ শোফরুজাস্রাবদাহপাকানবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯
সদা নীচনখরোমা শুচিনা শুক্লবাসসা শান্তিমঙ্গলদেবতা-ব্রাহ্মণগুরুপরেণ ভবিতব্যমিতি। তৎ কস্য হেতোঃ? হিংসাবিহারাণি হি মহাবীর্য্যাণি রক্ষাংসি পশুপতিকুবের-কুমারানুচরাণি মাংসশোণিতপ্রিয়ত্বাৎ ক্ষতজনিমিত্তং ব্রণিন-মুপসর্পন্তি সৎকারার্থং জিঘাংসূনি বা কদাচিৎ॥ ২০

ভবতি চাত্র।

তেষাং সৎকারকামানাং প্রয়তেনান্তরাত্মনা।
ধূপবল্যুপহারাংশ্চ ভক্ষ্যাংশ্চৈবোপহারয়েৎ॥ ২১

প্রিয়ভাষী সুহৃদেরা আশ্বাস দিতে থাকিলে তাহাদের কথায় ব্রণের যাতনা আশু নিবারিত হয়।৭। ব্রণরোগী দিবা-নিদ্রার বশ হইবে না।৮। কেননা দিবানিদ্রায় ব্রণে কণ্ডু, গাত্রগৌরব, ব্রণে শোথ, বেদনা, রক্তিমা ও স্রাব অতিশয় হয়।৯। উত্থান, সংবেশন (স্রাবকর্ম্ম), পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, চলন ও উচ্চৈ-ভাষণাদি নিজ কার্য্যসমূহে ব্রণ-রোগী অপ্রমত্ত হইয়া ব্রণ রক্ষা করিবে।১০। ব্রণরোগীর শক্তি থাকিলেও স্থান (দাঁড়াইয়া থাকা), আসন (অতিশয় উপবেশন), চলন ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে না। পূর্ব্বোক্ত উত্থান প্রভৃতি এবং আসন, স্থান ও শয্যা অতিশয় সেবিত হইলে বায়ুপ্রকোপ বশতঃ অঙ্গে বেদনা হয়; অতএব ও-সকল পরিত্যাগ করিবে।১১। আর গমনীয় স্ত্রীদিগের সন্দর্শন, সম্ভাষণ ও সংস্পর্শন দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।১২। কারণ ঐরূপ স্ত্রীদিগের দর্শনাদি-হেতু শুক্র কদাচিৎ ভ্রষ্ট হইলে, তাহাতে সংসর্গ বিনাও ব্যবায় জন্য দোষ ঘটিয়া থাকে।১৩। ব্রণরোগী নবধান্য, মাষ, তিল, কলায়, কুলত্থ, রাজমাষ, হরিতক ("অন্নপানাধ্যায় দেখ), শাক, অম্ল, অতিলবণ, গুড়, পিষ্টক, শুষ্কমাংস, শুষ্কশাক, ছাগমাংস, মেষমাংস, আনূপমাংস, জলচরমাংস, বসা, শীতল জল, কৃশরা, পায়স, দধি, দুগ্ধ, তক্র প্রভৃতি পরিহার করিবে। [কারণ এ সকল দ্রব্য প্রায়ই শ্লেষ্ম-কারক]।১৪। নবধান্য হইতে তক্র পর্য্যন্ত যে সকল আহার-দ্রব্য বলা হইল, তাহারা ব্রণ-দোষকারক, বিশেষতঃ পূয়বর্দ্ধক।১৫। মদ্যপায়ীরা দ্রাক্ষারসোদ্ভব মদ্যাদি পান করিতে পারে। কিন্তু মৈরেয়, অরিষ্ট, আসব, সীধু, সুরা বা সুরাজাত দ্রব্য সেবন করিবে না।১৬। মদ্য অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য ও আশু-ক্রিয়াকারী। এই সকল কারণে উহা শীঘ্র ব্রণের বিপদ্ উপস্থিত করে।১৭। ব্রণরোগী বাত, আতপ, ধূলি, ধূম ও হিম অতিসেবন করিবে না। আর অতি-ভোজন, অনিষ্টশ্রবণ, অনিষ্টদর্শন, ঈর্ষ্যা, অমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, বিষম ভাবে উপবেশন, বিষমভাবে শয়ন, উপবাস, বহুভাষণ, ব্যায়াম, স্থান (দাঁড়াইয়া থাকা), চলন, শীতবায়ু, বিরুদ্ধভোজন, অজীর্ণ এবং মক্ষিকাদির বাধা পরিহার করিবে।১৮। ব্রণরোগী এই সকল ও এইরূপ অন্যান্য কারণে পীড়িত হইলে অথচ তাহার রক্তমাংস ক্ষীণ হইলে তাহার আহার সম্যক্ জীর্ণ হয় না। অজীর্ণ হইতে বাতাদি-দোষের অতিশয় ব্যাপৎ হয়। তাহাতে শোথ, বেদনা, স্রাব, দাহ ও পাক হইয়া থাকে।১৯। ব্রণরোগী সর্ব্বদা নীচনখ ও নীচরোমা হইবে (অর্থাৎ নখ ও রোম কামাইবে) এবং সর্ব্বদা শুচি, শুক্লবস্ত্র, শান্তি-পরায়ণ, মঙ্গলাচারী, দেবতাপরায়ণ, ব্রাহ্মণ-পূজক ও গুরুপরায়ণ হইবে। ইহার কারণ এই যে, পশুপতি, কুবের ও কুমারের অনুচর রাক্ষসেরা হিংসাকারী ও অতিশয় বীর্য্যশালী। উহারা স্বভাবতঃ মাংস-শোণিত-প্রিয়। উহারা ক্ষতের অনুসরণে ব্রণরোগীদিগকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; উহারা হয় বলির লোভে আগমন করে, কখন বা জিঘাংসার্থও আসিয়া থাকে।২০। সেই সকল পূজাভিলাষী রাক্ষসদিগকে প্রয়তভাবে অন্তরের সহিত ধূপ,

তে তু সন্তর্পিতা আত্মবন্তং ন হিংস্যুঃ। তস্মাৎ সততমতন্দ্রিতো জনপরিবৃতো নিত্যদীপোদকশস্ত্রস্রগ্দামপুষ্পলাজাদ্যলঙ্কৃতে বেশ্মনি সম্পন্নমঙ্গলমনোহনুকূলাঃ কথাঃ শৃণ্বন্নাসীত ॥ ২২

সম্পদাদ্যনুকূলাভিঃ কথাভিঃ প্রীতমানসঃ।
আশাবান্ ব্যাধিমোক্ষায় ক্ষিপ্রং সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ববেদাভিহিতৈরপরৈশ্চাশীর্ব্বিধানৈরুপাধ্যায়া ভিষজশ্চ সন্ধ্যয়ো রক্ষাং কুর্য্যুঃ ॥ ২৪

সর্ষপারিষ্টপত্রাভ্যাং সর্পিষা লবণেন চ।
দ্বিরহ্নঃ কারয়েদ্ধূপং দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ২৫

ছত্রাতিচ্ছত্রে লাঙ্গলীং জটিলাং ব্রহ্মচারিণীং লক্ষ্মীং গুহামতিগুহাং শতবীর্য্যাং সহস্রবীর্য্যাং সিদ্ধার্থাংশ্চ শিরসা ধারয়েৎ ॥ ২৬

ব্যজেত বালব্যজনৈর্ব্রণং ন চ বিঘট্টয়েৎ।
ন তুদেন্ন চ কণ্ডূয়েচ্ছয়ানঃ পরিপালয়েৎ ॥ ২৭
অনেন বিধিনা যুক্তমাদাবেব নিশাচরাঃ।
বনং কেশরিণাক্রান্তং বর্জ্জয়ন্তি মৃগা ইব ॥ ২৮

জীর্ণশাল্যোদনং স্নিগ্ধমল্পমুষ্ণং দ্রবোত্তরম্।
ভুঞ্জানো জাঙ্গলৈর্মাংসৈঃ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি ॥ ২৯
তণ্ডুলীয়কজীবন্তীসুনিষণ্ণকবাস্তুকৈঃ।
বালমূলকবার্ত্তাকপটোলৈঃ কারবেল্লকৈঃ ॥
সদাড়িমৈঃ সামলকৈর্ঘৃতভৃষ্টৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
অন্যৈরেবংগুণৈর্বাপি মুদ্গাদীনাং রসেন বা ॥
শক্তূন্ বিলেপীং কুল্মাষং জলঞ্চাপি শৃতং পিবেৎ ॥ ৩০
দিবা ন নিদ্রাবশগো নিবাতগৃহগোচরঃ।
ব্রণী বৈদ্যবশে তিষ্ঠন্ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি ॥ ৩১
এবং বৃত্তসমাচারো ব্রণী সম্পদ্যতে সুখী।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমাপ্নোতি ধন্বন্তরিবচো যথা ॥ ৩২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ব্রণিতোপাসনীয়ো নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো হিতাহিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎ পিত্তস্যাপথ্যমিত্যনেন হেতুনা ন কিঞ্চিদ্‌দ্রব্যমেকান্তেন হিতমহিতং বাস্তীতি কেচিদাচার্য্যা ব্রুবতে। তত্তু ন সম্যক্। ইহ খলু যস্মাদ্‌দ্রব্যাণি স্বভাবতঃ

বলি, উপহার ও ভোজ্য সকল প্রদান করিতে হয়। ২১। বুদ্ধিমান্ ব্রণরোগী উহাদিগকে এইরূপে পরিতৃপ্ত করিলে উহারা তাহাকে আর হিংসা করে না। এইজন্য সতত অপ্রমত্ত ও বন্ধুজনে পরিবৃত হইয়া, দীপ, জল, শস্ত্র, পুষ্পমাল্য, পুষ্প ও লাজ প্রভৃতি সহকারে নিত্য অলঙ্কৃত গৃহে লক্ষ্মী মঙ্গল ও মনের অনুকূল কথাসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে বাস করিবে। ২২। লক্ষ্মী প্রভৃতির অনুকূল কথাসমূহে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিলে অথচ রোগী আরোগ্য লাভের জন্য যত্নবান থাকিলে, শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে। ২৩। উপাধ্যায় ও বৈদ্যেরা রোগীকে দুই সন্ধ্যা ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ-বিহিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। ২৪। সর্ষপ, নিম্বপত্র, ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া অপ্রমত্তভাবে দুই বেলা ধূপ দিবে। ২৫। ছত্রা ও অতিচ্ছত্রা ("দুই প্রকার দ্রোণপুষ্পী"। দ্রোণপুষ্পীর অর্থ ঝলঘসে), লাঙ্গলী (বিষলাঙ্গলিয়া), জটিলা (জটামাংসী), ব্রহ্মচারিণী (বামনহাটী), লক্ষ্মী (শমী। কোন কোন মতে লক্ষণা), গুহা (শালপর্ণী), অতিগুহা (পৃশ্নিপর্ণী), শতবীর্য্যা (শতমূলী), সহস্রবীর্য্যা (দূর্ব্বা) ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য ব্রণরোগীকে মস্তকে ধারণ করিতে হয়। ২৬। রোগীকে চামর দিয়া ব্যজন করিতে হয়। যেন ব্রণ কোনরূপে ঘাঁটিয়া না যায়। যেন ব্রণকে ক্লেশ দেওয়া না হয়। যেন ব্রণ চুলকাইয়া না ফেলা হয়। ব্রণরোগীকে যত্নপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইতে হয়। ২৭। বন যেরূপ সিংহকর্তৃক আক্রান্ত হইলে মৃগেরা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই নিয়মে রোগী পরিপালিত হইলে রাক্ষসেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে। ২৮। ব্রণরোগকালে স্নিগ্ধ, অল্প উষ্ণ, দ্রবপ্রধান (পানীয়-দ্রব্যপ্রধান), পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন জাঙ্গল মাংসের সহিত ভোজন করিলে ব্রণ শীঘ্র রোপিত হয়। ২৯। তণ্ডুলীয়ক (নটে), জীবন্তী, শুষুনী, বেতোশাক, কচিমূলো, বেগুন, পলতা ও করলা, দাড়িমরস আমলকীরস ও ঘৃতের সহিত ভাজিয়া ব্রণরোগীকে আহার দেওয়া যায়। লবণের মধ্যে সৈন্ধব দেওয়া যায়। আর এইরূপ গুণবিশিষ্ট অন্যান্য আহারও দেওয়া যাইতে পারে। মুদ্গাদির যূষও দেওয়া যায়। যবশক্তু, বিলেপী, কুল্মাষ (যবপিষ্টক) ও তপ্ত জল পান করিতে হয়। ৩০। ব্রণরোগী দিবসে নিদ্রা যাইবে না। নির্ব্বাতগৃহে বাস করিবে এবং বৈদ্যের বশে থাকিবে। তাহা হইলে ব্রণ শীঘ্র নষ্ট হয়। ৩১। এইরূপ আচরণ করিয়া চলিলে ব্রণরোগী আরোগ্য লাভ করে এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধন্বন্তরি এইরূপই কহিয়াছেন। ৩২

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

হিতাহিতীয়।

অনন্তর আমরা হিতাহিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করব। ১। কোন কোন আচার্য্য কহেন যে, যাহা বায়ুর পথ্য, তাহা পিত্তের অপথ্য, এই হেতু এমন কোন দ্রব্যই নাই, যাহা একান্ত হিত বা অহিত। কিন্তু এ কথা সম্যক্ নহে। কেননা দ্রব্য সকল স্বভাবতঃ বা সংযোগ-বশতঃ একান্ত

সংযোগতশ্চৈকান্তহিতান্যেকান্তাহিতানি হিতাহিতানি চ ভবন্তি ॥ ২

তত্রৈকান্তহিতানি জাতিসাত্ম্যাৎ সলিলঘৃতদুগ্ধৌদন-প্রভৃতীনি। একান্তাহিতানি তু দহনপচনমারণাদিষু প্রবৃত্তান্যগ্নিক্ষারবিষাদীনি। সংযোগাদপরাণি বিষতুল্যানি ভবন্তি। হিতাহিতানি তু যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎ পিত্তস্যাপথ্যমিতি ॥ ৩

অতঃ সর্ব্বপ্রাণিনাময়মাহারার্থং বর্গ উপদিশ্যতে। তদ্যথা—রক্তশালিষষ্টিককাঙ্গুকমুকুন্দকপাণ্ডুক-পীতকপ্রমোদক-কালকাশনক-পুষ্পক-কর্দ্দমকশকুনাহৃত-সুগন্ধককলমনীবার-কোদ্রবোদ্দালকশ্যামাকগোধূমবেণুযবাদয়ঃ। এণহরিণকুরঙ্গমৃগ-মাতৃকাশ্বদংষ্ট্রাকরালক্রকরকপোতলাবতিত্তিরিকপিঞ্জলবর্ত্তীর-বর্ত্তিকাদীনাং মাংসানি। মুদ্গবনমুদ্গমকুষ্ঠকলায়মসূরমঙ্গল্য-চণকহরেণ্বাঢ়কীসতীনাঃ। চিল্লীবাস্তুকসুনিষণ্ণকজীবন্তীতণ্ডুলীয়কমণ্ডূকপর্ণ্যঃ। গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবদাড়িমামলকমিত্যেষ বর্গঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং সামান্যতঃ পথ্যতমঃ ॥ ৪

তথা ব্রহ্মচর্য্যানিবাতশয়নোষ্ণোদকনিশাস্বপ্নব্যায়ামাশ্চৈকান্ততঃ পথ্যতমাঃ ॥ ৫

একান্তহিতান্যেকান্তাহিতানি প্রাগুপদিষ্টানি। হিতাহিতানি তু, যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎপিত্তস্যাপথ্যমিতি ॥ ৬

সংযোগতস্ত্বপরাণি বিষতুল্যানি ভবন্তি। তদ্যথা—বল্লীফলকবককরীরাম্লফললবণকুলত্থপিণ্যাকদধিতৈলবিরোহি-পিষ্টশুষ্কশাকাজাবিকমাংসমদ্যজাম্বনচিলিচিমমৎস্যগোধাবরাহাংশ্চ নৈকধ্যমশ্নীয়াৎ পয়সা ॥ ৭

রোগং সাত্ম্যঞ্চ দেশঞ্চ কালং দেহঞ্চ বুদ্ধিমান্।
অবেক্ষ্যাগ্ন্যাদিকান্ ভাবান রোগবৃত্তেঃ প্রয়োজয়েৎ ॥ ৮
অবস্থান্তরবাহুল্যাদ্রোগাদীনাং ব্যবস্থিতম্।
দ্রব্যং নেচ্ছন্তি ভিষজ ইচ্ছন্তি স্বস্থরক্ষণে ॥ ৯
দ্বয়োরন্যতরাদানে বদন্তি বিষদুগ্ধয়োঃ।
দুগ্ধস্যৈকান্তহিততাং বিষমেকান্ততোঽহিতম্ ॥ ১০
এবং যুক্তরসেষ্বেষু দ্রব্যেষু সলিলাদিষু।
একান্তহিততাং বিদ্ধি বৎস সুশ্রুত নান্যথা ॥ ১১

হিত বা একান্ত অহিত বা হিত ও অহিত উভয়ই হইয়া থাকে। ২। তন্মধ্যে স্বভাবতঃ একান্ত হিত দ্রব্য যথা;—সলিল, ঘৃত, দুগ্ধ, অন্ন প্রভৃতি। এ সকল দ্রব্য মানব-জাতির সাত্ম্য। একান্ত অহিত দ্রব্য যথা;—অগ্নি, ক্ষার, বিষপ্রভৃতি। এই সকল দ্রব্য সকলের পক্ষেই দহন, পচন ও মারণ প্রভৃতি বলিয়া জানা আছে। কতকগুলি দ্রব্য সংযোগ বশতঃ বিষতুল্য হয় [যেমন দুগ্ধ ও মৎস্য একত্র খাইলে বিষতুল্য হয়]। আবার কতকগুলি দ্রব্য আছে, তাহাদিগকে হিত ও অহিত উভয়ই বলা যায়; অর্থাৎ যাহা বায়ুর পক্ষে হিত, তাহা হয়ত পিত্তের পক্ষে অহিত। ৩। অনন্তর সর্ব্বপ্রাণীর উপযোগী আহারবর্গ বিবৃত হইতেছে। যথা;—রক্তশালি, ষষ্টিক (শ্বেত ষষ্টিক ধান্য), কাঙ্গুক ধান্য, মুকুন্দক (কাল ষষ্টিক), পাণ্ডুশালি, পীতশালি, প্রমোদক-শালি, কালকাশনক শালি, পুষ্পক-শালি, কর্দ্দমক-শালি, শকুনাহৃত-শালি, সুগন্ধ-শালি, কলম-শালি, নীবার (উড়ি ধান), কোদ্রব (কোদোধান), উদ্দালক (বন্য কোদোধান), শ্যামাধান, গোধূম ও বেণুযব (বাঁশের চাউল) ইত্যাদি। কৃষ্ণ হরিণ, তাম্র হরিণ, ঈষৎ তাম্রবর্ণ হরিণ, মৃগমাতৃকা (পেট-মোটা ছোট হরিণ), অশ্বদংষ্ট্রা (চতুর্দ্দন্ত অতিদুষ্ট কর্কটক), করাল (কস্তুরীমৃগ) ক্রকর (কয়ার), কপোত, লাব, তিত্তিরি, (কৃষ্ণ-তিত্তির), কপিঞ্জল (শ্বেত তিত্তির), বর্ত্তীর (বটের) ও বর্ত্তিক (ভারুই) প্রভৃতির মাংস। মুগ, বনমুগ, মকুষ্ঠ (বনমুগ-বিশেষ), কলায় (মটর), মসূর, মঙ্গল্য (পাণ্ডুবর্ণ মসূর), চণক (ছোলা), হরেণু (বাটুল কলায়), অড়হর ও সতীন (বাটুল কলায়) এই সকল সূপ-ধান্য। চিল্লী (ক্ষেত্র বাস্তুক), বাস্তুক (বেতো), শুষণী, জীবন্তী, তণ্ডুলীয়ক (নটে) ও মণ্ডূকপর্ণী (ব্রাহ্মী শাক ইতি নিবন্ধ। ব্রাহ্মী শব্দে বামন-হাটীও বুঝায়, থুলকুড়ীও বুঝায়), গব্যঘৃত, সৈন্ধব, দাড়িম ও আমলকী এই সকল দ্রব্য সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর। ৪। ব্রণরোগীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, নির্ব্বাত প্রদেশে শয়ন, উষ্ণ জল, রাত্রিনিদ্রা ও অল্প ব্যায়াম হিতকর। ৫। যে সকল দ্রব্য একান্ত হিত ও একান্ত অহিত, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। হিত অথচ অহিত দ্রব্যের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, যাহা বায়ুর পথ্য তাহা পিত্তের অপথ্য ইত্যাদি। ৬। অপর কতকগুলি দ্রব্য সংযোগ বশত বিষতুল্য হয়। যথা;—বল্লীফল (কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতাফল), কবক (ছত্রাক), করীর (বংশাঙ্কুর), অম্লফল, লবণ, কুলত্থ, পিণ্যাক (তিলপিষ্ট) দধি, তৈল, বিরোহী (যে সকল শাকাদির অঙ্কুর নিবৃত্ত হইয়াছে), তণ্ডুলপিষ্টক, শুষ্ক শাক, ছাগমাংস, মেষমাংস, মদ্য, জম্বুফল, চিলিচিম মৎস্য (চরকমতে সমস্ত মৎস্য, বিশেষতঃ চিলিচিম মৎস্য। ১২ প্রকরণ দেখ।), গোধামাংস ও বরাহমাংস দুগ্ধের সহিত একত্র সেবন করিবে না। ৭। (৮, ৯, ১০ ও ১১ প্রকরণ শ্লোকে লিখিত) বুদ্ধিমান্ বৈদ্য রোগ, সাত্ম্য, দেশ, কাল, দেহ ও ক্ষুধা প্রভৃতির অবস্থা বিচার করিয়া রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ৮। রোগ, সাত্ম্য, দেশ, কাল, দেহ ও ক্ষুধা প্রভৃতির অবস্থা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় বলিয়া চিকিৎসকেরা শাস্ত্রোক্ত ঔষধসমূহ সর্ব্বস্থলে সমানভাবে প্রয়োগ করিতে চাহে না। তবে সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সর্ব্বস্থলেই ব্যবহার করিতে হয়। ৯। দেখ, বিষ ও দুগ্ধের মধ্যে সুস্থ অবস্থাতে কেবল দুগ্ধেরই একান্ত হিততা ও বিষের একান্ত অহিততা দেখা যায় [কিন্তু রোগে অন্যরূপ হয়]। ১০। হে বৎস সুশ্রুত! সলিল প্রভৃতি দ্রব্যও যুক্তরস হইলে (অর্থাৎ বিস্বাদ না হইলে) সুস্থের পক্ষে এইরূপ একান্ত হিতকর হয়। অন্যথা, হয় না জানিবে।

অতোঽন্যান্যপি সংযোগাদহিতানি বক্ষ্যামঃ। নববিরূঢ়-ধান্যৈর্বসামধুপয়োগুড়মাষৈর্বা গ্রাম্যানূপৌদকপিশিতাদীনি নাভ্যবহরেৎ। ন পয়োমধুভ্যাং রোহিণীশাকং জাতুশাকং বাশ্নীয়াৎ। বলাকাং বারুণীকুল্মাষাভ্যাম্। কাকমাচীং পিপ্পলীমরিচাভ্যাং নাড়ীভঙ্গশাককুক্কুটদধীনি চ নৈকধ্যম্। মধু চোষ্ণোদকানুপানং পিত্তেন বা মাংসানি। সুরাকৃশরাপায়সাংশ্চ নৈকধ্যম্। সৌবীরকেণ সহ তিলশষ্কুলীম্। মৎস্যৈঃ সহেক্ষুবিকারান্, গুড়েন কাকমাচীং, মধুনা মূলকম্, গুড়েন বারাহং মধুনা সহ বিরুদ্ধম্। ক্ষীরেণ মূলকম্। আম্রজাম্বব-শ্বাবিচ্ছূকরগোধাশ্চ সর্ব্বাংশ্চ মৎস্যান্ বিশেষেণ চিলিচিমং পয়সা। কদলীফলং তালফলেন পয়সা দধ্না তক্রেণ বা লকুচফলং পয়সা দধ্না মাষসূপেন বা প্রাক্ পয়নঃ পয়সোহন্তে বা ॥ ১২

অতঃ কর্ম্মবিরুদ্ধান্ বক্ষ্যামঃ। কপোতান্ সর্ষপতৈল-ভৃষ্টান্ নাদ্যাৎ। কপিঞ্জলময়ূরলাবতিত্তিরিগোধাশ্চৈরণ্ড-দার্ব্বগ্নিসিদ্ধা এরণ্ডতৈলসিদ্ধা বা নাদ্যাৎ। কাংস্যভাজনে দশরাত্রপর্য্যুষিতং সর্পিঃ। মধু চোষ্ণৈরুষ্ণে বা। মৎস্য-পরিপচনে শৃঙ্গবেরপরিপচনে বা সিদ্ধাং কাকমাচীম্, তিলকল্কসিদ্ধমুপোদিকাশাকম্। নারিকেলেন বরাহবসাপরিভৃষ্টাং বলাকাম্। ভাসমঙ্গারশূল্যং নাশ্নীয়াদিতি॥ ১৩

অতো মানবিরুদ্ধান্ বক্ষ্যামঃ। মধ্বম্বুনী মধুসর্পিষী মানতস্তুল্যে নাশ্নীয়াৎ। স্নেহৌ মধুস্নেহৌ বা বিশেষদান্ত-রীক্ষোদকানুপানৌ ॥ ১৪

অত ঊর্দ্ধং রসদ্বন্দ্বানি রসতো বীর্য্যতো বিপাকতশ্চ বিরুদ্ধানি বক্ষ্যামঃ। তত্র মধুরাম্লৌ রসবীর্য্যবিরুদ্ধৌ মধুরলবণৌ চ মধুরকটুকৌ চ সর্ব্বতঃ। মধুরতিক্তৌ রসবিপাকাভ্যাং মধুরকষায়ৌ চাম্ললবণৌ রসতঃ। অম্লকটুকৌ রসবিপাকাভ্যামম্লতিক্তাবম্লকষায়ৌ চ সর্ব্বতঃ। লবণকটুকৌ রসবিপাকাভ্যাং লবণতিক্তৌ লবণকষায়ৌ চ সর্ব্বতঃ। কটুতিক্তৌ রসবীর্য্যাভ্যাং কটুকষায়ৌ তিক্তকষায়ৌ চ রসতঃ॥ ১৫

তরতমযোগযুক্তাংশ্চ ভাবানতিরুক্ষানতিস্নিগ্ধানত্যুষ্ণানতিশীতানিত্যেবমাদীন্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬

ভবন্তি চাত্র।

বিরুদ্ধান্যেবমাদীনি বীর্য্যতো যানি কানিচিৎ।
তান্যেকান্তাহিতান্যেব শেষং বিদ্যাদ্ধিতাহিতম্ ॥ ১৭

অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্যও সংযোগ বশতঃ অহিত হইয়া থাকে। তাহাও বলিতেছি। অভিনব অঙ্কুরিত ধান্যের সহিত বা বসা, মধু, দুগ্ধ, গুড় ও মাষকলায়ের সহিত গ্রাম্যজন্তুর মাংস, আনূপ জন্তুর মাংস ও জলজ মাংসাদি আহার করিবে না। দুগ্ধ ও মধুর সহিত রোহিণীশাক (কটকীশাক) বা জাতুশাক (পুষ্করশাক) আহার করিবে না। বারুণী ও কুল্মাষের সহিত বকের মাংস আহার করিবে না। পিপুল ও মরিচের সহিত কাকমাচী বা নাড়ীশাক (পাটশাক), ভঙ্গশাক (গিমেশাক), কুক্কুট-মাংস ও দধি ভক্ষণ করিবে না। সৌবীরকের সহিত তিলশষ্কুলী সেবন করিবে না। মৎস্যের সহিত ইক্ষুকৃত দ্রব্যসমূহ, গুড়ের সহিত কাকমাচী, মধুর সহিত মূলক এবং গুড় বা মধুর সহিত বরাহ মাংস বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত মূলক বিরুদ্ধ। আম, জাম, সজারু-মাংস, শূকর-মাংস গোধা-মাংস এবং মৎস্য বিশেষতঃ চিলিচিম মৎস্য [চিলিচিম মৎস্যের বর্ণনা পাঠ করিলে "খরশোলা" মৎস্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু লিখিত আছে যে, চিলিচিম প্রায়ই কাদার উপর চরে। জলের উপর ভাসে এ কথা লেখা নাই] তালফল, দুগ্ধ, দধি ও তক্রের সহিত কদলী-ফল বিরুদ্ধ। দুগ্ধ, দধি ও মাষযূষের সহিত লকুচ-ফল বিরুদ্ধ। আর দুগ্ধপানের পূর্ব্বে বা পরে লকুচ ফল নিষিদ্ধ। ১২। কতকগুলি দ্রব্য সংস্কারভেদে বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ষপ-তৈলে ভৃষ্ট কপোত-মাংস খাইতে নাই। কপিঞ্জল (সাদা তিত্তির), ময়ূর, লাব, কাল তিত্তির বা গোধামাংস এরণ্ড-কাষ্ঠের অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া বা এরণ্ড-তৈলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে নাই। কাঁসার পাত্রে ঘৃত দশদিন রাখিবার পর খাইতে নাই। উষ্ণ-দ্রব্যের সহিত বা উষ্ণপাত্রে রাখিয়া বা উষ্ণ-সেবন-কালে মধু খাইতে নাই। মাছের হাঁড়িতে বা আদার হাঁড়ীতে কাকমাচী সিদ্ধ করিয়া খাইতে নাই। তিলকল্কের সহিত পুঁইশাক সিদ্ধ করিয়া খাইতে নাই। বরাহের বসায় বলাকা-মাংস সিদ্ধ করিয়া নারিকেলের সহিত খাইতে নাই। অঙ্গারের অগ্নিতে ভাসপক্ষীর মাংস শূল্যপাক করিয়া খাইতে নাই। ১৩। অনন্তর মান-বিরুদ্ধ দ্রব্য সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। মধু ও জল বা মধু ও ঘৃত তুল্য-পরিমাণে খাইতে নাই। দুই স্নেহ (যথা তৈল ও ঘৃত) বা মধু ও স্নেহ সমান সমান পরিমাণে সেবন করিতে নাই। আর আন্তরীক্ষ জল মধু বা স্নেহের অনুপান করিতে নাই। ১৪। অনন্তর দুই দুই রস, রস বীর্য্য ও বিপাকে যেরূপ বিরুদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছি। তন্মধ্যে মধুর ও অম্লরস, মধুর ও লবণরস এবং মধুর ও কটুরস একত্র সেবন করিলে সর্ব্বত্র রস ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ হয়। মধুর ও তিক্তরস, রস ও বিপাকে বিরুদ্ধ। মধুর ও কষায়রস এবং অম্ল ও লবণরস রসে বিরুদ্ধ। অম্ল ও কটুরস, অম্ল ও তিক্তরস এবং অম্ল ও কষায়রস সর্ব্বতই রস ও বিপাকে বিরুদ্ধ। লবণ ও কটুরস, লবণ ও তিক্তরস এবং লবণ ও কষায়রস সর্ব্বতই রস ও বিপাকে বিরুদ্ধ। আর কটু ও কষায়রস এবং তিক্ত ও কষায়রস রসে বিরুদ্ধ। ১৫। অতিরুক্ষ, অতিস্নিগ্ধ, অতি-উষ্ণ ও অতিশয় শীতল দ্রব্য এবং এইরূপ অতিশয়-গুণযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিবে না। ১৬। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—এইরূপ যে কোন দ্রব্য বীর্য্যে বিরুদ্ধ, তাহাই

ব্যাধিমিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং মরণঞ্চাধিগচ্ছতি।
বিরুদ্ধরসবীর্য্যাণি ভুঞ্জানোঽনাত্মবান্ নরঃ॥ ১৮
যৎ কিঞ্চিদ্দোষমুৎক্লেশ্য ভুক্তং কায়ান্ন নির্হরেৎ
রসাদিষ্বযথার্থং বা তদ্বিকারায় কল্পতে॥ ১৯
বিরুদ্ধাশনজান্ রোগান্ প্রতি হন্তি বিরেচনম্।
বমনং শমনং বাপি পূর্ব্বং বা হিতসেবনম্॥ ২০
সাত্ম্যতোঽল্পতয়া বাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ।
স্নিগ্ধব্যায়ামবলিনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ॥

অথ বাতগুণান্ বক্ষ্যামঃ

পূর্ব্বঃ সমধুরঃ স্নিগ্ধো লবণশ্চৈব মারুতঃ।
গুরুর্বিদাহজননো রক্তপিত্তাভিবর্দ্ধনঃ।
ক্ষতানাং বিষজুষ্টানাং ব্রণিনঃ শ্লেষ্মলাশ্চ যে।
তেষামেব বিশেষেণ সদা রোগবিবর্দ্ধনঃ॥
বাতলানাং প্রশস্তশ্চ শ্রান্তানাং কফশোষিণাম্।
তেষামেব বিশেষেণ ব্রণক্লেদবিবর্দ্ধনঃ॥
মধুরশ্চাবিদাহী চ কষায়ানুরসো লঘুঃ॥ ২২
দক্ষিণো মারুতঃ শ্রেষ্ঠশ্চক্ষুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ।
রক্তপিত্তপ্রশমনো ন চ বাতপ্রকোপণঃ॥
বিশদো রুক্ষপরুষঃ খরঃ স্নেহবলাপহঃ॥ ২৩
পশ্চিমো মারুতস্তীক্ষ্ণঃ কফমেদোবিশোষণঃ।
সদ্যঃ প্রাণক্ষয়করঃ শোষণস্তু শরীরিণাম্॥ ২৪
উত্তরো মারুতঃ স্নিগ্ধো মৃদুর্মধুর এব চ।
কষায়ানুরসঃ শীতো দোষাণামপ্রকোপণঃ॥
তস্মাচ্চ প্রকৃতিস্থানাং ক্লেদনো বলবর্দ্ধনঃ।
ক্ষীণক্ষয়বিষার্ত্তানাং বিশেষেণ তু পূজিতঃ॥ ২৫।

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে হিতাহিতীয়ো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণপ্রশ্নমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে॥ ২

ত এব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবঃ; তদেভিরেব শোণিতচতুর্থৈঃ সম্ভবস্থিতিপ্রলয়েষ্বপ্যবিরহিতং শরীরং ভবতি॥ ৩

একান্ত অহিত। অবশিষ্ট দ্রব্য সকল হিত ও অহিত উভয়ই হইয়া থাকে। ১৭। অবুদ্ধিমান লোকে বিরুদ্ধ-রস ও বিরুদ্ধবীর্য্য দ্রব্য সকল একত্র সেবন করিয়া ব্যাধি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য এবং মরণ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮। যে কোন দ্রব্য দোষকে উৎক্লেশিত (উদ্গত) করে কিন্তু শরীর হইতে নির্গত করিতে পারে না অথবা যে কোন দ্রব্য রসাদি ধাতুর প্রতিকূল হয়, তাহাই বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৯। বিরুদ্ধ-ভোজন-জনিত রোগসমূহ নিবারণ করিতে হইলে বিরেচন, বমন বা শমন ঔষধ আবশ্যক হয়। অথবা বিরুদ্ধ ভোজন সহ্য করাইতে পারে, এরূপ মহাপ্রভাব ঔষধ সকল বিরুদ্ধ ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিতে হয়। ২০। অভ্যাস বশতঃ বিরুদ্ধ ভোজন সহ্য হইতে পারে; বিরুদ্ধ ভোজন অল্প হইলেও সহ্য হইতে পারে; দীপ্তাগ্নি বা তরুণ ব্যক্তির বিরুদ্ধ ভোজন সহ্য হইতে পারে। আর স্নিগ্ধ সেবন ও ব্যায়াম হেতু বলবান্ ব্যক্তির বিরুদ্ধ ভোজন সহ্য হইতে পারে। ২১। অনন্তর বায়ুর গুণ সকল বলিতেছি। পূর্ব্ববায়ু ঈষৎ মধুর, স্নিগ্ধ, লবণ-রস, গুরু, বিদাহজনক ও রক্তপিত্তবর্দ্ধক। ইহা ক্ষতরোগী, ভুক্তবিষ, ব্রণরোগী ও শ্লেষ্মরোগীদিগের বিশেষ রোগবর্দ্ধক। মধুর, স্নিগ্ধ ও লবণ-রস বলিয়া ইহা বাতল রোগীদিগের পক্ষে প্রশস্ত। আর সেই কারণে ইহা শ্রান্তদিগের পক্ষেও প্রশস্ত (শ্রান্তদিগের বায়ুপ্রকোপ হয়)। যাহাদের কফ শুষ্ক হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহা ঐ ঐ কারণে প্রশস্ত। অথচ ইহা ঐ সকল কারণেই ঐ সকল রোগীর ব্রণের ক্লেদ বর্দ্ধন করে। ২২। দক্ষিণবায়ু মধুর, অবিদাহী, কষায়ানুরস ও লঘু। ইহা শ্রেষ্ঠ, চক্ষুষ্য, বলবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তপ্রশমন অথচ বায়ুপ্রকোপণ নহে। ২৩। পশ্চিমবায়ু বিশদ, রুক্ষ, পরুষ, খর, স্নিগ্ধত্বহারক, বলহারক, তীক্ষ্ণ, কফমেদঃশোষক এবং সদ্যঃপ্রাণক্ষয়কর ও শরীরশোষক। ২৪। উত্তরবায়ু স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর, কষায়ানুরস ও শীতল। ইহা দোষদিগের প্রকোপকারক নহে। এই কারণে ইহা সুস্থ শরীরের ক্লেদকারক ও বলবর্দ্ধক এবং দুর্ব্বল, ক্ষয়রোগী ও বিষার্ত্তদিগের বিশেষ পূজিত। উত্তরবায়ু শীতল বলিয়া আমাদের এই বাতশ্লেষ্মপ্রধান আনূপ দেশে অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অযোধ্যা প্রভৃতি দেশবাসী ও ইংরাজ প্রভৃতি পিত্তপ্রধান-ধাতু উত্তর-বাসীদিগের পূজিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।। ২৫

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

ব্রণপ্রশ্ন।

অনন্তর আমরা ব্রণপ্রশ্ন অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। বাত পিত্ত শ্লেষ্মাই জড়দেহের উৎপত্তির হেতু। তাহারাই অব্যাপন্ন অবস্থায় শরীরের অধঃ, মধ্য ও উর্দ্ধে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া এই শরীরকে ধারণ করে—যেমন তিনটী স্থূণাতে (খুঁটীতে) গৃহকে ধারণ করে। এই কারণে শরীরকে কেহ কেহ ত্রিস্থূণ কহিয়াছেন। ২। সেই বায়ু পিত্ত কফ ব্যাপন্ন হইলে প্রলয়ের (ধ্বংসের) হেতু হয়। বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষ এবং শোণিত চতুর্থ-দোষ স্থলে উল্লেখ্য। শরীর এই চারিটী দ্রব্যের সহিত উৎপত্তি ও স্থিতি, এমন কি

ভবতি চাত্র।

নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে॥ ৪

তত্র বা গতিগন্ধনয়োরিতি ধাতুঃ তপ সন্তাপে শ্লিষ আলিঙ্গনে। এতেষাং কৃদ্বিহিতৈঃ প্রত্যয়ৈর্বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মেতি চ রূপাণি ভবন্তি॥ ৫

দোষস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণীগুদসংশ্রয়ঃ। তদুপর্য্যধো নাভেঃ পক্বাশয়ঃ, পক্বামাশয়য়োর্মধ্যং পিত্তস্য। আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ॥ ৬

অতঃপরং পঞ্চধা বিভজ্যন্তে। তত্র বাতস্য বাতব্যাধৌ বক্ষ্যামঃ। পিত্তস্য যকৃৎপ্লীহানৌ হৃদয়ং দৃষ্টিস্ত্বক্ পূর্ব্বোক্তঞ্চ। শ্লেষ্মণস্তুরঃশিরঃকণ্ঠসন্ধয় ইতি পূর্ব্বোক্তঞ্চ। এতানি খলু দোষাণাং স্থানান্যব্যাপন্নানাম্॥ ৭

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥ ৮

তত্র জিজ্ঞাস্যং কিং পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিঃ, আহো-স্বিৎ পিত্তমেবাগ্নিঃ? ইতি। অত্রোচ্যতে,—ন খলু পিত্ত-ব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে, আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তে দহন-পচনাদিষ্বভিবর্ত্তমানেঽগ্নিবদুপচারঃ ক্রিয়তেঽন্তরগ্নিরিতি। ক্ষীণে হ্যগ্নিগুণে তৎসমানদ্রব্যোপযোগাদতিপ্রবৃদ্ধে শীত-ক্রিয়োপযোগাদাগমাচ্চ পশ্যামো নখলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যো-ঽগ্নিরিতি॥ ৯

তচ্চাদৃষ্টহেতুকেন বিশেষেণ পক্বামাশয়মধ্যস্থং পিত্তং চতুর্ব্বিধমন্নপানং পচতি বিবেচয়তি চ দোষরসমূত্রপুরীষাণি তত্রস্থমেব চাত্মশক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থানানাং শরীরস্য চাগ্নি-কর্ম্মণানুগ্রহং করোতি তস্মিন্ পিত্তে পাচকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা॥ ১০

যত্তু যকৃৎপ্লীহ্নোঃ পিত্তং তস্মিন্ রঞ্জকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা; স রসস্য রাগকৃদুক্তঃ॥ ১১

প্রলয়কালেও সংযুক্ত থাকে। ৩। এ স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে :—কফ পিত্ত ও বায়ু ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না এবং শোণিত ভিন্নও দেহ থাকিতে পারে না। ইহারাই দেহকে ধারণ করে। ৪। 'বা' ধাতু হইতে বায়ু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বা ধাতুর অর্থ গতি ও গন্ধন (শব্দবহন); এস্থলে গতিই বুঝিতে হইবে [শরীরের কোন স্থানে স্পর্শ কর, তৎক্ষণাৎ সেই স্পর্শ মস্তিষ্কে গত হইয়া স্পর্শজ্ঞান নিষ্পন্ন হইবে]। পিত্ত তপ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তপ ধাতুর অর্থ তাপ (অর্থাৎ পিত্ত শব্দে দেহের তাপকে বুঝিতে হইবে)। শ্লেষ্মা শব্দ শ্লিষ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শ্লিষ ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন বা সন্ধি প্রভৃতির সংশ্লেষণ [শ্লেষ্মা না থাকিলে সন্ধি প্রভৃতিতে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত, সুতরাং সন্ধি প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হইত]। ৫। ইহার পর দোষের স্থান সকল বর্ণনা করিতেছি। তন্মধ্যে সংক্ষেপতঃ বায়ুর স্থান নিতম্ব ও গুদ। গুদের উপরি পক্বাশয়ের আরম্ভ ও নাভির নীচে শেষ [এস্থলে পক্বাশয়ের উল্লেখ করাতে ইহাও সঙ্কেত করা হইল যে, পক্বাশয়ও বায়ুর প্রধান স্থান; চরক ও বাগ্‌ভট তাহাই বলিয়াছেন]। পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্য (অর্থাৎ গ্রহণী বা ডিওডিনম) পিত্তের প্রধান স্থান। আর আমাশয় শ্লেষ্মার প্রধান স্থান। [চরক-মতে বক্ষই শ্লেষ্মার প্রধান স্থান। ইংরাজী মতও তদনুরূপ]। ৬। অনন্তর ঐ সকল দোষের পাঁচ পাঁচটী অপ্রধান স্থান বলা হইতেছে। বায়ুর বিষয় বাত-ব্যাধি পরিচ্ছেদে কহিব। পিত্তের স্থান যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, চক্ষু ও ত্বক্ এবং পূর্ব্বোক্ত গ্রহণী। শ্লেষ্মার স্থান বক্ষঃ, মস্তক, কণ্ঠ, সন্ধিসমূহ ও পূর্ব্বোক্ত আমাশয়। এইগুলি অব্যাপন্ন দোষদিগের স্থান (অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ অদূষিত থাকিলে এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিমার্গগত হয় না)। ৭। [এস্থলে একটী শ্লোক] যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও অনিল বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ এই তিন ক্রিয়া দ্বারা জগৎকে ধারণ করে, কফ পিত্ত ও বায়ুও সেইরূপ তিনপ্রকার ক্রিয়া দ্বারা শরীরকে ধারণ করে। [বিসর্গ শব্দের অর্থ সৌম্য-গুণ বিতরণ। আদান শব্দের অর্থ শোষণ এবং বিক্ষেপ শব্দের অর্থ প্রেরণ। চন্দ্রের কার্য্য বিসর্গ। সূর্য্যের কার্য্য আদান এবং অনিলের কার্য্য-প্রেরণ। এইরূপ কফ সোমগুণাত্মক, পিত্ত শোষণগুণাত্মক ও বায়ু-সঞ্চালনগুণাত্মক]। ৮। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পাচকাগ্নি কি পিত্ত হইতে ভিন্ন? না পিত্তই অগ্নি? ইহার উত্তর এই যে, পিত্ত ব্যতিরেকে অন্য অগ্নি উপলব্ধ হয় না। আগ্নেয়ত্বহেতু পিত্ত দহন পচনাদি কার্য্যে অগ্নির ন্যায় আচরণ করে বলিয়া ইহাকে অন্তরাগ্নি কহে। দেখ, অগ্নি-স্বভাব পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নি-স্বভাব দ্রব্য সেবন দ্বারা তাহাকে অতিশয় বৃদ্ধি করা যায়, আর শীতক্রিয়া করিলে সেই পিত্তের উপশম হয়; অতএব পিত্ত ব্যতিরেকে অন্য অগ্নি দেখিতে পাই না। ৯। কোন অদৃষ্ট-কারণবশতঃ পিত্ত পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া ভক্ষ্যপেয়াদি চতুর্ব্বিধ অন্ন-পান পাক এবং অন্নরস, মূত্র ও পুরীষদিগকে পৃথক্ করিয়া থাকে। আর সেইস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই আত্মশক্তি দ্বারা শরীরের অন্যান্য পিত্তস্থানদিগকে অগ্নিকর্ম্ম সহকারে (অর্থাৎ উষ্মা বিতরণ করিয়া) পোষণ করে। সেই পিত্তেরই পাচকাগ্নি নাম হইয়া থাকে। ১০। যে পিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অব-স্থিত, তাহাকে রঞ্জকপিত্ত বা রঞ্জকাগ্নি কহে। উহা শরীরস্থ রসের রক্তিমা সাধন করে বলিয়া উল্লিখিত আছে। [সুশ্রুত-মতে রক্তের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। ডাক্তারী-মতে রক্তের স্থান হৃদয়। কিন্তু ডাক্তারেরাই বলেন যে, কলেরায় সদ্যোমৃত্যুর পর শরীর ছেদ করিয়া দেখিলে হৃদয়ে রক্ত পাওয়া যায় না, পরন্তু যকৃতে রক্ত পাওয়া যায়]। ১১। যে পিত্ত হৃদয়ে সংস্থিত, তাহাকেই 'সাধক অগ্নি সংজ্ঞা দেওয়া

যৎ পিত্তং হৃদয়সংস্থিতং তস্মিন্ সাধকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা; সোঽভিপ্রার্থিতমনোরথসাধনকৃদুক্তঃ॥ ১২

যদ্দৃষ্ট্যাং পিত্তং তস্মিন্নালোচকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা; স রূপগ্রহণেঽধিকৃতঃ॥ ১৩

যত্তু ত্বচি পিত্তং তস্মিন্ ভ্রাজকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা; সোঽভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহাবলেপনাদীনাং ক্রিয়াদ্রব্যাণাং পক্তা চ্ছায়ানাঞ্চ প্রকাশকঃ॥ ১৪

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈব চ।
উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধঞ্চাম্লমেব চ॥ ১৫

শ্লেষ্মস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্রামাশয়ঃ পিত্তাশয়স্যোপরিষ্টাৎ তৎপ্রত্যনীকত্বাদূর্দ্ধগতিত্বাৎ তেজসশ্চন্দ্র ইবাদিত্যস্য; স চতুর্ব্বিধস্যাহারস্যাধারঃ। স চ তত্রোদকৈর্গুণৈরাহারঃ প্রক্লিন্নো ভিন্নসঙ্ঘাতঃ সুখজরশ্চ ভবতি॥ ১৬

মাধুর্য্যাৎ পিচ্ছিলত্বাচ্চ প্রক্লেদিত্বাৎ তথৈব চ।
আমাশয়ে সম্ভবতি শ্লেষ্মা মধুরশীতলঃ॥ ১৭

স তত্রস্থ এব স্বশক্ত্যা শেষাণাং শ্লেষ্মস্থানানাং শরীরস্য চোদককর্ম্মণানুগ্রহং করোতি। উরঃস্থস্ত্রিকসন্ধারণমাত্মবীর্য্যেণান্নরসসহিতেন হৃদয়াবলম্বনং করোতি। জিহ্বামূলকণ্ঠস্থো জিহ্বেন্দ্রিয়স্য সৌম্যত্বাৎ সম্যগ্রসজ্ঞানে বর্ত্ততে। শিরঃস্থঃ স্নেহসন্তর্পণাধিকৃতত্বাদিন্দ্রিয়াণামাত্মবীর্য্যেণানুগ্রহং করোতি। সন্ধিস্থস্তু শ্লেষ্মা সর্ব্বসন্ধিসংশ্লেষাৎ সর্ব্বসন্ধ্যনুগ্রহং করোতি॥ ১৮

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এব চ।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥ ১৯

শোণিতস্য স্থানং যকৃৎপ্লীহানৌ, তচ্চ প্রাগভিহিতম্। তত্রস্থমেব শোণিতস্থানানামনুগ্রহং করোতি॥ ২০

অনুষ্ণশীতং মধুরং স্নিগ্ধং রক্তঞ্চ বর্ণতঃ।
শোণিতং গুরু বিস্রং স্যাদ্বিদাহশ্চাস্য পিত্তবৎ॥ ২১

এতানি খলু দোষস্থানানি, এষু সঞ্চীয়ন্তে দোষাঃ প্রাক্ সঞ্চয়হেতুরুক্তঃ। তত্র সঞ্চিতানাং দোষাণাং স্তব্ধপূর্ণকোষ্ঠতা পীতাবভাসতা মন্দোষ্মতা চাঙ্গানাং গৌরবমালস্যং চয়কারণদ্বেষশ্চেতি লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র প্রথমঃ ক্রিয়াকালঃ॥ ২২

যায়। উহা প্রার্থিত মনোরথ সাধন করে বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১২। চক্ষুঃস্থ পিত্তকে আলোচক অগ্নি এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। রূপ গ্রহণ উহারই অধিকৃত। ১৩। ত্বক্স্থ পিত্তকে ভ্রাজক অগ্নি কহিয়া থাকে। উহা অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহ ও আলেপনাদি চিকিৎসা-দ্রব্যদিগের পাককর্ত্তা এবং কান্তিপ্রকাশক। ১৪। [একটী শ্লোক লো হইতেছে] পিত্ত তীক্ষ্ণ, দ্রব, পূতি (দুর্গন্ধী) এবং নীল বা পীত; ইহা উষ্ণ, কটুরস, বিদগ্ধ ও অম্ল। [পিত্ত সামাবস্থায় নীলবর্ণ হয় এবং নিরামাবস্থায় পীতবর্ণ হয়। কামলা প্রভৃতি রোগে কখন কখন টাটকা পিত্ত বিষ্ঠার সহিত বাহির হয়, ইহা নীলবর্ণ। তদপেক্ষা পাকপ্রাপ্ত হইলে সবুজবর্ণ হয় এবং অতিশয় পাকপ্রাপ্ত হইলেই পীতবর্ণ হইয়া থাকে। বিষ্ঠার বর্ণও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই রূপ হইয়া থাকে]। ১৫। অনন্তর শ্লেষ্মার স্থান সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। তন্মধ্যে আমাশয় (পাকস্থলী) পিত্তাশয়ের (গ্রহণীর) উপর অবস্থিত। ইহা পিত্তের সহিত বিরুদ্ধধর্ম্ম দ্রব্যের আধার। আর পিত্তসংজ্ঞক তেজঃপদার্থের ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া শ্লেষ্মার প্রকৃতি শীতল; দেখ, সূর্য্যের বিপরীতদিকে ও ঊর্দ্ধে আছে বলিয়া চন্দ্র শীতল হইয়াছে [সূর্য্য পৃথিবী হইতে চন্দ্র অপেক্ষা অধিক দূরে আছে বলিয়াই যে সূর্য্য চন্দ্রের ঊর্দ্ধে আছে, এরূপ ভাবা উচিত হয় না]। আমাশয় ভক্ষ্য-পেয়াদি চতুর্ব্বিধ আহারের আধার। আহার সেই স্থানের ঔদকগুণে ক্লিন্ন, ভিন্ন-সঙ্ঘাত (চূর্ণিত বা দ্রবীভূত) ও সুখে জীর্ণ হইয়া থাকে। ১৬। আমাশয়ের মাধুর্য্য, পিচ্ছিলত্ব ও ক্লেদজনকত্ব বশতঃ শ্লেষ্মা মধুর ও শীতল হইয়া থাকে। ১৭। শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত থাকিয়াই স্বশক্তি দ্বারা শরীরের অন্যান্য শ্লেষ্মস্থানদিগকে উদক-কর্ম্ম-সহকারে (অর্থাৎ জলাংশ বিতরণ দ্বারা) পোষণ করিয়া থাকে। উহা বক্ষে অবস্থিত থাকিয়া ত্রিক-স্থানের (যেস্থানে স্কন্ধাস্থিদ্বয় মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে) ধারণ করিয়া থাকে এবং অন্নরস-সহকৃত আত্মবীর্য্য দ্বারা হৃদয়কে অবলম্বন করে। উহা জিহ্বামূল ও কণ্ঠে স্থিত হইয়া জিহ্বেন্দ্রিয়ের সৌম্যত্ব সাধনপূর্ব্বক সম্যক্ রসজ্ঞানের কারণ হয়। উহা মস্তকে অবস্থিত হইয়া স্নেহন ও সন্তর্পণ কর্ম্ম দ্বারা স্বকীয় বলে ইন্দ্রিয়সমূহের পোষণ করিয়া থাকে। আর শ্লেষ্মা সন্ধিসমূহে অবস্থিত থাকিয়া সন্ধিদিগের সংশ্লেষণ সাধনপূর্ব্বক সর্ব্ব সন্ধির পোষণ করিয়া থাকে। ১৮। শ্লেষ্মা শ্বেত, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও শীতল। উহা অবিদগ্ধ থাকিলে মধুরাস্বাদ এবং বিদগ্ধ হইলে লবণাস্বাদ হয়। [এ স্থলে বিদগ্ধ শব্দে অন্নরসের বিদগ্ধ অবস্থা বুঝিতে হইবে,—ইতি ভানুমতী। ১৯। রক্তের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রক্ত সেই সেই স্থানে আশ্রিত থাকিয়াই দেহের অন্যান্য রক্তস্থান দিগকে পোষণ করে। [ডাক্তারী মতের সহিত এই মতের বিরোধ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে]। ২০। রক্ত না-উষ্ণ না-শীতল। ইহা মধুর, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ এবং গুরু ও আমগন্ধী। আর যে যে কারণে পিত্তের বিদাহ হয়, সেই সেই কারণে রক্তেরও বিদাহ হইয়া থাকে। ২১। এইরূপে দোষদিগের স্থান সকল উক্ত হইল। এই সকল স্থানে দোষদিগের সঞ্চয় হয়। পূর্ব্বে সঞ্চয়ের কারণ বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বায়ু ও পিত্ত সঞ্চিত হইলে যথাক্রমে স্তব্ধ-পূর্ণকোষ্ঠতা, পীতবর্ণতা এবং কফসঞ্চিত হইলে উষ্মার ক্ষয়, দেহের গুরুতা ও আলস্য হয়। আর যে দোষ যে যে আহারাদি কারণে সঞ্চিত হয়, সেই সেই কারণের প্রতি দ্বেষ হইয়া থাকে। দোষের সঞ্চয় হইলে চিকিৎসার

অত ঊর্দ্ধং প্রকোপণানি বক্ষ্যামঃ। তত্র বলবদ্বিগ্রহাতি-ব্যায়ামব্যবায়াধ্যয়নপ্রপতন-প্রধাবন-প্রপীড়নাভিঘাত-লঙ্ঘন-প্লবনতরণরাত্রিজাগরণভারহরণগজ-তুরঙ্গ-রথপদাতিচর্য্যাকটু-কষায়তিক্তরূক্ষলঘুশীতবীর্য্যশুষ্কশাকবল্লূর-বরকোদ্দালককোর-দূষশ্যামাকনীবারমুদ্গমসূরাঢ়কী-হরেণু-কলায়-নিষ্পাবানশন-বিষমাশনাধ্যশনবাতমূত্রপুরীষশুক্রচ্ছর্দ্দিক্ষবথূদ্গার-বাষ্পবেগ-বিঘাতাদিভির্বিশেষৈর্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে ॥ ২৩

স শীতাভ্রপ্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তে চ বিশেষতঃ।

প্রত্যূষস্যপরাহ্ণে তু জীর্ণেঽন্নে চ প্রকুপ্যতি ॥ ২৪

ক্রোধশোক-ভয়ায়াসোপবাস-বিদগ্ধমৈথুনোপগমন-কট্বম্ল-লবণতীক্ষ্ণোষ্ণলঘুবিদাহিতিলতৈলপিণ্যাক-কুলত্থ-সর্ষপাতসী-হরিতকশাক-গোধামৎস্যাজাবিকমাংস-দধি-তক্রকূর্চ্চিকামস্তু-সৌবীরকসুরাবিকারাম্লফলকট্বরার্কপ্রভৃতিভিঃ পিত্তং প্রকোপ-মাপদ্যতে ॥ ২৫

তদুষ্ণৈরুষ্ণকালে চ মেঘান্তে চ বিশেষতঃ।

মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে চ জীর্য্যত্যন্নে চ কুপ্যতি ॥ ২৬

দিবাস্বপ্নাব্যায়ামালসমধুরাম্ললবণস্নিগ্ধশীতগুরুপিচ্ছিলাভিষ্যন্দি-হায়নকযবকনৈষধেৎকটমাষমহামাষগোধূম-তিলপিষ্ট-বিকৃতি-দধি-দুগ্ধ-কৃশরাপায়সেক্ষুবিকারানূপৌদকমাংস-বসাবিস-মৃণাল-কশেরুকশৃঙ্গাটকমধুরবল্লীফলসমশনাধ্যশনপ্রভৃতিভিঃ শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে ॥ ২৭

স শীতৈঃ শীতকালে চ বসন্তে চ বিশেষতঃ।

পূর্ব্বাহ্ণে চ প্রদোষে চ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি ॥ ২৮

পিত্তপ্রকোপণৈরেব চাভীক্ষ্ণং দ্রবস্নিগ্ধগুরুভিশ্চাহারৈ-র্দিবাস্বপ্ন-ক্রোধানলাতপ-শ্রমাভিঘাতাজীর্ণ-বিরুদ্ধাধ্যশনাদিভি-রসৃক্ প্রকোপমাপদ্যতে ॥ ২৯

যস্মাদ্রক্তং বিনা দোষৈর্ন কদাচিৎ প্রকুপ্যতি।

তস্মাৎ তস্য যথাদোষং কালং বিদ্যাৎ প্রকোপণে ॥ ৩০

তেষাং প্রকোপাৎ কোষ্ঠতোদসঞ্চরণাম্লিকাপিপাসাপরি-দাহান্নদ্বেষহৃদয়োৎক্লেদাশ্চ জায়ন্তে। তত্র দ্বিতীয়ঃ ক্রিয়া-কালঃ ॥ ৩১

অত ঊর্দ্ধং প্রসরং বক্ষ্যামঃ। তেষামেভিরাতঙ্কবিশেষৈঃ প্রকুপিতানাং পর্য্যুষিতকিণ্বোদকপিষ্টসমবায় ইবোদ্রিক্তানাং

প্রথম কাল উপস্থিত হয়। [স্তব্ধপূর্ণকোষ্ঠতা—অর্থাৎ বায়ু যে যে কোষ্ঠে সঞ্চিত হয়, সেই সেই কোষ্ঠের স্তব্ধতা ও পূর্ণতা হইয়া থাকে]। ২২। অনন্তর দোষদিগের প্রকোপ-কারণ বলিতেছি। বলবানের সহিত যুদ্ধ, ব্যায়াম, ব্যবায়, অধ্যয়ন, পতন, ধাবন, পীড়ন, আঘাত, লঙ্ঘন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, গজ ও তুরঙ্গে আরোহণ, রথারোহণ, পদ-ভ্রমণ, কটু-কষায়-তিক্ত-রূক্ষ-লঘু ও শীতবীর্য্য দ্রব্য-সমূহের সেবন, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, বরক ধান্য, উদ্দালক, কোরদূষ, শ্যামাধান, নীবার, মুদ্গ, মসূর, অড়হর, হরেণু (বর্ত্তুল কলায়), মটর কলায় ও রাজশিম্বীর অতিসেবন, উপবাস, বিষম ভোজন, অধ্যশন এবং বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, বমি, ক্ষবথু, উদ্গার ও অশ্রুর বেগধারণ এই সকল কারণে বায়ুর প্রকোপ হয়। ২৩। বায়ু শীতে, মেঘোদয়ে, অত্যন্ত বায়ুবহন কালে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, প্রত্যূষে ও অপরাহ্ণে এবং অন্ন জীর্ণ হইবার পরে কুপিত হইয়া থাকে। ২৪। ক্রোধ, শোক, ভয়, আয়াস (শরীরের পীড়ন), উপবাস, আহারাদি-কৃত বা শোথাদিকৃত বিদাহ, মৈথুন, কটু অম্ল লবণ তীক্ষ্ণ উষ্ণ লঘু ও বিদাহী দ্রব্য-সমূহের অতিসেবন, তিল, তৈল, পিণ্যাক, কুলথ, সর্ষপ, অতসী (তিসী), হরিতক শাক, গোধামাংস, মৎস্য, ছাগ-মাংস, মেষমাংস, দধি, তক্র, কূর্চ্চিকা, দধিমস্তু, সৌবীরক, সুরাবিকৃতি, অম্লফল, কট্বর (সরবিশিষ্ট দধির উক্ত) এবং সূর্য্যকিরণ প্রভৃতির অতিসেবন হেতু পিত্ত প্রকুপিত হয়। ২৫। পিত্ত উষ্ণসেবন, উষ্ণকাল বিশেষতঃ শরৎকাল, মধ্যাহ্ন, অর্দ্ধরাত্র ও অন্ন জীর্ণ হইবার সময়ে কুপিত হয়। ২৬। দিবানিদ্রা, অপরিশ্রম, আলস্য, মধুর অম্ল লবণ স্নিগ্ধ গুরু পিচ্ছিল ও অভিষ্যন্দী দ্রব্যসমূহের অতিসেবন. হায়-নক ধান্য, যবক (যবাকার তণ্ডুল), নৈষধ ধান্য, ইৎকট ('খগ্‌গলী'), মাষ, রাজমাষ, গোধূম, তিল, তণ্ডুলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা (তিল তণ্ডুল ও যবকৃত খিচুড়ী), পায়স, ইক্ষু-বিকৃতি (গুড় প্রভৃতি), আনূপ মাংস, ঔদক মাংস, বসা, বিস (পদ্মমূল), মৃণাল, কশেরুক (কেশুর), শৃঙ্গাটক (পাণিফল), নারিকেলাদি মধুর-ফল ও বল্লীফল (শসাপ্রভৃতি) দ্রব্যের অতিসেবনী এবং সমশন ও অধ্যশন প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। ২৭। শ্লেষ্মা শীতে, শীত-কালে, বিশেষতঃ বসন্তকালে, পূর্ব্বাহ্ণে (প্রাতঃকালে), সন্ধ্যাকালে এবং ভুক্তমাত্রে কুপিত হইয়া থাকে। ২৮। পিত্তপ্রকোপণ দ্রব্যসমূহ, সর্ব্বদা দ্রব-স্নিগ্ধ ও গুরু আহার, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, অগ্নি, রৌদ্র, শ্রম, আঘাত, অজীর্ণ, বিরুদ্ধ ভোজন ও অধ্যশন প্রভৃতি কারণে রক্ত কুপিত হয়। ২৯। যেহেতু রক্ত দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) বিনা কদাচিৎ কুপিত হয়, সেই হেতু দোষের প্রকোপকালই রক্তের প্রকোপকাল জানিবে। [ইহাতে ইহাও বলা হইল যে, বায়ুর প্রকোপই হউক আর পিত্তের প্রকোপই হউক আর কফের প্রকোপই বা হউক, রক্ত সর্ব্বত্রই কুপিত হইয়া থাকে। আর এস্থলে ইহাও বুঝা যায় যে, বায়ু পিত্ত ও কফই রক্তের প্রকোপক। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বায়ু-পিত্ত-কফকেই দোষ বলিতে হইবে, রক্তকে দূষ্য বলিয়াই বোধ করা যায়; ইহাই চরকের মত]। ৩০। ঐ সকল দোষের প্রকোপহেতু কোষ্ঠসমূহের ভেদ, কোষ্ঠ সমূহে বায়ুসঞ্চরণের ন্যায় অনুভব, অম্লোদ্গার, পিপাসা, দাহ, অন্নদ্বেষ ও হৃল্লাস হয়। এইরূপ হইলে চিকিৎসার দ্বিতীয় কাল উপস্থিত হয়। ৩১। অনন্তর কুপিত দোষদিগের প্রসর (স্বস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক বিমার্গে গমন—উপচিয়া উঠা) বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত কারণে বাত, পিত্ত, কফ

প্রসরো ভবতি, তেষাং বায়ুর্গতিমত্ত্বাৎ প্রসরণহেতুঃ সত্যপ্যচৈতন্যে; স হি রজোভূয়িষ্ঠো রজশ্চ প্রবর্ত্তকং সর্ব্বভাবানাম্ ॥ ৩২

যথা মহানুদকসঞ্চয়োঽতিবৃদ্ধঃ সেতুমবদার্য্যাপরেণোদকেন ব্যামিশ্রঃ সর্ব্বতঃ প্রধাবত্যেবং দোষাঃ কদাচিদেকশো দ্বিশঃ সমস্তাঃ শোণিতসহিতা বানেকধা প্রসরন্তি। তদ্‌যথা—বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মা শোণিতম্। বাতপিত্তে বাতশ্লেষ্মাণৌ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ বাতশোণিতে পিত্তশোণিতে শ্লেষ্মশোণিতে। বাতপিত্তশোণিতানি বাতশ্লেষ্মশোণিতানি পিত্তশ্লেষ্মশোণিতানি বাতপিত্তকফা বাতপিত্তকফশোণিতানীত্যেবং পঞ্চদশধা প্রসরন্তি ॥ ৩৩

কৃৎস্নেঽর্দ্ধেঽবয়বে বাপি যত্রাঙ্গে কুপিতো ভৃশম্।
দোষো বিকারং নভসি মেঘবৎ তত্র বর্ষতি ॥ ৩৪
নাত্যর্থং কুপিতশ্চাপি লীনো মার্গেষু তিষ্ঠতি।
নিষ্প্রত্যনীকঃ কালেন হেতুমাসাদ্য কুপ্যতি ॥ ৩৫

তত্র বায়োঃ পিত্তস্থানগতস্য পিত্তবৎ প্রতীকারঃ, পিত্তস্য কফস্থানগতস্য কফবৎ, কফস্য চ বাতস্থানগতস্য বাতবৎ; এষ ক্রিয়াবিভাগঃ। এবং প্রকুপিতানাং প্রসরতাঞ্চ বায়োর্বিমার্গগমনাটোপৌ। ওষচোষপরিদাহধূমায়নানি পিত্তস্য। অরোচকাবিপাকাঙ্গসাদচ্ছর্দ্দিশ্চেতি শ্লেষ্মণো লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র তৃতীয়ঃ ক্রিয়াকালঃ ॥ ৩৬

অত ঊর্দ্ধং স্থানসংশ্রয়ং বক্ষ্যামঃ। এবং কুপিতাস্তাংস্তান্ শরীরপ্রদেশানাগত্য তাংস্তান্ ব্যাধীন্ জনয়ন্তি। তে যদোদরসন্নিবেশং কুর্ব্বন্তি তদা গুল্মবিদ্রধ্যুদরাগ্নিসঙ্গানাহবিসূচিকাতিসারপ্রভৃতীন্ জনয়ন্তি। বস্তিগতাঃ প্রমেহাশ্মরীমূত্রাঘাতমূত্রদোষপ্রভৃতীন্। মেঢ্রগতা নিরুদ্ধপ্রকাশোপদংশশূকদোষপ্রভৃতীন্। গুদগতা ভগন্দরার্শঃপ্রভৃতীন্। বৃষণগতা বৃদ্ধীঃ। ঊর্দ্ধজত্রুগতাস্তূর্দ্ধজান্। ত্বঙ্মাংসশোণিতস্থাঃ ক্ষুদ্ররোগান্ কুষ্ঠানি বিসর্পাংশ্চ। মেদোগতা গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদগলগণ্ডালজীপ্রভৃতীন্। পাদগতাঃ শ্লীপদবাতশোণিতবাতকণ্টকপ্রভৃতীন্। সর্ব্বাঙ্গগতা জ্বরসর্ব্বাঙ্গরোগপ্রভৃতীন্ ॥ ৩৭

এবং রক্ত কুপিত হইলে, যেমন কিণ্ব জল ও তণ্ডুল-পিষ্টকের সমবায় উপছিয়া উঠে, সেইরূপ তাহারা উপছিয়া উঠে [কিণ্ব শব্দের অর্থ সুরাবীজ; ইংরাজীতে ইহাকেই ফর্মেণ্ট কহে। জল, তণ্ডুল ও ফর্মেণ্ট একত্র হইলে ফুলিয়া উঠে]। এস্থলে বায়ু গতিশীল বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রসরণের হেতু হয়; বায়ু অচেতন হইলেও গতিশীল হইয়া থাকে। বায়ু রজোগুণ বিশিষ্ট; রজোগুণই সর্ব্বদ্রব্যের প্রবর্ত্তক (চালক)। ৩২। যেমন মহান্ জল-রাশি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সেতু ভেদপূর্ব্বক অপর জলের সহিত মিশ্রিত ও সর্ব্বত্র ধাবিত হয়, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত একে একে বা উভয়ে বা তিনে মিলিত হইয়া বা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া বহুধা প্রসৃত হইয়া থাকে। যথা:—হয় বায়ু, নয় পিত্ত, নয় শ্লেষ্মা, নয় রক্ত—একাকী প্রসৃত হয়। অথবা বাতপিত্ত বা বাতশ্লেষ্মা বা পিত্তশ্লেষ্মা বা বাতরক্ত বা পিত্তরক্ত বা শ্লেষ্মরক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া প্রসৃত হয়; অথবা বাত পিত্ত ও রক্ত বা পিত্ত শ্লেষ্মা ও রক্ত তিন মিলিয়া প্রসৃত হয়। অথবা বাত পিত্ত ও কফ বা বাত পিত্ত কফ ও রক্ত মিলিত হইয়া প্রসৃত হয়। এইরূপে পঞ্চদশবিধ প্রসার হইয়া থাকে। ৩৩। সমস্ত অঙ্গেই হউক, আর অর্দ্ধ অঙ্গেই বা হউক, দোষ যে অঙ্গেই অতিশয় কুপিত হউক না কেন, সেই অঙ্গেই বিকারবর্ষণ করিয়া থাকে,—যেমন মেঘ আকাশে জলবর্ষণ করিয়া থাকে। ৩৪। দোষ অতিশয় কুপিত না হইলেও স্রোতঃসমূহের মধ্যে লীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। অনন্তর হেতু প্রাপ্ত হইলে কালে কুপিত হয়। ৩৫। তন্মধ্যে বায়ু যদি (গ্রহণী প্রভৃতি) পিত্তস্থানে গত হয় (অর্থাৎ যদি গ্রহণী প্রভৃতি স্থানে আধ্মান প্রভৃতি হয়), তবে তাহার পিত্তবৎ চিকিৎসা (অর্থাৎ শীতল চিকিৎসা) হইবে। পিত্ত যদি কফস্থানে গত হয় (অর্থাৎ যদি বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে দাহাদি হয়), তবে তাহার চিকিৎসা কফের ন্যায় (অর্থাৎ না-শীতল না-উষ্ণ) হইবে। আর কফ যদি (পক্বাশয় প্রভৃতি) বায়ুস্থানে গত হয় (অর্থাৎ যদি পক্বাশয় প্রভৃতি স্থানে গৌরব প্রভৃতি হয়), তবে তাহার বায়ুর ন্যায় (স্নিগ্ধ ও উষ্ণ) চিকিৎসা হইবে; এইরূপে চিকিৎসা বিভাগ করা হইল। বায়ুর প্রকোপ ও প্রসরণ হইলে বিমার্গ-গমন ও আটোপ হইয়া থাকে। পিত্তের প্রকোপ ও প্রসরণ হইলে ওষ, চোষ, পরিদাহ ও ধূমায়ন (ধূমোদ্গমবৎ ভাব) হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার প্রকোপ ও প্রসরণ হইলে অরোচক, অবিপাক, অঙ্গমর্দ্দ ও বমি এই সকল লক্ষণ হয়। এইরূপ হইলে চিকিৎসার তৃতীয় কাল উপস্থিত হয়। ৩৬। অনন্তর কুপিত ও প্রসর দোষ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থান সর্ব্বল আক্রমণ করিলে যে যে স্থানে যে যে রোগ উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছি। উহারা কুপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীরপ্রদেশে স্ব স্ব কৃত ব্যাধি সকল উৎপন্ন করে। উহারা উদরে আশ্রয় করিলে গুল্ম, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। বস্তিগত হইলে প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। মেঢ্রগত হইলে নিরুদ্ধপ্রকাশ, উপদংশ, শূকদোষ প্রভৃতি উৎপাদন করে। গুদগত হইলে ভগন্দর অর্শ প্রভৃতি উৎপাদন করে। বৃষণগত হইলে বৃদ্ধিরোগ সকল উৎপাদন করে। ঊর্দ্ধজত্রুগত হইলে ঊর্দ্ধজরোগ সকল উৎপাদন করে। ত্বক্‌মাংসগত ও শোণিতগত হইলে ক্ষুদ্ররোগ, কুষ্ঠ ও বিসর্পসমূহ উৎপাদন করে। মেদোগত হইলে গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড ও অলজী প্রভৃতি উৎপাদন করে; পাদগত হইলে শ্লীপদ, বাতরক্ত ও বাতকণ্টক প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং সর্ব্বাঙ্গগত হইলে জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গ-রোগ প্রভৃতি উৎপাদন করে। ৩৭। সেই সকল দোষ অতিশয় সন্নিবিষ্ট হইলে

তেষামেবমতিসন্নিবিষ্টানাং পূর্ব্বরূপপ্রাদুর্ভাবঃ, তং প্রতি-রোগং বক্ষ্যামঃ। তত্র পূর্ব্বরূপগতেষু চতুর্থঃ ক্রিয়াকালঃ ॥৩৮

অত ঊর্দ্ধং ব্যাধিদর্শনং বক্ষ্যামঃ। শোফার্ব্বুদগ্রন্থিবিদ্রধি-বিসর্পপ্রভৃতীনাং প্রব্যক্তলক্ষণতা জ্বরাতিসার প্রভৃতীনাঞ্চ। তত্র পঞ্চমঃ ক্রিয়াকালঃ ॥ ৩৯

অত ঊর্দ্ধমেতেষামবদীর্ণানাং ব্রণভাবমাপন্নানাং ষষ্ঠঃ ক্রিয়াকালঃ। জ্বরাতিসারপ্রভৃতীনাঞ্চ দীর্ঘকালানুবন্ধঃ। অত্রাপ্রতিক্রিয়মাণেঽসাধ্যতামুপযান্তি ॥ ৪০

ভবন্তি চাত্র।

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থানসংশ্রয়ম্।
ব্যক্তিং ভেদঞ্চ যো বেত্তি দোষাণাং স ভবেদ্ভিষক্ ॥ ৪১
সঞ্চয়েঽপহৃতা দোষা লভন্তে নোত্তরা গতীঃ
তে তূত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ ॥ ৪২
সর্ব্বৈর্ভাবৈস্ত্রিভির্ব্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা পুনঃ
সংসর্গে কুপিতঃ ক্রুদ্ধং দোষং দোষোঽনুধাবতি ॥ ৪৩
সংসর্গে যো গরীয়ান্ স্যাদুপক্রম্যঃ স বৈ ভবেৎ
শেষদোষাবিরোধেন সন্নিপাতে তথৈব চ ॥ ৪৪
বৃণোতি যস্মাদ্রূঢ়েঽপি ব্রণবস্তু ন নশ্যতি।
আ দেহধারণাৎ তস্মাদ্‌ব্রণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৪৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ব্রণপ্রশ্নো নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ভবিষ্যৎ রোগসমূহের পূর্ব্বরূপসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। রোগের বর্ণনাকালে উহার পূর্ব্বরূপসমূহও বর্ণনা করিব। পূর্ব্বরূপ-সমূহ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসার চতুর্থ কাল উপস্থিত হয়। ৩৮। অনন্তর ব্যাধির প্রাপ্তি বর্ণনা করিব। শোথ, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, বিদ্রধি, বিসর্প প্রভৃতির এবং জ্বর অতিসার প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসার পঞ্চম কাল উপ-স্থিত হয়।৩৯। অনন্তর শোথ প্রভৃতি অবদীর্ণ হইয়া ব্রণভাব (ক্ষতভাব) প্রাপ্ত হইলে চিকিৎসার ষষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। আবার জ্বরাতিসার প্রভৃতির পুরাতনত্ব হইয়া আসি-লেও চিকিৎসার ষষ্ঠ কাল উপস্থিত হয় [এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, নবজ্বরাদির চিকিৎসা হইতে পুরাতন চিকিৎসার স্বতন্ত্রতা আছে। নবজ্বরাদি স্থলে রক্তের বর্ণ সচরাচর ঘোর রক্ত ও বেগ অতিশয় থাকে, সুতরাং লঙ্ঘনাদি আবশ্যক হয়; ক্রমশঃ রক্তের বর্ণ শ্বেততর ও বেগ ক্ষীণ হয়, সুতরাং বৃংহণাদি আবশ্যক হইয়া থাকে]। এরূপ স্থলে প্রতিকার না করিলে রোগ অসাধ্য হয়। ৪০। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে। যথা;—যিনি চিকিৎসার সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানাশ্রয়, ব্যক্তিলক্ষণ ও ভেদ বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বৈদ্য [এ স্থলে বুঝিতে হইবে, দোষের সঞ্চয়াদি ছয় প্রকার ভাব ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার অপেক্ষা করে]। ৪১। সঞ্চয় কালে বিরেচন প্রভৃতি শোধন দ্বারা দোষসমূহ হরণ করিতে হয়। তাহা হইলে তাহারা আর প্রকোপ প্রভৃতি উত্তরো-ত্তর ভাবসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রকোপ প্রভৃতি উত্তরোত্তর ভাব সকল উপস্থিত হইতে থাকিলে রোগ সকল ক্রমশই কঠিন হইতে থাকে। ৪২। বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত এই চারিটী সম্মিলিত অথবা ইহাদের তিনটী সম্মিলিত বা দুইটী সম্মিলিত বা একক কুপিত হইতে পারে। এইরূপে দোষ চতুর্ব্বিধস্বরূপ হয়। সেই দোষ কুপিত হইয়া সংসর্গ বশতঃ দোষান্তরের অনুসরণ করে। [টীকাকারেরা এইরূপ অর্থ করেন যথা;—দোষ সর্ব্বতোভাবে বা তিনটী ভাবে বা দুইটী ভাবে বা একটী ভাবে কুপিত হইলে দোষান্তরের সহিত সংসৃষ্ট হয়। সর্ব্বতোভাবে যথা;—বায়ু কষায় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কুপিত হয়। পিত্ত কটু দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ও কফ মধু দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কুপিত হয়। তিনটী বা দুইটী বা একটী ভাবে কিরূপে কুপিত হয়, তাহা কোন টীকায় উদাহরণ করা হয় নাই। এরূপ অর্থ সর্ব্বাঙ্গীন না হওয়াতে পরিত্যাগ করা হইল]। ৪৩। দুই দোষ পরস্পর সংসৃষ্ট হইলে উহাদের মধ্যে গুরুতরের চিকিৎসা প্রথম করিতে হইবে। কিন্তু গুরুতর দোষের চিকিৎসা এরূপ ভাবে করা আবশ্যক, যেন লঘুতরের বিরুদ্ধ না হয়। সন্নিপাতেও এইরূপ চিকিৎসা বিধেয়। ৪৪। 'আবৃতকরণ' এই অর্থে বৃ ধাতু হইতে ব্রণ শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। যেহেতু ব্রণস্থান শুষ্ক হইবার পরও যাবজ্জীবন সেই স্থান আবৃত করে (অর্থাৎ এক প্রকার দাগ রাখিয়া যায়) এবং নষ্ট হয় না, সেইজন্য ইহার নাম ব্রণ হইয়াছে। ৪৫

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিকোষ্ঠমর্ম্মাণীত্যষ্টৌ ব্রণবস্তুনি, অত্র সর্ব্বব্রণসন্নিবেশঃ ॥ ২

তত্রাদ্যৈকবস্তুসন্নিবেশী ত্বগ্‌ভেদী ব্রণঃ সুখোপচরঃ, শেষাঃ স্বয়মবদীর্য্যমাণা দুরুপচারাঃ। তত্রায়তশ্চতুরস্রো বৃত্তস্ত্রি-

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম এই আটটী ব্রণের স্থান। এই সকল স্থানেই সর্ব্ববিধ ব্রণ আশ্রয় করে। ২। তন্মধ্যে প্রথম-স্থানবাসী অর্থাৎ ত্বগ্‌ভেদী ব্রণই সুখ-চিকিৎস্য। অন্যান্য-স্থানাশ্রয়ী স্বয়ং বিদীর্ণ ব্রণ সকল কষ্টে চিকিৎসনীয় হয়। সংক্ষেপে ব্রণের আকৃতি চারি প্রকার বলা যায়, যথা;—আয়ত (দীর্ঘ),

পুটক ইতি ব্রণাকৃতিসমাসঃ ; শেষাস্তু বিকৃতাকৃতয়ো দুরুপক্রমা ভবন্তি ॥ ৩

সর্ব্ব এব ব্রণাঃ ক্ষিপ্রং সংরোহন্ত্যাত্মবতাং সুভিষগ্‌ভিশ্চোপক্রান্তাঃ, অনাত্মবতামজ্ঞৈশ্চোপক্রান্তাঃ প্রদুষ্যন্তি প্রবৃদ্ধত্বাচ্চ দোষাণাম্ ॥ ৪

তত্রাতিসংবৃতোঽতিকঠিনোঽতিমৃদুরুৎসন্নোঽবসন্নোঽতিশীতোঽত্যুষ্ণঃ কৃষ্ণরক্তপীতশুক্লাদীনাং বর্ণানামন্যতমবর্ণো ভৈরবঃ পূতিপূয়মাংসশিরাস্নায়ুপ্রভৃতিভিঃ পূর্ণঃ পূতিপূয়াস্রাব্যুন্মার্গ্যুৎসঙ্গ্যমনোজ্ঞদর্শনগন্ধোঽত্যর্থং বেদনাবান দাহপাকরাগকণ্ডূশোফপিড়কোপদ্রুতোঽত্যর্থং দুষ্টশোণিতাস্রাবী দীর্ঘকালানুবন্ধী চেতি দুষ্টব্রণলিঙ্গানি। তস্য দোষোচ্ছ্রায়েণ ষট্‌ত্বং বিভজ্য যথাস্বং প্রতিকারে প্রযতেত ॥ ৫

অত ঊর্দ্ধং সর্ব্বস্রাবান্ বক্ষ্যামঃ। তত্র ঘৃষ্টাসু ছিন্নাসু বা ত্বক্ষু স্ফোটেষু ভিন্নেষু বিদারিতেষু বা সলিলপ্রকাশো ভবত্যাস্রাবঃ কিঞ্চিদ্বিস্রঃ পীতাবভাসশ্চ। মাংসগতঃ সর্পিঃপ্রকাশঃ সান্দ্রঃ শ্বেতঃ পিচ্ছিলশ্চ। শিরাগতঃ সদ্যশ্ছিন্নাসু শিরাসু রক্তাতিপ্রবৃত্তিঃ পক্বাসু চ তোয়নাড়ীভিরিব তোয়াগমনং, পূয়স্রাবশ্চাত্র তনুর্বিচ্ছিন্নঃ পিচ্ছিলোঽবলম্বী শ্যাবোঽবশ্যায়প্রতিমশ্চ। স্নায়ুগতঃ স্নিগ্ধো ঘনঃ সিংহাণকপ্রতিমঃ সরক্তশ্চ। অস্থিগতোঽস্থিন্যভিহতে স্ফুটিতে ভিন্নে দোষাবদারিতে বা দোষভক্ষিতত্বাদস্থি নিঃসারং শুক্তিধৌতমিবাভাতি। আস্রাবশ্চাত্র মজ্জমিশ্রঃ সরুধিরঃ স্নিগ্ধশ্চ। সন্ধিগতঃ পীড্যমানো ন প্রবর্ত্ততে, আকুঞ্চনপ্রসারণোন্নমনবিনমনপ্রধাবনোৎকটাসনপ্রবাহণৈশ্চ স্রবতি। আস্রাবশ্চাত্র পিচ্ছিলোঽবলম্বী সফেনপূয়রুধিরোন্মথিতশ্চ। কোষ্ঠগতোঽসৃঙ্মূত্রপুরীষপূয়োদকানি স্রবতি। মর্ম্মগতাস্ত্বগাদিষ্বরুদ্ধত্বান্নোচ্যতে ॥ ৬

তত্র ত্বগাদিগতানামাস্রাবাণাং যথাক্রমং পারুষ্যশ্যাবাবশ্যায়-দধিমস্তু-ক্ষারোদক মাংসধাবন-পুলাকোদক-সন্নিভত্বানি মারুতাদ্ভবন্তি। পিত্তাদ্গোমেদকগোমূত্রভস্মশঙ্খকষায়োদক-

---

চতুরস্র (চতুষ্কোণ) গোল ও ত্রিপুটক (তিন কোণবিশিষ্ট)। অন্যান্য বিকৃতাকৃতি ব্রণও আছে। উহারা কষ্টে চিকিৎসনীয়)। ৩। রোগী ধীর হইলে ও সুবৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে সর্ব্ব প্রকার ব্রণই শীঘ্র সংরূঢ় হইতে পারে। আর যদি রোগী অধীর ও চিকিৎসক অনভিজ্ঞ হয়, কিংবা দোষ সকল প্রবৃদ্ধ হয়, তবে ব্রণ সকল দূষিত হইয়া থাকে। ৪। দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ যথা ;—অতি সংবৃত, (অতি সঙ্কুচিত), অতি বিবৃত (হাঁ-করা), অতি কঠিন অতি মৃদু, উৎসন্ন (উন্নত-মাংস), অবসন্ন (হীনমাংস), অতিশীত, অত্যুষ্ণ, কৃষ্ণ বা রক্ত বা পীত বা শুক্লাদি বর্ণের মধ্যে কোন এক বর্ণবিশিষ্ট, ভৈরব (যাহার লক্ষণ অবধারিত হয় না), পূতিপূযপূর্ণ বা পূতিমাংস বা পূতিশিরাপূর্ণ বা পূতিস্নায়ু প্রভৃতি পূর্ণ, পূতিপূযস্রাবী, উন্মার্গী (তির্য্যক্‌গতি), উৎসঙ্গী (ঊর্দ্ধগতি), কুৎসিতদর্শন ও কুৎসিতগন্ধ, অতিশয় বেদনাযুক্ত, দাহ পাক রাগ কণ্ডুয়ন শোথ ও পিড়কায় অভিভূত, দুষ্টরক্তস্রাবী ও দীর্ঘকালস্থায়ী [চরকমতে দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ বিংশতি প্রকার যথা ;—কৃত্যোৎকৃত্য (ছেড়াখোঁড়া), বিষাদি-দুষ্ট, মর্ম্মস্থিত, অতি নূতন, সংবৃত, সর্ব্বদা স্রাবযুক্ত, সবিষ, বিষমস্থিত, ত্বক্‌সঙ্গী (ত্বকের সহিত সংলগ্ন) ও উৎসন্ন (উচ্চ) এই দশপ্রকার ও ইহার বিপরীত দশপ্রকার]। ভিন্ন ভিন্ন দোষের প্রধানতা দেখিয়া এই সকল ব্রণকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় [যথা ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তু] এবং তদনুসারে ইহাদের চিকিৎসায় যত্নবান্ হইতে হয়। ৫। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার স্রাব বর্ণনা করিতেছি। তন্মধ্যে ত্বক্ ঘৃষ্ট (ঘর্ষণ দ্বারা ছিন্ন) বা হঠাৎ ছিন্ন হইলে অথবা ফোস্কা স্বয়ং ভিন্ন বা অস্ত্র দ্বারা বিদারিত হইলে দেখিতে জলের ন্যায় স্রাব হয় এবং কিঞ্চিৎ বিস্র (আমগন্ধী) ও পীতবর্ণও হইয়া থাকে। মাংসগত স্রাবের বর্ণ দেখিতে ঘৃতের ন্যায় হয় এবং সান্দ্র শ্বেত ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে। শিরা সদ্যশ্ছিন্ন হইলে শিরাগত স্রাব হয়, সে স্থলে অতিশয় নির্গম হইয়া থাকে। আর শিরা পাকিয়া গেলে জলনালীস্থ জলের ন্যায় জলস্রাব হয়। আর এস্থলে যে পূযস্রাব হয়, তাহা পাতলা, অল্পে অল্পে নির্গত, পিচ্ছিল, অবলম্বী (বোধ হয় চটচটে), শ্যাববর্ণ ও তুষার সদৃশ হইয়া থাকে। স্নায়ুগত স্রাব স্নিগ্ধ, ঘন, দেখিতে সিক্‌নীর ন্যায় ও ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়। অস্থি আহত, স্ফুটিত, স্বয়ং ভিন্ন বা পূয বশতঃ বিদারিত হইলে অস্থি হইতে স্রাব হইতে থাকে। যদি পূযকর্ত্তৃক ভক্ষিত হওয়াতে অস্থি হইতে স্রাব হইতে থাকে, তবে দেখিতে শুক্তিধৌত জলের ন্যায় হয়। আর এস্থলের স্রাব মজ্জমিশ্রিত, রুধিরমিশ্রিত ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। সন্ধিগত স্রাব, চাপিয়া ধরিলে, বন্ধ হয়। আর আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নমন, বিনমন, ধাবন, উৎকট আসন (উচ হইয়া বসা) ও প্রবাহণ (কুন্থন) করিলে নির্গত হয়। আর এস্থলের স্রাব পিচ্ছিল, অবলম্বী, ফেন-পূয-রুধির মিশ্রিত ও উন্মথিত (মথিতের ন্যায়। নিবন্ধকার-মতে "রুধির দ্বারাই উন্মথিত") হইয়া থাকে। কোষ্ঠগত স্রাব রক্ত, মূত্র, পুরীষ, পূয ও জল স্রাব করে [কোষ্ঠ শব্দে আমাশয়, গ্রহণী, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয় (অর্থাৎ যকৃৎ প্লীহা), হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুসফুসকে বুঝায়]। মর্ম্মস্থানসমূহ ত্বক্ প্রভৃতি স্থানসমূহে আশ্রিত বলিয়া তাহাদের আর স্বতন্ত্র উল্লেখ করা গেল না। ৬। ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও কোষ্ঠের স্রাব বায়ুপ্রধান হইলে স্রাবের বর্ণ যথাক্রমে পরুষ (রুক্ষ), শ্যাব, তুষারবৎ, দধিমস্তুবৎ, ক্ষারজলবৎ, মাংসধৌত-জলবৎ ও যবধৌত জলবৎ (কোন কোন মতে পুলাক শব্দে অপক্বধান্য বুঝায়) হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান হইলে যথাক্রমে গোমেদক মণি, গোমূত্র, শঙ্খভস্ম, কষায় (পাচনের জল), জল, মাধ্বীক ও তৈলের ন্যায় হইয়া থাকে [কোন কোন মতে শঙ্খভস্ম

মাধ্বীকতৈলসন্নিভস্রাবানি। পিত্তবদ্রক্তাদতিবিস্রত্বঞ্চ। কফান্নবনীত-কাসীস-মজ্জ-পিষ্ট-তিলনারিকেলোদকবরাহবসা-সন্নিভস্রাবানি। সন্নিপাতাৎ তিলনারিকেলোদকৈর্ব্বারুকরসকাঞ্জিকপ্রসাদারুকোদকপ্রিয়ঙ্গুফলযকৃন্মুদ্গযূষসবর্ণস্রাবানীতি ॥ ৭

শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ।

পক্বাশয়াদসাধ্যস্তু পুলাকোদকসন্নিভঃ।
ক্ষারোদকনিভঃ স্রাবো বর্জ্জ্যো রক্তাশয়াৎ স্রবন্ ॥
আমাশয়াৎ কলায়াম্ভোনিভশ্চ ত্রিকসন্ধিজঃ।
স্রাবানেতান্ পরীক্ষ্যাদৌ ততঃ কর্ম্মাচরেদ্ভিষক্ ॥ ৮

অত ঊর্দ্ধং সর্ব্বব্রণবেদনা বক্ষ্যামঃ। তোদনভেদনতাড়নচ্ছেদনায়মনমন্থনবিক্ষেপণ-চুমুচুমায়ন-নির্দ্দহনাবভঞ্জন-স্ফোটন-বিদারণোৎপাটন-কম্পন-বিবিধ-শূল-বিশ্লেষণবিকিরণ পূরণস্তম্ভনস্বপ্নাবকুঞ্চনাঙ্কুশিকাঃ সম্ভবন্তি। অনিমিত্ত-বিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবো বা মুহুর্ম্মুহুর্যত্রাগচ্ছন্তি বেদনা-বিশেষাস্তং বাতিকমিতি বিদ্যাৎ। ওষচোষপরিদাহধূমায়নানি যত্র গাত্রমঙ্গারাবকীর্ণমিব পচ্যতে যত্র চোষ্মাভিবৃদ্ধিঃ ক্ষতে ক্ষারাবসিক্তবচ্চ বেদনাবিশেষাস্তং পৈত্তিকমিতি বিদ্যাৎ। পিত্তবদ্রক্তসমুত্থং জানীয়াৎ। কণ্ডূর্গুরুত্বং সুপ্তত্বমুপদেহোঽল্পবেদনত্বং স্তম্ভঃ শৈত্যঞ্চ যত্র তং সান্নিপাতিকমিতি বিদ্যাৎ। যত্র সর্ব্বাসাং বেদনানাং সমুৎপত্তিস্তং সান্নিপাতিকমিতি বিদ্যাৎ ॥ ৯

অত ঊর্দ্ধং ব্রণবর্ণান্ বক্ষ্যামঃ। ভস্মকপোতাস্থিবর্ণঃ পরুষোঽরুণঃ কৃষ্ণ ইতি মারুতজস্য। নীলঃ পীতো হরিতঃ শ্যাবঃ কৃষ্ণো রক্তঃ কপিলঃ পিঙ্গল ইতি রক্তপিত্তসমুত্থয়োঃ। শ্বেতঃ স্নিগ্ধঃ পাণ্ডুরিতি শ্লেষ্মজস্য। সর্ব্ববর্ণোপেতঃ সান্নিপাতিক ইতি ॥ ১০

ভবতি চাত্র।

ন কেবলং ব্রণেষূক্তো বেদনাবর্ণসংগ্রহঃ।
সর্ব্বশোফবিকারেষু ব্রণবল্লক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥ ১১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়ো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

না হইয়া শঙ্খ ও ভস্ম হইবে। আর কষায় ও জল না হইয়া কষায়-জল হইবে]। আর রক্ত পিত্তযুক্ত হওয়াতে অতিশয় আমগন্ধী হইয়া থাকে। কফপ্রধান স্রাবের বর্ণ যথাক্রমে নবনীত, হিরাকস, মজ্জা, পিষ্ট, তিল, নারিকেল জল ও বরাহবসার ন্যায় হয়। স্রাব সান্নিপাতিক হইলে যথাক্রমে তিল, নারিকেলজল, এর্ব্বারুকরস (কাঁকুড়ের রস), কাঞ্জীকের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ, অরুকফল-ভিজান জল, প্রিয়ঙ্গুফল এবং যকৃৎ বা মুদ্গযূষের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে। ৭। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—পক্বাশয় হইতে পুলাক জলের ন্যায় স্রাব হইলে অসাধ্য হয়। রক্তাশয় হইতে ক্ষার-জলের ন্যায় স্রাব হইলে অসাধ্য হয়। আর ত্রিকসন্ধিজাত স্রাব যদি আমাশয় দিয়া (?) বহির্গত হয় এবং দেখিতে কলায়-জলের ন্যায় হয়, তবে অসাধ্য হইয়া থাকে [এস্থলে ত্রিকসন্ধি শব্দে স্কন্ধদ্বয়-সংলগ্ন অস্থিদ্বয়ের সহিত গ্রীবার সংযোগ-স্থান বুঝিতে হইবে। এই সকল স্রাবের বিষয় প্রথমতঃ বিচার করিয়া বৈদ্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন। ৮। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-বেদনা ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা;—তোদন (সূচীভেদনবৎ), ভেদন (যেন ত্বকের বিদারণ), তাড়ন (দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারের ন্যায়), ছেদন, আয়মন (টানিয়া লম্বা করা), মন্থন (ডলা), বিক্ষেপণ (ছুড়িয়া ফেলা), চুমুচুমায়ন (সর্ষপ-কল্ক লেপন করিলে যেরূপ যাতনা হয়, সেইরূপ যাতনা), নির্দ্দহন (অগ্নি দ্বারা নিঃশেষে দাহ করা), অবভঞ্জন (চূর্ণ করা), স্ফোটন, বিদারণ (চিরিয়া দেওয়া), উৎপাটন, কম্পন (ইতস্ততঃ সঞ্চালন), বিবিধশূল বিশ্লেষণ (নানা-প্রকার বেদনা দ্বারা আক্রান্ত-গাত্রের ন্যায় বিশ্লিষ্টতা), বিকিরণ, পূরণ, স্তম্ভন, প্রসুপ্তি, আকুঞ্চন ও অঙ্কুশনিপাতবৎ বেদনা। অন্যথা রক্ত পূযাদির প্রকাশ্য উপদ্রব ব্যতিরেকেও যদি বিবিধ প্রকার বেদনা মুহুর্মুহুঃ প্রাদুর্ভূত হয়, তবে সেই ব্রণকে বাতিক বলা যায়। আর ওষ, চোষ, পরিদাহ ও ধূমায়ন থাকিলে এবং গাত্র অঙ্গারাচ্ছন্নের ন্যায় পাক প্রাপ্ত হইতে থাকিলে অথচ উষ্মার অতিশয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে এবং ক্ষতে ক্ষারসেচনবৎ বেদনা হইতে থাকিলে তাহাকে পৈত্তিক বলা যায়। রক্তজনিত ব্রণের বেদনা পিত্তজনিত ব্রণের ন্যায় জানিবে। কণ্ডূ, গুরুতা, সুপ্ততা, উপদেহ (প্রলিপ্তবৎ অনুভব), অল্পবেদনা, স্তম্ভ ও শৈত্য থাকিলে তাহাকে শ্লৈষ্মিক বলা যায়। আর যে স্থলে উক্ত সমস্ত বেদনার উৎপত্তি হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক ব্রণ বলা যায়। ৯। অনন্তর ব্রণের যত প্রকার বর্ণ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি। ব্রণের বর্ণ ভস্ম, কপোত বা অস্থির ন্যায় হইলে এবং রুক্ষ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে বায়ুজ বলা যায়; নীল, পীত, হরিত, শ্যাব, কৃষ্ণ, রক্ত, কপিল বা পিঙ্গল হইলে রক্তপিত্ত-জন্য বলা যায় এবং শ্বেত, স্নিগ্ধ বা পাণ্ডু হইলে শ্লেষ্মজ বলা যায়। আর সর্ব্ববর্ণযুক্ত হইলে সান্নিপাতিক বলা যায়। ১০। এই স্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—ব্রণসমূহের যে সকল বেদনা ও বর্ণ সূত্রাকারে বর্ণিত হইল, বৈদ্য সর্ব্বপ্রকার শোফ রোগেই সেই সকল লক্ষ্য করিবেন। ১১

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কৃত্যাকৃত্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

তত্র বয়ঃস্থানাং দৃঢ়ানাং প্রাণবতাং সত্ত্ববতাঞ্চ সুচিকিৎস্যা ব্রণা একস্মিন্ বা পুরুষে যত্রৈতদ্‌গুণচতুষ্টয়ং তস্য সুখসাধনীয়তমাঃ ॥ ২

তত্র বয়ঃস্থানাং প্রত্যগ্রধাতুত্বাদাশু ব্রণা রোহন্তি। দৃঢ়ানাং স্থিরবহুমাংসত্বাচ্ছস্ত্রমবচার্য্যমাণং শিরাস্নায়াদিবিশেষান ন প্রাপ্নোতি। প্রাণবতাং বেদনাভিঘাতাহারযন্ত্রণাদিভির্ন গ্লানিরুৎপদ্যতে। সত্ত্ববতাং দারুণৈরপি ক্রিয়াবিশেষৈর্ন ব্যথা ভবতি। তস্মাদেতেষাং সুখসাধনীয়তমাঃ ॥৩

ত এব বিপরীতগুণা বৃদ্ধকৃশাল্পপ্রাণভীরূণ্ দ্রষ্টব্যাঃ। স্ফিক্‌পায়ুপ্রজননললাটগণ্ডৌষ্ঠ-পৃষ্ঠকর্ণফলকোষোদরজত্রুমুখাভ্যন্তরসংস্থাঃ সুখরোপণীয়া ব্রণাঃ। অক্ষিদন্তনাসাঽপাঙ্গশ্রোত্রনাভিজঠরসেবনীনিতম্বপার্শ্বকুক্ষিবক্ষঃকক্ষাস্তনসন্ধিভাগগতাঃ সফেনপূয়রক্তানিলবাহিনোঽন্তঃশল্যাশ্চ দুশ্চিকিৎস্যাঃ। অধোভাগাশ্চোর্দ্ধভাগনির্ব্বাহিণো রোমান্তোপনখমর্ম্মজঙ্ঘাস্থিসংশ্রিতাশ্চ। ভগন্দরমপি চান্তর্ম্মুখং সেবনীকুটকাস্থিসংশ্রিতম্ ॥ ৪

ভবতি চাত্র।

কুষ্ঠিনাং বিষজুষ্টানাং শোষিণাং মধুমেহিনাম্।
ব্রণাঃ কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যন্তি যেষাঞ্চাপি ব্রণে ব্রণাঃ ॥ ৫

অবপাটিকানিরুদ্ধপ্রকশসন্নিরুদ্ধগুদজঠর-গ্রন্থিক্ষতক্রিময়ঃ, প্রতিশ্যায়জাঃ কোষ্ঠজাশ্চ ত্বগ্দোষিণাং প্রমেহিণাং বা যে পরিক্ষতেষু দৃশ্যন্তে; শর্করাসিকতামেহবাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলাদন্তশর্করোপকুশকণ্ঠশালূকনিষ্কোষণদূষিতাশ্চ. দন্তবেষ্টা বিসর্পাস্থিক্ষতোরঃক্ষতব্রণগ্রন্থিপ্রভৃতয়শ্চ যাপ্যাঃ ॥ ৬

সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যাশ্চাসাধ্যতাং তথা
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাম্
যাপনীয়ং বিজানীয়াৎ ক্রিয়া ধারয়তে তু যম্
ক্রিয়ায়াস্তু নিবৃত্তায়াং সদ্য এব বিনশ্যতি ॥ ৮
প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি যাপ্যব্যাধিতমাতুরম্
প্রপতিষ্যদিবাগারং বিষ্কম্ভঃ সাধুযোজিতঃ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কৃত্যাকৃত্যবিধি।

অনন্তর আমরা কৃত্যাকৃত্যবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। রোগীরা যুবক, দৃঢ়শরীর, বলবান্ ও সত্ত্ববান্ (সাহসী) হইলে তাহাদের ব্রণ সকল সুচিকিৎস্য হয়। আর যদি একই পুরুষে এই গুণচতুষ্টয় বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার ব্রণসমূহ অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ২। তন্মধ্যে যুবকদিগের ধাতুসমূহ নূতন বলিয়া ব্রণ সকল আশু সংরূঢ় হয়। দৃঢ়শরীরদিগের মাংস দৃঢ় ও বহু বলিয়া শস্ত্র প্রয়োগ করিলে সেই শস্ত্র কোন শিরা বা স্নায়ু বা অন্য কোন মর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইতে পারে না। বলবান্‌দিগের বেদনা, আঘাত, আহারের কঠিন নিয়ম বা অন্যান্য কারণে ক্লান্তি হইতে পারে না এবং সত্ত্ববান্‌দিগের কোন দারুণ চিকিৎসা দ্বারা ব্যথা হয় না। সেইজন্য ইহাদের ব্রণ সকল সুখসাধ্য হইয়া থাকে। ৩। আবার রোগীরা বৃদ্ধ, কৃশ, অল্পবল বা ভীরু হইলে ব্রণ সকল বিপরীতগুণ হইয়া থাকে। নিতম্বের প্রান্তদ্বয়, পায়ু, জননেন্দ্রিয়, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণের বাহ্যপ্রদেশ, অণ্ডকোষ, উদর, জত্রু ও মুখের অভ্যন্তরস্থ ব্রণ সকল সুখে রোপণীয়। অক্ষি, দন্ত, নাসা, অপাঙ্গ, শ্রোত্র, নাভি, জঠর (পাকস্থলী), সেবনী (যে সকল অঙ্গে সেলাইয়ের ন্যায় যোড় আছে), নিতম্ব, পার্শ্বদ্বয়, কুক্ষি, বক্ষঃ, কক্ষ, স্তন ও সন্ধিগত ব্রণ সকল দুশ্চিকিৎস্য। আর যে সকল ব্রণ হইতে ফেনের সহিত পূয ও রক্ত কিংবা বায়ু নিঃসারিত হয় অথবা যাহাদের অভ্যন্তরে শল্য নিহিত থাকে, সে সকল ব্রণও দুশ্চিকিৎস্য। নিম্নবাহী ও ঊর্দ্ধবাহী এবং কেশের বা নখের সমীপস্থ বা মর্ম্মস্থ বা জঙ্ঘাস্থি-সংশ্রিত ব্রণ সকলও দুশ্চিকিৎস্য আর যদি ভগন্দর-মুখ অন্তরদিকে হয় এবং যদি উহার নালী সেবনী ও কুটকাস্থি পর্য্যন্ত গমন করে, তবে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে [জঙ্ঘাস্থি অর্থাৎ গুল্ফ ও জানুর মধ্যস্থিত অস্থি। কুটকাস্থি অর্থাৎ নিতম্বের অস্থি]। ৪

এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—কুষ্ঠরোগী, বিষদূষিত রোগী (যেমন পারা-রোগী), শোষ-রোগী ও মধুমেহ-রোগীদিগের ব্রণ সকল দুশ্চিকিৎস্য হয়। আর ব্রণের উপর ব্রণ হইলেও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে।৫। অবপাটিকা, নিরুদ্ধপ্রকশ, সন্নিরুদ্ধগুদ ও উদর রোগ এবং গ্রন্থির ক্ষতে যে সকল ক্রিমি দৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্যায়ের আধিক্য বশতঃ ক্ষত হইলে তাহাতে যে সকল ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে সকল ক্রিমি কোষ্ঠে উৎপন্ন হয় আর কুষ্ঠাদি ত্বক্‌রোগ বা প্রমেহ-রোগীদিগের ক্ষতে যে সকল ক্রিমি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা কষ্টসাধ্য। শর্করা, সিকতামেহ, বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা, দন্তশর্করা, উপকুশ, কণ্ঠশালূক ও নিষ্কোষণ-দূষিত দন্তবেষ্ট কষ্টসাধ্য। আর বিসর্পজনিত অস্থিক্ষত, উরঃক্ষত এবং ক্ষতযুক্ত গ্রন্থি সকল যাপ্য। ৬। এই স্থলে তিনটী শ্লোক বলা হইতেছে (৭, ৮, ৯ দেখ) ;—চিকিৎসা না করাইলে সাধ্য রোগ সকল যাপ্য হইয়া পড়ে এবং যাপ্য রোগ সকল অসাধ্য হইয়া পড়ে। আর অসাধ্য রোগ সকল প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। ৭। যে রোগ চিকিৎসা দ্বারা থামিয়া থাকে, তাহাকে যাপ্য রোগ বলা যায়। এই প্রকার রোগ, চিকিৎসা ক্ষান্ত হইলে, সদ্যই বিনাশ করিয়া থাকে। ৮। যেমন খুঁটী উত্তমরূপে যোজিত হইলে পতনোন্মুখ গৃহকে ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ চিকিৎসা সময়ে প্রাপ্ত হইলে যাপ্য রোগ রোগীকে ধারণ করিয়া থাকে। ৯। অনন্তর অসাধ্য ব্রণ সকল ব্যাখ্যা

অত উর্দ্ধমসাধ্যান্‌ বক্ষ্যামঃ। মাংসপিণ্ডবদুদ্গতাঃ প্রসেকিনোঽন্তঃপূয়বেদনাবন্তোঽশ্বাপানবদুদ্ধৃতৌষ্ঠাঃ। কেচিৎ কঠিনা গোশৃঙ্গবদুন্নতমৃদুমাংসপ্ররোহাঃ। অপরে দুষ্টরুধিরাস্রাবিণস্তনুপিচ্ছিলাস্রাবিণো বা মধ্যোন্নতাঃ। কেচিদবসন্নশুষিরপর্য্যন্তাঃ শণতূলবৎ স্নায়ুজালবন্তো দুর্দ্দর্শনাঃ। বসামেদোমজ্জমস্তুলুঙ্গস্রাবিণশ্চ দোষসমুত্থাঃ। পীতাসিতমূত্রপুরীষবাতবাহিনশ্চ কোষ্ঠস্থাঃ ক্ষীণমাংসানাঞ্চ। ত এবোভয়তোভাগব্রণমুখেষু পূয়রক্তনির্ব্বাহিণঃ। ক্ষীণমাংসানাঞ্চ সর্ব্বতোগতয়শ্চাণুমুখা মাংসবুদ্বুদবন্তঃ সশব্দবাতবাহিনশ্চ শিরঃকণ্ঠস্থাঃ। ক্ষীণমাংসানাঞ্চ পূয়রক্তনির্ব্বাহিণোঽরোচকাবিপাককাসশ্বাসোপদ্রবযুক্তাঃ। ভিন্নে বা শিরঃকপালে যত্র মস্তুলুঙ্গদর্শনং ত্রিদোষলিঙ্গপ্রাদুর্ভাবঃ কাসশ্বাসৌ বা যস্যেতি ॥ ১০

ভবন্তি চাত্র

বসাং মেদোঽথ মজ্জানং মস্তুলুঙ্গঞ্চ যঃ স্রবেৎ।
আগন্তুস্তু ব্রণঃ সিধ্যেন্ন সিধ্যেদ্দোষসম্ভবঃ ॥ ১১

অমর্ম্মোপহিতে দেশে শিরাসন্ধ্যস্থিবর্জ্জিতে
বিকারো যোঽনুপর্য্যেতি তদসাধ্যস্য লক্ষণম্‌ ॥ ১২
ক্রমেণোপচয়ং প্রাপ্তো ধাতূননুগতঃ শনৈঃ
ন শক্য উন্মূলয়িতুং বৃদ্ধো বৃক্ষ ইবাময়ঃ ॥ ১৩
স স্থিরত্বান্মহত্ত্বাচ্চ ধাত্বনুক্রমণেন চ
নিহন্ত্যোষধবীর্য্যাণি মন্ত্রান্‌ দুষ্টগ্রহো যথা ॥ ১৪
অতো যো বিপরীতঃ স্যাৎ সুখসাধ্যঃ স উচ্যতে।
অবদ্ধমূলঃ ক্ষুপকো যদ্বদুৎপাটনে সুখঃ ॥ ১৫
ত্রিভির্দ্দোষৈরনাক্রান্তঃ শ্যাবৌষ্ঠোঽপিড়কী সমঃ।
অবেদনো নিরাস্রাবো ব্রণঃ শুদ্ধ ইহোচ্যতে ॥ ১৬
কপোতবর্ণপ্রতিমা যস্যান্তাঃ ক্লেদবর্জ্জিতাঃ।
স্থিরাশ্চিপিটিকাবন্তো রোহতীতি তমাদিশেৎ ॥ ১৭
রূঢ়বর্ত্মানমগ্রন্থিমশূনমরুজং ব্রণম্‌
ত্বক্‌সবর্ণং সমতলং সম্যগ্‌রূঢ়ং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৮

করিতেছি। মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত প্রসেকবিশিষ্ট (সর্ব্বদা স্রাববিশিষ্ট), অন্তঃপূয, বেদনাযুক্ত এবং অশ্বযোনির ন্যায় উদ্ধৃতৌষ্ঠ ব্রণ সকল অসাধ্য। কোন কোন কঠিন অথচ গোশৃঙ্গবৎ উন্নত ও মৃদুমাংসাঙ্কুর ব্রণও অসাধ্য হয়। কোন কোন দুষ্টরক্তস্রাবী অথচ তনুপিচ্ছিলস্রাবী বা মধ্যোন্নত ব্রণ অসাধ্য হয়। কোন কোন অবসন্ন (নিম্ন) অথচ শুষিরপর্য্যন্ত (যাহার সীমায় ছিদ্র বা নালী আছে) এবং শণতূলার ন্যায় দৃশ্যমান স্নায়ুজালে আকীর্ণ ও দুর্দ্দর্শন ব্রণ অসাধ্য হয়। যে সকল পূযবহুল ব্রণ বসা, মেদ, মজ্জা বা মস্তিষ্ক স্রাব করে, তাহারাও অসাধ্য হয়। পীত বা কৃষ্ণবর্ণ মূত্র পুরীষ ও বাতবাহী ব্রণ সকল এবং ক্ষীণ-মাংসদিগের কোষ্ঠস্থ ব্রণ সকল অসাধ্য হয়। আবার কোষ্ঠস্থ ব্রণ সকল পায়ু ও মুখ উভয় মার্গ দিয়া পূযরক্ত বহন করিতে থাকিলে অসাধ্য হয়। আর ব্রণরোগী যদি ক্ষীণ-মাংস হয় এবং তাহার ব্রণের গতি (নালী) যদি সর্ব্বদিকে হয়, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য হইয়া থাকে। আর যদি শিরঃস্থ বা কণ্ঠগত ব্রণ সকল সূক্ষ্মমুখ ও বুদ্বুদবৎ মাংসযুক্ত হয় এবং সশব্দে বাত বহন করিতে থাকে, তবে অসাধ্য হইয়া থাকে। আর ব্রণরোগী যদি ক্ষীণমাংস হয় এবং ব্রণ হইতে পূযরক্ত বাহিত হইতে থাকে অথচ যদি আবার অরুচি, অবিপাক, কাস ও শ্বাসের উপদ্রব বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার সেই ব্রণ অসাধ্য হইয়া পড়ে। মস্তক বা কপাল ভিন্ন হইলে যদি মাথার ঘি বাহির হয় অথচ যদি ব্রণে ত্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয় বা রোগীর কাস ও শ্বাস বর্ত্তমান থাকে, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য হয়। ১০। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—যে ব্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা বা মস্তুলুঙ্গ (মস্তিষ্ক) স্রাবিত হয়, সেই ব্রণ আগন্তু (অর্থাৎ আঘাতজনিত) হইলে সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা দোষজ (বাতাদি-দোষজনিত) হইলে সাধ্য হয় না। ১১। রোগ মর্ম্মহীন স্থানে বা শিরাসন্ধি ও অস্থিবর্জ্জিত স্থানে জন্মিলেও যদি ক্রমশঃ সর্ব্বধাতুতে ব্যাপ্ত হয় (যেমন কুষ্ঠ বা বীসর্প), তবে সেরূপ হওয়া অসাধ্যের লক্ষণ। ১২। যদি রোগ ক্রমশঃ উপচয় প্রাপ্ত হইয়া আস্তে আস্তে ধাতুসমূহে ব্যাপ্ত হয়, তবে তাহাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৃক্ষের ন্যায় উন্মূলন করা যায় না। [দেখ সামান্য জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া হৃদয় প্লীহা প্রভৃতি মর্ম্ম সকল আক্রমণ করিলে কঠিন হইয়া পড়ে, তখন আর রোগী অশক্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে আরাম করা কঠিন হইয়া থাকে। অথচ বিসূচিকা-রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র প্রবল হয় বটে; কিন্তু তাহাতে যে ক্ষীণত্ব উপস্থিত হয়, রোগী দুই চারি দিন বাঁচিয়া থাকিলেই তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে]। ১৩। যেমন দুষ্টগ্রহ মন্ত্রদিগকে পরাস্ত করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত রোগ স্থায়িতা, গুরুতা ও ধাতুসমূহের অনুসরণ বশতঃ ঔষধের বীর্য্য হরণ করিয়া থাকে। ১৪। ইহার বিপরীত হইলে সে রোগ সুখসাধ্য বলিয়া কথিত হয়। যেমন অবদ্ধমূল ক্ষুদ্রক্ষুপ অনায়াসে উৎপাটন করা যায়। ১৫। যে ব্রণ ত্রিদোষকর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, যাহার ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ (পাণ্ডু-কৃষ্ণবর্ণ), যাহাতে পিড়কা (কণ্ডু) উৎপন্ন হয় নাই, যাহা সম (অর্থাৎ নিম্নোন্নত নহে), যাহাতে বিশেষ বেদনা নাই ও স্রাব নাই, তাহাকে শুদ্ধ ব্রণ বলা যায়। ১৬। যে ব্রণের অন্ত সকল কপোতবর্ণসদৃশ (পাণ্ডুধূসর), ক্লেদবর্জ্জিত, কঠিন ও চিপিটিকাবিশিষ্ট (যাহার খোসা উঠিতেছে), সেই ব্রণ রূঢ় হইতেছে জানিবে। ১৭। ব্রণের মার্গ রূঢ় হইলে, ব্রণে গ্রন্থি, শোফ ও বেদনা না থাকিলে ব্রণ ত্বকের সহিত সমানবর্ণ ও সমতল হইলে তাহাকে সম্যক্‌রূঢ় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ১৮। বাতাদি দোষের প্রকোপ-হেতু,

দোষপ্রকোপাদ্ব্যায়ামাদভিঘাতাদজীর্ণতঃ।
হর্ষাৎ ক্রোধাদ্ভয়াদ্বাপি ব্রণো রুঢোহপি দীর্য্যতে ॥ ১৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে কৃতাকৃতব্যবিধির্নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্যাধিসমুদ্দেশীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

দ্বিবিধা ব্যাধয়ঃ শস্ত্রসাধ্যাঃ স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্যাশ্চ। তত্র শস্ত্রসাধ্যেষু স্নেহাদিক্রিয়া ন প্রতিষিধ্যতে। স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্যেষু শস্ত্রকর্ম্ম ন ক্রিয়তে। অস্মিন্ পুনঃ শাস্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাৎ সর্ব্বেষাং ব্যাধীনাং যথাস্থূলমবরোধঃ ক্রিয়তে ॥ ২

প্রাগভিহিতং তদ্দুঃখসংযোগো ব্যাধিরিতি। তচ্চ দুঃখং ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকমিতি ॥ ৩

তত্তু সপ্তবিধে ব্যাধাবুপনিপততি। তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ। তদ্যথাদিবলপ্রবৃত্তাঃ জন্মবলপ্রবৃত্তাঃ দোষবলপ্রবৃত্তাঃ সঙ্ঘাতবলপ্রবৃত্তাঃ কালবলপ্রবৃত্তাঃ দৈববলপ্রবৃত্তাঃ স্বভাববলপ্রবৃত্তা ইতি ॥ ৪

তত্রাদিবলপ্রবৃত্তা যে শুক্রশোণিতদোষান্বয়াঃ কুষ্ঠার্শঃপ্রভৃতয়ঃ। তেহপি দ্বিবিধা মাতৃজাঃ পিতৃজাশ্চ। জন্মবলপ্রবৃত্তা যে মাতুরপচারাৎ পঙ্গুজাত্যন্ধবধিরমূকমিম্মিনবামনপ্রভৃতয়ো জায়ন্তে। তেহপি দ্বিবিধা রসকৃতা দৌহৃদাপচারকৃতাশ্চ। দোষবলপ্রবৃত্তা য আতঙ্কসমুৎপন্না মিথ্যাহারাচারভবাশ্চ। তেহপি দ্বিবিধা আমাশয়সমুত্থাঃ পক্বাশয়সমুত্থাশ্চ, পুনশ্চ দ্বিবিধাঃ শারীরা মানসাশ্চ। ত এত আধ্যাত্মিকাঃ ॥ ৫

সঙ্ঘাতবলপ্রবৃত্তা য আগন্তবো দুর্ব্বলস্য বলবদ্বিগ্রহাৎ। তেহপি দ্বিবিধাঃ শস্ত্রকৃতা ব্যালাদিকৃতাশ্চ। এতে আধিভৌতিকাঃ ॥ ৬

কালবলপ্রবৃত্তা যে শীতোষ্ণবাতবর্ষাপ্রভৃতিনিমিত্তাঃ। তেহপি দ্বিবিধা ব্যাপন্নর্তুকৃতা অব্যাপন্নর্তুকৃতাশ্চ। দৈববলপ্রবৃত্তা যে দেবদ্রোহাদভিশপ্তকা আথর্ব্বণকৃতা উপসর্গকৃতাশ্চ তেহপি দ্বিবিধা বিদ্যুদশনিকৃতাঃ পিশাচাদিকৃতাশ্চ, পুনশ্চ দ্বিবিধাঃ সংসর্গজা আকস্মিকাশ্চ। স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ক্ষুৎ-

ব্যায়াম-হেতু, অজীর্ণ-হেতু, হর্ষ-হেতু, ক্রোধ-হেতু বা ভয়হেতু রূঢ়-ব্রণও পুনর্ব্বার বিদীর্ণ হইতে পারে। ১৯

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাধিসমুদ্দেশীয়।

অনন্তর আমরা ব্যাধিসমুদ্দেশীয় (ব্যাধি-বিবরণ-সম্বন্ধীয়) অধ্যায় বর্ণন করিব। ১। ব্যাধিসমূহ দুই প্রকার;—এক প্রকার শস্ত্রসাধ্য, অন্য প্রকার স্নেহাদি-চিকিৎসাসাধ্য। কিন্তু শস্ত্রসাধ্য রোগেও স্নেহাদি চিকিৎসার নিষেধ নাই। অথচ যে সকল রোগ স্নেহাদি-চিকিৎসা-সাধ্য, তাহাতে শস্ত্রচিকিৎসা করা যায় না। অস্ত্রচিকিৎসা এই শাস্ত্রের বিষয় হইলেও ইহাতে সাধারণতঃ অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়সমূহও আছে. অতএব এ স্থলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ করা হইতেছে। ২। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাধি শব্দের অর্থ—দুঃখ-সংযোগ সেই দুঃখ আবার ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ৩। ঐ তিন প্রকার দুঃখই আবার সাত প্রকার ব্যাধির অন্তর্গত। সেই সপ্তপ্রকার ব্যাধি যথা;—আদিবলজাত, জন্মবলজাত, দোষবলজাত, সঙ্ঘাতবল-জাত, কালবল-জাত, দৈববলজাত ও স্বভাববলজাত। ৪। [পিতামাতার শুক্রশোণিতকে জীবের আদিবল বলা যায়] যে সকল রোগ শুক্রশোণিত-দোষের সহিত সংসৃষ্ট—যেমন কুষ্ঠ, অর্শঃ প্রভৃতি—তাহাদিগকে আদিবলজাত কহে। উহারাও দুই প্রকার:—মাতৃজ ও পিতৃজ। পঙ্গুতা, জন্মান্ধতা, বধিরতা, মূকতা, মিম্মিনতা ও বামনতা প্রভৃতি রোগ মাতার গর্ভকালীন অপচার বশতঃ ঘটিয়া থাকে; উহাদিগকে জন্মবলজাত কহে। উহারাও আবার দুই প্রকার;—রসকৃত ও দৌহৃদাপচারকৃত [টীকাকারেরা রসকৃত শব্দের অর্থ করেন নাই, ইহার অর্থ আহার-রসকৃত বলিয়াই বোধ হয়। দৌহৃদ শব্দের অর্থ সাধভোজন]। বাতাদি-প্রকোপ-জাত ব্যাধিদিগকে দোষবলজাত কহিয়া থাকে; উহারা মিথ্যা আহার ও মিথ্যা ব্যবহার বশতঃ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল ব্যাধিই আবার দ্বিবিধ;—আমাশয়জ ও পক্বাশয়জ। উহারা পুনশ্চ দ্বিবিধ, যথা;—শারীর ও মানস। উহারাই আধ্যাত্মিক রোগ। ৫। [দুর্ব্বল ব্যক্তির বলবানের সহিত দ্বন্দ্বকে সঙ্ঘাত বলা যায়]। বলবানের সহিত দ্বন্দ্ব করিলে দুর্ব্বল ব্যক্তির যে সকল আগন্তুক রোগ হয়, তাহাদিগকে সঙ্ঘাত-বলজাত বলা যায়। তাহারাও আবার দ্বিবিধ, যথা;—শস্ত্রকৃত ও ব্যালাদিকৃত [ব্যাল শব্দের অর্থ হিংস্র জন্তু বা কৃষ্ণসর্প]। এই সকল রোগকে আধিভৌতিক কহে। ৬। শীত, উষ্ণ, বর্ষা প্রভৃতি হইতে যে সকল রোগ হয়, তাহাদিগকে কালবলজাত কহে। উহারাও আবার দ্বিবিধ;—দূষিত-ঋতুকৃত ও অদূষিত-ঋতুকৃত। দেবদ্রোহ, অভিশাপ, মারণাদি মন্ত্র ও উপসর্গ হইতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দৈববলকৃত-বলা যায়। উপসর্গকৃত (আকস্মিক) রোগসমূহ আগন্তভেদে দ্বিবিধ, যথা;—বিদ্যুৎকৃত, ও অশনিকৃত এবং পিশাচাদিকৃত। পুনশ্চ দ্বিবিধ, যথা;—সংসর্গজ ও আকস্মিক [সংসর্গজ শব্দের অর্থ কুষ্ঠাদি-রোগীর সংসর্গবশতঃ জাত। আকস্মিক অর্থাৎ অদৃষ্টহেতুক]। ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু, নিদ্রা প্রভৃতিকে

পিপাসাজরামৃত্যুনিদ্রাপ্রভৃতয়ঃ। তেঽপি দ্বিবিধাঃ কালকৃতা অকালকৃতাশ্চ। তত্র পরিরক্ষণকৃতাঃ কালকৃতা অপরিরক্ষণকৃতা অকালকৃতাঃ। এতে আধিদৈবিকাঃ। তত্র সর্ব্বব্যাধ্যবরোধঃ ॥ ৭

সর্ব্বেষাঞ্চ ব্যাধীনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং তল্লিঙ্গত্বাদ্দৃষ্টফলত্বাদাগমাচ্চ। যথাহি কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতং সত্ত্বরজস্তমাংসি ন ব্যতিরিচ্যন্তে, এবমেব কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতমব্যতিরিচ্য বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো বর্ত্তন্তে। দোষধাতুমলসংসর্গাদায়তনবিশেষান্নিমিত্ততশ্চৈষাং বিকল্পা ভবন্তি। দোষদূষিতেষ্বত্যর্থং ধাতুষু সংজ্ঞা ক্রিয়তে রসজোঽয়ং শোণিতজোঽয়ং মাংসজোঽয়ং মেদোজোঽয়মস্থিজোঽয়ং মজ্জজোঽয়ং শুক্রজোঽয়ং ব্যাধিরিতি ॥ ৮

তত্রান্নাশ্রদ্ধারোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দ-জ্বরহৃল্লাসতৃপ্তিগৌরবহৃৎপাণ্ডুরোগমার্গোপরোধকার্শ্যবৈরস্যাঙ্গসাদাকালবলিপলিতদর্শনপ্রভৃতয়ো রসদোষজা বিকারাঃ। কুষ্ঠবিসর্পপিড়কামশকনীলিকাতিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গেন্দ্রলুপ্তপ্লীহবিদ্রধিগুল্মবাতশোণিতার্শোঽর্ব্বুদাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্দররক্তপিত্তপ্রভৃতয়ো রক্তদোষজাঃ গুদমুখমেঢ্রপাকাশ্চ। অধিমাংসার্ব্বুদার্শোঽধিজিহ্বোপজিহ্বোপকুশগলশুণ্ডিকালজীমাংসসঙ্ঘাতৌষ্ঠপ্রকোপগলগণ্ডগণ্ডমালাপ্রভৃতয়ো মাংসদোষজাঃ। গ্রন্থিবৃদ্ধিগলগণ্ডার্ব্বুদমেদোজৌষ্ঠপ্রকোপমধুমেহাতিস্থৌল্যাতিস্বেদপ্রভৃতয়ো মেদোদোষজাঃ। অধ্যস্থ্যধিদন্তাস্থিতোদশূলকুনখপ্রভৃতয়োঽস্থিদোষজাঃ। তমোদর্শনমূর্চ্ছাভ্রমপর্ব্বস্থূলমূলারুর্জন্মনেত্রাভিষ্যন্দপ্রভৃতয়ো মজ্জদোষজাঃ। ক্লৈব্যাপ্রহর্ষশুক্রাশ্মরীশুক্রমেহশুক্রদোষাদয়শ্চ তদ্দোষজাঃ। ত্বগ্দোষাঃ সঙ্গোঽতিপ্রবৃত্তির্বা মলায়তনদোষাঃ। ইন্দ্রিয়াণামপ্রবৃত্তিরযথাপ্রবৃত্তির্বেন্দ্রিয়ায়তনদোষাঃ। ইত্যেবং সমাস উক্তো বিস্তরনির্দ্দিষ্টানি চৈষাং প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ॥৯

ভবতি চাত্র।

কুপিতানাং হি দোষাণাং শরীরে পরিধাবতাম্।
যত্র সঙ্গঃ স্ববৈগুণ্যাদ্ব্যাধিস্তত্রোপজায়তে ॥ ১০

ভূয়োঽত্র জিজ্ঞাস্যং, কিং বাতাদীনাং জ্বরাদীনাঞ্চ নিত্যঃ সংশ্লেষঃ পরিচ্ছেদো বা? ইতি। যদি নিত্যঃ সংশ্লেষঃ স্যাৎ তর্হি নিত্যাতুরাঃ সর্ব্ব এব প্রাণিনঃ স্যুঃ। অথাপ্যন্যথা বাতাদীনাং জ্বরাদীনাঞ্চান্যত্র বর্ত্তমানানামন্যত্র লিঙ্গং ন ভবতীতি কৃত্বা যদুচ্যতে বাতাদয়ো জ্বরাদীনাং মূলানীতি তন্ন। অত্রো-

স্বভাববলজাত ব্যাধি কহে। তাহারাও আবার দ্বিবিধ, যথা:—কালকৃত ও অকালকৃত [অনুচিত-কালকৃত]। তন্মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা পালন করিয়া চলিলে ঐ সকল রোগ কালকৃত অর্থাৎ যথাকালে হইয়া থাকে। আর স্বাস্থ্যরক্ষাবিধির অপালন হেতু উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে অকালকৃত বলা যায়। এই কয়েকটী রোগ আধিদৈবিক। এইরূপে সপ্তপ্রকারে সমস্ত ব্যাধিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ করা হইল।৭। সকল ব্যাধির মূলই বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা, কেনন। সকলবিধ রোগেই বাত পিত্ত শ্লেষ্মার লক্ষণ দেখা যায় ও বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক ঔষধের ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর শাস্ত্রেও এইরূপ কহে। যেমন জগতের যাবতীয় পদার্থ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণকে অতিক্রম করে না, সেইরূপ জগতের সমস্ত রোগ বাত পিত্ত কফকে অতিক্রম করে না। কেবল দোষ, ধাতু ও মলের সংসর্গ, স্থানভেদ ও নিদানভেদে উহাদের ভিন্নতা হইয়া থাকে। যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষের নামেই রোগের পরিচয় হয়, যথা:—এই রোগ রসজ, ইহা শোণিতজ, ইহা মাংসজ, ইহা মেদোজ, ইহা অস্থিজ, ইহা মজ্জজ, ইহা শুক্রজ ইতি।৮। তন্মধ্যে অন্নদ্বেষ, অরুচি, অবিপাক, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, হৃল্লাস, তৃপ্তি (না খাইয়াও খাওয়ার ন্যায় বোধ), গুরুতা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, স্রোতোবরোধ, কৃশতা, বৈরস্য, অঙ্গাবসাদ ও অকালে বলি-পলিত প্রভৃতির দর্শনকে রসদোষজ রোগ কহে। কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, রক্তপ্রদর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতিকে এবং গুদ, মুখ ও মেঢ্রের পাককে রক্তদোষজ বলা যায়। অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্বা, উপজিহ্বা, উপকুশ, গলশুণ্ডিকা, অলজী, মাংসসঙ্ঘাত, ওষ্ঠপ্রকোপ, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা প্রভৃতিকে মাংসদোষজ রোগ কহে। গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, মেদোজ ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, অতিস্থৌল্য ও অতিস্বেদ প্রভৃতিকে মেদোদোষজ রোগ কহে। অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, অস্থিশূল ও কুনখ প্রভৃতিকে অস্থিদোষজ রোগ কহে। তমোদর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পর্ব্বস্থানসমূহে স্থূলমূল অরুষ্ নামক ব্রণসমূহের জন্ম এবং নেত্রাভিষ্যন্দ প্রভৃতিকে মজ্জদোষজ রোগ কহে। ক্লীবতা, অপ্রহর্ষ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রমেহ ও শুক্রদোষ প্রভৃতিকে শুক্রদোষজ রোগ কহে। ত্বকের মলিনতা এবং মলের বিবন্ধ বা অতিপ্রবৃত্তিকে মলায়তন দোষ বলা যায়। ইন্দ্রিয়দিগের ক্রিয়াহীনতা বা অযথাপ্রবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়ায়তন দোষ বলা যায়। এইরূপে এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। প্রত্যেক রোগের বর্ণনাস্থলে সবিস্তার বর্ণনা করিব।৯। এ স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে যথা:—দোষ সকল কুপিত হইয়া শরীরে ধাবিত হইতে থাকিলে যে স্থানে উহাদের সঙ্গ (বিবন্ধ) হয়, সেই স্থানে ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।১০। পুনর্ব্বার এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বাতাদি-দোষ ও জ্বরপ্রভৃতি রোগ কি পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ, না ইহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে? যদি ইহারা নিত্যসম্বন্ধ হয়, তবে সকল প্রাণীই সর্ব্বদা রোগ ভোগ করিতে থাকে। আর যদি বাতাদি ও জ্বরাদি নিত্যসম্বন্ধ না হয়, তবে জ্বরাদি স্থলে বাতাদিরই লক্ষণ হয় কেন, আর বাতাদিকেই জ্বরাদির মূল বলা যায় কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, তা নয়। দোষ ছাড়া

ন্যতে, দোষান্ প্রত্যাখ্যায় জ্বরাদয়ো ন ভবন্তি; অথ চ ন নিত্যঃ সম্বন্ধো যথাহি বিদ্যুদ্বাতাশনিবর্ষাণ্যাকাশং প্রত্যাখ্যায় ন ভবন্তি। সত্যপ্যাকাশে কদাচিন্ন ভবন্তি; অথ চ নিমিত্তত এবোৎপত্তিরিতি। তরঙ্গবুদ্‌বুদাদয়শ্চোদকবিশেষা এব। বাতাদীনাং জ্বরাদীনাঞ্চ নাপ্যেবং সংশ্লেষো ন পরিচ্ছেদঃ শাশ্বতিকঃ অথ চ নিমিত্তত এবোৎপত্তিরিতি॥ ১১

ভবতি চাত্র।

বিকারপরিমাণঞ্চ সংখ্যা চৈষাং পৃথক্ পৃথক্।
বিস্তরেণোত্তরে তন্ত্রে সর্ব্বাবাধাশ্চ বক্ষ্যতে॥ ১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ব্যাধিসমুদ্দেশীয়ো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽষ্টবিধশস্ত্রকর্ম্মণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
ছেদ্যা ভগন্দরা গ্রন্থিঃ শ্লৈষ্মিকস্তিলকালকঃ।
ব্রণবর্ত্মার্ব্বুদান্যর্শশ্চর্ম্মকীলোঽস্থিমাংসগম্॥
শল্যং জতুমণির্ম্মাংসসঙ্ঘাতো গলশুণ্ডিকা।
স্নায়ুমাংসশিরাকোথো বল্মীকং শতপোনকঃ॥
অধ্রুষশ্চোপদংশাশ্চ মাংসকন্দ্যধিমাংসকঃ॥ ২

ভেদ্যা বিদ্রধয়োঽন্যত্র সর্ব্বজাদ্‌গ্রন্থয়স্ত্রয়ঃ।
আদিতো যে বিসর্পাশ্চ বৃদ্ধয়ঃ সবিদারিকাঃ॥
প্রমেহপীড়কাশোফস্তনরোগাবমন্থকাঃ॥
কুম্ভীকানুশয়ীনাড্যো বৃন্দৌ পুষ্করিকালজী॥
প্রায়শঃ ক্ষুদ্ররোগাশ্চ পুপ্পুটৌ তালুদন্তজৌ॥
তুণ্ডিকেরী গিলায়ুশ্চ পূর্ব্বং যে চ প্রপাকিণঃ॥
বস্তিস্তথাশ্মরীহেতোর্মেদোজা যে চ কেচন॥ ৩
লেখ্যাশ্চতস্রো রোহিণ্যঃ কিলাসমুপজিহ্বিকা।
মেদোজো দন্তবৈদর্ভো গ্রন্থির্বর্ত্মাধিজিহ্বিকা॥
অর্শাংসি মণ্ডলং মাংসকন্দী মাংসোন্নতিস্তথা॥ ৪
বেধ্যাঃ শিরা বহুবিধা মূত্রবৃদ্ধির্দকোদরম্॥ ৫
এষ্যা নাড্যঃ সশল্যাশ্চ ব্রণা উন্মার্গিণশ্চ যে॥ ৬
আহার্য্যাঃ শর্করাস্তিস্রো দন্তকর্ণমলাশ্মরী।
শল্যানি মূঢ়গর্ভাশ্চ বর্চ্চশ্চ নিচিতং গুদে॥ ৭
স্রাব্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ ভবেয়ুঃ সর্ব্বজাদৃতে।
কুষ্ঠানি বায়ুঃ সরুজঃ শোফো যশ্চৈকদেশজঃ।
পাল্যাময়াঃ শ্লীপদানি বিষজুষ্টঞ্চ শোণিতম্।
অর্ব্বুদানি বিসর্পাশ্চ গ্রন্থয়শ্চাদিতস্ত্রয় যে॥
ত্রয়স্ত্রয়শ্চোপদংশাঃ স্তনরোগা বিদারিকা।
শৌষিরো গলশালূকং কণ্টকাঃ কৃমিদন্তকঃ॥
দন্তবেষ্টঃ সোপকুশঃ শীতাদো দন্তপুপ্পুটঃ
পিত্তাস্রকফজাশ্চৌষ্ঠ্যাঃ ক্ষুদ্ররোগাশ্চ ভূয়শঃ

জ্বরাদি হইতে পারে না। অথচ উহাদের সম্বন্ধ নিত্যও নহে। যেমন বিদ্যুৎ, বাত, অশনি ও বর্ষণ আকাশ ছাড়া থাকিতে পারে না; আবার আকাশ সর্ব্বদা থাকিলেও উহারা সর্ব্বদা থাকে না, অথচ কারণ বশতই উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর তরঙ্গ-বুদ্‌বুদ প্রভৃতি সকলই জল, কেবল ভিন্নরূপ মাত্র, অথচ উহারা সর্ব্বদা জলে দৃষ্ট হয় না; এইরূপ বাতাদি ও জ্বরাদির নিত্যসম্বন্ধ বা পরিচ্ছেদ নাই; উহারা শাশ্বতিক (নিত্য) বটে, অথচ নিমিত্ত হইতেই উৎপন্ন হয়। ১১। উত্তরতন্ত্রে বিস্তারক্রমে ব্যাধিদিগের পরিমাণ ও সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিব। আর ব্যাধিকৃত বেদনাসমূহও বর্ণনা করিব। ১২।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্মণ্য।

অনন্তর আমরা অষ্টবিধ-শস্ত্রকর্ম্মণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। এই সকল রোগ ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, যথা:—ভগন্দর, গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক তিলকালক, ব্রণের ক্লেদযুক্ত ওষ্ঠ সকল, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, চর্ম্মকীল, অস্থিমাংসগ শল্য, জতুমণি, মাংসসঙ্ঘ, গলশুণ্ডিকা, স্নায়ুকোথ (পুতিযুক্ত স্নায়ু) মাংসকোথ, শিরাকোথ, বল্মীক, শতপোনক, অধ্রুষ (কি অরুষ?), উপদংশ, মাংসকন্দ ও অধিমাংস। ২।

এই সকল রোগ ভেদন করিয়া (চিরিয়া) চিকিৎসা করিবে যথা:—সর্ব্বজ ভিন্ন পঞ্চপ্রকার বিদ্রধি, বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি, বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প, বৃদ্ধিরোগ সকল, বিদারিকা, প্রমেহ-পীড়কা, শোফ, স্তনরোগ অবমন্থক, কুম্ভীক, অনুশয়ী, নালী ঘা, একবৃন্দ, দ্বিবৃন্দ, পুষ্করিকা, অলজী, প্রায় ক্ষুদ্ররোগ মাত্রেই, তালুপুপ্পুট, দন্তপুপ্পুট, তুণ্ডিকেরী, গিলায়ু, ভগন্দরাদি যে সকল রোগ পাকিয়া গেলে নালী হয়, অশ্মরীযুক্ত বস্তি এবং গলগণ্ড প্রভৃতি মেদোজ শোফ সকল।৩। এই সকল রোগ লেখনীয় (লেখন শব্দের অর্থ চাঁচিয়া ফেলা)। যথা;—চারি প্রকার রোহিণী রোগ, কিলাস, উপজিহ্বিকা, মেদোজ রোগ (মেদোজ পিড়কাদি), দন্তবৈদর্ভ, গ্রন্থি, বর্ত্মরোগ, অধিজিহ্বিকা, অর্শঃ, মণ্ডলকুষ্ঠ, মাংসকন্দ, মাংসোন্নতি। ৪। এই সকল রোগ বেধনীয়, যথা;—বহুবিধ শিরা, মূত্রবৃদ্ধি ও জলোদর। ৫। এই সকল রোগ এষণীয়, যথা,—নালীঘা, শল্যযুক্ত ব্রণ সকল ও উন্মার্গগত ব্রণসমূহ।৬। এই সকল রোগ আহরণীয় (আকর্ষণীয়), যথা;—তিনপ্রকার শর্করা, দন্ত ও কর্ণের মল, অশ্মরী, শল্যসমূহ, মূঢ়গর্ভ এবং গুহ্যমুখে সঞ্চিত বিষ্ঠা। ৭। এই সকল রোগ স্রাবণীয়, যথা:—সর্ব্বগ ভিন্ন পঞ্চপ্রকার বিদ্রধি, কুষ্ঠসমূহ, কোন কোন বাতবেদনা, একদেশজ শোথ, কর্ণপালীর পীড়া সকল, শ্লীপদসমূহ, বিষদুষ্ট শোণিত, অর্ব্বুদসমূহ, বিসর্পসমূহ, বাতজ পিত্তজ ও কফজ গ্রন্থিসমূহ,

সীব্যা মেদঃসমুত্থাশ্চ ভিন্নাঃ সুলিখিতা গদাঃ।
সদ্যোব্রণাশ্চ যে চৈব চলসন্ধিব্যপাশ্রয়াঃ॥ ৯
ন ক্ষারাগ্নিবিষৈর্জুষ্টা ন বা মারুতবাহিনঃ।
নান্তর্লোহিতশল্যাশ্চ তেষু সম্যগ্বিশোধনম্॥
পাংশুরোমনখাদীনি চলমস্থি ভবেচ্ছ যৎ।
অহৃতানিশ্বতোহমূনি পাচয়েয়ুর্ভৃশং ব্রণম্॥
রুজশ্চ বিবিধাঃ কুর্য্যুস্তস্মাদেতান্ বিশোধয়েৎ॥ ১০
ততো ব্রণং সমুন্নম্য স্থাপয়িত্বা যথাস্থিতম্।
সীব্যেৎ সূক্ষ্মেণ সূত্রেণ বল্কেনাশ্মন্তকস্য বা॥
শণজক্ষৌমসূত্রাভ্যাং স্নায়ুা বালেন বা পুনঃ।
মূর্ব্বাগুড়ূচীতানৈর্বা সীব্যেদ্বেল্লিতকং শনৈঃ॥
সীব্যেদ্গোফণিকাং বাপি সীব্যেদ্বা তুন্নসেবনীম্।
ঋজুগ্রন্থিমথো বাপি যথাযোগমথাপি বা॥
দেশেহল্পমাংসে সন্ধৌ চ সূচী বৃত্তাঙ্গুলদ্বয়ম্।
আয়তা ত্র্যঙ্গুলা ত্র্যস্রা মাংসলে বাপি পূজিতা॥
ধনুর্ব্বক্রা হিতা মর্ম্মফলকোষোদরোপরি।
ইত্যেতাস্ত্রিবিধাঃ সূচীস্তীক্ষ্ণাগ্রাঃ সুসমাহিতাঃ
কারয়েন্মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রপরিমণ্ডলাঃ॥
নাতিদূরে নিকৃষ্টে বা সূচীং কর্ম্মণি পাতয়েৎ।
দূরাদ্রুজো ব্রণোষ্ঠস্য সন্নিকৃষ্টেহবলুঞ্চনম্॥ ১১
অথ ক্ষৌমপিচুচ্ছন্নং সংস্যূতং প্রতিসারয়েৎ।
প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনযষ্ট্যাহ্বরোধ্রচূর্ণৈঃ সমন্ততঃ॥
শল্লকীফলচূর্ণৈর্বা ক্ষৌমধ্যামেন বা পুনঃ।
ততো ব্রণং যথাযোগং বদ্ধাচারিকমাদিশেৎ॥ ১২
এতদষ্টবিধং কর্ম্ম সমাসেন প্রকীর্ত্তিতম্।
চিকিৎসিতেষু কার্ৎস্ন্যেন বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে॥ ১৩
হীনাতিরিক্তং তির্য্যক্ চ গাত্রচ্ছেদনমাত্মনঃ।
এতাশ্চতস্রোহষ্টবিধে কর্ম্মণি ব্যাপদঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪
অজ্ঞানলোভাহিতবাক্যযোগ-
ভয়প্রমোহৈরপরৈশ্চ ভাবৈঃ।
যদা প্রযুঞ্জীত ভিষক্ কুশস্ত্রং
তদা সশেষান্ কুরুতে বিকারান্॥ ১৫
তং ক্ষারশস্ত্রাগ্নিভিরৌষধৈশ্চ
ভূয়োহভিযুঞ্জানমযুক্তিযুক্তম্।
জিজীবিষুর্দূরত এব বৈদ্যং
বিবর্জ্জয়েদুগ্রবিষাগ্নিতুল্যম্॥ ১৬

তিন তিন প্রকার উপদংশ স্তনরোগ ও বিদারিকা, শৌষির, শালূক, কণ্টক, ক্রিমিদন্তক, দন্তবেষ্ট, উপকুশ, শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, পিত্ত রক্ত ও কফজনিত ওষ্ঠরোগসমূহ এবং বহুবিধ ক্ষুদ্র-রোগ। ৮। এই সকল রোগ সীবনীয়, যথা;—মেদোজাত যে কোন রোগ বিদীর্ণ করিবার পর, সেলাই করিতে হয়। আর যে সকল রোগ নিঃশেষে চাচিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাও সেলাই করা আবশ্যক হয়। আর চলসন্ধিসমূহে আঘাতজন্য সদ্যোব্রণ হইলেও তৎক্ষণাৎ সেলাই করিয়া দিতে হয়। ৯। ক্ষার অগ্নি ও বিষযুক্ত ব্রণ সকল সেলাই করিতে নাই। গুদ প্রভৃতি বায়ুবাহী স্থানসমূহের ব্রণ সকল সেলাই করিতে নাই। যে সকল ব্রণের অন্তরে দূষিত রক্ত ও শল্য আছে, তাহাও সেলাই করিতে নাই। এই সকল ব্রণ সম্যক্রূপে শোধন করিতে হয়। পাংশু, লোম, নখাদি ও সচল অস্থি (সচল দন্তাদি) বাহির করিয়া না ফেলিলে ব্রণের অতিশয় পাক উৎপাদন করে এবং বিবিধ প্রকার বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে, এইজন্য এরূপ ব্রণসমূহের প্রথমতঃ শোধন আবশ্যক হয়। ১০। সংশোধনের পর ব্রণকে উন্নত করিয়া যথাস্থিতরূপে স্থাপন করিবে। অনন্তর সূক্ষ্ম কার্পাসসূত্র বা অশ্মন্তক-বল্কল দ্বারা (অশ্মন্তক শব্দের অর্থ কোবিদার) সেলাই করিয়া দিবে। অথবা শণসূত্র, ক্ষৌমসূত্র, স্নায়ু, কেশ, মূর্ব্বাতন্তু বা গুড়ূচীতন্তু দ্বারা বেল্লিতক-সীবন করিবে। অথবা গোফণিকা-সীবন করিবে। অথবা তুন্নসেবনী-সীবন করিবে। অথবা ঋজুগ্রন্থি-সীবন করিবে। [বেল্লিতক শব্দের অর্থ বক্র। বেল্লিতক-সীবন অর্থাৎ বক্রাকার সীবন। গোফণিকা গোফণিকাকার। তুন্নসেবনী অর্থাৎ যেমন তন্তুবায়েরা কর্ত্তিত বস্ত্র যোড়া দেয়। ঋজুগ্রন্থি অর্থাৎ যে সেবনীর বন্ধ ঋজুগ্রন্থির ন্যায়]। অল্পমাংসস্থানে ও সন্ধিস্থানে বৃত্তাকার ও দুই অঙ্গুল পরিমাণে সীবন করিবে। আর অধিকমাংসস্থানে তিন অঙ্গুল দীর্ঘ বা ত্রিধার-বিশিষ্ট সূচী দ্বারা সীবন করিতে হয়। মর্ম্মস্থান, অণ্ডকোষ ও উদরের উপর ধনুকের ন্যায় বক্র সূচী দ্বারা সীবন করিতে হয়। এইরূপে সূচী তিন প্রকার হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার সূচীই তীক্ষ্ণাগ্র ও সুসমাহিত (সুসম্পন্ন) হওয়া আবশ্যক। সূচীসমূহের অগ্র মালতীপুষ্পবৃন্তের ন্যায় গোল হওয়া আবশ্যক। ব্রণের অতিদূরে বা অতিনিকটে সূচীপাত করিবে না। অতিদূরে সূচীপাত করিলে বেদনা হয়। আর অতিনিকটে সূচীপাত করিলে ব্রণের ওষ্ঠ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। ১১। সীবনের পর সীবনস্থান ক্ষৌম-বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া তদুপরি এই সকল দ্রব্য প্রতিসারণ করিবে, যথা;—প্রিয়ঙ্গু, সৌবীরাঞ্জন, যষ্টিমধু ও লোধ্র এই সমুদায়ের মিলিত চূর্ণ বা শল্লকীফলের চূর্ণ বা ক্ষৌমভস্ম। অনন্তর ব্রণিতোপাসনীয়োক্ত আচার সমস্ত পালন করিবে। ১২। এইরূপে অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্ম সংক্ষেপে কথিত হইল। চিকিৎসিত স্থানে আবার বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করা হইবে। ১৩। অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্মেই চারিটী বিপদ্ হইতে পারে, যথা;—ন্যূন বা অতিরিক্ত বা তির্য্যক্ শস্ত্রকর্ম্ম বা আপনার (অর্থাৎ চিকিৎসা-কর্ত্তার) গাত্রচ্ছেদন। ১৪। অজ্ঞান, লোভ, কুবাক্য, ভয়, প্রমোহ বা অপর কোন কারণবশতঃ চিকিৎসক অসম্যক্রূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ফেলিলে রোগের শেষ থাকিয়া যায়। [ইহাকেই ন্যূন শস্ত্রকর্ম্ম বলে] ১৫। যে বৈদ্য ক্ষার, শস্ত্র, অগ্নি ও ঔষধ অতিরিক্ত প্রয়োগে করিয়া

তদেব যুক্তন্ত্বতি মর্ম্মসন্ধীন্
হিংস্যাৎ শিরাঃ স্নায়ুমথাস্থি চৈব।
মূর্খপ্রযুক্তং পুরুষং ক্ষণেন
প্রাণৈর্বিযুঞ্জ্যাদথবা কথঞ্চিৎ ॥ ১৭
ভ্রমঃ প্রলাপঃ পতনং প্রমোহো
বিচেষ্টনং সংলপনোষ্ণতা চ।
স্রস্তাঙ্গতা মূর্চ্ছনমূর্দ্ধবাত
স্তীব্রা রুজো বাতকৃতাশ্চ তাস্তাঃ।
মাংসোদকাভং রুধিরঞ্চ গচ্ছেৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থোপরতিস্তথৈব।
দশার্দ্ধসংখ্যেষ্বপি হি ক্ষতেষু
সামান্যতো মর্ম্মসু লিঙ্গমুক্তম্ ॥ ১৮
সুরেন্দ্রগোপপ্রতিমং প্রভূতং
রক্তং স্রবেত্তৈঃ ক্ষততশ্চ বায়ুঃ।
করোতি রোগান্ বিবিধান্ যথোক্তান্
ছিন্নাসু ভিন্নাস্বথবা শিরাসু ॥
কৌব্জ্যং শরীরাবয়বাবসাদঃ
ক্রিয়াস্বশক্তিস্তুমুলা রুজশ্চ।
চিরাদ্ব্রণো রোহতি যস্য চাপি
তং স্নায়ুবিদ্ধং মনুজং ব্যবস্যেৎ ॥
শোফাতিবৃদ্ধিস্তুমুলা রুজশ্চ
বলক্ষয়ঃ পর্ব্বসু ভেদশোফৌ।
ক্ষতেষু সন্ধিষ্বচলাচলেষু
স্যাৎ সন্ধিকর্ম্মোপরতিশ্চ লিঙ্গম্ ॥

ঘোরা রুজো যস্য নিশাদিনেষু
সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন শান্তিরস্তি।
তৃষ্ণাঙ্গসাদৌ শ্বয়থুশ্চ রুক্ চ
তমস্থিবিদ্ধং মনুজং ব্যবস্যেৎ ॥ ১৯
যথাস্বমেতানি বিভাবয়েচ্চ
লিঙ্গানি মর্ম্মস্বভিতাড়িতেষু।
স্পর্শং ন জানাতি বিপাণ্ডুবর্ণো
যো মাংসমর্ম্মণ্যভিতাড়িতঃ স্যাৎ ॥ ২০
আত্মানমেবাথ জঘন্যকারী
শস্ত্রেণ যো হন্তি হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্
তমাত্মবানাত্মহনং কুবৈদ্যং
বিবর্জ্জয়েদায়ুরভীপ্সমানঃ ॥ ২১
তির্য্যক্প্রণিহিতে শস্ত্রে দোষাঃ পূর্ব্বমুদাহৃতাঃ।
তস্মাৎ পরিহরন্ দোষান্ কুর্য্যাচ্ছস্ত্রনিপাতনম্ ॥ ২২
মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ।
অপ্যেতানভিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ ॥
বিসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন চৈনং পরিশঙ্কতে
তস্মাৎ পুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্ ॥ ২৩
ধর্ম্মার্থৌ কীর্ত্তিপ্রীত্যর্থং সতাং গ্রহণমুত্তমম্।
প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্ম্মণা ॥ ২৪
কর্ম্মণা কশ্চিদেকেন দ্বাভ্যাং কশ্চিৎ ত্রিভিস্তথা।
বিকারঃ সাধ্যতে কশ্চিচ্চতুর্ভিরপি কর্ম্মভিঃ ॥ ২৫
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানেঽষ্টবিধশস্ত্রকর্ম্মীয়ো
নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

থাকে, তাহাকে উগ্রবিষ বা অগ্নির ন্যায় মনে করিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। ১৬। ঐ সকল দ্রব্য অতিশয় প্রয়োগ করিলে মর্ম্মসন্ধি, শিরা, স্নায়ু বা অস্থি নষ্ট করিয়া থাকে। মূর্খ বৈদ্য এইরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ তৎক্ষণাৎ রোগীর প্রাণনাশ করিতে পারে ১৭। মর্ম্ম সকল হিংসিত হইলে বায়ুকোপ বশতঃ ভ্রম, প্রলাপ, পতন, প্রমোহ (বুদ্ধিভ্রংশ), বিচেষ্টিত, সংলপন (সুপ্তাবস্থার ন্যায় চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা), উষ্ণতা, শিথিলাঙ্গতা, মূর্চ্ছন, ঊর্দ্ধবাত ও তীব্রবেদনা হয়। মাংসধৌত জলের ন্যায় রুধির নির্গত হইতে থাকে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয়জ্ঞান তিরোহিত হয়। মর্ম্ম, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু ও অস্থি এই সকলের মধ্যে এস্থলে সামান্যতঃ মর্ম্মাঘাতের লক্ষণ সকল উক্ত হইল। ১৮। শিরা সকল ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে বায়ুকোপ বশতঃ ক্ষত হইতে ইন্দ্রগোপবর্ণ প্রভূত রক্ত স্রাবিত হয়। আর অন্যান্য রোগও ঘটিয়া থাকে; তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্নায়ু বিদ্ধ হইলে কুব্জতা, শরীর ও অবয়ব-সমূহের অবসাদ, ক্রিয়া-সমূহে অশক্তি ও অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে। [এস্থলে স্নায়ু শব্দে 'নর্ভ' লক্ষ্য করা হইতেছে] এবং ক্ষত বিলম্বে রূঢ় হইয়া থাকে। চল বা অচল সন্ধি সকল ক্ষত হইলে শোথের অতিশয় বৃদ্ধি, অতিশয় বেদনা, বলক্ষয়, পর্ব্বভেদ, পর্ব্বশোথ এবং সন্ধি-সমূহের ক্রিয়া ধ্বংস হয়। অস্থি বিদ্ধ হইলে রাত্রি দিন ঘোরতর বেদনা, এবং সকল অবস্থাতেই অশান্তি হয়; আর তৃষ্ণা, অঙ্গাবসাদ, শোথ ও ক্লেশ হইয়া থাকে। ১৯। শিরাগত, স্নায়ুগত বা অস্থিগত মর্ম্ম-সমূহ আহত হইলে স্ব স্ব আশ্রয়ের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। আর মাংসগত মর্ম্ম আহত হইলে স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং বর্ণ পাণ্ডু হইয়া যায়। ২০। যে জঘন্য অস্ত্র-চিকিৎসক অস্ত্রপ্রয়োগকালে আপনার শরীরে আঘাত করিয়া ফেলে, সেই আত্মঘাতী কু-বৈদ্যকে আয়ুঃপ্রার্থী ধীর ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবেন। ২১। শস্ত্র তির্য্যক্‌ভাবে প্রয়োগ করিলে যে সকল দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব সেই দোষ সকল যাহাতে না হইতে পারে, এরূপ ভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। ২২। রোগী মাতা, পিতা, পুত্রগণ ও বন্ধুদিগকেও আশঙ্কা করিতে পারে, অথচ বৈদ্যে বিশ্বাস রাখিয়া থাকে। সে বরং আপনি আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারে তথাপি বৈদ্যকে শঙ্কা না করিতে পারে। অতএব বৈদ্য ইহাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিবে। ২৩। বৈদ্য সৎকর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি, প্রীতি, ধন, সাধুদিগের সমাদর এবং স্বর্গবাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪। কোনস্থলে এক, কোনস্থলে দুই, কোনস্থলে তিন এবং কোনস্থলে বা চারিপ্রকার প্রয়োগ দ্বারা রোগ সাধ্য হইয়া থাকে। ২৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতঃ প্রনষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

শল শল আশুগমনে ধাতুস্তস্য শল্যমিতি রূপম্। তদ্‌ দ্বিবিধং শারীরমাগন্তুকঞ্চ ॥ ২

সর্ব্বশরীরাবাধকরং শল্যং তদিহোপদিশ্যত ইত্যতঃ শল্যশাস্ত্রম্। তত্র শারীরং রোমনখাদি ধাতবোঽন্নমলা দোষাশ্চ দুষ্টাঃ। আগন্তুপি শারীরশল্যব্যতিরেকেণ যাবন্তো ভাবা দুঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লোহবেণুবৃক্ষতৃণশৃঙ্গাস্থিময়েষু, তত্রাপি বিশেষতো লোহময়েষ্বেব বিশসনার্থোপপন্নত্বাল্লোহস্য লোহানামপি দুর্ব্বারত্বাদণুমুখত্বাদ্দূরপ্রবেশজনকত্বাচ্চ শর এবাধিকৃতঃ ॥ ৩

স দ্বিবিধঃ কর্ণবান্ শ্লক্ষ্ণশ্চ, প্রায়েণ বিবিধবৃক্ষপত্রপুষ্পফলতুল্যাকৃতয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ব্যালমৃগপক্ষিবক্ত্রসদৃশাশ্চ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বশল্যানান্তু মহতামণূনাং বা পঞ্চবিধো গতিবিশেষ ঊর্দ্ধমধোঽর্ব্বাচীনস্তির্য্যগৃজুরিতি। তানি যদা বেগক্ষয়াৎ প্রতিঘাতাদ্বা ত্বগাদিষু ব্রণবস্তুষ্ববতিষ্ঠন্তে ধমনীস্রোতোঽস্থিতদ্বিবরপেশীপ্রভৃতিষু বা শরীরপ্রদেশেষু ॥ ৫

তত্র শল্যলক্ষণমুচ্যমানমুপধারয়। তত্তু দ্বিবিধং সামান্যং বৈশেষিকঞ্চ। শ্যাবং পিড়কাচিতং শোফবেদনাবন্তং মুহুর্মুহুঃ শোণিতাস্রাবিণং বুদ্বুদবদুন্নতং মৃদুমাংসঞ্চ ব্রণং জানীয়াৎ সশল্যোঽয়মিতি। সামান্যলক্ষণমেতদুক্তম্। বৈশেষিকন্তু ত্বগ্‌গতে বিবর্ণঃ শোফো ভবত্যায়তঃ কঠিনশ্চ। মাংসগতে শোফাভিবৃদ্ধিঃ শল্যমার্গানুপসংরোহঃ পীড়নাসহিষ্ণুতা চোষপাকৌ চ। পেশ্যন্তরস্থেঽপ্যেতদেব চোষশোফবর্জ্জম্। শিরাগতে শিরাধ্মানং শিরাশূলং শিরাশোফশ্চ। স্নায়ুগতে স্নায়ুজালোৎক্ষেপণং সংরম্ভশ্চোগ্রা রুক্ চ। স্রোতোগতে স্রোতসাং স্বকর্ম্মগুণহানিঃ। ধমনীস্থে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছত্যঙ্গমর্দ্দঃ পিপাসা হৃল্লাসশ্চ। অস্থিগতে বিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবঃ শোফশ্চ। অস্থিবিবরগতেঽস্থিপূর্ণতাস্থিতোদঃ সংহর্ষো বলবাংশ্চ। সন্ধিগতেঽস্থিবচ্চেষ্টোপরমশ্চ। কোষ্ঠগতে আটোপানাহৌ মূত্রপুরীষাহারদর্শনঞ্চ ব্রণমুখাৎ। মর্ম্মগতে মর্ম্মবিদ্ধবচ্চেষ্টেতে। সূক্ষ্মগতিষু শল্যেষ্বেতান্যেব লক্ষণান্যস্পষ্টানি ভবন্তি ॥ ৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

প্রনষ্টশল্য-বিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা প্রনষ্টশল্য-বিজ্ঞানীয় অধ্যায় (শরীরের কোন্ স্থানে শল্য গুপ্ত রহিয়াছে, তাহা এই অধ্যায় পাঠ করিলে জানা যায়) ব্যাখ্যা করিব।১। শ্বল ও শল-ধাতুর অর্থ আশুগমন। তাহা হইতেই শল্য-শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। শল্য দুই প্রকার:—শারীর ও আগন্তু।২। যেহেতু সর্ব্বশরীর পীড়াকারী শল্যের বিবরণ এই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে শল্যশাস্ত্র কহে। তন্মধ্যে লোম ও নখাদি ধাতুসমূহ, অন্ন ও মল ও দোষসমূহ দূষিত হইয়া পীড়াদায়ক হইলে তাহাদিগকে শারীর-শল্য কহে। আর শারীর শল্য ব্যতিরেকে অন্য যতপ্রকার দ্রব্য শরীরের ক্লেশ উৎপাদন করে, তাহাদিগের সকলকেই আগন্তু-শল্য কহিয়া থাকে। তন্মধ্যে লৌহ, বেণু, বৃক্ষ, তৃণ, শৃঙ্গ ও অস্থিময় শল্যগণকেই এই শাস্ত্রে লক্ষ্য করা হয়। তন্মধ্যে আবার লৌহের প্রাধান্য; কেননা লৌহই মারণকর্ম্মে সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ লৌহ অন্যান্য শল্য অপেক্ষা দুর্ব্বারণীয়, সূক্ষ্মমুখ ও দূর হইতে প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত, এই সকল কারণে ইহা শররূপে গৃহীত হইয়া থাকে।৩। শর দুইপ্রকার:—কর্ণবিশিষ্ট ও কর্ণহীন। উহাদের মুখ প্রায়ই বিবিধ বৃক্ষপত্র, পুষ্প ও ফলের তুল্য বলিয়া ব্যাখ্যা আছে। আবার ব্যাল, মৃগ ও পক্ষীদিগের মুখসদৃশও হয়। ৪। বৃহৎই হউক আর ক্ষুদ্রই হউক, সর্ব্বপ্রকার শল্যেরই পঞ্চবিধ গতি হইয়া থাকে, যথা:—ঊর্দ্ধ, অধঃ, অর্ব্বাচীন (পশ্চাৎ হইতে আগত শরের গতি), তির্য্যক্ বা ঋজু। শল্য সকল বেগক্ষয় বা প্রতিঘাত বশতঃ ত্বগাদির অভ্যন্তরে ব্রণবস্তুসমূহের মধ্যে অবস্থান করে অথবা ধমনীস্রোতঃ, অস্থি, অস্থিবিবর ও পেশীপ্রভৃতি বা শরীরের অন্যান্য প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া থাকে।৫। এক্ষণে শল্য-লক্ষণ বলিতেছি, অবধারণ কর। উহা দ্বিবিধ;—সামান্য ও বৈশেষিক। তন্মধ্যে শল্য শরীরে প্রবেশ করিলে সাধারণতঃ ব্রণ শ্যাববর্ণ, পিড়কাব্যাপ্ত, শোফ-বেদনাবিশিষ্ট, মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাবী, বুদ্বুদের ন্যায় উন্নত ও মৃদুমাংস হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণকেই সামান্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে। বৈশেষিক লক্ষণ যথা;—শল্য ত্বগ্‌গত হইলে সেই স্থান বিবর্ণ, শোফযুক্ত, আয়ত (টানটান) ও কঠিন হইয়া থাকে। মাংসগত হইলে শোথের অতিবৃদ্ধি, শল্যমার্গের উপসংরোধ (ব্রণমুখ প্রায় বুজিয়া যায়), পীড়ন করিলে লাগে এবং ওষ ও পাক এই সকল লক্ষণ হয়। পেশীগত হইলে মাংসগতের ন্যায় লক্ষণ হয়, কেবল ওষ ও শোফ হয় না। শিরাগত হইলে শিরাধ্মান, শিরাশূল ও শিরাশোফ হইয়া থাকে। স্নায়ুগত হইলে স্নায়ুজাল ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত হয় এবং শোথ ও উগ্রবেদনা হয়। স্রোতোগত হইলে স্রোতঃসমূহের স্ব স্ব কর্ম্মহানি হয়। ধমনীগত হইলে বায়ু সফেন রক্ত নির্গত করিতে করিতে সশব্দে নির্গত হয় এবং অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা ও হৃল্লাস হইতে থাকে। অস্থিগত হইলে বিবিধ বেদনার প্রাদুর্ভাব ও শোথ হইয়া থাকে। অস্থিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে অস্থির পূর্ণতাবোধ, অস্থিতে সূচীভেদবৎ পীড়া ও অত্যন্ত সংহর্ষ (ছিঁড়ে ওঠা) হয়। সন্ধিগত হইলে অস্থিগতের ন্যায় লক্ষণ হয় আর চেষ্টার উপরম (অর্থাৎ ক্রিয়াহানি বা নিশ্চেষ্টতা) হইয়া থাকে। কোষ্ঠগত হইলে আটোপ, আনাহ এবং ব্রণমুখ হইতে মূত্রপুরীষ ও আহারের দর্শন হইয়া থাকে। আর

মহান্তি স্বল্পানি বা শুদ্ধদেহানামনুলোমসন্নিবিষ্টানি রোহন্তি বিশেষতঃ কণ্ঠস্রোতঃশিরাত্বক্‌পেশ্যস্থিবিবরেষু। দোষপ্রকোপব্যায়ামাভিঘাতেভ্যঃ প্রচলিতানি পুনর্বাধন্তে ॥ ৭

তত্র ত্বক্‌প্রনষ্টে স্নিগ্ধস্বিন্নায়াং মৃন্মাষযবগোধূমগোময়মৃদিতায়াং ত্বচি যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। স্ত্যানঘৃতমৃচ্চন্দনকল্কৈর্বা প্রদিগ্ধায়াং শল্যোষ্মণাশু বিসরতি ঘৃতমুপশুষ্যতি বা লেপো যত্র তত্র শল্যং বিজানীয়াৎ। মাংসপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদাদিভিঃ ক্রিয়াবিশেষৈরবিরুদ্ধৈরাতুরমুপপাদয়েৎ। কর্শিতস্য তু শিথিলীভূতমনববদ্ধং ক্ষুভ্যমাণং যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র চ শল্যং বিজানীয়াৎ। কোষ্ঠাস্থিসন্ধিপেশীবিবরেষ্ববস্থিতমেবং পরীক্ষেত। শিরাধমনীস্রোতঃস্নায়ুপ্রনষ্টে খণ্ডচক্রসংযুক্তে যানে ব্যাধিতমারোপ্যাশু বিষমেষধ্বনি যায়াদ্‌যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। অস্থিপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদোপপন্নান্যস্থীনি বন্ধনপীড়নাভ্যাং ভৃশমুপচরেদ্‌যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। সন্ধিপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদোপপন্নান্ সন্ধীন প্রসারণাকুঞ্চনবন্ধনপীড়নৈর্ভৃশমুপচরেদ্‌যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যমিতি জানীয়াৎ। মর্ম্মপ্রনষ্টে ত্বনন্যভাবান্মর্ম্মণামুক্তং পরীক্ষণং ভবতি ॥ ৮

সামান্যলক্ষণমপি চ হস্তিস্কন্ধাশ্বপৃষ্ঠপর্ব্বতদ্রুমারোহণধনুর্ব্যায়ামদ্রুতযান-নিযুদ্ধাধ্বগমন-লঙ্ঘন-প্রতরণপ্লবন-ব্যায়ামৈর্জৃম্ভোদ্গার কাসক্ষবথুষ্ঠীবন-হসন-প্রাণায়ামৈর্বাতমূত্রপুরীষশুক্রোৎসর্গৈর্বা যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ ॥ ৯

ভবন্তি চাত্র।

যস্মিংস্তোদাদয়ো দেশে সুপ্ততা গুরুতাপি চ।
ঘট্টতে বহুশো যত্র শ্রূয়তে ভুদ্যতেঽপি চ ॥
আতুরশ্চাপি যং দেশমভীক্ষ্ণং পরিরক্ষতি
সংবাহ্যমানো বহুশস্তত্র শল্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১০
অল্পবাধমশূনঞ্চ নীরুজং নিরুপদ্রবম্।
প্রসন্নং মৃদুপর্য্যান্তং নিরাঘট্টমনুন্নতম্ ॥
এষণ্যা সর্ব্বতো দৃষ্ট্বা যথামার্গং চিকিৎসকঃ
প্রসারাকুঞ্চনাদ্যুনং নিঃশল্যমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১১

মর্ম্মগত হইলে মর্ম্ম-বিদ্ধের ন্যায় লক্ষণ হয়। যে সকল শল্য সূক্ষ্মগতি, তাহাদিগের এই সকল লক্ষণই অস্পষ্ট হইয়া থাকে। ৬। শল্য বৃহৎ হউক আর ক্ষুদ্রই হউক, শুদ্ধদেহ ব্যক্তিদিগের শরীরে—বিশেষতঃ উহাদের কণ্ঠস্রোত, শিরা, ত্বক্‌, পেশী ও অস্থিবিবরে—অনুলোমভাবে প্রবিষ্ট হইলে রূঢ় হইয়া থাকে (অর্থাৎ প্রবেশ-পথ বুজিয়া যায় ও উপদ্রব থাকে না)। কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কেননা কোন সময়ে কোন কারণে দোষপ্রকোপ বা পরিশ্রম বা আঘাত বশতঃ চালিত হইয়া পুনর্ব্বার পীড়াকর হইয়া থাকে। ৭। শল্য ত্বকে প্রবিষ্ট হইলে ত্বকে স্নিগ্ধস্বেদ প্রয়োগপূর্ব্বক মৃত্তিকা, মাষ, যব, গোধূম বা গোময়-যোগে মর্দ্দন করিতে হয়; তাহা হইলে যে স্থানে শোথ বা বেদনা হয়, সেই স্থলেই শল্য আছে জানিবে। অথবা ঘনঘৃত, মৃত্তিকা ও চন্দনকল্ক লেপন করিলে ঘৃত ত্বকের যেস্থলে শল্যের উষ্মা দ্বারা গলিয়া যায় বা যেস্থলে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই স্থলে শল্য আছে জানিবে। শল্য মাংসের মধ্যে গুপ্ত হইলে প্রথমে স্নেহস্বেদাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াযোগে, অবিরুদ্ধ ভাবে, রোগীকে উপপন্ন করিবে। তাহা হইলে শল্য শিথিলীভূত ও অবদ্ধ হইয়া সঞ্চালিত হইবে। তখন যেস্থলে শোথ বা বেদনা হইবে, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে। এইরূপে কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধি, পেশী ও অস্থি প্রভৃতির বিবরে অবস্থিত শল্যও পরীক্ষা করিতে হয়। শল্য শিরা, ধমনীস্রোতঃ বা স্নায়ুর মধ্যে গুপ্ত হইলে রোগীকে ভগ্নচক্রসংযুক্ত যানে আরোহণ করাইয়া দ্রুতগতি বিষম (উচ্চ-নীচ) পথে গমন করিবে। তাহা হইলে রোগীর যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে, সেস্থানে শল্য আছে জানিবে। শল্য অস্থির মধ্যে গুপ্ত হইলে অস্থিকে স্নেহস্বেদযোগে উপপন্ন করিয়া বন্ধন ও পীড়ন দ্বারা অতিশয় উপচার করিবে। তাহাতে যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে সেই স্থানেই শল্য আছে জানিবে। শল্য মর্ম্মের মধ্যে গুপ্ত হইলে সেই মর্ম্ম শিরা বা অন্য যে অবয়বের অন্তর্গত, তাহার লক্ষণের মত লক্ষণ হইবে, অন্য প্রকার হইবে না। ৮। গুপ্তশল্যের বিশেষ লক্ষণ না দেখিয়াও কেবল সামান্য লক্ষণ দৃষ্টে, নিম্নলিখিত উপায়ে, স্থান নিরূপণ করা যায়। যথা ;—রোগীকে হস্তিস্কন্ধ, অশ্বপৃষ্ঠ, পর্ব্বত বা দ্রুমে আরোহণ করাইতে হয় অথবা ধনুরাকর্ষণ, দ্রুতযান, বাহুযুদ্ধ, পথভ্রমণ, উল্লম্ফন, সন্তরণ, প্লবন (ভাসা) ও ব্যায়াম করাইতে হয় অথবা জৃম্ভণ, উদ্গার, কাস, ক্ষবথু, ষ্ঠীবন, হাস্য ও প্রাণায়াম (প্রাণবায়ুর অবরোধ) করিলেও হয় কিংবা বাত, মূত্র, পুরীষ ও শুক্র পরিত্যাগ করিলেও হয়। তাহা হইলে যেস্থানে শোথ বা বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে। ৯। এস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা ;—শরীরে যে প্রদেশে তোদ প্রভৃতি পীড়া, সুপ্ততা, গুরুতা, নানারূপ ঘটন (শল্যের ইতস্ততঃ সঞ্চালন), শব্দ ও ক্লেশ হয় এবং কেহ গাত্র মর্দ্দন করিতে থাকিলে রোগী যেস্থান অনবরত রক্ষা করিতে থাকে, সেইস্থানে শল্য আছে জানিবে। ১০। যেস্থানে বিশেষ ব্যথা নাই, শোথ নাই, উপদ্রব নাই, যেস্থান প্রসন্ন ও যাহার প্রান্ত সকল মৃদু, যাহাতে শল্যের সঞ্চলন অনুভূত হয় না, যাহা উন্নত নহে এবং যেস্থান প্রসারণ বা আকুঞ্চন করিলে ব্যথা বোধ হয় না, চিকিৎসক সে স্থানের ব্রণমার্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অবশ্যই নিঃশল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। ১১।

অস্থ্যাত্মকং ভজ্যতে তু শল্যমন্তশ্চ শীর্য্যতে।
প্রায়ো নির্ভুজ্যতে শাঙ্গ মায়সঞ্চেতি নিশ্চয়ঃ॥ ১২
বাক্ষ্যবৈণবতার্ণানি নির্হ্রিয়ন্তে তু নো যদি।
পচন্তি রক্তং মাংসঞ্চ ক্ষিপ্রমেতানি দেহিনাম্॥ ১৩
কানকং রাজতং তাম্রং রৈতিকং ত্রপু সীসকম্।
চিরস্থানাদ্বিলীয়ন্তে পিত্ততেজঃপ্রতাপনাৎ॥
স্বভাবশীতা মৃদবো যে চান্যেঽপীদৃশা মতাঃ।
দ্রবীভূতাঃ শরীরেঽস্মিন্নেকত্বং যান্তি ধাতুভিঃ॥ ১৪
বিষাণদন্তকেশাস্থি-বেণুদারুপলানি তু।
শল্যানি ন বিশীর্য্যন্তে শরীরে মৃন্ময়ানি চ॥ ১৫
দ্বিবিধং পঞ্চগতিকং ত্বগাদিব্রণবস্তুম্।
যো বেত্ত্যধিগতিং শল্যং স রাজ্ঞঃ [illegible] তু॥ ১৬
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে প্রনষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়ো নাম ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শল্যাপনয়নীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

শল্যং দ্বিবিধমববদ্ধমনবদ্ধঞ্চ। তত্র সমাসেনানববদ্ধ-

অস্থিময় বা শৃঙ্গময় বা লৌহময় শল্য স্বয়ং ভগ্ন ও অন্তরে বিশীর্ণ হইতে থাকে। ১২। বৃক্ষময় (কাষ্ঠময়), বেণুময় তৃণময় শল্য সকল যদি নিঃসারিত না হয়, তবে দেহীদিগের রক্ত ও মাংস শীঘ্রই পাক করিতে থাকে। ১৩। স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, তাম্রময়, পিত্তলময়, রঙ্গময় ও সীসকময় শল্য সকল পিত্ত ও শারীরোষ্মার তাপে স্বস্থান হইতে বহুবিলম্বে গলিত হয়। এই সকল ধাতু বা এতৎসদৃশ অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যাহারা স্বভাব-শীতল ও মৃদু, তাহারা শরীরের মধ্যে কালে দ্রবীভূত হইয়া ধাতুদিগের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। ১৪। শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, অস্থি, বেণু, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড ও মৃন্ময় দ্রব্য সকল শরীরের মধ্যে শীর্ণ হয় না [অর্থাৎ যেমন, তেমনই থাকে]। ১৫। এইরূপে ত্বগাদি-ব্রণমধ্যস্থ দ্বিবিধ ও পঞ্চগতিক শল্যের বিষয় উপদিষ্ট হইল। এ বিষয়ে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে, তিনি রাজার চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত। ১৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শল্যাপনীয়

অনন্তর আমরা শল্যাপনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [বাগ্‌ভটের সূত্রস্থানের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের পরিষ্কৃত ব্যাখ্যা আছে]। ১। শল্য দুই প্রকার;—অববদ্ধ (অস্থি প্রভৃতিতে আটকান) এবং অনবদ্ধ। তন্মধ্যে

শল্যোদ্ধরণার্থং পঞ্চদশ হেতূন্ বক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা—স্বভাবঃ পাচনং ভেদনং দারণং পীড়নং প্রমার্জ্জনং নির্ধ্মাপনং বমনং বিরেচনং প্রক্ষালনং প্রতিমর্ষঃ প্রবাহণমাচূষণময়স্কান্তো হর্ষশ্চেতি॥ ২

তত্রাশ্রুক্ষবথূদ্গারকাসমূত্রপুরীষানিলৈঃ স্বভাববলপ্রবৃত্তৈর্নয়নাদিভ্যঃ পততি। মাংসাবগাঢ়ং শল্যমভিদহ্যমানং পাচয়িত্বা প্রকোপাৎ তস্য পূয়শোণিতবেগাদ্গৌরবাদ্বা পততি। পক্বমভিদ্যমানং ভেদয়েদ্দারয়েদ্বা ভিন্নমনিরস্যমানং পীড়নীয়ৈঃ পীড়য়েৎ পাণিভির্বা। অণূন্যক্ষিশল্যানি পরিষেচনাধ্মাপনৈর্বালবস্ত্রপাণিভিঃ প্রমার্জ্জয়েৎ। আহারশেষশ্লেষ্মহীনাণুশল্যানি শ্বসনোৎকাসনপ্রধমনৈর্নির্দ্ধমেৎ। অন্নশল্যানি বমনাঙ্গুলিপ্রতিমর্ষপ্রভৃতিভিঃ, বিরেচনৈঃ পক্বাশয়গতানি। ব্রণদোষাশ্রয়গতানি প্রক্ষালনৈঃ। বাতমূত্রপুরীষগর্ভসঙ্গেষু প্রবাহণমুক্তম্। মারুতোদকসবিষরুধিরদুষ্টস্তন্যেষ্বাচূষণমাস্যেন বিষাণৈর্ব্বা। অনুলোমমনববদ্ধমকর্ণমনল্পব্রণমুখময়স্কান্তেন। হৃদ্যবস্থিতমনেককারণোৎপন্নং শোকশল্যং হর্ষেণেতি

সঙ্ক্ষেপে অববদ্ধ শল্যের উদ্ধারার্থ পঞ্চদশ প্রকার উপায় বর্ণনা করিতেছি। যথা;—স্বভাব, পাচন, ভেদন, দারণ, পীড়ন, প্রমার্জ্জন, নির্ধ্মাপন, বমন, বিরেচন, প্রক্ষালন, প্রতিমর্ষ, প্রবাহণ, আচূষণ, অয়স্কান্ত ও হর্ষ। ২। তন্মধ্যে অশ্রু, ক্ষবথু, উদ্গার, কাস, মূত্র, পুরীষ ও বায়ু স্বভাববলে নির্গত হইয়া নয়নাদি হইতে ধূলি প্রভৃতি অববদ্ধ শল্য নিপাতিত করে। মাংসবদ্ধ শল্য অপচ্যমান হইলে পাক উপস্থিত হয় এবং তাহা পূয-শোণিত-বেগ ও গৌরব বশতঃ পতিত হইয়া থাকে। গাঢ় শল্য শরীরে পক্ব হইলে অথচ স্বয়ং ভিন্ন না হইলে তাহা ভেদন বা দারণ করিতে হয়। আর যদি ভিন্ন হইয়াও বহির্গত না হয়, তবে পীড়নীয় দ্রব্য সহযোগে বা পাণি দ্বারা পীড়ন করিতে হয়। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত শল্য সকল সূক্ষ্ম হইলে পরিষেচন (ধারাভিষেচন), আধ্মাপন (ফুৎকার প্রদান) বা কেশ বস্ত্র ও পাণি দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়। নাসিকাদি-সংলগ্ন আহার দ্রব্য, শ্লেষ্মা এবং নিঃসৃত শল্যের সূক্ষ্মাংশ শ্বাস, উৎকাস ও প্রধমন দ্বারা নিষ্কাশিত করিবে। কণ্ঠগত বা আমাশয়গত অন্নশল্য বমন ও অঙ্গুলি-ঘর্ষণ দ্বারা এবং পক্বাশয়-গত শল্য বিরেচন দ্বারা নিঃসারিত করিবে। পূয ও ব্রণাশ্রিত অন্যান্য শল্যে প্রক্ষালন দ্বারা নিষ্ক্রান্ত করিবে। বাত, মূত্র, পুরীষ ও গর্ভের বিবন্ধ হইলে প্রবাহণ (কুন্থন) আবশ্যক হয়। বায়ু বা জল শল্যত্ব প্রাপ্ত হইলে মুখ বা শৃঙ্গ দ্বারা আচূষণ করিবে। আর বিষ-দূষিত রক্ত বা দুষ্ট স্তন্য ঐরূপে আচূষণ করিতে হয়। অনুলোম-প্রবিষ্ট, অবদ্ধ, কর্ণহীন ও অনল্প-ব্রণমুখ (যাহার ব্রণে মুখ নিতান্ত অল্প নয়) শল্য (যদি লৌহময় হয়) অয়স্কান্ত দ্বারা আকর্ষণ করিবে। শোকশল্য নানা কারণে উৎপন্ন হয়,

শীতাভিরদ্ভিঃ পরিষিচ্য স্থিরীভূতমুদ্ধরেৎ। অজাতুষং জতুমধূচ্ছিষ্টলিপ্তয়া শলাকয়া পূর্ব্বকল্পেনেত্যেকে ॥ ৭

অস্থিশল্যমন্যদ্বা তির্য্যক্কণ্ঠাসক্তমবেক্ষ্য কেশোণ্ডুকং দৃঢ়েকসূত্রবদ্ধং দ্রবভক্তোপহিতং পায়য়েদা কণ্ঠাচ্চ পূর্ণকোষ্ঠং বাময়েদ্বমতশ্চ শল্যেকদেশেসক্তং জ্ঞাত্বা সূত্রং সহসা ক্ষিপেৎ মৃদুনা বা দন্তধাবনকূর্চ্চকেনাপহরেৎ প্রণুদেদ্বান্তঃ। ক্ষতকণ্ঠস্য চ মধুসর্পির্ষী লেঢ়ুং প্রযচ্ছেৎ ত্রিফলাচূর্ণং বা মধুশর্করাসংমিশ্রং। উদকপূর্ণোদরমবাক্‌শিরসমবপীড়য়েৎ ধুনীয়াদ্বামমেত ভস্মরাশৌ বা নিখনেদা মুখাৎ। গ্রাসশল্যে তু কণ্ঠসক্তে নিঃশঙ্কমনুববুদ্ধং স্কন্ধে মুষ্টিনাভিহন্যাৎ স্নেহং মদ্যং পানীয়ং বা পায়য়েৎ। বাহুরজ্জুলতাপাশশল্যে তু কণ্ঠপীড়নাদ্বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মাণং কোপয়িত্বা স্রোতো নিরুণদ্ধি লালাস্রাবং ফেনাগমনং সংজ্ঞানাশঞ্চাপাদয়তি। তমভ্যজ্য সংস্বেদ্য শিরোবিরেচনং তস্মৈ তীক্ষ্ণং দদ্যাদ্রসঞ্চ বাতঘ্নং বিদধ্যাদিতি ॥ ৮

আহরণ করিবে। জতুময় শল্য কণ্ঠে আসক্ত হইলে নলের ভিতর দিয়া অগ্নিতপ্ত শলাকা কণ্ঠে প্রবেশিত করিয়া কণ্ঠ হইতে সেই শল্য, তপ্ত শলাকায় জড়াইয়া গেলে, শীতল জলে নির্ব্বাপিত করিয়া আহরণ করিবে। শল্য জতুনির্ম্মিত না হইলে জতুলিপ্ত বা মধূচ্ছিষ্টলিপ্ত শলাকা পূর্ব্ববৎ অগ্নিতপ্ত করিয়া নাড়ীযোগে কণ্ঠে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে আহরণ করিবে। ৭। অস্থিশল্য (মাছের কাঁটা প্রভৃতি) বা অন্য শল্য তির্য্যক্‌ ভাবে কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়াছে দেখিলে, একগোছা চুল দৃঢ়সূত্রে বাঁধিয়া বমনকারক পানীয় দ্রব্য বা ভক্তের সহিত পান করাইবে ও সূতা ধরিয়া থাকিবে। আর রোগীর কোষ্ঠ আকণ্ঠপূর্ণ করাইয়া বমন করাইবে। এইরূপে বমি করিবার সময় শল্যের এক স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে জানিলে সূতা সহসা ধরিয়া টানিবে। অথবা দন্তধাবন-কাষ্ঠের অগ্রভাগ চর্ব্বিত করিয়া কোমল করিবে এবং তদ্দ্বারা অস্থিশল্য অপহৃত বা অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া দিবে। কণ্ঠ ক্ষত হইলে মধুঘৃত বা মধুশর্করা মিশ্রিত ত্রিফলাচূর্ণ লেহন করিতে দিবে। জলমগ্ন ব্যক্তির উদর জলপূর্ণ হইলে তাহাকে অধোমুখ করিয়া উদর পীড়ন করিতে থাকিবে, উহাকে তদবস্থায় কম্পিত করিতে থাকিবে অথবা উহাকে তাহার মুখ পর্য্যন্ত ভস্মরাশির মধ্যে নিখাত করিবে। ভক্তাদির গ্রাস কণ্ঠগত হইলে অশঙ্কিত ও অতর্কিত ভাবে উহার স্কন্ধে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবে। অথবা স্নেহ, মদ্য বা পানীয় পান করিতে দিবে। বাহু, রজ্জু, লতা বা পাশরূপ শল্যে কণ্ঠ পীড়িত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কুপিত করিয়া স্রোতোরোধ করে এবং লালাস্রাব, ফেনাগম ও সংজ্ঞানাশ উৎপাদন করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে অভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন দিবে এবং বাতঘ্ন মাংসরস

ভবন্তি চাত্র।

শল্যাকৃতিবিশেষাংশ্চ স্থানান্যবেক্ষ্য বুদ্ধিমান্‌
তথা যন্ত্রপৃথক্ত্বঞ্চ সম্যক্‌ শল্যমথাহরেৎ ॥ ৯
কর্ণবন্তি তু শল্যানি দুঃখাহার্য্যাণি যানি চ।
আদদীত ভিষক্‌ তস্মাৎ তানি যুক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ১০
এতৈরুপায়ৈঃ শল্যন্ত নৈব নির্যাত্যতে যদি।
মত্যা নিপুণয়া বৈদ্যো যন্ত্রযোগৈশ্চ নির্হরেৎ ॥ ১১
শল্যং শোফপাকৌ রুজশ্চোগ্রাঃ কুর্য্যাচ্ছল্যমনির্হৃতম্‌।
বৈকল্যং মরণঞ্চাপি তস্মাদ্‌যত্নাদ্বিনির্হরেৎ ॥ ১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে শল্যাপনয়নীয়ো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিপরীতাবিপরীতব্রণবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

ফলাগ্নিজলবৃষ্টীনাং পুষ্পধূমাম্বুদা যথা।
খ্যাপয়ন্তি ভবিষ্যত্ত্বং তথা রিষ্টানি পঞ্চতাম্‌ ॥ ২
তানি সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রমাদাদ্‌বা তথৈবাশু ব্যতিক্রমাৎ।

প্রদান করিবে। ৮। নিম্নে কয়েকটী শ্লোক দ্বারা উপসংহার করা হইতেছে, যথা ;—বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শল্যের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও স্থান দেখিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের উপযোগিতা বিচার করিয়া সম্যক্‌রূপে শল্য আহরণ করিবেন। ৯। যে সকল শল্যের কর্ণ আছে, তাহারা দুরাকর্ষ বলিয়া ভিষক্‌ যুক্তির সহিত সমাহিত হইয়া তাহাদিগকে নিষ্কাসিত করিবেন। ১০। যদি এই সকল উপায়ে শল্য নির্গত না হয়, তবে বৈদ্য বুদ্ধি-নৈপুণ্য সহকারে যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া বহির্গত করিবেন। ১১। শল্য বহির্গত না হইলে শোফ, পাক ও উগ্রবেদনা এবং বৈকল্য ও মরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত করে; অতএব যত্নপূর্ব্বক শল্য নির্গত করিবে। ১২।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বিপরীতাবিপরীত-ব্রণবিজ্ঞানীয়

অনন্তর আমরা বিপরীতাবিপরীত-ব্রণ-বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। (বিপরীত শব্দের অর্থ অসাধ্য। অবিপরীত শব্দের অর্থ সাধ্য।) ১। যেমন পুষ্প ফলের, যেমন ধূম অগ্নির, যেমন মেঘ বৃষ্টির ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন করে, সেইরূপ অরিষ্ট-লক্ষণ সকল মৃত্যুর ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ২। মুমূর্ষু ব্যক্তির অরিষ্ট-লক্ষণ সকল প্রকটিত হইলেও অজ্ঞেরা লক্ষ্য করিতে পারে না, কেননা ঐ সকল

গৃহ্যন্তে নোদ্গতান্যন্যৈস্তেম্ মূর্ধোর্ন ত্বসম্ভবাৎ ॥ ৩
ধ্রুবস্তু মরণং রিষ্টে ব্রাহ্মণৈস্তৎ কিলামলৈঃ।
রসায়নতপোজপ্য-তৎপরৈর্বা নিবার্য্যতে ॥ ৪
নক্ষত্রপীড়া বহুধা যথা কালাদ্বিপচ্যতে।
তথৈবারিষ্টপাকঞ্চ ব্রুবতে বহুধা জনাঃ ॥ ৫
অসিদ্ধিমাপ্নুয়াল্লোকে প্রতিকুর্ব্বন্ গতায়ুষঃ।
অতো রিষ্টানি যত্নেন লক্ষয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥ ৬
গন্ধবর্ণরসাদীনাং বিশেষাণাং স্বভাবতঃ।
বৈকৃতং যৎ তদাচষ্টে ব্রণিনঃ পক্বলক্ষণম্ ॥ ৭
কটুস্তীক্ষ্ণশ্চ বিস্রশ্চ গন্ধস্তু পবনাদিভিঃ।
লোহগন্ধিস্তু রক্তেন ব্যামিশ্রঃ সান্নিপাতিকঃ ॥ ৮
লাজাতসীতৈলসমাঃ কিঞ্চিদ্বিস্রাশ্চ গন্ধতঃ।
জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতিগন্ধাঃ স্যুরতোঽন্যদ্গন্ধবৈকৃতম্ ॥ ৯
মদ্যাগুর্ব্বাজ্যসুমনঃ-পদ্মচন্দনচম্পকৈঃ।
সগন্ধা দিব্যগন্ধাশ্চ মুমূর্ষূণাং ব্রণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০

শ্ববাজিমূষিকধ্বাঙ্ক্ষ-পূতিবল্লূরমৎকুণৈঃ।
সগন্ধাঃ পঙ্কগন্ধাশ্চ ভূমিগন্ধাশ্চ গর্হিতাঃ ॥ ১১
কুঙ্কুমমধ্যামকঙ্কুষ্ঠ-সবর্ণাঃ পিত্তকোপতঃ।
ন দহ্যন্তে ন চূষ্যন্তে ভিষক্ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২
কণ্ডূমন্তঃ স্থিরাঃ শ্বেতাঃ স্নিগ্ধাঃ কফনিমিত্ততঃ।
দূয়ন্তে চ বিদহ্যন্তে ভিষক্ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩
কৃষ্ণাস্তু যে তনুস্রাবা বাতজা মর্ম্মতাপিনঃ।
অল্পামপি ন কুর্ব্বন্তি রুজং তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪
স্ফুরন্তি ঘুর্ঘুরায়ন্তে জ্বলন্তীব চ যে ব্রণাঃ।
ত্বঙ্মাংসস্থাশ্চ পবনং সশব্দং বিসৃজন্তি যে।
যে চ মর্ম্মস্বসম্ভূতা ভবন্ত্যত্যর্থবেদনাঃ ॥
দহ্যন্তে চান্তরত্যর্থং বহিঃ শীতাশ্চ যে ব্রণাঃ।
দহ্যন্তে বহিরত্যর্থং ভবন্ত্যন্তশ্চ শীতলাঃ ॥
শক্তিধ্বজরথচ্ছত্র-বাজিবারণগোবৃষাঃ।
যেষু চাপ্যবভাসেরন্ প্রাসাদাকৃতয়স্তথা ॥
চূর্ণাবকীর্ণা ইব যে ভান্তি বা ন চ চূর্ণিতাঃ।
প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাস-কাসারোচকপীড়িতাঃ ॥
প্রবৃদ্ধপূয়রুধিরা ব্রণা যেষাঞ্চ মর্ম্মসু।

লক্ষণ সূক্ষ্ম। আর অজ্ঞেরা প্রমত্ত বলিয়াও ঐ সকল লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারে না। আর অরিষ্ট লক্ষণসমূহ আশু তিরোভূত হয় বলিয়াও তাহারা লক্ষ্য করিতে পারে না। পরন্তু অরিষ্ট-লক্ষণ সকল অবশ্যই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হয় না বলিয়াই লক্ষ্য করিতে পারে না, এরূপ কথা গ্রাহ্য নহে। ৩। অরিষ্টলক্ষণ দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই মরণ হয়। সেই মরণ নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ বা রসায়ন ও তপোজপ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ নিবারণ করিতে পারে। ৪। নক্ষত্র-পীড়া বহু প্রকার আছে এবং উহারা কালে ফলিত হয়। লোকে বলে যে, সেইরূপ অরিষ্টও বহুপ্রকার এবং উহাদের ফল কালে ফলিয়া থাকে। ৫। গতায়ুঃ ব্যক্তির চিকিৎসা করিলে বৈদ্য লোকে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অতএব কুশল বৈদ্য যত্নপূর্ব্বক অরিষ্টলক্ষণ সকল লক্ষ্য করিবেন। ৬। বিশেষ বিশেষ গন্ধ, বর্ণ ও রস প্রভৃতির যে স্বভাব-বৈলক্ষণ্য হয়, তাহাকেই ব্রণের পক্বলক্ষণ বলা যায়। ৭। ব্রণের রস কটু হইলে তাহা বাত-প্রধান, তীক্ষ্ণ হইলে পিত্ত-প্রধান ও আমগন্ধী হইলে শ্লেষ্মপ্রধান বলিয়া জানা যায়। ব্রণ রক্তপ্রধান হইলে লোহগন্ধি হয়। আর ঐ সকল লক্ষণ একত্র থাকিলে তাহাকে সান্নিপাতিক বলা যায়। ৮। ব্রণের গন্ধ লাজ, কিংবা তিসি কিংবা তিলতৈলের ন্যায় হইলে অথচ কিঞ্চিৎ আমগন্ধী হইলে সেই গন্ধকে স্বাভাবিক গন্ধ বলা যায়। অন্য প্রকার গন্ধকে বিকৃত কহে। [নিবন্ধকার বলেন যে, গন্ধ লাজের ন্যায় বা তিসি-তৈলের ন্যায় বা তিলতৈলের ন্যায় হইলে ইত্যাদি। ভানুমতী বলেন যে, লাজের ন্যায় বা তিসিতৈলের ন্যায় হইলে]। ৯। মুমূর্ষুদিগের ব্রণের গন্ধ মদ্য, অগুরু, ঘৃত, পুষ্প, পদ্ম, চন্দন বা চম্পকের ন্যায় অথবা উহাদের ব্রণ দিব্যগন্ধও হইয়া থাকে। ১০। ব্রণ সকল কুকুর, ঘোটক, মূষিক, কাক, পূযযুক্ত মাংস বা মৎকুণের ন্যায় অথবা পঙ্ক বা মৃত্তিকার ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে তাহাদিগকে গর্হিত (দূষিত) বলা যায়। ১১। দূষিত ব্রণে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণ হয় অথবা ঈষৎ কৃষ্ণ হইয়া থাকে কিংবা কঙ্কুষ্ঠের (কঙ্কুষ্ঠ নামক পার্ব্বতীয় মৃত্তিকার) ন্যায় বর্ণ হয়। যদি আবার তাহাতে দাহ বা চোষ না থাকে, তবে বৈদ্য তাহা পরিত্যাগ করিবেন। ১২। দূষিত ব্রণে কফের প্রকোপ থাকিলে উহা কণ্ডুযুক্ত, দৃঢ়, শ্বেত ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, যদি আবার তাহাতে যাতনা ও বিদাহ থাকে, তবে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। ১৩। দূষিত ব্রণের বর্ণ কৃষ্ণ ও স্রাব পাতলা হইলে এবং উহা মর্ম্ম-পীড়ক হইলে তাহাকে বাতজ বলা যায়। যদি আবার তাহাতে কিছুমাত্র বেদনা না থাকে, তবে তাহাকে পরি-ত্যাগ করিবে। ১৪। ব্রণ যেন খটখট শব্দ করিতেছে, যেন কুকুর-বিড়ালের ন্যায় গোংরাইতেছে, যেন জ্বলিতেছে. যদি এরূপ মনে হয়; যদি ত্বক্ বা মাংসস্থ ব্রণ হইতে সশব্দে বায়ু নির্গত হয়; যদি ব্রণ মর্ম্মস্থানসম্ভূত ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হয়; যদি অভ্যন্তরে অত্যন্ত দাহযুক্ত এবং বাহিরে অত্যন্ত শীতযুক্ত হয়; যদি বাহিরে অত্যন্ত দাহযুক্ত ও অভ্যন্তরে অতিশয় শীতযুক্ত হয়. যদি ব্রণে শক্তি নামক অস্ত্র অথবা ধ্বজ, রথ, কুন্তনামক অস্ত্র, ঘোটক, হস্তী, গো বা বৃষের রূপ প্রকাশ পায় কিংবা উহার আকার প্রাসাদের ন্যায় হয়; যদি ব্রণ চূর্ণাচ্ছাদিত না হইয়াও চূর্ণাচ্ছাদিতের ন্যায় প্রকাশ পায়; যদি রোগীর বলমাংসের ক্ষয়, শ্বাস ও অরুচি হইয়া থাকে; যদি ব্রণ মর্ম্মস্থ অথচ উহাতে পূয ও রক্তের ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে অথবা যদি

ক্রিয়াভিঃ সম্যগারব্ধা ন সিধ্যন্তি চ যে ব্রণাঃ।
বর্জ্জয়েৎ তান্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ সংরক্ষন্নাত্মনো যশঃ॥ ১৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে বিপরীতাবিপরীতব্রণ-
বিজ্ঞানীয়ো নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতো বিপরীতাবিপরীতদূতশকুনস্বপ্ননিদর্শনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

দূতদর্শনসম্ভাষা বেশাশ্চেষ্টিতমেব চ।
ঋক্ষং বেলা তিথিশ্চৈব নিমিত্তং শকুনোঽনিলঃ॥
দেশো বৈদ্যস্য বাগ্দেহমনসাঞ্চ বিচেষ্টিতম্।
কথয়ন্ত্যাতুরগতং শুভং বা যদিবাশুভম্॥ ২
পাষণ্ডাশ্রমবর্ণানাং সপক্ষাঃ কর্ম্মসিদ্ধয়ে।
ত এব বিপরীতাঃ স্যুর্দূতাঃ কর্ম্মবিপত্তয়ে॥
নপুংসকং স্ত্রীবহবো নৈককার্য্যা অসূয়কাঃ।
গর্দ্দভোষ্ট্ররথপ্রাপ্তাঃ প্রাপ্তা বা স্যুঃ পরম্পরাঃ॥
বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ॥ ৩

পাশদণ্ডায়ুধধরাঃ পাণ্ডুরেতরবাসসঃ
আর্দ্রজীর্ণাপসব্যৈক-মলিনধ্বস্তবাসসঃ
ন্যূনাধিকাঙ্গা উদ্বিগ্না বিকৃতা রৌদ্ররূপিণঃ।
রুক্ষনিষ্ঠুরবাদাশ্চাপ্যমাঙ্গল্যাভিধায়িনঃ॥
ছিন্দন্তস্তৃণকাষ্ঠানি স্পৃশন্তো নাসিকাং স্তনম্
বস্ত্রান্তানামিকাকেশ-নখরোমদশাস্পৃশঃ॥
স্রোতোঽবরোধহৃদ্গণ্ড-মূর্দ্ধোরঃকুক্ষিপাণয়ঃ।
কপালোপলভস্মাস্থি-তুষাঙ্গারকরাশ্চ যে॥
বিলিখন্তো মহীং কিঞ্চিন্মুঞ্চন্তো লোষ্টভেদিনঃ।
তৈলকর্দ্দমদিগ্ধাঙ্গা রক্তস্রগনুলেপনাঃ॥
ফলং পক্বমসারং বা গৃহীত্বান্যচ্চ তদ্বিধম্।
নখৈর্নখান্তরং বাপি করেণ চরণং তথা॥
উপানচ্চর্ম্মহস্তা বা বিকৃতব্যাধিপীড়িতাঃ।
কামাচারা রুদন্তশ্চ শ্বাসিনো বিকৃতেক্ষণাঃ॥
যাম্যাং দিশং প্রাঞ্জলয়ো বিষমৈকপদে স্থিতাঃ।
বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ॥ ৪
দক্ষিণাভিমুখং দেশে ত্বশুচৌ বা হুতাশনম্।
জ্বলয়ন্তং পচন্তং বা ক্রূরকর্ম্মণি চোদ্যতম্॥

প্রথম হইতে সম্যক্ চিকিৎসিত হইয়াও উপশম প্রাপ্ত না হয়, তবে যশঃপ্রার্থী বৈদ্য তাহা পরিত্যাগ করিবেন। ২৮

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়

বিপরীতাবিপরীতদূত-শকুন-স্বপ্ননিদর্শনীয়।

অনন্তর আমরা বিপরীতাবিপরীতদূত-শকুন-স্বপ্ন-নিদর্শনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [অর্থাৎ দূত, পক্ষী ও স্বপ্ন যেরূপ হইলে রোগীর অমঙ্গল বা মঙ্গল সূচনা করে, তাহা ব্যাখ্যা করিব]। ১। রোগীর দূতের আকার, বাক্য, বেশ ও চেষ্টা : নক্ষত্র, বেলা, তিথি, নিমিত্ত, পক্ষী ও বায়ু এবং বৈদ্যের বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা এই সকল দেখিয়া রোগীর শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়। ২। রোগী যদি পাষণ্ড [কাপালিক-শ্রেণীস্থ] হয়, তবে তাহার দূত পাষণ্ড হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবাসীর দূত তত্তদ্-আশ্রমবাসী ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের দূত তত্তদ্বর্ণ হইলে কর্ম্মসিদ্ধি হয়। ইহার বিপরীত হইলে কর্ম্মের বিপত্তি হয়। নপুংসক দূত হওয়া উচিত নয়; বহুস্ত্রীক ব্যক্তির দূত হওয়া উচিত নয়; অনেক কার্য্যে ব্যস্ত, এরূপ ব্যক্তির দূত হওয়া উচিত নয়। বিদ্বেষী ব্যক্তির দূত হওয়া উচিত নয়। গর্দ্দভযুক্ত বা উষ্ট্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দূত হইয়া আসা উচিত নয়। দল বাঁধিয়া দূত হইয়া আসা উচিত নয়। এই সকল দূত বৈদ্যের নিকট আসিলে গর্হিত হইয়া থাকে। ৩। যাহারা পাশ, দণ্ড বা আয়ুধ ধারণ করে, যাহাদের পরিধান বস্ত্র কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ অথবা আর্দ্র, জীর্ণ, অপসব্য (উল্টাদিকে পরা), একমাত্র, মলিন ও ছিন্ন; যাহারা ন্যূনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ, উদ্বিগ্ন, বিকৃত, রৌদ্রাকার, রুক্ষ-নিষ্ঠুরভাষী ও অমঙ্গল-সংবাদী; যাহারা অন্যমনস্কে তৃণ কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে আসিতেছে বা নাসিকা ও স্তন স্পর্শ করিতেছে; দশাহীন বস্ত্রের অন্ত বা অনামিকা অঙ্গুলি বা কেশ, নখ, রোম বা দশা (কাপড়ের দশী) স্পর্শ করিতেছে; যাহারা কর্ণাদি ছিদ্র-সমূহ অবরোধ (স্কন্ধদেশ), হৃদয়, গণ্ড, মূর্দ্ধা, বক্ষঃ বা কুক্ষিদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া আসিতেছে; যাহাদের হস্তে কপাল, উপল, ভস্ম, অস্থি, তুষ বা অঙ্গার আছে; যাহারা ভূমিতে বিলেখন করিতেছে, হস্তে কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে বা লোষ্ট্র ভেদ করিতেছে (অর্থাৎ খোলাং প্রভৃতি ভাঙ্গিতেছে); যাহাদের গাত্র তৈলাক্ত বা কর্দ্দমাক্ত; যাহারা রক্তমাল্য বা অনুলেপন ধারণ করিতেছে, যাহাদের হস্তে কোন অসার পক্ব ফল বা তদ্বিধ অন্য কোন দ্রব্য আছে; যাহারা নখের মধ্যে নখ দিতেছে, বা কর দ্বারা চরণ স্পর্শ করিতেছে বা পাদুকা-চর্ম্মে হাত দিতেছে; যাহারা কুষ্ঠাদি-বিকৃত-ব্যাধিপীড়িত, কামাচারী, ক্রন্দনকারী, দ্রুতাগমনজনিত শ্বাসযুক্ত বা বিকৃতদৃষ্টি; যাহারা হাতে হাত দিয়া দক্ষিণমুখে দাঁড়াইয়া আছে বা কোন বিষম স্থানে উর্দ্ধীভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; এরূপ দূত সকল বৈদ্যের নিকট আগত হইলে গর্হিত হইয়া থাকে। ৪। বৈদ্য দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকিলে বা অশুচি প্রদেশে অবস্থিত থাকিলে বা অগ্নি প্রজ্বলিত বা অগ্নিতে পাক

নগ্নং ভূমৌ শয়ানং বা বেগোৎসর্গেষু বাশুচিম্।
প্রকীর্ণকেশমভ্যক্তং স্বিন্নং বিক্লবমেব চ ॥
বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ ॥ ৫
বৈদ্যস্য পৈত্রে দৈবে বা কার্য্যে চোৎপাতদর্শনে।
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে বা সন্ধ্যয়োঃ কৃত্তিকাসু চ ॥
আর্দ্রাশ্লেষামঘামূল-পূর্ব্বাসু ভরণীষু চ।
চতুর্থ্যাং বা নবম্যাং বা ষষ্ঠ্যাং সন্ধিদিনেষু চ ॥
বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ ॥ ৬
স্বিন্নাভিতপ্তং মধ্যাহ্নে জ্বলনস্য সমীপতঃ।
গর্হিতাঃ পিত্তরোগেষু দূতা বৈদ্যমুপাগতাঃ।
ত এব কফরোগেষু কর্ম্মসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ।
এতেন শেষং ব্যাখ্যাতং বুদ্ধ্বা সংবিভজেৎ তু তৎ ॥
রক্তপিত্তাতিসারেষু প্রমেহেষু তথৈব চ।
প্রশস্তো জলরোধেষু দূতবৈদ্যসমাগমঃ ॥
বিজ্ঞায়ৈবং বিভাগন্তু শেষং বুধ্যেত পণ্ডিতঃ ॥ ৭
শুক্লবাসাঃ শুচির্গৌরঃ শ্যামো বা প্রিয়দর্শনঃ।
স্বস্যাং জাতৌ স্বগোত্রো বা দূতঃ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ ॥ ৮
গোযানেনাগতস্তুষ্টঃ পাদাভ্যাং শুভচেষ্টিতঃ।
ধৃতিমান্ বিধিকালজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ প্রতিপত্তিমান্ ॥
অলঙ্কৃতো মঙ্গলবান্ দূতঃ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ ॥
স্বস্থং প্রাঙ্মুখমাসীনং সমে দেশে শুচৌ শুচিম্।
উপসর্পতি যো বৈদ্যং স চ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ ॥ ৯
মাংসোদকুম্ভাতপত্র-বিপ্রবারণগোবৃষাঃ।
শুক্লবর্ণাশ্চ পূজ্যন্তে প্রস্থানে দর্শনং গতাঃ ॥
স্ত্রী পুত্রিণী সবৎসা গৌর্বর্দ্ধমানমলঙ্কৃতা।
কন্যা মৎস্যাঃ ফলঞ্চামং স্বস্তিকং মোদকা দধি ॥
হিরণ্যাক্ষতপাত্রং বা রত্নানি সুমনো নৃপঃ।
অপ্রশান্তোঽনলো বাজী হংসশ্চাষঃ শিখী তথা ॥
ব্রহ্মদুন্দুভিজীমূত-শঙ্খবেণুরথস্বনাঃ।
সিংহগোবৃষনাদশ্চ হ্রেষিতং গজবৃংহিতম্ ॥
শস্তং হংসরুতং নৃণাং কৌশিকশ্চৈব বামতঃ।
প্রস্থানে যায়িনঃ শ্রেষ্ঠা বাচশ্চ হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥
পত্রপুষ্পফলোপেতান্ সক্ষীরান্ নিরুজো দ্রুমান্।
আশ্রিতা বা নভোবেশ্ম-ধ্বজতোরণবেদিকাঃ ॥
দিক্ষু শান্তাসু বক্তারো মধুরং পৃষ্ঠতোঽনুগাঃ।
বামা বা দক্ষিণা বাপি শকুনাঃ কর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥ ১০
শুষ্কেঽশনিহতে পত্রে বল্লীনদ্ধে সকণ্টকে।
বৃক্ষেঽথবাশ্মভস্মাস্থি-বিট্তুষাঙ্গারপাংশুষু ॥
চৈত্যবল্মীকবিষমস্থিতা দীপ্তখরস্বরাঃ।

করিতে থাকিলে বা পশুবধাদি ক্রূরকর্ম্মে উদ্যুক্ত থাকিলে বা নগ্ন থাকিলে বা ভূমিতে শয়ান থাকিলে বা মূত্র পুরীষাদি পরিত্যাগ করিতে থাকিলে বা অশুচি অবস্থায় থাকিলে বা বিমুক্ত-কেশ, অভ্যক্ত, স্বিন্ন বা বিহ্বল অবস্থায় থাকিলে যদি দূত তাঁহার নিকট আগত হয়, তবে গর্হিত হইয়া থাকে। ৫। বৈদ্য পিতৃতর্পণাদি-কার্য্যে বা দৈবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে বা উৎপাত দর্শন করিলে তৎকালে তাঁহার নিকট দূতের আগমন গর্হিত হয়। মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে, অতি প্রত্যূষে বা সন্ধ্যাকালে, কৃত্তিকানক্ষত্রে, আর্দ্রানক্ষত্রে, অশ্লেষানক্ষত্রে, মঘানক্ষত্রে, মূলানক্ষত্রে, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে, ভরণীনক্ষত্রে, চতুর্থী নবমী ও ষষ্ঠীতে এবং দুই তিথির সন্ধি সময়ে বৈদ্যের নিকট দূতের আগমন গর্হিত হইয়া থাকে। ৬। পিত্তরোগীর দূত স্বেদাক্ত ও তপ্ত-কলেবরে মধ্যাহ্নে ও অগ্নির সমীপ হইতে বৈদ্যের নিকট আসিলে গর্হিত হইয়া থাকে। আবার কফরোগীর দূত এইরূপ ভাবে আসিলে কর্ম্মসিদ্ধি হয়। বাতাদি রোগ স্থলেও এইরূপ বিচার করিয়া শুভাশুভ বুঝিতে হইবে। রক্তপিত্ত, অতিসার ও প্রমেহ রোগেও এইরূপে বিচার করিতে হয়। উদর-মূত্রকৃচ্ছ্রাদি জলরোধ রোগে দূত পথিমধ্যে জলবেগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া বৈদ্য-সাক্ষাৎকার করিলে প্রশস্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ বিভাগ বিজ্ঞ ত হইয়া অন্যান্য স্থলে যেরূপে শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা কল্পনা করিয়া লইবেন। ৭। শুক্লবসনধারী, শুচি, গৌর, শ্যাম বা প্রিয়দর্শন এবং স্বজাতীয় ও স্বগোত্র দূত কার্য্যকর হইয়া থাকে। ৮। যে দূত গোযানে আগত ও সন্তুষ্ট; যাহার পাদদ্বয় সুনিঃক্ষিপ্ত; যে ধৃতিমান্ বিধিকালজ্ঞ, স্বাধীন ও জ্ঞানবান এবং যে অলঙ্কৃত ও মঙ্গল-দ্রব্যধারী, সেই দূত কার্য্যকর হইয়া থাকে। বৈদ্য যদি সুস্থশরীরে পূর্ব্বমুখে সমতল শুচিস্থানে শুচি হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, তবে তৎকালে তাঁহার সাক্ষাৎকার করিলে দূত কার্য্যকর হইয়া থাকে। ৯। যাত্রাকালে আমমাংস, জলকুম্ভ, ছত্র, বিপ্র, হস্তী, গো ও বৃষ এবং শুক্লবর্ণ দ্রব্য সকল দর্শন করা ভাল। পুত্রবতী স্ত্রী, সবৎসা গাভী, বর্দ্ধমানা অলঙ্কৃতা কন্যা, মৎস্য, অপক্ব ফল, স্বস্তিকযন্ত্র, মোদক, দধি, হিরণ্য, লাজ, পাত্র, রত্ন, পুষ্প, রাজা, জ্বলন্ত অগ্নি, ঘোটক, হংস, চাষ (নীলকণ্ঠ পক্ষী), ময়ূর, বেদধ্বনি, মেঘ শঙ্খ বেণু ও রথধ্বনি, সিংহ গো বা বৃষের ধ্বনি, ঘোটকের হ্রেষারব, গজের বৃংহিত, হংসের রব এবং বামদিকে পেচকের রব ও হৃদয়ানুকূল বাক্য সকল যাত্রাকারীর পক্ষে শুভ। পত্র-পুষ্প-ফলোপেত ক্ষীরবান্ নীরোগ দ্রুম সকলকে আশ্রয় করিয়া বিরাজমান হইতেছে এরূপ আকাশ বা গৃহ বা ধ্বজ বা তোরণ বা বেদিকা এবং প্রশস্ত দিক্সমূহে মধুরস্বরে গান করিতে করিতে পশ্চাৎ হইতে অনুগমন করিতেছে অথবা বাম বা দক্ষিণ দিকে যাইতেছে এরূপ পক্ষী সকল কর্ম্মসিদ্ধিকর হইয়া থাকে। ১০। শুষ্ক, বজ্রাহত, অপত্র, লতাজাল-জড়িত বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, প্রস্তর, ভস্ম, অস্থি, বিষ্ঠা, তুষ, অঙ্গার, পাংশুরাশি, চৈত্য বা বল্মীকের উপরি বিষম ভাবে অবস্থিত হইয়া দীপ্ত

পুরতো দিক্ষু দীপ্তাসু বক্তারো নার্থসাধকাঃ ॥
পুন্নামানঃ খগা বামা স্ত্রীসংজ্ঞা দক্ষিণাঃ শুভাঃ।
দক্ষিণাদ্বামগমনং প্রশস্তং শ্বশৃগালয়োঃ ॥
বামং নকুলচাষাণাং নোভয়ং শশসর্পয়োঃ।
ভাসকৌশিকয়োশ্চৈব ন প্রশস্তং কিলোভয়ম্ ॥
দর্শনং বা রুতঞ্চাপি ন গোধাকৃকলাসয়োঃ।
দূতৈরনিষ্টৈস্তুল্যানামশস্তং দর্শনং নৃণাম্ ॥
কুলত্থতিলকার্পাস-তুষপাষাণভস্মনাম্।
পাত্রং নেষ্টং তথাঙ্গার-তৈলকর্দমপূরিতম্ ॥
প্রসন্নেতরমদ্যানাং পূর্ণং বা রক্তসর্ষপৈঃ।
শবকাষ্ঠপলাশানাং শুষ্কাণাং পথি সঙ্গমঃ।
নেষ্যন্তে পতিতান্তস্থ-দীনান্ধরিপবস্তথা।
মৃদুঃ শীতোঽনুকূলশ্চ সুগন্ধিশ্চানিলঃ শুভঃ ॥
খরোষ্ণোঽনিষ্টগন্ধশ্চ প্রতিলোমশ্চ গর্হিতঃ ॥ ১১
গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিষু সদা ছেদশব্দশ্চ পূজিতঃ।
বিদ্রধ্যুদরগুল্মেষু ভেদশব্দস্তথৈব চ ॥
রক্তপিত্তাতিসারেষু রুদ্ধশব্দঃ প্রশস্যতে।
এবং ব্যাধিবিশেষেণ নিমিত্তমুপধারয়েৎ ॥ ১২

তথৈবাক্রুষ্টহাকষ্টমাক্রন্দরুদিতস্বনাঃ।
ছর্দ্দ্যাং বাতপুরীষাণাং শব্দো বৈ গর্দ্দভোষ্ট্রয়োঃ ॥
প্রতিষিদ্ধং তথা লগ্নং ক্ষুতং স্খলিতমাহতম্।
দৌর্ম্মনস্যঞ্চ বৈদ্যস্য যাত্রায়াং ন প্রশস্যতে ॥ ১৩
প্রবেশেঽপ্যেতদুদ্দেশাদবেক্ষ্যঞ্চ তথাতুরে।
প্রতিদ্বারং গৃহে বাস্য পুনরেতন্ন গণ্যতে ॥
কেশভস্মাস্থিকাষ্ঠাশ্ম-তুষকার্পাসকণ্টকাঃ।
খট্টোর্দ্ধপাদা মদ্যাপো বসা তৈলং তিলাস্তৃণম্ ॥
নপুংসকব্যঙ্গভগ্ন-নগ্নমুণ্ডাসিতাম্বরাঃ।
প্রস্থানে বা প্রবেশে বা নেষ্যন্তে দর্শনং গতাঃ ॥
ভাণ্ডানাং সঙ্করস্থানাং স্থানাৎ সঙ্করণং তথা।
নিখাতোৎপাটনং ভঙ্গঃ পতনং নির্গমস্তথা ॥
বৈদ্যাসনাবসাদো বা রোগী বা স্যাদধোমুখঃ।
বৈদ্যং সম্ভাষমাণোঽঙ্গং কুড্যমাস্তরণানি বা।
প্রমৃদ্যাদ্বা ধুনীয়াদ্বা করৌ পৃষ্ঠং শিরস্তথা।
হস্তমাকৃষ্য বৈদ্যস্য ন্যসেচ্ছিরসি চোরসি ॥
যো বৈদ্যমুন্মুখং পৃচ্ছেন্মৃজ্যাদ্বাঙ্গমাতুরঃ।
ন স সিধ্যতি বৈদ্যো বা গৃহে যস্য ন পূজ্যতে ॥

খরস্বরে সম্মুখদেশে বা প্রদীপ্ত দিক্‌সমূহে (আগ্নেয় যাম্য ও নৈঋতদিকে) নিনদমান পক্ষী সকল শুভকর নহে। পুরুষসংজ্ঞক (সচরাচর পুংলিঙ্গেই অভিহিত—যেমন হংস) পক্ষী সকল বামদিগ্‌বর্ত্তী ও স্ত্রীসংজ্ঞক (যেমন কুররী) পক্ষী সকল দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী হইলে শুভকর হয়। কুক্কুর ও শৃগালের দক্ষিণ হইতে বামে গমন প্রশস্ত। নকুল ও চাষপক্ষীর বামে গমন শুভকর। শশক ও সর্পের কোনদিকে গমনই শুভকর নহে। সেইরূপ ভাস (চিল) ও পেঁচকের উভয়দিকে গমনই অপ্রশস্ত। গোধা ও কৃকলাসের দর্শন বা শব্দ প্রশস্ত নহে। সমকক্ষ লোকদিগের দূত সকল অনিষ্ট সংবাদ লইয়া আসিলে তাহাদিগকে দর্শন করিবার পর যাত্রা অপ্রশস্ত হয়। কুলত্থ, তিল, কার্পাস, তুষ, পাষাণ বা ভস্মপূর্ণ পাত্র কিংবা অঙ্গার তৈল ও কর্দ্দমপূরিত পাত্র প্রশস্ত নহে। প্রসন্না ভিন্ন অন্য মদিরায় পূর্ণ পাত্র বা রক্তসর্ষপপূর্ণ পাত্র প্রশস্ত নহে। পথিমধ্যে শব, শুষ্ক কাষ্ঠ বা শুষ্ক পলাশের দর্শন প্রশস্ত নহে। পতিত, নীচজাতি, দীন, অন্ধ ও শত্রুর দর্শন প্রশস্ত নহে। মৃদু, শীতল, অনুকূল ও সুগন্ধি বায়ু শুভকর হয়। আর খর, উষ্ণ ও অনিষ্টগন্ধ এবং প্রতিকূল বায়ু অশুভকর হয়। ১১। গ্রন্থি ও অর্ব্বুদাদি ছেদনযোগ্য রোগের চিকিৎসাস্থলে ছেদশব্দ (ছেদের শব্দ বা ছেদ এই শব্দ) শুনিয়া যাত্রা করিলে শুভকর হয়। বিদ্রধি, উদর ও গুল্ম প্রভৃতি ভেদ্য রোগের চিকিৎসাস্থলে ভেদ শব্দ শুভকর হয়। রক্তপিত্ত ও অতিসারে রুদ্ধ শব্দ প্রশস্ত হয়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যাধির চিকিৎসাস্থলে বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত (অশুভকর লক্ষণ) আছে বুঝিতে হইবে [যেমন গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি ছেদযোগ্য রোগস্থলে 'অভেদ' শব্দ শুভকর নহে বুঝিতে হইবে]। ১২। এইরূপ আক্রোশ-শব্দ (করুণ-তার স্বরে চীৎকার), হা কষ্ট এইরূপ শব্দ, আক্রন্দন (ফুঁপাইয়া কাঁদা) ও রোদনের শব্দ, বমির শব্দ, বাতপুরীষের শব্দ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের শব্দ, নিষিদ্ধ-লগ্ন, ক্ষবথু, পতন, আঘাত এবং বৈদ্যের দুর্ম্মনস্কতা যাত্রাকালে প্রশস্ত নহে। ১৩। গৃহ হইতে যাত্রাকালে বা রোগীর গৃহে প্রবেশকালে এই সকল শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। রোগীকে দেখিবার পর রোগীর দ্বারে বা গৃহে ঐ সকল দর্শন ঘটিলে তাহা ধর্ত্তব্য হয় না। কেশ, ভস্ম, অস্থি, কাষ্ঠ, প্রস্তর, তুষ, কার্পাস, কণ্টক, ঊর্দ্ধপাদ খট্টা, মদসংযুক্ত জন (মদ্যপায়ী), বসা, তৈল, তিল, তৃণ, নপুংসক, বিকৃতাঙ্গ, ভগ্ন, নগ্ন, মুণ্ডিত-মস্তক, কৃষ্ণবস্ত্র এই সকল বস্তু বা ব্যক্তির দর্শন যাত্রাকালে বা গৃহপ্রবেশ কালে প্রশস্ত নহে। সঙ্কীর্ণ-স্থানস্থ ভাণ্ডসমূহের স্থান হইতে সঙ্করণ বা নিখাত বা উৎপাটন বা ভঙ্গ বা পতন বা নির্গম যাত্রাকালে প্রশস্ত নহে। বৈদ্যের আসন অবসন্ন (অভাব বা ভগ্ন আদি) হইলে বা রোগী অধোমুখ হইয়া কথা কহিতে থাকিলে শুভকর হয় না। বৈদ্যের সহিত আলাপ করিবার সময় রোগী যদি নিজের অঙ্গ, কুড্য (দেওয়াল) বা আস্তরণ প্রমর্দ্দন বা কর, পৃষ্ঠ ও শির কম্পিত করে, কিংবা বৈদ্যের হস্ত আকর্ষণ করিয়া মস্তকে ও বক্ষে স্থাপন করে তবে শুভকর হয় না। বৈদ্য উন্মুখ থাকিলে (যেমন হাই তুলিবার সময়) যে রোগী তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে বা যে রোগী নিজের অঙ্গ অন্যমনস্কে মার্জ্জন করিতে থাকে, তাহার

ভবনে পূজ্যতে বাপি যস্য বৈদ্যঃ স সিধ্যতি।
শুভং শুভেষু দূতাদিষ্বশুভং হ্যশুভেষু চ ॥
আতুরস্য ধ্রুবং তস্মাদ্ দূতাদীন্ লক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥ ১৪
স্বপ্নানতঃ প্রবক্ষ্যামি মরণায় শুভায় চ।
সুহৃদো যাংশ্চ পশ্যন্তি ব্যাধিতো বা স্বয়ং তথা ॥
স্নেহাভ্যক্তশরীরস্তু করভব্যালগর্দ্দভৈঃ।
বরাহৈর্মহিষৈর্বাপি যো যায়াদ্দক্ষিণামুখঃ ॥
রক্তাম্বরধরা কৃষ্ণা হসন্তী মুক্তমূর্দ্ধজা।
যং বা কর্ষতি বদ্ধা স্ত্রী নৃত্যন্তী দক্ষিণামুখম্ ॥
অন্ত্যাবসায়িভির্যো বা কৃষ্যতে দক্ষিণামুখঃ।
পরিষ্বজেরন্ যং বাপি প্রেতাঃ প্রব্রজিতাস্তথা ॥
মূর্দ্ধন্যাঘ্রায়তে যস্য শ্বাপদৈর্বিকৃতাননৈঃ।
পিবেন্মধু চ তৈলঞ্চ যো বা পঙ্কেঽবসীদতি ॥
পঙ্কপ্রদিগ্ধগাত্রো বা প্রনৃত্যেৎ প্রহসেৎ তথা।
নিরম্বরশ্চ যো রক্তাং ধারয়েচ্ছিরসি স্রজম্ ॥
যস্য বংশো নলো বাপি তালো বোরসি জায়তে।
যং বা মৎস্যো গ্রসেদ্যো বা জননীং প্রবিশেন্নরঃ ॥
পর্ব্বতাগ্রাৎ পতেদ্যো বা শ্বভ্রে বা তমসাবৃতে।
হ্রিয়তে স্রোতসা যো বা যো বা মৌণ্ড্যমবাপ্নুয়াৎ ॥
পরাজীয়েত বধ্যেত কাকদ্যৈর্ব্বাভিভূয়তে।
পতনং তারকাদীনাং প্রণাশং দীপচক্ষুষোঃ ॥
যঃ পশ্যেদ্দেবতানাং বা প্রকম্পমবনেস্তথা।
যস্য চ্ছর্দ্দির্বিরেকো বা দশনাঃ প্রপতন্তি বা।
শাল্মলীং কিংশুকং যূপং বল্মীকং পারিভদ্রকম্।
পুষ্পাঢ্যং কোবিদারং বা চিতাং বা যোঽধিরোহতি ॥
কার্পাসতৈলপিণ্যাক লোহানি লবণং তিলান্।
লভেতাশ্নীত বা পক্কমন্নং যশ্চ পিবেৎ সুরাম্ ॥
স্বস্থঃ স লভতে ব্যাধিং ব্যাধিতো মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥ ১৫
যথাস্বং প্রকৃতিস্বপ্নো বিস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ।
চিন্তাকৃতো দিবা দৃষ্টো ভবন্ত্যফলদাস্তু তে ॥ ১৬
জ্বরিতানাং শুনা সখ্যং কপিসখ্যন্তু শোষিণাম্।
উন্মাদে রাক্ষসৈঃ প্রেতৈরপস্মারে প্রবর্ত্তনম্ ॥
মেহাতিসারিণাং তোয়পানং স্নেহস্য কুষ্ঠিনাম্।
গুল্মেষু স্থাবরোৎপত্তিঃ কোষ্ঠে মূর্দ্ধি শিরোরুজি ॥
শষ্কুলীভক্ষণং ছর্দ্দ্যামধ্বা শ্বাসপিপাসয়োঃ।
হারিদ্রং ভোজনং বাপি যস্য স্যাৎ পাণ্ডুরোগিণঃ ॥
রক্তপিত্তী পিবেদ্যশ্চ শোণিতং স বিনশ্যতি ॥ ১৭
স্বপ্নানেবংবিধান দৃষ্ট্বা প্রাতরুত্থায় যত্নবান্।
দদ্যান্মাষাংস্তিলাঁল্লোহং বিপ্রেভ্যঃ কাঞ্চনং তথা ॥
জপেচ্চাপি শুভান্ মন্ত্রান্ গায়ত্রীং ত্রিপদাং তথা।
দৃষ্ট্বা চ প্রথমে যামে সুপ্যাদ্ধ্যাত্বা পুনঃ শুভম্ ॥

সিদ্ধি হয় না। আর যাহার গৃহে বৈদ্যের পূজা নাই, সেও সিদ্ধ হয় না। যাহার ভবনে বৈদ্যের পূজা হয়, তাহার সিদ্ধি হয়। দূতাদি শুভ হইলে শুভ ও অশুভ হইলে অশুভ হয়, এইজন্য চিকিৎসক রোগীর দূতদিগকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। ১৪। রোগীর সুহৃদ্গণ বা রোগী যেরূপ স্বপ্ন সকল দেখিলে মরণ বা শুভ হয়, এক্ষণে তাহা বলিতেছি। যে রোগী স্বপ্নে স্নেহাভ্যক্ত-শরীর হইয়া করভ, ব্যাল, গর্দ্দভ, বরাহ বা মহিষ বাহনে দক্ষিণ মুখে গমন করে বা যাহাকে রক্তাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা ও রক্তকেশী স্ত্রী বন্ধন করিয়া হাসিতে হাসিতে ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণমুখে আকর্ষণ করে, বা যাহাকে চণ্ডালেরা দক্ষিণমুখে আকর্ষণ করে বা প্রেতগণ বা প্রব্রজিতগণ আলিঙ্গন করে; বা যাহাকে বিকৃতানন শ্বাপদগণ মস্তকে আঘ্রাণ করে, বা যে ব্যক্তি মধু বা তৈল পান করে বা পঙ্কে মগ্ন হয়, বা যে রোগী পঙ্কলিপ্ত গাত্রে নৃত্য বা হাস্য করিতে থাকে বা উলঙ্গ হইয়া মস্তকে রক্তবর্ণ মালা ধারণ করে, অথবা যাহার তালু বা বক্ষঃস্থলে বংশ বা নল উৎপন্ন হয়, বা যাহাকে মৎস্যে গ্রাস করে, কিংবা যে জননীর অঙ্গে লীন হয়, বা যে পর্ব্বতের অগ্র হইতে পতিত হয় বা তমসাবৃত গহ্বর মধ্যে পতিত হয় বা স্রোতে বাহিত হইয়া যায়, বা যে মুণ্ডিত-মস্তক হয়, বা যে কাকাদি কর্ত্তৃক পরাভূত, হত বা অভিভূত হয়, বা যে তারকাদির পতন, প্রদীপ নির্ব্বাণ বা দৃষ্টিনাশ বা দেবতাদিগের নাশ বা ভূমিকম্প দর্শন করে, যাহার বমি বা বিরেচন হইতে থাকে বা দশন সকল পতিত হয়, অথবা যে শাল্মলী, কিংশুক, যূপ, বল্মীক, পারিভদ্রক, পুষ্পাঢ্য কোবিদার বা চিতায় আরোহণ করে, বা যে কার্পাস, তৈল পিণ্যাক, ধাতু, লবণ বা তিল লাভ করে বা পক্ক অন্ন ভক্ষণ করে বা সুরা পান করে, সে সুস্থ থাকিলে রোগগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত থাকিলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ১৫। যদি স্বপ্ন নিজের স্বভাবানুরূপ হয়, অথবা যদি স্বপ্ন দৃষ্ট হইবার পর বিস্মৃত হয় অথবা যদি অশুভ স্বপ্ন দূর হইয়া পুনর্ব্বার সুস্বপ্ন দৃষ্ট হয় অথবা যদি স্বপ্ন চিন্তাকৃত বা দিবাদৃষ্ট হয়, তবে নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১৬। জ্বর-রোগীদিগের কুক্কুরের সহিত সখ্য (অর্থাৎ স্বপ্নে কুক্কুর-পোষা), শোথ-রোগীদিগের কপির সহিত সখ্য, উন্মাদে রাক্ষসদিগের দ্বারা ও অপস্মারে প্রেতদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তন, মেহ ও অতিসার-রোগীদিগের জলপান, কুষ্ঠ-রোগীদিগের স্নেহপান, গুল্মরোগে উদরে বৃক্ষোৎপত্তি, শিরোরোগে মস্তকে বৃক্ষোৎপত্তি, বমিরোগে শষ্কুলী-ভক্ষণ, শ্বাস ও পিপাসা রোগে পথ ভ্রমণ, পাণ্ডুরোগে হরিদ্রাযুক্ত ভোজন ও রক্তপিত্ত-রোগে শোণিত ভক্ষণ বিনাশের কারণ হয়। ১৭। এইরূপে স্বপ্ন সকল দৃষ্ট হইলে প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বিপ্রদিগকে মাষ, তিল, ধাতু ও স্বর্ণ প্রদান করিবে। আর শুভ-মন্ত্রসমূহ ও ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করিবে। প্রথম প্রহরে দুঃস্বপ্ন দেখিলে পুনর্ব্বার শুভ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। অথবা ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কোন দেবতাকে জপ করিবে।" অশুভ

জপেদ্বান্যতমং দেবং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
ন চাচক্ষীত কস্মৈচিদ্ দৃষ্ট্বা স্বপ্নমশোভনম্ ॥
দেবতায়তনে চৈব বসেদ্রাত্রিত্রয়ং তথা।
বিপ্রাংশ্চ পূজয়েন্নিত্যং দুঃস্বপ্নাৎ প্রবিমুচ্যতে ॥ ১৮
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রশস্তং স্বপ্নদর্শনম্।
দেবান্ দ্বিজান্ গোবৃষভান্ জীবতঃ সুহৃদো নৃপান্ ॥
সমিদ্ধমগ্নিং বিপ্রাংশ্চ নির্ম্মলানি জলানি চ।
পশ্যেৎ কল্যাণলাভায় ব্যাধেরপগমায় চ ॥ ১৯
মাংসং মৎস্যান্ স্রজঃ শ্বেতা বাসাংসি চ ফলানি চ।
লভন্তে ধনলাভায় ব্যাধেরপগমায় চ ॥ ২০
মহাপ্রাসাদসফলবৃক্ষবারণপর্ব্বতান্
আরোহেদ্ দ্রব্যলাভায় ব্যাধেরপগমায় চ ॥ ২১
নদীনদসমুদ্রাংশ্চ ক্ষুভিতান্ কলুষোদকান্
তরেৎ কল্যাণলাভায় ব্যাধেরপগমায় চ ॥ ২২
উরগো বা জলৌকো বা ভ্রমরো বাপি যং দশেৎ।
আরোগ্যং নির্দ্দিশেৎ তস্য ধনলাভঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ ২৩
এবংরূপান শুভান্ স্বপ্নান্ যঃ পশ্যেদ্ব্যাধিতো নরঃ।
স দীর্ঘায়ুরিতি জ্ঞেয়স্তস্মৈ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ২৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে বিপরীতাবিপরীতদূতশকুন-স্বপ্ননিদর্শনীয়ো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

স্বপ্ন দেখিলে কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। আর দেবতাগৃহে ত্রিরাত্র বাস করিবে আর বিপ্রদিগের পূজা করিলেও দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তি হয়। ১৮। অনন্তর প্রশস্ত-স্বপ্ন-দর্শন ব্যাখ্যা করিতেছি। দেব, দ্বিজ, গো-বৃষভ, জীবিত সুহৃৎ, নৃপ, সুমিদ্ধ অগ্নি, বিপ্র ও নির্ম্মল জল স্বপ্নে দেখিলে কল্যাণলাভ ও ব্যাধির অপগম হয়। ১৯। মাংস, মৎস্য, শ্বেতবর্ণ মাল্য, শ্বেত বস্ত্র ও ফলসমূহ স্বপ্নে দেখিলে ধনলাভ হয় ও ব্যাধির অপগম হইয়া থাকে। ২০। মহান্ প্রাসাদ, সফল বৃক্ষ, হস্তী বা পর্ব্বতে স্বপ্নে আরোহণ করিলে দ্রব্যলাভ ও ব্যাধির অপগম হইয়া থাকে। ২১। ক্ষুভিত ও কলুষ-জল নদী, নদ ও সমুদ্র স্বপ্নে পার হইলে কল্যাণলাভ ও ব্যাধির অপগম হয়। ২২। স্বপ্নে যাহাকে সর্পে বা জলৌকায় বা ভ্রমরে দংশন করে, তাহার আরোগ্য হয় এবং ধনলাভও হইয়া থাকে। ২৩। যে রোগগ্রস্ত নর এইরূপ শুভ-স্বপ্ন সকল দর্শন করে, সে দীর্ঘ-জীবন লাভ করে। সেই ব্যক্তির চিকিৎসা করা উচিত। [এস্থলে কর্ম্ম-শব্দে চিকিৎসা বুঝিতে হইবে] । ২৪

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
শরীরশীলয়োর্যস্য প্রকৃতের্বিকৃতির্ভবেৎ।
তত্বরিষ্টং সমাসেন ব্যাসতস্তু নিবোধ মে ॥ ২
শৃণোতি বিবিধান্ শব্দান যো দিব্যানামভাবতঃ।
সমুদ্রপুরমেঘানামসম্পত্তৌ চ নিঃস্বনান্ ॥
তান্ স্বনান্ নাবগৃহ্ণাতি মন্যতে চান্যশব্দবৎ।
গ্রাম্যারণ্যস্বনাংশ্চাপি বিপরীতান্ শৃণোত্যপি ॥
দ্বিষচ্ছব্দেষু রমতে সুহৃচ্ছব্দেষু কুপ্যতি।
ন শৃণোতি চ যোঽকস্মাৎ তং ব্রুবন্তি গতায়ুষম্ ॥ ৩
যস্তূষ্ণমিব গৃহ্ণাতি শীতমুষ্ণঞ্চ শীতবৎ
সঞ্জাতশীতপিড়কো যশ্চ দাহেন পীড্যতে ॥
উষ্ণগাত্রোঽতিমাত্রঞ্চ যঃ শীতেন প্রবেপতে।
প্রহারান্ নাভিজানাতি যোঽঙ্গচ্ছেদমথাপি বা ॥
পাংশুনেবাবকীর্ণানি যশ্চ গাত্রাণি মন্যতে।
বর্ণান্যভাবো রাজ্যো বা যস্য গাত্রে ভবন্তি হি ॥
স্নাতানুলিপ্তং যঞ্চাপি ভজন্তে নীলমক্ষিকাঃ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ-বিপ্রতিপত্তি।

অনন্তর আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ-বিপ্রতিপত্তি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয়, যথা ;— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। ঐ সকল বিষয়ের বিপরীত বোধকে বিপ্রতিপত্তি কহে] । ১। শারীরিক ও মানসিক ভাবের স্বাভাবিকতার বিকৃতি হইলে যে সকল অরিষ্ট হয়, তাহা সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। কিন্নর প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে সমীপবর্ত্তী না থাকিলেও যে রোগী কিন্নর প্রভৃতি দিব্য প্রাণীদিগের বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে এবং সমুদ্র, নগর বা মেঘ সমীপস্থ না থাকিলেও সমুদ্র, নগর বা মেঘের শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে অথবা যে শব্দ যেরূপ শুনা উচিত, সে শব্দ সেরূপ না শুনিয়া অন্য প্রকার শ্রবণ করিয়া থাকে অথবা গ্রাম্যশব্দ বন্যশব্দের ন্যায় ও বন্যশব্দ গ্রাম্যশব্দের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকে অথবা শত্রু-শব্দে আনন্দ ও বন্ধুদিগের শব্দে কোপ করিয়া থাকে অথবা যাহার শ্রবণশক্তির হঠাৎ লোপ হয়, তাহাকে গতায়ু কহিয়া থাকে। ৩। যে রোগী শীতকে উষ্ণ ও উষ্ণকে শীত বোধ করিয়া থাকে, অথবা যাহার পিড়কা সকল শীতল বোধ অথচ অন্তরে দাহ বোধ হয় অথবা যে অতিমাত্র উষ্ণগাত্র হইয়াও শীতে কাঁপিতে থাকে, যে রোগী প্রহারে ব্যথা বোধ করে না অথবা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও জানিতে পারে না ; অথবা যে রোগী আপনার গাত্র পাংশুবিকীর্ণ বলিয়া মনে করে বা যাহার গাত্রে নানাবর্ণ বা বর্ণের বিকৃতি বা নীল-লোহিতাদি রাজী সকল উৎপন্ন হয় ; অথবা যাহার দেহ স্নাত ও তদনন্তর চন্দনাদি-লিপ্ত হইলেও নীল-মক্ষিকাসমূহে

সুগন্ধির্বাতি যোঽকস্মাৎ তং ব্রুবন্তি গতায়ুষম্॥ ৪
বিপরীতেন গৃহ্লাতি রসান্ যশ্চোপযোজিতান্।
উপযুক্তাঃ ক্রমাদ্যস্য রসা দোষাভিবৃদ্ধয়ে॥
যস্য দোষাগ্নিসাম্যঞ্চ কুর্য্যুর্মিথ্যোপযোজিতাঃ।
যো বা রসান্ ন সংবেত্তি গতাসুং তং প্রচক্ষতে॥ ৫
সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধং দুর্গন্ধস্য সুগন্ধিতাম্।
গৃহ্লীতে যোঽন্যথা গন্ধং শান্তে দীপে চ নীরুজঃ।
যো বা গন্ধং ন জানাতি গতাসুং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৬
দ্বন্দ্বান্যুষ্ণহিমাদীনি কালাবস্থা দিশস্তথা।
বিপরীতেন গৃহ্লাতি ভাবানন্যাংশ্চ যো নরঃ॥
দিবাজ্যোতীংষি যশ্চাপি জ্বলিতানীব পশ্যতি।
রাত্রৌ সূর্য্যং জ্বলন্তং বা দিবা বা চন্দ্রবর্চ্চসম্॥
অমেঘোপপ্লবে যশ্চ শক্রচাপতড়িদ্গুণান্।
তড়িত্বতোঽসিতান্ যো বা নির্ম্মলে গগনে ঘনান্॥
বিমান-যান-প্রাসাদৈর্যশ্চ সঙ্কুলমম্বরম্।
যশ্চানিলং মূর্ত্তিমন্তমন্তরীক্ষঞ্চ পশ্যতি॥
ধূম-নীহার-বাসোভিরাবৃতামিব মেদিনীম্।
প্রদীপ্তমিব লোকঞ্চ যো বাপ্লুতমিবাম্ভসা॥
ভূমিমষ্টাপদাকারাং লেখাভির্যশ্চ পশ্যতি।

আক্রান্ত হয় বা অকস্মাৎ যাহার শরীরে সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে, তাহাকে গতায়ুঃ বলা যায়। ৪। যে রোগী আহার-রসসমূহ বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে অথবা যে রোগী ভিন্ন ভিন্ন রস সেবন করিলেও কেবল তাহার দোষেরই বৃদ্ধি হয়, অথবা যে ব্যক্তি অযুক্ত রস-সমূহ আহার করিলেও দোষ ও অগ্নির সাম্য হইয়া থাকে (যেমন ভস্মকরোগে যাহা তাহা ভক্ষণ করিলেও জীর্ণ হইয়া যায়) অথবা যে রোগী কোন রসেরই বোধ করিতে পারে না, তাহাকে গতাসু কহিয়া থাকে। ৫। যে রোগী পীনসাদি-রোগ-বর্জ্জিত হইলেও সুগন্ধকে দুর্গন্ধ ও দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বলিয়া বোধ করে বা প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে এক প্রকার গন্ধকে অন্যপ্রকার গন্ধ বলিয়া বোধ করিয়া থাকে বা যে একবারেই কোন গন্ধের আঘ্রাণ পায় না, তাহাকে গতাসু বলিয়া জানিবে। ৬। যে ব্যক্তি উষ্ণ-হিমাদি দুই দুই বিপরীত দ্রব্য, প্রবাত ও নির্ব্বাত প্রভৃতি কালাবস্থা, উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ ও অন্যান্য দ্রব্য সকল বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে; অথবা দিবাভাগে জ্যোতিষ্কদিগকে জ্বলিতের ন্যায় দর্শন করে বা রাত্রিতে জ্বলন্ত সূর্য্য ও দিবসে চন্দ্রপ্রভা নিরীক্ষণ করে; অথবা অমেঘোদয়ে ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের গুণ সকল নিরীক্ষণ করে বা নির্ম্মল গগনে বিদ্যুদ্যুক্ত নীল মেঘ সকল নিরীক্ষণ করে; অথবা আকাশকে বিমান, যান ও প্রাসাদ-মালায় পরিপূর্ণ দেখে বা বায়ু ও আকাশকে পুরুষাকার দেখে অথবা পৃথিবীকে ধূম, নীহার ও বস্ত্র-মালায় আচ্ছন্ন দেখে বা সমুদায় লোককে প্রদীপ্তের ন্যায় বা জলাকীর্ণের ন্যায় দেখে অথবা ভূমিকে রেখাযোগে

ন পশ্যতি সনক্ষত্রাং যশ্চ দেবীমরুন্ধতীম্।
ধ্রুবমাকাশগঙ্গাং বা তং বদন্তি গতায়ুষম্॥ ৭
জ্যোৎস্নাদর্শোষ্ণতোয়েষু ছায়াং যশ্চ ন পশ্যতি।
পশ্যত্যেকাঙ্গহীনাং বা বিকৃতাং বান্যসত্ত্বজাম্।
শ্ব-কাক-কঙ্ক-গৃধ্রাণাং প্রেতানাং যক্ষরক্ষসাম্॥
পিশাচোরগনাগানাং ভূতানাং বিকৃতামপি॥
যো বা ময়ূরকণ্ঠাভং বিধূমং বহ্নিমীক্ষতে।
আতুরস্য ভবেন্মৃত্যুঃ স্বস্থো ব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিপ্রতিপত্তির্নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতশ্ছায়াবিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
শ্যাবা লোহিতিকা নীলা পীতিকা বাপি মানবম্।
অভিদ্রবন্তি যং ছায়াঃ স পরাসুরসংশয়ম্॥ ২
হ্রীরপক্রমতে যস্য প্রভাস্মৃতিধৃতিশ্রিয়ঃ।
অকস্মাদ্ যং ভজন্তে বা স পরাসুরসংশয়ম্॥ ৩
যস্যাধরৌষ্ঠঃ পতিতঃ ক্ষিপ্তশ্চোর্দ্ধং তথোত্তরঃ।
উভৌ বা জাম্ববাভাসৌ দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥ ৪

'অষ্টাপদাকারে' (অষ্টাকষ্টে খেলার ঘরের ন্যায়) অঙ্কিত দেখে বা দেবী অরুন্ধতীকে নক্ষত্রের সহিত বর্ত্তমান না দেখে কিংবা ধ্রুবনক্ষত্র বা আকাশ-গঙ্গাকে দেখিতে না পায়, তাহাকে গতায়ু কহিয়া থাকে। ৭। যে ব্যক্তি জ্যোৎস্না, আদর্শ বা উষ্ণ জলে আপনার ছায়া দেখিতে না পায় বা আপনার বা অন্যের ছায়া অঙ্গহীন বা বিকৃত দেখিয়া থাকে বা কুকুর, কাক, কঙ্ক ও গৃধ্র এবং প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সর্পগণ ও ভূতদিগের ভীষণ ছায়া দেখিয়া থাকে অথবা যে ব্যক্তি অগ্নিকে ময়ূর-কণ্ঠসদৃশ ও বিধূম নিরীক্ষণ করে, সে রোগী হইলে তাহার মৃত্যু হয় এবং সুস্থ হইলে রোগ জন্মিয়া থাকে। ৮

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ছায়াবিপ্রতিপত্তি।

অনন্তর আমরা ছায়াবিপ্রতিপত্তি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [ছায়া শব্দের অর্থ বর্ণ]। ১। যাহার বর্ণ হঠাৎ শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীত হইয়া উপদ্রব উপস্থিত করে, সে নিশ্চয়ই গতাসু। ২। যাহার লজ্জা, কান্তি, ধৃতি, স্মৃতি ও শ্রী অকস্মাৎ অপগত হয় বা হঠাৎ উপস্থিত হয়, সে নিশ্চয়ই গতাসু হইয়া থাকে। ৩। যাহার অধর নিম্নে লম্বমান ও ওষ্ঠ ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত (ওল্টান) বা ওষ্ঠ ও অধর

আরক্তা দশনা যস্ত শ্যাবা বা স্যুঃ পতন্তি চ।
খঞ্জনপ্রতিমা বাপি তং গতায়ুষমাদিশেৎ ॥ ৫
কৃষ্ণা স্তব্ধাবলিপ্তা বা জিহ্বা শূনা চ যস্য বৈ।
কর্কশা বা ভবেদ্ যস্য সোঽচিরাদ্বিজহাত্যসূন্
কুটিলা স্ফুটিতা বাপি শুষ্কা বা যস্য নাসিকা।
অবস্ফূর্জ্জতি মগ্না বা ন স জীবতি মানবঃ ॥ ৭
সংক্ষিপ্তে বিষমে স্তব্ধে রক্তে স্রস্তে চ লোচনে।
স্যাতাং বা প্রস্রুতে যস্য স গতায়ুর্নরো ধ্রুবম্ ॥ ৮
কেশাঃ সীমন্তিনো যস্য সংক্ষিপ্তে বিনতে ভ্রুবৌ।
লুলন্তি চাক্ষিপক্ষ্মাণি সোঽচিরাদ্ যাতি মৃত্যবে ॥ ৯
নাহরত্যন্নমাস্যস্থং ন ধারয়তি যঃ শিরঃ।
একাগ্রদৃষ্টির্মূঢ়াত্মা সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ ॥ ১০
বলবান্ দুর্ব্বলো বাপি সম্মোহং যোঽধিগচ্ছতি।
উত্থাপ্যমানো বহুশস্তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১
উত্তানঃ সর্ব্বদা শেতে পাদৌ বিকুরুতে চ যঃ।
বিপ্রসারণশীলো বা ন স জীবতি মানবঃ ॥ ১২
শীতপাদকরোচ্ছ্বাস-ছিন্নশ্বাসশ্চ যো ভবেৎ।
কাকোচ্ছ্বাসশ্চ যো মর্ত্ত্যস্তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩
নিদ্রা ন ছিদ্যতে যস্য যো বা জাগর্ত্তি সর্ব্বদা।

উভয়ই পক্ক-জম্বুবৎ ঘন নীলবর্ণ, তাহার জীবন দুর্লভ। ৪। যাহার দশন সকল আরক্ত বা শ্যাববর্ণ বা হঠাৎ পতিত হইয়া থাকে, তাহার সেই সকল দশন খঞ্জনের ন্যায় সুদৃশ্য হইলেও, সে গতায়ু জানিবে। ৫। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণ, স্তব্ধ, অবলিপ্ত বা শোথযুক্ত বা কর্কশ, সে অচিরে প্রাণত্যাগ করে। ৬। যাহার নাসিকা বক্র, স্ফুটিত বা শুষ্ক বা জাগ্রত অবস্থায় শব্দায়মান বা মগ্ন, সে মানব বাঁচে না। ৭। যাহার লোচনদ্বয় হঠাৎ সঙ্কুচিত, নিম্নোন্নত, নিশ্চেষ্ট, রক্ত ও অধঃপতিত হয় এবং স্রাবযুক্ত হয়, সে মানব নিশ্চয়ই গতায়ুঃ। ৮। যাহার কেশ সকল সীমন্তযুক্ত, ভ্রূদ্বয় সঙ্কুচিত ও বিনত এবং অক্ষিপক্ষ্ম সকল চঞ্চল, সে অচিরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ৯। যে ব্যক্তি মুখবিবরস্থ অন্ন আহার করিতে পারে না, মস্তক ধারণ করিতে (সোজা রাখিতে) পারে না, একাগ্রদৃষ্টি হয় ও বিস্মৃতিশীল হয়, সে প্রাণত্যাগ করে। ১০। যে বলবান্ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি উত্থাপিত হইলেও মূর্চ্ছা বশতঃ বারবার পড়িয়া পড়িয়া যায়, ধীর বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। ১১। যে রোগী উত্তানভাবে সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকে, সে যদি পাদদ্বয়কে বিকৃতভাবে স্থিত করিয়া শরীরকে সঙ্কুচিত করিতে থাকে, তবে তাহার সদ্যোমৃত্যু হয়। ১২। যে রোগীর পদ, হস্ত ও উচ্ছ্বাস শীতল এবং যে ছিন্নশ্বাস (ফোঁপানকে ছিন্নশ্বাস বলা যায়) পরিত্যাগ করে বা কাকের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া শ্বাস পরিত্যাগ করে অর্থাৎ খাবী খায়, ধীর বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। ১৩। যে রোগীর নিদ্রার বিচ্ছেদ নাই বা যে দিবারাত্রি জাগিয়া থাকে অথবা কথা

মুহ্যেদ্বা বক্তুকামস্তু প্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা ॥ ১৪
উত্তরৌষ্ঠঞ্চ যো লিহ্যাদুদ্গারাংশ্চ করোতি যঃ।
প্রেতৈর্ব্বা ভাষতে সার্দ্ধং প্রেতরূপং তমাদিশেৎ
খেভ্যঃ সরোমকূপেভ্যো যস্য রক্তং প্রবর্ত্ততে।
পুরুষস্যাবিষার্ত্তস্য সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতম্ ॥ ১৬
বাতাষ্ঠীলা তু হৃদয়ে যস্যোর্দ্ধমনুযায়িনী।
রুজান্নবিদ্বেষকরী স পরাসুরসংশয়ম্ ॥ ১৭
অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোফঃ পাদসমুত্থিতঃ।
পুরুষং হন্তি নারীন্তু মুখজো গুহ্যজো দ্বয়ম্ ॥ ১৮
অতিসারো জ্বরো হিক্কা চ্ছর্দ্দিঃ শূনাণ্ডমেঢ্রতা।
শ্বাসিনঃ কাসিনো বাপি যস্য তং ক্ষীণমাদিশেৎ ॥
স্বেদো দাহশ্চ বলবান্ হিক্কা শ্বাসশ্চ মানবম্।
বলবন্তমপি প্রাণৈর্বিযুঞ্জন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২০
শ্যাবা জিহ্বা ভবেদ্যস্য সব্যঞ্চাক্ষি নিমজ্জতি।
মুখঞ্চ জায়তে পূতি যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২১
বক্ত্রমাপূর্য্যতেঽশ্রুভিঃ স্বিদ্যতশ্চরণাবুভৌ।
চক্ষুশ্চাকুলতাং যাতি যমরাষ্ট্রং গমিষ্যতঃ ॥ ২২
অতিমাত্রং লঘূনি স্যুর্গাত্রাণি গুরুকাণি চ।
যস্যাকস্মাৎ স বিজ্ঞেয়ো গন্তা বৈবস্বতালয়ম্ ॥ ২৩
পঙ্কমৎস্যবসাতৈল-ঘৃতগন্ধাংশ্চ যে নরাঃ।
মৃষ্টগন্ধাংশ্চ যে বান্তি গন্তারস্তে যমালয়ম্ ॥ ২৪

কহিতে গেলে মূর্চ্ছা যায়, জ্ঞানবান্ বৈদ্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। ১৪। যে রোগী ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ লেহন করে ও উদ্গার পরিত্যাগ করে বা প্রেতদিগের সহিত কথা কহে, তাহাকে প্রেতরূপই জানিবে। ১৫। বিষদোষে দূষিত নহে, এরূপ পুরুষের রোমকূপসমূহ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে, সে সচরাচর সদ্যঃ জীবন পরিত্যাগ করে। ১৬। যাহার হৃদয়ে বাতাষ্ঠীলার ন্যায় ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং বেদনা ও অন্নবিদ্বেষ উপস্থিত করে, সে নিশ্চয়ই গতায়ু। ১৭। কোন বিশেষ রোগ দৃষ্ট হইতেছে না, অথচ পায়ে শোথ হইতেছে, এরূপ হইলে পুরুষের মৃত্যু হয়; আর নারীর যদি মুখে ঐরূপ শোথ হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। আর গুহ্যে শোথ হইলে পুরুষ ও নারী উভয়েরই মৃত্যু হয়। ১৮। যে শ্বাসরোগী বা কাসরোগীর অতিসার, জ্বর, হিক্কা, বমি, অণ্ডকোষে শোথ ও মেঢ্রে শোথ হইয়া থাকে, তাহাকে ক্ষয়প্রাপ্ত বলিয়াই জানিবে। ১৯। যদি ঘর্ম্ম, দাহ, বলবান্ হিক্কা ও শ্বাস একদা উপস্থিত হয়, তবে বলবানেরও প্রাণসংশয় হয়। ২০। যাহার জিহ্বা শ্যামবর্ণ ও বাম চক্ষু মগ্ন এবং মুখ পূতিযুক্ত (বা পূতিগন্ধযুক্ত), তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ২১। মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখ অশ্রুপূর্ণ হয়, চরণদ্বয় স্বিন্ন হয় এবং চক্ষু আকুল (অশ্রুপূর্ণ) হয়। ২২। গাত্র হঠাৎ অতিশয় লঘু বা গুরু হইলে, রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। ২৩। যাহাদের শরীর হইতে হঠাৎ পঙ্ক, মৎস্য, বসা, তৈল ও ঘৃতের গন্ধ

যুকা ললাটমায়ান্তি বলিং নাশ্নন্তি বায়সাঃ।
যেষাং বাপি রতির্নাস্তি যাতারস্তে যমালয়ম্ ॥ ২৫
জ্বরাতিসারশোফাঃ স্যুর্যস্যান্যোহন্যাবসাদিনঃ।
প্রক্ষীণবলমাংসস্য নাসৌ শক্যশ্চিকিৎসিতুম্ ॥ ২৬
ক্ষীণস্য যস্য ক্ষুত্তৃষ্ণে হৃদ্যৈর্মিষ্টৈর্হিতৈস্তথা।
ন শাম্যতোঽন্নপানৈশ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ২৭
প্রবাহিকা শিরঃশূলং কোষ্ঠশূলঞ্চ দারুণম্।
পিপাসা বলহানিশ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ২৮
বিষমেণোপচারেণ কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ।
অনিত্যত্বাচ্চ জন্তূনাং জীবিতং নিধনং ব্রজেৎ ॥ ২৯
প্রেতা ভূতাঃ পিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
মরণাভিমুখং নিত্যমুপসর্পন্তি মানবম্ ॥ ৩০
তানি ভেষজবীর্য্যাণি প্রতিঘ্নন্তি জিঘাংসয়া।
তস্মান্মোঘাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যেব গতায়ুষঃ ॥ ৩১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ছায়াবিপ্রতিপত্তি-
নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বভাববিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

স্বভাবপ্রসিদ্ধানাং শরীরৈকদেশানামন্যভাবিত্বং মরণায় তদ্‌যথা ;—শুক্লানাং কৃষ্ণতা, কৃষ্ণানাং শুক্লতা, রক্তানামন্য-বর্ণত্বং, স্থিরাণামস্থিরত্বং, মৃদূনাং স্থিরতা, চলানামচলত্বম-চলানাং চলতা, পৃথূনাং সঙ্ক্ষিপ্তত্বং, সঙ্ক্ষিপ্তানাং পৃথুতা, দীর্ঘাণাং হ্রস্বত্বং, হ্রস্বানাং দীর্ঘতাঽপতনধর্ম্মিণাং পতনধর্ম্মিত্বং, পতনধর্ম্মিণামপতনধর্ম্মিত্বমকস্মাচ্চ শৈত্যৌষ্ণ্যস্নৈগ্ধ্যরৌক্ষ্য-প্রস্তম্ভবৈবর্ণ্যাবসদনঞ্চাঙ্গানাম্। স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যঃ শরীরৈক-দেশানামবস্রস্তোৎক্ষিপ্তভ্রান্তাবক্ষিপ্তপতিতবিমুক্তনির্গতান্তর্গত-গুরুলঘুত্বানি। প্রবালবর্ণব্যঙ্গপ্রাদুর্ভাবোঽপ্যকস্মাৎ। শিরা-ণাঞ্চ দর্শনং ললাটে নাসাবংশে বা পিড়কোৎপত্তিঃ। ললাটে প্রভাতকালে বা স্বেদঃ। নেত্ররোগাদ্বিনা বাষ্পপ্রবৃত্তিঃ। গোময়চূর্ণপ্রকাশস্য বা রজসো দর্শনমুত্তমাঙ্গে নিলয়নং বা কপোতকঙ্কপ্রভৃতীনাম্। মূত্রপুরীষবৃদ্ধিরভুঞ্জানানাং তৎ-প্রণাশো ভুঞ্জানানাম্। স্তনমূলহৃদয়োরঃসু চ শূলোৎপত্তির্মধ্যে শূনত্বমন্তেষু পরিম্লায়িত্বং বিপর্য্যয়ো বা তথার্দ্ধাঙ্গে শ্বয়থুঃ শোষোঽঙ্গপক্ষয়োর্বা নষ্টহীনবিকলবিকৃতস্বরতা। বিবর্ণপুষ্পপ্রাদুর্ভাবো বা দন্তমুখনখশরীরেষু। যস্য বাপ্সু কফপুরীষরেতাংসি নিমজ্জন্তি। যস্য বা দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্ন

বা মরিচের গন্ধ বাহির হইতে থাকে, তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ২৪। যে সকল রোগীর উকুন সকল ললাট-দেশে আগমন করে এবং যাহাদের বলি (টীকাকারদের পাঠ—বলি) কাকে ভক্ষণ করে না অথবা যাহাদের রতি নাই (অর্থাৎ যাহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছে), তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। ২৫। জ্বরাতিসারের পর শোথ ও শোথের পর জ্বরাতিসার হইলে, ক্ষীণবল, ক্ষীণমাংস ব্যক্তির চিকিৎসা চলে না। ২৬। যে ক্ষীণ ব্যক্তির ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হৃদয়গ্রাহী মিষ্ট অথচ হিতকর অন্নপানসমূহ দ্বারা প্রশমিত না হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। ২৭। প্রবাহিকা, শিরঃশূল, দারুণ কোষ্ঠশূল, পিপাসা ও বলহানি হইলে রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়। ২৮। জীবদিগের মৃত্যু তিন কারণে ঘটিয়া থাকে, যথা ;—অপচার, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও জীবনের অনিত্যতা। ২৯। মুমূর্ষু মানবকে প্রেত, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ নিত্য উপসর্পণ করিয়া থাকে। ৩০। সেই সকল প্রেতাদি হিংসা বশতঃ ঔষধের বীর্য্য হরণ করে বলিয়া সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়াতে রোগীরা গতাসু হইয়া থাকে। ৩১

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

স্বভাব-বিপ্রতিপত্তি।

অনন্তর আমরা স্বভাব-বিপ্রতিপত্তি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। শরীরের যে অঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ থাকে, তাহার অন্যথাভাব হইলে মরণ হইয়া থাকে। যেমন শুক্ল অঙ্গসমূহের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণ অঙ্গসমূহের শুক্লতা, রক্ত অঙ্গসমূহের অন্যবর্ণতা, দৃঢ় অঙ্গসমূহের অদৃঢ়তা, মৃদু অঙ্গসমূহের দৃঢ়তা, চল অঙ্গসমূহের অচলতা, অচল অঙ্গ-সমূহের চলতা, স্থূল অঙ্গসমূহের সঙ্কুচিততা, সঙ্কুচিত অঙ্গ-সমূহের স্থূলতা, দীর্ঘ অঙ্গসমূহের হ্রস্বতা, হ্রস্ব অঙ্গসমূহের দীর্ঘতা, অপতনধর্ম্মী অঙ্গদিগের পতনশীলতা, পতনধর্ম্মী অঙ্গদিগের অপতনশীলতা, আর অকস্মাৎ অঙ্গসমূহের শৈত্য, উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, নিশ্চেষ্টতা, বিবর্ণতা ও অবসাদ। স্ব স্ব স্থান হইতে কোন্ কোন অঙ্গের (যেমন পক্ষ্মাদির) অবস্রস্ততা (ঝুলিয়া পড়া), উৎক্ষিপ্ততা (উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ততা), ভ্রান্ততা (যেমন চক্ষুর ঘূর্ণমানতা), অব-ক্ষিপ্ততা (তির্য্যক্ দিকে নিক্ষিপ্ততা), পতিতত্ব (যেমন মস্তক-গ্রীবাদির পতন), বিমুক্ততা (সন্ধিভ্রংশ), নির্গততা (যেমন জিহ্বা-নেত্রাদির), অন্তর্গততা, গুরুতা ও লঘুতা। অকস্মাৎ প্রবালবর্ণ ও ব্যঙ্গের উৎপত্তিকেও অরিষ্ট বলা যায়। ললাটে শিরা দর্শন ও নাসাবংশে পিড়কার উৎপত্তিও অরিষ্ট। প্রভাতকালে ললাটে স্বেদ হওয়াকেও অরিষ্ট বলা যায়। নেত্ররোগ ব্যতিরেকে চক্ষুতে জলস্রাবও অরিষ্ট। মস্তকে গোময়চূর্ণ বা ধূলির প্রকাশ বা কপোত ও কঙ্ক প্রভৃতির উপবেশনকেও অরিষ্ট বলা যায়। উপবাসকারীদিগের মূত্র-পুরীষের বৃদ্ধি ও ভোজনকারীদিগের মূত্র-পুরীষের নাশ অরিষ্ট। স্তনমূল, হৃদয় ও বক্ষে শূলোৎপত্তি হইলে অরিষ্ট বলা যায়। মধ্যদেহে শোথ ও হস্তপদাদিতে শোষ অথবা মধ্যদেহে কৃশতা ও হস্তপদাদিতে শোথ অথবা অর্দ্ধাঙ্গে শোথ ও অপরার্দ্ধে শোষ এবং স্বর নষ্ট, হীন, বিকল বা বিকৃত হওয়া অরিষ্ট-লক্ষণ। দন্ত, মুখ, নখ ও শরীরে বিবর্ণ বিন্দু-

বিকৃতানি রূপাণ্যালোক্যন্তে। স্নেহাভ্যক্তকেশাঙ্গ ইব যো ভাতি। যশ্চ দুর্ব্বলো ভক্তদ্বেষাতিসারাভ্যাং পীড্যতে। কাসমানশ্চ তৃষ্ণাভিভূতঃ। ক্ষীণশ্ছর্দ্দিভক্তদ্বেষযুক্তঃ সফেন-পূয়রুধিরোদ্বামী হতস্বরঃ শূলাভিপন্নশ্চ মনুষ্যঃ। শূনকর-চরণবদনঃ ক্ষীণোঽন্নদ্বেষী স্রস্তপিণ্ডিকাংসপাণিপাদো জ্বরকাসাভিভূতঃ। যস্য পূর্ব্বাহ্নে ভুক্তমপরাহ্নে চ্ছর্দ্দ্যত্য-বিদগ্ধমতিস্রুত্যতে বা জ্বরকাসাভিভূতঃ স শ্বাসাৎ ম্রিয়তে। বস্তবদ্বিলপন্ যশ্চ ভূমৌ পততি; স্রস্তমুষ্কঃ স্তব্ধমেঢ্রো ভগ্নগ্রীবঃ প্রনষ্টমেহনশ্চ মনুষ্যঃ। প্রাগ্বিশুষ্যমাণহৃদয় আর্দ্র-শরীরো যশ্চ লোষ্টং লোষ্টেনাভিহন্তি কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তৃণানি বা ছিনত্তি। অধরোষ্ঠং দশত্যুত্তরোষ্ঠং বা লেঢ়ি। আলুঞ্চতি বা কর্ণৌ কেশাংশ্চ। দেবদ্বিজগুরুসুহৃদ্বৈদ্যাংশ্চ দ্বেষ্টি। যস্য বক্রানুবক্রগা গ্রহা গর্হিতস্থানগতাঃ পীড়য়ন্তি জন্মর্ক্ষং বা। যস্যোল্কাশনিভ্যামভিহন্যতে হোরা বা। গৃহদারশয়না-সনযানবাহন-মণিরত্নোপকরণগর্হিত-লক্ষণনিমিত্ত-প্রাদুর্ভাবো চেতি॥ ২

সমূহেব প্রাদুর্ভাব অরিষ্ট। আর জলে যাহার কফ, পুরীষ ও রেতঃ মগ্ন হয়, তাহারও অরিষ্ট। যাহার দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্ন ও বিকৃত রূপ সকল দৃষ্ট হয়, তাহারও অরিষ্ট। যাহার কেশ ও অঙ্গ স্নেহাভ্যক্ত না হইলেও সর্ব্বদা স্নেহাভ্যক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহারও অরিষ্ট। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি অন্নদ্বেষ ও অতিসারে পীড়িত হয়, তাহারও অরিষ্ট। যে কাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কাসিতে কাসিতে তৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তাহারও অরিষ্ট। ক্ষীণবমিযুক্ত, অন্নদ্বেষযুক্ত, ফেনের সহিত পূয-রুধির-বমনকারী, নষ্টস্বর ও শূলাভিপন্ন রোগী মরিয়া থাকে। যাহার কর, চরণ ও বদনে শোথ আছে, যে ক্ষীণ, অন্নদ্বেষী, যাহার পিণ্ডিকা অংস পাণি ও পাদ ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং যে জ্বর ও কাসে অভিভূত, সে মরিয়া থাকে। যে জ্বর কাসাভিভূত ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নের ভুক্ত দ্রব্য অপরাহ্নে বমি করে বা বিদগ্ধ মলরূপে অতিসার করে, সে শ্বাসগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায়। যে ছাগলের ন্যায় ডাকিতে ডাকিতে ভূমে পতিত হয়; যাহার মুষ্ক ঝুলিয়া পড়ে, মেঢ্র স্তব্ধ হয়, গ্রীবা ভগ্ন হয় ও লিঙ্গ অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, সে মরিয়া যায়। যে রোগী স্নাত মনুষ্যের হৃদয় প্রথমে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অথচ শরীর তখনও আর্দ্র আছে অথবা যে লোষ্ট্র দ্বারা লোষ্ট্রে ও কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠে আঘাত করিতেছে বা তৃণাদি ছেদন করিতেছে, সে মরিয়া যায়। যে রোগী অধর দংশন বা ওষ্ঠ লেহন করে, অথবা যে রোগী কর্ণদ্বয় ও কেশসমূহ উৎপাটন করে, অথবা যে রোগী দেব, দ্বিজ, গুরু, সুহৃৎ ও বৈদ্যাদিগকে দ্বেষ করে; যে রোগীর প্রতিকূল বা অনুকূল গ্রহ সকল কুস্থানগত হইয়া জন্মনক্ষত্রকে পীড়ন করে, অথবা যাহার জন্মলগ্ন উল্কা ও অশনি কর্তৃক অভিহত হয়, সে মরিয়া যায়। গৃহ, দ্বার, শয়ন, আসন, যান, বাহন, মণি, রত্ন ও উপকরণ দুর্লক্ষণযুক্ত হইলে মৃত্যু হয়। ২। এই স্থলে তিনটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে; অতিশয় ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস রোগীর রোগ চিকিৎসিত হইতে থাকিলেও যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে, তবে তাহা গতায়ুর লক্ষণ। ৩। যে ব্যক্তির মহান্ রোগ সহসা নিবৃত্ত হয় এবং যাহার উপচয়কারক ও বলজনক আহার দ্বারা ফল দৃষ্ট হয় না, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪। যে বৈদ্য এই সকল অরিষ্ট-লক্ষণ সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া থাকেন, তিনি সাধ্য ও অসাধ্য রোগের পরীক্ষা স্থলে রাজার সম্মতি পাইতে পারেন। ৫

ভবন্তি চাত্র।

চিকিৎস্যমানঃ সম্যক্ চ বিকারো যোঽভিবর্দ্ধতে।
প্রক্ষীণবলমাংসস্য লক্ষণং তদ্‌গতায়ুষঃ॥ ৩
নিবর্ত্ততে মহাব্যাধিঃ সহসা যস্য দেহিনঃ।
ন চাহারফলং যস্য দৃশ্যতে স বিনশ্যতি॥ ৪
এতান্যরিষ্টরূপাণি সম্যগ্‌বুধ্যেত যো ভিষক্।
সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষায়াং স রাজ্ঞঃ সম্মতো ভবেৎ॥ ৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ঽভাববিপ্রতিপত্তির্নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽবারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
উপদ্রবৈস্তু যে জুষ্টা ব্যাধয়ো যান্ত্যবার্য্যতাম্।
রসায়নাদ্বিনা বৎস তান্ শৃণ্বেকমনা মম॥ ২
বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্চ কুষ্ঠমর্শো ভগন্দরঃ।
অশ্মরী মূঢ়গর্ভশ্চ তথৈবোদরমষ্টমম্॥
অষ্টাবেতে প্রকৃত্যৈব দুশ্চিকিৎস্যা মহাগদাঃ॥ ৩
প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাস-তৃষ্ণাশোষবমিজ্বরৈঃ।
মূর্চ্ছাতিসারহিক্কাভিঃ পুনশ্চৈতৈরুপদ্রুতাঃ।
বর্জ্জনীয়া বিশেষেণ ভিষজা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অবারণীয়।

অনন্তর আমরা অবারণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। যে সকল উপদ্রবযুক্ত ব্যাধি রসায়ন বিনা অনিবার্য্য হয়, হে বৎস! সেই সকল ব্যাধির বিষয় একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ২। বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর, অশ্মরী ও মূঢ়গর্ভ এবং উদর এই আটটী মহাব্যাধি স্বভাবতই দুশ্চিকিৎস্য। ৩। এই সকল রোগ যদি আবার বল ও মাংসের ক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণা, শোষ, বমি, জ্বর, মূর্চ্ছা, অতিসার ও হিক্কা এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তবে সিদ্ধিলিপ্সু চিকিৎসক ইহাদিগকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিবেন। ৪।

শূনং সুপ্তত্বচং ভগ্নং কম্পাধ্মাননিপীড়িতম্।
নরং রুজার্ত্তমন্তশ্চ বাতব্যাধির্বিনাশয়েৎ ॥ ৫
যথোক্তোপদ্রবারিষ্টমতিপ্রস্রুতমেব বা।
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্রমেহো হন্তি মানবম্ ॥ ৬
প্রভিন্নং প্রস্রুতাঙ্গঞ্চ রক্তনেত্রং হতস্বরম্।
পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং কুষ্ঠং হন্তীহ কুষ্ঠিনম্ ॥ ৭
তৃষ্ণারোচকশূলার্ত্তমতিপ্রস্রুতশোণিতম্।
শোফাতীসারসংযুক্তমর্শোব্যাধির্বিনাশয়েৎ ॥ ৮
বাতমূত্রপুরীষাণি ক্রিমযঃ শুক্রমেব চ।
ভগন্দরাৎ প্রস্রবন্তি যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯
প্রশূননাভিবৃষণং রুদ্ধমূত্রং রুগন্বিতম্।
অশ্মরী ক্ষপয়ত্যাশু সিকতাশর্করান্বিতা ॥ ১০
গর্ভকোষপরাসঙ্গো মক্কল্লো যোনিসংবৃতিঃ।
হন্যাৎ স্ত্রিয়ং মূঢ়গর্ভে যথোক্তাশ্চাপ্যুপদ্রবাঃ ॥ ১১
পার্শ্বভঙ্গান্নবিদ্বেষ-শোফাতিসারপীড়িতম্।
বিরিক্তং পূর্য্যমাণঞ্চ বর্জ্জয়েদুদরার্দ্দিতম্ ॥ ১২
যস্তাম্যতি বিসংজ্ঞশ্চ শেতে নিপতিতোঽপি বা।
শীতার্দ্দিতোঽন্তরুষ্ণশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ ॥ ১৩
যো হৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সঙ্ঘাতশূলবান।
নিত্যং বক্ত্রেণ চোচ্ছ্বসিত তং জ্বরো হন্তি মানবম্ ॥ ১৪
হিক্কাশ্বাসপিপাসার্ত্তং মূঢ়ং বিভ্রান্তলোচনম্।
সন্ততোচ্ছ্বাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ ॥ ১৫
আবিলাক্ষং প্রতাম্যন্তং নিদ্রাযুক্তমতীব চ।
ক্ষীণশোণিতমাংসঞ্চ নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ ॥ ১৬
শ্বাসশূলপিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বরনিপীড়িতম্।
বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ ॥ ১৭
শুক্লাক্ষমন্নদ্বেষ্টারমূর্দ্ধশ্বাসনিপীড়িতম্।
কৃচ্ছ্রেণ বহু মেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবম্ ॥ ১৮
শ্বাসশূলপিপাসান্ন-বিদ্বেষগ্রন্থিমূঢ়তাঃ।
ভবন্তি দুর্ব্বলত্বঞ্চ গুল্মিনো মৃত্যুমেষ্যতঃ ॥ ১৯
আধ্মাতং বদ্ধনিষ্যন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃড়ন্বিতম্।
রুজাশ্বাসসমাবিষ্টং বিদ্রধির্নাশয়েন্নরম্ ॥ ২০
পাণ্ডুদন্তনখো যশ্চ পাণ্ডুনেত্রশ্চ মানবঃ।
পাণ্ডুসঙ্ঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি ॥ ২১

বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি শোথযুক্ত, সুপ্তত্বক্ (যাহার ত্বক্ অসাড় হইয়াছে), ভগ্নদেহ, কম্প ও আধ্মানপীড়িত এবং অন্তরে বেদনার্ত্ত হইলে তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। ৫। প্রমেহ-রোগী পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব ও অরিষ্টসমূহে পীড়িত, অতিপ্রস্রাবশীল এবং গাঢ়রূপে পিড়কা-পীড়িত হইলে তাহার বিনাশ উপস্থিত হয়। ৬। কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ প্রভিন্ন ও স্রাবশীল, নেত্র রক্তবর্ণ, স্বর ভগ্ন এবং রোগ পঞ্চকর্ম্মের অতীত হইলে বিনাশ উপস্থিত হয়। ৭। অর্শোরোগীর তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, শোণিতের অতিস্রাব, শোথ ও অতিসার হইলে বিনাশ হইয়া থাকে। ৮। যে ভগন্দর-রোগীর ভগন্দর হইতে বাত, মূত্র, পুরীষ, ক্রিমি ও শুক্র স্রাবিত হইতে থাকে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৯। যে অশ্মরীরোগীর নাভি ও বৃষণ অতিশয় শোথযুক্ত, মূত্র রুদ্ধ ও যাতনার আতিশয্য হয় এবং অশ্মরী সিকতা ও শর্করার সহিত সম্বলিত থাকে, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। ১০। মূঢ়গর্ভে গর্ভাশয়ের অতিশয় রোধ, মক্কল্লশূল ও যোনি-সঙ্কোচ এবং মূঢ়গর্ভ-নিদানোক্ত উপদ্রব সকল থাকিলে গর্ভিণীর নাশ হয়। ১১। যে উদর-রোগীর পার্শ্বে ভঙ্গবৎ বেদনা, অন্নবিদ্বেষ, শোথ ও অতিসার থাকে এবং যে বিরেচন-যোগে বার বার বিরিক্ত হইলেও পূর্য্যমাণ হয়, তাহাকে বর্জ্জন করিবে। ১২। যে জ্বরিত ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান হইয়া শয়ন করে বা পতিত হয় এবং যাহার অন্তরে শীত ও বাহিরে উষ্ণবোধ হইয়া থাকে, সে মরে। ১৩। যে জ্বরিত ব্যক্তির লোমহর্ষ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, হৃদয়ে অষ্ঠীলার ন্যায় শূল হয় এবং যে মুখ দ্বারা নিয়ত উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, তাহার মৃত্যু হয়। ১৪। যে জ্বরিত ব্যক্তির হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, মোহ, লোচনদ্বয় বিভ্রান্ত ও উচ্ছ্বাস নিয়ত হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৫। জ্বরিত ব্যক্তি আবিলনেত্র, মোহযুক্ত, অতিশয় নিদ্রাযুক্ত, ক্ষীণশোণিত ও ক্ষীণমাংস হইলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৬। অতিসার-রোগীর শ্বাস, শূল, পিপাসা, ক্ষীণতা ও জ্বর হইলে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তির ঐ সকল লক্ষণের সহিত অতিসার হইলে মৃত্যু হয়। ১৭। যক্ষ্মা-রোগে চক্ষু শুক্লবর্ণ, অন্নে দ্বেষ ও ঊর্দ্ধশ্বাস থাকিলে এবং রোগী কৃচ্ছ্রের সহিত বহু মেহন করিতে থাকিলে, রোগীর মৃত্যু হয়। ["কৃচ্ছ্রেণ বহু মেহন্তং" এস্থলে ভাবমিশ্র "বহু মেহন্তং শুক্রং ক্ষরন্তং" এইরূপ অর্থ করেন। মাধব কর এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার টীকাকার বিজয় রক্ষিত এই কয়েকটী পদের অর্থ লেখেন নাই। নিবন্ধকার বলেন "কৃচ্ছ্রেণ কষ্টেন বহু মেহন্তং ক্ষরন্তং মলমিতি শেষঃ অর্থাৎ কষ্টের সহিত বহু মল ত্যাগ করে।" ভানুমতী-টীকাকার চক্রদত্ত বলেন, "বহু মেহন্তমিতি বহুমূত্রং কুর্ব্বাণং অর্থাৎ বহু মূত্র ত্যাগ করে"। ভানুমতীকার 'কৃচ্ছ্রেণ' পদের অর্থ করেন নাই। আমাদের এইরূপ বিশ্বাস, 'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ অল্প অল্প, 'বহু' শব্দের অর্থ বার বার এবং 'মেহন' শব্দের অর্থ মূত্রণ, কেননা দেখা গিয়াছে, যে মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন কোন যক্ষ্মরোগীর বার বার মূত্র হইতে থাকে]। ১৮। গুল্মরোগীর শ্বাস, শূল, পিপাসা, অন্নবিদ্বেষ, গুল্মগ্রন্থির অদর্শন ও দুর্ব্বলতা হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৯। বিদ্রধি-রোগীর আধ্মান, পূযাদি-নির্গমবন্ধ, বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, ব্যথা ও শ্বাস থাকিলে মৃত্যু হয়। ২০। পাণ্ডুরোগীর দন্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ ও নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হইলে এবং দ্রব্যসমূহ পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকিলে মৃত্যু হয়। ২১। রক্তপিত্ত-রোগী বার বার রক্ত বমি

লোহিতং ছর্দ্দয়েদ্‌যশ্চ বহুশো লোহিতেক্ষণঃ।
রক্তানাঞ্চ দিশাং দ্রষ্টা রক্তপিত্তী বিনশ্যতি ॥ ২২
অবাঙ্মুখস্তূন্মুখো বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ।
জাগরিষ্ণুরসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি ॥ ২৩
বহুশোঽপস্মরন্তন্তু প্রক্ষীণং চলিতভ্রুবম্।
নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ব্বাণমপস্মারো বিনাশয়েৎ ॥ ২৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানেঽবারণীয়ো নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো যুক্তসেনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
নৃপতের্যুক্তসেনস্য পরানভিজিগীষতঃ।
ভিষজা রক্ষণং কার্য্যং যথা তদুপদেক্ষ্যতে ॥
বিজিগীষুঃ সহামাত্যৈর্যাত্রাযুক্তঃ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতব্যো বিশেষেণ বিষাদেব নরাধিপঃ ॥ ৩
পন্থানমুদকং ছায়াং ভক্তং যবসমিন্ধনম্।
দূষয়ন্ত্যরয়স্তচ্চ জানীয়াচ্ছোধয়েৎ তথা ॥
তস্য লিঙ্গং চিকিৎসা চ কল্পস্থানে প্রবক্ষ্যতে
একোত্তরং মৃত্যুশতমথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫
দোষাগন্তুজমৃত্যুভ্যো রসমন্ত্রবিশারদৌ।
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্নৌ বৈদ্যপুরোহিতৌ ॥
ব্রহ্মা বেদাঙ্গমষ্টাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমভাষত।
পুরোহিতমতে তস্মাদ্বর্ত্তেত ভিষগাত্মবান্ ॥ ৭
সঙ্করঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রণাশো ধর্ম্মকর্ম্মণাম্।
প্রজানামপি চোচ্ছিত্তির্নৃপব্যসনহেতুতঃ ॥ ৮
পুরুষাণাং নৃপাণাঞ্চ কেবলং তুল্যমূর্ত্তিতা।
আজ্ঞা ত্যাগঃ ক্ষমা ধৈর্য্যং বিক্রমশ্চাপ্যমানুষং ॥ ৯
তস্মাদ্দেবমিবাভীক্ষ্ণং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ শুভৈঃ।
চিন্তয়েন্ নৃপতিং নিত্যং শ্রেয়াংসীচ্ছন্ বিচক্ষণঃ ॥ ১০
স্কন্ধাবারে চ মহতি রাজগেহাদনন্তরম্।
ভবেৎ সন্নিহিতো বৈদ্যঃ সর্ব্বোপকরণান্বিতঃ ॥ ১১
তত্রস্থমেনং ধ্বজবদ্‌যশঃখ্যাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
উপসর্পন্ত্যমোহেন বিষশল্যাময়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১২
স্বতন্ত্রকুশলোঽন্যেষু শাস্ত্রার্থেষ্ববহিষ্কৃতঃ।
বৈদ্যো ধ্বজ ইবাভাতি নৃপতদ্বিদ্যপূজিতঃ ॥ ১৩
বৈদ্যো ব্যাধ্যুপসৃষ্টশ্চ ভেষজং পরিচারকঃ।
এতে পাদাশ্চিকিৎসায়াঃ কর্ম্মসাধনহেতবঃ ॥ ১৪
গুণবদ্ভিস্ত্রিভিঃ পাদৈশ্চতুর্থো গুণবান্ ভিষক্।

করিতে থাকিলে, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইলে এবং দিক্ সকল রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকিলে মৃত্যু হয়। ২২। উন্মাদরোগী সর্ব্বদা অবাঙ্মুখ বা উন্মুখ থাকিলে, ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস হইলে এবং নিদ্রাহীন হইলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হয়। ২৩। অপস্মার-রোগীর অপস্মারবেগ বার বার হইতে থাকিলে, অথচ ক্ষীণতা ও ভ্রূদ্বয়ের চলতা বর্ত্তমান থাকিলে এবং নেত্রদ্বয় বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, মৃত্যু হয়। ২৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

যুক্তসেনীয়।

অনন্তর আমরা যুক্তসেনীয় অধ্যায়-ব্যাখ্যা করিব [যুক্তসেন অর্থাৎ সসৈন্য রাজা। সসৈন্য রাজাকে যেরূপে বৈদ্যের রক্ষা করা উচিত, এই অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে]। ১। শত্রুজয়ার্থ যাত্রাকালে সসৈন্য রাজাকে বৈদ্যের যেরূপে রক্ষা করা উচিত, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ২। অমাত্যগণ সহকারে শত্রুজয়ার্থ যাত্রাকারী রাজাকে যত্নপূর্ব্বক প্রথমতঃ বিষপ্রয়োগ হইতেই বিশেষরূপে রক্ষা করা উচিত। ৩। শত্রুরা রাজার পথ, জল, আশ্রিত বৃক্ষাদির ছায়া, অন্ন, অশ্বাদির খাদ্যার্থ তৃণ ও ইন্ধন দূষিত করিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল দ্রব্যের শোধন করা আবশ্যক। বিষদূষিতের লক্ষণ ও চিকিৎসা কল্পস্থানে বলা হইবে। ৪। অথর্ব্ববিৎ পণ্ডিতেরা শত শত মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী মৃত্যু প্রধান। সেই একটী মৃত্যুর নাম কালমৃত্যু। অন্যান্য মৃত্যুকে আগন্তু বা অপমৃত্যু কহে। ৫। রসশস্ত্র-বিশারদ বৈদ্য রাজাকে বাতাদি-দোষজনিত মৃত্যু হইতে এবং মন্ত্র-বিশারদ পুরোহিত আগন্তু বিষাদি-জনিত মৃত্যু হইতে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। ৬। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বেদেরই অঙ্গ। ব্রহ্মা ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অথবা ধীর বৈদ্য পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। ৭। রাজার বিপদ হইলে সর্ব্ববর্ণের একত্ব এবং ধর্ম্মকর্ম্ম-সমূহের নাশ হয় এবং প্রজাদিগের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ৮। সাধারণ লোকদিগের সহিত রাজাদিগের কেবল মূর্ত্তিতেই তুল্যতা আছে। কিন্তু ইহাঁদের আজ্ঞা, দান, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও বিক্রম অমানুষিক। ৯। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিলে, সর্ব্বদা বাক্, মন ও অর্থ দ্বারা সরলভাবে রাজাকে উপাসনা করিবেন। ১০। বৈদ্য সর্ব্বোপকরণ সহকারে রাজগৃহে ও শিবিরে রাজার সন্নিহিত থাকিবেন। ১১। রাজসমীপস্থ বৈদ্যের যশ যখন ধ্বজের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত হয়, তখন বিষ, শল্য ও রোগে পীড়িত ব্যক্তিগণ অসন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁহার নিকট গমন করে। ১২। আয়ুর্ব্বেদবিশারদ অথচ অন্যান্য শাস্ত্রে অবিশারদ নহেন, এরূপ বৈদ্য নৃপ ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞদিগের পূজিত হইলে, ধ্বজের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। ১৩। বৈদ্য, রোগী, ঔষধ ও পরিচারক চিকিৎসার এই চারিটী পাদ চিকিৎসাকর্ম্মের সিদ্ধির উপায়। ১৪। যদি

ব্যাধিমল্পেন কালেন মহান্তমপি সাধয়েৎ ॥ ১৫
বৈদ্যহীনস্ত্রয়ঃ পাদা গুণবন্তোঽপ্যপার্থকাঃ।
উদ্গাতৃহোতৃব্রহ্মাণো যথাধ্বর্য্যুং বিনাধ্বরে ॥ ১৬
বৈদ্যস্তু গুণবানেকস্তারয়েদাতুরান্ সদা।
প্লবং প্রতিতরৈর্হীনং কর্ণধার ইবাম্ভসি ॥ ১৭
তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃঢ়কর্ম্মা স্বয়ঙ্কৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সর্জ্জোপস্করভেষজঃ ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্‌পাদ উচ্যতে ॥ ১৮
আয়ুষ্মান সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবানাত্মবানপি।
আস্তিকো বৈদ্যবাক্যস্থো ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে ॥ ১৯
প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
যুক্তমাত্রং মনস্কান্তং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্ ॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরমবিকারি বিপর্য্যয়ে।
সমীক্ষ্য দত্তং কালে চ ভেষজং পাদ উচ্যতে ॥ ২০
স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্বলবান যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে।
বৈদ্যবাক্যকৃদশ্রান্তঃ পাদঃ পরিচরঃ স্মৃতঃ ॥ ২১
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে যুক্তসেনীয়ো
নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

চিকিৎসায় তিন পাদ গুণবান্ হয় আর চতুর্থ পাদ অর্থাৎ বৈদ্যও গুণবান্ হন, তবে তিনি মহান্ ব্যাধিও অল্প সময়ে আরাম করিতে পারেন। ১৫। পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয় গুণবান্ হইলেও বৈদ্য বিনা বিফল হয়। যেমন উপাধ্যায় বিনা যজ্ঞে উদ্গাতা, হোতা ও ব্রহ্মা (বেদ-পাঠক-বিশেষ) বিফল হইয়া থাকেন। ১৬। বৈদ্য গুণবান্ হইলে সচরাচর একাকীই রোগীদিগের ত্রাণ করিতে পারেন। যেমন কর্ণধার উপযুক্ত হইলে প্রতিতর-হীন (দাঁড়ী-হীন) নৌকাও জলের উপর চালন করিতে সমর্থ হয়। ১৭। যে বৈদ্য লঘুহস্ত, শুচি, শূর, সর্ব্বোপ-করণ ও সর্ব্বভেষজ-সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীমান্, স্থির-প্রতিজ্ঞ, বিশারদ ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ, তাহাকে ভিষক্‌পাদ কহিয়া থাকে। ১৮। যে রোগী আয়ুষ্মান্ (যাহার বয়স পূর্ণ হয় নাই), সত্ত্ববান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্ (যাহার অধিকারে চিকিৎসার উপযোগী উপকরণ সকল আছে), ধৈর্য্যবান্, আস্তিক ও বৈদ্যবাক্যের বশ, তাহাকে রোগিপাদ বলা যায়। ১৯। যে ঔষধ প্রশস্ত স্থানে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, উপযুক্ত মাত্রাবিশিষ্ট, মনোরম, গন্ধবর্ণ রসান্বিত, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর, যাহার ব্যাপত্তি হইলেও অপকার হয় না এবং যাহা যথাকালে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে ভেষজপাদ কহে। ২০। পরিচারক স্নিগ্ধ, অজুগুপ্সু (যে কোন কথা গোপন করিতে চায় না), বলবান্, রোগীর রক্ষায় যত্নের সহিত নিযুক্ত, বৈদ্যবাক্যের পালনকারী ও অশ্রান্ত, তাহাকে পরিচার-পাদ কহে। ২১

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাত আতুরোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

আতুরমুপক্রমমাণেন ভিষজায়ুরেবাদৌ পরীক্ষ্যেত। সত্যপ্যায়ুষি ব্যাধ্যৃত্বগ্নিবয়োদেহবলসত্ত্ব-সাত্ম্যপ্রকৃতিভেষজ-দেশান্ পরীক্ষেত ॥ ২

তত্র মহাপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠস্তনাগ্র-দশন-বদন-স্কন্ধ-ললাটং দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বোচ্ছ্বাসপ্রেক্ষণবাহুং বিস্তীর্ণভ্রূস্তনান্তরোরস্কং হ্রস্বজঙ্ঘামেঢ্রগ্রীবং গম্ভীরসত্ত্বস্বরনাভিমনুচ্চৈর্বদ্ধস্তনমুপচিত-মহারোমশকর্ণং পশ্চান্মস্তিষ্কং স্নাতানুলিপ্তং মূর্দ্ধানুপূর্ব্ব্যা বিশুষ্যমাণশরীরং পশ্চাচ্চ বিশুষ্যমাণহৃদয়ং পুরুষং জানীয়াদ্দীর্ঘায়ুঃ খল্বয়মিতি। তমেকান্তেনোপক্রমেৎ। এভির্লক্ষণৈর্বিপরীতৈরল্পায়ুর্মিশ্রৈর্মধ্যমায়ুরিতি ॥ ৩

ভবন্তি চাত্র।
গূঢ়সন্ধিশিরাস্নায়ুঃ সংহতাঙ্গঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরোত্তরসুক্ষেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুরুচ্যতে ॥
গর্ভাৎ প্রভৃত্যরোগো যঃ শনৈঃ সমুপচীয়তে।
শরীরজ্ঞানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘায়ুঃ সমাসতঃ ॥ ৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

আতুরোপক্রমণীয়

অনন্তর আমরা আতুরোপক্রমণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে বৈদ্যকে প্রথমে আয়ু পরীক্ষা করিতে হইবে। আবার রোগীর আয়ু থাকিলেও ব্যাধি, ঋতু, অগ্নি, বয়স, দেহ,বল, সাত্ম্য, প্রকৃতি, ভেষজ ও দেশ পরীক্ষা করিতে হয়। ২। পুরুষের পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্তনাগ্র, দশন, বদন, স্কন্ধ ও ললাট বিস্তৃত হইলে; অঙ্গুলিপর্ব্ব, উচ্ছ্বাস, লোচন ও বাহু দীর্ঘ হইলে; ভ্রূ, স্তনমধ্য ও বক্ষঃ প্রশস্ত হইলে; জঙ্ঘা, মেঢ্র ও গ্রীবা হ্রস্ব হইলে; সত্ত্ব, স্বর ও নাভি গভীর হইলে; স্তনদ্বয় দৃঢ় অথচ নিবিড় হইলে; কর্ণদ্বয় বৃহৎ ও অতিশয় রোমশ হইলে; পশ্চাদ্ভাগের মস্তকে আবর্ত্ত থাকিলে (অথবা পশ্চাদ্ভাগে অধিক মস্তিষ্ক থাকিলে); স্নান ও অনুলেপনের পর প্রথমে মস্তক ও পরে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত শরীর শুষ্ক হইলে এবং সর্ব্বশেষে হৃদয় শুষ্ক হইলে, তাহাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া জানিবে। এরূপ রোগীকে অদোলায়মান হৃদয়ে চিকিৎসা করিবে। এই সকলের বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে অল্পায়ু ও মিশ্রলক্ষণ হইলে মধ্যায়ুঃ বলিয়া স্থির করিবে। ৩। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে (৬ প্রঃ পর্য্যন্ত) যথা;—যাহার সন্ধি, শিরা ও স্নায়ু সকল গূঢ়, অঙ্গ সংহত, ইন্দ্রিয়গণ দৃঢ় এবং শরীর উত্তরোত্তর শোভন, তাহাকে দীর্ঘায়ু বলা যায়। যে ব্যক্তি গর্ভ হইতে অরোগী ও ক্রমশঃ শারীর ও মানসিক উপচয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাকে সংক্ষেপে দীর্ঘায়ু কহে। ৪।

মধ্যমস্যায়ুষো জ্ঞানমত ঊর্দ্ধং নিবোধ মে।
অধস্তাদক্ষয়োর্যস্য লেখাঃ স্যুর্ব্যক্তমায়তাঃ ॥
দ্বে বা তিস্রোঽধিকা বাপি পাদৌ কর্ণৌ চ মাংসলৌ
নাসাগ্রমূর্দ্ধঞ্চ ভবেদূর্দ্ধলেখাশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥
যস্য স্যুস্তস্য পরমমায়ুর্ভবতি সপ্ততিঃ ॥ ৫
জঘন্যস্যায়ুষো জ্ঞানমত ঊর্দ্ধং নিবোধ মে
হ্রস্বানি যস্য পর্ব্বাণি সুমহচ্চাপি মেহনম্ ॥
তথোরস্যবলীঢ়ানি ন চ স্যাৎ পৃষ্ঠমায়তম্ ॥
ঊর্দ্ধঞ্চ শ্রবণৌ স্থানান্নাসা চোচ্চা শরীরিণঃ ॥
হসতো জল্পতো বাপি দন্তমাংসং প্রদৃশ্যতে ।
প্রেক্ষতে যশ্চ বিভ্রান্তং স জীবেৎ পঞ্চবিংশতিম্ ॥ ৬

অথ পুনরায়ুষো বিজ্ঞানার্থমঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রমাণসারানুপদেক্ষ্যামঃ। তত্রাঙ্গান্যন্তরাধিসক্থিবাহুশিরাংসি, তদবয়বাঃ প্রত্যঙ্গানীতি। তত্র স্বৈরঙ্গুলৈঃ পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিন্যৌ দ্ব্যঙ্গুলায়তে। প্রদেশিন্যাস্তু মধ্যমাঽনামিকা কনিষ্ঠিকা যথোত্তরং পঞ্চমভাগহীনা। চতুরঙ্গুলায়তে পঞ্চাঙ্গুলবিস্তৃতে প্রপদপাদতলে। পঞ্চচতুরঙ্গুলায়তবিস্তৃতা পার্ষ্ণিঃ। চতুর্দ্দশাঙ্গুলায়তঃ পাদঃ। চতুর্দ্দশাঙ্গুলপরিণাহানি পাদগুল্ফজঙ্ঘাজানুমধ্যানি। অষ্টাদশাঙ্গুলা জঙ্ঘা. জানূপরিষ্টাচ্চ দ্বাত্রিংশদঙ্গুলমেবং পঞ্চাশৎ। জঙ্ঘায়ামসমাবূরু ॥ ৭

অনন্তর মধ্যম আয়ুর লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহার অক্ষিদ্বয়ের নিম্নস্থ রাজী সকল সুব্যক্ত ও আয়ত এবং সাধারণের অপেক্ষা দুই বা তিনটী অধিক; যাহার পাদদ্বয় ও কর্ণদ্বয় মাংসল, নাসাগ্র উচ্চ এবং পৃষ্ঠদেশে ঊর্দ্ধরেখা আছে, তাহার পরমায়ু সপ্ততি বৎসর। ৫। অনন্তর জঘন্য আয়ুর বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহার পর্ব্ব সকল হ্রস্ব অথচ মেহন বৃহৎ, যাহার বক্ষঃস্থলে অবলীঢ় সকল (আবর্ত্ত বিশেষ) বর্ত্তমান, যাহার পৃষ্ঠ আয়ত নহে, যাহার শ্রবণদ্বয় উচ্চ, নাসা উচ্চ, যে হাসিলে বা কথা কহিলে দন্তমাংস বাহির হইয়া পড়ে এবং যে বিভ্রান্তভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকে, সে পঞ্চবিংশতি বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ৬। অনন্তর আয়ুর বিজ্ঞানার্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগণের প্রমাণ অনুসারে উপদেশ দিতেছি। তন্মধ্যে অন্তরাধি (ধড়), সক্থি, বাহু ও শির ইহাদিগকে অঙ্গ কহে, আর উহাদের অবয়বদিগকে প্রত্যঙ্গ কহে। তন্মধ্যে পদের অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনী অঙ্গুলি নিজ নিজ অঙ্গুলের দুই অঙ্গুল দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রদেশিনী অপেক্ষা, মধ্যমা, মধ্যমা অপেক্ষা অনামিকা ও অনামিকা অপেক্ষা কনিষ্ঠিকা যথাক্রমে পঞ্চমভাগ-হীন। পাদাগ্র ও পাদতল চতুরঙ্গুল আয়ত ও পঞ্চাঙ্গুল বিস্তৃত। পার্ষ্ণিদেশ পঞ্চাঙ্গুল দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তৃত। পদ চতুর্দ্দশাঙ্গুল দীর্ঘ। পদমধ্য, গুল্ফমধ্য, জঙ্ঘামধ্য ও জানুমধ্য চতুর্দ্দশাঙ্গুল ব্যাসবিশিষ্ট। জঙ্ঘা অর্থাৎ গুল্ফ ও জানুর মধ্যবর্ত্তী স্থান অষ্টাদশাঙ্গুল দীর্ঘ ও জানুর উপরিতন ভাগ বত্রিশ অঙ্গুল দীর্ঘ; তবেই

দ্ব্যঙ্গুলানি বৃষণচিবুকদশননাসাপুটভাগকর্ণমূলনয়নান্তরাণি। চতুরঙ্গুলানি মেহনবদনান্তরনাসাকর্ণললাটগ্রীবোচ্ছ্রায়দৃষ্ট্যন্তরাণি. দ্বাদশাঙ্গুলানি ভগবিস্তারমেহননাভিহৃদয়গ্রীবাস্তনান্তরমুখায়ামমণিবন্ধপ্রকোষ্ঠস্থৌল্যানি। ইন্দ্রবস্তিপরিণাহাংসপীঠকূর্পরান্তরায়ামঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ। চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলৌ হস্তঃ। দ্বাত্রিংশদঙ্গুলপরিমাণৌ ভুজৌ. দ্বাত্রিংশৎপরিণাহাবূরূ। মণিবন্ধকূর্পরান্তরং ষোড়শাঙ্গুলম্। তলং ষট্চতুরঙ্গুলায়ামবিস্তারম্। অঙ্গুষ্ঠমূলপ্রদেশিনীশ্রবণাপাঙ্গান্তরমধ্যমাঙ্গুল্যো পঞ্চাঙ্গুলে। সার্দ্ধচতুরঙ্গুলে প্রদেশিন্যনামিকে, সার্দ্ধত্র্যঙ্গুলৌ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠৌ। চতুর্ব্বিংশতিবিস্তারপরিণাহং মুখগ্রীবং, ত্রিভাগাঙ্গুলিবিস্তারা নাসাপুটমর্য্যাদা। নয়নত্রিভাগপরিণাহা তারকা। নবমস্তারকাংশো দৃষ্টিঃ। কেশান্তমস্তকান্তরমেকাদশাঙ্গুলম্।. মস্তকাদবটুকেশান্তো দশাঙ্গুলঃ. কর্ণাবটুন্তরং চতুর্দ্দশাঙ্গুলম্। পুরুষোবঃপ্রমাণ-

সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ অঙ্গুল দীর্ঘ হইতেছে। জঙ্ঘা যত দীর্ঘ, ঊরুও তত দীর্ঘ (অর্থাৎ অষ্টাদশ অঙ্গুল)। ৭। বৃষণ, চিবুক, দশন, নাসাপুটদ্বয়ের (নাসারন্ধ্রদ্বয়ের) বহির্ভাগ, কর্ণমূল ও নয়নদ্বয়ের অন্তর দুই অঙ্গুল। মেহন, বদনের অন্তর (ফাঁক), নাসাবংশ, কর্ণ, ললাট ও গ্রীবার উচ্ছ্রায় এবং দৃষ্টিদ্বয়ের (কৃষ্ণ-তারকাদ্বয়ের) অন্তর চতুরঙ্গুল। হস্তিনীজাতীয়া স্ত্রীর ভগবিস্তার, মেহন ও নাভির অন্তর, গ্রীবা ও হৃদয়ের অন্তর, স্তনদ্বয়ের অন্তর, মুখের দৈর্ঘ্য, মণিবন্ধের স্থৌল্য ও প্রকোষ্ঠের স্থূলতা দ্বাদশাঙ্গুল [প্রকোষ্ঠ শব্দে মণিবন্ধের উপরিতন চতুরঙ্গুল প্রদেশ]। ইন্দ্রবস্তির (জঙ্ঘামধ্যের) ব্যাস, অংসপীঠ (বাহুর শিরোদেশ) ও কূর্পরের (কনুয়ের) মধ্যভাগ ষোড়শাঙ্গুল। হস্ত চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল। ভুজের দৈর্ঘ্য বত্রিশ অঙ্গুল। ঊরুর ব্যাস বত্রিশ অঙ্গুল। হস্ততল ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তৃত। অঙ্গুষ্ঠমূল ও প্রদেশিনীর অন্তর (কেহ কেহ বলেন, অঙ্গুষ্ঠমূল ও কনিষ্ঠার অন্তর) পঞ্চাঙ্গুল। কর্ণ ও অপাঙ্গের অন্তর চতুরঙ্গুল। মধ্যমাঙ্গুলি পঞ্চাঙ্গুল। প্রদেশিনী (তর্জ্জনী) ও অনামিকা সার্দ্ধচতুরঙ্গুল (চতুরঙ্গুল ও অর্দ্ধাঙ্গুল)। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ সার্দ্ধ তিন অঙ্গুল। মুখ চতুরঙ্গুল বিস্তৃত। গ্রীবা চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল বিস্তৃত। নাসাপুটের মর্য্যাদা (সীমা) এক অঙ্গুল ও এক অঙ্গুলের তিন ভাগের একভাগ (কোন কোন মতে ত্রিভাগ-হীন এক অঙ্গুল। এই মতে নাসিকার তরুণাস্থি ছাড়িয়া দিয়া গণনা করিলে একই নাসা-রন্ধ্রের পরিমাণ ঐরূপ হয় আর তরুণাস্থি শুদ্ধ ধরিলে উভয় নাসাপুটের প্রমাণই ঐরূপ হয়)। তারকার পরিমাণ নয়নের তিন ভাগের এক ভাগ। তারকার নবম অংশ দৃষ্টিমণ্ডল। কেশান্ত। কেশ যেখানে শেষ হইয়াছে,—শঙ্খদেশের উপরি ও মস্তকের (এস্থলে মস্তক শব্দে মস্তকের অগ্রভাগ) অন্তর একাদশ অঙ্গুল। মস্তক হইতে ঘাড়ের কেশান্ত দশাঙ্গুল। কর্ণ

বিস্তীর্ণা স্ত্রীশ্রোণিঃ। অষ্টাদশাঙ্গুলবিস্তীর্ণমুরঃ।' তৎপ্রমাণা পুরুষস্য কটী। সবিংশমঙ্গুলশতং পুরুষায়াম ইতি ॥ ৮

ভবন্তি চাত্র।

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥ ৯
দেহঃ স্বৈরঙ্গুলৈরেষ যথাবদনুকীর্ত্তিতঃ ॥
উক্তপ্রমাণেনানেন পুমান্ বা যদিবাঙ্গনা।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি বিত্তঞ্চ মহদৃচ্ছতি ॥
মধ্যমং মধ্যমৈরায়ুর্বিত্তং হীনৈস্তথাবরম্ ১০

অথ সারান্ বক্ষ্যামঃ। স্মৃতিভক্তিপ্রজ্ঞাশৌর্য্যশৌচোপেতং কল্যাণাভিনিবেশং সত্ত্বসারং বিদ্যাৎ। স্নিগ্ধসংহতশ্বেতাস্থিদন্তনখং বহুলকামপ্রজং শুক্রেণ। অকৃশমুত্তমবলং স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরং সৌভাগ্যোপপন্নং মহানেত্রঞ্চ মজ্জ্ঞা। মহাশিরঃস্কন্ধদৃঢ়দন্তহন্বস্থিনখমস্থিভিঃ। স্নিগ্ধমূত্রস্বেদস্বরং বৃহচ্ছরীরমায়াসসহিষ্ণুং মেদসা। অচ্ছিদ্রগাত্রং গূঢ়াস্থিসন্ধিং

এবং ঘাড়ের অন্তর চতুর্দ্দশাঙ্গুল। স্ত্রীলোকের শ্রোণি (এস্থলে শ্রোণি শব্দে উরুসন্ধি হইতে স্ত্রীলিঙ্গের উপরিতন ভাগ বুঝাইবে) ও পুরুষের উরঃ (হৃদয়ের ঊর্দ্ধ ও কণ্ঠের অধঃ এই উভয়ের মধ্যভাগকে এস্থলে উরঃ বলা হইয়াছে) দ্বাদশ অঙ্গুল। স্ত্রীলোকের উরঃ অষ্টাদশ অঙ্গুল বিস্তৃত (নিবন্ধকার উরঃ শব্দের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু উরঃ শব্দে ফুসফুসের অধিকারস্থ সমস্ত স্থানকেই বুঝা যায়। যথা;—উরঃক্ষত; এস্থলে উরঃ শব্দে সমস্ত ফুসফুসকেই বুঝাইতেছে)। পুরুষের কটিও অষ্টাদশাঙ্গুল-প্রমাণ। পুরুষের দৈর্ঘ্য একশত কুড়ি অঙ্গুল। ৮। এইস্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—পঞ্চবিংশ বর্ষে পুরুষের বীর্য্য পরিপূর্ণ হয়। আর ষোড়শ বর্ষে নারীর বীর্য্য পরিপূর্ণ হয়। এস্থলে বীর্য্য শব্দে যৌবন বুঝিতে হইবে। ৯। ইতিপূর্ব্বে মানুষের দেহ স্বীয় অঙ্গুলের প্রমাণ অনুসারে বিবৃত হইয়াছে। সেই প্রমাণ উৎকৃষ্ট হইলে পুরুষ বা স্ত্রী দীর্ঘায়ু ও প্রচুর ধন-সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর সেই প্রমাণ মধ্যম হইলে উহাদের আয়ুঃ ও ও বিত্ত মধ্যম এবং হীন হইলে হীন হইয়া থাকে। ১০। অনন্তর মানুষদিগের সারসমূহ বর্ণনা করিতেছি। মানুষ স্মৃতি, ভক্তি, প্রজ্ঞা, শৌর্য্য ও শৌচযুক্ত হইলে ও কল্যাণ বিষয়ে যত্নপর থাকিলে, তাহাকে সত্ত্বসার বলিয়া জানিবে। স্নিগ্ধ, সংহতশরীর, শ্বেতাস্থি, শ্বেতদন্ত ও শ্বেতনখ হইলে এবং বহুল-কাম ও বহুসন্তান হইলে শুক্রসার বলিয়া জানিবে। কৃশ হইলেও মহাবল, স্নিগ্ধ-গম্ভীর-স্বর, সৌভাগ্য-সম্পন্ন ও বিশাললোচন হইলে মজ্জসার জানিবে। বিশাল-মস্তক, বিশাল স্কন্ধ, দৃঢ়-দন্ত, দৃঢ়হনু, দৃঢ়াস্থি ও দৃঢ়বল হইলে, অস্থিসার বলিয়া জানিবে। স্নিগ্ধমূত্র, স্নিগ্ধস্বেদ, স্নিগ্ধস্বর, স্থূলদেহ ও আয়াসসহিষ্ণু হইলে মেদঃসার বলিয়া জানিবে। অচ্ছিদ্রশরীর, গূঢ়াস্থি, গূঢ়সন্ধি ও পুষ্টমাংস

মাংসোপচিতঞ্চ মাংসেন। স্নিগ্ধতাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলং রক্তেন। সুপ্রসন্নমৃদুত্বগ্রোমাণং ত্বক্সারং বিদ্যাদিত্যেষাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রধানমায়ুঃসৌভাগ্যয়োরপি ॥ ১১

বিশেষতোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রমাণাদথ সারতঃ।
পরীক্ষ্যায়ুঃ সুনিপুণো ভিষক্ সিধ্যতি কর্ম্মসু ॥ ১২

ব্যাধিবিশেষাস্তু প্রাগুক্তাঃ সর্ব্ব এবৈতে ত্রিবিধাঃ সাধ্যা যাপ্যাঃ প্রত্যাখ্যেয়াশ্চ; তত্রৈতান্ ভূয়স্ত্রিধা পরীক্ষেত কিমৌপসর্গিকঃ প্রাক্কেবলোঽন্যলক্ষণ ইতি ॥ ১৩

তত্রৌপসর্গিকো নাম যঃ পূর্ব্বোৎপন্নং ব্যাধিং জঘন্যকালজাতো ব্যাধিরুপসৃজতি স তন্মূল এবোপদ্রবসংজ্ঞঃ। প্রাক্কেবলো যঃ প্রাগেবোৎপন্নো ব্যাধিরপূর্ব্বরূপোঽনুপদ্রবশ্চ। অন্যলক্ষণো যো ভবিষ্যদ্ব্যাধিখ্যাপকঃ স পূর্ব্বরূপসংজ্ঞঃ ॥ ১৪

তত্র সোপদ্রবমন্যোন্যাবিরোধেনোপক্রমেত বলবন্তমুপদ্রবং বা। প্রাক্কেবলং যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত। অন্যলক্ষণে ত্বাদিব্যাধৌ প্রযতেত ॥ ১৫

ভবতি চাত্র।

নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাৎ তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ ॥ ১৬

হইলে মাংসসার বলিয়া জানিবে। নখ, নয়ন, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, পাণিতল ও পাদতল স্নিগ্ধ তাম্রবর্ণ হইলে, রক্তসার বলিয়া জানিবে। ত্বক্ ও লোম সুপ্রসন্ন ও মৃদু হইলে ত্বক্সার বলিয়া জানিবে। ইহাদের মধ্যে আয়ু ও সৌভাগ্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষ পর পর পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১১। অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গদিগের পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ ও উক্ত সারসমূহ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। ১২। পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি সমস্তই ত্রিবিধ, যথা;—সাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়। আবার সেই তিন প্রকার ব্যাধিই এইরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, যথা;—ইহা উপসর্গ কিনা? ইহা পূর্ব্বরূপও নহে, উপদ্রবও নহে, অথচ নিজেই প্রথমে উৎপন্ন—এরূপ ব্যাধি কিনা? অথবা ইহা পূর্ব্বরূপ কি না? ১৩। পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাধির পশ্চাৎ উৎপন্ন ব্যাধিকে উপসর্গ বা উপদ্রব কহে। ইহা ব্যাধি হইতেই উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বরূপ ও উপদ্রব-রহিত ব্যাধিকে প্রথমোৎপন্ন ব্যাধি কহে। আর ভবিষ্যদ্-ব্যাধি বিজ্ঞাপক লক্ষণকে পূর্ব্বরূপ কহে। ১৪। ব্যাধি ও উপদ্রবের চিকিৎসা এরূপ ভাবে করা আবশ্যক, যেন উভয়ের চিকিৎসার বিরোধ না হয়। রোগ অপেক্ষা উপদ্রব বলবান হইলে, প্রথমে উপদ্রবের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বরূপ ও উপদ্রব-রহিত ব্যাধিকে তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে। আর রোগের পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট হইলেও তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে [যেমন জ্বররোগের পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট হইলে লঘুভোজনাদি করিবে]। ১৫। এস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে (১৯ প্রকরণ পর্য্যন্ত);—বাতাদি দোষের প্রকোপ বিনা রোগ হয় না। অতএব এই

প্রাগভিহিতা ঋতবঃ॥
শীতে শীতপ্রতীকার উষ্ণে চোষ্মনিবারণম্।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ॥১৭
অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়া কালে প্রাপ্তে বা ন কৃতা ক্রিয়া।
ক্রিয়া হীনাতিরিক্তা বা সাধ্যেষপি ন সিধ্যতি॥ ১৮
যা হ্যুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ॥ ১৯

প্রাগভিহিতোঽগ্নিরন্নস্য পাচকঃ। স চতুর্ব্বিধো ভবতি, দোষানভিপন্ন একো বিক্রিয়ামাপন্নস্ত্রিবিধো ভবতি। বিষমো বাতেন, তীক্ষ্ণঃ পিত্তেন, মন্দঃ শ্লেষ্মণা, চতুর্থঃ সমঃ সর্ব্বসাম্যাদিতি॥ ২০॥

তত্র যো যথাকালমন্নমুপযুক্তং সম্যক্ পচতি স সমঃ সমৈর্দোষৈঃ। যঃ কদাচিৎ সম্যক্ পচতি কদাচিদাধ্মান-শূলোদাবর্ত্তাতিসারজঠরগৌরবান্ত্রকূজনপ্রবাহণানি কৃত্বা স বিষমঃ। যঃ প্রভূতমপ্যুপযুক্তমন্নমাশু পচতি স তীক্ষ্ণঃ, স এবাভিবর্দ্ধমানোঽত্যগ্নিরিত্যাভাষ্যতে; স মুহুর্মুহুঃ প্রভূতমপ্যুপযুক্তমাশুতরং পচতি পাকান্তে চ গলতাল্বোষ্ঠশোষদাহসন্তাপান্ জনয়তি। যস্ত্বল্পমপ্যুপযুক্তমুদরশিরোগৌরব-কাসশ্বাসপ্রসেকচ্ছর্দ্দিগাত্রসদনানি কৃত্বা মহতা কালেন পচতি স মন্দঃ॥ ২১

বিষমো বাতজান্ রোগাংস্তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥ ২২

তত্র সমে পরিরক্ষণং কুর্ব্বীত, বিষমে স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত, তীক্ষ্ণে মধুরস্নিগ্ধশীতৈর্বিরেকৈশ্চ, এবমেবাত্যগ্নৌ বিশেষেণ মাহিষৈশ্চ ক্ষীরদধিসর্পির্ভিঃ, মন্দে কটুতিক্তকষায়ৈর্বমনৈশ্চ॥ ২৩

জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদানো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে॥ ২৪
প্রাণাপানসমানৈস্তু সর্ব্বতঃ পবনৈস্ত্রিভিঃ।
ধ্মায়তে পাল্যতে চাপি স্বে স্বে স্থানে স্থিতৈঃ॥ ২৫

বয়স্তু ত্রিবিধং, বাল্যং মধ্যং বৃদ্ধমিতি। তত্রোনষোড়শবর্ষা বালাস্তেঽপি ত্রিবিধাঃ—ক্ষীরপাঃ, ক্ষীরান্নাদাঃ, অন্নাদা ইতি। তেষু সংবৎসরপরাঃ ক্ষীরপাঃ, দ্বিসংবৎসরপরাঃ ক্ষীরান্নাদাঃ, পরতোঽন্নাদা ইতি। ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে

গ্রন্থে কোন ব্যাধির উল্লেখ না থাকিলেও বিচক্ষণ চিকিৎসক বিভিন্ন দোষের লক্ষণ দৃষ্টে বিভিন্ন চিকিৎসা করিবেন। ১৬। পূর্ব্বে ঋতু সকল অভিহিত হইয়াছে। শীতকালে শীতের প্রতিকার ও উষ্ণকালে উষ্ণতার প্রতিকার করিয়া, যথাকালে চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসার কাল উপস্থিত হইলে চিকিৎসা পরিহার করিবে না। ১৭। চিকিৎসার কাল উপস্থিত না হইলে যদি চিকিৎসা করা যায় অথবা যদি চিকিৎসার কাল উপস্থিত হইলেও চিকিৎসা না করা যায় অথবা যদি চিকিৎসা হীন বা অতিরিক্ত হয়, তবে সাধ্য রোগসমূহেও সিদ্ধি হয় না। ১৮। যে চিকিৎসা উদ্ভূত-রোগ প্রশমিত করে, অথচ অন্য রোগ উৎপাদন করে না, তাহাকেই প্রকৃত চিকিৎসা কহে; যাহা এক রোগের প্রশম করিয়া অন্য রোগের উৎপাদন করে, তাহা চিকিৎসাই নহে। ১৯। পূর্ব্বে অন্নপাচক অগ্নির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা চতুর্ব্বিধ;—সম, বিষম, তীক্ষ্ণ ও মন্দ। তন্মধ্যে এক প্রকার অগ্নি (অর্থাৎ সম অগ্নি) নির্দ্দোষ এবং অন্য তিন প্রকার বিকৃতিপ্রাপ্ত। বায়ুর প্রবলতা থাকিলে অগ্নি বিষম, পিত্তের প্রবলতা থাকিলে তীক্ষ্ণ, শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে মন্দ এবং সর্ব্বদোষের সমতা থাকিলে সম হইয়া থাকে। ২০। তন্মধ্যে যথাকালে অন্ন ভুক্ত হইলে যে অগ্নি তাহা পাক করিয়া থাকে, তাহাকে সমাগ্নি বলা যায়; ইহাতে দোষদিগের সমতা থাকে। যে অগ্নি কখন সম্যক্ পাক করে, কখন বা আধ্মান, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, উদর, গুরুতা, অন্ত্রকূজন ও প্রবাহণ উৎপন্ন করিয়া পাক করে, তাহাকে বিষম অগ্নি কহে। প্রভূত পরিমাণে অন্ন ভোজন করিলেও যে অগ্নি তাহাকে পাক করে, তাহাকে তীক্ষ্ণ অগ্নি কহে। উহাই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে অত্যগ্নি বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে প্রভূত পরিমাণে ভুক্ত অন্নও মুহুর্মুহুঃ ও অতি শীঘ্র পাক প্রাপ্ত হয় এবং পাকান্তে গল, তালু ও ওষ্ঠের শোষ, দাহ ও সন্তাপ জন্মিয়া থাকে। আর যে অগ্নি স্বল্পভুক্ত অন্নকেও বহু সময়ে পাক করে অথচ পাকস্থানে উদরের গুরুতা, মস্তকের গুরুতা, কাস, শ্বাস, লালাপ্রসেক, বমি ও গাত্রাবসাদ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহাকে মন্দ অগ্নি কহিয়া থাকে। ২১। বিষম অগ্নি বাতজ রোগসমূহ, তীক্ষ্ণ অগ্নি পিত্তজ-রোগসমূহ ও মন্দ অগ্নি কফজ রোগসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। ২২। সম অগ্নির সাবধানে রক্ষণ করিবে। বিষম অগ্নিতে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ-সহকৃত ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকার করিবে। তীক্ষ্ণ অগ্নিতে মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া এবং বিরেচনসমূহ যোগে প্রতীকার করিবে। অত্যগ্নিতেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ মহিষের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত ব্যবহার করিবে। মন্দাগ্নিতে কটু, তিক্ত ও কষায় ভোজন এবং বমনসমূহ যোগে প্রতিকার করিবে। অন্নপাচক ভগবান জঠরাগ্নি অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন। উহা সূক্ষ্মত্ব বশতঃ দৃষ্ট হয় না। উহাই রসসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে। ২৪। সেই জঠরাগ্নিকে প্রাণ অপান ও সমান এই তিন বায়ু সর্ব্বদা স্ব স্ব পথে থাকিয়া ধ্মাপন ও পালন করিয়া থাকে [বঙ্গবাসীর প্রকাশিত চরকের বাতব্যাধি পরিচ্ছেদে এই সকল বায়ুর যথেষ্ট বিবরণ করা হইয়াছে]। ২৫। বয়স ত্রিবিধ;—বাল, মধ্য ও বৃদ্ধ। তন্মধ্যে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কদিগকে বালক বলা যায়। বালকও ত্রিবিধ;—দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। তন্মধ্যে একবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকদিগকে দুগ্ধপায়ী, দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী ও তাহার পর হইতে অন্নভোজী বলা যায়।

অর্থাৎ বয়স্তস্য বিকল্পো বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা হানিরিতি। তত্র বিংশতের্বৃদ্ধিরা ত্রিংশতো যৌবনমা চত্বারিংশতঃ সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্যসম্পূর্ণতা। অতঃ ঊর্দ্ধমীষৎপরিহানির্যাবৎসপ্ততিরিতি। সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীয়মাণধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্যোৎসাহমহন্যহনি বলীপলিতখালিত্যজুষ্টং কাসশ্বাসপ্রভৃতিভিরুপদ্রবৈরভিভূয়মানং সর্ব্বক্রিয়াস্বসমর্থং জীর্ণাগারমিবাভিবৃষ্টমবসীদন্তং বৃদ্ধমাচক্ষতে। তত্রোত্তরোত্তরাসু বয়োঽবস্থাস্বুত্তরোত্তরা ভেষজমাত্রাবিশেষা ভবন্ত্যতে চ পরিহাণেস্তত্রাদ্যপেক্ষয়া প্রতিকুর্ব্বীত॥ ২৬

ভবন্তি চাত্র।

বালে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা মধ্যমে পিত্তমেব তু।
ভূয়িষ্ঠং বর্দ্ধতে বায়ুর্বৃদ্ধে তদ্বীক্ষ্য যোজয়েৎ॥ ২৭
অগ্নিক্ষারবিরেকৈস্তু বালবৃদ্ধৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
তৎসাধ্যেষু বিকারেষু মৃদ্বীং কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং শনৈঃ॥ ২৮
দেহঃ স্থূলঃ কৃশো মধ্য ইতি প্রাগুপদিষ্টঃ।
কর্ষয়েদ্বৃংহয়েচ্চাপি সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ।
রক্ষণঞ্চৈব মধ্যস্য কুর্ব্বীত সততং ভিষক্॥ ২৯

বলমভিহিতগুণং দৌর্ব্বল্যঞ্চ স্বভাবদোষজরাদিভিরবেক্ষিতব্যম্। যস্মাদ্বলবতঃ সর্ব্বক্রিয়াপ্রবৃত্তিস্তস্মাদ্বলমেব প্রধানমধিকরণানাম্॥ ৩০

কেচিৎ কৃশাঃ প্রাণবন্তঃ স্থূলাশ্চাল্পবলা নরাঃ।
তস্মাৎ স্থিরত্বব্যায়ামৈর্বলং বৈদ্যঃ প্রতর্কয়েৎ॥ ৩১
সত্ত্বন্তু ব্যসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিস্থানেষ্ববিকল্পকরম্।
সত্ত্ববান্ সহতে সর্ব্বং সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
রাজসঃ স্তভ্যমানোঽন্যৈঃ সহতে নৈব তামসঃ॥ ৩২

প্রকৃতিং ভেষজোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ। সাত্ম্যানি তু দেশকালজাত্যৃতুরোগব্যায়ামোদকদিবাস্বপ্নপ্রভৃতীনি প্রকৃতিবিরুদ্ধান্যপি যান্যবাধকরাণি ভবন্তি॥ ৩৩

যো রসঃ কল্পতে যস্য সুখায়ৈব নিষেবিতঃ।
ব্যায়ামজাতমন্যদ্বা তৎ সাত্ম্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥ ৩৪

দেশস্ত্বানূপো জাঙ্গলঃ সাধারণ ইতি। তত্র বহূদকনিম্নোন্নতনদীবর্ষগহনো মৃদুশীতানিলো বহুমহাপর্ব্বতবৃক্ষো মৃদুসুকুমারোপচিতশরীরমনুষ্যপ্রায়ঃ কফবাতরোগভূয়িষ্ঠশ্চানূপঃ। আকাশসমঃ প্রবিরলাল্পকণ্টকিবৃক্ষপ্রায়োঽল্পবর্ষ-

---

ষোড়শ হইতে সপ্ততির মধ্যে যে বয়স, তাহাকে মধ্যবয়স বলা যায়; উহার চারি প্রকার ভেদ; বৃদ্ধি, যৌবন, সম্পূর্ণতা ও হানি। তন্মধ্যে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধির সময়, ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত (কোন কোন মতে বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত) যৌবন ও চল্লিশ পর্য্যন্ত সর্ব্বধাতু ইন্দ্রিয়, বল ও বীর্য্যের সম্পূর্ণতার কাল বলা যায়। চল্লিশের পর হইতে সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ বীর্য্যহানি হইয়া থাকে। সপ্ততির পর হইতে ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য ও উৎসাহ দিন দিন ক্ষীয়মাণ; বলী পলিত ও খালিত্যের আবির্ভাব; কাস, শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব কর্ত্তৃক অভিভব ও সর্ব্বকার্য্যে অসামর্থ্য হইয়া থাকে। ইহাকেই বৃদ্ধাবস্থা বলে। ইহাকে বৃষ্টিবাত্যাভিভূত জীর্ণ-গৃহের সহিত তুলনা করা যায় [কোন কোন মতে ষষ্টিবৎসরের পর হইতেই বৃদ্ধাবস্থা]। উত্তরোত্তর বয়সে ঔষধের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু সপ্ততি বর্ষের পর হইতে মাত্রা আবার হ্রাস করিতে হয়। তৎকালের মাত্রা বাল্যকালের ন্যায় [ষোড়শ বর্ষের ন্যায় ইতি নিবন্ধ]। ২৬। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে (২৯ পর্য্যন্ত) যথা;—বাল্যকালে শ্লেষ্মা, যৌবনে পিত্ত এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ২৭। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অগ্নি, ক্ষার ও বিরেচন প্রশস্ত নহে। আর যদিই অগ্নি, ক্ষার ও বিরেচন প্রয়োগ করা নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে আস্তে আস্তে মৃদু চিকিৎসা করিবে। ২৮। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দেহ তিন প্রকার;—স্থূল, কৃশ ও মধ্য। স্থূলকে কর্শন ও কৃশকে বৃংহণ চিকিৎসা করিতে হয়। আর মধ্য-দেহের রক্ষণ করিতে হয়। ২৯। পূর্ব্বে বলের গুণ বলা হইয়াছে। বল ও দৌর্ব্বল্য প্রকৃতি, দোষ ও জরাদি বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়। যেহেতু বলবানের প্রতি সমস্ত চিকিৎসাই খাটিয়া থাকে, অতএব বলই শরীরধারক ভাবদিগের মধ্যে প্রধান। ৩০। কোন কোন ব্যক্তি কৃশ হইলেও বলবান্ এবং কেহ বা স্থূল হইলেও অল্পবল হইয়া থাকে। অতএব শরীরের দার্ঢ্য ও পরিশ্রমশক্তি দেখিয়াই বৈদ্য মানুষের বল অনুমান করিবেন। ৩১। সত্ত্বগুণ (মনের বল) অমঙ্গল ও মঙ্গল উভয়স্থলেই অবিশেষ বোধ করাইয়া থাকে। সত্ত্ববান্ ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা মনের সংযম করিয়া সর্ব্বাবস্থা নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিয়া থাকে। রাজস ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক সংযত হইয়া সহিষ্ণুতা অভ্যাস করে [অর্থাৎ রাজস ব্যক্তির সহিষ্ণু হইতে হইলে অন্যের নিকট প্রবোধ ও উপদেশাদি আবশ্যক হয়]। তামস ব্যক্তি কিছুতেই সহিষ্ণু হইতে পারে না। ৩২। এক্ষণে শরীরের প্রকৃতি ও তদুপযোগী ঔষধের বিষয় বলিতেছি। দেশ, জাতি, ঋতু, রোগ, ব্যায়াম, উদক ও দিবাস্বপ্ন প্রভৃতি স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ হইলেও যদি পীড়াকর না হয়, তবে তাহার সাত্ম্য হইয়াছে বলা যায়। ৩৩। যে রস সেবন করিলে যাহার স্বাস্থ্যই হইয়া থাকে, তাহাকেই তাহার সাত্ম্য বলা যায়। এইরূপ ব্যায়াম বা অন্যান্য দ্রব্যও সাত্ম্য হইতে পারে। ৩৪। দেশ তিন প্রকার;—আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণ। যে দেশে বহু জল, বহু নিম্নোন্নত ভূমি, বহু নদী ও বহু বর্ষা; যে দেশের বায়ু মৃদু ও শীতল; যে দেশের স্থানে স্থানে বহু মহা পর্ব্বত (যেমন চট্টগ্রামে) এবং স্থানে স্থানে বহু মহা বৃক্ষ (যেমন সুন্দরবনে); যে দেশের মনুষ্যদিগের শরীর প্রায়ই মৃদু, সুকুমার ও পুষ্ট এবং যে দেশে বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক রোগই অধিক, তাহাকে আনূপ

প্রস্রবণোদপানোদকপ্রায় উষ্ণদারুণবাতঃ প্রবিরলাল্পশৈলঃ স্থিরকৃশশরীরমনুষ্যপ্রায়ো বাতপিত্তরোগভূয়িষ্ঠশ্চ জাঙ্গলঃ। উভয়দেশলক্ষণঃ সাধারণ ইতি॥ ৩৫

ভবন্তি চাত্র।

সমাঃ সাধারণে যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্ণমারুতাঃ।
দোষাণাং সমতা জন্তোস্তস্মাৎ সাধারণো মতঃ॥ ৩৬
ন তথা বলবন্তঃ স্যুর্জলজা বা স্থলাশ্রিতাঃ।
স্বদেশে নিচিতা দোষা অন্যস্মিন্ কোপমাগতাঃ॥ ৩৭
উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দেশকৃতং ভয়ম্।
আহারস্বপ্নচেষ্টাদৌ তদ্দেশস্য গুণে সতি॥ ৩৮
দেশপ্রকৃতিসাত্ম্যর্ত্তু-বিপরীতোঽচিরোত্থিতঃ।
সম্পত্তৌ ভিষগাদীনাং বলসত্ত্বায়ুষাং তথা॥
কেবলঃ সমদেহাগ্নেঃ সুখসাধ্যতমো গদঃ।
অতোঽন্যথা ত্বসাধ্যঃ স্যাৎ কৃচ্ছ্রো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ
ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ।
পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ॥ ৪০
গুণালাভেঽপি সপদি যদি সৈব ক্রিয়া হিতা।
কর্ত্তব্যৈব তদা ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমো যদি॥ ৪১
য এবমেনং বিধিমেকরূপং বিভর্ত্তি কালাদিবশেন ধীমান্।
স মৃত্যুপাশান্ জগতো গদৌঘাংশ্ছিনত্তি ভৈষজ্যপরশ্বধেন ৪২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে আতুরোপক্রমণীয়ো নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

দেশ কহে [যেমন বাঙ্গালা দেশ]। যে দেশের আকাশ সম অর্থাৎ ভূমি অনাবৃত ও সমতল, যে দেশে বৃক্ষ অধিক বিরল বা যথায় অল্প কণ্টকী বৃক্ষই দেখা যায়; যে দেশে প্রধানতঃ অল্প বর্ষা, অল্প প্রস্রবণ এবং অল্প জল অথচ তাহা রুক্ষজল, যে দেশের বায়ু উষ্ণ ও প্রখর; যে দেশে বিরল অল্প শৈল; যে দেশের মনুষ্যদিগের শরীর প্রধানতঃ দৃঢ় ও কৃশ এবং যে দেশে বাতপিত্ত রোগই অধিক, তাহাকে জাঙ্গল দেশ কহে [যেমন রাজপুতানা প্রভৃতির মরুময় প্রদেশ]। যে দেশে আনূপ ও জাঙ্গল উভয় লক্ষণই আছে, তাহাকে সাধারণ দেশই কহে [যেমন বিহার অঞ্চল]। ৩৫। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে (৩৬—৪২ দেখ);—যেহেতু সাধারণ দেশে শীত, বর্ষা, উষ্ণ ও বায়ুর সমতা এবং জীবদিগের দোষসমূহের সমতা আছে, সেই হেতু তাহাকে সাধারণ দেশ কহে। ৩৬। আনূপদেশজ শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ জাঙ্গলদেশে আনীত হইলে বলবান্ হইতে পারে না। আবার স্বীয় দেশের সঞ্চিত রোগ স্থানান্তরিত হইলে কুপিত হইতে পারে না। ৩৭। যে দেশে যে দোষ প্রবল, সে দেশে সেই দোষের বিপরীত আহার নিদ্রা ও চেষ্টাদি পালন করিতে থাকিলে সে দোষ কুপিত হয় না। ৩৮। দেশ-বিপরীত (যথা;—জাঙ্গলদেশে কফ রোগের উৎপত্তি), প্রকৃতি-বিপরীত (যথা;—পিত্তপ্রকৃতির কফরোগোৎপত্তি), সাত্ম্য-বিপরীত (যথা;—কটুসাত্ম্য ব্যক্তির কফরোগোৎপত্তি) এবং ঋতু-বিপরীত (যথা;—শরৎকালে বাতিক রোগের উৎপত্তি) রোগের উৎপত্তি হইলে, তাহা অল্পদিনের হইলে এবং চিকিৎসক প্রভৃতির সদ্ভাব ও রোগীর বল, সত্ত্ব ও আয়ু থাকিলে; তাহা সুখসাধ্য হয়। ইহার বিপরীত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। আর উক্ত সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ সম্মিলিত থাকিলে সে রোগ কষ্টসাধ্য হয়। ৩৯। এক প্রকার ক্রিয়ার ফল না হইলে, অন্য প্রকার ক্রিয়া (ঔষধাদি প্রয়োগ) করিবে। [টীকাকারেরা বলেন যে, পাঁচ বা ছয় দিন অপেক্ষা করিয়া পরে অন্য ক্রিয়া করিবে]। কিন্তু পূর্ব্ব ক্রিয়ার বেগ শান্ত না হইলে (অর্থাৎ এক দিন অপেক্ষা না করিয়া), দ্বিতীয় ক্রিয়া করিবে না। ক্রিয়াসঙ্কর [ভাষায় ইহাকেই বৈদ্য সঙ্কট কহে] ভাল নহে। [টীকাকারেরা কহেন যে, যে ক্রিয়া এক সপ্তাহ করা যায়, তাহাই সাত্ম্য হইয়া থাকে]। ৪০। আর যদি ব্যাধি অতিশয় কষ্টসাধ্য হয়, তবে ফল সহসা না হইলেও, সেই ক্রিয়াই কর্ত্তব্য। ৪১। যে ধীমান্ বৈদ্য দেশ-কালাদি বিবেচনা করিয়া এইরূপ বিধির অনুসরণপূর্ব্বক চিকিৎসা করেন, তিনি ভৈষজ্যরূপ কুঠার দ্বারা জগতের মৃত্যু-পাশস্বরূপ রোগসমূহকে ছেদন করিয়া থাকেন। ৪২।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতো মিশ্রকমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ ভদ্রদারু মহৌষধম্।
অহিংস্রা চৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোফহৃৎ॥ ২
দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা।
শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে প্রলেপঃ পিত্তশোফহৃৎ।
আগন্তুজে রক্তজে চ এষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

মিশ্রক।

অনন্তর আমরা মিশ্রক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [ঔষধদিগের গণকে মিশ্রক কহে]। ১। মাতুলুঙ্গ (গোঁড়া নেবুর মূল), অগ্নিমন্থ (গণিয়ারির মূল), দেবদারু, শুঁঠ, অহিংস্রা (কালি-ওকড়া) ও রাস্নার প্রলেপ বাতশোথ-নাশক। ২। দূর্ব্বা, নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং সমস্ত শীতল গণই পিত্তশোথনাশক। আগন্তুজ ও রক্তজ শোথেও শীতল প্রলেপ হিতকর। ৩। বিষজ শোথে

বিধির্বিষঘ্নো বিষজে পিত্তঘ্নোঽপি হিতস্তথা ॥ ৪
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ কালা সরলয়া সহ।
একৈশিকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোফহৃৎ ॥ ৫
এতে বর্গাস্ত্রয়ো লোধ্রং পথ্যা পিণ্ডীতকানি চ।
অনন্তা চেতি লেপোঽয়ং সান্নিপাতিকশোফহৃৎ ॥ ৬
স্নিগ্ধাম্ললবণো বাতে কোষ্ণঃ শীতঃ পয়োযুতঃ।
পিত্তে চোষ্ণঃ কফে ক্ষারমূত্রাঢ্যস্তৎপ্রশান্তয়ে ॥ ৭
শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
শক্তবঃ কিণ্বমতসী দ্রব্যাণ্যুষ্ণানি পাচনম্ ॥ ৮
চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতগৃধ্রকঙ্কাণাং পুরীষাণি চ দারণম্ ॥ ৯
ক্ষারদ্রব্যাণি বা যানি ক্ষারো বা দারণং পরম্।
দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানাঞ্চ ত্বঙ্মূলানি প্রপীড়নম্।
যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ ॥ ১০
শঙ্খিন্যঙ্কোঠসুমনঃ-করবীরসুবর্চ্চলাঃ।
শোধনানি কষায়াণি বর্গশ্চারগ্বধাদিকঃ ॥ ১১
অজগন্ধাজশৃঙ্গী চ গবাক্ষী লাঙ্গলাহ্বয়া।
পূতীকশ্চিত্রকঃ পাঠা বিড়ঙ্গৈলাহরেণবঃ।
কটুত্রিকং যবক্ষারো লবণানি মনঃশিলা ॥

কাসীসং ত্রিবৃতা দন্তী হরিতালং সুরাষ্ট্রজা।
সংশোধনীনাং বর্ত্তীনাং দ্রব্যাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১২
এতৈরেবৌষধৈঃ কুর্য্যাৎ কল্কানপি চ শোধনান্।
কাসীসকটুরোহিণ্যোর্জাতীকন্দহরিদ্রয়োঃ।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টেষু চাঙ্গেষু কুর্য্যাৎ তৈলঘৃতানি বৈ ॥ ১৩
অর্কোত্তমাং সুধাক্ষীরং পিষ্ট্বা ক্ষারোত্তমামপি।
জাতীমূলং হরিদ্রে দ্বে কাসীসং কটুরোহিণীম্।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টানি চান্যানি কুর্য্যাৎ সংশোধনং ঘৃতম্ ॥ ১৪
ময়ূরকো রাজবৃক্ষো নিম্বঃ কোষাতকী তিলাঃ।
বৃহতী কণ্টকারী চ হরিতালং মনঃশিলা।
শোধনানি চ যোজ্যানি তৈলে দ্রব্যাণি শোধনে ॥ ১৫
কাসীসে সৈন্ধবে কিণ্বে বচায়াং রজনীদ্বয়ে।
শোধনাঙ্গেষু চান্যেষু চূর্ণং কুর্ব্বীত শোধনম্ ॥ ১৬
সালসারাদিসারেষু পটোলত্রিফলাসু চ।
রসক্রিয়া বিধাতব্যা শোধনী শোধনেষু চ ॥ ১৬
শ্রীবেষ্টকে সর্জ্জরসে সরলে দেবদারুণি।
সারেষপি চ কুর্ব্বীত মতিমান্ ব্রণধূপনম্ ॥ ১৮
কষায়াণামনুষ্ণানাং বৃক্ষাণাং ত্বক্ষু সাধিতম্।
শৃতশীতং কষায়ং বা রোপণার্থেষু শস্যতে ॥ ১৯

বিষঘ্ন বিধি হিতকর। আর ইহাতে পিত্তঘ্ন বিধিও হিতকর হইয়া থাকে, (কারণ বিষ মাত্রেই প্রায় পিত্তকোপক হইয়া থাকে)। ৪। অজগন্ধা (যমানী), অশ্বগন্ধা, কালা (কালিওকড়া), অসরলা (অরুণত্রিবিৎ), একৈশিকা (শুক্ল মূলা ত্রিবৃৎ) ও অজশৃঙ্গীর প্রলেপ শ্লেষ্মশোথনাশক। ৫। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রকরণোক্ত বর্গ এবং লোধ্র, হরীতকী, মদনফল ও অনন্তমূলের প্রলেপ সান্নিপাতিক-শোথনাশক। ৬। বাতে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ অথচ ঈষদুষ্ণ প্রলেপ হিতকর। পিত্তে শীতল ও দুগ্ধযুক্ত প্রলেপ হিতকর। কফে উষ্ণ ও ক্ষারমূত্রযুক্ত প্রলেপ হিতকর। ৭। শণ ফল, মূলক-ফল, সজিনা-ফল, তিল, সর্ষপ, শক্তু, কিণ্ব ও মসিনার প্রলেপ উষ্ণ করিয়া দিলে শোথ পাচন হয়। ৮। চিরবিল্ব (কাঁটা করঞ্জ), অগ্নিক (কেহ বলেন, ভল্লাতক; কেহ বলেন, বিষলাঙ্গলী), দন্তী, চিতার মূল, করবীর এবং কপোত (বনবাসী কপোত। ঘুঘু), গৃধ্র ও কঙ্ক ইহাদিগের পুরীষ শোথ-বিদারণ। ৯। ক্ষারদ্রব্য (যথা;—ঘণ্টাপারুল প্রভৃতি দ্রব্য) ও ক্ষার উৎকৃষ্ট শোথ-দারণ হয়। শাল্মলী, শেলু ও বটাদি পিচ্ছিল দ্রব্যসমূহের ত্বক্ ও মূল ব্রণপীড়ন হয়। এইরূপ সংক্ষেপতঃ যব, গোধূম ও মাষকলায়ের চূর্ণও ব্রণপীড়ন হইয়া থাকে। ১০। শঙ্খিনী ("যবতিক্তা-ভেদ"। যবতিক্তা "কালমেঘ"), অঙ্কোট (আঁকোড়), সুমনাঃ (জাতী), করবীর ও সুবর্চ্চলার (সূর্য্যাবর্ত্তের) কষায় এবং আরগ্বধাদি গণ ব্রণশোধন। ১১। অজগন্ধা (যমানী), অজশৃঙ্গী, গবাক্ষী (রাখালশসা), বিষলাঙ্গলিয়া, পূতীক (নাটাকরঞ্জ), চিতা, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, এলা, রেণুকা, ত্রিকটু, যবক্ষার, লবণসমূহ, মনঃশিলা, কাসীস (হিরাকস), ত্রিবৃৎ, দন্তী, হরিতাল ও সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা এই সমস্ত দ্রব্যে সংশোধনী বর্ত্তি প্রস্তুত হয়। ১২। আবার এই সকল (অর্থাৎ অজগন্ধা প্রভৃতি) দ্রব্যের কল্কই শোধন তৈল বা ঘৃতসমূহের কল্কনার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আবার এই সকল দ্রব্যের কাথ এবং কাসীস ও কটকীর কল্ক বা জাতীমূল ও হরিদ্রার কল্ক দ্বারাও তৈল ঘৃত প্রস্তুত করিয়া শোধনার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ১৩। অর্ক। আকন্দমূল), উত্তমা (ত্রিফলা), মনসার ক্ষীর, প্রধান প্রধান ক্ষারদ্রব্য, জাতীমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিরাকস, কটকী ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য দ্রব্যের কল্ক দ্বারাও সংশোধন ঘৃত প্রস্তুত করা যায়। ১৪। ময়ূরক (আপাং), রাজবৃক্ষ (সোঁদাল) নিমছাল, কোষাতকী (ঘোষা), তিল, বৃহতী, কণ্টিকারী, হরিতাল, মনঃশিলা এবং শোধন বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এরূপ দ্রব্য সকল শোধন-তৈলে কল্কার্থ প্রয়োগ করিবে। ১৫। কাসীস, সৈন্ধব, কিণ্ব, বচ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এবং অন্যান্য শোধনীয় গণসমূহ, যোগে শোধনচূর্ণ প্রস্তুত করিবে। ১৬। শোধনকার্য্যে সালসারাদি গণ এবং পলতা ও ত্রিফলার রসক্রিয়া (ঘনীভূত কাথ। ইংরাজীতে রসক্রিয়াকে এক্স্ট্রাক্ট কহে) শোধনীরূপে ব্যবহার করা যায়। ১৭। শ্রীবেষ্টক (সরলনির্যাস), সর্জ্জরস (ধুনা), সরলকাষ্ঠ ও দেবদারুর সারেও বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রণধূপন করা যায়। ১৮। ন্যগ্রোধাদি অনুষ্ণ কষায়-বৃক্ষগণের ত্বকে কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল করিয়া রোপণার্থে প্রয়োগ করিবে। ১৯।

সোমামৃতাশ্বগন্ধাসু কাকোল্যাদৌ গণে তথা।
ক্ষীরিপ্ররোহেম্বপি চ বর্ত্তয়ো রোপণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০
সমঙ্গা সোমসরলা সোমবল্কা সচন্দনা।
কাকোল্যাদিশ্চ কল্কঃ স্যাৎ প্রশস্তো ব্রণরোপণে ॥ ২১
পৃথক্‌পর্ণ্যাত্মগুপ্তা চ হরিদ্রে মালতী সিতা।
কাকোল্যাদিশ্চ যোজ্যঃ স্যাৎ প্রশস্তো রোপণে ঘৃতে ॥২২
কালানুসার্য্যাগুরুণী হরিদ্রে দেবদারু চ।
প্রিয়ঙ্গবশ্চ রোধ্রঞ্চ তৈলে যোজ্যানি রোপণে ॥ ২৩
কঙ্গুকা ত্রিফলা রোধ্রং কাসীসং শ্রবণাহ্বয়া।
ধবাশ্বকর্ণয়োস্ত্বক্ চ রোপণং চূর্ণমিষ্যতে ॥ ২৪
প্রিয়ঙ্গুকা সর্জ্জরসঃ পুষ্পং কাসীসমেব চ।
ত্বক্‌চূর্ণং ধবজঞ্চৈব রোপণার্থং প্রশস্যতে ॥ ২৫
ত্বক্ষু ন্যগ্রোধবর্গস্য ত্রিফলায়াস্তথৈব চ।
রসক্রিয়াং রোপণার্থে বিদধীত যথাক্রমম্ ॥ ২৬
অপামার্গোঽশ্বগন্ধা চ তালপত্রী সুবর্চ্চলা।
উৎসাদনে প্রশস্যন্তে কাকোল্যাদিশ্চ যো গণঃ ॥ ২৭
কাসীসং সৈন্ধবং কিণ্বং কুরুবিন্দো মনঃশিলা।
কুক্কুটাণ্ড-কপালানি সুমনোমুকুলানি চ।
ফলে শৈরীষ-কারঞ্জে ধাতুচূর্ণানি যানি চ।
ব্রণেষূৎসন্নমাংসেষু প্রশস্তান্যবসাদনে ॥ ২৮

সোম (সোমবল্ক বা কট্‌ফল। কোন কোন মতে ব্রাহ্মী), গোলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, কাকোল্যাদি গণ এবং ক্ষীরী বৃক্ষগণের অঙ্কুরে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রোপণ করা যায়। ২০। সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), সোম (ব্রাহ্মী), সরলকাষ্ঠ, সোমবল্ক (কট্‌ফল), চন্দন (রক্তচন্দন) এবং কাকোল্যাদির কল্ক ব্রণরোপণে প্রশস্ত। ২১। চাকুলে, আলকুশী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতী (জাতী), সিতা (শর্করা বা শ্বেত-দূর্ব্বা) ও কাকোল্যাদি গণের সহিত সংস্কৃত ঘৃত রোপণ-কর্ম্মে প্রশস্ত। ২২। কালানুসার্য্যা (তগর। কোন কোন মতে শৈলজ), অগুরু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও লোধ রোপণ-কর্ম্মে যোজ্য। ২৩। কঙ্গুক (কাঙ্গনীধান), ত্রিফলা, লোধ্র, হিরাকস, শ্রাবণী, মহা-শ্রাবণী, ধব ও অশ্বকর্ণের চূর্ণ রোপণ হইয়া থাকে। ২৪। প্রিয়ঙ্গু, সর্জ্জরস (ধুনা), পুষ্পকাসীস ও ধবের ত্বক্‌চূর্ণ রোপণার্থ প্রশস্ত। ২৫। বটাদি গণের ত্বক্ ও ত্রিফলার ত্বকে রসক্রিয়া প্রস্তুত করিয়া যথাক্রমে রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে [যথাক্রমে অর্থাৎ প্রথমে বটাদির রসক্রিয়া ও শেষে ত্রিফলার রসক্রিয়া প্রয়োগ করিবে]। ২৬। অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, তালমূলী ও সুবর্চ্চলা এবং বক্ষ্যমাণ কাকোল্যাদি গণ উৎসাদনে প্রশস্ত। ২৭। কাসীস, সৈন্ধব, কিণ্ব, কুরুবিন্দ (পদ্মরাগ-মণি), মনঃশিলা, কুক্কুটাণ্ডের খোসা, কপাল (খোলামকুচি), জাতীমুকুল, শিরীষ-ফল ও করঞ্জ-ফল এবং ধাতুচূর্ণসমূহ উন্নত-মাংসস্থ ব্রণের অবসাদনার্থ (নিম্নীকরণার্থ) প্রশস্ত। ২৮। বর্গোক্ত সমস্ত ঔষধ বা

সমস্তং বর্গমর্দ্ধং বা যথালাভমথাপি বা।
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞো যথোদ্দিষ্টেষু কর্ম্মসু ॥ ২৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে মিশ্রকো নাম
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভূমিপ্রবিভাগীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

শ্বভ্রশর্করাশ্মবিষমবল্মীকশ্মশানাঽঘাতনদেবতায়তনসিকতাভিরনুপহতামনূষরামভঙ্গুরামদূরোদকাং স্নিগ্ধাং প্ররোহবতীং মৃদ্বীং স্থিরাং সমাং কৃষ্ণাং গৌরীং লোহিতাং বা ভূমিমৌষধগ্রহণায় পরীক্ষেত। তস্যাং জাতমপি কৃমিবিষশস্ত্রাতপপবনদহনতোয়সম্বাধমার্গৈরনুপহতমেকরসং পুষ্টং পৃথ্ববগাঢ়মূলমুদীচ্যাঞ্চৌষধমাদদীতেত্যোষধভূমিপরীক্ষাবিশেষঃ সামান্যঃ ॥ ২

বিশেষতস্তু—তত্রাশ্মবতী স্থিরা গুর্ব্বী শ্যামা কৃষ্ণা বা স্থূলবৃক্ষশস্যপ্রায়া স্বগুণভূয়িষ্ঠা। স্নিগ্ধা শীতলাসন্নোদকা

ঐ সকল ঔষধের অর্দ্ধেক বা যতগুলি পাওয়া যায়, একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহে প্রয়োগ করা যাইতে পারে একটী পাইলে সেই একটীই প্রয়োগ করা যায়]। ২৯

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

ভূমিপ্রবিভাগীয়।

অনন্তর আমরা ভূমি-প্রবিভাগীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। যে ভূমিতে মহাগর্ত্ত, খোলামচূর্ণ, প্রস্তর, উচ্চাবচতা, শ্মশান, অঘাতন (বধস্থান), দেবালয় ও সিকতার প্রাচুর্য্য নাই, যাহা ঊষর নহে, ভঙ্গুর নহে; যাহা অদূরোদক, স্নিগ্ধ (চিক্কণ। অর্থাৎ অতিশয় রুক্ষ নহে), অঙ্কুরবতী, মৃদু, দৃঢ় (অর্থাৎ কর্দ্দমবৎ তরল নহে), সমতল এবং কৃষ্ণ, গৌর বা লোহিত, তাহা হইতেই ঔষধ গ্রহণ করিবে। [এস্থলে অদূরোদক শব্দে অদূর-জল অর্থাৎ যে ভূমি হইতে জল বহুদূরে নাই; এইরূপ অর্থই বোধ হয়]। আবার, ঔষধ ঐরূপ ভূমিতে জাত হইলেও যদি কৃমি বিষ শস্ত্র আতপ পবন দহন বা অতি জনাকীর্ণতা বা লোক-যাতায়াতের পথকর্ত্তৃক দূষিত না হয়, তবেই প্রশস্ত হইয়া থাকে। ঔষধ একরস (উৎকৃষ্ট রস), পরিপুষ্ট ও অবগাঢ়-মূল (ভূরিপ্রবিষ্টমূল) হওয়া আবশ্যক। উত্তরাভিমুখ হইয়া ঔষধ তুলিতে হয়। এইরূপে সামান্যতঃ ঔষধ পরীক্ষার বিষয় বিবৃত হইল। ২। বিশেষ এই যে ঐ সকল ভূমির মধ্যে প্রস্তরময়, দৃঢ়, গুরুগুণবিশিষ্ট শ্যাম, কৃষ্ণ এবং স্থূলবৃক্ষবহুল ও স্থূলশস্যবহুল ভূমি পৃথ্বীগুণ-

স্নিগ্ধশস্যতৃণকোমলবৃক্ষপ্রায়া শুক্লাম্বুগুণভূয়িষ্ঠা। নানাবর্ণা লঘ্বশ্মবতী প্রবিরলাল্পপাণ্ডুবৃক্ষপ্ররোহা অগ্নিগুণভূয়িষ্ঠা। রূক্ষা ভস্মরাসভবর্ণা তনুরূক্ষকোটরাল্পরসবৃক্ষপ্রায়া অনিলগুণভূয়িষ্ঠা। মৃদ্বী সমা শ্বভ্রবত্যব্যক্তরসজলা সর্ব্বতোঽসারবৃক্ষা মহাপর্ব্বতবৃক্ষপ্রায়া শ্যামা চাকাশগুণভূয়িষ্ঠা॥ ৩

অত্র কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ। প্রাবৃড়্বর্ষাশরদ্ধেমন্তবসন্তগ্রীষ্মেষু যথাসংখ্যং মূলপত্রত্বক্ক্ষীরসারফলান্যাদদীতেতি। তত্তু ন সম্যক্; কস্মাৎ? সৌম্যাগ্নেয়ত্বাজ্জগতঃ। সৌম্যান্যৌষধানি সৌম্যেষৃতুষ্বাদদীতাগ্নেয়ান্যাগ্নেয়েষ্বেবমব্যাপন্নগুণানি ভবন্তি। সৌম্যান্যৌষধানি সৌম্যেষু ঋতুষু গৃহীতানি সোমগুণভূয়িষ্ঠায়াং ভূমৌ জাতান্যতিমধুরস্নিগ্ধশীতানি জায়ন্তে। এতেন শেষং ব্যাখ্যাতম্॥ ৪

তত্র পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠায়াং ভূমৌ জাতানি বিরেচনদ্রব্যাণ্যাদদীত, অগ্ন্যাকাশমারুতগুণভূয়িষ্ঠায়াং বমনদ্রব্যাণি। উভয়গুণভূয়িষ্ঠায়ামুভয়তোভাগানি। আকাশগুণভূয়িষ্ঠায়াং সংশমনান্যেবং বলবত্তরাণি ভবন্তি সর্ব্বাণ্যেব চাভিনবানি॥ ৫

বিড়ঙ্গং পিপ্পলী ক্ষৌদ্রং সর্পিশ্চাপ্যনবং হিতম্।
শেষমন্যত্বভিনবং গৃহ্নীয়াদ্দোষবর্জ্জিতম্॥ ৬

সর্ব্বাণ্যেব সক্ষীরাণি বীর্য্যবন্তি, তেষামসম্পত্তাবনতিক্রান্তসংবৎসরাণ্যাদদীতেতি॥ ৭

ভবন্তি চাত্র।

গোপালাস্তাপসা ব্যাধা যে চান্যে বনচারিণঃ।
মূলাহারাশ্চ যে তেভ্যো ভেষজব্যক্তিরিষ্যতে॥ ৮
সর্ব্বাবয়বসাধ্যেষু পলাশলবণাদিষু।
ব্যবস্থিতো ন কালোঽস্তি তত্র সর্ব্বো বিধীয়তে॥ ৯
গন্ধবর্ণরসোপেতা ষড়্বিধা ভূমিরিষ্যতে।
তস্মাদ্ভূমিস্বভাবেন বীজিনঃ ষড়্রসাযুতাঃ॥ ১০
অব্যক্তঃ কিল তোয়স্য রসো নিশ্চয়নিশ্চিতঃ।
রস এব স চাব্যক্তো ব্যক্তো ভূমিরসাদ্ভবেৎ॥ ১১
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ভূমিঃ সাধারণী স্মৃতা।
দ্রব্যাণি যত্র তত্রৈব তদ্গুণানি বিশেষতঃ॥ ১২

ভূয়িষ্ঠ। স্নিগ্ধ, শীতল, জলসন্নিকট, স্নিগ্ধশস্যতৃণবিশিষ্ট, কোমল-বৃক্ষবহুল ও শুক্লভূমি অম্বুগুণ-ভূয়িষ্ঠ। যাহা নানাবর্ণ, লঘুগুণবিশিষ্ট, প্রস্তরময়, বিরল অথচ অল্প ও পাণ্ডুবর্ণ বৃক্ষ ও অঙ্কুরবিশিষ্ট তাহা অগ্নিগুণ-ভূয়িষ্ঠ। যে ভূমি রূক্ষ, ভস্মবর্ণ বা গর্দ্দভবর্ণ এবং তনু-রূক্ষ কোটর ও অল্পরস বৃক্ষ সমূহেই প্রধানত আশ্রিত, তাহা বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ। যে ভূমি মৃদু, সমতল, মহাগর্ত্তসমূহ-বিশিষ্ট, অব্যক্তরস, অব্যক্তজল, সর্ব্বতঃ অসার বৃক্ষসমূহে আশ্রিত অথচ যাহাতে প্রায়ই মহাপর্ব্বত ও মহাবৃক্ষসমূহ দৃষ্ট হয় ও যাহা শ্যামবর্ণ, তাহা আকাশগুণভূয়িষ্ঠ। ৩। এস্থলে কোন কোন আচার্য্য কহেন যে, প্রাবৃট্, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে মূল, পত্র, ত্বক্, ক্ষীর সার ও ফল গ্রহণ করিবে। কিন্তু এ কথা সম্যক্ (ঠিক) নহে। কেননা দ্রব্য সকল সোমগুণ ও আগ্নেয় ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সোমগুণবিশিষ্ট ঔষধ সকল সোমগুণ বিশিষ্ট ঋতুসমূহে ও আগ্নেয় ঔষধসমূহ আগ্নেয় ঋতুসমূহে গ্রহণ করিলে তাহাদের গুণের ব্যাঘাত হয় না। সৌম্য ঔষধ সকল সৌম্য ঋতুসমূহে গৃহীত ও সোমগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত হইলে অতিশয় মধুর স্নিগ্ধ ও শীতল হয়। এইরূপে সবিস্তার ব্যাখ্যা করা হইল। ৪। তন্মধ্যে বিরেচন দ্রব্য সকল পৃথিবীগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত হইলেই গ্রহণ করা ভাল। বমন দ্রব্য সকল অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত হইলেই গ্রহণ করা ভাল। উভয়-গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ বমন ও বিরেচন গুণবিশিষ্ট, দ্রব্য সকল উভয়-গুণবিশিষ্ট (অর্থাৎ জলগুণভূয়িষ্ঠ ও অগ্ন্যাদি-গুণভূয়িষ্ঠ) ভূমিতে জাত হইলেই গ্রহণ করা ভাল। সংশমন ঔষধ সকল আকাশ-গুণভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত হইলেই ভাল হয়। এইরূপে গ্রহণ করিলে ঔষধ বলবত্তর হইয়া থাকে। অপর সকল ঔষধই অভিনব (অর্থাৎ টাটকা) হওয়া উচিত। ৫। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে। বিড়ঙ্গ, পিপুল, মধু ও ঘৃত পুরাতন ভাল। অন্যান্য ঔষধ অভিনব ও দোষবর্জ্জিত হইলেই ভাল হয়। [এখানে 'ঘৃত' স্থলে 'ধন্যা' পাঠ হইলে সঙ্গত হইত, কারণ সকল ঔষধে পুরাতন ঘৃত ব্যবহার নাই]। ৬। সকল দ্রব্যই সরস থাকিতে উত্তোলন করা উচিত, তাহা হইলেই বীর্য্যশালী হয়। তদভাবে সংবৎসরের অনতীত দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। [এস্থলে সাধারণ মত এই যে, সকল দ্রব্যই কাঁচা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তাহা সঙ্গত বোধ হয় না; অথবা উদাহরণার্থ দেখ, "গুড়ূচ্যাদি" চূর্ণে কাঁচা দ্রব্য ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। চূর্ণমাত্রেই এইরূপ আপত্তি হয় অর্থাৎ সে স্থলে কাঁচা দ্রব্য ব্যবহার করা যায় না]। ৭। অনন্তর কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা যাইতেছে;—গোপাল, তাপস, ব্যাধ ও অন্যান্য বনচারীদিগকে এবং যাহারা মূল ভোজন করে এরূপ লোকদিগকে ঔষধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে হয়। ৮। যে সকল দ্রব্যের সর্ব্বাঙ্গই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়—যেমন পলাশ (পত্র) ও লবণপ্রভৃতি—সেই সকল দ্রব্য সর্ব্বকালেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ৯। ষড়্বিধ ভূমিই গন্ধ, বর্ণ ও রস-যুক্ত হওয়া উচিত। আর ভূমি ষড়্বিধ বলিয়া বীজোৎপন্ন দ্রব্যসমূহও ছয় রসে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ১০। জলের রস অব্যক্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। সেই অব্যক্তরস জলই ভূমিরসসহকারে মধুরাদিরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ১১। ভূমি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন হইলেই তাহাকে সাধারণী বলে। যে ভূমিতে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সে দ্রব্য সেই ভূমির ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। ১২। দ্রব্য নূতন বা পুরাতন হউক,

বিগন্ধেনাপরাস্পৃষ্টমবিপন্নং রসাদিভিঃ।
নবং দ্রব্যং পুরাণং বা গ্রাহ্যমেব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৩
জঙ্গমানাং বয়স্থানাং রক্তরোমনখাদিকম্।
ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারেষু সংহরেৎ ॥ ১৪
প্লোতমৃদ্ভাণ্ডফলক-শঙ্কুবিন্যস্তভেষজম্।
প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌ ভেষজাগারমিষ্যতে ॥ ১৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে ভূমিপ্রবিভাগীয়ো নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতো দ্রব্যসংগ্রহণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

সমাসেন সপ্তত্রিংশদ্দ্রব্যগণা ভবন্তি। তদ্যথা—বিদারিগন্ধা বিদারী সহদেবা বিশ্বদেবা শ্বদংষ্ট্রা পৃথক্‌পর্ণী শতাবরী সারিবা কৃষ্ণসারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্রসহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরণ্ডৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যৃষভী চেতি।

বিদারিগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
শোষগুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধশ্বাসকাসবিনাশনঃ ॥ ২

আরগ্বধমদনগোপঘোণ্টাকণ্টকীকুটজপাঠাপাটলামূর্ব্বেন্দ্রযবসপ্তপর্ণনিম্বকুরুণ্টকদাসীকুরুণ্টকগুড়ূচীচিত্রকশার্ঙ্গেষ্টাকরঞ্জদ্বয়পটোলকিরাততিক্তকানি সুষবী চেতি ॥

আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ।
মেহকুষ্ঠজ্বরবমীকণ্ডূঘ্নো ব্রণশোধনঃ ॥ ৩

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জ্জমেষশৃঙ্গীতিনিশচন্দনকুচন্দনশিংশপাশিরীষাসনধবার্জ্জুনতালশাকনক্তমালপূতীকাশ্বকর্ণাগুরূণি কালীয়কঞ্চেতি।

সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ।
মেহপাণ্ডাময়হরঃ কফমেদোবিশোষণঃ ॥ ৪

বরুণার্ত্তগলশিগ্রুমধুশিগ্রুতর্কারীমেষশৃঙ্গীপূতিকনক্তমালমোরটাগ্নিমন্থ-শৈরীয়কদ্বয়-বিম্বীবসুকবসির-চিত্রক-শতাবরী-বিল্বাজশৃঙ্গীদর্ভা বৃহতীদ্বয়ঞ্চেতি।

বরুণাদির্গণো হ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ।
বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্ ॥ ৫

বিগতগন্ধ ও রসাদি সম্বন্ধে দূষিত না হইলেই গ্রহণ করা উচিত। ১৩। জঙ্গম অথচ বয়ঃস্থ (যুবা) জন্তুদিগের রক্ত, রোম ও নখাদি প্রশস্ত। জন্তুরা আহার জীর্ণ হইবার পর, তাহার ক্ষীর, মূত্র ও পুরীষ গ্রহণ করিতে হয়। ১৪। প্রশস্ত শুচি (অর্থাৎ পূর্ব্ব বা উত্তর) দিকে ঔষধালয় স্থাপন করা উচিত। আর ঔষধ প্লোত (বস্ত্রখণ্ড), মৃদ্ভাণ্ড, কাষ্ঠফল ও কীলকের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। ১৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দ্রব্যসংগ্রহণীয়।

অনন্তর আমরা দ্রব্যসংগ্রহণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। সংক্ষেপে দ্রব্যগণ সাঁইত্রিশ প্রকার। যথা;—বিদারীগন্ধা (শালপানী), বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), সহদেবা (নীলপুষ্প বলা), বিশ্বদেবা (নাগবলা), গোক্ষুর, চাকুলে, শতাবরী, সারিবা (অনন্তমূল), কৃষ্ণসারিবা (শ্যামালতা), জীবক, ঋষভক, মহাসহা (মাষপর্ণী), ক্ষুদ্রসহা (মুদ্গপর্ণী), বৃহতী, কণ্টকারিকা, পুনর্নবা, এরণ্ড, হংসপাদী ("হংসপাদাকারপত্রা পীতপুষ্পা জলমুক্তদেশজাতা হংসপাই ইতি খ্যাতা" হংসপাদীই গোয়ালিয়া লতা।), বৃশ্চিকালী (বিছুটী) ও আলকুশী। এই বিদারীগন্ধাদি গণ পিত্ত-বায়ুনাশক। আর ইহা শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাস-বিনাশন। ২।

আরগ্বধ (সোঁদাল), ময়না, গোপঘণ্টা (বঁইচ), কণ্টকী (কণ্টকারিকা), কুড়চী, আকনাদি, পারুল, মূর্ব্বা (মুগরো), ইন্দ্রযব, সপ্তপর্ণ (ছাতিম), নিম্ব, ঝিণ্টী, নীলপুষ্প ঝিণ্টী, গোলঞ্চ, চিতার মূল, শার্ঙ্গেষ্টা (কাকজঙ্ঘা বা কাকমাচী বা গুঞ্জা), নাটাকরঞ্জ ও ডহরকরঞ্জ, পলতা, চিরেতা ও সুষবী (করলা)। এই আরগ্বাদি গণ শ্লেষ্মনাশক ও বিষনাশক এবং মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডুনাশক এবং ব্রণশোধক। ৩। স্লালের সার, অজকর্ণ শাল, খদির, কদর (শ্বেতখদির), কালস্কন্ধ (তমাল), ক্রমুক (সুপারী), ভূর্জ্জ, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, কুচন্দন (রক্তচন্দন), শিংশপা (শাঁই), শিরীষ, অসন (পীতশাল), ধব, অর্জ্জুন, তাল, শাক (শেগুন), নক্তমাল (ডহরকরঞ্জ), পূতীক (নাটাকরঞ্জ), অশ্বকর্ণ (শালভেদ), অগুরু ও কালীয়ক। এই সালসারাদি-গণ কুষ্ঠনাশক, মেহ-পাণ্ডুরোগনাশক এবং কফ-মেদোবিনাশক। ৪। বরুণ, আর্ত্তগল (অর্জ্জুন। "ইহা সুগন্ধমূল। পূর্ব্বদেশে কংবহা ইতি প্রসিদ্ধ।"), সজিনা, মধুশিগ্রু (রক্তসজিনা), তর্কারী (জয়ন্তী), মেষশৃঙ্গী, পূতীক (নাটাকরঞ্জ), নক্তমাল (ডহরকরঞ্জ), মোরট, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), শৈরীয়কদ্বয় (নীলপুষ্প ঝিণ্টী ও পীতপুষ্প ঝিণ্টী), বিম্বী (তেলাকুচ), বসুক ("বকপুষ্প। কোন কোন মতে আকন্দ"), বসির, চিতা, শতমূলী, বিল্ব, অজশৃঙ্গী (মেষশৃঙ্গীভেদ), দর্ভ (কুশ), বৃহতী ও কণ্টকারী। [নিবন্ধ ও ভানুমতী উভয়েই বলেন যে, মোরট শব্দে হস্তিকর্ণ-পলাশকেও বুঝায়। কিন্তু চরকে হস্তিকর্ণী ও মোরটের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। হস্তিকর্ণীই যে হস্তিপর্ণী, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। মোরট শব্দে ইক্ষুমূল। চক্রদত্ত এক স্থলে কহিয়াছেন যে, মোরট বৃক্ষবিশেষ। বসির শব্দে কেহ বলেন অপামার্গ, কেহ বলেন সূর্য্যাবর্ত্ত]। উক্ত বরুণাদি গণ

বীরতরুসহচরদ্বয়দর্ভ-বৃক্ষাদনীগুন্দ্রানলকুশ-কাশাশ্মভেদ-কাগ্নিমন্থমোরটাবসুকবসিরভল্লুককুরণ্টকেন্দীবরকপোতবঙ্কাঃ শ্বদংষ্ট্রা চেতি।

বীরতর্ব্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ।
অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রাঘাতরুজাপহঃ॥ ৬

রোধ্রপলাশ-কুটন্নটশোক-ফঞ্জী-কট্‌ফলৈলবালুক-সল্লকী-জিঙ্গিনীকদম্বসালাঃ কদলী চেতি।

এষ রোধ্রাদিরিত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী ব্রণ্যো বিষবিনাশনঃ॥ ৭

অর্কালর্ককরঞ্জদ্বয়নাগদন্তী-ময়ূরকভার্গীরাস্নেন্দ্রপুষ্পীক্ষুদ্র-শ্বেতামহাশ্বেতাবৃশ্চিকাল্যলবণাস্তাপসবৃক্ষশ্চেতি।

অর্কাদিকো গণো হেষ কফমেদোবিষাপহঃ।
কৃমিকুষ্ঠপ্রশমনো বিশেষাদ্‌ব্রণশোধনঃ॥ ৮

সুরসাশ্বেতসুরসাফাণজ্ঝকার্জ্জকভূস্তৃণসুগন্ধকসুমুখকালমালকাসমর্দ্দক্ষবকখরপুষ্পাবিড়ঙ্গকট্‌ফলসুরসীনির্গুণ্ডীকুলাহলোন্দুরুকর্ণিকাফঞ্জীপ্রাচীবলকাকমাচ্যো বিষমুষ্টিকশ্চেতি।

সুরসাদির্গণো হ্যেষ কফহৃৎ কৃমিসূদনঃ।
প্রতিশ্যায়ারুচিশ্বাসকাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥ ৯

মুষ্কক-পলাশধব-চিত্রক-মদনবৃক্ষশিংশপা-বজ্রবৃক্ষাস্ত্রিফলা চেতি।

মুষ্ককাদির্গণো হ্যেষ মেদোঘ্নঃ শুক্রদোষহৃৎ।
মেহার্শঃপাণ্ডুরোগঘ্নঃ শর্করাশ্মরীনাশনঃ॥ ১০

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবের-মরিচ-হস্তিপিপ্পলী-হরেণুকৈলাজমোদেন্দ্রযবপাঠাজীরকসর্ষপমহানিম্ব-ফল-হিঙ্গু-ভার্গীমধুরসাতিবিষাবচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি।

পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্যাদ্দীপনো গুল্মশূলঘ্নশ্চামপাচনঃ॥ ১১

এলাতগরকুষ্ঠমাংসীধ্যামকত্বক্‌পত্রনাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুহরেণুকা-ব্যাঘ্রনখ-শুক্তিচণ্ডা-স্থৌণেয়ক-শ্রীবেষ্টক-চোচ-চোরক-বালক-

---

কফমেদোনিবারক এবং শিরঃশূল, গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট করিয়া থাকে। ৫। বীরতরু (শর। কেহ বলেন, ইহার নামান্তর বৈল্বন্তর, ইহা জাঙ্গলদেশে নর্ম্মদাতটে চর্ম্মণ্বতী নদীসমীপে জন্মে), দুই প্রকার ঝাঁটী, কুশ, বৃক্ষাদনী (বাঁদরা), গুন্দ্রা (হোগল), নল, কুশ, কাশ, পাষাণভেদ, গণিয়ারী, মোরটা (চক্রদত্ত বলেন যে, মোরট কোন কোন মতে ইক্ষুমূল), বসুক (বকপুষ্প), বসির (অপামার্গ বা সূর্য্যাবর্ত্ত), ভল্লুক (শোণাগাছ), কুরুণ্টিকা (শ্রীহস্তিনী। বোধ হয় হাতীশুঁড়ো), ইন্দীবর (দীর্ঘপত্র ধবলপুষ্প কুরুণ্টিকা), কপোতবঙ্কা (কোন কোন মতে সুবর্চ্চলা। চক্রপাণি-মতে ভাষায় ইহাকে 'কউ আকেটআ' কহে, ইহা "শিরীষপত্রসদৃশ স্বল্পপত্র স্বল্পবিটপ বৃক্ষবিশেষ) এবং গোক্ষুর। এই বীরতর্ব্বাদি গণ বাতবিকারনাশক। ইহা অশ্মরী, শর্করা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের যাতনা দূর করে। ৬। লোধ, পলাশ কুটন্নট (নিবন্ধ-মতে শোণাগাছ। ভানুমতী-মতে কৈবর্ত্তমুস্তক। শেষোক্ত অর্থেই সর্ব্বদা প্রয়োগ দেখা যায়), অশোক, ফঞ্জী (বামনহাটী), কট্‌ফল (কায়ফল), এলবালুকা, সল্লকী ("গজভক্ষ্য সাল"), জিঙ্গিনী, কদম্ব, শাল ও কদলী [জিঙ্গী শব্দে মঞ্জিষ্ঠা বুঝায়। এইজন্য কেহ কেহ জিঙ্গিনীকেও মঞ্জিষ্ঠা বলেন। নিবন্ধ বলেন যে, ইহা পূর্ব্বদেশে গুলদূলি ইতি প্রসিদ্ধ, অপর নাম গুড়মজ্জলিয়া]। এই লোধ্রাদি গণ মেদ ও কফ নাশ করে. যোনিদোষ হরণ করে, ব্রণের পক্ষে হিতকর এবং বিষনাশক। ৭। অর্ক (রক্তপুষ্প আকন্দ), অলর্ক (শ্বেতপুষ্প আকন্দ), দুইরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ, হস্তিদন্তী, ময়ূরক (অপমার্গ), ভার্গী (বামনহাটী), রাস্না, ইন্দ্রপুষ্পী (কৃষ্ণপুষ্প করঞ্জ। কেহ বলেন বিষলাঙ্গলী), ক্ষুদ্রশ্বেতা (শ্বেতাপরাজিতা), মহাশ্বেতা (নীলাপরাজিতা), বৃশ্চিকালী (বিছুতী), অলবণা (জ্যোতিষ্মতী। ভানুমতীর পাঠ—গগনা) ও তাপসবৃক্ষ (ইঙ্গুদী)। এই অর্কাদি গণ, কফ, মেদ ও বিষনাশক, কৃমিকুষ্ঠপ্রশমন এবং বিশেষরূপ ব্রণশোধক। ৮। শ্বেতপুষ্প ও কৃষ্ণপুষ্প তুলসী, ফণিজ্ঝক-তুলসী (ইহা তীক্ষ্ণ), অর্জ্জক-তুলসী (বাবুই-তুলসীর ন্যায়, অথচ লঘুমঞ্জরী), ভূস্তৃণ (রোহিষ বা সুগন্ধ তৃণ), সুগন্ধক (দ্রোণপুষ্প বা ঘলঘসে। কোন কোন মতে, বৃহৎ সুগন্ধ তৃণ), সুমুখ (বুনো বাবুই তুলসী), কালমাল (বাবুই তুলসী), কাসমর্দ্দ (কালকাসুন্দা), ক্ষবক-তুলসী (ফণিজ্ঝকাকার), খরপুষ্পা (ক্ষবক-ভেদ), বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, সুরসী (বিল্বনাসী), নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা), কুলাহল (মুণ্ডিতিকা), উন্দুরুকর্ণিকা (দ্রবন্তী), ফঞ্জী (বামনহাটী), প্রাচীবল (মৎস্যাক্ষী), কাকমাচী ও পর্ব্বতনিম্ব। এই সুরসাদি গণ কফহারক, কৃমিনাশক এবং প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস নাশ করে। আর ইহা ব্রণশোধক। ৯। মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল), পলাশ, ধব, চিতার মূল, মদন (ময়না ফল), বৃক্ষক (কুড়চী), শিংশপা (শাঁই), মনসা গাছ ও ত্রিফলা। এই মুষ্ককাদি গণ মেদোঘ্ন, শুক্রদোষনাশক এবং মেহ অর্শঃ পাণ্ডুরোগ শর্করা ও অশ্মরী নাশ করে। ১০। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপুল, রেণুকা, এলাচ, অজমোদা (যমানী), ইন্দ্রযব, পাঠা (আকনাদি), জীরক, সর্ষপ, মহানিম্ব, ফল (মদন-ফল), হিঙ্গু, বামনহাটী, মধুরসা (মূর্ব্বা), আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী। [অজমোদা যমানীও হয় আবার টীকাকারদের মতে দ্রব্যান্তরও হয়] এই পিপ্পল্যাদি গণ কফহর, প্রতিশ্যায়নাশক, বায়ুনাশক, অরুচিনাশক, দীপন, গুল্মশূলনাশক ও আমপাচন। ১১। এলাচ, তগরপাদিকা, কুড়, জটামাংসী, ধ্যামক (রোহিষ), ত্বক্ (দারুচিনি), পত্র (তেজপাতা), নাগপুষ্প (নাগকেশর। কোন কোন মতে নাগকেশর-পুষ্পসদৃশ-পুষ্পবিশিষ্ট মহাতরুবিশেষ), রেণুকা, ব্যাঘ্রনখ, শুক্তি, চণ্ডা (গেঁঠেলাবিশেষ), স্থৌণেয়ক

গুগ্‌গুলুসর্জ্জরসতুরুষ্ককুন্দুরুকাহগুরুস্পৃক্কোশীর-ভদ্রদারু-কুঙ্কু-মাণি পুন্নাগকেশরঞ্চেতি।

এলাদিকো বাতকফৌ নিহন্যাদ্বিষমেব চ।
বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডূপিড়কাকোঠনাশনঃ ॥ ১২

বচামুস্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারূণি নাগকেশরঞ্চেতি। হরিদ্রা-দারুহরিদ্রাকলশীকুটজবীজানি মধুকঞ্চেতি।

এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ ॥ ১৩

শ্যামামহাশ্যামাত্রিবৃদ্দন্তীশঙ্খিনী-তিল্বককম্পিল্লক-রম্যক-ক্রমুকপুত্রশ্রেণীগবাক্ষীরাজবৃক্ষকরঞ্জদ্বয়গুড়ূচীসপ্তলাচ্ছগলান্ত্রী-সুধাঃ সুবর্ণক্ষীরী চেতি।

উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গণো গুল্মবিষাপহঃ।
আনাহোদরবিড্ভেদী তথোদাবর্ত্তনাশনঃ ॥ ১৪

বৃহতীকণ্টকারিকাকুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি।

পাচনীয়ো বৃহত্যাদির্গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
কফারোচকহৃল্লাস-মূত্রকৃচ্ছ্ররুজাপহঃ ॥ ১৫

পটোলচন্দনকুচন্দনমূর্ব্বাগুড়ূচীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি।

পটোলাদিগণঃ পিত্তকফারোচকনাশনঃ।
জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্ছর্দ্দিকণ্ডূবিষাপহঃ ॥ ১৬

কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভমুদ্গপর্ণীমেদামহামেদা-চ্ছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌণ্ডরীকর্দ্ধিবৃদ্ধিমৃদ্বীকা-জীবন্ত্যো মধুকঞ্চেতি

কাকোল্যাদিরয়ং পিত্তশোণিতানিলনাশনঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা ॥ ১৭

ঊষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদ্বয়হিঙ্গূনি তুত্থকঞ্চেতি।

ঊষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ।
অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রগুল্মপ্রণাশনঃ ॥ ১৮

সারিবামধুকচন্দনকুচন্দনপদ্মককাশ্মরীফল-মধুকপুষ্পাণ্যু-শীরঞ্চেতি।

(গেঁঠেলা), শ্রীবেষ্টক (সরলনির্যাস "ইহাই গুগ্‌গুলী" ইতি নিবন্ধ), চোচ (একপ্রকার দারুচিনি। গাছের নাম বানবাসিকা), চোরক (এক প্রকার গেঁঠেলা), বালক (বালা), গুগ্‌গুল, সর্জ্জ (ধুনা), রস (গন্ধবোল), তুরুষ্ক 'সিহ্ল" নামক দ্রব্য), কুন্দুরু (নবনীতখোটী), অগুরু, স্পৃক্কা ("উত্তরপথে প্রসিদ্ধ কুটিলপুষ্প সুগন্ধ দ্রব্য। কেহ বলেন যে, ইহাই পিড়িং), বেণার মূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পুন্নাগকেশর (দক্ষিণাপথে সুরপতি নামে প্রসিদ্ধ বৃক্ষের কেশর)। [ব্যাঘ্রনখী শব্দে লোকে 'বাঘনখা' নামক এক প্রকার গাছ দেখাইয়া থাকে, উহার ফলের গায়ে নখ আছে, ব্যাঘ্রনখের মত উহার আকৃতিও বটে। টীকাকার-দের মতে ব্যাঘ্রনখ শব্দে বড়নখী এবং শুক্তি শব্দে ছোট-নখী। কিন্তু ব্যাঘ্রনখ শব্দে যে দ্রব্যান্তর বা বাঘনখা বা অন্য কোন দ্রব্যও বুঝাইতে পারে, ইহা টীকাকারেরা বলেন। অধিকন্তু নিবন্ধকার বলেন যে, ইহা 'বৃহন্নখ' হইতে পারে। শুক্তি-ঝিনুক, উহা নখীভেদ]। এই এলাদি গণ বাতকফ ও বিষ নাশ করে। ইহা বর্ণপ্রসাদক এবং কণ্ডূ পিড়কা ও কফ নাশ করিয়া থাকে। ১২। বচ, মুতো, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর ইঁহাদিগকে বচাদি গণ কহে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কলশী (চাকুলে), কুড়চী-বীজ ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে হরিদ্রাদি গণ কহে. এই বচাদি ও হরিদ্রাদি গণ স্তন্যশোধক, আমাতিসারনাশক, বিশেষতঃ দোষপাচক। ১৩। শ্যামা (শ্যামমূলা· ত্রিবৃৎ), মহাশ্যামা (বৃদ্ধদারক), অরুণমূলা ত্রিবৃৎ, দন্তী, শঙ্খিনী ("যবতিক্তা ভেদ, কেহ বলেন শ্বেতবুহ্না"), তিল্বক (লোধ), কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি), রম্যক ("পটোলমূল ইতি" মতী। 'মহানিম্ব ইতি প্রসিদ্ধ—পটোলমূলও হয় ... নিবন্ধ), ক্রমুক ("পট্টিকা লোধ বা সুপারি ফল" ইতি ভানুমতী। সুপারীমূল কিনা পরীক্ষা করা উচিত), পুত্রশ্রেণী ('দ্রবন্তী—এরণ্ডসদৃশ ফলপত্রাল্পবিটপা সম্বরীতি লোকে' ইতি নিবন্ধ। ভানুমতীর পাঠ 'প্রত্যক্‌শ্রেণী অর্থাৎ দন্তীভেদ'), গবাক্ষী (রাখালসসা), রাজবৃক্ষ (সোঁদাল), নাটাকরঞ্জ ও ডহরকরঞ্জের ছাল, গোলঞ্চ, সপ্তলা (নীল-ঘুহ্না বা বন্যনীল), ছগলান্ত্রী ('বৃদ্ধদারকভেদ, কোন কোন মতে বুহ্নাভেদ' ইতি নিবন্ধ), সুধা (মনসা) এবং সুবর্ণক্ষীরা ('কঙ্গুষ্ঠ—অনন্তাসদৃশ-পত্র' ইতি নিবন্ধ। সম্ভবতঃ ইহাই সোনামুখী)। এই শ্যামাদি গণ গুল্ম ও বিষনাশক এবং আনাহ, উদর, বিষ্ঠাবদ্ধ ও উদাবর্ত্ত নাশ করে। ১৪। বৃহতী, কাণ্টকারী, কুড়চী-বীজ, আক-নাদি ও যষ্টিমধু। এই বৃহত্যাদি গণ পাচনীয়, পিত্তবায়ু-নাশক এবং কফ অরুচি হৃল্লাস ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশ করিয়া থাকে। ১৫। পল্‌তা, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা (মুগরো), গোলঞ্চ, আকনাদি ও কটুকী। [চন্দন শব্দে রক্তচন্দন ও কুচন্দন শব্দে বকম্ অর্থ করিলেও হয়]। এই পটোলাদি গণ পিত্ত কফ ও অরুচি নাশ করে। ইহা জ্বরনাশক, ব্রণের পক্ষে উপযোগী এবং বমি কণ্ডু ও বিষ নাশক। ১৬। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, ছিন্নরুহা (গোলঞ্চ), কর্কটশৃঙ্গী, তুগা-ক্ষীরী (বংশলোচন), পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), প্রপৌণ্ডরীক (পুণ্ডরীক-কাষ্ঠ), ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্), জীবন্তী ও যষ্টিমধু। এই কাকোল্যাদি গণ পিত্তরক্ত ও বায়ু-নাশক, জীবন, বৃংহণ, বৃষ্য, স্তন্যকারক ও শ্লেষ্মকারক। ১৭। ঊষক (ক্ষারমৃত্তিকা বা তদুৎপন্ন লবণ), সৈন্ধব, শিলাজতু, ধাতুকাসীস ও পুষ্পকাসীস, হিঙ্গু ও তুত্তিয়া। এই ঊষকাদি গণ কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্ম নাশ করে। ১৮। সারিবা (অনন্তমূল), যষ্টিমধু, চন্দন (রক্তচন্দন বা পদ্ম), কুচন্দন (বকম বা রক্তচন্দন), পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), কাশ্মরীফল (গাম্ভারীফল), মধুক (মৌলফুল) এবং বেণার মূল। এই সারিবাদি গণ পিপাসা-নাশক,

সারিবাদিঃ পিপাসাঘ্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ।
পিত্তজ্বরপ্রশমনো বিশেষাদ্দাহনাশনঃ॥ ১৯

অঞ্জনরসাঞ্জননাগপুষ্প-প্রিয়ঙ্গুনীলোৎপলনলদনলিনকেশরাণি মধুকঞ্চেতি।

অঞ্জনাদির্গণো হেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।
বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা॥ ২০

পরূষকদ্রাক্ষাকট্ফলদাড়িমরাজাদনকতকফলশাকফলানি ত্রিফলা চেতি।

পরূষকাদিরিত্যেষ গণোঽনিলবিনাশনঃ।
মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ॥ ২১

প্রিয়ঙ্গুসমঙ্গাধাতকীপুন্নাগরক্তচন্দনকুচন্দনমোচরসরসাঞ্জন-কুম্ভীকস্রোতোঽঞ্জনপদ্মকেশরযোজনবল্ল্যো দীর্ঘমূলা চেতি।

অম্বষ্ঠা-ধাতকীকুসুমসমঙ্গাকট্‌ঙ্গ-মধুক-বিল্বপেশিকারোধ্র-সাবররোধ্রপলাশনন্দীবৃক্ষপদ্মকেশরাণি চেতি

গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্বাতীসারনাশনৌ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাঞ্চাপি রোপণৌ॥ ২২

ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষ-মধুক-কপীতন-ককুভাম্রকোশাম্র-চোরকপত্রজম্বুদ্বয়পিয়ালমধুকরোহিণীবঞ্জুলকদম্ববদরীতিন্দুকী-সল্লকীরোধ্রসাবররোধ্রভল্লাতকপলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি।

ন্যগ্রোধাদির্গণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ।
রক্তপিত্তহরো দাহমেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ॥ ২৪

গুড়ূচীনিম্বকুস্তুম্বুরুচন্দনানি পদ্মকঞ্চেতি।

এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকবমী-পিপাসাদাহনাশনঃ॥ ২৪

উৎপলরক্তোৎপলকুমুদসৌগন্ধিককুবলয়পুণ্ডরীকাণি মধুকঞ্চেতি।

উৎপলাদিরয়ং দাহপিত্তরক্তবিনাশনঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগচ্ছর্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ॥ ২৫

মুস্তাহরিদ্রাদারুহরিদ্রাহরীতক্যামলকবিভীতককুষ্ঠহৈমবতীবচাপাঠাকটুরোহিণী শার্ঙ্গষ্টাতিবিষাদ্রাবিড়ীভল্লাতকানি চিত্রকঞ্চেতি।

এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তন্যশোধনঃ পাচনস্তথা॥ ২৬

হরীতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা।

ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশনী।
চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশনী॥ ২৭

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকম্।

ত্র্যূষণং কফমেদোঘ্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্।
নিহন্যাদ্দীপনং গুল্মপীনসাগ্ন্যল্পতামপি॥ ২৮

রক্তপিত্তনাশক, পিত্তজ্বরনাশক, বিশেষতঃ দাহনাশক। ১৯। অঞ্জন (সৌবীরাঞ্জন), নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, নলদ (জটামাংসী), পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু। এই অঞ্জনাদি গণ রক্তপিত্তনাশক, বিষনাশক এবং আভ্যন্তর দাহনাশক। ২০। পরূষক (ফল্‌সা ফুল), দ্রাক্ষা (আঙ্গুর), কট্‌ফল, দাড়িম, রাজাদন (ক্ষীরখর্জ্জুর), কতক-ফল (কেওড়াফল। "শশকপুরীষপ্রতিমফলমম্বুপ্রসাদনং"), শাকফল (শেগুনফল) ও ত্রিফলা। এই পরূষকাদি গণ বায়ুনাশক, মূত্রদোষহর, হৃদ্য, পিপাসানাশক ও রুচিকর। ২১। প্রিয়ঙ্গু, সমঙ্গা, (বরাক্রান্তা) ধাতকী (ধাইফুল), পুন্নাগ, রক্তচন্দন, কুচন্দন (বর্কম্), মোচরস, রসাঞ্জন, কুম্ভীক ['কুম্ভ নামক লতা' ইতি ভানুমতী। 'ইহা কুম্ভীনামক বৃক্ষ, ইহার ত্বক্ মসৃণ ও রোমশ এবং বস্ত্রাকার। 'অন্যদিগের মতে কুম্ভীক শব্দে পাটলা' ইতি নিবন্ধ। কুম্ভীক শব্দে জলজাত পানাও বুঝায়], সৌবীরাঞ্জন, পদ্মকেশর, যোজনবল্লী (মঞ্জিষ্ঠা) এবং দীর্ঘমূলা (দুরালভা। "কোন কোন মতে শালপর্ণী")। অম্বষ্ঠা (আকনাদি), ধাইফুল, বরাক্রান্তা, শ্যোণাক যষ্টিমধু, বিল্বপেশিকা (বেলশুঁঠ), লোধ্র, বড়লোধ পলাশ, নন্দীবৃক্ষ (কেহ বলেন গান্ডারী, কেহ বলেন গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ) ও পদ্মকেশর। উক্ত প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদি গণ পক্বাতিসারনাশক, সন্ধানীয়, পিত্তে হিতকর এবং ব্রণরোপণ। ২২। বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুড়, কপীতন (আমড়া), ককুভ (অর্জ্জুন), আম্র, কোশাম্র, চোরকপত্র (লাক্ষাবৃক্ষ), জম্বুদ্বয় (রাজজম্বু ও স্বল্পজম্বু বা কাক-জম্বু), পিয়াল, মধুক (মৌলফুল), রোহিণী (কট্‌ফল), বঞ্জুল (বেতস), কদম্ব, বদরী, তিন্দুকী (তিন্দুক, সাধারণ মতে গাব), সল্লকী, লোধ, সাবর-লোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ। এই ন্যগ্রোধাদি গণ ব্রণের পক্ষে হিত, সংগ্রাহী ভগ্নসন্ধানক, রক্তপিত্তহর এবং দাহ মেদ ও যোনিদোষ নাশ করে। ২৩। গোলঞ্চ, নিম্ব, কুস্তুম্বুরু (ধনিয়া), রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। এই গুড়ূচ্যাদি গণ সর্ব্বজ্বরনাশক, দীপন, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নাশ করে। ২৪। নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কুমুদ (শ্বেতোৎপল), সৌগন্ধিক (নীলোৎপল-বিশেষ), কুবলয় (ঈষৎনীল ও ধবল পদ্ম), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম) ও যষ্টিমধু। এই উৎপলাদি গণ দাহ, পিত্তরক্ত, পিপাসা, বিষ, হৃদ্রোগ, বমি ও মূর্চ্ছা হরণ করে। ২৫। মুস্তা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, কুড়, হৈমবতী (শ্বেতবচ), বচ, আকনাদি, কট্‌কী, শার্ঙ্গষ্টা (কাকজঙ্ঘা। নিবন্ধ এস্থলে বলেন যে, ইহা 'আতপতিক্তা গৌরবর্ত্তুলাবগুণ্ঠিত-ফলা চিরখোটিকা নামে প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বদেশে ইহাকে ঝঝরুষ বলে), দ্রাবিড়ী (এলা), ভেলা ও চিতা। এই মুস্তাদি গণ শ্লেষ্মনাশক, যোনিদোষনাশক, স্তন্যশোধন ও পাচন। ২৬। হরীতকী, আমলকী ও বিভীতকী ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে। এই ত্রিফলা গণ কফপিত্তনাশক, মেহকুষ্ঠবিনাশক, চক্ষুষ্য, দীপন এবং বিষমজ্বরনাশক। ২৭। পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ ইহাদিগকে ত্রিকটু বলে। ইহা কফমেদোনাশক, মেহ কুষ্ঠ ও ত্বগ্‌রোগ নাশক, দীপন এবং গুল্ম পীনস ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে। ২৮। আমলকী, হরীতকী,

আমলকী-হরীতকী-পিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি
আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ ॥ ২৯
ত্রপুসীসতাম্ররজতকৃষ্ণলোহসুবর্ণানি লোহমলশ্চেতি
গণস্ত্রপ্বাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগপাণ্ডুমেহহরস্তথা ॥ ৩০
লাক্ষারেবতকুটজাশ্বমার-কট্‌ফলহরিদ্রাদ্বয়নিম্বসপ্তচ্ছদ-মালত্যস্ত্রায়মাণা চেতি।
কষায়স্তিক্তমধুরঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ
কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্টব্রণবিশোধনঃ ॥ ৩১
পঞ্চ পঞ্চমূলান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র ত্রিকণ্টকবৃহতী-দ্বয়পৃথক্‌পর্ণ্যো বিদারিগন্ধা চেতি কনীয়ঃ।
কষায়তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
বাতঘ্নং পিত্তশমনং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৩২
বিল্বাগ্নিমন্থটুণ্টুকপাটলাকাশ্মর্য্যশ্চেতি মহৎ।
সতিক্তং কফবাতঘ্নং পাকে লঘ্বগ্নিদীপনম্।
মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্ ॥ ৩৩
অনয়োর্দশমূলমুচ্যতে।
গণঃ শ্বাসহরো হ্যেষ কফপিত্তানিলাপহঃ।
আমস্য পাচনশ্চৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ ॥ ৩৪

বিদারীসারিবারজনীগুড়ূচ্যোঽজশৃঙ্গী চেতি বল্লীসংজ্ঞঃ।
করমর্দ্দত্রিকণ্টকসৈরীয়কশতাবরীগৃধ্রনখ্য ইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ ॥
রক্তপিত্তহরৌ হ্যেতৌ শোফত্রয়বিনাশনৌ
সর্ব্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ ॥ ৩৫
কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডেক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকঃ
মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ।
অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ ॥ ৩৬
এষাং বাতহরাবাদ্যাবন্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ।
পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীর্ত্তিতৌ ॥ ৩৭
সমাসেন গণা হ্যেতে প্রোক্তাস্তেষাস্তু বিস্তরম্।
চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যামি জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্ ॥ ৩৮
এভির্লেপান্ কষায়াংশ্চ তৈলং সর্পীংষি পানকান্।
প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কুর্ব্বীত মতিমান্ ভিষক্ ॥ ৩৯
সমীক্ষ্য দোষভেদাংশ্চ গণান্ ভিন্নান্ প্রযোজয়েৎ।
পৃথঙ্মিশ্রান্ সমস্তান্ বা গণং বা ব্যস্তসংহতম্ ॥ ৪০
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে দ্রব্যসংগ্রহণীয়ো
নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

[illegible]

পিপুল ও চিতা। ইহাদিগকে আমলক্যাদি গণ কহে। ইহা সর্ব্ব-জ্বরহর, চক্ষুষ্য, দীপন, বৃষ্য এবং কফ ও অরুচি নাশ করে। ২৯। ত্রপু (বঙ্গ), সীসা, তাম্র, রজত, কান্ত লৌহ, সুবর্ণ এবং ধাতুসমূহের মলসমূহ। এই ত্রপ্বাদি গণ গরদোষ ও ক্রিমিনাশের পক্ষে উৎকৃষ্ট এবং পিপাসা, বিষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহ নাশ করিয়া থাকে। ৩০। লাক্ষা, আরেবত (কিরমালক ইতি নিবন্ধ। সুবর্ণ-হলি ইতি ভানুমতী। কিরমালক বা সুবর্ণহলি আর-গ্বধেরই প্রাকৃত নাম। অথবা স্পষ্টই বোধ হয় যে, 'কৃত-মালক' হইতে 'কিরমালক' ও 'সুবর্ণক' হইতে 'সুবর্ণহলি' হইয়াছে); কুড়চী, কুরবীর, কট্‌ফল, হরিদ্রা, নিম্ব, সপ্তচ্ছদ (ছাতিম), মালতী (জাতী) ও ত্রায়মাণা (কেহ কেহ ত্রায়মাণা স্থলে 'ত্রিফলা' পাঠ করেন)। এই লাক্ষাদি গণ কষায়, তিক্ত, মধুর, কফপিত্তনাশক, কুষ্ঠ-ক্রিমিনাশক ও দুষ্টব্রণশোধন। ৩১। ইহার পর পঞ্চ-বিধ পঞ্চমূলের বিষয় বলিতেছি। তন্মধ্যে গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, শালপাণি ও চাকুলে ইহাদিগকে কনীয়ঃপঞ্চমূল (স্বল্প পঞ্চমূল) কহে। স্বল্প পঞ্চমূল কষায়, তিক্ত, মধুর, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক। ৩২। গণিয়ারী, শোণা, পারুল ও গাম্ভারী এই সকল বৃক্ষের মূলের ছালকে মহৎ পঞ্চমূল কহে। মহৎ পঞ্চমূল ঈষৎ তিক্ত, কফবাতঘ্ন, পাকে লঘু, অগ্নিদীপন ও মধুরানুরস। ৩৩। উক্ত উভয় পঞ্চমূলকে দশমূল কহে। এই দশমূল গণ শ্বাসহর, কফ-পিত্ত-বায়ুনাশক, আমপাচক ও সর্ব্বজ্বরনাশক। ৩৪। বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), সারিবা (অনন্তমূল), হরিদ্রা, গোলঞ্চ ও অজশৃঙ্গী ইহাদের নাম বল্লীপঞ্চমূল। করমর্দ্দ (কাঁটা-করঞ্জ), গোক্ষুর, ঝিণ্টী, শতমূলী ও গৃধ্রনখী ইহাদের নাম কণ্টকপঞ্চমূল। [ভানুমতী বলেন যে, করমর্দ্দ স্বল্পমধুর-ফল। কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে করমর্দ্দ শব্দে করমচা। বাগ্‌ভট প্রভৃতির গ্রন্থে কণ্টক পঞ্চমূলের উল্লেখ নাই]। বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল রক্তপিত্ত-নাশক, ত্রিবিধ-শোথনাশক, সর্ব্বমেহহর এবং শুক্রদোষ-নাশক। ৩৫। কুশমূল, কাশমূল, নলমূল, উলুমূল ও কাণ্ডেক্ষুক-মূল ইহাদের নাম তৃণপঞ্চমূল। [কাণ্ডেক্ষুক শব্দে খাগড়া। কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে কাণ্ডেক্ষুক না হইয়া কাণ্ডমূল অর্থাৎ শরমূল পাঠ হইবে]। এই তৃণ পঞ্চমূল মূত্রদোষ ও মূত্রবিকৃতি এবং রক্তপিত্ত নাশ করে। দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে শীঘ্র নাশ করে। ৩৬। স্বল্প পঞ্চমূল ও মহৎ পঞ্চমূল প্রধানতঃ বায়ুনাশক। আর তৃণ পঞ্চমূল পিত্তনাশক। অন্য দুইটী অর্থাৎ বল্লী পঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল শ্লেষ্মনাশক। ৩৭। সংক্ষেপে এই সকল গণ বলা হইল। চিকিৎসিত স্থানে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া সবি-স্তার বর্ণনা করিব। ৩৮। মতিমান্ ভিষক্ বিবেচনাপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে এই সকল গণোক্ত ঔষধে লেপ, কষায়, তৈল, ঘৃত ও পানক প্রস্তুত করিবে। ৩৯। দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন গণ প্রয়োগ করিতে হয়। কোন স্থলে পৃথক্, কোন স্থলে মিশ্রিত, কোন্ স্থলে সমস্ত এবং কোথাও বা ব্যস্ত সমস্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ৪০

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সংশোধনসংশমনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

মদনকুটজজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকৃতবেধন-সর্ষপ-বিড়ঙ্গ-পিপ্পলীকরঞ্জ-প্রপুন্নাড়কোবিদার-কর্ব্বুদারারিষ্টাশ্বগন্ধাবিদুল-বন্ধুজীবকশ্বেতাশণপুষ্পীবিম্বীবচামৃগের্ব্বারুচিত্রাশ্চেত্যূর্দ্ধভাগহরাণি। তত্র কোবিদারপূর্ব্বাণাং ফলানি। কোবিদারাদীনাং মূলানি ॥ ২

ত্রিবৃতাশ্যামাদন্তীদ্রবন্তীসপ্তলাশঙ্খিনীবিষাণিকাগবাক্ষীচ্ছগলান্ত্রীস্নুক্-সুবর্ণক্ষীরীচিত্রককিণিহী-কুশকাশতিল্বককম্পিল্লকরম্যকপাটলাপুগহরীতক্যামলকবিভীতকনীলিনী-চতুরঙ্গুলৈরণ্ডপূতীকমহাবৃক্ষসপ্তচ্ছদার্কজ্যোতিষ্মতী চেত্যধোভাগহরাণি। তত্র তিল্বকপূর্ব্বাণাং মূলানি। তিল্বকাদীনাং পাটলান্তানাং ত্বচঃ। কম্পিল্লকফলরজঃ। পুগাদীনামেরণ্ডান্তানাং ফলানি। পূতীকারগ্বধয়োঃ পত্রাণি। শেষাণাং ক্ষীরাণীতি ॥ ৩

কোশাতকী সপ্তলা শঙ্খিনী দেবদালী কারবেল্লিকা চেত্যুভয়তোভাগহরাণি। এষাং স্বরসা ইতি ॥ ৪

পিপ্পলীবিড়ঙ্গাপামার্গশিগ্রুসিদ্ধার্থকশিরীষমরিচ-করবীর-বিম্বীগিরিকর্ণিকাকিণিহীবচাজ্যোতিষ্মতীকরঞ্জার্কালর্কলশুনাতিবিষা-শৃঙ্গবেরতালীশতমালসুরসার্জ্জকেঙ্গুদী-মেষশৃঙ্গীমাতুলুঙ্গীমুরঙ্গী-পী-লুজাতী-শাল-তালমধূকলাক্ষাহিঙ্গুলবণমদ্যগোশকৃদ্রসমূত্রাণীতি শিরোবিরেচনানি। তত্র করবীরপূর্ব্বাণাং ফলানি। করবীরাদীনামর্কান্তানাং মূলানি। তালীশপূর্ব্বাণাং কন্দাঃ। তালীশাদীনামর্জ্জকান্তানাং পত্রাণি। ইঙ্গুদীমেষশৃঙ্গীত্বচৌ। মাতুলুঙ্গীমুরঙ্গী[illegible]জাতীনাং পুষ্পাণি। শালতালমধূকানাং সারাঃ। হিঙ্গুলাক্ষে নির্যাসৌ। লবণানি পার্থিববিশেষাঃ। মদ্যান্যাসবসংযোগাঃ। গোমূত্রশকৃদ্রসৌ মলাবিতি ॥ ৫

সংশমনান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র ভদ্রদারুকুষ্ঠহরিদ্রাবরুণমেষশৃঙ্গীবলাতিবলার্ত্তগলকচ্ছুরাসল্লকীকুবেরাক্ষীবীরতরুসহচরাগ্নিমন্থবৎসাদন্যেরণ্ডাশ্মভেদকালর্কার্কশতাবরীপুনর্নবাবস্থকবসিরকাঞ্চনকভার্গীকার্পাসীবৃশ্চিকালী-পত্তুর-বদর-যব-কোলকুলত্থপ্রভৃতীনি বিদারিগন্ধাদিশ্চ দ্বে চাদ্যে পঞ্চমূল্যৌ সমাসেন বাতসংশমনো বর্গঃ ॥ ৬

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সংশোধন ও সংশমনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। ময়নাফল, কুড়চী, ঘোষা, ইক্ষ্বাকু (কটু-অলাবু), ধামার্গব (পীতপুষ্প ঘোষা), কৃতবেধন (শ্বেতপুষ্প ঘোষা), সর্ষপ (বিশেষতঃ শ্বেতসর্ষপ), বিড়ঙ্গ, পিপুল, করঞ্জ, প্রপুন্নাড় (চাকুন্দে), কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), কর্ব্বুদার (শ্বেতকাঞ্চন), শ্বেতা (শ্বেতাপরাজিতা), শণপুষ্পী (ঘণ্টারবা ঝনঝনে ইতি ভাষা), তেলাকুচা, বচ, মৃগের্ব্বারু (রাখালশসা) ও চিতা বমনকারক। তন্মধ্যে মদন হইতে প্রপুন্নাড় পর্য্যন্ত বৃক্ষের ফল এবং কোবিদার হইতে চিতা পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল বুঝিতে হইবে। [রাখালশসা পরিমাণভেদে বমনকারক হইতে পারে]। ২। অরুণমূলা ত্রিবৃৎ, শ্যামমূলা ত্রিবৃৎ, দন্তী, দ্রবন্তী, সপ্তলা, শঙ্খিনী, বিষাণিকা (মেষশৃঙ্গী), গবাক্ষী (রাখালশসা), ছগলান্ত্রী (বৃদ্ধদারক), স্নুক্ (মনসা), সুবর্ণক্ষীরী (বোধ হয় সোনামুখী), চিতা, কটভী, কুশ, কাশ, তিল্বক (লোধ), কমলাগুড়ি, রম্যক (পলতার মূল), পারুল, পুগ, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, নীলিনী (বুনোনীল। সপ্তলা শব্দেও বুনোনীল বুঝায়), সোঁদাল, এরণ্ড, নাটাকরঞ্জ, মহাবৃক্ষ (মনসা), ছাতিম, আকন্দ ও জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্‌কী) ইহারা বিরেচক। তন্মধ্যে ত্রিবৃৎ হইতে কাশ পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল আর তিল্বক হইতে পাটলা পর্য্যন্ত বৃক্ষের ত্বক্ বুঝিতে হইবে। কমলাগুড়ির ফলের রেণু, পুগ হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত বৃক্ষের ফল, নাটাকরঞ্জ ও সোঁদালের পত্র এবং অন্যান্য বৃক্ষের আটা বুঝিতে হইবে। [এস্থলে সপ্তলা ও নীলিনীর স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকিলেও সপ্তলা নীলিনীর ভেদ বলিয়াই মনে হয়। সপ্তলা শব্দে মনসা-ভেদ বুঝাইলে উহার মূল গ্রাহ্য না হইয়া সম্ভবতঃ আটাই গ্রাহ্য হইত]। ৩। কোষাতকী (ঘোষা), সপ্তলা, শঙ্খিনী, দেবদালী (ঘোষাভেদ) এবং কারবেল্লিকা (করলা) এই সকল দ্রব্য বমনও বটে, বিরেচনও বটে। ইহাদের স্বরস গ্রাহ্য। ৪। পিপুল, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিগ্রু, সর্ষপ, শিরীষ, মরিচ, করবীর, তেলাকুচা, গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা), কটভী, বচ, জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্‌কী), করঞ্জ, আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, লশুন, আতইচ, শুঁঠ, তালীশ, তমাল, সুরস, অর্জ্জক, ইঙ্গুদী, মেষশৃঙ্গী, মাতুলুঙ্গী (বন্য গোঁড়ানেবু), মুরঙ্গী (রক্তপুষ্প সজিনা), পীলু, জাতী, শাল, তাল, মধুক (মৌল), লাক্ষা, হিঙ্গু, লবণ, মদ্য, গোময়রস ও গোমূত্র ইহারা শিরোবিরেচন। তন্মধ্যে পিপুল হইতে মরিচ পর্য্যন্ত ফল, করবীর হইতে আকন্দ পর্য্যন্ত মূল, অলর্ক হইতে শৃঙ্গবের পর্য্যন্ত কন্দ, ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গীর ত্বক্, মাতুলুঙ্গী মুরঙ্গী পীলু ও জাতীর পুষ্প, শাল তাল ও মধুকের সার; হিঙ্গু ও লাক্ষার নির্যাস, লবণসমূহ পার্থিববিশেষ, মদ্যসমূহ আসবসংযোগজ-দ্রব্য এবং গোমূত্র ও গোময়রস মল। ৫। ইহার পর সংশমন দ্রব্য সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। তন্মধ্যে দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশৃঙ্গী, বলা, অতিবলা (শ্বেতবলা), আর্ত্তগল (অর্জ্জুন), কচ্ছুরা (আলকুশী), সল্লকী, কুবেরাক্ষী (শ্বেতপাটলা), বীরতরু (শর), ঝাঁটী, গণিয়ারী, বৎসাদনী (গোলঞ্চ), এরণ্ড, পাষাণভেদ, অলর্ক, অর্ক, শতমূলী, পুনর্নবা, বকফুল, সূর্য্যাবর্ত্ত, কাঞ্চনক (ধুস্তুর), বামনহাটী, কার্পাসী (বন্যকার্পাস), বৃশ্চিকালী (বিছাতী), পত্তুর (বকম্), বদর (কুল), যব, কোল

চন্দনকুচন্দনহ্রীবেরোশীর-মঞ্জিষ্ঠাপয়স্যাবিদারি-শতাবরী-গুন্দ্রাশৈবলকহ্লারকুমুদোৎপলকদলী-কন্দলী-দূর্ব্বামূর্ব্বাপ্রভৃতীনি কাকোল্যাদিঃ সারিবাদিরঞ্জনাদিরুৎপলাদির্ন্যগ্রোধাদিস্তৃণপঞ্চমূলমিতি সমাসেন পিত্তসংশমনো বর্গঃ ॥ ৭

কালেয়কাগুরুতিলপর্ণীকুষ্ঠহরিদ্রাশীতশিবশতপুষ্পাসরলারাস্নাপ্রকীর্য্যোদকীর্য্যেঙ্গুদীসুমনঃকাকাদনীলাঙ্গলকীহস্তিকর্ণমুঞ্জাতকলামজ্জকপ্রভৃতীনি বল্লীকণ্টকপঞ্চমূল্যৌ পিপ্পল্যাদির্বৃহত্যাদির্মুষ্ককাদির্বচাদিঃ সুরসাদিরারগ্বধাদিরিতি সমাসেন শ্লেষ্মসংশমনো বর্গঃ ॥ ৮

তত্র সর্ব্বাণ্যেবৌষধানি ব্যাধ্যগ্নিপুরুষবলান্যভিসমীক্ষ্য বিদধ্যাৎ। তত্র ব্যাধিবলাদধিকমৌষধমুপযুক্তং তমুপশময্য ব্যাধিং ব্যাধিমন্যমাবহতি। অগ্নিবলাদধিকমজীর্ণং বিষ্টভ্য বা পচ্যতে। পুরুষবলাদধিকং গ্লানিমূর্চ্ছামদানাবহতি সংশমনম্। এবং সংশোধনমতিপাতয়তি। হীনমেভ্যো দত্তমকিঞ্চিৎকরং ভবতি। তস্মাৎ সমমেব বিদধ্যাৎ ॥ ৯

(কুল) ও কুলত্থ প্রভৃতি, তথা বিদারীগন্ধাদি গণ, তথা স্বল্প ও মহৎ পঞ্চমূল বাতনাশক। ৬। রক্তচন্দন, বকম্, বালা, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী), বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), শতমূলী, গোলক, শৈবল, কহ্লার, কুমুদ, নীলোৎপল, কদলী, কন্দলী (কদলী), দূর্ব্বা ও মূর্ব্বা প্রভৃতি গণ, তথা কাকোল্যাদি, সারিবাদি, অঞ্জনাদি, উৎপলাদি, ন্যগ্রোধাদি ও তৃণপঞ্চমূল ইহারা সমাসতঃ পিত্তসংশমন বর্গ। ৭। কালেয়ক, অগুরু, তিলপর্ণী ("হুল হুল," ইহাই কি হুড়হুড়ে?), কুড়, হরিদ্রা, কর্পূর, শতপুষ্পা (কেহ বলেন শুলফা। কেহ বলেন গবেধুকা), সরলা, রাস্না, প্রকীর্য্যা (কাঁটাকরঞ্জ), উদকীর্য্যা (ডহর-করঞ্জ), ইঙ্গুদী, জাতী, কাকাদনী (হিংস্রা), লাঙ্গলকী (বিষলাঙ্গলী), হস্তিকর্ণ (রক্তেরণ্ড ইতি কেচিৎ। ভূপলাশ ইতি কেচিৎ, ইহা গজকর্ণাকারৈকপত্র ইতি ভানুমতী), মুঞ্জাতক (মুঁজ) ও লামজ্জক (উশীরভেদ) প্রভৃতি গণ, তথা বল্লীপঞ্চমূল, কণ্টকপঞ্চমূল, পিপ্পল্যাদি, বৃহত্যাদি, মুষ্ককাদি, বচাদি, সুরসাদি ও আরগ্বধাদি গণ সমাসতঃ শ্লেষ্মনাশক। ৮। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ঔষধই ব্যাধি, অগ্নি ও পুরুষের বল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। তন্মধ্যে ব্যাধিবলের অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করিলে সেই ঔষধ সেই ব্যাধিকে নষ্ট করিয়া অন্য ব্যাধি উৎপন্ন করে। অগ্নিবলের অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করিলে তাহা অজীর্ণ হয় অর্থচ অগ্নিকে বিষ্টব্ধ করিয়া পাক প্রাপ্ত হয়। সংশমন ঔষধ পুরুষবলের অতিরিক্ত সেবন করিলে গ্লানি মূর্চ্ছা ও মদ উৎপাদন করে। আর সংশোধন ঔষধ ঐরূপ অতিরিক্ত সেবন করিলে দোষের অতিশয় পাতন করে। আবার ঔষধের মাত্রা হীন হইলেও অকিঞ্চিৎকর হয়। অতএব সমমাত্রাই প্রয়োগ করিতে হয়। ৯। এই

ভবন্তি চাত্র।

রোগে শোধনসাধ্যে তু যো ভবেদ্দোষদুর্ব্বলঃ।
তস্মৈ দদ্যাদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞো দোষপ্রচ্যাবনং মৃদু ॥
চলে দোষে মৃদৌ কোষ্ঠে নেক্ষেতাত্র বলং নৃণাম্।
অব্যাধিদুর্ব্বলস্যাপি শোধনং হি তদা ভবেৎ ॥
স্বয়ংপ্রবৃত্তদোষস্য মৃদুকোষ্ঠস্য শোধনম্।
ভবেদল্পবলস্যাপি প্রযুক্তং ব্যাধিনাশনম্ ॥
ব্যাধ্যাদিষু তু মধ্যেষু ক্বাথস্যাঞ্জলিরিষ্যতে।
বিড়ালপদকং চূর্ণং দেয়ঃ কল্কোঽক্ষসম্মিতঃ ॥ ১০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে সংশোধনসংশমনীয়ো নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

কেচিদাচার্য্যা ব্রুবতে দ্রব্যং প্রধানম্। কস্মাৎ? ব্যবস্থিতত্বাৎ, ইহ খলু দ্রব্যং ব্যবস্থিতং ন রসাদয়ো যথামে ফলে যে রসাদয়স্তে পক্কে ন সন্তি। নিত্যত্বাচ্চ, নিত্যং হি দ্রব্য-

স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;— দোষের প্রকোপ বশতঃ ক্ষীণীভূত রোগীর রোগ শোধনযোগ্য হইলে প্রাজ্ঞ ভিষক্ তাহাকে দোষনিঃসারক মৃদু ঔষধ দিবেন; কিন্তু যদি রোগীর কোষ্ঠ মৃদু হয় অথচ যদি তাহার দোষ স্থানচ্যুত হয়, তবে সে উপবাসাদি বশতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও তাহাকে শোধন দিবেন। [মনে কর, রক্ত-আমাশয়ে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে অথচ তাহার রক্তরূপ দোষ স্থানচ্যুত হইয়াছে বলা যায়; এরূপ স্থলে বিরেচন দিলে ভাল হয়]। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি অল্পবল হইলেও যদি তাহার দোষ স্বয়ং নিঃসারণোন্মুখ হয়, তবে তাহাকে শোধন দিলে ব্যাধি নষ্ট হইতে পারে। ব্যাধি মধ্যমপ্রকারের হইলে এক অঞ্জলি (অর্থাৎ চারি পল) ক্বাথ দেওয়া যায়; চূর্ণ এক কর্ষ দেওয়া যায়। আর কল্কও এক কর্ষ দেওয়া যাইতে পারে। ১০

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য-রস-গুণ-বীর্য্য-বিপাকবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা দ্রব্য-রস-গুণ-বীর্য্য-বিপাকবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক ইহাদের মধ্যে দ্রব্যই প্রধান। কেননা প্রথমতঃ দেখ, দ্রব্য স্থায়ী হয়, রসাদি স্থায়ী হয় না; যেমন আম ফলে যে রসাদি থাকে, পক্ক ফলে

ষ্যনিত্যা গুণা যথা কল্কাদিপ্রবিভাগঃ, স এব সম্পন্নরসগন্ধো ব্যাপন্নরসগন্ধো বা ভবতি। স্বজাত্যবস্থানাচ্চ, যথা হি পার্থিবং দ্রব্যমন্যভাবং ন গচ্ছত্যেবং শেষাণি। পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রহণাচ্চ, পঞ্চভিরিন্দ্রিয়ৈর্গৃহ্যতে দ্রব্যং ন রসাদয়ঃ। আশ্রয়-ত্বাচ্চ, দ্রব্যমাশ্রিতা রসাদয়ো ভবন্তি। আরম্ভসামর্থ্যাচ্চ, দ্রব্যাশ্রিত আরম্ভো যথা বিদারিগন্ধাদিমাহৃত্য সংক্ষুদ্য বিপচেদিত্যেবমাদিষু ন রসাদিম্বারম্ভঃ। শাস্ত্রপ্রামাণ্যাচ্চ, শাস্ত্রে হি দ্রব্যং প্রধানমুপদেশে হি যোগানাং যথা মাতুলুঙ্গাগ্নি-মন্থৌ চেতি ন রসাদয় উপদিশ্যন্তে। ক্রমাপেক্ষিতত্বাচ্চ, রসাদীনাং রসাদয়ো হি দ্রব্যক্রমমপেক্ষন্তে যথা তরুণে তরুণাঃ সম্পূর্ণে সম্পূর্ণা ইতি। একদেশসাধ্যত্বাচ্চ, দ্রব্যাণা-মেকদেশেনাপি ব্যাধয়ঃ সাধ্যন্তে যথা মহাবৃক্ষক্ষীরেণেতি। তস্মাদ্দ্রব্যং প্রধানম্। দ্রব্যলক্ষণন্তু ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়ি-করণমিতি ॥ ২

তাহা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ দেখ, দ্রব্যের নিত্যত্ব আছে। দ্রব্য নিত্য, কিন্তু গুণ সকল অনিত্য; যেমন কল্কাদি অবস্থাতেও দ্রব্যের দ্রব্যত্ব যায় না, কিন্তু উহার রস ও গন্ধ সম্পন্ন বা ব্যাপন্ন হইতে পারে। তৃতীয়তঃ দেখ, দ্রব্য স্বজাতিতেই অবস্থান করে, যেমন পার্থিব দ্রব্য পার্থিবই থাকে, এইরূপ অন্যান্য দ্রব্যও বুঝিতে হইবে। চতুর্থতঃ দেখ, দ্রব্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, উহা পঞ্চেন্দ্রিয়-কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু রসাদি সেরূপ হয় না। পঞ্চমতঃ দেখ, দ্রব্যের আশ্রয়ত্ব আছে অর্থাৎ রসাদি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। ষষ্ঠতঃ দেখ, দ্রব্যের আরম্ভ-সামর্থ্য আছে অর্থাৎ আরম্ভ দ্রব্যাশ্রিত, যেমন বিদারিগন্ধাদি দ্রব্য আহৃত ও কুট্টিত করিয়া পাক করিতে হয়, আরম্ভে এইরূপই হইয়া থাকে; রসাদি অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হয় না। সপ্তমতঃ দেখ, দ্রব্যের প্রাধান্য শাস্ত্রপ্রামাণ্য। শাস্ত্রে দ্রব্যকেই প্রধান কহিয়াছে। যেমন যোগসমূহের উপদেশ স্থলে কথিত হইয়াছে যে, মাতুলুঙ্গ ও অগ্নিমন্থ; অথচ রসাদির উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেওয়া হয় নাই। অষ্টমতঃ দেখ রসাদি ক্রমাপেক্ষী অর্থাৎ রসাদি দ্রব্যের ক্রম অপেক্ষা করে, যথা;—তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস ও সম্পক্ক দ্রব্যের সম্পক্ক রস ইতি। নবমতঃ দেখ, দ্রব্যসমূহের একদেশ-সাধ্যত্ব আছে অর্থাৎ দ্রব্যসমূহের এক-দেশ প্রয়োগ করিলেই ব্যাধি সাধ্য হয়, যথা;—মনসার ক্ষীর দ্বারা অমুক ব্যাধি সাধ্য হয় ইতি। অতএব দ্রব্যই প্রধান। যাহাতে কর্ম্ম ও গুণ সমবেত এবং যাহা দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের সমবায়ি-কারণ, তাহাকে দ্রব্য বলে। "দ্রব্য না থাকিলে গুণ ও কর্ম্ম সম্ভবে না। অথচ দ্রব্য না থাকিলে, কেবল গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। অতএব দ্রব্য দ্রব্যরূপ কার্য্যের অন্যতম কারণ। যেমন কুণ্ডলের অন্যতম কারণ স্বর্ণ। সমবায়ি-কারণ শব্দের অর্থ এই—"যাহা স্বসমবেত কার্য্য উৎপাদন করে"। ২। অন্যেরা একথা স্বীকার

নেত্যাহুরন্যে। রসাস্তু প্রধানম্। কস্মাৎ? আগমাৎ, আগমো হি শাস্ত্রমুচ্যতে শাস্ত্রে হি রসা অধিকৃতা যথা রসা-য়ত্ত আহার ইতি, তস্মিংশ্চ প্রাণাঃ। উপদেশাচ্চ, উপদিশ্যন্তে হি রসা যথা মধুরাম্ললবণা বাতং শময়ন্তি। অনুমানাচ্চ, রসেন হ্যনুমীয়তে দ্রব্যং যথা মধুরমিতি। ঋষিবচনাচ্চ, ঋষিবচনং বেদো যথা কিঞ্চিদিজ্যার্থং মধুরমাহরেদিতি। তস্মাদ্রসাঃ প্রধানং রসেষু গুণসংজ্ঞা। রসলক্ষণমন্যত্রোপ-দেক্ষ্যামঃ ॥ ৩

নেত্যাহুরন্যে। বীর্য্যং প্রধানমিতি। কস্মাৎ? তদ্বশে-নৌষধকর্ম্মনিষ্পত্তেঃ। ইহৌষধকর্ম্মাণ্যূর্দ্ধাধোভাগোভয়ভাগ-সংশোধনসংশমনসংগ্রাহকাগ্নিদীপনপীড়নলেখনবৃংহণরসায়ন-বাজীকরণশ্বয়থুকরবিলয়নদহনদারণমাদনপ্রাণঘ্নবিষপ্রশমনানি বীর্য্যপ্রাধান্যাদ্ভবন্তি। তচ্চ বীর্য্যং দ্বিবিধমুষ্ণং শীতঞ্চাগ্নী-ষোমীয়ত্বাজ্জগতঃ। কেচিদষ্টবিধমাহুরুষ্ণং শীতং স্নিগ্ধং রূক্ষং বিশদং পিচ্ছিলং মৃদু তীক্ষ্ণঞ্চেতি; এতানি খলু বীর্য্যাণি স্ববলগুণোৎকর্ষাদ্রসমভিভূয়াত্মকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। যথা—তাবন্মহৎ পঞ্চমূলং কষায়ং তিক্তানুরসং বাতং শময়ত্যুষ্ণ-বীর্য্যত্বাৎ, তথা কুলত্থঃ কষায়ঃ কটুকঃ পলাণ্ডুঃ স্নেহভাবাচ্চ। মধুরশ্চেক্ষুরসো বাতং বর্দ্ধয়তি শীতবীর্য্যত্বাৎ। কটুকা

করেন না। তাঁহাদের মতে রসই প্রধান। কেননা প্রথমতঃ আগম দেখ, আগম শব্দের অর্থ শাস্ত্র। শাস্ত্রে রসেরই উল্লেখ আছে, যথা;—রসায়ত্ত আহার এবং প্রাণ-সমূহ সেই আহারে অশ্রিত। দ্বিতীয়তঃ আয়ুর্ব্বেদের উপ-দেশ দেখ। আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ রসসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা;—মধুর, অম্ল ও লবণ বাত প্রশমন করে। তৃতীয়তঃ অনুমান অর্থাৎ রস হইতে দ্রব্যের অনুমান হয়, যেমন মধুর ইত্যাদি। চতুর্থতঃ ঋষিবাক্য। ঋষিবাক্যের অর্থ বেদ। বেদে এইরূপ আছে, যথা;—যজ্ঞার্থ কিঞ্চিৎ মধুর আহরণ কর। অতএব রসসমূহই প্রধান এবং গুণ-সংজ্ঞা রসেই আশ্রিত; দ্রব্যে আশ্রিত নহে। রসের লক্ষণ অন্যত্র কহিব। ৩। অন্যেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বীর্য্যই প্রধান। কেননা, বীর্য্যের বশেই ঔষধের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। বীর্য্যের প্রাধান্য বশতই ঔষধের এই সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে। যথা;—বমন, বিরেচন, উর্দ্ধাধঃশোধন (অর্থাৎ বমন ও বিরেচন উভয়ক্রিয়াত্মক), সংশমন, সংগ্রা-হক, অগ্নিদীপন, প্রপীড়ন, লেখন, বৃংহণ, রসায়ন, বাজীকরণ, শোথকর, বিলয়ন, দহন, দারণ, সারণ ও বিষনাশন। জগৎ আগ্নেয় ও সোমগুণবিশিষ্ট বলিয়া তদুৎপন্ন ঔষধের বীর্য্য দ্বিবিধ, যথা;—উষ্ণ ও শীত। কেহ কেহ বলেন যে, বীর্য্য অষ্টবিধ;—উষ্ণ, শীত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিশদ, পিচ্ছিল, মৃদু ও তীক্ষ্ণ। এই সকল বীর্য্য স্বীয় বল ও গুণের উৎকর্ষ হেতু রসকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকে। যেমন মহৎ পঞ্চমূল কষায় ও তিক্তানুরস হইলেও উষ্ণবীর্য্যত্ব হেতু বায়ু প্রশমন করে। এইরূপ কুলত্থ কষায় ও পলাণ্ডু কটু

পিপ্পলী পিত্তং শময়তি মৃদুশীতবীর্য্যত্বাদম্লম্যামলকং লবণঞ্চ সৈন্ধবঞ্চ। তিক্তা কাকমাচী পিত্তং বর্দ্ধয়ত্যুষ্ণবীর্য্যত্বান্মধুরা মৎস্যাশ্চ। কটুকং মূলকং শ্লেষ্মাণং বর্দ্ধয়তি স্নিগ্ধবীর্য্যত্বাৎ। অম্লং কপিত্থং শ্লেষ্মাণং শময়তি রুক্ষবীর্য্যত্বান্মধুরং ক্ষৌদ্রঞ্চ। তদেতন্নিদর্শনমাত্রমুক্তম্॥ ৪

ভবন্তি চাত্র।

যে রসা বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্॥ ৫
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্যলঘুতাশ্চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ॥ ৬
যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি বলাসং বর্দ্ধয়ন্তি তে॥ ৭
তস্মাদ্বীর্য্যং প্রধানমিতি॥ ৮

নেত্যাহুরন্যে। বিপাকঃ প্রধানমিতি। কস্মাৎ? সম্যঙ্মিথ্যাবিপাকত্বাৎ। ইহ সর্ব্বদ্রব্যাণ্যভ্যবহৃতানি সম্যঙ্মিথ্যা বিপক্বানি গুণং দোষং বা জনয়ন্তি, তত্রাহুরন্যে প্রতিরসং পাক ইতি। কেচিৎ ত্রিবিধমিচ্ছন্তি মধুরমম্লং কটুকঞ্চেতি। তত্তু ন সম্যক্, ভূতগুণাদাগমাচ্চাম্লো বিপাকো নাস্তি। পিত্তং হি বিদগ্ধমম্লতামুপৈতি অগ্নের্ম্মন্দত্বাৎ। যদ্যেবং লবণোঽপ্যন্যঃ পাকো ভবিষ্যতি, শ্লেষ্মা হি বিদগ্ধো লবণতামুপৈতি, মধুরো মধুরস্য, অম্লোঽম্লস্য এবং সর্ব্বেষামিতি কেচিদাহুঃ। দৃষ্টান্তঞ্চোপদিশন্তি যথা তাবৎ ক্ষীরমুখাগতমভিপচ্যমানং মধুরমেব স্যাৎ তথা শালিযবমুদ্গাদয়ঃ প্রকীর্ণাঃ স্বভাবমুত্তরকালেঽপি ন পরিত্যজন্তি, তদ্বদিতি। কেচিদ্বদন্ত্যবলবন্তো বলবতাং বশমায়ান্তীত্যেবমনবস্থিতিস্তস্মাদসিদ্ধান্ত এষঃ॥ ৯

আগমে হি দ্বিবিধ এব পাকো মধুরঃ কটুকশ্চ। তয়োর্ম্মধুরাখ্যো গুরুঃ কটুকাখ্যো লঘুরিতি। তত্র পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানাং দ্বৈবিধ্যং ভবতি গুণসাধর্ম্ম্যাদ্‌গুরুতা লঘুতা চ, পৃথিব্যাপশ্চ গুর্ব্ব্যঃ শেষাণি লঘূনি। তস্মাদ্দ্বিবিধ এব পাক ইতি॥ ১০

ভবন্তি চাত্র।

দ্রব্যেষু পচ্যমানেষু যেষ্বম্বুপৃথিবীগুণাঃ।
নির্ব্বর্ত্তন্তেঽধিকাস্তত্র পাকো মধুর উচ্যতে॥
তেজোঽনিলাকাশগুণাঃ পচ্যমানেষু যেষু তু।
নির্ব্বর্ত্তন্তেঽধিকাস্তত্র পাকঃ কটুক উচ্যতে॥ ১১
পৃথক্ত্বদর্শিনামেষ বাদিনাং বাদসংগ্রহঃ।

হইলেও স্নেহবিশিষ্টত্ব হেতু বায়ু নাশ করিয়া থাকে। ইক্ষুরস মধুর হইলেও শীতবীর্য্যত্ব হেতু বায়ুবর্দ্ধক। পিপ্পলী কটু হইলেও মৃদুশীতবীর্য্যত্ব হেতু পিত্ত নাশ করে। আমলকী অম্ল হইলেও মৃদু-শীতবীর্য্যত্বহেতু পিত্ত নাশ করে এবং সৈন্ধব লবণরস হইলেও মৃদু-শীতবীর্য্যত্ব হেতু পিত্তনাশ করে। মূলক কটুরস হইলেও স্নিগ্ধবীর্য্যত্ব হেতু শ্লেষ্মা বর্দ্ধন করে। কপিত্থ অম্লরস ও মধু মধুররস হইলেও রুক্ষবীর্য্যত্ব হেতু শ্লেষ্মা নাশ করে। এস্থলে নিদর্শনমাত্র বলা হইল। ৪। এইস্থলে তিনটী শ্লোক বলা হইতেছে;—যে সকল রস বায়ুনাশক, সেই সকল রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শৈত্য থাকিলে তাহারা বায়ু নাশ করে না। ৫। যে সকল রস পিত্ত নাশ করে, সেই সকল রসে তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা থাকিলে, তাহারা পিত্ত নাশ করে না। ৬। যে সকল রস শ্লেষ্মা নাশ করে, সেই সকল রসে স্নেহ, গুরুতা ও শৈত্য থাকিলে, তাহারা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে। ৭। এই সকল কারণে বীর্য্যই প্রধান। ৮। অন্যেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিপাক প্রধান। দ্রব্যসমূহের সম্যক্ বা মিথ্যা বিপাক হইয়া থাকে। দ্রব্য সকল ভক্ষিত হইলে যদি সম্যক্ বা মিথ্যা বিপক্ব হয়, তবে গুণ বা দোষ জন্মাইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ কেহ কহেন, যে, ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন বিপাক হয়। কেহ কেহ কহেন যে, বিপাক ত্রিবিধ;—মধুর, অম্ল ও কটু। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। ভূতসমূহের গুণ ও শাস্ত্র-পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, দ্রব্যের অম্লবিপাক নাই। অগ্নির মন্দত্ব বশতঃ পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্থলে যদি অম্লবিপাক স্বীকার করিতে হয়, তবে লবণকেও চতুর্থপ্রকার বিপাক বলা যাইতে পারে। কেননা, শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইলেই লবণতা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মধুর রসের মধুরবিপাক ও অম্লরসের অম্ল বিপাক; এইরূপ সকল রসেরই বিপাক তাহাদের অনুরূপ। তাঁহারা এ বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন;—দুগ্ধ মধুররস অথচ উহা অগ্নিসহকারে পচ্যমান হইলেও মধুরই থাকে; এইরূপ শালি যব ও মুদ্গাদি প্রকীর্ণ হইলেও উত্তরকালে স্বভাব পরিত্যাগ করে না। কেহ কেহ বলেন যে, অনুরসসমূহ বলবান্ রসদিগের বশীভূত হয়, সুতরাং স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না যে, কোন্ রসের কিরূপ বিপাক হইল; অতএব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় না। ৯। যাহা হউক, শাস্ত্রে দুই প্রকার পাকই আছে, যথা;—মধুর ও কটু। তন্মধ্যে মধুর রস গুরু ও কটুরস লঘু। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম ইহাদের দ্বৈবিধ্য আছে; সেই দ্বৈবিধ্য গুণসাধর্ম্ম্যহেতু প্রতীয়মান হয়, যথা;—গুরুতা ও লঘুতা। ক্ষিতি ও জল গুরু; অন্যেরা লঘু। অতএব বিপাক কেবল দুই প্রকারমাত্র। ১০। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা যাইতেছে;—পচ্যমান দ্রব্যসমূহে জলীয় ও পার্থিব গুণের আধিক্য থাকিলে সে স্থলে মধুর বিপাক কহিয়া থাকে। পচ্যমান দ্রব্যসমূহে অগ্নি বায়ু ও আকাশ-গুণের আধিক্য থাকিলে সে স্থলে কটু বিপাক কহিয়া থাকে। ১১। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত সকল প্রদর্শিত হইল।

চতুর্ণামপি সামগ্র্যমিচ্ছন্ত্যত্র বিপশ্চিতঃ ॥ ১২
তদ্দ্রব্যমাত্মনা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বীর্য্যেণ সেবিতম্।
কিঞ্চিদ্রসবিপাকাভ্যাং দোষং হন্তি করোতি বা ॥ ১৩
পাকো নাস্তি বিনা বীর্য্যাদ্বীর্য্যং নাস্তি বিনা রসাৎ।
রসো নাস্তি বিনা দ্রব্যাদ্দ্রব্যং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্ ॥ ১৪
জন্ম তু দ্রব্যরসয়োরন্যোন্যাপেক্ষিকং স্মৃতম্।
অন্যোন্যাপেক্ষিকং জন্ম যথা স্যাদ্দেহদেহিনোঃ ॥ ১৫
বীর্য্যসংজ্ঞা গুণা যেঽষ্টৌ তেঽপি দ্রব্যাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ।
রসেষু ন বসন্ত্যেতে নির্গুণাস্তু গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬
দ্রব্যে দ্রব্যাণি যস্মাদ্ধি বিপচ্যন্তে ন ষড়্রসাঃ।
শ্রেষ্ঠং দ্রব্যমতো জ্ঞেয়ং শেষা ভাবাস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ১৭
অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ ॥ ১৮
প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন ॥ ১৯

পণ্ডিতেরা রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক এই চারিটীর সাকল্যকেই প্রধান বলিয়া থাকেন। [অর্থাৎ তাঁহারা এককের প্রাধান্য বা ক্রিয়া স্বীকার না করিয়া মেলকের প্রাধান্য বা ক্রিয়া স্বীকার করেন]। ১২। কোন দ্রব্য আপনার পাঞ্চভৌতিক ধর্ম্ম-দ্বারা দোষ হরণ বা উৎপাদন করে; কোন দ্রব্য বীর্য্য দ্বারা এবং কোন দ্রব্য রস বা বিপাক দ্বারা ঐরূপ করিয়া থাকে। যথা;—খদির যে কুষ্ঠ নাশ করে, সে স্থলে খদিরের খদিরত্বই কারণ। বীর্য্য দ্বারা যেরূপে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। রস দ্বারা যথা;—তিক্তরস গোলঞ্চ উষ্ণবীর্য্য হইলেও পিত্ত নাশ করে। বিপাক দ্বারা যথা;—শুণ্ঠী কটুরস হইলেও মধুরবিপাক বলিয়া বায়ু নাশ করে। ১৩। বীর্য্য বিনা বিপাক নাই; রস বিনা বীর্য্য নাই এবং দ্রব্য বিনা রস নাই, অতএব দ্রব্যই প্রধান। ১৪। যেমন দেহ ও দেহীর জন্ম পরস্পর সাপেক্ষ, সেইরূপ দ্রব্য ও রসের জন্মও পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া কথিত আছে। ১৫। যে আটটী গুণের বীর্য্যসংজ্ঞা হয়, তাহারাও দ্রব্যে আশ্রিত। তাহারা রসে আশ্রিত নহে। গুণের আর গুণ সম্ভবে না। অতএব গুণ সকল নির্গুণ। ১৬। যেহেতু পঞ্চভূতাত্মক দেহে আহার-দ্রব্যসমূহই পাকপ্রাপ্ত হয়, নিরবয়ব ছয় রসের বিপাক সম্ভবে না, অতএব দ্রব্যই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ভাব (অর্থাৎ রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক) দ্রব্যের আশ্রিত। ১৭। শাস্ত্রে যে সকল ভেষজের উল্লেখ আছে, তাহারা অবিচার্য্য ও অচিন্ত্য। তাহারা সিদ্ধই আছে। [যেমন জলের শীতত্ব ও অগ্নির উষ্ণত্ব অচিন্তনীয়]। ১৮। শাস্ত্রোক্ত ওষধি সকল প্রত্যক্ষ-লক্ষণ ও প্রত্যক্ষ-ফল। উহারা স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ। ঐ সকল ওষধি আগমবিরুদ্ধ হেতুসমূহ সহকারে কখনই পরীক্ষা করিবেনা। ১৯। সহস্র হেতু প্রদর্শন করিলেও অম্বষ্ঠাদি ঔষধসমূহ কখন বিরেচক হইবে না। অতএব মতিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রের অনুসারী হইবেন, হেতুসমূহে আস্থাবান্ হইবেন না। ২০

সহস্রেণাপি হেতূনাং নাম্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ।
তস্মাৎ তিষ্ঠেৎ তু মতিমানাগমে ন তু হেতুষু ॥ ২০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ং দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকবিজ্ঞানীয়ো নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

তত্র পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানাং সমুদায়াদ্দ্রব্যাভিনির্ব্বৃত্তিরুৎকর্ষস্ত্বভিব্যঞ্জকো ভবতীদং পার্থিবমিদমাপ্যমিদং তৈজসমিদং বায়ব্যমিদমাকাশীয়মিতি ॥ ২

তত্র স্থূলসারসান্দ্রমন্দস্থিরখরগুরুকঠিনং গন্ধবহুলমীষৎকষায়ং প্রায়শো মধুরমিতি পার্থিবম্। তত্র স্থৈর্য্যবলসংঘাতোপচয়করং বিশেষতশ্চাধোগতিস্বভাবমিতি ॥ ৩

শীতস্তিমিতস্নিগ্ধমন্দগুরুসরসান্দ্রমৃদুপিচ্ছিলরসবহুলমীষৎকষায়াম্ললবণং মধুররসপ্রায়মাপ্যম্। তৎ স্নেহনপ্রহ্লাদনক্লেদনবন্ধনবিষ্যন্দনকরমিতি ॥ ৪

উষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মরুক্ষখরলঘুবিশদং রূপগুণবহুলমীষদম্ল-

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। সমস্ত দ্রব্যই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। তবে যে কোন দ্রব্যকে পার্থিব, কোন দ্রব্যকে আপ্য, কোন দ্রব্যকে তৈজস, কোন দ্রব্যকে বায়ব্য এবং কোন দ্রব্যকে বা আকাশীয় কহিয়া থাকে, সে কেবল সেই সেই দ্রব্যে সেই সেই ভূতের প্রাধান্য-সূচনার্থ। ২। তন্মধ্যে স্থূল, সার, সান্দ্র, মন্দ, স্থির [দৃঢ়], খর, গুরু, কঠিন, গন্ধবহুল, ঈষৎ কষায় এবং মধুরপ্রায় দ্রব্যকে পার্থিব কহে। এইরূপ দ্রব্য দার্ঢ্য, বল, সংঘাত ও উপচয়-কারক হয়। বিশেষতঃ ইহার স্বভাব অধোগতি [অর্থাৎ শরীরের অধোভাগে গমনশীল, যেমন বিরেচন ইত্যাদি]। ৩। শীতল, স্তিমিত, স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সর, সান্দ্র, মৃদু, পিচ্ছিল, রসবহুল, ঈষৎ কষায়াম্ল-লবণ ও মধুররসপ্রায় দ্রব্যকে আপ্য কহে। উহা স্নেহন, প্রহ্লাদন (প্রীতিকরণ), ক্লেদন (আর্দ্রভাবকারক), বন্ধন (সংহতিকারক) ও বিষ্যন্দন (ক্ষরণকারক)। ৪। উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, লঘু, বিশদ,

লবণং কটুকরসপ্রায়ং বিশেষতশ্চোর্দ্ধগতিস্বভাবমাগ্নেয়-তৈজসম্। তদ্দহনপচনদারণতাপনপ্রকাশনপ্রভাবর্ণকর-মিতি ॥ ৫

সূক্ষ্মরূক্ষখরশিশিরলঘুবিশদং স্পর্শবহুলমীষত্তিক্তং বিশেষতঃ কষায়মিতি বায়বীয়ম্। তদ্বৈশদ্যলাঘবগ্লপনবিরূক্ষণ-বিচারণকরমিতি ॥ ৬

শ্লক্ষ্ণসূক্ষ্মমৃদুব্যবায়িবিশদবিবিক্তমব্যক্তরসং শব্দবহুল-মাকাশীয়ম্। তন্মার্দ্দবশৌষির্য্যলাঘবকরমিতি ॥ ৭

অনেন নিদর্শনেন নানৌষধীভূতং জগতি কিঞ্চিদ্দ্রব্য-মস্তীতি কৃত্বা তং তং যুক্তিবিশেষমর্থঞ্চাভিসমীক্ষ্য স্ববীর্য্য-গুণযুক্তানি দ্রব্যাণি কর্ম্মকরাণি ভবন্তি। তানি যদা কুর্ব্বন্তি স কালঃ, যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম্ম, যেন কুর্ব্বন্তি তদ্বীর্য্যং, যত্র কুর্ব্বন্তি তদধিকরণং, যথা কুর্ব্বন্তি স উপায়ঃ, যন্নিষ্পাদয়ন্তি তৎ ফলমিতি ॥ ৮

তত্র বিরেচনদ্রব্যাণি পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠানি পৃথিব্যাপো গুর্ব্ব্যো গুরুত্বাদধো গচ্ছন্তি তস্মাদ্বিরেচনমধোগুণভূয়িষ্ঠ-মনুমানাৎ। বমনদ্রব্যাণ্যগ্নিবায়ুগুণভূয়িষ্ঠান্যগ্নিবায়ূ হি লঘূ লঘুত্বাচ্চ তান্যূর্দ্ধমুত্তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্বমনমপ্যূর্দ্ধগুণভূয়িষ্ঠমুক্তম্। উভয়গুণভূয়িষ্ঠমুভয়তোভাগম্। আকাশগুণভূয়িষ্ঠং সংশমনম্। সাংগ্রাহিকমনিলগুণভূয়িষ্ঠমনিলস্য শোষণাত্মকত্বাৎ। দীপনমগ্নিগুণভূয়িষ্ঠম্। লেখনমনিলানলগুণভূয়িষ্ঠম্। বৃংহণং পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠম্। এবমৌষধকর্ম্মাণ্যনুমানাৎ সাধয়েৎ ॥ ৯

ভবন্তি চাত্র।

ভূতেজোবারিজৈর্দ্রব্যৈঃ শমং যাতি সমীরণঃ।
ভূম্যম্বুবায়ুজৈঃ পিত্তং ক্ষিপ্রমাপ্নোতি নির্বৃতিম্ ॥
খতেজোঽনিলজৈঃ শ্লেষ্মা শমমেতি শরীরিণাম্।
বিয়ৎপবনজাতাভ্যাং বৃদ্ধিমাপ্নোতি মারুতঃ ॥
আগ্নেয়মেব যদ্দ্রব্যং তেন পিত্তমুদীর্য্যতে।
বসুধাজলজাতাভ্যাং বলাসঃ পরিবর্দ্ধতে ॥ ১০
এবমেতদ্গুণাধিক্যং দ্রব্যে দ্রব্যে বিনিশ্চিতম্।
দ্বিশো বা বহুশো বাপি জ্ঞাত্বা দোষেষু চাচরেৎ ॥ ১১

তত্র য ইমে গুণা বীর্য্যসংজ্ঞকাঃ শীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষমৃদু-তীক্ষ্ণপিচ্ছিলবিশদাস্তেষাং তীক্ষ্ণোষ্ণাবাগ্নেয়ৌ, শীতপিচ্ছিলা-বম্বুগুণভূয়িষ্ঠৌ, পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠঃ স্নেহঃ, তোয়াকাশগুণ-ভূয়িষ্ঠং মৃদুত্বম্, বায়ুগুণভূয়িষ্ঠং রৌক্ষ্যম্, ক্ষিতিসমীরণগুণ-ভূয়িষ্ঠং বৈশদ্যম্, গুরুলঘুবিপাকাবুক্তগুণৌ। তত্রোষ্ণস্নিগ্ধৌ বাতঘ্নৌ, শীতমৃদুপিচ্ছিলাঃ পিত্তঘ্নাঃ, তীক্ষ্ণরূক্ষবিশদাঃ শ্লেষ্মঘ্নাঃ, গুরুপাকো বাতপিত্তঘ্নঃ, লঘুপাকঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ। তেষ্যাং

রূপগুণবহুল, ঈষৎ অম্ললবণ ও কটুরসপ্রায় দ্রব্যকে তৈজস বা আগ্নেয় কহে। বিশেষতঃ ইহার স্বভাব ঊর্দ্ধগতি। ইহা দাহক, পাচক, দারণ, তাপন, প্রকাশন, প্রভাকারক ও বর্ণকারক। ৫। সূক্ষ্ম, রূক্ষ, খর, শিশির, লঘু, বিশদ [অপিচ্ছিল], স্পর্শবহুল [স্পর্শ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভূত হয়], ঈষৎ তিক্ত এবং বিশেষরূপে কষায় দ্রব্যকে বায়বীয় কহে। উহা বিশদতা, লঘুতা, গ্লানি, রূক্ষতা ও ইতস্ততঃ বিচরণ (গতি) উৎপাদন করে। ৬। শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), সূক্ষ্ম, মৃদু, ব্যবায়ী [সেবন মাত্র সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, পশ্চাৎ পাক প্রাপ্ত হয়), বিশদ, বিবিক্ত (পৃথক্-ভূত বা অবয়বশূন্য), অব্যক্তরস এবং বিশেষরূপে শব্দবহুল দ্রব্যকে আকাশীয় কহে। উহা মৃদুতা, শুষিরতা ও লঘুতা কারক। ৭। এই উদাহরণ দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জগতে এমন কোন দ্রব্যই নাই, যাহা ঔষধ নহে। ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ-সংস্কারাদি ও প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া বীর্য্যগুণযুক্ত দ্রব্য-সমূহ কর্ম্মসাধক হইয়া থাকে। যে সময়ে উহারা কর্ম্ম সাধন করে, তাহাকে কাল কহে; উহারা যাহা করে, তাহার নাম কর্ম্ম; যদ্দ্বারা কর্ম্ম করে, তাহার নাম বীর্য্য; যে আধারে কর্ম্ম করে, তাহার নাম অধিকরণ; যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার নাম উপায়; যাহা নিষ্পাদন করে, তাহার নাম ফল। ৮। তন্মধ্যে বিরেচন-দ্রব্য সকল পৃথিবী ও অম্বুগুণভূয়িষ্ঠ। পৃথিবী ও জল গুরু, গুরুত্বহেতু অধোগত হয়। সেই জন্য বিরেচন অধোগুণভূয়িষ্ঠ এইরূপ অনুমান করা যায়। বমন-দ্রব্য সকল অগ্নি-বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ। অগ্নি ও বায়ু লঘু, লঘুত্বহেতু ঊর্দ্ধগত হয়। সেই জন্য বমনও ঊর্দ্ধগুণভূয়িষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। যে সকল দ্রব্য বমন ও বিরেচন উভয় কর্ম্ম করে, তাহারা উভয়-গুণভূয়িষ্ঠ। সংশমন-দ্রব্য আকাশগুণভূয়িষ্ঠ। সংগ্রাহী দ্রব্য সকল বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ, কেননা, বায়ু শোষণধর্ম্মবিশিষ্ট। দীপন-দ্রব্য অগ্নিগুণ-ভূয়িষ্ঠ। লেখনদ্রব্য বায়ুগুণ ও অগ্নিগুণ-ভূয়িষ্ঠ। বৃংহণ-দ্রব্য পৃথিবী ও অম্বুগুণভূয়িষ্ঠ। এইরূপে ঔষধকর্ম্ম অনুমান-পূর্ব্বক স্থির করিবে। ৯। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—পৃথিবী, অগ্নি ও বারিবহুল দ্রব্যে বায়ু প্রশমিত হয়। পৃথিবী, জল ও বায়ুবহুল দ্রব্যে পিত্ত শীঘ্র প্রশমিত হয়। আকাশ, অগ্নি ও বায়ুবহুল দ্রব্যে শরীরী-দিগের শ্লেষ্মা প্রশমিত হয়। আকাশ ও বায়ুবহুল দ্রব্যে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্তবৃদ্ধি হয়। পৃথিবী ও জলবহুল দ্রব্যে শ্লেষ্মবৃদ্ধি হয়। ১০। এইরূপ দুই বা ততোধিক ভূতের বাহুল্যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে তত্তৎ গুণের আধিক্য হয় জানিয়া সেই সকল দ্রব্য দোষ-নাশার্থ প্রয়োগ করিবে। ১১। দ্রব্যে এই সকল গুণের বীর্য্যসংজ্ঞা হয়;—শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রূক্ষ, মৃদু, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল ও বিশদ। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ আগ্নেয়; শীত ও পিচ্ছিলগুণ জলগুণভূয়িষ্ঠ। স্নেহ পৃথিবী ও জলগুণ-বিশিষ্ট। মৃদুগুণ আকাশগুণভূয়িষ্ঠ। রূক্ষগুণ বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ। বৈশদ্যগুণ পৃথিবী ও বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ। বিপাক দুই প্রকার বলা হইয়াছে, যথা;—মধুর ও কটু; তন্মধ্যে মধুর গুরুগুণ-বিশিষ্ট ও কটু লঘুগুণবিশিষ্ট; আর উহাতে যে যে ভূতের আধিক্য আছে, তাহাও বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে উষ্ণ ও স্নিগ্ধগুণ বায়ুনাশক; শীত, মৃদু ও পিচ্ছিল পিত্তনাশক। তীক্ষ্ণ

মৃদুশীতোষ্ণাঃ স্পর্শগ্রাহ্যাঃ, পিচ্ছিলবিশদৌ চক্ষুঃস্পর্শাভ্যাং, স্নিগ্ধরুক্ষৌ চক্ষুষা, তীক্ষ্ণং মুখদুঃখোৎপাদনেন। গুরুঃ পাকঃ স্বষ্টবিণ্মূত্রতয়া কফোৎক্লেশেন চ, লঘুর্বদ্ধবিণ্মূত্রতয়া মারুত-কোপেন চ। তত্র তুল্যগুণেষু ভূতেষু রসবিশেষমুপলক্ষয়েৎ। তদ্যথা;—মধুরো গুরুশ্চ পার্থিবঃ; মধুরঃ স্নিগ্ধশ্চাপ্য ইতি॥ ১২

ভবতি চাত্র

গুণা য উক্তা দ্রব্যেষু শরীরেষ্বপি তে তথা।
স্থানবৃদ্ধিক্ষয়াস্তস্মাদ্দেহিনাং দ্রব্যহেতুকাঃ॥ ১৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয়ো নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রসবিশেষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

আকাশপবনদহনতোয়ভূমিষু যথাসংখ্যমেকোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ, তস্মাদাপ্যো রসঃ। পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যমস্তি, উৎকর্ষাপকর্ষাৎ তু গ্রহণম্॥ ২

আপ্য এব রসঃ শেষভূতসংসর্গাদ্বিদগ্ধঃ ষোঢ়া বিভজ্যতে। তদ্যথা—মধুরোঽম্লো লবণঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায় ইতি। তে চ ভূয়ঃ পরস্পরসংসর্গাৎ ত্রিষষ্টিধা ভিদ্যন্তে। তত্র ভূম্যম্বুগুণবাহুল্যান্মধুরঃ। তোয়াগ্নিগুণবাহুল্যাদম্লঃ। ভূম্যগ্নিগুণবাহুল্যাল্লবণঃ। বায়্বগ্নিগুণবাহুল্যাৎ কটুকঃ। বায়্বাকাশগুণবাহুল্যাৎ তিক্তঃ। পৃথিব্যনিলগুণবাহুল্যাৎ কষায় ইতি। তত্র মধুরাম্ললবণা বাতঘ্নাঃ। মধুরতিক্তকষায়াঃ পিত্তঘ্নাঃ। কটুতিক্তকষায়াঃ শ্লেষ্মঘ্নাঃ॥ ৩

তত্র বায়ুরাত্মৈবাত্মা, পিত্তমাগ্নেয়ং, শ্লেষ্মা সৌম্য ইতি। ত এব রসাঃ স্বযোনিবর্দ্ধনা অন্যযোনিপ্রশমনাশ্চ। কেচিদাহুরগ্নীষোমীয়ত্বাজ্জগতো রসা দ্বিবিধাঃ সৌম্যাশ্চাগ্নেয়াশ্চ। তত্র মধুরতিক্তকষায়াঃ সৌম্যাঃ, কট্বম্ললবণা আগ্নেয়াঃ। মধুরাম্ললবণাঃ স্নিগ্ধা গুরবশ্চ। কটুতিক্তকষায়া রুক্ষা লঘবশ্চ। সৌম্যাঃ শীতা আগ্নেয়াশ্চোষ্ণাঃ॥ ৪

তত্র শৈত্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশদ্যবৈষ্টম্ভ্যগুণলক্ষণো বায়ুঃ, তস্য সমানযোনিঃ কষায়ো রসঃ, সোঽস্য শৈত্যাচ্ছৈত্যং

রুক্ষ ও বিশদগুণ শ্লেষ্মনাশক। গুরুপাক বাতপিত্তনাশক। লঘুপাক শ্লেষ্মনাশক। তন্মধ্যে মৃদু, শীত ও উষ্ণগুণ স্পর্শগ্রাহ্য। পিচ্ছিল ও বিশদগুণ চক্ষু ও স্পর্শের গ্রাহ্য। স্নিগ্ধ ও রুক্ষগুণ চক্ষুর গ্রাহ্য আর তীক্ষ্ণগুণ মুখের দুঃখ উৎপাদন করে বলিয়া জানা যায়। বিষ্ঠা ও মূত্র নিঃসারণ করে এবং কফকে উৎক্লেশিত করে বলিয়া গুরুবিপাক অনুমান করা যায়। বিষ্ঠা ও মূত্র বদ্ধ করে এবং বায়ুকে কুপিত করে বলিয়া লঘুবিপাক অনুমান করা যায়। আর তুল্যগুণ ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্ন রস উপলক্ষ্য করা যায়। যথা;—মধুর ও গুরু পার্থিব এবং মধুর ও স্নিগ্ধ জলীয়।১২। এই স্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা যাইতেছে যথা;—দ্রব্যসমূহে যে সকল গুণ আছে বলা হইল, সে সকল গুণ জীবশরীরেও সেইরূপ আছে। দ্রব্যই দেহীদিগের স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের হেতু। ১৩

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

রসবিশেষ-বিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা রসবিশেষবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আশ্রিত। অতএব রস আপ্য (জলীয়)। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের উপকারিক, অথচ উহাদের একাত্মভাব ও সান্নিধ্য আছে। তবে যে দ্রব্যে যে গুণের আধিক্য থাকে, তদনুসারে তাহার অভিধান হয়। ২। রস আপ্য, সুতরাং অব্যক্ত রস হইলেও আকাশাদি অন্যান্য ভূতের সংসর্গ হেতু পরিপাকান্তর প্রাপ্ত হইয়া ষড়্বিধ হইয়া থাকে। যথা;—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। আর এই সকল রস পরস্পর সংসর্গহেতু ত্রিষষ্টি প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভূমি ও অম্বুগুণের বাহুল্যে মধুর রস, জল ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে অম্লরস, ভূমি ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে লবণরস, বায়ু ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে কটুরস, বায়ু ও আকাশ গুণের বাহুল্যে তিক্তরস এবং পৃথিবী ও বায়ুগুণের বাহুল্যে কষায় রস হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ুনাশক; মধুর, তিক্ত ও কষায় রস পিত্তনাশক এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস শ্লেষ্মনাশক। ৩। তন্মধ্যে বায়ু হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। পিত্ত অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয় এবং শ্লেষ্মা সোম হইতে উৎপন্ন হয়। আর মধুরাদি সমস্ত রসই সমান যোনির বর্দ্ধন ও অসমান যোনির ধ্বংস করিয়া থাকে [যথা;—বায়ুগুণবাহুল্যে তিক্ত, কটু ও কষায় রসের উৎপত্তি হয়, অতএব তিক্ত, কটু ও কষায় সেবিত হইলে বায়ু বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আবার এই সকল রস শরীরস্থ জলের ধ্বংস করিয়া থাকে]। কেহ কেহ কহেন, জগৎ অগ্নীষোমীয় বলিয়া রস সকল সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য এবং কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। মধুর, অম্ল ও লবণ রস স্নিগ্ধ ও গুরু। কটু, তিক্ত ও কষায় রস রুক্ষ ও লঘু। সৌম্য রসসমূহ শীতল এবং আগ্নেয় রসসমূহ উষ্ণ। ৪। তন্মধ্যে বায়ুর লক্ষণ শৈত্য, রুক্ষতা, লঘুতা, বিশদতা ও বিষ্টম্ভিতা। আর কষায় রসের সহিত বায়ুর যোনির (কারণের) সমানতা আছে। বায়ুও শীতল, কষায় রসও শীতল। অতএব কষায় রস সেবিত হইলে বায়ুর শীতলতা বৃদ্ধি পায়।

বর্দ্ধয়তি রৌক্ষ্যাদ্রৌক্ষ্যং লাঘবাল্লাঘবং বৈশদ্যাৎ বৈশদ্যং বৈষ্টম্ভ্যাদ্বৈষ্টম্ভ্যমিতি॥ ৫

ঔষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশদ্যগুণলক্ষণং পিত্তং, তস্য সমানযোনিঃ কটুকো রসঃ, সোঽস্যৌষ্ণ্যাদৌষ্ণ্যং বর্দ্ধয়তি তৈক্ষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যং রৌক্ষ্যাদ্রৌক্ষ্যং লাঘবাল্লাঘবং বৈশদ্যাদ্বৈশদ্যমিতি॥ ৬

মাধুর্য্যস্নেহগৌরবশৈত্যপৈচ্ছিল্যগুণলক্ষণঃ শ্লেষ্মা, তস্য সমানযোনির্ম্মধুরো রসঃ, সোঽস্য মাধুর্য্যান্মাধুর্য্যং বর্দ্ধয়তি স্নেহাৎ স্নেহং গৌরবাদ্গৌরবং শৈত্যাচ্ছৈত্যং পৈচ্ছিল্যাৎ পৈচ্ছিল্যমিতি। তস্য পুনরন্যযোনিঃ কটুকো রসঃ, স শ্লেষ্মণঃ প্রত্যনীকত্বাৎ কটুকত্বান্মাধুর্য্যমভিভবতি রৌক্ষ্যাৎ স্নেহং লাঘবাদ্গৌরবমৌষ্ণ্যাচ্ছৈত্যং বৈশদ্যাৎ পৈচ্ছিল্যমিতি। তদেতন্নিদর্শনমাত্রমুক্তম্॥ ৭

রসলক্ষণমত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র যঃ পরিতোষমুৎপাদয়তি প্রহ্লাদয়তি তর্পয়তি জীবয়তি মুখোপলেপং জনয়তি শ্লেষ্মাণঞ্চাভিবর্দ্ধয়তি স মধুরঃ। যো দন্তহর্ষমুৎপাদয়তি মুখাস্রাবং জনয়তি শ্রদ্ধাঞ্চোৎপাদয়তি সোঽম্লঃ। যো ভক্তরুচিমুৎপাদয়তি কফপ্রসেকং জনয়তি মার্দ্দবঞ্চাপাদয়তি স লবণঃ। যো জিহ্বাগ্রং বাধতে উদ্বেগং জনয়তি শিরো গৃহ্লীতে নাসিকাঞ্চ স্রাবয়তি স কটুকঃ। যো গলে চোষমুৎপাদয়তি মুখবৈশদ্যং জনয়তি ভক্তরুচিঞ্চাপাদয়তি হর্ষঞ্চ স তিক্তঃ। যো বক্ত্রং পরিশোষয়তি জিহ্বাং স্তম্ভয়তি কণ্ঠং বধ্নাতি হৃদয়ং কর্ষতি পীড়য়তি চ স কষায়ঃ॥ ৮

রসগুণানত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র মধুরো রসো রসরক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জৌজঃশুক্রস্তন্যবর্দ্ধনশ্চক্ষুষ্যঃ কেশ্যো বর্ণ্যো বলকৃৎ সন্ধানঃ শোণিতরসপ্রসাদনো বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণহিতঃ ষট্পদপিপীলিকানামিষ্টতমস্তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনঃ কৃমিকফকরশ্চেতি। স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানঃ কাসশ্বাসালসকবমথুবদনমাধুর্য্যস্বরোপঘাতকৃমিগলগণ্ডানাপাদয়তি তথার্ব্বুদশ্লীপদবস্তিগুদোপলেপাভিষ্যন্দপ্রভৃতীন্ জনয়তি॥ ৯

অম্লো জরণঃ পাচনঃ পবননিগ্রহণোঽনুলোমনঃ কোষ্ঠ-

আবার কষায় রস রুক্ষ, বায়ুও রুক্ষ; সুতরাং কষায় রস সেবিত হইলে বায়ুর রুক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বায়ু লঘু, কষায় রসও লঘু; সুতরাং কষায় রস সেবিত হইলে বায়ুর লঘুতা বৃদ্ধি পায়। বায়ু বিশদ, কষায় রসও বিশদ; সুতরাং কষায় রস সেবন করিলে বায়ুর বিশদতা বৃদ্ধি পায়। ৫। পিত্তের লক্ষণ উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা, লঘুতা ও বিশদতা। আর কটু রস পিত্তের সমান-যোনি। পিত্ত উষ্ণ, কটু রসও উষ্ণ; সুতরাং কটু রস সেবনে পিত্তের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। পিত্ত তীক্ষ্ণ, কটু রসও তীক্ষ্ণ, সুতরাং কটু রস সেবনে পিত্তের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। পিত্ত রুক্ষ, কটুরসও রুক্ষ; সুতরাং কটু রস সেবনে পিত্তের রুক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পিত্ত লঘু, কটু রসও লঘু; সুতরাং কটু রস সেবনে পিত্তের লঘুতা বৃদ্ধি পায়। পিত্ত বিশদ, কটু রসও বিশদ; সুতরাং কটু রস সেবনে পিত্তের বিশদতাবৃদ্ধি হয়। ৬। শ্লেষ্মার লক্ষণ মাধুর্য্য, স্নেহ, গৌরব, শৈত্য ও পিচ্ছিলতা। আর মধুর রস শ্লেষ্মার সমান-যোনি। শ্লেষ্মা মধুর, মধুর রসও মধুর; সুতরাং মধুর রস সেবনে শ্লেষ্মার মধুর্য্যবৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মা স্নিগ্ধ, মধুর রসও স্নিগ্ধ; সুতরাং মধুর রস সেবনে শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতাবৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মা গুরু, মধুর রসও গুরু; সুতরাং মধুর রস সেবনে শ্লেষ্মার গুরুতাবৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মা শীতল, মধুর রসও শীতল; সুতরাং মধুর রসে শ্লেষ্মার শীতলতাবৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মা পিচ্ছিল, মধুর রসও পিচ্ছিল; সুতরাং মধুর রস সেবনে শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতাবৃদ্ধি হয়। কটু রস মধুর রসের অসমান-যোনি [অথবা কটু রস শ্লেষ্মার অসমান-যোনি এইরূপ অর্থ করিলেও চলে], উহা শ্লেষ্মার বিরুদ্ধ; সুতরাং কটু রসের কটুত্ব-হেতু শ্লেষ্মার মাধুর্য্য, রুক্ষতাহেতু স্নিগ্ধতা, লঘুতাহেতু গুরুতা, উষ্ণতাহেতু শৈত্য এবং বৈশদ্যহেতু পিচ্ছিলতা নষ্ট হয়। এই নিদর্শন-মাত্র উক্ত হইল। ৭। অনন্তর রস-লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি। যাহা পরিতোষ উৎপাদন করে, প্রহ্লাদন করে, তর্পিত করে, উজ্জীবিত করে, মুখের লিপ্ততা জন্মাইয়া থাকে এবং শ্লেষ্মাকে বৃদ্ধি করে তাহাকে মধুর রস কহে। যাহা দন্তহর্ষ উৎপাদন করে মুখস্রাব উৎপাদন করে ও রুচি উৎপাদন করে, তাহাকে অম্লরস কহে। যাহা ভক্তে রুচি উৎপাদন করে, কফ প্রসেক উৎপাদন করে এবং মৃদুতা উৎপাদন করে, তাহাকে লবণ রস কহে। যাহা জিহ্বাগ্রে বাধা উৎপাদন করে উদ্বেগ উৎপাদন করে, মস্তককে উদ্বেজিত করে এবং নাসিকার স্রাব উৎপাদন করে, তাহাকে কটু রস কহে যাহা গলে চোষ (আকর্ষণ) উৎপাদন করে, মুখের বৈশদ্য উৎপাদন করে, ভক্তের রুচি উৎপাদন করে এবং রোমহর্ষ উৎপাদন করে, তাহাকে তিক্ত রস কহে। যাহা মুখকে পরিশুষ্ক করে, জিহ্বাকে স্তব্ধ করে, কণ্ঠকে বদ্ধ করে হৃদয়কে কর্ষণ ও পীড়ন করে, তাহাকে কষায় রস কহে। ৮। ইহার পর রসের গুণ বর্ণনা করিতেছি। তন্মধ্যে মধুর রস, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজঃ, শুক্র ও স্তন্য বর্দ্ধন করে। ইহা চক্ষুষ্য, কেশকর, বর্ণকর, বলকর, সন্ধান, রক্তরসপ্রসাদন, বাল বৃদ্ধ ক্ষত ও ক্ষীণ রোগীর পক্ষে হিতকর, ষট্পদ ও পিপীলিকাদিগের প্রিয়তম, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহের শান্তিকর, ষড়িন্দ্রিয়ের (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের) প্রসাদন এবং কৃমিকফকারক। মধুর রস এইরূপ গুণশালী হইলেও যদি কেবল একমাত্র মধুর রসই অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তবে কাস, শ্বাস, অলসক, বমন, মুখমাধুর্য্য, স্বরভঙ্গ, কৃমি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ, বস্তিদেশের উপলেপ, গুদোপলেপ ও অভিষ্যন্দ প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। ৯। অম্ল রস জরণ,

বিদাহী বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ প্রায়শো হৃদ্যশ্চেতি। স এবং-গুণোহপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো দন্তহর্ষনয়নসম্মীলন-রোমসংবেজনককবিলয়নশরীরশৈথিল্যান্যাপাদয়তি তথা ক্ষতাভিহতদগ্ধদষ্টভগ্নশূনরুগ্ন-প্রচ্যুতাবমুত্রিত-বিসর্পিতচ্ছিন্ন-ভিন্নবিদ্ধোৎপিষ্টাদীনি পাচয়ত্যাগ্নেয়স্বভাবাৎ পরিদহতি কণ্ঠমুরো হৃদয়ঞ্চেতি ॥ ১০

লবণঃ সংশোধনঃ পাচনো বিশ্লেষণঃ ক্লেদনঃ শৈথিল্যকৃত্তীক্ষ্ণঃ সর্ব্বরসপ্রত্যনীকো মার্গবিশোধনঃ সর্ব্বশরীরাবয়বমার্দ্দবকরশ্চেতি। স এবংগুণোহপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানো গাত্রকণ্ডুকোঠশোফবৈবর্ণ্যপুংস্ত্বোপঘাতেন্দ্রিয়োপতাপান্ তথা মুখাক্ষিপাকং রক্তপিত্তবাতশোণিতাম্লীকাপ্রভৃতীনাপাদয়তি ॥ ১১

কটুকো দীপনঃ পাচনো রোচনঃ শোধনঃ স্থৌল্যালস্যকফ-কৃমিবিষকুষ্ঠকণ্ডুপশমনঃ সন্ধিবন্ধবিচ্ছেদনোহবসাদনঃ স্তন্য-শুক্রমেদসামুপহন্তা চেতি। স এবংগুণোহপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো ভ্রমমদগলতাল্বোষ্ঠশোষদাহসন্তাপবলবিঘাত-কম্পতোদভেদকৃৎ করচরণপার্শ্বপৃষ্ঠপ্রভৃতিষু চ বাতশূলানাপাদয়তি ॥ ১২

তিক্তশ্ছেদনো রোচনো দীপনঃ শোধনঃ কণ্ডুকোঠতৃষ্ণা-মূর্চ্ছাজ্বরপ্রশমনঃ স্তন্যশোধনো বিণ্মূত্রক্লেদমেদোবসাপূয়োপ-শোষণশ্চেতি। স এবংগুণোহপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো গাত্রমন্যাস্তম্ভাক্ষেপকার্দ্দিতশিরঃশূলভ্রমতোদভেদ-চ্ছেদাস্যবৈরস্যান্যাপাদয়তি ॥ ১৩

কষায়ঃ সংগ্রাহকো রোপণঃ স্তম্ভনঃ শোধনো লেখনঃ শোষণঃ পীড়নঃ ক্লেদোপশোষণশ্চেতি। স এবংগুণোহপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো হৃৎপীড়াস্যশোষোদরাধ্মানবাক্যগ্রহ-মন্যাস্তম্ভগাত্রস্ফুরণচুমুচুমায়নাকুঞ্চনাক্ষেপণপ্রভৃতীন্ জনয়তি ॥

অতঃ সংক্ষেপামেব দ্রব্যাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা—কাকোল্যাদিঃ ক্ষীরঘৃতবসামজ্জশালিষষ্টিকযবগোধূমমাষশৃঙ্গা-টককসেরুকত্রপুসৈর্ব্বারুকর্কারুকালম্বুকালঙ্কতকাঙ্কলোড্য পিয়াল-পুষ্করবীজকাশ্মর্য্যমধুকদ্রাক্ষাখর্জ্জুর-রাজাদনতালনারিকেলেক্ষু-বিকারবলাতিবলাত্মগুপ্তাবিদারী-পয়স্যাগোক্ষুরক-ক্ষীরমোরট-মধুলিকাকুষ্মাণ্ডপ্রভৃতীনি সমাসেন মধুরো বর্গঃ ॥ ১৫

দাড়িমামলক-মাতুলুঙ্গাম্রাতক-কপিত্থ-করমর্দ্দ-বদরকোল-প্রাচীনামলকতিন্তিড়ীককোশাম্রভব্য পারাবতবেত্রফলল-কুচা-

---

পাচন, বায়ুদমন, বায়ুর অনুলোমন, কোষ্ঠবিদাহী, শীতস্পর্শ, ক্লেদন ও প্রায় হৃদ্য। অম্ল রস এইরূপ গুণশালী হইলেও যদি কেবল একমাত্র অম্ল রসই অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তবে দন্তহর্ষ, নয়ন-সম্মীলন, লোমসংহ্লেদন (গায়ে কাঁটা দেওয়া), কফবিলয়ন (কফকে পাতলা করা) ও শরীর-শৈথিল্য উৎপাদন করে। আর ক্ষত, আহত, দগ্ধ, দষ্ট, ভগ্ন, শোথযুক্ত, রুগ্ন, স্থানচ্যুত, মূত্রবিষ জন্তুদিগের মূত্রে দূষিত, বিসর্পিত (স্পর্শবিষ জন্তুদিগের বোলান), ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ ও উৎপিষ্ট (থেৎলান) প্রভৃতি অঙ্গসমূহের পাক উৎপাদন করে। আর আগ্নেয় স্বভাবহেতু কণ্ঠ, বক্ষঃ ও হৃদয়কে দাহযুক্ত করিয়া থাকে। ১০। লবণ রস সংশোধন, পাচন, বিশ্লেষণ, ক্লেদন, শৈথিল্যকারক, সর্ব্বরসের বিরুদ্ধ, স্রোতঃ-শোধক এবং সর্ব্বশরীর ও অবয়বের মৃদুতাকারক। লবণ এইরূপ গুণশালী হইলেও যদি কেবল একমাত্র লবণ অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তবে গাত্রকণ্ডু, কোঠ, শোথ, বিবর্ণতা, পুংস্ত্বোপঘাত, ইন্দ্রিয়গণের উপতাপ, মুখ ও অক্ষির পাক, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত ও অম্লীকা (অম্লোদ্গার) প্রভৃতি উৎপাদন করে। ১১। কটুরস দীপন, পাচন, রোচন, শোধন, স্থৌল্য, আলস্য, কফ, কৃমি, বিষ, কুষ্ঠ ও কণ্ডুর উপশম করে, সন্ধিবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে, অবসাদ উৎপাদন করে এবং স্তন্য শুক্র ও মেদ নষ্ট করিয়া থাকে। কটু রস এইরূপ গুণশালী হইলেও যদি কেবল একমাত্র কটুরস অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তবে ভ্রম, মত্ততা, গলতালু ও ওষ্ঠের শোষ, দাহ, সন্তাপ, বলবিনাশ, কম্প, তোদ, ভেদ এবং কর চরণ পার্শ্ব পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গে বাতশূল উৎপাদন করে। ১২। তিক্ত রস ছেদন, রোচন, দীপন, শোধন, কণ্ডু কোষ্ঠ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও জ্বরের প্রশমন, স্তন্যশোধন এবং বিষ্ঠা মূত্র ক্লেদ মেদ বসা ও পূযের শোধন। তিক্তরস এইরূপ গুণ-শালী হইলেও যদি কেবল একমাত্র তিক্ত রস অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তবে গাত্রস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, আক্ষেপক, অর্দ্দিত, শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখবৈরস্য উৎপাদন করে। ১৩। কষায় রস সংগ্রাহী, রোপণ, স্তম্ভন, শোধন, লেখন, শোষণ, পীড়ন ও ক্লেদোপশোষণ। কষায় রস এইরূপ গুণশালী হইলেও যদি কেবল একমাত্র কষায় রস অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তবে হৃৎপীড়া, মুখ-শোষ, উদরাধ্মান, বাক্যগ্রহ (বাগ্‌রোধ), মন্যাস্তম্ভ, গাত্র-স্ফুরণ, চুমুচুমায়ন (গাত্রে চিম্ চিম্ বোধ), আকুঞ্চন ও আক্ষেপণ (অতিশয় কম্পন) প্রভৃতি উৎপাদন করে। ১৪। অনন্তর সমস্ত রসের দ্রব্যই বলিতেছি। যথা ;—কাকো-ল্যাদি, তথা দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালি, ষষ্টিক, যব, গোধূম, মাষ, শৃঙ্গাটক (পাণিফল), কসেরুক (কেশুর), শসা, কাঁকুড়, অলাবু, কালঙ্কত (কাসমর্দ্দ। ইহা মধুর ও তিক্ত), অঙ্কলোড্য (কেহ বলেন—চেঁচকো বা চেঁচো ইতি ভাষা), পিয়াল, পুষ্করবীজ (পদ্মবীজ), গাম্ভারী ফল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, রাজাদন (ক্ষীর-খর্জ্জুর), তাল, নারিকেল, ইক্ষুবিকৃতি, বেড়েলা, অতিবলা (পীত বেড়েলা বা গোরক্ষ চাকুলে), আলকুশী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পয়স্যা (ক্ষীরভূমিকুষ্মাণ্ড), গোক্ষুর, ক্ষীরমোরট (দুধের ছ্যানা), মধুলিকা (গোধূম-ভেদ) ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুর গণ। ১৫। দাড়িম, আমলকী, গোঁড়ানেবু, আমড়া, কদবেল, করমর্দ্দ (করমচা), বদর, কোল (ক্ষুদ্রবদর), পাণি আমলা, তেঁতুল, কোশাম্র (কোশাম), ভব্য (চালুতা), পারাবত (কামরূপে প্রসিদ্ধ মধুরাম্ল ফল),

ম্লবেতস-দন্ত-শঠ-দধিতক্রসুরাশুক্তসৌবীর-তুষোদক-ধান্যাম্ল-প্রভৃতীনি সমাসেনাম্লো বর্গঃ ॥ ১৬

সৈন্ধবসৌবর্চ্চলবিড়পাক্যরোমকসামুদ্রকপাক্তিমযবক্ষারোষপ্রসূতসুবর্চ্চিকাপ্রভৃতীনি সমাসেন লবণো বর্গঃ ॥ ১৭

পিপ্পল্যাদিঃ সুরসাদিঃ শিগ্রুমধুশিগ্রুমূলকলশুনসুমুখশীতশিবকুষ্ঠদেবদারুহরেণুকাবল্গুজফলচণ্ডাগুগ্‌গুলুমুস্তলাঙ্গলকীশুকনাসাপীলুপ্রভৃতীনি সালসারাদিশ্চ প্রায়শঃ কটুকো বর্গঃ ॥ ১৮

আরগ্বধাদির্গুড়ুচ্যাদির্মণ্ডুকপর্ণীবেত্রকরীরহরিদ্রাদ্বয়েন্দ্রযববরুণস্বাদুকণ্টকসপ্তপর্ণবৃহতীদ্বয়-শঙ্খিনী-দ্রবন্তী-ত্রিবৃৎকৃতবেধনকর্কোটককারবেল্লকবার্ত্তাক-করীর-করবীর-সুমনঃ-শঙ্খপুষ্প্যপামার্গ-ত্রায়মাণাশোকরোহিণী-বৈজয়ন্তীসুবর্চ্চলাপুনর্নবাবৃশ্চিকালীজ্যোতিষ্মতীপ্রভৃতীনি সমাসেন তিক্তো বর্গঃ ॥

ন্যগ্রোধাদিরম্বষ্ঠাদিঃ প্রিয়ঙ্গ্বাদী রোধ্রাদিস্ত্রিফলা শল্লকীজম্ব্বাম্রবকুলতিন্দুকফলানি কতকশাকপাষাণভেদকবনস্পতিফলানি সালসারাদিশ্চ প্রায়শঃ, কুরবককোবিদারকজীবন্তীচিল্লীপালঙ্ক্যাসুনিষণ্ণকপ্রভৃতীনি নীবারকাদয়ো মুদ্গাদয়ো বৈদলাশ্চ সমাসেন কষায়ো বর্গঃ ॥ ২০

বেত্রফল, অম্লবেতস, দন্তশঠ (গোঁড়া-নেবুর জাতীয়), দধি, তক্র, সুরা, শুক্ত, সৌবীর, তুষোদক, ধান্যাম্ল প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ অম্লবর্গ। ১৬। সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, পাক্য (উদ্ভিদ লবণ), রোমক (তদভাবে শাম্ভারী), সমুদ্র লবণ, পাক্তিম-লবণ ("গুর্জ্জরাষ্ট্রীয় প্রচুর হয়"), যবক্ষার, উষপ্রসূত (উষ লবণ), সুবর্চ্চিকা প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ লবণবর্গ। ১৭। পিপ্পল্যাদি, সুরসাদি, সজিনা, রক্তপুষ্প সজিনা, মুলো, লশুন, সুমুখ (শ্বেত তুলসী। কেহ বলেন 'বন-বাবুই-তুলসী'), শীতশিব (কর্পূর), কুড়, দেবদারু, রেণুকা, সোমরাজী (বাকুচী-বীজ), চণ্ডা (অজমোদাকার সুগন্ধি দ্রব্য। কোন কোন মতে গেঁঠেলা), গুগ্‌গুলু, মুতো, বিষলাঙ্গুলে, শুকনাসা (শ্যোনাক), পীলু প্রভৃতি ও সালসারাদি গণ সংক্ষেপতঃ কটুবর্গ। ১৮। আরগ্বধাদি, গুড়ুচ্যাদি, মণ্ডূকপর্ণী (ব্রাহ্মী), বেত্রকরীর (বেত্রাঙ্কুর), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণ, স্বাদুকণ্টক (বইচ), ছাতীম, বৃহতী, কণ্টিকারী, শঙ্খিনী (কালমেঘ), দ্রবন্তী, ত্রিবৃৎ, কৃতবেধন (ঘোষাভেদ), কর্কোটক (কাঁকরোল), কারবেল্লক (করলা), বার্ত্তাক (বৃহতীফল), করীর, করবীর, জাতী, শঙ্খপুষ্পী, অপামার্গ, ত্রায়মাণা, অশোকরোহিণী (কট্‌কী), বৈজয়ন্তী (জয়ন্তী), সুবর্চ্চলা, পুনর্নবা, বৃশ্চিকালী (বিছাতী), লতাফট্‌কী প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ তিক্তবর্গ। ১৯। ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, লোধ্রাদি, ত্রিফলা, শল্লকী, জম্বু, আম্র, বকুল, তিন্দুক ফল, কতক (কেওড়া), শাক (শেগুন), পাষাণ-ভেদী (কেহ বলেন পাথরকুচী; কেহ বলেন হিমসাগর) বনস্পতিদিগের ফল, সালসারাদি গণ প্রায়ই, কুরবক, কোবিদার, জীবন্তী, চিল্লী (মেঠো বেতো), পালং, শুষুনী প্রভৃতি, নীবারাদি, মুদ্গাদি ও বৈদল (পিষ্টক) সকল সংক্ষেপতঃ কষায়বর্গ। ২০।

তত্রৈষাং রসানাং সংযোগাস্ত্রিষষ্টির্ভবন্তি। তদ্যথা পঞ্চদশ দ্বিকা বিংশতিস্ত্রিকাঃ পঞ্চদশ চতুষ্কাঃ ষট্ পঞ্চকা একশঃ ষড়্‌রসা একঃ ষট্‌ক ইতি। তেষামত্র প্রয়োজনানি বক্ষ্যামঃ ॥ ২১

ভবতি চাত্র।

অন্যাঃ ষড়ধিগচ্ছন্তি বলিনো বশ্যতাং রসাঃ।
যথা প্রকুপিতা দোষা বশং যান্তি বলীয়সঃ ॥ ২২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে রসবিশেষবিজ্ঞানীয়ো নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

তন্মধ্যে এই সকল রসের সংযোগ তেষট্টি প্রকার। যথা; দুই দুই রসে পনরটী, তিন তিন রসে কুড়িটী, চারি চারি রসে পনরটী, পাঁচ পাঁচটী রসে ছয়টী, এক একটী রসে ছয়টী এবং ছয়টী রস মিলিয়া একটী। ইহাদিগের প্রয়োজন পারে বলিব। ২১। এই স্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে। যথা;—ছয় রস সেবিত হইবার পর অনুরস সকল প্রধান রসের বশতা প্রাপ্ত হয়। যেমন ত্রিদোষ কুপিত হইলে হীনতর দোষ সকল উল্বণ দোষের বশতা প্রাপ্ত হয়। ২২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

বমনদ্রব্যাণাং ফলাদীনাং মদনফলানি শ্রেষ্ঠতমানি ভবন্তি। তত্র মদনপুষ্পাণামাতপপরিশুষ্কাণাং চূর্ণপ্রকুঞ্চং

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞাপনীয়।

অনন্তর আমরা বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞাপনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। ফলাদি বমনদ্রব্যের মধ্যে মদন ফল শ্রেষ্ঠতম। তন্মধ্যে আতপশুষ্ক মদন-পুষ্পসমূহের চূর্ণ এক পল লইয়া অপামার্গ, আকন্দ বা নিম্বের কষায়ে আলোড়নপূর্ব্বক মধুসৈন্ধবযোগে সেই পুষ্পচূর্ণের মাত্রা পান করাইয়া বমন করাইতে হয়। অথবা কাঁচা মদন ফল শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ [চরকে মদন ফলের দানাই ব্যবহার্য্য] বকুল ও মহানিম্বের কষায়ের সহিত মধুলবণযোগে তপ্ত তপ্ত সেবন করিবে। অথবা কাঁচা মদন ফলের চূর্ণের সহিত তিলতণ্ডুলের যবাগূ সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে [সর্ব্বস্থলেই মদনফল-চূর্ণের মাত্রা এক পল] মদন ফল সকল নির্ব্বৃত্ত (পুরন্ত। জাতমাত্র ইতি ভানুমতী) হইলে অথচ অতিহরিত (অতিশয় কাঁচা) বা

এত্যেকৃপুষ্পীসদাপুষ্পীনিম্বকষায়াণামন্যতমেনালোড্য মধুসৈন্ধবযুক্তং পুষ্পচূর্ণমাত্রাং পায়য়িত্বা বাময়েৎ। মদনশলাটুচূর্ণান্যেবং বা বকুলরম্যকোপযুক্তানি মধুলবণযুক্তান্যভিপ্রতপ্তানি; মদনশলাটুচূর্ণসিদ্ধাং বা তিলতণ্ডুলযবাগূম্। নির্ব্বৃত্তানাং বা নাতিহরিতপাণ্ডূনাং কুশমূঢ়াববদ্ধমৃদ্গোময়প্রলিপ্তানাং যবতুষমুদ্গমাষশাল্যাদিধান্যরাশাবষ্টরাত্রোষিতক্লিন্নভিন্নানাং ফলানাং ফলপিপ্পলীরুদ্ধৃত্যাতপে শোষয়েৎ, তাসাং দধিমধুপললবিমৃদিতপরিশুষ্কাণাং সুভাজনস্থানামন্তর্নখমুষ্টিমুক্তে যষ্টীমধুককষায়ে কোবিদারাদীনামন্যতমে বা কষায়ে প্রমৃজ্য রাত্রিপর্য্যুষিতং মধুসৈন্ধবযুক্তমাশীর্ভিরভিমান্ত্রিতমুদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখমাতুরং পায়য়েদনেন মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য ॥ ২

ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্র-ভূচন্দ্রার্কানলানিলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌষধীগ্রামা ভূতসঙ্ঘাশ্চ পান্তু তে ॥
রসায়নমিবর্ষীণাং দেবানামমৃতং যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে ॥ ৩

বিশেষেণ শ্লেষ্মজ্বরপ্রতিশ্যায়ান্তর্বিদ্রধিষু। অপ্রবর্ত্তমানে বা দোষে পিপ্পলীবচাগৌরসর্ষপকল্কোন্মিশ্রৈঃ সলবণৈরুষ্ণাম্বুভিঃ পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তয়েদা সম্যগ্বান্তলক্ষণাদিতি। মদনফলমজ্জচূর্ণং বা তৎকাথপরিভাবিতং মদনফলকষায়েণ। মদনফলমজ্জসিদ্ধস্য বা পয়সঃ সন্তানিকাং কোষ্ণযুক্তাম্। মদনফলমজ্জসিদ্ধং বা পয়ঃ। মদনফলমজ্জসিদ্ধেন বা পয়সা যবাগূম্। অধোভাগাসৃক্পিত্তহৃদ্দাহয়োঃ। মদনফলমজ্জসিদ্ধস্য বা পয়সো দধিভাবমুপগতস্য দধ্যুত্তরং দধি বা; কফপ্রসেকচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতমকেষু। মদনফলমজ্জরসং ভল্লাতকস্নেহবদাদায় ফাণিতীভূতং লেহয়েদাতপপরিশুষ্কং বা তমেব জীবন্তীকষায়েণ; পিত্তে কফস্থানগতে। মদনফলমজ্জকাথং বা পিপ্পল্যাদিপ্রতীবাপং তচ্চূর্ণং বা নিম্বরূপিকাকষায়য়োরন্যতরেণ সন্তর্পণকফজব্যাধিহরং মদনফলমজ্জচূর্ণং বা মধুককাশ্মর্য্যদ্রাক্ষাকষায়েণ। মদনফলবিধানমুক্তম্ ॥ ৪

জীমূতককুসুমচূর্ণং বা পূর্ব্ববদেব ক্ষীরেণ নির্ব্বৃত্তেষু

অতি পাণ্ডু (অতিশয় পাকা) না হইলে উহাদিগকে কুশপুটকে আবদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা ও গোময়যোগে প্রলেপ দিয়া যব, তুষ, মাষকলায় বা শাল্যাদি ধান্যরাশির মধ্যে অষ্ট রাত্রি রাখিয়া দিতে হয়। তাহাতে ফল সকল ক্লিন্ন ও ভিন্ন হইলে তাহা হইতে দানা সকল উদ্ধার করিয়া আতপে শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর ঐ সকল দানা দধি, মধু ও তিলচূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর ঐ সকল দানা একটী ভাল পাত্রে তুলিয়া রাখিবে। বমনের পূর্ব্বরাত্রে মদন ফলের এক অন্তর্নখমুষ্টি (অর্থাৎ এক মুটো। মুষ্টি বলিলে এক পল বুঝায়। অন্তর্নখমুষ্টি বলিলে এক মুটো বুঝায়) গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই সকল দানা সেই রাত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এক সের পরিমাণ উষ্ণ যষ্টিমধু-কষায়ের সহিত কিংবা কোবিদারাদিবর্গের কোন একটী কষায়ের সহিত ঘুটিয়া রাখিবে। বমনের দিন প্রাতঃকালে দানা সকল কষায়ের সহিত উত্তমরূপে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহা মধুসৈন্ধবসংযোগে সুখোষ্ণ করিয়া পূর্ণ এক সের মাত্রায় বক্ষ্যমাণ "ব্রহ্মদক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রসহকারে পূত করিবে এবং রোগীকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া পান করাইবে। ২। মন্ত্র যথা;—ব্রহ্মদক্ষেত্যাদি। মূল দেখ। ৩। উক্ত বমন দ্বারা দোষ বহির্গত না হইলে পিপুল, বচ ও শ্বেত-সর্ষপের কল্ক সৈন্ধব লবণ ও উষ্ণ জলের সহিত পুনঃপুনঃ পান করাইয়া বমন করাইবে। যতক্ষণ সম্যক্ বমনের লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিতে থাকিবে। অথবা মদন ফলের কাথে মদনফল-মজ্জার চূর্ণ সাত দিন ভাবনা দিয়া মদন-ফল-কষায়ের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা মদন ফলের মজ্জার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের সর মধুর সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা মদনফল-মজ্জার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা অধোগত রক্তপিত্ত ও হৃদ্দাহে মদনফল মজ্জার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধে যবাগূ পাক করিয়া তদ্দ্বারা বমন করাইবে। অথবা মদনফল-মজ্জার সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পাতিয়া রাখিলে যে দধি প্রস্তুত হইবে, তাহা কফপ্রসেক, বমি, মূর্চ্ছা ও তমক রোগে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা সেই দধির সর পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা মদনফল-মজ্জার রস ভল্লাতক-স্নেহের ন্যায় বাহির করিয়া ফাণিতের ন্যায় কিঞ্চিৎ ঘনীভূত করিবে। পরে লেহন করিবে। অথবা সেই রস আতপে শুষ্ক করিয়া জীবন্তী কষায়ের সহিত পান করিবে। এই দুইটী যোগ কফ-স্থান-গত পিত্তে প্রয়োজনীয় [ফুস্ফুস্ কফের স্থান। ফুস্ফুসে দাহ উপস্থিত হইলে পিত্ত কফস্থানগত হইয়াছে বলা যায়, ইত্যাদিরূপ বুঝিতে হইবে] অথবা মদনফল-মজ্জার কাথে পিপ্পল্যাদির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থ প্রয়োগ করিবে; অথবা মদনফল-মজ্জার চূর্ণ নিম্বকষায় বা আকন্দমূলের কষায়ের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। এই দুইটী যোগ সন্তর্পণ জনিত ও কফজনিত ব্যাধিসমূহ হরণ করে। আর এরূপ স্থলে মদনফলমজ্জার চূর্ণ যষ্টিমধুর কষায় বা গাম্ভারী ফলের কষায় বা দ্রাক্ষা-কষায়ের সহিত পান করাইয়া বমন করাইলেও হয়। ইতি মদনফল বিধান উক্ত হইল [চরকে এইরূপ আছে;—"মদনফল-দানার সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া অধোগত রক্তপিত্তে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। আর সেই ক্ষীরের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া হৃদ্দাহে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। আর সেই দুগ্ধের দধি হইতে সর উদ্ধার করিয়া কফজ বমি, তমক ও কফ-প্রসেকে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। আর সেই দুগ্ধ শীতল হইলে তাহার অর্দ্ধ সের সন্তানিকা প্রকুপিত পিত্তে পান করাইয়া বমন করাইবে। আর বক্ষঃ, কণ্ঠ ও হৃদয় পাতলা কফ দ্বারা লিপ্ত হইলেও উক্ত সন্তানিকা পান করাইয়া বমন করাইতে হয়"]। ৪। মদন-পুষ্পের ন্যায়

ক্ষীরযবাগূং, রোমশেষু সন্তানিকামরোমশেষু চ দধ্যুত্তরং, হরিতপাণ্ডুষু দধি তৎকষায়সংসৃষ্টাং বা সুরাং, কফারোচক-কাসশ্বাসপাণ্ডুরোগযক্ষ্মসু পর্য্যাগতেষু মদনফলমজ্জবহুপ-যোগঃ তদ্বদেব কুটজফলবিধানম্। কৃতবেধনানামপ্যেষ এব কল্পঃ। ইক্ষ্বাকুকুসুমচূর্ণং বা পূর্ব্ববদেব ক্ষীরেণ কাসশ্বাস-চ্ছর্দ্দিকফরোগেষুপযোগঃ॥ ৫

ধামার্গবস্যাপি মদনফলমজ্জবহুপযোগো বিশেষতস্তু গর-গুল্মোদরকাসশ্বাসশ্লেষ্মাময়েষু। বায়ৌ বা কফস্থানগতে কৃত-বেধনফলপিপ্পলীনাং বমনদ্রব্যকষায়পরিপীতানাং বহুশশ্চূর্ণ-মুৎপলাদিষু দত্তমাঘ্রাতং বাময়তি তত্ত্বনববদ্ধদোষেষু যবাগূমো-

ঘোষা-পুষ্পের চূর্ণও তৎপরিমাণে অপামার্গাদি-কাথের সহিত সৈন্ধব-সংযোগে বমনার্থ প্রয়োগ করা যায় (২ প্রকরণ দেখ)। আর ঘোষার ফল সকল নির্ব্বৃত্ত (পূরন্ত) হইলে শুষ্ক করিয়া তাহার সহিত ক্ষীরযবাগূ, ফল সকল কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধের সর এবং ফল সকল সম্পূর্ণ বড় হইলে তাহার চূর্ণের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধের দধির সর বা সেই ফলের কাথের সহিত প্রস্তুত সুরা কফ, অরুচি, কাস, শ্বাস, পাণ্ডুরোগ ও যক্ষ্মায় প্রয়োগ করিবে। [ঘোষার কাথে মাষকলায় ভাবনা দিতে হয়। আবার ঘোষার কাথেই শালিতণ্ডুল প্রক্ষালন করিতে হয়। অনন্তর মাষ ও শালি-তণ্ডুল একত্র কুটিয়া পিণ্ডিত করিবে এবং শুষ্ক ও চূর্ণিত করিয়া আবার শালি-তণ্ডুল-চূর্ণ পেষণপূর্ব্বক পাকপাত্রে ঘোষা-কষায়ের উত্তাপে সম্যক্‌রূপে উৎস্বিন্ন করিয়া নামা-ইবে। এইরূপে ঐ পিষ্ট স্নিগ্ধ, শীতল ও স্বিন্ন হইলে পর উহার তিন ভাগ, সন্ধানার্থ সুরাকিট্ট এক ভাগ ও ভার্গী-কাথ উপযুক্ত পরিমাণ কলসে স্থাপিত করিলেই পূর্ব্বোক্ত সুরা উৎপন্ন হইবে। ইহা পৈষ্টী সুরা। ইহাতে গুড় বা মধু দিতে হয় না। কোন কোন মতে গুড় দিলেও চলে।] ফল সকল পরিপক্ক হইলে মদনফল-মজ্জার ন্যায় সেবন করিতে হয়। কুটজ-ফলের বিধিও এইরূপ। কৃতবেধন (শ্বেত ঘোষা) ফলের কল্পও এইরূপ। আর ইক্ষ্বাকু-কুসুম-চূর্ণ মদনপুষ্প-চূর্ণের ন্যায় প্রয়োগ করা যায়। আর ইক্ষ্বাকু-ফল সকল পূরন্ত হইয়া উঠিলে দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ক্ষীরযবাগূ প্রস্তুত করিবে এবং কাস, শ্বাস, বমি ও কফরোগে সেবন করিবে। ৫। মদন ফলের মজ্জার ন্যায় ধামার্গ-বেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গরদোষ, গুল্ম, উদর, কাস, শ্বাস ও শ্লেষ্মরোগসমূহে এবং কফস্থানগত বায়ুতে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কৃতবেধন ফলের দানা সকল বমন-দ্রব্য-সমূহের কষায়ে ভাবিত করিয়া বহুশঃ চূর্ণিত করিবে; পরে সেই সকল চূর্ণ পদ্ম প্রভৃতি আঘ্রেয় দ্রব্যসমূহে মাখাইয়া আঘ্রাণ করিলে বমন হইয়া থাকে। দোষসমূহ অতিশয় উদ্রিক্ত হইয়া উঠিলেই এই বমন উপ-যোগী হয়। আর এইরূপ বমন দিবার পূর্ব্বে রোগীকে

কণ্ঠাৎ পীতবৎসু চ বিদধ্যাৎ। বমনবিরেচনশিরোবিরেচন-দ্রব্যাণ্যেবং বা প্রধানতমানি ভবন্তি॥ ৬

ভবন্তি চাত্র।

বমনদ্রব্যযোগাণাং দিগিয়ং সম্প্রকীর্ত্তিতা।
তাং বিভজ্য যথাব্যাধি কালশক্তিবিনিশ্চয়াৎ॥
কষায়ৈঃ স্বরসৈঃ কল্কৈশ্চূর্ণৈরপি চ বুদ্ধিমান্।
পেয়লেহ্যাদ্যভোজ্যেষু বমনান্যুপকল্পয়েৎ॥ ৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে বমনদ্রব্যবিকল্প-বিজ্ঞাপনীয়ো নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ

অথাতো বিরেচনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

অরুণাভং ত্রিবৃন্মূলং শ্রেষ্ঠং মূলবিরেচনে।
প্রধানং তিল্বকত্বক্ষু ফলেষপি হরীতকী॥
তৈলেষ্বেরণ্ডজং তৈলং স্বরসে কারবেল্লিকা।
সুধাপয়ঃ পয়ঃসুক্তমিতি প্রাধান্যসংগ্রহঃ॥
তেষাং বিধানং বক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ২
বৈরেচনদ্রব্যরসান্নপীতং মূলং মহৎ ত্রৈবৃতমস্তদোষম্।
চূর্ণীকৃতং সৈন্ধবনাগরাঢ্যমম্লৈঃ পিবেন্মারুতরোগজুষ্টঃ॥

আকণ্ঠ যবাগূ পান করাইতে হয়। এইরূপে কল্পনা করিলে বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন দ্রব্য সকল উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ৬। এস্থলে দুইটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা যাইতেছে, যথা;—সংক্ষেপে বমনকারক দ্রব্যযোগ সকল বর্ণিত হইল। বুদ্ধিমান বৈদ্য কাল বলভেদে বিবেচনা করিয়া ঐ সকল যোগ ভিন্ন ভিন্ন কষায়, স্বরস, কল্ক ও চূর্ণের সহিত পেয়-লেহ্যাদি ভোজ্যসমূহ সহকারে প্রয়োগ করিবে ৮

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিরেচন-দ্রব্য-বিকল্প-বিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা বিরেচন-দ্রব্য-বিকল্প-বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। মূল-বিরেচনদিগের মধ্যে অরুণমূল ত্রিবৃতের মূল শ্রেষ্ঠ। ত্বক্‌-বিরেচনদিগের মধ্যে তিল্বক (ক্ষুদ্রলোধ) শ্রেষ্ঠ। ফল-বিরেচনদিগের মধ্যে হরীতকী শ্রেষ্ঠ। তৈল-বিরেচনদিগের মধ্যে এরণ্ডতৈল শ্রেষ্ঠ। স্বরস-বিরেচনদিগের মধ্যে কারবেল্লের স্বরস শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষীর-বিরেচনদিগের মধ্যে মনসার ক্ষীর শ্রেষ্ঠ। এইরূপে প্রধান বিরেচনদিগের সংগ্রহ করা হইল। অনন্তর ইহাদের আনুপূর্ব্বিক প্রয়োগবিধি বলিতেছি। ২। কীটাদি-দোষ-রহিত ত্রিবৃতের স্থূল মূল সকল বিরেচন-দ্রব্যসমূহের রসে

ইক্ষোর্বিকারৈর্মধুরৈ রসৈস্তৎ পৈত্তে গদে ক্ষীরযুতং পিবেদ্বা
গুড়ূচ্যরিষ্টত্রিফলারসেন সব্যোষমূত্রং কফজে পিবেদ্বা ॥ ৩
ত্রিবর্ণকত্র্যূষণযুক্তমেতদ্ গুড়েন লিহ্যাদনবেন চূর্ণম্।
প্রস্থে চ তন্মূলরসস্য দত্ত্বা তন্মূলকল্কং কুড়বপ্রমাণম্ ॥ ৪
কর্ষোন্মিতে সৈন্ধবনাগরে চ বিপাচ্য কল্কীকৃতমেতদদ্যাৎ।
তৎকল্কভাগঃ সমহৌষধার্দ্ধঃ সসৈন্ধবো মূত্রযুতশ্চ পেয়ঃ ॥
সমাস্ত্রিবৃন্নাগরকাভয়াঃ স্যুর্ভাগার্দ্ধকং পূগফলং সুপক্কম্।
বিড়ঙ্গসারো মরিচং সদারু যোগঃ সসিন্ধূত্থমূত্রযুক্তঃ ॥ ৫
বিরেচনদ্রব্যভবস্তু চূর্ণং রসেন তেষাং মতিমান্ বিমৃদ্য।
তন্মূলসিদ্ধেন চ সর্পিষাক্তং সেব্যং তদাজ্যে গুটিকীকৃতঞ্চ ॥
গুড়ে চ পাকাভিমুখে নিধায় চূর্ণীকৃতং সম্যগিদং বিপাচ্য।
শীতং ত্রিজাতাক্তমথোবিমৃশ্য যোগানুরূপা গুটিকাঃপ্রযোজ্যাঃ ॥৬
বৈরেকীয়দ্রব্যচূর্ণস্য ভাগং সিদ্ধং সার্দ্ধং ক্বাথভাগৈশ্চতুর্ভিঃ।
আমৃদ্নীয়াৎ সর্পিষা তচ্ছ্রুতেন তৎক্বাথোষ্মস্বেদিতং সাম্বিতঞ্চ

পাকপ্রাপ্তেফাণিতে চূর্ণিতং তৎক্ষিপ্তং পক্কঞ্চাবতার্য্যপ্রঘৃষ্যাৎ
শীতীভূতামোদকাহৃদ্যগন্ধাঃ কার্য্যাস্ত্বেতেভক্ষ্যকল্পাঃসমাসাৎ ॥৭
রসেন তেষাং পরিভাব্য মুদ্গান্ যূষঃ সসিন্ধূত্থবসর্পিরিষ্টঃ।
বৈরেচনেষ্বেষ্বপি বৈদলৈঃ স্যাদেবং বিদধ্যাদ্বমনৌষধৈশ্চ ॥ ৮
ভিত্ত্বা দ্বিধেক্ষুং পরিলিপ্যকল্কৈস্ত্রিভণ্ডিজাতৈঃ প্রতিবধ্যরজ্জ্বা।
পক্কঞ্চ সম্যক্ পুটপাকযুক্ত্যা খাদেৎ তু তং পিত্তগদী সুশীতম্॥৯

সিতাজগন্ধাত্বক্ক্ষীরীবিদারীত্রিবৃতঃ সমাঃ।
লিহ্যান্মধুঘৃতাভ্যাঞ্চ তৃড়্দাহজ্বরশান্তয়ে ॥ ১০
শর্করাক্ষৌদ্রসংযুক্তং ত্রিবৃচ্চূর্ণাবচূর্ণিতম্
রেচনং সুকুমারাণাং ত্বক্পত্রমরিচাংশকম্ ॥ ১১
পচেল্লেহং সিতাক্ষৌদ্রং পলার্দ্ধকুড়বান্বিতম্।
ত্রিবৃচ্চূর্ণযুতং শীতং পিত্তঘ্নং তদ্বিরেচনম্ ॥ ১২
ত্রিবৃচ্ছ্যামাক্ষারশুণ্ঠী-পিপ্পলীর্মধুনাপ্লুয়াৎ।
সর্ব্বশ্লেষ্মবিকারাণাং শ্রেষ্ঠমেতদ্বিরেচনম্ ॥ ১৩
বীজাঢ্যপথ্যাকাশ্মর্য্য-ধাত্রীদাড়িমকোলজান্।

ভাবনা দিয়া চূর্ণীকৃত করিবে। পরে সৈন্ধব ও শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত প্রচুররূপে সংযুক্ত করিয়া শুক্তাদি অম্লদ্রব্যের সহিত বায়ুরোগীকে পান করাইবে। পৈত্তিকরোগে শর্করা প্রভৃতি ইক্ষুবিকৃতি বা কাকোল্যাদি গণের ক্বাথ বা দুগ্ধের সহিত পান করাইবে। কফজরোগে গোলঞ্চ, নিম্ব বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত বা ত্রিকটুচূর্ণ ও গোমূত্রের সহিত বা উক্ত সমস্ত দ্রব্যের সহিত পান করাইবে। ৩। বাতশ্লেষ্মরোগে দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই সমুদায়ের চূর্ণ একভাগ ও তেউড়ীচূর্ণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিবে। অথবা তেউড়ীমূলের ক্বাথ চারিসের ও তেউড়ী-মূলের কল্ক চারিপল এবং সৈন্ধব ও শুঁঠচূর্ণ এককর্ষ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে পান করিবে। অথবা তেউড়ীর কল্ক একভাগ, শুণ্ঠীচূর্ণ অর্দ্ধভাগ ও সৈন্ধব যথাপ্রমাণ (নিবন্ধমতে অর্দ্ধভাগ) একত্র করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৪। অথবা তেউড়ীচূর্ণ একভাগ, শুঁঠচূর্ণ একভাগ, হরীতকীচূর্ণ একভাগ, সুপক্ক পূগফল অর্দ্ধভাগ, বিড়ঙ্গবীজচূর্ণ অর্দ্ধভাগ, মরিচচূর্ণ অর্দ্ধভাগ, দেবদারুচূর্ণ অর্দ্ধভাগ ও সৈন্ধব অর্দ্ধভাগ মিলিত করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৫। অথবা যদৃচ্ছালব্ধ বিরেচন-দ্রব্যসমূহের রসে যদৃচ্ছালব্ধ বিরেচন-দ্রব্যসমূহের চূর্ণ ভাবনা দিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা বিরেচন-দ্রব্যসমূহের মূলের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া, সেই ঘৃতের সহিত বিরেচন-দ্রব্যসমূহের চূর্ণ পানার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা সেই ঘৃতের সহিত বিরেচন-দ্রব্যসমূহের চূর্ণ গুটিকারূপে কল্পিত করিয়া এবং সেই সকল গুটিকা আসন্নপাকে গুড়ে নিক্ষেপ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অথবা পাক-সমাধান্তে শীতল হইলে দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাচচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ৬। বিরেচন-দ্রব্যসমূহের চূর্ণ একভাগ ও ক্বাথ চারিভাগ, সেই সকল বিরেচন-দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের সহিত, অগ্নিতে দর্ব্বী দ্বারা ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে পাক করিতে থাকিবে। আবার সেই সকল বিরেচন-দ্রব্যের চূর্ণই সেই সকল বিরেচন-দ্রব্যের ক্বাথের সহিত পক্কীকৃত গোধূম-চূর্ণের সহিত মিলিত করিয়া পাকপ্রাপ্ত ফাণিতে নিক্ষেপ করিবে এবং পাক সমাধানান্তে সাবধানে নামাইয়া শীতল হইলে ত্রিজাতক চূর্ণযোগে মনোজ্ঞ গন্ধ ও মোদকাকারে ভোজ্য-সমূহ প্রস্তুত করিবে। ৭। আবার সেই সকল বৈরেচন দ্রব্যের ক্বাথে মুগ ভাবনা দিয়া উহার যূষ সৈন্ধব ও ঘৃতের সহিত সেবন করা যায়। মুগ ভিন্ন অন্যান্য সূপধান্যও ঐরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রণালীতে বমনকারক ঔষধসমূহও কল্পনা করা যায়। ৮। একটী ইক্ষু দুই ভাগে চিরিয়া উহাদের মধ্যভাগ তেউড়ীর কল্কে পূরণ করিবে। পরে উহাদিগকে যথাস্থাপিত করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক যুক্তিপূর্ব্বক পুটপাক করিবে। এই পুটপক্ক রস সুশীতল হইলে পিত্তরোগী পান করিবে। ৯। শর্করা, অজগন্ধা (ক্ষেত্র-যমানী), বংশলোচন, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও তেউড়ীর চূর্ণ সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরের শান্তি হয়। ১০। শর্করা পাক করিয়া লেহবৎ হইলে তাহাতে তেউড়ীর চূর্ণ একভাগ এবং দারুচিনি, তেজপাতা ও মরিচের চূর্ণ সর্ব্বসমেত একভাগ ও মধু তিন ভাগ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সুকুমারদিগের বিরেচন হয়। ১১। এক পল শর্করা পাক করিয়া লেহবৎ ও শীতল হইলে তাহাতে এক কুড়ব মধু প্রক্ষেপ দিবে। অনন্তর উহার সহিত যথা পরিমাণ ত্রিবৃচ্চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। এই লেহ পিত্তঘ্ন বিরেচন। ১২। অরুণমূলা ত্রিবৃৎ, শ্যামমূলা ত্রিবৃৎ, যবক্ষার, শুঁঠ ও পিপুল এই সমুদায়ের চূর্ণ সমান সমান ভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্ম-রোগের পক্ষে উত্তম বিরেচন হয়। ১৩। গোঁড়া-

তৈলভৃষ্টান্ রসানম্লফলৈরাবাপ্য সাধয়েৎ॥
ঘনীভূতং ত্রিসৌগন্ধ্যং ত্রিবৃৎক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
লেহয়েত্তৎ কফপ্রায়ৈঃ সুকুমারৈর্বিরেচনম্॥ ১৪
নীলীতুল্যং ত্বগেলঞ্চ তৈস্ত্রিবৃৎ সসিতোপলা।
চূর্ণং সন্তর্পণং ক্ষৌদ্রফলাম্লং সন্নিপাতনুৎ॥ ১৫
ত্রিবৃচ্ছ্যামাসিতাকৃষ্ণা-ত্রিফলামাক্ষিকৈঃ সমৈঃ।
মোদকাঃ সন্নিপাতোর্দ্ধ-রক্তপিত্তজ্বরাপহাঃ॥ ১৬
ত্রিবৃদ্ভাগাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রিফলা তৎসমা তথা।
ক্ষারকৃষ্ণাবিড়ঙ্গানি সঞ্চূর্ণ্য মধুসর্পিষা।
লিহ্যাদ্গুড়েন গুটিকাং কৃত্বা বাপ্যথ ভক্ষয়েৎ॥
কফবাতকৃতান্ গুল্মান্ প্লীহোদরহলীমকান্।
হন্ত্যন্যানপি চাপ্যেতন্নিরপায়ং বিরেচনম্॥ ১৭
চূর্ণং শ্যামাত্রিবৃন্নীলী কটুকী মুস্তা দুরালভা।
চব্যেন্দ্রবীজং ত্রিফলা সর্পির্মাংসরসাম্বুভিঃ।
পীতং বিরেচনং তদ্ধি রুক্ষাণামপি শস্যতে॥ ১৮
বৈরেচনিকনিঃক্বাথভাগাঃ শীতাস্ত্রয়ো মতাঃ।
দ্বৌ ফাণিতস্য তচ্চাপি পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ॥

নেবু, হরীতকী, গাম্ভারীফল, আমলকী, দাড়িম ও কুলের রস সমান সমান [এবং চরক মতে সর্ব্ব-সমান শর্করা] গ্রহণ করিয়া লেহবৎ হইলে সেই লেহ এরণ্ডতৈলে কিঞ্চিৎ ভর্জ্জিত করিয়া লইবে এবং তাহাতে অম্লফল-সমূহের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে উহার সহিত ত্রিসুগন্ধ (দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাচ), তেউড়ী ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। সুকুমার কফ-বহুল ব্যক্তিরা এই লেহ পান করিলে বিরেচন হয়। ১৪। এক ভাগ নীলিনীফল, অর্দ্ধভাগ দারুচিনি, অর্দ্ধভাগ এলাচ, তেউড়ীচূর্ণ দুই ভাগ এবং চিনি সর্ব্বসমান একত্র মিশ্রিত করিয়া যে সন্তর্পণ চূর্ণ প্রস্তুত করা যায়, তাহা মধু-সহকৃত ও দাড়িম-ফলাদি-রসের সহিত অম্লীকৃত করিয়া পান করিলে সন্নিপাত নষ্ট হয়। ১৫। অরুণমূল তেউড়ী, শ্যামমূল তেউড়ী ও পিপুলের চূর্ণ সমান সমান এবং শর্করা "সর্ব্ব-চূর্ণের দ্বিগুণ" একত্র করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সন্নিপাত, উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও জ্বর নষ্ট হয়। ১৬। তেউড়ী তিন ভাগ, ত্রিফলা সর্ব্ব-সমেত তিন ভাগ এবং যবক্ষার, পিপুল ও বিড়ঙ্গ সর্ব্বসমেত তিন ভাগ মধু ও ঘৃতের সহিত অথবা গুড়ের সহিত গুড়িকা করিয়া ভক্ষণ করিলে কফবাতকৃত রোগসমূহ, গুল্ম, প্লীহা, উদর ও হলীমক নষ্ট হয়। ইহা অনপকারী বিরেচন। ১৭। শ্যামমূল তেউড়ী, নীলিনীফল কটুকী, মুতো, দুরালভা, চই (চরক মতে গজপিপুল), ইন্দ্রযব ও ত্রিফলার চূর্ণ সমান সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত, মাংস-রস বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে রুক্ষদিগেরও উত্তম বিরেচন হয়। ১৮। ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচন দ্রব্যের ক্বাথ শীতল করিয়া তিন ভাগ গ্রহণ করিবে এবং তাহার সহিত

তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শীতং কৃত্বা নিধাপয়েৎ।
কলসে কৃতসংস্কারে বিভজ্যর্ত্তুং হিমাহিমৌ॥
মাসাদূর্দ্ধং জাতরসমাসবং মধুগন্ধিকম্।
পিবেদসাবেব বিধিঃ ক্ষারমূত্রাসবেষ্বপি॥ ১৯
বৈরেচনিকমূলানাং ক্বাথে মাষান্ সুভাবিতান্।
সুধৌতাংস্তৎকষায়েণ শালীনাঞ্চাপি তণ্ডুলান্॥
অবক্ষুদ্যৈকতঃ পিণ্ডান্ কৃত্বা শুষ্কান্ সুচূর্ণিতান্।
শালিতণ্ডুলচূর্ণঞ্চ তৎকষায়োষ্মসাধিতম্॥
তস্য পিষ্টস্য ভাগাংস্ত্রীন্ কিণ্বভাগবিমিশ্রিতান্।
মণ্ডোদকার্থে ক্বাথঞ্চ দদ্যাৎ তৎসর্ব্বমেকতঃ॥
নিদধ্যাৎ কলসে তাঞ্চ সুরাং জাতরসাং পিবেৎ।
এষ এব সুরাকল্পো বমনেষ্বপি কীর্ত্তিতঃ॥ ২০
মূলানি ত্রিবৃতাদীনাং প্রথমস্য গণস্য চ।
মহতঃ পঞ্চমূলস্য মূর্ব্বাশার্ঙ্গষ্টয়োরপি॥
সুধাং হৈমবতীঞ্চৈব ত্রিফলাতিবিষে বচাম্।
সংহৃত্যৈতানি ভাগৌ দ্বৌ কারয়েদেকমেতয়োঃ॥
কুর্য্যান্নিঃক্বাথমেকস্মিন্নেকস্মিংশ্চূর্ণমেব তু।
ক্ষুণ্ণাংস্তস্মিংস্তু নিঃক্বাথে ভাবয়েদ্বহুশো যবান্॥
শুষ্কাণাং মৃদুভৃষ্টানাং তেষাং ভাগাস্ত্রয়ো মতাঃ।
চতুর্থং ভাগমাবাপ্য চূর্ণানামনুকীর্ত্তিতম্॥

দুই ভাগ ফাণিত (মাতগুড়) মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। পাক সমাপ্ত হইলে শীতল করিয়া পরিষ্কৃত কলসে স্থাপন করিবে। হিমাহিম ঋতুভেদে উহা এক মাস বা তদূর্দ্ধকাল পাত্রে স্থাপন করা যায়। তাহাতে উহা আসবরূপে পরিণত ও মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে পান করিতে হয়। এইরূপ প্রণালী ক্ষার-মূত্র ও আসব-সমূহেও অনুকরণীয়। ১৯। বিরেচন দ্রব্যসমূহের ক্বাথে সুধৌত মাষকলায়-সমূহ ভাবনা দিয়া সেই মাষকলায়ের ক্বাথের সহিত এক ভাগ শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি, শুষ্ক ও পরে সুচূর্ণিত করিয়া লইবে। অথবা শালিতণ্ডুল চূর্ণ বিরেচন দ্রব্যসমূহের ক্বাথে সিদ্ধ করিয়া পিষ্ট করিবে। অনন্তর সেই তণ্ডুল তিন ভাগ, সুরাবীজ এক ভাগ এবং মণ্ডজননার্থে (সুরামণ্ড উৎপাদন করিবার জন্য) বৈরেচনিক দ্রব্যের ক্বাথ যথা-পরিমাণ একত্র করিয়া কলসে স্থাপন করিবে। তাহাতে সুরা উৎপন্ন হইবে। এইরূপ সুরাকল্প বমন দ্রব্যসমূহেও নির্দ্দিষ্ট আছে। ২০। ত্রিবৃতাদি গণ ও আরগ্বধাদি গণের মূল, বৃহৎ পঞ্চমূলের মূল, মূর্ব্বা ও শার্ঙ্গষ্টার মূল, মনসার সীর, হৈমবতী (শ্বেতবচ), ত্রিফলা, আতইচ ও বচ এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিবে। তন্মধ্যে একভাগের ক্বাথ ও অপর ভাগের চূর্ণ গ্রহণ করিবে। অনন্তর যব চূর্ণ করিয়া সেই ক্বাথে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিবে। সেই সকল ভাবিত যব শুষ্ক হইলে অল্প ভাজিয়া (?) মৃদু থাকিতে থাকিতে তাহার তিনভাগ ও প্রথমোক্ত যবচূর্ণ

প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ সমস্তং তদনন্তরম্।
তেষামেব কষায়েণ শীতলেন সুযোজিতম্ ॥
পূর্ব্ববৎ সন্নিদধ্যাৎ তু জ্ঞেয়ং সৌবীরকং হি তৎ ॥ ২১
পূর্ব্বোক্তং বর্গমাহৃত্য দ্বিধা কৃত্বৈকমেতয়োঃ।
ভাগং সংক্ষুদ্য সংসৃজ্য যবান্ স্থাল্যামধিশ্রয়েৎ ॥
অজশৃঙ্গ্যাঃ কষায়েণ তানভ্যাসিচ্য সাধয়েৎ।
সুসিদ্ধাংশ্চাবতার্য্যৈতানৌষধেভ্যো বিবেচয়েৎ ॥
বিমৃদ্য সতুষান্ সম্যক্ ততস্তান্ পূর্ব্ববৎস্থিতান্।
পূর্ব্বোক্তৌষধভাগস্য চূর্ণং দত্ত্বা তু পূর্ব্ববৎ ॥
তেনৈব সহ যূষেণ কলসে পূর্ব্ববন্ন্যসেৎ।
জ্ঞাত্বা জাতরসঞ্চাপি তৎ তুষোদকমাদিশেৎ ॥ ২২
তুষাম্বুসৌবীরকয়োর্বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ষড়াত্রাৎ সপ্তরাত্রাদ্বা তে চ পেয়ে প্রকীর্ত্তিতে ॥ ২৩
বৈরেচনেষু দ্রব্যেষু ত্রিবৃন্মূলবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪
দন্তীদ্রবন্ত্যোর্মূলানি বিশেষাদ্মৃৎকুশান্তরে।
পিপ্পলীক্ষৌদ্রযুক্তানি স্বিন্নান্যুদ্ধৃত্য শোষয়েৎ।
ততস্ত্রিবৃদ্বিধানেন যোজয়েৎ শ্লেষ্মপিত্তয়োঃ ॥ ২৫
তয়োঃ কল্ককষায়াভ্যাং চক্রতৈলং বিপাচয়েৎ।
সর্পিশ্চ পক্বং বীসর্প-কক্ষাদাহালজীর্জয়েৎ ॥ ২৬
মেহগুল্মানিলশ্লেষ্ম-বিবন্ধাংস্তৈলমেব চ ॥ ২৭
চতুঃস্নেহং শকৃচ্ছুক্র-বাতসংরোধজা রুজঃ ॥ ২৮
দন্তীদ্রবন্তীমরিচ-কনকাহ্বয়বাসকৈঃ।
বিশ্বভেষজমৃদ্বীকা চিত্রকৈর্মূত্রভাবিতৈঃ ॥
সপ্তাহং সর্পিষা চূর্ণং যোজ্যমেতদ্বিরেচনম্।
জীর্ণে সন্তর্পণং ক্ষৌদ্রং পিত্তশ্লেষ্মরুজাপহম্।
অজীর্ণপার্শ্বরুক্পাণ্ডু-প্লীহোদরনিবর্হণম্ ॥ ২৯
গুড়স্যাষ্টপলে পথ্যা বিংশতিঃ স্যুঃ পলং পলম্।
দন্তীচিত্রকয়োঃ কর্ষৌ পিপ্পলীত্রিবৃতোর্দশ ॥
কৃত্বৈতান্মোদকানেকং দশমে দশমেঽহনি।
ততঃ খাদেদ্ধিতোয়সেবী নির্যন্ত্রণাস্তিমে ॥
দোষঘ্না গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃকুষ্ঠনাশনাঃ ॥ ৩০
ব্যোষং ত্রিজাতকং মুস্তা বিড়ঙ্গামলকে তথা।
নবৈতানি সমাংশানি ত্রিবৃদষ্টগুণানি বৈ ॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতানীহ দন্তীভাগদ্বয়ং তথা।
সর্ব্বাণি চূর্ণিতানীহ গালিতানি বিমিশ্রয়েৎ ॥

একভাগ গ্রহণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য কলসে নিক্ষেপ করিবে। আর এ কলসে বিরেচন-দ্রব্য-সমূহের কষায় শীতল করিয়া স্থাপন করিবে। ইহাতে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে সৌবীরক বলে। ২১। উল্লিখিত ত্রিবৃতাদি দ্রব্য সকল আহরণ করিয়া দুইভাগ করিবে। তন্মধ্যে এক ভাগ পেষণ করিয়া যবের সহিত মিশ্রিত ও স্থালীতে স্থাপিত করিবে এবং অজশৃঙ্গীর কষায় দ্বারা সিদ্ধ করিতে থাকিবে। সুসিদ্ধ হইলে ঐ ত্রিবৃতাদি দ্রব্য সকল ক্বাথ হইতে পৃথক্ করিবে এবং যব সকল তুষসমেত ক্বাথে গুলিয়া লইবে। অনন্তর ত্রিবৃতাদি দ্রব্য-সমূহের পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধভাগ চূর্ণিত করিয়া তাহার সহিত কলসে স্থাপন করিবে। এই পানীয় জাতরস হইলেই তাহাকে তুষোদক কহে। ২২। এইরূপে তুষোদক ও সৌবীরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী কথিত হইল। ইহারা ছয় রাত্রি হইতে সাত রাত্রির মধ্যে প্রস্তুত হয়। ২৩। বিরেচন দ্রব্যসমূহের মধ্যে ত্রিবৃন্মূলের বিধি কথিত হইল। ২৪। দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল সকল যথাকালে উদ্ধৃত করিয়া পিপুল ও মধুসহকারে লেপন, কুশ দ্বারা বেষ্টন ও তদুপরি মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিতে হইবে। অনন্তর বহ্নিযোগে স্বিন্ন ও জলে ধৌত করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনন্তর ত্রিবৃৎকল্পের ন্যায় নানাপ্রকারে কল্পনা করিয়া শ্লেষ্ম-পিত্তরোগে প্রয়োগ করিবে। ২৫। দন্তী ও দ্রবন্তীর কল্ক ও কষায় দ্বারা চক্রতৈল পাক করিবে। আর তদ্দ্বারা ঘৃতও পাক করা যায় [চরক-মতে ঘৃত এইরূপে পাক করিতে হয়, যথা;—"দন্তী ও দ্রবন্তীর কল্ক একসের ও কষায় আটসের; দশমূলের কষায় আটসের ও ঘৃত চারিসের পাক করিবে]। এই ঘৃত বীসর্প, কক্ষাদাহ ও কক্ষালজী রোগ জয় করে। ২৬। ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল চারিসের পাক করিয়া পান করিলে মেহ, গুল্ম, বায়ু, শ্লেষ্মা ও বিবন্ধ [চরক-পাঠ—উদাবর্ত্ত] নষ্ট হইয়া থাকে। ২৭। ঘৃত বা তৈলের পরিবর্ত্তে চতুঃস্নেহ পাক করিয়া পান করিলে বিষ্ঠা, শুক্র ও বায়ুর সংরোধ-জনিত রোগ সকল নষ্ট হয়। ২৮। দন্তী, দ্রবন্তী, মরিচ, কনকাহ্ব (চরকমতে স্বর্ণক্ষীরী। বোধ হয় ইহাই সোণামুখী), দুরালভা, শুঁঠ, কিসমিস ও চিতা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সপ্তাহকাল গোমূত্রে ভাবনা দিবে। অনন্তর উহা চূর্ণ করিয়া দুই তোলা পরিমাণ ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। এই ঔষধ বিরেচন। ইহা জীর্ণ হইলে মধুযুক্ত তর্পণ সেবন করিবে [চরকে মধুর উল্লেখ নাই]। ইহা পিত্তশ্লেষ্ম-রোগ-নাশক এবং অজীর্ণ, পার্শ্বশূল, পাণ্ডু, প্লীহা ও উদর নষ্ট করিয়া থাকে। ২৯। গুড় আটপল, হরীতকী কুড়িটী, দন্তী ও চিতা এক এক পল, পিপুল দুই তোলা ও তেউড়ী দুই তোলা একত্র পাক করিয়া দশটী মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উষ্ণজল অনুপানে দশ দিন অন্তর এক একটী করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনকালে আহার বিহার সম্বন্ধে কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ইহা সর্ব্ব-রোগ নাশক; বিশেষতঃ গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ ও কুষ্ঠ নাশ করিয়া থাকে [চরক-মতে গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অর্শ, কণ্ডু, কোঠ ও বায়ুরোগ নষ্ট করিয়া থাকে]। ৩০। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ, মুতো, বিড়ঙ্গ ও আমলকী এই নয়টী দ্রব্য [চরকে হরীতকী ধরিয়া দশটী দ্রব্যের উল্লেখ আছে] সমান সমান ভাগে এক এক ভাগ; ত্রিবৃচ্চূর্ণ আট ভাগ ও দন্তীচূর্ণ দুই ভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মিশ্রিত করিবে। অনন্তর উহার সহিত ছয় ভাগ শর্করা এবং কিঞ্চিৎ সৈন্ধব ও

যড়ুভিশ্চ শর্করাভাগৈরীষৎসৈন্ধবমাক্ষিকৈঃ।
পিণ্ডিতং ভক্ষয়িত্বা তু ততঃ শীতাম্বু পায়য়েৎ॥
বস্তিরুক্তৃড়্‌জ্বরচ্ছর্দ্দি-শোষপাণ্ডুভ্রমাপহম্।
নির্যন্ত্রণমিদং সর্ব্বং বিষঘ্নঞ্চ বিরেচনম্॥
ত্রিবৃদষ্টকসংজ্ঞোহয়ং প্রশস্তঃ পিত্তরোগিণাম্।
ভক্ষ্যঃ ক্ষীরানুপানো বা পিত্তশ্লেষ্মাতুরৈর্নরৈঃ॥
ভক্ষ্যরূপসধর্ম্মত্বাদাঢ্যেষ্বেব বিধীয়তে॥ ৩১
তিল্বকস্য ত্বচং বাহ্যামন্তর্বল্কবিবর্জ্জিতাম্।
চূর্ণয়িত্বা তু তৌ ভাগৌ তৎকষায়েণ গালয়েৎ॥
তৃতীয়ং ভাবিতং তেন ভাগং শুষ্কন্তু ভাবিতম্।
দশমূলকষায়েণ ত্রিবৃদ্বৎ সংপ্রয়োজয়েৎ॥ ৩২
বিধানং ত্বক্ নির্দ্দিষ্টং ফলানামথ বক্ষ্যতে॥ ৩৩
হরীতক্যাঃ ফলন্ত্বস্থিবিযুক্তং দোষবর্জ্জিতম্।
যোজ্যং ত্রিবৃদ্বিধানেন সর্ব্বব্যাধিনিবর্হণম্।
রসায়নং পরং মেধ্যং দুষ্টান্তর্ব্রণশোধনম্॥ ৩৪
হরীতকী বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং নাগরং ত্রিবৃৎ।
মরিচানি চ তৎসর্ব্বং গোমূত্রেণ বিরেচনম্॥ ৩৫
হরীতকী ভদ্রদারু কুষ্ঠং পূগফলং তথা।
সৈন্ধবং শৃঙ্গবেরঞ্চ গোমূত্রেণ বিরেচনম্॥ ৩৬
নীলিনীফলচূর্ণঞ্চ নাগরাভয়য়োস্তথা।
লিহ্যাদ্‌গুড়েন সলিলং পশ্চাদুষ্ণং পিবেন্নরঃ॥ ৩৭
পিপ্পল্যাদিকষায়েণ পিবেৎ পিষ্টাং হরীতকীম্।
সৈন্ধবোপহিতঃ সদ্য এষ যোগো বিরেচয়েৎ॥ ৩৮
হরীতকী ভক্ষ্যমাণা নাগরেণ গুড়েন বা।
সৈন্ধবোপহিতা বাপি সাতত্যেনাগ্নিদীপনী॥ ৩৯
বাতানুলোমনী বৃষ্যা চেন্দ্রিয়াণাং প্রসাদনী।
সন্তর্পণকৃতান্ রোগান্ প্রায়ো হন্তি হরীতকী॥ ৪০
শীতমামলকং রূক্ষং পিত্তমেদঃকফাপহম্॥ ৪১
বিভীতকমনুষ্ণঞ্চ কফপিত্তনিবর্হণম্॥ ৪২
ত্রীণ্যপ্যম্লকষায়াণি সতিক্তমধুরাণি চ।
ত্রিফলা সর্ব্বরোগঘ্নী ত্রিভাগঘৃতমূর্চ্ছিতা।
বয়সঃ স্থাপনঞ্চাপি কুর্য্যাৎ সততসেবিতা॥ ৪৩
হরীতকীবিধানেন ফলান্যেবং প্রযোজয়েৎ।
বিরেচনানি সর্ব্বাণি বিশেষাচ্চতুরঙ্গুলাৎ॥ ৪৪
ফলং কালে সমুদ্ধৃত্য সিকতায়াং নিধাপয়েৎ।
সপ্তাহমাতপে শুষ্কং ততো মজ্জানমুদ্ধরেৎ॥ ৪৫
তৈলং গ্রাহ্যং জলে পক্কা তিলবদ্বা প্রপীড্য চ॥
তস্যোপযোগো বালানাং যাবদ্বর্ষাণি দ্বাদশ॥ ৪৬
লিহ্যাদেরণ্ডতৈলেন কুষ্ঠং ত্রিকটুকান্বিতম্।

মধু মিশ্রিত করিয়া [এক পল পরিমাণে] বটিকা সকল প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা [প্রাতঃকালে পান করিয়া] শীতল জল অনুপান করিতে হয়। ইহাতে বস্তিশূল, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, শোষ, পাণ্ডু ও ভ্রম নষ্ট হয়। ইহা সেবনকালে আহারাদির বিশেষ নিয়ম আবশ্যক হয় না। ইহা বিষনাশক বিরেচন। ইহার নাম ত্রিবৃদষ্টক। ইহা পিত্তরোগীদিগের পক্ষে প্রশস্ত। আর পিত্তশ্লেষ্ম-রোগীরা ইহা দুগ্ধানুপানে সেবন করিতে পারে। এই ঔষধের রূপ ও ইহার অনুসেব্য ভক্ষ্যসমূহের উৎকর্ষ বিবেচনা করিলে ইহাকে ধনীদিগেরই উপযোগী বলা যায়। ৩১। তিল্বকমূলের কাষ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ছাল গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই ছাল তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে এবং অপর দুই ভাগের ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই কষায়ে সেই চূর্ণ ভাবনা দিবে। অনন্তর তাহা দশমূলের ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে ত্রিবৃতের ন্যায় প্রয়োগ করিবে [অর্থাৎ চূর্ণ করিয়া দধি, তক্র, সুরামণ্ড, গোমূত্র, কোল, শীধু বা আমলকী-রসের সহিত দুই তোলা পরিমাণে পান করিবে। ইতি চরক]। ত্বক্-বিরেচনদিগের বিধান উক্ত হইল। এক্ষণে ফল-বিরেচনদিগের প্রয়োগ বলা যাইতেছে। ৩৩। কীটাদি-দোষবর্জ্জিত অস্থিহীন হরীতকী-ফল ত্রিবৃতের ন্যায় প্রয়োগ-প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বব্যাধিবিনাশক হইয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন, মেধ্য এবং দূষিত ব্রণসমূহের বিশোধন। ৩৪। হরীতকী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, শুঁঠ, ত্রিবৃৎ ও মরিচ এই সমুদায়ের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। ৩৫। হরীতকী, দেবদারু, কুড়, সুপারী-ফল, সৈন্ধব ও শুঁঠ গোমূত্রের সহিত পান করিলে বিরেচন হয়। ৩৬। নীলিনী-ফলের চূর্ণ, শুঁঠ ও হরীতকী গুড়ের সহিত লেহন করিয়া উষ্ণজল অনুপান করিলে বিরেচন হয়। ৩৭। পিপ্পল্যাদি কষায়ের সহিত হরীতকী পেষণ করিয়া পান করিবে। এই যোগ সৈন্ধবের সহিত পান করিলে সদ্যই বিরেচক হয়। ৩৮। শুঁঠচূর্ণ কিংবা সৈন্ধবের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে সচরাচর অগ্নিদীপন হয়। ৩৯। হরীতকী বাতানুলোমন, বৃষ্য, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসাদন এবং সন্তর্পণজাত সমস্ত রোগই প্রায় হরণ করিয়া থাকে। ৪০। আমলকী শীতল, রূক্ষ, পিত্ত মেদ ও কফনাশক। ৪১। বিভীতকী অনুষ্ণ ও কফপিত্তনাশক। ৪২। হরীতকী, আমলকী ও বিভীতকী ইহাদিগের সংযুক্ত নাম ত্রিফলা। ত্রিফলা অম্লকষায়, ঈষৎ তিক্ত ও মধুর। ইহা সর্ব্বরোগঘ্ন। ত্রিফলাচূর্ণ তিন ভাগ ও ঘৃত এক ভাগ সতত সেবন করিলে বয়ঃস্থাপন হইয়া থাকে। ৪৩। হরীতকীবিধানে অন্যান্য বিরেচক ফলসমূহও প্রয়োগ করা যায়। কেবল সোঁদাল-ফলের প্রয়োগবিধি স্বতন্ত্র। ৪৪। সোঁদাল-ফল যথাকালে উদ্ধৃত করিয়া এক সপ্তাহ বালুকার মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে আতপে শুষ্ক করিয়া মজ্জা উদ্ধার করিবে। ৪৫। এরণ্ড-বীজ জলে পাক করিয়া কিংবা তিলের ন্যায় পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করিতে হয়। শুদ্ধ এই তৈল এক বৎসর হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃস্থ পর্য্যন্ত বালককে সেবন করান যাইতে পারে। ৪৬। এরণ্ড-তৈলের সহিত কুড়চূর্ণ ও

সুখোদকঞ্চানুপিবেদেষ যোগো বিরেচয়েৎ ॥ ৪৭
এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাক্বাথেন দ্বিগুণেন তু।
যুক্তং পীতং তথাক্ষীররসাভ্যাং বিরেচয়েৎ ॥ ৪৮
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণ-সুকুমারেষু যোজিতম্।
ফলানাং বিধিরুদ্দিষ্টঃ ক্ষীরাণাং শৃণু সুশ্রুত ॥ ৪৯
বিরেচনানাং তীক্ষ্ণানাং পয়ঃ সৌধং পরং মতম্।
অজ্ঞপ্রযুক্তং তদ্ধন্তি বিষবৎ কর্ম্মবিভ্রমাৎ ॥ ৫০
বিজানতা প্রযুক্তন্তু মহান্তমপি সঞ্চয়ম্।
ভিনত্ত্যাশ্বেব দোষাণাং রোগান্ হন্তি চ দুস্তরান্ ॥ ৫১
মহত্যাঃ পঞ্চমূল্যাস্তু বৃহত্যোশ্চৈকশঃ পৃথক্।
কষায়ৈঃ সমভাগন্ত তদঙ্গারৈর্বিশোষিতম্ ॥
অম্লাদিভিঃ পূর্ব্ববৎ তু প্রযোজ্যং কোলসম্মিতম্ ॥ ৫২
মহাবৃক্ষপয়ঃপীতৈর্যবাগস্তণ্ডুলৈঃ কৃতা।
পীতা বিরেচয়ত্যাশু গুড়েনোৎকারিকা কৃতা ॥ ৫৩
লেহো বা সাধিতঃ সম্যক্ স্নুহীক্ষীরসিতাঘৃতৈঃ।
ভাবিতাস্তু স্নুহীক্ষীরে পিপ্পল্যো লবণান্বিতাঃ।
চূর্ণং কাম্পিল্লকং বাপি তৎ পীতং গুটিকীকৃতম্ ॥ ৫৪

সপ্তলা শঙ্খিনী দন্তী ত্রিবৃদারগ্বধং গবাম্ ॥
মূত্রেণাপ্লাব্য সপ্তাহং স্নুহীক্ষীরে ততঃ পরম্ ॥
কীর্ণং তেনৈব চূর্ণেন মাল্যং বসনমেবচ।
আঘ্রায়াবৃত্য বা সম্যঙ্ মৃদুকোষ্ঠো বিরিচ্যতে ॥ ৫৫
ক্ষীরত্বক্‌ফলমূলানাং বিধানৈঃ পরিকীর্ত্তিতৈঃ।
অবেক্ষ্য সম্যগ্রোগাদীন্ যথাবদুপযোজয়েৎ ॥ ৫৬
ত্রিবৃচ্ছাণা মিতাস্তিস্রস্তিস্রশ্চ ত্রিফলাত্বচঃ।
বিড়ঙ্গপিপ্পলীক্ষার-শাণাস্তিস্রশ্চ চূর্ণিতাঃ ॥
লিহ্যাৎ সর্পির্ম্মধুভ্যাঞ্চ মোদকং বা গুড়েন বা।
ভক্ষয়েন্নিষ্পরীহারমেতৎ শ্রেষ্ঠবিরেচনম্ ॥ ৫৭
গুল্মান প্লীহোদরং কাসং হলীমকমরোচকম্।
কফবাতকৃতাংশ্চান্যান্ ব্যাধীনেতদ্ব্যপোহতি ॥ ৫৮
ঘৃতেষু তৈলেষু পয়ঃসু চাপি মদ্যেষু মূত্রেষু তথা রসেষু।
ভক্ষ্যাবলেহ্যেষু চ তেষু তেষু বিরেচনাগ্র্যমতির্বিদধ্যাৎ ॥ ৫৯

ক্ষীরং রসঃ কল্কমথো কষায়ঃ
শৃতশ্চ শীতশ্চ তথৈব চূর্ণম্
কল্পাঃ ষড়েতে খলু ভেষজানাং
যথোত্তরং তে লঘবঃ প্রদিষ্টাঃ ॥ ৬০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে বিরেচনদ্রব্যবিকল্প-
বিজ্ঞানীয়ো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিয়া উষ্ণজল অনুপান করিলে বিরেচন হয়। ৪৭। দুই গুণ ত্রিফলা-ক্বাথের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলে বিরেচন হয়। আর এই তৈল দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত সেবন করিলেও বিরেচন হয়। শেষোক্ত যোগ বাল, বৃদ্ধ, ক্ষতক্ষীণ ও সুকুমারদিগের পক্ষে উপযোগী। ৪৮। হে সুশ্রুত! এইরূপে বিরেচক ফলদিগের বিধি উক্ত হইল। সম্প্রতি বিরেচক ক্ষীরসমূহের বিধি বর্ণনা করা হইতেছে। ৪৯। তীক্ষ্ণ-বিরেচকদিগের মধ্যে মনসার ক্ষীর প্রধান। ইহা অজ্ঞেরা প্রয়োগ করিলে চিকিৎসাবিভ্রমহেতু বিষের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। ৫০। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করিলে দোষসমূহের মহান্ সঞ্চয়ও শীঘ্র ভিন্ন হইয়া থাকে এবং দুস্তর রোগসমূহ নষ্ট হয়। ৫১। মনসার ক্ষীর উদ্ধার করিয়া প্রথমে সমভাগ মহৎ পঞ্চমূলের কষায়ে, পরে সমভাগ বৃহতীর কষায়ে ও তৎপরে সমভাগ কণ্টিকারীর কষায়ে অঙ্গারের অগ্নিতে শোধন করিতে হয়। তাহাতে ইহার শোধন হইয়া থাকে। অনন্তর কুলের আকারে বটী করিয়া পূর্ব্ববৎ অম্লাদির সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ["বটী সৌবীরকের সহিত বা তুষোদকের সহিত বা কুলের রসের সহিত বা আমলকী-রসের সহিত বা সুরার সহিত বা দধিমস্তুর সহিত বা গোঁড়া নেবুর সহিত পান করিতে হয়" ইতি চরক]। ৫২। মনসার ক্ষীরে তণ্ডুলকৃত যবাগূ ভাবনা দিয়া গুড়ের সহিত উৎকারিকা করিবে। এই উৎকারিকা পান করিলে সত্বর বিরেচন হয়। ৫৩। অথবা স্নুহীক্ষীর, চিনি ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া লেহ করিবে। অথবা স্নুহীক্ষীরে, সৈন্ধবের সহিত পিপুল ভাবনা দিয়া সেবন করিবে। অথবা স্নুহীক্ষীরে কমলাগুড়ি ভাবনা দিয়া গুটিকা করিবে। ৫৪।

সপ্তলা (নীলিনী), শঙ্খিনী (কালমেঘ), দন্তী, তেউড়ী ও সোঁদাল-মজ্জা সমান সমান পরিমাণে লইয়া রাত্রিতে গোমূত্রে স্থাপন করিবে। পরে আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে সপ্তাহ গোমূত্রে ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার মনসার ক্ষীরে আর এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ গন্ধমাল্যে মাখাইয়া আঘ্রাণ করিবে। বা বসনে মাখাইয়া তদ্দ্বারা শরীর আবৃত করিবে। তাহাতে মৃদু-কোষ্ঠ ব্যক্তির সম্যক্ বিরেচন হয়। ৫৫। ক্ষীর, ত্বক্, ফল ও মূলসমূহের যেরূপ বিধান সকল উক্ত হইল, বিবেচনাপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে রোগ স্থির করিয়া সেই সকল বিধান প্রয়োগ করিবে। ৫৬। ত্রিবৃৎ তিন শাণ (এক শাণ অর্দ্ধ-তোলা), ত্রিফলা-ত্বক্ সর্ব্বসমেত তিন শাণ এবং বিড়ঙ্গ পিপুল ও যবক্ষার সর্ব্বসমেত তিন শাণ চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুসহকারে অথবা ঘৃত মধু ও গুড়সহকারে বা কেবল গুড়সহকারে সেবন করিলে উৎকৃষ্ট বিরেচন হয়। ইহা সেবন করিয়া আহারাদির কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। এই বিরেচন গুল্ম, প্লীহা, উদর, কাস, হলীমক, অরুচি ও কফবাতকৃত অন্যান্য ব্যাধি নষ্ট করিয়া থাকে। ৫৮। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, মদ্য, মূত্র, মাংসরস এবং ভক্ষ্য অন্ন ও লেহের সহিত বিরেচন দিবেন। ৫৯। দুগ্ধ, মাংসরস, কল্ক, ক্বাথ, শৃত (ফাণ্ট) ও শীতকষায় এই ছয়টী কল্পের মধ্যে যথোত্তর লঘু (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অপেক্ষা পর পরটী লঘু। ৬০

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দ্রবদ্রব্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

পানীয়মান্তরীক্ষমনির্দ্দেশ্যরসমমৃতং জীবনং তর্পণং ধারণমাশ্বাসজননং শ্রমঘ্নং ক্লমপিপাসামদমূর্চ্ছাতন্দ্রানিদ্রা-দাহপ্রশমনমেকান্ততঃ পথ্যতমঞ্চ॥ ২

তদেবাবনীপতিতমন্যতমং রসমুপলভতে স্থানবিশেষা-ন্নদীনদসরস্তড়াগবাপীকূপচুণ্টী-প্রস্রবণোদ্ভিদ্বিকিরকেদারপল্ব-লাদিষু স্থানেষ্ববস্থিতমিতি॥ ৩

তত্র লোহিতকপিলপাণ্ডুপীতনীলশুক্লেষ্ববনিপ্রদেশেষু মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়াণি যথাসঙ্খ্যমুদকানি সম্ভবন্তী-ত্যেকে ভাষন্তে,তৎ তু ন সম্যক্। তত্র পৃথিব্যাদীনামন্যোন্যানু প্রবেশকৃতঃ সলিলরসো ভবত্যুৎকর্ষাপকর্ষেণ। তত্র স্বগুণ-ভূয়িষ্ঠায়াং ভূমাবম্লং লবণঞ্চ। অম্বুগুণভূয়িষ্ঠায়াং মধুরম্। তেজোগুণভূয়িষ্ঠায়াং কটুকং তিক্তঞ্চ। বায়ুগুণভূয়িষ্ঠায়াং কষায়ঞ্চ। আকাশগুণভূয়িষ্ঠায়ামব্যক্তরসমব্যক্তং হ্যাকাশ-মিত্যতস্তৎ প্রধানমব্যক্তরসত্বাৎ; তৎ পেয়মান্তরীক্ষালাভে॥৪

তত্রান্তরীক্ষং চতুর্ব্বিধম্। তদ্‌যথা—ধারং কারং তৌষারং হৈমমিতি। তেষাং ধারং প্রধানং লঘুত্বাৎ। তৎ পুনর্দ্বিবিধং গাঙ্গং সামুদ্রঞ্চেতি। তত্র গাঙ্গমাশ্বযুজে মাসি প্রায়শো বর্ষতি। তয়োর্দ্বয়োরপি পরীক্ষণং কুর্ব্বীত। শাল্যোদনপিণ্ড-মকুথিতমবিদগ্ধং রজতভাজনোপহিতং বর্ষতি দেবে বহিস্থ-ব্বীত,স যদি মুহূর্ত্তং স্থিতস্তাদৃশ এব ভবতি তদা গাঙ্গং পততীত্যবগন্তব্যম্; বর্ণান্যত্বে সিক্থক্লেদে চ সামুদ্রমিতি বিদ্যাৎ, তন্নোপাদেয়ম্। সামুদ্রমপ্যাশ্বযুজে মাসি গৃহীতং গাঙ্গবদ্ভবতি। গাঙ্গং পুনঃ প্রধানং, তদুপাদদীতাশ্বযুজে মাসি শুচিশুক্লবিততপটৈকদেশচ্যুতমথ বা হর্ম্ম্যতলপরিভ্রষ্ট-মন্যৈর্ব্বা শুচিভির্ভাজনৈর্গৃহীতং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়ে বা পাত্রে নিদধ্যাৎ, তৎসর্ব্বকালমুপযুঞ্জীত। তস্যালাভে ভৌমম্। তচ্চাকাশগুণবহুলম্। তৎ পুনঃ সপ্তবিধম্। তদ্‌যথা—কৌপং নাদেয়ং সারসং তাড়াগং প্রাস্রবণমৌদ্ভিদং চৌণ্ট্যমিতি। তত্র বর্ষাস্বান্তরিক্ষমৌদ্ভিদং বা সেবেত মহাগুণত্বাৎ, শরদি সর্ব্বং প্রসন্নত্বাৎ, হেমন্তে সারসং তাড়াগং বা, বসন্তে কৌপং প্রাস্রবণং বা, গ্রীষ্মেঽপ্যেবং, প্রাবৃষি চৌণ্ট্যমনবমন-ভিবৃষ্টং সর্ব্বঞ্চেতি॥ ৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রবদ্রব্যবিধি অধ্যায়।

অনন্তর আমরা দ্রব-দ্রব্যবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। আন্তরীক্ষ জল অব্যক্তরস, অমৃতোপম, জীবন, তর্পণ, শরীর-ধারণ, আশ্বাসজনক (প্রাণজুড়ান), শ্রমঘ্ন এবং অতিশয় ক্লম পিপাসা মদ মূর্চ্ছা তন্দ্রা নিদ্রা ও দাহ-নাশক এবং সপথ্য।২। আন্তরীক্ষ-জল অবনীতে পতিত হইলে ছয় রসের অন্যতম রস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থানভেদে এইরূপ রসভেদ হয়। নদী, নদ, সরোবর (দেবখাত দীর্ঘিকা), তড়াগ (দীর্ঘিকা), বাপী (পুষ্করিণী), কূপ, চুণ্টী (অবদ্ধবাদি-হীন কূপ) প্রস্রবণ, উদ্ভিদ জল, বিকির (কূপভেদ), কেদার (ক্ষেত্র) ও পল্বল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পতিত হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন রস হইয়া থাকে। ৩। এস্থলে কেহ কেহ কহেন যে, আন্ত-রীক্ষ-জল লোহিত, পিঙ্গল পাণ্ডু, পীত, নীল ও শুক্ল প্রদেশে পতিত হইলে যথাক্রমে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়-রস হইয়া থাকে। কিন্তু একথা সম্যক্ নহে। আন্ত-রীক্ষ জল যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানে পৃথিব্যাদি ভূতগণের পরস্পর ন্যূনাধিক পরিমাণে মিশ্রণহেতু তাহার রসের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইয়া থাকে। ভূমিতে ভূমি-গুণের বাহুল্য থাকিলে জলের আস্বাদ অম্ল ও লবণ হইয়া থাকে। অম্বুগুণের বাহুল্য থাকিলে মধুর হইয়া থাকে। তেজোগুণের বাহুল্য থাকিলে কটু ও তিক্ত হইয়া থাকে। বায়ু-গুণের বাহুল্য থাকিলে কষায় হইয়া থাকে। আকাশ-গুণের বাহুল্য থাকিলে অব্যক্ত-রস হইয়া থাকে; কারণ আকাশ অব্যক্ত বলিয়া উহার বাহুল্যে জলের রস অব্যক্ত হয়। এই অব্যক্ত-রস জলই আন্তরীক্ষ জলের অভাবে পান করিতে হয়। ৪। তন্মধ্যে আন্তরীক্ষ জল চতুর্ব্বিধ। যথা;—ধার (ধারাজল), কার (শিলের জল), তৌষার (শিশিরজল) ও হৈম (বরফ জল)। উহাদের মধ্যে লঘু বলিয়া ধার জল প্রধান। উহা আবার দ্বিবিধ, যথা;—গাঙ্গ ও সামুদ্র। গাঙ্গবারি প্রায় আশ্বিন মাসেই বর্ষিত হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার জলেরই পরীক্ষা আছে। অনতিদ্রব ও অবিদগ্ধ শাল্যন্ন পিণ্ডিত করিয়া রৌপ্যপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক বৃষ্টির সময় মুহূর্ত্তকাল বৃষ্টিতে রাখিলে যদি অবিকৃত থাকে, তবে গাঙ্গবারি বর্ষিতেছে জানা যায়। আর উহার বর্ণের অন্যথা ও সিক্থের ক্লিন্নতা হইলে সামুদ্র বলিয়া জানা যায়। সামুদ্রজল উপাদেয় নহে। সামুদ্রবারিও আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিলে গাঙ্গবারির ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। গাঙ্গবারিই প্রধান। তাহা আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিতে হয়। তাহা শুচি, শুক্ল ও বিস্তৃত বস্ত্রের একদেশ দিয়া ধরিতে হয় অথবা হর্ম্ম্যতল হইতে যেমন পরিভ্রষ্ট হয় অমনই ধরিতে হয়। অথবা অন্যান্য শুচিপাত্রে ধরিলেও চলে। ধরিবার পর সুবর্ণময় বা রজতময় বা মৃন্ময়পাত্রে স্থাপন করিতে হয়। এইজন্যই সর্ব্বকালে সেবন করা ভাল। তদভাবে ভৌমজল পান করা বিধি। ভৌমজল আকাশগুণ-বহুল। উহা সপ্তবিধ। যথা;—কৌপ, নাদেয়, সারস, তাড়াগ, প্রাস্রবণ, ঔদ্ভিদ ও চৌণ্ট্য। তন্মধ্যে বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ বা ঔদ্ভিদ জল সেবন করিতে হয়। কারণ উহা মহাগুণ। শরৎকালে সকল জলই প্রসন্ন হয় বলিয়া সেবন করা যায়। হেমন্তে সরোবর বা তড়াগের জল পান করিতে হয়। বসন্তে কূপ বা প্রস্র-বণের জল পান করিতে হয়। গ্রীষ্মকালেও তাহাই। প্রাবৃট্-কালে চুণ্টের জল সেবন করিতে হয়। আর প্রাবৃট্‌কালে

কীটমূত্রপুরীষাণ্ডশবকোথপ্রদূষিতম্।
তৃণপর্ণোৎকরযুতং কলুষং বিষসংযুতম্ ॥
যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবেদ্বাপি নবং জলম্।
স বাহ্যাভ্যন্তরান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেব তু ॥ ৬

তত্র যৎ শৈবালপঙ্কহটতৃণপদ্মপত্রপ্রভৃতিভিরবচ্ছন্নং শশিসূর্য্যকিরণানিলৈর্নাভিজুষ্টং গন্ধবর্ণরসোপসৃষ্টঞ্চ তদ্ব্যাপন্নমিতি বিদ্যাৎ ॥ ৭

তস্য স্পর্শরূপরসগন্ধবীর্য্যবিপাকদোষাঃ ষট্ সম্ভবন্তি ॥ ৮

তত্র খরতা পৈচ্ছিল্যমৌষ্ণ্যং দন্তগ্রাহিতা চ স্পর্শদোষাঃ। পঙ্কসিকতাশৈবালবহুবর্ণতা রূপদোষাঃ। ব্যক্তরসতা রসদোষঃ। অনিষ্টগন্ধতা গন্ধদোষঃ। যদুপযুক্তং তৃষ্ণাগৌরবশূলকফপ্রসেকানাপাদয়তি স বীর্য্যদোষঃ। যদুপযুক্তং চিরাদ্বিপচ্যতে বিষ্টভ্নাতি বা স বিপাকদোষ ইতি। ত এতে আন্তরিক্ষে ন সন্তি ॥ ৯

ব্যাপন্নানামগ্নিক্বথনং সূর্য্যাতপপ্রতাপনং তপ্তায়ঃপিণ্ডসিকতালোষ্ট্রাণাং বা নির্ব্বাপণং প্রসাদনঞ্চ কর্ত্তব্যং, নাগচম্পকোৎপলপাটলপুষ্পপ্রভৃতিভিশ্চাধিবাসনমিতি ॥ ১০

সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে কাংস্যে মণিময়ে তথা।
পুষ্পাবতংসং ভৌমে বা সুগন্ধি সলিলং পিবেৎ ॥
ব্যাপন্নং বর্জ্জয়েন্নিত্যং তোয়ং যচ্চাপ্যনার্ত্তবম্।
দোষসঞ্জননং হ্যেতন্নাদদীতাহিতন্তু তৎ ॥
ব্যাপন্নং সলিলং যস্তু পিবতীহাপ্রসাধিতম্।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ ত্বগ্দোষমবিপাকতাম্ ॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়-শূলগুল্মোদরাণি চ।
অন্যান্ বা বিষমান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেব চ ॥ ১১

তত্র সপ্ত কলুষস্য প্রসাধনানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—কতকগোমেদকবিসগ্রন্থিশৈবালমূলবস্ত্রাণি মুক্তা মণিশ্চেতি। পঞ্চ নিক্ষেপণানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—ফলকং ত্র্যষ্টকং মুঞ্জবলয় উদকমঞ্চিকা শিক্যঞ্চেতি। সপ্ত শীতীকরণানি ভবন্তি;—প্রবাতস্থাপনমুদকপ্রক্ষেপণং যষ্টিকাভ্রামণং ব্যজনং বস্ত্রোদ্ধরণং বালুকাপ্রক্ষেপণং শিক্যাবলম্বনঞ্চেতি। ১২

নির্গন্ধমব্যক্তরসং তৃষ্ণাঘ্নং শুচি শীতলম্।
অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে ॥ ১৩

তত্র নদ্যঃ পশ্চিমাভিমুখাঃ পথ্যা লঘূদকত্বাৎ। পূর্ব্বাভিমুখাস্তু ন প্রশস্যন্তে গুরূদকত্বাৎ। দক্ষিণাভিমুখা নাতিদোষলাঃ সাধারণত্বাৎ। তত্র সহ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠং জনয়ন্তি,

ভূমিগত নূতন বৃষ্টির জল সেবন না করিয়া তড়াগাদির পুরাতন জল বা কূপাদির স্বয়মুত্থিত জল পান করিতে হয়।৫। কীট, মূত্র, পুরীষ, অণ্ড ও শবের কোথ (গলিত অবয়ব) দ্বারা দূষিত, তৃণ-পত্রসমূহ-যুক্ত, কলুষ ও বিষ-দূষিত জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে বা যে ব্যক্তি ঐ জল পান করে অথবা যে ব্যক্তি বর্ষাকালে নূতন জল অবগাহন বা পানার্থে ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি শীঘ্রই বাহ্য ও আভ্যন্তর রোগসমূহ প্রাপ্ত হয়। ৬। তন্মধ্যে যে জল শৈবাল, পঙ্ক, ইট, তৃণ, পদ্মপত্র প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন, যাহাতে শশী সূর্য্য ও পবনের সংস্পর্শ হয় না এবং যাহার গন্ধ বর্ণ ও রস আছে, তাহা দূষিত বলিয়া জানিবে। ৭। ঐরূপ জলের ছয় প্রকার দোষ, যথা;—স্পর্শদোষ, রূপদোষ, রসদোষ, গন্ধদোষ, বীর্য্যদোষ ও বিপাকদোষ।৮। তন্মধ্যে খরতা, পিচ্ছিলতা, উষ্ণতা ও দন্তগ্রাহিতা, (দাঁত শিড়শিড় করে এরূপ শীতলতা) স্পর্শদোষ। পঙ্ক, সিকতা ও শৈবালের আধিক্যে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইলে রূপদোষ বলা যায়। জলে রসবিশেষের ব্যক্ততা হইলে রসদোষ বলা যায়। জলে কোন অপ্রিয় গন্ধ থাকিলে তাহাকে গন্ধদোষ কহে। জল পান করিলে যে কারণে তৃষ্ণা, গৌরব, শূল ও কফপ্রসেক হয়, তাহাই বীর্য্যদোষ। জলপান করিলে যে কারণে বিলম্বে পাকপ্রাপ্ত বা বিষ্টব্ধ হইয়া থাকে, তাহাই বিপাকদোষ। এই সকল দোষ আন্তরীক্ষ জলে থাকে না। ৯। জল দূষিত হইলে অগ্নিতে সিদ্ধ করা উচিত, সূর্য্যাতপে তপ্ত করা উচিত, তাহাতে তপ্ত লৌহপিণ্ড সিকতা বা লোষ্ট্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাপিত করা উচিত, নির্ম্মল করিয়া লওয়া উচিত এবং নাগচম্পক, উৎপল ও পাটলা পুষ্প প্রভৃতিযোগে সুবাসিত করিয়া লওয়া উচিত। ১০। এই স্থলে চারিটী শ্লোক বলা হইতেছে;—সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, মণিময় বা মৃন্ময় পাত্রে পুষ্পসুগন্ধি সলিল পান করিবে। দূষিত সলিল নিত্য পরিত্যাগ করিবে। আর অকাল-বৃষ্টির জল পরিত্যাগ করিবে। এরূপ জল দোষজনক, সুতরাং গ্রহণ করিবে না। যদি সংগৃহীত জল দূষিত হয় এবং তাহা প্রসাধিত করিয়া লওয়া না হয়, তবে তাহা পান করিলে শোথ, পাণ্ডুরোগ, ত্বগ্‌দোষ, অবিপাক, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, শূল, গুল্ম ও উদররোগ হয় এবং অন্যান্য বিষম রোগ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১১। তন্মধ্যে কলুষজলের প্রসাধন (নির্ম্মলীকরণ) সামগ্রী সাত প্রকার। যথা;—কতক (নির্ম্মল-ফল), গোমেদকমণি, মৃণালগ্রন্থি, শৈবালমূল, বস্ত্র, মুক্তা ও মণি। জলকে শোধনের জন্য পঞ্চপ্রকার আধারে স্থাপন করা যায়, যথা;—কাষ্ঠফলক, ত্র্যষ্টক (অষ্টকোণ ত্রিদণ্ডাশ্রিত পাত্রবিশেষ), মুঞ্জবলয় (মুঞ্জাদিরচিত বলয়াকার পাত্র), উদকমঞ্চিকা (বাঁশ কিংবা বেতের বুনানো জলপাত্র) ও শিক্য। জল শীতল করিতে সপ্তপ্রকার উপায় আবশ্যক হয়, যথা;—বায়ুতে স্থাপন, জলে জলপ্রক্ষেপণ, জলে যষ্টিভ্রামণ, ব্যজন, বস্ত্রোদ্ধরণ (বস্ত্র দ্বারা গলিতকরণ), বালুকা-প্রক্ষেপণ (যেমন ফিল্টর) ও শিক্যাবলম্বন (শিকায় ঝুলাইয়া রাখা। ১২। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—জল যদি নির্গন্ধ, অব্যক্তরস, তৃষ্ণানাশক, শুচি, শীতল, অচ্ছ, লঘু ও হৃদ্য হয়, তবে তাহা গুণযুক্ত বলা যায়। ১৩। তন্মধ্যে পশ্চিমগামিনী নদী সকল লঘুজলা বলিয়া পথ্য। পূর্ব্বগামিনী নদী সকল গুরুজলা বলিয়া প্রশংসিত হয় না। দক্ষিণাভি-

বিন্ধ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগঞ্চ, মলয়প্রভবাঃ কৃমীন্, মহেন্দ্রপ্রভবাঃ শ্লীপদোদরাণি, হিমবৎপ্রভবা হৃদ্রোগশ্বয়থুশিরোরোগশ্লীপদগলগণ্ডান্। প্রাচ্যাবন্ত্যা অপরাবন্ত্যাশ্চার্শাংস্যুপজনয়ন্তি, পারিপাত্রপ্রভবাঃ পথ্যা বলারোগ্যকর্য্য ইতি ॥ ১৪

নদ্যঃ শীঘ্রবহা লঘ্ব্যঃ প্রোক্তা যাশ্চামলোদকাঃ।
গুর্ব্ব্যঃ শৈবালসঞ্ছন্নাঃ কলুষা মন্দগাশ্চ যাঃ ॥
প্রায়েণ নদ্যো মরুষু সতিক্তা লবণান্বিতাঃ।
ঈষৎকষায়া মধুরা লঘুপাকা বলে হিতাঃ ॥ ১৫

তত্র সর্ব্বেষাং ভৌমানাং গ্রহণং প্রত্যূষসি, তত্র হ্যমলত্বং শৈত্যঞ্চাধিকং ভবতি, স এব চাপাং পরো গুণ ইতি১৬।

দিবার্ককিরণৈর্জুষ্টং নিশায়ামিন্দুরশ্মিভিঃ।
অরূক্ষমনভিষ্যন্দি তৎ তুল্যং গগনাম্বুনা ॥ ১৭
গগনাম্বু ত্রিদোষঘ্নং গৃহীতং যৎ সুভাজনে।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং পাত্রাপেক্ষি ততঃ পরম্ ॥ ১৮
রক্ষোঘ্নং শীতলং হ্লাদি জ্বরদাহবিষাপহম্।
চন্দ্রকান্তোদ্ভবং বারি পিত্তঘ্নং বিমলং স্মৃতম্ ॥ ১৯
মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
ভ্রমক্লমপরীতেষু তমকে বমথৌ তথা।

যুগ নদী সকল সাধারণ (অর্থাৎ না গুরু, না লঘু) বলিয়া নাতিদোষ হইয়া থাকে। সহ্যপর্ব্বতজাত নদী সকল কুষ্ঠ উৎপাদন করে; বিন্ধ্যজাত নদী সকল কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে; মলয়জাত নদী সকল কৃমি উৎপাদন করে; মহেন্দ্রজাত নদী সকল শ্লীপদ ও উদররোগ উৎপাদন করে এবং হিমালয়জাত নদী সকল হৃদ্রোগ, শোথ, শিরোরোগ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রাচ্যঅবন্তী ও পশ্চিম-অবন্তীদেশের নদী সকল অর্শ উৎপাদন করে; পারিপাত্র-পর্ব্বতজাত নদী সকল বল ও আরোগ্যকর বলিয়া পথ্য। ১৪। শীঘ্রবাহিনী নির্ম্মলজলা নদী সকল লঘু হইয়া থাকে। শৈবালসম্পন্ন, কলুষ ও মন্দগামিনী নদী সকল গুরু হয়। মরুদেশস্থ নদী সকল প্রায়ই ঈষৎ তিক্ত, লবণান্বিত, ঈষৎ কষায়, মধুর, লঘুপাক ও বলকর হয়। ১৫। সর্ব্বপ্রকার ভৌমজলই প্রত্যূষে গ্রহণ করা উচিত। তাহাতে উহার নির্ম্মলতা ও শৈত্য অধিক হইয়া থাকে। আর তাহাই জলের পরম গুণ। ১৬। নিম্নে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া জলবর্গের উপসংহার করা যাইতেছে। দিবসে সূর্য্যকিরণ ও রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণে জুষ্ট হইলে এবং অরুক্ষ ও অনভিষ্যন্দী হইলে ভৌমজল আন্তরীক্ষ জলের ন্যায় গুণশালী হইয়া থাকে। ১৭। আন্তরীক্ষ জল সুপাত্রে গৃহীত হইলে ত্রিদোষঘ্ন হয়। ইহা বল্য, রসায়ন, মেধ্য এবং পাত্রভেদে বিশেষ গুণশালী হয়। ১৮। চন্দ্রকান্তমণিপ্রস্রুত জল রক্ষোদোষনাশক, শীতল, আহ্লাদন, জ্বরনাশক, দাহনাশক, বিষনাশক, পিত্তঘ্ন ও বিমল। ১৯। মূর্চ্ছা, পিত্ত, উষ্ণ, দাহ, বিষ, রক্তকোপ, মদাত্যয়, ভ্রম, ক্লম,

ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে ॥ ২০
পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মাতে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধে নবজ্বরে।
হিক্কায়াং স্নেহপীতে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২১
নাদেয়ং বাতলং রূক্ষং দীপনং লঘু লেখনম্।
তদভিষ্যন্দি মধুরং সান্দ্রং গুরু কফাবহম্ ॥ ২২
তৃষ্ণাঘ্নং সারসং বল্যং কষায়ং মধুরং লঘু ॥ ২৩
তাড়াগং বাতলং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ ॥ ২৪
বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং সক্ষারং কটুপিত্তলম্ ॥ ২৫
সক্ষারং পিত্তলং কৌপং শ্লেষ্মঘ্নং দীপনং লঘু ॥ ২৬
চৌণ্ট্যমগ্নিকরং রূক্ষং মধুরং কফকৃন্ন চ ॥ ২৭
কফঘ্নং দীপনং হৃদ্যং লঘু প্রস্রবণোদ্ভবম্ ॥ ২৮
মধুরং পিত্তশমনমবিদাহ্যৌদ্ভিদং স্মৃতম্ ॥ ২৯
বৈকিরং কটু সক্ষারং শ্লেষ্মঘ্নং লঘু দীপনম্ ॥ ৩০
কৈদারং মধুরং প্রোক্তং বিপাকে গুরু দোষলম্ ॥ ৩১
তদ্বৎ পাল্বলমুদ্দিষ্টং বিশেষাদ্দোষলস্তু তৎ ॥ ৩২
সামুদ্রমুদকং বিস্রং লবণং সর্ব্বদোষকৃৎ ॥ ৩৩
অনেকদোষমানূপং বার্য্যভিষ্যন্দি গর্হিতম্ ॥ ৩৪
এভির্দোষৈরসংযুক্তং নিরবদ্যন্তু জাঙ্গলম্।
পাকে বিদাহি তৃষ্ণাঘ্নং প্রশস্তং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৫
দীপনং স্বাদু শীতঞ্চ তোয়ং সাধারণং লঘু।
কফমেদোঽনিলামঘ্নং দীপনং বস্তিশোধনম্ ॥ ৩৬

তমকশ্বাস, বমি ও ঊর্দ্ধগ-রক্তপিত্তে শীতল জল প্রশস্ত। ২০। পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়ে, বাতরোগে, গলগ্রহে, আধ্মানে, স্তিমিত কোষ্ঠে, শোধনের পরক্ষণে, নবজ্বরে, হিক্কাতে ও স্নেহ-পানের পর শীতলজল পরিত্যাগ করিবে। ২১। নদীর জল বায়ুকারক, রূক্ষ, দীপন, লঘু, লেখন, অভিষ্যন্দী, মধুর, সান্দ্র, গুরু ও কফকারক। ২২। সরসীর (হ্রদের) জল তৃষ্ণাঘ্ন, বলকারক, মধুর ও লঘু। ২৩। তড়াগের জল বাতল, স্বাদু, কষায় ও কটুপাকী। ২৪। বাপীর জল বাতশ্লেষ্মনাশক, ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, কটু ও পিত্তল। ২৫। কূপের জল ঈষৎ ক্ষার, পিত্তল, শ্লেষ্মঘ্ন, দীপন ও লঘু। ২৬। চুণ্টের জল অগ্নিকারক, রূক্ষ, মধুর অথচ কফকৃৎ নহে। ২৭। প্রস্রবণের জল কফনাশক, দীপন, হৃদ্য ও লঘু। ২৮। ঔদ্ভিদ-জল মধুর, পিত্তশমন ও অবিদাহী। ২৯। বিকিরের জল কটু, ঈষৎ ক্ষার, শ্লেষ্মনাশক, লঘু ও দীপন। ৩০। কেদারের (ক্ষেত্রের) জল মধুর, বিপাকে গুরু ও দোষকারক। ৩১। পল্বলের জলও কেদারজলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ উহা আরও দোষকারক। ৩২। সামুদ্র-জল বিস্র (দুর্গন্ধি), লবণরস ও সর্ব্ব-দোষকারক। ৩৩। আনূপ-জল অনেক-দোষ, অভিষ্যন্দী ও গর্হিত। ৩৪। জাঙ্গলজল ঐ সকল দোষের সহিত সংযুক্ত নহে। উহা নির্দ্দোষ, পাকে বিদাহী, তৃষ্ণানাশক, প্রশস্ত ও প্রীতিবর্দ্ধন। ৩৫। সাধারণ দেশের জল দীপন, স্বাদু, শীতল ও লঘু। কফ মেদ বায়ু

শ্বাসকাসজ্বরহরং পথ্যমুষ্ণোদকং সদা॥ ৩৭
যং ক্বাথ্যমানং নির্ব্বেগং নিষ্ফেনং নির্ম্মলং লঘু।
চতুর্ভাগাবশেষন্ত তৎ তোয়ং গুণবৎ স্মৃতম্॥ ৩৮
নচ পর্য্যুষিতং দেয়ং কদাচিদ্বারি জানতা॥
অম্লীভূতঞ্চকফোৎক্লেশি ন হিতং তৎ পিপাসবে॥ ৩৯
মদ্যপানাৎ সমুদ্ভূতে রোগে পিত্তোত্থিতে তথা।
সন্নিপাতসমুত্থে চ শৃতশীতং প্রশস্যতে॥ ৪০
স্নিগ্ধং স্বাদু হিমং হৃদ্যং দীপনং বস্তিশোধনম্।
বৃষ্যং পিত্তপিপাসাঘ্নং নারিকেলোদকং গুরু॥ ৪১
দাহাতীসারপিত্তাসৃঙ্মূর্চ্ছামদ্যবিষার্ত্তিষু।
শৃতশীতং জলং শস্তং তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিভ্রমেষু চ॥ ৪২
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
মন্দাগ্নাবুদরে কুষ্ঠে জ্বরে নেত্রাময়ে তথা।
ব্রণে চ মধুমেহে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ॥ ৪৩
ইতি জলবর্গঃ।

গব্যমাজং তথা চৌষ্ট্রমাবিকং মাহিষঞ্চ যৎ।
অশ্বায়াশ্চৈব নার্য্যাশ্চ করেণূনাঞ্চ যৎ পয়ঃ॥
তত্ত্বনেকৌষধিরসপ্রসাদং প্রাণদং গুরু।
মধুরং পিচ্ছিলং শীতং স্নিগ্ধং শ্লক্ষ্ণং সরং মৃদু॥
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং তস্মাৎ সাত্ম্যং ক্ষীরমিহোচ্যতে॥ ৪৪

তত্র সর্ব্বমেব ক্ষীরং প্রাণিনামপ্রতিষিদ্ধং জাতিসাত্ম্যাৎ। বাতপিত্তশোণিতমানসবিকারেষ্ববিরুদ্ধম্। জীর্ণজ্বরকাসশ্বাসশোষক্ষয়গুল্মোন্মাদোদরমূর্চ্ছাভ্রমমদদাহ-পিপাসাহৃদ্বস্তি-পাণ্ডুরোগগ্রহণীদোষার্শঃশূলোদাবর্ত্তাতিসার-প্রবাহিকাযোনিরোগগর্ভাস্রাবরক্তপিত্তশ্রমক্লমহরং পাপ্মাপহং বল্যং বৃষ্যং বাজীকরণং রসায়নং মেধ্যং সন্ধানমাস্থাপনং বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং জীবনং বৃংহণং বমনং বিরেচনঞ্চ তুল্যগুণত্বাচ্চৌজসো বর্দ্ধনমিতি বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণানাং ক্ষুদ্ব্যবায়ব্যায়ামকর্শিতানাঞ্চ পথ্যতমম্॥ ৪৫

গোক্ষীরমনভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং গুরু রসায়নম্।
রক্তপিত্তহরং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
জীবনীয়ং তথাবাতপিত্তঘ্নং পরমং স্মৃতম্॥ ৪৬
গব্যতুল্যগুণত্বাজং বিশেষাচ্ছোষিণাং হিতম্॥
দীপনং লঘু সংগ্রাহি শ্বাসকাসাস্রপিত্তনুৎ॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তনিষেবণাৎ।
নাত্যম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বব্যাধিহরং পয়ঃ॥ ৪৭
রুক্ষোষ্ণং লবণং কিঞ্চিদৌষ্ট্রং স্বাদুরসং লঘু।
শোফগুল্মোদরার্শোঘ্নং কৃমিকুষ্ঠবিষাপহম্॥ ৪৮
আবিকং মধুরং স্নিগ্ধং গুরু পিত্তকফাবহম্।
পথ্যং কেবলবাতেষু কাসে চানিলসম্ভবে॥ ৪৯

এবং আমনাশক, দীপন ও বস্তিশোধক। ৩৬। উষ্ণজল শ্বাস কাস ও জ্বরনাশক এবং এই সকল রোগে সদা পথ্য (তমক-শ্বাসে পথ্য নহে)। ৩৭। জল সিদ্ধ নির্ব্বেগ, নিষ্ফেন, নির্ম্মল, লঘু ও চতুর্থ-ভাগাবশিষ্ট হইলে গুণশালী হয়। ৩৮। গরম-জল কখন বাসী করিয়া দিবে না। বাসী করিয়া দিলে অম্লীভূত ও কফোৎক্লেশী হয় এবং পিপাসুর পক্ষে হিতকর হয় না। ৩৯। মদ্যপান-হেতু উৎপন্ন রোগে, পিত্তজাত রোগে ও সন্নিপাত-জনিত রোগে শৃত-শীতল জল প্রশস্ত। (শৃত-শীতল অর্থাৎ অগ্রে সিদ্ধ পরে শীতল। কোন কোন মতে দশমূলাদি দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া শীতল)। ৪০। নারিকেলের জল স্নিগ্ধ, স্বাদু, হিম, হৃদ্য, দীপন, বস্তিশোধন, বৃষ্য, পিত্তনাশক, পিপাসানাশক ও গুরু। ৪১। দাহ, অতীসার, পিত্ত, রক্ত, মূর্চ্ছা, মদ্য, বিষ-রোগ এবং তৃষ্ণা বমি ও ভ্রমে শৃত-শীতল জল প্রশস্ত। ৪২। অরুচি, প্রতিশ্যায়, কফপ্রসেক, শোথ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, উদর, কুষ্ঠ, জ্বর, নেত্ররোগ, ব্রণ ও মধুমেহে অল্প জল পান করিবে। ৪৩। ইতি জলবর্গ॥

অথ ক্ষীরবর্গ। নানাপ্রকার দুগ্ধ আছে বটে; তন্মধ্যে গব্যদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, অশ্বদুগ্ধ, নারীদুগ্ধ ও হস্তিনীদুগ্ধ ঐ সকল জন্তুর ভুক্ত অনেক প্রকার ওষধির রসের সার। উহাদের দুগ্ধ—প্রাণদ, গুরু, মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, সর ও মৃদু। এই সকল কারণে সর্ব্বপ্রাণীর সাত্ম্য বলিয়া এই সকল দুগ্ধ এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে। ৪৪। প্রাণীদিগের সাত্ম্য বলিয়া সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধই প্রাণীদিগের পক্ষে অনিষিদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধই বাত, পিত্ত, রক্ত ও মনোবিকার-সমূহে অবিরুদ্ধ এবং জীর্ণজ্বর, কাস, শ্বাস শোষ, ক্ষয়, গুল্ম, উন্মাদ, উদর, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদ, দাহ, পিপাসা, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীদোষ, অর্শঃ, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, প্রবাহিকা, যোনিরোগ, গর্ভস্রাব, রক্তপিত্ত, শ্রম ও ক্লমনাশক। দুগ্ধ পাপনাশক, বল্য, বৃষ্য, বাজীকরণ, রসায়ন, মেধ্য, সন্ধান, স্থাপন, বয়ঃস্থাপন, আয়ুষ্য, জীবন, বৃংহণ, বমনোপগ, বিরেচনোপগ এবং ওজোধাতুর তুল্যগুণ বলিয়া ওজোধাতুর বর্দ্ধক। ইহা বাল, বৃদ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ক্ষুধাতুর, ব্যবায়ক্ষীণ ও ব্যায়ামক্ষীণ-দিগের পথ্যতম। ৪৫। গোদুগ্ধ অনভিষ্যন্দী, স্নিগ্ধ, গুরু, রসায়ন, রক্তপিত্তহর, শীতল, রসে ও পাকে মধুর, জীবনীয় ও অতিশয় বাতপিত্তঘ্ন। ৪৬। ছাগদুগ্ধ গব্যদুগ্ধের তুল্য-গুণ, বিশেষতঃ শোষরোগীদিগের পক্ষে হিতকর। ইহা দীপন, লঘু, সংগ্রাহী, শ্বাসকাসনাশক, রক্তপিত্তনাশক। ছাগেরা স্বল্পকায় বলিয়া, সর্ব্বদা কটুতিক্ত সেবন করে বলিয়া, অল্প জল পান করে বলিয়া এবং সর্ব্বদা কায়িক পরিশ্রম করে বলিয়া উহাদের দুগ্ধ সর্ব্বব্যাধি হরণ করিয়া থাকে। ৪৭। উষ্ট্রদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণ, লবণ, স্বাদুরস, লঘু এবং শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, কৃমি, কুষ্ঠ ও বিষ নাশ করে। ৪৮। মেষদুগ্ধ মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, পিত্তকফকারক। ইহা কেবল বায়ুতে পথ্য আর বাতজন্য কাসেও পথ্য হইয়া থাকে। ৪৯।

মহাভিষ্যন্দি মধুরং মাহিষং বহ্নিনাশনম্।
নিদ্রাকরং শীতকরং গব্যাৎ স্নিগ্ধতরং গুরু॥ ৫০
উষ্ণমৈকশফং বল্যং শাখাবাতহরং পয়ঃ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু॥ ৫১
নার্য্যাস্তু মধুরং স্তন্যং কষায়ানুরসং হিমম্।
নস্যাশ্চোতনয়োঃ পথ্যং জীবনং লঘু দীপনম্॥ ৫২
হস্তিন্যা মধুরং বৃষ্যং কষায়ানুরসং গুরু।
স্নিগ্ধং স্থৈর্য্যকরং শীতং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্॥ ৫৩
প্রায়ঃ প্রাভাতিকং ক্ষীরং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
রাত্রৌ সোমগুণত্বাচ্চ ব্যায়ামাভাবতস্তথা॥
দিবাকরাভিতপ্তানাং ব্যায়ামানিলসেবনাৎ।
বাতানুলোমি শ্রান্তিঘ্নং চক্ষুষ্যঞ্চাপরাহ্নিকম্॥ ৫৪
পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
তদেবোক্তং লঘুতরমনভিষ্যন্দি বৈ শৃতম্।
বর্জ্জয়িত্বা স্ত্রিয়াঃ স্তন্যমামমেব হি তদ্ধিতম্॥ ৫৫
ধারোষ্ণং গুণবৎ ক্ষীরং বিপরীতমতোঽন্যথা।
তদেবাতিশৃতং সর্ব্বং গুরু বৃংহণমুচ্যতে॥ ৫৬
বর্জ্জ্যং সলবণং ক্ষীরং যচ্চ বিগ্রথিতং ভবেৎ॥ ৫৭

ইতি ক্ষীরবর্গঃ॥

দধি তু মধুরমম্লমত্যম্লঞ্চেতি। তৎ কষায়ানুরসং স্নিগ্ধমুষ্ণং পীনসবিষমজ্বরাতিসারারোচকমূত্রকৃচ্ছ্রকার্শ্যাপহং বৃষ্যং প্রাণকরং মঙ্গল্যঞ্চ॥ ৫৮

মহাভিষ্যন্দি মধুরং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্।
কফপিত্তকৃদম্লং স্যাদত্যম্লং রক্তদূষণম্॥ ৫৯
বিদাহি সৃষ্টবিণ্মূত্রং মন্দজাতং ত্রিদোষকৃৎ॥ ৬০
স্নিগ্ধং বিপাকে মধুরং দীপনং বলবর্দ্ধনম্।
বাতাপহং পবিত্রঞ্চ দধি গব্যং রুচিপ্রদম্॥ ৬১
দধ্যাজং কফপিত্তঘ্নং লঘু বাতক্ষয়াপহম্।
দুর্নামশ্বাসকাসেষু হিতমগ্নেঃ প্রদীপনম্॥ ৬২
বিপাকে মধুরং বৃষ্যং বাতপিত্তপ্রসাদনম্।
বলাসবর্দ্ধনং স্নিগ্ধং বিশেষাদ্দধি মাহিষম্॥ ৬৩
বিপাকে কটু সক্ষারং গুরু ভেদ্যৌষ্ট্রকং দধি।
বাতমর্শাংসি কুষ্ঠানি কৃমীন্ হন্ত্যুদরাণি চ॥ ৬৪
কোপনং কফবাতানাং দুর্নাম্নাঞ্চাবিকং দধি।
রসে পাকে চ মধুরমত্যভিষ্যন্দি দোষলম্॥ ৬৫
দীপনীয়মচক্ষুষ্যং বাড়বং দধি বাতলম্।
রুক্ষমুষ্ণং কষায়ঞ্চ কফমূত্রাপহঞ্চ তৎ॥ ৬৬
স্নিগ্ধং বিপাকে মধুরং বল্যং সন্তর্পণং গুরু।
চক্ষুষ্যমগ্র্যং দোষঘ্নং দধি নার্য্যা গুণোত্তরম্॥ ৬৭
লঘু পাকে বলাসঘ্নং বীর্য্যোষ্ণং পক্তিনাশনম্।
কষায়ানুরসং নাগ্যা দধি বর্চ্চোবিবর্দ্ধনম্॥ ৬৮
দধীন্যুক্তানি যানীহ গব্যাদীনি পৃথক্ পৃথক্।
বিজ্ঞেয়মেষু সর্ব্বেষু গব্যমেব গুণোত্তরম্॥ ৬৯

মহিষদুগ্ধ অতিশয় অভিষ্যন্দী, মধুর, অগ্নিমান্দ্যকারক, নিদ্রাকারক, শৈত্যকারক এবং গব্য-দুগ্ধের অপেক্ষা স্নিগ্ধতর ও গুরু। ৫০। অশ্বাদি একশফ জন্তুর দুগ্ধ বলকারক, শাখাবাতনাশক, মধুরাম্লরস, রুক্ষ, লবণানুরস ও লঘু। ৫১। নারীদুগ্ধ মধুর, কষায়ানুরস, শীতল, নস্য ও আশ্চোতনে পথ্য, জীবন, লঘু ও দীপন। ৫২। হস্তিনীর দুগ্ধ মধুর, বৃষ্য, কষায়ানুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, দার্ঢ্যকর, শীতল, চক্ষুষ্য ও বলবর্দ্ধন। ৫৩। প্রভাতে যে দুগ্ধ দোহন করা যায়, তাহা প্রায়ই গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল হয়। কেননা একে রাত্রিকাল সোমগুণ, তাহাতে আবার তৎকালে জন্তুদিগের পরিশ্রমের অভাব থাকে। দিবসে জন্তুরা দিবাকর-করে অভিতপ্ত হয় এবং ব্যায়াম ও বায়ু-সেবন করিয়া থাকে, এইজন্য উহাদের দুগ্ধ অপরাহ্ণে দোহন করিলে বাতানুলোমন, শ্রান্তিনাশক ও চক্ষুষ্য হইয়াছে। ৫৪। কাঁচা দুগ্ধ প্রায়ই অভিষ্যন্দী ও গুরু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। উহাই অগ্নিপক্ব হইলে লঘুতর ও অনভিষ্যন্দী হয়। কিন্তু নারী-দুগ্ধ কাঁচাই উপকারী। ৫৫। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গুণশালী। তাহার বিপরীত হইলে (অর্থাৎ কাঁচা দুধ ধারোষ্ণ না হইলে) বিপরীত হয়। দুগ্ধ আবার অতিশয় পক্ব হইলে গুরু ও বৃংহণ হইয়া থাকে। ৫৬। অপ্রিয়গন্ধ, অম্ল, বিবর্ণ বা বিরস দুগ্ধ পরিত্যাজ্য হয়। আর লবণযুক্ত দুগ্ধও পরিত্যাজ্য। আর বিগ্রথিত (ছেঁড়া) দুগ্ধও পরিত্যাজ্য। ৫৭। ইতি ক্ষীরবর্গ॥

অথ দধিবর্গ। দধি মধুর, অম্ল ও অত্যম্ল হইয়া থাকে। ইহা কষায়ানুরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং পীনস বিষমজ্বর অতিসার অরুচি মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃশতানাশক, বৃষ্য, প্রাণকর এবং মঙ্গল্য। ৫৮। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;— মধুর দধি অতিশয় অভিষ্যন্দী, এবং কফ ও মেদের বর্দ্ধক। অম্ল দধি কফপিত্তকারক। অত্যম্ল দধি রক্তদূষক। ৫৯। মন্দজাত দধি বিদাহী, বিষ্ঠামূত্র বিসর্জ্জনকারক ও ত্রিদোষকারক। ৬০। গব্য-দধি স্নিগ্ধ, পাকে মধুর, দীপন, বলবর্দ্ধন, বায়ুনাশক, পবিত্র ও রুচিপ্রদ। ৬১। ছাগদধি কফপিত্তনাশক, লঘু, বায়ুনাশক ও ক্ষয়নাশক এবং অর্শ, শ্বাস ও কাসে হিতকর ও অগ্নিদীপক। ৬২। মাহিষ দধি বিপাকে মধুর, বৃষ্য, বাতপিত্ত-প্রসাদন, বিশেষতঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধন ও স্নিগ্ধ। ৬৩। উষ্ট্রদধি বিপাকে কটু, ঈষৎ ক্ষার, গুরু ও ভেদী। ইহা বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদরনাশক। ৬৪। মেষদধি কফবাত-প্রকোপক ও অর্শঃকারক; রসে ও পাকে মধুর, অতি অভিষ্যন্দী ও দোষকারক। ৬৫। ঘোটকদুগ্ধের দধি দীপনীয় বটে, কিন্তু অচক্ষুষ্য ও বায়ুকারক। ইহা রুক্ষ, উষ্ণ ও কষায় এবং কফরোগনাশক। ৬৬। নারীদুগ্ধের দধি স্নিগ্ধ, বিপাকে মধুর, বলকারক, সন্তর্পণ, গুরু, অতিশয় চক্ষুষ্য, দোষঘ্ন এবং উৎকৃষ্ট-গুণ। ৬৭। হস্তিনীদুগ্ধের দধি লঘুপাক, বলাসনাশক (কফঘ্ন), বীর্য্যোষ্ণ, পক্তিনাশক (অজীর্ণকারক), কষায়ানুরস এবং বিষ্ঠা-বিবর্দ্ধক। ৬৮। এস্থলে গব্যাদি যে সকল দধি পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত

বাতঘ্নং কফকৃৎ স্নিগ্ধং বৃংহণং নচ পিত্তকৃৎ।
কুর্য্যাদ্ভক্তাভিলাষঞ্চ দধি যৎ সুপরিস্রুতম্ ॥ ৭০
শৃতাৎ ক্ষীরাৎ তু যজ্জাতং গুণবদ্দধি তৎ স্মৃতম্
বাতপিত্তহরং রুচ্যং ধাত্বগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ৭১
দধ্নঃ সরো গুরুর্বৃষ্যো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ।
বহ্নের্বিধমনশ্চাপি কফশুক্রবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৭২
দধি ত্বসারং রূক্ষঞ্চ গ্রাহি বিষ্টম্ভি বাতলম্।
দীপনীয়ং লঘুতরং সকষায়ং রুচিপ্রদম্ ॥ ৭৩
শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতম্।
হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাসু দধি শস্যতে ॥ ৭৪
তৃষ্ণাক্লমহরং মস্তু লঘু স্রোতোবিশোধনম্।
অম্লং কষায়ং মধুরমবৃষ্যং কফবাতনুৎ ॥
প্রহ্লাদনং প্রীণনঞ্চ ভিনত্ত্যাশু মলঞ্চ তৎ।
বলমাবহতে চাপি ভক্তচ্ছন্দং করোতি চ ॥ ৭৫
স্বাদ্বম্লমত্যম্লকমন্দজাতং তথা শৃতক্ষীরভবং সরঞ্চ।
অসারমেবং দধি সপ্তধাস্মিন্ বর্গে স্মৃতা মস্তুগুণাস্তথৈব ॥ ৭৬

ইতি দধিবর্গঃ ॥

তক্রং মধুরমম্লং কষায়ানুরসমুষ্ণবীর্য্যং লঘু রূক্ষমগ্নিদীপনং গরশোফাতীসারগ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃপ্লীহগুল্মারোচকবিষমজ্বরতৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিপ্রসেকশূলমেদঃশ্লেষ্মানিলহরং মধুরবিপাকং হৃদ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রস্নেহব্যাপৎপ্রশমনমবৃষ্যঞ্চ ॥ ৭৭

মন্থনাদিপৃথগ্ভূতস্নেহমর্দ্ধোদকঞ্চ যৎ।
নাতিসান্দ্রদ্রবং তক্রং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে ॥
যত্তু সস্নেহমজলং মথিতং ঘোলমুচ্যতে ॥
তক্রং নৈব ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপৈত্তিকে ॥
শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ কফোত্থেষ্বাময়েষু চ।
মার্গাবরোধে দুষ্টে চ বায়ৌ তক্রং প্রশস্যতে ॥ ৭৮
তৎ পুনর্মধুরং শ্লেষ্মপ্রকোপণং পিত্তপ্রশমনঞ্চ, অম্লং বাতঘ্নং পিত্তকরঞ্চ ॥ ৭৯
বাতেঽম্লং সৈন্ধবোপেতং স্বাদু পিত্তে সশর্করম্।
পিবেৎ তক্রং কফে চাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতম্ ॥ ৮০
গ্রাহিণী বাতলা রূক্ষা দুর্জ্জরা তক্রকূর্চ্চিকা।
তক্রাল্লঘুতরো মণ্ডঃ কূর্চ্চিকাদধিতক্রজঃ ॥
গুরুঃ কিলাটোঽনিলহা পুংস্ত্বনিদ্রাপ্রদঃ স্মৃতঃ।
মধুরৌ বৃংহণৌ বৃষ্যৌ তদ্বৎ পীযূষমোরটৌ ॥ ৮১
নবনীতং পুনঃ সদ্যস্কং লঘু সুকুমারং মধুরং কষায়মীষদম্লং শীতলং মেধ্যং দীপনং হৃদ্যং সংগ্রাহি পিত্তানিলহরং বৃষ্যমবিদাহি ক্ষয়কাসশ্বাসব্রণার্শোঽর্দ্দিতাপহং গুরু কফমেদোবিবর্দ্ধনং বলকরং বৃংহণং শোষঘ্নং বিশেষতো বালানাং প্রশস্যতে। ক্ষীরোত্থং পুনর্নবনীতমুৎকৃষ্টস্নেহং মাধুর্য্যযুক্ত-

---

হইল, তাহাদের মধ্যে গব্যদধি গুণে শ্রেষ্ঠ জানিবে। ৬৯। সুপরিস্রুত (উত্তমরূপে কাপড়ে ছাঁকা) গব্যদধি বাতঘ্ন, কফকারক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ; অথচ পিত্তকারক নহে। ইহা ভক্তে (ভাতে) রুচিকারক। ৭০। পক্ক দুগ্ধ হইতে যে দধি উৎপন্ন হয়, তাহাই গুণকারক, বাতপিত্তনাশক, রুচিকারক এবং ধাতু অগ্নি ও বলের বর্দ্ধক। ৭১। দধির সর গুরু, বৃষ্য, বায়ুনাশক, অগ্নিকারক (বহ্নি-বিধমন) এবং কফ-শুক্র-বিবর্দ্ধন। ৭২। অসার দধি রুক্ষ, গ্রাহী, বিষ্টম্ভী, বাতল; দীপনীয়, অপেক্ষাকৃত লঘু, ঈষৎ কষায় ও রুচিকারক। ৭৩। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তে দধি প্রায়ই অপকারক হয়। হেমন্ত, শিশির ও বর্ষাকালেই দধি প্রশস্ত হয়। ৭৪। দধিমস্তু তৃষ্ণা ও ক্লান্তিহর, লঘু, স্রোতঃশোধন, অম্ল, কষায়, মধুর, অবৃষ্য ও কফবাতনাশক। ইহা আহ্লাদন, প্রীণন, শীঘ্র মল ভেদ করিয়া থাকে, বলাধান করিয়া থাকে এবং ভক্তে রুচি উৎপাদন করে। ৭৫। এই দধিবর্গে সপ্তপ্রকার দধি উল্লিখিত হইল, যথা :—স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত, পক্ক-দুগ্ধোদ্ভব, দধির সর ও অসার দধি। আর এই দধিবর্গের মধ্যে মস্তুর গুণও বিবৃত হইল। ৭৬। ইতি দধিবর্গ ॥

অথ তক্রাদিবর্গ। তক্র মধুর, অম্ল, কষায়ানুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিদীপন, গর শোথ অতীসার গ্রহণী পাণ্ডুরোগ অর্শঃ প্লীহা গুল্ম অরুচি বিষমজ্বর তৃষ্ণা বমি প্রসেক শূল মেদঃ কফ ও বায়ু-নাশক, মধুরবিপাক, হৃদ্য, মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, স্নেহব্যাপৎপ্রশমন ও অবৃষ্য। ৭৭।

এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—দধির সহিত অর্দ্ধ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে অনতিঘন ও অনতিতরল পানীয় উৎপন্ন হয়, তাহাকে তক্র কহে। ইহা স্বাদু, অম্ল ও কষায়। নির্জ্জল দধি মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধার না করিলে তাহাকে ঘোল কহে। ক্ষতরোগে, উষ্ণকালে, দুর্ব্বলকে, মূর্চ্ছা ভ্রম ও দাহরোগে এবং রক্তপিত্তে তক্র দিবে না। আর শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, কফজাত রোগে, স্রোতোরোধ এবং দূষিত বায়ুতে তক্র প্রশস্ত। ৭৮। মধুর-তক্র শ্লেষ্মপ্রকোপক ও পিত্তনাশক। অম্ল তক্র বাতঘ্ন ও পিত্তকারক। ৭৯। বায়ুতে অম্লতক্র সৈন্ধবের সহিত এবং পিত্তে মধুরতক্র শর্করার সহিত পান করিতে হয়। আর কফে অম্লতক্র ত্রিকটু ও যবক্ষার যোগে পান করিতে হয়। ৮০। তক্রকূর্চ্চিকা সংগ্রাহক, বাতল, রুক্ষ ও দুর্জ্জর। তক্র অপেক্ষা মণ্ড (মস্তু) লঘুতর। ছানা অপেক্ষা নবনীত লঘুতর। কিলাট (ক্ষীর) গুরু, বায়ুনাশক, পুংস্ত্বপ্রদ ও নিদ্রাকারক। পীযূষ (নব-প্রসূত গাভীর প্রথম সপ্তাহের দুগ্ধ) এবং মোরট (নব প্রসূত গাভীর সপ্তম দিবসের দুগ্ধ) মধুর, বৃংহণ ও বৃষ্য। ৮১। সদ্যোজাত নবনীত লঘু, সুকুমার, মধুর, কষায়, ঈষৎ অম্ল, শীতল, মেধ্য, দীপন, হৃদ্য, সংগ্রাহী, বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য, অবিদাহী এবং কাস, শ্বাস, ব্রণ, অর্শ ও অর্দ্দিত নাশ করে। ইহা গুরু, কফমেদোবর্দ্ধক, বলকর, বৃংহণ, শোষঘ্ন এবং বালকদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর দুগ্ধজাত নবনীত উৎকৃষ্ট স্নেহসম্পন্ন, মাধুর্য্যযুক্ত,

মতিশীতং সৌকুমার্য্যকরং চক্ষুষ্যং সংগ্রাহি রক্তপিত্তনেত্র-রোগহরং প্রসাদনঞ্চ ॥ ৮২

সন্তানিকা পুনর্বাতঘ্নী তর্পণী বল্যা বৃষ্যা স্নিগ্ধা রুচ্যা মধুরা মধুরবিপাকা রক্তপিত্তপ্রসাদনী গুর্ব্বী চ ॥ ৮৩

বিকল্প এষ দধ্যাদিঃ শ্রেষ্ঠো গব্যোঽভিবর্ণিতঃ।
বিকল্পানবশিষ্টাংস্তু ক্ষীরবীর্য্যাৎ সমাদিশেৎ ॥ ৮৪

ইতি তক্রবর্গঃ ॥

ঘৃতন্তু সৌম্যং শীতবীর্য্যং মৃদু মধুরমল্পাভিষ্যন্দি স্নেহন-মুদাবর্ত্তোন্মাদাপস্মারশূলজ্বরানাহবাতপিত্ত-প্রশমনমগ্নি-দীপনং স্মৃতি-মতি-মেধাকান্তিস্বরলাবণ্যসৌকুমার্য্যৌজস্তেজোবলকর-মায়ুষ্যং বৃষ্যং মেধ্যং বয়ঃস্থাপনং গুরু চক্ষুষ্যং শ্লেষ্মাভি-বর্দ্ধনং পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং বিষহরং রক্ষোঘ্নঞ্চ ॥ ৮৫

বিপাকে মধুরং শীতং বাতপিত্তবিষাপহম্।
চক্ষুষ্যমগ্র্যং বল্যঞ্চ গব্যং সর্পির্গুণোত্তরম্ ॥ ৮৬
আজং ঘৃতং দীপনীয়ং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি পথ্যং পাকে চ তল্লঘু ॥ ৮৭
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং গুরু পাকে কফাবহম্।
বাতপিত্তপ্রশমনং সুশীতং মাহিষং ঘৃতম্ ॥ ৮৮
ঔষ্ট্রং কটুরসং পাকে শোফক্রিমিবিষাপহম্।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহম্ ॥ ৮৯
পাকে লঘ্বাবিকং সর্পির্নচ পিত্তপ্রকোপণম্।
কফেঽনিলে যোনিদোষে শোষে কম্পে চ তদ্ধিতম্ ॥ ৯০
পাকে লঘ্বঞ্চবীর্য্যঞ্চ কষায়ং কফনাশনম্।
দীপনং বদ্ধমূত্রঞ্চ বিদ্যাদৈকশফং ঘৃতম্ ॥ ৯১
চক্ষুষ্যমগ্র্যং স্ত্রীণাস্তু সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমম্।
বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্ন্যোর্লঘুপাকং বিষাপহম্ ॥ ৯২
কষায়ং বদ্ধবিণ্মূত্রং তিক্তমগ্নিকরং লঘু।
হন্তি কারেণবং সর্পিঃ কফকুষ্ঠবিষক্রিমীন্ ॥ ৯৩

ক্ষীরঘৃতং পুনঃ সংগ্রাহি রক্তপিত্তভ্রমমূর্চ্ছাপ্রশমনং নেত্ররোগহিতঞ্চ ॥ ৯৪

সর্পির্মণ্ডস্তু মধুরঃ সরো যোনিশ্রোত্রাক্ষিশিরসাং শূলঘ্নো বস্তিনস্যাক্ষিপ্রপূরণেষূপদিশ্যতে ॥ ৯৫

সর্পিঃ পুরাণং সরং কটুবিপাকং ত্রিদোষাপহং মূর্চ্ছামেদ-উন্মাদোদর-জ্বর-গর-শোফাপস্মার-যোনিশ্রোত্রাক্ষিশিরঃশূলঘ্নং দীপনং বস্তিনস্যাক্ষিপূরণেষূপদিশ্যতে ॥ ৯৬

ভবন্তি চাত্র।

পুরাণং তিমিরশ্বাসপীনসজ্বরকাসনুৎ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠবিষোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্ ॥ ৯৭
একাদশশতঞ্চৈব বৎসরানুষিতং ঘৃতম্।
রক্ষোঘ্নং কুম্ভসর্পিঃ স্যাৎ পরতস্তু মহাঘৃতম্ ॥
পেয়ং মহাঘৃতং ভূতৈঃ কফঘ্নং পবনাধিকৈঃ।
বল্যং পবিত্রং মেধ্যঞ্চ বিশেষাৎ তিমিরাপহম্ ॥
সর্ব্বভূতহরঞ্চৈব ঘৃতমেতৎ প্রশস্যতে ॥ ৯৮

ইতি ঘৃতবর্গ

অতিশয় শীতল, সৌকুমার্য্যকর, চক্ষুষ্য, সংগ্রাহী, রক্তপিত্তহর, নেত্ররোগহর ও বর্ণপ্রসাদন। ৮২। সন্তানিকা (দুগ্ধের সর) বাতঘ্ন, তর্পণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, রুচ্য, মধুর, মধুরবিপাক, রক্তপিত্ত-প্রসাদন ও গুরু। ৮৩। উল্লিখিত দধ্যাদিবর্গ গব্য হইলেই উৎকৃষ্ট হয়। অন্যান্য জন্তুর দধি প্রভৃতি সেই সেই জন্তুর দুগ্ধের গুণ অনুসারে গুণশালী হয়। ৮৪। ইতি তক্রাদিবর্গ ॥

অথ ঘৃতবর্গ। ঘৃত সৌম্য, শীতবীর্য্য, মৃদু, মধুর, অল্প অভিষ্যন্দী, স্নেহন এবং উদাবর্ত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, শূল, জ্বর, আনাহ ও বাতপিত্তনাশক; অগ্নিদীপন, স্মৃতি মতি মেধা কান্তি স্বর লাবণ্য সৌকুমার্য্য ওজঃ তেজঃ ও বলবর্দ্ধক; আয়ুষ্য, বৃষ্য, মেধ্য, বয়ঃস্থাপন, গুরু, চক্ষুষ্য, শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধন, পাপনাশক, অলক্ষ্মীনাশক, বিষহর ও রক্ষোদোষনাশক। ৮৫। এইস্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে;—গব্যঘৃত বিপাকে মধুর, শীতল, বাতপিত্ত ও বিষনাশক, অতিশয় চক্ষুষ্য, বল্য ও গুণে শ্রেষ্ঠ। ৮৬। ছাগঘৃত দীপনীয়, চক্ষুষ্য, বলবর্দ্ধক, কাশ শ্বাস ও ক্ষয়রোগে পথ্য এবং লঘুপাকী। ৮৭ মাহিষঘৃত মধুর, রক্তপিত্তঘ্ন, গুরুপাকী, কফকারক, বাত-পিত্তনাশক ও সুশীতল। ৮৮। উষ্ট্রঘৃত পাকে কটু, শোথ ক্রমি ও বিষনাশক, দীপন, কফবাতঘ্ন, কুষ্ঠ গুল্ম ও উদর-নাশক। ৮৯। মেষঘৃত লঘুপাকী অথচ পিত্তপ্রকোপণ নহে। উহা কফ, বায়, যোনিদোষ, শোষ ও কম্পে হিতকর। ৯০। একশফ জন্তুদিগের ঘৃত সাধারণতঃ লঘুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, কম্পনাশন, দীপন ও মূত্রবন্ধকারক। ৯১। নারীদুগ্ধের ঘৃত অতিশয় চক্ষুষ্য, অমৃতোপম, দেহ ও অগ্নির বৃদ্ধিকর, লঘুপাকী ও বিষনাশক। ৯২। হস্তিনীদুগ্ধের ঘৃত কষায়, বিষ্ঠামূত্রের বন্ধকারক, লঘু এবং কফ, কুষ্ঠ, বিষ ও ক্রমি নষ্ট করে। ৯৩। দুগ্ধোত্থ ঘৃত সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্ত ভ্রম মূর্চ্ছা ও নেত্ররোগের শান্তি করে। ৯৪। ঘৃতমণ্ড মধুর, সারক, যোনি কর্ণ ও মস্তকের শূলনাশক এবং বস্তিকর্ম্ম নস্য ও অক্ষিপূরণে প্রশস্ত। ৯৫। পুরাতন ঘৃত সারক, কটুবিপাক, ত্রিদোষনাশক এবং মূর্চ্ছা মেদ উন্মাদ উদর জ্বর গরদোষ শোথ ও অপস্মার নাশ করে। ইহা যোনি, কর্ণ, অক্ষি ও মস্তকের শূল নাশ করে। ইহা দীপন এবং বস্তিকর্ম্ম, নস্য ও অক্ষিপূরণে প্রশস্ত। ৯৬। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—পুরাণ ঘৃত তিমির, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও কাস নষ্ট করে এবং মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মার নষ্ট করিয়া থাকে। ৯৭। একাদশ হইতে শত বৎসরের পর্য্যন্ত পুরাতন ঘৃত রক্ষোদোষ-নাশক। ইহাকে কুম্ভঘৃত কহে। তদূর্দ্ধ বৎসরের ঘৃতকে মহাঘৃত বলা যায়। মহাঘৃত বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা বল্য, পবিত্র, মেধ্য, বিশেষতঃ তিমিরনাশক এবং সর্ব্বভূতহর। [নিবন্ধ কহেন, একাদশ শত শব্দের অর্থ একশত এগার বৎসর]। ৯৮। ইতি ঘৃতবর্গ ॥

তৈলন্ত্বাগ্নেয়মুষ্ণং তীক্ষ্ণং মধুরং মধুরবিপাকং বৃংহণং প্রীণনং ব্যবায়ি সূক্ষ্মং বিশদং গুরু সরং বিকাসি বৃষ্যং ত্বক্‌প্রসাদনং মেধামার্দ্দবমাংসস্থৈর্য্যবর্ণবলকরং চক্ষুষ্যং বদ্ধমূত্রং লেখনং তিক্তকষায়ানুরসং পাচনমনিলবলাসক্ষয়করং ক্রিমিঘ্নমশীতপিত্তজননং যোনিশিরঃকর্ণশূলপ্রশমনং গর্ভাশয়শোধনঞ্চ। তথা ছিন্নভিন্নবিদ্ধোৎপিষ্টচ্যুতমথিতক্ষতপিচ্চিতভগ্নস্ফুটিতক্ষারাগ্নিদগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতাভিহতদুর্ভগ্নমৃগব্যালবিদষ্টপ্রভৃতিষু চ পরিষেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে॥৯৯

তদ্বস্তিষু চ পানে চ নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে।
অন্নপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাতশান্তয়ে॥

এরণ্ডতৈলং মধুরমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দীপনং কটুকষায়ানুরসং সূক্ষ্মং স্রোতোবিশোধনং ত্বচ্যং বৃষ্যং মধুরবিপাকং বয়ঃস্থাপনং যোনিশুক্রবিশোধনমারোগ্যমেধাকান্তিস্মৃতিবলকরং বাতকফহরমধোভাগদোষহরঞ্চ॥ ১০০

নিম্বাতসী-কুসুম্ভ-মূলক-জীমূতক-বৃক্ষক-কৃতবেধনার্ককম্পিল্লকহস্তিকর্ণ-পৃথ্বীকাপীলুকরঞ্জেঙ্গুদীশিগ্রুসর্ষপসুবর্চ্চলাবিড়ঙ্গ-জ্যোতিষ্মতীফলতৈলানি তীক্ষ্ণানি লঘূন্যুষ্ণবীর্য্যাণি কটূনি কটুবিপাকানি সরাণ্যনিলকফকৃমিকুষ্ঠপ্রমেহশিরোরোগহরাণি চেতি॥ ১০১

বাতঘ্নং মধুরং তেষু ক্ষৌমং তৈলং বলাবহম্।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং স্নিগ্ধোষ্ণং গুরু পিত্তলম্॥ ১০২

কৃমিঘ্নং সার্ষপং তৈলং কণ্ডূকুষ্ঠাপহং লঘু।
কফমেদোঽনিলহরং লেখনং কটু দীপনম্॥ ১০৩

কৃমিঘ্নমিঙ্গুদীতৈলমীষত্তিক্তং তথা লঘু।
কুষ্ঠাময়কৃমিহরং দৃষ্টিশুক্রবলাপহম্॥ ১০৪

বিপাকে কটুকং তৈলং কৌসুম্ভং সর্ব্বদোষকৃৎ।
রক্তপিত্তকরং তীক্ষ্ণমচক্ষুষ্যং বিদাহি চ॥ ১০৫

কিরাততিক্তকাতিমুক্তকবিভীতকনারিকেলকোলাক্ষোড়জীবন্তী-পিয়াল-কর্ব্বুদার--সূর্য্যবল্লী--ত্রপুসৈর্ব্বারুক--কর্কারুকুষ্মাণ্ডপ্রভৃতীনাং তৈলানি মধুরাণি মধুরবীর্য্যবিপাকানি বাতপিত্তপ্রশমনানি শীতবীর্য্যাণ্যভিষ্যন্দীনি সৃষ্টবিণ্মূত্রাণ্যগ্নিসাদনানি চেতি॥ ১০৬

মধূককাশ্মর্য্যপলাশতৈলানি মধুরকষায়াণি কফপিত্তপ্রশমনানি॥ ১০৭

তুবরকভল্লাতকতৈলে উষ্ণে মধুরকষায়ে তিক্তানুরসে বাতকফকুষ্ঠমেদোমেহকৃমিহরে উভয়তোভাগদোষহরে চ॥১০৮

সরলদেবদারুগণ্ডীরশিংশপাগুরুসারস্নেহাস্তিক্তকটুকষায়া দুষ্টব্রণশোধনাঃ কৃমিকফকুষ্ঠানিলহরাশ্চ॥ ১০৯

তুম্বীকোশাম্রদন্তীদ্রবন্তীশ্যামাসপ্তলানীলিকাকম্পিল্লকশঙ্খিনীস্নেহাস্তিক্তকটুকষায়া অধোভাগদোষহরাঃ কৃমিকফকুষ্ঠানিলহরা দুষ্টব্রণবিশোধনাশ্চ॥ ১১০

অথ তৈলবর্গ। তিলতৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, মধুরবিপাক, বৃংহণ, প্রীণন, ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম, বিশদ, গুরু, সর, বিকাসী, বৃষ্য, ত্বক্‌প্রসাদন, মেধা অঙ্গমার্দ্দব মাংস স্থৈর্য্য বর্ণ ও বল-কারক, চক্ষুষ্য, মূত্রবন্ধকারক, লেখন, তিক্ত, কষায়ানুরস, পাচন, বাতশ্লেষ্মনাশক, ক্রিমিঘ্ন, অশীতল, পিত্তজনক, যোনি মস্তক ও কর্ণের শূলনাশক এবং গর্ভাশয়শোধক। আর ইহা ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, উৎপিষ্ট, চ্যুত, মথিত, পিচ্চিত (থেৎলান), ভগ্ন, স্ফুটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, আহত, দুর্ভগ্ন, জন্তুদষ্ট, হিংস্রজন্তুদষ্ট ও অন্যান্য নানাবিধ ক্ষতে উপযোগী। ৯৯। এরণ্ডতৈল মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দীপন, কটু, কষায়ানুরস, সূক্ষ্ম, স্রোতঃশোধন, ত্বকের পক্ষে হিতকর, বৃষ্য, মধুরবিপাক, বয়ঃস্থাপক, যোনিশুক্র-শোধক, আরোগ্য মেধা কান্তি স্মৃতি ও বল-কারক, বাতশ্লেষ্মনাশক ও অধোভাগ-দোষহর (অর্থাৎ বিরেচক)। ১০০। নিম্বফলের তৈল, তিসির তৈল, কুসুম্ভতৈল, মূলকবীজের তৈল, জীমূতফলের তৈল, বৃক্ষকতৈল (কুড়চীবীজের তৈল), কৃতবেধন-ফলের তৈল, আকন্দবীজের তৈল, কমলা গুড়ির তৈল, হস্তিকর্ণ-বীজের তৈল, পৃথ্বীকাতৈল (এলাচের তৈল), পীলুতৈল, করঞ্জবীজের তৈল, ইঙ্গুদীতৈল, সজিনাবীজের তৈল, সর্ষপতৈল, সুবর্চ্চলাতৈল, বিড়ঙ্গতৈল এবং লতাফট্‌কী-বীজের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, সারক এবং বাতকফ কৃমি কুষ্ঠ প্রমেহ ও শিরোরোগনাশক। ১০১। ক্ষৌমতৈল (শণবীজের তৈল) বাতঘ্ন, মধুর, বলনাশক, কটুপাক, অচক্ষুষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু ও পিত্তকারক। ১০২। সর্ষপতৈল কৃমিঘ্ন, কণ্ডূ-কুষ্ঠ-নাশক, লঘু, কফনাশক, মেদোনাশক, বায়ুনাশক, লেখন, কটু ও দীপন। ১০৩। ইঙ্গুদীতৈল কৃমিহর, ঈষৎ তিক্ত, লঘু, কুষ্ঠনাশক, কৃমিনাশক, দৃষ্টিনাশক, শুক্রনাশক ও বলনাশক। ১০৪। কুসুম্ভতৈল পাকে কটু, সর্ব্বদোষকারক, রক্তপিত্তকারক, তীক্ষ্ণ, অচক্ষুষ্য ও বিদাহী। ১০৫। চিরেতা, অতিমুক্তক ("অবান্তক"?), বিভীতকী, নারিকেল, কুলের মজ্জা, আকরোট, জীবন্তী, পিয়াল, কর্ব্বুদার (শ্বেতকাঞ্চন), সূর্য্যবল্লী (আদিত্যভক্তা), ত্রপুস, এর্ব্বারু (বড় কাঁকুড়), কর্কারু (কাঁকুড়) ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল মধুর, মধুরবীর্য্য, মধুরবিপাক, বাতপিত্তপ্রশমন, শীতবীর্য্য, অনভিষ্যন্দী, বিষ্ঠামূত্র-বন্ধকারক এবং অগ্নিমান্দ্য-কারক। ১০৬। মধূক (মৌলবীজ), গাম্ভারীবীজ ও পলাশ-বীজের তৈল মধুর, কষায় ও কফপিত্তপ্রশমন। ১০৭। তুবরক (পশ্চিম-সাগর-তীরজাত বৃক্ষ। ইহার পত্র কেশরসদৃশ। পত্র কলায়-সদৃশ) ও ভল্লাতক-বীজের তৈল উষ্ণ, মধুর, কষায়, তিক্তানুরস, বাতকফ কুষ্ঠ মেদঃ মেহ ও কৃমিনাশক এবং বমন-বিরেচন। ১০৮। সরল, দেবদারু, গণ্ডীর, শিংশপা ও অগুরু এই সকল বৃক্ষের সার হইতে যে সকল স্নেহ উৎপন্ন হয়, তাহারা কটু ও কষায়, দুষ্টব্রণশোধন এবং কৃমি কফ কুষ্ঠ ও বায়ুহর। ১০৯। তিক্ত অলাবু, কোশাম, দন্তী, দ্রবন্তী, বৃদ্ধদারক, সপ্তলা, নীলিকা (বোধ হয় নীলবীজ), কামলা-

যবতিক্তাতৈলং সর্ব্বদোষপ্রশমনমীষত্তিক্তমগ্নিদীপনং লেখনং মেধ্যং পথ্যং রসায়নঞ্চ ॥ ১১১

ঐকৈষিকাতৈলং মধুরমতিশীতং পিত্তহরমনিলপ্রকোপণং শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্ ॥ ১১২

সহকারতৈলমীষত্তিক্তমতিসুগন্ধি বাতকফহরং রুক্ষং মধুরকষায়ং রসবন্নাতিপিত্তকরঞ্চ ॥ ১১৩

ফলোদ্ভবানি তৈলানি যান্যনুক্তানি কানিচিৎ।
গুণান্ কর্ম্ম চ বিজ্ঞায় ফলবৎ তানি নির্দ্দিশেৎ ॥
যাবন্তঃ স্থাবরাঃ স্নেহাঃ সমাসাৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বে তৈলগুণা জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে চানিলনাশনাঃ ॥ ১১৪
সর্ব্বেভ্যস্ত্বিহ তৈলেভ্যস্তিলতৈলং প্রশস্যতে।
নিষ্পত্তেস্তদ্গুণত্বাচ্চ তৈলত্বমিতরেষ্বপি ॥ ১১৫

গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ বসামেদোমজ্জানো গুরূষ্ণমধুরা বাতঘ্নাঃ জাঙ্গলৈকশফক্রব্যাদাদীনাং লঘুশীতকষায়া রক্তপিত্তঘ্নাঃ, প্রতুদবিষ্কিরাণাং শ্লেষ্মঘ্নাঃ ॥ ১১৬

তত্র ঘৃততৈলবসামেদোমজ্জানো যথোত্তরং গুরুবিপাকা বাতহরাশ্চ ॥ ১১৭

ইতি তৈলবর্গঃ ॥•

মধু তু মধুরং কষায়ানুরসং রুক্ষং শীতমগ্নিদীপনং বর্ণ্যং বল্যং লঘু সুকুমারং লেখনং হৃদ্যং সন্ধানং শোধনং রোপণং বাজীকরণং সংগ্রাহি চক্ষুঃপ্রসাদনং সূক্ষ্মমার্গানুসারি পিত্তশ্লেষ্মমেহ-হিক্কাশ্বাস-কাসাতিসারচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাকৃমিবিষ-প্রশমনং হ্লাদি ত্রিদোষপ্রশমনঞ্চ। তত্তু লঘুত্বাৎ কফঘ্নং পৈচ্ছিল্যান্মাধুর্য্যাৎ কষায়ভাবাচ্চ বাতপিত্তঘ্নম্ ॥ ১১৮

পৌত্তিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকং ছাত্রমেব চ।
আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ ॥ ১১৯
বিশেষাৎ পৌত্তিকং তেষু রুক্ষোষ্ণং সবিষান্বয়াৎ।
বাতাসৃক্পিত্তকৃচ্ছেদি বিদাহি মদকৃন্মধু ॥ ১২০
পৈচ্ছিল্যাৎ স্বাদুভূয়স্ত্বাদ্ভ্রামরং গুরুসংজ্ঞিতম্। ১২১
ক্ষৌদ্রং বিশেষতো জ্ঞেয়ং শীতলং লঘু লেখনম্ ॥ ১২২
তস্মাল্লঘুতরং রুক্ষং মাক্ষিকং প্রবরং স্মৃতম্।
শ্বাসাদিষু চ রোগেষু প্রশস্তং তদ্বিশেষতঃ ॥ ১২৩
স্বাদুপাকং গুরু হিমং পিচ্ছিলং রক্তপিত্তজিৎ।
শ্বিত্রমেহকৃমিহরং বিদ্যাচ্ছাত্রং গুণোত্তরম্ ॥ ১২৪
আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্।
কষায়ং কটু পাকে চ বল্যং তিক্তমবাতকৃৎ ॥ ১২৫

শুঁড়ি ও শঙ্খিনীবীজের তৈল তিক্ত, কটু, কষায়, বিরেচক, কৃমি কফ কুষ্ঠ ও বাতহর এবং দুষ্ট-ব্রণশোধন। ১১০। যবতিক্তার তৈল সর্ব্বদোষ-প্রশমন, ঈষৎ তিক্ত, অগ্নিদীপন, লেখন, মেধ্য, পথ্য ও রসায়ন। ১১১। ঐকৈষিকাতৈল (ত্রিবৃতের তৈল) মধুর, অতিশয় শীতল, পিত্তহর, বায়ু-প্রকোপক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। ১১২। সহকার-তৈল (কেহ বলেন, আম্রবীজের তৈল। কেহ বলেন, তরুণ আম্রফলের বৃন্তসমূহ-যোগে যে তৈল প্রস্তুত হয়) ঈষৎ তিক্ত, অতি সুগন্ধি, বাতকফহর, রুক্ষ, মধুর, কষায়, রসযুক্ত (সুস্বাদ?) ও নাতিপিত্তকর। ১১৩। এস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;—যে সকল ফলোদ্ভব তৈলের বিষয় এস্থলে উক্ত হইল না, তাঁহাদিগের গুণ ও কর্ম্ম তত্তৎ ফলের ন্যায় জানিবে। এস্থলে যে সকল স্থাবর-তৈল সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, তাহারা সকলেই সাধারণতঃ তিলতৈলের ন্যায় স্নিগ্ধত্বাদি-গুণবিশিষ্ট। ১১৪। সকল প্রকার তৈল অপেক্ষা তিলতৈল উৎকৃষ্ট। কেননা তিলতৈলেরই নিষ্পত্তি আছে [অর্থাৎ তৈল বলিলে তিলতৈলই বুঝায়]। ১১৫। গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক জন্তুদিগের বসা, মেদ ও মজ্জা গুরু, উষ্ণ, মধুর ও বাতঘ্ন। জাঙ্গল, একশফ ও মাংসভোজী ব্যাঘ্রাদির বসা, মেদ ও মজ্জা লঘু, শীতল, কষায় ও রক্তপিত্তনাশক। প্রতুদ ও বিষ্কিরদিগের বসা, মেদ ও মজ্জা শ্লেষ্মনাশক। ১১৬। আর ঘৃত, তৈল, বসা, মেদ ও মজ্জা যথোত্তর গুরুবিপাক ও বাতহর। ১১৭। ইতি তৈলবর্গ ॥

অথ মধুবর্গ। মধু মধুর, কষায়ানুরস, রুক্ষ, শীতল, অগ্নিদীপন, বর্ণকারক, বলকারক, লঘু, সুকুমার, লেখন, হৃদ্য, সন্ধানকর, শোধন, রোপণ, বাজীকরণ, সংগ্রাহী [স্থলবিশেষে সারকও বটে], চক্ষুঃপ্রসাদন, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, পিত্ত শ্লেষ্মা মেদ মেহ হিক্কা শ্বাস কাস, অতিসার বমি তৃষ্ণা কৃমি ও বিষনাশক, আহ্লাদজনক এবং ত্রিদোষনাশক। মধু লঘু বলিয়া কফনাশক এবং পিচ্ছিলতা, মধুরতা ও কষায়তা হেতু বাতপিত্তনাশক। ১১৮। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে। মধু আট প্রকার;—পুত্তিকাকৃত (পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ মৌমাছীদিগকে পুত্তিকা কহে), ভ্রমরকৃত, ক্ষুদ্রাকৃত (পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র মৌমাছীদিগকে ক্ষুদ্রা কহে), মক্ষিকাকৃত (মক্ষিকা—তৃতীয় প্রকার মৌমাছী), ছাত্র (হিমালয়-বনে ছত্রাকার চাকসমূহ হইতে জাত), আর্ঘ্য (ভ্রমরাকৃতি তীক্ষ্ণতুণ্ড পীতবর্ণ মক্ষিকাদিগকে অর্ঘ কহে), ঔদ্দালক (উদ্দালক—এক প্রকার কপিলবর্ণ কীট। ইহারা অল্পাকার। প্রায় বল্মীকের মধ্যে মধু সঞ্চয় করে) এবং দাল (কেহ বলেন, দাল শব্দে দল অর্থাৎ পত্রের উপর সঞ্চিত মধু। অন্যেরা কহেন, এক প্রকার অল্পাকৃতি মৌমাছী, প্রায় বৃক্ষকোটরে উৎপন্ন হয়। উহাদেরই নাম দল)। ১১৯। তন্মধ্যে পৌত্তিক মধু বিষাক্ত পুষ্পাদির সহিত সম্বন্ধ হেতু বিশেষরূপে রুক্ষ ও উষ্ণ। ইহা বাতরক্ত ও পিত্তকারক, ছেদী, বিদাহী, মদকারক। ১২০। ভ্রামর মধু পিচ্ছিল ও অতিশয় স্বাদু বলিয়া গুরু। ১২১। ক্ষৌদ্রমধু বিশেষরূপ শীতল, লঘু ও লেখন। ১২২। মাক্ষিকমধু ক্ষৌদ্র অপেক্ষা লঘুতর, রুক্ষ ও উৎকৃষ্ট এবং শ্বাসাদিরোগে বিশেষ প্রশস্ত। ১২৩। ছাত্রমধু স্বাদুপাক, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, রক্তপিত্তনাশক, শ্বিত্রনাশক, মেহনাশক, কৃমিনাশক ও গুণে উৎকৃষ্ট। ১২৪। আর্ঘ্যমধু অতিশয় চক্ষুষ্য এবং অতিশয় কফপিত্তহারক। ইহা কষায়, কটুবিপাক, বল্য ও তিক্ত

ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্।
কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ পিত্তকৃৎ কটুপাকি চ ॥ ১২৬
ছর্দ্দিমেহপ্রশমনং মধু রুক্ষং দলোদ্ভবম্ ॥ ১২৭
বৃংহণীয়ং মধু নবং নাতিশ্লেষ্মহরং সরম্ ॥ ১২৮
মেদঃস্থৌল্যাপহং গ্রাহি পুরাণমতিলেখনম্ ॥ ১২৯
দোষত্রয়হরং পক্কামমম্লং ত্রিদোষকৃৎ ॥ ১৩০
তদ্যুক্তং বিবধৈর্যোগৈর্নিহন্যাদাময়ান্ বহূন্।
নানাদ্রব্যাত্মকত্বাচ্চ যোগবাহি পরং মধু ॥ ১৩১

তত্তু নানাদ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকবিরুদ্ধানাং পুষ্পরসানং সবিষমক্ষিকাসম্ভবত্বাচ্চানুষ্ণোপচারম্ ॥ ১৩২

উষ্ণৈর্বিরুধ্যতে সর্ব্বং বিষান্বয়তয়া মধু।
উষ্ণার্ত্তমুষ্ণৈরুষ্ণে বা তন্নিহন্তি যথা বিষম্ ॥ ১৩৩

তৎ সৌকুমার্য্যাচ্চ তথৈব শৈত্যান্নানৌষধীনাং রসসম্ভবাচ্চ। উষ্ণৈর্বিরুধ্যেত বিশেষতশ্চ তথান্তরীক্ষেণ জলেন চাপি ॥ ১৩৪

উষ্ণেন মধু সংযুক্তং বমনেষ্ববচারিতম্।
অপাকাদনবস্থানান্ন বিরুধ্যেত পূর্ব্ববৎ ॥ ১৩৫
মধ্বামাৎ পরতস্তন্দ্রামাং কষ্টং ন বিদ্যতে।
বিরুদ্ধোপক্রমত্বাৎ তৎ সর্ব্বং হন্তি যথা বিষম্ ॥ ১৩৬

ইতি মধুবর্গঃ।

ইক্ষবো মধুরা মধুরবিপাকা গুরবঃ শীতাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বৃষ্যা মূত্রলা রক্তপিত্তপ্রশমনাঃ কৃমিকফকরাশ্চেতি ॥ ১৩৭

তে চানেকবিধাঃ। তদ্যথা—

পৌণ্ড্রকো ভীরুকশ্চৈব বংশকঃ শতপোরকঃ।
কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ ॥
নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোশকৃৎ।
ইত্যেতা জাতয়ঃ স্থৌল্যাদ্‌গুণান্ বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥ ১৩৮
সুশীতো মধুরঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলঃ সরঃ।
অবিদাহী গুরুর্বৃষ্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা ॥
আভ্যাং তুল্যগুণঃ কিঞ্চিৎ সক্ষারো বংশকো মতঃ।
বংশবচ্ছতপোরস্তু কিঞ্চিদুষ্ণঃ স বাতহা ॥
কান্তারতাপসাবিক্ষু বংশকানুগুণৌ মতৌ।
এবংগুণস্তু কাষ্ঠেক্ষুঃ স তু বাতপ্রকোপণঃ ॥
সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ।
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ সকষায়া বিদাহিনঃ ॥
কোশকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিত্তক্ষয়াপহঃ ॥ ১৩৯

অথচ বাতকারক নহে। ১২৫। ঔদ্দালকমধু রুচিকারক, স্বরহিত, কুষ্ঠবিষনাশক, কষায়, উষ্ণ, অম্ল, পিত্তকারক ও কটুবিপাক। ১২৬। দাল-মধু বমি ও মেহনাশক এবং রুক্ষ। ১২৭। নতনমধু বৃংহণীয়, অনতিশ্লেষ্মহর ও সারক। ১২৮। পুরাণমধু মেদঃ ও স্থৌল্যনাশক, সংগ্রাহী ও অতিশয় লেখনগুণবিশিষ্ট। ১২৯। পক্কমধু ত্রিদোষনাশক। আমমধু অম্ল ও ত্রিদোষকারক। [এ স্থলে পক্ক শব্দে অগ্নিপক্ক বুঝাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ মতে অগ্নির সহিত মধুর সংযোগ নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ আম শব্দে টাটকা ভাঙ্গা ও পক্ক শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ করেন। মুসলমান হেকীমেরা অনেক স্থলে মধুকে অগ্নিযোগে পাক করেন এবং ফেন উঠিলে সেই ফেন ফেলিয়া দিয়া সেই মধু ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু চরক প্রভৃতি পাঠ করিলে এবং এই সংহিতার ১৩৩ প্রকরণ দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, মধুর সহিত উষ্ণসংযোগ বিরুদ্ধ]। ১৩০। মধু বহুপ্রকার যোগের সহিত যুক্ত হইয়া বহুপ্রকার রোগ নিবারণ করে এবং নানাদ্রব্যাত্মক বলিয়া যোগবাহী ঔষধদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১৩১। এই প্রকরণটী গদ্যে লিখিত হইয়াছে;—মধু উষ্ণক্রিয়ার বিরোধী। কেননা ইহা নানাপ্রকার বিরুদ্ধদ্রব্য, বিরুদ্ধরস, বিরুদ্ধগুণ, বিরুদ্ধবীর্য্য ও বিরুদ্ধবিপাক পুষ্পরস হইতে বিষাক্ত মক্ষিকাদিগের কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকে। ১৩২। বিষের সহিত সম্বন্ধ হেতু মধু উষ্ণবিরোধী। যেমন বিষ জীবন নষ্ট করে, সেইরূপ মধু উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সেবন করিলে বা উষ্ণ পাচনাদির সহিত সেবিত হইলে বা উষ্ণদেশ ও উষ্ণকালে সেবিত হইলে জীবন নষ্ট করে। ১৩৩। সৌকুমার্য্য-হেতু, শৈত্যহেতু এবং নানা ওষধির রস হইতে উদ্ভবহেতু মধু উষ্ণবিরোধী। আর আন্তরীক্ষ জলের সহিতও ইহার বিশেষ বিরোধ। [যেমন ঘৃত নবনীত প্রভৃতি দ্রব্য সুকুমার বলিয়া অগ্নিসংযোগে গলিত হয়, সেইরূপ মধুও উষ্ণসংযোগ সহ্য করে না]। ১৩৪। কিন্তু বমনদ্রব্য উষ্ণ হইলেও তাহার সহিত মধুসংযোগ করা যায়। কেননা বমনদ্রব্য পাক পাইবার পূর্ব্বেই নিষ্ক্রান্ত হয় আর বমনদ্রব্য পেটে থাকে না। ১৩৫। মধু-সেবনজনিত আমের ন্যায় উৎকট আমরোগ আর নাই। মধু-সেবনজনিত আমের চিকিৎসায় বিরোধ হয় [কেননা আমের চিকিৎসা শ্লেষ্মার চিকিৎসার ন্যায় উষ্ণ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু মধু উষ্ণ ক্রিয়ার বিরোধী বলিয়া মধুজনিত আমে উষ্ণ চিকিৎসা খাটে না]। ১৩৬। ইতি মধুবর্গ ॥

অথ ইক্ষুবর্গ। এই প্রকরণটী গদ্য। ইক্ষু সকল মধুর, মধুরবিপাক, গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, বল্য, বৃষ্য, মূত্রল, রক্তপিত্তনাশক এবং কৃমি ও কফকারক। ১৩৭। ইক্ষু অনেকবিধ। যথা;—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপালী, দীর্ঘপত্রক, নীলপোর ও কোশকৃৎ। সংক্ষেপে ইক্ষুজাতি বিবৃত হইল এক্ষণে উহাদের গুণ বলিতেছি। ১৩৮। পৌণ্ড্রক ও ভীরুক সুশীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেষ্মল, সারক, অবিদাহী, গুরু ও বৃষ্য। বংশক ইক্ষু ইহাদের সহিত গুণে কিঞ্চিৎ তুল্য ও ঈষৎ ক্ষারযুক্ত। শতপোর বংশকের ন্যায়, কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক। কান্তার ও তাপস নামক ইক্ষু বংশকের অনুগুণ। কাষ্ঠেক্ষুও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, কিন্তু উহা বাতপ্রকোপক। সূচিপত্র, নীলপোর, নৈপালী ও দীর্ঘপত্র বাতল,

অতীব মধুরো মূলে মধ্যে মধুর এব তু।
অগ্রেষ্বক্ষিষু বিজ্ঞেয় ইক্ষূণাং লবণো রসঃ ॥ ১৪০
অবিদাহী কফকরো বাতপিত্তনিবারণঃ।
বক্ত্রপ্রহ্লাদনো বৃষ্যো দন্তনিষ্পীড়িতো রসঃ ॥ ১৪১
গুরুর্বিদাহী বিষ্টম্ভী যান্ত্রিকস্তু প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪২
পক্বো গুরুঃ সরঃ স্নিগ্ধঃ সতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ ॥ ১৪৩
ফাণিতং গুরুমধুরমভিষ্যন্দি বৃংহণমবৃষ্যং ত্রিদোষকৃচ্চ ॥১৪
গুড়ঃ সক্ষারমধুরো নাতিশীতঃ স্নিগ্ধো মূত্ররক্তশোধনো নাতিপিত্তজিদ্বাতঘ্নো মেদঃকফকরো বল্যো বৃষ্যশ্চ ॥ ১৪৫
পিত্তঘ্নো মধুরঃ শুদ্ধো বাতঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ।
স পুরাণোঽধিকগুণো গুড়ঃ পথ্যতমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৬
মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডশর্করাবিমলজাতা উত্তরোত্তরং শীতাঃ স্নিগ্ধা গুরুতরা মধুরতরা বৃষ্যা রক্তপিত্তপ্রসাদনাস্তৃষ্ণাপ্রশমনাশ্চ ॥ ১৪৭
যথা যথৈষাং নৈর্ম্মল্যং মধুরত্বং তথা তথা।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি সরত্বঞ্চ তথা তথা ॥ ১৪৮
যো যো মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডশর্করাণাং স্বকো গুণঃ।
তেন তেনৈব নির্দ্দেশ্যস্তেষাং বিস্রাবণো গুণঃ ॥ ১৪৯
সারস্থিতা সুনির্মলা নিঃক্ষারা চ যথা যথা।
তথা তথা গুণবতী বিজ্ঞেয়া শর্করা বুধৈঃ ॥ ১৫০

কফপিত্তঘ্ন, ঈষৎ কষায় ও বিদাহী। কোশকার গুরু, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়-নাশক। ১৩৯। ইক্ষু সকল মূলভাগে অতিশয় মধুর, মধ্যভাগে মধুর এবং অগ্রভাগে ও পর্ব্বসন্ধিসমূহে লবণ-রস। ১৪০। দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস অবিদাহী, কফকর, বাতপিত্তনিবারণ, মুখপ্রহ্লাদন ও বৃষ্য। ১৪১। যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুরস গুরু, বিদাহী ও বিষ্টম্ভী। ১৪২। পক্ব ইক্ষুরস গুরু, সারক, স্নিগ্ধ, ঈষৎ তীক্ষ্ণ ও কফবাতনাশক। ১৪৩। ফাণিত (মাতগুড়) গুরু, মধুর, অভিষ্যন্দী, বৃংহণ, অবৃষ্য ও ত্রিদোষকারক। ১৪৪। গুড় ঈষৎক্ষার, মধুর, নাতিশীতল, স্নিগ্ধ, মূত্ররক্তশোধন, অতিশয় পিত্তনাশক নহে কিন্তু বায়ুনাশক, মেদঃকফকর, বল্য ও বৃষ্য। ১৪৫। পুরাতন গুড় (ইক্ষুগুড় এক বৎসরের হইলেই পুরাতন বলা যায়) পিত্তঘ্ন, মধুর, শুদ্ধ, বাতঘ্ন, রক্তপ্রসাদন, অধিকগুণ ও পথ্যতম। ১৪৬। মৎস্যণ্ডিকা (এস্থলে দলো), খণ্ড (চিনি) ও শর্করা (মিছরী) উত্তরোত্তর শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, মধুরতর, বৃষ্য, রক্তপিত্তপ্রসাদন ও তৃষ্ণাপ্রশমন। ১৪৭। ইহাদের যেরূপ যেরূপ বিমলতা, সেইরূপ সেইরূপ মধুরতা এবং সেইরূপ সেইরূপ স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শীতলতা এবং সরতাও সেই সেইরূপ। ১৪৮। মৎস্যণ্ডিকা, খণ্ড ও শর্করার যে যে নিজ নিজ গুণ আছে, তদনুসারে তাহাদের বিস্রাবণ গুণ [রক্তাদি নির্ম্মল করিবার উপযোগী গুণ] নির্দ্দেশ করা যায়। ১৪৯। শর্করা যতই সারস্থিত হয় [অর্থাৎ গাদ কাটিয়া যতই সার অবশিষ্ট থাকে] এবং যতই সুবিমল ও ক্ষারহীন হয়, ততই

মধুশর্করা পুনশ্ছর্দ্যতীসারহরী রুক্ষা চ্ছেদনী প্রহ্লাদনী কষায়মধুরা মধুরবিপাকা চ ॥ ১৫১
যবাসশর্করা মধুরকষায়া তিক্তানুরসা শ্লেষ্মহরী সরা চেতি ॥ ১৫২
যাবত্যঃ শর্করাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বা দাহপ্রণাশনাঃ।
রক্তপিত্তপ্রশমনাশ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃষাপহাঃ ॥ ১৫৩
রুক্ষং মধূকপুষ্পোত্থং ফাণিতং বাতপিত্তকৃৎ।
কফঘ্নং মধুরং পাকে কষায়ং বস্তিদূষণম্ ॥ ১৫৪
ইতীক্ষুবর্গঃ ॥
সর্ব্বং পিত্তকরং মদ্যমম্লং দীপনরোচনম্।
ভেদনং কফবাতঘ্নং হৃদ্যং বস্তিবিশোধনম্ ॥
পাকে লঘু বিদাহ্যুষ্ণং তীক্ষ্ণমিন্দ্রিয়বোধনম্।
বিকাসি সৃষ্টবিণ্মূত্রং শৃণু তস্য বিশেষণম্ ॥ ১৫৫
মার্দ্বীকমবিদাহিত্বান্মধুরান্বয়তস্তথা।
রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে ॥
মধুরং তদ্ধি রুক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু।
লঘুপাকি সরং শোষবিষমজ্বরনাশনম্ ॥ ১৫৬
মার্দ্বীকাল্পান্তরং কিঞ্চিৎ খার্জ্জূরং বাতকোপনম্।
তদেব বিশদং রুচ্যং কফঘ্নং কর্শনং লঘু ॥
কষায়মধুরং হৃদ্যং সুগন্ধীন্দ্রিয়বোধনম্ ॥ ১৫৭
কাসার্শোগ্রহণীদোষ-মূত্রাঘাতানিলাপহা।
স্তন্যরক্তক্ষয়হিতা সুরা বৃংহণদীপনী ॥ ১৫৮

গুণবতী হইয়া থাকে। ১৫০। এই প্রকরণটী গদ্য। মধুজাত শর্করা বমি ও অতিসার নাশ করে। ইহা রুক্ষ, ছেদন, প্রহ্লাদন, কষায় মধুর ও মধুর-বিপাকহর। ১৫১। যবাসশর্করা ("মেনা") মধুর-কষায়, তিক্তানুরস, শ্লেষ্মহর ও সর। ১৫২। সর্ব্বপ্রকার শর্করাই দাহপ্রশমন, রক্তপিত্তপ্রশমন, বমি মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণানাশক। ১৫৩। মৌলপুষ্প হইতে যে ফাণিত উৎপন্ন হয়, তাহা রুক্ষ, বাতপিত্তকারক, কফঘ্ন, পাকে মধুর, কষায় ও বস্তিদূষণ। ১৫৪। ইতি ইক্ষুবর্গ ॥

অথ মদ্যবর্গ। পৈষ্টিক, মার্দ্বীক ও গৌড় এই ত্রিবিধ মদ্যই পিত্তকারক, অম্ল, দীপন ও রোচন, ভেদন, কফবাতঘ্ন, হৃদ্য, বস্তিশোধন, লঘুপাকী, বিদাহী, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ইন্দ্রিয়বোধন, বিকাসী ও বিষ্ঠামূত্রের বিসর্জ্জনকারক। অনন্তর বিশেষ বিশেষ মদ্যের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৫৫। মার্দ্বীক (কিসমিস বা আঙ্গুর হইতে উৎপন্ন) মদ্য অবিদাহী ও মধুররসসংসৃষ্ট বলিয়া পণ্ডিতেরা উহাকে রক্তপিত্তেও সতত নিষেধ করেন না; উহা মধুর, রুক্ষ, লঘু, কষায়ানুরস, লঘুপাকী ও সর এবং শোষ ও বিষমজ্বর-নাশক। ১৫৬। খর্জ্জূররস-জাত মদ্য মার্দ্বীক হইতে অল্পই গুণান্তর। ইহা বাতকোপন, বিশদ, রুচ্য, কফঘ্ন, কর্শন, লঘু, কষায়-মধুর, হৃদ্য, সুগন্ধি ও ইন্দ্রিয়-বোধন। ১৫৭। সর্ব্বপ্রকার সুরাই কাস, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, মূত্রাঘাত ও বায়ু নাশ করে। উহা স্তন্য, রক্ত ও ক্ষয়রোগের পক্ষে হিত, বৃংহণ ও দীপন। ১৫৮।

কাসার্শোগ্রহণীশ্বাস-প্রতিশ্যায়বিনাশিনী।
শ্বেতা মূত্রকফস্তন্য-রক্তমাংসকরী সুরা ॥ ১৫৯
ছর্দ্দ্যরোচকহৃৎকুক্ষি-তোদশূলপ্রমর্দ্দিনী।
প্রসন্না কফবাতার্শো-বিবন্ধানাহনাশনী ॥ ১৬০
পিত্তলাল্পকফা রুক্ষা যবৈর্বাতপ্রকোপনী ॥ ১৬১
বিষ্টম্ভিনী সুরা গুর্ব্বী শ্লেষ্মলা তু মধূলিকা ॥ ১৬২
রুক্ষা নাতিকফা বৃষ্যা পাচনী চাক্ষিকী স্মৃতা ॥ ১৬৩
ত্রিদোষো ভেদ্যবৃষ্যশ্চ কোহলো বদনপ্রিয়ঃ ॥ ১৬৪
গ্রাহ্যুষ্ণো জগলঃ পক্ত রুক্ষস্তৃট্কফশোফহৃৎ।
হৃদ্যঃ প্রবাহিকাটোপ-দুর্নামানিলশোষহৃৎ ॥ ১৬৫
বক্কসো হৃতসারত্বাদ্বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ।
দীপনঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রো বিশদোহল্পমদো গুরুঃ ॥ ১৬৬
কষায়ো মধুরঃ সীধুর্গৌড়ঃ পাচনদীপনঃ ॥ ১৬৭
শার্করো মধুরো রুচ্যো দীপনো বস্তিশোধনঃ।
বাতঘ্নো মধুরঃ পাকে হৃদ্য ইন্দ্রিয়বোধনঃ ॥ ১৬৮
তদ্বৎ পক্করসঃ সীধুর্বলবর্ণকরঃ সরঃ।
শোফঘ্নো দীপনো হৃদ্যো রুচ্যঃ শ্লেষ্মার্শসাং হিতঃ ॥১৬৯
কর্শনঃ শীতরসিকঃ শ্বয়থূদরনাশনঃ।
বর্ণকৃজ্জরণঃ স্বর্য্যো বিবন্ধঘ্নোহর্শসাং হিতঃ ॥ ১৭০
আক্ষিকঃ পাণ্ডুরোগঘ্নো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহকো লঘুঃ।
কষায়মধুরঃ সীধুঃ পিত্তঘ্নোহসৃক্প্রসাদনঃ ॥ ১৭১
জাম্ববো বন্ধনিস্যন্দস্তুবরো বাতকোপনঃ ॥ ১৭২
তীক্ষ্ণঃ সুরাসবো হৃদ্যো মূত্রলঃ কফবাতনুৎ।
মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োহনিলনাশনঃ ॥ ১৭৩
লঘুর্মধ্বাসবশ্ছেদী মেহকুষ্ঠবিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়শোফঘ্নস্তীক্ষ্ণঃ স্বাদুরবাতকৃৎ ॥ ১৭৪
তীক্ষ্ণঃ কষায়ো মদকৃদ্দুর্নামকফগুল্মহৃৎ।
কৃমিমেদোহনিলহরো মৈরেয়ো মধুরো গুরুঃ ॥ ১৭৫
বল্যঃ পিত্তহরো বর্ণ্যো মৃদ্বীকেক্ষুরসাসবঃ ॥ ১৭৬
সীধুর্মধূকপুষ্পোত্থো বিদাহ্যগ্নিবলপ্রদঃ।
রুক্ষঃ কষায়কফহৃদ্বাতপিত্তপ্রকোপণঃ ॥ ১৭৭
নির্দ্দিশেদ্রসতশ্চান্যান্ কন্দমূলফলাসবান্ ॥ ১৭৮
নবং মদ্যমভিষ্যন্দি গুরু বাতাদিকোপনম্।

শ্বেতসুরা কাস, অর্শঃ, গ্রহণী, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় নাশ করে; মূত্র, কফ, স্তন্য, রক্ত ও মাংস বর্দ্ধন করে। ১৫৯। সুরামণ্ড বমি, অরুচি, হৃদয় ও কুক্ষির তোদ এবং শূল নাশ করে এবং কফবাত, অর্শঃ, বিবন্ধ ও আনাহ নাশ করিয়া থাকে। ১৬০। যে সকল সুরা যবকিণ্ব-সহযোগে উৎপন্ন হয়, তাহারা পিত্তকারক, অল্প কফকারক, রুক্ষ ও বাতপ্রকোপক। ১৬১। মধূলিকা-জাত সুরা বিষ্টম্ভকারক, গুরু ও শ্লেষ্মকারক। [মধূলিকা শব্দে কেহ ক্ষুদ্র গোধূম, কেহ বা মর্কটহস্ত তৃণ অর্থ করেন]। ১৬২। আক্ষিকী (বিভীতকীর বল্কলযোগে কৃত) সুরা রুক্ষ, অনতি-কফ-কারক, বৃষ্য ও পাচন। ১৬৩। কোহল-মদ্য (যবশক্তুকৃত মদ্য) ত্রিদোষজনক, ভেদ্য, বৃষ্য ও মুখপ্রিয়। ১৬৪। জগলমদ্য (মদ্যের অধঃস্থ কিণ্ব) সংগ্রাহী, উষ্ণ, পাচক, রুক্ষ, তৃষ্ণানাশক এবং প্রলেপ দিলে শোথনাশক হইয়া থাকে। ইহা হৃদ্য এবং প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শঃ, বায়ু ও শোথ নাশ করে। ১৬৫। জগল-মদ্যের সার হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বক্কস কহে। ইহা বিষ্টম্ভী ও বাতকোপন। উহা দীপন, বিষ্ঠামূত্র-বিসর্জ্জনকারক, বিশদ, অল্পমদ ও গুরু। ১৬৬। গুড়সীধু কষায়, মধুর, পাচন ও দীপন। [নিবন্ধ বলেন, যে, ইক্ষুরস পাক করিয়া ধাতকী প্রভৃতি-যোগে গাঁজাইলে ও পরে তাহাতে কিঞ্চিৎ গুড় ও ঘৃত নিক্ষেপ করিলে গুড়সীধু প্রস্তুত হয়। গুড়সংযোগ-জাত মদ্যকে সচরাচর সীধু কহে]। ১৬৭। শর্করাজাত মদ্য মধুর, রুচ্য, দীপন, বস্তি-শোধন, বাতঘ্ন, পাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়শোধন। ১৬৮। পক্ক ইক্ষুরস হইতে জাত সীধু বলবর্ণকর, সর, শোথঘ্ন, দীপন, হৃদ্য, রুচ্য এবং শ্লেষ্মা ও অর্শে হিতকর। ১৬৯। শীতরসিক অর্থাৎ অপক্ক ইক্ষুরস হইতে জাত সীধু শোথ ও উদরনাশক, বর্ণকারক, জারক, স্বরহিত, বিবন্ধনাশক ও অর্শে হিতকর। ১৭০। বিভীতক-জাত সীধু (বিভীতকের ক্বাথ, গুড় ও ধাইফুল প্রভৃতির চূর্ণ একত্র করিয়া কলসীর মধ্যে স্থাপন করিলে এই মদ্য উৎপন্ন হয়) পাণ্ডুরোগ-নাশক, ব্রণে হিতকর, সংগ্রাহক, লঘু, কষায়, মধুর, পিত্তঘ্ন ও রক্তপ্রসাদন। ১৭১। জাম্বব-সীধু (জম্বুফলের রস, "ধনিয়ার" ক্বাথ, গুড় ও ধাতকী প্রভৃতির চূর্ণ যোগ করিয়া কলসীতে স্থাপন করিলে এই সীধু উৎপন্ন হয়) মূত্র-বন্ধকারক, কষায় ও বাতকোপন। ১৭২। সুরাসব (সুরা চুয়াইয়া যে মদ হয়। বোধ হয় স্পিরিট) তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্রল, কফবাত-নাশক, মুখপ্রিয়, চিরমত্ততা-কারী ও বায়ুনাশক। ১৭৩। মধ্বাসব লঘু, ছেদী, মেহকুষ্ঠ-বিষনাশক, তিক্ত, কষায়, শোথঘ্ন, তীক্ষ্ণ, স্বাদু অথচ বাতকৃৎ নহে। ১৭৪। মৈরেয় (মধু ও গুড় একত্র করিয়া কলসীতে স্থাপন করিলে যে মদ উৎপন্ন হয়। ইহা আরও দুই প্রকার আছে)। তীক্ষ্ণ, কষায়, মদকারক, অর্শোনাশক, কফগুল্মহারক, কৃমিনাশক, মেদোনাশক, মধুর ও গুরু। ১৭৫। কিস্‌মিস্ বা আঙ্গুরের মদ চুয়াইয়া যে আসব প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৃদ্বীকাসব কহে। আর ইক্ষুরসের মদ চুয়াইয়া যে আসব প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে ইক্ষুরসাসব বলা যায়। এই দুই মদ বলকারক, পিত্তহর ও বর্ণকারক। ১৭৬। মৌলফুলের ক্বাথ ও গুড়যোগে যে সীধু উৎপন্ন হয়, তাহা বিদাহী, অগ্নিবলপ্রদ, রুক্ষ, কষায়, কফহৃৎ এবং বাতপিত্তপ্রকোপক। ১৭৭। কন্দ, মূল, ফল প্রভৃতি বৃক্ষজ দ্রব্য হইতে যে সকল আসব উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে তাহাদের রস দ্বারা স্থির করা যায়। ১৭৮। নূতন মদ্য, অভিষ্যন্দী, গুরু, বাতাদি-

অনিষ্টগন্ধং বিরসমহৃদ্যঞ্চ বিদাহি চ ॥ ১৭৯
সুগন্ধি দীপনং হৃদ্যং রোচিষ্ণু কৃমিনাশনম্।
স্ফুটস্রোতস্করং জীর্ণং লঘু বাতকফাপহম্ ॥ ১৮০
অরিষ্টো দ্রব্যসংযোগ-সংস্কারাদধিকো গুণৈঃ।
বহুদোষহরশ্চৈব দোষাণাং শমনশ্চ সঃ ॥
নঃ কফবাতঘ্নঃ সরঃ পিত্তবিরোধনঃ।
[illegible]নোদরপ্লীহ-জ্বরাজীর্ণার্শসাং হিতঃ ॥ ১৮১
পিপ্পল্যাদিকৃতো গুল্মকফরোগহরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮২
চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যন্তেঽরিষ্টা রোগহরাঃ পৃথক্ ॥ ১৮৩
অরিষ্টাসবসীধূনাং গুণান্ কর্ম্মাণি চাদিশেৎ।
বুদ্ধ্যা যথাস্বং সংস্কারমবেক্ষ্য কুশলো ভিষক্ ॥ ১৮৪
সান্দ্রং বিদাহি দুর্গন্ধং বিরসং কৃমিলং গুরু।
অহৃদ্যং তরুণং তীক্ষ্ণমুষ্ণং দুর্ভাজনস্থিতম্ ॥
অল্পৌষধং পর্য্যুষিতমত্যচ্ছং পিচ্ছিলঞ্চ যৎ।
তদ্বর্জ্জ্যং সর্ব্বদা মদ্যং কিঞ্চিচ্ছেষন্তু যদ্ভবেৎ ॥ ১৮৫
তত্র যৎ স্তোকসম্ভারং তরুণং পিচ্ছিলং গুরু।
কফপ্রকোপি তন্মদ্যং দুর্জ্জরঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৮৬
পিত্তপ্রকোপি বহুলং তীক্ষ্ণমুষ্ণং বিদাহি চ ॥ ১৮৭
অহৃদ্যং ফেনিলং পূতি কৃমিলং বিরসং গুরু ॥ ১৮৮
তথা পর্য্যুষিতঞ্চাপি বিদ্যাদনিলকোপনম্ ॥ ১৮৯
সর্ব্বদোষৈরুপেতন্তু সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্ ॥ ১৯০

চিরস্থিতং জাতরসং দীপনং কফবাতজিৎ ॥ ১৯১
রুচ্যং প্রসন্নং সুরভি মদ্যং সেব্যং মদাবহম্ ॥ ১৯২
তস্মানেকপ্রকারস্ত মদ্যস্ত রসবীর্য্যতঃ।
সৌক্ষ্ম্যাদৌষ্ণ্যাচ্চ তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ বিকাসিত্বাচ্চ বহ্নিনা ॥
সমেত্য হৃদয়ং প্রাপ্য ধমনীরূর্দ্ধমাগতম্।
বিক্ষোভ্যেন্দ্রিয়চেতাংসি বীর্য্যং মদয়তেঽচিরাৎ ॥ ১৯৩
চিরেণ শ্লৈষ্মিকে পুংসি পানতো জায়তে মদঃ।
অচিরাদ্বাতিকে দৃষ্টঃ পৈত্তিকে শীঘ্রমেব তু ॥ ১৯৪
সাত্ত্বিকে শৌচদাক্ষিণ্য-হর্ষমণ্ডনলালসঃ।
গীতাধ্যয়নসৌভাগ্য-সুরতোৎসাহকৃন্মদঃ ॥
রাজসে দুঃখশীলত্বমাত্মত্যাগং সসাহসম্।
কলহং সানুবন্ধন্তু করোতি পুরুষে মদঃ ॥
অশৌচনিদ্রামাৎসর্য্যাগম্যাগমনলোলতাঃ।
অসত্যভাষণঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ধি তামসে মদঃ ॥ ১৯৫
রক্তপিত্তকরং শুক্তং ছেদি ভুক্তবিপাচনম্।
বৈস্বর্য্যং জরণং শ্লেষ্মপাণ্ডুক্রিমিহরং লঘু ॥ ১৯৬
তীক্ষ্ণোষ্ণং মূত্রলং হৃদ্যং কফঘ্নং কটুপাকি চ।
তদ্বৎ তদাসুতং সর্ব্বং রোচনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৯৭

প্রকোপক, অপ্রিয়গন্ধ, বিরস, অহৃদ্য ও বিদাহী। ১৭৯। পুরাতন মদ্য সুগন্ধি, দীপন, হৃদ্য, রোচিষ্ণু, কৃমিনাশন, স্রোতঃপরিষ্কারক, লঘু ও বাতকফনাশক। ১৮০। অরিষ্টে নানা দ্রব্যের সংযোগ ও সংস্কার থাকে বলিয়া তাহা গুণাধিক হয়। উহা বহুগুণকারক, বহুদোষনাশক, দীপন, কফবাতঘ্ন, সর, পিত্তবিরোধী, শূল আগ্মান উদর প্লীহা জ্বর অজীর্ণ ও অর্শে হিতকর। ১৮১। পিপ্পল্যাদি গণের সহিত কৃত অরিষ্ট গুল্ম ও কফরোগহারক। ১৮২। চিকিৎসিত স্থানে রোগহর অরিষ্ট সকল পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইবে। ১৮৩। কুশল চিকিৎসক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক অরিষ্ট, আসব ও সীধুসমূহের গুণ নির্দ্দেশ করিবেন। ১৮৪। যে মদ্য সান্দ্র, বিদাহী, দুর্গন্ধ, বিরস, কৃমিযুক্ত, গুরু, অহৃদ্য, তরুণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কুপাত্রস্থ, অল্পৌষধ (সামান্য ঔষধযোগে প্রস্তুত), পর্য্যুষিত (মুখখোলা বোতল প্রভৃতিতে স্থাপিত। নিবন্ধমতে অপাত্রে এক রাত্রি স্থাপিত), অতিশয় স্বচ্ছ ও পিচ্ছিল তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। আর কিঞ্চিৎ শেষ (অর্থাৎ তলানী) পরিত্যাজ্য। ১৮৫। তন্মধ্যে যে মদ্য অল্পৌষধ, নতন, পিচ্ছিল ও গুরু, তাহা কফ প্রকোপক, বিশেষতঃ দুর্জ্জর। ১৮৬। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী ও বহুল (ঘন) মদ্য তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদাহী। ১৮৭। ফেনিল, পূতি, কৃমিযুক্ত, বিরস ও গুরু মদ্য অহৃদ্য। ১৮৮। আর পর্য্যুষিত মদ্য বায়ু-প্রকোপক জানিবে। ১৮৯। সর্ব্বদোষে দূষিত মদ্য সর্ব্বদোষপ্রকোপক। ১৯০। চিরস্থিত (পুরাতন) জাতরস (যাহাতে মদ্যরস উৎপন্ন হইয়াছে) মদ্য দীপন ও কফবাতজিৎ। ১৯১। রুচিকর, প্রসন্ন, সুরভি ও মদাবহ (যাহার মত্ততাকারক শক্তি জন্মিয়াছে) মদ্যই সেবনীয়। ১৯২। রস ও বীর্য্যভেদে মদ্য অনেক প্রকার। উহা সূক্ষ্ম, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও বিকাসী (স্রোতোমোচনকারী) বলিয়া এবং স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগামী অন্তরাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ধমনীদিগের কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধগত হয় এবং হৃদয়ে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সমূহ ও চৈতনাকে বিক্ষোভিত করিয়া অচিরাৎ মত্ততা উৎপাদন করে। ১৯৩। শ্লেষ্মপ্রধান পুরুষ মদ্য পান করিলে বিলম্বে মত্ততা হয়। বাতিক পুরুষে মদ্যের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হয় না। আর পৈত্তিক পুরুষে শীঘ্রই ক্রিয়া হইয়া থাকে। ১৯৪। সত্ত্বাধিক পুরুষ মদ্য পান করিয়া মত্ত হইলে তাহার শৌচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ ও অলঙ্করণে অভিলাষ হইয়া থাকে। আর গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য ও সুরতে উৎসাহ হয়। রাজস পুরুষ মদ্য পান করিয়া মত্ত হইলে তাহার সর্ব্বদা দুঃখশীলতা, আত্মত্যাগ (দেহনাশ প্রবৃত্তি), দুঃসাহস ও কলহকারিতা হয়। তামস ব্যক্তি মদ্য পান করিয়া মত্ত হইলে তাহার অশৌচ, নিদ্রা, মাৎসর্য্য, অগম্যাগমন, লোলতা ও অসত্যভাষণ হয়। ১৯৫। শুক্ত (ধান্যরাশির মধ্যে পবিত্রভাণ্ডে তিন দিন গুড় মধু ও কাঞ্জী একত্র রাখিলে শুক্ত প্রস্তুত হয়) রক্তপিত্তকারক, ছেদী, ভুক্তপাচক, বিস্বরতাকারক, জারক, কফ পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক এবং লঘু। ১৯৬। শুক্তের মধ্যে ফল-কন্দাদি ভিজাইয়া রাখিলে তাহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মূত্র-

গৌড়ানি রসশুক্তানি মধুশুক্তানি যানি চ।
যথাপূর্ব্বং গুরুতরাণ্যভিষ্যন্দকরাণি চ ॥ ১৯৮
তুষাম্বু দীপনং হৃদ্যং হৃৎপাণ্ডুকৃমিরোগনুৎ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং ভেদি সৌবীরকং তথা ॥ ১৯৯
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাদ্দীপনং দাহনাশনম্।
স্পর্শাৎ পানাৎ তু পবনকফতৃষ্ণাহরং লঘু ॥
তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ নির্হরেদাশু কফং গণ্ডূষধারণাৎ।
মুখবৈরস্যদৌর্গন্ধ্য-মলশোষক্লমাপহম্ ॥
দীপনং জরণং ভেদি হিতমাস্থাপনেষু চ।
সমুদ্রমাশ্রিতানাঞ্চ জনানাং সাত্ম্যমুচ্যতে ॥ ২০০

ইতি মদ্যবর্গঃ।

গোমহিষাজাবিগজহয়খরোষ্ট্রাণাং মূত্রাণি তীক্ষ্ণানি কটূন্যুষ্ণানি তিক্তানি লবণানুরসানি লঘূনি শোধনানি কফবাতকৃমি-মেদো-বিষ-গুল্মার্শ-উদর-কুষ্ঠ-শোফারোচক-পাণ্ডুরোগ-হরাণি-হৃদ্যানি দীপনানি চ সামান্যতঃ ॥ ২০১

ভবন্তি চাত্র।

তৎ সর্ব্বং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং লবণানুরসং লঘু।
শোধনং কফবাতঘ্নং কৃমিমেদোবিষাপহম্ ॥
অর্শোজঠরগুল্মঘ্নং শোফারোচকনাশনম্।
পাণ্ডুরোগহরং ভেদি হৃদ্যং দীপনপাচনম্ ॥ ২০২
গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং সক্ষারত্বান্ন বাতলম্।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ ॥
শূলগুল্মোদরানাহবিরেকাস্থাপনাদিষু।
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যেষু গব্যং মূত্রং প্রযোজয়েৎ ॥ ২০৩
দুর্নামোদরশূলেষু কুষ্ঠমেহাবিশুদ্ধিষু।
আনাহশোফগুল্মেষু পাণ্ডুরোগে চ মাহিষম্ ॥ ২০৪
কাসশ্বাসাপহং শোষকামলাপাণ্ডুরোগনুৎ।
কটুতিক্তান্বিতং ছাগমীষন্মারুতকোপনম্ ॥ ২০৫
কাসপ্লীহোদরশ্বাস-শোষবর্চ্চোগ্রহে হিতম্।
সক্ষারং তিক্তকটুকমুষ্ণং বাতঘ্নমাবিকম্ ॥ ২০৬
দীপনং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং বাতচেতোবিকারনুৎ।
আশ্বং কফহরং মূত্রং কৃমিদদ্রুষু শস্যতে ॥ ২০৭
সতিক্তং লবণং ভেদি বাতঘ্নং পিত্তকোপনম্
তীক্ষ্ণং ক্ষারে কিলাসে চ নাগং মূত্রং প্রযোজয়েৎ ॥ ২০৮
গরচেতোবিকারঘ্নং তীক্ষ্ণং গ্রহণিরোগনুৎ।
দীপনং গার্দ্দভং মূত্রং কৃমিবাতকফাপহম্ ॥ ২০৯
শোফকুষ্ঠোদরোন্মাদ-মারুতক্রিমিনাশনম্।
অর্শোঘ্নং কারভং মূত্রং——————॥ ২১০
-মানুষঞ্চ বিষাপহম্ ॥ ২১১

কারক, হৃদ্য, কফঘ্ন, কটুপাকী, বিশেষতঃ রোচন হইয়া থাকে। ১৯৭। গুড়জল, তৈল ও কাঁজী কন্দশাক বা ফলের সহিত সন্ধান করিলে গুড়শুক্ত প্রস্তুত হয়। এইরূপ ইক্ষুরসের সহিত ঐ সকল দ্রব্য সন্ধান করিলে রসশুক্ত প্রস্তুত হয় এবং পিপ্পলীমূল-সংযোগে জম্বীররস ও ফলরস মধুভাণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিলে মধুশুক্ত প্রস্তুত হয়। এই সকল শুক্ত যথাপূর্ব্ব গুরুতর ও অভিষ্যন্দকারক। ১৯৮। তুষাম্বু দীপন, হৃদ্য, হৃদ্রোগনাশক, পাণ্ডুরোগনাশক, কৃমিরোগনাশক, গ্রহণীনাশক, অর্শোনাশক ও মলমূত্রভেদকারক। সৌবীরকের গুণও তদ্রূপ। ১৯৯। ধান্যাম্ল ধান্যসম্ভূত বলিয়া দীপন, দাহনাশন এবং স্পর্শ ও পান করিলে বাতশ্লেষ্মা ও তৃষ্ণা নাশ করে ইহা লঘু। ইহা তীক্ষ্ণ বলিয়া ইহার গণ্ডূষধারণে আশু কফ নিঃসারিত হয় এবং মুখবৈরস্য, মুখদৌর্গন্ধ্য, মুখের মল ও শোষ এবং ক্লান্তি নষ্ট হয়। ইহা দীপন, জারক, ভেদক, আস্থাপনে উপযোগী এবং সমুদ্রাশ্রিত জনগণের সাত্ম্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ২০০। ইতি মদ্যবর্গ ॥

অথ মূত্রবর্গ। গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, গজ, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের মূত্র সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, লবণানুরস, লঘু, শোধন, কফ বাত কৃমি মেদ বিষ গুল্ম অর্শ উদর কুষ্ঠ শোথ অরুচি ও পাণ্ডুরোগনাশক, হৃদ্য ও দীপন। ২০১। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—ঐ সকল মূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণানুরস, লঘু, শোধন, কফবাতঘ্ন, কৃমি মেদ ও বিষনাশক, অর্শ উদর ও গুল্মনাশক, শোথ ও অরুচিনাশক, পাণ্ডুরোগনাশক, ভেদক, হৃদয়ের পক্ষে হিত, দীপন ও পাচন। ২০২। গোমূত্র, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং ঈষৎ ক্ষারযুক্ত বলিয়া বায়ুনাশক। ইহা লঘু, অগ্নিদীপক, মেধ্য, পিত্তকারক ও কফবাতনাশক। [illegible] শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, বিরেচন ও আস্থাপনাদি মূত্রপ্রয়োগ-সাধ্য হইলে সে স্থলে গোমূত্রই প্রয়োগ করিবে। ২০৩। অর্শ, উদর ও শূলে এবং কুষ্ঠ ও মেহ রোগের অশুদ্ধ অবস্থায় বমনাদি প্রয়োগ করিতে হইলে এবং আনাহ, শোথ, গুল্ম ও পাণ্ডুরোগে মূত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে মহিষ-মূত্র দিবে। ২০৪। ছাগমূত্র কাসশ্বাসনাশক, শোষ কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক, কটু ও তিক্ত এবং ঈষৎ বায়ু-কারক। ২০৫। মেষমূত্র কাস, প্লীহা, উদর, শ্বাস, শোষ ও বিষ্ঠাবন্ধে হিতকর। ইহা ঈষৎ ক্ষার, তিক্ত, কটু, উষ্ণ ও বাতঘ্ন। ২০৬। অশ্বমূত্র দীপন, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বায়ুনাশক, চিত্তবিকারনাশক, কফহারক এবং কৃমি ও দদ্রুরোগে প্রশস্ত। ২০৭। হস্তিমূত্র ঈষৎ তিক্ত, লবণ, ভেদক, বাতঘ্ন, পিত্তকোপন ও তীক্ষ্ণ। ইহা ক্ষারকর্ম্ম ও কিলাসরোগে ব্যবহার করিতে হয়। ২০৮। গর্দ্দভমূত্র গরদোষনাশক, চিত্তবিকারনাশক, তীক্ষ্ণ, গ্রহণীরোগনাশক, দীপন, কৃমিনাশক এবং বাতকফনাশক। ২০৯। করভের মূত্র শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়ু ও কৃমি নাশ করে। ইহা অর্শোঘ্ন। ২১০। মানুষ-মূত্র বিষনাশক। ২১১।

দ্রবদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি সমাসাৎ কীর্ত্তিতানি তু।
কালদেশবিভাগজ্ঞো নৃপতের্দাতুমর্হতি ॥ ২১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানে দ্রবদ্রব্যবিধির্নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽন্নপানবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

ধন্বন্তরিমভিবাদ্য সুশ্রুত উবাচ প্রাগভিহিতং প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ। স ষট্‌সু রসেষ্বায়ত্তঃ। রসাঃ পুনর্দ্রব্যাশ্রয়িণঃ দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকনিমিত্তে চ ক্ষয়বৃদ্ধী দোষধাতূনাং সাম্যঞ্চ। ব্রহ্মাদেরপি চ লোকস্যাহারঃ স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশহেতুঃ, আহারাদেবাভিবৃদ্ধির্বলমারোগ্যং, বর্ণেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ তথাহারবৈষম্যাদস্বাস্থ্যম্‌ ॥ ২

তস্যাশিতপীতলীঢ়খাদিতস্য নানাদ্রব্যাত্মকস্যানেকবিধবিকল্পস্যানেকবিধপ্রভাবস্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকপ্রভাবকর্ম্মাণীচ্ছামি জ্ঞাতুং, নহ্যনববুদ্ধস্বভাবা ভিষজঃ স্বস্থানুবৃত্তিং রোগনিগ্রহণঞ্চ কর্ত্তুং সমর্থাঃ ॥ ৩

আহারমূলাশ্চ সর্ব্বপ্রাণিনো যস্মাৎ তস্মাদন্নপানবিধিমুপদিশতু মে ভগবানিত্যুক্তঃ প্রোবাচ ভগবান্‌ ধন্বন্তরিরথ খলু বৎস সুশ্রুত যথাপ্রশ্নমুচ্যমানমুপধারয়স্ব ॥ ৪

তত্র লোহিতকশালিকলমকর্দ্দমকপাণ্ডুকসুগন্ধকশকুনাহৃতপুষ্পাণ্ডকপুণ্ডরীকমহাশালিশীতভীরুকরোধ্রপুষ্পক-দীর্ঘশূককাঞ্চনকমহিষমস্তকহায়নকদূষকমহাদূষকপ্রভৃতয়ঃ শালয়ঃ ॥ ৫

মধুরা বীর্য্যতঃ শীতা লঘুপাকা বলাবহাঃ।
পিত্তঘ্নাল্পানিলকফাঃ স্নিগ্ধা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ ॥ ৬
তেষাং লোহিতকঃ শ্রেষ্ঠো দোষঘ্নঃ শুক্রমূত্রলঃ।
চক্ষুষ্যো বর্ণবলকৃৎ স্বর্য্যো হৃদ্যঃ শ্রমাপহঃ।
ব্রণ্যো জ্বরহরশ্চৈব সর্ব্বদোষবিষাপহঃ ॥
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ ক্রমশঃ শালয়োঽবরাঃ ॥ ৭

ষষ্টিককাঙ্গুকমুকুন্দকপীতকপ্রমোদককাকলকাসনপুষ্পকমহাষষ্টিকচূর্ণককুরবককেদারকপ্রভৃতয়ঃ ষষ্টিকাঃ ॥ ৮
রসে পাকে চ মধুরাঃ শমনা বাতপিত্তয়োঃ

সর্ব্বপ্রকার দ্রবদ্রব্য সংক্ষেপে কথিত হইল। চিকিৎসক কাল ও দেশ বিচার করিয়া এই সকল দ্রব্য সাবধানে রাজা বা তত্তুল্য লোকদিগকে প্রয়োগ করিবেন। ২১২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়
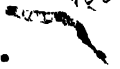
অন্নপানবিধি

অনন্তর আমরা অন্নপানবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। ধন্বন্তরিকে অভিবাদন করিয়া সুশ্রুত কহিলেন, আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছেন যে, আহারই প্রাণীদিগের বল, বর্ণ ও ওজোধাতুর মূল। সেই আহার ছয় রসের আয়ত্ত। আর ছয় রস দ্রব্যাশ্রিত। আবার দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক দোষ ও ধাতুদিগের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও সমতার কারণ। ব্রহ্মলোকাদি লোকের অধিবাসীরাও আহার দ্বারা [অমৃত-আহার দ্বারা] স্থিতি উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আহার হইতেই দেহের বৃদ্ধি। আহার হইতেই বল, আহার হইতেই আরোগ্য এবং আহার হইতেই বর্ণ ও ইন্দ্রিয়দিগের প্রসন্নতা হয়। সেইরূপ আবার আহারের বৈষম্যেই অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে। ২। ভোজ্য, পেয়, লেহ্য ও চোষ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ও নানাদ্রব্যাত্মক বলিয়া আহারের অনেকবিধ বিকল্প ও অনেকবিধ প্রভাব হয়। অতএব আহার সম্বন্ধীয় দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, প্রভাব ও কর্ম্ম পৃথক্‌ পৃথক্‌ জানিতে ইচ্ছা করি। কেননা আহারের স্বরূপানুবগত না থাকিলে চিকিৎসকেরা রোগীর স্বাস্থ্যরক্ষণ ও রোগ নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। ৩। যেহেতু সর্ব্ব প্রাণীর মূলই আহার, সেই হেতু ভগবান্‌ আপনি আমাকে অন্নপানবিধি উপদেশ দিউন। এই কথা শুনিয়া ভগবান্‌ ধন্বন্তরি কহিলেন, বৎস সুশ্রুত! তোমার প্রশ্নানুসারে উত্তর দিতেছি, অবধারণ কর। ৪। রক্তশালি, কলম (লালকলমা), কর্দ্দমক (এই ধান অতিশয় পঙ্ক হইলেই উপযোগী হয়), পাণ্ডুক (যাহার তুষ পাণ্ডুবর্ণ), সুগন্ধক (সুগন্ধ তণ্ডুল), শকুনাহৃত, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহাশালি, শীতভীরু রোধ্রপুষ্প, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, মহিষ-মস্তক, হায়নক, দূষক ও মহাদূষক প্রভৃতি ধান্য শালিনামে খ্যাত। ["এই ধান্য পক্ষীরা উত্তরকুরু হইতে অবন্তীদেশে আনিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম শকুনাহৃত। ইহা অবন্তীদেশে বক্র নামে প্রসিদ্ধ। যাহার অণ্ড অর্থাৎ তণ্ডুল সকল পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধ, তাহাকে পুষ্পাণ্ডক কহে। যাহা শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুভ্র, তাহাকে পুণ্ডরীক কহে। যাহার তণ্ডুল সকল বড় বড়, তাহাকে মহাশালি কহে। যাহা শীতের উপক্রমেই পক্ব হয়—যেমন কার্ত্তিকশালি—তাহাকে শীতভীরু কহে। রোধ্রপুষ্পক অর্থাৎ লোধ্রপুষ্পাকার। যাহার শুঁয়া সকল দীর্ঘ, তাহাকে দীর্ঘশূক কহে। কাঞ্চনক স্বর্ণশালি। মহিষমস্তক বা মহিষশূক ধান্যকে মধ্যদেশে তিলবাসী কহে"]।৫। শালি সকল মধুর, শীতবীর্য্য, লঘুপাকী, বলকারক, পিত্তঘ্ন, অল্প-বাতকফ-কারক, স্নিগ্ধ এবং বিষ্ঠার বিবন্ধ ও অল্পতাকারী। ৬। উহাদের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ। উহা দোষঘ্ন, শুক্রমূত্রকারক, চক্ষুষ্য, বর্ণ-বলকারক, স্বরহিত, হৃদ্য, শ্রমনাশক, ব্রণহিত, জ্বরহর এবং সর্ব্বদোষ ও সর্ব্ববিষনাশক। অন্যান্য শালি তদপেক্ষা অল্পান্তরগুণ এবং ক্রমশঃ নিকৃষ্ট। ৭। ষষ্টিক ধান্য এই কয়েক প্রকার;—ষষ্টিক, কাঙ্গুক, মুকুন্দক, পীতক, প্রমোদক, কাকলক, অসনপুষ্পক, মহাষষ্টিক, চূর্ণক, কুরবক ও কেদারক। ৮। ষষ্টিকজাতীয় ধান্য সকল রসে ও পাকে মধুর, বাতপিত্ত-

শালীনাঞ্চ গুণৈস্তুল্যা বৃংহণাঃ কফশুক্রলাঃ ॥ ৯
ষষ্টিকঃ প্রবরস্তেষাং কষায়ানুরসো লঘুঃ।
মৃদুঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নঃ স্থৈর্য্যকৃদ্বলবর্দ্ধনঃ ॥
বিপাকে মধুরো গ্রাহী তুল্যো লোহিতশালিভিঃ।
শেষাস্ত্বল্পান্তরগুণাঃ ষষ্টিকাঃ ক্রমশো গুণৈঃ ॥ ১০

কৃষ্ণব্রীহিশালামুখজতুমুখনন্দীমুখলাবাক্ষকত্বরিতককুক্কুটাণ্ডকপারাবতকপাটলপ্রভৃতয়ো ব্রীহয়ঃ ॥ ১১

কষায়মধুরাঃ পাকে মধুরা বীর্য্যতোঽহিমাঃ।
অল্পাভিষ্যন্দিনস্তুল্যাঃ ষষ্টিকৈর্বদ্ধবর্চ্চসঃ ॥
কৃষ্ণব্রীহির্বরস্তেষাং কষায়ানুরসো লঘুঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ ক্রমশো ব্রীহয়োঽপরে ॥ ১২
দগ্ধায়ামবনৌ জাতাঃ শালয়ো লঘুপাকিনঃ।
কাষায়া বদ্ধবিণ্মূত্রা রুক্ষাঃ শ্লেষ্মাপকর্ষণাঃ ॥ ১৩
স্থলজাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ কষায়াঃ কটুকান্বয়াঃ।
কিঞ্চিৎ সতিক্তমধুরাঃ পবনানলবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৪
কৈদারা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তনিবর্হণাঃ।
ঈষৎকষায়াল্পমলা গুরবঃ কফশুক্রলাঃ ॥ ১৫
রোপ্যাতিরোপ্যা লঘবঃ শীঘ্রপাকা গুণোত্তরাঃ।

অদাহিনো দোষহরা বল্যা মূত্রবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৬
শালয়শ্ছিন্নরূঢ়া যে রুক্ষাস্তে বদ্ধবর্চ্চসঃ।
তিক্তাঃ কষায়াঃ পিত্তঘ্না লঘুপাকাঃ কফাবহাঃ ॥ ১৭
বিস্তরেণায়মুদ্দিষ্টঃ শালিবর্গো হিতাহিতঃ।
তদ্বৎ কুধান্যমুদ্গাদিমাষাদীনাঞ্চ বক্ষ্যতে ॥ ১৮

ইতি শালিবর্গঃ ॥

কোরদূষক-শ্যামাক-নীবার-শান্তনু-বরকোদ্দালক-প্রিয়ঙ্গু-মধূলিকানান্দীমুখীকুরুবিন্দগবেধুকবরুকতোদপর্ণীমুকুন্দকবেণুযবপ্রভৃতয়ঃ কুধান্যবিশেষাঃ ॥ ১৯

উষ্ণাঃ কষায়মধুরা রুক্ষাঃ কটুবিপাকিনঃ।
শ্লেষ্মঘ্না বদ্ধনিষ্যন্দা বাতপিত্তপ্রকোপণাঃ ॥ ২০
কষায়মধুরাস্তেষাং শীতপিত্তাপহাঃ স্মৃতাঃ।
কোদ্রবশ্চ সনীবারঃ শ্যামাকশ্চ সশান্তনুঃ ॥ ২১
কৃষ্ণা রক্তাশ্চ পীতাশ্চ শ্বেতাশ্চৈব প্রিয়ঙ্গবঃ।
যথোত্তরং প্রধানাঃ স্যু রুক্ষাঃ কফহরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২২
মধূলী মধুরা শীতা স্নিগ্ধা নান্দীমুখী তথা।
বিশোষী তত্র ভূয়িষ্ঠং বরুকঃ সমুকুন্দকঃ ২৩

নাশক, গুণে শালিদিগের তুল্য, বৃংহণ, কফকারক ও শুক্রকারক। ৯। তন্মধ্যে ষষ্টিকধান্য শ্রেষ্ঠধান। ইহা শীতপাকী। (ষাট দিনে পাকে) উৎকৃষ্ট, কষায়ানুরস, লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, দৃঢ়তাকারক, বলবর্দ্ধক, বিপাকে মধুর, গ্রাহী ও রক্তশালির তুল্য। ষষ্টিকজাতীয় অন্যান্য ধান্য ইহা অপেক্ষা অল্পই গুণান্তর এবং ক্রমশঃ নিকৃষ্টগুণ। ১০। ব্রীহিধান্য (আউশধান) এই কয় প্রকার;—কৃষ্ণব্রীহি, শালামুখ, জতুমুখ, নন্দীমুখ, লাবাক্ষ, ত্বরিতক, কুক্কুটাণ্ডক, পারাবতক ও পাটল প্রভৃতি। [কৃষ্ণব্রীহির তণ্ডুলের মুখ কৃষ্ণবর্ণ। শালামুখের তণ্ডুল কৃষ্ণ-শুক্লাকার। জতুমুখের মুখ লাক্ষাকৃতি। লাবাক্ষের তণ্ডুল লাবপক্ষীর অক্ষির ন্যায়। ত্বরিতক ষষ্টিকের ন্যায় শীঘ্র পাকে বলিয়া উহার নাম ত্বরিতক হইয়াছে। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় বর্ণ ও বর্ত্তুলাকৃতি বলিয়া কুক্কুটাণ্ডক নাম হইয়াছে। পারাবতের ন্যায় শুক্ল তণ্ডুল বলিয়া পারাবতক নাম হইয়াছে। পাটলা পুষ্পের ন্যায় তণ্ডুলের আকৃতি বলিয়া পাটলা নাম হইয়াছে]। ১১। ব্রীহিগণ কষায়-মধুর, পাকে মধুর, বীর্য্যে শীতল, অল্প অভিষ্যন্দী ও বিষ্ঠাবদ্ধকারক। অন্যান্য গুণ ষষ্টিকের তুল্য। তন্মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি প্রধান, কষায়ানুরস ও লঘু। অন্যান্য ব্রীহি তদপেক্ষা অল্পান্তরগুণ ও উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট। ১২। দগ্ধ ভূমিতে জাত শালিসমূহ লঘুপাকী, কষায়, বিষ্ঠামূত্র-বদ্ধকারক, রুক্ষ ও শ্লেষ্মাপকর্ষক। ১৩। স্থলজ (জাঙ্গল ভূমিজাত) শালিগণ কফপিত্তঘ্ন, কষায়, কিঞ্চিৎ কটু, ঈষৎ তিক্ত-মধুর এবং বায়ু ও অগ্নিবৃদ্ধি-কারক। ১৪। আনূপদেশজ শালিসমূহ মধুর, বৃষ্য, বল্য, পিত্তনাশক, ঈষৎকষায়, অল্পমল, গুরু ও কফশুক্রকারক। ১৫। রোপ্য ও অতিরোপ্য শালিগণ লঘু, শীঘ্রপাক, গুণে উৎকৃষ্ট, অদাহী, দোষনাশক, বল্য ও মূত্রবর্দ্ধক। [যে সকল ধান এক স্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করা যায়, তাহাদিগকে রোপ্যধান্য কহে। আর যে সকল ধান এইরূপে দুই তিন বার রোপণ করা যায়, তাহাদিগকে অতিরোপ্য কহে]। ১৬। ছিন্নরূঢ় শালিগণ রুক্ষ, বিষ্ঠাবদ্ধ-কারক, তিক্ত, কষায়, পিত্তঘ্ন, লঘুপাক ও কফকারক। [নিবন্ধ কহেন যে, ছিন্নরূঢ় অর্থে প্রথমে ছিন্ন পরে রূঢ়। বোধ হয় ইহার অর্থ—বোনাধান]। ১৭। হিতাহিত শালিবর্গ সবিস্তারে উপদিষ্ট হইল। কুধান্য, মুদ্গাদি ও মাষাদি সম্বন্ধেও এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ১৮। ইতি শালিবর্গ ॥

অথ কুধান্যবর্গ। কুধান্য যথা;—কোরদূষ, শ্যামাধান, নীবার, শান্তনু, বরক, উদ্দালক বা কোদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধূলিকা, নান্দীমুখী, কুরুবিন্দ, গবেধুক, বরুক, তোদপর্ণী, মুকুন্দক, বেণুযব প্রভৃতি। [কোরদূষ কোদোধান। শ্যামাধান দুই প্রকার;—মোটা ও সরু। নীবার উড়িধান, তাহাও দ্বিবিধ;—এক প্রকার ধান্যক্ষেত্রে জন্মে ও উহার শাখা ধান্যসদৃশ। দ্বিতীয় প্রকারের পত্র ও কাণ্ড বৃহৎ। উহা জলজ। ইহাকেই তন্ত্রান্তরে প্রশান্তিকা কহে। উদ্দালক বন্যকোদ্রব। প্রিয়ঙ্গু কাঙ্গনী। মধূলিকা মর্কটহস্ত তৃণ, কেহ বলেন, ক্ষুদ্র গোধুম]। ১৯। কুধান্য সকল সাধারণতঃ উষ্ণ, কষায়, মধুর, রুক্ষ, কটুবিপাকী, শ্লেষ্মঘ্ন, মূত্রবদ্ধকারক ও বাতপিত্তপ্রকোপক। ২০। উহাদের মধ্যে আবার কোদ্রব, নীবার, শ্যামা ও শান্তনু কষায়, মধুর ও শীতপিত্তনাশক। ২১। প্রিয়ঙ্গু কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও শ্বেতভেদে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট, রুক্ষ ও কফনাশক। ২২। মধূলিকা মধুর, শীতল, ও স্নিগ্ধ।

রুক্ষা বেণুযবা জ্ঞেয়া বীর্য্যোষ্ণাঃ কটুপাকিনঃ।
বদ্ধমূত্রাঃ কফহরাঃ কষায়া বাতকোপনাঃ ॥ ২৪
মুদ্গবনমুদ্গকলায়মকুষ্ঠমসূরমঙ্গল্যচণকসতীনত্রিপুটক-
হরেণ্বাঢ়কীপ্রভৃতয়ো বৈদলাঃ ॥ ২৫
কষায়মধুরাঃ শীতাঃ কটুপাকা মরুৎকরাঃ।
বদ্ধমূত্রপুরীষাশ্চ পিত্তশ্লেষ্মহরাস্তথা ॥ ২৬
নাত্যর্থং বাতলাস্তেষু মুদ্গা দৃষ্টিপ্রসাদনাঃ।
প্রধানা হরিতাস্তত্র বন্যা মুদ্গসমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭
বিপাকে মধুরাঃ প্রোক্তা মসূরা বদ্ধবর্চ্চসঃ।
মকুষ্ঠকাঃ কৃমিকরাঃ কলায়াঃ প্রচুরানিলাঃ ॥ ২৮
আঢ়কী কফপিত্তঘ্নী নাতিবাতপ্রকোপণী ॥ ২৯
বাতলাঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া বিরুক্ষণাঃ।
কফশোণিতপিত্তঘ্নাশ্চণকাঃ পুংস্ত্বনাশনাঃ ॥ ৩০
হরেণবঃ সতীনাশ্চ বিজ্ঞেয়া বদ্ধবর্চ্চসঃ ॥ ৩১
ঋতে মুদ্গমসূরাভ্যামন্যে ত্বাধ্মানকারকাঃ ॥ ৩২
মাষো গুরুর্ভিন্নপুরীষমূত্রঃ স্নিগ্ধোষ্ণবৃষ্যো মধুরোঽনিলঘ্নঃ।
সন্তর্পণঃ স্তন্যকরো বিশেষাদ্বলপ্রদঃ শুক্রকফাবহশ্চ ॥
কষায়ভাবান্ন পুরীষভেদী ন মূত্রলো নৈব কফস্য কর্ত্তা।
স্বাদুর্বিপাকে মধুরোঽলসান্দ্রঃ সন্তর্পণঃ স্তন্যরুচিপ্রদশ্চ ॥ ৩৩
মাষৈঃ সমানং ফলমাত্মগুপ্তমুক্তঞ্চ কাকাণ্ডফলং তথৈব ॥ ৩৪
আরণ্যমাষা গুণতঃ প্রদিষ্টা রুক্ষাঃ কষায়া অবিদাহিনশ্চ ॥ ৩৫
উষ্ণঃ কুলত্থো রসতঃ কষায়ঃ কটুর্বিপাকে কফমারুতঘ্নঃ।
শুক্রাশ্মরীগুল্মনিসূদনশ্চ সংগ্রাহকঃ পীনসকাসহারী ॥ ৩৬
অনাহমেদোগুদকীলহিক্কাশ্বাসাপহঃ শোণিতপিত্তকৃচ্চ।
কফস্য হন্তা নয়নাময়ঘ্নো বিশেষতো বন্যকুলত্থ উক্তঃ ॥ ৩৭
ঈষৎকষায়ো মধুরঃ সতিক্তঃ
সংগ্রাহকঃ পিত্তকরস্তথোষ্ণঃ।
তিলো বিপাকে মধুরো বলিষ্ঠঃ
স্নিগ্ধো ব্রণালেপন এব পথ্যঃ।
দন্ত্যোঽগ্নিমেধাজননোঽল্পমূত্র-
স্তন্যোঽথ কেশ্যোঽনিলহা গুরুশ্চ ॥ ৩৮
তিলেষু সর্ব্বেষ্বসিতঃ প্রধানো
মধ্যঃ সিতো হীনতরাস্তথান্যে ॥ ৩৯
যবঃ কষায়ো মধুরো হিমশ্চ
কটুর্বিপাকে কফপিত্তহারী।
ব্রণেষু পথ্যস্তিলবচ্চ নিত্যং
প্রবদ্ধমূত্রো বহুবাতবর্চ্চাঃ ॥
স্থৈর্য্যাগ্নিমেধাস্বরবর্ণকৃচ্চ
স পিচ্ছিলঃ স্থূলবিলেখনশ্চ।
মেদোমরুত্তৃড়্‌হরণোঽতিরুক্ষঃ
প্রসাদনঃ শোণিতপিত্তয়োশ্চ ॥ ৪০
এভির্গুণৈর্হীনতরাংস্তু কিঞ্চিদ্-
বিদ্যাদ্‌যবেভ্যোঽতিযবান্ বিশেষৈঃ ॥ ৪১
গোধূম উষ্ণো মধুরো গুরুশ্চ
বল্যঃ স্থিরঃ শুক্ররুচিপ্রদশ্চ।

নান্দীমুখীও সেইরূপ। বরুক ও মুকুন্দক অতিশয় শোষক। ২৩। বেণুযব রুক্ষ, বীর্য্যে উষ্ণ ও কটুপাকী, মূত্রবন্ধকারক, কফহারক, কষায় ও বায়ুকোপক। ২৪। মুগ, বনমুগ, কলায় (মটর), মকুষ্ঠ (মুদ্গভেদ), মসূর, মঙ্গল্য, ছোলা, সতীন (বাঁটুল কলাই), ত্রিপুট (মটরভেদ), হরেণু (ক্ষুদ্র বাঁটুল) ও অড়হর প্রভৃতি বৈদল [ডাল। নিবন্ধ-মতে মাষকুলত্থাদি বৈদল শব্দে উল্লেখ্য নহে]। ২৫। বৈদল সকল সাধারণতঃ কষায়, মধুর, শীতল, কটুপাক, বায়ুকর, মূত্রবিষ্ঠার বিবন্ধকর এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক। ২৬। এই সকলের মধ্যে মুগ সকল অতিশয় বায়ুকারক নহে। উহারা দৃষ্টিপ্রসাদক। তন্মধ্যে আবার হরিতমুগ প্রধান। বনমুদ্গ গুণে মুদ্গেরই সমান। ২৭। মসূর বিপাকে মধুর, বিষ্ঠা-বন্ধকারক। মকুষ্ঠক কৃমিকারক। কলায় (মটর) বহুবায়ুকর। ২৮। অড়হর কফপিত্তঘ্ন অথচ অতিশয় বাতপ্রকোপক নহে। ২৯। ছোলা বায়ুকারক, শীতল, মধুর, ঈষৎ কষায়, রুক্ষতাকারক, কফ-রক্তপিত্তনাশক ও পুংস্ত্বনাশক। ৩০। হরেণু ও সতীন বিষ্ঠাবন্ধকারক। ৩১। মুদ্গ ও মসূর ভিন্ন সমস্ত বৈদলই আধ্মানকারক। ৩২। মাষকলায় গুরু, বিষ্ঠামূত্রের তরলতাকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, মধুর, বাতঘ্ন, সন্তর্পণ, স্তন্যকর, বিশেষরূপে বলপ্রদ এবং শুক্রকফকারক। রাজমাষ কষায় বলিয়া পুরীষভেদক হয় না; ইহা মূত্রলও নহে, কফকারকও নহে। ইহা রসে ও বিপাকে মধুর, সন্তর্পণ, স্তন্য ও রুচিকারক। ৩৩। আলকুশী-বীজ মাষের তুল্যগুণ। কাকাণ্ডফলও তদ্রূপ [কাকাণ্ড আলকুশীবিশেষ, "শূকরশিম্বী" ইতি-লোকে"। ৩৪। বন্যমাস গুণে রুক্ষ, কষায়, অবিদাহী। ৩৫। কুলত্থ উষ্ণ, রসে কষায়, বিপাকে কটু এবং কফবায়ু-নাশক। ইহা শুক্র, অশ্মরী ও গুল্ম নাশ করে। সংগ্রাহক এবং পীনস ও কাস নাশ করে। ৩৬। বিশেষতঃ বন্যকুলত্থ আনাহ, মেদ, অর্শ, হিক্কা ও শ্বাস নাশ করে, কিন্তু রক্তপিত্তকারক। ইহা কফ ও নেত্ররোগ-নাশক। ৩৭। তিল ঈষৎ কষায়, মধুর, ঈষৎ তিক্ত, সংগ্রাহক, পিত্তকর, উষ্ণ, বিপাকে মধুর, বলকারক, স্নিগ্ধ, ব্রণের আলেপন ও পথ্য। ইহা দন্ত্য (দন্তের হিত), অগ্নিজনক, মেধাজনক, অল্পমূত্র, স্তনহিত, কেশ্য (কেশের হিতকর), বায়ুনাশক ও গুরু। ৩৮। তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিল প্রধান, শ্বেততিল মধ্যম ও অন্যান্য তিল হীনতর। ৩৯। যব কষায়, মধুর, শীতল, বিপাকে কটু, কফপিত্তহারী, তিলের ন্যায় ব্রণে নিত্য পথ্য, মূত্রবন্ধকর এবং অতিশয় অধোবায়ুকারক ও বিষ্ঠাকারক। ইহা দৃঢ়তাকারক, অগ্নি মেধা স্বর ও বর্ণকারক, পিচ্ছিল, স্থূল, লেখন, মেদ বায়ু ও তৃষ্ণানাশক, অতিশয় রুক্ষ এবং রক্তপিত্তপ্রসাদন। ৪০। অতিযব (শূকহীন কৃষ্ণারুণ যব) এই সকল গুণে যব অপেক্ষা হীনতর। ৪১। গোধূম মধুর, গুরু, বলকারক, দৃঢ়তাকারক এবং শুক্র ও রুচিকারক। ইহা

স্নিগ্ধোঽতিশীতোঽনিলপিত্তহন্তা
সন্ধানকৃৎ শ্লেষ্মকরঃ সরশ্চ ॥ ৪২
রুক্ষঃ কষায়ো বিষশোফশুক্র-
বলাসদৃষ্টিক্ষয়কৃদ্বিদাহী।
কটুর্বিপাকে মধুরস্তু শিম্বঃ
প্রভিন্নবিণ্মারুতপিত্তলশ্চ ॥ ৪৩
সিতাসিতাঃ পীতকরক্তবর্ণা
ভবন্তি যেঽনেকবিধাস্তু শিম্বাঃ।
যথোদিতাস্তে গুণতঃ প্রধানা
জ্ঞেয়াঃ কটূষ্ণা রসপাকয়োশ্চ ॥ ৪৪
সহাদ্বয়ং মূলকজাশ্চ শিম্বাঃ
কুশিম্বিবল্লীপ্রভবাস্তু শিম্বাঃ।
জ্ঞেয়া বিপাকে মধুরা রসে চ
বলপ্রদাঃ পিত্তনিবর্হণাশ্চ ॥ ৪৫
বিদাহবন্তশ্চ ভৃশঞ্চ রুক্ষা
বিষ্টভ্য জীর্য্যন্ত্যনিলপ্রদাশ্চ।
রুচিপ্রদাশ্চৈব সুদুর্জ্জরাশ্চ
সর্ব্বে স্মৃতা বৈদলিকাস্তু শিম্বাঃ ॥ ৪৬
কটুর্বিপাকে কটুকঃ কফঘ্নো
বিদাহিভাবাদহিতঃ কুসুম্ভঃ ॥ ৪৭
উষ্ণাতসী স্বাদুরসানিলঘ্নী
পিত্তোল্বণা স্যাৎ কটুকা বিপাকে ॥ ৪৮
পাকে রসে চাপি কটুঃ প্রদিষ্টঃ
সিদ্ধার্থকঃ শোণিতপিত্তকোপী।
তীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষঃ কফমারুতঘ্ন-
স্তথাগুণশ্চাসিতসর্ষপোঽপি ॥ ৪৯
অনার্ত্তবং ব্যাধিহতমপর্য্যাগতমেব চ।
অভূমিজং নবঞ্চাপি ন ধান্যং গুণবৎ স্মৃতম্ ॥ ৫০

স্নিগ্ধ, অতি শীতল, বাতপিত্তহারক, সন্ধানকারক, শ্লেষ্মকারক ও সারক। ৪২। শিম রুক্ষ, কষায়, বিষ শোথ শুক্র কফ দৃষ্টির ক্ষয়কারক, বিদাহী, বিপাকে কটু, রসে মধুর, বিষ্ঠা ও বায়ুর বিবন্ধকারক এবং পিত্তকারক। ৪৩। শিম শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তভেদে ভিন্নপ্রকার এবং উহারা যথাপূর্ব্ব উৎকৃষ্টতর। উহারা রস ও পাকে কটু এবং উষ্ণ। ৪৪। সহাদ্বয় (মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী), মূলকজাত শিম্বী ("মূলকশিম্বী") ও কুশিম্বী পাকে ও রসে মধুর, বলপ্রদ ও পিত্তনাশক। ৪৫। বৈদল ও শিম্বী সকল বিদাহী, অতিশয় রুক্ষ, বিষ্টব্ধ হইয়া জীর্ণ হয়, বায়ুকারক, রুচিপ্রদ ও সুদুর্জ্জর। ৪৬। কুসুম্ভবীজ পাকে কটু, কফঘ্ন এবং বিদাহী বলিয়া অহিত। ৪৭। অতসীবীজ (তিসি) উষ্ণ, স্বাদুরস, বাতঘ্ন, পিত্তোল্বণ এবং পাকে কটু। ৪৮। সিদ্ধার্থক (গৌরসর্ষপ) পাকে ও রসে কটু, রক্তপিত্তকোপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ ও কফবাতঘ্ন। কৃষ্ণসর্ষপও এইরূপ গুণযুক্ত। ৪৯। অনার্ত্তব (অযথাকালে জাত), কীটাদি-দূষিত, অপক্ক,

নবং ধান্যমভিষ্যন্দি লঘু সংবৎসরোষিতম্।
বিদাহি গুরু বিষ্টম্ভি বিরূঢ়ং দৃষ্টিদূষণম্ ॥ ৫১
শাল্যাদেঃ সর্ষপান্তস্য বিবিধস্যাস্য ভাগশঃ।
কালপ্রমাণসংস্কারমাত্রাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫২

ইতি কুধান্যবর্গঃ ॥

অত ঊর্দ্ধং মাংসবর্গমুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্যথা—জলেশয়া আনূপা গ্রাম্যাঃ ক্রব্যভুজ একশফা জাঙ্গলাশ্চেতি ষণ্মাংসবর্গাঃ। তেষাং বর্গাণামুত্তরোত্তরং প্রধানতমাঃ। তে পুনর্দ্বিবিধা জাঙ্গলা আনূপাশ্চেতি। তত্র জাঙ্গলবর্গোঽষ্টবিধঃ। তদ্যথা।—জঙ্ঘালা বিষ্কিরাঃ প্রতুদা গুহাশয়াঃ প্রসহাঃ পর্ণমৃগা বিলেশয়া গ্রাম্যাশ্চেতি। তেষাং জঙ্ঘালবিষ্কিরৌ প্রধানতমৌ, এণহরিণর্ষ্যকুরঙ্গকরালকৃতমালশরভশ্বদংষ্ট্রাপৃষতচারুষ্করমৃগমাতৃকাপ্রভৃতয়ো জঙ্ঘালা মৃগাঃ কষায়া মধুরা লঘবো বাতপিত্তহরাস্তীক্ষ্ণা হৃদ্যা বস্তিশোধনাশ্চ ॥ ৫৩

কষায়ো মধুরো হৃদ্যঃ পিত্তাসৃক্কফরোগহা।
সংগ্রাহী রোচকো বল্যস্তেষামেণো জ্বরাপহঃ ॥ ৫৪
মধুরো মধুরঃ পাকে দোষঘ্নোঽনলদীপনঃ।
শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রঃ সুগন্ধির্হরিণো লঘুঃ ॥ ৫৫

কুভূমিজাত ও নূতন ধান্য গুণশালী জানিবে। ৫০। নূতন ধান্য অভিষ্যন্দী। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য লঘু। বিরূঢ়ধান্য (কেহ বলেন, বিরূঢ় শব্দে অঙ্কুরজনন-রহিত। কেহ বলেন, বিরূঢ় শব্দে অঙ্কুরিত) বিদাহী, গুরু, বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টিদূষক। ৫১। শালি হইতে সর্ষপ পর্য্যন্ত বিবিধ ধান্য ও কু-ধান্যের কালপ্রমাণ (যত দিনের হইলে যে গুণ হয়), সংস্কার ও মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৫২। ইতি কুধান্যবর্গ ॥

অথ মাংসবর্গ। ইহার পর মাংসবর্গ ব্যাখ্যা করিব। তদ্যথা;—জলেশয়, আনূপ, গ্রাম্য, ক্রব্যাদ (মাংসভুক্), একশফ ও জাঙ্গল এই ছয়টী মাংসবর্গ। ঐ সকল বর্গের পর পরটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অপেক্ষা প্রধান। উহারা আবার দুই জাতীয়;—জাঙ্গল ও আনূপ। তন্মধ্যে জাঙ্গলবর্গ অষ্টবিধ। যথা;—জঙ্ঘাল, বিষ্কির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, পর্ণমৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য। তন্মধ্যে জঙ্ঘাল ও বিষ্কির প্রধানতম। জঙ্ঘাল যথা;—এণ (কৃষ্ণ-হরিণ), হরিণ (তাম্র-হরিণ), ঋষ্য (রুরু), কুরঙ্গ, করাল (কস্তুরী), কৃতমাল (ইহারা দলে দলে ভ্রমণ করে), শরভ (উষ্ট্রপ্রমাণ মহাশৃঙ্গ), শ্বদংষ্ট্রা (অশ্বদংষ্ট্রা পাঠ ইতিপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। "চতুর্দ্দন্ত অতি দুষ্ট কর্কটক"), পৃষত (বিন্দুচিত্রিত হরিণ), চারুষ্কর (চারু-শরীর স্বল্পতনু মৃগভেদ), মৃগমাতৃকা (পেট মোটা ক্ষুদ্র হরিণ) প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল মৃগ কহে। ইহারা কষায়, মধুর, লঘু, বাতপিত্তহর, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য ও বস্তিশোধন। ৫৩। এণমাংস কষায়, মধুর, হৃদ্য, পিত্তরক্ত ও কফরোগনাশক, সংগ্রাহী, রোচক, বল্য ও জ্বরনাশক। ৫৪। হরিণমাংস রসে ও পাকে মধুর, দোষঘ্ন, অগ্নিদীপন, শীতল, বিষ্ঠামূত্রের বিবন্ধকারক, সুগন্ধি ও লঘু। ৫৫।

এণঃ কৃষ্ণস্তয়োর্জ্জেয়ো হরিণস্তাম্র উচ্যতে।
ন কৃষ্ণো ন চ তাম্রশ্চ কুরঙ্গঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৫৬
শীতাসৃক্‌পিত্তশমনী বিজ্ঞেয়া মৃগমাতৃকা।
সন্নিপাতক্ষয়শ্বাস-কাসহিক্কাঽরুচিপ্রণুৎ ॥ ৫৭

লাবতিত্তিরিকপিঞ্জলবর্ত্তীরবর্ত্তিকাবর্ত্তকনপ্তৃকাবাতীক-চকোর-কলবিঙ্ক-ময়ূর-ক্রকরোপচক্রকুক্কুটসারঙ্গশতপত্রককুতিত্তিরিকুরবাহুকযবলকপ্রভৃতয়স্ত্র্যাহনা বিষ্কিরা লঘবঃ শীতমধুরাঃ কষায়া দোষশমনাশ্চ ॥ ৫৮

সংগ্রাহী দীপনশ্চৈব কষায়মধুরো লঘুঃ।
লাবঃ কটুবিপাকশ্চ সন্নিপাতে চ পূজিতঃ ॥ ৫৯
ঈষদ্‌গুরূষ্ণমধুরো বৃষ্যো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
তিত্তিরিঃ সর্ব্বদোষঘ্নো গ্রাহী বর্ণপ্রসাদনঃ ॥
হিক্কাশ্বাসানিলহরো বিশেষাদ্‌গৌরতিত্তিরিঃ।
রক্তপিত্তহরঃ শীতো লঘুশ্চাপি কপিঞ্জলঃ ॥
কফোত্থেষু চ রোগেষু মন্দবাতে চ শস্যতে ॥ ৬০
বাতপিত্তহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনাঃ।
লঘবঃ ক্রকরা হৃদ্যাস্তথা চৈবোপচক্রকাঃ ॥ ৬১
কষায়ঃ স্বাদুলবণস্ত্বচ্যঃ কেশ্যো রুচিপ্রদঃ।
ময়ূরঃ স্বরমেধাগ্নি-দৃক্‌শ্রোত্রেন্দ্রিয়দার্ঢ্যকৃৎ ॥ ৬২
স্নিগ্ধোষ্ণোঽনিলহা বৃষ্যঃ স্বেদস্বরবলাবহঃ।
বৃংহণঃ কুক্কুটো বন্যস্তদ্বদ্‌গ্রাম্যো গুরুস্তু সঃ।
বাতরোগক্ষয়বমী-বিষমজ্বরনাশনঃ ॥ ৬৩

কপোতপারাবতভৃঙ্গরাজপরভৃতকোযষ্টিককুলিঙ্গগৃহকুলিঙ্গ-গোক্ষোড়কডিণ্ডিমাণকশতপত্রকমাতৃনিন্দকভেদাশিশুকসারিকাবল্‌গুলীগিরিশালহ্বালদূষকসুগৃহীখঞ্জরীটকহারীতদাত্যূহপ্রভৃতয়ঃ প্রতুদাঃ ॥ ৬৪

কষায়মধুরা রুক্ষাঃ ফলাহারা মরুৎকরাঃ।
পিত্তশ্লেষ্মহরাঃ শীতা বদ্ধমূত্রাল্পবর্চ্চসঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বদোষকরস্তেষাং ভেদাশী মলদূষকঃ ॥ ৬৬
কষায়স্বাদুলবণো গুরুঃ কাণকপোতকঃ ॥ ৬৭
রক্তপিত্তপ্রশমনঃ কষায়বিশদোঽপি চ।
বিপাকে মধুরশ্চাপি গুরুঃ পারাবতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৮
কুলিঙ্গো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ কফশুক্রবিবর্দ্ধনঃ।
রক্তপিত্তহরো বেশ্মকুলিঙ্গস্ত্বতিশুক্রলঃ ॥ ৬৯

সিংহব্যাঘ্রবৃকতরক্ষ্বৃক্ষদ্বীপিমার্জ্জারশৃগালমৃগের্ব্বারুকপ্রভৃতয়ো গুহাশয়াঃ ॥ ৭০

মধুরা গুরবঃ স্নিগ্ধা বল্যা মারুতনাশনাঃ।
উষ্ণবীর্য্যা হিতা নিত্যং নেত্রগুহ্যবিকারিণাম্ ॥ ৭১

এণ-হরিণ কৃষ্ণবর্ণ এবং হরিণ তাম্রবর্ণ। কৃষ্ণও নয়, তাম্রও নয় এরূপ হরিণকে কুরঙ্গ কহে। ৫৬। মৃগমাতৃকার মাংস শীতল ও রক্তপিত্তনাশক। ইহা সন্নিপাত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও অরুচি নাশ করে। ৫৭। লাব, তিত্তিরি, কপিঞ্জল (গৌরতিত্তিরি), বর্ত্তির, বর্ত্তিকা, বর্ত্তক, নপ্তৃকা, বাতীক, চকোর, কলবিঙ্ক, ময়ূর, ক্রকর, উপচক্র, কুক্কুট, সারঙ্গ, শতপত্র, কুতিত্তিরি, কুরবাহুক ও যবনক প্রভৃতি জন্তু তিন অঙ্গ (চঞ্চু ও চরণদ্বয়) দ্বারা আঘাত করিয়া ভক্ষ্যদিগকে বধ করে বলিয়া বিষ্কির নামে অভিহিত হয়। ইহারা লঘু, শীতল, মধুর কষায় ও ত্রিদোষনাশক। ৫৮। লাবমাংস সংগ্রাহী, দীপন, কষায়-মধুর, লঘু, কটুবিপাক এবং সন্নিপাতে সেবনীয়। ৫৯। তিত্তিরি ঈষৎ গুরু, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, সর্ব্বদোষঘ্ন, গ্রাহী ও বর্ণপ্রসাদন। ইহাতে হিক্কা, শ্বাস ও বায়ুপ্রকোপ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ গৌরতিত্তিরির মাংস ঐ সকল গুণসম্পন্ন। আর ইহা রক্তপিত্তনাশক, শীতল ও লঘু এবং কফরোগে ও ক্ষীণবাতে প্রশস্ত। ৬০। ক্রকর (কয়ার) ও উপচক্র (ক্রকরভেদ) বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য, মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধক, লঘু ও হৃদ্য। ৬১। ময়ূর কষায়, স্বাদু, লবণ, ত্বচ্য (ত্বকের হিতকর), কেশ্য (কেশের হিতকর), রুচিপ্রদ এবং স্বর, মেধা, অগ্নি, দৃষ্টি, শ্রোত্র ও ইন্দ্রিয়দিগের দৃঢ়তাকারক। ৬২। বন্যকুক্কুট স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য স্বেদকারক ও বলকারক এবং বৃংহণ। গ্রাম্যকুক্কুট গুরু এবং বায়ুরোগ, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর নাশ করে। ৬৩। কপোত (ঘুঘু), পারাবত, ভৃঙ্গরাজ (রাজভিঙ্গি ইতি চক্রদত্ত। ধূম্যাটসদৃশ, পক্ষিবাজ ইতি লোকে—নিবন্ধ।), পরভৃত (কোকিল), কোযষ্টিক (কোণ্ট—চক্রদত্ত), কুলিঙ্গ (বন্যচটক, কেহ বলেন বাবুই), গ্রাম্যকুলিঙ্গ (চড়ুই), গোক্ষোড় (গোনর্দ্দ—সারস), ডিণ্ডিমাণক (ডিণ্ডিম—অর্থাৎ উৎকটধ্বনি), শতপত্র ("রাজশুক"), মাতৃনিন্দক, ভেদাশী (কেহ বলেন ভেকাশী), শুক, সারিকা, বল্গুলী ("গদুলিকা" ইতি লোকে), গিরিশা (পার্ব্বত্য চটক), লহ্বা (চরকাদির পাঠ লট্বা), লদূষক (চক্রদত্তের টীকায় উল্লেখ নাই। নিবন্ধ বলেন, ইহার পুচ্ছ দীর্ঘ), সুগৃহী (চক্রদত্তের টীকায় স্বগৃহ পাঠ দেখা যায়। ইহা পীতমস্তক), খঞ্জরীট ("শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ"), হারীত (হরিয়াল), দাত্যূহ (ডাকপাখী) প্রভৃতিকে প্রতুদ কহে। ৬৪। ইহারা কষায়, মধুর, রুক্ষ, ফলাহারী, বায়ুকারক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতল এবং মূত্র ও বিষ্ঠার অল্পতাকারক। ৬৫। ইহাদের মধ্যে ভেদাশী সর্ব্বদোষকারক ও মলদূষক। ৬৬। কাণকপোত (বনবাসী পাণ্ডুকপোত) কষায়, স্বাদু, লবণ ও গুরু। ৬৭। পারাবত রক্তপিত্তনাশক, কষায়, বিশদ, পাকে মধুর ও গুরু। ৬৮। কুলিঙ্গ (বন্য চটক) মধুর, স্নিগ্ধ ও কফশুক্র-বিবর্দ্ধক। গ্রাম্যকুলিঙ্গ রক্তপিত্তহর ও অতি শুক্রকারক। ৬৯। সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (কেঁদো-বাঘ), তরক্ষু (নেকড়ে), ঋক্ষ (ভালুক), দ্বীপী (চিতা-বাঘ), বনবিড়াল, শৃগাল, মৃগের্ব্বারু ("কোঁচ বাঘ ইতি প্রসিদ্ধ") প্রভৃতিকে গুহাশয় কহে। ৭০। ইহাদের মাংস মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, বল্য, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং নেত্ররোগী ও গুহ্যরোগীদিগের

কাককঙ্ককুররচাষভাসশশঘাত্যুলূকচিল্লিশ্যেনগৃধ্রপ্রভৃতয়ঃ প্রসহাঃ॥ ৭২

এতে সিংহাদিভিঃ সর্ব্বে সমানা বায়সাদয়ঃ।
রসবীর্য্যবিপাকেষু বিশেষাচ্ছোষিণে হিতাঃ॥ ৭৩

মদ্গুমূষিকবৃক্ষশায়িকাবকুশপূতিঘাসবানরপ্রভৃতয়ঃ পর্ণমৃগাঃ॥ ৭৪

মধুরা গুরবে বৃষ্যাশ্চক্ষুষ্যাঃ শোষিণে হিতাঃ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ কাসার্শঃশ্বাসনাশনাঃ॥ ৭৫

(সমুদ্রজেভ্যো নাদেয়া বৃংহণত্বাদ্‌গুণোত্তরাঃ॥) ৭৬

শ্বাবিচ্ছল্যকগোধাশশবৃষদংশলোপাকলোমশকর্ণকদলীমৃগপ্রিয়কাজগরসর্পমূষিকনকুলমহাবভ্রুপ্রভৃতয়ো বিলেশয়াঃ॥ ৭৭

বর্চ্চোমূত্রং সংহতং কুর্য্যুরেতে
বীর্য্যে চোষ্ণাঃ পূর্ব্ববৎ স্বাদুপাকাঃ।
বাতং হন্যুঃ শ্লেষ্মপিত্তে চ কুর্য্যুঃ
স্নিগ্ধাঃ কাসশ্বাসকার্শ্যাপহাশ্চ॥ ৭৮

কষায়মধুরস্তেষাং শশঃ পিত্তকফাপহঃ।
নাতিশীতলবীর্য্যত্বাদ্বাতসাধারণো মতঃ॥ ৭৯

গোধা বিপাকে মধুরা কষায়কটুকা স্মৃতা।
বাতপিত্তপ্রশমনী বৃংহণী বলবর্দ্ধনী॥ ৮০

শল্যকঃ স্বাদুপিত্তঘ্নো লঘুঃ শীতো বিষাপহঃ॥ ৮১

প্রিয়কো মারুতে পথ্যোঽজগরস্ত্বর্শসাং হিতঃ॥ ৮২

দুর্নামানিলদোষঘ্নাঃ কৃমিদূষীবিষাপহাঃ।
চক্ষুষ্যা মধুরাঃ পাকে সর্পা মেধাগ্নিবর্দ্ধনাঃ॥ ৮৩

দর্ব্বীকরা দীপকাশ্চ তেষূক্তাঃ কটুপাকিনঃ।
মধুরাশ্চাতিচক্ষুষ্যাঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রমারুতাঃ॥ ৮৪

অশ্বাশ্বতরগোখরোষ্ট্রবস্তোরভ্রমেদঃপুচ্ছকপ্রভৃতয়ো গ্রাম্যাঃ ৮৫

গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে বৃংহণাঃ কফপিত্তলাঃ।
মধুরা রসপাকাভ্যাং দীপনা বলবর্দ্ধনাঃ॥ ৮৬

নাতিশীতো গুরুঃ স্নিগ্ধো মন্দপিত্তকফঃ স্মৃতঃ।
ছগলস্ত্বনভিষ্যন্দী তেষাং পীনসনাশনঃ॥ ৮৭

বৃংহণং মাংসমৌরভ্রং পিত্তশ্লেষ্মাবহং গুরু॥ ৮৮

মেদঃপুচ্ছোদ্ভবং বৃষ্যমৌরভ্রসদৃশং গুণৈঃ॥ ৮৯

শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়-বিষমজ্বরনাশনম্।
শ্রমাত্যগ্নিহিতং গব্যং পবিত্রমনিলাপহম্॥ ৯০

পক্ষে নিত্য হিতকর। ৭১। কাক, কঙ্ক (দীর্ঘপাদ, পাণ্ডুবর্ণ, দীর্ঘচঞ্চু ও মহাপ্রমাণ। কেহ বলেন, ইহাই কাঁকপাটী), কুরর (চীৎকারকারী মৎস্যধারী পক্ষী), চাষ (ইন্দ্রনীলমণি-সদৃশপক্ষ ইতি নিবন্ধ। কেহ বলেন, ইহাই ফিঙ্গে। ইন্দ্রনীলাভপক্ষ ইতি চক্রদত্ত।), ভাস (গঙ্গাধর চরকের টীকায় বলেন যে, ভাস শব্দে চিল, কিন্তু এ স্থলে চিল্লির স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। চরকের টীকায় চক্রপাণি কহেন যে, ভাস ভস্মবর্ণ পক্ষী, এ স্থলে কহেন যে গোষ্ঠকুক্কুট; নিবন্ধ বলেন যে, গোকুলচারী গৃধ্রবিশেষ।), শশঘাতী (বাজ), উলূক (পেচক), চিল্লি (চিল), শ্যেন (শিকারী পাখী), গৃধ্র প্রভৃতিকে প্রসহ বলে। ৭২। কাকাদি জন্তু রস, বীর্য্য ও বিপাকে সিংহাদি জন্তুর সমান। শোষ-রোগীদিগের পক্ষে এই সকল জন্তুর মাংস বিশেষ হিতকর। ৭৩। মদ্গু ("মালুয়া-সর্প।" মীমাংসা নাই। কেহ বলেন, মদ্গু শব্দে মালুয়া-সর্প আর মূষিক শব্দে বৃক্ষমূষক), বৃক্ষশায়িকা (কর্বটবী ইতি খ্যাত, ইতি চক্রদত্ত। বৃক্ষমর্কটিকা—গিলী ইতি লোকে, ইতি নিবন্ধ।), অবকুশ (গোলাঙ্গুল বানরবিশেষ ইতি নিবন্ধ। চক্রদত্তের পাঠ অবর্গকুশ), পূতিঘাস (কাঠবিড়ালী), বানর প্রভৃতিকে পর্ণমৃগ (পত্রযুক্ত-বৃক্ষবাসী জন্তু) কহে। এই সকল জন্তুর মাংস মধুর, গুরু, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, শোষীদিগের পক্ষে হিতকর, বিষ্ঠামূত্র-পরিষ্কারক এবং কাস অর্শ ও শ্বাস নাশ করে। ৭৫। সামুদ্রিক জন্তুর মাংস অপেক্ষা নদীজাত জন্তুদিগের মাংস বৃংহণ বলিয়া উৎকৃষ্টতর [চক্রদত্ত বা ডল্লনের টীকায় এই শ্লোকার্দ্ধের উল্লেখ নাই]। ৭৬। শ্বাবিৎ (সজারু), শল্যক (বৃক্ষনকুল ইতি নিবন্ধ), গোধা (গোসাপ), শশ, বৃষদংশ (মার্জ্জার), লোপাক (খেঁকশিয়াল), লোমশকর্ণ (নলিককব ইতি চক্রদত্ত। নলৎকর ইতি নিবন্ধ), কদলী (মহাবিড়ালসম ব্যাঘ্রাকার ইতি নিবন্ধ), মৃগপ্রিয়, অজগর, সর্প, মূষিক, নকুল, মহাবভ্রু (নকুলভেদ) প্রভৃতিকে বিলেশয় কহে। ৭৭। এই সকল জন্তুর মাংস বিষ্ঠা ও মূত্র সংহত করে। উষ্ণবীর্য্য এবং পূর্ব্ববৎ মধুরপাক, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মপিত্তকারক, স্নিগ্ধ এবং কাস, শ্বাস ও কার্শ্য নাশ করে। ৭৮। তন্মধ্যে শশক কষায়-মধুর, পিত্তকফনাশক এবং অনতিশীতলবীর্য্য বলিয়া বায়ুকোপক নহে। ৭৯। গোধামাংস বিপাকে মধুর, কষায় ও কটু, বাতপিত্তপ্রশমন, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন। ৮০। শল্যকমাংস মধুর, পিত্তঘ্ন, লঘু, শীতল ও বিষনাশক। ৮১। মৃগপ্রিয় বায়ুতে পথ্য। অজগরমাংস অর্শের পক্ষে হিতকর। ৮২। সর্পমাংস অর্শ, বায়ুদোষ, কৃমি ও দূষীবিষ নাশ করে। ইহা চক্ষুষ্য, পাকে মধুর এবং মেধা ও অগ্নির বর্দ্ধক। ৮৩। দর্ব্বীকর সর্পের (কেউটে গোক্ষুর প্রভৃতির) মাংস এবং রাজিমান (বোড়া প্রভৃতি রাজিযুক্ত) সর্পের মাংস কটুপাকী, মধুর, অতিশয় চক্ষুষ্য এবং বিষ্ঠামূত্র ও অধোবায়ুর প্রবর্ত্তক। ৮৪। অশ্ব, অশ্বতর, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, মেদঃপুচ্ছক (দুম্বো) প্রভৃতিকে গ্রাম্য কহে। ৮৫। গ্রাম্য জন্তুর মাংস বায়ুনাশক, বৃংহণ, কফপিত্তকারক, রসে ও পাকে মধুর, দীপন ও বলবর্দ্ধক। ৮৬। তন্মধ্যে ছাগমাংস অনতিশীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, অল্প পিত্তকফকারক, অনভিষ্যন্দী ও পীনসনাশক। ৮৭। মেষমাংস বৃংহণ, পিত্তশ্লেষ্মকর ও গুরু। ৮৮। দুম্বো-গাড়লের মাংস বৃষ্য ও মেষের সমানগুণ। ৮৯। গোমাংস শ্বাস কাস, প্রতিশ্যায় ও বিষমজ্বর নাশ করে। ইহা শ্রমকারী ও তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিদিগের হিতকর, পবিত্র এবং বায়ুনাশক। ৯০। একশফ জন্তুর মাংস ঈষৎ

ঔরভ্রবৎ সলবণং মাংসমেকশফোদ্ভবম্ ॥ ৯১
অল্পাভিস্যন্দ্যয়ং বর্গো জাঙ্গলঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৯২
দূরে জনান্তনিলয়া দূরে পানীয়গোচরাঃ।
যে মৃগাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ তেহল্পাভিষ্যন্দিনো মতাঃ ॥ ৯৩
অতীবাসন্ননিলয়াঃ সমীপোদকগোচরাঃ ॥
যে মৃগাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ মহাভিষ্যন্দিনস্তু তে ॥ ৯৪

আনূপবর্গস্তু পঞ্চবিধঃ। তদ্‌যথা—কূলচরাঃ প্লবাঃ কোশস্থাঃ পাদিনো মৎস্যাশ্চেতি। তত্র গজগবয়মহিষরুরু-চমরসৃমররোহিতবরাহখড়্গিগোকর্ণকালপুচ্ছকোদ্রন্যঙ্কুরণ্য-গবয়প্রভৃতয়ঃ কূলচরাঃ পশবঃ ॥ ৯৫

বাতপিত্তহরা বৃষ্যা মধুরা রসপাকয়োঃ।
শীতলা বলিনঃ স্নিগ্ধা মূত্রলাঃ কফবর্দ্ধনাঃ ॥ ৯৬
বিরূক্ষণো লেখনশ্চ বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তদূষণঃ ॥
স্বাদ্বম্ললবণস্তেষাং গজঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥ ৯৭
গবয়স্য তু মাংসং হি স্নিগ্ধং মধুরকাসজিৎ।
বিপাকে মধুরঞ্চাপি ব্যবায়স্য তু বর্দ্ধনম্ ॥ ৯৮
স্নিগ্ধোষ্ণমধুরো বৃষ্যো মহিষস্তর্পণো গুরুঃ।
নিদ্রাপুংস্ত্ববলস্তন্যবর্দ্ধনো মাংসদার্ঢ্যকৃৎ ॥ ৯৯

রুরুমাংসং সমধুরং কষায়ানুরসং স্মৃতম্।
বাতপিত্তোপশমনং গুরু শুক্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১০০
তথা চমরমাংসন্তু স্নিগ্ধং মধুরকাসজিৎ।
বিপাকে মধুরঞ্চাপি বাতপিত্তপ্রণাশনম্ ॥ ১০১
সৃমরস্য তু মাংসঞ্চ কষায়ানুরসং স্মৃতম্।
বাতপিত্তোপশমনং গুরু শুক্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১০২
স্বেদনং বৃংহণং বৃষ্যং শীতলং তর্পণং গুরু।
স্নিগ্ধং শ্রমানিলহরং বারাহং বলবর্দ্ধনম্ ॥ ১০৩
কফঘ্নং খড়্গিপিশিতং কষায়মনিলাপহম্।
পিত্র্যং পবিত্রমায়ুষ্যং বদ্ধমূত্রং বিরূক্ষণম্ ॥ ১০৪
গোকর্ণমাংসং মধুরং স্নিগ্ধং মৃদু কফাবহম্।
বিপাকে মধুরঞ্চাপি রক্তপিত্তবিনাশনম্ ॥ ১০৫

হংসসারসক্রৌঞ্চচক্রবাককুররকাদম্বকারণ্ডবজীবঞ্জীবক-বলাকাপুণ্ডরীক-প্লবশরারীমুখ-নন্দীমুখ-মদ্গুৎক্রোশকাচাক্ষ-মল্লিকাক্ষশুক্লাক্ষপুষ্করশায়িকাকোনালকাম্বুকুক্কুটিকামেঘরাব-শ্বেতচরণপ্রভৃতয়ঃ প্লবাঃ সংঘাতচারিণঃ ॥ ১০৬

লবণ ও মেষমাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ৯১। জাঙ্গল-মাংস অল্প অভিষ্যন্দী বলিয়া খ্যাত আছে। ৯২। যে সকল মৃগপক্ষী জনপদ ও পানীয় হইতে দূরে বাস করে, তাহারা অল্প অভিষ্যন্দী বলিয়া কথিত আছে। ৯৩। যে সকল মৃগপক্ষী জনপদ ও জলাশয়সমূহের অতি সন্নিকটে বাস করে, তাহারা অতিশয় অভিষ্যন্দী বলিয়া কথিত আছে। ৯৪। আনূপবর্গ পঞ্চবিধ [জলস্থলময় স্থানকে আনূপদেশ কহে]। যথা ;—কূলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য। তন্মধ্যে গজ, গবয়, মহিষ, রুরু, চমর, সৃমর, রোহিত, বরাহ, গণ্ডার, গোকর্ণ, কালপুচ্ছক, ঔদ্র, ন্যঙ্কু, বন্য গবয় প্রভৃতিকে কূলচর কহে [গবয় গোসদৃশ রুরু—ইহারা শরৎকালে শৃঙ্গত্যাগ করে। ইহাদের শৃঙ্গ বিকট ও বহু। ইহারা জলতীরে বিচরণ করে। চমরী গোসদৃশ। সৃমর মহাশূকর ; কেহ বলেন, প্রকাণ্ড অশ্বের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। রোহিত—লোহিতবর্ণ মৃগজাতি ; কেহ বলেন, রোহিত নয়, রোহিষ। গোকর্ণ গোসদৃশ-কর্ণ—গোলহরিণ ইতি চক্র। উদ্র বা ঔদ্র "পানীয়বিড়াল"—বোধ হয় ধেড়ে। ন্যঙ্কু—নান্দন হরিণ ইতি চক্র]। ৯৫। ঐ সকল জন্তুর মাংস বাতপিত্তহর, বৃষ্য, রসে ও পাকে মধুর, শীতল, বলকারক, স্নিগ্ধ, মূত্রল ও কফবর্দ্ধক। ৯৬। গজমাংস রুক্ষতাকারক, লেখন, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তদূষণ, স্বাদু, অম্ল, লবণ এবং বাতশ্লেষ্ম-নাশক। ৯৭। গবয়ের মাংস স্নিগ্ধ, রসে মধুর, কাসনাশক, বিপাকে মধুর এবং বৃষ্য। ৯৮। মহিষমাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, তর্পণ ও গুরু। ইহা নিদ্রা, পুংস্ত্ব, বল ও স্তন্য বর্দ্ধন করে এবং মাংসের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। ৯৯। রুরুমাংস ঈষৎ মধুর, কষায়ানুরস, বাতপিত্তপ্রশমন, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক। ১০০। চমরমাংস স্নিগ্ধ, মধুর, কাসনাশক, পাকে মধুর এবং বাতপিত্তনাশক। ১০১। সৃমরমাংস, কষায়ানুরস, বাতপিত্তনাশক, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক। ১০২। বরাহমাংস স্বেদন (স্বেদজনক), বৃংহণ, বৃষ্য, শীতল, তর্পণ ও গুরু। ইহা স্নিগ্ধ, শ্রান্তিনাশক, বায়ুনাশক ও বলবর্দ্ধক। ১০৩। গণ্ডারমাংস কফঘ্ন, কষায় ও বায়ুনাশক। ইহা পিতৃগণকে নিবেদন করা যায়। ইহা পবিত্র, আয়ুষ্য, মূত্রের অল্পতাকারক ও রুক্ষতাকারক। ১০৪। গোকর্ণ-মাংস মধুর, স্নিগ্ধ, মৃদু, কফকারক, বিপাকে মধুর এবং রক্তপিত্ত-বিনাশক। ১০৫। হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কুরর, কাদম্ব, কারণ্ডব, জীবঞ্জীবক, বলাকা, পুণ্ডরীক, প্লব, শরারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্গু, উৎক্রোশ কাচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পুষ্কর-শায়িকা, কোনালক, অম্বুকুক্কুটিকা, মেঘরাব, শ্বেতচরণ প্রভৃতিকে প্লব (সন্তরণকারী) কহে। ইহারা দলে দলে বিচরণ করে। [প্রসঙ্গের মধ্যেও কুরর উল্লিখিত আছে, অতএব ইহা উভয়গুণই বুঝিতে হইবে। কাদম্ব কলহংস, অতিধূম্রপক্ষ ; অন্যেরা কহেন, কাদম্বের চঞ্চু ও মস্তক রক্তবর্ণ এবং পাদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ। কারণ্ডব শুক্রহংস ; কথিত আছে, কারণ্ডবের মুখ কাকের ন্যায়, চরণ দীর্ঘ ও বর্ণ কৃষ্ণ। জীবঞ্জী-বকের পক্ষ পাণ্ডুর, প্রসিদ্ধ আছে, বিষদর্শনে ইহার মৃত্যু হয়। বলাকা হংসভেদ। পুণ্ডরীকের নয়ন নলিনের ন্যায়। প্লব—ইহার আকার বড় (কেহ বলেন 'ভেয়া পাখী), শরারীমুখ—বোধ হয় সরাল। মদ্গু—'জলকাক' ইতি নিবন্ধ। উৎক্রোশ কুররভেদ। কাচাক্ষ মৎস্যাশী—বহড়ী ইতি নিবন্ধ, বোধ হয় পানকৌড়ী। মল্লিকাক্ষ—ইহার নাম শুক্ল। অন্যেরা কহেন, ইহা এক প্রকার হংস,

রক্তপিত্তহরাঃ শীতাঃ স্নিগ্ধা বৃষ্যা মরুজ্জিতঃ।
স্পষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ মধুরা রসপাকয়োঃ ১০৭
গুরূষ্ণমধুরঃ স্নিগ্ধঃ স্বরবর্ণবলপ্রদঃ।
বৃংহণঃ শুক্রলস্তেষাং হংসো মারুতনাশনঃ॥ ১০৮
শঙ্খশঙ্খনখশুক্তিশম্বূকভল্লূকপ্রভৃতয়ঃ কোশস্থাঃ॥ ১০৯
কূর্ম্মকুম্ভীরকর্কটককৃষ্ণকর্কটকশিশুমারপ্রভৃতয়ঃ পাদিনঃ॥১১০
শঙ্খকূর্ম্মাদয়ঃ স্বাদুরসপাকা মরুন্নুদঃ।
শীতাঃ স্নিগ্ধা হিতাঃ পিত্তে বর্চ্চস্যাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ॥ ১১১
কৃষ্ণকর্কটকস্তেষাং বল্যঃ কোষ্ণোঽনিলাপহঃ।
শুক্লঃ সন্ধানকৃৎ স্পষ্টবিণ্মূত্রোঽনিলপিত্তহা॥ ১১২
মৎস্যাস্তু দ্বিবিধা নাদেয়াঃ সামুদ্রাশ্চ। তত্র রোহিত-পাঠীনপাটলারাজীববর্ম্মিগোমৎস্যকৃষ্ণমৎস্যবাগুঞ্জারমুরলসহস্রদংষ্ট্রপ্রভৃতয়ো নাদেয়াঃ॥ ১১৩
নাদেয়া মধুরা মৎস্যা গুরবো মারুতাপহাঃ।
রক্তপিত্তকরাশ্চোষ্ণা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধাল্পবর্চ্চসঃ॥ ১১৪
কষায়ানুরসস্তেষাং শষ্পশৈবালভোজনঃ।
রোহিতো মারুতহরো নাত্যর্থং পিত্তকোপনঃ॥ ১১৫
পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বৃষ্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদম্লপিত্তন্তু কুষ্ঠরোগং করোত্যসৌ॥ ১১৬
মুরলো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা॥ ১১৭
সরস্তড়াগসম্ভূতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্বাদুরসাঃ স্মৃতাঃ॥ ১১৮
মহাহ্রদেষু বলিনঃ স্বল্পেঽম্ভস্যবলাঃ স্মৃতাঃ॥ ১১৯
তিমিতিমিঙ্গিলকুলিশপাকমৎস্যনিরালকনন্দিবারলকমকর-গর্গরকচন্দ্রকমহামীনরাজীবপ্রভৃতয়ঃ সামুদ্রাঃ॥ ১২০
সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতিপিত্তলাঃ
উষ্ণা বাতহরা বৃষ্যা বর্চ্চস্যাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ ১২১
বলাবহা বিশেষেণ মাংসাশিত্বাৎ সমুদ্রজাঃ॥ ১২২
তেভ্যঃ প্যনিলঘ্নত্বাচ্চৌণ্ট্যকৌপ্যৌ গুণোত্তরৌ ১২৩
স্নিগ্ধত্বাৎ স্বাদুপাকত্বাৎ তয়োর্বাপ্যা গুণোত্তরাঃ॥ ১২৪
নাদেয়া গুরবো মধ্যে যস্মাৎ পুচ্ছাস্যচারিণঃ।
সরস্তড়াগজানান্তু বিশেষেণ শিরো লঘু॥ ১২৫
অদূরগোচরা যস্মাৎ তস্মাদুৎসোদপানজাঃ।
কিঞ্চিন্মুক্তা শিরোদেশমত্যর্থং গুরবস্তু তে॥ ১২৬
অধস্তাদ্ গুরবো জ্ঞেয়া মৎস্যাঃ সরসিজাঃ স্মৃতাঃ।
উরোবিচরণাৎ তেষাং পূর্ব্বমঙ্গং লঘু স্মৃতম্॥ ১২৭

ইহার চঞ্চু ও চরণ মলিন। পুষ্করশায়িকা পদ্মপত্রে শয়ন করিয়া থাকে। কোনালক—ইহার পৃষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও উদর শ্বেতবর্ণ; লোকে ইহাকে জলবর্ত্তিকা কহে। অম্বুকুক্কুটিকা বা জলকুক্কুট—লোকে ইহাকে 'বুড়িয়াক' বলে। মেঘরাব—চাতক; অন্যেরা কহেন, চাতক বিষ্কিরের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য। শ্বেতচরণ শুক্লপক্ষ, ইতি নিবন্ধ]। ১০৬। এই সকল জন্তুর মাংস রক্তপিত্তহর, শীতল, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বায়ুনাশক, মূত্র ও বিষ্ঠার প্রবর্ত্তক এবং রসে ও পাকে মধুর। ১০৭। তন্মধ্যে হংসমাংস গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, স্বর-বর্ণ-বলপ্রদ, বৃংহণ, শুক্রল ও বায়ুনাশক। ১০৮। শঙ্খ, শঙ্খনখ (ক্ষুদ্রশঙ্খ), শুক্তি, শম্বূক, ভল্লূক (শম্বূকভেদ—গুগলি) প্রভৃতিকে কোশস্থ কহে [কোশ শব্দে শামুক প্রভৃতির খোলা]। ১০৯। কূর্ম্ম, কুম্ভীর, কর্কটক (কেঁকড়া), কৃষ্ণ-কর্কটক (সমুদ্র-কেঁকড়া), শিশুমার প্রভৃতিকে পাদী (পাদবিশিষ্ট) কহে। ১১০। শঙ্খ-কূর্ম্মাদি জন্তু সকল রসে ও পাকে মধুর, বায়ুনাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তে হিতকর, বিষ্ঠাকারক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। ১১১। তন্মধ্যে কৃষ্ণ-কর্কটক বল্য, কোষ্ণ ও বায়ুনাশক। সাদা কেঁকড়া ব্রণসন্ধান, বিষ্ঠা ও মূত্রের প্রবর্ত্তক এবং বাতপিত্তনাশক। ১১২। মৎস্য দুই প্রকার, নদীজ ও সমুদ্রজ। তন্মধ্যে রোহিত, পাঠীন (বোয়াল), পাটলা, রাজীব, বর্ম্মি (বাইন-মাছ), গোমৎস্য, কৃষ্ণমৎস্য, বাগুঞ্জার, মুরল, মহাপাঠীন প্রভৃতি নাদেয় (নদীজাত)। ১১৩। নাদেয় মৎস্য সকল মধুর, গুরু, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকারক, উষ্ণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ ও বিষ্ঠার অল্পতাকারক। ১১৪। ইহাদের মধ্যে রোহিত মৎস্য কষায়ানুরস, শষ্প-শৈবালভোজী, বায়ুনাশক অথচ অত্যন্ত পিত্তকোপন নহে। ১১৫। পাঠীন মৎস্য কফকারক, বৃষ্য, নিদ্রালু, মাংসভোজী, অম্লপিত্তদূষক এবং কুষ্ঠকারক। ১১৬। মুরল মৎস্য বৃংহণ, বৃষ্য, স্তন্যকারক ও শ্লেষ্মকারক। ১১৭। যে সকল মৎস্য সরোবর ও তড়াগে জন্মে, তাহারা স্নিগ্ধ ও স্বাদুরস। ১১৮। যে সকল মৎস্য মহাহ্রদে বাস করে, তাহারা বলবান্ হয়। আর অল্প জলে বাস করিলে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ১১৯। তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিয়া (চন্দ্রক ইতি প্রসিদ্ধ ইতি চক্রদত্ত। কিন্তু চন্দ্রকের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। কুড়িরা ইতি নিবন্ধ।), পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দিবারলক (সমুদ্রশিম্পাক ইতি নিবন্ধ), মকর, গর্গর, চন্দ্রক (বড় বড় চাঁদামাছ, ইহা সমুদ্রে অনেক আছে), মহামীন, রাজীব প্রভৃতি জন্তু সামুদ্র। ১২০। সামুদ্র-জন্তু সকল গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, অনতিপিত্তল উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য, বিষ্ঠা-বৃদ্ধিকারক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। ১২১। ঐ সকল সমুদ্রজ জন্তু মাংসাশী বলিয়া বিশেষ বলকারক। ১২২। বায়ুনাশক বলিয়া মৎস্যদিগের মধ্যে চুণ্টজাত ও কূপজাত মৎস্য উৎকৃষ্টগুণ। ১২৩। স্নিগ্ধ ও স্বাদুপাক বলিয়া বাপী-জাত মৎস্যগণ চুণ্টজাত ও কূপজাত মৎস্যদিগের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টগুণ। ১২৪। পুচ্ছ ও মুখের চালনা করিয়া বিচরণ করে বলিয়া নাদেয় জন্তু সকল মধ্যে গুরু হয়। সরোবর ও তড়াগবাসী জন্তুগণের মস্তক বিশেষতঃ লঘু। ১২৫। যেহেতু গিরি-প্রস্রবণজাত মৎস্যগণ অদূরে বিচরণ করে অর্থাৎ অল্প ব্যায়াম করে, এইজন্য উহাদের শিরোদেশের কিঞ্চিৎ অংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ভাগ অতিশয় গুরু হয় [শিরোদেশের কিঞ্চিৎ চালনা হয় বলিয়া শিরোদেশের কিয়দংশ লঘু হয়]। ১২৬। সরসিজ মৎস্যদিগের অধোদেশ (তলপেটের মাংস) গুরু। উহারা বক্ষ দ্বারা বিচরণ করে

ইত্যানূপো মহাভিষ্যন্দিমাংসবর্গো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২৮
তত্র শুষ্কপূতিব্যাধিতবিষসর্পহতদিগ্ধবিদ্ধজীর্ণকৃশবালানাম-সাত্ম্যচারিণাং মাংসান্যভক্ষ্যাণি যস্মাদ্বিগতব্যাপন্নাপহতপরিণতাল্পাসম্পূর্ণবীর্য্যত্বাদ্দোষকরাণি ভবন্তি ॥ ১২৯

অরোচকং প্রতিশ্যায়ং গুরু শুষ্কং প্রকীর্ত্তিতম্।
বিষব্যাধিহতং মৃত্যুং বালং ছর্দ্দিঞ্চ কোপয়েৎ ॥ ১৩০
কাসশ্বাসকরং বৃদ্ধং ত্রিদোষং ব্যাধিদূষিতম্।
ক্লিন্নমুৎক্লেশজননং কৃশং বাতপ্রকোপণম্ ॥ ১৩১

এভ্যোঽন্যেষামুপাদেয়ং মাংসমিতি। স্ত্রিয়শ্চতুষ্পাদেষু, পুমাংসো বিহঙ্গেষু, মহাশরীরেষল্পশরীরাঃ অল্পশরীরেষু মহাশরীরাঃ প্রধানতমাঃ, এবমেকজাতীয়ানাং মহাশরীরেভ্যঃ কৃশশরীরাঃ প্রধানতমাঃ॥ ১৩২

স্থানাদিকৃতং মাংসস্য গুরুলাঘবমুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা—রক্তাদিষু শুক্রান্তেষু ধাতুষুত্তরোত্তরাঃ সুগুরুতরাস্তথা সক্থিস্কন্ধক্রোড়শিরঃপাদকরকটীপৃষ্ঠচর্ম্মকালেয়কযকৃদন্ত্রাণি ॥ ১৩৩

শিরঃ স্কন্ধং কটী পৃষ্ঠং সক্থিনী চাত্মপক্ষয়োঃ।
গুরুপূর্ব্বং বিজানীয়াদ্ধাতবস্তু যথোত্তরম্ ॥ ১৩৪
সর্ব্বস্য প্রাণিনো দেহে মধ্যো গুরুরুদাহৃতঃ।
পূর্ব্বভাগো গুরুঃ পুংসামধোভাগস্তু যোষিতাম্ ॥ ১৩৫
উরোগ্রীবং বিহঙ্গানাং বিশেষেণ গুরু স্মৃতম্।
পক্ষোৎক্ষেপাৎ সমো দিষ্টো মধ্যভাগস্তু পক্ষিণাম্ ॥ ১৩৬
অতীব রুক্ষং মাংসন্তু বিহঙ্গানাং ফলাশিনাম্।
বৃংহণং মাংসমত্যর্থং খগানাং পিশিতাশিনাম্ ॥ ১৩৭
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং ধান্যচারিণাম্ ॥ ১৩৮
জলজানূপজা গ্রাম্যাঃ ক্রব্যাদেকশফাস্তথা।
প্রসহা বিলবাসাশ্চ যে চ জাঙ্গালসংজ্ঞিতাঃ ॥
প্রতুদা বিষ্কিরাশ্চৈব লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্।
অল্পাভিষ্যন্দিনশ্চৈব যথাপূর্ব্বমতোঽন্যথা ॥ ১৩৯

প্রমাণাধিকাস্তু স্বজাতৌ চাল্পসারা গুরবশ্চ। সর্ব্বপ্রাণিনাং সর্ব্বশরীরেভ্যো যে প্রধানতমা ভবন্তি যকৃৎপ্রদেশবর্ত্তিনস্তানাদদীত। প্রধানলাভাভাবে মধ্যমবয়স্কং সদ্যস্কমক্লিষ্টমুপাদেয়ং মাংসমিতি ॥ ১৪০

ভবতি চাত্র।

বয়ঃশরীরাবয়বাঃ স্বভাবো ধাতবঃ ক্রিয়াঃ।
লিঙ্গং প্রমাণং সংস্কারো মাত্রা চাস্মিন্ পরীক্ষিতাঃ ॥১৪১

ইতি মাংসবর্গঃ

অত ঊর্দ্ধং ফলবর্গানুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা—দাড়িমা-

বলিয়া উহাদের পূর্ব্ব অঙ্গ (বক্ষের মাংস ?) লঘু। ১২৭। এইরূপে মহাভিষ্যন্দী আনূপ-মাংসবর্গ ব্যাখ্যাত হইল। ১২৮। তন্মধ্যে শুষ্ক, পূতি, পীড়িত, বিষাক্ত, সর্পদূষিত দিগ্ধ, বিদ্ধ, জীর্ণ, কৃশ ও কচি মাংস এবং অনুচিতাহারভক্ষী জন্তুদিগের মাংস অভক্ষ্য। কেননা শুষ্ক ও পূতিমাংস বিগতবীর্য্য বলিয়া দোষকর হয় ; পীড়িত, বিষাক্ত, সর্পদূষিত ও দিগ্ধ মাংস দূষিত বলিয়া দোষকর হয় ; এইরূপ বিদ্ধমাংস নষ্টবীর্য্য, জীর্ণ-মাংস পরিণতবীর্য্য, কৃশমাংস অল্পবীর্য্য এবং কচি-মাংস অসম্পূর্ণবীর্য্য বলিয়া দোষকর হয়। ১২৯। শুষ্ক-মাংস অরুচি ও প্রতিশ্যায়কারক এবং গুরু। বিষহত ও পীড়িত মাংস মৃত্যুকারক এবং কচি-মাংস বমিপ্রকোপ করে। ১৩০। বৃদ্ধ জন্তুর মাংস ("জীর্ণমাংস") কাস ও শ্বাসকারক। ব্যাধিদূষিত মাংস ত্রিদোষকারক। পূতি-মাংস বিবমিষাজনক এবং কৃশমাংস বাতকোপন। ১৩১। এই সকল ভিন্ন অন্যান্য মাংস উপাদেয় জানিবে। চতুষ্পাদের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস, বিহঙ্গের মধ্যে পুংজাতির মাংস, মহাশরীর মহিষাদি আনূপ জন্তুদিগের অপেক্ষা তদ্বর্গীয় অল্পশরীর রুরু প্রভৃতির মাংস এবং অল্পশরীর লাবপ্রভৃতি বিষ্কিরদিগের মধ্যে স্থূলতর-দেহদিগের মাংস উৎকৃষ্ট। ১৩২। অনন্তর শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানাদি অনুসারে মাংসের গুরুতা ও লঘুতা বলিতেছি। যথা ;—রক্তাদি শুক্রান্ত সপ্ত ধাতুর মধ্যে প্রথম প্রথমটীর অপেক্ষা পর পরটী গুরু। আর সক্থি (উরু), স্কন্ধ, ক্রোড়, শিরঃ, পাদ, কটী, পৃষ্ঠ, চর্ম্ম, কালেয়ক (বুক), যকৃৎ ও অন্ত্র উত্তরোত্তর গুরু। ১৩৩। মস্তক, স্কন্ধ, কটী, পৃষ্ঠ ও সক্থিদ্বয় যথাপূর্ব্ব গুরু। আবার সক্থিদ্বয়ের উত্তরভাগ অপেক্ষা পূর্ব্বভাগ গুরু ["আত্মপক্ষয়োঃ" পাঠের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। পাঠান্তর 'আমপক্বয়োঃ'; তাহার অর্থ এই যে পক্বমাংসের অপেক্ষা আমমাংস গুরু]। আর রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু উত্তরোত্তর গুরু। ১৩৪। সর্ব্বপ্রাণীরই দেহের মধ্যভাগ গুরু। পুরুষদিগের পূর্ব্বভাগ [শরীরের ঊর্দ্ধভাগ] ও স্ত্রীদিগের অধোভাগ গুরু। ১৩৫। বিহঙ্গদিগের বক্ষঃ ও গ্রীবা বিশেষতঃ গুরু। পক্ষদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হয় বলিয়া পক্ষীদিগের মধ্যভাগ সম অর্থাৎ গুরুও নয়, লঘুও নয়। ১৩৬। ফলাশী পক্ষীদিগের মাংস অতীব রুক্ষ। আর মাংসাশী পক্ষীদিগের মাংস অতিশয় বৃংহণ। ১৩৭। মৎস্যাশী পক্ষীদিগের মাংস পিত্তকারক। ধান্যচারী (ধান্যাহারী) পক্ষীদিগের মাংস বাতঘ্ন [এস্থলে 'পক্ষীদিগের' স্থানে জন্তুদিগের বলিলেও দোষ হয় না] ।১৩৮। জলজ, আনূপজ, গ্রাম্য, ক্রব্যাদ, একশফ, প্রসহ, বিলেশয়, জাঙ্গাল, প্রতুদ ও বিষ্কির যথোত্তর লঘু ও অল্প অভিষ্যন্দী। আর ইহারা যথাপূর্ব্ব মহাভিষ্যন্দী ও গুরু। ১৩৯। স্বজাতির মধ্যে যে সকল জন্তু প্রমাণাধিক (অতি স্থূল বা অতি দীর্ঘ), তাহারা অল্পবল ও গুরু। সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্ব অঙ্গ হইতে যকৃৎপ্রদেশবর্ত্তী অঙ্গ প্রধানতম। ঐ সকল অঙ্গই গ্রহণ করিবে। প্রধানের অভাবে মধ্যম-বয়স্ক, অক্লিষ্ট (অপূতি—অনিন্দনীয়) সদ্যোমাংস উপাদেয়। ১৪০। এই মাংসবর্গে বয়স, শরীর, অবয়ব, স্বভাব, ধাতুসমূহ, ক্রিয়া, স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ, প্রমাণ, সংস্কার ও মাত্রা-ভেদে ভিন্নতা দর্শিত হইল। ১৪১। ইতি মাংসবর্গ ॥

অথ ফলবর্গ। অনন্তর ফলবর্গ ব্যাখ্যা করিব। যথা ;—

আমলকবদরকোলকর্কন্ধুসৌবীরশিম্বিতিকাফলকপিত্থমাতুলুঙ্গা-
ম্রাম্রাতককরমর্দ্দপিয়াললকুচভব্য-পারাবতবেত্রফল-প্রাচীনাম-
লকতিন্তিড়ীকনীপকোশাম্রাম্লীকানারঙ্গজম্বীরপ্রভৃতীনি ॥ ১৪২

অম্লানি রসতঃ পাকে গুরূণ্যুষ্ণানি বীর্য্যতঃ।
পিত্তলান্যনিলঘ্নানি কফোৎক্লেশকরাণি চ ॥ ১৪৩
কষায়ানুরসং তেষাং দাড়িমং নাতিপিত্তলম্।
দীপনীয়ং রুচিকরং হৃদ্যং বর্চ্চোবিবন্ধনম্ ॥
দ্বিবিধং তৎ তু বিজ্ঞেয়ং মধুরঞ্চাম্লমেব চ।
ত্রিদোষঘ্নঞ্চ মধুরমম্লং বাতকফাপহম্ ॥ ১৪৪
অম্লং সমধুরং তিক্তং কষায়ং কটুকং সরম্।
চক্ষুষ্যং সর্ব্বদোষঘ্নং বৃষ্যমামলকীফলম্ ॥
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ।
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলেভ্যোঽভ্যধিকঞ্চ তৎ ॥ ১৪৪
কর্কন্ধুকোলবদরমামং পিত্তকফাবহম্।
পক্বং পিত্তানিলহরং স্নিগ্ধং সমধুরং সরম্।
পুরাতনং তৃট্শমনং শ্রমঘ্নং দীপনং লঘু ॥ ১৪৫
সৌবীরং বদরং স্নিগ্ধং মধুরং বাতপিত্তজিৎ ॥ ১৪৬
কষায়ং স্বাদু সংগ্রাহি শীতং শিম্বিতিকাফলম্ ॥ ১৪৭
আমং কপিত্থমস্বর্য্যং কফঘ্নং গ্রাহি বাতলম্।
কফানিলহরং পক্বং মধুরাম্লরসং গুরু ॥ ১৪৮
শ্বাসকাসারুচিহরং তৃষ্ণাঘ্নং কণ্ঠশোধনম্।
লঘ্বম্লং দীপনং হৃদ্যং মাতুলুঙ্গমুদাহৃতম্ ॥
ত্বক্ তিক্তা দুর্জ্জরা তস্য বাতক্রিমিকফাপহা।
স্বাদু শীতং গুরু স্নিগ্ধং মাংসং মারুতপিত্তজিৎ ॥
মেধ্যং শূলানিলচ্ছর্দ্দি-কফারোচকনাশনম্।
দীপনং লঘু সংগ্রাহি গুল্মার্শোঘ্নন্তু কেসরম্ ॥
শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্নৌ কফমারুতে।
অরুচৌ চ বিশেষেণ রসস্তস্যোপদিশ্যতে ॥ ১৪৯
পিত্তানিলকরং বালং পিত্তলং বদ্ধকেসরম্ ॥ ১৫০
হৃদ্যং বর্ণকরং রুচ্যং রক্তমাংসবলপ্রদম্ ॥
কষায়ানুরসং স্বাদু বাতঘ্নং বৃংহণং গুরু।
পিত্তাবিরোধি সম্পক্বমাম্রং শুক্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫১
বৃংহণং মধুরং বল্যং গুরু বিষ্টভ্য জীর্য্যতি।
আম্রাতকফলং বৃষ্যং সস্নেহং শ্লেষ্মবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫২
ত্রিদোষবিষ্টম্ভকরং লকুচং শুক্রনাশনম্ ॥ ১৫৩
অম্লং তৃষ্ণাপহং রুচ্যং পিত্তকৃৎ করমর্দ্দকম্ ॥ ১৫৪
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং পিয়ালং গুরু শীতলম্ ॥ ১৫৫
হৃদ্যং স্বাদু কষায়াম্লং ভব্যমাস্যবিশোধনম্।

দাড়িম, আমলক, বদর (বড় কুল), কোল (মধ্যমপ্রকার কুল), কর্কন্ধু (সিয়াকুল), সৌবীর (মরুদেশজ—ইহা কাঁচা পাকা উভয় অবস্থাতেই মধুর), সিম্বিতিকা ফল (সৌবীর-ভেদ), কপিত্থ, মাতুলুঙ্গ, আম্র, আমড়া, করমর্দ, পিয়াল, লকুচ (মাদারফল), ভব্য (চালিদা), পারাবতফল (কামরূপে জন্মে। ইহা পাককালে শ্বেত-লোহিতবর্ণ হয় এবং মধুরাম্ল হইয়া থাকে), বেত্রফল, প্রাচীনামলক (পানীয়ামলক), তিন্তিড়ী (বৃক্ষাম্ল), নীপ (কদম্ব), কোশাম্র অম্লীকা (তেঁতুল), নারঙ্গ এবং জম্বীর (জামীর-নেবু ইতি রাধাকান্ত।) এই সকল ফল রসে অম্ল, গুরুপাকী ও উষ্ণবীর্য্য, পিত্তল, বাতঘ্ন এবং কফের উৎক্লেশকারী। ১৪২।১৪৩। ইহাদের মধ্যে দাড়িম কষায়ানুরস, অনতিপিত্তল, দীপনীয়, রুচিকর, হৃদ্য ও বিষ্ঠাসংগ্রহণ। ইহা দ্বিবিধ ;—মধুর-দাড়িম ও অম্ল-দাড়িম। তন্মধ্যে মধুর-দাড়িম ত্রিদোষঘ্ন এবং অম্ল-দাড়িম বাতকফনাশক। ১৪৪। আমলকী-ফল অম্ল, সুমধুর, তিক্ত, কষায়, কটু, সারক, চক্ষুষ্য, সর্ব্বদোষঘ্ন ও বৃষ্য। ইহা অম্ল বলিয়া বায়ুনাশক, মধুর ও শীতল বলিয়া পিত্তনাশক, রুক্ষ ও কষায় বলিয়া কফনাশক এবং সকল ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৪৪। কর্কন্ধু, কোল ও বদর কাঁচা হইলে পিত্ত-কফকারক এবং পক্ব হইলে বাতপিত্তহারক হয় এবং স্নিগ্ধ, ঈষৎ মধুর ও সারক হইয়া থাকে। শুষ্ক পাকাকুল তৃষ্ণানাশক, শ্রমঘ্ন, দীপন ও লঘু। ১৪৫। সৌবীর নামক বদরজাতীয় ফল স্নিগ্ধ, মধুর ও বাতপিত্তনাশক। ১৪৬। সিম্বিতিকা ফল কষায়, স্বাদু, সংগ্রাহী ও শীতল। ১৪৭। কাঁচা কদবেল স্বরনাশক, কফঘ্ন, গ্রাহী ও বাতল। পাকা কদবেল কফবায়ুনাশক, মধুরাম্ল-রস ও গুরু। ১৪৮। মাতুলুঙ্গ-ফল (ছোলঙ্গ-নেবু ইতি রাধাকান্ত। বিজোরা ইতি ভাবপ্রকাশ) শ্বাস কাস ও অরুচিনাশক, তৃষ্ণানাশক, কণ্ঠশোধক, লঘু, অম্ল, দীপন ও হৃদ্য। উহার ত্বক্ তিক্ত, দুর্জ্জর এবং বায়ু ক্রিমি ও কফ নাশ করে। উহার মাংস (শাঁস। নিবন্ধ বলেন, "মাংসং কটাহমিত্যর্থঃ") স্বাদু, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ ও বাতপিত্তনাশক। উহার কেশর (বীজের অন্তর্গত তন্তুজাল) মেধ্য, শূল বায়ু বমি কফ ও অরুচি নাশ করে, দীপন, লঘু, সংগ্রাহী এবং গুল্ম ও অর্শঃ নাশ করে। উহার রস শূল, অজীর্ণ, বিবন্ধ, মন্দাগ্নি, কফ বায়ু ও অরুচিতে বিশেষ প্রশস্ত। [পরবর্ত্তী প্রকরণ দেখিলে কেশর শব্দের অর্থ বীজের শাঁস বলিয়া মনে হয়]। ১৪৯। কচি আম্র-ফল পিত্তবায়ুকারক। বদ্ধকেশর (বোধ হয় যাহার কসীর উপর খোসা হইয়াছে) আম্র পিত্তকারী। ১৫০। সুপক্ব আম্র হৃদ্য, বর্ণকারক, রুচিকারক, রক্তমাংস-বলপ্রদ, কষায়ানুরস, স্বাদু, বাতঘ্ন, বৃংহণ, গুরু, পিত্তের অবিরোধী ও শুক্রবর্দ্ধক। ১৫১। আমড়া-ফল বৃংহণ, মধুর, বল্য, গুরু, বিষ্টম্ভ উৎপাদনপূর্ব্বক জীর্ণ হয়, বৃষ্য, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক। ১৫২। লকুচ-ফল ত্রিদোষকারক, বিষ্টম্ভকারক ও শুক্রনাশক। ১৫৩। করমর্দ্দ-ফল (কেহ করমচা, কেহ বা কামরাঙ্গা এইরূপ অর্থ করেন। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, তাঁহার ভাষায় ইহাকে (করোদা—করোন্দা কহে। রাধাকান্ত বলেন যে, করৌন্দা ইতি করমচা ইতি চ ভাষা) অম্ল, তৃষ্ণানাশক, রুচিকারক ও পিত্তকারক। ১৫৪। পিয়াল-ফল বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য, গুরু ও শীতল। ১৫৫। ভব্য-ফল

পিত্তশ্লেষ্মহরং গ্রাহি গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্ ॥ ১৫৬
পারাবতং সমধুরং রুচ্যমত্যগ্নিবাতনুৎ ॥ ১৫৭
গরদোষহরং নীপং প্রাচীনামালকং তথা ॥ ১৫৮
বাতাপহং তিন্তিড়ীকমামং পিত্তবলাসকৃৎ।
গ্রাহ্যুষ্ণং দীপনং রুচ্যং সম্পকং কফবাতনুৎ ॥ ১৫৯
তস্মাদল্পান্তরগুণং কোশাম্রফলমুচ্যতে ॥ ১৬০
অম্লীকায়াঃ ফলং পক্বং তদ্বদ্ভেদি তু কেবলম্ ॥ ১৬১

(চালিদা) হৃদ্য, স্বাদু, কষায়, অম্ল, মুখশোধক, পিত্তশ্লেষ্মহর, গ্রাহী, গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল। ১৫৬। পারাবত-ফল ঈষৎ মধুর, রুচিকারক, অত্যগ্নিকারক ও বায়ুনাশক। ১৫৭। কদম্ব গরদোষ-নাশক। প্রাচীনামলকও তদ্বৎ। ১৫৮। কাঁচা তিন্তিড়ী বায়ুনাশক ও পিত্তশ্লেষ্মকারক। সুপক্ব তিন্তিড়ী গ্রাহী, উষ্ণ, দীপন, রুচিকারক ও কফবাতনাশক। [তিন্তিড়ী, বৃক্ষাম্ল, অম্লবেতস ও অম্লীকা এই চারিটীর মীমাংসা নাই। শিবদাস কোন কোন স্থানে কহেন যে, বৃক্ষাম্লই তিন্তিড়ী। ভাবপ্রকাশ বলেন, তিন্তিড়ী বৃক্ষাম্লের একটী পর্য্যায়। লোকে সচরাচর তিন্তিড়ী শব্দে তেঁতুল অর্থ করে। উদয়চাঁদ ও ইংরাজ ডাক্তারেরা এই অর্থই করেন। কিন্তু আবার অম্লীকা শব্দেও তিন্তিড়ী, ইতি ভাবপ্রকাশ, রাধাকান্ত ও শিবদাস। উদয়চাঁদ বা তদীয় সম্প্রদায় অম্লীকার উল্লেখ করেন না। আবার বৃক্ষাম্ল শব্দে সচরাচর অম্লবেতস অর্থ করিয়া থাকেন। রাধাকান্ত বলেন, "অম্লবেতস চুকাশাক ইতি কেচিৎ, অম্লচুকাই ইতি খ্যাত ইতি কেচিৎ"। উদয়চাঁদ ও তৎসম্প্রদায় বলেন যে, ইহা চুক্রাপ্লুলং। ভাবপ্রকাশ বলেন, বৃক্ষাম্লের একটী পর্য্যায় চুক্র অর্থাৎ চুকাপালং। ভাবপ্রকাশ আরও বলেন যে, অম্লবেতসের রসে লৌহসূচী গলিয়া যায়, রাধাকান্ত বলেন যে, ইহাতে ছাগমাংস গলিয়া যায়, ইহার রস ভেদক। রাজবল্লভ বলেন, অম্লবেতসের পক্ব-ফল ধারক। ভাজনঘাট-নিবাসী—শ্যামাচরণ গুপ্ত তৎসঙ্কলিত আয়ুর্ব্বেদ-চন্দ্রিকায় কহেন যে, ইহা এক প্রকার গুল্ম, বঙ্গভাষায় ইহাকে "থৈকড়" কহে, এই মতই সচরাচর কবিরাজেরা প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ কহেন যে, হিন্দীতে ইহাকে অম্লবেৎ কহে। সুশ্রুত কহেন যে, তিন্তিড়ী সংগ্রাহী, কিন্তু অম্লীকা-ফল ভেদক; তেঁতুলের ভেদকতা-শক্তি প্রসিদ্ধ আছে। সুশ্রুতের এই অধ্যায়ে অম্লবেতসের উল্লেখ নাই, বেত্রফলের উল্লেখ আছে, কিন্তু বেত্রফলের গুণ নির্দ্দিষ্ট নাই। রাজবল্লভ বলেন, বেত্রের ফল অম্ল। বোধ হয়, সুশ্রুতের বেত্রফল ও অন্যান্যদিগের অম্লবেতস এক। আর অম্লীকা, তিন্তড়ী ও বৃক্ষাম্ল—একের অভাবে আর একটা প্রয়োগ করা যাইতে পারে]। ১৫৯। তিন্তিড়ী অপেক্ষা কোশাম্র (কোশাম) অল্পই গুণান্তর। ১৬০। অম্লীকার পক্বফল সেইরূপ গুণবিশিষ্ট, অথচ ইহা কেবল (?) ভেদক। ১৬১। নারঙ্গ অম্ল, ঈষৎ মধুর,

অম্লং সমধুরং হৃদ্যং বিশদং ভক্তরোচনম্।
বাতঘ্নং দুর্জ্জরং প্রোক্তং নারঙ্গস্য ফলং গুরু ॥ ১৬২
তৃষ্ণাশূলকফোৎক্লেশ-ছর্দ্দিশ্বাসনিবারণম্
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধঘ্নং জম্বীরং গুরু পিত্তকৃৎ ॥ ১৬৩
ঐরাবতং দন্তশঠমম্লং শোণিতপিত্তকৃৎ ॥ ১৬৪
ক্ষীরবৃক্ষফলজাম্ববরাজাদনতোদনতিন্দুকবকুলধন্বনাশ্মন্তকাশ্বকর্ণফল্গুপরূষকগাঙ্গেরুকীপুষ্করবর্ত্তিবিম্ববিম্বীপ্রভৃতীনি ॥ ১৬৫
ফলান্যেতানি শীতানি কফপিত্তহরাণি চ।
সংগ্রাহকাণি রুক্ষাণি কষায়মধুরাণি চ ॥ ১৬৬
ক্ষীরবৃক্ষফলং তেষাং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
কষায়ং মধুরং সাম্লং নাতিমারুতকোপনম্ ॥ ১৬৭
অত্যর্থং বাতলং গ্রাহি জাম্ববং কফপিত্তজিৎ ॥ ১৬৮
স্নিগ্ধং স্বাদু কষায়ঞ্চ রাজাদনফলং গুরু ॥ ১৬৯
কষায়ং মধুরং রুক্ষং তোদনং কফবাতজিৎ।
অম্লোষ্ণং লঘু সংগ্রাহি স্নিগ্ধং পিত্তাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৭০
আমং কষায়ং সংগ্রাহি তিন্দুকং বাতকোপনম্।
বিপাকে গুরু সম্পকং মধুরং কফপিত্তজিৎ ॥ ১৭১

হৃদ্য, বিশদ, ভক্তরোচন, বাতঘ্ন, দুর্জ্জর ও গুরু। ১৬২। জম্বীর তৃষ্ণা, শূল, কফ, উৎক্লেশ, বমি, শ্বাস ও বাতশ্লেষ্মা নাশ করে। ইহা গুরু ও পিত্তকারক। ১৬৩। ঐরাবত (জম্বীরভেদ) ও দন্তশঠ (জম্বীরভেদ) রক্তপিত্তকারক। [উদয়চাঁদ কহেন, জম্বীর গোঁড়ানেবু, লিম্পাক পাতিনেবু, নিম্বুক কাগজীনেবু, বীজপূর টাবানেবু, মধুকর্কটিকা মিঠানেবু, মাতুলুঙ্গ ছোলঙ্গনেবু বা citrus medica করুণা citrus medica এবং নাগরঙ্গ কমলানেবু। এই মতে মাতুলুঙ্গ ও জম্বীর ভিন্নজাতি। কারণ জম্বীরকে citrus acida বলা হইয়াছে। এই মতে নাগরঙ্গ মধুর আর নারঙ্গ অম্ল কমলানেবু]। ১৬৪। অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরী বৃক্ষের ফল, জম্বু, রাজাদন (ক্ষীরখর্জ্জুর), তোদন (রাজপ্রিয় শীতফল-বিশেষ); তিন্দুক, বকুল, ধন্বন, অশ্মন্তক (অম্ললোণিকা বা কোবিদার), অশ্বকর্ণ (পূর্ব্বদেশে জন্মে) অশ্বত্থসদৃশ। কেহ বলেন, "ঘোড়াকানি শাল"), ফল্গু (কাকডুমুর), পরূষক (ফলসা), গাঙ্গেরুকী-ফল (নাগবলা), পুষ্করবর্ত্তি (উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ। তথায় ইহাকে আমাদ বলে), বিম্ব, বিম্বী প্রভৃতি। এই সকল ফল শীতল, কফপিত্তহর, সংগ্রাহক, রুক্ষ ও কষায়-মধুর। ১৬৫। ১৬৬। তন্মধ্যে ক্ষীরী-বৃক্ষদিগের ফল গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, কষায়-মধুর, ঈষৎ অম্ল এবং অনতিবায়ুকোপন। ১৬৭। জম্বুফল অতিশয় বাতল, গ্রাহী ও কফপিত্তনাশক। ১৬৮। রাজাদন-ফল স্নিগ্ধ, স্বাদু, কষায় ও গুরু। ১৬৯। তোদনফল কষায়, মধুর, রুক্ষ, কফবাতনাশক, অম্ল, উষ্ণ, লঘু, সংগ্রাহী, স্নিগ্ধ এবং পিত্তাগ্নিবর্দ্ধক। ১৭০। কাঁচা তিন্দুক কষায়, সংগ্রাহী ও বাতকোপন। পাকা তিন্দুক বিপাকে গুরু, মধুর ও কফপিত্তনাশক। ১৭১। বকুল-ফল মধুর, কষায়, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী,

মধুরঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলম্।
স্থিরীকরঞ্চ দন্তানাং বিশদং ফলমুচ্যতে॥ ১৭২
কষায়ঞ্চ হিমং স্বাদু ধাম্বনং কফবাতজিৎ॥ ১৭৩
তদ্বদ্গাঙ্গেরুকং বিদ্যাদশ্মন্তকফলানি চ॥ ১৭৪
বিষ্টম্ভি মধুরং স্নিগ্ধং ফল্গুজং তর্পণং গুরু॥ ১৭৫
অত্যম্লমীষন্মধুরং কষায়ানুরসং লঘু।
বাতঘ্নং পিত্তজননমামং বিদ্যাৎ পরূষকম্।
তদেব পক্বং মধুরং বাতপিত্তনিবর্হণম্॥
বিপাকে মধুরং শীতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥ ১৭৬
পৌষ্করং স্বাদু বিষ্টম্ভি বল্যং কফকরং গুরু॥ ১৭৭
কফানিলহরং তীক্ষ্ণং স্নিগ্ধং সংগ্রাহি দীপনম্।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণং বালং বিল্বমুদাহৃতম্॥
তদেব বিদ্যাৎ সম্পক্বং মধুরানুরসং গুরু।
বিদাহি-বিষ্টম্ভকরং দোষকৃৎ পূতিমারুতম্॥ ১৭৮
বিম্বীফলং সাশ্বকর্ণং স্তন্যকৃৎ কফপিত্তজিৎ।
তৃড়্দাহজ্বরপিত্তাসৃক্-কাসশ্বাসক্ষয়াপহম্॥ ১৭৯
তালনারিকেলপনসমোচপ্রভৃতীনি॥ ১৮০
স্বাদুপাকরসান্যাহুর্বাতপিত্তহরাণি চ।
বলপ্রদানি স্নিগ্ধানি বৃংহণানি হিমানি চ॥ ১৮১
ফলং স্বাদুরসং তেষাং তালজং গুরু পিত্তজিৎ।
তদ্বীজং স্বাদুপাকঞ্চ মূত্রলং বাতপিত্তজিৎ॥ ১৮২
নারিকেলং গুরু স্নিগ্ধং পিত্তঘ্নং স্বাদু শীতলম্।
বলমাংসপ্রদং হৃদ্যং বৃংহণং বস্তিশোধনম্॥ ১৮৩
পনসং সকষায়ন্তু স্নিগ্ধং স্বাদুরসং গুরু॥ ১৮৪

মোচং স্বাদুরসং প্রোক্তং কষায়ং নাতিশীতলম্।
রক্তপিত্তহরং বৃষ্যং রুচ্যং শ্লেষ্মকরং গুরু॥ ১৮৫
দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যমধুকপুষ্পখর্জ্জুরপ্রভৃতীনি॥ ১৮৬
রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্গুরূণি মধুরাণি চ॥ ১৮৭
তেষাং দ্রাক্ষা সরা স্বর্য্যা মধুরা স্নিগ্ধশীতলা।
রক্তপিত্তজ্বরশ্বাস-তৃষ্ণাদাহক্ষয়াপহা॥ ১৮৮
হৃদ্যং মূত্রবিবন্ধঘ্নং পিত্তাসৃগ্বাতনাশনম্।
কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে॥ ১৮৯
ক্ষতক্ষয়াপহং হৃদ্যং শীতলং তর্পণং গুরু।
রসে পাকে চ মধুরং খার্জ্জুরং রক্তপিত্তজিৎ॥ ১৯০
বৃংহণীয়মহৃদ্যঞ্চ মধূককুসুমং গুরু।
বাতপিত্তোপশমনং ফলং তস্যোপদিশ্যতে॥ ১৯১
বাতামাক্ষোড়াভিবুকনিচুলপিচুনিকোচকোরুমাণপ্রভৃতীনি॥ ১৯২
পিত্তশ্লেষ্মহরাণ্যাহুঃ স্নিগ্ধোষ্ণানি গুরূণি চ।
বৃংহণান্যনিলঘ্নানি বল্যানি মধুরাণি চ॥ ১৯৩
কষায়ং কফপিত্তঘ্নং কিঞ্চিত্তিক্তং রুচিপ্রদম্।
হৃদ্যং সুগন্ধি বিশদং লবলীফলমুচ্যতে॥ ১৯৪
বসিরং শীতপাক্যঞ্চ সারুষ্করনিবন্ধনম্।
বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরং রুক্ষং শীতলং বাতকোপনম্।
বিপাকে মধুরঞ্চাপি রক্তপিত্তপ্রণাশনম্॥ ১৯৫
ঐরাবতং দন্তশঠমম্লং শোণিতপিত্তকৃৎ॥ ১৯৬
শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতকৃদ্গুরু॥ ১৯৭

দন্তসমূহের দৃঢ়ীকর ও বিশদ। ১৭২। ধন্বনফল কষায়, হিম, স্বাদু ও কফবাতনাশক। ১৭৩। গাঙ্গেরুকীফল ও অশ্মন্তক-ফলসমূহও সেইরূপ জানিবে। ১৭৪। ফল্গুফল বিষ্টম্ভী, মধুর, স্নিগ্ধ, তর্পণ ও গুরু। ১৭৫। কাচা ফলসা ফল অতিশয় অম্ল, ঈষৎ মধুর, কষায়ানুরস, লঘু, বাতঘ্ন ও পিত্তজনন। তাহাই আবার পক্ব হইলে মধুর, বাতপিত্তনাশক, বিপাকে মধুর, শীতল ও রক্তপিত্তপ্রসাদক। ১৭৬। পুষ্করফল স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বল্য, কফকর ও গুরু। ১৭৭। কচি বেল কফানিলহারক, তীক্ষ্ণ (শীঘ্রক্রিয়াকারী), স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, দীপন, কটু, তিক্ত, কষায় ও উষ্ণ। তাহাই আবার পক্ব হইলে মধুরানুরস, গুরু, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, দোষকারক ও অধোবায়ুর দুর্গন্ধতা-সম্পাদক হয়। ১৭৮। বিম্বীফল ও অশ্বকর্ণফল স্তন্যকারক, কফপিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও ক্ষয় নাশ করে। ১৭৯। তাল, নারিকেল, পনস, কদলী প্রভৃতি ফল। পাকে ও রসে স্বাদু, বাতপিত্তহর, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও হিম। ১৮০। ১৮১। তন্মধ্যে তালফল স্বাদুরস, গুরু, পিত্তকারক। তাল-আঁটীর শাঁস স্বাদুপাক, মূত্রকারক ও বাতপিত্তহর। ১৮২। নারিকেলফল গুরু, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন, স্বাদু, শীতল, বলমাংসকারক, হৃদ্য, বৃংহণ, বস্তিশোধন। ১৮৩। কাঁঠাল ঈষৎ কষায়, স্নিগ্ধ, স্বাদুরস ও গুরু। ১৮৪। কলা স্বাদুরস, কষায় ও নাতিশীতল এবং রক্তপিত্তহর, বৃষ্য, রুচ্য, শ্লেষ্মকর ও গুরু। ১৮৫। দ্রাক্ষা, গাম্ভারী-ফল, মৌলফুল ও খর্জ্জুর-প্রভৃতি রক্তপিত্তহর, গুরু ও মধুর। ১৮৬। ১৮৭। তন্মধ্যে দ্রাক্ষা সারক, স্বরকারক, মধুর, স্নিগ্ধ-শীতল এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ ও ক্ষয় নাশ করে। ১৮৮। গাম্ভারী-ফল হৃদ্য, মূত্রবিবন্ধনাশক, পিত্তরক্তনাশক, বায়ু-নাশক, কেশ্য, রসায়ন ও মেধ্য। ১৮৯। খর্জ্জুর ক্ষত ও ক্ষয় নাশ করে। ইহা হৃদ্য, শীতল, তর্পণ, গুরু, রসে ও পাকে মধুর এবং রক্তপিত্তনাশক। ১৯০। মৌলফুল বৃংহণীয়, হৃদ্য, গুরু ও বাতপিত্তনাশক। ১৯১। বাদাম, আকরোট, অভিষুক, নিচুল, নিকোচক ও উরুমাণ প্রভৃতি পিত্তশ্লেষ্মহর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, বৃংহণ, বায়ুনাশক, বল্য ও মধুর। ১৯২। ১৯৩। নোনাফল কষায়, কফপিত্তঘ্ন, কিঞ্চিৎ তিক্ত, রুচিপ্রদ, হৃদ্য, সুগন্ধি ও বিশদ। ১৯৪। বসির (সূর্য্যাবর্ত্ত-ফল), শীতপাকী (বলাফল) ও ভল্লাতক-বৃন্ত বিষ্টম্ভী, দুর্জ্জর, রুক্ষ, শীতল, বাতকোপন, বিপাকে মধুর ও রক্তপিত্তনাশক। ১৯৫। ঐরাবতফল ও দন্তশঠ অম্ল ও রক্তপিত্তকারক (লিপিকরপ্রমাদ বশতই এই শ্লোকার্দ্ধ দ্বিরুক্ত হইয়াছে বোধ হয়)। ১৯৬। টঙ্কফল (কাশ্মীরজ) শীতল, কষায়, মধুর, বায়ুকারক ও গুরু। ১৯৭

স্নিগ্ধোষ্ণং তিক্তমধুরং বাতশ্লেষ্মঘ্নমৈঙ্গুদম্ ॥ ১৯৮
শমীফলং গুরু স্বাদু রূক্ষোষ্ণং কেশনাশনম্ ॥ ১৯৯
গুরু শ্লেষ্মাতকফলং কফকৃন্মধুরং হিমম্ ॥ ২০০
করীরাক্ষিকপীলূনি তৃণশূন্যফলানি চ।
স্বাদুতিক্তকটূষ্ণানি কফবাতহরাণি চ ॥ ২০১
তিক্তং পিত্তকরং তেষাং সরং কটুবিপাকি চ।
তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুকং পীলু সস্নেহং কফবাতজিৎ ॥ ২০২
আরুষ্করং তৌবরকং কষায়ং কটুপাকি চ।
উষ্ণং কৃমিজ্বরানাহ-মেহোদাবর্ত্তনাশনম্ ॥ ২০৩
কুষ্ঠগুল্মোদরার্শোঘ্নং কটুপাকি তথৈব চ।
করঞ্জকিংশুকারিষ্টফলং জন্তুপ্রমেহনুৎ ॥ ২০৪
রুক্ষোষ্ণং কটুকং পাকে লঘু বাতকফাপহম্।
তিক্তমীষদ্বিষহিতং বিড়ঙ্গং কৃমিনাশনম্ ॥ ২০৫
ব্রণ্যমুষ্ণং সরং মেধ্যং দোষঘ্নং শোফকুষ্ঠনুৎ।
কষায়ং দীপনঞ্চাম্লং চক্ষুষ্যঞ্চাভয়াফলম্ ॥ ২০৬
ভেদনং লঘু রুক্ষোষ্ণং বৈস্বর্য্যং কৃমিনাশনম্।
চক্ষুষ্যং স্বাদুপাক্যম্লং কষায়ং কফপিত্তজিৎ ॥ ২০৭
কফপিত্তহরং রুক্ষং বক্ত্রক্লেদমলাপহম্।
কষায়মীষন্মধুরং কিঞ্চিৎ পূগফলং সরম্ ॥ ২০৮
জাতীকোশোঽথ কর্পূরং জাতীকটুকয়োঃ ফলম্।
কক্কোলকং লবঙ্গঞ্চ তিক্তং কটু কফাপহম্।
লঘু তৃষ্ণাপহং বক্ত্রক্লেদদৌর্গন্ধ্যনাশনম্ ॥ ২০৯
সতিক্তঃ সুরভিঃ শীতঃ কর্পূরো লঘুলেখনঃ।
তৃষ্ণায়াং মুখশোষে চ বৈরস্যে চাপি পূজিতঃ ॥ ২১০
লতাকস্তুরিকা তদ্বচ্ছীতা বস্তিবিশোধনী ॥ ২১১
পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ ॥ ২১২
বৈভীতকো মদকরঃ কফমারুতনাশনঃ ॥ ২১৩
কষায়ো মধুরো মজ্জা কোলানাং পিত্তনাশনঃ।
তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দ্যনিলঘ্নশ্চ তদ্বচ্চামলকস্য চ ॥ ২১৪
বীজপূরকশম্পাকমজ্জা কোশাম্রসম্ভবঃ।
স্বাদুপাকোঽগ্নিবলকৃৎ স্নিগ্ধঃ পিত্তানিলাপহঃ ॥ ২১৫
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দিশেৎ ॥ ২১৬
ফলেষু পরিপক্বং যদ্‌গুণবৎ তদুদাহৃতম্।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণোত্তরম্।
গ্রাহ্যুষ্ণং দীপনং তদ্ধি কষায়ং কটুতিক্তকম্ ॥ ২১৭
ব্যাধিতং কৃমিজুষ্টঞ্চ পাকাতীতমকালজম্।
বর্জ্জনীয়ং ফলং সর্ব্বমপর্য্যাগতমেব চ ॥ ২১৮
ইতি ফলবর্গঃ ॥

শাকান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ ॥ ২১৯
তত্র পুষ্পফলালাবুকালিন্দকপ্রভৃতীনি ॥ ২১৯
পিত্তঘ্নান্যনিলং কুর্য্যুস্তথা মন্দকফানি চ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি স্বাদুপাকরসানি চ ॥ ২২১

ইঙ্গুদী-ফল স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তিক্তমধুর ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ১৯৮। শমীফল গুরু, স্বাদু, রুক্ষ, উষ্ণ ও কেশনাশক। ১৯৯। শ্লেষ্মাতক-ফল গুরু, কফকারক, মধুর ও হিম। ২০০। করীর-ফল, আক্ষিকা ফল (কেহ বলেন, আচ-ফল), পীলুফল ও তৃণশূন্য ফল (কেহ বলেন মল্লিকা-ফল। কেহ বলেন, কেতকীফল) স্বাদু, তিক্ত, কটু, উষ্ণ ও কফবাতনাশক। ২০১। পীলুফল তিক্ত, পিত্তকর, সারক, কটুবিপাকী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ ও কফবাত-হারক। ২০২। আরুষ্কর-ফল ও তুবরক-ফল (পশ্চিম সমুদ্র-তীরে জাত) কষায়, কটুপাকী, উষ্ণ এবং কৃমি জ্বর আনাহ মেহ ও উদাবর্ত্ত নাশ করে। ২০৩। করঞ্জ, কিংশুক ও নিম্বের ফল কুষ্ঠ গুল্ম উদরী ও অর্শ নাশ করে। ইহা কটুপাকী এবং কীট ও প্রমেহ নাশ করিয়া থাকে। ২০৪। বিড়ঙ্গ রুক্ষ, উষ্ণ, পাকে কটু, লঘু, বাতকফনাশক, ঈষৎ তিক্ত, বিষে হিতকর ও কৃমিনাশক। ২০৫। হরীতকী-ফল ব্রণে হিতকর, উষ্ণ, সর, মেধ্য, দোষঘ্ন, শোফনাশক, কুষ্ঠ-নাশক, কষায়, দীপন, অম্ল ও চক্ষুষ্য। ২০৬। বিভীতকফল ভেদন, লঘু, রুক্ষ, বিস্বরতাকারক, কৃমিনাশক, চক্ষুষ্য, স্বাদু-পাকী, কষায় ও কফপিত্তনাশক। ২০৭। পূগফল কফপিত্ত নাশক, রুক্ষ, মুখক্লেদ ও মুখমলনাশক, কষায়, ঈষৎ মধুর এবং কিঞ্চিৎ সর। ২০৮। জাতীকোষ (জয়িত্রী), কর্পূর, জাতীফল (জায়ফল) ও কটুকাফল (লতাকস্তুরিকার ফল), কক্কোলক (কাঁকলা) ও লবঙ্গ তিক্ত, কটু ও কফ-নাশক এবং লঘু, তৃষ্ণাপহ, মুখক্লেদনাশক ও মুখদুর্গন্ধ-নাশক। ২০৯। কর্পূর ঈষৎ তিক্ত, সুরভি, শীতল, লঘু, লেখন এবং তৃষ্ণা মুখশোষ ও মুখবৈরস্যে প্রয়োজনীয়। ২১০। সেইরূপ লতাকস্তুরিকা শীতল ও বস্তিশোধন। ২১১। পিয়াল-মজ্জা মধুর, বৃষ্য এবং পিত্তবায়ুনাশক। (অস্থির অন্তর্গত শাঁসের নাম মজ্জা)। ২১২। বিভীতক-মজ্জা মত্ততা-কারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ২১৩। কুলের মজ্জা কষায়, মধুর, পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা বমি ও বায়ুনাশ করে। আমলকীর মজ্জাও তদ্রূপ। ২১৪। বীজপূরক, শম্পাক (সোঁদাল) ও কোশাম্রের মজ্জা স্বাদুপাক, অগ্নিকারক, বলকারক, স্নিগ্ধ এবং পিত্তবায়ুনাশক। ২১৫। যে যে ফলের বীর্য্য যেরূপ, সেই সেই ফলের মজ্জার গুণও সেইরূপ। ২১৬। ফল-সমূহের মধ্যে যাহা পরিপক্ব, তাহাই গুণাধিক। কিন্তু বিল্বফল কাঁচাই ভাল। কাঁচা বিল্বফল গ্রাহী, উষ্ণ, দীপন, কষায়, কটু ও তিক্ত। ২১৭। ব্যাধিত, কৃমিজুষ্ট, পাকাতীত, অকালজ ও অপর্য্যাগত (কাঁচা), ফল সকল বর্জ্জনীয়ই। ২১৮। ইতি ফলবর্গ ॥

অথ শাকবর্গ। অনন্তর আমরা শাকবর্গ ব্যাখ্যা করিব। শাকবর্গের মধ্যে কতকগুলি পুষ্প ও ফল, যথা অলাবু ও কালিন্দক (ইহা কুষ্মাণ্ড সদৃশ অথচ কৃষ্ণবীজ) প্রভৃতিও আছে। ২১৯।২২০। শাক সকল পিত্তঘ্ন, বায়ুকারক, অল্প কফকারক, মূত্র-পুরীষ-বিসর্জ্জনকারক এবং স্বাদু পাক ও

পিত্তঘ্নং তেষু কুষ্মাণ্ডং বালং মধ্যং কফাপহম্।
পক্কং লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনম্॥
সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং পথ্যং চেতোবিকারিণাম্॥ ২২২
দৃষ্টিশুক্রক্ষয়করং কালিন্দং কফবাতকৃৎ॥ ২২৩
অলাবুর্ভিন্নবিট্কা তু রুক্ষা গুর্ব্বতিশীতলা॥ ২২৪
তিক্তালাবুরহৃদ্যা তু বামনী বাতপিত্তজিৎ॥ ২২৫
ত্রপুসৈর্ব্বারুকর্কারুকশীর্ণবৃন্তপ্রভৃতীনি॥ ২২৬
গুরুবিষ্টম্ভিশীতানি স্বাদূনি কফকৃন্তি চ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি সক্ষারমধুরাণি চ॥ ২২৭
বালং সুনীলং ত্রপুসং তেষাং পিত্তহরং স্মৃতম্।
তৎ পাণ্ডুকফকৃজ্জীর্ণমম্লং বাতকফাপহম্॥ ২২৮
এর্ব্বারুকং সকর্কারু সম্পক্বং কফবাতকৃৎ।
সক্ষারং মধুরং রুচ্যং দীপনং নাতিপিত্তলম্॥ ২২৯
সক্ষারং মধুরঞ্চৈব শীর্ণবৃন্তং কফাপহম্।
ভেদনং দীপনং হৃদ্যমানাহাষ্ঠীলনুল্লঘু॥ ২৩০

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরার্দ্রকহিঙ্গুজীরককুস্তুম্বুরুজম্বীরকসুমুখসুরসার্জ্জকভূস্তৃণসুগন্ধককাসমর্দ্দককালমালকুঠেরকক্ষবকখরপুষ্পশিগ্রুমধুশিগ্রুফণিজ্ঝকসর্ষপরাজিকাকুলাহলবেণুগণ্ডীরতিলপর্ণিকাবর্ষাভূচিত্রক-মূলক-পোতিকালশুন-পলাণ্ডু-কলায়-প্রভৃতীনি॥ ২৩১

কটূন্যুষ্ণানি রুচ্যানি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ।
কৃতান্নেষূপযুজ্যন্তে সংস্কারার্থমনেকধা॥ ২৩২
তেষাং গুর্ব্বী স্বাদুশীতা পিপ্পল্যার্দ্রা কফাবহা।
শুষ্কা কফানিলঘ্নী সা বৃষ্যা পিত্তাবিরোধিনী॥ ২৩৩
স্বাদুপাক্যার্দ্রমরিচং গুরু শ্লেষ্মপ্রসেকি চ।
কটূষ্ণং লঘু তচ্ছুষ্কমবৃষ্যং কফবাতজিৎ॥ ২৩৪
নাত্যুষ্ণং নাতিশীতঞ্চ বীর্য্যতো মরিচং সিতম্।
গুণবন্মরিচেভ্যশ্চ চক্ষুষ্যঞ্চ বিশেষতঃ॥ ২৩৫
নাগরং কফবাতঘ্নং বিপাকে মধুরং কটু।
বৃষ্যোষ্ণং রোচনং হৃদ্যং সস্নেহং লঘু দীপনম্॥ ২৩৬
কফানিলহরং স্বর্য্যং বিবন্ধানাহশূলনুৎ।
কটূষ্ণং রোচনং হৃদ্যং বৃষ্যঞ্চৈবার্দ্রকং স্মৃতম্॥ ২৩৭
লঘূষ্ণং পাচনং হিঙ্গু দীপনং কফবাতজিৎ।
কটু স্নিগ্ধং সরং তীক্ষ্ণং শূলাজীর্ণবিবন্ধনুৎ॥ ২৩৮
তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুকং পাকে রুচ্যং পিত্তাগ্নিবর্দ্ধনম্।
কটু শ্লেষ্মানিলহরং গন্ধাঢ্যং জীরকদ্বয়ম্॥ ২৩৯
কারবী করবী তদ্বদ্বিজ্ঞেয়া সোপকুঞ্চিকা।
ভক্ষ্যব্যঞ্জনভোজ্যেষু বিবিধেষবচারিতা॥ ২৪০
আর্দ্রা কুস্তুম্বরী কুর্য্যাৎ স্বাদুসৌগন্ধ্যহৃদ্যতাম্।
সা শুষ্কা মধুরা পাকে স্নিগ্ধা তৃড়্দাহনাশনী।
দোষঘ্নী কটুকা কিঞ্চিত্তিক্তা স্রোতোবিশোধনী॥ ২৪১
জম্বীরঃ পাচনস্তীক্ষ্ণঃ কৃমিবাতকফাপহঃ।
সুরভির্দীপনো রুচ্যো মুখবৈশদ্যকারকঃ।

স্বাদুরস। ২২১। তন্মধ্যে কচি কুষ্মাণ্ড পিত্তঘ্ন, তরুণ কুষ্মাণ্ড কফনাশক এবং পক্ক-কুষ্মাণ্ড লঘু, উষ্ণ, ঈষৎ ক্ষার, দীপন, বস্তিশোধন, সর্ব্বদোষহর, হৃদ্য ও উন্মাদগ্রস্তদিগের পথ্য। ২২২। কালিন্দ দৃষ্টি ও শুক্রের ক্ষয়কারক এবং কফ-বাতকারক। ২২৩। অলাবু বিষ্ঠাভেদক, রুক্ষ, গুরু ও অতি শীতল। ২২৪। তিক্ত অলাবু অহৃদ্য, বমনকারক ও বাত-পিত্তনাশক। ২২৫। ত্রপুস (শসা), এর্ব্বারু, কর্কারু, শীর্ণ-বৃন্ত প্রভৃতি গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, স্বাদু, কফকারক, মূত্র-পুরীষ-বিসর্জ্জনকারক, ঈষৎ ক্ষারযুক্ত ও মধুর। ২২৬। ২২৭। কচি শসা সুনীল ও পিত্তহর। পাকা শসা পাণ্ডু, কফকারক, অম্ল ও বাতকফনাশক। ২২৮। পাকা এর্ব্বারু ও কর্কারু কফবাতকারক এবং ঈষৎ ক্ষার, মধুর, রুচ্য, দীপন ও অনতি পিত্তল। ২২৯। শীর্ণবৃন্ত ঈষৎ ক্ষার, মধুর, কফনাশক, ভেদন, দীপন, হৃদ্য এবং আনাহ ও অষ্ঠীলানাশক ও লঘু। ২৩০। পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, আদা, হিঙ্গু, জীরা, কুস্তুম্বুরু, জম্বীরক, সুমুখ, সুরস, অর্জ্জক, ভূস্তৃণ, সুগন্ধক, কাসমর্দ্দ, কালমাল, কুঠেরক, ক্ষবক, খরপুষ্প, সজিন, মধুশিগ্রু (সজিনাভেদ), ফণিজ্ঝক, সর্ষপ, রাজিকা, কুলাহল, বেণু, গণ্ডীর, তিলপর্ণিকা, বর্ষাভু, চিত্রক, মূলক, পোতিকা, লশুন, পলাণ্ডু, কলায় প্রভৃতি কটু, উষ্ণ, রুচ্য ও বাতশ্লেষ্মহর এবং পকান্নসমূহের সংস্কারার্থ নানা প্রকারে উপযোগী। ২৩১। ঐ সকল দ্রব্য কটু, উষ্ণ, রুচ্য ও বাতশ্লেষ্মহর এবং পকান্নসমূহের সংস্কারার্থ নানাপ্রকারে উপযোগী। ২৩২। তন্মধ্যে কাঁচা-পিপুল গুরু, স্বাদু শীতল ও কফকারক। শুষ্ক পিপুল কফবাতনাশক বৃষ্য ও পিত্তের অবিরোধী। ২৩৩। কাঁচা মরিচ স্বাদুপাকী, গুরু, শ্লেষ্ম-প্রসেকী। শুষ্ক-মরিচ কটু, উষ্ণ, লঘু, অবৃষ্য ও কফবাত-নাশক। ২৩৪। শ্বেতমরিচ (সজিনাবীজ) নাতি-উষ্ণ, নাতিশীতলবীর্য্য, মরিচের ন্যায় গুণশালী, বিশেষতঃ চক্ষুষ্য। ২৩৫। শুঁঠ কফবাতঘ্ন, বিপাকে মধুর, কটু, বৃষ্য, উষ্ণ, রোচন, হৃদ্য, স্নেহযুক্ত, লঘু ও দীপন। ২৩৬। আদা কফবাতহর, স্বরহিত, বিবন্ধনাশক, আনাহনাশক, শূল-নাশক, কটু, উষ্ণ, রোচন, হৃদ্য ও বৃষ্য। ২৩৭। হিঙ্গু লঘু, উষ্ণ, পাচন, দীপন, কফবাতনাশক, কটু, স্নিগ্ধ, সর, তীক্ষ্ণ, শূলনাশক, অজীর্ণনাশক ও বিবন্ধনাশক। ২৩৮। শুক্ল ও পীত জীরক তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুপাকী, রুচ্য, পিত্ত-বর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, বাতশ্লেষ্মনাশক ও গন্ধাঢ্য। ২৩৯। কারবী (কৃষ্ণজীরা), করবী (যমানী বা অজমোদা বা রাজিকা) এবং উপকুঞ্চিকা (স্থূলজীরক) বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য, ব্যঞ্জন ও ভোজ্য সংস্কারার্থ প্রয়োগ করা যায়। ২৪০। কাঁচা-ধনে স্বাদু, সুগন্ধ ও হৃদ্য। শুষ্ক-ধনে পাকে মধুর, স্নিগ্ধ এবং তৃষ্ণা ও দাহ নাশ করে। ইহা দোষঘ্ন, কটু, কিঞ্চিৎ তিক্ত ও স্রোতঃশোধন। ২৪১। জম্বীর (শ্বেত তুলসী) পাচন, তীক্ষ্ণ, কৃমি-বাত-কফনাশক, সুরভি, দীপন, রুচ্য, মুখের বৈশদ্যকারক এবং কফ বায়ু বিষ শ্বাস

কফানিলবিষশ্বাস-কাসদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ॥ ২৪২
পিত্তকৃৎ পার্শ্বশূলঘ্নঃ সুরসঃ সমুদাহৃতঃ।
তদ্বৎ তু সুমুখো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্গরনাশনঃ ॥ ২৪৩
কফঘ্না লঘবো রুক্ষাঃ স্নিগ্ধোষ্ণাঃ পিত্তবৰ্দ্ধনাঃ।
কটুপাকরসাশ্চৈব সুরসার্জ্জকভূস্তৃণাঃ ॥ ২৪৪
মধুরঃ কফবাতঘ্নঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ।
বিশেষতঃ পিত্তহরঃ সতিক্তঃ কাসমর্দ্দকঃ ॥ ২৪৫
কটুঃ সক্ষারমধুরঃ শিগ্রুস্তিক্তোঽথ পিত্তলঃ।
মধুশিগ্রুঃ সরস্তিক্তঃ শোফঘ্নো দীপনঃ কটুঃ ॥ ২৪৬
বিদাহি বদ্ধবিণ্মূত্রং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণমেব চ।
ত্রিদোষং সার্ষপং শাকং গাণ্ডীরং বেগনাম চ ॥ ২৪৭
চিত্রকস্তিলপর্ণী চ কফশোফহরে লঘূ ॥ ২৪৮
বর্ষাভূঃ কফবাতঘ্নী হিতা শোফোদরার্শসাম্ ॥ ২৪৯
কটুতিক্তরসা হৃদ্যা রোচনী বহ্নিদীপনী।
সর্ব্বদোষহরা লঘ্বী কণ্ঠ্যা মূলকপোতিকা ॥ ২৫০
মহৎ তদ্গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং ত্রিদোষকৃৎ ॥
তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্তু পিত্তঘ্নং কফবাতজিৎ ॥ ২৫১
ত্রিদোষশমনং শুষ্কং বিষদোষহরং লঘু ॥ ২৫২
বিষ্টম্ভি বাতলং শাকং শুষ্কমন্যত্র মূলকাৎ ॥ ২৫৩
পুষ্পঞ্চ পত্রঞ্চ ফলং তথৈব যথোত্তরং তে লঘবঃ প্রদিষ্টাঃ।
তেষান্তু পুষ্পং কফপিত্তহন্তু ফলং নিহন্যাৎকফমারুতৌ চ ॥২৫৪
স্নিগ্ধোষ্ণতীক্ষ্ণঃ কটুপিচ্ছিলশ্চ গুরুঃ সরঃ স্বাদুরসশ্চ বল্যঃ।
বৃষ্যশ্চ মেধাস্বরবর্ণচক্ষুর্ভগ্নাস্থিসন্ধানকরো রসোনঃ॥
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-বিবন্ধগুল্মারুচিকাসশোফান্।
দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তু-সমীরণশ্বাসকফাংশ্চ হন্তি ॥ ২৫৫
নাত্যুষ্ণবীর্য্যোঽনিলহা কটুশ্চ তীক্ষ্ণো গুরুর্নাতিকফাবহশ্চ।
বলাবহঃ পিত্তকরোঽথ কিঞ্চিৎ পলাণ্ডুরগ্নিঞ্চ বিবর্দ্ধয়েচ্চ ॥২৫৬
স্নিগ্ধো রুচিষ্যঃ স্থিরধাতুকর্ত্তা বল্যোঽথ মেধাকফপুষ্টিদশ্চ।
স্বাদুর্গুরুঃ শোণিতপিত্তশস্তঃ স পিচ্ছিলঃ ক্ষীরপলাণ্ডুরুক্তঃ॥২৫৭
কলায়শাকং পিত্তঘ্নং কফঘ্নং বাতলং গুরু।
কষায়ানুরসঞ্চৈব বিপাকে মধুরঞ্চ তৎ ॥ ২৫৮
চুচ্চু-যূথিকা-তরুণী-জীবন্তীবিম্বীতিকানন্দীভল্লাতকচ্ছগ-লাণ্ত্রীবৃক্ষাদনী-ফঞ্জী-শাল্মলী শেলু বনস্পতিপ্রসবশণকর্ব্বুদার-কোবিদারপ্রভৃতীনি ॥ ২৫৯
কষায়স্বাদুতিক্তানি রক্তপিত্তহরাণি চ।
কফঘ্নান্যনিলং কুর্য্যুঃ সংগ্রাহীণি লঘূনি চ ॥ ২৬০
লঘুঃ পাকে চ জন্তুঘ্নঃ পিচ্ছিলো ব্রণিনাং হিতঃ।
কষায়মধুরো গ্রাহী চুচ্চুস্তেষাং ত্রিদোষহা ॥ ২৬১
চক্ষুষ্যা সর্ব্বদোষঘ্নী জীবন্তী সমুদাহৃতা।
বৃক্ষাদনী বাতহরা ফঞ্জী ত্বম্লবলা মতা ॥ ২৬২
ক্ষীরবৃক্ষোৎপলাদীনাং কষায়াঃ পল্লবাঃ স্মৃতাঃ।
শীতাঃ সংগ্রাহিণঃ শস্তা রক্তপিত্তাতিসারিণাম্ ॥ ২৬৩

কাস ও দুর্গন্ধ নাশ করে।। ২৪২। সুরস-তুলসী পিত্তকৃৎ ও পার্শ্বশূলঘ্ন। সুমুখ-তুলসীও সেইরূপ, বিশেষতঃ গরনাশক। ২৪৩। সুরস-তুলসী অর্জ্জক-তুলসী ও ভূস্তৃণ কফঘ্ন, লঘু, রুক্ষ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও পিত্তবর্দ্ধক এবং পাকে ও রসে কটু। ২৪৪। কাসমর্দ্দ (কালকাশুন্দে) মধুর, কফবাতঘ্ন, পাচন, কণ্ঠশোধন, বিশেষতঃ পিত্তহর (ইহাঁর মূল রক্তপ্রদর-নাশক) ও ঈষৎতিক্ত। ২৪৫। সজিনা-শাক কটু, ঈষৎ ক্ষার, মধুর, তিক্ত ও পিত্তকারক। রক্ত সজিনা-শাক সারক, তিক্ত, শোথঘ্ন, দীপন ও কটু। ২৪৬। সর্ষপ-শাক বিদাহী বিষ্ঠা ও মূত্রের বন্ধকারক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও ত্রিদোষ-কারক। গণ্ডীরশাক ও বেগনাম ("মাকাল") শাক তদ্রূপ-গুণবিশিষ্ট। ২৪৭। চিতা-শাক ও তিলপর্ণী-শাক কফশোথহর ও লঘু। ২৪৮। পুনর্নবা কফবাতঘ্নী এবং শোথ, উদর ও অর্শে হিতকর। ২৪৯। মূলকপোতিকা (মূলকশাক) কটু-তিক্তরস, হৃদ্য, রোচন, বহ্নিদীপন, সর্ব্বদোষহর, লঘু ও কণ্ঠ্য। ২৫০। পাকামূলা পক্ব না করিয়া সেবন করিলে গুরু, বিষ্টম্ভী তীক্ষ্ণ ও ত্রিদোষকারক হইয়া থাকে। তাহাই আবার স্নিগ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে পিত্তনাশক ও কফনাশক হয়। ২৫১। শুষ্কমূলক ত্রিদোষনাশক, বিষদোষহর ও লঘু। ২৫২। মূলক-ভিন্ন অন্যান্য শুষ্কশাক বিষ্টম্ভী ও বাতল। ২৫৩। উপরি উক্ত দ্রব্যসমূহের পুষ্প, পত্র ও ফল যথোত্তর লঘু। তন্মধ্যে পুষ্প কফপিত্তনাশক এবং ফল কফ ও বায়ু নাশ করিয়া থাকে। ২৫৪। রসোন স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কটু, পিচ্ছিল, গুরু, সারক, স্বাদুরস, বল্য, বৃষ্য, মেধাকারক, স্বরবর্ণকারক, চক্ষুষ্য, ভগ্নাস্থিসন্ধানকর, হৃদ্রোগ-জীর্ণজ্বর-কুক্ষিশূল-বিবন্ধ-গুল্ম-অরুচি-কাস-শোথনাশক এবং অর্শঃ, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশ করে। ২৫৫। পলাণ্ডু অনতি-উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, কটু, তীক্ষ্ণ, গুরু, অনতিকফ-কারক, বলকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকারক (কিন্তু রক্তার্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ) এবং অগ্নিবর্দ্ধক। ২৫৬। ক্ষীরপলাণ্ডু ("ক্ষীর-যুক্ত মধুররস পলাণ্ডু বোধ হয় বড়-পেঁয়াজ বা ছোট-পেঁয়া-জের অন্যতর হইবে")। স্নিগ্ধ, রুচিকারক, ধাতুসমূহের উৎকর্ষসাধক, বল্য মেধা কফ ও পুষ্টি-প্রদ, স্বাদু, গুরু, রক্তপিত্তে প্রশস্ত ও পিচ্ছিল। ২৫৭। কলায়শাক পিত্তঘ্ন, কফঘ্ন, বাতল, গুরু, কষায়ানুরস ও পাকে মধুর। ২৫৮। চুচ্চু, যূথিকা, তরুণী, জীবন্তী, বিম্বীতিকা, নন্দী, ভল্লাতক, ছগলাণ্ত্রী, বৃক্ষাদনী, খঞ্জী, শাল্মলী, শেলু, বনস্পতিসমূহের প্রসব (পল্লব), শণ, কর্ব্বুদার, কোবিদার প্রভৃতি কষায়, স্বাদু-তিক্ত, রক্তপিত্তহারক, কফঘ্ন, বায়ুকারক, সংগ্রাহী ও লঘু। ২৫৯।২৬০। তন্মধ্যে চুচ্চু শাক লঘুপাকী, কৃমিঘ্ন, পিচ্ছিল, ব্রণরোগীর পক্ষে হিতকর, কষায়-মধুর, সংগ্রাহী ও ত্রিদোষনাশক। ২৬১। জীবন্তী চক্ষুষ্য ও সর্ব্বদোষঘ্ন; বৃক্ষাদনী (পরগাছা) বায়ুনাশক এবং ফঞ্জী (বামনহাটী) অম্লবল (অম্লবলকারক?)। ২৬২। অশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষ ও উৎপল প্রভৃতির পল্লবসমূহ কষায়, শীতল, সংগ্রাহী এবং

তত্র পলালজাতং মধুরং মধুরবিপাকং রুক্ষং দোষ-প্রশমনঞ্চ ॥ ৩১৬

ইক্ষুজং মধুরং কষায়ানুরসং কটুকং শীতলঞ্চ ॥ ৩১৭

তদ্বদেবোষ্ণং কারীষং কষায়ং বাতকোপনঞ্চ ॥ ৩১৮

বেণুজাতং কষায়ং বাতকোপনঞ্চ ॥ ৩১৯

ভূমিজং গুরু নাতিবাতলং ভূমিতশ্চাস্তানুরসঃ ॥ ৩২০

পিণ্যাকতিলকল্কস্থূণিকাশুষ্কশাকানি সর্ব্বদোষপ্রকোপণানি ॥ ৩২১

বিষ্টম্ভিনঃ স্মৃতাঃ সর্ব্বে বটকা বাতকোপনাঃ ॥ ৩২২

সিণ্ডাকী বাতলা সান্দ্রা রুচিষ্যানলদীপনী ॥ ৩২৩

বিড়্ভেদি গুরু রুক্ষঞ্চ প্রায়ো বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরম্।
সকষায়ঞ্চ সর্ব্বং হি স্বাদু শাকমুদাহৃতম্ ॥ ৩২৪

পুষ্পং পত্রং ফলং নালং কন্দাশ্চ গুরবঃ ক্রমাৎ ॥ ৩২৫

কর্কশং পরিজীর্ণঞ্চ কৃমিজুষ্টমদেশজম্।
বর্জ্জয়েৎ পত্রশাকং তৎ যদকালবিরোহি চ ॥ ৩২৬

ইতি পুষ্পশাকবর্গঃ।

কন্দানত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ ॥ ৩২৭

বিদারীকন্দশতাবরীবিসমৃণালশৃঙ্গাটককশেরুকপিণ্ডালুক-মধ্বালুক-হস্ত্যালুককাষ্ঠালুকশঙ্খালুকরক্তালুকেন্দীবরোৎপল-কন্দপ্রভৃতীনি ॥ ৩২৮

রক্তপিত্তহরাণ্যাহুঃ শীতানি মধুরাণি চ।
গুরূণি বহুশুক্রাণি স্তন্যবৃদ্ধিকরাণি চ ॥ ৩২৯

মধুরো বৃংহণো বৃষ্যঃ শীতঃ স্বর্য্যোঽতিমূত্রলঃ।
বিদারীকন্দো বল্যশ্চ পিত্তবাতহরশ্চ সঃ ॥ ৩৩০

বাতপিত্তহরা বৃষ্যা স্বাদুতিক্তা শতাবরী।
মহতী চৈব হৃদ্যা চ মেধাগ্নিবলবর্দ্ধিনী ॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নী বৃষ্যা শীতা রসায়নী।
কফপিত্তহরাস্তিক্তাস্তস্যা এবাঙ্কুরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩১

অবিদাহি বিসং প্রোক্তং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্।
বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরং রুক্ষং বিরসং মারুতাপহম্ ॥ ৩৩২

গুরুবিষ্টম্ভিশীতৌ চ শৃঙ্গাটককশেরুকৌ ॥ ৩৩৩

পিণ্ডালুকং কফকরং গুরু বাতপ্রকোপণম্ ॥ ৩৩৪

সুরেন্দ্রকন্দঃ শ্লেষ্মঘ্নো বিপাকে কটুপিত্তকৃৎ ॥ ৩৩৫

বেণোঃ করীরা গুরবঃ কফমারুতকোপনাঃ ॥ ৩৩৬

মূলশূরণমাণকপ্রভৃতয়ঃ কন্দা ঈষৎকষায়াঃ কটুকা রুক্ষা বিষ্টম্ভিনো গুরবঃ কফবাতলাঃ পিত্তহরাশ্চ ॥ ৩৩৭

মাণকং স্বাদু শীতঞ্চ গুরু চাপি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৩৮

মূলকন্দস্তু নাত্যুষ্ণঃ শূরণো গুদকীলহা ॥ ৩৩৯

কুমুদোৎপলপদ্মানাং কন্দা মারুতকোপনাঃ।
কষায়াঃ পিত্তশমনা বিপাকে মধুরা হিমাঃ ॥ ৩৪০

করীষজাত, বেণুজাত ও ক্ষিতিজাত এই কয়েকপ্রকার হয়। [পলাল শব্দে শস্যহীন ধানগাছ। ইক্ষুজাত উদ্ভিদ শব্দে ইক্ষুর নবজাত অঙ্কুর বা পত্র। ক্ষিতিজাত বলাতে নটে, পুনর্নবা প্রভৃতি সমস্ত উদ্ভিদ শাককেই বুঝাইবে]। ৩১৫। তন্মধ্যে পলালজাত শাক মধুররস, মধুর-বিপাক, রুক্ষ ও দোষনাশক।৩১৬। ইক্ষুজাত উদ্ভিদ শাক মধুর, কষায়ানুরস, কটু ও শীতল। ৩১৭। করীষজাত শাক ইক্ষুজাতের ন্যায়। ইহা কষায় ও বাতকোপন। ৩১৮। বেণুজাত উদ্ভিদ শাক কষায় ও বাতকোপন। ৩১৯। ভূমিজাত উদ্ভিদ শাক গুরু, অনতিবাতল ও ভূমিসদৃশ-রস। ৩২০। পিণ্যাক (সর্ষপাদির কল্ক), তিলকল্ক, স্থূণিকা (মূলক ভিন্ন অন্যান্য অরুণবর্ণ শুষ্ক শাক) এবং শুষ্ক শাকমাত্রেই সর্ব্বদোষ-প্রকোপক। ৩২১। সমস্ত প্রকার বটকই বিষ্টম্ভী ও বাতকোপন। ৩২২। সিণ্ডাকী বাতল, সান্দ্র, রুচিকারক ও অগ্নিদীপক। [মূলকাদি শাক কিঞ্চিৎ স্বিন্ন করিয়া বাঁটিয়া লইতে হয়, পরে সুগন্ধি ও কটুদ্রব্যসহকারে বড়ী করিয়া লইলে তাহাকে সিণ্ডাকী কহে। সিণ্ডাকী দুই প্রকার ;—কাঁচা ও শুষ্ক। এস্থলে কাঁচার গুণ বলা হইল]। ৩২৩। মিষ্টশাক মাত্রেই বিষ্ঠাভেদী, গুরু, রুক্ষ, প্রায় বিষ্টম্ভী, দুর্জ্জর এবং ঈষৎ কষায়। ৩২৪। পুষ্প, পত্র, ফল, নাল ও কন্দ যথাক্রমে গুরু।৩২৫। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা কর্কশ, অতি জীর্ণ, কৃমিদূষিত, কুস্থানে জাত ও অকালে উৎপন্ন, তাহা পরিত্যাগ করিবে। [এই মতে অকালের উৎপন্ন 'কলুমে' আম প্রভৃতি ফল অখাদ্য]। ৩২৬। ইতি পুষ্পশাকবর্গ ॥

অথ কন্দবর্গ। অনন্তর কন্দবর্গ ব্যাখ্যা করিব। ৩২৭। বিদারীকন্দ (ভূমিকুষ্মাণ্ড), শতমূলী, পদ্মমূল, মৃণাল, শৃঙ্গাটক (পাণিফল), কশেরুক (কেশুর), পিণ্ডালু (চুবড়ী আলু), মধ্বালু (রোমশ মধুরস্বাদ আলুবিশেষ) হস্তালু, কাষ্ঠালু, শঙ্খালু (শাঁক আলু). ইন্দীবরকন্দ, নীলোৎপল-কন্দ প্রভৃতি রক্তপিত্তহর, শীতল, মধুর, গুরু, শুক্রকারক ও স্তন্যকারক। ৩২৮। ৩২৯। বিদারীকন্দ মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য, শীতল, স্বরকারক, অতিশয় মূত্রকারক, বল্য ও পিত্ত-বাতহর। ৩৩০। শতমূলী বাতপিত্তহর, বৃষ্য ও স্বাদুতিক্ত। বৃহৎ শতমূলী হৃদ্য, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, গ্রহণী ও অর্শোরোগ নাশ করে এবং বৃষ্য, শীতল ও রসায়ন। আবার শতমূলীর অঙ্কুর কফপিত্তহারক ও তিক্ত। ৩৩১। পদ্মমূল অবিদাহী, রক্তপিত্তপ্রসাদক, বিষ্টম্ভী, দুর্জ্জর, রুক্ষ, বিরস ও বায়ুনাশক।৩৩২। পাণিফল ও কেশুর গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল। ৩৩৩। পিণ্ডালু কফকারক, গুরু ও বাতকোপন। ৩৩৪। রক্তকন্দ (রাঙ্গা-আলু ?) শ্লেষ্মঘ্ন, বিপাকে কটু ও পিত্তকারক। ৩৩৫। বংশকরীর (বংশকরীরের যে ভাগ মাটীতে পোঁতা থাকে) গুরু ও বাতশ্লেষ্মপ্রকোপণ। ৩৩৬। স্থূলকন্দ (মূলো), শূরণ (ওল), মাণ প্রভৃতি কন্দ ঈষৎ কষায়, কটু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, গুরু, কফবাত-নাশক ও পিত্ত-হর। ৩৩৭। মাণ স্বাদু, শীতল ও গুরু। ৩৩৮। স্থূলকন্দ অনতি-উষ্ণ। ওল অর্শোনাশক। ৩৩৯। কুমুদ, নীলোৎপল ও পদ্মের কন্দ বায়ুকোপন, কষায়, পিত্তশমন, বিপাকে মধুর ও শীতল। ৩৪০। বরাহকন্দ (চামার-আলু) শ্লেষ্মনাশক

বারাহকন্দঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ কটুকো রসপাকতঃ।
মেহকুষ্ঠক্রিমিহরো বল্যো বৃষ্যো রসায়নঃ ॥ ৩৪১
তালনারিকেলখর্জ্জুরপ্রভৃতীনাং মস্তকমজ্জানঃ ॥ ৩৪২
স্বাদুপাকরসানাহু রক্তপিত্তহরাংস্তথা।
শুক্রলাননিলঘ্নাংশ্চ কফবৃদ্ধিকরানপি ॥ ৩৪৩
বালং হ্যনার্ত্তবং জীর্ণং ব্যাধিতং কৃমিভক্ষিতম্।
কন্দং বিবর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যো বা সম্যঙ্ন রোহতি ॥৩৪৪
ইতি কন্দবর্গঃ।

সৈন্ধবসামুদ্রবিড়সৌবর্চ্চলরোমকোদ্ভিদপ্রভৃতীনি লবণানি যথোত্তরমুষ্ণানি বাতহরাণি কফপিত্তকরাণি যথাপূর্ব্বং স্নিগ্ধানি স্বাদূনি স্বষ্টমূত্রপুরীষাণি চেতি ॥ ৩৪৫
চক্ষুষ্যং সৈন্ধবং হৃদ্যং রুচ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধং সমধুরং বৃষ্যং শীতং দোষঘ্নমুত্তমম্ ॥ ৩৪৬
সামুদ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণমবিদাহি চ।
ভেদনং স্নিগ্ধমীষচ্চ শূলঘ্নং নাতিপিত্তলম্ ॥ ৩৪৭
সক্ষারং দীপনং রুক্ষং শূলহৃদ্রোগনাশনম্।
রোচনং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ বিড়ং বাতানুলোমনম্ ॥ ৩৪৮
লঘু সৌবর্চ্চলং পাকে বীর্য্যোষ্ণং বিশদং কটু।
গুল্মশূলবিবন্ধঘ্নং হৃদ্যং সুরভি রোচনম্ ॥ ৩৪৯
রোমকং তীক্ষ্ণমত্যুষ্ণং ব্যবায়ি কটুপাকি চ।
বাতঘ্নং লঘু বিস্যন্দি সূক্ষ্মং বিড়ভেদি মূত্রলম্ ॥ ৩৫০
লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণমুৎক্লেদি সূক্ষ্মং বাতানুলোমনম্।
সতিক্তং কটু সক্ষারং বিদ্যাল্লবণমৌদ্ভিদম্ ॥ ৩৫১
কফবাতকৃমিহরং লেখনং পিত্তকোপনম্।
দীপনং পাচনং ভেদি লবণং গুটিকাহ্বয়ম্ ॥ ৩৫২
উষসূতং বালুকেলং শৈলমূলাকরোদ্ভবম্।
লবণং কটুকং ছেদি বিহিতং কটু চোচ্যতে ॥ ৩৫৩
যবক্ষারস্বর্জ্জিকাক্ষারপাকিমটঙ্কণক্ষারাঃ ॥ ৩৫৪
গুল্মার্শোগ্রহণীদোষশর্করাশ্মরিনাশনাঃ।
ক্ষারাস্তু পাচনাঃ সর্ব্বে রক্তপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৫৫
জ্ঞেয়ৌ বহ্নিসমৌ ক্ষারৌ স্বর্জ্জিকাযাবশূকজৌ।
শুক্রশ্লেষ্মবিবন্ধার্শো-গুল্মপ্লীহবিনাশনৌ ॥ ৩৫৬
উষ্ণোহনিলঘ্নঃ প্রক্লেদী উষক্ষারো বলাপহঃ ॥ ৩৫৭
মেদোঘ্নঃ পাকিমঃ ক্ষারো মূত্রবস্তিবিশোধনঃ ॥ ৩৫৮
বিরুক্ষণোহনিলকরঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ পিত্তদূষণঃ।
অগ্নিদীপ্তিকরস্তীক্ষ্ণষ্টঙ্কণঃ ক্ষার উচ্যতে ॥ ৩৫৯
সুবর্ণং স্বাদু হৃদ্যঞ্চ বৃংহণীয়ং রসায়নম্।
দোষত্রয়ঘ্নং শীতঞ্চ চক্ষুষ্যং বিষসূদনম্ ॥ ৩৬
রূপ্যমম্লং সরং শীতং সস্নেহং পিত্তবাতনুৎ ॥ ৩৬১
তাম্রং কষায়ং মধুরং লেখনং শীতলং সরম্ ॥ ৩৬২
তিক্তং কাংস্যং লেখনঞ্চ চক্ষুষ্যং কফবাতজিৎ ॥ ৩৬৩
বাতকৃচ্ছীতলং লোহং তৃষ্ণাপিত্তকফপ্রণুৎ ॥ ৩৬৪
কটু কৃমিঘ্নে লবণে ত্রপুসীসে বিলেখনে ॥ ৩৬৫
মুক্তাবিদ্রুমবজ্রেন্দ্র-বৈদূর্য্যস্ফটিকাদয়ঃ।

এবং রসে ও পাকে কটু। ইহা মেহ, কুষ্ঠ ও কৃমি নাশ করে, বল্য, বৃষ্য ও রসায়ন। ৩৪১। তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর প্রভৃতির মস্তক-মজ্জা (মেতি) পাকে ও রসে স্বাদু, রক্তপিত্তহর, শুক্রল, বায়ুনাশক ও কফবৃদ্ধিকর। ৩৪২। ৩৪৩। যে সকল কন্দ কচি, অকালজ, জীর্ণ, ব্যাধিত, কৃমিভক্ষিত ও যাহার অঙ্কুর সম্যক্‌রূপে উত্থিত হয় নাই, সে সকল কন্দ বর্জ্জনীয়। ৩৪৪। ইতি কন্দবর্গ ॥

অথ লবণাদিবর্গ। সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চ্চল, রোমক, উদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ যথোত্তর উষ্ণ, বাতহর, কফপিত্তকর এবং যথাপূর্ব্ব স্নিগ্ধ, স্বাদু ও বিষ্ঠামূত্রের বিসর্জ্জনকারক। ৩৪৫। সৈন্ধব চক্ষুষ্য, হৃদ্য, রুচ্য, লঘু, অগ্নিদীপন, স্নিগ্ধ, ঈষৎ মধুর, বৃষ্য শীতল ও উত্তম দোষঘ্ন। ৩৪৬। সামুদ্র পাকে মধুর, অনতি-উষ্ণ, অবিদাহী, ভেদন, স্নিগ্ধ, ঈষৎ শূলঘ্ন ও নাতিপিত্তল। ৩৪৭। বিড়-লবণ ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, দীপন, রুক্ষ, শূল-হৃদ্রোগনাশক, রোচন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বাতানুলোমন। ৩৪৮। সৌবর্চ্চল লঘুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, কটু, গুল্ম-শূল-বিবন্ধনাশক, হৃদ্য, সুরভি ও রোচন। ৩৪৯। রোমক তীক্ষ্ণ, অত্যুষ্ণ, ব্যবায়ী, কটুপাকী, বাতঘ্ন, লঘু, বিষ্যন্দী, সূক্ষ্ম, বিড়ভেদী ও মূত্রল। ৩৫০। উদ্ভিদ লবণ লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, উৎক্লেদী (শ্লেষ্মার ন্যায় আর্দ্রকারী), সূক্ষ্ম, বাতানুলোমন, ঈষৎ তিক্ত, কটু ও ঈষৎ ক্ষারযুক্ত। ৩৫১। গুটিকা-লবণ (বৃক্ষ-লবণ ইতি খ্যাত) কফ-বাত-কৃমিনাশক, লেখন, পিত্তকোপন, দীপন, পাচন ও ভেদী। ৩৫২। উষর-দেশজাত লবণ, বালুকাভূমিজাত লবণ এবং শৈলমূলোদ্ভব আকরে জাত লবণ ও কটুক লবণ ছেদী, বিহিত (?) ও কটু। ৩৫৩। যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, ক্ষারপাক-বিধানোক্ত প্রতিসারণীয় ও পানীয় ক্ষার এবং টঙ্কণক্ষার (সোহাগা) গুল্ম, অর্শ, গ্রহণীদোষ, শর্করা ও অশ্মরী নাশ করে। ক্ষার সকল পাচন ও রক্তপিত্তকর। ৩৫৪। ৩৫৫। সর্জ্জীক্ষার ও যবক্ষার অগ্নির সমান তীক্ষ্ণ এবং শুক্র, শ্লেষ্মা, বিবন্ধ, অর্শ, গুল্ম ও প্লীহা বিনাশ করে। ৩৫৬। উষক্ষার উষ্ণ, বাতঘ্ন, ক্লেদী ও বলনাশক। ৩৫৭। পাকিম ক্ষার মেদোঘ্ন এবং মূত্র ও বস্তিশোধক। ৩৫৮। সোহাগা রুক্ষতাকারক, বায়ুকারক, শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তদূষণ, অগ্নি-দীপ্তিকর ও তীক্ষ্ণ। ৩৫৯। সুবর্ণ স্বাদু, হৃদ্য, বৃংহণীয়, রসায়ন, দোষত্রয়নাশক, শীতল, চক্ষুষ্য ও বিষনাশক। ৩৬০। রূপা অম্ল, সারক, শীতল, স্নেহযুক্ত ও পিত্তবায়ুনাশক। ৩৬১। তাম্র কষায়-মধুর, লেখন, শীতল ও সারক। ৩৬২। কাংস্য তিক্ত, লেখন, চক্ষুষ্য ও কফবাতনাশক। ৩৬৩। লৌহ বায়ুকারক, শীতল এবং তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশ করে। ৩৬৪। রঙ্গ ও সীস কটু, কৃমিঘ্ন, লবণরস ও বিলেখন। ৩৬৫। মুক্তা, বিদ্রুম, বজ্র, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য ও স্ফটিকাদি মণিগণ চক্ষুষ্য, শীতল, লেখন, বিষনাশক ও পবিত্র এবং ধারণ করিলে

চক্ষুষ্যা মণয়ঃ শীতা লেখনা বিষসূদনাঃ।
পবিত্রা ধারণীয়াশ্চ পাপ্মালক্ষ্মীমলাপহাঃ ॥ ৩৬৬
ইতি লবণাদিবর্গঃ।

ধান্যেষু মাংসেষু ফলেষু চৈব শাকেষু চানুক্তমিহাপ্রমেয়াৎ।
আস্বাদতো ভূতগুণৈশ্চ মত্বা তদাদিশেদ্দ্রব্যমনল্পবুদ্ধিঃ ॥৩৬৭
ষষ্টিকা যবগোধূমা লোহিতা যে চ শালয়ঃ।
মুদ্গাঢ়কীমসূরাশ্চ ধান্যেষু প্রবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬৮
লাবতিত্তিরিসারঙ্গ-কুরঙ্গৈণকপিঞ্জলাঃ।
ময়ূরবর্ম্মিকূর্ম্মাশ্চ শ্রেষ্ঠা মাংসগণেষ্বিহ ॥ ৩৬৯
দাড়িমামলকং দ্রাক্ষা খর্জ্জুরং সপরূষকম্।
রাজাদনং মাতুলুঙ্গং ফলবর্গে প্রশস্যতে ॥ ৩৭০
সতীনো বাস্তুকশ্চুচ্চু চিল্লীমূলকপোতিকাঃ।
মণ্ডূকপর্ণী জীবন্তী শাকবর্গে প্রশস্যতে ॥ ৩৭১
গব্যং ক্ষীরং ঘৃতং শ্রেষ্ঠং সৈন্ধবং লবণেষু চ।
ধাত্রী দাড়িমমম্লেষু পিপ্পলী নাগরং কটৌ ॥ ৩৭২
তিক্তে পটোলবার্ত্তাকে মধুরে ঘৃতমুচ্যতে।
ক্ষৌদ্রং পূগফলং শ্রেষ্ঠং কষায়ে সপরূষকম্ ॥ ৩৭৩
শর্করেক্ষুবিকারেষু পানে মধ্বাসবৌ তথা।
পরিসংবৎসরং ধান্যং মাংসং বয়সি মধ্যমে।
অপর্য্যুষিতমন্নন্তু সংস্কৃতং মাত্রয়া শুভম্ ॥ ৩৭৪
ফলং পর্য্যাগতং শাকমশুষ্কং তরুণং নবম্ ॥ ৩৭৫

পাপ, অলক্ষ্মী ও মল নাশ করিয়া থাকে। ৩৬৬। ইতি লবণাদিবর্গ ॥

যে সকল ধান্য, মাংস, ফল ও শাক এস্থলে অনুক্ত হইল, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদের গুণ, আস্বাদন দ্বারা ও তাহাদের উপকরণভূত ভূতগণের গুণ দ্বারা অনুমান করিয়া স্থির করিবেন। ৩৬৭। ষষ্টিক, যব, গোধূম, রক্তশালি, মুগ, অড়হর ও মসূর ধান্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ৩৬৮। লাব, তিত্তিরি, সারঙ্গ, কুরঙ্গ, এণ, কপিঞ্জল, ময়ূর, বর্ম্মিমৎস্য ও কচ্ছপমাংস মাংসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৩৬৯। দাড়িম, আমলক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ফলসা-ফল, রাজাদন (ক্ষীর-খর্জ্জুর) ও মাতুলুঙ্গ ফলের মধ্যে প্রশস্ত। ৩৭০। সতীন, বাস্তুক, চুচ্চু, চিল্লী, মূলকপোতিকা, মণ্ডূকপর্ণী ও জীবন্তী শাকবর্গের মধ্যে প্রশস্ত। ৩৭১। দুগ্ধ ও ঘৃতের মধ্যে গব্য দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত শ্রেষ্ঠ। লবণের মধ্যে সৈন্ধব শ্রেষ্ঠ। অম্লের মধ্যে আমলক ও দাড়িম এবং কটুর মধ্যে পিপুল ও শুঁঠ শ্রেষ্ঠ। ৩৭২। তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু, মধুরের মধ্যে ঘৃত এবং কষায়ের মধ্যে মধু, পূগফল ও ফলসা-ফল শ্রেষ্ঠ। ৩৭৩। ইক্ষুবিকৃতিসমূহের মধ্যে শর্করা, পানের মধ্যে মধু ও আসব, ধান্যের মধ্যে এক বৎসরের পুরাতন ধান্য, মাংসের মধ্যে মধ্যমবয়স্ক জন্তুর মাংস এবং অন্নের মধ্যে অপর্য্যুষিত (টাটকা) সুসংস্কৃত ও পরিমিত মাত্রাযুক্ত অন্ন শুভ। ৩৭৪। ফল পরিপক্ব হইলে এবং শাক অশুষ্ক, তরুণ ও নব হইলে ভাল। ৩৭৫।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কৃতান্নগুণবিস্তরম্ ॥ ৩৭৬
লাজমণ্ডো বিশুদ্ধানাং পথ্যঃ পাচনদীপনঃ।
বাতানুলোমনো হৃদ্যঃ পিপ্পলীনাগরাযুতঃ ॥ ৩৭৭
স্বেদাগ্নিজননী লঘ্বী দীপনী বস্তিশোধনী।
ক্ষুত্তৃট্শ্রমগ্লানিহরী পেয়া বাতানুলোমনী ॥ ৩৭৮
বিলেপী তর্পণী হৃদ্যা গ্রাহিণী বলবর্দ্ধনী।
পথ্যা স্বাদুরসা লঘ্বী দীপনী ক্ষুত্তৃষাপহা।
হৃদ্যা সন্তর্পণী বৃষ্যা বৃংহণী বলবর্দ্ধনী ॥ ৩৭৯
শাকমাংসফলৈর্যুক্তা যবাগ্বস্তাশ্চ দুর্জ্জরাঃ ॥ ৩৮০
সিক্থৈর্বিরহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা ॥
বিলেপী বহুসিক্থা স্যাদ্যবাগূর্বিরলদ্রবা ॥ ৩৮১
বিষ্টম্ভী পায়সো বল্যো মেদঃকফকরো গুরুঃ ॥ ৩৮২
কফপিত্তকরী বল্যা কৃশরানিলনাশিনী ॥ ৩৮৩
ধৌতস্তু বিমলঃ শুদ্ধো মনোজ্ঞঃ সুরভিঃ সমঃ ॥
স্বিন্নঃ সুপ্রস্রুতস্তূষ্ণো বিশদস্ত্বোদনো লঘুঃ ॥ ৩৮৪
অধৌতোঽপ্রস্রুতোঽস্বিন্নঃ শীতশ্চাপ্যোদনো গুরুঃ ॥৩৮৫
লঘুঃ সুগন্ধিঃ কফহা বিজ্ঞেয়ো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ ॥ ৩৮৬
স্নেহৈর্মাংসৈঃ ফলৈঃ কন্দৈর্বৈদল্যৈরম্লৈশ্চ সংযুতাঃ।
গুরবো বৃংহণা বল্যা যে চ ক্ষীরোপসাধিতাঃ ॥ ৩৮৭
সুস্বিন্নো নিস্তুষো ভৃষ্ট ঈষৎ সূপো লঘুর্হিতঃ ॥ ৩৮৮

অথ কৃতান্নবর্গ। অনন্তর কৃতান্নসমূহের গুণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিব। ৩৭৬। কৃতসংশোধন ব্যক্তিদিগের পক্ষে পিপ্পলীনাগরসংযুক্ত লাজমণ্ড পথ্য, পাচন, দীপন, বাতানুলোমন ও হৃদ্য। ৩৭৭। পেয়া স্বেদজনক, অগ্নিজনক, লঘু, দীপন, বস্তিশোধন, ক্ষুধাহর, তৃষ্ণাহর, শ্রমহর, গ্লানিহর ও বাতানুলোমন। ৩৭৮। বিলেপী তর্পণ (পুষ্টিকর), হৃদ্য (হৃদয়ের হিতকর), সংগ্রাহী, বলবর্দ্ধক, পথ্য, স্বাদুরস, লঘু, দীপন, ক্ষুধা-তৃষ্ণানাশক, হৃদ্য (মনোজ্ঞ), সন্তর্পণ (তৃপ্তিকারক), বৃষ্য, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন। ৩৭৯। শাক, মাংস ও ফলের সহিত সংস্কৃত যবাগূসমূহ দুর্জ্জর। ৩৮০। সিটি-রহিত তরল অন্নকে মণ্ড, কিঞ্চিৎ সিটি-যুক্ত অন্নকে পেয়া, অনেক সিটি-যুক্ত অন্নকে বিলেপী ও বিরলদ্রব অন্নকে যবাগূ কহে। ৩৮১। পায়স বিষ্টম্ভী, বলকারক, মেদঃকফকারক ও গুরু। ৩৮২। কৃশরা কফপিত্তকর, বল্য ও বায়ুনাশক। ৩৮৩। বিশুদ্ধ তণ্ডুলকে ধৌত করিয়া আরও বিমল করিতে হয়। সেই তণ্ডুল মনোজ্ঞ, সুরভি ও সমানভাবে স্বিন্ন করিয়া উত্তমরূপে ফেন গালিয়া লইতে হয়। ইহাকেই অন্ন বলে। ইহা উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই সেবন করিতে হয়। ইহা বিশদ ও লঘু। ৩৮৪। অধৌত, অপ্রস্রুত (যাহার ফেন গালা হয় নাই), অস্বিন্ন ও শীতল অন্ন গুরু। ৩৮৫। ভাজা চাউল লঘু, সুগন্ধি ও কফনাশক। ৩৮৬। তণ্ডুল স্নেহ, মাংস, ফল, কন্দ, বৈদল ও অম্লের সহিত সংস্কৃত বা দুগ্ধের সহিত সাধিত হইলে গুরু ও বৃংহণ হয়। ৩৮৭। মুদ্গ মাষ

স্বিন্নং নিষ্পীড়িতং শাকং হিতং স্যাৎ স্নেহসংস্কৃতম্।
অস্বিন্নং স্নেহরহিতমপীড়িতমতোঽন্যথা॥ ৩৮৯
মাংসং স্বভাবতো বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনম্।
স্নেহগোরসধান্যাম্ল-ফলাম্লকটুকৈঃ সহ।
সিদ্ধং মাংসং হিতং বল্যং রোচনং বৃংহণং গুরু॥ ৩৯০
তদেব গোরসাদানং সুরভিদ্রব্যসংস্কৃতম্।
বিদ্যাৎ পিত্তকফোদ্রেকি বলমাংসাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ৩৯১
পরিশুষ্কং স্থিরং স্নিগ্ধং হর্ষণং প্রীণনং গুরু।
রোচনং বলমেধাগ্নিমাংসৌজঃশুক্রবর্দ্ধনম্॥ ৩৯২
তদেবোল্লুপ্তপিষ্টত্বাদুল্লুপ্তমিতি পাচকাঃ॥ ৩৯৩
পরিশুষ্কগুণৈর্যুক্তং বহ্নৌ পক্কমতো লঘু।
তদেব শূলিকাপ্রোতমঙ্গারে পরিপাচিতম্॥ ৩৯৪
জ্ঞেয়ং গুরুতরং কিঞ্চিৎ প্রদিগ্ধং গুরুপাকতঃ।
উল্লুপ্তং ভর্জ্জিতং পিষ্টং প্রতপ্তং কন্দুপাচিতম্॥
পরিশুষ্কং প্রদগ্ধঞ্চ শূল্যং যচ্চান্যদীদৃশম্॥ ৩৯৫

মাংসং যৎ তৈলসিদ্ধন্তু বীর্য্যোষ্ণং পিত্তকৃদ্‌গুরু।
লঘ্বগ্নিদীপনং হৃদ্যং রুচ্যং দৃষ্টিপ্রসাদনম্।
অনুষ্ণবীর্য্যং পিত্তঘ্নং মনোজ্ঞং ঘৃতসাধিতম্॥ ৩৯৬
প্রীণনঃ প্রাণজননঃ শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ।
বাতপিত্তশ্রমহরো হৃদ্যো মাংসরসঃ স্মৃতঃ॥
স্মৃত্যোজঃস্বরহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম্।
ভগ্নবিশ্লিষ্টসন্ধীনাং কৃশানামল্পরেতসাম্॥
আপ্যায়নঃ সংহননঃ শুক্রৌজোবলবর্দ্ধনঃ।
সদাড়িমযুতো বৃষ্যঃ সংস্কৃতো দোষনাশনঃ॥ ৩৯৭
যন্মাংসমুদ্ধৃতরসং ন তৎ পুষ্টিবলাবহম্।
বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরং রূক্ষং বিরসং মারুতাবহম্॥ ৩৯৮
দীপ্তাগ্নীনাং সদা পথ্যঃ খানিষ্কস্তু পরং গুরুঃ॥ ৩৯৯
মাংসং নিরস্থি সুস্বিন্নং পুনর্দৃষদি চূর্ণিতম্।
পিপ্পলীশুণ্ঠিমরিচ-গুড়সর্পিঃসমন্বিতম্।
একত্র পাচয়েৎ সম্যগ্ বেশবার ইতি স্মৃতঃ॥
বেসবারো গুরুঃ স্নিগ্ধো বল্যো বাতরুজাপহঃ।
প্রীণনঃ সর্ব্বধাতূনাং বিশেষামুখশোষিণাম্॥ ৪০০
ক্ষুৎতৃষ্ণাপহরঃ শ্রেষ্ঠঃ সৌবীরঃ স্বাদুশীতলঃ।
কফঘ্নো দীপনো হৃদ্যঃ শুদ্ধানাং প্রাণিনামপি॥ ৪০১
জ্ঞেয়ঃ পথ্যতমশ্চাপি মুদ্গযূষঃ কৃতাকৃতঃ॥ ৪০২
স তু দাড়িমমৃদ্বীকাযুক্তঃ স্যাদ্রাগষাড়বঃ॥ ৪০৩

প্রভৃতি সূপকে নিস্তুষ ও ঈষৎ ভৃষ্ট করিয়া পাক করিলে লঘু ও হিতকর হয়। ৩৮৮। শাককে সিদ্ধ করিয়া নিষ্পীড়নপূর্ব্বক জল গালিয়া লইতে হয়। পরে স্নেহসংস্কৃত করিয়া লইলে হিতকর হইয়া থাকে। অস্বিন্ন, স্নেহরহিত ও অনিষ্পীড়িত শাক ইহার বিপরীত। ৩৮৯। মাংস স্বভাবতঃ বৃষ্য, স্নেহন ও বলবর্দ্ধন। ইহা স্নেহ, দুগ্ধ প্রভৃতি গোরস, ধান্যাম্ল, ফলাম্ল ও কটু দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে হিতকর, বল্য, রোচন, বৃংহণ ও গুরু হইয়া থাকে। ৩৯০। প্রদিগ্ধ (গোরসের সহিত ঘনীকৃত) মাংস হিঙ্গু প্রভৃতি সুরভি দ্রব্যসহকারে সংস্কৃত হইলে কফপিত্ত-প্রকোপক ও বলমাংসাগ্নিবর্দ্ধক হয়। ৩৯১। পরিশুষ্ক মাংস দৃঢ়তাকারক, স্নিগ্ধ, হর্ষণ, প্রীণন ও গুরু। ইহা রোচন এবং বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্র বর্দ্ধন করে। [মাংস ঘৃতে ভৃষ্ট করিয়া তাহাতে মৃদু মৃদু উষ্ণাম্বু সেচন ও জীরকাদির চূর্ণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘন করিয়া লইলে তাহাকে পরিশুষ্ক মাংস কহে। [বোধ হয়, প্রদিগ্ধ ও পরিশুষ্ক উভয় স্থলেই মাংসকে প্রথমতঃ চূর্ণ করিতে হয়।) পরিশুষ্ক মাংসকে ঘৃততক্রাঢ্য করিয়া ত্রিজাতক-চূর্ণসহকারে সুগন্ধি করিয়া লইলে তাহাকে প্রদিগ্ধ কহে। ইতি রাধাকান্তোদ্ধৃত শব্দচন্দ্রিকা]। ৩৯২। পরিশুষ্ক মাংসকে অণুশঃ ছিন্ন করিয়া পিষ্টকের ন্যায় করিয়া লইলে তাহাকে পাচকেরা উল্লুপ্ত কহিয়া থাকে। ৩৯৩। পরিশুষ্ক মাংসকে লৌহাদি-শলাকায় আরোপিত করিয়া অঙ্গারে পক্ক করিয়া লইলে তাহা পরিশুষ্ক-গুণযুক্ত অথচ অগ্নিপক্ক বলিয়া কিঞ্চিৎ লঘু হয়। ৩৯৪। প্রদিগ্ধ গুরুপাক বশতঃ কিঞ্চিৎ গুরুতর হইয়া থাকে। এইরূপ উল্লুপ্ত মাংস, ভৃষ্টমাংস, পিষ্টমাংস, অঙ্গারাদিতে তপ্তমাংস, কন্দুপক্ক সুরভি-মাংস, পরিশুষ্ক মাংস, প্রদিগ্ধ মাংস, শূল্যমাংস এবং ঈদৃশ অন্যান্য মাংস কিঞ্চিৎ গুরুতর হয়। ৩৯৫। তৈলসিদ্ধ মাংস উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক ও গুরু হয়। ঘৃতপক্ক মাংস লঘু, অগ্নিদীপন, হৃদ্য, রুচ্য, দৃষ্টিপ্রসাদন, অনুষ্ণবীর্য্য, পিত্তঘ্ন ও মনোজ্ঞ হইয়া থাকে। ৩৯৬। মাংসরস প্রীণন, প্রাণজনন, শ্বাস-কাস-ক্ষয়নাশক, বাত-পিত্ত-শ্রমনাশক ও হৃদ্য। ইহা স্মৃতিহীন, ওজোহীন, স্বরহীন, জ্বরক্ষীণ, উরঃক্ষতরোগী, ভগ্নবিশ্লিষ্টসন্ধি, কৃশ ও অল্পরেতা ব্যক্তিদিগের শোধনকারক ও শরীরের সংহতিকারক। মাংসরস দাড়িমযোগে সংস্কৃত হইলে শুক্র, ওজঃ ও বল বর্দ্ধন করে এবং বৃষ্য ও দোষনাশক হইয়া থাকে। ৩৯৭। যে মাংসের রস বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা পুষ্টিকারক ও বলকারক নহে। উহা বিষ্টম্ভী, দুর্জ্জর, রূক্ষ, বিরস ও বায়ুকারক। ৩৯৮। খানিষ্ক (কোন মতে ইহা পরিশুষ্কভেদ। মতান্তরে এক প্রকার বেশবার) দীপ্তাগ্নিদিগের সদা পথ্য ও অতিশয় গুরু। ৩৯৯। অস্থিহীন সুস্বিন্ন মাংসকে প্রস্তরে চূর্ণিত করিয়া পিপ্পল, শুঁঠ, মরিচ, গুড় ও ঘৃতযোগে একত্র সম্যক্ পাক করিলে তাহাকে বেশবার কহে। বেশবার গুরু, স্নিগ্ধ, বল্য ও বাতরোগনাশক [কেহ কেহ কহেন যে, বেশবার ও পরিশুষ্ক এক]। ৪০০। সৌবীর (মাংস-রসের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ) সর্ব্বধাতুর পুষ্টিকারক, বিশেষত মুখশোষীদিগের প্রীতিকর। ইহা ক্ষুৎতৃষ্ণানাশক, উৎকৃষ্ট ও স্বাদুশীতল। ৪০১। মুদ্গযূষ কৃতই হউক আর অকৃতই হউক, উহা উৎকৃষ্ট পথ্য। [৪১৭ প্রকরণে কৃতাকৃতের পরিভাষা দ্রষ্টব্য]। ৪০২।

রুচিষ্যো লঘুপাকশ্চ দোষাণামবিরোধকৃৎ।
মসূরমুদ্গগোধূম-কুলত্থলবণৈঃ কৃতঃ॥ ৪০৪
কফপিত্তাবিরোধী স্যাদ্বাতব্যাধৌ চ শস্যতে।
মৃদ্বীকাদাড়িমৈর্যুক্তঃ স এবোক্তোঽনিলার্দ্দিতে।
রোচনো দীপনো হৃদ্যো লঘুপাক্যুপদিশ্যতে॥ ৪০৫
পটোলনিম্বযূষৌ তু কফমেদোবিশোষিণৌ।
পিত্তঘ্নৌ দীপনৌ হৃদ্যৌ কৃমিকুষ্ঠজ্বরাপহৌ॥ ৪০৬
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়-প্রসেকারোচকজ্বরান।
হন্তি মূলকযূষস্তু কফমেদো গলাময়ান্॥ ৪০৭
কুলত্থযূষোঽনিলহা শ্বাসপীনসনাশনঃ।
তূণীপ্রতূণীকাসার্শো-গুল্মোদাবর্ত্তনাশনঃ
দাড়িমামলকৈর্যুক্তো হৃদ্যঃ সংশমনো লঘুঃ।
প্রাণাগ্নিজননো মূর্চ্ছা-মেদোঘ্নঃ পিত্তবাতজিৎ॥ ৪০৮
মুদ্গামলকযূষস্তু গ্রাহী পিত্তকফে হিতঃ॥ ৪০৯
যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ॥ ৪১০
সর্ব্বধান্যকৃতস্তদ্বদ্বৃংহণঃ প্রাণবর্দ্ধনঃ॥ ৪১১
খলকাম্বলিকৌ হৃদ্যৌ তথা বাতকফে হিতৌ॥ ৪১২
বল্যঃ কফানিলৌ হন্তি দাড়িমাম্লোঽগ্নিদীপনঃ॥ ৪১৩
দধ্যম্লঃ কফকৃদ্বল্যঃ স্নিগ্ধো বাতহরো গুরুঃ॥ ৪১৪
তক্রাম্লঃ পিত্তকৃৎ প্রোক্তো বিষরক্তপ্রদূষণঃ॥ ৪১৫
খড়াঃ খড়যবাগ্বশ্চ ষাড়বাঃ পানকানি চ।
এবমাদীনি চান্যানি ক্রিয়ন্তে বৈদ্যবাক্যতঃ॥ ৪১৬
অস্নেহলবণং সর্ব্বমকৃতং কটুকৈর্বিনা।
বিজ্ঞেয়ং লবণস্নেহকটুকৈঃ সংযুতং কৃতম্॥ ৪১৭
অথ গোরসধান্যাম্লফলাম্লৈরন্বিতঞ্চ যৎ।
যথোত্তরং লঘু হিতং সংস্কৃতাসংস্কৃতং রসে॥ ৪১৮
দধিমস্ত্বম্লসিদ্ধস্তু যূষঃ কাম্বলিকঃ স্মৃতঃ॥ ৪১৯
তিলপিণ্যাকবিকৃতিঃ শুষ্কশাকং বিরূঢ়কম্।
সিণ্ডাকী চ গুরূণি স্যুঃ কফপিত্তকরাণি চ॥ ৪২০
তদ্বচ্চ বটকান্যাহুর্বিদাহীনি গুরূণি চ॥ ৪২১
লঘবো বৃংহণা বৃষ্যা হৃদ্যা রোচন-দীপনাঃ।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাভ্রমচ্ছর্দ্দি-শ্রমঘ্না রাগষাড়বাঃ॥ ৪২২
রসালা বৃংহণী বল্যা স্নিগ্ধা বৃষ্যা চ রোচনী॥ ৪২৩
স্নেহনং গুড়সংযুক্তং হৃদ্যং দধ্যনিলাপহম্॥ ৪২৪
শক্তবঃ সর্পিষাভ্যক্তাঃ শীতবারিপরিপ্লুতাঃ।
নাতিদ্রবা নাতিসান্দ্রা মন্থ ইত্যুপদিশ্যতে॥ ৪২৫

মুদ্গযূষ দাড়িম ও কিসমিসের সহিত সিদ্ধ করিয়া লইলে তাহাকে রাগষাড়ব কহে। ৪০৩। মসূর, মুদ্গ, গোধূম, কুলত্থ ও লবণ এই পঞ্চ দ্রব্য একত্র পাক করিয়া যে যূষ প্রস্তুত করা যায়, তাহা রুচিকারক, লঘুপাক ও ত্রিদোষের অবিরোধী। ৪০৪। উক্ত মসূরাদিপঞ্চক-যূষ কিস্‌মিস্ ও দাড়িমের সহিত যুক্ত হইলে কফপিত্তের অবিরোধী ও বাতব্যাধিতে প্রশস্ত হইয়া থাকে। এই যূষ পক্ষাঘাতাদি বায়ুরোগে অতিশয় প্রশস্ত। ইহা রোচন, দীপন, হৃদ্য ও লঘুপাকী। ৪০৫। পটোলের যূষ ও নিম্বের যূষ কফ ও মেদের শোষক, পিত্তঘ্ন, দীপন হৃদ্য [হৃদয়ের পক্ষে উপকারী], কৃমি, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক। [ভাবপ্রকাশ বলেন, নিম্ব অহৃদ্য, এ স্থলে অহৃদ্য শব্দে অমনোজ্ঞ]। ৪০৬। কচি অথচ শুষ্ক মূলোর যূষ শ্বাস, কাস প্রতিশ্যায়, প্রসেক, অরোচক, জ্বর, কফ, মেদ ও গলরোগ নাশ করে। ৪০৭। কুলত্থযূষ বায়ুনাশক, শ্বাস-পীনসনাশক এবং তূণী প্রতূণী কাস অর্শঃ গুল্ম ও উদাবর্ত্ত নাশ করে। দাড়িম ও আমলকীর সহিত সংস্কৃত কুলত্থযূষ হৃদ্য, সংশমন, বলকারক, অগ্নি-জনক, মূর্চ্ছানাশক, মেদোনাশক ও পিত্তবায়ুনাশক। ৪০৮। আমলকী-সহকৃত মুদ্গের যূষ গ্রাহী ও পিত্তকফে হিত-কারক। ৪০৯। যব, কুল ও কুলত্থ একত্র পাক করিলে সেই যূষ স্বরকারক ও বায়ুনাশক হয়। ৪১০। মুদ্গাদি শমীধান্য সকল একত্র পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিলে সেই যূষ বৃংহণ ও প্রাণবর্দ্ধন হয়। ৪১১। খল ও কাম্বলিক (৪১৯ প্রঃ দেখ) যূষ হৃদ্য এবং বাতকফে হিতকর। [খল দুই প্রকার;— এক প্রকার তক্র ও শমীধান্যযোগে প্রস্তুত করা যায়। আর এক প্রকার তক্র ও শাক-যোগে প্রস্তুত করা যায়। যাহা তক্র ও শমীধান্য-যোগে প্রস্তুত হয়, তাহা স্নিগ্ধ ও সংগ্রাহক। যাহা তক্র ও শাক-যোগে প্রস্তুত হয়, তাহাকে খড়যূষ কহে; ইহা তক্র, কপিত্থ, চাঙ্গেরী, মরিচ, জীরক ও চিতার যোগে প্রস্তুত হয়। দধি, অম্ল, লবণ, স্নেহ, তিল ও মাষযোগে যে যূষ প্রস্তুত হয়, তাহাকে কাম্বলিক কহে। ইতি নিবন্ধ]। ৪১২। দাড়িমের সহিত অম্লীকৃত যূষ বলকারক, কফবাতনাশক ও অগ্নিদীপন। ৪১৩। দধি দ্বারা অম্লীকৃত যূষ কফকারক, বল্য, স্নিগ্ধ, বাতহর ও গুরু। ৪১৪। তক্র দ্বারা অম্লীকৃত যূষ পিত্তকারক, বিষপ্রকোপক ও রক্ত-দূষক। ৪১৫। খড়, খড়ের সহিত সিদ্ধ যবাগূ, ষাড়ব, পানক এবং এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য বৈদ্যদিগের উপদেশমতে প্রস্তুত করিতে হয়। ৪১৬। যে যূষে স্নেহ ও লবণ নাই এবং যাহা কটুদ্রব্য বিনা কৃত, তাহাকে অকৃত-যূষ কহে। আর লবণ, স্নেহ ও কটুদ্রব্য সহকারে সংস্কৃত যূষকে কৃত-যূষ কহে। ৪১৭। গোরস, ধান্যাম্ল ও ফলাম্ল যোগে সংস্কৃত যূষ বা মাংসরস যথোত্তর লঘু। আর সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ বা মাংসরস লঘু। ৪১৮। দধিমস্তু ও অম্লের সহিত সিদ্ধ যূষকে কাম্বলিক কহে। ৪১৯। তিলবিকৃতি, পিণ্যাকবিকৃতি, শুষ্কশাক, বিরূঢ়ক ও সিণ্ডাকী গুরু ও কফপিত্তকারক। ৪২০। এইরূপ বটক সকল বিদাহী ও গুরু। ৪২১। রাগষাড়ব-সমূহ লঘু, বৃংহণ, বৃষ্য, হৃদ্য, রোচন, দীপন এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বমি ও আম নাশ করে। ৪২২। রসালা বৃংহণ, বল্য, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও রোচন। ৪২৩। গুড়সংযুক্ত দধি স্নেহন, হৃদ্য ও বায়ুনাশক। ৪২৪। ছাতুকে ঘৃতযুক্ত, শীতলবারি-পরিপ্লুত, নাতিদ্রব ও নাতিসান্দ্র করিয়া প্রস্তুত করিলে তাহাকে মন্থ কহে। ৪২৫। মন্থ সদ্যো-

মস্তুঃ সদ্যোবলকরঃ পিপাসাশ্রমনাশনঃ ॥ ৪২৬
সাম্লস্নেহগুড়ো মূত্রকৃচ্ছ্রোদাবর্ত্তনাশনঃ।
শর্করেক্ষুরসদ্রাক্ষাযুক্তঃ পিত্তবিকারনুৎ ॥ ৪২৭
দ্রাক্ষামধুকসংযুক্তঃ কফরোগনিবর্হণঃ ॥ ৪২৮
বর্গত্রয়েণোপহিতো মলদোষানুলোমনঃ ॥ ৪২৯
গৌড়মম্লমনম্লং বা পানকং গুরু মূত্রলম্ ॥ ৪৩০
তদেব খণ্ডমৃদ্বীকা-শর্করাসহিতং পুনঃ।
সাম্লং সুতীক্ষ্ণং সুহিমং পানকং স্যান্নিরত্যয়ম্ ॥ ৪৩১
মার্দ্বীকন্তু শ্রমহরং মূর্চ্ছাদাহতৃষাপহম্ ॥ ৪৩২
পরূষকাণাং কোলানাং হৃদ্যং বিষ্টম্ভি পানকম্ ॥ ৪৩৩
দ্রব্যসংযোগসংস্কারং জ্ঞাত্বা মাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
পানকানাং যথাযোগং গুরুলাঘবমাদিশেৎ ॥ ৪৩৪
ইতি কৃতান্নবর্গঃ ॥
বক্ষ্যাম্যতঃ পরং ভক্ষ্যান্ রসবীর্য্যবিপাকতঃ ॥ ৪৩৫
ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরকৃতা বল্যা বৃষ্যা হৃদ্যাঃ সুগন্ধিনঃ।
অদাহিনঃ পুষ্টিকরা দীপনাঃ পিত্তনাশনাঃ ॥ ৪৩৬
তেষাং প্রাণকরা হৃদ্যা ঘৃতপূরাঃ কফাবহাঃ।
বাতপিত্তহরা বৃষ্যা গুরবো রক্তমাংসলাঃ ॥ ৪৩৭
বৃংহণা গৌড়িকা ভক্ষ্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ।
অদাহিনঃ পিত্তহরাঃ শুক্রলাঃ কফবর্দ্ধনাঃ ॥ ৪৩৮

বলকারক ও পিপাসা-শ্রমনাশক। ৪২৬। মস্তু অম্ল, স্নেহ ও গুড়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত নাশ করে এবং শর্করা ইক্ষুরস ও দ্রাক্ষার সহিত যুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তবিকার নাশ করিয়া থাকে। ৪২৭। মস্তু দ্রাক্ষা ও মধূকক্বাথ (মৌলফুলের ক্বাথ) সহযোগে প্রস্তুত হইলে কফরোগ নাশ করে। ৪২৮। উল্লিখিত বর্গত্রয় (২২৭।৪২৮ প্রঃ দেখ) সহযোগে সংস্কৃত হইলে মস্তু মলদোষের অনুলোমন হয়। ৪২৯। গুড়ের পানা অম্লীকৃতই হউক আর ঈষৎ অম্লই হউক গুরু ও মূত্রকারক হইয়া থাকে। ৪৩০। পানক (পানা) নিম্বুকাদির রসে অম্লীকৃত করিয়া খণ্ড (খাঁড়ু), কিস্‌মিস্ বা শর্করার সহিত মধূরীকৃত, কটুদ্রব্যযোগে তীক্ষ্ণীকৃত এবং কর্পূরযোগে সুবাসিত করিয়া লইলে অনপকারী হয়। ৪৩১। কিসমিসের পানা শ্রমহর এবং মূর্চ্ছা, দাহ ও তৃষ্ণা নাশ করে। ৪৩২। ফলসা-ফল ও কুলের পানা হৃদ্য ও বিষ্টম্ভী। ৪৩৩। দ্রব্যের সংযোগে সংস্কার এবং মাত্রা সর্ব্বথা অবগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পানকের যথাযোগ গুরু-লাঘব স্থির করিবে। ৪৩৪। ইতি কৃতান্নবর্গ ॥

অথ রস, বীর্য্য ও বিপাক। অনন্তর ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের রস, বীর্য্য ও বিপাক বর্ণনা করিব। ৪৩৫। দুগ্ধকৃত ভক্ষ্য সকল বল্য, বৃষ্য, হৃদ্য ও সুগন্ধি এবং অদাহী, পুষ্টিকর, দীপন ও পিত্তনাশক। ৪৩৬। তন্মধ্যে ঘৃতপূর প্রাণকারক, হৃদ্য, কফকারক, বাতপিত্তহর, বৃষ্য, গুরু, রক্তকারক ও মাংসকারক। ৪৩৭। গুড়কৃত ভক্ষ্য সকল বৃংহণ, গুরু, বায়ুনাশক, অদাহী, পিত্তনাশক, শুক্রল ও কফবর্দ্ধক।

মধুমস্তকসংযাবাঃ পূপা যে চ বিশেষতঃ।
গুরবো বৃংহণাশ্চৈব মোদকাস্তু সুদুর্জ্জরাঃ। ৪৩৮
রোচনো দীপনঃ স্বর্য্যঃ পিত্তঘ্নঃ পবনাপহঃ ॥ ৪৩৯
গুরুর্ম্মৃষ্টতমশ্চৈব সট্টকঃ প্রাণবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৪০
হৃদ্যাঃ সুগন্ধির্মধুরঃ স্নিগ্ধঃ কফকরো গুরুঃ।
বাতাপহস্তৃপ্তিকরো বল্যো বিস্যন্দনঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪১
বৃংহণা বাতপিত্তঘ্না ভক্ষ্যা বল্যাস্তু সামিতাঃ।
হৃদ্যাঃ পথ্যতমাস্তেষাং লঘবঃ ফেণকাদয়ঃ ॥ ৪৪২
মুদ্গাদিবেশবারাণাং পূর্ণা বিষ্টম্ভিনো মতাঃ।
বেশবারৈঃ সপিশিতৈঃ সম্পূর্ণা গুরুবৃংহণাঃ ॥ ৪৪৩
পাললাঃ শ্লেষ্মজননাঃ শষ্কুল্যঃ কফপিত্তলাঃ ॥ ৪৪৪
বীর্য্যোষ্ণাঃ পৈষ্টিকা ভক্ষ্যাঃ কফপিত্তপ্রকোপণাঃ।
বিদাহিনো নাতিবলা গুরবশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৪৫
বৈদলা লঘবো ভক্ষ্যা কষায়াঃ সৃষ্টমারুতাঃ।

৪৩৮। মধুমস্তক ও সংযাব এবং পূপ সকল গুরু ও বৃংহণ। মোদক সকল (লাড়ু সকল) সুদুর্জ্জর। [মধুমস্তক ও সংযাবকে ময়দার পিঠা বলা যায়। মধুমস্তকের মধ্যে ঘৃত থাকে, বোধ হয় মধুও থাকে। কেহ কেহ ইহাকে সজ্জক বলে। মধু ও দুগ্ধের সহিত ময়দার লাড়ু পাকাইয়া সংযাব প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উহা ঘৃতযুক্ত নূতন ভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে তাহাতে চিনি, এলাচ ও মরিচচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হয়]। ৪৩৯। সট্টক গুরু, অতিশয় মিষ্ট ও প্রাণবর্দ্ধন। [সট্টক অনেক প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার লবঙ্গ, ত্রিকটু, চিনি, দাড়িমবীজ-চূর্ণ ও কর্পূরচূর্ণ সহযোগে প্রস্তুত করা হয়। ইহাকেই সুপ্রমোদ নামক সট্টক কহে। ইতি নিবন্ধ। "শালিচূর্ণ, ঘৃত ও জল মিশ্রিত করিলে তাহাকে সট্টক বলে" ইতি ভাবপ্রকাশ]। ৪৪০। বিস্যন্দন হৃদ্য, সুগন্ধি, মধুর, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু। ইহা বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর ও বলকারক। [কাঁচা ময়দা, ঘৃত, দুগ্ধ ও গুড় একত্র করিয়া নাতিঘন ও নাতিদ্রব করিয়া প্রস্তুত করিলে তাহাকে বিস্যন্দন কহে। কেহ কেহ কহেন যে, ঘৃতভৃষ্ট তণ্ডুলের নাম বিষ্যন্দন]। ৪৪১। গোধূমকৃত ভক্ষ্য সকল বৃংহণ, বাতপিত্তঘ্ন ও বল্য। তন্মধ্যে ফেণক (খাজা) প্রভৃতি হৃদ্য, পথ্যতম ও লঘু। ৪৪২। মুদ্গাদির ব্যাসন দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য সকল বিষ্টম্ভী। মাংসযুক্ত ব্যাসনের সহিত প্রস্তুত খাদ্য সকল গুরু ও বৃংহণ। ৪৪৩। তিলপিষ্ট ও গুড়াদিযোগে প্রস্তুত দ্রব্য সকল শ্লেষ্মজনক। শষ্কুলী কফপিত্তকারক। ["ঘৃতের সহিত লুচি বেলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে শষ্কুলী বা ভাষায় সোহানী বলে" ইতি ভাবমিশ্র। তবেই ভাবপ্রকাশ-মতে লুচির নামই শষ্কুলী]। ৪৪৪। পিষ্টকময় ভক্ষ্য সকল উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তপ্রকোপক, বিদাহী, অনতিবলকারক, বিশেষতঃ গুরু। ৪৪৫। মুদ্গাদি-বিদলকৃত ভক্ষ্য সকল সাধারণতঃ লঘু, কষায়,

বিষ্টম্ভিনঃ পিত্তসমাঃ শ্লেষ্মঘ্না ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥ ৪৪৬
বল্যা বৃষ্যাশ্চ গুরবো বিজ্ঞেয়া মাষসাধিতাঃ ॥ ৪৪৭
কূর্চ্চিকাবিকৃতা ভক্ষ্যা গুরবো নাতিপিত্তলাঃ ॥ ৪৪৮
বিরূঢ়ককৃতা ভক্ষ্যা গুরবোঽনিলপিত্তলাঃ।
বিদাহোৎক্লেশজননা রূক্ষা দৃষ্টিপ্রদূষণাঃ ॥ ৪৪৯
হৃদ্যাঃ সুগন্ধিনো বৃষ্যা লঘবো ঘৃতপাচিতাঃ।
বাতপিত্তহরা বল্যা বর্ণদৃষ্টিপ্রসাদনাঃ ॥ ৪৫০
বিদাহিনস্তৈলকৃতা গুরবঃ কটুপাকিনঃ।
উষ্ণা মারুতদৃষ্টিঘ্নাঃ পিত্তলাস্ত্বক্প্রদূষণাঃ ॥ ৪৫১
ফলমাংসেক্ষুবিকৃতি-তিলমাষোপসংস্কৃতাঃ।
ভক্ষ্যা বল্যাশ্চ গুরবো বৃংহণা হৃদয়প্রিয়াঃ ॥ ৪৫২
কপালাঙ্গারপক্বাস্ত লঘবো বাতকোপনাঃ।
সুপক্বাস্তনবশ্চাপি ভূয়িষ্ঠং লঘবো মতাঃ ॥ ৪৫৩
সকিলাটাদয়ো ভক্ষ্যা গুরবঃ কফবর্দ্ধনাঃ ॥ ৪৫৪
কুল্মাষা বাতলা রূক্ষা গুরবো ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥ ৪৫৫
উদাবর্ত্তহরো বাট্যঃ কাসপীনসমেহনুৎ ॥ ৪৫৬
ধানোলুম্বাস্তু লঘবঃ কফমেদোবিশোষণাঃ ॥ ৪৫৭
শক্তবো বৃংহণা বৃষ্যাস্তৃষ্ণাপিত্তকফাপহাঃ।

বিষ্টম্ভী, পিত্তশান্তিকর, শ্লেষ্মনাশক ও অধোবায়ুর নিঃসারক। ৪৪৬। মাষকলায়ের ভক্ষ্য সকল (পিষ্টকাদি) বল্য, বৃষ্য ও গুরু। ৪৪৭। কূর্চ্চিকা নামক দুগ্ধবিকৃতি গুরু ও অনতিপিত্তল। [কূর্চ্চিকা ক্ষীরসা ইতি ভাষা ইতি রাধাকান্ত। নিবন্ধ বলেন, বিগ্রথিত দুগ্ধ ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কূর্চ্চিকা বলে। তবেই নিবন্ধ-মতে কূর্চ্চিকা শব্দের অর্থ ছ্যানা। কূর্চ্চিকা ও কিলাট এক ইতি হেমচন্দ্র]। ৪৪৮। বিরূঢ়ক অর্থাৎ অঙ্কুরিত মুদ্গাদি দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্য সকল গুরু ও বাতপিত্তনাশক। ইহারা বিদাহী, উৎক্লেশজনক, রুক্ষ ও দৃষ্টিনাশক। ৪৪৯। ঘৃত-পাচিত দ্রব্য সকল হৃদ্য, সুগন্ধি, বৃষ্য, লঘু, বাতপিত্তহর, বলকারক ও দৃষ্টিপ্রসাদন। ৪৫০। তৈলভৃষ্ট দ্রব্য সকল বিদাহী, গুরু, কটুপাকী, উষ্ণ, বায়ুনাশক, দৃষ্টিনাশক, পিত্তনাশক ও ত্বক্-দূষক। ৪৫১। যে সকল খাদ্য ফল, মাংস, ইক্ষুবিকৃতি, তিল ও মাষকলায় একত্র করিয়া প্রস্তুত করা যায়, তাহারা বল্য, গুরু, বৃংহণ ও হৃদয়প্রিয়। ৪৫২। যে সকল ভক্ষ্য খোলার উপর বা অঙ্গারের উপর পাক করা যায়, তাহারা লঘু, বাতকোপন এবং সুপক্ক ও পাতলা হইলে অতিশয় লঘু হইয়া থাকে। ৪৫৩। কিলাট (ছ্যানা) প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য গুরু ও কফবর্দ্ধক। ৪৫৪। কুল্মাষ (স্বিন্নযবাদি) প্রভৃতি বাতল, রুক্ষ, গুরু ও বিষ্ঠাভেদক। ৪৫৫। বাট্য- উদাবর্ত্তনাশক এবং কাস, পীনস ও মেহ নাশ করে। ["বাট্য—ভৃষ্ট যবকৃত ভক্ষ্য। মতান্তরে ইহা যবগোধূমাদি দলিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়"]। ৪৫৬। ধানা [ভৃষ্টযব] ও উলুম্ব ["মুদ্গ-কলায়াদি অগ্নিপক্ব"] কফ ও মেদঃশোষণ। ৪৫৭। যবশক্তু

পীতাঃ সদ্যো বলকরা ভেদিনঃ পবনাপহাঃ ॥ ৪৫৮
গুর্ব্বী পিণ্ডী খরাত্যর্থং লঘ্বী সৈব বিপর্য্যয়াৎ ॥
শক্তূনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাদবলেহিকা ॥ ৪৫৯
লাজাশ্ছর্দ্যতিসারঘ্না দীপনাঃ কফনাশনাঃ ॥ ৪৬০
বল্যাঃ কষায়মধুরা লঘবস্তৃণ্মলাপহাঃ ॥ ৪৬১
তৃট্ছর্দ্দিদাহঘর্ম্মার্ত্তিনুদস্তচ্ছক্তবো মতাঃ।
রক্তপিত্তহরাশ্চৈব দাহজ্বরবিনাশনাঃ ॥ ৪৬২
পৃথুকা গুরবঃ স্নিগ্ধা বৃংহণাঃ কফবর্দ্ধনাঃ।
বল্যাঃ সক্ষীরভাবাৎ তু বাতঘ্না ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥ ৪৬৩
সুদুর্জ্জরঃ স্বাদুরসো বৃংহণস্তণ্ডুলো নবঃ ॥ ৪৬৪
সন্ধানকৃন্মেহহরঃ পুরাণস্তণ্ডুলঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬৫
দ্রব্যসংযোগসংস্কার-বিকারান্ সমবেক্ষ্য তু ॥
যদা কারণমাসাদ্য ভোক্তৄণাং ছন্দতোঽপি বা।
অনেকদ্রব্য-যোনিত্বাচ্ছাস্ত্রতস্তান বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৬৬
অতঃ সর্ব্বাণ্যনুপানান্যুপদেক্ষ্যামঃ ॥ ৪৬৭
অম্লেন কেচিদ্বিহতা মনুষ্যা মাধুর্য্যযোগে প্রণয়ীভবন্তি।
তথাম্লযোগে মধুরেণ তৃপ্তাস্তেষাং যথেষ্টং প্রবদন্তি পথ্যম্ ॥৪৬৮
শীতোষ্ণতোয়াসবমদ্যযূষ-ফলাম্লধান্যাম্লপয়োরসানাম্।
যস্যানুপানন্তু হিতং ভবেদ্যত্তস্মৈ প্রদেয়স্ত্বিহ মাত্রয়া তৎ ৪৬৯

সকল বৃংহণ, বৃষ্য এবং তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশ করে। পান করিলে সদ্যঃ বলকারক, ভেদক ও বায়ুকারক হয় [মূলে পবনাপহ পাঠ আছে, কিন্তু পবনাবহ হওয়া উচিত। কেননা যবশক্তু রুক্ষ, সুতরাং কিঞ্চিৎ বায়ুকারক। ৪৫৮। শক্তুপিণ্ড গুরু ও খর (গুণবিশিষ্ট)। জলযোগে তরলী-কৃত শক্তু লঘু। ৪৫৯। মৃদু বলিয়া শক্তুর অবলেহ শীঘ্র জীর্ণ হয়। ৪৬০। লাজ (খই) বমি ও অতিসার নাশ করে। ইহা দীপন ও কফনাশক এবং বল্য, কষায়, মধুর, লঘু, তৃষ্ণানাশক এবং মলনাশক। ৪৬১। লাজশক্তু তৃষ্ণা, বমি, দাহ ও ঘর্ম্ম নাশ করে। ইহা রক্তপিত্তহারক ও দাহজ্বরনিবারক। ৪৬২। পৃথুকা (চিঁড়ে) গুরু, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও কফবর্দ্ধন। দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলে বল-কারক, বাতঘ্ন ও বিষ্ঠাভেদক। ৪৬৩। নূতন তণ্ডুল অতিশয় দুর্জ্জর, স্বাদুরস ও বৃংহণ। ৪৬৪। পুরাতন তণ্ডুল সন্ধানকারক ও মেহহর। ৪৬৫। দ্রব্যের অনেক প্রকার সংযোগ, সংস্কার ও বিকৃতি হইয়া থাকে। আর দোষাদির প্রকোপও নানাকারণে নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ভোক্তা-দিগের অভিলাষও নানাপ্রকার হয়। আবার ভক্ষ্য সকল নানাদ্রব্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া ভক্ষ্য সকল নিরূপণ করিতে হয়। ৪৬৬। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার অনুপান বলিতেছি। ৪৬৭। কোন কোন লোক অম্ল খাইয়া অসুখ বোধ করে এবং মধুর-রসে আসক্ত হয়। আবার অতিশয় অম্লযোগের পর মধুর-রস ও অতিশয় মধুরযোগের পর অম্লরস পথ্য হইয়া থাকে। ৪৬৮। শীতজল, উষ্ণজল, আসব, মদ্য, যূষ, ফলাম্ল ও

ব্যাধিঞ্চ কালঞ্চ বিভাব্য ধীরৈ-
র্দ্রব্যাণি ভোজ্যানি চ তানি তানি ॥ ৪৭০
সর্ব্বানুপানেষু বরং বদন্তি
মেধ্যং যদম্ভঃ শুচিভাজনস্থম্।
লোকস্য জন্মপ্রভৃতি প্রশস্তং
তোয়াত্মকাঃ সর্ব্বরসাশ্চ দৃষ্টাঃ ॥ ৪৭১
সংক্ষেপ এষোঽভিহিতোঽনুপানে-
ষ্বতঃপরং বিস্তরতো বিধাস্যে ॥ ৪৭২
উষ্ণোদকানুপানস্তু স্নেহানামথ শস্যতে।
ঋতে ভল্লাতকস্নেহাৎ স্নেহাৎ তৌবরকাৎ তথা ॥ ৪৭৩
অনুপানং বদন্ত্যেকে তৈলে যূষাম্লকাঞ্জিকে ॥ ৪৭৪
শীতোদকং মাক্ষিকস্য পিষ্টান্নস্য চ সর্ব্বশঃ।
দধিপায়সমদ্যার্ত্তি-বিষজুষ্টে তথৈব চ ॥ ৪৭৫
কেচিৎ পিষ্টময়স্যাহুরনুপানং সুখোদকম্ ॥ ৪৭৬
পয়োমাংসরসো বাপি শালিমুদ্গাদিভোজিনাম্।
যুদ্ধাধ্বাতপসন্তাপ-বিষমদ্যরুজাসু চ ॥ ৪৭৭
মাষাদেরনুপানন্তু ধান্যাম্লং দধিমস্তু বা ॥ ৪৭৮
মদ্যং মদ্যোচিতানাস্তু সর্ব্বমাংসেষু পূজিতম্ ॥ ৪৭৯
অমদ্যপানামুদকং ফলাম্লং বা প্রশস্যতে ॥ ৪৮০
ক্ষীরং ঘর্ম্মাধ্বভাষ্যস্ত্রী-ক্লান্তানামমৃতোপমম্ ॥ ৪৮১
সুরা কৃশানাং স্থূলানামনুপানং মধূদকম্ ॥ ৪৮২
নিরাময়াণাং চিত্রন্তু ভক্তমধ্যে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৮৩
স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে পথ্যং কফে রুক্ষোষ্ণমিষ্যতে।
অনুপানং হিতঞ্চাপি পিত্তে মধুরশীতলম্ ॥ ৪৮৪
হিতং শোণিতপিত্তিভ্যঃ ক্ষীরমিক্ষুরসস্তথা ॥ ৪৮৫
অর্কশেলুশিরীষাণামাসবাস্তু বিষার্ত্তিষু ॥ ৪৮৬
অতঃ পরন্তু বর্গাণামনুপানং পৃথক্ পৃথক্।
প্রবক্ষ্যাম্যানুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বেষামেব মে শৃণু ॥ ৪৮৭
তত্র পূর্ব্বশস্যজাতীনাং বদরাম্লবৈদলানাং ধান্যাম্লম্। জঙ্গালানাং ধম্বজানাঞ্চ পিপ্পল্যাসবঃ। বিষ্কিরাণাং কোলবদরাসবঃ। প্রতুদানাস্তু ক্ষীরবৃক্ষাসবঃ। গুহাশয়ানাস্তু খর্জ্জূরনারিকেলাসবঃ। প্রসহনমহামৃগাণাং কৃষ্ণগন্ধাসবঃ। পর্ণমৃগাণাং বিলেশয়ানাং ফলসারাসবঃ। একশফানাং ত্রিফলাসবঃ। অনেকশফানাং খদিরাসবঃ। কূলচরাণাস্তু শৃঙ্গাটককশেরুকাসবঃ। কোশবাসিনাং পাদিনাঞ্চ তদেব। প্লবানামিক্ষুরসাসবঃ। নাদেয়ানাং মৃণালাসবঃ। সামুদ্রাণাং মাতুলুঙ্গাসবঃ। অম্লানাং ফলানাং পদ্মোৎপলকন্দাসবঃ। কষায়াণাং দাড়িমবেত্রাসবঃ। মধুরাণাং ত্রিকটুকযুক্তঃ

অন্যান্য অম্ল, দুগ্ধ এবং মাংসরস এই সকল দ্রব্য অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে যাহার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহাকে সেই অনুপান মাত্রানুযায়ী দিতে হয়। ৪৬৯। আর ধীরেরা রোগ ও কাল বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সেবন করিবেন। ৪৭০। সর্ব্বপ্রকার অনুপানের মধ্যে পবিত্র-পাত্রস্থ পবিত্র জল উৎকৃষ্ট। কেননা জল জন্মাবধি লোকের উপযোগী। আর সমস্ত রসই জলাত্মক। ৪৭১। এইরূপে সংক্ষেপে অনুপান কথিত হইল, এক্ষণে সবিস্তারে বলিতেছি। ৪৭২। ঘৃতপ্রভৃতি স্নেহ পান করিয়া উষ্ণোদক অনুপান করিতে হয়। কিন্তু ভল্লাতক-তৈল ও তুবরক-তৈল পান করিয়া শীতল জল অনুপান করিতে হয়। [তুবরক বৃক্ষ সম্বন্ধে নিবন্ধ কহেন, "পত্রৈস্তু কেশরাকারৈঃ কলায়সদৃশৈঃ ফলৈঃ। বৃক্ষাস্তুবরনামানঃ পশ্চিমার্ণবতীরজাঃ" ইতি]। ৪৭৩। কেহ কেহ তৈলের অনুপানে উষ্ণকালে যূষ ও শীতকালে অম্লকাঞ্জিক দিতে কহেন। ৪৭৪। মধুর অনুপান শীতল জল। আর সর্ব্বপ্রকার পিষ্টান্নের অনুপানও শীতল জল। দধি, পায়স, মদ্যজন্য রোগ ও বিষদোষেও শীতলজল। ৪৭৫। কেহ কেহ বলেন যে, পিষ্টান্নের অনুপান সুখোদক (ঈষৎ উষ্ণজল)। ৪৭৬। শাল্যন্নভোজী ও মুদ্গাদিভোজীদিগের পক্ষে যথাক্রমে দুগ্ধ ও মাংসরস প্রশস্ত। আর যুদ্ধ, পথভ্রমণ, রৌদ্র, অগ্নিতাপ, বিষ ও মদ্যরোগেও ঐ দুই অনুপান চলে। ৪৭৭। মাষ প্রভৃতির অনুপান ধান্যাম্ল বা দধিমস্তু। ৪৭৮। মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে এবং সর্ব্বপ্রকার মাংসভোজনের পর মদ্য অনুপান প্রশস্ত। ৪৭৯। অমদ্যপায়ীদিগের পক্ষে জল ও দাড়িমাদি ফলের অম্ল প্রশস্ত। ৪৮০। ঘর্ম্ম, পথভ্রমণ, বহুভাষণ বা স্ত্রীসেবা-ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুগ্ধ অমৃতোপম। ৪৮১। কৃশদিগের পক্ষে সুরা ও স্থূলদিগের পক্ষে মধুজল প্রশস্ত। ৪৮২। নীরোগদিগের পক্ষে ভোজন মধ্যে নানাপ্রকার পান চলে। ৪৮৩। বায়ুরোগে স্নিগ্ধোষ্ণ এবং কফে রুক্ষোষ্ণ অনুপান প্রশস্ত। আর পিত্তে মধুর-শীতল অনুপান প্রশস্ত। ৪৮৪। রক্তপিত্তে দুগ্ধ ও ইক্ষুরস হিতকর। ৪৮৫। বিষরোগে আকন্দ, শ্লেষ্মাতক বা শিরীষের আসব হিতকর। ৪৮৬। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন আহারবর্গের পৃথক্ পৃথক্ অনুপান বলিতেছি। আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। ৪৮৭। তন্মধ্যে শূকধান্যসমূহের অনুপান বদরাম্ল, বৈদলসমূহের অনুপান ধান্যাম্ল এবং জঙ্গাল ও ধন্বজ জন্তুদিগের অনুপান পিপ্পল্যাসব। বিষ্কির-মাংসের অনুপান কুলের আসব বা বদরের আসব। প্রতুদ-মাংসের অনুপান ক্ষীরবৃক্ষাসব। গুহাশয়-মাংসের অনুপান খর্জ্জুর-আসব ও নারিকেলাসব। প্রসহ-মাংসের অনুপান অশ্বগন্ধাসব। পর্ণমৃগসমূহের অনুপান কৃষ্ণগন্ধাসব (সজিনার আসব)। বিলেশয়-মাংসের অনুপান ফলসারাসব। একশফ-মাংসের অনুপান ত্রিফলাসব। অনেকশফ অর্থাৎ ছাগাদির অনুপান খদিরাসব। কূলেচর মাংসের অনুপান পানিফলের আসব বা শৃঙ্গাটকের আসব। কোশস্থ (শম্বুকাদি) জন্তুর অনুপানও ঐ। পাদবান্দিগের অনুপানও ঐ। প্লব-মাংসের অনুপান ইক্ষুরসাসব। নদীজদিগের অনুপান মৃণালাসব। সামুদ্র-মাংসের অনুপান মাতুলুঙ্গাসব। অম্লফলের অনুপান পদ্মোৎপল ও পদ্মকন্দের আসব। কষায়-ফলসমূহের অনুপান দাড়িমা-

কন্দাসবঃ। তালফলাদীনাং ধান্যাম্লম্। কটুকানাং দূর্ব্বানল-বেত্রাসবঃ। পিপ্পল্যাদীনাং শ্বদংষ্ট্রাবস্থকাসবঃ। কুষ্মাণ্ডাদীনাং দার্ব্বীকরীরাসবঃ। চুচ্চু প্রভৃতীনাং লোধ্রাসবঃ। জীবন্ত্যাদীনাং ত্রিফলাসবঃ। কুসুম্ভশাকস্য স এব। মণ্ডূকপর্ণ্যাদীনাং মহাপঞ্চমূলাসবঃ। বালমস্তকাদীনামম্লফলাসবঃ। সৈন্ধবাদীনাং সুরাসব আরনালঞ্চ। তোয়ং বা সর্ব্বত্রেতি॥ ৪৮৮

ভবন্তি চাত্র।

সর্ব্বেষামনুপানানাং মাহেন্দ্রং তোয়মুত্তমম্।
সাত্ম্যং যস্য তু যৎ তোয়ং তৎ তস্মৈ হিতমুচ্যতে॥ ৪৮৯
উষ্ণং বাতে কফে তোয়ং পিত্তে রক্তে চ শীতলম্॥ ৪৯০
দোষবদ্‌গুরু বা ভুক্তমতিমাত্রমথাপি বা।
যথোক্তেনানুপানেন সুখমন্নং প্রজীর্য্যতি॥ ৪৯১
রোচনং বৃংহণং বৃষ্যং দোষসঙ্ঘাতভেদনম্।
তর্পণং মার্দ্দবকরং শ্রমক্লমহরং সুখম্॥
দীপনং দোষশমনং পিপাসাচ্ছেদনং পরম্।
বল্যং বর্ণকরং সম্যগনুপানং সদোচ্যতে॥ ৪৯২
তদাদৌ কর্শয়েৎ পীতং স্থাপয়েন্মধ্যসেবিতম্।
পশ্চাৎ পীতং বৃংহয়তি তস্মাদ্বীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ॥ ৪৯৩
স্থিরতাং গতমক্লিন্নমন্নমদ্রবপায়িনাম্।
ভবত্যাবাধজননমনুপানমতঃ পিবেৎ॥ ৪৯৪
ন পিবেচ্ছ্বাসকাসার্ত্তো রোগে চাপ্যূর্দ্ধজত্রুগে।
ক্ষতোরস্কঃ প্রসেকী চ যস্য চোপহতঃ স্বরঃ॥ ৪৯৫
পীত্বাধ্বভাষ্যাধ্যয়ন-গেয়স্বপ্নান্ ন শীলয়েৎ॥ ৪৯৬
প্রদূষ্যামাশয়ং তদ্ধি তস্য কণ্ঠোরসি স্থিতম্।
স্যন্দাগ্নিসাদচ্ছর্দ্দ্যাদীনাময়ান্ জনয়েদ্বহূন্॥ ৪৯৭
গুরুলাঘবচিন্তেয়ং স্বভাবং নাতিবর্ত্ততে।
তথা সংস্কারমাত্রাং ন কালাংশ্চাপ্যুত্তরোত্তরম্॥ ৪৯৮
মন্দকর্ম্মানলারোগ্যাঃ সুকুমারাঃ সুখোচিতাঃ।
জন্তবো যে তু তেষাং হি চিন্তেয়ং পরিকীর্ত্তিতা॥
বলিনঃ খরভক্ষ্যা যে যে চ দীপ্তাগ্নয়ো নরাঃ।
কর্ম্মনিত্যাশ্চ যে তেষাং নাবশ্যং পরিকীর্ত্ত্যতে॥ ৪৯৯

ইতি সর্ব্বানুপানবর্গঃ॥

অথাহারবিধিং বৎস বিস্তরেণাখিলং শৃণু॥ ৫০০
আপ্তাম্বিতমসঙ্কীর্ণং শুচি কার্য্যং মহানসম্॥ ৫০১
তত্রাপ্তৈর্গুণসম্পন্নমন্নং ভক্ষ্যং সুসংস্কৃতম্।
শুচৌ দেশে সুসংগুপ্তং সমুপস্থাপয়েদ্ভিষক্॥ ৫০২
বিষঘ্নৈরগদৈঃ স্পৃষ্টং প্রোক্ষিতং ব্যজনোদকৈঃ।
সিদ্ধৈর্মন্ত্রৈর্হতবিষং সিদ্ধমন্নং নিবেদয়েৎ॥ ৫০৩

সব ও বৈত্রাসব। মধুর-ফলসমূহের অনুপান ত্রিকটুযুক্ত কন্দাসব। তালফলাদির অনুপান ধান্যাম্ল। কটুসমূহের অনুপান দূর্ব্বা নল ও বেত্রের আসব। পিপ্পলী প্রভৃতির অনুপান গোক্ষুর ও বস্থকের (বকের) আসব। কুষ্মাণ্ডাদির অনুপান দারুহরিদ্রা ও করীরের আসব। ৪৮৮। চুচ্চু প্রভৃতির অনুপান লোধ্রাসব। জীবন্ত্যাদির অনুপান ত্রিফলাসব। কুসুম্ভশাকের অনুপানও তাহাই। মণ্ডূকপর্ণী প্রভৃতির অনুপান মহাপঞ্চমূলের আসব। সৈন্ধব প্রভৃতির অনুপান সুরাসব ও আরনাল (কাঁজী)। অথবা জল সর্ব্বত্রই অনুপান। ৪৮৮। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে;—সকল প্রকার অনুপানের মধ্যে আন্তরীক্ষ-জল উত্তম। আর যে জল যাহার সাত্ম্য, সেই জলই তাহার উৎকৃষ্ট অনুপান। ৪৮৯। বাতে ও কফে উষ্ণজল এবং পিত্তে ও রক্তে শীতল জল হিতকর। ৪৯০। দোষযুক্ত ভোজন, গুরুভোজন ও অতিমাত্র ভোজনও যথোক্ত (৪৮৮ প্রকরণোক্ত) অনুপানযোগে সুখে জীর্ণ হয়। ৪৯১। সম্যক্ রূপে অনুপান প্রযুক্ত হইলে উহা রোচন, বৃংহণ, বৃষ্য, দোষ-সংঘাতভেদক, তর্পণ, মৃদুতাকারক, শ্রমক্লমহর, সুখকর, দীপন, দোষশমন, অতিশয় পিপাসানাশন, বল্য ও বর্ণকর হয়। ৪৯২। আহারের আদিতে অনুপানদ্রব্য পান করিলে কৃশতা হয়, মধ্যে সেবন করিলে না-স্থূলতা না-কৃশতা হয়, এবং অন্তে সেবন করিলে স্থূলতা হয়। এইজন্য বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপান করিতে হয়। ৪৯৩। আহারের সহিত দ্রবপান (অনুপান) না করিলে আহার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় ও অক্লিন্ন হয়। তাহাতে পীড়া হইয়া থাকে। অতএব অনুপান অবশ্যই পান করিবে। ৪৯৪। শ্বাসরোগে, কাসরোগে, ঊর্দ্ধজত্রুরোগে, উরঃক্ষতরোগে, কফ-প্রসেকে ও স্বরভঙ্গে, আহারের পর জলপান করিবে না। ৪৯৫। জলপানের পর পথভ্রমণ, বহুভাষণ, অধ্যয়ন, গান ও নিদ্রা শীলন করিবে না। ৪৯৬। ঐরূপ করিলে সেই জল আমাশয়কে দূষিত করিয়া কণ্ঠে ও বক্ষে স্থিত হয়। তাহাতে স্যন্দ (শ্লেষ্মস্রাব), অগ্নিমান্দ্য, বমি প্রভৃতি বহুরোগ জন্মিয়া থাকে। ৪৯৭। দ্রব্যাদির গুরুতা বা লঘুতা উহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আবার সেই গুরুতা বা লঘুতা সংস্কার, মাত্রা ও কাল (নূতনত্ব পুরাতনত্ব) প্রভৃতি অপেক্ষা করে। আবার মণ্ড, পেয়া, বিলেপী প্রভৃতি যথোত্তর গুরু হইয়া থাকে। ৪৯৮। যাহারা অল্প-পরিশ্রমী, অল্পাগ্নি, অল্পস্বাস্থ্য, সুকুমার ও সুখোচিত, তাহাদেরই পক্ষে দ্রব্যাদির গুরু-লাঘব সূক্ষ্মরূপে বিচার্য্য। কিন্তু বলবান্, দৃঢ়ভোজী, দীপ্তাগ্নি ও পরিশ্রমী নরদিগের পক্ষে এ সকল নিয়ম অবশ্য পালনীয় নহে। ৪৯৯। ইতি সর্ব্বানুপানবর্গ॥

অনন্তর হে বৎস! সমস্ত আহারবিধি সবিস্তারে শ্রবণ কর। ৫০০। পাকস্থান বিশ্বস্তজনান্বিত, অসঙ্কীর্ণ ও শুচি হওয়া উচিত। ৫০১। সেই স্থানে বিশ্বস্ত-লোক দ্বারা গুণসম্পন্ন ভক্ষ্য অন্ন প্রস্তুত করাইয়া শুচিস্থানে সুসংগোপনে স্থাপন করিবে। ৫০২। রাজাদিগের জন্য চিকিৎসক ঐরূপ অন্নে বিষঘ্ন ঔষধ স্পর্শ করাইবেন। আর বিষঘ্ন-জলে ব্যজন ক্ষালিত করিয়া তদ্দ্বারা অন্ন বীজন করিলে, বিষ নষ্ট হয়। অনন্তর সিদ্ধমন্ত্রসমূহ পাঠ করিলে অন্ন হতবিষ হইয়া থাকে, সেই অন্নকে সিদ্ধ অন্ন বলা যায়।

রক্ষ্যাম্যতঃ পরং কৃৎস্নমাহারস্থোপকল্পনাম্।
ঘৃতং কার্ষ্ণায়সে দেয়ং পেয়া দেয়া তু রাজতে॥
ফলানি সর্ব্বভক্ষ্যাংশ্চ প্রদদ্যাদ্বৈদলেষু চ।
পরিশুষ্কপ্রদিগ্ধানি সৌবর্ণেষু প্রকল্পয়েৎ॥
প্রদ্রবাণি রসাংশ্চৈব রাজতেষূপহারয়েৎ।
কট্বরাণি খড়াংশ্চৈব সর্ব্বান্ শৈলেষু দাপয়েৎ॥
দদ্যাৎ তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতং সুশৃতং পয়ঃ।
পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃন্ময়েষু প্রদাপয়েৎ॥
কাচস্ফটিকপাত্রেষু শীতলেষু শুভেষু চ।
দদ্যাদ্বৈদূর্য্যপাত্রেষু রাগষাড়বসট্টকান্॥
পুরস্তাদ্বিমলে পাত্রে সুবিস্তীর্ণে মনোরমে।
সূদঃ সূপৌদনং দদ্যাৎ প্রদেহাংশ্চ সুসংস্কৃতান্॥
ফলানি সর্ব্বভক্ষ্যাংশ্চ পরিশুষ্কাণি যানি চ।
তানি দক্ষিণপার্শ্বে তু ভুঞ্জানস্থোপকল্পয়েৎ॥
প্রদ্রবাণি রসাংশ্চৈব পানীয়ং পানকং পয়ঃ।
খড়ান্ যূষাংশ্চ পেয়াংশ্চ সব্যে পার্শ্বে প্রদাপয়েৎ॥
সর্ব্বান্ গুড়বিকারাংশ্চ রাগষাড়বসট্টকান্।
পুরস্তাৎ স্থাপয়েৎ প্রাজ্ঞো দ্বয়োরপি চ মধ্যতঃ॥৫০৪
এবং বিজ্ঞায় মতিমান্ ভোজনস্থোপকল্পনাম্।
ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্বাধে শুভে শুচৌ।
সুগন্ধি পুষ্পরচিতে সমে দেশেঽথ ভোজয়েৎ॥ ৫০৫
বিশিষ্টমিষ্টসংস্কারৈঃ পথ্যৈরিষ্টৈ রসাদিভিঃ।
মনোজ্ঞং শুচি নাত্যুষ্ণং প্রত্যগ্রমশনং হিতম্॥ ৫০৬
পূর্ব্বং মধুরমশ্নীয়ান্মধ্যেঽম্ললবণৌ রসৌ।
পশ্চাচ্ছেষান্ রসান্ বৈদ্যো ভোজনেষ্ববচারয়েৎ॥ ৫০
আদৌ ফলানি ভুঞ্জীত দাড়িম্বাদীনি বুদ্ধিমান্॥
ততঃ পেয়াংস্ততো ভোজ্যান্ ভক্ষ্যাংশ্চিত্রাংস্ততঃ পরম্
ঘনং পূর্ব্বং সমশ্নীয়াৎ কেচিদাহুর্বিপর্য্যয়ম্॥ ৫০৮
আদাবন্তে চ মধ্যে চ ভোজনস্য তু শস্যতে।
নিরত্যয়ং দোষহরং ফলেষ্বামলকং নৃণাম্॥ ৫০৯।
মৃণালবিসশালূক-কন্দেক্ষুপ্রভৃতীনি চ।
পূর্ব্বং যোজ্যানি ভিষজা নতু ভুক্তে কথঞ্চন॥ ৫১০
সুখমুচ্চৈঃ সমাসীনঃ সমদেহোঽন্নতৎপরঃ।
কালে সাত্ম্যং লঘু স্নিগ্ধং ক্ষিপ্রমুষ্ণং দ্রবোত্তরম্।
বুভুক্ষিতোঽন্নমশ্নীয়ান্মাত্রাবদ্বিদিতাগমঃ॥ ৫১১
কালে ভুক্তং প্রীণয়তি সাত্ম্যমন্নং ন বাধতে।
লঘু শীঘ্রং ব্রজেৎ পাকং স্নিগ্ধোষ্ণং বলবহ্নিদম্॥
ক্ষিপ্রং ভুক্তং সমং পাকং যাত্যদোষং দ্রবোত্তরম্।
সুখং জীর্য্যতি মাত্রাবদ্ধাতুসাম্যং করোতি চ॥ ৫১২

সেই অন্নই রাজাকে নিবেদন করিতে হয়। ৫০৩। অনন্তর যেরূপে অন্ন পরিবেশন করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। কৃষ্ণলোহ-পাত্রে ঘৃত পরিবেশন করিতে হয়, আর পেয়া রৌপ্যপাত্র করিয়া দিতে হয়। সর্ব্বপ্রকার ফল ও সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্য (সন্দেশ প্রভৃতি) পত্র করিয়া দিতে হয় [অন্যেরা কহেন, বৈদল-পত্রের অর্থ বেত্রবংশাদির ত্বক্ দ্বারা পত্রময় গ্রথিত পাত্র]। 'পরিশুষ্ক' ও 'প্রদিগ্ধ' নামক খাদ্য সুবর্ণ-পাত্রে দিবে। অতিশয় দ্রব-দ্রব্য (যথা—মণ্ড) এবং মাংসরস রৌপ্যপাত্র পরিয়া দিবে। কট্বর (কাঞ্জীক বা তক্রাদি) ও খড়সমূহ প্রস্তর-পাত্রে দিবে। সুশৃত অথচ সুশীতল জল তাম্রময়-পাত্রে করিয়া দিবে [নিবন্ধ পয়ঃ শব্দের অর্থ জল বলেন না, দুগ্ধ বলেন; কিন্তু দুগ্ধের শীতলতা প্রশস্ত নহে]। অন্যান্য পানীয়, পানক ও মদ্য মৃন্ময়পাত্রে করিয়া দিবে। রাগ, ষাড়ব ও সট্টক শীতল ও পবিত্র কাচময় ও স্ফটিকময় পাত্রে করিয়া দিবে, অথবা বৈদূর্য্য-পাত্রেও দেওয়া যায়। পাচক রাজার সম্মুখ ভাগে সুবিস্তীর্ণ মনোরম বিমল-পাত্রে সূপ, অন্ন ও সুসংস্কৃত লেহ্য সমস্ত স্থাপন করিবে। ভোজনকর্ত্তার দক্ষিণ-পার্শ্বে ফলসমূহ, লাড্ডু প্রভৃতি ভক্ষ্যসমূহ ও পরিশুষ্ক-সমূহ পরিবেশন করিবে। অতিশয় দ্রব-দ্রব্য, মাংসরস, পানীয়, পানক, দুগ্ধ, খড়, যূষ ও পেয় সকল বাম-পার্শ্বে দিবে। সর্ব্বপ্রকার গুড়বিকৃতি, রাগ, ষাড়ব ও সট্টক সম্মুখে স্থাপন করিবে অথবা দুই পার্শ্বের কোন পার্শ্বে স্থাপন করিবে। ৫০৪। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে ভোজনের পরিবেশন অবগত হইয়া রাজার ন্যায় ভোক্তাদিগকে বিজন, রম্য, বাধাহীন, শুভ, শুচি, সুগন্ধি-পুষ্পরচিত সমতল স্থানে ভোজন করাইবে। ৫০৫। ইষ্ট-সংস্কারযুক্ত, সুপথ্যপ্রিয়রসাদিযুক্ত, মনোজ্ঞ, শুচি, অনতি-উষ্ণ ও প্রত্যগ্র (অভিনব) ভোজন হিতকর। ৫০৬। প্রথমে মধুর ভোজন করিবে, মধ্যে অম্ল ও লবণ ভোজন করিবে এবং পশ্চাৎ অন্যান্য রস ভোজন করিবে। ৫০৭। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আদিতে দাড়িমাদি ফলসমূহ ভোজন করিবে, অনন্তর পেয় সকল ভোজন করিবে, পরে অন্নাদি নানাবিধ ভক্ষ্য সেবন করিবে। কেহ বলেন, প্রথমে কঠিন-দ্রব্য, পরে তরলদ্রব্য; কেহ বা বলেন, প্রথমে তরল ও পরে কঠিন দ্রব্য সেবন করিবে। ৫০৮। ফলের মধ্যে আমলকী-ফল ভোজনের আদিতে অন্তে এবং মধ্যেও প্রশস্ত। ইহা নিরত্যয় (অনপকারী) ও দোষহর। ৫০৯। মৃণাল, বিস, শালূক, কন্দ, ইক্ষু প্রভৃতি ভোজনের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিবে। ভোজনের পর প্রয়োগ করিবে না। ৫১০। সুখকর উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া, দেহকে সমানভাবে রাখিয়া, ভোজনে তৎপর হইয়া এবং বুভুক্ষিত হইয়া যথাকালে সাত্ম্য, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, দ্রবপ্রধান ভক্ষ্য মাত্রানুসারে যথাশাস্ত্র নাতিদ্রুত ও নাতিবিলম্বিত ভাবে ভোজন করিবে। ৫১১। যথাকালে সাত্ম্য অন্ন ভোজন করিলে পীড়া হয় না। লঘুপাকী অন্ন শীঘ্র জীর্ণ হয়, স্নিগ্ধোষ্ণ আহার বল ও ক্ষুধা করিয়া থাকে। সমকালে নাতিদ্রুত নাতিবিলম্বিত ভাবে দ্রবপ্রধান অন্ন সেবন করিলে পাক প্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত মাত্রায় অন্ন সেবন করিলে সুখে জীর্ণ হয় এবং ধাতুসাম্য করিয়া থাকে। ৫১২। যে সকল

অতীবায়তযামাস্তু ক্ষপা যেষৃতুষু স্মৃতাঃ।
তেষু তৎপ্রত্যনীকাঢ্যং ভুঞ্জীত প্রাতরেব তু ॥ ৫১৩
যেষু চাপি ভবেয়ুশ্চ দিবসা ভৃশমায়তাঃ।
তেষু তৎকালবিহিতমপরাহ্ণে প্রশস্যতে ॥ ৫১৪
রজন্যো দিবসাশ্চৈব যেষু চাপি সমাঃ স্মৃতাঃ।
কৃত্বা সমমহোরাত্রং তেষু ভুঞ্জীত ভোজনম্ ॥ ৫১৫
নাপ্রাপ্তাতীতকালং বা হীনাধিকমথাপি বা ॥
অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানঃ শরীরে হ্যলঘৌ নরঃ।
তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণং বা নিযচ্ছতি ॥
অতীতকালে ভুঞ্জানো বায়ুনোপহতেঽনলে।
কৃচ্ছ্রাদ্বিপচ্যতে ভুক্তং দ্বিতীয়ঞ্চ ন কাঙ্ক্ষতি ॥
হীনমাত্রমসন্তোষং করোতি চ বলক্ষয়ম্।
আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকম্ ॥ ৫১৬
তস্মাৎ সুসংস্কৃতং যুক্ত্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতম্।
যথোক্তগুণসম্পন্নমুপসেবেত ভোজনম্।
বিভজ্য কালদোষাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি ॥ ৫১৭
অচোক্ষং দুষ্টমুচ্ছিষ্টং পাষাণতৃণলোষ্টবৎ।
দ্বিষ্টং ব্যুষিতমস্বাদু পূতি চান্নং বিবর্জয়েৎ ॥
চিরসিদ্ধং স্থিরং শীতমন্নমুষ্ণীকৃতং পুনঃ।
অশান্তমুপদগ্ধঞ্চ তথা স্বাদু ন লক্ষ্যতে ॥ ৫১৮
যদ্‌যৎ স্বাদুতরং তত্র বিদধ্যাদুত্তরোত্তরম্ ॥ ৫১৯
প্রক্ষালয়েদদ্ভিরাস্যং ভুঞ্জানস্য মুহুর্মুহুঃ।
বিশুদ্ধে রসনে তস্মৈ রোচতেঽন্নমপূর্ব্ববৎ ॥ ৫২০
স্বাদুনা তস্য রসনং প্রথমেনাপি তর্পিতম্।
ন তথা স্বাদয়েদন্যং তস্মাৎ প্রক্ষাল্যমন্তরা ॥ ৫২১
সৌমনস্যং বলং পুষ্টিমুৎসাহং হর্ষণং সুখম্।
স্বাদু সঞ্জনয়ত্যন্নমস্বাদু চ বিপর্য্যয়ম্ ॥ ৫২২
ভুক্ত্বা চ যৎ প্রার্থয়তে ভূয়স্তৎ স্বাদু ভোজনম্ ॥ ৫২৩
অশিতশ্চোদকং যুক্ত্যা ভুঞ্জানশ্চান্তরা পিবেৎ ॥ ৫২৪
দন্তান্তরগতঞ্চান্নং শোধনেনাহরেচ্ছনৈঃ।
কুর্য্যাদনাহৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাম্ ॥ ৫২৫
জীর্ণেঽন্নে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিদগ্ধে পিত্তমেব তু।
ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি তস্মাদ্ভুক্তে হরেৎ কফম্ ॥

ঋতুতে রাত্রি সকল অতিশয় দীর্ঘ হয়, সে সকল ঋতুতে তৎকালীন দোষসমূহের বাধকীভূত অন্ন প্রাতঃকালেই ভোজন করিবে [নিবন্ধ কহেন, প্রাতঃকাল অর্থে সপাদ যাম অর্থাৎ দিবসের প্রথম প্রহর ও দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম চতুর্থাংশ ও অপরাহ্ণ অর্থে অর্দ্ধ তৃতীয় যাম বুঝিতে হয়]। ৫১৩। যে সকল ঋতুতে দিবস সকল অতিশয় দীর্ঘ হয়, সে সকল ঋতুতে তৎকালবিহিত আহার অপরাহ্ণে সেবন করা ভাল। ৫১৪। আর যে সকল ঋতুতে দিবারাত্রি সমান—যেমন শরৎ ও বসন্ত—সে সকল ঋতুতে অহোরাত্রের মধ্যভাগে একবার ভোজন করিবে [৫১৩, ৫১৪ ও ৫১৫ প্রকরণ একাহারীদিগের জন্য কথিত হইয়াছে। "পঞ্জিকাকার" কহেন, দ্বিরাহারীদিগের পক্ষে প্রাতঃকালে প্রাতর্ভোজনের অর্দ্ধেক বা ত্রিভাগ মাত্র হওয়া উচিত এবং দ্বিতীয় ভোজন অর্দ্ধচতুর্থ প্রহরে হওয়া উচিত। জেজ্জট বলেন যে, দিবসের ত্রিভাগ প্রহর ও রাত্রির ত্রিভাগ প্রহরে অন্ন ভোজন করাকে অহোরাত্রে সমভোজন করা বলে]। ৫১৫। অপ্রাপ্ত কালে বা অতীত কালে ভোজন করিবে না। হীন বা অধিকমাত্রায় ভোজন করিবে না। অপ্রাপ্তকালে অলঘু-শরীরে ভোজন করিলে নানাপ্রকার ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে অথবা মরণ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। অতীত কালে ভোজন করিলে বায়ুকর্তৃক অগ্নি উপহত হয়, তখন আহার কষ্টে জীর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় বেলায় আর অন্নে আকাঙ্ক্ষা হয় না। হীনমাত্রায় ভোজন করিলে অসন্তোষ হয় এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। আর অত্যন্ত আলস্য, গৌরব, আটোপ ও অবসন্নতা হয়। ৫১৭। অতএব যুক্তিপূর্ব্বক এই সকল-দোষবর্জ্জিত সংস্কৃত যথোক্ত-গুণসম্পন্ন অন্ন ভোজন করিবে। কালদোষাদি বিচার করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয়কালেই ঐরূপ ভোজন করা যায়। অচোক্ষ (মলিন বা অপবিত্র), দূষিত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ-তৃণ-লোষ্ট্রযুক্ত, বিদ্বিষ্ট, ব্যুষিত (বাসী), অস্বাদু ও পূতি অন্ন বর্জ্জন করিবে। আর চিরসিদ্ধ, কঠিনীভূত শীতল অন্ন, অথবা পুনর্ব্বার উষ্ণীকৃত অন্ন, অথবা অশান্ত (অনির্ব্বাপিত—না জুড়ান) ও দগ্ধ অন্ন এবং যে অন্ন মুখরোচক বলিয়া বোধ না হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে। ৫১৮। ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত মুখরোচক, তাহা পরে পরে খাইবে [যেমন পায়সের অপেক্ষা সন্দেশ মিষ্ট, অতএব পায়সের পর সন্দেশ খাইবে]। ৫১৯। ভোজনকারী মুহুর্মুহুঃ জল দ্বারা মুখধাবন করিবে। কেননা তাহাতে রসনা বিশুদ্ধ হওয়াতে অন্ন অপূর্ব্বের ন্যায় [নতন গৃহীতের ন্যায়] মুখরোচক হয়। ৫২০। রসনা প্রথম স্বাদুরস দ্বারা তর্পিত হইলে অন্যপ্রকার অন্নের আস্বাদ হয় না। এইজন্য স্বাদুরস আস্বাদন করিবার পরে অন্যরস সেবন করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে রসনা প্রক্ষালন করিতে হয়। ৫২১। স্বাদু-অন্ন সেবন করিলে মনের স্ফূর্তি, বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ ও সুখ হইয়া থাকে। অস্বাদু অন্ন সেবন করিলে বিপরীত হয়। ৫২২। যাহা একবার খাইলে বারবার খাইতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে স্বাদু কহে। ৫২৩। কৃত-ভোজন ব্যক্তি যুক্তিপূর্ব্বক জলপান করিবে। আর ভোজন করিতে করিতে জলপান করিবে। ৫২৪। অন্ন দন্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে শোধন [তৃণাদি] দ্বারা আস্তে আস্তে আহরণ করিবে। কারণ তাহা আহরণ না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। ৫২৫। অন্ন জীর্ণ হইলে বায়ুবৃদ্ধি হয়। অন্ন বিদগ্ধ হইলে (জীর্ণ হইতে থাকিলে) পিত্তবৃদ্ধি হয়। আর অন্ন ভুক্তমাত্র কফবৃদ্ধি হয়। অতএব ভোজনের পর কফহরণ করিবে। [যেরূপে কফ হরণ করিতে হইবে, তাহা বলা

ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যৈর্ব্বা কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
পূগকক্কোলকর্পূর-লবঙ্গসুমনঃফলৈঃ॥
কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারকৈঃ।
তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ॥ ৫২৬
ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমো গতঃ।
ততঃ পদশতং গত্বা বামপার্শ্বে তু সংবিশেৎ॥
শব্দরূপরসান্ গন্ধান্ স্পর্শাংশ্চ মনসঃ প্রিয়ান্।
ভুক্তবানুপসেবেত তেনান্নং সাধু তিষ্ঠতি॥
শব্দরূপরসস্পর্শগন্ধাশ্চাপি জুগুপ্সিতাঃ।
অশুচ্যন্নং তথা ভুক্তমতিহাস্যঞ্চ বাময়েৎ॥ ৫২৭
শয়নঞ্চাসনং বাপি নেচ্ছেদ্বাপি দ্রবোত্তরম্।
নাগ্ন্যাতপৌ ন প্লবনং ন যানং নাপি বাহনম্॥
নচৈকরসসেবায়াং প্রসজ্যেত কদাচন।
শাকাবরান্নভূয়িষ্ঠমম্লঞ্চ ন সমাচরেৎ॥
একৈকশঃ সমস্তান্ বা নাপ্যশ্নীয়াদ্রসান্ সদা।
প্রাগ্ভুক্তে ত্ববিবিক্তেঽগ্নৌ দ্বিরন্নং ন সমাচরেৎ॥
পূর্ব্বভুক্তে বিদগ্ধেঽন্নে ভুঞ্জানো হন্তি পাবকম্।
মাত্রাগুরুং পরিহরেদাহারং দ্রব্যতশ্চ যঃ॥
পিষ্টান্নং নৈব ভুঞ্জীত মাত্রয়া বা বুভুক্ষিতঃ।
দ্বিগুণঞ্চ পিবেৎ তোয়ং সুখং সম্যক্ প্রজীর্য্যতি॥ ৫২৮
পেয়লেহ্যাদ্যভক্ষ্যাণাং গুরু বিদ্যাদ্‌যথোত্তরম্॥ ৫২৯
গুরূণামর্দ্ধসৌহিত্যং লঘূনাং তৃপ্তিরিষ্যতে॥ ৫৩০
দ্রবোত্তরো দ্রবশ্চাপি ন মাত্রাগুরুরিষ্যতে।
দ্রবাঢ্যমপি শুষ্কন্তু সম্যগেবোপপদ্যতে॥
বিশুষ্কমন্নমভ্যস্তং ন পাকং সাধু গচ্ছতি।
পিণ্ডীকৃতমসংক্লিন্নং বিদাহমুপগচ্ছতি॥ ৫৩১
স্রোতস্যন্নবহে পিত্তং পক্তৌ বা যস্য তিষ্ঠতি।
বিদাহি ভুক্তমন্যদ্বা তস্যাপ্যন্নং বিদহ্যতে॥ ৫৩২
শুষ্কং বিরুদ্ধং বিষ্টম্ভি বহ্নিব্যাপদমাবহেৎ।
আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ।
অজীর্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুর্থং রসশেষতঃ॥ ৫৩৩
অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাদ্বা সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য॥ ৫৩৪
ঈর্ষ্যাভয়ক্রোধপরিক্ষতেন লুব্ধেন রুগ্দৈন্যনিপীড়িতেন।
প্রদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিণামমেতি॥ ৫৩৫
মাধুর্য্যমন্নং গতমামসংজ্ঞং বিদগ্ধসংজ্ঞং গতমম্লভাবম্।

হইতেছে] আহারের পর ধূমপান দ্বারা বা হৃদ্য কষায় কটু তিক্ত ফলসমূহ চর্ব্বণ দ্বারা বা পূগ কক্কোল কর্পূর লবঙ্গ ও জাতীফল সমূহ দ্বারা বা মুখ-বৈশদ্যকারক কটু তিক্ত কষায় দ্রব্যসমূহ দ্বারা বা তাম্বূলসংযুক্ত সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ দ্বারা কফ-হরণ করিতে হয়। ৫২৬। ভোজনের পর ক্লান্তি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত রাজার ন্যায় আসীন থাকিবে। অনন্তর শতপদ গমন করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। ভুক্তবান্ ব্যক্তি মনোজ্ঞ শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ সেবন করিবে। তাহা হইলে অন্ন উদরে উত্তমরূপে স্থিত হয়। আহারের সময়ে জুগুপ্সিত গন্ধ, রূপ, রস ও শব্দ গ্রহণ করিলে বা অশুচি অন্ন ভোজন করিলে বা অতি হাস্য করিলে বমি হয়। ৫২৭। দীর্ঘকাল শয়ন বা আসন ভজনা করিবে না। কেবল দ্রব-দ্রব্য ভোজন করিবে না। অগ্নি ও উত্তাপ এবং লম্ফন, যান ও বাহন অধিক ক্ষণ ভজনা করিবে না। আর প্রতিদিন এক রস অভ্যাস করিবে না। শাক ও নিকৃষ্ট আহার (বৈদলান্ন) এবং অম্ল অধিক পরিমাণে সেবন করিবে না। এক এক-রসই হউক অথবা সমস্ত রসই হউক, সর্ব্বদা সেবন করিবে না। পূর্ব্ব ভোজনের পর অগ্নি মন্দ থাকিতে সেদিন আর দ্বিতীয় ভোজন করিবে না। পূর্ব্বভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে যদি ভোজন করা যায়, তবে অগ্নি নষ্ট হয়। লঘু দ্রব্যের গুরু মাত্রা পরিহার করিবে এবং স্বভাবতঃ দ্রব্যসমূহেরও মাত্রাধিক্য পরিহার করা আবশ্যক। বিশেষ ক্ষুধা না থাকিলে, পিষ্টান্ন ভোজন করাই উচিত নয়, আর ক্ষুধাবশতঃ যদিই ভোজন করা যায়, তবে পরিমিতমাত্রায় ভোজন করিবে। আর পিষ্টান্ন ভোজনের পর দ্বিগুণ জলপান করিবে। তাহা হইলে তাহা অনায়াসে সম্যক্ জীর্ণ হইবে। ৫২৮। পেয়, লেহ্য, আদ্য (যাহা গিলিয়া খাওয়া যায়) ও ভক্ষ্য (মোদকাদি সর্ব্বদ্রব্য) যথোত্তর (পর পর) গুরু জানিবে। ৫২৯। গুরু দ্রব্য সমস্ত ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধ তৃপ্তি হইলেই উহাদের মাত্রা যথেষ্ট হইয়াছে মনে করা যায়। আর সম্যক্ তৃপ্তি হইলেই লঘুদ্রব্যসমূহের পূর্ণমাত্রা হইল বলা যায়। ৫৩০। দ্রবপ্রধান ভক্ষ্য বা দ্রব-ভক্ষ্যের মাত্রা গুরু হওয়া উচিত নহে। শুষ্ক খাদ্যও দ্রবাঢ্য হইলে সম্যক্‌রূপ অদোষকর হয়। শুষ্ক অন্ন আহার করিলে ভাল পাক পায় না। পিণ্ডীকৃত অথচ অসম্যক্ আর্দ্রীভূত খাদ্য বিদাহ প্রাপ্ত হয়। ৫৩১। অন্নের পাককালে যাহার আমা-শয়ে পিত্ত অবস্থান করে, তাহার বিদাহী বা অবিদাহী আহারও বিদগ্ধ হয় [পিত্ত যকৃৎ হইতে ক্ষরিত হইয়া গ্রহ-ণীতে আহার-রসের সহিত মিলিত হয় ও পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু যদি কোন কারণে পিত্ত গ্রহণী হইতে আমাশয়ে আসিয়া প্রবেশ করে, তবে দারুণ যাতনা হয়— ইতি ডাক্তারী]। ৫৩২। শুষ্ক, বিরুদ্ধ ও বিষ্টম্ভী দ্রব্য অগ্নি-মান্দ্য উপস্থিত করে। কফহেতু আমাজীর্ণ, পিত্তাধিক্যে বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বায়ুর আধিক্যে বিষ্টব্ধাজীর্ণ হয়। কেহ কেহ চতুর্থ প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ করেন, তাহাকে রস-শেষাজীর্ণ কহে। ৫৩৩। অতিশয় জলপান বা বিষম ভোজন বা বেগধারণ বা রাত্রিজাগরণ হেতু, যথাকালে ভুক্ত সাত্ম্য লঘু অন্নও পাক পায় না। ৫৩৪। ঈর্ষ্যা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, যাতনা, দৈন্য ও দ্বেষ বশতঃ ভুক্ত অন্ন সম্যক্ পাক পায় না। ৫৩৫। অজীর্ণ অন্ন মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইলে আমা-জীর্ণ বলে। অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে বিদগ্ধাজীর্ণ বলে। বিষ্টব্ধা-জীর্ণে অন্ন কিঞ্চিৎ বিপক্ব হয়, অতিশয় ক্লেদ ও শূল

কিঞ্চিদ্বিপক্বং ভৃশতোদশূলং বিষ্টব্ধমাবদ্ধবিরুদ্ধবাতম্ ॥ ৫৩৬
উদ্গারশুদ্ধাবপি ভক্তকাঙ্ক্ষা ন জায়তে হৃদ্গুরুতা চ যস্য।
রসাবশেষেণ তু সপ্রসেকং চতুর্থমেতৎ প্রবদন্ত্যজীর্ণম্ ॥ ৫৩৭
মূর্চ্ছা প্রলাপো বমথুঃ প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ।
উপদ্রবা ভবন্ত্যেতে মরণঞ্চাপ্যজীর্ণতঃ ॥ ৫৩৮
তত্রামে লঙ্ঘনং কার্য্যং বিদগ্ধে বমনং হিতম্।
বিষ্টব্ধে স্বেদনং পথ্যং রসশেষে শয়ীত চ ॥ ৫৩৯
বাময়েদাশু তং তস্মাদুষ্ণেন লবণাম্বুনা।
কার্য্যঞ্চানশনং তাবদ্যাবন্ন প্রকৃতিং ভজেৎ ॥ ৫৪০
লঘুকায়মতশ্চৈনং লঙ্ঘনৈঃ সমুপাচরেৎ।
যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্ দোষতঃ প্রাণতস্তথা ॥ ৫৪১
হিতাহিতোপসংযুক্তমন্নং সমশনং স্মৃতম্।
বহু স্তোকমকালে বা বিজ্ঞেয়ং বিষমাশনম্ ॥
অজীর্ণে ভুজ্যতে যৎ তু তদধ্যশনমুচ্যতে।
ত্রয়মেতন্নিহন্ত্যাশু বহূন্ ব্যাধীন্ করোতি বা ॥ ৫৪২
অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি।
তদ্ধ্যস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্তমাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ ॥
বিদহ্যতে যস্য তু ভুক্তমাত্রে দহ্যেত হৃৎকণ্ঠগলঞ্চ যস্য।
দ্রাক্ষাভয়াং মাক্ষিকসম্প্রযুক্তাং লীঢ্বাভয়াং বা স সুখং লভেত ॥
ভবেদজীর্ণং প্রতি যস্য শঙ্কা স্নিগ্ধস্য জন্তোর্বলিনোঽন্নকালে।
প্রাতঃ স শুণ্ঠীমভয়ামশঙ্কো ভুঞ্জীত সম্প্রাশ্য হিতং হিতার্থী ॥
স্বল্পং যদা দোষবিবদ্ধমামং লীনং ন তেজঃপথমাবৃণোতি।
ভবত্যজীর্ণেঽপি তদা বুভুক্ষা সা মন্দবুদ্ধিং বিষবন্নিহন্তি ॥৫৪৪
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি গুণানাং কর্ম্মবিস্তরম্।
কর্ম্মভিস্ত্বনুমীয়ন্তে নানাদ্রব্যাশ্রয়া গুণাঃ ॥ ৫৪৫
হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছাতৃট্স্বেদদাহজিৎ।
উষ্ণস্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ ॥
স্নেহমার্দ্দবকৃৎ স্নিগ্ধো বলবর্ণকরস্তথা।
রূক্ষস্তদ্বিপরীতঃ স্যাদ্বিশেষাৎ স্তম্ভনঃ খরঃ ॥
পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বিশদো বিপরীতোঽস্মাৎ ক্লেদাচূষণরোপণঃ ॥
দাহপাককরস্তীক্ষ্ণঃ স্রাবণো মৃদুরন্যথা ॥
সাদোপলেপবলকৃদ্গুরুস্তর্পণবৃংহণঃ।
লঘুস্তদ্বিপরীতঃ স্যাল্লেখনো রোপণস্তথা ॥ ৫৪৬
দশাদ্যাঃ কর্ম্মতঃ প্রোক্তাস্তেষাং কর্ম্মবিশেষণৈঃ।
দশৈবান্যান্ প্রবক্ষ্যামি দ্রবাদীংস্তান্ নিবোধ মে ॥ ৫৪৭
দ্রবঃ প্রক্লেদনঃ সান্দ্রঃ স্থূলঃ স্যাদ্বন্ধকারকঃ।
শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলবজ্জ্ঞেয়ঃ কর্কশো বিশদো যথা ॥
সুখানুবন্ধী সূক্ষ্মশ্চ সুগন্ধো রোচনো মৃদুঃ।
দুর্গন্ধো বিপরীতোঽস্মাদ্হৃল্লাসারুচিকারকঃ ॥

হইতে থাকে, বিষ্টম্ভ হয় এবং বায়ুর বিবন্ধ ও বিরুদ্ধ গতি হয়। ৫৩৬। রসশেষাজীর্ণে উদ্গার-শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অন্নে আকাঙ্ক্ষা হয় না, হৃদয়ের গুরুতা হয় এবং রসের অবশেষ থাকাতে (আহার-রস নিঃশেষে শোষিত না হওয়াতে) প্রসেক হইয়া থাকে (থুথু উঠিয়া থাকে)। ৫৩৭। অজীর্ণ হইতে মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমথু, প্রসেক, অবসাদ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব হয় এবং মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৫৩৮। আমাজীর্ণে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। বিদগ্ধাজীর্ণে বমন বিহিত। বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদ পথ্য এবং রস-শেষাজীর্ণে স্বেদন, পাচন ও শয়ন পথ্য [বোধ হয়, শয়ন শব্দে অনাহারে দিবানিদ্রা]। ৫৩৯। রস-শেষকে উষ্ণ লবণজল-সহকারে বমন করাইয়া ফেলিবে। আর রোগী যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে অনশন করাইবে। অনন্তর শরীর লঘু হইলেও দোষ ও বল সম্বন্ধে প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে অল্প ভোজন করাইবে। ৫৪১। হিতাহিত দ্রব্য একত্র ভোজন করিলে তাহাকে সমশন কহে। বহু, অল্প বা অকালে ভোজন করিলে তাহাকে বিষমাশন কহে। আর অজীর্ণে ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। এই ত্রিবিধ ভোজনই প্রাণহানি করে, বহু ব্যাধি উৎপাদন করে। ৫৪২। শীতল জল পান করিলে বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পাক পায়। কারণ শৈত্যহেতু পিত্তনাশ হয় আর জল দ্বারা ক্লিন্ন হওয়াতে অধোগত হয়। ভুক্তমাত্রে যাহার অন্ন বিদগ্ধ হয় এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও গল দগ্ধ হইতে থাকে, সে দ্রাক্ষা ও হরীতকীর কাথ মধুর সহিত বা হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে সুস্থ হয়। স্নিগ্ধ বলবান ব্যক্তির প্রাতঃকালে অজীর্ণ হইলে সে অন্নকালে শুঁঠচূর্ণ ও হরীতকীচূর্ণ সেবন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আহার করিবে। ৫৪৩। স্বল্প আম কখন কখন দোষকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অগ্নির এক পার্শ্বে লীন হইয়া থাকে অথচ তাহা অগ্নির পথ আবৃত না করাতে অজীর্ণসত্ত্বেও ক্ষুধাবোধ হয়; এইরূপ দুষ্ট ক্ষুধায় আহার করিলে সেই আহার বিষবৎ প্রাণনাশ করিয়া থাকে। ৫৪৪। অনন্তর গুণসমূহের কর্ম্ম সবিস্তারে কহিতেছি। দ্রব্যাশ্রিত গুণ সকল নানাপ্রকার এবং তাহারা কর্ম্ম দ্বারা অনুমিত হয়। ৫৪৫। শীতগুণ হ্লাদন, স্তম্ভন এবং মূর্চ্ছা তৃষ্ণা স্বেদ ও দাহ নষ্ট করে। উষ্ণগুণ উহার বিপরীত, বিশেষতঃ পাচন। স্নিগ্ধগুণ স্নেহমার্দ্দবকারক ও বলবর্ণকারক। রূক্ষগুণ স্নিগ্ধের বিপরীত, বিশেষতঃ স্তম্ভন ও খর (কর্কশ)। পিচ্ছিল-গুণ জীবন, বল্য, সন্ধানকারক, শ্লেষ্মল ও গুরু। বিশদগুণ পিচ্ছিলের বিপরীত, ক্লেদচূষণ ও রোপণ। তীক্ষ্ণগুণ দাহকর ও পাককর এবং স্রাবণ। মৃদুগুণ তীক্ষ্ণের বিপরীত। গুরুগুণ অবসাদকারক, উপলেপকারক (মলবৃদ্ধিকারক), বলকারক, তর্পণ ও বৃংহণ। লঘুগুণ গুরুর বিপরীত; উহা লেখন ও রোপণ। ৫৪৬। এইরূপে শীতাদি দশগুণের কর্ম্ম বলা হইল। অনন্তর দ্রবাদি দশগুণের বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম বলিব। ৫৪৭। দ্রবগুণ ক্লেদন। সান্দ্রগুণ উপচয়কারক। স্থূলগুণ উপচয়কারক। শ্লক্ষ্ণগুণ পিচ্ছিলের ন্যায়। কর্কশগুণ বিশদের ন্যায়। সুগন্ধগুণ সুখোৎপাদক, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম-

সরোঽনুলোমনঃ প্রোক্তো মদো যাত্রাকরঃ স্মৃতঃ।
ব্যবায়ী চাখিলং দেহং ব্যাপ্য পাকায় কল্পতে॥
বিকাসী বিকসন্নেবং ধাতুবন্ধান্ বিমোক্ষয়েৎ।
আশুকারী তথাশুত্বাদ্ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ॥
সূক্ষ্মস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মেষু স্রোতঃস্বনুসরঃ স্মৃতঃ।
গুণা বিংশতিরিত্যেবং যথাবৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫৪৮
সংপ্রবক্ষ্যাম্যতশ্চোর্দ্ধমাহারগতিনিশ্চয়ম্।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ।
বিপক্বঃ পঞ্চধা সম্যগ্ গুণান্ স্বানভিবর্দ্ধয়েৎ॥
অবিদগ্ধঃ কফং পিত্তং বিদগ্ধঃ পবনং পুনঃ।
সম্যগ্বিপক্বো নিঃসার আহারং পরিবৃংহয়েৎ॥
বিণ্মূত্রমাহারমলঃ সারঃ প্রাগীরিতো রসঃ।
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ প্রতর্পয়েৎ॥ ৫৪৯

কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু স্বেদঃ স্যান্নখরোম চ।
নেত্রবিট্ ত্বক্ষু চ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশো মলাঃ
দিবা বিবুদ্ধে হৃদয়ে জাগ্রতঃ পুণ্ডরীকবৎ।
অন্নমক্লিন্নধাতুত্বাদজীর্ণেঽপি হিতং নিশি॥
হৃদি সম্মীলিতে রাত্রৌ প্রসুপ্তস্য বিশেষতঃ।
ক্লিন্নবিস্রস্তধাতুত্বাদজীর্ণে ন হিতং দিবা॥ ৫৫১

ইমং বিধিং যোঽনুমতং মহামুনে-
র্নৃপর্ষিমুখ্যস্য পঠেদ্ধি যত্নতঃ।
স ভূমিপালায় বিধাতুমৌষধং
মহাত্মনাঞ্চার্হতি সূরিসত্তমঃ॥ ৫৫৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং সূত্রস্থানেঽন্নপানবিধি-
র্নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীসুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়াং
সূত্রস্থানং সমাপ্তম্॥ ১॥

স্রোতোগামী), রোপণ ও মৃদু। দুর্গন্ধগুণ উহার বিপরীত। উহা হৃল্লাস ও অরুচি উৎপাদন করে। সরগুণ অনুলোমন। মদগুণ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহকারক (?)। ব্যবায়ী গুণ সমস্ত দেহে প্রথম ব্যাপ্ত হইয়া পরে পাক প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পাক পাইবার পূর্ব্বেই দেহে ব্যাপ্ত হয়)। বিকাসী-গুণ ব্যবায়ী-গুণের ন্যায় অপক্ব হইয়াই সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, পরন্তু ধাতুদিগের বন্ধনমোচন অর্থাৎ শৈথিল্য সম্পাদন করে। ইহা আশুকারী এবং আশুকারী বলিয়াই, জলে তৈলের ন্যায়, দেহে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়। সূক্ষ্মগুণ সূক্ষ্মতা বশতঃ সূক্ষ্মস্রোতঃসমূহে অনুসরণ করে। এইরূপে বিংশতিগুণ যথাবৎ পরিকীর্ত্তিত হইল। ৫৪৮। অনন্তর আহারের গুণ নির্ণয় করিতেছি। পাঞ্চভৌতিক আহার বিপাক প্রাপ্ত হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহে স্বীয় পঞ্চপ্রকার গুণ সম্যক্ বর্দ্ধন করে। অবিদগ্ধ (মধুরীভূত) আহার কফকে ও অম্লীভূত আহার পিত্তকে পুষ্ট করে আর সম্যক্-বিপক্ব নির্গতসার আহার বায়ুকে পুষ্ট করে। আহারের মলভাগ বিষ্ঠামূত্ররূপে ও সারভাগ প্রাগুক্ত রসরূপে পরিণত হয়। আর সেই রস ব্যানবায়ু কর্তৃক সর্ব্বদেহে পরিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বধাতুর পরিপুষ্টি সাধন করে। ৫৪৯। কফ রসের মল। পিত্ত রক্তের মল। আর লোমকূপ প্রভৃতিতে যে স্বেদ দৃষ্ট হয়, তাহা মাংস ও মেদের মল। নখ ও রোম অস্থির মল। নেত্র-মল ও ত্বকের স্নেহ মজ্জার মল [নিবন্ধ কহেন, যখন দেখা যাইতেছে যে, অণ্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলিলে পুরুষের গোঁপদাড়ী হয় না, তখন গোঁপদাড়ীকে শুক্রের মল বলিয়া অনুমান করা যায়]। ৫৫০। জীব দিবসে জাগ্রৎ থাকাতে তাহার হৃদয় পদ্মের ন্যায় বিকসিত থাকে, সুতরাং ধাতু সকল অক্লিন্ন থাকাতে, দিবসের অন্ন অজীর্ণ থাকিলেও, রাত্রিতে ভোজন করা বিহিত। কিন্তু জীব রাত্রিতে নিদ্রিত থাকাতে তাহার হৃদয় মীলিত, সুতরাং ধাতু সকল ক্লিন্ন ও শিথিল থাকে। অতএব রাত্রির অন্ন অজীর্ণ থাকিলে দিবসে ভোজন করা বিহিত নহে। ৫৫১। মহামুনি রাজর্ষিপ্রধান ধন্বন্তরির অনুমোদিত এই আহার-বিধি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলে বৈদ্য সুপণ্ডিত হইয়া রাজা ও মহাত্মগণের চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন। ৫৫৩

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৬॥

সূত্রস্থান সমাপ্ত॥ ১॥

নিদানস্থানম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো বাতব্যাধিনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
ধন্বন্তরিং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠমমৃতোদ্ভবম্ ।
চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥
বায়োঃ প্রকৃতিভূতস্য ব্যাপন্নস্য চ কোপনৈঃ ।
স্থানং কর্ম্ম চ রোগাংশ্চ বদ মে বদতাং বর ॥ ২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাব্রবীদ্ভিষজাং বরঃ ।
স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ ॥
স্বাতন্ত্র্যান্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বাৎ তথৈব চ ।
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেষ কারণম্ ।
অব্যক্তো ব্যক্তকর্ম্মা চ রূক্ষঃ শীতো লঘুঃ খরঃ ॥
তির্য্যগ্‌গো দ্বিগুণশ্চৈব রজোবহুল এব চ
অচিন্ত্যবীর্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমূহরাট্ ॥
আশুকারী মুহুশ্চারী পক্বাধানগুদালয়ঃ ॥ ৩
দেহে বিচরতস্তস্য লক্ষণানি নিবোধ মে ॥ ৪

দোষধাত্বগ্নিসমতাং সম্প্রাপ্তিং বিষয়েষু চ ।
ক্রিয়াণামানুলোম্যঞ্চ করোত্যকুপিতোঽনিলঃ ॥ ৫
যথাগ্নিঃ পঞ্চধা ভিন্নো নামস্থানাত্মকর্ম্মভিঃ ।
ভিন্নোঽনিলস্তথা হ্যেকো নামস্থানক্রিয়াময়ৈঃ ॥
প্রাণোদানৌ সমানশ্চ ব্যানশ্চাপান এব চ ।
স্থানস্থা মারুতাঃ পঞ্চ যাপয়ন্তি শরীরিণম্ ॥ ৬
বায়ুর্যো বক্ত্রসঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহধৃক্ ।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ॥
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্ ॥ ৭
উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ ।
তেন ভাষিতগীতাদিবিশেষোঽভিপ্রবর্ত্ততে ॥
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ করোতি চ বিশেষতঃ ॥ ৮
আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসঙ্গতঃ ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান বিবিনক্তি হি ।
গুল্মাগ্নিসঙ্গাতীসারপ্রভৃতীন কুরুতে গদান্ ॥ ৯

প্রথম অধ্যায়

বাতব্যাধি-নিদান ।

অনন্তর আমরা বাতব্যাধি-নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ অমৃতোদ্ভব ধন্বন্তরির চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে বাগ্মিবর! আমাকে প্রকৃতিস্থ বায়ু এবং কুপিত বায়ুর স্থান ও কর্ম্ম বলুন। ২। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া ভিষগ্‌বর ধন্বন্তরি কহিলেন যে, এই বায়ু স্বয়ম্ভু ও ভগবান্ বলিয়া কথিত আছেন। কেননা, ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্ব্বগ। ইনি সকলেরই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত এবং ভূতগণের স্থিতি উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু। বায়ু অব্যক্ত অথচ ইঁহার কর্ম্ম ব্যক্ত। ইনি সূক্ষ্ম, শীত, লঘু ও খর। তির্য্যক্‌গামী, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণবিশিষ্ট, রজোগুণবহুল, কফাদি দোষসমূহের পরিচালক, রোগসমূহে প্রধানতঃ লক্ষণীয়, আশুকারী, মুহুশ্চারী এবং পক্বাশয় ও গুদ ইহার প্রধান স্থান। ৩। দেহচারী বায়ুর লক্ষণ সকল আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪। বায়ু অকুপিত থাকিলে দোষ, ধাতু ও অগ্নিসমূহের সমতা থাকে, শব্দাদি গ্রহণে সম্যক্ শক্তি থাকে এবং শারীরিক ক্রিয়াসমূহের অনুলোমতা থাকে। ৫। যেমন অগ্নি (অর্থাৎ পিত্ত) নাম, স্থান ও কর্ম্মভেদে পাঁচপ্রকার, বায়ুও সেইরূপ নাম, স্থান, কর্ম্ম ও তদুৎপন্ন রোগসমূহ ভেদে পাঁচপ্রকার। যথা;—প্রাণবায়ু, উদানবায়ু সমানবায়ু, ব্যানবায়ু ও অপানবায়ু। এই পঞ্চবায়ু স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া শরীর যাপন করাইয়া থাকে। [চরকের ব্যাখ্যাকালে এই সকল বায়ুর বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর পুনরুক্ত হইল না]। ৬। যে বায়ু মুখে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে। উহা দেহকে ধারণ করে। উহা অন্নকে অন্তঃ-প্রবেশিত করে এবং প্রাণসমূহকে ধারণ করে। এই বায়ু দূষিত হইলেই প্রায় হিক্কা-শ্বাসাদি রোগ হয়। ৭। উদান-নামক উৎকৃষ্ট বায়ু ঊর্দ্ধগত। তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষণ ও গীতাদি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বায়ু কুপিত হইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সকল হইয়া থাকে। ৮। সমানবায়ু আমাশয় ও পক্বাশয়ে অবস্থিত ও পাচকাগ্নির সহকারী থাকিয়া অন্নকে পাক করে আর অন্নজনিত রস, মূত্র ও পুরীষকে পৃথক্ করিয়া থাকে। ইহা কুপিত হইলে গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য,

কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্‌স্রাবণো বাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি।
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্ ॥ ১০
পক্কাধানালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্র-শুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ ॥
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্ ॥ ১১
শুক্রদোষপ্রমেহাস্তু ব্যানপানাপ্রকোপজাঃ।
যুগপৎ কুপিতাশ্চাপি দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্ ॥ ১২
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নানাস্থানান্তরাশ্রিতঃ।
বহুশঃ কুপিতো বায়ুর্বিকারান্ কুরুতে হি যান্ ॥ ১৩
বায়ুরামাশয়ে ক্রুদ্ধশ্চর্দ্দ্যাদীন্ কুরুতে গদান্।
মোহং মূর্চ্ছাং পিপাসাঞ্চ হৃদ্‌গ্রহং পার্শ্ববেদনাম্ ॥ ১৪
পক্কাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলং নাভৌ করোতি চ।
কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্ ॥ ১৫
শ্রোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধঃ সমীরণঃ ॥ ১৬
বৈবর্ণ্যং স্ফুরণং রৌক্ষ্যং সুপ্তিং চুমুচুমায়নম্।
ত্বক্‌স্থো নিস্তোদনং কুর্য্যাৎ ত্বগ্‌ভেদং পরিপোটনম্ ॥ ১৭
ব্রণাংশ্চ রক্তগো গ্রন্থীন্ সশূলান্ মাংসসংশ্রিতঃ।
তথা মেদঃশ্রিতঃ কুর্য্যাদ্‌গ্রন্থীন্ মন্দরুজো ব্রণান্।
কুর্য্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চনপূরণম্ ॥ ১৮

অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। ৯। ব্যানবায়ু সমস্ত দেহচারী। উহা শরীরের ইতস্ততঃ রসাদি বহন করে; স্বেদ ও রক্ত স্রাবিত করে এবং পঞ্চপ্রকার ইন্দ্রিয়চেষ্টা নির্ব্বাহিত করে। উহা কুপিত হইলে সর্ব্বদেহগ রোগ সকল উৎপাদন করে। ১০। অপানবায়ু পক্কাশয়াশ্রিত। এই বায়ু যথাক্রমে বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব অধোদেশে প্রেরণ করে। ইহা ক্রুদ্ধ হইলে বস্তি ও গুদাশ্রিত ঘোরতর রোগসমূহ উৎপাদন করে। ১১। শুক্রদোষ ও প্রমেহ-রোগসমূহ ব্যান ও অপান উভয় বায়ুর প্রকোপহেতু উৎপন্ন হয়। আর সমস্ত বায়ু যুগপৎ কুপিত হইলে দেহকে নিশ্চয়ই নাশ করে। ১২। অনন্তর নানাস্থানাশ্রিত বায়ু যেরূপে বহু প্রকারে কুপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিকার সকল উৎপন্ন করে, তাহা বলিতেছি। ১৩। আমাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে বমিপ্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। আর মোহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, হৃৎপীড়া ও পার্শ্ববেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৪। পক্কাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে অন্ত্রকূজন, নাভিশূল, কৃচ্ছ্রমূত্র, কৃচ্ছ্রপুরীষ, আনাহ এবং ত্রিকবেদনা উৎপাদন করে। ১৫। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহে বায়ু কুপিত হইলে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নষ্ট হয়। ১৬। ত্বক্‌স্থ বায়ু কুপিত হইলে বিবর্ণতা, স্ফুরণ, রুক্ষতা, সুপ্তি, চিম্‌চিম্-বোধ, তোদ, ত্বগ্‌ভেদ ও ত্বকের পরিপুটন ('ফাটা') হয়। ১৭। রক্তগ বায়ু কুপিত হইলে ব্রণ উৎপাদন করে। মাংসসংশ্রিত বায়ু কুপিত হইলে শূলযুক্ত গ্রন্থিসমূহ উৎপাদন করে। মেদঃশ্রিত বায়ু কুপিত হইলে ব্রণহীন

স্নায়ুপ্রাপ্তঃ স্তম্ভকম্পৌ শূলমাক্ষেপণং তথা ॥ ১৯
হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোফৌ করোতি চ ॥ ২০
অস্থিশোষঞ্চ ভেদঞ্চ কুর্য্যাচ্ছূলঞ্চ তৎস্থিতঃ ॥ ২১
তথা মজ্জগতে রুক্ চ ন কদাচিৎ প্রশাম্যতি ॥ ২২
অপ্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্তির্ব্বা বিকৃতিঃ শুক্রগেঽনিলে ॥ ২৩
হস্তপাদশিরোধাতূংস্তথা সঞ্চরতি ক্রমাৎ।
ব্যাপ্নুয়াদাখিলং দেহং বায়ুঃ সর্ব্বগতো নৃণাম্ ॥ ২৪
স্তম্ভনাক্ষেপণস্বাপ-শোফশূলানি সর্ব্বগঃ।
স্থানেষ্বক্তেষু মিশ্রশ্চ সংমিশ্রাঃ কুরুতে রুজঃ ॥ ২৫
কুর্য্যাদবয়বপ্রাপ্তো মারুতস্তানিলান্ গদান্।
দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে ॥ ২৬
শৈত্যশোফগুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফাবৃতে ॥ ২৭
সূচীভিরিব নিস্তোদঃ স্পর্শদ্বেষঃ প্রসুপ্ততা।
শেষাঃ পিত্তবিকারাঃ স্যুর্মারুতে শোণিতান্বিতে ॥ ২৮
প্রাণে পিত্তাবৃতে চ্ছর্দ্দির্দাহশ্চৈবোপজায়তে ॥ ২৯

অল্প-বেদনাযুক্ত গ্রন্থি সকল উৎপাদন করে। শিরাগত বায়ু কুপিত হইলে শূল এবং শিরার আকুঞ্চন ও পূরণ করে। [শিরার আকুঞ্চন করে, অর্থাৎ শিরাদিগকে কুটিলীকৃত করে, বোধ হয় ইহাই ডাক্তারদিগের varicose veins। শিরা পূরণ করে—বোধ হয় স্ফীত করে]। ১৮। স্নায়ুগত বায়ু কুপিত হইলে স্তম্ভ ও কম্প হইয়া থাকে এবং শূল ও আক্ষেপ হয়। ১৯। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে সন্ধিসমূহ নষ্ট হয় এবং শূল ও শোথ হইয়া থাকে। ২০। অস্থিগত বায়ু কুপিত হইলে অস্থিশোষ, অস্থিভেদ ও অস্থিশূল উৎপাদন করে। ২১। মজ্জগত বায়ু কুপিত হইলে মজ্জশোষ উপস্থিত করে এবং তাহাতে যে যাতনা হয়, তাহা কদাচিৎ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ২২। বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্রের অপ্রবৃত্তি বা অতিপ্রবৃত্তি হয় এবং বিকৃতি হইয়া থাকে। ২৩। সর্ব্বগত বায়ু কুপিত হইলে হস্ত, পদ, মস্তক ও ধাতুসমূহে ক্রমশঃ সঞ্চরণ করে। অথবা নিখিলদেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪। আর সর্ব্বগত বায়ু কুপিত হইলে স্তম্ভন, আক্ষেপণ, সুপ্তি, শোথ ও শূল উৎপাদন করে। আর যে যে দোষের যে যে স্থান উক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে গিয়া সেই সেই দোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া বেদনা সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। ২৫। বায়ু স্বস্থানে কুপিত হইলে বায়ুবিকার সমস্ত উৎপাদন করে এবং পিত্তস্থানে বা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া কুপিত হইলে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা হয়। ২৬। বায়ু কফস্থানে বা কফের সহিত কুপিত হইলে শৈত্য, শোথ ও গুরুতা হয়। ২৭। বায়ু রক্তস্থানে বা রক্তের সহিত কুপিত হইলে সূচীভেদের ন্যায় যাতনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, প্রসুপ্ততা (অসাড়) এবং অবশিষ্ট পিত্তবিকার সকল উৎপন্ন হয়। ২৮। প্রাণবায়ু পিত্তস্থানে বা পিত্তের সহিত কুপিত হইলে বমি ও দাহ হয়। ২৯।

দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা বৈবর্ণ্যঞ্চ কফাবৃতে ॥ ৩০
উদানে পিত্তসংযুক্তে মূর্চ্ছাদাহভ্রমক্লমাঃ ॥ ৩১
অস্বেদহর্ষৌ মন্দাগ্নিঃ শীতস্তম্ভৌ কফাবৃতে ॥ ৩২
সমানে পিত্তসংযুক্তে স্বেদদাহৌষ্ণ্যমূর্চ্ছনম্ ॥ ৩৩
কফাধিক্যঞ্চ বিণ্মূত্রে রোমহর্ষঃ কফাবৃতে ॥ ৩৪
অপানে পিত্তসংযুক্তে দাহৌষ্ণ্যে স্যাদসৃগ্দরম্ ॥ ৩৫
অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ তস্মিন্নেব কফাবৃতে ॥ ৩৬
ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ ॥ ৩৭
গুরূণি সর্ব্বগাত্রাণি স্তম্ভনঞ্চাস্থিপর্ব্বণাম্।
সঙ্গং কফাবৃতে ব্যানে চেষ্টাস্তম্ভস্তথৈব চ ॥ ৩৮
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্।
শোকাচ্চ প্রমদামদ্যব্যায়ামৈশ্চাতিপীড়নাৎ ॥
ঋতুসাত্ম্যবিপর্য্যাসাৎ স্নেহাদীনাঞ্চ বিভ্রমাৎ।
অব্যবায়ে তথা স্থূলে বাতরক্তং প্রকুপ্যতি ॥ ৩৯
হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতোঽন্যৈশ্চ বায়ুঃ
কোপং যাতঃ কারণৈঃ সেবিতৈঃ স্বৈঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণাম্লক্ষারশাকাদিভোজ্যৈঃ
সন্তাপাদ্যৈর্ভূয়সা সেবিতৈশ্চ ॥
ক্ষিপ্রং রক্তং দুষ্টিমায়াতি তচ্চ
বায়োর্মার্গং সংরুণদ্ধ্যাশু যাতঃ।
ক্রুদ্ধোঽত্যর্থং মার্গরোধাৎ স বায়ু-
রত্যুদ্রিক্তং দূষয়েদ্রক্তমাশু ॥
তৎসংপৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন
তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্ ॥ ৪০
তদ্বৎ পিত্তং দূষিতেনাসৃজাক্তং
শ্লেষ্মা দুষ্টো দূষিতেনাসৃজাক্তঃ ॥ ৪১
স্পর্শে দ্বিষ্টৌ তোদভেদপ্রশোষ-
স্বাপোপেতৌ বাতরক্তেন পাদৌ।
পিত্তাসৃগ্‌ভ্যামুগ্রদাহৌ ভবেতা-
মত্যর্থোষ্ণৌ রক্তশোফৌ মৃদূ চ ॥
কণ্ডূমন্তৌ শ্বেতশীতৌ সশোফৌ
পীনস্তব্ধৌ শ্লেষ্মদুষ্টে তু রক্তে ॥ ৪২
সর্ব্বৈর্দুষ্টে শোণিতে চাপি দোষাঃ
স্বং স্বং রূপং পাদয়োর্দর্শয়ন্তি ॥ ৪৩
প্রাগ্রূপে শিথিলৌ স্বিন্নৌ শীতলৌ সবিপর্য্যয়ৌ।
বৈবর্ণ্যতোদসুপ্তত্ব-গুরুত্বোষসমন্বিতৌ ॥
পাদয়োর্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি।
আখোর্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্দেহমনুসর্পতি ॥
আজানু স্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ।
উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ।
শোণিতং তদসাধ্যং স্যাদ্‌যাপ্যং সংবৎসরোত্থিতম্ ॥ ৪৪
যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ।

প্রাণবায়ু কফস্থানে বা কফের সহিত কুপিত হইলে দুর্ব্বলতা, অবসাদ, তন্দ্রা ও বিবর্ণতা হয়। ৩০। উদান-বায়ু পিত্তস্থানে বা পিত্তের সহিত কুপিত হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম ও ক্লান্তি হয়। ৩১। উদান-বায়ু কফস্থানে বা কফের সহিত কুপিত হইলে স্বেদের অপ্রবৃত্তি, হর্ষণ (শিড়শিড়), মন্দাগ্নি, শীত ও স্তম্ভ হয়। ৩২। সমান বায়ু [ঐরূপে] পিত্তসংযুক্ত হইলে স্বেদ, দাহ, উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা হয়। ৩৩। সমান-বায়ু কফসংযুক্ত হইলে কফের আধিক্য, বিষ্ঠামূত্রের আধিক্য ও রোমহর্ষ হয়। ৩৪। অপান-বায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে দাহ, উষ্ণতা ও রক্তপ্রদর হয়। ৩৫। অপান-বায়ু কফাবৃত হইলে অধঃকায়ে গুরুতা হয়। ৩৬। ব্যান-বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লান্তি হয়। ৩৭। ব্যানবায়ু কফাবৃত হইলে সর্ব্বগাত্রের গুরুতা, অস্থি-চয়সমূহের স্তম্ভন এবং চেষ্টাসমূহের নিবৃত্তি হয়। ৩৮। প্রায়ই দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কারণে সুকুমার মিথ্যা-হার-বিহারকারীদিগেরই বাতরক্ত কুপিত হইয়া থাকে। যথা :—শোক, অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মদ্যাসক্তি, অতি ব্যায়াম, অতি পীড়ন, ঋতু ও সাত্ম্যের বিপর্য্যয়, স্নেহাদির বিভ্রম (অর্থাৎ স্নেহনক্রিয়া বস্তিক্রিয়া প্রভৃতির গোলযোগ) অ-ব্যবায় ও স্থূলতা।৩৯। হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রে অতিগমন হেতু এবং প্রকোপক কারণসমূহের অতিসেবন হেতু বায়ু কুপিত হয়। আর তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অম্ল, ক্ষার ও শাকাদি ভোজ্যের অতিসেবনহেতু ও সন্তাপাদির অতিসেবনহেতু রক্ত দূষিত হয় এবং আশু গমন করিয়া বায়ুর মার্গ রোধ করে। এইরূপে মার্গরোধ হওয়াতে সেই বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া উদ্রিক্ত রক্তকে আশু দূষিত করে। সেই রক্ত দূষিত বায়ুর সহিত মিলিত ও কুপিত হইয়া রক্তের প্রাবল্যহেতু বাতরক্ত শব্দে উল্লিখিত হয়। ৪০। সেইরূপে পিত্ত দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তপিত্ত শব্দে অভিহিত হয়। আর শ্লেষ্মা দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শ্লেষ্মরক্ত শব্দে অভিহিত হয়। ৪১। পাদদ্বয় বাতরক্ত কর্তৃক দূষিত হইলে স্পর্শে উদ্বেগ হয় এবং তোদ, ভেদ, শুষ্কতা ও সুপ্তি হইয়া থাকে। পিত্তরক্ত দ্বারা আক্রান্ত হইলে অতিশয় দাহ, অতিশয় উষ্ণতা, রক্তবর্ণ শোথ ও শোথের মৃদুতা হয়। পাদদ্বয় শ্লেষ্মা কর্তৃক দূষিত হইলে কণ্ডূযুক্ত, শ্বেত, শীতল, শোথযুক্ত, পীন ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। ৪২। আর রক্ত ত্রিদোষ-দূষিত হইলে দোষ সকল পাদদ্বয়ে স্ব স্ব লক্ষণ প্রদর্শন করে। ৪৩। বাতরক্তের পূর্ব্বরূপে পাদদ্বয়ে শিথিলতা, অতিশয় স্বেদ বা স্বেদাভাব, অতিশয় শীতলতা বা উষ্ণতা, বৈবর্ণ্য, তোদ, সুপ্তি, গুরুতা ও ওষ হইয়া থাকে। কখন পাদদ্বয়ের এবং কখন বা হস্তদ্বয়ের মূল অবলম্বন করিয়া, ক্রুদ্ধ মূষিক-বিষের ন্যায়, দেহে বিসর্পিত হয়। যে বাতরক্ত জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত, যাহা প্রভিন্ন ও স্রাবযুক্ত এবং যাহা বলমাংসক্ষয়াদি উপদ্রব-সমূহে উপদ্রুত, তাহা অসাধ্য আর তাহা এক বৎসরের হইলে যাপ্য হইয়া থাকে। ৪৪। যৎকালে বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত ধমনীকে [স্নায়ু-প্রতান ৪৮ প্রঃ দেখ] প্রাপ্ত

তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্মুহুর্দেহং মুহুশ্চরঃ।
মুহুর্মুহুস্তদাক্ষেপাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ॥ ৪৫
সোঽপতানকসংজ্ঞো যঃ পাতয়ত্যন্তরান্তরা।
কফান্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্বেব যদি তিষ্ঠতি॥ ৪৬
স দণ্ডবৎ স্তম্ভয়তি কৃচ্ছ্রো দণ্ডাপতানকঃ।
হনুগ্রহস্তদাত্যর্থং সোঽন্নং কৃচ্ছ্রান্নিষেবতে॥ ৪৭
ধনুস্তুল্যং নমেদ্‌যস্তু স ধনুঃস্তম্ভসংজ্ঞকঃ।
অঙ্গুলীগুল্ফজঠর-হৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ॥
স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদাক্ষিপতি বেগবান্।
বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্॥ ৪৮
অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতি মানবঃ।
তদা সোঽভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী।
বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ॥ ৪৯
তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্॥ ৫০
কফপিত্তান্বিতো বায়ুর্বায়ুরেব চ কেবলঃ।
কুর্য্যাদাক্ষেপকন্ত্বন্যং চতুর্থমভিঘাতজম্॥ ৫১
গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাচ্চ যঃ।
অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ॥ ৫২
অধোগমাঃ সতির্য্যগ্‌গা ধমনীরূর্দ্ধদেহগাঃ।
যদা প্রকুপিতোঽত্যর্থং মাতরিশ্বা প্রপদ্যতে॥
তদান্যতরপক্ষস্য সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।
হন্তি পক্ষং তমাহুর্হি পক্ষাঘাতং ভিষগ্বরাঃ॥ ৫৩
যস্য কৃৎস্নং শরীরার্দ্ধমকর্ম্মণ্যমচেতনম্।
ততঃ পতত্যসূন্ বাপি জহাত্যনিলপীড়িতঃ॥ ৫৪
শুদ্ধবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ।
সাধ্যমন্যেন সংসৃষ্টমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকম্॥ ৫৫
বায়ুরূর্দ্ধং ব্রজেৎ স্থানাৎ কুপিতো হৃদয়ং শিরঃ।
শঙ্খৌ চ পীড়য়ত্যঙ্গান্যাক্ষিপেন্নময়েচ্চ সঃ॥
নিমীলিতাক্ষো নিশ্চেষ্টঃ স্তব্ধাক্ষো বাপি কূজতি।
নিরুচ্ছ্বাসোঽথ বা কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বস্যান্নষ্টচেতনঃ॥
স্বস্থঃ স্যাদ্ধৃদয়ে মুক্তে আবৃতে চ প্রমুহ্যতি।
কফান্বিতেন বাতেন জ্ঞেয় এবোঽপতন্ত্রকঃ॥ ৫৬
দিবাস্বপ্নাসমস্থান-বিকৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ।
মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণাবৃতঃ॥ ৫৭

হয়, তখন সে মুহুর্মুহুঃ চবন করিয়া মুহুর্মুহু দেহকে আক্ষিপ্ত করে, এইরূপে মুহুর্মুহু আক্ষিপ্ত করাতে ইঁহাকে আক্ষেপক রোগ কহে। [ইহাকেই ইংরাজীতে Prostration or shoch to the Nervous system কহে] ৪৫। আর একপ্রকার আক্ষেপক আছে, তাহাকে অপতানক কহে। উহা রোগীকে মধ্যে মধ্যে পাতিত করিয়া থাকে; এস্থলে বায়ু কফযুক্ত হইয়া সমস্ত ধমনীতে অবস্থান করে [ইহাতেও রোগী অন্ধকার দেখে]। ৪৬। অপতানক আরও তিন প্রকার আছে, যথা ;- দণ্ডাপতানক, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম। তন্মধ্যে দণ্ডাপতানক শরীরকে দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ করিয়া রাখে [অর্থাৎ কোন দিকে নমিত হইতে দেয় না], ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহাতে এরূপ হনুস্তম্ভ হয় যে, রোগী কষ্টে অন্নগ্রহণ করিতে পারে। ৪৭। অপতানক রোগ ধনুকের ন্যায় শরীরকে নমিত করিলে তাহাকে ধনুঃস্তম্ভ [ধনুষ্টঙ্কার] কহে। এস্থলে বায়ু অঙ্গুলী, গুল্‌ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষঃ ও গলকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং বেগবান্ হইয়া সমস্ত স্নায়ুপ্রতানকে আক্ষিপ্ত করে। তাহাতে রোগীর অক্ষিদ্বয় বিষ্টব্ধ হয়, হনু স্তব্ধ হয়, পার্শ্ব (পাজর) ভগ্ন হয় এবং কফ বমিত হইতে থাকে। ৪৮। যে ধনুষ্টঙ্কারে মানুষ ধনুকের ন্যায় সম্মুখদিকে নত হয়, তাহাকে অন্তরায়াম কহে। আর বলবান্ বায়ু বাহ্য স্নায়ুপ্রতানকে আক্রমণ করিয়া বহিরায়াম উৎপন্ন করে [অর্থাৎ মানুষ পৃষ্ঠের দিকে নত হয়]। ৪৯। অন্তরায়াম হউক আর বহিরায়াম হউক, তাহাতে বক্ষঃ, কটি ও ঊরু ভগ্ন হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। ৫০। এক প্রকার আক্ষেপকে বায়ু কফান্বিত, দ্বিতীয় প্রকার আক্ষেপকে পিত্তান্বিত এবং তৃতীয় প্রকার আক্ষেপকে কেবল বায়ু প্রবল থাকে। আর চতুর্থ প্রকার আক্ষেপক অভিঘাতজ [অতএব কোন কোন মতে আক্ষেপক চারি প্রকার, যথা ;—অপতানক, সংসৃষ্ট-আক্ষেপক, কেবলাক্ষেপক ও অভিঘাতজ। আর অভিঘাতজ আক্ষেপককে ডাক্তারীতে Concussion of the Brain বলে]। ৫১। যে অপতানক গর্ভপাত নিমিত্ত বা শোণিতের অতিস্রাব বশতঃ বা অভিঘাত বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য। ৫২। যৎকালে বায়ু কুপিত হইয়া অধোগামিনী, তির্য্যগ্‌গামিনী ও ঊর্দ্ধগামিনী ধমনীদিগকে একদা আক্রমণ করে, তখন অন্যতর পক্ষের সন্ধিবন্ধন মোক্ষণ করিয়া সেই পক্ষকে হত করে; ইহাকেই চিকিৎসকেরা পক্ষাঘাত কহেন। ৫৩। বায়ুর প্রকোপহেতু যাহার কৃৎস্ন শরীরের ঊর্দ্ধ বা অধোভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতন হয়, তখন সে পতিত হইয়া থাকে, অথবা প্রাণত্যাগ করে। ৫৪। যদি পক্ষাঘাতে শুদ্ধ বায়ুর প্রকোপ থাকে, তবে তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য হয়। আর বায়ুর সহিত কফ বা পিত্তের সম্বন্ধ থাকিলে সাধ্য হইয়া থাকে। ক্ষয়হেতুক পক্ষাঘাত অসাধ্য। ৫৫। বায়ু কুপিত হইয়া স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধগত হয় এবং হৃদয়, মস্তক ও শঙ্খদ্বয়কে পীড়িত করিতে থাকে, আর অঙ্গসমূহকে আক্ষিপ্ত ও নমিত করিতে থাকে। রোগী নিমীলিতাক্ষ বা স্তব্ধাক্ষ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পারাবতের ন্যায় কূজন করিতে থাকে। উচ্ছ্বাস নির্গত হয় না অথচ কষ্টে নির্গত হয়, রোগী নষ্টচেতন হয়। মধ্যে মধ্যে হৃদয় মুক্ত হইলে সুস্থ হয়, আবার আবৃত হইলে মোহপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে অপতন্ত্রক রোগ কহে। ইহাতে কফের সহিত বায়ুর অন্বয় থাকে। ৫৬। দিবানিদ্রা, অসমস্থানে শয়ন, বিকৃতভাবে নিরীক্ষণ এবং বহুক্ষণ ঊর্দ্ধনিরীক্ষণ হেতু কুপিত বায়ু শ্লেষ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া মন্যাস্তম্ভ উপস্থিত করে। ৫৭। গর্ভিণী,

গর্ভিণীসূতিকাবাল-বৃদ্ধক্ষীণেষসৃক্ক্ষয়ে।
উচ্চৈর্ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি চ
হসতো জৃম্ভতো ভারাদ্বিষমাচ্ছয়নাদপি।
শিরোনাসৌষ্ঠচিবুক-ললাটেক্ষণসন্ধিগঃ॥
অর্দয়িত্বাঽনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়ত্যতঃ।
বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে॥
শিরশ্চলতি বাক্‌সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্।
গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে তু বেদনা॥
যস্যাগ্রজো রোমহর্ষো বেপথুর্নেত্রমাবিলম্।
বায়ুরূর্দ্ধং ত্বচি স্বাপস্তোদো মন্যাহনুগ্রহঃ।
তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিশারদাঃ॥
ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ।
ন সিধ্যত্যর্দ্দিতং বাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ॥ ৫৮
পার্ষ্ণীপ্রত্যঙ্গুলীনাস্তু কণ্ডরা যানিলার্দ্দিতা।
সক্থ্নঃ ক্ষেপং নিগৃহ্নীয়াদ্ গৃধ্রসীতি হি সা স্মৃতা॥৫৯
তলং প্রত্যঙ্গুলীনাস্তু কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ।
বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বাচীতি হি সা স্মৃতা॥ ৬০

সূতিকা, বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণদিগেরই প্রায় অর্দ্দিত রোগ হয়। আর রক্তের ক্ষয় হইলেও অর্দ্দিত রোগ হয় [এই পর্য্যন্ত পাঠ ভাবমিশ্র উদ্ধার করেন নাই। মাধবকরও এই পাঠ উদ্ধার করেন নাই। অতএব এই পাঠ সন্দিগ্ধ]। অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে, কঠিন দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিলে, অধিক হাসিলে বা হাই তুলিলে, ভার বহিলে এবং বিষমভাবে শয়ন করিলে মস্তক, নাসা ওষ্ঠ চিবুক ললাট ও চক্ষুঃ-সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইয়া মুখকে বক্র করিয়া অর্দ্দিত রোগ উৎপন্ন করে। তাহাতে মুখের অর্দ্ধভাগ বক্র হয়, গ্রীবা অবর্ত্তন করে (অর্থাৎ বক্রীভূত হয়), মস্তক কম্পিত হইতে থাকে, বাক্য বন্ধ হয়, নেত্রাদির বিকৃতি হয় আর যে পার্শ্বে অর্দ্দিত হয় সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তসমূহে বেদনা হয়। অর্দ্দিত রোগের পূর্ব্বরূপ যথা;—রোমহর্ষ, বেপথু, আবিল-নেত্র, ঊর্দ্ধগত বায়ু, মুখ-ত্বকের সুপ্তি, তোদ, মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ; ব্যাধিবিশারদেরা এই রোগকেই অর্দ্দিত কহেন। যদি রোগী ক্ষীণ হয়, যদি তাহার অক্ষি অনিমেষ হয় এবং যদি তাহার ভাষা প্রসক্ত (জড়িত) ও অব্যক্ত হয়; তবে তাহার অর্দ্দিত রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। তিন বৎসরের অর্দ্দিত রোগ সাধ্য হয় না। ৫৮। নিম্নদিকে পায়ের গোড়ালী ও উপরদিকে পায়ের অঙ্গুলি সকলকে আশ্রয় করিয়া যে কণ্ডরা আছে, তাহা বায়ুকর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া ঊরুদ্বয়ের প্রসারণ নিগৃহীত করে; ইহাকেই গৃধ্রসী-নামক বাতরোগ কহে। ৫৯। করাঙ্গুলিসমূহের তলে ও উপরে যে কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আছে, তাহা বায়ুকর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইলে বাহুদ্বয়ের কর্ম্ম নষ্ট করিয়া থাকে। ইহাকেই বিশ্বাচী কহে। ৬০। জানুমধ্যে বাতরক্তজ মহা বেদনাযুক্ত

বাতশোণিতজঃ শোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ।
শিরঃ ক্রোষ্টুকপূর্ব্বস্তু স্থূলঃ ক্রোষ্টুকমূর্দ্ধবৎ॥ ৬১
বায়ুঃ কট্যাং স্থিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্‌যদা॥
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ॥ ৬২
প্রক্রামন্ বেপতে যস্তু খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি।
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥ ৬৩
ন্যস্তে তু বিষমে পাদে রুজঃ কুর্য্যাৎ সমীরণঃ।
বাতকণ্টক ইত্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ খুড়কাশ্রিতঃ॥ ৬৪
পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্‌সহিতোঽনিলঃ।
বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ॥ ৬৫
হৃষ্যাতশ্চরণৌ যস্য ভবতশ্চ প্রসুপ্তবৎ।
পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপজঃ॥ ৬৬
অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়িত্বাংসবন্ধনম্॥
শিরাশ্চাকুঞ্চ্য তত্রস্থো জনয়ত্যববাহুকম্॥ ৬৭
যদা শব্দবহং স্রোতো বায়ুরাবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥ ৬৮
হনুশঙ্খশিরোগ্রীবং যস্য ভিন্দন্নিবানিলঃ।
কর্ণয়োঃ কুরুতে শূলং কর্ণশূলং তদুচ্যতে॥ ৬৯
আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ।
নরান্ করোত্যক্রিয়কান্ মূকমিম্মিনগদ্গদান্॥ ৭০

এক প্রকার শোথ হয়; উহা শৃগাল-মস্তকের ন্যায় স্থূল বলিয়া উহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে। ৬১। কটিস্থ বায়ু কুপিত হইয়া যদি ঊরুস্থ কণ্ডরাকে আক্ষিপ্ত করে, তবে রোগীকে খঞ্জ বলা যায়। যাহার উভয় ঊরুই খঞ্জ, তাহাকে পঙ্গু বলে। ৬২। যে ব্যক্তি চলিতে উদ্যোগ করিয়া খঞ্জের ন্যায় কাঁপিতে থাকে অথচ গমন করিতে পারে না, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। উহার সন্ধিবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে। ৬৩। উচনীচ স্থানে পা পড়িলে খুড়কে (পায়ের ও জঙ্ঘার সন্ধি-স্থানে) বাতবেদনা হয়। ইহাকে বাতকণ্টক বলে। ৬৪। বায়ু পিত্ত ও রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া পাদদ্বয়ে দাহ করে আর ভ্রমণকালেই এই দাহ বিশেষরূপে অনুভূত হয়। ইহাকেই পাদদাহ কহে। ৬৫। কফযুক্ত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ যাহার পাদদ্বয় হৃষ্ট হয় [শিড়ুশিড়ু করে] এবং অসাড়ের মত হইয়া থাকে, তাহার সেই রোগকে পাদ-হর্ষ কহে। ৬৬। অংসদেশস্থ বায়ু অংসের বন্ধনকারক শ্লেষ্মাকে শোষণ পূর্ব্বক বাহুর শিরাদিগকে আকুঞ্চিত করিয়া অববাহুক নামক বাতরোগ উৎপন্ন করে। ৬৭। শুদ্ধ বায়ু কিংবা শ্লেষ্মান্বিত বায়ু যৎকালে শব্দবহ স্রোতকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে তৎকালে বাধির্য্য হইয়া থাকে। ৬৮। বায়ু হনু, শঙ্খ, মস্তক ও গ্রীবাকে যেন ভেদ করিতে করিতে কর্ণদ্বয়ে শূল উপস্থিত করিলে, তাহাকে কর্ণশূল কহে। ৬৯। বায়ু কফের সহিত শব্দবাহিনী ধমনীদিগকে (কণ্ঠস্থ স্বরবাহী স্নায়ুপ্রতানকে) আবৃত করিয়া মানুষদিগকে ক্রিয়াহীন মূক (বোবা), মিম্মিন (খোনা),

অধো যা বেদনা যাতি বর্চ্চোমূত্রাশয়োত্থিতা।
ভিন্দতীব গুদোপস্থং সা তূণীত্যুপদিশ্যতে ॥ ৭১
গুদোপস্থোত্থিতা সৈব প্রতিলোমবিসর্পিণী।
বেগৈঃ পক্বাশয়ং যাতি প্রতিতূণী তু সা স্মৃতা ॥ ৭২
সাটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মাতমুদরং ভৃশম্।
আধ্মানমিতি জানীয়াদ্ঘোরং বাতনিরোধজম্ ॥ ৭৩
বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্।
প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্ ॥ ৭৪
অষ্ঠীলাবদ্ঘনং গ্রন্থিমূর্দ্ধমায়তমুন্নতম্।
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াদ্বহির্মার্গাবরোধিনীম্ ॥ ৭৫
এতামেব রুজাযুক্তাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীম্।
প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্ ॥ ৭৬
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে বাতব্যাধিনিদানং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অথাতোঽর্শসাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

ষড়র্শাংসি ভবন্তি বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতৈঃ সহজানি চেতি ॥ ২

এবং গদ্গদ (অব্যক্তস্বর) করিয়া থাকে। ৭০। যে বেদনা বিষ্ঠাশয় ও মূত্রাশয়ে উত্থিত হইয়া অধোদিকে গমন করে এবং গুদ ও উপস্থকে যেন ভেদ করিয়া থাকে, তাহাকে তূণী কহে। ৭১। আর যে বেদনা গুদ ও উপস্থে উত্থিত হইয়া প্রতিলোমে গমনপূর্ব্বক বেগে পক্বাশয়ে উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রতিতূণী কহে। ৭২। আটোপ-সহকারে অত্যুগ্র বেদনার সহিত উদর অতিশয় আধ্মাত হইলে তাহাকে আধ্মান কহে। উহা ঘোর, ও বাতনিরোধ-হেতু উৎপন্ন হয়। ৭৩। সেই আধ্মান আমাশয়ে উত্থিত হইলে অথচ তাহাতে পার্শ্ব ও হৃদয় আক্রান্ত না হইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে। ইহাতে কফকর্তৃক বায়ু আবৃত হয়। ৭৪। দীর্ঘবর্ত্তুল প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ঘন গ্রন্থি উদরে উত্থিত ও ক্রমশঃ দীর্ঘ ও উন্নত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকিলে তাহাকে অষ্ঠীলা কহে। ইহাতে বহির্মার্গের অবরোধ হয় [অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হয়]। ৭৫। সেই অষ্ঠীলাই যদি বেদনাযুক্ত হইয়া অধোদিকে গমনপূর্ব্বক বাত, বিষ্ঠা ও মূত্রের রোধকারক হয়, তবে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে। ইহা জঠরে তির্য্যক্‌ভাবে উত্থিত হয়। ৭৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্শোনিদান।

অনন্তর আমরা অর্শঃসমূহের নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। অর্শঃ ছয় প্রকার হয়, যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ,

তত্রানাত্মবতাং যথোক্তৈঃ প্রকোপণৈর্বিরুদ্ধাধ্যশনস্ত্রী-প্রসঙ্গোৎকটকাসনপৃষ্ঠযানবেগবিধারণাদিভির্বিশেষৈঃ প্রকুপিতা দোষা একশো দ্বিশঃ সমস্তাঃ শোণিতসহিতা বা যথোক্তং প্রসৃতাঃ প্রধানধমনীরনুপ্রপদ্যাধো গত্বা গুদমাগম্য প্রদূষ্য বলীর্মাংসপ্ররোহান্ জনয়ন্তি বিশেষতো মন্দাগ্নেঃ, তথা তৃণকাষ্ঠোপললোষ্টবস্ত্রাদিভিঃ শীতোদকসংস্পর্শনাদ্বা কন্দাঃ পরিবৃদ্ধিমাসাদয়ন্তি তান্যর্শাংসীত্যাচক্ষতে ॥ ৩

তত্র স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধমর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলং গুদমাহুঃ। তস্মিন্ বলয়স্তিস্রোঽধ্যর্দ্ধাঙ্গুলান্তরভূতাঃ প্রবাহণী বিসর্জ্জনী সংবরণী চেতি। চতুরঙ্গুলায়তাঃ সর্ব্বাস্তির্য্যগেকাঙ্গুলোচ্ছ্রিতাঃ ॥ ৪

শঙ্খাবর্ত্তনিভাশ্চাপি উপর্য্যুপরি সংস্থিতাঃ।
গজতালুনিভাশ্চাপি বর্ণতঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫
রোমান্তেভ্যো যবাধ্যর্দ্ধো গুদৌষ্ঠঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬

প্রথমা তু গুদৌষ্ঠাদঙ্গুলমাত্রে। তেষান্তু ভবিষ্যতাং পূর্ব্বরূপাণ্যন্নে নশ্রদ্ধা কৃচ্ছ্রাৎ পক্তিরম্লীকা সক্‌থিসদনমাটোপঃ কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যমক্ষোশ্চ শ্বয়থুরন্ত্রকূজনং গুদপরিকর্ত্তন-মাশঙ্কা পাণ্ডুরোগগ্রহণীদোষশোষাণাং কাসশ্বাসৌ ভ্রম-

---

সন্নিপাতজ ও সহজ। ২। তন্মধ্যে যে যে দোষের যে যে প্রকোপণ কারণ উক্ত হইয়াছে, সেই সেই কারণে এবং বিরুদ্ধাশন, অধ্যাশন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, উৎকটক আসন, পৃষ্ঠযান ও বেগধারণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারণে বাতাদি দোষ সকল এক দুই বা সমস্ত একবারে বা রক্তের সহিত কথিতরূপে প্রসৃত হইয়া [অর্থাৎ স্ব স্ব স্থান হইতে প্রসরণ করিয়া] প্রধান ধমনীর ("পোর্টালভেনের") অনুসরণে অধোগমন-পূর্ব্বক গুদে ("রেক্টমে") আগমনপূর্ব্বক বলিসমূহকে দূষিত করিয়া মাংসাঙ্কুর সমস্ত উৎপাদন করে। বিশেষত মন্দাগ্নি ব্যক্তির এইরূপ মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথা তৃণ কাষ্ঠ উপল বস্ত্রাদির ঘর্ষণ বা অতিশয় শীতল জলের সংস্পর্শহেতু ঐ সকল মাংসাঙ্কুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল মাংসাঙ্কুরকে অর্শ কহে। ৩। গুদ স্থূলান্ত্রের শেষভাগে অবস্থিত। উহার পরিমাণ অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল (সার্দ্ধ-চতুরঙ্গুল) ইহার ভিতর তিনটী বলি আছে। উহারা দেড় দেড় অঙ্গুল অন্তরে অবস্থিত। উহাদের নাম প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সংবরণী। সকল গুলিই চতুরঙ্গুল দীর্ঘ, তির্য্যক্ ও একাঙ্গুল উচ্ছ্রিত। ৪। বলি সকল দেখিতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায়। উহারা উপর্য্যুপরি সংস্থিত। উহাদের বর্ণ গজতালুর ন্যায়। ৫। রোমসীমা হইতে গুদৌষ্ঠ দেড় যব দূরে অবস্থিত। [গুদৌষ্ঠের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল]। ৬। প্রবাহণীবলি গুদৌষ্ঠ হইতে এক অঙ্গুল দূরে অবস্থিত। অর্শের পূর্ব্বরূপসমূহ যথা;—অন্নে শ্রদ্ধা থাকে না, কষ্টে পরিপাক হয়, অম্লোদ্গার হয়, উরুদ্বয়ের অবসাদ হয়, আটোপ হয়, কৃশতা হয়, উদ্গারবাহুল্য হয়, অক্ষিদ্বয়ে শোথ হয়, অন্ত্রকূজন হয়, গুদমধ্যে পরিকর্ত্তন (কামড়ানী) হয়, রোগীর মনে হয় যে পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীদোষ ও শোষ হইতে

তন্দ্রানিদ্রেন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যঞ্চ। জাতেষ্বেতানি রূপাণি প্রব্যক্ততরাণি ভবন্তি ॥ ৭

তত্র মারুতাৎ পরিশুষ্কারুণবর্ণানি বিষমমধ্যানি কদম্বপুষ্পতুণ্ডিকেরীনাড়ীমুখসূচীমুখাকৃতীনি চ ভবন্তি। তৈরুপহতঃ সশূলং সংহতমুপবেশ্যতে কটীপৃষ্ঠপার্শ্বমেঢ়্রগুদনাভিপ্রদেশেষু চাস্য বেদনা গুল্মাষ্ঠীলাপ্লীহোদরাণি চাস্য তন্নিমিত্তান্যেব ভবন্তি, কৃষ্ণত্বঙ্নখনয়নদশনবদনমূত্রপুরীষশ্চ পুরুষো ভবতি ॥ ৮

পিত্তান্নীলাগ্রাণি তনূনি বিসর্পীণি পীতাবভাসানি যকৃৎপ্রকাশানি শুকজিহ্বাসংস্থানানি যবমধ্যানি জলৌকোবক্ত্রসদৃশানি প্রক্লিন্নানি চ ভবন্তি। তৈরুপহতঃ সদাহং সরুধিরমতিসার্য্যতে, জ্বরদাহপিপাসামূর্চ্ছাশ্চোপদ্রবা ভবন্তি, পীতত্বঙ্নখনয়নদশনবদনমূত্রপুরীষশ্চ পুরুষো ভবতি ॥ ৯

শ্লেষ্মজানি শ্বেতানি মহামূলানি স্থিরাণি বৃত্তানি স্নিগ্ধানি পাণ্ডূনি করীরপনসাস্থিগোস্তনাকারাণি ন ভিদ্যন্তে ন স্রবন্তি কণ্ডূবহুলানি চ ভবন্তি। তৈরুপহতঃ সশ্লেষ্মাণমনল্পং মাংসধাবনপ্রকাশমতিসার্য্যতে শোফশীতজ্বরারোচকাবিপাকশিরোগৌরবাণি চাস্য তান্নিমিত্তান্যেব ভবন্তি, শুক্লত্বঙ্নখনয়নদশনবদনমূত্রপুরীষশ্চ পুরুষো ভবতি ॥ ১০

রক্তজানি ন্যগ্রোধপ্ররোহবিদ্রুমকাকণন্তিকাফলসদৃশানি পিত্তলক্ষণানি চ যদাবগাঢ়পুরীষপ্রপীড়িতানি ভবন্তি তদাত্যর্থং দুষ্টমনল্পমসৃক্ সহসা বিসৃজন্তি। তস্যাতিপ্রবৃত্তৌ শোণিতাতিযোগোপদ্রবা ভবন্তি ॥ ১১

সন্নিপাতজানি সর্ব্বদোষলক্ষণযুক্তানি ॥ ১২

সহজানি দুষ্টশোণিতশুক্রনিমিত্তানি তেষাং দোষত এব প্রসাধনং কর্ত্তব্যম্। বিশেষতশ্চাত্র দুর্দ্দর্শনানি পরুষাণি পাণ্ডূনি দারুণান্যন্তর্ম্মুখাণি তৈরুপদ্রুতঃ কৃশোঽল্পভুক্ শিরাসন্ততগাত্রোঽল্পপ্রজঃ ক্ষীণরেতাঃ ক্ষামস্বরঃ ক্রোধনোঽল্পাগ্নিঘ্রাণশিরোঽক্ষিশ্রবণরোগবান্ সততমন্ত্রকূজাটোপহৃদয়োপলেপারোচকপ্রভৃতিভিঃ পীড্যতে ॥ ১৩।

ভবতি চাত্র।

বাহ্যমধ্যবলিস্থানাং প্রতিকুর্য্যাদ্ভিষগ্বরঃ।
অন্তর্ব্বলিসমুত্থানাং প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্ ॥ ১৪

প্রকুপিতাস্তু দোষা মেঢ্রমভিপ্রপন্না মাংসশোণিতে প্রদূষ্য কণ্ডূং জনয়ন্তি, ততঃ কণ্ডূয়নাৎ ক্ষতং সমুপজায়তে, তস্মিংশ্চ ক্ষতে দুষ্টমাংসজাঃ প্ররোহাঃ পিচ্ছিলরুধিরস্রাবিণো জায়ন্তে কূর্চ্চকিনোঽভ্যন্তরমুপরিষ্টাদ্বা। তে তু শেফো নিঘ্ন-

---

পারে, কাস ও শ্বাস হইতে পারে এবং ভ্রম তন্দ্রা নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য হইতে পারে। আর অর্শ জাত হইলে ঐ সকল রূপ ব্যক্ততর হইয়া থাকে। ৭। অর্শ বাতাধিক হইলে পরিশুষ্ক (স্রাবহীন), অরুণবর্ণ (ঈষৎ রক্তবর্ণ), বিবর্ণ (বিবিধবর্ণ) ও বিষমমধ্য (নিম্নোন্নত-মধ্য) হয় আর উহার মুখের আকার কদম্বপুষ্প, বন কার্পাসপুষ্প, নাড়ীযন্ত্রের মুখ বা সূচীমুখের ন্যায় গোল হয়। এই সকল অর্শে উপদ্রুত হইলে শূলের সহিত সংহত (গুট্‌লে) পুরীষের, প্রবৃত্তি হয়। আর কটী, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মেঢ়্র, গুদ ও নাভিপ্রদেশে বেদনা হয়। আর সেই সকল অর্শ হইতে গুল্ম, অষ্ঠীলা, প্লীহা ও উদর হইতে পারে। আর তাহাতে ত্বক্, নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষের কৃষ্ণবর্ণতা হইয়া থাকে। ৮। পিত্তজ অর্শঃসমূহের মুখ নীল হয়, অর্শ সকল পাতলা হয়, প্রসরণশীল হয়, পীতবর্ণ হয়, যকৃতের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়, শুক জিহ্বার ন্যায় আকৃতিযুক্ত হয়, জলৌকার মুখের সদৃশ হয় ও স্রাবযুক্ত হয়। এই সকল অর্শে উপদ্রুত হইলে দাহযুক্ত ও রুধিরসংযুক্ত অতিসার হয়। জ্বর, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা এই সকল উপদ্রব হয় এবং ত্বক্, নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়। ৯। শ্লেষ্মজ অর্শ সকল শ্বেত, মহামূল, স্থির (দৃঢ়), বৃত্ত, স্নিগ্ধ, পাণ্ডু এবং বংশাঙ্কুর, কাঁঠালের আঁটী বা গোস্তনের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট হয়। সহজে ভিন্ন হয় না, স্রাব করে না ও কণ্ডূবহুল হয়। ঐ সকল অর্শে উপদ্রুত হইলে শ্লেষ্মার সহিত অনল্প মাংসধৌত জল সদৃশ অতিসার হয়। আর শোথ, শীতজ্বর, অরুচি, অবিপাক ও শিরোগৌরব হয়। আর রোগীর ত্বক্, নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ শুক্ল হইয়া থাকে। ১০। রক্তজ অর্শঃসমূহ দেখিতে বটাঙ্কুর, বিদ্রুম ও কুচফলের ন্যায় হয়। উহাদের লক্ষণ সকল পিত্তজের ন্যায় হয়। আর উহারা কঠিন পুরীষ দ্বারা প্রপীড়িত হইলে দূষিত অনল্প রক্ত সকল বিসর্জ্জন করিতে থাকে। সেই রক্তের অতিনির্গম হইলে, অতিশয় রক্তমোক্ষণ জন্য উপদ্রব সকল ঘটিয়া থাকে। ১১। সান্নিপাতজ অর্শ-সমূহ সর্ব্বদোষ-লক্ষণযুক্ত হয়। ১২। পিতামাতার শুক্র-শোণিতের দূষিততাহেতু সহজ অর্শ সকলের উৎপত্তি হয়। আর যে যে দোষে পিতামাতার শুক্র-শোণিত দূষিত হইয়াছিল, সেই সেই দোষে বিবেচনা করিয়া সেই সকল অর্শের চিকিৎসা করা আবশ্যক [অর্থাৎ যদি জানা যায় যে, পিতামাতার পারাদোষ ছিল, তবে সহজ অর্শে পারাদোষের চিকিৎসা করা ভাল]। বিশেষতঃ এস্থলে অর্শ সকল দুর্দ্দর্শন, পরুষ, পাণ্ডু, ক্লেশকর ও অন্তর্ম্মুখ হইয়া থাকে। সেই সকল অর্শে উপদ্রুত হইলে মানুষ কৃশ, অল্পভুক্, শিরাজালে আবৃতগাত্র, অল্পসন্তান, ক্ষীণরেতা, ক্ষামস্বর, ক্রোধন, অল্পাগ্নি, নাসারোগী, শিরোরোগী, অক্ষিরোগী ও কর্ণরোগী হয়। আর উহার অন্ত্রকূজন, আটোপ, হৃদয়োপলেপ ও অরোচক প্রভৃতি উপদ্রব হয়। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে যথা ;—বাহ্য ও মধ্য বলিস্থ অর্শদিগের চিকিৎসা করিবে। অন্তর্ব্বলিজাত অর্শদিগের প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ১৪। দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া মেঢ়্রে গত হয় এবং মাংস-রক্ত দূষিত করিয়া কণ্ডূ উৎপাদন করে। সেই কণ্ডূয়ন হইতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। সেই ক্ষতে দুষ্টমাংসজ অঙ্কুর সকল পিচ্ছিল রুধিরস্রাব সহকারে উৎপন্ন হয়। সেই সকল

পয়শস্ত্যপ্নন্তি চ পুংস্ত্বম্, যোনিমভিপ্রপন্নাঃ সুকুমারান্ দুর্গন্ধান্ পিচ্ছিলরুধিরস্রাবিণশ্ছত্রাকারান্ করীরান্ জনয়ন্তি ত এবোর্দ্ধমাগতাঃ শ্রোত্রাক্ষিঘ্রাণবদনেম্বর্শাংস্যুপনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। তত্র কর্ণজেষু বাধির্য্যং শূলং পূতিকর্ণতা চ। নেত্রজেষু বর্ত্মাবরোধো বেদনাস্রাবো দর্শননাশশ্চ। ঘ্রাণজেষু প্রতিশ্যায়োঽতিমাত্রং ক্ষবথুঃ কৃচ্ছ্রোচ্ছ্বাসতা পূতিনস্যং সানুনাসিকবাক্যত্বং শিরোদুঃখঞ্চ। বক্ত্রজেষু কণ্ঠৌষ্ঠতালুনামন্যতমস্মিংস্তৈর্গদ্‌গদবাক্যতা রসাজ্ঞানং মুখরোগাশ্চ ভবন্তি। ব্যানস্তু প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মাণং পরিগৃহ্য বহিঃস্থিরাণি কীলবদর্শাংসি নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি তানি চর্ম্মকীলান্যর্শাংসীত্যাচক্ষতে॥ ১৫

ভবন্তি চাত্র।

তেষু কীলেষু নিস্তোদো মারুতেনোপজায়তে।
শ্লেষ্মণা তু সবর্ণত্বং গ্রন্থিত্বঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ॥
পিত্তশোণিতজং রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শুক্লতা তথা।
সমুদীর্ণখরত্বঞ্চ চর্ম্মকীলস্য লক্ষণম্॥ ১৬
অর্শসাং লক্ষণং ব্যাসাদুক্তং সামান্যতস্ত যৎ।
তৎ সর্ব্বং প্রাগ্বিনির্দ্দিষ্টাঃ সাধয়েদ্ভিষজাং বরঃ॥ ১৭
অর্শঃসু দৃশ্যতে রূপং যদা দোষদ্বয়স্য তু।
সংসর্গং তং বিজানীয়াৎ সংসর্গঃ স চ ষড়্‌বিধঃ॥

ত্রিদোষাণ্যসলিঙ্গানি যাপ্যানি তু বিনির্দ্দিশেৎ।
দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ॥
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসংবৎসরাণি চ।
সন্নিপাতসমুত্থানি সহজানি তু বর্জ্জয়েৎ॥ ১৮
সর্ব্বাঃ স্যুর্ব্বলয়ো যেষাং দুর্নামভিরুপদ্রুতাঃ।
তৈস্তু প্রতিহতো বায়ুরপানঃ সন্নিবর্ত্ততে।
ততো ব্যানেন সঙ্গম্য জ্যোতির্দ্দনাতি দেহিনাম্॥ ১৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানেঽর্শোনিদানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

অঙ্কুর কূর্চ্চকযুক্ত হয়। উহারা মণির মধ্যে কিংবা শিশ্নের বাহ্যচর্ম্মে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহারা শেফের বিনাশসম্পাদন ও পুংস্ত্বনাশ করিয়া থাকে। উহারা যোনির মধ্যে উৎপন্ন হইলে কোমল দুর্গন্ধ পিচ্ছিল রক্তস্রাবী ছত্রাকার অঙ্কুর সকল উৎপন্ন করে। আবার ঐরূপ অর্শ সকল ঊর্দ্ধগত হইয়া কর্ণ, চক্ষু, নাসা ও মুখে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ণজ অর্শে বাধির্য্য, শূল ও পূতিকর্ণতা হয়। নেত্রজ অর্শে বর্ত্মরোধ, বেদনা, স্রাব ও দৃষ্টিনাশ হয়। ঘ্রাণজ অর্শে প্রতিশ্যায়, অতিমাত্র ক্ষবথু, কৃচ্ছ্রে উচ্ছ্বাস, পূতিনস্য, সানুনাসিক বাক্য ও শিরঃকষ্ট হইয়া থাকে। মুখের মধ্যে কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুর অন্যতম স্থানে অর্শ হইতে পারে। তাহাতে গদ্গদবাক্যতা, রসের অনাস্বাদ ও মুখরোগ সকল উৎপন্ন হয়। ব্যান-বায়ু কুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে গ্রহণপূর্ব্বক চর্ম্মে দৃঢ় কীলসদৃশ অর্শ সকল উৎপাদন করে। ঐ সকল অর্শকে চর্ম্মকীল কহে। ১৫। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—চর্ম্মকীলে বায়ুর আধিক্য থাকিলে তোদ হইতে থাকে। শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে শ্লেষ্মার সমানবর্ণ গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। পিত্তরক্তের আধিক্য থাকিলে রুক্ষতা, কৃষ্ণতা ও শুক্লতা হয়। চর্ম্মকীল সকল অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। ১৬। অর্শদিগের লক্ষণ বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইল। সাধারণতঃ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রকারে চিকিৎসক উহাদের চিকিৎসা করিবেন। ১৭। অর্শঃসমূহে দ্বিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে সংসর্গ কহে। সেই সংসর্গ ষড়্‌বিধ, যথা;—বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতরক্ত, পিত্তরক্ত ও শ্লেষ্মরক্ত। ত্রিদোষলক্ষণ অর্শঃ সকল অল্পলিঙ্গ হইলে যাপ্য হয়। আর দ্বিতীয় বলিতে দ্বন্দ্বজ অর্শ সকল উৎপন্ন হইলে যাপ্য হয়। সংবৎসর অতীত হইলে অর্শ সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। সন্নিপাতজ ও সহজ অর্শ পরিত্যাগ করিবে। ১৮। যাহাদের সমস্ত বলিই অর্শ কর্তৃক উপদ্রুত, তাহাদের সেই সকল অর্শ কর্তৃক প্রতিহত হওয়াতে নিষ্ক্রিয় হয় এবং ব্যানের সহিত সঙ্গত হইয়া অগ্নিকে মন্দীকৃত করে। ১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽশ্মরীণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

চতস্রোঽশ্মর্য্যো ভবন্তি, শ্লেষ্মাধিষ্ঠানাঃ। তদ্‌যথা—শ্লেষ্মণা বাতেন পিত্তেন শুক্রেণ চেতি॥ ২

তত্রাসংশোধনশীলস্যাপথ্যকারিণঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মা মূত্রসংপৃক্তোঽনুপ্রবিশ্য বস্তিমশ্মরীং জনয়তি॥ ৩

তাসাং পূর্ব্বরূপাণি বস্তিপীড়ারোচকৌ মূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিশিরোমুষ্কশেফসাং বেদনা কৃচ্ছ্রাজ্জ্বরাবসাদৌ বস্তগন্ধিত্বং মূত্রস্যেতি॥ ৪

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্মরীনিদান।

অনন্তর আমরা অশ্মরীনিদান বর্ণনা করিব। ১। অশ্মরীসমূহ চারিপ্রকার। শ্লেষ্মা উহাদের প্রধান উপাদান। চারিপ্রকার যথা;—শ্লেষ্মকৃত, বাতকৃত, পিত্তকৃত ও শুক্রকৃত। ২। অসংশোধনশীল, অপথ্যকারী ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত ও মূত্রের সহিত সংপৃক্ত হইয়া বস্তিতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক অশ্মরী উৎপাদন করে। ৩। সেই সকল অশ্মরীর পূর্ব্বরূপ যথা;—বস্তিপীড়া, অরোচক, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তি মস্তক মুষ্ক ও শেফের কষ্টজনক বেদনা, জ্বর, অবসাদ এবং মূত্রের ছাগগন্ধিত্ব। ৪। অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপে মাত্রেয় দোষানু-

যথাস্বং বেদনাবর্ণং দুষ্টং সান্দ্রমথাবিলম্।
পূর্ব্বরূপেঽশ্মনঃ কৃচ্ছ্রান্মূত্রং সৃজতি মানবঃ॥ ৫

অথ জাতাসু নাভিবস্তিসেবনীমেহনেষন্যতমস্মিন্ মেহতো বেদনা মূত্রধারাসঙ্গঃ সরুধিরমূত্রতা মূত্রবিকিরণঞ্চ গোমেদকপ্রকাশনাবিলং সসিকতং বিসৃজতি ধাবনলঙ্ঘন-প্লবনপৃষ্ঠযানাধ্বগমনৈশ্চাস্য বেদনা ভবতি॥ ৬

তত্র শ্লেষ্মাশ্মরী শ্লেষ্মলমন্নমভ্যবহরতোঽত্যর্থমুপলিপ্যাধঃ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুণদ্ধি। তস্য মূত্রপ্রতিঘাতাদ্দাল্যতে ভিদ্যতে নিস্তুদ্যত ইব চ বস্তির্গুরুঃ শীতশ্চ ভবতি। অশ্মরী চাত্র শ্বেতা স্নিগ্ধা মহতী কুক্কুটাণ্ডপ্রতীকাশা মধূকপুষ্পবর্ণা বা ভবতি। তাং শ্লৈষ্মিকীমিতি বিদ্যাৎ॥ ৭

পিত্তযুক্তস্তু শ্লেষ্মা সঙ্ঘাতমুপগম্য যথোক্তাং পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুণদ্ধি। তস্য মূত্রপ্রতীঘাতাদূষ্যতে চূষ্যতে দহ্যতে পচ্যত ইব বস্তিরুষ্ণবাতশ্চ ভবতি। অশ্মরী চাত্র সরক্তা পীতাবভাসা কৃষ্ণা ভল্লাতকাস্থিপ্রতিমা মধুবর্ণা বা ভবতি। তাং পৈত্তিকীমিতি বিদ্যাৎ॥ ৮

বাতযুক্তস্তু শ্লেষ্মা সঙ্ঘাতমুপগম্য যথোক্তাং পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুণদ্ধি। তস্য মূত্রপ্রতীঘাতাৎ তীব্রা বেদনা ভবতি, তথাত্যর্থং পীড্যমানো দন্তান্ খাদতি, নাভিং পীড়য়তি, মেঢ্রং মৃদ্নাতি, পায়ুং স্পৃশতি, বিশর্দ্ধতে, বিদহতি, বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ চাস্য মেহতো নিঃসরন্তি। অশ্মরী চাত্র শ্যামা পরুষা বিষমা খরা কদম্বপুষ্পবৎ কণ্টকাচিতা ভবতি। তাং বাতিকীমিতি বিদ্যাৎ॥ ৯

প্রায়েণৈতাস্তিস্রোঽশ্মর্য্যো দিবাস্বপ্নসমশনাধ্যশনশীতস্নিগ্ধগুরুমধুরাহারপ্রিয়ত্বাদ্বিশেষেণ বালানাং ভবন্তি। তেষামেবাল্পবস্তিকায়ত্বাদনুপচিতমাংসত্বাচ্চ বস্তেঃ সুখগ্রহণাহরণা ভবন্তি॥ ১০

মহতান্তু শুক্রাশ্মরী শুক্রনিমিত্তা ভবতি॥ ১১

মৈথুনাভিঘাতাদতিমৈথুনাদ্বা শুক্রং চলিতমনির্গচ্ছদ্বিমার্গগমনাদনিলোঽভিতঃ সংগৃহ্য মেঢ্রবৃষণয়োরন্তরে সংহরতি, সংহৃত্য চোপশোষয়তি; সা মূত্রমার্গমাবৃণোতি, মূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিবেদনাং বৃষণয়োশ্চ শ্বয়থুমাপাদয়তি, পীড়িতমাত্রে চ তস্মিন্নেব প্রদেশে প্রবিলয়মাপদ্যতে। তাং শুক্রাশ্মরীমিতি বিদ্যাৎ॥ ১২

ভবতি চাত্র।

শর্করা সিকতা মেহো ভস্মাখ্যোঽশ্মরিবৈকৃতম্।
অশ্মর্য্যাঃ শর্করা জ্ঞেয়া তুল্যব্যঞ্জনবেদনা॥
পবনেঽনুগুণে সা তু নিরেত্যল্পা বিশেষতঃ।

রূপ বেদনা ও বর্ণযুক্ত, দূষিত, সান্দ্র ও আবিল মূত্র কৃচ্ছ্রসহকারে পরিত্যাগ করে। ৫। অশ্মরী জাত হইলে মূত্রণকালে নাভি, বস্তি, সেবনী ও মেহনের অন্যতম স্থানে বেদনা, মূত্রধারার বিবন্ধ, সরক্তমূত্রতা ও মূত্রের বিকিরণ (ছড়াইয়া পড়া) হয়। আর মূত্র গোমেদকসদৃশ অনাবিল ও সিকতাযুক্ত হয়। আর ধাবন, লঙ্ঘন, প্লবন, পৃষ্ঠযান ও পথভ্রমণ করিলে রোগীর বেদনা হয়। ৬। তন্মধ্যে শ্লেষ্মল অন্ন সতত সেবন করাতে শ্লেষ্মা, নবঘটস্থ পঙ্কের ন্যায়, উপলিপ্ত ও অধোভাগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তিমুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক শ্লেষ্মাশ্মরী উৎপাদন করে। শ্লেষ্মাশ্মরী মূত্রস্রোত রোধ করাতে মূত্রের প্রতিঘাত হয়। তাহাতে বস্তি যেন বিশীর্ণ, ভিন্ন ও সূচীভিন্ন হইতে থাকে। আর বস্তিতে ভারবোধ ও শৈত্য হয়। শ্লেষ্মাশ্মরী শ্বেত, স্নিগ্ধ, বৃহৎ এবং কুক্কুটাণ্ড বা মধূকপুষ্পের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়। ৭। শ্লেষ্মা পিত্তযুক্ত ও কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া উল্লিখিতরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বস্তিমুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্রোতোরোধ করে। তাহাতে রোগীর মূত্রাঘাত হয় এবং বস্তিতে ওষ, চোষ, দাহ ও পাকবৎ যাতনা হইতে থাকে। আর উষ্ণবাত নামক পীড়া উৎপন্ন হয়। এস্থলে অশ্মরী ঈষৎ রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ বা ভেলার আঁঠীর সমান বর্ণ বা মধুবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাকেই পৈত্তিক অশ্মরী কহে। ৮। শ্লেষ্মা বাতযুক্ত ও কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া উল্লিখিতরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বস্তিমুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্রোতোরোধ করে। তাহাতে রোগীর মূত্রাঘাত এবং বস্তিতে তীব্র যাতনা হয়। রোগী যাতনায় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে, হস্ত দ্বারা নাভি পীড়ন করে, মেঢ্র মর্দ্দন করে, পায়ু স্পর্শ করে, পায়ু দ্বারা কুৎসিত শব্দ করে, মেঢ্র বিদাহযুক্ত হয় এবং মূত্রণকালে বাত, মূত্র ও পুরীষ কৃচ্ছ্রে নিষ্ক্রান্ত হয়। আর এস্থলে অশ্মরী শ্যামবর্ণ, পরুষ, বিষম, খর এবং কদম্বপুষ্পবৎ কণ্টকসমূহে আচিত হয়। ইহাকেই বাতাশ্মরী কহে। ৯। এই তিন প্রকার অশ্মরী প্রায়ই দিবানিদ্রা, সমশন, অধ্যশন এবং শীতস্নিগ্ধ মধুর আহারে প্রীতি বশতঃ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বালকদিগেরই প্রায় এই তিন প্রকার অশ্মরী হয়। আর তাহাদের বস্তির পরিণাহ অল্প ও বস্তিমাংসের অনুপচয় হেতু অশ্মরী যন্ত্রদ্বারা অনায়াসে ধারণ করিয়া অনায়াসে বাহির করা যায়। ১০। শুক্রাশ্মরী বালকদিগের হয় না, অধিক বয়ঃস্থদিগেরই হয়; উহা শুক্রনিমিত্তক। ১১। মৈথুন-বিরতি বা অতিমৈথুনহেতু শুক্র-স্বস্থান হইতে চলিত অথচ অনির্গত হয়। উহার এইরূপ বিমার্গগমনহেতু বায়ু উহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রহ করিয়া মেঢ্র ও বৃষণের সংযোগস্থলে সঞ্চয় করে এবং সঞ্চয় করিয়া শুষ্ক করিতে থাকে। তখন অশ্মরী মূত্রপথ আবৃত করে। তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিবেদনা ও বৃষণদ্বয়ের শোথ হয়। আর পীড়ন করিবামাত্র সেই স্থানেই বিলীন হইয়া যায়। ইহাকেই শুক্রাশ্মরী বলিয়া জানিবে। ১২। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—শর্করা, সিকতা ও ভস্মমেহ অশ্মরীরই বিকৃতি। অশ্মরীর সহিত শর্করার রূপ ও বেদনা তুল্য। বিশেষ এই যে অশ্মরী যখন ক্ষুদ্র থাকে, তখন বায়ুর অনুগুণতা (অনুকূলগামিতা) বশতঃ

সা ভিন্নমূর্ত্তির্বাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে ॥
হৃৎপীড়াসক্থিসদনং কুক্ষিশূলঃ সবেপথুঃ।
তৃষ্ণোর্দ্ধগোঽনিলঃ কার্ষ্ণ্যং দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডুগাত্রতা ॥
অরোচকাবিপাকৌ তু শর্করার্ত্তে ভবন্তি চ।
মূত্রমার্গপ্রবৃত্তা সা সক্তা কুর্য্যাদুপদ্রবান্ ॥
দৌর্ব্বল্যং সদনং কার্শ্যং কুক্ষিশূলমরোচকম্।
পাণ্ডুত্বমুষ্ণবাতঞ্চ তৃষ্ণাং হৃৎপীড়নং বমিম্ ॥ ১৩
নাভিপৃষ্ঠকটীমুষ্ক-গুদবঙ্ক্ষণশেফসাম্।
একদ্বারস্তনুত্বকো মধ্যে বস্তিরধোমুখঃ।
অলাবা ইব রূপেণ শিরাস্নায়ুপরিগ্রহঃ ॥
বস্তির্বস্তিশিরশ্চৈব পৌরুষং বৃষণৌ গুদম্।
একসম্বন্ধিনো হ্যেতে গুদাস্থিবিবরস্থিতাঃ ॥
মূত্রাশয়ো মলাধারঃ প্রাণায়তনমুত্তমম্।
পক্বাশয়গতাস্তত্র নাড্যো মূত্রবহাস্তু যাঃ।
তর্পয়ন্তি সদা মূত্রং সরিতঃ সাগরং যথা ॥
সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মুখান্যাসাং সহস্রশঃ ॥
নাড়ীভিরুপনীতস্য মূত্রস্যামাশয়ান্তরাৎ।
জাগ্রতঃ স্বপতশ্চৈব স নিষ্যন্দেন পূর্য্যতে ॥
আ মুখাৎ সলিলে ন্যস্তঃ পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতে নবঃ।
ঘটো যথা তথা বিদ্ধি বস্তির্মূত্রেণ পূর্য্যতে ॥ ১৪

মূত্রপথ দিয়া নির্গত হয়। উহা বায়ু কর্তৃক সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত হইলেই শর্করা নামে অভিহিত হয়। শর্করা-রোগীর হৃৎপীড়া, উরুদ্বয়ের অবসাদ, কম্পনের সহিত কুক্ষিশূল, তৃষ্ণা, ঊর্দ্ধগ বায়ু, কৃষ্ণবর্ণ, দৌর্ব্বল্য, পাণ্ডুগাত্রতা, অরোচক ও অবিপাক হইয়া থাকে। অশ্মরী মূত্রমার্গে আগত ও সংলগ্ন হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব উৎপন্ন করে। ঐ সকল উপদ্রব যথা ;—দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, কৃশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডুত্ব, উষ্ণবাত, তৃষ্ণা, হৃৎপীড়া ও বমি। ১৩। নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, মুষ্ক, গুদ, বংক্ষণ ও শেফ ইহাদের মধ্যস্থলে বস্তি অবস্থিত। উহার দ্বার একটী। উহার ত্বক্ তনু (পাতলা) উহার মুখ অধোদিকে। উহার রূপ অলাবুর ন্যায়। উহা বহুতর শিরা-স্নায়ুযোগে সম্বদ্ধ। বস্তি, বস্তির মস্তক, পুরুষাঙ্গ, বৃষণদ্বয় ও গুদ ইহাদিগকে এক-সম্বন্ধী বলা যায় ; কারণ ইহারা সকলেই গুদাস্থিদিগের অভ্যন্তরে অবস্থিত। মূত্রাশয় নামক মলাধার একটী উৎকৃষ্ট প্রাণস্থান। আবার মূত্রবহা নাড়ী সকল পক্বাশয়গত। সরিৎসমূহ যেমন সাগরকে পুষ্ট করে, ঐ সকল নাড়ীও সেইরূপ মূত্রকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ঐ সকল নাড়ীর সহস্র সহস্র মুখ ; কিন্তু উহারা সূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধ হয় না। মূত্র আমাশয়ের অভ্যন্তর হইতে নাড়ীসমূহ কর্তৃক আনীত হয় এবং জীবের জাগ্রৎ ও সুপ্ত অবস্থায় বস্তিতে নিস্যন্দিত হইয়া পূর্ণ হইয়া থাকে। যেমন নূতন ঘট মুখ পর্য্যন্ত সলিলে ধৃত হইলে পার্শ্ব দিয়া পূর্ণ হইতে থাকে, সেইরূপ বস্তিও পার্শ্ব দিয়া মূত্র দ্বারা পূর্ণ হয়। ১৪। এইরূপেই বাতপিত্ত বা কফ বস্তিতে প্রবেশ-

এবমেব প্রবেশেন বাতঃ পিত্তং কফোঽপি বা।
মূত্রযুক্ত উপস্নেহাৎ প্রবিশ্য কুরুতেঽশ্মরীম্ ॥
অপ্সু স্বচ্ছাস্বপি যথা নিষিক্তাসু নবে ঘটে।
কালান্তরেণ পঙ্কঃ স্যাদশ্মরীসম্ভবস্তথা ॥
সংহন্ত্যপো যথা দিব্যা মারুতোঽগ্নিশ্চ বৈদ্যুতঃ।
তদ্বদ্বলাসং বস্তিস্থমূষ্মা সংহন্তি সানিলঃ ॥
মারুতে প্রগুণে বস্তৌ মূত্রং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে।
বিকারা বিবিধাশ্চাপি প্রতিলোমে ভবন্তি হি ॥
মূত্রাঘাতাঃ প্রমেহাশ্চ শুক্রদোষাস্তথৈব চ।
মূত্রদোষাশ্চ যে কেচিদ্বস্তাবেব ভবন্তি হি ॥ ১৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানেঽশ্মরীনিদানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভগন্দরাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তাঃ শতপোনকোষ্ট্রগ্রীব-পরিস্রাবিশম্বূকাবর্ত্তোন্মার্গিণো যথাসঙ্খ্যং পঞ্চ ভগন্দরা ভবন্তি। তে তু ভগগুদবস্তিপ্রদেশদারণাচ্চ ভগন্দরা ইত্যুচ্যন্তে। অপক্বাঃ পিড়কাঃ, পক্বাস্তু ভগন্দরাঃ। তেষাস্তু পূর্ব্বরূপাণি কটীকপালবেদনা গুদকণ্ডূর্দাহঃ শোফশ্চ গুদস্য ভবতি ॥ ২

পূর্ব্বক মূত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া উপস্নেহ বশতঃ ("সমীপক্লেদন বশত") অশ্মরী উৎপাদন করে। যেমন নূতন ঘটে স্বচ্ছ জল নিষিক্ত হইলেও কালান্তরে পঙ্ক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অশ্মরীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেমন বায়ু ও বৈদ্যুত অগ্নি মিলিত হইয়া দিব্য জলসমূহকে শুষ্ক করে, সেইরূপ পিত্তোষ্মা বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বস্তিস্থ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিয়া থাকে। বায়ু অনুকূল থাকিলে বস্তিতে মূত্র সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়। আর বায়ু প্রতিকূল হইলে বিবিধ বিকার হইয়া থাকে। মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শুক্রদোষ ও যে কিছু মূত্রদোষ, তাহা বস্তিতেই উৎপন্ন হয়। ১৫

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগন্দরনিদান।

অনন্তর আমরা ভগন্দরনিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। ভগন্দর পাঁচ প্রকার, যথা ;—শতপোনক, উষ্ট্রগ্রীব, পরিস্রাবী, শম্বূকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী। উহারা যথাক্রমে (?) বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তু। যেহেতু উহারা ভগ, গুদ ও বস্তিপ্রদেশ বিদীর্ণ করে, সেইজন্য উহাদের নাম ভগন্দর। অপক্ব অবস্থায় উহাদিগকে পিড়কা বলা যায়। পক্ব অবস্থায় ভগন্দর বলে। তাহাদের পূর্ব্বরূপ যথা ;—কটীবেদনা

তত্রাপথ্যসেবিনাং বায়ুঃ প্রকুপিতঃ সন্নিবৃত্তঃ স্থিরীভূতো গুদমভিতোঽঙ্গুলে দ্ব্যঙ্গুলে বা মাংসশোণিতে প্রদূষ্যারুণবর্ণাং পিড়কাং জনয়তি। সাস্য তোদাদীন্ বেদনাবিশেষান্ জনয়তি; অপ্রতিক্রিয়মাণা চ পাকমুপৈতি মূত্রাশয়াভ্যাসগতত্বাচ্চ ব্রণঃ প্রক্লিন্নঃ শতপোনকবদণুমুখৈশ্ছিদ্রৈরাপূর্য্যতে, তানি চ ছিদ্রাণ্যজস্রং ফেনানুবিদ্ধমধিকমাস্রাবং স্রবন্তি, ব্রণশ্চ তাড্যতে ভিদ্যতে ছিদ্যতে সূচীভিরিব নিস্তুদ্যতে গুদঞ্চাবদীর্য্যতে বাতমূত্রপুরীষরেতসামপ্যাগমশ্চ তৈরেব ছিদ্রৈর্ভবতি। তং ভগন্দরং শতপোনকমিত্যাচক্ষতে॥ ৩

পিত্তন্তু প্রকুপিতমনিলেনাধঃ প্রেরিতং পূর্ব্ববদবস্থিতং রক্তাং তন্বীমুচ্ছ্রিতামুষ্ট্রগ্রীবাকারাং পিড়কাং জনয়তি। সাস্য চোষাদীন্ বেদনাবিশেষান্ জনয়তি; অপ্রতিক্রিয়মাণা চ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চাগ্নিক্ষারাভ্যামিব দহ্যতে দুর্গন্ধমুষ্ণমাস্রাবং স্রবতি; উপেক্ষিতশ্চ বাতমূত্রপুরীষরেতাংসি বিসৃজতি। তং ভগন্দরমুষ্ট্রগ্রীবমিত্যাচক্ষতে॥ ৪

শ্লেষ্মা তু প্রকুপিতঃ সমীরণেনাধঃ প্রেরিতঃ পূর্ব্ববদবস্থিতঃ শুক্লাবভাসাং স্থিরাং কণ্ডূমতীং পিড়কাং জনয়তি। সাস্য কণ্ড্বাদীন্ বেদনাবিশেষান্ জনয়তি; অপ্রতিক্রিয়মাণা চ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চ কঠিনঃ সংরম্ভী কণ্ডুপ্রায়ঃ পিচ্ছিলমজস্রমাস্রাবং স্রবতি; উপেক্ষিতশ্চ বাতমূত্রপুরীষরেতাংসি বিসৃজতি। তং ভগন্দরং পরিস্রাবিণমিত্যাচক্ষতে॥ ৫

বায়ুঃ প্রকুপিতঃ প্রকুপিতৌ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ পরিগৃহ্যাধো গত্বা পূর্ব্ববদবস্থিতঃ পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণাং সর্ব্বলিঙ্গাং পিড়কাং জনয়তি। সাস্য তোদদাহকণ্ড্বাদীন্ বেদনাবিশেষান্ জনয়তি; অপ্রতিক্রিয়মাণা চ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চ নানাবিধবর্ণমাস্রাবং স্রবতি পূর্ণনদীশম্বূকাবর্ত্তবচ্চাত্র সমুত্তিষ্ঠন্তি বেদনাবিশেষাঃ তং ভগন্দরং শম্বূকাবর্ত্তমিত্যাচক্ষতে॥ ৬

মূঢ়েন মাংসলুব্ধেন যদস্থিশল্যমন্নেন সহাভ্যবহৃতং যদাবগাঢ়পুরীষোন্মিশ্রমপানেনাধঃ প্রেরিতমসম্যগাগতং গুদং ক্ষিণোতি তত্র ক্ষতনিমিত্তঃ কোথ উপজায়তে, তস্মিংশ্চ ক্ষতে পূয়রুধিরাবকীর্ণমাংসকোথে ভূমাবিব জলপ্রক্লিন্নায়াং ক্রিময়ঃ সম্ভবন্তে। তে ভক্ষয়ন্তো গুদমনেকধা পার্শ্বতো দারয়ন্তি, তৈর্মার্গৈঃ কৃমিকৃতৈর্বাতমূত্রপুরীষরেতাংস্যভিনিঃসরন্তি। তং ভগন্দরমুন্মার্গিণমিত্যাচক্ষতে॥ ৭

ভবন্তি চাত্র।

উৎপদ্যতেঽল্পরুক্শোফা ক্ষিপ্রঞ্চাপ্যুপশাম্যতি।

কপালবেদনা, গুদকণ্ডূ, দাহ ও গুদশোথ। ২। অপথ্যসেবী দিগের বায়ু কুপিত, স্বক্রিয়া-বিরত ও স্থিরীভূত হইয়া গুদের পার্শ্বে এক অঙ্গুল বা দুই অঙ্গুলের মধ্যে মাংস ও শোণিতকে দূষিত করিয়া অরুণবর্ণ পিড়কা উৎপাদন করে। সেই পিড়কা তোদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেদনা উৎপন্ন করে আর প্রতিকার না করিলে পাক প্রাপ্ত হয়। আর মূত্রাশয়ের সমীপস্থ বলিয়া ব্রণ প্রক্লিন্ন হয়, আর শতপোনকের ন্যায় সূক্ষ্মমুখ ছিদ্রসমূহে আপূর্ণ হয়। আর সেই সকল ছিদ্র অনবরত ফেনসংসৃষ্ট স্রাব অধিক পরিমাণে স্রাব করিয়া থাকে। ব্রণসমূহে যেন তাড়ন, ভেদন, ছেদন ও সূচী দ্বারা তোদন হইতে থাকে। গুদ বিদীর্ণ হয়। বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ ঐ সকল ছিদ্র দিয়াই নিঃসৃত হইতে থাকে। এই ভগন্দরকে শতপোনক কহে ["শূকদোষ" অধ্যায়ে শতপোনক রোগের বিবরণ আছে; এই শতপোনক তাহারই সদৃশ। "অশ্বপুচ্ছ-বালরচিত—শতপোনক" ইতি নিবন্ধকার। চালনিকা ইতি জেজ্জড়—চালনিকাই বোধ হয় চালুনী]। ৩। পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইয়া রক্তবর্ণ, তনু, উন্নত, উষ্ট্রগ্রীবাকার পিড়কা উৎপন্ন করে। সেই পিড়কা চোষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেদনা উৎপাদন করে। আর প্রতিকার না করিলে পাকিয়া যায় এবং ক্ষতে অগ্নি-ক্ষার-দগ্ধের ন্যায় দাহ হইতে থাকে; দুর্গন্ধ উষ্ণ আস্রাব নির্গত হয় এবং উপেক্ষিত হইলে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দর কহে। ৪। শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইয়া শুক্লবর্ণ, স্থির, কণ্ডূযুক্ত পিড়কা উৎপন্ন করে। সেই পিড়কা কণ্ডূপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেদনা উৎপাদন করে। আর প্রতিকার না করিলে পাকিয়া যায়; ক্ষত কঠিন, সংরম্ভযুক্ত (শোথযুক্ত) ও কণ্ডূপ্রায় হইয়া অজস্র পিচ্ছিল আস্রাব স্রবণ করাইতে থাকে এবং উপেক্ষিত হইলে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসারণ করে। ইহাকেই পরিস্রাবী ভগন্দর কহে। ৫। বায়ু প্রকুপিত হইয়া প্রকুপিত পিত্তশ্লেষ্মাকে গ্রহণপূর্ব্বক অধোগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হয় এবং পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সর্ব্বলিঙ্গ পিড়কা উৎপন্ন করে। সেই পিড়কা তোদ, দাহ, কণ্ডূ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেদনা উৎপাদন করে। আর প্রতিকার না করিলে পাকিয়া যায়। ক্ষত হইতে নানাবর্ণ আস্রাব নির্গত হয়। তখন পূর্ণ নদীর আবর্ত্তের ন্যায় ও শম্বূকাবর্ত্তের ন্যায় নিরন্তর ভিন্ন ভিন্ন বেদনা সমুত্থিত হয়। এই ভগন্দরকে শম্বূকাবর্ত্ত ভগন্দর বলে। ৬। মূঢ় মাংসলোলুপ ব্যক্তি যে অস্থিশল্য মাংসের সহিত আহার করিয়া ফেলে, সেই অস্থিশল্য ঘন পুরীষের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে অপানবায়ুকর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হইলেও গুদস্থানে আসিয়া আটকাইয়া যায় এবং গুদক্ষয় উৎপাদন করে। তাহাতে ক্ষতনিমিত্তক কোথ উৎপন্ন হয়। আর সেই ক্ষত পূযরক্তাবকীর্ণ মাংস-কোথ-সংযুক্ত হওয়াতে জলক্লিন্ন ভূমির ন্যায় হয় এবং তাহাতে ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল ক্রিমি মাংসরক্তাদি ভক্ষণ করিতে করিতে গুদস্থানকে চতুষ্পার্শ্বে অনেকধা বিদীর্ণ করে। সেই সকল কৃমিকৃত মার্গ দ্বারা বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসৃত হইতে থাকে। এই ভগন্দরকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। ৭। পায়ুর অন্তদেশে অল্প যাতনা ও শোথবিশিষ্ট এক প্রকার

পায়ুবস্তদেশে পিড়কা সা জ্ঞেয়ান্যা ভগন্দরাৎ॥
ভাগন্দরী তু বিজ্ঞেয়া পিড়কাহতো বিপর্য্যয়াৎ।
পায়োঃ স্যাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে দেশে গূঢ়মূলা সরুগ্‌জ্বরা॥ ৮
যানযানাম্মলোৎসর্গাৎ কণ্ডুরুগ্‌দাহশোফবান্।
পায়ুর্ভবেদ্রুজঃ কট্যাং পূর্ব্বরূপং ভগন্দরে॥ ৯
ঘোরাঃ সাধয়িতুং দুঃখাঃ সর্ব্ব এব ভগন্দরাঃ।
তেম্বসাধ্যস্ত্রিদোষোত্থঃ ক্ষতজশ্চ ভগন্দরঃ॥ ১০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে ভগন্দরনিদানং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কুষ্ঠনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

মিথ্যাহারাচারস্য বিশেষাদ্‌গুরুবিরুদ্ধাসাত্ম্যাজীর্ণাহিতাশিনঃ স্নেহপীতস্য বান্তস্য বা ব্যায়ামগ্রাম্যধর্ম্মসেবিনো গ্রাম্যানূপৌদকমাংসানি বা পয়সাভীক্ষ্ণমশ্নতঃ, যো বা মজ্জত্যপ্সূষ্মাভিতপ্তঃ সহসা ছর্দ্দিং প্রতিহন্তি তস্য পিত্তশ্লেষ্মাণৌ প্রকুপিতৌ পরিগৃহ্যানিলঃ প্রবৃদ্ধস্তির্য্যগ্‌গাঃ শিরাঃ সম্প্রতিপদ্য সমুদ্ধূয় বাহ্যং মার্গং প্রতি সমন্তাদ্বিক্ষিপতি। যত্র যত্র চ দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্ত্যেবমুৎপন্নস্ত্বচি দোষস্তত্র চ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্যাপ্রতিক্রিয়মাণোঽভ্যন্তরং প্রতিপদ্যতে ধাতূন্ দূষয়ন্। তস্য পূর্ব্বরূপাণি ত্বক্‌পারুষ্যমকস্মাদ্রোমহর্ষঃ কণ্ডূঃ স্বেদবাহুল্যমস্বেদনং বাঙ্গপ্রদেশানাং স্বাপঃ ক্ষতবিসর্পণমসৃজঃ কৃষ্ণতা চেতি॥ ২

তত্র সপ্ত মহাকুষ্ঠান্যেকাদশ ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যেবমষ্টাদশ কুষ্ঠানি ভবন্তি। তত্র মহাকুষ্ঠান্যরুণৌডুম্বরর্ষ্যজিহ্বকপালকাকণকপুণ্ডরীকদদ্রুকুষ্ঠানীতি॥ ৩

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যপি স্থূলারুষ্কং মহাকুষ্ঠমেককুষ্ঠং চর্ম্মদলং বিসর্পঃ পরিসর্পঃ সিধ্ম বিচর্চ্চিকা কিটিমং পামা রকসা চেতি॥ ৪

সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি সবাতানি সপিত্তানি সশ্লেষ্মাণি সক্রিমীণি চ ভবন্ত্যৎসন্নতস্তু দোষগ্রহণমভিভবাৎ॥ ৫

তত্র বাতেনারুণং, পিত্তেনৌডুম্বরর্ষ্যজিহ্বকপালকাকণকানি, শ্লেষ্মণা পৌণ্ডরীকং দদ্রুকুষ্ঠঞ্চেতি। তেষাস্তু মহত্ত্বং ক্রিয়াগুরুত্বমুত্তরোত্তরং ধাত্বনুপ্রবেশাদসাধ্যত্বঞ্চেতি॥ ৬

পিড়কা হয়। তাহা শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হয়। উহা ভগন্দর হইতে ভিন্ন। উহার বিপরীত হইলেই ভগন্দর জানিবে [অর্থাৎ ভগন্দরের পিড়কায় অধিক যাতনা ও অধিক শোথ হয়, আর উহার শীঘ্র উপশম হয় না। ভগন্দর গুহ্যের দুই অঙ্গুল প্রদেশের মধ্যে উৎপন্ন হয়]। উহা গূঢ়মূল হইয়া থাকে আর উহাতে অতিশয় যাতনা ও জ্বর হয়। ৮। অশ্বাদি যানে আরোহণহেতু বা কঠিন মলের উৎসর্গহেতু পায়ু কণ্ডূযুক্ত, যন্ত্রণাযুক্ত, দাহযুক্ত ও শোথযুক্ত হয় এবং কটীদেশে বেদনা হইয়া থাকে। ইহাই ভগন্দরের পূর্ব্বরূপ। [বর্ত্তমানকালে আর এক প্রকার ভগন্দর উৎপন্ন হয়, উহা উপদংশ রোগের ফল]। ৯। সকল ভগন্দরই ঘোর এবং দুশ্চিকিৎস্য। তাহাদের মধ্যে ত্রিদোষজ ভগন্দর অসাধ্য। আর ক্ষতজ ভগন্দরও অসাধ্য হইতে পারে। ১০

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কুষ্ঠনিদান।

অনন্তর আমরা কুষ্ঠনিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। যিনি মিথ্যাহার ও মিথ্যা-বিহার করেন, বিশেষতঃ গুরু, বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য, অজীর্ণ ও অহিত ভোজন করেন, কিংবা স্নেহপান বা বমির পর পরিশ্রম ও গ্রাম্যধর্ম্ম সেবা করেন, বা দুগ্ধের সহিত গ্রাম্য আনূপ বা ঔদক মাংস সর্ব্বদা সেবা করেন, বা উত্তাপে তাপিত হইয়া সহসা জলে অবগাহন করেন, বা বমির বেগ ধারণ করেন, তাঁহার পিত্তশ্লেষ্মা কুপিত হয় এবং বায়ু সেই কুপিত পিত্ত-শ্লেষ্মাকে গ্রহণ করিয়া প্রবৃদ্ধ হইয়া, তির্য্যগ্‌গামিনী শিরাদিগের দ্বারা [উক্ত কুপিত পিত্ত-শ্লেষ্মাকে] আক্ষিপ্ত করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিক্ষেপ করে। আর দোষ যে যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিঃসৃত হয়, সেই সেই স্থানে মণ্ডল সকল প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপে ত্বকে দোষ উৎপন্ন ও পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিকৃত হইলে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ধাতুসমূহকে দূষিত করিতে থাকে। কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপসমূহ যথা;—ত্বকের পরুষতা, অকস্মাৎ রোমহর্ষ, কণ্ডূন, স্বেদবাহুল্য বা স্বেদাভাব, কোন কোন অঙ্গের সুপ্তি, ক্ষতসমূহের বিসর্পণ (ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে চারাইয়া যায়) এবং রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা। ২। তন্মধ্যে সপ্ত প্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে। আর একাদশ প্রকার কুষ্ঠকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলে। এইরূপে কুষ্ঠের অষ্টাদশ ভেদ হইয়া থাকে। মহাকুষ্ঠ যথা;—অরুণ, ঔডুম্বর, ঋষ্যজিহ্ব, কপাল, কাকণক, পুণ্ডরীক ও দদ্রুকুষ্ঠ। ৩। ক্ষুদ্রকুষ্ঠ যথা;—স্থূলারুষ্ক, মহাকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, চর্ম্মদল, বিসর্প, পরিসর্প, সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা, কিটিম, পামা ও রকসা। ৪। মহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকার কুষ্ঠই বাতযুক্ত, পিত্তযুক্ত, কফযুক্ত ও কৃমিযুক্ত হইয়া থাকে। তবে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষেরই প্রধানতঃ গ্রহণ হয়। ৫। তন্মধ্যে বায়ুর আধিক্যে অরুণকুষ্ঠ, পিত্তের আধিক্যে ঔডুম্বর, ঋষ্যজিহ্ব, কপাল ও কাকণক কুষ্ঠ এবং শ্লেষ্মার আধিক্যে পৌণ্ডরীক ও দদ্রুকুষ্ঠ হয়। এই সকল কুষ্ঠের উত্তরোত্তর মহত্ত্ব, ক্রিয়াগুরুত্ব এবং ধাতুসঞ্চারিত্ব সুতরাং অসাধ্যত্ব আছে [এস্থলে দদ্রু শব্দে সাধারণ দাদ বোধ হয় না।] দদ্রুর ন্যায়

তত্র বাতেনারুণাভানি তনূনি বিসর্পীণি তোদভেদস্বাপযুক্তান্যরুণানি। পিত্তেন পকোডুম্বরফলাকৃতিবর্ণান্যৌড়ুম্বরাণি; ঋষ্যজিহ্বাপ্রকাশখরস্বাণি ঋষ্যজিহ্বানি; কৃষ্ণকপালিকাপ্রকাশানি কপালকুষ্ঠানি; কাকণন্তিকাফলসদৃশান্যতীব রক্তকৃষ্ণানি কাকণকানি। তেষাং চতুর্ণামপ্যোষচোষপরিদাহধূমায়নানি ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকভেদিত্বানি ক্রিমিজন্ম চ সামান্যানি লিঙ্গানি॥ ৭

পুণ্ডরীকপত্রপ্রকাশানি পৌণ্ডরীকাণি; অতসীপুষ্পবর্ণানি তাম্রাণি বা বিসর্পীণি পিড়কাবন্তি চ দদ্রুকুষ্ঠানি। তয়োর্দ্বয়োরপ্যুৎসন্নতা পরিমণ্ডলতা কণ্ডুশ্চিরোত্থানত্বঞ্চেতি সামান্যরূপাণি॥ ৮

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ॥ ৯

স্থূলানি সন্ধিষতিদারুণানি স্থূলারুষি স্যুঃ কঠিনান্যরুংষি।
ত্বক্সঙ্কোচভেদস্বপনাঙ্গসাদাঃ কুষ্ঠে মহৎপূর্ব্বযুতে ভবন্তি॥
কৃষ্ণারুণং যেন ভবেচ্ছরীরং তদেককুষ্ঠং প্রবদন্ত্যসাধ্যম্।
স্যুর্যেন কণ্ডুব্যথনৌষচোষাস্তলেষু তচ্চর্ম্মদলং বদন্তি॥
বিসর্পবৎ সর্পতি সর্ব্বতো যস্ত্বগ্রক্তমাংসান্যভিভূয় শীঘ্রম্।
মূর্চ্ছাবিদাহারতিতোদপাকান কৃত্বা বিসর্পঃ স ভবেদ্বিকারঃ॥
শনৈঃ শরীরে পিড়কাঃ স্রবন্ত্যঃ সর্পন্তি যাস্তং পরিসর্পমাহুঃ।
কণ্ডুন্বিতং শ্বেতমপায়ি সিধ্ম বিদ্যাৎ তনু প্রায়শ ঊর্দ্ধকায়ে॥
রাজ্যোহতিকণ্ডুর্ত্তিরুজঃ সুরূক্ষা ভবন্তি গাত্রেষু বিচর্চ্চিকায়াম্
কণ্ডুমতী দাহরুজোপপন্না বিপাদিকা পাদগতেয়মেব॥
যৎ স্রাবি বৃত্তং ঘনমুগ্রকণ্ডু তৎ স্নিগ্ধকৃষ্ণং কিটিমং বদন্তি।
সাস্রাবকণ্ডুপরিদাহবদ্ভিঃ পামাণুকাভিঃ পিড়কাভিরুহ্য॥
স্ফোটৈঃ সদাহৈরতি সৈব কচ্ছুঃ স্ফিক্‌পাণিপাদপ্রভবৈর্নিরূপ্যা
কণ্ডুন্বিতা যা পিড়কা শরীরেসংস্রাবহীনারকসোচ্যতে সা॥১০

অরুঃ সসিধ্মং রকসা মহচ্চ
যচ্চৈককুষ্ঠং কফজান্যমূনি।
বায়োঃ প্রকোপাৎ পরিসর্পমেকং
শেষাণি পিত্তপ্রভবাণি বিদ্যাৎ॥ ১১

কিলাসমপি কুষ্ঠবিকল্প এব। তৎ ত্রিবিধং—বাতেন পিত্তেন শ্লেষ্মণা চেতি। কুষ্ঠকিলাসয়োরন্তরং—ত্বগ্‌গতমেব কিলাসমপরিস্রাবি চ। তদ্বাতেন মণ্ডলমরুণং পরুষং পরিধ্বংসি চ, পিত্তেন পদ্মপত্রপ্রতীকাশং সপরিদাহঞ্চ; শ্লেষ্মণাপি শ্বেতং স্নিগ্ধং বহলং কণ্ডুমচ্চ। তেষু সম্বদ্ধমণ্ডলমন্তে জাতং রক্তরোম চাসাধ্যমগ্নিদগ্ধঞ্চ॥ ১২

আকৃতিবিশিষ্ট মহাকুষ্ঠ-বিশেষ বোধ হয়]। ৬। বাতাধিক বলিয়া অরুণ-কুষ্ঠ অরুণবর্ণ, তনু, বিসর্পী, তোদযুক্ত, ভেদযুক্ত ও সুপ্তিযুক্ত হয়। পিত্তাধিক বলিয়া ঔডুম্বর কুষ্ঠ আকৃতি ও বর্ণে পকোডুম্বর সদৃশ হয়। ভল্লুকজিহ্বার ন্যায় বর্ণযুক্ত ও খর বলিয়া ঋষ্যজিহ্ব নাম হয়। কৃষ্ণবর্ণ খাপরার ন্যায় বর্ণ হয় বলিয়া কপালকুষ্ঠ বলে। কুচফলের সদৃশ অতিশয় রক্তকৃষ্ণ কুষ্ঠকে কাকণক কহে। উক্ত চতুর্বিধ পিত্তকুষ্ঠেরই ওষ,চোষ, পরিদাহ ও ধূমায়ন আছে। উহা সদ্য সদ্য বাড়ে, সদ্য সদ্য পাকে এবং সদ্য সদ্য গলিয়া যায়। আর উহাদের মধ্যে ক্রিমি জন্মিয়া থাকে। এই সকল সাধারণ লক্ষণ।৭। পৌণ্ডরীক কুষ্ঠের বর্ণ শ্বেতপদ্মের ন্যায়। দদ্রুকুষ্ঠ, অতসীপুষ্পবর্ণ বা তাম্রবর্ণ, বিসর্পী ও পিড়কাযুক্ত। পৌণ্ডরীক ও দদ্রু উভয়বিধ কুষ্ঠেরই চর্ম্মের উপর উন্নততা, পরিমণ্ডলতা, কণ্ডুয়নবিশিষ্টতা ও বিলম্বে উত্থান হয়। এই সকল সাধারণ লক্ষণ। ৮। অনন্তর ক্ষুদ্র কুষ্ঠ সকল বলিতেছি। ৯। সন্ধিসমূহে স্থূলমূল, কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রণসমূহকে স্থূলারুষ কহে। মহাকুষ্ঠে ত্বকের সঙ্কোচ, বিদারণ, সুপ্তি ও অঙ্গসাদ হয়। এককুষ্ঠে শরীর কৃষ্ণারুণ হয়, ইহা অসাধ্য। চর্ম্মদল-কুষ্ঠ হইলে হস্ততল ও পদতলে কণ্ডুয়ন, ব্যথা ও চোষ হইয়া থাকে। যাহা বিসর্পের ন্যায় সর্ব্বশরীরে বিসর্পিত হয় (যেমন বর্ত্তমান কালের ফিরঙ্গরোগের পিড়কা সকল), তাহাকে বিসর্পী কুষ্ঠ বলে। ইহা ত্বক্, রক্ত ও মাংসকে শীঘ্র অভিভূত করে। ইহাতে মূর্চ্ছা, বিদাহ, অধীরতা, তোদ ও পাক হইয়া থাকে। যে সকল পিড়কা স্রাব সহকারে শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বশরীরে বিসর্পিত হয়, তাহাদিগকে পরিসর্প কহে। কণ্ডুযুক্ত, শ্বেত, অপায়ী (অপকারী। নিবন্ধকার কহেন. অকষ্টকারী) ও প্রায় ঊর্দ্ধকায়েই উৎপন্ন হয় এরূপ কুষ্ঠকে সিধ্মকুষ্ঠ কহে [নিবন্ধ বলেন, "সিধ্মকুষ্ঠ দ্বিবিধ;—পুষ্পিকা ও সিধ্ম। তন্মধ্যে পুষ্পিকা সুখসাধ্য বলিয়া সুশ্রুতে ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর সিধ্ম দুঃসাধ্য বলিয়া চরকে মহাকুষ্ঠের মধ্যে পঠিত হইয়াছে]। বিচর্চ্চিকায় রেখা সকল উৎপন্ন হয়। সেই সকল রেখাতে অতিশয় কণ্ডুয়ন, ও বেদনা হইয়া থাকে এবং উহারা অতিশয় রুক্ষ হয়। বিচর্চ্চিকা পাদগত হইলে বিপাদিকা কহে। ইহা কণ্ডুয়ন ও বেদনাযুক্ত হয়। কিটিমকুষ্ঠ স্রাবকারী, বৃত্ত, ঘন, অতিশয় কণ্ডুযুক্ত এবং স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ। ৯। স্রাবকণ্ডু ও দাহযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা-বহুল কুষ্ঠকে পামা কহে [ইহাই খোস্]। পামা স্ফিক্, পাণি ও পদে হইলে এবং স্ফোটকবৎ দাহযুক্ত হইলে তাহাকে কচ্ছু কহে। ১০। শরীরে যে কণ্ডুয়নযুক্ত স্রাবহীন পিড়কা হয়, তাহাকে রকসা কহে। ক্ষুদ্রকুষ্ঠদিগের মধ্যে স্থূলারুষ, সিধ্ম, রকসা, মহাকুষ্ঠ ও এককুষ্ঠ কফজ। কেবল পরিসর্প বায়ুপ্রকোপজ। অন্যান্য ক্ষুদ্রকুষ্ঠ কফজ ["গদয়দাসাচার্য্য কহেন যে, এই শ্লোকটী জেজ্জটাচার্য্যের স্বকপোল-কল্পিত," ইতি ডল্লনাচার্য্য]। ১১। কিলাসও (যাহাকে ভাষায় সচরাচর ধবল কহে) এক প্রকার কুষ্ঠ। উহা ত্রিবিধ; বাতপ্রধান, পিত্তপ্রধান ও কফপ্রধান। তবে কুষ্ঠ ও কিলাসের ভেদ এই যে, কুষ্ঠ ত্বক্ ও রক্ত উভয়কেই আশ্রয় করে, কিলাস কেবল ত্বক্‌কে আশ্রয় করে এবং ইহাতে কুষ্ঠের ন্যায় স্রাব হয় না। কিলাস বাতাধিক হইলে মণ্ডল, অরুণ, পরুষ ও পরিধ্বংসী (ঘর্ষণ করিলে রজঃ উদ্গত হয়। "রোমধ্বংসি" পাঠ হইলে সঙ্গত হইত। পরিধ্বংসী শব্দে রোমধ্বংসী অর্থ করিলেও চলে।)

কুষ্ঠেষু রুক্ত্বক্‌সঙ্কোচস্বাপস্বেদশোফভেদকৌণ্যস্বরোপঘাতা বাতেন ; পাকাবদরণাঙ্গুলিপতনকর্ণনাসাভঙ্গাক্ষিরাগসত্ত্বোৎপত্তয়ঃ পিত্তেন ; কণ্ডূবর্ণভেদশোফাস্রাবগৌরবাণি শ্লেষ্মণা । তত্রাদিবলপ্রবৃত্তং পৌণ্ডরীকং কাকণকাসাধ্যম্ ॥১৩

ভবন্তি চাত্র ।

যথা বনস্পতির্জাতঃ প্রাপ্য কালপ্রকর্ষণম্ ।
অন্তর্ভূমিং বিগাহেত মূলৈর্বৃষ্টিবিবর্দ্ধিতৈঃ ॥
এবং কুষ্ঠং সমুৎপন্নং ত্বচি কালপ্রকর্ষতঃ ।
ক্রমেণ ধাতূন্ ব্যাপ্নোতি নরস্যাপ্রতিকারিণঃ ॥ ১৪
স্পর্শহানিঃ স্বেদনত্বমীষৎকণ্ডূশ্চ জায়তে ।
বৈবর্ণ্যং রুক্ষভাবশ্চ কুষ্ঠে ত্বচি সমাশ্রিতে ॥ ১৫
ত্বক্‌স্বাপো রোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাভিপ্রবর্ত্তনম্ ।
কণ্ডূর্বিপূয়কশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে ॥ ১৬
বাহুল্যং বক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদ্গমঃ ।
তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে ॥ ১৭
দৌর্গন্ধ্যমুপদেহশ্চ পূয়োঽথ ক্রিময়স্তথা ।
গাত্রাণাং ভেদনঞ্চাপি কুষ্ঠে মেদঃসমাশ্রিতে ॥ ১৮
নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতে চ ক্রিমিসম্ভবঃ ।
ভবেৎ স্বরোপঘাতশ্চ অস্থিমজ্জসমাশ্রিতে ॥ ১৯
কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণম্ ।
শুক্রস্থানগতে লিঙ্গং প্রাগুক্তানি তথৈব চ ॥ ২০
স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ ।
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতম্ ॥ ২১
কুষ্ঠমাত্মবতঃ সাধ্যং ত্বগ্রক্তপিশিতাশ্রিতম্ ।
মেদোগতং ভবেদ্‌যাপ্যমসাধ্যমত উত্তরম্ ॥ ২২
ব্রহ্মস্ত্রীসজ্জনবধ-পরস্বহরণাদিভিঃ ।
কর্ম্মভিঃ পাপরোগস্য প্রাহুঃ কুষ্ঠস্য সম্ভবম্ ॥ ২৩
ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠেন পুনর্জ্জাতেঽপি গচ্ছতি ।
নাতঃ কষ্টতরো রোগো যথা কুষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৪
আহারাচারয়োঃ প্রোক্তামাস্থায় মহতীং ক্রিয়াম্ ।
ঔষধীনাং বিশিষ্টানাং তপসশ্চ নিষেবণাৎ ।
যস্তেন মুচ্যতে জন্তুঃ স পুণ্যাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫
প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ ॥

পিত্তপ্রধান কিলাস রক্তপদ্মের ন্যায় আভাযুক্ত ও দাহযুক্ত। শ্লেষ্মপ্রধান কিলাস শ্বেত, স্নিগ্ধ, ঘন ও কণ্ডূয়নযুক্ত। পরস্পর ভিন্নমণ্ডল কিলাস অসাধ্য। অন্তর্জ্জাত (অর্থাৎ গুহ্য পাদ ও পাণিতলজাত) কিলাস অসাধ্য, রক্তরোম কিলাস অসাধ্য। আর অগ্নিদগ্ধজ কিলাস অসাধ্য। ১২। কুষ্ঠে যে বেদনা, ত্বক্‌সঙ্কোচ, সুপ্তি, স্বেদ (স্বেদ পিত্তের ধর্ম্ম হইলেও এস্থলে উল্লিখিত আছে), শোথ, ভেদ, কৌণ্য (নষ্টকারিতা) ও স্বরোপঘাত হয়, তাহা বায়ুজন্য। কুষ্ঠে যে পাক, অবদারণ, অঙ্গুলিপতন, কর্ণ ও নাসার ভঙ্গ, অক্ষিরাগ ও কৃমি হয়, তাহা পিত্তকৃত। আর কুষ্ঠে যে কণ্ডূ, বর্ণভেদ (শ্বেতবর্ণ ?), শোথ, স্রাব ও গুরুতা হয়, তাহা শ্লেষ্মজন্য। আর উৎপত্তি মাত্রেই ত্রিদোষবহুল হয় বলিয়া পৌণ্ডরীক ও কাকণক-কুষ্ঠ অসাধ্য হইয়া থাকে। ১৩। এস্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে ;—যেমন ভূমির উপর উৎপন্ন বনস্পতি কালপ্রকর্ষে বৃষ্টি-বিবর্দ্ধিত মূলসমূহযোগে ভূমির মধ্যে গাঢ়বদ্ধ হয়, সেইরূপ ত্বকের উপর উৎপন্ন কুষ্ঠ, প্রতিকৃত না হইলে, কালে ক্রমশঃ ধাতুসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪। কুষ্ঠ কেবল ত্বকে আশ্রিত হইলে স্পর্শহানি, অতিস্বেদ, ঈষৎ কণ্ডূ, বৈবর্ণ্য ও রুক্ষভাব হয়। [নিবন্ধ বলেন, এস্থলে ত্বক্ শব্দে রস বুঝিতে হইবে]। ১৫। কুষ্ঠ রক্তাশ্রিত হইলে ত্বকের সুপ্তি, রোমহর্ষ, স্বেদের অতি নির্গম, কণ্ডূ ও বিপূয়ক (দুর্গন্ধ) হয়। ১৬। কুষ্ঠ মাংসাশ্রিত হইলে বাহুল্য (স্থূলমণ্ডলতা), মুখশোষ, কর্কশতা, পিড়কানির্গম, তোদ, স্ফোট ও স্থিরতা (কঠিনমণ্ডলতা) হয়। ১৭। কুষ্ঠ মেদে আশ্রিত হইলে দুর্গন্ধ, উপদিগ্ধতা (তৈলাক্তভাবৎ), পূয, কৃমি ও গাত্রের ভেদন হয়। ১৮। কুষ্ঠ অস্থি ও মজ্জায় আশ্রিত হইলে নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তিমা, ক্ষতে কৃমির উৎপত্তি ও স্বরোপঘাত হয়। ১৯। কুষ্ঠ শুক্রস্থানগত হইলে কৌণ্য (নষ্টকারিতা), গতিক্ষয়, অঙ্গসমূহের সম্পূর্ণ ভেদন ও ক্ষতের বিসর্পণ হয়। আর উপরি কথিত সর্ব্বলক্ষণও হইয়া থাকে। ২০। স্ত্রীপুরুষের শোণিত-শুক্র কুষ্ঠদোষ হেতু দুষ্ট হইলে যে অপত্য জাত হয়, সেও কুষ্ঠী হইয়া থাকে। ২১। রোগী ধীর হইলে, তাহার ত্বগ্‌গত, রক্তগত ও মাংসগত কুষ্ঠ সাধ্য হইয়া থাকে। মেদোগত কুষ্ঠ যাপ্য। অন্যান্য কুষ্ঠ অসাধ্য। ২২। কথিত আছে যে, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সজ্জনহত্যা, পরস্বহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হেতু পাপরোগ কুষ্ঠের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৩। মানুষ কুষ্ঠে মরিলে কুষ্ঠ পুনর্জ্জন্মেও তাহার অনুসরণ করে, অতএব কুষ্ঠ যেরূপ কষ্টকর রোগ বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহার অপেক্ষা কষ্টকর রোগ আর নাই। ২৪। আহার ও আচার সম্বন্ধে যে সকল মহতী ক্রিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল ক্রিয়া এবং বিশিষ্ট ওষধি সকল ও তপস্যা নিষেবণ করিয়া যে জন্তু কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইতে পারে, সে পুণ্যা গতি প্রাপ্ত হয়। ২৫। রোগীর সহিত মৈথুনহেতু, গাত্র-সংস্পর্শহেতু, নিশ্বাসহেতু, একত্র ভোজনহেতু, একশয্যায় শয়নহেতু, এক আসনে উপবেশনহেতু এবং রোগীর বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপন গ্রহণ-হেতু, কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ ('চক্ষু-ওঠা') ও আকস্মিক রোগ সকল মানুষ হইতে মানুষান্তরে সংক্রমিত হয় [ভাবপ্রকাশের উদ্ধৃত পাঠ যথা ;—কণ্ডূকুষ্ঠোপদংশাশ্চ ভূতোন্মাদব্রণজ্বরাঃ।" তদীয় পাঠে শোষ ও নেত্রাভিষ্যন্দের উল্লেখ নাই। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টের মতে রোগমাত্রেই সংক্রামক। মনুর মতে শোষ সংক্রামক রোগ। ডাক্তার বীটন্ বলেন, শোষ

কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্‌ ॥ ২৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে কুষ্ঠনিদানং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রমেহনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

দিবাস্বপ্নাব্যায়ামালস্যপ্রসক্তং শীতস্নিগ্ধমধুরমেদ্যদ্রবান্নপানসেবিনং পুরুষং জানীয়াৎ প্রমেহী ভবিষ্যতীতি ॥ ২

সংক্রামক নহে। কিন্তু যদি দুষ্ট ক্ষতমাত্রেই সংক্রামক হয়, তবে উরঃক্ষত পরিণামে সংক্রামক না হইবে কেন? সুশ্রুতমতে বিসূচিকা (কলেরা) সংক্রামক নহে; তাঁহার মতে পরিমিতাহারীর কখনই ঐ রোগ হয় না। একজন ইংরাজ ডাক্তার কহেন যে, কলেরা সংক্রামক কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক জন ইতর লোককে, পুরস্কার স্বীকারপূর্ব্বক, কলেরা-রোগীর বিষ্ঠা ভক্ষণ করান হয়; কিন্তু তাহাদের কলেরা হয় নাই। ইংরাজী মত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, শ্বেতকুষ্ঠ সংক্রামক নহে। সকল রোগ সংক্রামক বোধ হয় না। হাঁপানী রোগ অনেক পতি বা পত্নীরই আছে, অথচ একের হইলে অন্যের হয় না। যাহা হউক, ভিন্ন ভিন্ন মত ও রোগ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, বিষাক্ত রোগমাত্রেই সংক্রামক। যেমন, গলৎকুষ্ঠ, উৎকট-বসন্ত, উপদংশ, "ধাতচালা", "টাইফস্" প্রভৃতি জ্বর। সামান্য সামান্য জ্বর ও অন্যান্য সামান্য সামান্য রোগ কখনই সংক্রামক বোধ হয় না। কলেরা ব্যক্তিভেদে অর্থাৎ বাতপ্রধান ধাতুতে সংক্রামক হয়, কারণ ভয় বশতঃ সদ্যঃ সদ্যঃ অতিসার ও বমি হইতে পারে। বিষাক্ত জন্তুর দংশনে যাহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দংশনে অপরের শরীরেও বিষ প্রবেশ করে। মুমূর্ষুর শ্বাস নাসিকা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রহণ করিলে রোগ হইতে পারে। কারণ উহা বিষাক্ত]। ২৬

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রমেহনিদান।

অনন্তর আমরা প্রমেহনিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। যে পুরুষ দিবানিদ্রা, অপরিশ্রম ও আলস্যে প্রসক্ত এবং শীতল স্নিগ্ধ মধুর মেদঃকারক দ্রব অন্নপান অধিক সেবন করেন, তিনি প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হইবেন জানিবে ["কোন কোন তন্ত্রে কহে যে, স্ত্রীদিগের প্রমেহ হয় না, কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেননা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ" ইতি নিবন্ধ]। ২।

তস্য চৈবং প্রবৃত্তস্যাপরিপক্বা এব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো মেদসা সহৈকত্বমুপেত্য মূত্রবাহিস্রোতাংস্যনুসৃত্যাধোগত্বা বস্তের্মুখমাশ্রিত্য নির্ব্বিভিদ্যন্তে তদা প্রমেহান্ জনয়ন্তি ॥ ৩

তেষান্তু পূর্ব্বরূপাণি হস্তপাদতলদাহঃ স্নিগ্ধপিচ্ছিলগুরুতা গাত্রাণাং মধুরশুক্লমূত্রতা তন্দ্রা সাদঃ পিপাসা দুর্গন্ধশ্চ শ্বাসস্তালুগলজিহ্বাদন্তেষু মলোৎপত্তির্জটিলীভাবঃ কেশানাং বৃদ্ধিশ্চ নখানাম্‌ ॥ ৪

তত্রাবিলপ্রভূতমূত্রলক্ষণাঃ সর্ব্ব এব প্রমেহাঃ সর্ব্ব এব সর্ব্বদোষসমুত্থাঃ সহ পিড়কাভিঃ ॥ ৫

তত্র কফাদুদকেক্ষুসুরাসিকতাশনৈর্লবণপিষ্টসান্দ্রশুক্রফেনমেহা দশ সাধ্যা দোষদূষ্যাণাং সমক্রিয়ত্বাৎ ॥ ৬

পিত্তান্নীলহরিদ্রাম্লক্ষারমঞ্জিষ্ঠাশোণিতমেহাঃ ষট্ যাপ্যা দোষদূষ্যাণাং বিষমক্রিয়ত্বাৎ ॥ ৭

বাতাৎ সর্পির্বসাক্ষৌদ্রহস্তিমেহাশ্চত্বারোঽসাধ্যতমা মহাত্যয়িকত্বাৎ ॥ ৮

ঐরূপ দিবানিদ্রাদিচারী পুরুষের বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা অপরিপক্ব হইয়া মেদের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় এবং মূত্রবাহী স্রোতঃসমূহের অনুসরণে অধোগমন করিয়া বস্তিমুখে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহাতে প্রমেহ সকল উৎপন্ন হয়। ৩। প্রমেহের পূর্ব্বরূপ যথা;—হস্ততল ও পদতলের দাহ, গাত্রসমূহের স্নিগ্ধতা পিচ্ছিলতা ও গুরুতা, মূত্রের মধুরতা ও শুক্লতা, তন্দ্রা, অবসাদ, পিপাসা, দুর্গন্ধ, শ্বাস, তালু গল জিহ্বা ও দন্তে মলোৎপত্তি, কেশসমূহের জটিলতা এবং নখসমূহের বৃদ্ধি। ৪। সকল প্রমেহেই মূত্র আবিল অথচ প্রভূত হয়, ইহাই প্রমেহের একটী বিশেষ লক্ষণ। সকল প্রমেহই সর্ব্বদোষজ এবং সকল পিড়কাই সর্ব্বদোষজ। ৫। কফের আধিক্যহেতু দশপ্রকার প্রমেহ হয়, যথা;—উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতামেহ, শনৈর্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টমেহ, সান্দ্রমেহ, শুক্রমেহ ও ফেনমেহ। এই দশপ্রকার মেহই সাধ্য, কারণ এ সকল মেহে দোষ ও দূষ্যের চিকিৎসার তুল্যতা আছে [দোষ—কফ। দূষ্য—মেদ]। ৬। পিত্তমেহ ছয় প্রকার যথা;—নীলমেহ, হরিদ্রামেহ, অম্লমেহ, ক্ষারমেহ, মঞ্জিষ্ঠামেহ ও শোণিতমেহ। এই ছয়টী যাপ্য, কারণ এস্থলে দোষ ও দূষ্যের চিকিৎসার বিষমতা আছে। [পিত্তের চিকিৎসা শীতল। কিন্তু দূষ্য-মেদের চিকিৎসা কফের সদৃশ]। ৭। বায়ুমেহ চারিপ্রকার যথা;—সর্পির্মেহ, বসামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ। এই চারি মেহ অসাধ্যতম, কেননা ইহারা অতিশয় আত্যয়িক [নিবন্ধকার কহেন যে, উক্ত ত্রিবিধ-দোষজ প্রমেহেই রস, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র, লসিকা ও ওজঃ এই ছয়টী ধাতুই দূষ্য। তন্মধ্যে কফ ও এই সকল ধাতু কটু তিক্ত ও কষায় ঔষধ যোগে চিকিৎসনীয় বলিয়া উহাদিগকে সমক্রিয় বলা যায়। কিন্তু যাহা

তত্র বাতপিত্তমেদোভিরন্বিতঃ শ্লেষ্মা শ্লেষ্মপ্রমেহান্ জনয়তি, বাতকফশোণিতমেদোভিরন্বিতং পিত্তং পিত্তপ্রমেহান্, কফপিত্তবসামজ্জমেদোভিরন্বিতো বায়ুর্বাতপ্রমেহান্ ॥৯॥

তত্র শ্বেতমবেদনমুদকসদৃশমুদকমেহী মেহতি ; ইক্ষুরসতুল্যমিক্ষুমেহী, সুরামেহী সুরাতুল্যং, সরুজং সিকতানুবিদ্ধং সিকতামেহী, শনৈঃ সকফং মৃৎস্নং শনৈর্মেহী, বিশদং লবণতুল্যং লবণমেহী, হৃষ্টরোমা পিষ্টরসতুল্যং পিষ্টমেহী, আবিলং সান্দ্রং সান্দ্রমেহী, শুক্রতুল্যং শুক্রমেহী, স্তোকং স্তোকং সফেনং ফেনমেহী মেহতি ॥ ১০

অত ঊর্দ্ধং পিত্তনিমিত্তান্ বক্ষ্যামঃ। সফেনমচ্ছং নীলং নীলমেহী মেহতি ; সদাহং হরিদ্রাভং হরিদ্রামেহী, অম্লরসগন্ধমম্লমেহী, ক্ষতক্ষারপ্রতিমং ক্ষারমেহী, মঞ্জিষ্ঠোদকপ্রকাশং মঞ্জিষ্ঠামেহী, শোণিতপ্রকাশং শোণিতমেহী মেহতি ॥ ১১

অত ঊর্দ্ধং বাতনিমিত্তান্ বক্ষ্যামঃ। সর্পিঃপ্রকাশং সর্পির্ম্মেহী মেহতি ; বসাপ্রকাশং বসামেহী, ক্ষৌদ্ররসবর্ণং ক্ষৌদ্রমেহী, মত্তমাতঙ্গবদনুপ্রবৃদ্ধং হস্তিমেহী মেহতি ॥ ১২

মক্ষিকোপসর্পণমালস্যং মাংসোপচয়ঃ প্রতিশ্যায়ঃ শৈথিল্যারোচকাবিপাকাঃ কফপ্রসেকচ্ছর্দ্দিনিদ্রাকাসশ্বাসাশ্চেতি শ্লেষ্মজানামুপদ্রবাঃ ॥ ১৩

বৃষণয়োরবদরণং বস্তিভেদো মেঢ্রতোদো হৃদিশূলমম্লীকাজ্বরাতীসারারোচকা বমথুঃ পরিধূমায়নং দাহো মূর্চ্ছা পিপাসা নিদ্রানাশঃ পাণ্ডুরোগঃ পীতবিণ্মূত্রত্বঞ্চেতি পৈত্তিকানাম্ ॥ ১৪

হৃদ্‌গ্রহো লৌল্যমনিদ্রা স্তম্ভঃ কম্পঃ শূলং বদ্ধপুরীষত্বঞ্চেতি বাতজানাম্ ॥ ১৫

এবমেতে বিংশতিঃ প্রমেহাঃ সোপদ্রবা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৬

তত্র বসামেদোভ্যামভিপন্নশরীরস্য ত্রিভির্দোষৈশ্চানুগতধাতোঃ প্রমেহিণো দশ পিড়কা জায়ন্তে। তদ্‌যথা—শরাবিকা সর্ষপিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতা পুত্রিণী মসূরিকা অলজী বিদারিকা বিদ্রধিকা চেতি ॥ ১৭

শরাবমাত্রা তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা ॥ ১৮
গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী ॥ ১৯
সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ ॥ ২০
জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা ॥ ২১
মহতী পিড়কা নীলা পিড়কা বিনতা স্মৃতা ॥ ২২
মহত্যল্পাচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা সা তু পুত্রিণী ॥ ২৩
মসূরসমসংস্থানা জ্ঞেয়া সা তু মসূরিকা ॥ ২৪
রক্তসিতা স্ফোটবতী দারুণা ত্বলজী ভবেৎ ॥ ২৫

পিত্তনাশক, তাহা রসমাংসনাশক বলিয়া পিত্তজ মেহে দোষদয়ের বিরুদ্ধ চিকিৎসা। এই মত সঙ্গত বোধ হয় না]। ৮। তন্মধ্যে শ্লেষ্মা বাতপিত্ত ও মেদের সহিত অন্বিত হইয়া শ্লেষ্মপ্রমেহসমূহ উৎপাদন করে। পিত্ত বাতকফ, শোণিত ও মেদের সহিত অন্বিত হইয়া, পিত্তমেহসমূহ উৎপাদন করে। আর কফপিত্ত, বসা, মজ্জা ও মেদের সহিত অন্বিত হইয়া, বাতপ্রমেহসমূহ উৎপাদন করে। ৯। তন্মধ্যে উদকমেহী শ্বেত, বেদনাবিহীন, জলসদৃশ প্রস্রাব করে। ইক্ষুমেহী ইক্ষুরস তুল্য প্রস্রাব করে। সুরামেহী সুরাতুল্য প্রস্রাব করে। সিকতামেহী বেদনার সহিত সিকতাযুক্ত প্রস্রাব করে। শনৈর্মেহী শনৈঃ শনৈঃ কফসংযুক্ত মৃৎস্ন (পিচ্ছিল) প্রস্রাব করে। লবণমেহী লবণাম্বুতুল্য প্রস্রাব করে। পিষ্টমেহী পিষ্টরসতুল্য (পিঠে-গোলা-জলের ন্যায়) প্রস্রাব করে, আর প্রস্রাবকালে তাহার রোম সকল হৃষ্ট হয়। সান্দ্রমেহী আবিল ও সান্দ্র প্রস্রাব করে। শুক্রমেহী শুক্রতুল্য প্রস্রাব করে। ফেনমেহী অল্প অল্প ফেনযুক্ত প্রস্রাব করে।১০। অনন্তর পিত্তজ প্রমেহ সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। নীলমেহী ফেনযুক্ত স্বচ্ছ নীল প্রস্রাব করে। হরিদ্রামেহী দাহযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ প্রস্রাব করে। অম্লমেহী অম্লরস ও অম্লগন্ধ প্রস্রাব করে। ক্ষারমেহী ক্ষত-ক্ষারের সদৃশ প্রস্রাব করে। রক্তমেহী রক্তবর্ণ প্রস্রাব করে। ১১। অনন্তর বাতজ মেহ সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। সর্পির্মেহী ঘৃতবর্ণ প্রস্রাব করে। বসামেহী বসাবর্ণ প্রস্রাব করে। ক্ষৌদ্রমেহী মধুবর্ণ প্রস্রাব করে। হস্তিমেহী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় প্রভূত প্রস্রাব করে। ১২। শ্লেষ্মজ প্রমেহসমূহের উপদ্রব যথা ;—প্রস্রাবে মক্ষিকা-বিচরণ, আলস্য, মাংসবৃদ্ধি, প্রতিশ্যায়, মাংসশৈথিল্য, অরুচি, অবিপাক, কফপ্রসেক, বমি, নিদ্রা, কাস ও শ্বাস। ১৩। পৈত্তিক প্রমেহসমূহের উপদ্রব যথা ;—বৃষণদ্বয়ের অবদরণ, বস্তিদেশে ভেদ, মেঢ্রে সূচীভেদনবৎ পীড়া, হৃদয়ে শূল, অম্লোদ্গার, জ্বর, অতিসার, অরুচি, বমথু, ধূমোদ্গমের ন্যায় বোধ, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, নিদ্রানাশ, পাণ্ডুরোগ এবং বিষ্ঠামূত্রের পীতত্ব। ১৪। বাতজ প্রমেহ-সমূহের উপদ্রব যথা ;—হৃদ্‌গ্রহ, লৌল্য (সর্ব্বরসাভিকাঙ্ক্ষিতা), অনিদ্রা, স্তম্ভ, কম্প, শূল ও বদ্ধপুরীষত্ব। ১৫। এইরূপে বিংশতি প্রমেহ ও তাহাদের উপদ্রব বর্ণিত হইল। ১৬। তন্মধ্যে যে প্রমেহ-রোগীর শরীরে বসা ও মেদ অধিক এবং ধাতু সকল ত্রিদোষাশ্রিত, তাহার দশপ্রকার পিড়কা হইতে পারে। যথা ;—শরাবিকা, সর্ষপিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, পুত্রিণী, মসূরিকা, অলজী, বিদারিকা ও বিদ্রধিকা। ১৭। যে পিড়কার পরিমাণ ও আকৃতি শরাবের ন্যায়, যাহার মধ্যস্থান নিম্ন, তাহাকে শরাবিকা কহে। ১৮। যাহার আকৃতি ও পরিমাণ শ্বেতসর্ষপের ন্যায়, তাহাকে সর্ষপী কহে। ১৯। দাহযুক্ত কূর্ম্মাকৃতি পিড়কাকে পণ্ডিতেরা কচ্ছপিকা কহেন। ২০। জালিনী নামক পিড়কা তীব্রদাহযুক্ত এবং মাংসজালে আবৃত। ২১। স্থূল নীলবর্ণ পিড়কাকে বিনতা কহে। ২২। সূক্ষ্ম পিড়কাসমূহে পরিবেষ্টিত স্থূল পিড়কাকে পুত্রিণী কহে। ২৩। মসূরসদৃশী পিড়কাকে মসূরিকা কহে। ২৪। অলজীনাম্নী পিড়কা রক্ত-শ্বেতবর্ণ, স্ফোটযুক্ত ও দারুণ।২৫।

বিদারীকন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা ॥ ২৬
বিদ্রধেৰ্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা বুধৈঃ ॥ ২৭
যে যন্ময়াঃ স্মৃতা মেহাস্তেষামেতাস্তু তৎকৃতাঃ ॥ ২৮
গুদে হৃদি শিরস্যংসে পৃষ্ঠে মর্ম্মণি চোত্থিতাঃ।
সোপদ্রবা দুর্ব্বলস্য পিড়কাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৯
কৃৎস্নং শরীরং নিষ্পীড্য মেদোমজ্জবসাযুতঃ।
অধঃ প্রক্রমতে বায়ুস্তেনাসাধ্যাস্তু বাতজাঃ ॥ ৩০
প্রমেহপূর্ব্বরূপাণামাকৃতির্যত্র দৃশ্যতে।
কিঞ্চিচ্চাপ্যধিকং মূত্রং তং প্রমেহিণমাদিশেৎ ॥ ৩১
কৃৎস্নান্যর্দ্ধানি বা যস্মিন্ পূর্ব্বরূপাণি মানবে।
প্রবৃত্তমূত্রমত্যর্থং তং প্রমেহিণমাদিশেৎ ॥ ৩২
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়মুপসৃষ্টমুপদ্রবৈঃ।
মধুমেহিনমাচষ্টে স চাসাধ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৩
স চাপি গমনাৎ স্থানং স্থানাদাসনমিচ্ছতি।
আসনাদ্বৃণুতে শয্যাং শয়নাৎ স্বপ্নমিচ্ছতি ॥ ৩৪

যথাহি বর্ণানাং পঞ্চানামুৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগবিশেষেণ শবলবভ্রুকপিলকপোতমেচকাদীনাং বর্ণানামনেকেষামুৎপত্তির্ভবতি এবমেব দোষধাতুমলাহারবিশেষেণোৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগবিশেষেণ প্রমেহাণাং নানা কারণং ভবতি ॥ ৩৫

ভবতি চাত্র।
সর্ব্ব এব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্বমায়ান্তি তদাঽসাধ্যা ভবন্তি হি ॥ ৩৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে প্রমেহনিদানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উদরাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
ধন্বন্তরির্ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠো রাজর্ষিরিন্দ্রপ্রতিমো বভুব।
ব্রহ্মর্ষিপুত্রং বিনয়োপপন্নং শিষ্যং শুভং সুশ্রুতমন্বশাৎ সঃ ॥২
পৃথক্‌সমস্তৈরপি চেহ দোষৈঃ প্লীহোদরং বদ্ধগুদং তথৈব।
আগন্তুকং সপ্তমমষ্টমঞ্চ দকোদরঞ্চেতি বদন্তি তানি ॥ ৩

কন্দের ন্যায় বৃত্ত কঠিন পিড়কাকে বিদারিকা কহে। ২৬। বিদ্রধি নামক পিড়কা সাধারণ বিদ্রধির ন্যায়। ২৭। যে সকল মেহ যদ্দোষময়, তদনুসারে তাহাদের এই সকল পিড়কা হইয়া থাকে। ২৮। দুর্ব্বল ব্যক্তির গুদ, হৃদয়, মস্তক, অংস, পৃষ্ঠ ও মর্ম্মস্থানে জাত উপদ্রবযুক্ত পিড়কা সকল অসাধ্য। ২৯। যেহেতু বাতজ মেহে বায়ু কৃৎস্ন শরীরকে নিষ্পেষণ করিয়া মেদ, মজ্জা ও বসার সহিত অধোভাগে প্রক্রমিত হয়, সেইজন্য বাতজ-প্রমেহ-কৃত পিড়কা সকল অসাধ্য হয় [শরীরের অধোভাগে ঔষধের ক্রিয়া সহজে হয় না]। ৩০। যদি প্রমেহের পূর্ব্বরূপ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ মূত্রও কিঞ্চিৎ অধিক দেখা যায়, তবেই প্রমেহ রোগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। [চরকে কথিত আছে যে, হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ মূত্র দেখিলেই পিত্তপ্রমেহ বলা যায় না। যদি সে স্থলে প্রমেহ রোগের পূর্ব্বরূপ সকল দৃষ্ট না হইয়া থাকে, তবে ওরূপ হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ মূত্রকে রক্তপিত্তের প্রকোপ বলিয়া মনে করিতে হইবে]। ৩১। যে মানবে প্রমেহের সমস্ত বা অর্দ্ধেক পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, অথচ যাহার মূত্র অধিক হইতেছে, তাহাকে প্রমেহী বলা যায়। ৩২। যে প্রমেহ-রোগী পিড়কাপীড়িত ও উপদ্রবসমূহে গাঢ় উপসৃষ্ট, তাহাকে মধুমেহী বলা যায়। উহা অসাধ্য। ৩৩। মধুমেহী রোগী চলিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে ও তাহাকে চলাইয়া দিলে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে চায়, আবার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দিলে বসিতে চায়। আবার বসাইয়া দিলে শয়ন করিতে চায়। আবার শয়ন করাইয়া দিলে নিদ্রা যাইতে চায় [অর্থাৎ মধুমেহী চলন, দণ্ডায়ন, উপবেশন ও শয়ন কিছুতেই সুখবোধ করে না]। ৩৪। যেমন শ্বেত, হরিত, কৃষ্ণ, পীত ও রক্ত এই পঞ্চবর্ণের, পরস্পর উৎকর্ষ ও অপকর্ষক্রমে সংযোগভেদে, শবল, বভ্রু, কপিল, কপোত ও মেচক প্রভৃতি নানা বর্ণের উৎপত্তি হয় [মেচক—শ্যামবর্ণ। কপোতবর্ণ—পিঙ্গলবর্ণ ইতি নিবন্ধ ; কিন্তু সূত্রস্থানের ২৩ অধ্যায়ের ১৬ প্রকরণের টীকায় আছে যে, কপোতবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণধূসরবর্ণ। বভ্রুশব্দে নকুল। শবল—মিশ্রবর্ণ। উৎকর্ষ শব্দে মাত্রাধিক্য ও অপকর্ষ শব্দে মাত্রার ন্যূনতা]। আর এই এই প্রকারেই, উৎকর্ষ ও অপকর্ষক্রমে সংযোগভেদে দোষ, ধাতু, মল ও আহারের ভিন্নতা হওয়াতে প্রমেহদিগের নানা কারণ হয়। ৩৫। এস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে ;—যথাকালে প্রতিকার না করিলে সমস্ত প্রমেহই মধুমেহরূপে পরিণত ও অসাধ্য হইয়া থাকে। ৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

উদরনিদান।

অনন্তর আমরা উদরসমূহের নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি ইন্দ্রপ্রতিম ধন্বন্তরি ব্রহ্মর্ষিপুত্র বিনীত মঙ্গলময় সুশ্রুতকে এইরূপ উপদেশ দিলেন [নিবন্ধ কহেন যে, সুশ্রুতের পিতা বিশ্বামিত্র রাজর্ষি হইলেও তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। ২। উদররোগ আট প্রকার। পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, ত্রিদোষের সম্মিলনে এক প্রকার, প্লীহোদর এক প্রকার, বদ্ধগুদ এক প্রকার, আগন্তু এক প্রকার এবং জলোদর এক

মুহুর্ব্বলাগ্নেরহিতাশনস্য সংশুষ্কপূত্যন্ননিষেবণাদ্বা।
স্নেহাদিমিথ্যাচরণাচ্চ জন্তোর্বৃদ্ধিং গতাঃ কোষ্ঠমভিপ্রপন্নাঃ।
গুল্মাকৃতিব্যঞ্জিতলক্ষণানি কুর্ব্বন্তি ঘোরাণ্যুদরাণি দোষাঃ॥৪
কোষ্ঠাত্ত্বপস্নেহবদন্নসারো নিঃসৃত্য দুষ্টোঽনিলবেগনুন্নঃ।
ত্বচঃ সমুন্নম্য শনৈঃ সমন্তাদ্বিবর্দ্ধমানো জঠরং করোতি॥৫
তৎপূর্ব্বরূপং বলবর্ণকাঙ্ক্ষাবলীবিনাশো জঠরে হি রাজ্যঃ।
জীর্ণাপরিজ্ঞানবিদাহবত্যো বস্তৌ রুজঃ পাদগতশ্চ শোফঃ॥৬
সংগৃহ্য পার্শ্বোদরপৃষ্ঠনাভীর্যদ্বর্দ্ধতে কৃষ্ণশিরাবনদ্ধম্।
সশূলমানাহবহুগ্রশব্দং সতোদভেদং পবনাত্মকং তৎ॥৭
যচ্চোষতৃষ্ণাজ্বরদাহযুক্তং পীতং শিরা যত্র ভবন্তি পীতাঃ।
পীতাক্ষিবিণ্মূত্রনখাননস্য পিত্তোদরং তৎ ত্বচিরাভিবৃদ্ধি॥৮
যচ্ছীতলং শুক্লশিরাবনদ্ধং গুরু স্থিরং শুক্লনখাননস্য।
স্নিগ্ধং মহচ্ছোফযুতং সসাদং কফোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি॥৯
স্ত্রিয়োঽন্নপানং নখরোমমূত্র-বিড়ার্ত্তবৈর্যুক্তমসাধুবৃত্তাঃ।
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাংশ্চ দুষ্টাম্বুদূষীবিষসেবনাদ্বা॥
তেনাশুরক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ কুর্ব্বন্তি ঘোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গম্।
তচ্ছীতবাতাভ্রসমুদ্ভবেষু বিশেষতঃ কুপ্যতি দহ্যতে চ॥ ১০
স চাতুরো মূর্চ্ছতি সম্প্রসক্তং পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতি তৃষ্ণয়া চ।
প্রকীর্ত্তিতং দূষ্যুদরন্তু ঘোরং——————॥ ১০
——————প্লীহোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ॥
বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং সততং করোতি প্লীহোদরং তৎপ্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
বামে চ পার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ॥ ১১
সব্যেতরস্মিন্ যকৃতি প্রদুষ্টে জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরং তদেব॥ ১২
যস্যান্ত্রমন্নৈরুপলেপিভির্বা বালাশ্মভির্বা সহিতৈঃ পৃথগ্বা।
সঞ্চীয়তে তত্র মলঃ সদোষঃ ক্রমেণ নাড্যামিব সঙ্করো হি।
নিরুধ্যতে চাস্য গুদে পুরীষং নিরেতি কৃচ্ছ্রাদপি চাল্পমল্পম্।
হৃন্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি যচ্চোদরং বিট্সমগন্ধিকঞ্চ।
প্রচ্ছর্দয়ন্ বদ্ধগুদী বিভাব্যঃ——————॥ ১৩
——————ততঃ পরিস্রাব্যুদরং নিবোধ।
শল্যং যদন্নোপহিতং তদন্ত্রং ভিনত্তি যস্যাগতমন্যথা বা।
তস্মাৎ স্রুতান্ত্রাৎ সলিলপ্রকাশঃ স্রাবঃ স্রবেদ্বৈ গুদতস্তু ভূয়ঃ॥

প্রকার। ৩। অতিশয় দুর্ব্বলাগ্নি ব্যক্তি অহিতভোজী হইলে, অথবা জীব সর্ব্বদা অতিশয় শুষ্ক বা পুতি অন্ন সেবন করিলে বা স্নিগ্ধ ক্রিয়াদি আচরণ করিয়া অনুচিত আহার বিহার করিলে তাহার দোষ সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গুল্ম সদৃশ-লক্ষণ ঘোর উদর সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ৪। অন্নের সারভাগ কোষ্ঠ হইতে ক্লেদের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া দূষিত ও বায়ুবেগে প্রেরিত হয় এবং উদরের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বক্‌কে উন্নত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধমান হয়। তাহাতেই উদর হইয়া থাকে। ৫। উদররোগের পূর্ব্বরূপ যথা;—বল, বর্ণ, রুচি ও বলীর বিনাশ হইয়া থাকে। উদরে নূতন রেখাসমূহ উৎপন্ন হয়, অন্ন জীর্ণ হইয়াছে কিনা বুঝা যায় না, বিদাহ হইতে থাকে, বস্তিতে বেদনা হয় এবং পাদে শোথ হয়। ৬। যে উদরে পার্শ্ব, উদর, পৃষ্ঠ ও নাভিতে বেদনা হয়, উদর কৃষ্ণ-শিরাজালে আবৃত হয়, উদরে শূল আনাহ ও উগ্রশব্দ হয় এবং তোদ ও ভেদ হইতে থাকে, তাহাকে বাতোদর কহে। ৭। যে উদরে চোষ তৃষ্ণা জ্বর ও দাহ হইতে থাকে, যাহা পীতবর্ণ হয়, যাহাতে শিরা সকল পীতবর্ণ হয়, অক্ষি বিষ্ঠা মূত্র নখ ও মুখ পীতবর্ণ হয় এবং যে উদরের শীঘ্র বৃদ্ধি হয়, তাহাকে পিত্তোদর কহে। ৮। যে উদর শীতল, শুক্ল-শিরাজালে আবৃত ও দৃঢ়, যাহাতে নখ ও মুখ শুক্ল হয়, যাহা স্নিগ্ধ মহৎ শোথযুক্ত ও অবসন্নতাকারক এবং যাহার বৃদ্ধি বিলম্বে হয়, তাহাকে কফোদর কহে। ৯। স্ত্রীলোকেরা যাহাকে বশীকরণ প্রভৃতির উদ্দেশে নখ, রোম, মূত্র কিংবা আর্ত্তব-রক্তের সহিত অন্নপান প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিংবা অসাধুচরিত্র শত্রুরা যাহাকে গর (কৃত্রিমবিষ) সকল প্রদান করিয়া থাকে; কিংবা যে ব্যক্তি দুষ্ট জল বা দূষীবিষ সেবন করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহার রক্ত ও ত্রিদোষ কুপিত হইয়া ঘোরতর সান্নিপাতিক উদর উৎপন্ন করে। সেই উদর শীত, বাত ও মেঘোদয়ে বিশেষরূপে কুপিত হয় ও দগ্ধ হইতে থাকে। সেই রোগী নিরন্তর মূর্চ্ছিত হয়, পাণ্ডু ও কৃশ হয় এবং তৃষ্ণায় শুষ্ক হইতে থাকে। এই সান্নিপাতিক উদরকে দূষী-উদরও কহে। ১০। আমি প্লীহোদর বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। বিদাহী অভিষ্যন্দী অন্ন সর্ব্বদা সেবন করিলে জীবের রক্ত ও কফ অতিশয় দূষিত হইয়া প্লীহার অতিশয় বৃদ্ধি করে; রোগী তাহাতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার মন্দ মন্দ জ্বর হয়, অগ্নি মন্দ হয়, কফপিত্তের উপদ্রবসমূহ উৎপন্ন হয়; রোগী ক্রমে ক্ষীণবল ও অতিশয় পাণ্ডু হইয়া পড়ে। ১১। প্লীহা উদরের বামদিকে আছে। যকৃৎ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। যকৃৎ প্লীহার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে যকৃদুদর বা দাল্যুদর কহে। ১২। যাহার অন্ত্র ক্লেদী অন্নসমূহ দ্বারা কিংবা কেশ দ্বারা কিংবা কাঁকর দ্বারা অবরুদ্ধ হয় অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য মিলিত হওয়াতে তদ্দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তাহার সেই অন্ত্রে বিষ্ঠা দোষের সহিত ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া থাকে। যেমন জলনালী তৃণাদিসঞ্চয় দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, উহার অন্ত্রও সেইরূপ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। উহার গুদে পুরীষ অবরুদ্ধ হয়, অথবা অতিকষ্টে অল্প অল্প নির্গতও হইয়া থাকে। উহার হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সে বিষ্ঠাগন্ধি দ্রব্য বমন করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তির উদরকে বদ্ধ-গুদোদর কহে। ১৩। অনন্তর পরিস্রাবী উদর বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নসহকৃত শল্য বা অন্য প্রকারে আগত শল্য যাহার অন্ত্রকে বিদীর্ণ করে, তাহার অন্ত্র স্রুত হয় এবং সেই স্রুত অন্ত্র হইতে সলিলসদৃশ স্রাব ভূয়ঃ-

গাভেরথ স্রাবয়মেতি বৃদ্ধিং নিরুধ্যতেহতীব বিদহ্যতে চ।
এতৎ পরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্টং ——————॥১৪
——————দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ।
যঃ স্নেহপীতোহপ্যনুবাসিতো বা বান্তো বিরিক্তোহপ্যথবা নিরূঢ়ঃ
পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য স্রোতাংসি দুষ্যন্তি হি তদ্বহানি॥
স্নেহোপলিপ্তেষ্বথ বাপি তেষু দকোদরং পূর্ব্ববদভ্যুপৈতি।
স্নিগ্ধং মহৎ সম্পরিবৃত্তনাভি ভৃশোন্নতং পূর্ণমিবাম্বুনা চ॥
যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ শব্দায়তে চাপি দকোদরং তৎ॥১৫
আধ্মানং গমনেহশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোফঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ॥
দাহস্তৃষ্ণা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি॥ ১৬
অন্তে সলিলভাবন্তু ভজন্তে জঠরাণি তু।
সর্ব্বাণ্যেব পরীপাকাৎ তদা তানি বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থান উদরনিদানং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৭॥

পরিমাণে গুদ দিয়া বাহির হইতে থাকে। এ স্থলে নাভির নিম্নে উদরের বৃদ্ধি হয়, উদরে অতিশয় তোদ ও বিদাহ হয়। ইহাকে পরিস্রাবী উদর কহে। ১৪। জলোদর বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্নেহ পান করিয়া বা অনুবাসিত হইয়া বা বান্ত হইয়া বা বিরিক্ত হইয়া বা নিরূঢ় হইয়া শীঘ্র শীতল জল পান করে, তাহার জলবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। অথবা সেই সকল জলবাহী স্রোতঃ স্নেহক্লিন্ন হওয়াতে নাভির অধোভাগে জলোদর হয় [কেহ কেহ কহেন যে, বিষ্ঠার সহিত জলস্রাব হইয়া থাকে]। জলোদর স্নিগ্ধ, মহৎ, উদ্‌বৃত্তনাভি, অতিশয় উন্নত এবং জলপূর্ণের ন্যায় অনুভূত হয়। যেমন জলপূর্ণ ভিস্তী স্ফীত, কম্পিত ও শব্দায়মান হইতে থাকে, জলোদরও সেইরূপ হয়। ১৫। উদরের আধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, মন্দাগ্নিতা, শোথ, অঙ্গসমূহের অবসাদ, বাত ও মূত্রের বিবন্ধ, দাহ ও তৃষ্ণা এই কয়েকটী উপদ্রব সর্ব্বপ্রকার উদরেই ঘটিয়া থাকে। ১৬। সর্ব্বপ্রকার উদরই পরিণামে জলোদর হয়। জলোদরে পরিণত হইবার পূর্ব্বে উদরের চিকিৎসা করা উচিত এবং জলোদরে পরিণত হইবার পর পরিত্যাগ করা উচিত। ১৭

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

অথাতো মূঢ়গর্ভনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

গ্রাম্যধর্ম্মযানবাহনাধ্বগমনপ্রস্খলনপ্রপতনপ্রপীড়নধাবনাভিঘাতবিষমশয়নাসনোপবাসবেগাভিঘাতাতিরুক্ষ-কটু-তিক্তভোজনশাকাতিক্ষারসেবনাতিসার-বমন-বিরেচনপ্রেঙ্খোলনাজীর্ণগর্ভশাতনপ্রভৃতিভির্বিশেষৈর্বন্ধনান্মুচ্যতে গর্ভঃ ফলমিব বৃন্তবন্ধনাদভিঘাতবিশেষৈঃ॥ ২

স বিমুক্তবন্ধনো গর্ভাশয়মতিক্রম্য যকৃৎপ্লীহান্ত্রবিবরৈরজস্রং সমানঃ কোষ্ঠসংক্ষোভমাপাদয়তি। তস্য জঠরসংক্ষোভাদ্বায়ুরপানো মূঢ়ঃ পার্শ্ববস্তিশীর্ষোদরযোনিশূলানাহমূত্রসঙ্গানামন্যতমমাপাদ্য গর্ভং ব্যাপাদয়তি তরুণং শোণিতস্রাবেণ। তমেব কদাচিদ্বিবৃদ্ধমসম্যগাগতমপত্যপথমনুপ্রাপ্তমনিরস্যমানমপানবৈগুণ্যসম্মোহিতং গর্ভং মূঢ়গর্ভমিত্যাচক্ষতে॥ ৩

ততঃ স কীলঃ প্রতিখুরো বীজকঃ পরিঘ ইতি। তত্র ঊর্দ্ধবাহুশিরঃপাদো যো যোনিমুখং নিরুণদ্ধি কীল ইব স কীলঃ; নিঃসৃতহস্তপাদশিরাঃ কায়সঙ্গী

অষ্টম অধ্যায়।

মূঢ়গর্ভনিদান।

অনন্তর আমরা মূঢ়গর্ভনিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। গর্ভকালে স্বামিসহবাস, যানে গমন, বাহনে গমন, পথভ্রমণ, পদস্খলন, প্রপতন, গর্ভপীড়ন, ধাবন, আঘাত, বিষম-শয়ন, বিষমাসন, উপবাস, বেগধারণ, অতিরুক্ষ কটু-তিক্ত ভোজন, শাক ও অতিশয় ক্ষার সেবন, অতিসার বমন বিরেচন, প্রেঙ্খোলন (দোলা প্রভৃতি যোগে আন্দোলন), অজীর্ণ, ঔষধ দ্বারা গর্ভপাতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারণে গর্ভ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়,—যেমন ফল আঘাতবিশেষ দ্বারা বৃন্তবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ২। গর্ভ এইরূপে বিমুক্তবন্ধন হইয়া গর্ভাশয়কে অতিক্রম করিয়া যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্রবিবরের সহিত সমস্ত কোষ্ঠপ্রদেশকে অনবরত স্ফীত করিয়া থাকে। এইরূপে গর্ভিণীর উদর স্ফীত হওয়াতে অপান-বায়ু গতিহীন হইয়া পার্শ্ব, বস্তি, শীর্ষ, উদর ও যোনিতে শূল বা আনাহ বা মূত্রবন্ধ উৎপাদন এবং শোণিতস্রাব করিয়া তরুণ গর্ভ নষ্ট করিয়া থাকে। আর সেই গর্ভ বিবৃদ্ধ হইলে পর যদি প্রসবকালে যথানুরূপ গতি প্রাপ্ত না হয় এবং অপত্যপথের অনুসরণে আসিয়া বহির্গত না হইতে পারে অথচ অপানবায়ুর বৈগুণ্য বশতঃ সংমোহিত (পথভ্রষ্ট) হয়, তবে সেই গর্ভকে মূঢ়গর্ভ কহে। ৩। মূঢ়গর্ভ চারি প্রকার হয় যথা ;—কীল, প্রতিখুর, বীজক ও পরিঘ। তন্মধ্যে যে মূঢ়গর্ভের বাহু, মস্তক ও পাদ ঊর্দ্ধদিকে থাকাতে তাহা কীলের ন্যায় যোনিমুখ নিরুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাকে কীল কহে। যে মূঢ়গর্ভের হস্ত, পদ ও মস্তক নিঃসৃত ও

প্রতিখুরঃ; যস্ত নির্গচ্ছত্যেকশিরোভুজঃ স বীজকঃ; পরিঘ ইব যোনিমুখমাবৃত্য তিষ্ঠেৎ স পরিঘ ইতি চতুর্ব্বিধো ভবতীত্যেকে ভাষন্তে। তৎ তু ন সম্যক্। কস্মাৎ? স যদা বিগুণানিলপ্রপীড়িতোহপত্যপথমনেকধা প্রতিপদ্যতে তদা সঙ্খ্যা হীয়তে। তত্র কশ্চিদ্ দ্বাভ্যাং সক্থিভ্যাং যোনিমুখং প্রতিপদ্যতে; কশ্চিদাভুগ্নৈকসক্থিরেকেন; কশ্চিদাভুগ্নসক্থিশরীরঃ স্ফিগ্দেশেন তির্য্যগাগতঃ; কশ্চিদুরঃপার্শ্বপৃষ্ঠানামন্যতমেন যোনিদ্বারং পিধায়াবতিষ্ঠতে। অন্তঃপার্শ্বাপবৃত্তশিরাঃ কশ্চিদেকেন বাহুনা; কশ্চিদাভুগ্নশিরা বাহুদ্বয়েন; কশ্চিদাভুগ্নমধ্যো হস্তপাদশিরোভিঃ; কশ্চিদেকেন সক্থ্না যোনিমুখমভিপ্রতিপদ্যতেহপরেণ পায়ুমিত্যষ্টবিধা মূঢ়গর্ভগতিরুদ্দিষ্টা সমাসেন। তত্র দ্বাবন্ত্যাবসাধ্যৌ মূঢ়গর্ভৌ। শেষানপি বিপরীতেন্দ্রিয়ার্থাক্ষেপকযোনিভ্রংশসংবরণমক্কল্লশ্বাসকাসভ্রমনিপীড়িতান্ পরিহরেৎ॥ ৪

ভবন্তি চাত্র।

কালস্য পরিণামেন মুক্তং বৃন্তাদ্‌যথা ফলম্।
প্রপদ্যেত স্বভাবেন নান্যথা পতিতুং ফলম্॥
এবং কালপ্রকর্ষেণ মুক্তো নাড়ীবিবন্ধনাৎ।
গর্ভাশয়স্থো যো গর্ভো জননায় প্রপদ্যতে॥ ৫
কৃমিবাতাভিঘাতৈস্তু তদেবোপক্রুতং ফলম্।
পতত্যকালেহপি যথা তথা স্যাদ্‌গর্ভবিচ্যুতিঃ॥ ৬
আ চতুর্থাৎ ততো মাসাৎ প্রস্রবেদ্‌গর্ভবিচ্যুতিঃ।
ততঃ স্থিরশরীরস্য পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ॥ ৭
প্রবিধ্যতি শিরো যা তু শীতাঙ্গী নিরপত্রপা।
নীলোদ্ধতশিরা হন্তি সা গর্ভং স চ তাং তথা॥ ৮
গর্ভাস্পন্দনমাবীনাং প্রণাশঃ শ্যাবপাণ্ডুতা।
ভবত্যুচ্ছ্বাসপূতিত্বং শূলঞ্চান্তর্মৃতে শিশৌ॥ ৯
মানসাগন্তুভির্ম্মাতুরুপতাপৈঃ প্রপীড়িতঃ।
গর্ভো ব্যাপদ্যতে কুক্ষৌ ব্যাধিভিশ্চ প্রপীড়িতঃ॥ ১০
বস্তমারবিপন্নায়াঃ কুক্ষিঃ প্রস্পন্দতে যদি।
তৎক্ষণাজ্জন্মকালে তং পাটয়িত্বোদ্ধরেদ্ভিষক্॥ ১১

ইতি নিদানস্থানে মূঢ়গর্ভনিদানং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ॥ ৮॥

শরীর অবরুদ্ধ থাকে, তাহাকে প্রতিখুর কহে। যাহার একহাত ও মস্তক বহির্গত হয়, তাহাকে বীজক কহে। যে মূঢ়গর্ভ পরিঘের ন্যায় (হুড়কোর ন্যায় আড়ভাবে) যোনিমুখকে আবৃত করিয়া থাকে, তাহাকে পরিঘ কহে। এইরূপে এক সম্প্রদায়ের মতে মূঢ়গর্ভ চারি প্রকার। কিন্তু ইহা সম্যক্ (ঠিক্) নহে। কেন না মূঢ়গর্ভ বিগুণ বায়ুকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া অনেক প্রকারে পথপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাকে চতুর্ব্বিধ বলিলে সংখ্যাহীন হয়। কোন কোন মূঢ়গর্ভ দুই উরু দ্বারা যোনিমুখ প্রাপ্ত হয়। কোন কোনটীর এক উরু সঙ্কুচিত ও দ্বিতীয় উরু সরলভাবে থাকে। কোনটীর উরু ও শরীর সঙ্কুচিত থাকে এবং স্ফিক্‌দেশ তির্য্যক্‌ভাবে আগত হয়। কোনটী বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠের অন্যতম দ্বারা যোনিদ্বারকে আবৃত করিয়া অবস্থিত হয়। কোনটীর মস্তক পাঁজরের উপর নিক্ষিপ্ত থাকে এবং একটী হাত বাহির হয়। কোনটীর মস্তক বক্রভাবে থাকে এবং বাহুদ্বয় বহির্গত হয়। কোনটীর মধ্য বক্রভাবে থাকে এবং হস্তপাদ ও মস্তক বহির্গত হয়। কোনটীর এক সক্থি যোনিমুখে অবতীর্ণ ও অপর সক্থি পায়ুমুখে আগত হয়। মূঢ়গর্ভের এই আটপ্রকার গতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম এই দুইপ্রকার মূঢ়গর্ভ অসাধ্য। অন্যান্য মূঢ়গর্ভ সাধ্য বটে, কিন্তু যদি রোগীর রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ সম্বন্ধে বিপরীত জ্ঞান হয় (অর্থাৎ জ্ঞানের বিকৃতি হয়), এবং আক্ষেপক, যোনিভ্রংশ, যোনিসঙ্কোচ, মকল্লশূল, শ্বাস, কাস ও ভ্রম হইতে থাকে, তাহাকে ত্যাগ করিবে। ৪। এইস্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা যাইতেছে;—যেমন কালের পরিণামে বৃন্ত হইতে ফল মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক নিয়মে পতিত হয়, অন্যথা পতিত হইতে পারে না, সেইরূপ গর্ভাশয়স্থ গর্ভ কালপ্রকর্ষে নাড়ীবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক নিয়মে জাত হয়। ৫। আর যেরূপ কৃমি, বাত ও আঘাত কর্ত্তৃক উপক্রুত হইয়া অকালেও ফল পতিত হয়, সেইরূপ গর্ভেরও অকালে বিচ্যুতি হইয়া থাকে। ৬। প্রথম হইতে চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভের স্রাব হইয়া বিচ্যুতি হয়। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে স্থিরশরীর গর্ভের পাত হইয়া বিচ্যুতি হয়। [অর্থাৎ প্রথম হইতে চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভের স্রাব হইয়া থাকে, তৎপরে পাত হইয়া থাকে]। ৭। যে গর্ভিণী মস্তক অতিশয় কম্পিত করিতে থাকে, যাহার অঙ্গ শীতল হইয়া যায়, লজ্জা আর থাকে না (অর্থাৎ অঙ্গবস্ত্রাদির ধারণা থাকে না) এবং শিরা সকল নীল ও উন্নত হইয়া উঠে, সে গর্ভিণী ও তাহার গর্ভ উভয়ই নষ্ট হয়। ৮। গর্ভের অস্পন্দন, আবিসমূহের (গর্ভবেদনার) প্রণাশ, শরীরের শ্যাবতা ও পাণ্ডুতা, নিশ্বাসে পূতিগন্ধিতা ও গর্ভস্থানে বেদনা হইতে থাকিলে শিশু অন্তরে মৃত হইয়াছে বলা যায়। ৯। মাতার মানসিক ও আগন্তু পীড়া কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলে অথবা স্বয়ং ব্যাধিসমূহ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলে গর্ভ কুক্ষিতে ব্যাপন্ন হয়। ১০। যে যে মাসে গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, সে সে মাসে মাতা হঠাৎ মরিয়া গেলে যদি কুক্ষি স্পন্দন করিতে থাকে, তবে গর্ভাশয় তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভকে উদ্ধার করিবে। [বস্ত শব্দের অর্থ ছাগ, মার শব্দের অর্থ মরণ। তবেই ছাগের ন্যায় মরণ, এইরূপ অর্থ করা যায়। নিবন্ধকার বলেন, যে শ্রীবামোটন দ্বারা অর্থাৎ ঘাড়-মটকাইয়া আশুতম অক্লিষ্ট মরণকে বস্তমার কহে। নিবন্ধকার আরও বলেন; মাতৃমরণের ত্রুটিকাদ্বয় মধ্যে গর্ভকে উদ্ধার না করিলে গর্ভ মরিয়া যায়। 'তৎক্ষণাৎ' শব্দের অর্থ মুহূর্ত্তমধ্যে। ইতি নিবন্ধ]। ১১

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিদ্রধীনাং নির্দানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
সর্ব্বামরগুরুঃ শ্রীমান্ নিমিত্তান্তরভূমিপঃ।
শিষ্যায়োবাচ নিখিলমিদং বিদ্রধিলক্ষণম্ ॥ ২
ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি প্রদূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোফং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশম্ ॥ ৩
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তঞ্চাপ্যথবায়তম্।
তমাহুর্বিদ্রধিং ধীরা বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্বিধঃ স চ ॥
পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজা তথা।
ষণ্ণামপি হি তেষান্তু লক্ষণং সংপ্রবক্ষ্যতে ॥ ৪
কৃষ্ণোঽরুণো বা পরুষো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ।
চিত্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্বাতসম্ভবঃ ॥ ৫
পক্বোডুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ ॥ ৬
শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্তব্ধোঽল্পবেদনঃ।
চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ সকণ্ডুশ্চ কফোত্থিতঃ ॥ ৭
তনুপীতসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ।
নানারূপরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্ ॥
বিষমং পচ্যতে ব্যাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ ॥ ৮
তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতে ক্ষতে চাপথ্যসেবিনঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিসৃতঃ সরক্তং পিত্তমীরয়েৎ ॥
জ্বরস্তৃষ্ণা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ।
এষ বিদ্রধিরাগন্তুঃ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ ॥ ৯
কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ।
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে ॥ ১০
উক্তা বিদ্রধয়ো হ্যেতে তেষসাধ্যস্তু সর্ব্বজঃ। ১১
আভ্যন্তরানতস্তূর্দ্ধং বিদ্রধীন্ পরিচক্ষতে ॥ ১২
গুর্ব্বসাত্ম্যবিরুদ্ধান্ন-শুষ্কসংক্লিন্নভোজনাৎ।
অতিব্যবায়ব্যায়াম-বেগাঘাতবিদাহিভিঃ ॥
পৃথক্ সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্।
বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধমন্তঃ কুর্ব্বন্তি বিদ্রধিম্ ॥ ১৩
গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা।
বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদয়ে ক্লোম্নি বা তথা ॥
তেষাং লিঙ্গানি জানীয়াদ্বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ ॥ ১৪
আমপক্বৈষণীয়েন পক্বাপক্বং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৫
অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিঙ্গং শৃণু বিশেষতঃ ॥ ১৬
গুদে বাতনিরোধস্তু বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা।
নাভ্যাং হিক্কা তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্ ॥

নবম অধ্যায়।

বিদ্রধিনিদান।

অনন্তর আমরা বিদ্রধিসমূহের নিদান ব্যাখ্যা করিব।১। সর্ব্বদেবগুরু, অথচ আয়ুর্ব্বেদ-প্রচাররূপ কারণান্তর বশতঃ কাশিরাজরূপে অবতীর্ণ, শ্রীমান্ ধন্বন্তরি শিষ্য সুশ্রুতকে এইরূপে বিদ্রধির সমস্ত লক্ষণ কহিলেন।২। বিদ্রধি-রোগে দোষ সকল অস্থিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অতিশয় কুপিত হইয়া ত্বক্, রক্ত, মাংস ও মেদকে দূষিত করে এবং শনৈঃ শনৈঃ ঘোরতর শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে।৩। ঐ সকল শোথ মহামূল, যন্ত্রণাযুক্ত, বৃত্ত অথবা দীর্ঘ হয়। এইরূপ শোথকেই ধীরেরা বিদ্রধি কহেন। ইহা ষড়্বিধ ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ ও রক্তজ। সেই ছয় প্রকার শোথের লক্ষণ বলা হইতেছে।৪। বাতজ বিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণ, অতিশয় পরুষ (খরস্পর্শ), অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, বিলম্বে উত্থিত ও বিলম্বে পাকযুক্ত হয়।৫। পিত্তজ বিদ্রধি পক্ব-ডুম্বুরের সদৃশ বা শ্যাববর্ণ, জ্বরদাহান্বিত, শীঘ্র উত্থিত ও শীঘ্র পাকযুক্ত হয়।৬। কফজ বিদ্রধি শরাবসদৃশ, পাণ্ডু, শীতল, স্তব্ধ, অল্পবেদনা-যুক্ত, বিলম্বে উত্থিত ও পাকযুক্ত হয় এবং কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে।৭। বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বিদ্রধির স্রাব যথাক্রমে পাতলা, পীত ও শ্বেত হইয়া থাকে। সান্নি-পাতিক বিদ্রধির নানাপ্রকার বেদনা ও স্রাব হয়। ইহা ঘাটাল হয় [ঊর্দ্ধভাগ মহান্ হইলে তাহাকে ঘাটাল কহিয়া থাকে]। ইহা বিষম ও মহান্ হইয়া থাকে এবং বিষমভাবে পাকপ্রাপ্ত হয়।৮। ক্ষত পতন-প্রহারাদি দ্বারা অভিহত হইলে অপথ্যসেবী ব্যক্তির ক্ষতোষ্মা বায়ুকর্তৃক নিঃসৃত হইয়া রক্তের সহিত পিত্তকে নির্গত করিতে থাকে। তাহাতে তাহার জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ হয়। এই বিদ্রধি আগন্তু। ইহার লক্ষণ পিত্ত-বিদ্রধির ন্যায়।৯। রক্তজ বিদ্রধি কৃষ্ণস্ফোটাবৃত, শ্যাববর্ণ, তীব্রদাহ ও তীব্র-বেদনা-বিশিষ্ট, তীব্রজ্বর এবং পিত্ত-বিদ্রধির ন্যায় লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়।১০। এইরূপে বিদ্রধি সকল উক্ত হইল। ইহাদের মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি পরিত্যাজ্য।১১। অনন্তর আভ্যন্তর বিদ্রধি সকল বর্ণিত হইতেছে।১২। গুরু অসাত্ম্য বিরুদ্ধ অন্ন এবং শুষ্ক সংক্লিন্ন ভোজন হেতু, অতিব্যবায় হেতু, অব্যায়াম হেতু (কোন কোন পাঠে—অতিব্যায়াম হেতু); বেগধারণ হেতু ও বিদাহী দ্রব্যসমূহ সেবন হেতু পৃথক্ বা সমস্ত দোষ কুপিত হইয়া বল্মীকবৎ সমুন্নত গুল্মরূপী অন্তর্বিদ্রধি উৎপাদন করে। [গুল্মও অন্তর্বিদ্রধির অন্তর্গত বলা হইল]।১৩। অন্তর্বিদ্রধি গুদে, বস্তিমুখে, নাভিতে, কুক্ষিতে, বঙ্ক্ষণদ্বয়ে, বৃক্কদ্বয়ে, প্লীহাতে, যকৃতে, হৃদয়ে ও ক্লোমেও উৎপন্ন হয়। উহাদের সকলেরই লক্ষণ বাহ্য-বিদ্রধির ন্যায় জানিবে।১৪। সাধারণ পক্বাপক্ব-নির্ণয়ের ন্যায় এই সকল বিদ্রধির পক্বাপক্ব নির্ণয় করিবে।১৫। বিদ্রধির স্থানভেদে লক্ষণ-ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।১৬। গুদে বিদ্রধি হইলে বাতনিরোধ (অধোবায়ুর অবরোধ) হয়। বস্তি-মুখে বিদ্রধি হইলে কৃচ্ছ্রের সহিত অল্প মূত্র হয়। নাভিতে

কটীপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ।
বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসাবরোধনম্।
সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি শূলশ্চ দারুণঃ।
শ্বাসো যকৃতি তৃষ্ণা চ পিপাসা ক্লোমজেঽধিকা ॥ ১৭
আমো বা যদি বা পক্কো মহান্ বা যদি চেতরঃ।
সর্ব্বো মর্ম্মোত্থিতশ্চাপি বিদ্রধিঃ কষ্ট উচ্যতে ॥ ১৮
নাভেরুপরিজাঃ পক্কা যান্ত্যূর্দ্ধমিতরে ত্বধঃ।
জীবত্যধো নিস্রুতেষু স্রুতেষূর্দ্ধং ন জীবতি ॥
হৃন্নাভিবস্তিবর্জ্জ্যা যে তেষু ভিন্নেষু বাহ্যতঃ।
জীবেৎ কদাচিৎ পুরুষো নেতরেষু কদাচন ॥ ১৯
স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং প্রজাতানাং তথাহিতৈঃ।
দাহজ্বরকরো ঘোরো জায়তে রক্তবিদ্রধিঃ ॥
অপি সম্যক্প্রজাতানামসৃক্ কায়াদনিঃসৃতম্ ॥ ২০
রক্তজং বিদ্রধিং বিদ্যাৎ কুক্ষৌ মক্কল্লসংজ্ঞিতম্।
সপ্তাহান্নোপশান্তশ্চেৎ ততোঽসৌ সংপ্রপচ্যতে ॥ ২১
বিশেষমথ বক্ষ্যামি স্পষ্টং বিদ্রধিগুল্ময়োঃ ॥ ২২
তুল্যদোষসমুত্থানাদ্বিদ্রধের্গুল্মকস্য চ।
কস্মান্ন পচ্যতে গুল্মো বিদ্রধিঃ পাকমেতি চ ॥ ২৩
গুল্মাকারাঃ স্বয়ং দোষা বিদ্রধির্মাংসশোণিতে।
বিবরানুচরো গ্রন্থিরপ্সু বুদ্বুদকো যথা ॥
এবংপ্রকারো গুল্মস্তু তস্মাৎ পাকং ন গচ্ছতি।
মাংসশোণিতবাহুল্যাৎ পাকং গচ্ছতি বিদ্রধিঃ ॥
মাংসশোণিতহীনত্বাদ্গুল্মঃ পাকং ন গচ্ছতি ॥
গুল্মস্তিষ্ঠতি দোষে স্বে বিদ্রধির্মাংসশোণিতে।
বিদ্রধিঃ পচ্যতে তস্মাদ্গুল্মশ্চাপি ন পচ্যতে ॥ ২৪
হৃন্নাভিবস্তিজঃ পক্কো বর্জ্জ্যো যশ্চ ত্রিদোষজঃ ॥ ২৫
অথ মজ্জপরীপাকো ঘোরঃ সমুপজায়তে।
সোঽস্থিমাংসনিরোধেন দ্বারং ন লভতে যদা ॥
ততঃ স ব্যাধিনা তেন জ্বলনেনেব দহ্যতে।
অস্থিমজ্জোষ্মণা তেন শীর্য্যতে দহ্যমানবৎ ॥
বিকারঃ শল্যভূতোঽয়ং ক্লেশয়েদাতুরং চিরম্ ॥
অথাস্য কর্ম্মণা ব্যাধির্দ্বারন্তু লভতে যদা।
ততো মেদঃপ্রভং স্নিগ্ধং শুক্লং শীতমথো গুরু ॥
ভিন্নেঽস্থি নিস্রবেৎ পূয়মেতদস্থিগতং বিদুঃ।
বিদ্রধিং শাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বদোষরুজাবহম্ ॥ ২৬
ইতি নিদানস্থানে বিদ্রধিনিদানং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বিদ্রধি হইলে হিক্কা ও আটোপ (স্ফীততা) হইয়া থাকে। কুক্ষিদেশে বিদ্রধি হইলে বায়ুপ্রকোপ হয়। বঙ্ক্ষণে বিদ্রধি হইলে কটি ও পৃষ্ঠের তীব্রগ্রহ (সেঁটেধরা ও বেদনা) হয়। বৃক্কে বিদ্রধি হইলে পার্শ্বসঙ্কোচ হয় [যেন পাঁজর উৎপাটিত হইতে থাকে]। প্লীহায় বিদ্রধি হইলে উচ্ছ্বাসের অবরোধ হয়। হৃদয়ে বিদ্রধি হইলে সর্ব্বাঙ্গের গ্রহ ও হৃদয়ে দারুণ শূল হয়। যকৃতে বিদ্রধি হইলে শ্বাস ও তৃষ্ণা হয়। আর ক্লোমে বিদ্রধি হইলে পিপাসা অধিক হয়। ১৭। আমই হউক আর পক্কই হউক, মহানই হউক আর স্বল্পই হউক, সমস্ত মর্ম্মোত্থিত বিদ্রধিই কষ্টকর বলিয়া কথিত আছে। ১৮। নাভির ঊর্দ্ধস্থ বিদ্রধি সকল পক্ক হইলে পূযাদি মুখ দিয়া নির্গত হয়। নাভির অধঃস্থ বিদ্রধি সকল পক্ক হইলে পূযাদি অধোমার্গে নিঃসৃত হয়। বিদ্রধি আপনি ফাটিয়া অধোমার্গে স্রাব হইলে রোগী বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ঊর্দ্ধমার্গে স্রাব হইলে বাঁচে না। হৃদয়, নাভি ও বস্তি ভিন্ন অন্যান্য স্থানে জাত বিদ্রধি সকল বাহ্য হইতে ভিন্ন হইলে পুরুষ কদাচিৎ বাঁচিতে পারে। অন্যান্য বিদ্রধি বাহ্য হইতে ভিন্ন হইলে বাঁচে না। ১৯। স্ত্রীদিগের গর্ভপাত হইলে বা প্রসবের পর অহিত সেবন করিলে দাহজ্বরকর ঘোররক্ত বিদ্রধি (রক্তগুল্ম উৎপন্ন) হয়। আর সম্যক্রূপে প্রসূত হইলেও যদি রক্ত শরীর হইতে সম্যক্ নিষ্ক্রান্ত না হয়, তাহা হইলেও রক্তগুল্ম হয়। ২০। আর কুক্ষিদেশে মক্কল্লবেদনা-জনিত এক প্রকার রক্তগুল্ম হয়। উহা সপ্তাহ মধ্যে শান্ত না হইলে পাকিয়া যায়। ২১। বিদ্রধি ও গুল্মে দোষ ও নিদানের তুল্যতা আছে বলিয়া বুঝিবার গোল হয়, এইজন্য বিদ্রধি ও গুল্মের প্রভেদ বলিতেছি। ২২। গুল্মের সহিত বিদ্রধির প্রভেদ এই যে, গুল্ম পাকে না, বিদ্রধি পাকে। কিজন্য গুল্ম পাকে না ও বিদ্রধি পাকে, তাহা বলা হইতেছে। ২৩। দোষ সকল স্বয়ংই গুল্মাকার ধারণ করে আর বিদ্রধি মাংসশোণিত আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। গ্রন্থির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বায়ু স্রোতঃ-সমূহের মধ্যে অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহাকেই গুল্ম কহে। জলে যেরূপ বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, গুল্মও সেইরূপ দোষের বুদ্বুদ মাত্র। এইজন্য গুল্ম পাকে না। মাংসশোণিতের বাহুল্যহেতু বিদ্রধি পাকপ্রাপ্ত হয়। মাংস শোণিতহীন বলিয়া গুল্ম পাকে না। গুল্ম স্বকীয় দোষমাত্রে অধিষ্ঠিত ; বিদ্রধি মাংস-শোণিতে আশ্রিত। সেইজন্য বিদ্রধি পাকে, গুল্ম পাকে না। ২৪। হৃদয়, নাভি ও বস্তিতে জাত গুল্ম পক্ক হইলে বর্জ্জনীয়। আর ত্রিদোষজ গুল্ম পক্ক হইলে সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়। ২৫। বিদ্রধি সকল অস্থিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে মজ্জার পরিপাক হয়, তখন উহা ঘোর হইয়া উঠে। অস্থি মাংস দ্বারা রুদ্ধ থাকে বলিয়া পূযাদি বহির্গত হইতে পারে না। তখন রোগী ব্যাধি কর্ত্তৃক অগ্নির ন্যায় জ্বলিত হইতে থাকে। এই রোগ উপেক্ষিত হইলে রোগী অস্থি-মজ্জার উষ্মা দ্বারা দহ্যমানের ন্যায় বিশীর্ণ হইতে থাকে। এই রোগ শল্যভূত হইয়া রোগীকে দীর্ঘকাল ক্লেশিত করে। অনন্তর শস্ত্রকর্ম্ম দ্বারা পূযাদি দ্বার প্রাপ্ত হইলে মেদের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, শুক্ল, শীতল ও গুরু পূয নির্গত হইতে থাকে। অস্থি ভিন্ন হওয়াতে পূয নির্গত হয়। শস্ত্রকুশল ব্যক্তিরা এই বিদ্রধিকে অস্থিগত বিদ্রধি কহে। ইহা সর্ব্বদোষ ও সর্ব্ববেদনাকর। ২৬

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ ০

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিসর্পনাড়ীস্তনরোগনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
ত্বঙ্মাংসশোণিতগতাঃ কুপিতাস্তু দোষাঃ
সর্ব্বাঙ্গসারিণমসংস্থিতমাত্মলিঙ্গম্।
কুর্ব্বন্তি যং বিস্তৃতমুন্নতমাশু শোফং
তং সর্ব্বতোবিসরণাচ্চ বিসর্পমাহুঃ ॥ ২
বাতাত্মকোঽসিতমৃদুঃ পরুষোঽঙ্গমর্দ্দ-
সম্ভেদতোদপবনজ্বরলিঙ্গযুক্তঃ।
গণ্ডৈর্যদা তু বিষমৈরতিদূষিতত্বাদ্
যুক্তঃ স এব কথিতঃ খলু বর্জনীয়ঃ ॥ ৩
পিত্তাত্মকো দ্রুতগতির্জ্বরদাহপাক-
স্ফোটপ্রভেদবহুলঃ ক্ষতজপ্রকাশঃ।
দোষপ্রবৃদ্ধিহতমাংসশিরো যদা স্যাৎ
স্রোতোঞ্জকর্দ্দমনিভো ন তদা স সিধ্যেৎ ॥ ৪
শ্লেষ্মাত্মকঃ স্রবতি মন্দমশীঘ্রপাকঃ
স্নিগ্ধঃ সিতঃ শ্বয়থুরল্পরুগুগ্রকণ্ডুঃ ॥ ৫
সর্ব্বাত্মকস্ত্রিবিধবর্ণরুজোঽবগাঢ়ঃ
পক্বো ন সিধ্যতি চ মাংসশিরাপ্রণাশাৎ ॥ ৬
সদ্যঃ ক্ষতব্রণমুপেত্য নরস্য পিত্তং
রক্তঞ্চ দোষবহুলস্য করোতি শোফম্।
শ্যাবং সলোহিতমতিজ্বরদাহপাকং
স্ফোটৈঃ কুলত্থসদৃশৈরসিতৈশ্চ কীর্ণম্ ॥ ৭
সিধ্যন্তি বাতকফপিত্তকৃতা বিসর্পাঃ
সর্ব্বাত্মকঃ ক্ষতকৃতশ্চ ন সিদ্ধিমেতি।
পৈত্তানিলাবপি চ দর্শিতপূর্ব্বলিঙ্গৌ
সর্ব্বে চ মর্ম্মসু ভবন্তি হি কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ ॥ ৮
শোফং ন পক্বমিতি পক্বমুপেক্ষতে যো
যো বা ব্রণং প্রচুরপূয়মসাধুবৃত্তঃ।
অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য
স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ স পূয়ঃ ॥
তস্যাতিমাত্রগমনাদ্গতিরিত্যতশ্চ
নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী ॥ ৯
দোষৈস্ত্রিভির্ভবতি সা পৃথগেকশশ্চ
সংমূর্চ্ছিতৈরপি চ শল্যনিমিত্ততোঽন্যা ॥ ১০
তত্রানিলাৎ পরুষসূক্ষ্মমুখী সশূলা
ফেনানুবিদ্ধমধিকং স্রবতি ক্ষপায়াম্ ॥ ১১
তৃট্তাপতোদসদনজ্বরভেদহেতুঃ
পীতং স্রবত্যধিকমুষ্ণমহঃসু পিত্তাৎ ॥ ১২

দশম অধ্যায়

বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগ-নিদান।

অনন্তর আমরা বিসর্প, নাড়ী ও স্তনরোগের নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। ত্বক্, মাংস ও রক্তে আশ্রিত দোষ সকল কুপিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গচারী, অস্থিত (যাহা একস্থানে স্থিত হয় না), স্বানুরূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট, বিস্তৃত (বহুব্যাপ্ত) ও উন্নত শোথ উৎপন্ন করে। ইহা সর্ব্বত্র বিসরণ করে বলিয়া এইশাস্ত্রে ইহাকে বিসর্প কহে। ২। বাতাত্মক বিসর্প কৃষ্ণ, মৃদু (অতীক্ষ্ণ), পরুষ (খরস্পর্শ), অঙ্গমর্দ্দ-সহকৃত ভেদ-তোদযুক্ত ও বাতজ্বর-লক্ষণযুক্ত হয়। এই বাতবিসর্প যদি দোষের অতিশয় প্রকোপহেতু অগ্নিসদৃশ বিষম স্ফোট সমূহ উৎপাদন করে, তবে বর্জ্জনীয় হয়। ৩। পিত্তাত্মক বিসর্প দ্রুতগতি, জ্বর-দাহ-পাকযুক্ত-স্ফোটবহুল, ভেদন-বৎ পীড়াবহুল ও ক্ষতজ-বিসর্প-সদৃশ হয়। এই বিসর্পে দোষের প্রবৃদ্ধি এবং মাংসশিরা হত হইলে ও বর্ণ স্রোতোঞ্জন বা কর্দ্দমের ন্যায় হইলে ইহা অসাধ্য হইয়া পড়ে। ৪। শ্লেষ্মাত্মক বিসর্প মন্দ মন্দ বিসর্পিত হয়, শীঘ্র পাকে না; ইহাতে শোথ স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, বেদনা অল্প হয় এবং অতিশয় কণ্ডূ হইয়া থাকে। ৫। সান্নিপাতিক বিসর্প বাতজাদি-ত্রিবিধবর্ণ-বিশিষ্ট, ত্রিবিধ-বেদনাবিশিষ্ট ও গাঢ়মূল হয়। ইহা পাকিলে অসাধ্য হয়, কেননা মাংস ও শিরা নষ্ট করিয়া থাকে। ৬। এক্ষণে ক্ষতজ বিসর্প কথিত হইতেছে। গূঢ় প্রহারাদি দ্বারা ক্ষতস্থান আহত হইলে বহুদোষ ব্যক্তির পিত্ত ও রক্ত সেই ক্ষতে সদ্য আশ্রয় করিয়া শ্যামবর্ণ বা ঈষল্লোহিত অতিজ্বর-দাহ-পাকযুক্ত শোথ উৎপন্ন করে। ইহাতে স্ফোটসমূহ কুলত্থসদৃশ, কৃষ্ণবর্ণ ও কীর্ণ হয়। ৭। বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বিসর্প সাধ্য। সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। আর পূর্ব্বে যে অগ্নিসদৃশ স্ফোটসমূহসঙ্কুল বাত-বিসর্প ও অঞ্জন-কর্দ্দম-সদৃশ পিত্ত বিসর্পের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাও অসাধ্য। আর সর্ব্বপ্রকার মর্ম্মজাত বিসর্পও অসাধ্য। [ডাক্তার-দিগের কথিত "ক্যান্সর" ও "হর্পিসেপালস্" উভয়ই বিসর্পের অন্তর্গত। এই সংহিতায় মসূরিকাকে ক্ষুদ্র-রোগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে]। ৮। শোথ পক্ক হইলেও যে ব্যক্তি উহা পক্ক হয় নাই বলিয়া উপেক্ষা করে এবং যে অহিতাচারী ব্যক্তি প্রচুর-পূযযুক্ত ব্রণকে উপেক্ষা করে, তাহার পূয পূর্ব্বাক্রান্ত ত্বক্ প্রভৃতি স্থান সকল বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। সেই পূযের অতিমাত্র গমন হেতু উহাকে গতি কহিয়া থাকে। আর উহা প্রণালীর ন্যায় প্রবাহিত হয় বলিয়া উহাকে নাড়ী ও (নাড়ীব্রণ বা নালী ঘা) কহে। ৯। নালীব্রণ সান্নিপাতিক, একদোষজ, দ্বিদোষজ ও শল্যজ এই চারি প্রকার হইতে পারে। ১০। নাড়ীব্রণ হইলে উহার মুখ পরুষ ও সূক্ষ্ম হয়, উহা শূলযুক্ত হয় এবং উহার স্রাব ফেনযুক্ত হয়। আর রাত্রিতেই স্রাব অধিক হয়। ১১। পিত্তজ নাড়ী তৃষ্ণা, তাপ, তোদ, অবসাদ, জ্বর ও ভেদনবৎ পীড়ার কারণ হয়। উহার স্রাব পীতবর্ণ ও উষ্ণ হয় এবং দিবসেই অধিক হয়। ১২। কফজ

জ্ঞেয়া কফাদ্বহুঘনার্জ্জুনপিচ্ছিলাস্রা
রাত্রিস্রুতিঃ স্তিমিতরুক্ কঠিনা সকণ্ডুঃ ॥ ১৩
দোষদ্বয়াভিহিতলক্ষণদর্শনেন
তিস্রো গতীর্ব্যতিকরপ্রভবাস্তু বিদ্যাৎ ॥ ১৪
দাহজ্বরশ্বসনমূর্চ্ছনবক্ত্রশোষা
যস্যাং ভবন্ত্যভিহিতানি চ লক্ষণানি।
তামাদিশেৎ পবনপিত্তকফপ্রকোপাদ্
ঘোরামসুক্ষয়করীমিব কালরাত্রিম্ ॥ ১৫
নষ্টং কথঞ্চিদণুমাত্রমুদীরিতেষু
স্থানেষু শল্যমচিরেণ গতিং করোতি।
সা ফেনিলং মথিতমচ্ছমসৃগ্বিমিশ্রং
মুষ্ণং করোতি সহসা সরুজা চ নিত্যম্ ॥ ১৬
যাবত্যো গতয়ো যৈশ্চ কারণৈঃ সম্ভবন্তি হি।
তাবন্তঃ স্তনরোগাঃ স্যুঃ স্ত্রীণাং তৈরেব হেতুভিঃ ॥ ১৭
ধমন্যঃ সংবৃতদ্বারাঃ কন্যানাং স্তনসংশ্রিতাঃ।
দোষাবিতরণাৎ তাসাং ন ভবন্তি স্তনাময়াঃ ॥ ১৮
তাসামেব প্রজাতানাং গর্ভিণীনাস্তু তাঃ পুনঃ।
স্বভাবাদেব বিবৃতা জায়ন্তে সম্ভবন্ত্যতঃ ॥ ১৯
রসপ্রসাদো মধুরঃ পক্বাহারনিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নদেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ২০
বিশস্তেষপি দেহেষু যথা শুক্রং ন দৃশ্যতে।
সর্ব্বদেহাশ্রিতত্বাচ্চ শুক্রলক্ষণমুচ্যতে ॥ ২১
তদেব চেষ্টযুবতের্দর্শনাৎ স্মরণাদপি।
শব্দসংশ্রবণাৎ স্পর্শাৎ সংহর্ষাচ্চ প্রবর্ত্ততে ॥
সুপ্রসন্নং মনস্তত্র হর্ষণে হেতুরুচ্যতে।
আহাররসযোনিত্বাদেবং স্তন্যমপি স্ত্রিয়াঃ ॥
তদেবাপত্যসংস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি।
গ্রহণাচ্চ শরীরস্য শুক্রবৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥
স্নেহো নিরন্তরস্তত্র প্রস্রবে হেতুরুচ্যতে ॥ ২২
তৎ কষায়ং ভবেদ্বাতাৎ ক্ষিপ্তঞ্চ প্লবতেঽম্ভসি।
পিত্তাদম্লঞ্চ কটুকং রাজ্যোঽম্ভসি চ পীতিকাঃ ॥
কফাদ্ঘনং পিচ্ছিলঞ্চ জলে চাপ্যবসীদতি।
সর্ব্বৈর্দুষ্টৈঃ সর্ব্বলিঙ্গমভিঘাতাচ্চ দুষ্যতি ॥ ২৩
যৎ ক্ষীরমুদকে ক্ষিপ্তমেকীভবতি পাণ্ডুরম্।
মধুরঞ্চাবিবর্ণঞ্চ প্রসন্নং তদ্বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২৪
সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা প্রাপ্য দোষঃ স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ।
রক্তং মাংসঞ্চ সন্দূষ্য স্তনরোগায় কল্পতে ॥
পঞ্চানামপি তেষান্তু হিত্বা শোণিতবিদ্রধিম্।
লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ ॥ ২৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগনিদানং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নাড়ী বহু ঘন, অর্জ্জুনবর্ণ (শ্বেতবর্ণ) ও পিচ্ছিল স্রাব করিয়া থাকে। রাত্রিতেই স্রাব অধিক হয়। যাতনা মন্দ হয়। নাড়ী কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত হয়। ১৩। দোষদ্বয়ের লক্ষণ দর্শন করিয়া তিন প্রকার গতি (নাড়ী) নির্ণয় করা যায়। যথা;—বাতপিত্তজ, বাতকফজ ও পিত্তকফজ। ১৪। যে নালীব্রণে দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, মুখশোষ এবং ত্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক নাড়ী কহে। উহা ঘোরা, অসুক্ষয়করী এবং কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্করী। ১৫। ত্বক্ প্রভৃতি কথিত স্থানসমূহে শল্য অণুমাত্র থাকিয়া গেলেও অচিরাৎ নালী উৎপাদন করে। সেই নালী ফেনিল, মথিতবৎ, স্বচ্ছ, রক্তমিশ্রিত, উষ্ণ স্রাব করে। উহা সহসা উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বদা বেদনাযুক্ত থাকে। ১৬। নালী যত প্রকার এবং যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, স্তনরোগও ততপ্রকার এবং সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয়। ১৭। অবিবাহিত কন্যাদিগের স্তনসংশ্রিত ধমনী সকল (দুগ্ধবাহিনী ধমনী সকল) সংবৃতদ্বার (বদ্ধদ্বার) হওয়াতে স্তনে দোষসমূহের সঞ্চার হয় না, সুতরাং স্তনরোগ সকল হয় না। ১৮। আবার তাহারাই গর্ভিণী হইলে প্রসবের পর স্বভাবতই ঐ সকল ধমনীর দ্বার মুক্ত হয়, এইজন্য তৎকালে স্তনরোগ সকল জন্মিয়া থাকে। ১৯। আহার-রসের প্রসাদাখ্য মধুরভাগ আহারের পরিপাক হইতে উৎপন্ন হয়। অনন্তর সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। পরে স্তনে উপস্থিত হইলে স্তন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ২০। যেমন শুক্র সর্ব্বদেহাশ্রিত হইলেও লোকের সর্ব্বশরীরে দেখা যায় না, স্তন্যও সেইরূপ সর্ব্বশরীরে দেখা যায় না। অতএব স্তন্যের লক্ষণ শুক্রের ন্যায়। ২১। শুক্র প্রিয়তমা যুবতীর দর্শন ও স্মরণহেতু এবং শব্দশ্রবণ ও স্পর্শহেতু সংহর্ষ হওয়াতে নির্গত হয়। সেস্থলে সুপ্রসন্ন মনকেই হর্ষণে হেতু বলা যায়। স্ত্রীলোকের যে স্তন্য আহার-রস হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, তাহাও এই প্রকার অপত্যের দর্শন, স্পর্শন ও স্মরণ হেতু সর্ব্বশরীরের গ্রহণ হওয়াতে শুক্রের ন্যায় নির্গত হয়। এস্থলে নিরন্তর স্নেহই স্তন্যস্রাবের হেতু। ২২। প্রসূতির বায়ু দূষিত হইলে স্তন্য কষায়রস হয় এবং জলে ক্ষেপণ করিলে ভাসে। পিত্ত দূষিত হইলে অম্ল ও কটু হয় এবং জলে পীতবর্ণ রেখা সকল উত্থিত হয়। কফদূষিত হইলে স্তন্য ঘন পিচ্ছিল হয় এবং জলে মগ্ন হইয়া থাকে। ত্রিদোষ দূষিত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ হয়। এইরূপ অভিঘাত হেতুও স্তন্য দূষিত হইয়া থাকে। ২৩। যে দুগ্ধ জলে ক্ষিপ্ত হইলে একীভূত হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না হয়, যাহা দেখিতে পাণ্ডুবর্ণ, যাহা মধুর ও অবিবর্ণ, তাহাকে বিশুদ্ধ স্তন্য বলা যায়। ২৪। প্রসূতির স্তন সদুগ্ধই হউক আর অদুগ্ধই হউক, দোষ তাহাকে প্রাপ্ত হইলে রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে। পঞ্চপ্রকার স্তনরোগেরই লক্ষণ সকল বাহ্য বিদ্রধির সমান। কেবল রক্তজ বিদ্রধির লক্ষণের সহিত ইহার লক্ষণের তুল্যতা নাই। ২৫

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদগলগণ্ডানাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
বাতাদয়ো মাংসমসৃক্ প্রদুষ্টাঃ সন্দূষ্য মেদশ্চ কফানুবিদ্ধম্।
বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতন্তু শোফং কুর্ব্বন্ত্যতোগ্রন্থিরিতি প্রদিষ্টঃ॥২
আযম্যতে ব্যথ্যত এতি তোদং প্রত্যস্যতে কৃত্যতএতিভেদম্।
কৃষ্ণোঽমৃদুর্বস্তিরিবাততশ্চ ভিন্নঃ স্রবেচ্চানিলজোঽস্রমচ্ছম্॥৩
দন্দহ্যতে ধূপ্যতি চাতিমাত্রং পাপচ্যতে প্রজ্বলতীব চাপি।
রক্তঃ সপীতোঽপ্যথবাপি পিত্তাদ্ভিন্নঃ স্রবেদুষ্ণমতীব চাস্রম্॥৪
শীতো বিবর্ণোঽল্পরুজোঽতিকণ্ডুঃ পাষাণবৎসংহননোপপন্নঃ।
চিরাভিবৃদ্ধিশ্চ কফপ্রকোপাদ্ভিন্নঃ স্রবেচ্ছুক্লঘনঞ্চ পূয়ম্॥ ৫
শরীরবৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিহানিঃ স্নিগ্ধো মহানল্পরুজোঽতিকণ্ডুঃ।
মেদঃকৃতো গচ্ছতি চাত্রভিন্নে পিণ্যাকসর্পিঃপ্রতিমন্তু মেদঃ॥৬
ব্যায়ামজাতৈরবলস্য তৈস্তৈরাক্ষিপ্য বায়ুর্হি শিরাপ্রতানম্।
সংপীড্য সঙ্কোচ্য বিশোষ্যবাপিগ্রন্থিংকরোত্যুন্নতমাশুবৃত্তম্॥
গ্রন্থিঃ শিরাজঃ স তু কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবেদ্যদি স্যাৎসরুজশ্চলশ্চ।
অরুক্ স এবাপ্যচলো মহাংশ্চমর্ম্মোত্থিতশ্চাপিবিবর্জনীয়ঃ॥৭
হন্বস্থিকক্ষাক্ষকবাহুসন্ধি-মন্যাগলেষূপচিতন্তু মেদঃ।
গ্রন্থিং স্থিরং বৃত্তমথায়তং বা স্নিগ্ধং কফশ্চাল্পরুজং করোতি॥৮
তং গ্রন্থিভিশ্চামলকাস্থিমাত্রৈর্মৎস্যাণ্ডজালপ্রতিমৈস্তথান্যৈঃ।
অনন্যবর্ণৈরুপচীয়মানং চয়প্রকর্ষাদপচীং বদন্তি॥ ৯
কণ্ডূযুতাস্তেঽল্পরুজঃ প্রভিন্নাঃ স্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে।
মেদঃকফাভ্যাং খলু রোগ এষ সুদুস্তরো বর্ষগণানুবন্ধী॥ ১০
গাত্রপ্রদেশে ক্বচিদেব দোষাঃ সংমূর্চ্ছিতা মাংসমভিপ্রদূষ্য।
বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্তমনল্পমূলং চিরবৃদ্ধ্যপাকম্॥
কুর্ব্বন্তি মাংসোপচয়ঞ্চ শোফং তদর্ব্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি।
বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি রক্তেন মাংসেন চ মেদসা চ।
তজ্জায়তে তস্য চ লক্ষণানি গ্রন্থেঃ সমানানি সদা ভবন্তি॥১১
দোষঃ প্রদুষ্টো রুধিরং শিরাস্তুসংপীড্যসংকোচ্যগতস্ত্বপাকম্।
সাস্রাবমুন্নহ্যতি মাংসপিণ্ডং মাসাঙ্কুরৈরাচিতমাশু বৃদ্ধিম্।
স্রবত্যজস্রং রুধিরং প্রদুষ্টমসাধ্যমেতদ্রুধিরাত্মকং স্যাৎ॥
রক্তক্ষয়োপদ্রবপীড়িতত্বাৎ পাণ্ডুর্ভবেদর্ব্বুদপীড়িতস্তু॥ ১২
মুষ্টিপ্রহারাদিভিরর্দ্দিতেঽঙ্গেমাংসংপ্রদুষ্টংপ্রকরোতি শোফম্।

একাদশ অধ্যায়।

গ্রন্থি-অপচী-অর্ব্বুদ-গলগণ্ড-নিদান।

অনন্তর আমরা গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ ও গলদণ্ডের নিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। ১। বাত পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া তিন প্রকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। আর বায়ু কফসংসৃষ্ট মেদকে দূষিত করিয়া চতুর্থ প্রকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। গ্রন্থি এক প্রকার শোফ। ইহা বৃত্ত, উন্নত ও বিগ্রথিত (কঠিন)। ২। বাতজ গ্রন্থি আয়ত হয় (মনে হয় যেন টানিয়া লম্বা করিতেছে), ব্যথিত হয়, সূচীভেদবৎ পীড়াযুক্ত হয়, চড় চড় করে, ছিন্নবৎ পীড়াযুক্ত হয় এবং ভেদনবৎ পীড়াযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন, জলপূর্ণ ভিস্তীর ন্যায় আতত (টান টান্) এবং ভিন্ন হইলে অচ্ছ রক্ত স্রাব করে। ৩। পিত্তাধিক গ্রন্থি অতিশয় দাহযুক্ত হয়—যেন অন্তরে ধূম উদ্গার করিতে থাকে, অতিশয় পাক প্রাপ্ত হয়—যেন জ্বলিত হইতে থাকে এবং রক্ত বা ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। ইহা ভিন্ন হইলে অতিশয় উষ্ণ রক্তস্রাব করে। ৪। কফপ্রকোপহেতু গ্রন্থি শীতল, ঈষৎ বিবর্ণ, অল্প বেদনাযুক্ত, অতি কণ্ডূয়নযুক্ত, পাষাণবৎ সংহত, বিলম্বে বৃদ্ধিযুক্ত এবং ভিন্ন হইলে শুক্ল ও ঘন পূয স্রাব করে। ৫। মেদঃকৃত গ্রন্থি দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সহিত বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহা স্নিগ্ধ, বৃহৎ, অল্প বেদনাযুক্ত ও অতিশয় কণ্ডূযুক্ত হয় এবং গভীররূপে ভিন্ন হইলে পিণ্যাক ও ঘৃতের সদৃশ মেদঃস্রাব করে। ৬। অতি ব্যায়ামহেতু দুর্ব্বল জন্তুর বায়ু শিরাপ্রতানকে আক্ষিপ্ত করিয়া, এমন কি সংপীড়িত, সঙ্কুচিত ও শোষিত করিয়া অতিশীঘ্র উন্নত ও বৃত্ত গ্রন্থি উৎপাদন করে। এই শিরাজ গ্রন্থি ব্যথাযুক্ত ও চল হইলে অতিশয় কষ্টসাধ্য হয়। আবার ব্যথাহীন ও অচল হইলেও যদি মর্ম্মস্থানে জাত হয়, তবে পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে। ৭। হনুসন্ধি, অস্থিসন্ধি, কক্ষাসন্ধি, কোষ্ঠকসন্ধি, বাহুসন্ধি, মন্যা ও গলদেশে মেদঃ ও কফ উপচীয়মান হইলে কঠিন, বৃত্ত বা দীর্ঘ, স্নিগ্ধ ও অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি উৎপাদন করে। ৮। সেই গ্রন্থি আমলকীর অস্থির সমান বা মৎস্যাণ্ডজালের সমান তুল্যবর্ণ গ্রন্থিসমূহ যোগে উপচীয়মান হইতে থাকে। উপচয়ের এইরূপ আধিক্য হওয়াতে ঐরূপ গ্রন্থিকে অপচী কহে। ৯। অপচী সকল কণ্ডূয়নযুক্ত ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়; প্রভিন্ন হইলে স্রাব করিতে থাকে এবং সেগুলি নষ্ট হইলে অন্যগুলি উৎপন্ন হয়। এই রোগ মেদ ও কফকর্তৃক উৎপাদিত হয়। ইহা একটী সুদুস্তর রোগ। ইহা বহুবর্ষস্থায়ী। ১০। কোন কোন গাত্রপ্রদেশে দোষ সকল কুপিত হইয়া মাংসকে দূষিত করিয়া গোলাকৃতি, কঠিন, মন্দ ব্যথাযুক্ত, বৃহৎ, বিস্তৃতমূল এবং বিলম্বে বৃদ্ধি ও পাকযুক্ত মাংসোপচয় ও শোথ উৎপন্ন করে। শাস্ত্রবিজ্ঞেরা এই শোথকে অর্ব্বুদ কহেন। ইহা বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস ও মেদ হইতে উৎপন্ন হয়। উহার লক্ষণ সমস্ত গ্রন্থির লক্ষণের সমান। ১১। দোষ কুপিত হইয়া রুধির ও শিরাদিগকে সংপীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া পাকিয়া যায়। তাহাতে স্রাবযুক্ত ও মাংসাঙ্কুরসমূহে ব্যাপ্ত মাংসপিণ্ড শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অজস্র দুষ্টরক্ত স্রাব করিতে থাকে। এই রুধিরাত্মক অর্ব্বুদ অসাধ্য হইয়া থাকে। এরূপ অর্ব্বুদে পীড়িত হইলে লোকে রক্তক্ষয় ও ক্ষতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া পাণ্ডু হইয়া যায়। ১২। অঙ্গ মুষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা অর্দ্দিত হইলে মাংস দূষিত হইয়া শোথ উৎপাদন করে। তাহাতে বেদনা থাকে না।

অবেদনং স্নিগ্ধমনন্যবর্ণমপাকমশ্মোপমমপ্রচাল্যম্ ॥ ১৩
প্রদুষ্টমাংসস্য নরস্য বাঢ়মেতদ্ভবেন্মাংসপরায়ণস্য।
মাংসার্ব্বুদন্তেতদসাধ্যমুক্তং সাধ্যেষ্বপীমান্যপবর্জ্জয়েত্তু ॥ ১৪
সংপ্রস্রুতং মর্ম্মণি যচ্চ জাতং স্রোতঃসু বা যচ্চ ভবেদচাল্যম্
যজ্জায়তেঽন্যত্ খলু পূর্ব্বজাতে জ্ঞেয়ং তদধ্যর্ব্বুদমর্ব্বুদজ্ঞৈঃ।
যদ্দ্বন্দ্বজাতং যুগপৎ ক্রমাদ্বা দ্বিরর্ব্বুদং তচ্চ ভবেদসাধ্যম্ ॥ ১৫
ন পাকমায়ান্তি কফাধিকত্বান্মেদোঽধিকত্বাচ্চ বিশেষতস্তু।
দোষস্থিরত্বাদ্‌গ্রথনাচ্চ তেষাং সর্ব্বার্ব্বুদান্যেব নিসর্গতস্তু ॥ ১৬
বাতঃ কফশ্চৈব গলে প্রবৃদ্ধো মন্যে তু সংসৃত্য তথৈব মেদঃ।
কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ সমন্বিতং তং গলগণ্ডমাহুঃ ॥ ১৭
তোদান্বিতঃ কৃষ্ণশিরাবনদ্ধঃ কৃষ্ণোঽরুণো বা পবনাত্মকস্তু।
মেদোঽন্বিতশ্চোপচিতশ্চ কালাদ্ভবেৎ প্রদিগ্ধে চ গলেঽরুজশ্চ ॥
পারুষ্যযুক্তশ্চিরবৃদ্ধ্যপাকো যদৃচ্ছয়া পাকমিয়াৎ কদাচিৎ।
বৈরস্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তোর্ভবেৎ তথা তালুগলপ্রশোষঃ ॥ ১৮
স্থিরঃ সবর্ণোঽল্পরুগুগ্রকণ্ডূঃ শীতো মহাংশ্চাপি কফাত্মকস্তু।
চিরাভিবৃদ্ধিং কুরুতে চিরাদ্বা প্রপচ্যতে মন্দরুজং কদাচিৎ ॥
মাধুর্য্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তোর্ভবেৎ তথা তালুগলপ্রলেপঃ ॥ ২০
স্নিগ্ধো মৃদুঃ পাণ্ডুরনিষ্টগন্ধো মেদঃকৃতো নীরুগথাতিকণ্ডূঃ।
প্রলম্বতেঽলাবুবদল্পমূলো দেহানুরূপক্ষয়বৃদ্ধিযুক্তঃ।
স্নিগ্ধাস্যতা তস্য ভবেচ্চ জন্তোর্গলেন শব্দং কুরুতে চ নিত্যম্ ॥ ২১
কৃচ্ছ্রাৎ শ্বসন্তং মৃদু সর্ব্বগাত্রং সংবৎসরাতীতমরোচকার্ত্তম্।
ক্ষীণঞ্চ বৈদ্যো গলগণ্ডিনং তং ভিন্নস্বরঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ তু ॥
নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুষ্কবল্লম্বতে গলে।
মহান্ বা যদি বা হ্রস্বস্তং গণ্ডমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ২২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদগলগণ্ড-নিদানং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

তাহা স্নিগ্ধ, তুল্যবর্ণ, পাকবিহীন, প্রস্তরোপম ও অচল হয়। [ইহাকে মাংসজ অর্ব্বুদ বলা যায়]। ১৩। মাংস-প্রবায়ণদিগেরও মাংস দূষিত হইলে এই প্রকার মাংসজ অর্ব্বুদ প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। এই মাংসার্ব্বুদ অসাধ্য। আর অর্ব্বুদ সাধ্য হইলেও নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থল অবশ্যই পরিত্যাজ্য যথা;—যে অর্ব্বুদ স্রাবযুক্ত, যাহা মর্ম্মস্থানে জাত, যাহা ধমনীস্রোতের মধ্যে জাত বলিয়া অস্ত্র দ্বারা অচালনীয়, যাহা অধ্যর্ব্বুদ অর্থাৎ পূর্ব্বজাত অর্ব্বুদের উপরিজাত এবং যাহা দ্বিরর্ব্বুদ অর্থাৎ যুগ্মজাত (যোড়া), তাহা অসাধ্য। ১৪। সর্ব্বপ্রকার অর্ব্বুদই কফাধিক, বিশেষতঃ মেদোধিক, আর সর্ব্বপ্রকার অর্ব্বুদেই দোষ একস্থানে স্থির থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার অর্ব্বুদই গ্রথিত, এইজন্য অর্ব্বুদ সকলের স্বভাবই এই যে, উহারা পাকে না। ১৫। বাত ও শ্লেষ্মা মেদের সহিত গলদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও মন্যান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্বলক্ষণ-সমন্বিত গণ্ড উৎপাদন করে। উহাকে গলগণ্ড কহে। ১৬। বাতাধিক গলগণ্ড তোদযুক্ত, কৃষ্ণশিরাজালে অবনদ্ধ এবং কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ হয়। অনন্তর কালে মেদোন্বিত হইয়া উপচিত হয়। তখন গলদেশ (গলের অভ্যন্তর) প্রদিগ্ধ হয় আর গণ্ডে বেদনা থাকে না। ১৭। বাতাধিক গলগণ্ড পরুষ, বিলম্বে বৃদ্ধি ও পাকযুক্ত এবং যদৃচ্ছাক্রমে কদাচিৎ পাকপ্রাপ্ত হয়। রোগীর মুখবৈরস্য ও গল তালুর অতিশয় শোষ হইয়া থাকে। ১৮। কফাধিক গলগণ্ড সকল স্থির, তুল্য-বর্ণ, অল্প ব্যথাযুক্ত, অতিশয় কণ্ডুযুক্ত, শীতল ও বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদের বিলম্বে বৃদ্ধি হয় এবং বিলম্বে কদাচিৎ পাকও হইতে পারে। ইহাতে বেদনা অল্প হয়। রোগীর মুখের রস মধুর হয় এবং তালু ও গল প্রলিপ্ত হয়। ১৯। মেদোধিক গলগণ্ড স্নিগ্ধ, মৃদু, পাণ্ডু, দুর্গন্ধ, বেদনাবিহীন ও অতিশয় কণ্ডুয়নযুক্ত হয়। ইহা অলাবুর ন্যায় ঝুলিতে থাকে। ইহার মূলদেশ অল্প হয় এবং দেহের ক্ষয় ও বৃদ্ধির সহিত ক্ষয় ও বৃদ্ধিযুক্ত হয়। রোগীর মুখের রস স্নিগ্ধ হয় এবং সে গল দ্বারা নিত্য শব্দ করিতে থাকে। ২০। গলগণ্ড-রোগী যদি কষ্টে শ্বাস ফেলে, যদি উহার সর্ব্বগাত্র মৃদু হয়, যদি রোগ সংবৎসরাতীত হয়, যদি রোগী অরুচিতে অভিভূত হয়, ক্ষীণ হয় ও স্বরভেদযুক্ত হয়, তবে বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ২১। গলে বদ্ধমূল শোথ মুষ্কের ন্যায় লম্বমান হইলে, তাহা বৃহৎই হউক বা স্বল্পই হউক, তাহাকে গণ্ড বলা যায়। ২২

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বৃদ্ধ্যুপদংশশ্লীপদানাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

বাতপিত্তশ্লেষ্মশোণিতমেদোমূত্রান্ত্রনিমিত্তাঃ সপ্ত বৃদ্ধয়ঃ। তাসাং মূত্রান্ত্রনিমিত্তে বৃদ্ধী বাতসমুত্থে কেবলমুৎপত্তিহেতু-রন্যতমঃ ॥ ২

অধঃপ্রকুপিতোঽন্যতমো হি দোষঃ ফলকোশবাহিনী-রভিপ্রপদ্য ধমনীঃ ফলকোশয়োর্বৃদ্ধিং জনয়তি তাং বৃদ্ধিমিত্যাচক্ষতে ॥ ৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৃদ্ধি-উপদংশ-শ্লীপদনিদান।

অনন্তর আমরা বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্লীপদের নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। বৃদ্ধি সপ্তপ্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রবৃদ্ধি। এই সকল বৃদ্ধির মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি বাতসমুত্থ। কেবল ইহাদের উৎপত্তি-হেতু মূত্র বা অন্ত্র। ২। উল্লিখিত বাতাদি দোষ-সমূহের অন্যতম দোষ অধোদেশে কুপিত ও ফলকোশ-বাহিনী ধমনীসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ফলকোশদ্বয়ের বৃদ্ধি উৎপাদন করে। ইহাকেই বৃদ্ধিরোগ কহে। ৩। বৃদ্ধি-

তাসাং ভবিষ্যতীনাং পূর্ব্বরূপাণি বস্তিকটীমুষ্কমেঢ্রেষু বেদনা মারুতনিগ্রহঃ ফলকোশশোফশ্চেতি ॥ ৪

তত্রানিলপরিপূর্ণাং বস্তিমিবাততাং পরুষামনিমিত্তা-নিলরুজং বাতবৃদ্ধিমাচক্ষতে। পক্বোড়ুম্বরসঙ্কাশাং জ্বর-দাহোষ্মবতীঞ্চাশুসমুত্থানপাকাং পিত্তবৃদ্ধিম্। কঠিনামল্প-বেদনাং শীতাং কণ্ডুমতীং শ্লেষ্মবৃদ্ধিম্। কৃষ্ণস্ফোটাবৃতাং পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গাং রক্তবৃদ্ধিম্। মৃদুস্নিগ্ধাং কণ্ডুমতীমল্পবেদনাং তালফলপ্রকাশাং মেদোবৃদ্ধিম্। মূত্রসন্ধারণশীলস্য মূত্রবৃদ্ধি-র্ভবতি সা গচ্ছতোঽম্বুপূর্ণা দৃতিরিব ক্ষুভ্যতি মূত্রকৃচ্ছ্রং, বেদনাং বৃষণয়োঃ শ্বয়থুং কোশয়োশ্চাপাদয়তি, তাং মূত্র-বৃদ্ধিং বিদ্যাৎ ॥ ৫

ভারহরণবলবদ্বিগ্রহবৃক্ষপ্রপতনাদিভিরায়াসবিশেষৈর্বায়ু-রতিপ্রবৃদ্ধঃ প্রকুপিতশ্চ স্থূলান্ত্রস্যেতরস্য চৈকদেশং দ্বিগুণমা-দায়াধো গত্বা বঙ্ক্ষণসন্ধিমুপেত্য গ্রন্থিরূপেণ স্থিত্বাঽপ্রতি-ক্রিয়মাণে চ কালান্তরেণ ফলকোশং প্রবিশ্য মুষ্কশোফমা-পাদয়ত্যাধ্মাতো বস্তিরিবাততঃ প্রদীর্ঘঃ শোফো ভবতি সশব্দমবপীড়িতশ্চোর্দ্ধমুপৈতি, বিমুক্তশ্চ পুনরাধ্মতি, তামন্ত্রবৃদ্ধিমসাধ্যামিত্যাচক্ষতে ॥ ৬

অত্যাতিমৈথুনাদতিব্রহ্মচর্য্যাদ্বা তথা ব্রহ্মচারিণীং চিরোৎ-সৃষ্টাং রজস্বলাং দীর্ঘরোমাং কর্কশরোমাং সঙ্কীর্ণরোমাং নিগূঢ়রোমামল্পদ্বারাং মহাদ্বারামপ্রিয়ামকামামচৌক্ষ্যসলিল-প্রক্ষালিতযোনিমক্ষালিতযোনিং যোনিরোগোপসৃষ্টাং স্বভা-বতো বা দুষ্টযোনিং বিযোনিং বা নারীমত্যর্থমুপসেবমানস্য তথা করজদশনবিষশূকনিপাতনাদর্দ্দনাদ্ধস্তাভিঘাতাচ্চতুষ্পদী-গমনাদচৌক্ষ্যসলিলপ্রক্ষালনাদবপীড়নাচ্ছুক্রমূত্রবেগবিধারণা-মৈথুনান্তে চাপ্রক্ষালনাদিভির্মেঢ্রভাগস্য প্রকুপিতা দোষাঃ ক্ষতেঽক্ষতে বা শ্বয়থুমুপজনয়ন্তি তমুপদংশমিত্যাচক্ষতে ॥ ৭

স পঞ্চবিধস্ত্রিভির্দোষৈঃ পৃথক্ সমস্তৈরসৃজা চৈকঃ ॥ ৮

তত্র বাতিকে পারুষ্যং ত্বক্‌পরিপুটনং স্তব্ধমেঢ্রতা পরুষ-শোফতা বিবিধাশ্চ বাতবেদনাঃ ॥ ৯

পৈত্তিকে জ্বরঃ শ্বয়থুঃ পক্বোড়ুম্বরসঙ্কাশস্তীব্রদাহঃ ক্ষিপ্রপাকঃ পিত্তবেদনাশ্চ ॥ ১০

শ্লৈষ্মিকে শ্বয়থুঃ কণ্ডুমান্ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্ম-বেদনশ্চ ॥ ১১

রোগের পূর্ব্বরূপ যথা:—বস্তি, কটী, মুষ্ক ও মেঢ্রে বেদনা, মারুতনিগ্রহ (অধোবায়ুর নিরোধ) এবং ফলকোশের শোথ। ৪। তন্মধ্যে বায়ুপরিপূর্ণ, বস্তির ন্যায় আতত (টান-টান বা ফাঁপা), পরুষ, অকারণ-বাতবেদনাযুক্ত বৃদ্ধিকে বাতবৃদ্ধি কহে। পক্বোড়ুম্বরসদৃশ, জ্বরদাহযুক্ত, উষ্ণতাযুক্ত, আশুসমুত্থান আশুপাক বৃদ্ধিকে পিত্তবৃদ্ধি কহে। কঠিন, অল্প বেদনাযুক্ত, শীতল, কণ্ডুয়নযুক্ত বৃদ্ধিকে শ্লেষ্মবৃদ্ধি কহে। কৃষ্ণস্ফোটাবৃত পিত্তবৃদ্ধি-লক্ষণযুক্ত বৃদ্ধিকে রক্তবৃদ্ধি কহে। মৃদু, স্নিগ্ধ, কণ্ডুয়নযুক্ত, অল্প বেদনাযুক্ত, তালফলসদৃশ [তালফল অপেক্ষা বড় হয় না] বৃদ্ধিকে মেদোবৃদ্ধি কহে। মূত্রবেগ-ধারণকারী ব্যক্তির মূত্রজ বৃদ্ধি হয়। সেই বৃদ্ধি চলনকালে মূত্রপূর্ণ দৃতির ন্যায় ইতস্ততঃ চলিত হইতে থাকে। ইহাতে মূত্র-কৃচ্ছ্র [আস্তে আস্তে মূত্রনির্গম], বৃষণদ্বয়ে বেদনা ও কোশদ্বয়ে শোথ হয়। ইহাকে মূত্রবৃদ্ধি কহে [ডাক্তার ওয়াইজ ইহাকে Hydrocele বলেন]। ৫। অতি ভার-বাহন, বলবানের সহিত যুদ্ধ, বৃক্ষ হইতে পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আয়াস (পরিশ্রমকর কার্য্য) বশতঃ বায়ু অতি-শয় প্রবৃদ্ধ ও প্রকুপিত হইয়া স্থূলান্ত্র বা ক্ষুদ্রান্ত্রের এক স্থান বা উভয় অন্ত্রেরই এক স্থান দ্বিগুণভাবে গ্রহণপূর্ব্বক (অর্থাৎ দোমড়াইয়া) অধোগমন করিয়া বঙ্ক্ষণ-সন্ধি প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থিরূপে স্থিত হয়; প্রতিকার না করিলে কালান্তরে ফলকোশে প্রবেশপূর্ব্বক মুষ্কশোথ উৎপন্ন করে এবং আধ্মাত ও বস্তির ন্যায় স্ফীত অতিশয় দীর্ঘ শোথ হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি পীড়ন করিলে শব্দ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে [উদরে পুনঃপ্রবিষ্ট হয়]। ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার নিম্নে আগমন করে ও আধ্মাত হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি ফলকোশে প্রবেশপূর্ব্বক বদ্ধমূল হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। [অন্ত্রবৃদ্ধি বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকেই হইতে পারে। এই রোগে অন্ত্রের একদেশ ঊরুর ঊর্দ্ধে কুঁচকীর কাছে উদরপ্রাচীরকে ঠেলিয়া মুষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে]। ৬। অতিমৈথুনহেতু বা অতিশয় ব্রহ্মচর্য্যহেতু উপদংশ হইতে পারে [এস্থলে উপদংশ শব্দে নানাপ্রকার লিঙ্গরোগ বুঝিতে হইবে]। আর ব্রহ্মচারিণী, চিরোৎ-সৃষ্টা [বহুদিন অগতা], রজস্বলা, দীর্ঘরোমা, কর্কশরোমা, নিগূঢ়রোমা, অল্পদ্বারা, মহাদ্বারা, অপ্রিয়া, অকামা, অপ-বিত্র-জলে প্রক্ষালিতযোনি, অক্ষালিতযোনি, যোনিরোগোপ-সৃষ্টা বা স্বভাবতঃ দুষ্টযোনি বা বিকৃতযোনি নারীকে অত্যন্ত উপসেবন করিলেও উপদংশ হইতে পারে। আর নখ, দশন, বিষ বা শুকপাতন দ্বারা আঘাত করিলে বা অর্দ্দন করিলে বা হস্তের আঘাত লাগিলে বা চতুষ্পদী-গমন করিলে বা অপবিত্র সলিলে প্রক্ষালন করিলে বা অবপীড়ন করিলে বা শুক্রমূত্রের বেগধারণ করিলে বা মৈথুনান্তে অপ্রক্ষালনাদি করিলে দোষ সকল কুপিত হইয়া মেঢ্র প্রাপ্ত হয়। তখন মেঢ্র ক্ষতই হউক আর অক্ষতই হউক, শোথ হইয়া থাকে। ইহাকেই উপদংশ বলে। নিম্নে ইহা বর্ণনা করা হইতেছে। ৭। উপদংশ পঞ্চবিধ। যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক ও রক্তজ। ৮। বাতিক উপদংশে পরুষতা, ত্বকের পরিস্ফুটন, স্তব্ধমেঢ্রতা, পরুষ-শোফতা ও বিবিধ প্রকার বাতবেদনা হয়। ৯। পৈত্তিক উপদংশে জ্বর, শোথ, পক্বডুম্বরের ন্যায় বর্ণ, তীব্র-দাহ, শীঘ্র পাক ও পৈত্তিক বেদনা সমস্ত হয়। ১০। শ্লৈষ্মিক উপদংশে শোথ, কণ্ডুয়ন, কঠিনতা, স্নিগ্ধতা ও

রক্তজে কৃষ্ণস্ফোটপ্রাদুর্ভাবোঽত্যর্থমসৃক্‌প্রবৃত্তিঃ পিত্তলিঙ্গান্যত্যর্থং জ্বরদাহো শোষশ্চ যাপ্যশ্চৈব কদাচিৎ॥ ১২

সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গদর্শনমবদরণং শেফসঃ কৃমিপ্রাদুর্ভাবো মরণঞ্চেতি॥ ১৩

কুপিতাস্তু দোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণোঽধঃপ্রপন্না বঙ্ক্ষণোরুজানুজঙ্ঘাস্ববতিষ্ঠমানাঃ কালান্তরেণ পাদমাশ্রিত্য শনৈঃ শোফং জনয়ন্তি তৎ শ্লীপদমিত্যাচক্ষতে॥ ১৪

তৎ ত্রিবিধং বাতপিত্তকফনিমিত্তমিতি॥ ১৫

তত্র বাতজং খরং কৃষ্ণং পরুষমনিমিত্তানিলরুজং পরিস্ফুটতি চ বহুশঃ। পিত্তজন্তু পীতাবভাসমীষন্মৃদুজ্বরদাহপ্রায়ঞ্চ। শ্লেষ্মজন্তু শ্বেতং স্নিগ্ধাবভাসং মন্দবেদনং ভারিকমিতি মহাগ্রন্থিকং কণ্টকৈরুপচিতঞ্চ॥ ১৬

তত্র সংবৎসরাতীতমতিমহদ্বল্মীকজাতং প্রস্রুতমিতি বর্জ্জনীয়ানি॥ ১৭

ভবন্তি চাত্র।

ত্রীণ্যপ্যেতানি জানীয়াৎ শ্লীপদানি কফোচ্ছ্রয়াৎ।
গুরুত্বঞ্চ মহত্ত্বঞ্চ যস্মান্নাস্তি বিনা কফাৎ॥ ১৮
পুরাণোদকভূয়িষ্ঠাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শীতলাঃ।
যে দেশাস্তেষু জায়ন্তে শ্লীপদানি বিশেষতঃ॥ ১৯
পাদয়োরিব হস্তয়োশ্চাপি শ্লীপদং জায়তে নৃণাম্।
কর্ণাক্ষিনাসিকোষ্ঠেষু কেচিদিচ্ছন্তি তদ্বিদঃ॥ ২০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে বৃদ্ধ্যুপদংশশ্লীপদনিদানং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

শ্লেষ্মজ বেদনা সকল হয়। ১১। রক্তজ উপদংশে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকসমূহের প্রাদুর্ভাব, অত্যন্ত রক্তনির্গম, পিত্তলক্ষণসমূহ এবং অত্যন্ত জ্বরদাহ ও শোষ হয় আর রোগ কদাচিৎ যাপ্যও হইয়া থাকে। ১২। সান্নিপাতিক উপদংশে সর্ব্বদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শেফ বিদীর্ণ হইয়া থাকে, ক্রিমিসমূহের প্রাদুর্ভাব হয় এবং মরণ হইয়া থাকে। ১৩। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষ কুপিত ও অধোগত হয় এবং বঙ্ক্ষণ উরু জানু ও জঙ্ঘা এই সকল স্থানে অবস্থিত হইয়া কালান্তরে পদে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ শোথ উৎপাদন করে। ইহাকেই শ্লীপদ কহে। ১৪। শ্লীপদ রোগ ত্রিবিধ;—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ। ১৫। বাতজ শ্লীপদ খর, কৃষ্ণবর্ণ, পরুষ ও অকারণ বাতবেদনাযুক্ত হয় আর বহুশঃ পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে (ফাটিয়া থাকে)। পিত্তজ শ্লীপদ ঈষৎ পীতবর্ণ, মৃদু ও প্রায়ই জ্বরদাহযুক্ত হয়। শ্লেষ্মজ শ্লীপদ শ্বেত, স্নিগ্ধবর্ণ, মন্দবেদন, ভারযুক্ত, মহাগ্রন্থিযুক্ত এবং কণ্টকসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬। তন্মধ্যে যে শ্লীপদ সংবৎসরাতীত, যাহাতে অতি বৃহৎ বল্মীকসমূহ জন্মিয়াছে এবং যাহাতে স্রাব হইতেছে, তাহা বর্জ্জনীয়। ১৭। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—এই তিন প্রকার শোথই কফপ্রকোপ হেতু জন্মিয়া থাকে। কেননা গুরুতা ও বৃহত্ত্ব কফ ভিন্ন হইতে পারে না। ১৮। যে সকল দেশে পুরাণ জল অধিক অথচ যে সকল দেশ সর্ব্বদাই শীতল, সেই সকল দেশে শ্লীপদ সকল বিশেষতঃ জন্মিয়া থাকে। ১৯। মানুষদিগের পদ ও হস্ত উভয় অঙ্গেই শ্লীপদ জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে কর্ণ, অক্ষি, নাসিকা ও ওষ্ঠেও শ্লীপদ জন্মিয়া থাকে। ২০

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ক্ষুদ্ররোগাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

সমাসেন চতুশ্চত্বারিংশৎ ক্ষুদ্ররোগা ভবন্তি। তদ্যথা—অজগল্লিকা যবপ্রখ্যাঽন্ধালজী বিবৃতা কচ্ছপিকা বল্মীকমিন্দ্রবৃদ্ধা পনসিকা পাষাণগর্দ্দভো জালগর্দ্দভঃ কক্ষা বিস্ফোটকোঽগ্নিরোহিণী চিপ্পং কুনখোঽনুশয়ী বিদারিকা শর্করার্ব্বুদং পামা বিচর্চ্চিকা রকসা পাদদারিকা কদরমলসেন্দ্রলুপ্তৌ দারুণকোঽরুংষিকা পলিতং মসূরিকা যৌবনপিড়কা পদ্মিনীকণ্টকো জতুমণির্মশকশ্চর্ম্মকীলস্তিলকালকো ন্যচ্ছং ব্যঙ্গঃ পরিবর্ত্তিকাঽবপাটিকা নিরুদ্ধপ্রকশো নিরুদ্ধগুদোঽহিপূতনং বৃষণকচ্ছূর্গুদভ্রংশশ্চেতি॥ ২

স্নিগ্ধা সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভা।
কফবাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকা॥ ৩
যবাকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংশ্রিতা।
পিড়কা শ্লেষ্মবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষুদ্ররোগনিদান।

অনন্তর আমরা ক্ষুদ্ররোগসমূহের নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। সংক্ষেপে চুয়াল্লিশ প্রকার ক্ষুদ্র রোগ। যথা;—অজগল্লিকা, যবপ্রখ্যা, অন্ধালজী, বিবৃতা, কচ্ছপিকা, বল্মীক, ইন্দ্রবৃদ্ধা, পনসিকা, পাষাণগর্দ্দভ, জালগর্দ্দভ, কক্ষা, বিস্ফোটক, অগ্নিরোহিণী, চিপ্প, কুনখ, অনুশয়ী, বিদারিকা, শর্করার্ব্বুদ, পামা, বিচর্চ্চিকা, রকসা, পাদদারিকা, কদর, অলসক, ইন্দ্রলুপ্ত, দারুণক, অরুংষিকা, পলিত, মসূরিকা, যৌবনপিড়কা, পদ্মিনীকণ্টক, জতুমণি, মশক, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, পরিবর্ত্তিকা, অবপাটিকা, নিরুদ্ধপ্রকাশ, নিরুদ্ধগুদ, অহিপূতন, বৃষণকচ্ছু ও গুদভ্রংশ। ২। অজগল্লিকা নামক পিড়কা বালকদিগের হইয়া থাকে। ইহা স্নিগ্ধ, পার্শ্ববর্ত্তী ত্বকের সহিত সমানবর্ণ, গ্রথিত, বেদনাহীন, মুদ্গসন্নিভ এবং কফবাতজ। ৩। যবাকার, সুকঠিন, গ্রথিত, মাংসগত ও কফবাতকৃত পিড়কাকে যবপ্রখ্যা কহে। ৪।

ঘনামবক্ত্রাং পিড়কামুন্নতাং পরিমণ্ডলাম্।
অন্ধালজীমল্পপূয়াং তাং বিদ্যাৎ কফবাতজাম্॥ ৫
বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্কোডুম্বরসন্নিভাম্।
বিবৃতামিতি তাং বিদ্যাৎ পিত্তোত্থাং পরিমণ্ডলাম্॥ ৬
গ্রন্থয়ঃ পঞ্চ বা ষড়্বা দারুণাঃ কচ্ছপোন্নতাঃ।
কফানিলাভ্যামুদ্ভূতাং বিদ্যাৎ তাং কচ্ছপীমিতি॥ ৭
পাণিপাদতলে সন্ধৌ গ্রীবায়ামূর্দ্ধজত্রুণি।
গ্রন্থির্বল্মীকবদ্‌যস্তু শনৈঃ সমুপচীয়তে॥
তোদক্লেদপরীদাহকণ্ডুমদ্ভির্ব্রণৈর্বৃতঃ।
ব্যাধির্বল্মীক ইত্যেষ কফপিত্তানিলোদ্ভবঃ॥ ৮
পদ্মকর্ণিকবন্মধ্যে পিড়কাভিঃ সমাচিতাম্।
ইন্দ্রবৃদ্ধাস্তু তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তোত্থিতাং ভিষক্॥ ৯
কর্ণৌ পরি সমন্তাদ্বা পৃষ্ঠে বা পিড়কোগ্ররুক্।
শালূকবৎ পনসিকাং তাং বিদ্যাৎ শ্লেষ্মবাতজাম্॥ ১০
হনুসন্ধৌ সমুদ্ভূতং শোফমল্পরুজং স্থিরম্।
পাষাণগর্দ্দভং বিদ্যাদ্বলাসপবনাত্মকম্॥ ১১
বিসর্পবৎ সর্পতি যো দাহজ্বরকরস্তনুঃ।
অপাকঃ শ্বয়থুঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ॥ ১২
বাহুপার্শ্বাংসকক্ষাসু কৃষ্ণস্ফোটাং সবেদনাম্।
পিত্তপ্রকোপাৎ সম্ভূতাং কক্ষামিতি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৩
অগ্নিদগ্ধনিভাঃ স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্ততঃ।
ক্বচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে স্মৃতা বিস্ফোটকা ইতি॥ ১৪
কক্ষাভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারুণাঃ।
অন্তর্দ্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥
সপ্তাহাদ্বা দ্বাদশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সন্নিপাততঃ॥ ১৫
নখমাংসমধিষ্ঠায় পিত্তং বাতশ্চ বেদনাম্।
করোতি দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ॥
তদেব ক্ষতরোগাখ্যং তথোপনখমিত্যপি॥ ১৬
অভিঘাতাৎ প্রদুষ্টো যো নখো রুক্ষোহসিতঃ খরঃ।
ভবেৎ তু কুনখং বিদ্যাৎ কুলীনমিতি সংজ্ঞিতম্॥ ১৭
গম্ভীরামল্পসংরম্ভাং সবর্ণামুপরিস্থিতাম্।
কফাদন্তঃপ্রপাকাং তাং বিদ্যাদনুশয়ীং ভিষক্॥ ১৮
বিদারীকন্দবদ্‌বৃত্তাং কক্ষাবঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
রক্তাং বিদারিকাং বিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাম্॥ ১৯
প্রাপ্য মাংসশিরাস্নায়ূ শ্লেষ্মা মেদস্তথাহনিলঃ।
গ্রন্থিং কুর্ব্বন্তি ভিন্নোহসৌ মধুসর্পির্বসানিভম্॥
স্রবত্যাস্রাবমত্যর্থং তত্র বৃদ্ধিং গতোহনিলঃ।
মাংসং বিশোষ্য গ্রথিতাং শর্করাং জনয়েৎ পুনঃ॥
দুর্গন্ধং ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ।
স্রবন্তি সহসা রক্তং তদ্বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদম্॥ ২০
পামাবিচর্চ্চ্যৌ কুষ্ঠেষু রকসা চ প্রকীর্ত্তিতা॥ ২১

ঘন, অ-বক্ত্র (মুখবিহীন), উন্নত, পরিমণ্ডল, অল্পপূয, কফবাতজ পিড়কাকে অন্ধালজী বলে। ৫। বিবৃতাস্য, মহাদাহ, পক্কডুম্বর সদৃশ, পরিমণ্ডল, পিত্তজনিত পিড়কাকে বিবৃতা কহে। ৬। শরীরের কোন স্থানে পাঁচ বা ছয়টী অতি ক্লেশকর কচ্ছপের ন্যায় গোল গ্রন্থি কফবায়ু হইতে উদ্ভূত হইলে তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ৭। পাণিতল, পাদতল, সন্ধি, গ্রীবা, মূর্দ্ধা বা জত্রুতে গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া যদি বল্মীকের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ পরিপুষ্ট হয় এবং তোদ, ক্লেদ, পরিদাহ ও কণ্ডুযুক্ত ব্রণসমূহে পরিবৃত হয়, তবে সেই ব্যাধিকে বল্মীক কহে। ইহা কফপিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ৮। মধ্যে পদ্মকর্ণিকার ন্যায় পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হইলে, সেই পিড়কাকে ইন্দ্রবৃদ্ধা কহে। ইহা বাতপিত্তজ। ৯। কর্ণদ্বয়ের চারিদিকে বা পৃষ্ঠে উগ্র বেদনাবিশিষ্ট শালূক সদৃশ পিড়কা হইলে তাহাকে পনসিকা কহে। ইহা শ্লেষ্মবাতজ। ১০। হনুসন্ধিতে উৎপন্ন অল্প বেদনাযুক্ত স্থির শোথকে পাষাণগর্দ্দভ কহে। ইহা কফবাতজ। ১১। যাহা বিসর্পবৎ স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণ করে, যাহাতে দাহ ও জ্বর হয়, যাহা তনু ও পাকহীন এরূপ শোথকে জালগর্দ্দভ বলে। ইহা পিত্তজ। ১২। বাহুপার্শ্বে, অংসে বা কক্ষাতে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত স্ফোটকে কক্ষা কহে। ইহা পিত্তজ। ১৩। অগ্নিদগ্ধনিভ, জ্বরযুক্ত পিড়কা রক্তপিত্তের প্রকোপ বশতঃ শরীরের কোন স্থানে বা সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে বিস্ফোটক কহে। ১৪। কক্ষার মধ্যে এক প্রকার স্ফোটক উৎপন্ন হয়, উহারা মাংসক্ষয়কর, অন্তর্দ্দাহকর, জ্বরকর ও প্রদীপ্ত-পাবকসদৃশ। উহারা সপ্তাহ বা দ্বাদশাহের মধ্যে মানবকে বধ করে। এই প্রকার স্ফোটককে অগ্নিরোহিণী কহে। ইহা সান্নিপাতিক ও অসাধ্য। ১৫। বাতপিত্ত নখমাংসে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক বেদনা ও দাহ-পাক উৎপাদন করিলে, সেই ব্যাধিকে চিপ্পরোগ (আঙ্গুলহারা) কহে। চিপ্পকে কেহ ক্ষতরোগ কেহ বা উপনখ কহে। ১৬। নখ আঘাতহেতু দূষিত হইয়া রুক্ষ, অসিত ও খর হইলে তাহাকে কুনখ বা কুলীন কহে। ১৭। গভীর, অল্পশোথযুক্ত, ত্বকের সহিত সমানবর্ণ, উপরিভাগে অপরিবর্ত্তিত অথচ অভ্যন্তরে পাকপ্রাপ্ত পিড়কাকে অনুশয়ী কহে। ১৮। কক্ষাসন্ধি বা বঙ্ক্ষণসন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোল রক্তবর্ণ পিড়কাকে বিদারিকা কহে। উহা ত্রিদোষ-লক্ষণযুক্ত ও সান্নিপাতিক। ১৯। শ্লেষ্মা মেদ ও বায়ু মাংসশিরা ও স্নায়ুকে প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থি উৎপন্ন করে। সেই গ্রন্থি ভিন্ন হইলে মধু, ঘৃত বা বসার ন্যায় অত্যন্ত স্রাব করে। অনন্তর বায়ু তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মাংসকে শুষ্ক করে এবং গ্রন্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন করে। তদনন্তর শিরা সকল হইতে সহসা দুর্গন্ধ, অত্যন্ত ক্লিন্ন ও নানাবর্ণ রক্ত স্রুত হইতে থাকে। ইহাকেই শর্করার্ব্বুদ কহে। ২০। কুষ্ঠরোগাধ্যায়ে পামা, বিচর্চ্চিকা ও রকসা বিবৃত হইয়াছে। ২১।

পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরূক্ষয়োঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীং সরুজাং তলসংশ্রিতাম্ ॥ ২২
শর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ।
মেদোরক্তানুগৈশ্চৈব দোষৈর্ব্বা জায়তে নৃণাম্ ॥ ২৩
সকীলঃ কঠিনো গ্রন্থির্নিম্নমধ্যোন্নতোঽপি বা।
কোলমাত্রঃ সরুক্ স্রাবী জায়তে কদরস্তু সঃ ॥ ২৪
ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহরুগন্বিতৌ।
দুষ্টকর্দ্দমসংস্পর্শাদলসং তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২৫
রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ মূর্চ্ছিতম্।
প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ ॥
রুণদ্ধি রোমকূপাংস্তু ততোঽন্যেষামসম্ভবঃ।
তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুজ্যেতি চ বিভাব্যতে ॥ ২৬
দারুণা কণ্ডুরা রূক্ষা কেশভূমিঃ প্রজায়তে।
কফবাতপ্রকোপেণ বিদ্যাদ্দারুণকন্তু তম্ ॥ ২৭
অরূংষি বহুবক্ত্রাণি বহুক্লেদানি মূর্দ্ধনি।
কফাসৃক্‌কৃমিকোপেন নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাম্ ॥ ২৮
ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে ॥ ২৯
দাহজ্বররুজাবন্তস্তাম্রাঃ স্ফোটাঃ সপীতকাঃ।
গাত্রেষু বদনে চান্তর্বিজ্ঞেয়াস্তা মসূরিকাঃ ॥ ৩০
শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতশোণিতৈঃ।
জায়ন্তে পিড়কা যূনাং বক্ত্রে বা মুখদূষিকাঃ ॥ ৩১
কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং কণ্ডুমৎ পাণ্ডুমণ্ডলম্।
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈস্তদাখ্যং কফবাতজম্ ॥ ৩২
নীরুজং সমমুৎপন্নং মণ্ডলং কফরক্তজম্।
সহজং রক্তমীষচ্চ শ্লক্ষ্ণং জতুমণিং বিদুঃ ॥ ৩৩
অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যস্য গাত্রেষু দৃশ্যতে।
মাষবৎ কৃষ্ণমুৎসন্নমনিলান্মশকং দিশেৎ ॥ ৩৪
কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরুজানি সমানি চ।
বাতপিত্তকফোদ্রেকাৎ তান বিদ্যাৎ তিলকালকান্ ॥ ৩৫
মণ্ডলং মহদল্পং বা শ্যামং বা যদি বা সিতম্।
সহজং নীরুজং গাত্রে ন্যচ্ছমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৬
সমুত্থাননিদানাভ্যাং চর্ম্মকীলং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৭
ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।
সহসা মুখমাগম্য মণ্ডলং বিসৃজেৎ ততঃ ॥
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখে ব্যঙ্গং তমাদিশেৎ ॥ ৩৮
মর্দ্দনাৎ পীড়নাচ্চাপি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ।
মেঢ্রচর্ম্ম যদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরঃ ॥
তদা বাতোপসৃষ্টন্তু চর্ম্ম প্রতিনিবর্ত্ততে।
মণেরধস্তাৎ কোশশ্চ গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে ॥

অতিশয় বিচরণশীল ব্যক্তির পাদদ্বয় অতিশয় রুক্ষ হইলে বায়ুপ্রকোপ বশতঃ পদতলে বেদনাযুক্ত দারী (ফাটা) উৎপন্ন হয়, ইহাকে পাদদারী কহে। ২২। পদতল শর্করা (কাঁকর) কর্তৃক উন্মথিত বা কণ্টকাদিকর্ত্তৃক ক্ষত হইলে বা দোষ সকল মেদ ও রক্তের অনুসরণে কুপিত হইলেও পাদদারী হইতে পারে। ২৩। হস্তদ্বয় বা পদদ্বয়ে কঠিন, নিম্ন অথচ মধ্যোন্নত, কুলপরিমিত, বেদনার সহিত স্রাবকারী কীল উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কদর কহে। ২৪। পদের অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থান দুষ্ট-কর্দ্দম-সংস্পর্শ হেতু ক্লেদযুক্ত হইলে কণ্ডূ দাহ ও বেদনা-যুক্ত অলসক (পাঁকুই) হয়। ২৫। রোমকূপাশ্রিত পিত্ত বায়ুর সহিত কুপিত হইলে রোম সকলকে প্রচ্যুত করে। অনন্তর শ্লেষ্মা শোণিতের সহিত রোমকূপ সকলকে রোধ করে। তখন আর লোমের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই রোগকে ইন্দ্রলুপ্ত, বা খালিত্য বা রুজ্যা কহিয়া থাকে। ২৬। কফ ও বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কেশভূমি কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও রুক্ষ হইলে তাহাকে দারুণক রোগ কহে। ২৭। অরুষ সকল মস্তকে উৎপন্ন হয়, উহারা বহুমুখ ও বহু-ক্লেদময় এবং কফ, রক্ত ও কৃমির প্রকোপে উৎপন্ন হয়। উহাঁদের নাম অরুংষিকা। ২৮। ক্রোধ, শোক ও শ্রম বশতঃ শরীরোষ্মা শিরোগত হয়, তখন পিত্ত কেশসমূহকে পাক করিতে থাকে। ইহাতেই পলিত উৎপন্ন হয়। ২৯। সর্ব্বশরীরে, মুখে ও অভ্যন্তরে স্ফোট সকল হয়। তাহাতে দাহজ্বর ও বেদনা হইয়া থাকে। স্ফোট সকল তাম্রবর্ণ বা ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। এই সকল স্ফোটককে মসূরিকা (বসন্ত) কহে। ৩০। বাতশ্লেষ্মা ও শোণিতের প্রকোপ বশতঃ যুবাদিগের মুখে শাল্মলীকণ্টকসদৃশ মুখদূষিকা সকল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে যৌবনপিড়কা (ভাষায় বয়স-ব্রণ) বলা যায়। ৩১। কফবাতের প্রকোপে শরীরে কণ্টকব্যাপ্ত গোল কণ্ডূয়নযুক্ত পাণ্ডুমণ্ডল পিড়কা সকল উৎপন্ন হয়। উহারা পদ্মকাঁটার সদৃশ বলিয়া উহাদিগকে পদ্মিনীকণ্টক কহে। ৩২। বেদনাবিহীন, সর্ব্বত্র সমান, মণ্ডল, কফ-রক্তজ, প্রায় সহজাত, ঈষৎ রক্তবর্ণ শ্লক্ষ্ণ পিড়কাকে জতুমণি কহে। ৩৩। যাহার গাত্রে বেদনাবিহীন, কঠিন, মাষকলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ উন্নত ও বাতাত্মক পিড়কা জন্মে, তাহার সেই রোগকে মশক কহে। ৩৪। তিলকালক সকল কৃষ্ণবর্ণ তিল পরিমিত, ব্যথাহীন, সমতল এবং বাত পিত্ত ও কফের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয়। ৩৫। শরীরে মণ্ডলাকার, বৃহৎ বা অল্প, শ্যাম বা শ্বেত, প্রায় সহজাত, বেদনাহীন চিহ্ন সকলকে ন্যচ্ছ কহিয়া থাকে। ৩৬। চর্ম্মকীলের (আঁচীলের) সম্প্রাপ্তি ও নিদান বর্ণিত হইয়াছে। ৩৭। ক্রোধ বা আয়াস বশতঃ বায়ু কুপিত ও পিত্তের সহিত সঙ্গত হইয়া সহসা মুখে আগমনপূর্ব্বক মণ্ডল সকল উৎপাদন করে। এই মণ্ডলাকার, ব্যথাহীন, তনু, শ্যাববর্ণ চিহ্ন সকলকে ব্যঙ্গ কহে। ৩৮। মর্দ্দন, পীড়ন বা অভিঘাতহেতু সর্ব্বশরীরচর বায়ু যখন কুপিত হইয়া মেঢ্রচর্ম্মে আশ্রয় করে, তখন মেঢ্রের চর্ম্ম বাতপ্রেরিত হইয়া মণির নিম্নে সরিয়া আসে এবং চর্ম্মকোশ গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান

সবেদনঃ সদাহশ্চ পাকঞ্চ ব্রজতি ক্বচিৎ।
মারুতাগন্তুসম্ভূতাং বিদ্যাৎ তাং পরিবর্ত্তিকাম্ ॥
সকণ্ডূঃ কঠিনা চৈব সৈব শ্লেষ্মসমুত্থিতা ॥ ৩৯
অল্পীয়সীং যদা হর্ষাদ্বালাং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং নরঃ।
হস্তাভিঘাতাদথ বা চর্ম্মণ্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ ॥
মর্দ্দনাৎ পীড়নাদ্বাপি শুক্রবেগবিঘাততঃ।
যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাম্ ॥ ৪০
বাতোপসৃষ্টমেবন্তু চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিম্।
মণিশ্চর্ম্মোপনদ্ধস্তু মূত্রস্রোতো রুণদ্ধি চ ॥
নিরুদ্ধপ্রকশে তস্মিন্ মন্দধারমবেদনম্।
মূত্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোর্মণির্ন চ বিদীর্য্যতে ॥
নিরুদ্ধপ্রকশং বিদ্যাদরূঢ়াঞ্চাবপাটিকাম্ ॥ ৪১
বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহতো গুদমাশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহৎ স্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ।
মার্গস্য সৌক্ষ্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি ॥
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেনং বিদ্যাৎ সুদুস্তরম্ ॥ ৪২
শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ ॥
স্বিন্নস্যাস্নাপ্যমানস্য কণ্ডূ রক্তকফোদ্ভবা।
কণ্ডূয়নাৎ ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে ॥
একীভূতং ব্রণৈর্ঘোরং তং বিদ্যাদহিপূতনম্ ॥ ৪৩
স্নানোৎসাদনহীনস্য মলো বৃষণসংশ্রিতঃ
প্রক্লিদ্যতে যদা স্বেদাৎ স কণ্ডূং জনয়েৎ তদা ॥
তত্র কণ্ডূয়নাৎ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে।
প্রাহুর্বৃষণকচ্ছুং তাং শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজাম্ ॥ ৪৪
প্রবাহণাতিসারাভ্যাং নির্গচ্ছতি গুদং বহিঃ।
রুক্ষদুর্ব্বলদেহস্য তং গুদভ্রংশমাদিশেৎ ॥ ৪৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে ক্ষুদ্ররোগনিদানং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শূকদোষনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

লিঙ্গবৃদ্ধিমিচ্ছতামক্রমপ্রবৃত্তানাং শূকদোষনিমিত্তা দশ চাষ্টৌ চ ব্যাধয়ো জায়ন্তে। তদ্‌যথা—সর্ষপিকা, অষ্ঠীলিকা, গ্রথিতং, কুম্ভীকা, অলজী, মৃদিতং, সম্মূঢ়পিড়কা, অবমন্থঃ, পুষ্করিকা, স্পর্শহানিঃ, উত্তমা, শতপোনকঃ, ত্বক্‌পাকঃ, শোণিতার্ব্বুদং, মাংসার্ব্বুদং, মাংসপাকঃ, বিদ্রধিঃ, তিলকালকশ্চেতি ॥ ২

হয়। ইহা বেদনাযুক্ত ও দাহযুক্ত হয় এবং কখন বা পাকিয়া যায়। ইহা বাতজ ও আগন্তুক। ইহাকে পরিবর্ত্তিকা কহে। আবার শ্লেষ্মসংসৃষ্ট হইলে উহাই কণ্ডূয়নযুক্ত ও কঠিন হইয়া থাকে। ৩৯। পুরুষ যখন হর্ষ বশতঃ অল্পবয়স্কা বালাতে গমন করে, তখন শিশ্নের চর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হইতে পারে। শিশ্নে হস্তাঘাত হইলেও চর্ম্ম ঐরূপ উল্টাইয়া যায়। অথবা মর্দ্দন বা পীড়ন বশতঃ বা শুক্রবেগ ধারণ বশতঃ চর্ম্ম ঐরূপ অবপাটিত হইতে পারে। ইহাকেই অবপাটিকা কহে। ৪০। [নিরুদ্ধপ্রকশ অবপাটিকার বিপরীত। অবপাটিকা রোগে চর্ম্ম মণির নিম্নে সরিয়া যায়। নিরুদ্ধপ্রকশে চর্ম্ম মণিকে আবৃত করে] চর্ম্ম বাতদূষিত হইলে মণিকে আশ্রয় করে। মণি চর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়। অনন্তর ঐ চর্ম্ম মূত্রস্রোতকে রুদ্ধ করে। এই নিরুদ্ধপ্রকশ রোগে প্রস্রাব মন্দধার অথচ বেদনাহীন হয়। মূত্র নির্গত হয় এবং মণি বিদীর্ণ হয় না। এই রোগকে নিরুদ্ধপ্রকশ কহে। ইহাকে অরূঢ়া-অবপাটিকাও কহিয়া থাকে। ৪১। বেগধারণহেতু বায়ু বিহত ও গুদে আশ্রিত হইয়া মহাস্রোতঃ পক্বাশয়কে রোধ করে এবং গুদদ্বারকে সূক্ষ্ম করিয়া থাকে। মার্গ এইরূপে সূক্ষ্ম হওয়াতে উহার পুরীষ কষ্টে ও অল্পে অল্পে বাহির হয়। এই ব্যাধিকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে। ইহা অতিশয় দুস্তর। ৪২। শিশুর গুহ্যদ্বার বিষ্ঠামূত্রসংযুক্ত অথচ অধৌত হইলে আর এই অবস্থায় শিশু স্বেদযুক্ত (মলিনতাযুক্ত) ও অস্নাত (অপরিষ্কৃত) থাকিলে গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন, রক্ত ও কফ হইতে অহিপূতনক নামক রোগ হয়। সেই কণ্ডূয়ন হইতে শীঘ্র স্ফোট সকল উৎপন্ন হয় ও স্রাব হইতে থাকে। আর ব্রণ সকল একীভূত হইয়া উঠে। ৪৩। স্নান ও উদ্বর্ত্তনরহিত ব্যক্তির বৃষণে মল সঞ্চিত হয়। তাহাতে বৃষণ অতিশয় ক্লিন্ন ও স্বিন্ন হয়। সেই স্বেদ হইতে কণ্ডূ উৎপন্ন হয় এবং কণ্ডূয়ন হইতে শীঘ্র স্ফোট ও স্ফোট হইতে স্রাব উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বৃষণকচ্ছু কহে। ইহা শ্লেষ্মা ও রক্তের প্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। ৪৪। প্রবাহণ (কুঁতুনী) ও অতিসার দ্বারা গুদ বহির্নিঃসৃত হয়। তাহাতে রোগী রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ইহাকে গুদভ্রংশ কহে। ৪৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শূকদোষ-নিদান।

অনন্তর আমরা শূকদোষ-নিদান ব্যাখ্যা করিব। [শূক বা শুক শব্দে শুয়াপোকা]। ১। মূঢ়েরা লিঙ্গবৃদ্ধি-ইচ্ছা করিয়া অন্যায় কার্য্য করিত [অর্থাৎ লিঙ্গে শূককীট প্রয়োগ করিত, লিঙ্গ রজ্জু দ্বারা লম্বমান করিত ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্য করিত]। ইহাতে যে সকল ব্যাধি হইত, তাহা অষ্টাদশ প্রকার। যথা ;—সর্ষপিকা, অষ্ঠীলিকা, গ্রথিত, কুম্ভীকা, অলজী, মৃদিত, সম্মূঢ়পিড়কা, অবমন্থ, পুষ্করিকা, স্পর্শহানি, উত্তমা, শতপোনক, ত্বক্‌পাক, শোণিতার্ব্বুদ, মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক। ২। শূক দ্বারা পীড়ন-

গৌরসর্ষপতুল্যা তু শূকদুর্ভগ্নহেতুকা।
পিড়কা কফরক্তাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপিকা বুধৈঃ ॥ ৩
কঠিনা বিষমৈরঙ্গৈর্মারুতস্য প্রকোপতঃ।
শূকৈস্তু বিষসংযুক্তৈঃ পিড়কাষ্ঠীলিকা ভবেৎ ॥ ৪
শূকৈর্যৎ পূরিতং শশ্বদ্‌গ্রথিতং তৎ কফোত্থিতম্ ॥ ৫
কুম্ভীকা রক্তপিত্তোত্থা জাম্ববাস্থিনিভা শুভা ॥ ৬
অলজীলক্ষণৈর্যুক্তামলজীঞ্চ বিতর্কয়েৎ ॥ ৭
মৃদিতং পীড়িতং যৎ তু সংরব্ধং বায়ুকোপতঃ ॥ ৮
পাণিভ্যাং ভৃশসংমূঢ়ে সম্মূঢ়পিড়কা ভবেৎ ॥ ৯
দীর্ঘা বহ্ব্যশ্চ পিড়কা দীর্য্যন্তে মধ্যতস্তু যাঃ।
সোঽবমন্থঃ কফাসৃগ্‌ভ্যাং বেদনারোমহর্ষকৃৎ ॥ ১০
পিত্তশোণিতসম্ভূতা পিড়কা পিড়কাচিতা।
পদ্মপুষ্করসংস্থানা জ্ঞেয়া পুষ্করিকেতি সা ॥ ১১
জনয়েৎ স্পর্শহানিন্তু শোণিতং শূকদূষিতম্ ॥ ১২
মুদ্গমাষোপমা রক্তা পিড়কা রক্তপিত্তজা।
উত্তমৈষা তু বিজ্ঞেয়া শূকাজীর্ণনিমিত্তজা ॥ ১৩
ছিদ্রৈরণুমুখৈর্যৎ তু চিতং মেঢ্রং সমন্ততঃ।
বাতশোণিতজো ব্যাধির্বিজ্ঞেয়ঃ শতপোনকঃ ॥ ১৪
পিত্তরক্তকৃতো জ্ঞেয়স্ত্বক্‌পাকো জ্বরদাহবান্ ॥ ১৫
কৃষ্ণস্ফোটৈঃ সরক্তৈশ্চ পিড়কাভিশ্চ পীড়িতম্।

হেতু শ্বেতসর্ষপ তুল্য পিড়কা সকল কফরক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকেই পণ্ডিতেরা সর্ষপিকা কহেন। ৩। লিঙ্গে বিষসংযুক্ত শূক প্রয়োগ করিলে অষ্ঠীলিকা নামক রোগ হয়। ইহা স্পর্শে কঠিন ও ইহার অঙ্গ সকল বি-ষম। আর ইহা বাতপ্রকোপজ। ৪। শূকের লোম দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণ গ্রন্থি কফ হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে গ্রথিত কহে। ৫। কুম্ভীকা রক্তপিত্তজ। ইহার আকার জামের আঁটীর ন্যায় ও কৃষ্ণবর্ণ। ৬। প্রমেহ রোগে অলজীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, শূকদোষোক্ত অলজীরও সেই সকল লক্ষণ। ৭। শূক দ্বারা পীড়িত হইলে বায়ুপ্রকোপ বশতঃ যে শোথ হয়, তাহাকে মৃদিত কহে। ৮। শূককে হস্ত দ্বারা পেষিত করিয়া সেই হস্ত দ্বারা লিঙ্গকে অতিশয় মর্দ্দন করিলে সংমূঢ় নামক পিড়কা হয়। ৯। অবমন্থ নামক পিড়কাশ্রেণী কফরক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। পিড়কা সকল দীর্ঘ ও বহু-সংখ্যক হয় এবং মধ্যভাগে বিদীর্ণ হয়। ইহাতে বেদনা ও রোমহর্ষ হয়। ১০। পুষ্করিকা নামক পিড়কার আকৃতি পদ্মকর্ণিকার ন্যায়। উহা পিত্তরক্ত হইতে উদ্ভূত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা-সমূহে ব্যাপ্ত। ১১। শূকদোষে শোণিত দূষিত হইলে স্পর্শহানি হয়। ১২। উত্তমা নামক পিড়কা মুগ ও মাষকলায়ের তুল্য, রক্তবর্ণ ও রক্তপিত্তজ। ইহা শূকদোষ-সহকৃত অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন। ১৩। শতপোনক নামক ব্যাধি বাতরক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। উহাতে মেঢ্র সূক্ষ্মমুখ ছিদ্রসমূহে ব্যাপ্ত হয়। ১৪। ত্বক্‌পাক পিত্তরক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। উহাতে জ্বর ও দাহ হইয়া থাকে। ১৫।

যস্য বস্তিরুজশ্চোগ্রা জ্ঞেয়ং তচ্ছোণিতার্ব্বুদম্ ॥ ১৬
মাংসদোষেণ জানীয়াদর্ব্বুদং মাংসসম্ভবম্ ॥ ১৭
শীর্য্যন্তে যস্য মাংসানি যস্য সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ।
বিদ্যাৎ তং মাংসপাকন্তু সর্ব্বদোষকৃতং ভিষক্ ॥ ১৮
বিদ্রধিং সন্নিপাতেন যথোক্তমভিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৯
কৃষ্ণানি চিত্রাণ্যথবা শূকানি সবিষাণি চ।
পাতিতানি পচন্ত্যাশু মেঢ্রং নিরবশেষতঃ ॥ ২০
কালানি ভূত্বা মাংসানি শীর্য্যন্তে যস্য দেহিনঃ।
সন্নিপাতসমুত্থানং তং বিদ্যাৎ তিলকালকম্ ॥ ২১
তত্র মাংসার্ব্বুদং যচ্চ মাংসপাকশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
বিদ্রধিশ্চ ন সিধ্যন্তি যে চ স্যুস্তিলকালকাঃ ॥ ২২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে শূকদোষনিদানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভগ্নানাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

পতনপীড়নপ্রহারাক্ষেপণব্যালমৃগদশনপ্রভৃতিভিরভিঘাত-বিশেষৈরনেকবিধমস্থ্নাং ভঙ্গমুপদিশন্তি। তং তু ভঙ্গজাত-মস্থসার্য্যমাণং দ্বিবিধমেবোৎপদ্যতে— সন্ধিমুক্তং কাণ্ড-ভগ্নঞ্চ ॥ ২

শোণিতার্ব্বুদ কৃষ্ণ অথচ ঈষৎ রক্তবর্ণ স্ফোট এবং পিড়কাসমূহে পীড়িত। ইহাতে উৎকট বস্তিবেদনা হইয়া থাকে। ১৬। মাংসদোষে মাংসার্ব্বুদ উৎপন্ন হয়, উহা মাংসসম্ভূত। ১৭। শূকদোষে যাহার লিঙ্গমাংস শীর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার বেদনা হয়, তাহাকে মাংসপাক বলে। উহা সান্নিপাতিক। ১৮। বিদ্রধি সান্নিপাতিক। উহার লক্ষণ সাধারণ বিদ্রধির ন্যায়। তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৯। কৃষ্ণবর্ণ অথচ বিচিত্র ও বিষাক্ত শূক সকল প্রয়োগ করিলে মেঢ্রকে নিরবশেষে আশু পাক করে। ২০। যে ব্যক্তির লিঙ্গের মাংস সকল কাল হইয়া শীর্ণ হয়, সেই সান্নিপাতিক উৎপাতকে তিলকালক কহে। ২১। উক্ত অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক অসাধ্য। ২২

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগ্ন-নিদান।

অনন্তর আমরা ভগ্নসমূহের নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ এবং ব্যাল ও মৃগদিগের দশন প্রভৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আঘাত বশতঃ অস্থিসমূহের অনেকবিধ ভঙ্গ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সমস্ত ভঙ্গকেই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ;—সন্ধিমুক্ত ও

তত্র সন্ধিমুক্তমুৎপিষ্টং বিশ্লিষ্টং বিবর্ত্তিতমবক্ষিপ্তমতি-ক্ষিপ্তং তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তমিতি ষড়্‌বিধম্‌॥ ৩

তত্র প্রসারণাকুঞ্চনবিবর্ত্তনাক্ষেপণাশক্তিরুগ্রুরুজত্বং স্পর্শাসহত্বঞ্চেতি সামান্যং সন্ধিমুক্তলক্ষণমুক্তম্‌॥ ৪

বিশেষেণোৎপিষ্টে সন্ধাবুভয়তঃ শোফো বেদনাপ্রাদুর্ভাবো বিশেষতশ্চ নানাপ্রকারা বেদনা রাত্রৌ প্রাদুর্ভবন্তি। বিশ্লিষ্টেঽল্পশোফো বেদনাসাতত্যং সন্ধিবিক্রিয়া চ। বিবর্ত্তিতে তু সন্ধিপার্শ্বাপগমনাদ্বিষমাঙ্গতা বেদনা চ। অবিক্ষিপ্তে সন্ধিবিশ্লেষস্তীব্ররুজত্বঞ্চ। অতিক্ষিপ্তে দ্বয়োঃ সন্ধ্যস্থ্নোরতিক্রান্ততা বেদনা চ। তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তে ত্বেকাস্থিপার্শ্বাপগমনমত্যর্থং বেদনা চেতি॥ ৫

কাণ্ডভগ্নমত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। কর্কটকমশ্বকর্ণং চূর্ণিতং পিচ্চিতমস্থিচ্ছলিতং কাণ্ডভগ্নং মজ্জানুগতমতিপাতিতং বক্রং ছিন্নং পাটিতং স্ফুটিতমিতি দ্বাদশবিধম্‌॥ ৬

শ্বয়থুবাহুল্যং স্পন্দনবিবর্ত্তনস্পর্শাসহিষ্ণুত্বমবপীড্যমানে শব্দঃ স্রস্তাঙ্গতা বিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন শর্ম্মলাভ ইতি সমাসেন কাণ্ডভগ্নলক্ষণমুক্তম্‌॥ ৭

বিশেষতস্তু সংমূঢ়মুভয়তোঽস্থিমধ্যভগ্নং গ্রন্থিরিবোন্নতং কর্কটকম্‌। অশ্বকর্ণবদুদ্গতমশ্বকর্ণকম্‌। চূর্ণিতমস্থি তত্তু শব্দস্পর্শাভ্যাং বোদ্ধব্যম্‌। পিচ্চিতং পৃথুতাং গতমনল্পশোফম্‌। পার্শ্বয়োরস্থি হীনোদ্গতমস্থিচ্ছলিতম্‌। খল্লেত প্রকম্পমাণং কাণ্ডভগ্নত্বম্‌। অস্থ্যবয়বোঽস্থিমধ্যমনুপ্রবিশ্য মজ্জানমুন্নহ্যতীতি মজ্জানুগতম্‌। অস্থি নিঃশেষতশ্ছিন্নমতিপাতিতম্‌। আভুগ্নমবিমুক্তাস্থি বক্রম্‌। অন্যতরপার্শ্বাবশিষ্টং ছিন্নম্‌। পাটিতমণু বহুবিদারিতং বেদনাবচ্চ। শূকপূর্ণমিবাধ্মাতং বিপুলং বিস্ফুটীকৃতং স্ফুটিতমিতি। তেষু চূর্ণিতছিন্নাতিপাতিতমজ্জানুগতানি কৃচ্ছ্রসাধ্যানি কৃশবৃদ্ধবালানাং ক্ষতক্ষীণকুষ্ঠশ্বাসিনাং সন্ধ্যুপগতঞ্চেতি॥ ৮

ভবন্তি চাত্র।

ভিন্নং কপালং কট্যাস্তু সন্ধিমুক্তং তথা চ্যুতম্‌।
জঘনং প্রতিপিষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ তচ্চিকিৎসকঃ॥ ৯
অসংশ্লিষ্টং কপালন্তু ললাটে চূর্ণিতঞ্চ যৎ।
ভগ্নং স্তনান্তরে শঙ্খে পৃষ্ঠে মূর্দ্ধ্নি চ বর্জ্জয়েৎ॥ ১০
আদিতো যচ্চ দুর্জ্জাতমস্থি সন্ধিরথাপি বা।
সম্যক্‌ সংহিতমপ্যস্থি দুর্ন্যাসাদ্‌দুর্নিবন্ধনাৎ।
সঙ্ক্ষোভাদ্বাপি যদ্গচ্ছেদ্বিক্রিয়াং তৎ তু বর্জ্জয়েৎ॥ ১১

কাণ্ডভগ্ন। ২। তন্মধ্যে সন্ধিমুক্ত ষড়্‌বিধ। যথা ;—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, অবক্ষিপ্ত, অতিক্ষিপ্ত ও তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত।৩। সর্ব্বপ্রকার সন্ধিমুক্তের সাধারণ লক্ষণ যথা ;—প্রসারণ, আকুঞ্চন, বিবর্ত্তন (ফিরান) ও আক্ষেপণ (অতিশয় চালন) এই সকল কার্য্যে অশক্তি, উৎকট বেদনা ও স্পর্শাসহত্ব হয়। ৪। সন্ধি বিশেষরূপে উৎপিষ্ট (চূর্ণিত বা থেঁৎলান) হইয়া গেলে উভয় পার্শ্বে শোথ, অতিশয় বেদনা, বিশেষতঃ নানা প্রকার বেদনা রাত্রিতে প্রাদুর্ভূত হয়। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলে অল্প শোথ, সতত বেদনা ও সন্ধির ক্রিয়া-বিকৃতি হয়। যদি বিবর্ত্তিত (ব্যাবর্ত্তিত, উল্টান) হইয়া গেলে সন্ধির পার্শ্বে অপসরণ হেতু সেই অঙ্গের বিষমতা (উচ্চনীচতা) ও বেদনা হয়। সন্ধি অবক্ষিপ্ত (পাঠান্তর—অতিক্ষিপ্ত। অর্থ—দূরগত) হইলে সন্ধ্যস্থিদ্বয়ের দূরে গমন ও বেদনা হয়। সন্ধি তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত (বক্রভাবে ক্ষিপ্ত) হইলে একটী অস্থির পার্শ্বে অপসরণ ও অত্যন্ত বেদনা হয়।৫। অনন্তর কাণ্ডভগ্ন ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহা দ্বাদশবিধ। যথা ;—কর্কটক, অশ্বকর্ণ, চূর্ণিত, পিচ্চিত, অস্থিচ্ছলিত, কাণ্ডভগ্ন, মজ্জানুগত, অতিপাতিত, বক্র, ছিন্ন, পাটিত ও স্ফুটিত। ৬। সংক্ষেপে কাণ্ডভগ্নের লক্ষণ যথা ;—অতিশয় শোথ, স্পন্দন, বিবর্ত্তন, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অবপীড়ন করিলে শব্দ, স্রস্তাঙ্গতা, নানা প্রকার বেদনার প্রাদুর্ভাব এবং কোন অবস্থাতেই সুখ নাই, এই সকল কাণ্ডভগ্নের লক্ষণ। ৭। অস্থি মধ্যে ভগ্ন, ভগ্নস্থানের উভয় পার্শ্ব সংমূঢ় (নিপীড়ন দ্বারা আনত) ও মধ্যস্থান উন্নত হইলে তাহাকে কর্কটক (কাঁকড়ার সদৃশ) কহে। অস্থি ভগ্ন হইয়া ভগ্নস্থান অশ্বকর্ণের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহাকে অশ্বকর্ণ কহে। অস্থি চূর্ণিত হইলে শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা বোঝা যায়। অস্থি পিচ্চিত (থেঁৎলান) হইলে স্থূলতা প্রাপ্ত ও অনল্প শোথযুক্ত হয়। উভয় পার্শ্বে অস্থি হীন অথচ উদ্গত হইলে তাহাকে অস্থিচ্ছলিত (অস্থি উচ্ছলিতের ন্যায়) কহে। ভগ্নস্থান চলিত ও কম্পমান হইলে কাণ্ডভগ্ন কহে। অস্থির অংশ অস্থি মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া মজ্জাকে উন্নদ্ধ করিলে তাহাকে মজ্জানুগত কহে। অস্থি নিঃশেষতঃ ছিন্ন হইলে তাহাকে অতিপাতিত কহে। অস্থি ঈষৎ বক্রভাবে থাকিলে অথচ বিশ্লিষ্ট না হইলে বক্র কহে। অস্থি একপার্শ্বে অবশিষ্ট থাকিলে ছিন্ন কহে। বহুতর সূক্ষ্মভাবে বিদারিত ও বেদনাবিশিষ্ট হইলে পাটিত কহে। ভগ্ন অস্থি শূকপূর্ণের ন্যায় (শূক শব্দে যবাদির শুঙ্গা) বোধ হইলে, আধ্মাত (ফাঁপা) হইলে এবং বিপুলরূপে স্ফুটিত হইলে স্ফুটিত কহে। এই সকল ভগ্নের মধ্যে চূর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জানুগত কৃচ্ছ্রসাধ্য। আর কৃশ, বৃদ্ধ, বালক, ক্ষতক্ষীণ, কুষ্ঠরোগী ও শ্বাসরোগীদিগের সন্ধিমুক্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য। ৮। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে ;—কপাল যদি ভিন্ন হয়, কটি যদি সন্ধিচ্যুত হয়, জঘন যদি পিষ্ট হয়, তবে চিকিৎসক বর্জ্জন করিবেন। ৯। কপালসন্ধি যদি অসংশ্লিষ্ট হয়, যদি ললাটে চূর্ণিত নামক কাণ্ডভেদ হয় এবং যদি স্তনদ্বয়ের মধ্যে, শঙ্খে, পৃষ্ঠে ও মস্তকে সন্ধি ভগ্ন হয়, তবে বর্জ্জন করিবেন। ১০। যে অস্থিসন্ধি উৎপত্তিকালেই অযথা সংহিত হইয়াছে, অথবা যে ভগ্ন অস্থি সম্যক্‌ সংহিত হইলেও অযথান্যাস বা অযথাবন্ধন বা সংক্ষোভ (চালন) বশতঃ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও বর্জ্জনীয়। ১১।

মধ্যস্থ বয়সোঽবস্থাস্তিস্রো যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তত্র স্থিরো ভবেজ্জন্তুরুপক্রান্তো বিজানতা॥ ১২
তরুণাস্থীনি নম্যন্তে ভজ্যন্তে নলকানি তু।
কপালানি বিভিদ্যন্তে স্ফুটন্তি রুচকানি চ॥

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে ভগ্ননিদানং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

উপরে যে তিনপ্রকার বর্জ্জনীয় অবস্থা বিবৃত হইল, সেই সকল অবস্থা মধ্যম বয়সে ঘটিলে এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে, জন্তু সেই সকল অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে [অর্থাৎ সন্ধি প্রভৃতি বিবৃত হইলেও জীবনের ব্যাঘাত হয় না]। ১২। তরুণ-অস্থি (নাসা কর্ণ প্রভৃতি স্থানের ছোট ছোট নরম অস্থি) সকল ভগ্ন না হইয়া নত হয়। নলক-অস্থি (শাখাস্থি—হস্ত-পদের লম্বা লম্বা অস্থি) সকল ত্রুটিত হয়। কপাল-সকল (মস্তকাদির খর্পর সকল) বিভিন্ন হয় এবং রুচক অস্থি (দন্তাস্থি) সকল স্ফুটিত হয়। [এই সকল অস্থির ঐ সকল অবস্থাকেই ভগ্ন বলা যায়]। ১৩

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মুখরোগাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

মুখরোগাঃ পঞ্চষষ্টিঃ সপ্তস্বায়তনেষু। তত্রায়তনান্যোষ্ঠৌ দন্তমূলানি দন্তা জিহ্বা তালু কণ্ঠঃ সর্ব্বাণি চেতি॥ ২

তত্রোষ্ঠয়োঃ। পঞ্চদশ দন্তমূলেষু। অষ্টৌ দন্তেষু। পঞ্চ জিহ্বায়াম্। নব তালুনি। সপ্তদশ কণ্ঠে। ত্রয়ঃ সর্ব্বেসায়তনেষু॥ ৩

তত্রৌষ্ঠপ্রকোপা বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতরক্তমাংসমেদোঽভিঘাতনিমিত্তাঃ॥ ৪

ষোড়শ অধ্যায়।

মুখরোগ-নিদান।

অনন্তর আমরা মুখরোগসমূহের নিদান ব্যাখ্যা করিব। ১। মুখরোগ পঞ্চষষ্টিপ্রকার। উহাদের স্থান সাতটী যথা ;—ওষ্ঠ অধর, দন্তমূল সমস্ত, দন্ত সমস্ত, জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ ও সমস্ত মুখ। ২। তন্মধ্যে ওষ্ঠ ও অধরে অষ্টপ্রকার মুখরোগ হয়। দন্তমূলে পঞ্চদশপ্রকার, দন্তে আটপ্রকার, জিহ্বায় পাঁচপ্রকার, তালুতে নয়প্রকার, কণ্ঠে সপ্তদশপ্রকার এবং সমস্ত মুখে তিনপ্রকার [সমস্ত মুখের রোগদিগকে সর্ব্বসর রোগ কহে] রোগ হয়। ৩। তন্মধ্যে ওষ্ঠপ্রকোপ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও

কর্কশৌ পরুষৌ স্তব্ধৌ কৃষ্ণৌ তীব্ররুগন্বিতৌ।
দাল্যেতে পরিপুট্যেতে হ্যোষ্ঠৌ মারুতকোপতঃ॥ ৫
আচিতৌ পিড়কাভিস্তু সর্ষপাকৃতিভির্ভৃশম্
সদাহপাকসংস্রাবৌ নীলৌ পীতৌ চ পিত্ততঃ॥ ৬
সবর্ণাভিস্তু চীয়েতে পিড়কাভিরবেদনৌ।
কণ্ডুমন্তৌ কফাচ্ছুনৌ পিচ্ছিলৌ শীতলৌ গুরূ॥
সকৃৎকৃষ্ণৌ সকৃৎপীতৌ সকৃচ্ছ্বেতৌ তথৈব চ।
সন্নিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কাচিতৌ॥ ৮
খর্জ্জুরফলবর্ণাভিঃ পিড়কাভিঃ সমাচিতৌ।
রক্তোপসৃষ্টৌ রুধিরং স্রবতঃ শোণিতপ্রভৌ॥ ৯
মাংসদুষ্টৌ গুরূ স্থূলৌ মাংসপিণ্ডবদুদ্গতৌ।
জন্তবশ্চাত্র মূর্চ্ছন্তি সৃক্কস্রোভয়তো মুখাৎ॥ ১০
মেদসা ঘৃতমণ্ডাভৌ কণ্ডুমন্তৌ স্থিরৌ মৃদূ।
অচ্ছস্ফটিকসঙ্কাশমাস্রাবং স্রবতো গুরূ॥ ১১
ক্ষতজাভৌ বিদীর্য্যেতে পাট্যেতে চাভিঘাততঃ।
গ্রথিতৌ চ সমাখ্যাতাবোষ্ঠৌ কণ্ডুসমন্বিতৌ॥ ১২

দন্তমূলগতাস্তু শীতাদো দন্তপুপ্পুটকো দন্তবেষ্টকঃ শৌষিরো মহাশৌষিরঃ পরিদর উপকুশো দন্তবৈদর্ভো বর্দ্ধনোঽধিমাংসো নাড্যঃ পঞ্চেতি॥ ১৩

শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
দুর্গন্ধীনি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদূনি চ॥

অভিঘাতজ। ৪। বাত-প্রকোপ বশতঃ ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, পরুষ, স্তব্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয় এবং বিদীর্ণ ও পুটিতত্বক্ হইয়া থাকে। ৫। পিত্তপ্রকোপবশতঃ ওষ্ঠদ্বয় সর্ষপাকৃতি পিড়কাসমূহে অতিশয় ব্যাপ্ত হয় এবং দাহ পাক ও স্রাবযুক্ত হইয়া থাকে। আর নীল বা পীত হয়। ৬। কফপ্রকোপহেতু ওষ্ঠদ্বয় তুল্যবর্ণ-পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। বেদনাহীন হয়, কণ্ডুযুক্ত হয়, শোথযুক্ত হয় এবং পিচ্ছিল, শীতল ও গুরু হয়। ৭। ত্রিদোষের প্রকোপহেতু ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণবর্ণ, কখন বা পীতবর্ণ, আবার কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাপ্রকার পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ৮। রক্তপ্রকোপ বশতঃ ওষ্ঠদ্বয় খর্জ্জুরফলবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হয়, রক্তস্রাব করে ও রক্তবর্ণ হয়। ৯। মাংসদুষ্ট ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় উদ্গত হয় এবং রোগীর সৃক্কের উভয় মুখ হইতে কৃমি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০। মেদঃপ্রকোপহেতু ওষ্ঠদ্বয় ঘৃতমণ্ড-সদৃশবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, স্থির, গুরু ও মৃদু হয়। আর স্বচ্ছস্ফটিকবর্ণ রক্তস্রাব হইতে থাকে। ১১। অভিঘাতহেতু ওষ্ঠদ্বয় ক্ষতজবর্ণ (রক্তবর্ণ) হয়, বিদীর্ণ হয়, দ্বিধা ভিন্নের ন্যায় হয়, গ্রন্থিযুক্ত হয় ও কণ্ডুয়নযুক্ত হয়। ১২। দন্তমূলগত পঞ্চদশ রোগপ্রকার যথা ;—শীতাদ, দন্তপুপ্পুটক, দন্তাবেষ্টক, শৌষির, মহাশৌষির, পরিদর, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ, বর্দ্ধন, অধিমাংস এবং পঞ্চপ্রকার নালী। ১৩। যে ব্যক্তির দন্তবেষ্ট (মাড়ী) হইতে অকস্মাৎ রক্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং দন্তমাংসসমূহ দুর্গন্ধী

দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে পচন্তি চ পরস্পরম্।
শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ॥ ১৪
দন্তয়োস্ত্রিষু বা যস্য শ্বয়থুঃ সরুজো মহান্।
দন্তপুপ্পুটকো জ্ঞেয়ঃ কফরক্তনিমিত্তজঃ॥ ১৫
স্রবন্তি পূয়রুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ।
দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ॥ ১৬
শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফরক্তজঃ।
লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ডুমান্ শৌষিরো গদঃ॥ ১৭
দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যবদীর্য্যতে।
দন্তমাংসানি পচ্যন্তে মুখঞ্চ পরিপীড্যতে।
যস্মিন স সর্ব্বজো ব্যাধির্মহাশৌষিরসংজ্ঞকঃ॥ ১৮
দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে যস্মিন্ ষ্ঠীবতি চাপ্যসৃক্।
পিত্তাসৃক্কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরো হি সঃ॥ ১৯
বেষ্টেষু দাহঃ পাকশ্চ তেভ্যো দন্তাশ্চলন্তি চ।
আঘট্টিতাঃ প্রস্রবন্তি শোণিতং মন্দবেদনাঃ॥
আধ্মায়ন্তে স্রুতে রক্তে মুখং পূতি চ জায়তে।
যস্মিন্নুপকুশঃ স স্যাৎ পিত্তরক্তকৃতো গদঃ॥ ২০
ঘৃষ্টেষু দন্তমূলেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্।
ভবন্তি চ চলা দন্তাঃ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ॥ ২১
মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্রবেদনঃ।
বর্দ্ধনঃ স মতো ব্যাধির্জাতে রুক্ চ প্রশাম্যতি॥ ২২
হানব্যে পশ্চিমে দন্তে মহাঞ্ছোথো মহারুজঃ।
লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ॥ ২৩
দন্তমূলগতা নাড্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথেরিতাঃ॥ ২৪
দন্তগতাস্তু দালনঃ ক্রিমিদন্তকো দন্তহর্ষো ভঞ্জনকঃ
শর্করা কপালিকা শ্যাবদন্তকো হনুমোক্ষশ্চেতি॥ ২৫
দাল্যন্তে বহুধা দন্তা যস্মিংস্তীব্ররুগন্বিতাঃ।
দালনঃ স ইতি জ্ঞেয়ঃ সদাগতিনিমিত্তজঃ॥ ২৬
কৃষ্ণশ্ছিদ্রী চলঃ স্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ।
অনিমিত্তরুজো বাতাদ্বিজ্ঞেয়ঃ কৃমিদন্তকঃ॥ ২৭
দশনাঃ শীতমুষ্ণঞ্চ সহন্তে স্পর্শনং ন চ।
যস্য তং দন্তহর্ষন্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সমীরণাৎ॥ ২৮
বক্ত্রং বক্রং ভবেদ্যস্মিন্ দন্তভঙ্গশ্চ তীব্ররুক্।
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনকসংজ্ঞিতঃ॥ ২৯
শর্করেব স্থিরীভূতো মলো দন্তেষু যস্য বৈ।
সা দন্তানাং গুণঘ্নী তু বিজ্ঞেয়া দন্তশর্করা॥ ৩০
দলন্তি দন্তবল্কানি যদা শর্করয়া সহ।
জ্ঞেয়া কপালিকা সৈব দশনানাং বিনাশিনী॥ ৩১
যোঽসৃঙ্মিশ্রেণ পিত্তেন দগ্ধো দন্তস্ত্বশেষতঃ।
শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গতঃ স শ্যাবদন্তকঃ॥ ৩২

ঈষৎ কৃষ্ণ, অতিশয় ক্লেদযুক্ত ও মৃদু হইয়া শীর্ণ (গলিত) হইতে থাকে আর পরস্পরকে পাক করিতে থাকে, তাহার সেই ব্যাধিকে শীতাদ কহে। ইহা কফরক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ১৪। দুই বা তিনটী দন্তের মূলে বেদনাযুক্ত বৃহৎ শোথ হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুটক কহে। উহা কফ ও রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ১৫। যে রোগে দন্তমূল হইতে পূয়রক্ত বাহির ও দন্ত সকল চলিত হয়, তাহাকে দন্তাবেষ্টক কহে। উহা দুষ্ট রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ১৬। যদি দন্তমূলে বেদনাযুক্ত শোথ কফরক্ত হইতে উৎপন্ন হয় এবং লালাস্রাব ও কণ্ডুয়ন হয়, তবে তাহাকে শৌষির রোগ কহে। ১৭। যে রোগে দন্ত সকল দন্তবেষ্ট হইতে চলিত হয়, তালু অবদীর্ণ হয়, দন্তমাংসসমূহ পাকিয়া যায়, মুখ অতিশয় পীড়িত হইতে থাকে, সেই সান্নিপাতিক দন্তরোগকে মহাশৌষির কহে। ১৮। যে রোগে দন্তমাংসসমূহ গলিত হয় ও রক্তষ্ঠীবন হইতে থাকে, সেই পিত্তরক্তজ ব্যাধিকে পরিদর কহে। ১৯। যে রোগে দন্তবেষ্টসমূহে দাহ ও পাক হইতে থাকে, দন্ত সকল চলিত হইতে থাকে ও আঘট্টিত হইলে শোণিত স্রাব করিতে থাকে, মন্দ মন্দ বেদনা হয়, রক্ত স্রুত হইলে পর দন্ত সকল আধ্মাত (শূলযুক্ত) হয় এবং মুখ পচিয়া উঠে, তাহাকে উপকুশ কহে। এই রোগ পিত্তরক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ২০। বৈদর্ভ রোগ আঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। এই রোগে দন্তমূলসমূহ ঘৃষ্ট হইলে অতিশয় শোথ হয় এবং দন্ত সকল চলিত হইতে থাকে। ২১। বায়ুপ্রকোপ হেতু অতিরিক্ত দন্তের উৎপত্তি হয়, এই রোগ উৎপন্ন হইবার সময়ে তীব্রবেদনা উৎপন্ন হয় এবং দাঁত উঠিবার পর বেদনা যায়। ইহাকে বর্দ্ধন নামক রোগ কহে [ইহাকেই বোধ হয় ভাষায় "জ্ঞানদন্ত" কহে] ২২। পার্শ্বের দন্ত হানব্য (আহত ?) হইলে বেদনাযুক্ত মহান্ শোথ হয়। তাহাতে লালাস্রাব হইতে থাকে। ইহাকে অধিমাংসক রোগ কহে। ইহা কফকৃত। ২৩। দন্তমূলগত নালী পঞ্চবিধ। এই পঞ্চবিধ নালী ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ২৪। দন্তগত আট প্রকার রোগ যথা;—দালন, ক্রিমিদন্ত, দন্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, কপালিকা, শ্যাবদন্ত ও হনুমোক্ষ। ২৫। যে রোগে দন্ত বহুধা বিদীর্ণ হয় ও তীব্র-বেদনাযুক্ত হয়, তাহাকে দালন কহে। ইহা বাতজ। ২৬। কৃমিদন্তক রোগে দন্ত কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, চল, স্রাবযুক্ত, সংরম্ভযুক্ত (শোথযুক্ত) ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়। ইহার বেদনা সকল অনিমিত্তক হইয়া থাকে। এই রোগ বাতজ। ২৭। দন্ত সকল শীত, উষ্ণ ও স্পর্শ সহ্য করে না। ইহাকেই দন্তহর্ষ রোগ কহে। ইহা বাতজ। ২৮। যে রোগে মুখ বক্র, দন্ত ভগ্ন ও বেদনা তীব্র হয়, সেই কফবাতকৃত রোগকে ভঞ্জনক কহে। ২৯। যাহার দন্তসমূহে মল শর্করার ন্যায় স্থিরীভূত হয় এবং তজ্জন্য দন্তসমূহের অপটুতা হয়, তাহার সেই রোগকে দন্তশর্করা কহে। ৩০। যে রোগে দন্তে শর্করা হইয়া, দন্তের বল্ক সকল (উপরকার স্তর) ফাটিয়া যায়, তাহাকে কপালিকা বলে। কপালিকা দন্তনাশ করে। ৩১। যে দন্ত রক্ত ও পিত্ত দ্বারা অশেষতঃ

বাতেন তৈস্তৈর্ভাবৈস্ত হনুসন্ধির্বিসংহতঃ।
হনুমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ো ব্যাধিরর্দ্দিতলক্ষণঃ॥ ৩৩

জিহ্বাগতাস্তু কণ্টকাস্ত্রিবিধাস্ত্রিভির্দোষৈরলাস উপজিহ্বিকা চেতি॥ ৩৪

জিহ্বানিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা
ভবেচ্চ শাকচ্ছদনপ্রকাশা।
পিত্তেন পীতা পরিদহ্যতে চ
চিতা সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ।
কফেন গুর্ব্বী বহুলা চিতা চ
মাংসোদ্গমৈঃ শাল্মলিকণ্টকাভৈঃ॥ ৩৫
জিহ্বাতলে যঃ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ
সোঽলাসসংজ্ঞঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
জিহ্বাং স তু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো
মূলে তু জিহ্বা ভৃশমেতি পাকম্॥ ৩৬
জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহ্বা-
মুন্নম্য জাতঃ কফরক্তযোনিঃ।
প্রসেককণ্ডূপরিদাহযুক্তা
প্রকথ্যতেঽসাবুপজিহ্বিকেতি॥ ৩৭

তালুগতাস্তু গলশুণ্ডিকা তুণ্ডিকেৰ্য্যধ্রুষো মাংসকচ্ছপোঽর্ব্বুদং মাংসসঙ্ঘাতস্তালুপুপ্পুটস্তালুশোষস্তালুপাক ইতি॥ ৩৮

শ্লেষ্মাসৃগ্ভ্যাং তালুমূলাৎ প্রবৃদ্ধো
দীর্ঘঃ শোফো ধ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ।
তৃষ্ণাকাসশ্বাসকৃৎ সম্প্রদিষ্টো
ব্যাধির্বৈদ্যৈঃ কণ্ঠশুণ্ডীতি নাম্না॥ ৩৯
শোফঃ স্থূলস্তোদদাহপ্রপাকী
প্রাগুক্তাভ্যাং তুণ্ডিকেরী মতা তু॥ ৪০
শোফঃ স্তব্ধো লোহিতস্তালুদেশে
রক্তাজ্জ্ঞেয়ঃ সোঽধ্রুষো রুগ্জ্বরাঢ্যঃ॥ ৪১
কূর্ম্মোৎসন্নোঽবেদনোঽশীঘ্রজন্মা-
ঽরক্তো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্লেষ্মণা স্যাৎ॥ ৪২
পদ্মাকারং তালুমধ্যে তু শোফং
বিদ্যাদ্রক্তাদর্ব্বুদং প্রোক্তলিঙ্গম্॥ ৪৩
দুষ্টং মাংসং শ্লেষ্মণা নীরুজঞ্চ
তাল্বন্তস্থং মাংসসঙ্ঘাতমাহুঃ॥ ৪৪
নীরুক্ স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাৎ স্যা-
ন্মেদোযুক্তাৎ পুপ্পুটস্তালুদেশে॥ ৪৫
শোষোঽত্যর্থং দীর্য্যতে চাপি তালুঃ
শ্বাসো বাতাৎ তালুশোষঃ সপিত্তাৎ॥ ৪৬
পিত্তং কুর্য্যাৎ পাকমত্যর্থঘোরং
তালুন্যেনং তালুপাকং বদন্তি॥ ৪৭

কণ্ঠগতাস্তু রোহিণ্যঃ পঞ্চ কণ্ঠশালূকমধিজিহ্বো বলয়ো বলাস একবৃন্দো বৃন্দঃ শতঘ্নী গিলায়ুর্গলবিদ্রধির্গলৌঘঃ স্বরঘ্নো মাংসতানো বিদারী চেতি॥ ৪৮

দগ্ধ হয় এবং শ্যাববর্ণ বা নীলবর্ণ হয়, তাহাকে শ্যাবদন্তক কহে। ৩২। উচ্চ ভাষণ প্রভৃতি কারণে বায়ুর প্রকোপ হওয়াতে হনুসন্ধি শিথিল হইলে, হনুমোক্ষ হয়। ইহার লক্ষণ অর্দ্দিত রোগের ন্যায়। ৩৩। জিহ্বাগত পঞ্চপ্রকার রোগ যথা;—বাতজ কণ্টক, পিত্তজ কণ্টক, কফজ কণ্টক, অলাস ও উপজিহ্বিকা। ৩৪। বায়ুপ্রকোপ বশতঃ জিহ্বা স্ফুটিত ও প্রসুপ্ত হয় এবং শাকপত্রের (শেগুন-পাতার) ন্যায় খর হয়। পিত্তপ্রকোপ বশতঃ জিহ্বা পীত ও পরিদগ্ধ হয় এবং ঈষৎ কণ্টকসমূহে ব্যাপ্ত হয়। কফের প্রকোপ বশতঃ জিহ্বা গুরু, বহুল (স্থূল) ও শাল্মলীকণ্টক সদৃশ মাংসাঙ্কুরসমূহে ব্যাপ্ত হয়। ৩৫। জিহ্বাতলে প্রগাঢ় শোথ হয়। তাহাকে অলাস বলে। উহা কফরক্তজ। উহাতে জিহ্বা স্তব্ধ হয়। উহা প্রবৃদ্ধ হইলে জিহ্বামূলে অতিশয় পাক হইতে থাকে। ৩৬। জিহ্বার নিম্নে শোথ হয়, ইহার রূপ জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায়, তাহাতে জিহ্বা উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ কফ-রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে প্রসেক, কণ্ডূয়ন ও পরিদাহ হয়। ইহাকেই উপজিহ্বিকা কহে। ৩৭। তালুগত নয় প্রকার রোগ যথা;—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপী, অর্ব্বুদ, মাংসসঙ্ঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোথ ও তালুপাক। ৩৮। গলশুণ্ডী নামক শোথ কফরক্তজ। উহা তালুমূল হইতে উৎপন্ন হয়। উহা একপ্রকার প্রবৃদ্ধ দীর্ঘ-শোথ এবং দেখিতে আধ্মাত বস্তির ন্যায়। উহাতে তৃষ্ণা, কাস, ও শ্বাস হয়। ইহাকে কণ্ঠশুণ্ডীও বলে। ৩৯। তুণ্ডিকেরী নামক শোথ কফরক্তজ। ইহা স্থূল, তোদ দাহ ও পাকযুক্ত হয়। ৪০। অধ্রুষ নামক শোথ তালুদেশে রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। উহা স্তব্ধ, লোহিত ও বেদনাযুক্ত। ইহাতে জ্বর হইয়া থাকে। ৪১। মাংসকচ্ছপী শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত, বেদনাহীন, বিলম্বে বৃদ্ধি পায়, ইহাতে রক্তের সংসৃষ্টতা নাই। ৪২। তালুমধ্যে পদ্মাকার শোথ রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। উহার লক্ষণ রক্তার্ব্বুদের ন্যায়, উহাকে অর্ব্বুদ বলে। ৪৩। তালুর অভ্যন্তরে দুষ্ট মাংস শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়। উহাতে ব্যথা থাকে না। ইহাকে মাংসসঙ্ঘাত কহে। ৪৪। তালুদেশে ব্যথাহীন, স্থায়ী, কোলমাত্র (কুলের ন্যায় প্রমাণবিশিষ্ট) শোথ হইলে তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে। ইহা মেদঃসংসৃষ্ট কফ হইতে উৎপন্ন হয়। ৪৫। তালুশোষ বাতপৈত্তিক রোগ। ইহাতে তালুর শোষ হয়, তালু অতিশয় বিদীর্ণ হয় এবং শ্বাস হইয়া থাকে। ৪৬। তালুপাক পিত্তজ রোগ। ইহাতে তালুর ঘোরতর পাক হইয়া থাকে। ৪৭। কণ্ঠগত সপ্তদশ প্রকার রোগ যথা;—পঞ্চপ্রকার রোহিণী রোগ, কণ্ঠশালূক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান ও বিদারী। ৪৮। গলদেশে বাত পিত্ত ও কফ পৃথক্ পৃথক্

গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ
পৃথক্ সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতম্।
প্রদূষ্য মাংসং গলরোধিনোঽঙ্কুরান্
সৃজন্তি যান্ সাসুহরা তু রোহিণী ॥ ৪৯
জিহ্বাং সমন্তাদ্ভৃশবেদনা যে
মাংসাঙ্কুরাঃ কণ্ঠনিরোধিনঃ স্যুঃ।
তাং রোহিণীং বাতকৃতাং বদন্তি
বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়যুক্তাম্ ॥ ৫০
ক্ষিপ্রোদ্গমা ক্ষিপ্রবিদাহপাকা
তীব্রজ্বরা পিত্তনিমিত্ততঃ স্যাৎ ॥ ৫১
স্রোতোনিরোধিন্যপি মন্দপাকা
গুর্ব্বী স্থিরা সা কফসম্ভবা বৈ ॥ ৫২
গম্ভীরপাকাপ্রতিবারবীর্য্যা ত্রিদোষলিঙ্গা ত্রয়সম্ভবা স্যাৎ ॥৫৩
স্ফোটাচিতা পিত্তসমানলিঙ্গাঽসাধ্যা প্রদিষ্টারুধিরাত্মিকেয়ম্॥৫৪
কোলাস্থিমাত্রঃ কফসম্ভবো যো গ্রন্থির্গলে কণ্টকশূকভূতঃ।
খরঃ স্থিরঃ শস্ত্রনিপাতসাধ্যস্তং কণ্ঠশালূকমিতি ব্রুবন্তি ॥ ৫৫
জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাত্তু জিহ্বাপ্রবন্ধোপরি রক্তমিশ্রঃ।
জ্ঞেয়োঽধিজিহ্বঃ খলু রোগ এষ বিবর্জয়েদাগতপাকমেনম্ ৫৬
বলাস এবায়তমুন্নতঞ্চ শোফং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য।
তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবারবীর্য্যং বিবর্জ্জনীয়ং বলযং বদন্তি ॥ ৫৭
গলে চ শোফং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নম্
মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেতদাহুর্বলাসসংজ্ঞং নিপুণা বিকারম্ ॥৫৮
বৃত্তোন্নতো যঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ কণ্ডান্বিতোঽপাক্যমৃদুর্গুরুশ্চ।
নাম্নৈকবৃন্দঃ পরিকল্পিতোঽসৌ ব্যাধির্বলাসক্ষতজপ্রসূতঃ ॥ ৫৯
সমুন্নতং বৃত্তমমন্দদাহং
তীব্রজ্বরং বৃন্দমুদাহরন্তি।
তঞ্চাপি পিত্তক্ষতজপ্রকোপাদ্-
বিদ্যাৎ সতোদং পবনাত্রজং তম্ ॥ ৬০
বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী যা
চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ।
নানারুজোচ্ছ্রায়করী ত্রিদোষাজ্-
জ্ঞেয়া শতঘ্নীব শতঘ্ন্যসাধ্যা ॥ ৬১
গ্রন্থির্গলে ত্বামলকাস্থিমাত্রঃ
স্থিরোঽল্পরুক্ স্যাৎ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশনঞ্চ
স শস্ত্রসাধ্যস্তু গিলায়ুসংজ্ঞঃ ॥ ৬২
সর্ব্বং গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ
শোফো রুজো যত্র বসন্তি সর্ব্বাঃ।
স সর্ব্বদোষো গলবিদ্রধিস্তু
তস্যৈব তুল্যঃ খলু সর্ব্বজস্য-॥ ৬৩
শোফো মহানন্নজলাবরোধী
তীব্রজ্বরো বাতগতের্নিহন্তা।

কুপিত হইয়া তিনপ্রকার রোহিণী রোগ উৎপন্ন করে। চতুর্থ প্রকার রোহিণী সন্নিপাত হইতে এবং পঞ্চপ্রকার রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। এই সকল দোষ মাংসকে দূষিত করিয়া গলরোধী মাংসাঙ্কুরসমূহ উৎপন্ন করে। এই প্রাণনাশক ব্যাধিকে রোহিণী কহে। ৪৯। জিহ্বামূলের চতুঃপার্শ্বে অতিশয় বেদনার সহিত কণ্ঠরোধী মাংসাঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয়। ইহার উপদ্রব সকল বাতাত্মক হওয়াতে ইহাকে বাতজ রোহিণী কহে। ৫০। পিত্তপ্রকোপ হেতু রোহিণী হইলে তাহার শীঘ্র উদ্ভব, শীঘ্র বিদাহ ও শীঘ্র পাক হয় এবং তীব্র জ্বর হইয়া থাকে। ৫১। কফপ্রকোপ হেতু রোহিণী হইলে গলচ্ছিদ্রের রোধ ও রোহিণীর বিলম্বে পাক হয়। আর রোহিণী গুরু ও স্থির হইয়া থাকে। ৫২। ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু রোহিণী হইলে গম্ভীরপাক, অপ্রতিবার্য্য-বীর্য্য ও ত্রিদোষলক্ষণ হইয়া থাকে। ৫৩। রক্তপ্রকোপহেতু রোহিণী হইলে উহা স্ফোটসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। উহার লক্ষণ সকল পিত্তের সমান। উহা অসাধ্য। ৫৪। যে গ্রন্থির প্রমাণ কুলের আঁটীর ন্যায়, যাহা কফ হইতে উৎপন্ন হয়, যাহা কণ্টক ও যবাদি-শূকের ন্যায় অনুভূত হয়, যাহা খর, স্থির ও শস্ত্রক্রিয়া-সাধ্য, তাহাকে কণ্ঠশালূক কহে। ৫৫। জিহ্বামূলের উপরিভাগে জিহ্বাগ্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শোথ রক্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকেই অধিজিহ্ব রোগ কহে। ইহার পাক আগত হইলে ইহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৫৬। কফ হইতে কণ্ঠের মধ্যে উন্নত শোথ হয়, উহাতে অন্নের গতি নিবারিত হয়। ইহাকে বলয় বলে। ইহার বীর্য্য অপ্রতিবার্য্য। ইহা বিবর্জ্জনীয়। ৫৭। বাতশ্লেষ্মা প্রবৃদ্ধ হইয়া গলে শোথ উৎপাদন করে, তাহাতে শ্বাসকষ্ট উৎপন্ন হয়। এই মর্ম্মচ্ছিৎ দুস্তর রোগকে বলাস কহিয়া থাকে। ৫৮। যে শোথ বৃত্ত ও উন্নত, দাহযুক্ত, কণ্ডুয়নযুক্ত, অপাকী (পাকে না), মৃদু ও গুরু, তাহার নাম একবৃন্দ। উহা শ্লেষ্মা ও রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ৫৯। যে শোথ সমুন্নত, বৃত্ত, তীক্ষ্ণদাহ ও তীক্ষ্ণজ্বর, তাহাকে বৃন্দ কহে। উহা পিত্তরক্তের প্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। আর উহা তোদ-বহুল হইলে উহাকে বাতাত্মক বলা যাইতে পারে। ৬০। যে কণ্ঠরোধিনী ঘনবর্ত্তি মাংসাঙ্কুরসমূহে অতিমাত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যাহাতে নানা বেদনার প্রাদুর্ভাব হয় এবং যাহা শতঘ্নীর ন্যায় যন্ত্রণাকর, তাহাকে শতঘ্নী রোগ কহে। উহা অসাধ্য ও সান্নিপাতিক। ৬১। গলে আমলকীর আঁটীর ন্যায় প্রমাণবিশিষ্ট যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, যাহা স্থির, অল্প বেদনা-বিশিষ্ট ও কফরক্তজ এবং যাহা দেখিলে বোধ হয় যেন কোন ভোজ্যদ্রব্য গলে সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাকে গিলায়ু নামক রোগ কহে। উহা শস্ত্রসাধ্য। ৬২। যে শোথ সমস্ত গলনালীকে ব্যাপিয়া উত্থিত হয় এবং যাহাতে সর্ব্বপ্রকার বেদনা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। উহা সর্ব্বদোষজ এবং সর্ব্বদোষজ বিদ্রধির তুল্য। ৬৩। গলনালীতে একপ্রকার বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাতে

কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন
গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্ত্যতেঽসৌ ॥ ৬৪
যোঽতিপ্রতাম্যন্ শ্বসিতি প্রসক্তং
ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ।
কফোপদিগ্ধেষ্বনিলায়নেষু
জ্ঞেয়ঃ স রোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ ॥ ৬৫
প্রতানবান্ যঃ শ্বয়থুঃ সুকষ্টো
গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ।
স মাংসতানঃ কথিতোঽবলম্বী
প্রাণপ্রণুৎ সর্ব্বকৃতো বিকারঃ ॥ ৬৬
সদাহতোদং শ্বযথুং সরক্ত-
মন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণমাংসম্।
পিত্তেন বিদ্যাদ্বদনে বিদারীং
পার্শ্বে বিশেষাৎ স তু যেন শেতে ॥ ৬৭

সর্ব্বসরাস্তু বাতপিত্তকফশোণিতনিমিত্তাঃ ॥ ৬৮
স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তাদ্-
যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ ॥ ৬৯
রক্তৈঃ সদাহৈস্তনুভিঃ সপীতৈ-
র্যস্যাচিতং বাপি স পিত্তকোপাৎ ॥ ৭০
কণ্ডূযুতৈরল্পরুজৈঃ সবর্ণৈ-
র্যস্যাচিতঞ্চাপি স বৈ কফেন ॥ ৭১
রক্তেন পিত্তোদিত এক এব
কৈশ্চিৎ প্রদিষ্টো মুখপাকসংজ্ঞঃ ॥ ৭২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং নিদানস্থানে মুখরোগনিদানং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীসুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়াং
নিদানস্থানং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

অন্নজল প্রবেশ করিতে পারে না, তীব্র জ্বর হয় এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রোধ হয়। এই শোথ কফরক্তজ। ইহাকে গলৌঘ কহে। ৬৪। যে রোগে জন্তু বেদনায় অতিশয় অন্ধকার দেখিতে দেখিতে নিরন্তর নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, যাহাতে স্বরভেদ হয়, যাহাতে কণ্ঠ শুষ্ক ও বিমুক্ত হয়, তাহাকে স্বরঘ্ন নামক রোগ কহে। এই রোগে বায়ু-স্রোতঃসমূহ কফ দ্বারা লিপ্ত হওয়াতে শ্বাস হইতে থাকে। ৬৫। যে বিস্তৃত লম্বমান শোথ অতিশয় কষ্টকর হইয়া ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ করিতে থাকে, তাহাকে মাংসতান কহে। ইহা প্রাণনাশক ও সর্ব্বদোষজ। ৬৬। যে দাহ-তোদযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ শোথ গলনালীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, যাহাতে মাংস পূতিযুক্ত ও গলিত হইতে থাকে, তাহাকে বিদারী কহে। ইহা পিত্তজ। জন্তু যে পার্শ্বে সর্ব্বদা শয়ন করে, মুখের সেই পার্শ্বেই ইহা বিশেষতঃ উৎপন্ন হয়। ৬৭। সর্ব্বসর রোগ সকল তিন প্রকার, যথা;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শোণিতজ [তন্মধ্যে শোণিতজ সর্ব্বসর রোগ পিত্তজশ্রেণীর অন্তর্গত]। ৬৮। বাতজ সর্ব্বসর রোগে বদনে তোদযুক্ত স্ফোট সকল সমন্তাৎ উৎপন্ন হয়। ৬৯। পিত্তজ সর্ব্বসর রোগে রক্তবর্ণ, দাহযুক্ত, তনু ও ঈষৎপীত স্ফোট সকল উৎপন্ন হয়। ৭০। কফজ সর্ব্বসর রোগে কণ্ডূয়নযুক্ত অল্প বেদনা-বিশিষ্ট ও বদনের সহিত সমানবর্ণ স্ফোট সকল উৎপন্ন হয়। ৭১। রক্তজ সর্ব্বসর রোগ ও পিত্তজ সর্ব্বসর রোগ এক। কেহ কেহ রক্তজ সর্ব্বসর রোগকেই মুখপাক বলেন। ৭২

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

নিদানস্থান সমাপ্ত ॥ ২ ॥

শারীরস্থানম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বভূতচিন্তাশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণমষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তং নাম। তদেকং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানামধিষ্ঠানং সমুদ্র ইবৌদকানাং ভাবানাম্ ॥ ২

তস্মাদব্যক্তান্মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব। তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্তল্লিঙ্গ এবাহঙ্কার উৎপদ্যতে। স চ ত্রিবিধো বৈকারিকস্তৈজসো ভূতাদিরিতি ॥ ৩

তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ তৈজসসহায়াৎ তল্লক্ষণান্যেবৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে ॥ ৪

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্বভূতচিন্তা।

অনন্তর আমরা সর্ব্বভূতচিন্তা-শারীর ["সর্ব্বভূতের কারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা" এই নামক শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়] ব্যাখ্যা করিব। ১। অব্যক্ত [বেদান্তমতে পরব্রহ্ম। কিন্তু এস্থলে সাংখ্যমত ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সাংখ্যমতে যে অগোচর কারণ মহতের হেতুভূত।] সর্ব্বভূতের কারণস্বরূপ। অব্যক্তের কারণ নাই। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ অব্যক্তের স্বরূপ। অব্যক্ত অষ্টরূপ। ইহা অখিল জগতের উৎপত্তি-হেতু। যেমন সমুদ্র জলসম্বন্ধী ভাবসমূহের অধিষ্ঠান, সেইরূপ অব্যক্ত একাকীই বহু ক্ষেত্রের অধিষ্ঠান। [পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রসমূহে এ সকল তত্ত্বের ভূরিকথা আছে, সুতরাং এস্থলে ব্যাখ্যা অনাবশ্যক]। ২। সেই অব্যক্ত হইতে মহান্ (বুদ্ধি) উৎপন্ন হয়। মহান্ অব্যক্তের ন্যায় লক্ষণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ উহা সত্ত্বরজস্তমঃ-স্বভাব। এইরূপে মহান্ তল্লিঙ্গ [সেই লক্ষণবিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাব] হওয়াতে মহান্ হইতে তল্লিঙ্গ অহঙ্কার ['আমি আছি' এই জ্ঞান। ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে এই জ্ঞানকেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কহে।] উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার ত্রিবিধ ;—বৈকারিক [সাত্ত্বিক], তৈজস [রাজসিক] ও ভূতাদি [তামসিক]। ৩। রাজস অহঙ্কার সাত্ত্বিক অহঙ্কারের সহায়ভূত হইলে সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সত্ত্বলক্ষণ [প্রকাশলক্ষণ] একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। ৪।

তদ্‌যথা—শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাগ্‌হস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি। তত্র পূর্ব্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। ইতরাণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। উভয়াত্মকং মনঃ ॥ ৫

ভূতাদেরপি তৈজসসহায়াৎ তল্লক্ষণান্যেব পঞ্চ তন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্তে। তদ্‌যথা—শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমিতি। তেষাং বিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ ; তেভ্যো ভূতানি ব্যোমানিলানলজলোর্ব্ব্যঃ। এবমেষাং তত্ত্বচতুর্ব্বিংশতির্ব্যাখ্যাতা ॥ ৬

তত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং যথাসঙ্খ্যং বচনাদানানন্দবিসর্গবিহরণানি। অব্যক্তং মহান্

যথা :—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ ও মন। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়, অপর পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন উভয়াত্মক [অর্থাৎ বুদ্ধ্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক]। ৫। রাজস অহঙ্কার তামস অহঙ্কারের সহায়ভূত হইলে সেই তামস অহঙ্কার হইতে তমোলক্ষণ [মোহাদিলক্ষণ] পঞ্চতন্মাত্র [পঞ্চ সূক্ষ্মভূত। স্থূল ভাষায় বলিলে প্রত্যেক ভূতের অমিশ্র পরমাণুকে সেই ভূতের তন্মাত্র বলা যায়]। যথা ;—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। সেই সকল তন্মাত্রের অনুভব-যোগ্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সকল যথা ;—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আর সেই সকল তন্মাত্র হইতে ব্যোম, অনিল, অনল, জল ও ভূমি এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। [অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশ উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শ-তন্মাত্রের সমবায় হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও রূপতন্মাত্রের সমবায় হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপগুণ অগ্নি উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্রের সমবায় হইতে শব্দ-স্পর্শ রূপ-রসগুণ জল উৎপন্ন হয় এবং শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রের সমবায় হইতে শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধগুণ ভূমি উৎপন্ন হয়]। এইরূপে [পতঞ্জলির কথিত] চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইল। ৬। তন্মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয় পাঁচটীর বিষয় শব্দ প্রভৃতি পাঁচটী। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটীর বিষয় যথাক্রমে বচন, গ্রহণ, আনন্দন, বিসর্জ্জন (বিষ্ঠা-বায়ু-ত্যাগ) ও বিহরণ (বিচরণ)। অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার,

অহঙ্কারঃ পঞ্চ তন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, শেষাঃ ষোড়শ বিকারাঃ। স্বঃ স্বশ্চৈষাং বিষয়োঽধিভূতম্। স্বয়মধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ। অথ বুদ্ধের্ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথিবী ঘ্রাণস্য। বচসোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্বিষ্ণুঃ। পায়োর্মিত্রঃ। প্রজাপতিরুপস্থস্যেতি ॥ ৭

তত্র সর্ব্ব এবাচেতন এষ বর্গঃ ; পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ; স চ কার্য্যকারণসংযুক্তশ্চেতয়িতা ভবতি। সত্যপ্যচৈতন্যে প্রধানস্য পুরুষকৈবল্যার্থং প্রবৃত্তিমুপদিশন্তি ক্ষীরাদীংশ্চ হেতূনুদাহরন্তি ॥ ৮

অত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৯

তদ্যথা—উভাবপ্যনাদী উভাবপ্যনন্তৌ উভাবপ্যলিঙ্গৌ উভাবপি নিত্যৌ উভাবপ্যপরৌ উভৌ চ সর্ব্বগতাবিতি। একা তু প্রকৃতিরচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি। বহবস্তু পুরুষাশ্চেতনাবন্তোঽগুণা অবীজধর্ম্মিণোঽপ্রসবধর্ম্মিণো মধ্যস্থধর্ম্মিণশ্চেতি ॥ ১০

তত্র কারণানুরূপং কার্য্যমিতি কৃত্বা সর্ব্ব এবৈতে বিশেষাঃ সত্ত্বরজস্তমোময়া ভবন্তি, তদঞ্জনত্বাৎ তন্ময়ত্বাচ্চ তদ্গুণা এব পুরুষা ভবন্তীত্যেকে ভাষন্তে ॥ ১১

বৈদ্যকে তু—

স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিং তথা।
পরিণামঞ্চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ ॥
তন্ময়ান্যেব ভূতানি তদ্গুণান্যেব চাদিশেৎ।
তৈশ্চ তল্লক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামো ব্যজস্যত ॥ ১২
তস্যোপযোগোঽভিহিতশ্চিকিৎসাং প্রতি সর্ব্বদা।
ভূতেভ্যো হি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে ॥ ১৩
যতোঽভিহিতং তৎসন্তবদ্রব্যসমূহো ভূতাদিরুক্তঃ।
ভৌতিকানি চেন্দ্রিয়াণ্যায়ুর্ব্বেদে বর্ণ্যন্তে তথেন্দ্রিয়ার্থাঃ ॥ ১৪
ভবতি চাত্র।
ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থস্তু স্বং স্বং গৃহ্ণাতি মানবঃ।
নিয়তং তুল্যযোনিত্বান্নান্যেনান্যমিতি স্থিতিঃ ॥ ১৫

নচায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেষূপদিশ্যন্তে সর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ। অসর্ব্বগতেষু চ ক্ষেত্রজ্ঞেষু নিত্যপুরুষখ্যাপকান্ হেতূনুদাহরন্তি ॥ ১৬

পঞ্চতন্মাত্র এই আটটীকে প্রকৃতি বলে। অবশিষ্ট ষোলটীর নাম বিকার। বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের স্ব স্ব বিষয়কে অধিভূত (ভূতকৃত) কহে। আর উহারা স্বয়ং অধ্যাত্ম শব্দে বাচ্য। তদ্ভিন্ন দেবতাদিগের আধিপত্যকে অধিদৈবত বলা যায়। তন্মধ্যে ব্রহ্মা বুদ্ধির, রুদ্র অহঙ্কারের, চন্দ্রমা মনের, দিক্ সকল শ্রোত্রের, বায়ু ত্বকের, সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়ের, জল রসনার, পৃথিবী প্রাণের, অগ্নি বাক্যের, ইন্দ্র হস্তদ্বয়ের, বিষ্ণু পাদদ্বয়ের, মিত্র (সূর্য্য) পায়ুর এবং প্রজাপতি উপস্থের অধিদৈবত [তবেই স্থির হইতেছে যে, বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় অধিভূত এবং ব্রহ্মা উহার অধিদৈবত। এইরূপ অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অহঙ্কর্ত্তব্য অধিভূত এবং রুদ্র অধিদৈবত ইত্যাদি]। ৭। এই অব্যক্ত প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি বর্গ অচেতন ; আর পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম। সেই পুরুষই কার্য্যকারণ-সংযুক্ত হইয়া চেতয়িতা হন [কার্য্য শব্দে মহদাদি বিকারগণ। কারণ শব্দে মূল-প্রকৃতি]। মূল-প্রকৃতি অচেতন হইলেও পুরুষের মোক্ষার্থ উহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; দেখ, স্তন্যদুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য অচেতন হইলেও বৎস প্রভৃতির পুষ্ট্যর্থ উহাদের প্রবৃত্তি হয় [দশম অধ্যায় ২১ প্রকরণ দেখ]। ৮। অনন্তর প্রকৃতি-পুরুষের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য ব্যাখ্যা করিব। ৯। যথা ;—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, উভয়েই অনন্ত, উভয়েই অলিঙ্গ, উভয়েই নিত্য, উভয়েই অপর (যাহাদের পর নাই। অদ্বিতীয় ?) ও সর্ব্বব্যাপী। প্রকৃতি একা, অচেতনা, ত্রিগুণা, বীজধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থ-ধর্ম্মিণী। [সুখেচ্ছা ও দুঃখবিদ্বেষ না থাকাকে মধ্যস্থতা কহে]। পুরুষ অনেক, চেতনাবান্, অগুণ, অবীজধর্ম্মা, অপ্রসবধর্ম্মা ও মধ্যস্থধর্ম্মা। ১০। কেহ কেহ কহেন যে, কার্য্য মাত্রেই কারণের অনুরূপ, অতএব অব্যক্তাদি পঞ্চবিংশতি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যই সত্ত্বরজস্তমোময় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর ঐ সকল দ্রব্য সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণ ও সত্ত্বরজস্তমোময় বলিয়া পুরুষেরাও তদ্গুণ হইয়া থাকে। ১১। কিন্তু বৈদ্যকে (আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে) কথিত আছে যে, পণ্ডিতেরা স্বভাব, ঈশ্বর, কাল, যদৃচ্ছা, নিয়তি ও পরিণামকে প্রকৃতি বলিয়া মনে করেন এবং আকাশাদি ভূতসমূহকেও তন্ময় [অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময়] ও তদ্গুণ [অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণ] বলা যায়। আর সেই আকাশাদি ভূতসমূহ হইতেই ভূত-লক্ষণ-বিশিষ্ট স্থাবর-জঙ্গমাত্মক তাবৎ ভূতগ্রাম ("ভূতসমূহ") উৎপন্ন হয়। ১২। চিকিৎসা স্থলে ঔষধাদিরূপে সেই ভূতগ্রামের প্রয়োগকেই সর্ব্বদা উল্লেখ করা হয়। কেননা চিকিৎসায় ভূত ভিন্ন অপর বিষয়ের চিন্তা নাই। ১৩। আর ইহাও উক্ত আছে যে, পুরুষের উৎপত্তি-দ্রব্যসমূহ (অর্থাৎ শুক্রশোণিতাদি) পঞ্চভূতাত্মক। ইন্দ্রিয় সকলও আয়ুর্ব্বেদে ভৌতিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আবার ইন্দ্রিয়বিষয়-সমূহও ভৌতিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৪। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ত গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয়ের গ্রহণ হয়, তাহারা উভয়েই তুল্য-যোনি। অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সে বিষয়ের গ্রহণ হইতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে। ১৫। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পুরুষকে সর্ব্বব্যাপী না বলিয়া অসর্ব্বব্যাপী বা প্রদেশবর্ত্তী কহে। সাঙ্খ্যাদি-শাস্ত্রে পুরুষকে সর্ব্বব্যাপী কহে। তবে আয়ুর্ব্বেদোক্ত পুরুষ সাঙ্খ্যাদি-শাস্ত্রোক্ত পুরুষের ন্যায় নিত্য বটে। কেননা আয়ুর্ব্বেদোক্ত পুরুষ সর্ব্বব্যাপী না হইলেও

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেষসর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিমানুষদেবেষ্‌ সঞ্চরন্তি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তম্‌। ত এতেঽনুমানগ্রাহ্যাঃ পরমসূক্ষ্মাশ্চেতনাবন্তঃ শাশ্বতা লোহিতরেতসোঃ সন্নিপাতেষ্বভিব্যজ্যন্তে যতোঽভিহিতং পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইতি। স এব কর্ম্মপুরুষশ্চিকিৎসাধিকৃতঃ॥ ১৭

তস্য সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নঃ প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্মনঃসঙ্কল্পো বিচারণা স্মৃতির্বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো বিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ॥ ১৮

সাত্ত্বিকাস্তু আনৃশংস্যং সংবিভাগরুচিতা তিতিক্ষা সত্যং ধর্ম্ম আস্তিক্যং জ্ঞানং বুদ্ধির্মেধা স্মৃতির্ধৃতিরনভিষঙ্গশ্চ। রাজসাস্তু দুঃখবহুলতাটনশীলতাধৃতিরহঙ্কার আনৃতিকত্বমকারুণ্যং দম্ভো মানো হর্ষঃ কামঃ ক্রোধশ্চ। তামসাস্তু বিষাদিত্বং নাস্তিক্যমধর্ম্মশীলতা বুদ্ধের্নিরোধোঽজ্ঞানং দুর্ম্মেধস্ত্বমকর্ম্মশীলতা নিদ্রালুত্বঞ্চেতি॥ ১৯

আন্তরীক্ষাস্তু শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততা চ। বায়ব্যাস্তু স্পর্শঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচেষ্টাসমূহঃ সর্ব্বশরীরস্পন্দনং লঘুতা চ। তৈজসাস্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণসন্তাপৌ ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষস্তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ। আপ্যাস্তু রসো রসনেন্দ্রিয়ং সর্ব্বদ্রবসমূহো গুরুতা শৈত্যং স্নেহো রেতশ্চ। পার্থিবাস্তু গন্ধো গন্ধেন্দ্রিয়ং সর্ব্বমূর্ত্তিসমূহো গুরুতা চেতি॥ ২০

তত্র সত্ত্ববহুলমাকাশম্‌। রজোবহুলো বায়ুঃ। সত্ত্বরজোবহুলোঽগ্নিঃ। সত্ত্বতমোবহুলা আপঃ। তমোবহুলা পৃথিবীতি॥ ২১

শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ।

অন্যোন্যানুপ্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ।
স্বে স্বে দ্রব্যে তু সর্ব্বেষাং ব্যক্তং লক্ষণমিষ্যতে॥ ২২
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাঃ ষোড়শৈব তু।
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ সমাসেন স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ॥ ২৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে সর্ব্বভূতচিন্তাশারীরং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শুক্রশোণিতশুদ্ধির্নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-কুণপ গ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবন্তি॥ ২

তাঁহাতে নিত্য পুরুষব্যাপক হেতুসমূহের উদাহরণ আছে [যেমন দেখা যায় যে, পুরুষ ক্রমাগত দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে]। ১৬। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ইহাও কহে যে, পুরুষ অসর্ব্বগত হইলেও নিত্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃ তির্য্যক্‌যোনি মানুষ ও দেবে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এই পুরুষ অনুমানগ্রাহ্য, পরম সূক্ষ্ম, চেতনাবান্‌, শাশ্বত এবং রক্ত-শুক্রের সংযোগ দ্বারা প্রকাশিত। পঞ্চ মহাভূত ও আত্মার সমবায়কে পুরুষ কহে। কর্ম্ম বশতঃ এইরূপ সমবায় হয়। এই কর্ম্ম-পুরুষই চিকিৎসার অধিকৃত হয়। ১৭। সেই পুরুষের গুণ সুখেচ্ছা, দুঃখ-দ্বেষ, প্রযত্ন, প্রাণ, অপান, উন্মেষ, নিমেষ, বুদ্ধি, মনঃসঙ্কল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায় ও বিষয়োপলব্ধি। ১৮। আনৃশংস্য, সংবিভাগরুচিতা (অর্থাৎ স্বার্থশূন্যতা), তিতিক্ষা, সত্য, ধর্ম্ম, আস্তিক্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, ধৃতি এবং সঙ্গবর্জ্জন এইগুলি সাত্ত্বিক গুণ। দুঃখশীলতা, চঞ্চলতা, অধৃতি, অহঙ্কার, মিথ্যাচারিতা, অকারুণ্য, দম্ভ, মান, হর্ষ, কাম ও ক্রোধ এইগুলি রাজসগুণ। বিষাদ, নাস্তিক্য, অধর্ম্মশীলতা, বুদ্ধির বিরোধ, অজ্ঞান, দুষ্টবুদ্ধিত্ব, অকর্ম্মশীলতা ও নিদ্রালুতা এই গুলি তামসগুণ। ১৯। মহাভূতসমূহের গুণ যথা;—শব্দ, শব্দেন্দ্রিয় (কর্ণ), সর্ব্বপ্রকার ছিদ্র ও শূন্যতা এইগুলি আকাশের গুণ। স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা, শরীরের সর্ব্বপ্রকার স্পন্দন ও লঘুতা এইগুলি বায়ব্যগুণ। রূপ, রূপেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ), বর্ণ, উত্তাপ, দীপ্ততা, আহারপাক, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শূরতা এইগুলি অগ্নি-মহাভূতের গুণ। রস, রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা), সর্ব্বপ্রকার দ্রবদ্রব্য, গুরুতা, শৈত্য, স্নেহদ্রব্য ও রেতঃ এইগুলি জলের গুণ। গন্ধ, গন্ধেন্দ্রিয় (নাসা), সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তদ্রব্য ও গুরুতা এইগুলি পৃথিবীর গুণ। ২০। তন্মধ্যে আকাশ সত্ত্বগুণ-বহুল, বায়ু রজোগুণ-বহুল, অগ্নি সত্ত্ব-রজো-বহুল, জল সত্ত্বতমো-বহুল ও পৃথিবী তমোবহুল। ২১। এ স্থলে দুইটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—এই সকল ভূত পরস্পর মিশ্রিত [যেমন শব্দগুণ আকাশ বায়ুতেও আছে, কেননা বায়ু শব্দ-স্পর্শগুণ। আকাশ ও বায়ু অগ্নিতেও আছে, কেননা অগ্নি শব্দ-স্পর্শ-রূপগুণ। ইত্যাদি]। তবে বিশেষ বিশেষ ভূতের স্ব স্ব দ্রব্যের ব্যক্ত লক্ষণ থাকে বলিয়া সেই সেই দ্রব্যকে তত্তদ্‌ভূতময় বলা যায়। ২২। এই শল্যতন্ত্রে ও শালাক্যতন্ত্রে প্রকৃতি আট প্রকার ও বিকার ষোড়শপ্রকার কথিত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে পুরুষও বর্ণিত হইয়াছে। ২৩

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুক্রশোণিতশুদ্ধি

অনন্তর শুক্রশোণিতশুদ্ধি নামক শারীর [অর্থাৎ শারীরস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়] বর্ণনা করিব। ১। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং কুণপ (শবগন্ধ), পূতিপূষবর্ণ, ক্ষীণতা ও মূত্রপুরীষগন্ধ এই সকল দোষে শুক্র দূষিত হইলে পুরুষ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হয় না। ২।

তেষু বাতবর্ণবেদনং বাতেন। পিত্তবর্ণবেদনং পিত্তেন। শ্লেষ্মবর্ণবেদনং শ্লেষ্মণা। শোণিতবর্ণবেদনং কুণপগন্ধ্যনল্পং রক্তেন। গ্রন্থিভূতং শ্লেষ্মবাতাভ্যাম্। পূতিপূয়নিভং পিত্তশ্লেষ্মভ্যাম্। ক্ষীণং প্রাগুক্তং পিত্তমারুতাভ্যাম্। মূত্রপুরীষগন্ধি সান্নিপাতেনেতি। তেষু কুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণরেতসঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ। মূত্রপুরীষরেতসস্ত্বসাধ্যাঃ। সাধ্যমন্যচ্চেতি ॥ ৩

আর্ত্তবমপি ত্রিভির্দোষৈঃ শোণিতচতুর্থৈঃ পৃথগ্‌দ্বন্দ্বৈঃ সমস্তৈশ্চোপসৃষ্টমবীজং ভবতি। তদপি দোষবর্ণবেদনাদিভির্বিজ্ঞেয়ম্। তেষু কুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষপ্রকাশমসাধ্যং সাধ্যমন্যদ্ভবতি ॥ ৪

ভবন্তি চাত্র।

তেষাদ্যান্ শুক্রদোষাংস্ত্রীন্ স্নেহস্বেদাদিভির্জয়েৎ।
ক্রিয়াবিশেষৈর্মতিমাংস্তথাচোত্তরবস্তিভিঃ ॥ ৫
পায়য়েত নরং সর্পির্ভিষক্ কুণপরেতসি।
ধাতকীপুষ্পখদির-দাড়িমার্জ্জুনসাধিতম্ ॥
পায়য়েদথবা সর্পিঃ শালসারাদিসাধিতম্ ॥ ৬
গ্রন্থিভূতে শঠীসিদ্ধং পালাশে বাপি ভস্মনি ॥ ৭
পরূষকবটাদিভ্যাং পূয়প্রখ্যে চ সাধিতম্ ॥ ৮
প্রাগুক্তং বক্ষ্যতে যচ্চ তৎ কার্য্যং ক্ষীণরেতসি ॥ ৯
বিট্‌প্রভে পায়য়েৎ সিদ্ধং চিত্রকোশীরহিঙ্গুভিঃ ॥ ১০
স্নিগ্ধং বান্তং বিরিক্তঞ্চ নিরূঢ়মনুবাসিতম্।
যোজয়েচ্ছুক্রদোষার্ত্তং সম্যগুত্তরবস্তিনা ॥ ১১
বিধিমুত্তরবস্ত্যন্তং কুর্য্যাদার্ত্তবশুদ্ধয়ে ॥ ১২
স্ত্রীণাং স্নেহাদিযুক্তানাং চতস্রষ্বার্ত্তবার্ত্তিষু।
কুর্য্যাৎ কল্কান্ পিচুংশ্চাপি পথ্যান্যাচমনানি চ ॥ ১৩
গ্রন্থিভূতে পিবেৎ পাঠাং ত্র্যূষণং বৃক্ষকাণি চ ॥ ১৪
দুর্গন্ধে পূয়সঙ্কাশে মজ্জতুল্যে তথার্ত্তবে।
পিবেদ্ভদ্রশ্রিয়ঃ ক্বাথং চন্দনক্বাথমেব চ ॥ ১৫
শুক্রদোষহরাণাঞ্চ যথাস্বমবচারণম্।
দোষাণাং শুদ্ধিকরণং শেষাস্বপ্যার্ত্তবার্ত্তিষু।
অন্নং শালিযবং মদ্যং হিতং মাংসঞ্চ পিত্তলম্ ॥ ১৬
স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধি চ।

তন্মধ্যে শুক্র বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইলে উহার বর্ণ ও বেদনা তদনুরূপ হয়। পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইলে তদনুরূপ বর্ণ ও বেদনা হয় এবং শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক দূষিত হইলে তদনুরূপ বর্ণ ও বেদনা হয়। শুক্র রক্তকর্ত্তৃক দূষিত হইলে উহার বর্ণ ও বেদনা তদনুরূপ হয় এবং উহা অতিশয় শবগন্ধি হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্মাকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শুক্র গ্রন্থিভূত হয়। পিত্তশ্লেষ্মাকর্ত্তৃক দূষিত হইলে পূতি-পূয়সদৃশ হয়। বাতপিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শুক্র ক্ষীণ হয়। শুক্রক্ষীণতার বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সন্নিপাতকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শুক্র মূত্রপুরীষের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়। তন্মধ্যে কুণপ-শুক্র, গ্রন্থি-শুক্র, পূতিপূয়-শুক্র ও ক্ষীণশুক্র কষ্টসাধ্য। মূত্রপুরীষ-গন্ধি শুক্র অসাধ্য। অন্যপ্রকার দূষিত শুক্র সাধ্য। ৩। আর্ত্তবও শুক্রের ন্যায় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা; রক্ত; বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা ও বাতশ্লেষ্মা এবং সন্নিপাত এই আট প্রকার দোষে দূষিত হইতে পারে। যেযে দোষে দূষিত হয়, সেই সেই দোষের বর্ণ ও বেদনাও ইহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কুণপ, গ্রন্থি, পূতিপূয, ক্ষীণ ও মূত্রপুরীষগন্ধি আর্ত্তব অসাধ্য। অন্য প্রকার দূষিত আর্ত্তব সাধ্য। ৪। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ শুক্রদোষ স্নেহস্বেদাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াযোগে শোধন করিবে। আর এ সকল স্থলে উত্তরবস্তিও প্রয়োগ করিতে হয়। ৫। ধাইফুল, খদিরকাষ্ঠ, দাড়িমফল ও অর্জ্জুনের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃতপাক করিয়া কুণপরেতা রোগীকে সেবন করাইবে। অথবা শালসারাদি গণের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃতপাক করিয়া পান করাইবে। ৬। গ্রন্থিভূত শুক্রে শঠীর ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। অথবা পলাশক্ষারের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। [এক আঢ়ক পলাশ-ভস্ম ছয় আঢ়ক জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশাবশেষে সাত বার ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর পুনর্ব্বার আগুনে চড়াইয়া উহার সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিবে]। ৭। পূয়াঢ্য শুক্রে পরূষক ফল ও বটাদির ক্বাথ ও কল্কে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ৮। ক্ষীণশুক্রের চিকিৎসা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং পরেও বলা হইবে; ইহাতে সেইরূপই চিকিৎসা করিবে। ৯। মূত্রপুরীষগন্ধি শুক্রে চিতার মূল, বেণার মূল ও হিঙ্গুর সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে [এস্থলে চিতার মূল ও বেণার মূলের ক্বাথ এবং চিতার মূল, বেণার মূল ও হিঙ্গুর কল্ক দিতে হইবে]। ১০। সাধারণতঃ সর্ব্ববিধ শুক্রদোষের চিকিৎসা বলা হইতেছে। রোগীকে স্নিগ্ধ, বান্ত, বিরিক্ত, নিরূঢ় ও অনুবাসিত করিয়া সম্যক্‌প্রকারে উত্তরবস্তি দিবে। ১১। আর্ত্তবশুদ্ধির জন্যও এইরূপ স্নেহন, বমন, বিরেচন, নিরূহণ ও অনুবাসন এবং তৎপরে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। ১২। বাত, পিত্ত, কফ ও শোণিত দোষে আর্ত্তব দূষিত হইলে স্ত্রীদিগকে স্নেহাদিযুক্ত করিয়া যোনিব্যাপৎ-পরিচ্ছেদোক্ত কল্কসমূহ, পিচুসমূহ ও যোনিধাবনসমূহ প্রয়োগ করিবে। ১৩। গ্রন্থিভূত আর্ত্তবে পাঠা, ত্রিকটু ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ বা ক্বাথ পান করিবে। ১৪। আর্ত্তব দুর্গন্ধ, পূয়সদৃশ ও মজ্জসদৃশ হইলে শ্বেত-চন্দন বা রক্ত-চন্দনের ক্বাথ পান করিবে। ১৫। অন্যান্য আর্ত্তবরোগে যথানুরূপ শুক্রদোষহারক ঔষধসমূহের অবচারণ ও দোষসমূহের শুদ্ধিকরণ করিবে। আর রোগীকে শাল্যন্ন, যবান্ন, মদ্য, মাংস ও পিত্তকারক আহার পথ্য করিতে দিবে। ১৬। যে শুক্র স্ফটিকবর্ণ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর ও মধুগন্ধি, তাহাই প্রশস্ত। কেহ কেহ তৈলবর্ণ বা

শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিৎ তু তৈলক্ষৌদ্রনিভং তথা ॥ ১৭
শশাসৃক্‌প্রতিমং যৎ তু যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ ॥ ১৮
তদেবাতিপ্রসঙ্গেন প্রবৃত্তমনৃতাবপি।
অসৃগ্দরং বিজানীয়াদতোঽন্যদ্রক্তলক্ষণাৎ ॥ ১৯
অসৃগ্দরো ভবেৎ সর্ব্বঃ সাঙ্গমর্দ্দঃ সবেদনঃ।
তস্যাতিবৃত্তৌ দৌর্ব্বল্যং ভ্রমো মূর্চ্ছা তমস্তৃষা।
দাহঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুত্বং তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ ॥ ২০
তরুণ্যা হিতসেবিন্যাস্তদল্পোপদ্রবং ভিষক্।
রক্তপিত্তবিধানেন যথাবৎ সমুপাচরেৎ ॥ ২১
দোষৈরাবৃতমার্গত্বাদার্ত্তবং নশ্যতি স্ত্রিয়াঃ।
তত্র মৎস্যকুলত্থাম্ল-তিলমাষসুরা হিতাঃ।
পানে মূত্রমুদশ্বিচ্চ দধি শুক্তঞ্চ ভোজনে ॥ ২২
ক্ষীণং প্রাগীরিতং রক্তং সলক্ষণচিকিৎসিতম্।
তথাপ্যত্র বিধাতব্যং বিধানং নষ্টরক্তবৎ ॥ ২৩

এবমদুষ্টশুক্রঃ শুদ্ধার্ত্তবা চ। ঋতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাস্বপ্নাঞ্জনাশ্রুপাতস্নানানুলেপনাভ্যঙ্গনখচ্ছেদন-প্রধাবনহসনকথনাতিশব্দশ্রবণাবলেখনানিলায়াসান্ পরিহরেৎ। কিং কারণম্? দিবা স্বপন্ত্যাঃ স্বাপশীলঃ, অঞ্জনাদন্ধঃ, রোদনাদ্বিকৃতদৃষ্টিঃ, স্নানানুলেপনাদ্দুঃখশীলঃ, তৈলাভ্যঙ্গাৎ কুষ্ঠী, নখাপকর্ত্তনাৎ কুনখী, প্রধাবনাচ্চঞ্চলঃ, হসনাচ্ছ্যাবদন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বঃ, প্রলাপী চাতিকথনাৎ, অতিশব্দশ্রবণাদ্বধিরঃ, অবলেখনাৎ খলতিঃ, মারুতায়াসসেবনাদুন্মত্তো গর্ভো ভবতীত্যেবমেতান্ পরিহরেৎ ॥ ২৪

দর্ভসংস্তরশায়িনীং করতলশরাবপর্ণান্যতমভোজিনীং হবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ। ততঃ শুদ্ধস্নাতাং চতুর্থেঽহন্যহতবাসসমলঙ্কৃতাং কৃতমঙ্গলস্বস্তিবাচনাং ভর্ত্তারং দর্শয়েৎ ॥ ২৫

তৎ কস্য হেতোঃ?
পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্ত্তারং দর্শয়েদতঃ ॥ ২৬
ততো বিধানং পুত্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ।
কর্ম্মান্তে চ ক্রমং হ্যেনমারভেত বিচক্ষণঃ ॥ ২৭

ততোঽপরাহ্নে পুমান্ মাসং ব্রহ্মচারী সর্পিঃস্নিগ্ধঃ সর্পিঃক্ষীরাভ্যাং শাল্যোদনং ভুক্ত্বা মাসং ব্রহ্মচারিণীং তৈলস্নিগ্ধাং তৈলমাষোত্তরাহারাং নারীমুপেয়াদ্রাত্রৌ সামা-

ক্ষৌদ্রবর্ণ শুক্রের প্রশংসা করেন। ১৭। যে আর্ত্তব শশরক্তসদৃশ বা লাক্ষারসসদৃশ এবং যাহা বস্ত্রে মাখিয়া কাচিলে রঙ্গ উঠিয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত। ১৮। আর্ত্তব অতিশয় নির্গত হইলে বা ঋতু-ভিন্ন অপর কালে নির্গত হইলে বা বিশুদ্ধ আর্ত্তবের যে সকল লক্ষণ বলা হইল, তাহাদের অন্যথা হইলে রক্তপ্রদর রোগ বলা যায়। ১৯। সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রদরেই অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনা হয়। আর রোগের আতিশয্য হইলে দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তমঃ, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, পাণ্ডুত্ব, তন্দ্রা ও বাতজন্য অন্যান্য রোগ হয়। ২০। রোগিণী তরুণবয়স্কা অথচ হিতসেবিনী হইলে অথচ তাহার প্রদর অল্পোপদ্রব হইলে ভিষক্ রক্তপিত্ত-বিধানে যথাবৎ চিকিৎসা করিবেন। ২১। দোষদিগের দ্বারা মার্গ আবৃত হওয়াতে স্ত্রীদিগের আর্ত্তব নষ্ট হয়। এরূপ স্থলে মৎস্য, কুলত্থ, অম্ল, তিল, মাষ ও সুরা হিতকর। গোমূত্র ও অর্দ্ধ-জলসহিত কৃত ঘোল পান করা উচিত এবং দধি ও শুক্তসহকারে ভোজন করা উচিত। ২২। ক্ষীণ-রক্তের লক্ষণ ও চিকিৎসা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ক্ষীণ-আর্ত্তবের চিকিৎসা নষ্টরক্তের চিকিৎসার ন্যায়। ২৩। এইরূপে পুরুষ অদুষ্টশুক্র ও স্ত্রী শুদ্ধার্ত্তবা হইবে। শুদ্ধার্ত্তবা স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিন হইতে ব্রহ্মচারিণী হইবে। দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অশ্রুপাত (রোদন), স্নান, অনুলেপন, অভ্যঙ্গ, নখচ্ছেদন, ধাবন, অতিহসন, অতিকথন, অতিশব্দ শ্রবণ, অবলেখন (চুল আঁচড়ান), বায়ু ও কষ্টকর শ্রম পরিহার করিবে। ইহার কারণ বলা হইতেছে। ঋতুকালে স্ত্রী দিবানিদ্রা-রত হইলে তাহার সন্তান নিদ্রাশীল হয়। অঞ্জন ধারণ করিলে অন্ধ হয়। রোদন করিলে বিকৃতদৃষ্টি হয়। স্নান ও অনুলেপন করিলে দুঃশীল হয়। তৈলাভ্যঙ্গ করিলে কুষ্ঠী হয়। নখ কাটিলে কুনখী হয়। ধাবন করিলে চঞ্চল হয়। হাস্য করিলে সন্তানের দন্ত, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়। অতিভাষণ করিলে সন্তান বহুভাষী হয়। অতিশব্দ শ্রবণ করিলে সন্তান বধির হয়। অবলেখন করিলে সন্তানের মথায় টাক হয় এবং বায়ুসেবন ও কষ্টকর পরিশ্রম করিলে সন্তান উন্মত্ত হয়। এইজন্য এ সকল পরিহার করিতে হয়। ২৪। ঋতুমতী নারী দর্ভসংস্তরে শয়ন করিবে। করতল, শরাব বা পত্রে হবিষ্য (কেহ কেহ হবিষ্যশব্দে যবান্ন বলেন) ভোজন করিবে। আর ত্রিরাত্র ভর্ত্তৃসমাগম করিবে না। অনন্তর চতুর্থ দিবসে শুদ্ধস্নাতা হইয়া অচ্ছিন্ন অমলিন বসন ও অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক, মঙ্গলস্বস্তিবাচন পুরঃসর ভর্ত্তাকে দর্শন করিবে। ২৫। কিজন্য দর্শন করিবে তাহা বলা হইতেছে। ঋতুস্নানের পর নারী যাহাকেই প্রথম অবলোকন করিবে, সন্তান তাহারই সদৃশ হইবে। এইজন্য ভর্ত্তার মুখই প্রথম দর্শন করিতে হয়। ২৬। অনন্তর পুরোহিত আসিয়া পুত্রীয় বিধান সমাচরণ করিবেন এবং পুত্রীয়-কর্ম্মান্তে পুরুষকে নিম্নোক্ত বিধি পালন করাইবে। ২৭। পুরুষ পুত্র-লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে একমাস ব্রহ্মচারী থাকিয়া রাত্রিতে ঋতুস্নাতা নারীতে গমন করিবে। গমন করিবার পূর্ব্বে সর্পিঃপান করিয়া স্নিগ্ধ হইবে এবং সর্পিঃ ও দুগ্ধের সহিত শাল্যন্ন ভোজন করিবে। আবার ঋতুস্নাতা নারীও পূর্ব্ব সমাগম দিবস হইতে একমাস ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া ঋতুস্নানের দিন তৈলস্নিগ্ধ হইবে এবং তৈলমাষ-প্রধান আহার করিবে। স্বামী এ সময় স্ত্রীকে মিষ্টভাষণাদি দ্বারা

দিভিরভিবিশ্বাস্ত বিকল্প্যেবং চতুর্থ্যাং ষষ্ঠ্যামষ্টম্যাং দশম্যাং দ্বাদশ্যাঞ্চোপেয়াদিতি পুত্ৰকামঃ॥ ২৮

এষূত্তরোত্তরং বিদ্যাদায়ুরারোগ্যমেব চ।
প্রজাসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চ দিবসেষু বৈ॥ ২৯

অতঃ পরং পঞ্চম্যাঞ্চ সপ্তম্যাং নবম্যামেকাদশ্যাঞ্চ স্ত্রীকামঃ। ত্রয়োদশীপ্রভৃতয়ো নিন্দ্যাঃ॥ ৩০

তত্র প্রথমে দিবসে ঋতুমত্যাং মৈথুনগমনমনায়ুষ্যং পুংসাং ভবতি। যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ স প্রসবমানো বিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েঽপ্যেবং সূতিকাগৃহে বা। তৃতীয়েঽপ্যেবমসম্পূর্ণাঙ্গোঽল্পায়ুর্বা ভবতি। চতুর্থে তু সম্পূর্ণাঙ্গো দীর্ঘায়ুশ্চ ভবতি। নচ প্রবর্ত্তমানে রক্তে বীজং প্রবিষ্টং গুণকরং ভবতি, যথা নদ্যাং প্রতিস্রোতঃ প্লাবি দ্রব্যং প্রক্ষিপ্তং প্রতিনিবর্ত্ততে নোর্দ্ধং গচ্ছতি তদ্বদেব দ্রষ্টব্যম্। তস্মান্নিয়মবতীং ত্রিরাত্রং পরিহরেৎ। অতঃ পরং মাসাদুপেয়াৎ॥ ৩১

লব্ধগর্ভায়াশ্চৈতেষহঃসু লক্ষণাবটশুঙ্গাসহদেবাবিশ্বদেবানামন্যতমং ক্ষীরেণাভিষুত্য ত্রীংশ্চতুরো বা বিন্দূন্ দদ্যাদ্দক্ষিণে নাসাপুটে পুত্রকামায়ৈ। নচ তান্ নিষ্ঠীবেৎ॥৩২

এবং চতুর্ণাং সান্নিধ্যাদ্গর্ভঃ স্যাদ্বিধিপূর্ব্বকঃ।
ঋতুক্ষেত্রাম্বুবীজানাং সামগ্র্যাদঙ্কুরো যথা॥
এবং জাতা রূপবন্তো মহাসত্ত্বাশ্চিরায়ুষঃ।
ভবন্ত্যণস্য মোক্তারঃ সৎপুত্ত্রাঃ পুত্রিণো হিতাঃ॥ ৩৩

তত্র তেজোধাতুঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রভবঃ। স যদা গর্ভোৎপত্তাবব্ধাতুপ্রায়ো ভবতি তদা গর্ভং গৌরং করোতি, পৃথিবীধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণং, পৃথিব্যাকাশধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণশ্যামং, তোয়াকাশধাতুপ্রায়ো গৌরশ্যামম্। যাদৃগ্বর্ণমাহারমুপসেবতে গর্ভিণী তাদৃগ্বর্ণপ্রসবা ভবতীত্যেকে ভাষন্তে॥ ৩৪

তত্র দৃষ্টিভাগমপ্রতিপন্নং তেজো জাত্যন্ধং করোতি, তদেব রক্তানুগতং রক্তাক্ষং, পিত্তানুগতং পিঙ্গাক্ষং, শ্লেষ্মানুগতং শুক্লাক্ষং, বাতানুগতং বিকৃতাক্ষমিতি॥ ৩৫

ভবন্তি চাত্র।

ঘৃতপিণ্ডো যথৈবাগ্নিমাশ্রিতঃ প্রবিলীয়তে।
বিসর্পত্যার্ত্তবং নার্য্যাস্তথা পুংসাং সমাগমে॥ ৩৬
বীজেঽন্তর্ব্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ।
যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ॥ ৩৭
পিত্রোরত্যল্পবীজত্বাদাসেক্যঃ পুরুষো ভবেৎ।

প্রীতি কর্ব্বিবে। আর পুত্র ইচ্ছা করিলে ঋতুস্নানের চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ দিবসে স্ত্রী-গমন করিবে। ২৮। এই সকল দিবসের মধ্যে উত্তরোত্তর দিন সকল উৎকৃষ্ট। তৎকালে স্ত্রীগমন করিলে আয়ু, আরোগ্য এবং পুত্রের সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও বল হইয়া থাকে। ২৯। স্ত্রীকামী ব্যক্তি পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিবসেও স্ত্রীগমন করিতে পারে। ত্রয়োদশ প্রভৃতি দিবস স্ত্রীগমন পক্ষে প্রশস্ত নহে। ঋতুর প্রথম দিবসে স্ত্রীতে গমন করিলে পুরুষেরা হীনায়ুঃ হয়। আর সেই গমনে গর্ভ উৎপন্ন হইলে সে গর্ভ প্রসূত হইয়া মৃত হয়। দ্বিতীয় দিবসে গমন করাতে গর্ভ হইলে সে গর্ভ সূতিকাগৃহে [অর্থাৎ প্রসবের পর দশ দিনের মধ্যেই] বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসে গমন করাতে গর্ভ হইলে সে গর্ভ অসম্পূর্ণাঙ্গ ও অল্পায়ু হয়। চতুর্থ দিবসে গমন করাতে গর্ভ হইলে সেই গর্ভ সম্পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘায়ুঃ হয়। আর্ত্তব-রক্ত নির্গমন কালে বীজ প্রবিষ্ট হইলে গুণকর হয় না। যেমন নদী-স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণশীল দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয়, উহা উর্দ্ধদিকে কখনই গমন করিতে পারে না; সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। সেইজন্য নারীকে ঋতুর তিন দিন নিয়মে রাখিতে হয় এবং স্পর্শ করিতে নাই। অনন্তর একমাস পরে গমন করিতে পারা যায়। ৩১। পুত্রকামা নারী ঐ সকল দিনে গর্ভলাভ করিয়াছে বুঝিলে লক্ষণামূল (ছাগগন্ধাকৃতি), বটাঙ্কুর, সহদেবা (পীতপুষ্প বলা) বা বিশ্বদেবা (সিতপুষ্প বলা) দুগ্ধের সহিত বাটিয়া তিন বা চারি বিন্দু তাহার দক্ষিণ নাসাপুটে দিবে এবং তৎকালে থুথু ফেলিতে বারণ করিবে। ৩২। যেমন ঋতু, ক্ষেত্র, জল ও বীজের সমগ্রতা হইলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঋতু, ক্ষেত্র, আহারকৃত রস ও বীজের সমগ্রতা হইলে বিধিপূর্ব্বক গর্ভ উৎপন্ন হয়। এইরূপ গর্ভ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়া রূপবান্, মহাবল ও চিরায়ুঃ হয় এবং পিতৃ ঋণমোচনে সমর্থ, সৎপুত্র ও পিতার হিতকর হইয়া থাকে। ৩৩। তন্মধ্যে তেজোধাতু সকল প্রকার বর্ণের উৎপাদক। সেই তেজোধাতু গর্ভের উৎপত্তিকালে জলধাতু-বহুল হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়। তেজোধাতু পৃথিবীধাতু-বহুল হইলে গর্ভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। তেজোধাতু পৃথিবী ও আকাশধাতু-বহুল হইলে গর্ভ কৃষ্ণশ্যাম হয়। তেজোধাতু জল ও আকাশধাতু-বহুল হইলে গৌরশ্যাম হয়। কেহ কেহ কহেন যে, গর্ভকালে গর্ভিণী যেরূপ বর্ণের আহার অধিক সেবন করে, তাহার কৃত প্রসবও সেই বর্ণের হইয়া থাকে। ৩৪। তেজোধাতু গর্ভের দৃষ্টিভাগে গত না হইলে সন্তান জাত্যন্ধ হয়। সেই তেজোধাতুই রক্তের অনুগত হইলে সন্তান রক্তাক্ষ, পিত্তের অনুগত হইলে সন্তান পিঙ্গলাক্ষ, শ্লেষ্মার অনুগত হইলে সন্তান শুক্লাক্ষ ও বায়ুর অনুগত হইলে সন্তান বিকৃতাক্ষ হয়। ৩৫। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা ;—যেমন ঘৃতপিণ্ড অগ্নিকে আশ্রয় করিলে গলিয়া যায়, সেইরূপে নারীর আর্ত্তব পুরুষসমাগমে গলিত হইয়া বিসর্পিত হয় এবং শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া থাকে [তাহাতেই গর্ভ হয়]। ৩৬। সেই শুক্র বায়ুকর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হইলে, মাতৃজঠরে অবতীর্ণ দুই জীব তাহাতে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাতেই যমক সন্তান হয়। যমকেরা অধর্ম্মকে সম্মুখীন করিয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকে। [অর্থাৎ অধর্ম্ম না করিলে যমজ হয় না]। ৩৭। মাতা পিতার অল্পশুক্রতাহেতু আসেক্য নামক [শিথিলশিশ্ন] পুরুষ উৎপন্ন হয় (ইহার

স শুক্রং প্রাশ্য লভতে ধ্বজোচ্ছ্রায়মসংশয়ম্ ॥ ৩৮
যঃ পূতিযোনৌ জায়েত স সৌগন্ধিকসংজ্ঞিতঃ।
স যোনিশেফসোর্গন্ধমাঘ্রায় লভতে বলম্ ॥ ৩৯
স্বে গুদেঽব্রহ্মচর্য্যাদ্যঃ স্ত্রীষু পুংবৎ প্রবর্ত্ততে।
কুম্ভীকঃ স চ বিজ্ঞেয় ঈর্ষ্যকং শৃণু চাপরম্ ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা ব্যবায়মন্যেষাং ব্যবায়ে যঃ প্রবর্ত্ততে।
ঈর্ষ্যকঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ ষণ্ডকং শৃণু পঞ্চমম্ ॥ ৪১
যো ভার্য্যায়ামৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে।
ততঃ স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪২
ঋতৌ পুরুষবদ্বাপি প্রবর্ত্তেতাঙ্গনা যদি।
তত্র কন্যা যদি ভবেৎ সা ভবেন্নরচেষ্টিতা ॥ ৪৩
আসেক্যশ্চ সুগন্ধী চ কুম্ভীকশ্চের্ষ্যকস্তথা।
সরেতসস্ত্বমী জ্ঞেয়া অশুক্রঃ ষণ্ডসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪৪
অনয়া বিপ্রকৃত্যা তু তেষাং শুক্রবহাঃ শিরাঃ ॥
হর্ষাৎ স্ফুটত্বমায়ান্তি ধ্বজোচ্ছ্রায়স্ততো ভবেৎ ॥ ৪৫
আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ ॥ ৪৬
যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে ॥ ৪৭

ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাবহেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি ॥
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিণ্যা গর্ভলক্ষণম্।
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈতৃকৈর্গুণৈঃ ॥ ৪৮
সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ড-বিকৃতাকৃতয়শ্চ যে।
গর্ভাস্ত্বেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতা ভৃশম্ ॥ ৪৯
গর্ভো বাতপ্রকোপেণ দৌহৃদে চাবমানিতে।
ভবেৎ কুব্জঃ কুণিঃ পঙ্গুর্মূকো মিন্মিন এব চ ॥ ৫০
মাতাপিত্রোস্তু নাস্তিক্যাদশুভৈশ্চ পুরাকৃতৈঃ।
বাতাদীনাঞ্চ কোপেন গর্ভো বিকৃতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
মলাল্পত্বাদযোগাচ্চ বায়োঃ পক্বাশয়স্য চ।
বাতমূত্রপুরীষাণি ন গর্ভস্থঃ করোতি হি ॥
জরায়ুণা মুখে চ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে।
বায়োর্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি ॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভস্বপ্নান্ গর্ভোঽধিগচ্ছতি।
মাতুর্নিশ্বসিতোচ্ছ্বাস-সংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্ ॥ ৫২
সন্নিবেশঃ শরীরাণাং দন্তানাং পতনোদ্ভবৌ।
তলেষ্বসম্ভবো যশ্চ রোম্ণামেতৎ স্বভাবতঃ ॥ ৫৩
ভাবিতাঃ পূর্ব্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ।
ভবন্তি সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বজাতিস্মরা নরাঃ ॥ ৫৪

অপর নাম মুখযোনি)। সেই পুরুষ শুক্র পান করিলে নিশ্চয়ই ধ্বজোচ্ছ্রায় প্রাপ্ত হয়। ৩৮। যে সন্তান পূতি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সৌগন্ধিক কহে। সে যোনি ও শেফের গন্ধ পাইলে বল লাভ করে। ৩৯। যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি স্ত্রীদিগের পায়ুতে পুরুষভাবে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুম্ভীক কহে। অনন্তর ঈর্ষক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪০। যে ব্যক্তি অন্যদিগের ব্যবায় অবলোকন করিয়া ব্যবায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ঈর্ষক কহে। অনন্তর ষণ্ডক নামক পঞ্চমপ্রকার পুরুষ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪১। ঋতু হইবার পর যে পুরুষ ভার্য্যাতে মোহ বশতঃ উত্তানভাবে শয়নপূর্ব্বক গমন করে, তাহার সেই কর্ম্ম হইতে স্ত্রীলোকের ন্যায় আকারপ্রকার-বিশিষ্ট ষণ্ড নামক সন্তান উৎপন্ন হয়। ৪২। আবার যে অঙ্গনা পুরুষকে উত্তানভাবে স্থিত করিয়া ব্যবায় করে, তাহার সেই ব্যবায়ে কন্যা উৎপন্ন হইলে সেই কন্যার চেষ্টিত সকল পুরুষের মত হয়। ৪৩। আসেক্য, সৌগন্ধিক, কুম্ভীক ও ঈর্ষক এই চারি জাতি পুরুষ স-রেতাঃ হইয়া থাকে। আর ষণ্ড নামক পুরুষ অশুক্র হয়। ৪৪। যাহা-দের প্রকৃতি বিপরীত অর্থাৎ যাহাদের শুক্র আছে, তাহাদের শুক্রবহা শিরা সকল হর্ষ বশতঃ স্ফুটত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই ধ্বজোচ্ছ্রায় হইয়া থাকে। ৪৫। স্ত্রীপুরুষেরা যাদৃশ আহার, আচার ও চেষ্টা-সমন্বিত হয়, তাহাদের সঙ্গমে তাদৃশ পুত্রই জন্মিয়া থাকে। ৪৬। নারীদ্বয় রমণে-চ্ছুক হইয়া কথঞ্চিৎ পরস্পর গমন করিলে পরস্পর যদি শুক্রমোচন করে, তবে অস্থিহীন সন্তান উৎপন্ন হয়। ৪৭। যে ঋতুস্নাতা নারী স্বপ্নে মৈথুন করে, বায়ু তাহার আর্ত্তব গ্রহণ করিয়া কুক্ষিতে গর্ভ উৎপাদন করে। সেই গর্ভিণীর গর্ভলক্ষণ মাসে মাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কলল পৈতৃক-গুণ-বিবর্জ্জিত হয় [অর্থাৎ তাহার কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি হয় না]। ৪৮। যে সকল গর্ভ সর্প, বৃশ্চিক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় বিকৃতা-কার হয়, স্ত্রীদিগের সেই সকল গর্ভ অতিশয় পাপকৃত জানিবে। ৪৯। গর্ভিণীর দৌহৃদ অবমানিত হইলে বায়ু-প্রকোপ হয়। তাহাতে গর্ভ কুব্জ, কুণি, পঙ্গু, মূক ও মিন্মিন হইয়া থাকে। ৫০। মাতাপিতার নাস্তিকতা, পূর্ব্বজন্মকৃত অশুভসমূহ ও বাতাদির প্রকোপ বশতঃ গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ৫১। মলের অল্পতাহেতু এবং বায়ু ও পক্বাশয়ের অযোগহেতু [যথাবস্থায় অপ্রাপ্তিহেতু] গর্ভের বাত, মূত্র ও পুরীষ নির্গত হয় না। আর জরায়ু দ্বারা মুখ আচ্ছন্ন ও কণ্ঠ কফবেষ্টিত হওয়াতে এবং বায়ুর মার্গরোধ হওয়াতে গর্ভস্থ সন্তান রোদন করিতে পারে না। মাতার নিশ্বাস-প্রশ্বাস-সংক্ষোভ ও নিদ্রা হইতে গর্ভের নিশ্বাসপ্রশ্বাস-সংক্ষোভ ও নিদ্রা হইয়া থাকে। ৫২। অঙ্গসমূহের যথাস্থানে সন্নিবেশ, দন্তসমূহের পতন ও উদ্ভব, পাণিতলাদিতে রোমের অনুদ্ভব, এ সকল স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। ৫৩। যে সকল সত্ত্বভূয়িষ্ঠ শাস্ত্রবুদ্ধি পুরুষ পূর্ব্বজন্মে শাস্ত্রভাবনায় সতত কালক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহজন্মে জাতিস্মর হইয়া

কর্ম্মণা চোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্ ॥ ৫৫
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে শুক্রশোণিতশুদ্ধি-
শারীরং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভাবক্রান্তিশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

সৌম্যং শুক্রমার্ত্তবমাগ্নেয়মিতরেষামপ্যত্র ভূতানাং সান্নিধ্যমস্ত্যণুনা বিশেষেণ পরস্পরোপকারাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ ॥ ২

তত্র স্ত্রীপুংসয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাদ্বায়ুরুদীরয়তি। ততস্তেজোঽনিলসন্নিপাতাচ্ছুক্রং চ্যুতং যোনিমভিপ্রতিপদ্যতে সংসৃজ্যতে চার্ত্তবেন। ততোঽগ্নিসোমসংযোগাৎ সংসৃজ্যমানো গর্ভো গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদ্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞো বেদয়িতা স্পৃষ্টা ঘ্রাতা দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা পুরুষঃ স্রষ্টা গন্তা সাক্ষী ধাতা বক্তা যোঽসাবিত্যেবমাদিভিঃ পর্য্যায়বাচকৈর্নামভিরভিধীয়তে দৈবসংযোগাদক্ষয়োঽব্যয়োঽচিন্ত্যো-ভূতাত্মনা সহান্বক্ষং সত্ত্বরজস্তমোভির্দৈবাসুরৈরপরৈশ্চ ভাবৈর্বায়ুনাভিপ্রের্য্যমাণো গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৩

তত্র শুক্রবাহুল্যাৎ পুমান্ আর্ত্তববাহুল্যাৎ স্ত্রী, সাম্যাদুভয়োর্নপুংসকমিতি। ঋতুস্তু দ্বাদশরাত্রং ভবতি দৃষ্টার্ত্তবঃ ॥ ৪

অদৃষ্টার্ত্তবাপ্যস্তীত্যেকে ভাষন্তে ॥ ৫

ভবন্তি চাত্র।

পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখদ্বিজাম্।
নরকামাং প্রিয়কথাং স্রস্তকুক্ষ্যক্ষিমূর্দ্ধজাম্ ॥
স্ফুরদ্ভুজকুচশ্রোণি-নাভ্যূরুজঘনস্ফিচম্।
হর্ষৌৎসুক্যপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি ॥ ৬
নিয়তং দিবসেঽতীতে সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা।
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা ॥
মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবম্।
ঈষৎকৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ ॥ ৭
তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপকশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৮
যুগ্মেষু তু পুমান্ প্রোক্তো দিবসেষ্বন্যথাঽবলা।
পুষ্পকালে শুচিস্তস্মাদপত্যার্থী স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ ৯

থাকেন। ৫৪। জীব যে কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হয়, পুনর্জ্জন্মে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে যে সকল গুণ তাহার অভ্যস্ত থাকে, সে এজন্মেও সেই সকল গুণ প্রাপ্ত হয়। ৫৫ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

গর্ভাবক্রান্তি।

অনন্তর আমরা গর্ভাবক্রান্তি শারীর ব্যাখ্যা করিব। ১। শুক্র সোমগুণবিশিষ্ট, আর্ত্তব অগ্নিগুণ-বিশিষ্ট। তথাপি এই দুই দ্রব্যে অন্যান্য ভূতদিগেরও সান্নিধ্য আছে। তাহারা এই সকল দ্রব্যে অণুভাবে আছে এবং অণুভাবে পরস্পর উপকৃত, পরস্পর পোষিত ও পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়। ২। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ হইলে বায়ু শরীর হইতে তেজকে উদীরিত করে। অনন্তর তেজ ও বায়ুর সন্নিপাতে শুক্র চ্যুত হইয়া যোনি প্রাপ্ত ও আর্ত্তবের সহিত সংসৃষ্ট হয়। অনন্তর অগ্নি ও সোমের সংযোগে গর্ভ সংসৃষ্ট হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। অনন্তর যাঁহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ, বেদয়িতা, স্পষ্টা, ধাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, পুরুষ, স্রষ্টা, গন্তা, সাক্ষী, ধাতা ও বক্তা এবং যাঁহার অন্যান্য নামও আছে; তিনি অক্ষয়, অব্যয় ও অচিন্ত্য হইলেও প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ ভূতাত্মার সহিত ও সত্ত্বরজস্তমোগুণের সহিত এবং দেবাসুর-সুলভ অন্যান্য ভাবের সহিত বায়ু কর্ত্তৃক প্রেয্যমাণ হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। ৩। তন্মধ্যে শুক্রের বাহুল্যহেতু পুরুষ ও আর্ত্তবের বাহুল্য-হেতু কন্যাসন্তান উৎপন্ন হয়। আর শুক্রার্ত্তবের সমতা থাকিলে নপুংসক সন্তান হয়। ঋতু দ্বাদশ রাত্রি হয়। অতএব দ্বাদশ রাত্রি ঋতু দেখা যায় [ইহাতে বোধ হয় এই কথা বলা হইল যে, ঋতুস্নানের পরও ঋতুর দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত ঋতু অভ্যন্তরে নিঃসৃত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায় ২৮ প্রভৃতি প্রকরণ দেখ]। ৪। কেহ কেহ বলেন যে, এমন স্ত্রীলোকও আছে, যাহাদের আর্ত্তব হয় অথচ দৃষ্ট হয় না। ৫। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—ঐরূপ স্ত্রীলোকেরা পীনপ্রসন্নবদনা, ক্লিন্নদেহা, ক্লিন্নমুখী, ক্লিন্নদশনা (দশন শব্দে দন্তবেষ্ট বুঝিতে হইবে), নরকামা, প্রিয়কথা, স্রস্তকুক্ষি, স্রস্তাক্ষী; ও স্রস্তমূর্দ্ধজা হইয়া থাকে। উহাদের ভুজ, কুচ, শ্রোণি, নাভি, উরু, জঘন ও স্ফিক্ স্ফুরিত হইতে থাকে। আর উহারা হর্ষোৎফুল্লা ও ঔৎসুক্য-পরায়ণা হয়। তাহাতেই জানা যায় যে, উহারা ঋতুমতী হইয়াছে। ৬। যেমন দিবস অতীত হইলে পদ্ম নিয়ত সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ ঋতু অতীত হইলে স্ত্রীদিগের যোনি সঙ্কুচিত হয়। সেইকালে আর্ত্তব এক মাসের মধ্যে উপচিত হয় এবং বায়ু তাহা ধমনীদ্বয় দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া যোনিমুখে আনয়ন করে। এই অবস্থায় উহা কৃষ্ণবর্ণ ও গন্ধহীন থাকে। ৭। স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়সে আর্ত্তব বর্ত্তমান থাকে; অনন্তর উহাদের শরীর জরাপক হইলে পঞ্চাশ বৎসর হইতে সেই আর্ত্তব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৮। ঋতুমতী স্ত্রীতে যুগ্ম দিবসে [ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি দিবসে] গমন করিলে পুত্রসন্তান হয়। অযুগ্মদিবসে গমন করিলে কন্যা-সন্তান হয়। অতএব অপত্যার্থী ব্যক্তি পুষ্পকালে শুচি হইয়া স্ত্রীতে গমন করিবে। ৯। সদ্য গর্ভ হইলে তাহার এইরূপ লক্ষণ সকল হইয়া থাকে। যথা,—স্ত্রীর শ্রম, গ্লানি,

তত্র সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লিঙ্গানি—শ্রমো গ্লানিঃ পিপাসা সক্থিসদনং শুক্রশোণিতয়োরববন্ধঃ স্ফুরণঞ্চ যোনেঃ ॥ ১০

স্তনয়োঃ কৃষ্ণমুখতা রোমরাজ্যুদ্গমস্তথা
অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ ॥
অকামতশ্ছর্দ্দয়তি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ।
প্রসেকঃ সদনঞ্চাপি গর্ভিণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ১১

তদা প্রভৃত্যেব ব্যায়ামং ব্যবায়মপতর্পণমতিকর্ষণং দিবাস্বপ্নং রাত্রিজাগরণং শোকং যানাবরোহণং ভয়মুৎকটুকাসনঞ্চৈকান্ততঃ স্নেহাদিক্রিয়াং শোণিতমোক্ষণঞ্চাকালে বেগবিধারণঞ্চ ন সেবেত ॥ ১২

দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে।
স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে ॥ ১৩

তত্র প্রথমে মাসি কললং জায়তে। দ্বিতীয়ে শীতোষ্মানিলৈরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সঙ্ঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে; যদি পিণ্ডঃ পুমান্, স্ত্রী চেৎ পেশী, নপুংসকং চেদর্ব্বুদমিতি। তৃতীয়ে হস্তপাদশিরসাং পঞ্চ পিণ্ডকা নির্ব্বর্ত্তন্তেঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগশ্চ সূক্ষ্মো ভবতি। চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরো ভবতি, গর্ভহৃদয়প্রব্যক্তভাবাচ্চেতনাধাতুরভিব্যক্তো ভবতি। কস্মাৎ? তৎস্থানত্বাৎ। তস্মাদ্গর্ভশ্চতুর্থে মাস্যভিপ্রায়মিন্দ্রিয়ার্থেষু করোতি। দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে। দৌহৃদবিমাননাৎ কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা নারী সুতং জনয়তি। তস্মাৎ সা যদ্যদিচ্ছেৎ তৎ তস্যৈ দাপয়েৎ। লব্ধদৌহৃদা হি বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি ॥ ১৪

ভবন্তি চাত্র।

ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভাবাধভয়াৎ তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ ॥
সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতম্।
অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্ ॥
যেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা।
প্রজায়েত সুতস্যার্ত্তিস্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে ॥
রাজসন্দর্শনে যস্যা দৌহৃদং জায়তে স্ত্রিয়াঃ।
অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে ॥
দুকূলপট্টকৌষেয়-ভূষণাদিষু দৌহৃদাৎ।
অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে ॥
আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্ম্মশীলং প্রসূয়তে ॥
দেবতাপ্রতিমায়াস্তু প্রসূতে পার্ষদোপমম্ ॥
দর্শনে ব্যালজাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে ॥
গোধামাংসাশনে পুত্রং সুষুপ্সুং ধারণাত্মকম্ ॥
গবাং মাংসে চ বলিনং সর্ব্বক্লেশসহং তথা ॥

পিপাসা, উরুদ্বয়ের অবসাদ, শুক্রশোণিতের অববন্ধ (অনির্গম) ও যোনির স্ফুরণ। ১০। গৃহীতগর্ভার উত্তরকালীন লক্ষণ সকল যথা;—স্তনদ্বয়ের কৃষ্ণমুখতা, রোমরাজীর উদ্গম, বিশেষতঃ অক্ষিপক্ষ্মসমূহের সংমীলন, অনিচ্ছায় বমন, সদ্গন্ধ গ্রহণে উদ্বেজন, লালাপ্রসেক ও অবসাদ। ১১। গর্ভিণী যেন তখন হইতেই ব্যায়াম, ব্যবায়, অপতর্পণ, অতি কর্ষণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, যানারোহণ, ভয়, উৎকটুক আসন, অধিক পরিমাণে স্নেহাদি ক্রিয়া, শোণিতমোক্ষণ ও অকালে (অষ্টম-মাসাদিকালে) বেগধারণ পরিহার করে। ১২। দোষদিগের প্রকোপ বা অভিঘাতহেতু গর্ভিণীর যে যে অঙ্গের পীড়ন হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই অঙ্গের পীড়ন হইয়া থাকে। ১৩। তন্মধ্যে প্রথম মাসে কলল (তরল গর্ভ) উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মাসে গর্ভসম্পাদক মহাভূতগণ শীত উষ্মা ও অনিল সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াতে সংহত ও ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় গর্ভ পিণ্ডাকৃতি হইলে, পুরুষ-সন্তান হয়, দীর্ঘাকৃতি হইলে কন্যাসন্তান হয় এবং অর্ব্বুদাকৃতি হইলে নপুংসক-সন্তান হয়। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তকের পাঁচটী পিণ্ড উৎপন্ন হয় এবং বক্ষঃপৃষ্ঠাদি অঙ্গ ও নাসা-চিবুকাদি প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মভাবে উৎপত্তি হয়। চতুর্থমাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ অধিকতর ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং গর্ভহৃদয়ের প্রব্যক্ততাহেতু চেতনাধাতু অভিব্যক্ত হয়। কেননা হৃদয় চেতনাধাতুর স্থান। এইজন্য গর্ভ চতুর্থমাসে বিষয়ে অভিলাষ করে। এইজন্য তৎকালে গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদের অবমাননা হইলে গর্ভিণী কুব্জ, কুণি, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ বা অন্ধ সন্তান প্রসব করে। সেইজন্য গর্ভিণী যাহা যাহা অভিলাষ করে, তাহা তাহাকে সাধ্যমত প্রদান করিতে হয়। গর্ভিণীর অভিলাষ সমস্ত পূর্ণ হইলে সে বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ুঃ পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ১৪। এই স্থানে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;—গর্ভিণী যে সকল দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই সকল দ্রব্য আহরণ করিয়া দিবে। নতুবা তাহার গর্ভের অনিষ্ট হইতে পারে। গর্ভিণী দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গুণান্বিত পুত্র প্রসব করে। আর দৌহৃদ প্রাপ্ত না হইলে তাহার গর্ভের বা নিজের আশঙ্কা থাকে। যে যে ইন্দ্রিয়ার্থে দৌহৃদের অবমাননা করা যায়, গর্ভের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অসুখ হইয়া থাকে। যে গর্ভিণীর রাজসন্দর্শনে দৌহৃদ হয়, সে অর্থশালী মহাভাগ কুমার প্রসব করে। যে গর্ভিণীর দুকূল-পট্ট-কৌষেয় ও ভূষণাদিতে দৌহৃদ হয়, সে অলঙ্কারৈষী ললিত পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যে গর্ভিণীর তপোবনে দৌহৃদ হয়, সে সংযতাত্মা ধর্ম্মশীল পুত্র প্রসব করে। যে গর্ভিণীর দেবতাপ্রতিমায় দৌহৃদ হয়, সে রাজসভাসদ্‌সদৃশ পুত্র প্রসব করে। যে গর্ভিণীর হিংস্র জন্তু দর্শনে দৌহৃদ হয়, সে হিংসাশীল পুত্র প্রসব করে। যে গর্ভিণীর গোধামাংস সেবনে দৌহৃদ হয়, সে সুষুপ্সু (নিদ্রাকাঙ্ক্ষী) ও বাঞ্ছিত-দ্রব্য-গ্রহণপ্রিয় পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যে গর্ভিণীর গোমাংসে দৌহৃদ হয়,

মাহিষে দৌহৃদাচ্ছূরং রক্তাক্ষং লোমসংযুতম্ ॥
বরাহমাংসাৎ স্বপ্নালুং শূরং সঞ্জনয়েৎ সুতম্ ॥
মার্গাদ্বিক্রান্তজঙ্ঘালং সদা বনচরং সুতম্ ॥
স্বমরাদ্বিগ্নমনসং নিত্যভীতঞ্চ তৈত্তিরাৎ ॥
অতোঽনুক্তেষু যা নারী সমভিধ্যাতি দৌহৃদম্।
শরীরাচারশীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি ॥
কর্ম্মণা চোদিতং জন্তোর্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ।
যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহৃদং জনয়েদ্ধৃদি ॥ ১৫

পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি। ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ। সপ্তমে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরঃ। অষ্টমেঽস্থিরীভবত্যোজস্তত্র জাতশ্চেন্ন জীবেন্নিরোজস্ত্বান্নৈঋতভাগত্বাচ্চ ততো বলিং মাংসৌদনমস্মৈ দাপয়েৎ। নবমদশমৈকাদশদ্বাদশানামন্যতমস্মিন্ জায়তে। অতোঽন্যথা বিকারী ভবতি ॥ ১৬

মাতুস্তু খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভিনাড়ী প্রতিবদ্ধা, সাস্য মাতুরাহাররসবীর্য্যমভিবহতি। তেনোপস্নেহনাস্যাভিবৃদ্ধির্ভবতি। অসঞ্জাতাঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রবিভাগমা নিষেকাৎ প্রভৃতি সর্ব্বশরীরাবয়বানুসারিণীনাং রসবহানাং তির্য্যগ্গতানাং ধমনীনামুপস্নেহো জীবয়তি ॥ ১৭

গর্ভস্য হি সম্ভবতঃ পূর্ব্বং শিরঃ সম্ভবতীত্যাহ শৌনকঃ শিরোমূলত্বাদ্দেহেন্দ্রিয়াণাম্। হৃদয়মিতি কৃতবীর্য্যো বুদ্ধের্মনসশ্চ স্থানত্বাৎ। নাভিরিতি পারাশর্য্যস্ততো হি বর্দ্ধতে দেহো দেহিনঃ। পাণিপাদমিতি মার্কণ্ডেয়স্তন্মূলত্বাচ্চেষ্টায়া গর্ভস্য। মধ্যশরীরমিতি সুভূতিগৌতমস্তন্নিবদ্ধত্বাৎ সর্ব্বগাত্রসম্ভবস্য। তত্তু ন সম্যক্। সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তীত্যাহ ধন্বন্তরির্গর্ভস্য সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে বংশাঙ্কুরবৎ চূতফলবচ্চ। তদ্যথা—চূতফলে পরিপক্কে কেশরমাংসাস্থিমজ্জানঃ পৃথগ্দৃশ্যন্তে কালপ্রকর্ষাৎ; তান্যেব তরুণে নোপলভ্যন্তে সূক্ষ্মত্বাৎ, তেষাং সূক্ষ্মাণাং কেশরাদীনাং কালঃ প্রব্যক্ততাং করোতি। এতেনৈব বংশাঙ্কুরোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। এবং গর্ভস্য তারুণ্যে সর্ব্বেষ্বঙ্গপ্রত্যঙ্গেষু সৎস্বপি সৌক্ষ্ম্যাদনুপলব্ধিঃ, তান্যেব কালপ্রকর্ষাৎ প্রব্যক্তানি ভবন্তি ॥ ১৮

তত্র গর্ভস্য পিতৃজমাতৃজরসজাত্মজসত্ত্বজসাত্ম্যজানি শরীরলক্ষণানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। গর্ভস্য কেশশ্মশ্রুলোমাস্থিনখদন্ত-

---

সে বলবান্ সর্ব্বক্লেশসহ সন্তান প্রসব করে। মহিষমাংসে যাহার দৌহৃদ হয়, সে শূর, রক্তাক্ষ ও লোমসংযুত সন্তান প্রসব করে। বরাহমাংসে যাহার দৌহৃদ হয়, সে নিদ্রালু ও শূর সন্তান প্রসব করে। মৃগমাংসে যাহার দৌহৃদ হয়, সে বিক্রান্ত জঙ্ঘাল ও বনচর পুত্র প্রসব করে। স্বমরমাংসে যাহার দৌহৃদ হয়, সে উদ্বিগ্নমনা পুত্র এবং তিত্তিরমাংসে যাহার দৌহৃদ হয়, সে নিত্যভীত সন্তান প্রসব করে। এতদ্ভিন্ন অনুক্ত যে যে দ্রব্যে গর্ভিণীর দৌহৃদ হয়, সেই সকল পদার্থের শরীর, আচার ও শীলসম্পন্ন সন্তান সেই নারীর প্রসূত হয়। প্রাণীসকলের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলে যাদৃশ ভবিতব্যতা, দৈবযোগে তাদৃশ দৌহৃদই গর্ভিণীর হৃদয়ে উত্থিত হয়।১৫। পঞ্চম মাসে মনের বোধশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি হয়। সপ্তম মাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ স্ফুটতর হয়। অষ্টম মাসে গর্ভের ওজোধাতু স্থির হয় না, এইজন্য তৎকালে ভূমিষ্ঠ হইলে বাঁচে না। গর্ভ অষ্টম মাসে এইরূপ ওজোহীন হয় বলিয়া অথচ তৎকালে রাক্ষসদিগের পূজা প্রাপ্য হয় বলিয়া ইহার উদ্দেশে রাক্ষসদিগকে মাংসান্ন বলি দিবে। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাসের অন্যতম মাসই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার সময়। ইহার অন্যথা জন্মিলে গর্ভ বিকার প্রাপ্ত হয়। ১৬। গর্ভের নাভীনাড়ী মাতার রসবহা নাড়ীতে সম্বদ্ধ থাকে। সেই গর্ভনাড়ী মাতার আহার-রসবীর্য্য গর্ভশরীরে বহন করে। মাতার সেই উপস্নেহ দ্বারা গর্ভের অভিবৃদ্ধি হয়। যোনিতে শুক্রের নিষেচন হওয়া অবধি যতদিন পর্য্যন্ত গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সম্যক্ জাত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে মাতার সর্ব্বশরীরাবয়ব-গামিনী রসবহা তির্য্যগ্গত ধমনীদিগের উপস্নেহ জীবিত রাখে [উপস্নেহ শব্দে ক্লেদ-বিশেষ বুঝিতে হইবে। জল বৃক্ষকে উপস্নেহ দ্বারা পোষণ করে, এস্থলে বৃক্ষ জলকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এরূপ বুঝিতে হইবে না, পরন্তু জলের উপস্নেহ গ্রহণ করিয়া পোষিত হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর মাতার রসবহা ধমনী সকল তির্য্যগ্গত হইয়া অর্থাৎ গর্ভ-শরীরে অসাক্ষাৎ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া উপস্নেহ প্রদান করে বুঝিতে হইবে]। ১৭। সম্ভবতঃ গর্ভের মস্তক প্রথমে হয়, এই কথা শৌনক বলেন, কারণ দেহেন্দ্রিয়সমূহের মূলই মস্তক। কৃতবীর্য্য বলেন যে, হৃদয় প্রথম হয়, কারণ হৃদয় বুদ্ধি ও মনের স্থান। পরাশরের পুত্র বলেন যে, নাভি প্রথমে উৎপন্ন হয়, কেননা দেখা যায় যে, মাতৃশরীরের সহিত গর্ভ নাভি দ্বারা সংস্পৃষ্ট বলিয়াই গর্ভের দেহ বৃদ্ধি পায়। মার্কণ্ডেয় বলেন, পাণিপাদ প্রথমে হয়; কেননা পাণিপাদই গর্ভের সমস্ত চেষ্টার মূল। সুভূতি গৌতম বলেন যে, মধ্যশরীর প্রথমে হয়, কেননা উহাই সর্ব্বগাত্রের উৎপত্তির মূল। কিন্তু এসকল কথা ঠিক্ হইতেছে না। ধন্বন্তরি কহেন যে, গর্ভের সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ (সূক্ষ্মভাবে) যুগপৎ উৎপন্ন হয়, গর্ভের সূক্ষ্মত্বহেতু সে সকল অনুভূত হয় না। যেমন বংশের অঙ্কুর, যেমন আম্রফল। দেখ, আম্রফল পরিপক্ক হইলে উহার কেশর, মাংস, অস্থি ও মজ্জা পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয়। সেই সকল কেশরাদি প্রথম প্রথম অবশ্যই সূক্ষ্মভাবে থাকে, কাল উহাদের ব্যক্ততা সম্পাদন করে। এইরূপে বংশাঙ্কুরেরও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এইজন্য গর্ভের নূতন অবস্থায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাস্তবিক বিদ্যমান থাকিলেও সূক্ষ্মত্ব বশতঃ উপলব্ধ হয় না। সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কালক্রমে সুব্যক্ত হয়। ১৮। এস্থলে গর্ভের পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বজ ও সাত্ম্যজ শরীরলক্ষণ সকল ব্যাখ্যা করিব।

শিরাস্নায়ুধমনীরেতঃপ্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি। মাংস-শোণিতমেদোমজ্জহৃন্নাভিযকৃৎপ্লীহান্ত্রগুদপ্রভৃতীনি মৃদূনি মাতৃজানি। শরীরোপচয়ো বলং বর্ণঃ স্থিতির্হানিশ্চ রসজানি। ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং বিজ্ঞানমায়ুঃ সুখদুঃখাদিকঞ্চাত্মজানি। সত্ত্বজান্যুত্তরং বক্ষ্যামঃ। বীর্য্যমারোগ্যং বলবর্ণৌ মেধা চ সাত্ম্যজানি ॥ ১৯

তত্র যস্যা দক্ষিণে স্তনে প্রাক্ পয়োদর্শনং ভবতি, দক্ষিণাক্ষিমহত্ত্বঞ্চ, পূর্ব্বঞ্চ দক্ষিণং সক্‌থ্যুৎকর্ষতি, বাহুল্যাচ্চ পুংনামধেয়েষু দ্রব্যেষু দৌহৃদমভিধ্যায়তি, স্বপ্নেষু চোপলভতে পদ্মোৎপলকুমুদাম্রাতকাদীনি পুংনামান্যেব, প্রসন্নমুখবর্ণা চ ভবতি, তাং ব্রূয়াৎ পুত্ত্রমিয়ং জনয়িষ্যতীতি; তদ্বিপর্য্যয়ে কন্যাম্। যস্যাঃ পার্শ্বদ্বয়মুন্নতং, পুরস্তান্নির্গতমুদরং, প্রাগভিহিতলক্ষণঞ্চ তস্যানপুংসকমিতি বিদ্যাৎ। যস্যা মধ্যে নিম্নং দ্রোণীপ্রভূতমুদরং সা যুগ্মং প্রসূয়ত ইতি ॥ ২০

ভবন্তি চাত্র।

দেবতাব্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচারহিতে রতাঃ।
মহাগুণান্ প্রসূয়ন্তে বিপরীতাস্তু নির্গুণান্ ॥ ২১
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্ব্বৃত্তিঃ স্বভাবাদেব জায়তে।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্ব্বৃত্তৌ যে ভবন্তি গুণাগুণাঃ ॥
তে তে গর্ভস্য বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ ॥ ২২

ইতি শারীরস্থানে গর্ভাবক্রান্তিশারীরং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

গর্ভের কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির অঙ্গ সকল পিতৃজ। মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, গুদ প্রভৃতি মৃদু অঙ্গ সকল মাতৃজ। শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ, স্থিতি ও হানি রসজ। ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু ও সুখ-দুঃখাদি আত্মজ। সত্ত্বজ লক্ষণ সকল পরে বর্ণনা করিব। বীর্য্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ ও মেধা সাত্ম্যজ। ১৯। যে গর্ভিণীর দক্ষিণ স্তনে প্রথম দুগ্ধদর্শন হয়, দক্ষিণ অক্ষির প্রথমে মহত্ত্ব হয়, দক্ষিণ উরুর গুরুত্ব হয়, পুংনামধেয় দ্রব্যসমূহে প্রধানতঃ দৌহৃদ হয়, স্বপ্নে পদ্ম উৎপল কুমুদ আম্রাতক প্রভৃতি পুংনাম দ্রব্যসমূহের দর্শন হয় এবং মুখের বর্ণ প্রসন্ন হয়, সে পুত্র প্রসব করিবে একথা বলিতে পার। তদ্বিপরীত হইলে কন্যা প্রসব করিবে। আর যে গর্ভিণীর পার্শ্বদ্বয় উন্নত, উদর সম্মুখে উন্নত ও পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ-সম্পন্ন, তাহার নপুংসক সন্তান হয়। যে গর্ভিণীর উদর মধ্যে নিম্ন অথচ দ্রোণীর ন্যায় হয়, সে যমজ সন্তান প্রসব করে। ২০। এই স্থলে শ্লোক বলা হইতেছে;—যে সকল গর্ভিণী দেবতা ও ব্রাহ্মণ-পরায়ণা, যাহারা শৌচাচার ও হিতকর্ম্মে রত, তাহারা মহাগুণ সন্তান প্রসব করে। তদ্বিপরীতা গর্ভিণীরা নির্গুণ সন্তান প্রসব করে। ২১। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যাদি স্বভাব হইতেই হয়। তৎসম্বন্ধে যে সকল গুণাগুণ হইয়া থাকে, গর্ভের সেই সকল গুণাগুণ ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্ত জানিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভব্যাকরণং নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

অগ্নিঃ সোমো বায়ুঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মেতি প্রাণাঃ ॥ ২

তস্য খল্বেবংপ্রবৃত্তস্য শুক্রশোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্ত ত্বচো ভবন্তি। তাসাং প্রথমাবভাসিনী নাম, যা সর্ব্ববর্ণানবভাসয়তি পঞ্চবিধাঞ্চ চ্ছায়াং প্রকাশয়তি। সা ব্রীহেরষ্টাদশভাগপ্রমাণা, সিধ্মপদ্মকণ্টকাধিষ্ঠানা। দ্বিতীয়া লোহিতা নাম ষোড়শভাগপ্রমাণা তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গাধিষ্ঠানা। তৃতীয়া শ্বেতা নাম দ্বাদশভাগপ্রমাণা চর্ম্মদলাজগল্লীমশকাধিষ্ঠানা। চতুর্থী তাম্রা নামাষ্টভাগপ্রমাণা বিবিধকিলাসকুষ্ঠাধিষ্ঠানা। পঞ্চমী বেদিনী নাম ব্রীহিপঞ্চভাগপ্রমাণা কুষ্ঠবিসর্পাধিষ্ঠানা। ষষ্ঠী রোহিণী নাম ব্রীহিপ্রমাণা গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদশ্লীপদগলগণ্ডাধিষ্ঠানা। সপ্তমী মাংসধরা নাম ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা ভগন্দরবিদ্রধ্যর্শোঽধিষ্ঠানা যদেতৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং তন্মাংসলেষবকাশেষু; ন ললাটে

চতুর্থ অধ্যায়

গর্ভব্যাকরণ।

অনন্তর আমরা গর্ভব্যাকরণ নামক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা (কর্ম্মপুরুষ) ইহারা প্রাণ। ২। যেমন দুগ্ধ পচ্যমান হইলে তাহা হইতে সর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শুক্রশোণিত, অগ্নি প্রভৃতি প্রাণ দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া পচ্যমান হইলে, তাহাতে সপ্ত ত্বক্ উৎপন্ন হইয়া থাকে তন্মধ্যে প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী, উহা সর্ব্ববর্ণের ব্যঞ্জক ও পঞ্চভূতাত্মক কান্তির প্রকাশক। উহার স্থূলতা একটী ব্রীহির অষ্টাদশ ভাগ। উহাই সিধ্ম ও পদ্মকণ্টক রোগের অধিষ্ঠান। উহার নিম্নস্থ ত্বক্‌কে লোহিতা কহে। উহা ব্রীহির ষোড়শ-ভাগ-প্রমাণ। উহা তিলকালক, ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গের অধিষ্ঠান। তৃতীয় ত্বকের নাম শ্বেতা। উহা ব্রীহির দ্বাদশ-ভাগ-প্রমাণ এবং চর্ম্মদল, অজগল্লী ও মশক রোগের অধিষ্ঠান। চতুর্থ ত্বকের নাম তাম্রা। উহা ব্রীহির অষ্টভাগৈকভাগ-প্রমাণ এবং বিবিধ কিলাসকুষ্ঠের অধিষ্ঠান। পঞ্চম ত্বকের নাম বেদিনী। উহা ব্রীহির পঞ্চভাগ প্রমাণ এবং কুষ্ঠ ও বিসর্পের অধিষ্ঠান। ষষ্ঠ ত্বকের নাম রোহিণী, উহার প্রমাণ এক ব্রীহি এবং উহা গ্রন্থি, অপচী অর্ব্বুদ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগের অধিষ্ঠান। সপ্তম ত্বকের নাম মাংসধরা।* উহার প্রমাণ দুই ব্রীহি এবং উহা ভগন্দর,

* ডাক্তার ওয়াইজ বলেন, **Mangsadhara is the cellular tissue which retains the muscles in their places and is the thickness of two barley-corns.**

সূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু। যতো বক্ষ্যত্যুদরেষু ব্রীহিমুখেণাঙ্গুষ্ঠোদর-প্রমাণমবগাঢ়ং বিধ্যেদিতি ॥ ৩

কলাঃ খল্বপি সপ্ত সম্ভবন্তি ধাত্বাশয়ান্তরমর্য্যাদাঃ ॥ ৪

ভবতশ্চাত্র।

যথা হি সারঃ কাষ্ঠেষু ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে।
তথা ধাতুর্হি মাংসেষু ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে ॥ ৫
স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুণা।
শ্লেষ্মণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলাভাগাংস্তু তান্ বিদুঃ ॥ ৬

তাসাং প্রথমা মাংসধরা নাম, যস্যাং মাংসে শিরাস্নায়ু-ধমনীস্রোতসাং প্রতানা ভবন্তি ॥ ৭

ভবতি চাত্র।

যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে শিরাদয়ঃ ॥ ৮

দ্বিতীয়া রক্তধরা নাম, মাংসস্যাভ্যন্তরতস্তস্যাং শোণিতং বিশেষতশ্চ শিরাসু যকৃৎপ্লীহ্নোশ্চ ভবতি ॥ ৯

ভবতি চাত্র।

বৃক্ষাদ্যথাভিপ্রহতাৎ ক্ষীরিণঃ ক্ষীরমাবহেৎ।
মাংসাদেবং ক্ষতাৎ ক্ষিপ্রং শোণিতং সম্প্রসিচ্যতে ॥১০

তৃতীয়া মেদোধরা নাম। মেদো হি সর্ব্বভূতানামুদরস্থ-মণ্বস্থিষু চ মহৎসু চ মজ্জা ভবতি ॥ ১১

ভবতি চাত্র।

স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরাশ্রিতঃ।
অথেতরেষু সর্ব্বেষু সরক্তং মেদ উচ্যতে ॥ ১২
শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৩

চতুর্থী শ্লেষ্মধরা নাম সর্ব্বসন্ধিষু প্রাণভৃতাং ভবতি ॥ ১৪

ভবতি চাত্র।

স্নেহাভ্যক্তে যথা হ্যক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা ॥ ১৫

পঞ্চমী পুরীষধরা নাম, যান্তঃকোষ্ঠে মলমভিবিভজতে পক্কাশয়স্থা ॥ ১৬

ভবতি চাত্র।

যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ যথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা
উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরা কলা ॥ ১৭

বিদ্রধি ও স্বর্শের অধিষ্ঠান। [সপ্ত ত্বকের সমগ্র পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠোদর"]। ত্বকের এই যে প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা মাংসল প্রদেশসমূহেই বুঝিতে হইবে। ললাটে বুঝিতে হইবে না। সূক্ষ্ম অঙ্গুলিসমূহেও ত্বকের এরূপ পরিমাণ নাই। অথচ ইহার পর এক স্থানে বলা হইবে যে, উদর রোগে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠোদর প্রমাণে গভীর করিয়া বিঁধিবে। ৩। কলাও সাতটী। ধাত্বাশয়-দিগের অন্তর উহাদের সীমা। [Cellular tissue ইতি ডাক্তার ওয়াইজ। ডাক্তার ওফাইজ কলাকে জাল বলিয়াছেন, কেন, বোঝা গেল না]। ৪। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—যেমন কাষ্ঠ ছিদ্যমান হইলে তাহার ভিতর সার দেখা যায়। সেইরূপ মাংসসমূহ ছিদ্যমান হইলে ভিতরে ধাতু দেখা যায়।৫। কলা স্নায়ুসমূহে আচ্ছন্ন, জরায়ু নামক সূক্ষ্মচর্ম্মাকৃতি পদার্থ দ্বারা সন্তত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা বেষ্টিত। ৬। তাহাদের মধ্যে প্রথম মাংসধরা নামক কলা, যাহা মাংসকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং যাহাতে শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও স্রোতঃ-সমূহের প্রতান অবস্থিত থাকিয়া মাংসের সহিত সম্বন্ধ থাকে। ৭। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—যেমন পঙ্কসংসৃষ্ট জলে বিস ও মৃণাল সকল সমন্ততঃ বিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ মাংসধরা-সংসৃষ্ট মাংসে শিরা প্রভৃতি বিবর্দ্ধিত হয়।৮। দ্বিতীয় রক্তধরা নামক কলা। ইহা মাংসের অভ্যন্তরে রক্তকে বেষ্টন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ রক্তবহা শিরা, প্লীহা ও যকৃৎকেও রক্তধরা কলা বলা যায়। ৯। এস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে ;—ক্ষীরবান্ বৃক্ষ প্রহত হইলে যেরূপ ক্ষীর বাহির করে, সেইরূপ মাংস ক্ষত হইলে শীঘ্র শোণিত সম্প্রসিক্ত হয়। ১০। তৃতীয় মেদোধরা নামক কলা। মেদ সর্ব্বভূতের উদরে থাকে, আর সূক্ষ্মাস্থির মধ্যেও মেদ থাকে। মহৎ অস্থিসমূহে যে মেদ থাকে, তাহাকে মজ্জা বলা যায়। ১১। এস্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা ;—স্থূলাস্থিসমূহের অভ্যন্তরে মজ্জা বিশেষতঃ আশ্রয় করে। আর অন্যান্য স্থানে যে রক্তযুক্ত মেদ থাকে, তাহাকে মেদই বলে। ১২। বিশুদ্ধ মাংসের স্নেহভাগকে বসা বলে। ১৩। চতুর্থ শ্লেষ্মধরা নামক কলা। উহা প্রাণীদিগের সর্ব্ব সন্ধিতে অবস্থিত [সন্ধিতে শ্লেষ্মার অভাব হইলে খট খট করিত এবং সন্ধি খেলিত না]। ১৪। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে। যথা ;—যেমন অক্ষ (চক্রচ্ছিদ্রান্তর্গত কাষ্ঠ) স্নেহাভ্যক্ত হইলে উত্তম চলে, সেইরূপ সন্ধি সকল শ্লেষ্মাশ্রিত হওয়াতে উত্তমরূপে বর্ত্তিয়া থাকে। ১৫। পঞ্চম পুরীষধরা নামক কলা। উহা পক্কাশয়ে আছে [অর্থাৎ বিষ্ঠার আবরণ উহাতেই গঠিত]। উহা কোষ্ঠের অভ্যন্তরে মলকে অন্য পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র রক্ষা করে। ১৬। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে। যথা ;—[অন্ত্র সকল নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া কুক্ষিতে জটিতভাবে অবস্থিত আছে। সেই জটিত ভাগকে ক্ষুদ্রান্ত্র কহে। ক্ষুদ্রান্ত্র ডানিদিকের কুচক্রীর নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে একটী থলি আছে, তাহাতে বিষ্ঠা সঞ্চিত থাকে। উহাকে ইংরাজীতে সিকম্ ও সংস্কৃতে উণ্ডুক বলে। উণ্ডুক স্থূলান্ত্রের প্রথম সীমা। অনন্তর স্থূলান্ত্র ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া যকৃৎ ও আমাশয়কে বেষ্টন করিয়া ফুস্-ফুসের নিম্ন দিয়া গিয়াছে। পরে প্লীহার নিকট গিয়া নিম্নমুখে মলদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। স্থূলান্ত্রের শেষভাগকে ইংরাজীতে রেক্টম ও সংস্কৃতে গুদ কহে। ১৭শ শ্লোকে এই কথাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে যথা]। অন্ত্র সকল যকৃৎ ও কোষ্ঠকে (আমাশয়কে) বেষ্টন করিয়া গিয়াছে। এই স্থানের অন্ত্রে মলধরা কলা আছে। মলধরা কলা মলকে

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম, যা চতুর্ব্বিধমন্নপানমুপযুক্তমামাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্বাশয়োপস্থিতং ধারয়তি ॥ ১৮

ভবতি চাত্র।

অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং নৃণাম্।
তজ্জীর্য্যতি যথাকালং শোষিতং পিত্ততেজসা ॥ ১৯

সপ্তমী শুক্রধরা নাম, যা সর্ব্বপ্রাণিনাং সর্ব্বশরীরব্যাপিনী ॥ ২০

ভবতি চাত্র

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ ॥ ২১
দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে ॥ ২২
কৃৎস্নদেহাশ্রিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাৎ তৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ২৩

গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তববহানাং স্রোতসাং বর্ত্মান্যবরুধ্যন্তে গর্ভেণ, তস্মাদ্গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তবং ন দৃশ্যতে। ততস্তদধঃ প্রতিহতমূর্দ্ধমাগতমপরঞ্চোপচীয়মানমপরেত্যভিধীয়তে। শেষঞ্চোর্দ্ধতরমাগতং পয়োধরাবভিপ্রতিপদ্যতে, তস্মাদ্গর্ভিণ্যঃ পীনোন্নতপয়োধরা ভবন্তি ॥ ২৪

গর্ভস্য যকৃৎপ্লীহানৌ শোণিতজৌ। শোণিতফেনপ্রভবঃ ফুস্ফুসঃ। শোণিতকিট্টপ্রভব উণ্ডুকঃ ॥ ২৫

অসৃজঃ শ্লেষ্মণশ্চাপি যঃ প্রসাদঃ পরো মতঃ।
তং পচ্যমানং পিত্তেন বায়ুশ্চাপ্যনুধাবতি ॥
ততোঽস্যান্ত্রাণি জায়ন্তে গুদং বস্তিশ্চ দেহিনঃ।
উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাদ্রুক্মসারবৎ ॥ ২৬
কফশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে ॥ ২৭
যথার্থমূষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ।
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা ॥ ২৮
মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরা স্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ।
শিরাণাঞ্চ মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ূনাঞ্চ ততঃ খরঃ।
আশয্যাভ্যাসযোগেন করোত্যাশয়সম্ভবম্ ॥ ২৯

রক্তমেদঃপ্রসাদাদ্বৃক্কৌ। মাংসাসৃক্কফমেদঃপ্রসাদাদ্বৃষণৌ। শোণিতকফপ্রসাদজং হৃদয়ং, যদাশ্রয়া হি ধমন্যঃ প্রাণবহাঃ। তস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুস্ফুসশ্চ, দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম চ ॥ ৩০

তদ্ধৃদয়ং বিশেষেণ চেতনাস্থানমতস্তস্মিংস্তমসাবৃতে সর্ব্বপ্রাণিনঃ স্বপন্তি ॥ ৩১

ভবতি চাত্র।

পুণ্ডরীকেণ সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখম্।
জাগ্রতস্তদ্বিকশতি স্বপতশ্চ নিমীলতি ॥ ৩২

উণ্ডুক নামক আধারে স্বতন্ত্র রক্ষা করে। ১৭। ষষ্ঠ পিত্তধরা নামক কলা [ইঁহাই অবশ্য গ্রহণী]। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নপান আমাশয় হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে আসিয়া পক্বাশয়ে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৮। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা ;—অশিত, খাদিত, পীত ও লীঢ় অন্নপান মানুষদিগের কোষ্ঠগত হইলে পিত্ততেজে শোষিত হইয়া যথাকালে জীর্ণ হয়। ১৯। সপ্তম শুক্রধরা নামক কলা। ইহা সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্ব-শরীরে ব্যাপ্ত। ২০। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে। যথা ;—যেমন দুগ্ধে ঘৃত ও ইক্ষুরসে গুড় থাকে, সেইরূপ মানুষদিগের সর্ব্বশরীরে শুক্র থাকে। ২১। বস্তিদ্বারের দুই অঙ্গুল দক্ষিণপার্শ্বে অথচ অধোভাগে মূত্রস্রোতের পথ দিয়া পুরুষের শুক্র নির্গত হয়। ২২। শুক্র কৃৎস্নদেহাশ্রিত। পুরুষ প্রসন্নমনা হইয়া স্ত্রীতে গমন করিলে উহা হর্ষ বশতঃ নির্গত হয়। ২৩। গৃহীতগর্ভা স্ত্রীদিগের আর্ত্তববহ স্রোতঃসমূহের পথ গর্ভ কর্ত্তৃক রুদ্ধ থাকাতে, গৃহীতগর্ভা স্ত্রীদিগের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না। আর্ত্তব অধোদিকে এইরূপে প্রতিহত হওয়াতে ঊর্দ্ধগত হইয়া উপচীয়মান ও অপরারূপে পরিণত হয় [অপরাকে ভাষায় ফুল বলে]। অতিরিক্ত আর্ত্তব আরও ঊর্দ্ধগত হয় এবং পয়োধরদ্বয়কে প্রাপ্ত হওয়াতে গর্ভিণীরা পীনোন্নত-পয়োধরা হইয়া থাকে। ২৪। গর্ভের যকৃৎ ও প্লীহা রক্তজ। ফুস্ফুস্ রক্তের ফেন হইতে উৎপন্ন হয়। উণ্ডুক শোণিতের মল হইতে উৎপন্ন হয়। ২৫। রক্ত ও শ্লেষ্মার যে প্রসাদ নামক সারভাগ আছে, তাহা পিত্তকর্ত্তৃক পচ্যমান হইলে বায়ু তাহার অনুসরণ করে। তাহাতে গর্ভের অন্ত্রসমূহ, গুদ ও বস্তি উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রক্তাদি দ্রব্য উদরে পচ্যমান হওয়াতেই তাহাদের আধ্মান হেতু অন্ত্রাদি দ্রব্যসমূহ রুক্মসারের ন্যায় (?) উৎপন্ন হয়। ২৬। জিহ্বা কফ, শোণিত ও মাংসের সার হইতে উৎপন্ন হয়। ২৭। বায়ু যথাপ্রয়োজন পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্রোতঃসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া মাংসে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক পেশীদিগকে স্বতন্ত্র করে [অর্থাৎ পেশী মাংসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগমাত্র ; উহার স্বভাব বাতপৈত্তিক]। ২৮। বায়ু মেদের স্নেহ গ্রহণ করিয়া শিরা ও স্নায়ুরূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে শিরাদিগের পাক মৃদু এবং স্নায়ুদিগের পাক খর। বায়ু অভ্যাস বশতঃ স্থিত হইয়া আশয়দিগকে উৎপন্ন করে। ২৯। রক্ত ও মেদের প্রসাদভাগ হইতে বৃক্কদ্বয় (Kidneys) উৎপন্ন হয়। মাংস, রক্ত, কফ ও মেদের প্রসাদ হইতে বৃষণদ্বয় উৎপন্ন হয়। রক্ত ও কফের প্রসাদ হইতে হৃদয় উৎপন্ন হয়। প্রাণবহা ধমনী সকল হৃদয়ে আশ্রিত। হৃদয়ের অধোদেশে বামপার্শ্বে প্লীহা। আর ফুস্ফুসের অধোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ। যকৃতের অধঃস্থ ভাগকে ক্লোম বলে। ৩০। সেই হৃদয় বিশেষরূপে চেতনার স্থান। এইজন্য উহা তমসাবৃত হইলে সর্ব্বপ্রাণী নিদ্রিত হয়। ৩১। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা ;—হৃদয়ের আকার পদ্মমুকুলের ন্যায়। উহা অধোমুখে থাকে। উহা জাগ্রৎ অবস্থায় বিকশিত ও নিদ্রিত অবস্থায় নিমীলিত থাকে। ৩২। নিদ্রা

নিদ্রান্তু বৈষ্ণবীং পাপ্মানমুপদিশন্তি। সা স্বভাবত এব সর্ব্বপ্রাণিনোহভিস্পৃশতি ॥ ৩৩

তত্র যদা সংজ্ঞাবহানি স্রোতাংসি তমোভূয়িষ্ঠঃ শ্লেষ্মা প্রতিপদ্যতে তদা তামসী নাম নিদ্রা সম্ভবতি; অনববোধিনী সা প্রলয়কালে। তমোভূয়িষ্ঠানামহঃসু নিশাসু চ ভবতি। রজোভূয়িষ্ঠানামনিমিত্তম্। সত্ত্বভূয়িষ্ঠানামর্দ্ধরাত্রে। ক্ষীণশ্লেষ্মণামনিলবহুলানাং মনঃশরীরাভিতাপবতাঞ্চ নৈব সা বৈকারিকী ভবতি ॥ ৩৪

ভবন্তি চাত্র।

হৃদয়ং চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিনাম্।
তমোহভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিনাম্ ॥
নিদ্রাহেতুস্তমঃ সত্ত্বং বোধনে হেতুরুচ্যতে।
স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান্ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
পূর্ব্বদেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্মা স্বপতঃ প্রভুঃ।
রজোযুক্তেন মনসা গৃহ্ণাত্যর্থাঞ্ছুভাশুভান্ ॥
করণানাঞ্চ বৈকল্যে তমসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
অস্বপন্নপি ভূতাত্মা প্রসুপ্ত ইব চোচ্যতে ॥ ৩৫

সর্ব্বর্ত্তুষু দিবাস্বাপঃ প্রতিসিদ্ধোহন্যত্র গ্রীষ্মাৎ। প্রতিষিদ্ধেষপি তু বালবৃদ্ধস্ত্রীকর্ষিতক্ষতক্ষীণমদ্যনিত্যযানবাহনাধ্বকর্ম্মপরিশ্রান্তানামভুক্তবতাং মেদঃস্বেদকফরসরক্তক্ষীণানামজীর্ণিনাঞ্চ মুহূর্ত্তং দিবা স্বপনমপ্রতিষিদ্ধম্। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং জাগরিতকালাদর্দ্ধমিষ্যতে দিবাস্বপ্নঃ। বিকৃতির্হি দিবাস্বপ্নো নাম। তত্র স্বপতামধর্ম্মঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপশ্চ। তৎপ্রকোপাচ্চ কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়শিরোগৌরবাঙ্গমর্দ্দারোচকজ্বরাগ্নিদৌর্ব্বল্যানি ভবন্তি। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং বাতপিত্তনিমিত্তাস্ত এবোপদ্রবা ভবন্তি ॥ ৩৬

ভবন্তি চাত্র।

তস্মান্ন জাগৃয়াদ্রাত্রৌ দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
জ্ঞাত্বা দোষকরাবেতৌ বুধঃ স্বপ্নং মিতং চরেৎ ॥ ৩৭
অরোগঃ সুমনা হ্যেবং বলবর্ণান্বিতো বৃষঃ।
নাতিস্থূলকৃশঃ শ্রীমান্ নরো জীবেৎ সমাঃ শতম্ ॥ ৩৮
নিদ্রা সাত্ম্যীকৃতা যৈস্তু রাত্রৌ চ যদি বা দিবা।
ন তেষাং স্বপতাং দোষো জাগ্রতাং বা বিধীয়তে ॥ ৩৯
নিদ্রানাশোহনিলাৎ পিত্তান্মনস্তাপাৎ ক্ষয়াদপি।
সম্ভবত্যভিঘাতাচ্চ প্রত্যনীকৈঃ প্রশাম্যতি ॥ ৪০
নিদ্রানাশেহভ্যঙ্গযোগো মূর্দ্ধ্নি তৈলনিষেবম্।
গাত্রস্যোদ্বর্ত্তনঞ্চৈব হিতং সংবাহনানি চ ॥
শালিগোধূমপিষ্টান্নভক্ষ্যৈরৈক্ষবসংস্কৃতৈঃ।

বৈষ্ণবী মায়া। উহা সর্ব্ববিধ শুভকর্ম্মের ব্যাঘাতকারক বলিয়া পাপ নামে অভিহিত হয়। উহা স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রাণীকে অভিস্পর্শ করে। ৩৩। যৎকালে তমোভূয়িষ্ঠ শ্লেষ্মা সংজ্ঞাবহ স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হয়, তৎকালে তামসী নামক নিদ্রা উৎপন্ন হয়। উহা প্রলয়কালে আবির্ভূত হইলে জীব আর জাগরিত হয় না। নিদ্রা তমোভূয়িষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে দিবা ও রাত্রিকালে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রজোভূয়িষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিদ্রা অনিমিত্ত হয়, অর্থাৎ কখন বা দিবা, কখন বা রাত্রে হইয়া থাকে। সত্ত্বভূয়িষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিদ্রা অর্দ্ধরাত্রে হয়। যাহাদের শ্লেষ্মা ক্ষীণ ও বায়ু প্রবল এবং মন ও শরীর তাপিত, তাহাদের পক্ষে নিদ্রা বৈকারিকী (অসুখকরী) হয় না। ৩৪। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—হে সুশ্রুত! হৃদয়কে দেহীদিগের চেতনাস্থান বলা হইয়াছে। সেই হৃদয় তমোভিভূত হইলে নিদ্রা দেহীদিগের শরীরে আবিষ্ট হয়। তমোগুণ নিদ্রার হেতু আর সত্ত্বগুণ জাগরণের হেতু বলিয়া কথিত আছে। অথবা এ সম্বন্ধে স্বভাবকেই গরীয়ান্ হেতু বলা যাইতে পারে। জীব নিদ্রা গেলে তাহার কর্ম্মপুরুষ তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং রজোযুক্ত মন দ্বারা পূর্ব্ব-দেহানুভূত শুভাশুভ বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি তমোবশে ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় বিকল হইয়া পড়ে, তবে কর্ম্মপুরুষ অসুপ্ত হইয়াও সুপ্তের ন্যায় হইয়া থাকে। ৩৫। সকল ঋতুতেই দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ, কেবল গ্রীষ্মকালে নিষিদ্ধ নয়। আবার দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও বাল, বৃদ্ধ, স্ত্রীকর্ষিত, ক্ষতক্ষীণ, মদ্যনিত্য, যানশ্রান্ত, বাহনশ্রান্ত, পথশ্রান্ত, কর্ম্মশ্রান্ত, অভুক্তবান্, ক্ষীণমেদা, ক্ষীণস্বেদ, ক্ষীণকফ, ক্ষীণরস, ক্ষীণরক্ত ও অজীর্ণ-রোগীদিগের পক্ষে মুহূর্ত্তকাল (দুই দণ্ড হইতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত) দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ নহে। আর যাহারা রাত্রি-জাগরণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও জাগরিত-কালের অর্দ্ধ সময় দিবানিদ্রা ভাল। অন্যথা দিবানিদ্রাকে বিকৃতিই বলা হয়; দিবানিদ্রা-গমনে অধর্ম্ম হয় এবং সর্ব্বদোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। আর দোষপ্রকোপহেতু কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, শিরো-গৌরব, অঙ্গমর্দ, অরুচি, জ্বর ও অগ্নিদৌর্ব্বল্য হয়। আবার রাত্রিতে জাগরণ করিলে বাতপিত্তনিমিত্তক সেই সকল উপদ্রবই ঘটিয়া থাকে। ৩৬। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—সেইজন্য রাত্রিতে জাগিবে না, আর দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিজাগরণ ও দিবানিদ্রা উভয়কেই দোষকর জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি পরিমিত নিদ্রা আচরণ করিবেন। ৩৭। মানুষ এইরূপ করিলে অরোগ, সুমনা, বলবর্ণান্বিত, বৃষ, নাতিস্থূল ও নাতিকৃশ এবং শ্রীমান্ হইয়া বর্ষশত জীবিত থাকিবে। ৩৮। রাত্রিতে কিংবা দিবসে যাহাদের নিদ্রা সাত্ম্যকৃত হইয়াছে, তাহারা সেই সেই কালে নিদ্রা গেলে দোষ হয় না। আবার ঐরূপে জাগরণ সাত্ম্য হইয়া থাকিলেও সেইরূপ জাগরণে দোষ হয় না। ৩৯। বায়ু-প্রকোপ, পিত্তপ্রকোপ, মনস্তাপ, ক্ষয়রোগ ও আঘাতহেতু নিদ্রানাশ হয়। যে কারণে নিদ্রানাশ হয়, তাহার বিপরীত কারণ আচরণ করিলে নিদ্রা হইতে পারে। ৪০। নিদ্রানাশে অভ্যঙ্গ, মস্তকে তৈলনিষেবণ এবং গাত্রসমূহের উদ্বর্ত্তন ও সংবাহন (টেপান) হিতকর। শালি, গোধূম,

ভোজনং মধুরং স্নিগ্ধং ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ।
রসৈর্ব্বিলেশয়ানাঞ্চ বিষ্কিরাণাং তথৈব চ॥
দ্রাক্ষাসিতেক্ষুদ্রব্যাণামুপযোগো ভবেন্নিশি।
শয়নাসনযানানি মনোজ্ঞানি মৃদূনি চ॥
নিদ্রানাশে তু কুর্ব্বীত তথান্যান্যপি বুদ্ধিমান্॥ ৪১
বমেন্নিদ্রাতিযোগে তু কুর্য্যাৎ সংশোধনানি চ।
লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষঞ্চ মনোব্যাকুলনানি চ॥ ৪২
কফমেদোবিষার্ত্তানাং রাত্রৌ জাগরণং হিতম্।
দিবাস্বপ্নশ্চ তৃট্শূল-হিক্কাজীর্ণাতিসারিণাম্॥ ৪৩
ইন্দ্রিয়ার্থেষসংপ্রাপ্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৪৪
পীত্বৈকমনিলোচ্ছ্বাসমুদ্বেষ্টন্ বিবৃতাননঃ।
যন্মুঞ্চতি সনেত্রাস্রং স জৃম্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ ৪৫
যোঽনায়াসঃ শ্রমো দেহে প্রবৃদ্ধঃ শ্বাসবর্জ্জিতঃ।
ক্লমঃ স ইতি বিজ্ঞেয় ইন্দ্রিয়ার্থপ্রবাধকঃ॥ ৪৬
সুখস্পর্শপ্রসংজ্ঞিত্বং দুঃখদ্বেষণলোলতা।
শক্তস্য চাপ্যনুৎসাহঃ কর্ম্মস্বালস্যমুচ্যতে॥ ৪৭
উৎক্লিশ্যান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতম্।
হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৪৮
বক্ত্রে মধুরতা তন্দ্রা হৃদয়োদ্বেষ্টনং ভ্রমঃ।
নচান্নমভিকাঙ্ক্ষেত গ্লানিং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৪৯
আর্দ্রচর্ম্মাবনদ্ধং হি যো গাত্রমভিমন্যতে।
তথা গুরু শিরোঽত্যর্থং গৌরবং তদ্বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৫০
মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ।
তমোবাতকফাৎ তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা॥ ৫১
গর্ভস্য খলু রসনিমিত্তা মারুতাধ্মাননিমিত্তা চ পরিবৃদ্ধির্ভবতি॥ ৫২

ভবন্তি চাত্র।

তস্যান্তরেণ নাভেস্তু জ্যোতিঃস্থানং ধ্রুবং স্মৃতম্।
তদা ধমতি বাতস্তু দেহস্তেনাস্য বর্দ্ধতে॥ ৫৩
উষ্মণা সহিতশ্চাপি দারয়ত্যস্য মারুতঃ।
উর্দ্ধং তির্য্যগধস্তাচ্চ স্রোতাংস্যপি যথা তথা॥ ৫৪
দৃষ্টিশ্চ রোমকূপাশ্চ ন বর্দ্ধন্তে কদাচন।
ধ্রুবাণ্যেতানি মর্ত্ত্যানামিতি ধন্বন্তরের্মতম্॥ ৫৫
শরীরে ক্ষীয়মাণেঽপি বর্দ্ধেতে দ্বাবিমৌ সদা।
স্বভাবং প্রকৃতিং কৃত্বা নখকেশাবিতি স্থিতিঃ॥ ৫৬
সপ্ত প্রকৃতয়ো ভবন্তি। দোষৈঃ পৃথক্ দ্বিশঃ সমস্তৈশ্চ॥ ৫৭
শুক্রশোণিতসংযোগে যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ।

পিষ্টান্ন ও ইক্ষুবিকৃতিসমূহ সহকারে মধুর-স্নিগ্ধ ভোজন করিলে নিদ্রানাশ প্রশান্ত হয়। ক্ষীর ও মাংসরস প্রভৃতি এবং বিলেশয় ও বিষ্কিরদিগের মাংসরস সহকারে ভোজন করিলে নিদ্রানাশ প্রশান্ত হয়। নিশাকালে দ্রাক্ষা, সিতা ও ইক্ষুবিকৃতি প্রধানতঃ সেবন করিলে এবং শয়ন ও আসন সকল মনোজ্ঞ ও মৃদু হইলে নিদ্রানাশ প্রশমিত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিদ্রানাশ-প্রশমনের জন্য অন্যান্য উপায় সকলও অবলম্বন করিবেন। ৪১। নিদ্রার অতিযোগ হইলে বমন ও সংশোধন গ্রহণ করিবে। লঙ্ঘন করিবে, রক্তশোধন করিবে এবং মনকে ব্যাকুলিত করিবে। ৪২। যাহাদের কফ বা মেদ অধিক বা যাহারা বিষার্ত্ত, তাহাদের রাত্রিতে জাগরণ হিতকর। আর তৃষ্ণার্ত্ত, শূলার্ত্ত, হিক্কারোগী, অজীর্ণরোগী ও অতিসার-রোগীদিগের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর। ৪৩। বিষয়সমূহের অসম্যক্ অনুভব, গৌরব, জৃম্ভণ, ক্লম এবং নিদ্রার্ত্তের ন্যায় চেষ্টা এইগুলি তন্দ্রার লক্ষণ। ৪৪। এক-উচ্ছ্বাস বায়ু পান করিয়া ও উদ্বেষ্টনসহকারে ব্যাদিতাস্য হইয়া ঈষৎ সজল-নেত্রের সহিত যে উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করা যায়, তাহাকে জৃম্ভা কহে। ৪৫। যে শ্রান্তি অতিশয় অনুভূত হয়, অথচ যাহাতে আয়াস বা শ্বাস থাকে না, তাহাকে ক্লান্তি কহে। ক্লান্তি বিষয়-জ্ঞানের বাধক। ৪৬। সুখ-লাভেচ্ছা, দুঃখদ্বেষ, লোলতা (কষ্টাসহিষ্ণুতা) এবং শক্তি থাকিতেও কর্ম্মে অনুৎসাহ এই গুলি আলস্যের লক্ষণ। ৪৭। অন্ন উৎক্লিষ্ট হয় অথচ নির্গত হয় না, লালাপ্রসেক ও ষ্ঠীবন হইতে থাকে এবং হৃদয় পীড্যমান হয়; ইহাকেই উৎক্লেশ কহে। ৪৮। মুখের মধুরতা, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন, ভ্রম এবং অন্নে অনাকাঙ্ক্ষা এই গুলি গ্লানির লক্ষণ। ৪৯। যে ব্যক্তি গাত্রকে আর্দ্র-চর্ম্মাচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ করে এবং মস্তককে অতিশয় ভারবোধ করে, তাহার সেই লক্ষণকে গৌরব বলে। ৫০। মূর্চ্ছাতে পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্য থাকে। ভ্রমে রজোগুণ, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্য থাকে। তমোগুণ ও বাতশ্লেষ্মার সংযোগ হইতে তন্দ্রা নিষ্পন্ন হয়। আর শ্লেষ্মা ও তমোগুণ হইতে নিদ্রা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ৫১। গর্ভের যে পরিবৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ রস ও মারুতাধ্মান (স্রোতঃসমূহের পূরণকে মারুতাধ্মান কহে)। ৫২। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—গর্ভের নাভির অন্তরে অগ্নিস্থান নিশ্চয় আছে। তথায় বায়ু আধমন করে এবং বায়ুর আধমনে অগ্নি আধ্মাত হইয়া স্রোতঃসমূহকে পূরণ করে। তাহাতে গর্ভের দেহ বর্দ্ধিত হয়। ৫৩। আর বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া উর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধোভাগে গর্ভের স্রোতঃ সকলকে বিবৃত করে, ইহাতেও গর্ভের দেহ বর্দ্ধিত হয়। ৫৪। মানবদিগের দৃষ্টি ও রোমকূপ সকল কদাচ বর্দ্ধিত হয় না। ইহা ধন্বন্তরির মত। ৫৫। শরীর ক্ষীয়মাণ হইলেও নখ ও কেশ এই দুইটী সদাই বর্দ্ধিত হয়। স্বভাবই ঐ বৃদ্ধির কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে। ৫৬। প্রকৃতি সাত প্রকার। যথা;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। ৫৭। শুক্রশোণিতসংযোগে যে দোষের উৎকটতা হয়, তদ্দ্বারা

প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা মে লক্ষণং শৃণু॥ ৫৮

তত্র জাগরূকঃ শীতদ্বেষী দুর্ভগঃ স্তেনো মৎসর্য্যনার্য্যো গান্ধর্ব্বচিত্তঃ স্ফুটিতকরচরণোঽতিরুক্ষশ্মশ্রুনখকেশঃ ক্রোধী দন্তনখখাদী চ ভবতি॥

অধৃতিরদৃঢ়সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ
কৃশপরুষো ধমনীততঃ প্রলাপী।
দ্রুতগতিরটনোঽনবস্থিতাত্মা
বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ॥

অব্যবস্থিতমতিশ্চলদৃষ্টির্মন্দরত্নধনসঞ্চয়মিত্রঃ।
কিঞ্চিদেব বিলপত্যনিবদ্ধং মারুতপ্রকৃতিরেষ মনুষ্যঃ॥৫৯

বাতিকাশ্চাজগোমায়ু-শশাখূষ্ট্রশুনাং তথা।
গৃধ্রকাকখরাদীনামনূকৈঃ কীর্ত্তিতা নরাঃ॥ ৬০

স্বেদনো দুর্গন্ধঃ পীতশিথিলাঙ্গস্তাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলো দুর্ভগো বলীপলিতখালিত্যজুষ্টো বহুভুগুষ্ণদ্বেষী ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদো মধ্যমবলো মধ্যমায়ুশ্চ ভবতি॥ ৬১

মেধাবী নিপুণমতির্বিগৃহ্য বক্তা
তেজস্বী সমিতিষু দুর্নিবারবীর্য্যঃ।
সুপ্তঃ সন্ কনকপলাশকর্ণিকারান্
সম্পশ্যেদপি চ হুতাশবিদ্যুদুল্কাঃ॥ ৬২

ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেষ্বমৃদুঃ
প্রণতেষ্বপি সান্ত্বনদানরুচিঃ।
ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্যগতিঃ
স ভবেদিহ পিত্তকৃতপ্রকৃতিঃ॥ ৬৩

ভুজঙ্গোলূকগন্ধর্ব্ব-যক্ষমার্জ্জারবানরৈঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষনকুলানূকৈঃ পৈত্তিকাস্তু নরাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৪

দূর্ব্বেন্দীবরনিস্ত্রিংশার্দ্রারিষ্টশরকাণ্ডানামন্যতমবর্ণঃ সুভগঃ প্রিয়দর্শনো মধুরপ্রিয়ঃ কৃতজ্ঞো ধৃতিমান্ সহিষ্ণুরলোলুপো বলবাংশ্চিরগ্রাহী দৃঢ়বৈরশ্চ ভবতি॥ ৬৫

শুক্লাক্ষঃ স্থিরকুটিলাতিনীলকেশো
লক্ষ্মীবান্ জলদমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ।
সুপ্তঃ সন্ সকমলহংসচক্রবাকান্
সম্পশ্যেদপি চ জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্॥ ৬৬

রক্তান্তনেত্রঃ সুবিভক্তগাত্রঃ স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সত্ত্বগুণোপপন্নঃ।
ক্লেশক্ষমো মানয়িতা গুরূণাং জ্ঞেয়ো বলাসপ্রকৃতির্মনুষ্যঃ॥
দৃঢ়শাস্ত্রমতিঃ স্থিরমিত্রধনঃ পরিগণ্য চিরাৎ প্রদদাতি বহু।
পরিনিশ্চিতবাক্যপদঃ সততং গুরুমানকরশ্চ ভবেৎ স সদা॥৬৭

ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণৈঃ সিংহাশ্বগজগোবৃষৈঃ।
তার্ক্ষ্যহংসসমানূকাঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো নরাঃ॥ ৬৮

দ্বয়োর্বা তিসৃণাং বাপি প্রকৃতীনান্তু লক্ষণৈঃ।
জ্ঞাত্বা সংসর্গজা বৈদ্যঃ প্রকৃতীরভিনির্দ্দিশেৎ॥ ৬৯

প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। সেই প্রকৃতির লক্ষণ আমার নিকট শ্রবণ কর। ৫৮। তন্মধ্যে বাতিকপ্রকৃতি ব্যক্তি জাগরূক, শীতদ্বেষী, দুর্ভাগ্য, চৌরপ্রকৃতি, মৎসরী, অনার্য্য, গীতাদিরত, স্ফুটিতকর, স্ফুটিতচরণ, অতিরুক্ষশ্মশ্রু, অতিরুক্ষনখ, অতিরুক্ষকেশ, ক্রোধী ও দন্তনখখাদী (ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করে, নখ কামড়ায়) হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি অধীর, অদৃঢ়সৌহৃদ (যাহার বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না), কৃতঘ্ন, কৃশ, পরুষ, ধমনীতত (শিরাজালে ব্যাপ্ত) ও বহুভাষী হয়। দ্রুতগামী, ভ্রমণশীল, অনবস্থিতচিত্ত এবং স্বপ্নে আকাশেও গমন করিয়া থাকে। অব্যবস্থিতচিত্ত, অতিচঞ্চলদৃষ্টি, অল্পরত্নধনসঞ্চয় ও অল্পমিত্র হয় এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপও করিয়া থাকে। ৫৯। বাতিকপ্রকৃতি মানুষেরা ছাগ, শৃগাল, শশ, ইন্দুর, উষ্ট্র, কুক্কুর, গৃধ্র, কাক ও গর্দ্দভ প্রভৃতির সহিত উপমিত হইয়া থাকে। ৬০। পিত্তপ্রকৃতি পুরুষ স্বেদল (যে ঘামে), দুর্গন্ধ, পীতাঙ্গ ও শিথিলাঙ্গ, তাম্রনখ, তাম্রতালু, তাম্রজিহ্ব, তাম্রৌষ্ঠ, তাম্রপাণিতল, তাম্রকরতল, দুর্ভাগ্য, বলী-পলিত-খালিত্যদূষিত, বহুভোজী, উষ্ণদ্বেষী, ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদ (যাহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা শীঘ্র হয়), মধ্যমবল ও মধ্যমায়ুঃ হয়। ৬১। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি মেধাবী, নিপুণমতি, উচিতবক্তা, তেজস্বী এবং সভাস্থলে দুর্নিবার-বীর্য্য হইয়া থাকে। আর স্বপ্নে কনক (নাগেশ্বর বা স্বর্ণ), পলাশ ও কর্ণিকার এবং অগ্নি বিদ্যুৎ ও উল্কাও দর্শন করে। ৬২। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি ভয়ে পড়িয়া প্রণাম করে না, অনত ব্যক্তির প্রতি অমৃদু হয়, প্রণত ব্যক্তির প্রতি সান্ত্বনাপ্রদ হয়, অনরুচি (সহৃদয়) হয়, মুখপাকাদিহেতু ব্যথিতমুখ হয় এবং ধাবনে কষ্ট বোধ করে। ৬৩। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি ভুজঙ্গ, উলূক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মার্জ্জার, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুলের সহিত উপমিত হয়। ৬৪। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি দূর্ব্বা, ইন্দীবর, খড়্গ, কাঁচা অরিষ্ট (রীঠাফল) ও শরকাণ্ড ইহাদের অন্যতমের সদৃশবর্ণ হয়। প্রিয়দর্শন, মধুরপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ধৃতিমান্, সহিষ্ণু, অলোভ, বলবান, চিরগ্রাহী (বিলম্বে বোধকারী) ও দৃঢ়বৈর হয়। ৬৫। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি শুক্লাক্ষ, স্থিরকুটিলাতিনীলকেশ (যাহার কেশ দৃঢ়, কুটিল ও অতিনীল), লক্ষ্মীবান্ এবং জলদ-মৃদঙ্গ-সিংহঘোষ (যাহার স্বর মেঘ, মৃদঙ্গ বা সিংহের ন্যায়) হইয়া থাকে। আর স্বপ্নে কমল-হংস-চক্রবাকসঙ্কুল মনোজ্ঞ জলাশয় সকল সন্দর্শন করে। ৬৬। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি রক্তান্তনেত্র (যাহার নেত্রের অন্ত সকল রক্তলাঞ্ছিত), সুবিভক্তগাত্র, স্নিগ্ধচ্ছবি, সত্ত্বগুণোপপন্ন, ক্লেশক্ষম, গুরুদিগের সম্মানকারী ও কফপ্রকৃতি হয়। আর শাস্ত্রে দৃঢ়মতি, স্থিরমিত্র (অর্থাৎ যাহার মিত্রতা সহজে যায় না), স্থিরধন এবং অনেক বিবেচনার পর বহু দান করিয়া থাকে। সে যে বাক্য দান করে, তাহা অতিশয় নিশ্চিত হয় এবং গুরুজনের সর্ব্বদা মান করিয়া থাকে। ৬৭। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, সিংহ, অশ্ব, গজ, গো, বৃষ, তার্ক্ষ্য (গরুড়) ও হংসের সহিত উপমিত হয়। ৬৮। প্রকৃতিতে দুই দোষ বা ত্রিদোষের লক্ষণ

প্রকোপো বান্যথাভাবঃ ক্ষয়ো বা নোপজায়তে।
প্রকৃতীনাং স্বভাবেন জায়তে তু গতায়ুষঃ ॥ ৭০
বিষজাতো যথা কীটো ন বিষেণ বিপদ্যতে।
তদ্বৎ প্রকৃতয়ো মর্ত্ত্যং শক্নুবন্তি ন বাধিতুম্ ॥ ৭১
প্রকৃতিমিহ নরাণাং ভৌতিকং কেচিদাহুঃ
পবনদহনতোয়ৈঃ কীর্ত্তিতাস্তাস্তু তিস্রঃ।
স্থিরবিপুলশরীরঃ পার্থিবশ্চ ক্ষমাবান্
শুচিরথ চিরজীবী নাভসঃ খৈর্ম্মহদ্ভিঃ ॥ ৭২
শৌচমাস্তিক্যমভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনম্।
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যা চ ব্রহ্মকায়স্য লক্ষণম্ ॥
মাহাত্ম্যং শৌর্য্যমাজ্ঞা চ সততং শাস্ত্রবুদ্ধিতা।
ভৃত্যানাং ভরণঞ্চাপি মাহেন্দ্রং কায়লক্ষণম্ ॥
শীতসেবা সহিষ্ণুত্বং পৈঙ্গল্যং হরিকেশতা।
প্রিয়বাদিত্বমিত্যেতদ্বারুণং কায়লক্ষণম্ ॥
মধ্যস্থতা সহিষ্ণুত্বমর্থস্যাগমসঞ্চয়ৌ।
মহাপ্রসবশক্তিত্বং কৌবেরং কায়লক্ষণম্ ॥
গন্ধমাল্যপ্রিয়ত্বঞ্চ নৃত্যবাদিত্রকামিতা।
বিহারশীলতা চৈব গান্ধর্ব্বং কায়লক্ষণম্ ॥
প্রাপ্তকারী দৃঢ়োত্থানো নির্ভয়ঃ স্মৃতিমান্ শুচিঃ।
রাগমোহভয়দ্বেষৈর্ব্বর্জ্জিতো যাম্যসত্ত্ববান্ ॥
জপব্রতব্রহ্মচর্য্য-হোমাধ্যয়নসেবিনম্।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নমৃষিসত্ত্বং নরং বিদুঃ ॥
সপ্তৈতে সাত্ত্বিকাঃ কায়া রাজসাংস্তু নিবোধ মে ॥ ৭৩
ঐশ্বর্য্যবন্তং রৌদ্রঞ্চ শূরং চণ্ডমসূয়কম্।
একাশিনঞ্চৌদরিকমাসুরং সত্ত্বমীদৃশম্ ॥
তীক্ষ্ণমায়াসিনং ভীরুং চণ্ডং মায়ান্বিতং তথা।
বিহারাচারচপলং সর্পসত্ত্বং বিদুর্নরম্ ॥
প্রবৃদ্ধকামসেবী চাপ্যজস্রাহার এব চ।
অমর্ষণোঽনবস্থায়ী শাকুনং কায়লক্ষণম্।
একান্তগ্রাহিতা রৌদ্রমসূয়া ধর্ম্মবাহ্যতা ॥
ভৃশমাত্রং তমশ্চাপি রাক্ষসং কায়লক্ষণম্ ॥
উচ্ছিষ্টাহারতা তৈক্ষ্ণ্যং সাহসপ্রিয়তা তথা।
স্ত্রীলোলুপত্বং নৈর্লজ্জ্যং পৈশাচং কায়লক্ষণম্ ॥
অসংবিভাগমলসং দুঃখশীলমসূয়কম্।
লোলুপঞ্চাপ্যদাতারং প্রেতসত্ত্বং বিদুর্নরম্ ॥
ষড়েতে রাজসাঃ কায়াস্তামসাংস্তু নিবোধ মে ॥ ৭৪
দুর্মেধস্ত্বং মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুননিত্যতা।
নিরাকরিষ্ণুতা চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাশবা গুণাঃ ॥ ৭৫
অনবস্থিততা মৌর্খ্যং ভীরুত্বং সলিলার্থিতা।

দেখিলে তাহাকে সংসৃষ্ট বা সান্নিপাতিক-প্রকৃতি বলা যায়। ৬৯। বাত পিত্ত কফের স্বাভাবিক প্রকোপ, বিকৃতি বা ক্ষয় হয় না। আর যদিই হয়, তবে সে স্থলে প্রাণনাশ হইয়া থাকে [অর্থাৎ আহার-বিহারের অন্যায় আচরণ বা ঋতুব্যতিক্রম বা ভৌতিক কারণ বশতই বাত পিত্ত কফের প্রকোপ বা ক্ষয় হয়, উহাদের প্রকোপ বা ক্ষয় স্বাভাবিক নহে। তবে কোন কোন প্রকোপ বা ক্ষয় স্বাভাবিক হয়—যেমন বৃদ্ধাবস্থার বায়ুর প্রকোপ, বা পিত্তশ্লেষ্মার ক্ষয়; এরূপ স্থলে প্রাণনাশই হয়]। ৭০। যেমন বিষজাত কীট বিষ দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিসমূহও জীবকে কষ্ট দিতে পারে না। ৭১। কেহ কেহ কহেন যে, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার প্রকৃতিই ভৌতিক। তন্মধ্যে বাতিক-প্রকৃতি বায়ব্য, পৈত্তিক আগ্নেয় ও শ্লৈষ্মিক আপ্য। আবার কোন কোন মতে পার্থিব ও নাভস প্রকৃতিও আছে। তন্মধ্যে দৃঢ়-বিপুল-শরীর ও ক্ষমাবান্ ব্যক্তিকে পার্থিব-প্রকৃতি এবং শুচি চিরজীবী ও বৃহচ্ছিদ্র-সমস্তবিশিষ্ট ব্যক্তিকে নাভসপ্রকৃতি বলা যায়। ৭২। আর ব্রাহ্মপ্রভৃতি ভেদেও সত্ত্ব বা প্রকৃতির [মূলে প্রকৃতি বা সত্ত্ব পাঠ নাই। 'কায়' পাঠ আছে।] ভিন্নতা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শৌচ, আস্তিক্য, বেদাভ্যাস, গুরুপূজা, অতিথি-প্রিয়তা ও যজ্ঞক্রিয়া ব্রাহ্ম-প্রকৃতির লক্ষণ। মাহাত্ম্য, শৌর্য্য, আজ্ঞা, সতত শাস্ত্রবুদ্ধিতা ও ভৃত্যদিগের ভরণ ঐন্দ্রপ্রকৃতির লক্ষণ। শীতসেবন, সহিষ্ণুতা, পিঙ্গলাক্ষতা, কপিলকেশতা ও প্রিয়বাদিতা (শিষ্টাচারিতা) বারুণপ্রকৃতির লক্ষণ। মধ্যস্থতা, সহিষ্ণুতা, অর্থাগম, অর্থসঞ্চয় ও অতিশয় সন্তানোৎপাদনশক্তি কৌবের-প্রকৃতির লক্ষণ। গন্ধমাল্য-প্রিয়তা, নৃত্যবাদিত্র-কামতা ও বিহারশীলতা গন্ধর্ব্ব-প্রকৃতির লক্ষণ। যাম্য-প্রকৃতি ব্যক্তি প্রাপ্তকারী (যুক্ত-কারী), দৃঢ়োত্থান (দৃঢ়ারম্ভ), নির্ভয়, স্মৃতিমান্, শুচি ও রাগ-দ্বেষ-ভয়-মোহ বর্জ্জিত হয়। ঋষিসত্ত্ব নর জপ, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, হোম ও অধ্যয়ন সেবা করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে সাতটী সাত্ত্বিক প্রকৃতি বর্ণিত হইল। এক্ষণে রাজস প্রকৃতি সকল শ্রবণ কর। ৭৩। ঐশ্বর্য্যবান্, রৌদ্রস্বভাব, শূর, চণ্ডস্বভাব, অসূয়ক, একাকী ভোজনকারী ও ঔদরিক ব্যক্তি অসুরসত্ত্ব। তীক্ষ্ণ, আয়াসী (কষ্টকর্ম্মকারী), ভীরু, চণ্ড, মায়াবী, আহারশীল ও চরণশীল স্বভাবকে সর্পসত্ত্ব কহে। অতিশয় কামসেবী, অজস্রাহারী, অমর্ষযুক্ত ও অনবস্থিত স্বভাবকে শাকুন-সত্ত্ব কহে। একান্ত-গ্রাহিতা (সমস্তই গ্রহণ করিব এইরূপ ভাব), রৌদ্রতা, অসূয়া, ধর্ম্মাভিমানিতা এবং অতিশয় তমঃ রাক্ষস-সত্ত্বের লক্ষণ। উচ্ছিষ্টাহারিতা, তীক্ষ্ণতা, সাহসপ্রিয়তা, স্ত্রী-লোলুপতা ও নির্লজ্জতা পৈশাচ-সত্ত্বের লক্ষণ। অসংবিভাগ (ভাগ না দেওয়া), অলসতা, দুঃখশীলতা, অসূয়া, লোলুপতা ও অদাতৃত্ব প্রেতসত্ত্বের লক্ষণ। এই ছয়টী রাজস স্বভাব। তামস স্বভাব সকল আমার নিকট শ্রবণ কর। ৭৪। মেধার অভাব, নিদ্রালুতা, মৈথুননিত্যতা ও নিরাকরিষ্ণুতা (লোকসান করা) পাশব স্বভাবের লক্ষণ। ৭৫। অনবস্থিততা, মূর্খতা, ভীরুতা, জলপ্রিয়তা ও

পরস্পরাভিমর্দ্দশ্চ মৎস্যসত্ত্বস্য লক্ষণম্‌ ॥ ৭৬
একস্থানরতির্নিত্যমাহারে কেবলে রতঃ।
বানস্পত্যো নরঃ সত্ত্বধর্ম্মকামার্থবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৭
ইত্যেতে ত্রিবিধাঃ কায়াঃ প্রোক্তা বৈ তামসাস্তথা।
কায়ানাং প্রকৃতীর্জ্ঞাত্বা ত্বনুরূপাং ক্রিয়াং চরেৎ ॥ ৭৮
মহাপ্রকৃতয়স্ত্বেতা রজঃসত্ত্বতমঃকৃতাঃ।
প্রোক্তা লক্ষণতঃ সম্যগ্‌ভিষক্‌ তাশ্চ বিভাবয়েৎ ॥ ৭৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে গর্ভব্যাকরণ-
শারীরং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শরীরসঙ্খ্যাব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তঞ্চ চেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি; তেজ এনং পচতি; আপঃ ক্লেদয়ন্তি; পৃথিবী সংহন্তি; আকাশং বিবর্দ্ধয়তি। এবং বিবর্দ্ধিতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাঘ্রাণকর্ণ-নিতম্বাদিভিরঙ্গৈরুপেতস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে। তচ্চ ষড়ঙ্গং—শাখাশ্চতস্রো মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি ॥২

অতঃপরং প্রত্যঙ্গানি বক্ষ্যন্তে। মস্তকোদরপৃষ্ঠনাভি-ললাটনাসাচিবুকবস্তিগ্রীবা ইত্যেতা একৈকাঃ। কর্ণনেত্র-নাসাভ্রূশঙ্খাংসগণ্ডকক্ষস্তনবৃষণপার্শ্বস্ফিগ্‌জানুবাহূরুপ্রভৃতয়ো দ্বে দ্বে। বিংশতিরঙ্গুলয়ঃ। স্রোতাংসি চ বক্ষ্যমাণানি। এষ প্রত্যঙ্গবিভাগ উক্তঃ ॥ ৩

তস্য পুনঃ সঙ্খ্যানম্‌—ত্বচঃ কলা ধাতবো মলা দোষা যকৃৎপ্লীহানৌ ফুস্‌ফুস উণ্ডুকো হৃদয়মাশয়া অন্ত্রাণি বৃক্কৌ স্রোতাংসি কণ্ডরা জালানি কূর্চ্চা রজ্জবঃ সেবন্যঃ সঙ্ঘাতাঃ সীমন্তা অস্থীনি সন্ধয়ঃ স্নায়বঃ পেশ্যো মর্ম্মাণি শিরা ধমন্যো যোগবহানি স্রোতাংসি চ ॥ ৪

ত্বচঃ সপ্ত। কলাঃ সপ্ত। আশয়াঃ সপ্ত। ধাতবঃ সপ্ত। সপ্ত শিরাশতানি। পঞ্চ পেশীশতানি। নব স্নায়ুশতানি। ত্রীণ্যস্থিশতানি। দ্বে দশোত্তরে সন্ধিশতে। সপ্তোত্তরং মর্ম্ম-শতম্‌। চতুর্ব্বিংশতির্ধমন্যঃ। ত্রয়ো দোষাঃ। ত্রয়ো মলাঃ। নব স্রোতাংসীতি সমাসঃ ॥ ৫

বিস্তারোঽত ঊর্দ্ধম্‌। ত্বচোঽভিহিতাঃ, কলা ধাতবো মলা দোষা যকৃৎপ্লীহানৌ ফুস্‌ফুস উণ্ডুকো হৃদয়ং বৃক্কৌ চ ॥৬

আশয়াস্তু বাতাশয়ঃ পিত্তাশয়ঃ শ্লেষ্মাশয়ো রক্তাশয় আমা-শয়ঃ পক্বাশয়ো মূত্রাশয়ঃ স্ত্রীণাং গর্ভাশয়োঽষ্টম ইতি ॥ ৭

সার্দ্ধত্রিব্যামান্যন্ত্রাণি পুংসাং, স্ত্রীণামর্দ্ধব্যামহীনানি ॥ ৮

পরস্পরের অভিমর্দ্দন (পীড়ন বা ধ্বংসন) মৎস্যসত্ত্বের লক্ষণ। ৭৬। এক স্থানে অনুরাগ, নিত্য কেবল আহারে অনুরাগ এবং সত্ত্ব ধর্ম্ম কাম ও অর্থের বর্জ্জন বনস্পতি-সত্ত্বের লক্ষণ। ৭৭। এইরূপে তিন প্রকার তামস সত্ত্ব নিরূপিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন শরীরের প্রকৃতি স্থির করিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে। ৭৮। সত্ত্বরজস্তমঃকৃত এই সকল মহা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল বলা হইল। ভিষক্‌ এগুলি সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া দেখিবেন। ৭৯

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শরীরসংখ্যা-ব্যাকরণ।

অনন্তর আমরা শরীর-সংখ্যা-ব্যাকরণ নামক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [ব্যাকরণ অর্থাৎ বিবরণ]। ১। শুক্রশোণিত-সংযোগে অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার একত্র হইলে তাহাদের সমবায়কে গর্ভ বলে। বায়ু সেই চেতনা-বস্থাপ্রাপ্ত গর্ভকে দোষ, ধাতু, মল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে বিভাগ করে। জল উঁহাকে ক্লেদিত করে, পৃথিবী সংহত করে এবং আকাশ বর্দ্ধিত করে। গর্ভ হস্ত পাদ জিহ্বা ঘ্রাণ কর্ণ নিতম্বাদি অঙ্গ সকল প্রাপ্ত হইলে শরীরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। গর্ভের ছয় অঙ্গ, চারিটী শাখা এবং পঞ্চম স্থলে মধ্য ও ষষ্ঠস্থলে মস্তক উল্লেখ-যোগ্য। ২। অতঃপর প্রত্যঙ্গ সকল বলা হইতেছে। মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসা চিবুক, বস্তি ও গ্রীবা ইহারা এক একটী করিয়া এক এক প্রত্যঙ্গ। কর্ণ, নেত্র, নাসা, ভ্রূ, শঙ্খ, অংস, গণ্ড, কক্ষ, স্তন, বৃষণ, পার্শ্ব, স্ফিক্‌, জানু, বাহু ও উরু প্রভৃতি ইহারা দুই দুইটী করিয়া এক একটী প্রত্যঙ্গ। অঙ্গুলি বিংশতি। স্রোতঃসমূহ পরে বলা যাইবে। এইরূপে প্রত্যঙ্গ-বিভাগ উক্ত হইল ৩। অনন্তর শরীরের সংখ্যা করা হই-তেছে। ত্বক্‌সমূহ, কলাসমূহ, ধাতুসমূহ, মলসমূহ, দোষসমূহ, যকৃৎ ও প্লীহা, ফুস্‌ফুস ও উণ্ডুক, হৃদয়, আশয়সমূহ, অন্ত্র-সমূহ, বৃক্কদ্বয়, স্রোতঃসমূহ, কণ্ডরা, জালসমূহ, কূর্চ্চসমূহ, রজ্জুসমূহ, সেবনীসমূহ, সংঘাতসমূহ, সীমন্তসমূহ, অস্থি-সমূহ, সন্ধি সমূহ, স্নায়ুসমূহ, পেশীসমূহ, মর্ম্মসমূহ, শিরাসমূহ ধমনীসমূহ ও যোগবহ স্রোতঃসমূহ। ৪। সংক্ষেপে ত্বক্‌ সাত টী। কলা সাতটী। আশয় সাতটী। ধাতু সাতটী। শিরা সাত শত। পেশী পাঁচ শত। স্নায়ু নয় শত। অস্থি তিন শত। সন্ধি দুই শত দশ। মর্ম্ম এক শত সাত। ধমনী চতুর্ব্বিংশতি। দোষ তিন। মল তিন এবং স্রোতঃ নয়। ৫ অনন্তর বিস্তার বলা হইতেছে। ত্বক্‌ সাতটী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর কলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃৎ, প্লীহা ফুস্‌ফুস, উণ্ডুক, হৃদয় ও বৃক্কদ্বয়ও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৬ আশয় যথা;—বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয় আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয় এবং অষ্টম স্থলে স্ত্রীদিগের গর্ভাশয় উল্লেখ্য। ৭। পুরুষদিগের অন্ত্র সার্দ্ধ-ত্রিব্যাম স্ত্রীদিগের অর্দ্ধব্যাম কম। ৮। কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, মুখ

শ্রবণনয়নবদনঘ্রাণগুদমেঢ্রাণি নব স্রোতাংসি নরাণাং বহির্ম্মুখাণি। এতান্যেব স্ত্রীণামপরাণি চ ত্রীণি ;—দ্বে স্তনয়োরধস্তাদ্রক্তবহঞ্চ ॥ ৯

ষোড়শ কণ্ডরাঃ। তাসাং চতস্রঃ পাদয়োস্তাবত্যো হস্তগ্রীবাপৃষ্ঠেষু। তত্র হস্তপাদগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্রবোহাঃ। গ্রীবাহৃদয়নিবন্ধিনীনামধোভাগগতানাং মেঢ্রম্। শ্রোণিপৃষ্ঠনিবন্ধিনীনামধোভাগগতনাং বিম্বঃ। মূর্দ্ধোরুবক্ষোহংসপিণ্ডাদীনাঞ্চ ॥ ১০

মাংসশিরাস্নায়্বস্থিজালানি প্রত্যেকং চত্বারি চত্বারি। তানি মণিবন্ধগুল্‌ফসংশ্রিতানি পরস্পরনিবদ্ধানি পরস্পরসংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি ; যৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরম্ ॥ ১১

ষট্ কূর্চ্চাস্তে হস্তপাদগ্রীবামেঢ্রেষু। হস্তয়োর্দ্বৌ, পাদয়োর্দ্বৌ গ্রীবামেঢ্রয়োরেকৈকঃ ॥ ১২

মহত্যো মাংসরজ্জবশ্চতস্রঃ। পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ পেশীনিবন্ধনার্থং দ্বে বাহ্যে আভ্যন্তরে চ দ্বে ॥ ১৩

সপ্ত সেবন্যঃ। শিরসি বিভক্তাঃ পঞ্চ, জিহ্বাশেফসোরেকৈকা। তাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ শস্ত্রেণ ॥ ১৪

চতুর্দ্দশাস্থ্‌াং সঙ্ঘাতাঃ। তেষাং ত্রয়ো গুল্‌ফজানুবঙ্ক্ষণেষু। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিকশিরসোরেকৈকঃ ॥ ১৫

চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ। তে চাস্থিসংঘাতবদ্গণনীয়াঃ, যতস্তৈর্যুক্তা অস্থিসঙ্ঘাতাঃ। যে হ্যুক্তাঃ সঙ্ঘাতাস্তু খল্বষ্টাদশৈকেষাম্ ॥ ১৬

ত্রীণি সষষ্ঠান্যস্থিশতানি বেদবাদিনো ভাষন্তে। শল্যতন্ত্রে তু ত্রীণ্যেব শতানি। তেষাং সবিংশমস্থিশতং শাখাসু। সপ্তদশোত্তরং শতং শ্রোণিপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং ত্রিষষ্টিঃ। এবমস্থ্‌াং ত্রীণি শতানি পূর্য্যন্তে ॥ ১৭

একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ। তলকূর্চ্চগুল্‌ফসংশ্রিতানি দশ। পার্ষ্ণ্যামেকম্। জঙ্ঘায়াং দ্বে। জানুন্যেকম্। একমূরাবিতি। ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ সক্‌থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ ॥ ১৮

নাসাপুটদ্বয়, গুদ, মেঢ্র এই নয়টী মনুষ্যদিগের বহির্ম্মুখ স্রোতঃ। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীদিগের অপর তিনটী অধিক স্রোত আছে ; দুইটী স্তনচ্ছিদ্র ও তৃতীয়টী আর্ত্তববহ পথ। ৯। কণ্ডরা বা মহাস্নায়ু (Tendons) ষোলটী। তাহাদের মধ্যে চারিটী পাদদ্বয়ে, চারিটী হস্তে, চারিটী গ্রীবায় ও চারিটী পৃষ্ঠে। তন্মধ্যে হস্ত ও পাদের কণ্ডরাদিগের অধোভাগের শেষ-সীমা নখ। যে সকল কণ্ডরা গ্রীবার সহিত হৃদয়ের বন্ধন করিয়া আছে, তাহাদের অধোভাগের শেষ-সীমা মেঢ্র। আর যে সকল কণ্ডরা নিতম্বের সহিত পৃষ্ঠের বন্ধন করিয়া আছে, তাহাদের অধোভাগের শেষ-সীমা বিম্ব (নিতম্বের মণ্ডল)। আবার হস্তস্থ কণ্ডরাদিগের উর্দ্ধভাগের শেষ-সীমা অক্ষপিণ্ড অর্থাৎ বাহুশিরঃ। পাদস্থ কণ্ডরাদিগের উর্দ্ধভাগের শেষ-সীমা উরুমণ্ডল। গ্রীবাশ্রিত কণ্ডরাদিগের উর্দ্ধভাগের শেষ-সীমা মস্তক এবং পৃষ্ঠগত কণ্ডরাদিগের উর্দ্ধভাগের শেষসীমা বক্ষোমণ্ডল। ১০। জাল চারি প্রকার ; মাংসজাল, শিরাজাল, স্নায়ুজাল ও অস্থিজাল। এই চারি প্রকার জালই এক এক মণিবন্ধে ও এক এক গুল্‌ফে আছে। ইহারা পরস্পর নিবদ্ধ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং পরস্পর গবাক্ষিত অর্থাৎ নিরন্তর-জালাকার-রন্ধ্র-নিকর-সম্বলিত। আর এইরূপ জালে শরীর সর্ব্বত্রই গবাক্ষিত দেখা যায়। ১১। হস্ত, পাদ, গ্রীবা ও মেঢ্রে ছয়টী কূর্চ্চ আছে [কূর্চ্চ সকল কূর্চ্চাকৃতি—ইহারা মাংস, অস্থি, শিরা ও স্নায়ুর সন্ততিমাত্র ইতি নিবন্ধ] তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে দুইটী কূর্চ্চ, পাদদ্বয়ে দুইটী কূর্চ্চ, গ্রীবাতে একটী কূর্চ্চ ও মেঢ্রে একটী কূর্চ্চ। ১২। শরীরে চারিটী বড় বড় মাংসরজ্জু আছে। উহা পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে আছে। উহাদের প্রয়োজন পেশীবন্ধন। উহাদের মধ্যে দুইটী বাহ্য ও দুইটী অভ্যন্তরে আছে। ১৩।

সেবনী সাতটী ;—মস্তকে পাঁচটী, জিহ্বাতে একটী এবং শিশ্নে একটী। শস্ত্রক্রিয়াকালে এ সকল স্থান পরিহার করিবে। ১৪। অস্থিসমূহের সংঘাত [সংহতি বা বহু অস্থির সম্মিলন] চতুর্দ্দশ। তন্মধ্যে তিনটী সঙ্ঘাত গুল্‌ফ, জানু ও বঙ্ক্ষণে আছে। অতএব এক এক সক্‌থিতে তিনটী এবং এক এক বাহুতে তিনটী। ত্রিকস্থানে [অর্থাৎ বাহুদ্বয় ও গ্রীবার সন্ধিস্থলে] একটী এবং মস্তকে একটী। (৬+৬+১+১=১৪)। ১৫। সঙ্ঘাত সকল যেস্থলে সঞ্চিত আছে, সে স্থলের নাম সীমন্ত। সুতরাং সীমন্তও অস্থিসঙ্ঘাতের ন্যায় গণনীয়, অর্থাৎ চতুর্দ্দশটী। কোন কোন মতে সঙ্ঘাত অষ্টাদশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ, নিতম্বকাণ্ডের উপর এক, বক্ষের উপর এক, উদর ও বক্ষের সন্ধিতে এক এবং অংসকূটের উপর এক। ১৬। আয়ুর্ব্বেদবাদীরা বলেন যে, অস্থির সংখ্যা তিনশত ছয়। কিন্তু এই শল্যতন্ত্রে তিনশত অস্থিই বলা হইয়াছে [ডাক্তার ওয়াইজ বলেন যে, তরুণাস্থি ও অস্থি একত্র ধরিয়া তিনশত ছয়টী অস্থি বলা হইতেছে], তন্মধ্যে শাখাসমূহে একশত বিংশতি অস্থি আছে। শ্রোণি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে একশত সতরটী অস্থি আছে। গ্রীবার উর্দ্ধভাগে তেষট্টিটী অস্থি আছে। তবেই অস্থির তিনশত সংখ্যার পূরণ হইতেছে। ১৭। শাখাসমূহের একশত বিংশতি অস্থি যথা ;—এক এক পাদাঙ্গুলিতে তিন তিনটী করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পনরটী। পাদতলে পাঁচটী শলাকাস্থি এবং তদীয় বন্ধনাস্থি একটী অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী আর কূর্চ্চ ও গুল্‌ফে দুই দুইটী করিয়া চারিটী ; অতএব সর্ব্বশুদ্ধ দশটী। পার্ষ্ণিতে একটী, জঙ্ঘাতে দুইটী। জানুতে একটী। উরুতে একটী। তবেই এক এক সক্‌থিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫+১০+১+২+১+১=৩০ ত্রিশটী অস্থি আছে [কটিসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া

শ্রোণ্যাং পঞ্চ, তেষাং গুদভগনিতম্বেষু চত্বারি, ত্রিক-সংশ্রিতমেকম্, পার্শ্বে ষট্‌ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ ; দ্বিতীয়েহপ্যেবম্। পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ। অষ্টাবুরসি। দ্বে অক্ষক-সংজ্ঞে॥ ১৯

গ্রীবায়াং নবকম্। কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি। দ্বে হন্বোঃ। দন্তা দ্বাত্রিংশৎ। নাসায়াং ত্রীণি। একং তালুনি। গণ্ড-কর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকম্। ষট্ শিরসি॥ ২০

এতানি পঞ্চবিধানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—কপালরুচক-তরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালু-শঙ্খশিরঃসু কপালানি। দশনাস্তু রুচকানি। ঘ্রাণকর্ণ-গ্রীবাক্ষিকোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি। শেষাণি নলকসংজ্ঞানি॥ ২১

ভবন্তি চাত্র।

অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্॥
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা॥ ২২
সন্ধয়স্তু দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ।
শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তস্তু সন্ধয়ঃ।
শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া হি স্থিরা বুধৈঃ॥ ২৩

সঙ্খ্যাতস্তু দশোত্তরে দ্বে শতে। তেষাং শাখাস্বষ্টষষ্টিঃ, একোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে, গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং ত্র্যশীতিঃ॥ ২৪

একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্ত্রয়ঃ, দ্বাবঙ্গুষ্ঠে,—তে চতুর্দ্দশ। জানুগুল্‌ফবঙ্ক্ষণেষ্বেকৈকঃ। এবং সপ্তদশৈকস্মিন্ সক্‌থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ॥ ২৫

ত্রয়ঃ কটীকপালেষু। চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে। তাবন্ত এব পার্শ্বয়োঃ। উরস্যষ্টৌ। তাবন্ত এব গ্রীবায়াম্। ত্রয়ঃ কণ্ঠে। নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধাস্বষ্টাদশ। দন্তপরিমাণা দন্তমূলেষু। একঃ কাকণকে নাসায়াঞ্চ। দ্বৌ বর্ত্মমণ্ডলজৌ নেত্রাশ্রয়ৌ। গণ্ডকর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকঃ। দ্বৌ হনুসন্ধী। দ্বাবুপরিষ্টাদ্ভ্রুবোঃ শঙ্খয়োশ্চ। পঞ্চ শিরঃকপালেষু। একো মূর্দ্ধ্নি॥ ২৬।২৭

পাদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানকে সক্‌থি বলে। আর জানুর উপর হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্ক্ষণসন্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানকে উরু বলে]। এইরূপ বাহুতেও ৩০টী অস্থি আছে [বাহু শব্দে স্কন্ধসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে করাঙ্গুলে ১৫টী, করতল, কূর্চ্চ ও মণিবন্ধে ১০টী ইত্যাদি সংখ্যা বুঝিতে হইবে। তবেই শাখাসমূহে সর্ব্বসমেত ১২০ খানি অস্থি বুঝিতে হইবে]।১৮ শ্রোণি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে ১১৭ খানি অস্থি যথা ;—শ্রোণিতে [উরুসন্ধির অধোভাগস্থ ভগের উপরিতন ভাগকে শ্রোণি বলে] ৫টী অস্থি। তন্মধ্যে গুদ, ভগ ও দুই নিতম্বে এক একটী করিয়া ৪টী অস্থি। ত্রিকে ১টী অস্থি। এক এক পার্শ্বে ৩৬টী করিয়া ৭২টী অস্থি। পৃষ্ঠে ৩০টী অস্থি [এস্থলে অবশ্য মেরুদণ্ডের অস্থির কথাই বলা হইতেছে] উদরে নাই। বক্ষে ৮টী অস্থি। ২টী অস্থি অক্ষকনামক। [তবেই শ্রোণিতে ১১৬টী অস্থি ও অক্ষকাস্থি ২টী ; অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ১১৮টী অস্থি হইতেছে, কিন্তু ১৭ প্রকরণে ১১৭টী অস্থির কথা বলা হইতেছে]। ১৯। গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে ৬৩টী অস্থি যথা ;—গ্রীবাতে ৯টী, কণ্ঠনালীতে ৪টী, হনুদ্বয়ে ২টী, দন্ত ৩২টী, নাসাতে ৩টী, তালুতে ১টী, গণ্ডে ২টী, কর্ণদ্বয়ে ২টী, শঙ্খে ২টী এবং মস্তকে ৬টী [অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩টী]। ২০। অস্থি পঞ্চবিধ। যথা ;—কপালাস্থি, রুচক-অস্থি, তরুণ-অস্থি, বলয়-অস্থি ও নলক-অস্থি। কপাল অস্থি (Flat bones) জানু, নিতম্ব, অংস, গণ্ড, তালু ও মস্তকে আছে। রুচক-অস্থি দন্তদিগের নাম। তরুণ অস্থি (Cartilages) নাসা, কর্ণ, গ্রীবা ও অক্ষিকোষে আছে। বলয়-অস্থি (Round bones) পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে আছে। অন্যান্য অস্থির নাম নলক (Longbones) ; ইহারা হস্ততল, পাদতল, কূর্চ্চ, মণিবন্ধ, বাহু ও জঙ্ঘাদ্বয়ে আছে। ২১। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা ;—যেমন অভ্যন্তরস্থ সারসমূহের বলে বৃক্ষ সকল স্থিত হয়, সেইরূপ অস্থিরূপ সারসমূহ দ্বারা দেহীদিগের দেহসমূহ ধৃত হয়। এই কারণে শরীরীদিগের ত্বক্ ও মাংস চিরবিনষ্ট হইলেও অস্থি সকল বিনষ্ট হয় না। এই সকল অস্থিই দেহীদিগের সার। মাংস সকল শিরা ও স্নায়ুযোগে অস্থিতে নিবদ্ধ থাকে। অস্থিদিগকে অবলম্বন করিয়া থাকাতেই ইহারা চালিত বা পতিত হয় না। ২২। সন্ধি সকল দ্বিবিধ ;—চল ও অচল। তন্মধ্যে হস্ত, পদ, হনু ও কটির (Vertebrae) সন্ধি সকল চল ; অন্যান্য সন্ধি অচল। ২৩। ইহাদের সংখ্যা দুইশত দশ। তন্মধ্যে শাখাসমূহে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮, কোষ্ঠে ৫৯ এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধে ৮৩টী। ২৪। শাখাসমূহে ৬৮টী সন্ধি যথা ;—এক এক পাদাঙ্গুলিতে তিনটী সন্ধি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে ২টী সন্ধি, অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী। জানু, গুল্‌ফ ও বঙ্ক্ষণে এক একটী করিয়া ৩টী সন্ধি ; অতএব এক সক্‌থিতেই ১৭টী সন্ধি। দ্বিতীয় সন্ধিতে আরও ১৭টী সন্ধি। এইরূপ এক বাহুতে ১৭টী সন্ধি এবং দ্বিতীয় বাহুতেও ১৭টী সন্ধি। অতএব শাখাসমূহে ৬৮টী সন্ধি হইতেছে। ২৫। কোষ্ঠে ৫৯টী সন্ধি যথা ;—কটিতে ১টী, কপালে ২টী, পৃষ্ঠবংশে ২৪টী, পার্শ্বদ্বয়ে সর্ব্বসমেত ২৪টী এবং বক্ষে ৮টী। গ্রীবা ও তদূর্দ্ধভাগে ৮৩টী সন্ধি যথা ;—গ্রীবায় ৮টী। কণ্ঠে ৩টী। যে সকল অন্নপচনবহা নালী হৃদয় ও কোষ্ঠে সন্নিবদ্ধ আছে, তৎসমূহে ১৮টী। দন্তমূলে ৩২টী। কাকণকে (টুঁটিতে) ১টী। নাসাতে ১টী। চক্ষুর বর্ত্মে ও মণ্ডলে ২টী। দুই গণ্ডে ২টী। দুই কর্ণে ২টী। দুই শঙ্খে

ত এতে সন্ধয়োঽষ্টবিধাঃ। কোরোদূখলসামুদ্গপ্রতর-তুন্নসেবনীবায়সতুণ্ডমণ্ডলশঙ্খাবর্ত্তাঃ। তেষামঙ্গুলিমণিবন্ধ-গুল্ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষাবঙ্ক্ষণদশনে-ষূদূখলাঃ। অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ। পৃষ্ঠবংশয়োঃ প্রতরাঃ। শিরঃকটীকপালেষু তুন্নসেবনী হন্বোরুভয়তস্তু বায়সতুণ্ডাঃ। কণ্ঠহৃদয়নেত্রক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাঃ। শ্রোত্রশৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ। তেষাং নামভি-রেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮

অস্থ্নান্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশীস্নায়ুশিরাণাস্তু সন্ধিসঙ্খ্যা ন বিদ্যতে ॥ ২৯

নব স্নায়ুশতানি। তাসাং শাখাসু ষট্ শতানি। দ্বে শতে ত্রিংশচ্চ কোষ্ঠে। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং সপ্ততিঃ ॥ ৩০

একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং ষট্ নিচিতাস্তাস্ত্রিংশৎ তাবত্য এব তলকূর্চ্চগুল্ফেষু। তাবত্য এব জঙ্ঘায়াম্। দশ জানুনি। চত্বারিংশদূরৌ। দশ বঙ্ক্ষণে। শতমধ্যর্দ্ধ-মেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ ॥ ৩১

ষষ্টিঃ কট্যাম্। অশীতিঃ পৃষ্ঠে। পার্শ্বয়োঃ ষষ্টিঃ। উরসি ত্রিংশৎ ॥ ৩২

ষট্ত্রিংশদ্গ্রীবায়াম্। মূর্দ্ধ্নি চতুস্ত্রিংশৎ। এবং নব স্নায়ুশতানি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৩৩

ভবন্তি চাত্র।

স্নায়ূশ্চতুর্ব্বিধা বিদ্যাৎ তাস্তু সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্ব্যশ্চ শুষিরাস্তথা ॥ ৩৪
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ।
বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ॥
আমপক্বাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু।
পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ ॥ ৩৫
নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা ॥
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
স্নায়ুভির্বহুভির্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ ॥
নহ্যস্থীনি ন বা পেশ্যো ন শিরা ন চ সন্ধয়ঃ।

২টী। হনু-সন্ধি ২টী। ভ্রূর উপরি ২টী, শঙ্খদ্বয়ের উপরি ২টী। কপালে ৫টী ও মূর্দ্ধায় ১টী। ২৬।২৭। ঐ সকল সন্ধি আট প্রকার যথা;—কোর, উদ্‌খল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। তন্মধ্যে কোর নামক সন্ধি সকল (Hinge-Jounts, ইহারা কলি-কাকার) অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কূর্পরে (কনু-ইয়ে) আছে। উদ্‌খল (Ball and sochet Joints) কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও দশনে আছে। সামুদ্গ নামক সন্ধি সকল (জাঁতীর আকারের) অংসপীঠ, গুদ, ভগ (Pubes) ও নিতম্বে (Innominata) আছে। গ্রীবাসন্ধি ও পৃষ্ঠ-বংশের সন্ধিদিগকে প্রতর (ভেলার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট) কহে। মস্তকসন্ধি, কটিসন্ধি ও কপালসন্ধি (Sutures of the skull) সমূহের নাম তুন্নসেবনী (যেন সূতা দিয়া বোনা)। বায়সতুণ্ড নামক সন্ধি সকল হনুর উভয়দিকে আছে (ইহাদের আকার কাকচঞ্চুর ন্যায়। Coronoid Process)। কণ্ঠের (Larynx and Thorax) সন্ধি সকল গোল বলিয়া মণ্ডলসন্ধি কহে। আর যন্মধ্যে হৃদয় ও নেত্র অবস্থিত, তাহাদিগকেও ঐ কারণে মণ্ডলসন্ধি কহে। আর ক্লোম ও নালীসংশ্রিত সন্ধিদিগকেও ঐ কারণে মণ্ডল কহে। কর্ণ ও শৃঙ্গাটকের ("Os-hyoides") সন্ধি সকল শঙ্খাবর্ত্তাকার বলিয়া তাহাদিগকে শঙ্খাবর্ত্ত কহে। ২৮। উপরে যে সকল সন্ধি উল্লিখিত হইল, তাহারা অস্থিসন্ধি। পেশী, স্নায়ু ও শিরাদিগের সন্ধির সংখ্যা নাই। ২৯। স্নায়ু (Legaments) নয় শত। তন্মধ্যে শাখাসমূহে ৬০০, কোষ্ঠে (মধ্যশরীরে—ধড়ে) ২৩০ এবং গ্রীবা ও মস্তকে ৭০টী স্নায়ু। ৩০। শাখাসমূহে ৬০০ স্নায়ু যথা;—এক এক পাদাঙ্গুলিতে ৬টী করিয়া পাঁচটী অঙ্গুলে ৩০টী। পাদতল, কূর্চ্চ ও গুল্ফে ৩০টী। জঙ্ঘাতে (গুল্ফ হইতে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত) ৩০টী। জানুতে ১০টী। উরুতে ৪০টী এবং বঙ্ক্ষণে ১০টী। এইরূপে একই সক্থিতে ১৫০ স্নায়ু আছে। এক এক বাহুতেও ১৫০। যথা;—এক এক অঙ্গুলিতে ৬টী করিয়া পাঁচ অঙ্গুলিতে ৩০টী; করতলে, কূর্চ্চে ও মণিবন্ধে ৩০টী; মণিবন্ধ হইতে কূর্পর পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে ৩০টী: কূর্পরে দশটী। কূর্পর হইতে অংসসন্ধি পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে ৪০টী; এবং কক্ষে ১০টী। অতএব দুই সক্থি ও দুই বাহুতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ স্নায়ু আছে। ৩১। কোষ্ঠে ২৩০টী স্নায়ু যথা;—কটিতে ৬০, পৃষ্ঠে ৮০, পার্শ্বদ্বয়ে ৬০ এবং বক্ষঃস্থলে ৩০টী। ৩২। গ্রীবাতে ৩৬টী স্নায়ু এবং মস্তকে ৩৪টী। তবেই ৭০টী হই-তেছে। ৩৩। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে।—স্নায়ু চতুর্ব্বিধ। তাহাদের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ কর। চতুর্ব্বিধ স্নায়ু যথা;—প্রতানবতী, বৃত্ত, পৃথু ও শুষির। ৩৪। শাখা ও সন্ধিসমূহে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহাদিগকে প্রতানবতী ("Long Legaments and Tendons") কহে। কণ্ডরা বা মহাস্নায়ু সকল বৃত্ত। উহাদিগকে বৃত্তস্নায়ু কহে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের সীমাসমূহে এবং বস্তিতে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহাদিগকে শুষির কহে। আর পার্শ্ব, বক্ষ, পৃষ্ঠ এবং মস্তকের স্নায়ুদিগকে পৃথুস্নায়ু "Thick Legaments and Tendons. Aponeuro-ses") কহে। ৩৫। নৌকা যেমন ফলকাস্তীর্ণ, বহুবন্ধনযুক্ত, নাবিকসংযুক্ত ও সুসমাহিত হইয়া ভারসহ হয়, সেইরূপ এই শরীর যাবতীয় সন্ধিসংযুক্ত ও বহুবিধ-স্নায়ু-সম্বদ্ধ হওয়াতেই মানবেরা ভারক্ষম হইয়া থাকে। স্নায়ু নষ্ট হইলে যেমন শরীরকে নষ্ট করে, অস্থি, পেশী, শিরা বা সন্ধিসমূহ নষ্ট হইলে শরীরকে সেরূপ নষ্ট করিতে পারে

ব্যাপাদিতাস্তথা হন্যথা স্নায়ুঃ শরীরিণম্ ॥
যঃ স্নায়ুঃ প্রবিজানাতি বাহ্যাশ্চাভ্যন্তরাস্তথা।
স গূঢ়ং শল্যমাহর্তুং দেহাচ্ছক্নোতি দেহিনাম্ ॥ ৩৬

পঞ্চ পেশীশতানি ভবন্তি। তাসাং চত্বারি শতানি শাখাসু। কোষ্ঠে ষট্ষষ্টিঃ। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ ॥ ৩৭

একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং তিস্রস্তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ। দশ প্রপদে। পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্টাস্তাবত্য এব। দশ গুলফতলয়োঃ। গুলফজান্বন্তরে বিংশতিঃ। পঞ্চ জানুনি। বিংশতিরূরৌ। দশ বঙ্ক্ষণে। শতমেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ ॥ ৩৮

তিস্রঃ পায়ৌ। একা মেঢ্রে। সেবন্যামপরা। দ্বে বৃষণয়োঃ। স্ফিচোঃ পঞ্চ পঞ্চ। দ্বে বস্তিশিরসি। পঞ্চোদরে। নাভ্যামেকা। পৃষ্ঠোর্দ্ধসন্নিবিষ্টাঃ পঞ্চ পঞ্চ দীর্ঘাঃ। ষট্ পার্শ্বয়োঃ। দশ বক্ষসি। অক্ষকাংসৌ প্রতি সমন্তাৎ সপ্ত। দ্বে হৃদয়ামাশয়য়োঃ। ষট্ যকৃৎপ্লীহোণ্ডুকেষু ॥ ৩৯

গ্রীবায়াং চতস্রঃ। অষ্টৌ হন্বোঃ। একৈকা কাকলকগলয়োঃ। দ্বে তালুনি। একা জিহ্বায়াম্। ওষ্ঠয়োর্দ্বে। ঘোণায়াং দ্বে। দ্বে নেত্রয়োঃ। গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ। কর্ণয়োর্দ্বে। চতস্রো ললাটে। একা শিরসি। ইত্যেবমেতানি পঞ্চ পেশীশতানি ॥ ৪০

শিরাস্নায়্বস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্।
পেশীভিঃ সংবৃতান্যত্র বলবন্তি ভবন্ত্যতঃ ॥ ৪১

স্ত্রীণান্তু বিংশতিরধিকা। দশ তাসাং স্তনয়োরেকৈকস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ, যৌবনে তাসাং পরিবৃদ্ধিঃ। অপত্যপথে চতস্রঃ তাসাং প্রসৃতেহভ্যন্তরতো দ্বে, মুখাশ্রিতে বাহ্যে চ প্রবৃত্তে দ্বে। গর্ভচ্ছিদ্রসংশ্রিতাস্তিস্রঃ। শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিন্যস্তিস্র এব ॥ ৪২

পিত্তপক্বাশয়মধ্যে গর্ভাশয়ো যত্র গর্ভস্তিষ্ঠতি ॥ ৪৩

তাসাং বহলপেলবস্থূলাণুপৃথুবৃত্তহ্রস্বদীর্ঘস্থিরমৃদুশ্লক্ষ্ণকর্কশভাবাঃ সন্ধ্যস্থিশিরাস্নায়ুপ্রচ্ছাদিকা যথাদেশং স্বভাবত এব ভবন্তি ॥ ৪৪

ভবতি চাত্র।

পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তাদ্যাঃ প্রোক্তা লক্ষণমুষ্কজাঃ।
স্ত্রীণামাবৃত্য তিষ্ঠন্তি ফলমন্তর্গতং হি তাঃ ॥ ৪৫

না। যে চিকিৎসক বাহ্য ও আভ্যন্তর স্নায়ু সকল বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনিই দেহীদিগের শরীর হইতে গূঢ়শল্য আহরণ করিতে পারেন। ৩৬। পেশী ৫০০ পাঁচ শত। তাহাদের মধ্যে ৪০০ শাখাসমূহে। কোষ্ঠে (ধড়ে) ৬৬ এবং গ্রীবা ও তদূর্দ্ধে ৩৪টী। ৩৭। শাখাসমূহে ৪০০ পেশী যথা;—এক এক পাদাঙ্গুলিতে তিন তিনটী করিয়া সমুদায়ে ১৫টী। পাদাগ্রে ১০টী। পাদোপরি কূর্চ্চে সন্নিবিষ্ট ১০টী। গুলফ ও পাদতলে ১০টী। গুলফ ও জানুর মধ্যে ২০টী। জানুতে ৫টী। বঙ্ক্ষণে ১০টী। সুতরাং একই সক্থিতে পেশীর সংখ্যা ১০০ হইতেছে। এইরূপ অন্য সক্থিতেও ১০০। আর এইরূপ প্রত্যেক বাহুতে ১০০ করিয়া ২০০ [প্রত্যেক বাহুতে ১০০ যথা;—এক এক হস্তাঙ্গুলিতে তিন তিনটী করিয়া ১৫টী। হস্তাগ্রে ১০টী। হস্তোপরি কূর্চ্চে ১০টী। মণিবন্ধ ও হস্ততলে ১০টী। মণিবন্ধ ও কূর্পরের মধ্যে ২০টী। কূর্পরে ৫টী এবং কক্ষে ১০টী]। ৩৮। কোষ্ঠে ৬৬টী পেশী যথা;—পায়ুতে ৩টী। মেঢ্রে ১টী। সেবনীতে আর ১টী। দুই বৃষণে ২টী। দুই স্ফিকে পাঁচ পাঁচটী করিয়া ১০টী। বস্তিশীর্ষে ২টী। উদরে ৫টী। নাভিতে ১টী। পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধদেশে উভয়তঃ সন্নিবিষ্ট পাঁচ পাঁচটী দীর্ঘপেশী, অতএব সর্ব্বসমেত ১০টী। পার্শ্বদ্বয়ে সমুদায়ে ৬টী। বক্ষে ১০টী। অক্ষক নামক দুইটী অস্থি ও তৎসংলগ্ন অংসদ্বয়ের সর্ব্বত্র ৭টী। হৃদয় ও আমাশয়ে এক একটী করিয়া ২টী এবং যকৃৎ, প্লীহা ও উণ্ডুকে দুই দুইটী করিয়া ৬টী। ৩৯। গ্রীবা ও তদূর্দ্ধে ৩৪টী পেশী যথা;—গ্রীবাতে ৪টী। হনুদ্বয়ে ৮টী। দুটী ও গলাতে এক একটী করিয়া ২টী। তালুতে ২টী। জিহ্বাতে ১টী। দুই ওষ্ঠে ২টী। ঘোণাতে (নাসাতে) ২টী। নেত্রদ্বয়ে ২টী। গণ্ডদ্বয়ে ৪টী। কর্ণদ্বয়ে ২টী। ললাটে ৪টী এবং মস্তকে ১টী। এইরূপে পেশীসংখ্যা ৫০০ পাঁচশত হইতেছে। ৪০। শরীরীদিগের শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব ও সন্ধি সকল পেশীসমূহ কর্ত্তৃক সংবৃত হওয়াতে বলবান্ হইয়া থাকে। ৪১। স্ত্রীদিগের ২০টী পেশী অধিক আছে। তন্মধ্যে ১০টী স্তনদ্বয়ে আছে। এক এক স্তনে পাঁচ পাঁচটী করিয়া আছে; যৌবনকালে তাহাদের পরিবৃদ্ধি হয়। অপত্যপথে ৪টী পেশী আছে। যথা;—যোনিমুখাশ্রিত ২টী। সেই দুইটী পেশী যোনির অভ্যন্তর হইতে প্রসৃত (অগ্রসর) হইতেছে। আবার যোনির বাহ্যদেশেও দুইটী পেশী নির্গত আছে। অতএব অপত্যপথে সর্ব্বশুদ্ধ ৪টী পেশী হইতেছে]। গর্ভপথে ৩টী পেশী আছে। শুক্রার্ত্তবকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবার জন্য আর ৩টী পেশী আছে। ৪২। পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থানে গর্ভাশয় আছে। গর্ভ সেই স্থানে থাকে। ৪৩। পেশীদিগের মধ্যে কতকগুলি বহুকায়, কতকগুলি স্বল্পকায়, কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি অণু, কতকগুলি পৃথু (বিস্তীর্ণ), কতকগুলি বৃত্ত, কতকগুলি হ্রস্ব, কতকগুলি দীর্ঘ, কতকগুলি দৃঢ়, কতকগুলি মৃদু, কতকগুলি শ্লক্ষ্ণ, (স্পর্শসুখ) এবং কতকগুলি কর্কশ। পেশী সকল সন্ধি অস্থি, শিরা ও স্নায়ুদিগকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং যেস্থলে যেরূপ হওয়া উচিত, সেস্থলে স্বভাবতঃ সেইরূপই আছে। ৪৪। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে। [কোন কোন শাস্ত্রকারের মত এই যে স্ত্রীদিগের মেঢ্র ও মুষ্কের অভাব থাকাতে তদাশ্রিত পেশী সকল স্ত্রীশরীরের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই মতের ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

মর্ম্মশিরাধমনীস্রোতসামন্যত্র প্রবিভাগঃ ॥ ৪৬
শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪৭
আভুগ্নোঽভিমুখঃ শেতে গর্ভো গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ।
স যোনিং শিরসা যাতি স্বভাবৎ প্রসবাৎ প্রতি ॥ ৪৮
ত্বক্পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯

তস্মাৎ সমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকুথিতঞ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কলকূর্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ষয়ংস্ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরানঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা ॥ ৫০

শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ।

ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ ॥
শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপো হ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ ॥ ৫১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে শরীরসংখ্যাব্যাকরণশারীরং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রত্যেকমর্ম্মনির্দ্দেশং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতম্। তানি মর্ম্মাণি পঞ্চাত্মকানি; তদ্যথা মাংসমর্ম্মাণি। শিরামর্ম্মাণি। স্নায়ুমর্ম্মাণি। অস্থিমর্ম্মাণি। সন্ধিমর্ম্মাণি চেতি। ন খলু মাংসশিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিব্যতিরেকেণান্যানি মর্ম্মাণি ভবন্তি যস্মান্নোপলভ্যন্তে ॥ ২

তত্রৈকাদশ মাংসমর্ম্মাণি। একচত্বারিংশৎ শিরামর্ম্মাণি। সপ্তবিংশতিঃ স্নায়ুমর্ম্মাণি। অষ্টাবস্থিমর্ম্মাণি। বিংশতিঃ সন্ধিমর্ম্মাণি। তদেতৎ সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতম্ ॥ ৩

তেষামেকাদশৈকস্মিন্ সক্থি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থি-

ইতিপূর্ব্বে পুরুষদিগের শিশ্নগত ও মুষ্কগত পেশী সকল বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল পেশী স্ত্রীদিগের অন্তর্গত গর্ভাশয়কে আবৃত করিয়া আছে। ৪৫। মর্ম্ম, শিরা, ধমনী ও স্রোতদিগের বিষয় স্থানান্তরে বলা হইবে। ৪৬। যোনি শঙ্খনাভির আকৃতিবিশিষ্ট। উহার তিনটী আবর্ত্ত আছে। [প্রথম আবর্ত্তে ভগদ্বার। দ্বিতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয়ের মুখ] তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা বা গর্ভের গহ্বর। গর্ভশয্যার আকার ও রূপ রোহিত-মৎস্যের মুখের ন্যায়।৪৭। গর্ভিণীর গর্ভাশয়ে গর্ভ সঙ্কুচিতাঙ্গ হইয়া বাস করে। প্রসবকালে সে মস্তক স্বভাবতঃ যোনির দিকে রাখিয়া গমন করে। ৪৮। ত্বক্ পর্য্যন্ত দেহের যে সকল অঙ্গ নিরাকৃত হইল, শল্যশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোন অঙ্গই বর্ণনা করা যায় না। আর যদি শল্যহর্ত্তা সেই সকল অঙ্গের নিঃসংশয় জ্ঞান ইচ্ছা করেন, তবে মৃতদেহ শোধন করিয়া সেই সকল অঙ্গ সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিবেন। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও শাস্ত্রদৃষ্ট উভয় হইলে সমাসতঃ অতিশয় জ্ঞান-বিবর্দ্ধক হয়। ৪৯। পরীক্ষার্থে গৃহীত শবদেহ সম্পূর্ণগাত্র হওয়া উচিত। যেন উহা বিষ-দূষিত না হয়। যেন দীর্ঘকাল ব্যাধি-পীড়িত না হইয়া থাকে, যেন শতবর্ষবয়স্ক (অর্থাৎ অতিবৃদ্ধ) ব্যক্তির মৃতদেহ না হয়। আর মৃতদেহের অন্ত্র হইতে পুরীষ নিষ্কাসিত করিয়া ফেলিবে। পরে উহার অঙ্গ মুঞ্জবল্কল, কুশ বা শণাদি দ্বারা বেষ্টিত করিবে এবং পঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া স্রোতস্বতীর স্থিরজলে নিবদ্ধ করিবে। যেন ঐ স্থানটী নির্জ্জন হয়। এইরূপে সাত দিন রাখিলে উহা পচিয়া যাইবে এবং সম্যক্‌রূপে পচিয়া গেলে তুলিয়া লইয়া উশীর, কেশ বা বেণুবল্কলের কূর্চ্চ দ্বারা আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ত্বগাদি সর্ব্বপ্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চক্ষু দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিবে। ৫০। এইস্থলে দুইটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—আত্মা সূক্ষ্মতম বলিয়া দেহের মধ্যে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। উহা জ্ঞানচক্ষু ও তপশ্চক্ষু দ্বারা দেখিতে হয়। মৃতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চাক্ষুষ দর্শন করিলে ও শাস্ত্রার্থে অবগতি থাকিলে আয়ুর্ব্বেদে বিশারদ হওয়া যায়। প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্র-পাঠ দ্বারা সন্দেহ নিরাকৃত করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। ৫১

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রত্যেক-মর্ম্মনির্দ্দেশ।

অনন্তর আমরা 'প্রত্যেকমর্ম্মনির্দ্দেশ' নামক শারীর অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিব। ১। শরীরে মর্ম্মস্থান ১০৭টী। ঐ সকল মর্ম্ম পঞ্চ প্রকার। যথা;—মাংসমর্ম্ম, শিরামর্ম্ম, স্নায়ুমর্ম্ম, অস্থিমর্ম্ম ও সন্ধিমর্ম্ম। নিশ্চয়ই মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধি ব্যতিরেকে অন্য মর্ম্ম নাই; কেননা অন্য মর্ম্ম উপলব্ধ হয় না। ২। মাংসমর্ম্ম এগারটী। শিরামর্ম্ম একচল্লিশটী। স্নায়ুমর্ম্ম সাতাশটী। অস্থিমর্ম্ম আটটী। সন্ধিমর্ম্ম কুড়িটী। অতএব মর্ম্ম ১০৭টী। তন্মধ্যে কেবল এক

বাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। উদরোরসোর্দ্বাদশ। চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠে। গ্রীবায়াং প্রত্যূর্দ্ধং সপ্তত্রিংশৎ ॥ ৪

তত্র সক্থিমর্ম্মাণি ক্ষিপ্রতলহৃদয়কূর্চ্চকূর্চ্চশিরোগুল্ফেন্দ্রবস্তিজান্বাণ্যূর্ব্বীলোহিতাক্ষাণি বিটপঞ্চেতি। এতেনেতরং সক্থি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৫

উদরোরসোস্তু গুদবস্তিনাভিহৃদয়স্তনমূলস্তনরোহিতাপলাপাস্ত্রপস্তম্ভৌ চেতি ॥ ৬

পৃষ্ঠমর্ম্মাণি তু কটীকতরুণকুকুন্দরনিতম্বপার্শ্বসন্ধিবৃহত্যংসফলকাংসৌ চেতি ॥ ৭

বাহুমর্ম্মাণি তু ক্ষিপ্রতলহৃদয়কূর্চ্চকূর্চ্চশিরোমণিবন্ধেন্দ্রবস্তিকূর্পরাণ্যূর্ব্বীলোহিতাক্ষাণি কক্ষধরঞ্চেতি। এতেনেতরো বাহুর্ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮

জত্রূর্দ্ধং মর্ম্মাণি চতস্রো ধমন্যোহষ্টৌ মাতৃকা দ্বে কৃকাটিকে দ্বে বিধুরে দ্বৌ কর্ণৌ দ্বাবপাঙ্গৌ দ্বাবাবর্ত্তৌ দ্বাবুৎক্ষেপৌ দ্বৌ শঙ্খাবেকা স্থপনী পঞ্চ সীমন্তাশ্চত্বারি শৃঙ্গাটকান্যেকোঽধিপতিরিতি ॥ ৯

তত্র তলহৃদয়েন্দ্রবস্তিগুদস্তনরোহিতানি মাংসমর্ম্মাণি ॥১০

নীলধমনীমাতৃকাশৃঙ্গাটকাপাঙ্গস্থপনীফণস্তনমূলাপলাপাপস্তম্ভহৃদয়নাভিপার্শ্বসন্ধিবৃহতীলোহিতাক্ষোর্ব্ব্যঃ শিরামর্ম্মাণি ॥ ১১

আণিবিটপকক্ষধরকূর্চ্চকূর্চ্চশিরোবস্তিক্ষিপ্রাংসবিধুরোৎক্ষেপাঃ স্নায়ুমর্ম্মাণি ॥ ১২

কটীকতরুণনিতম্বাংসফলকশঙ্খাস্থিমর্ম্মাণি ॥ ১৩

জানুকূর্পরসীমন্তাধিপতিগুল্ফমণিবন্ধকুকুন্দরাবর্ত্তকৃকাটিকাশ্চেতি সন্ধিমর্ম্মাণি ॥ ১৪

তান্যেতানি পঞ্চবিকল্পানি মর্ম্মাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা— সদ্যঃপ্রাণহরাণি, কালান্তরপ্রাণহরাণি, বিশল্যঘ্নানি, বৈকল্যকরাণি, রুজাকরাণীতি। তত্র সদ্যঃপ্রাণহরাণ্যেকোনবিংশতিঃ। কালান্তরপ্রাণহরাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ। ত্রীণি বিশল্যঘ্নানি। চতুশ্চত্বারিংশদ্বৈকল্যকরাণি। অষ্টৌ রুজাকরাণীতি ॥ ১৫

ভবন্তি চাত্র।

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শঙ্খৌ কণ্ঠশিরাগুদম্।
হৃদয়ং বস্তিনাভী চ ঘ্নন্তি সদ্যো হতানি তু ॥ ১৬
বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্ততলক্ষিপ্রেন্দ্রবস্তয়ঃ।
কটীকতরুণে সন্ধী পার্শ্বজৌ বৃহতী চ যা।
নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তরহরাণি তু ॥ ১৭
উৎক্ষেপৌ স্থপনী চৈব বিশল্যঘ্নানি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১৮
লোহিতাক্ষাণি জান্বূর্বী-কূর্চ্চা বিটপকূর্পরাঃ।
কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সকৃকাটিকে ॥

এক সক্থিতে একাদশটী মর্ম্ম আছে। এইরূপ এক এক বাহুতেও একাদশটী আছে। অতএব দুই সক্থি ও দুই বাহুতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৪টী মর্ম্ম আছে। উদর ও বক্ষে ১২টী মর্ম্ম আছে। পৃষ্ঠে ১৪টী এবং গ্রীবা ও তদূর্দ্ধে ৩৭টী মর্ম্ম আছে। [সর্ব্বশুদ্ধ ১০৭টী]। ৩।৪। সক্থিতে ১১টী মর্ম্ম যথা ;— ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরঃ, গুল্ফ, ইন্দ্রবস্তি, জানু, আণি, উর্ব্বী, লোহিতাক্ষ ও বিটপ এই কয়েকটী স্থানে আছে। এতদ্দ্বারা দ্বিতীয় সক্থির ১১টী মর্ম্ম বলা হইল।৫। উদর ও বক্ষে ১২টী মর্ম্ম যথা ;—গুদবস্তি, নাভি, হৃদয়, স্তনমূলদ্বয়, স্তনরোহিতদ্বয়, অপলাপদ্বয় ও অপস্তম্ভদ্বয়। ৬। পৃষ্ঠমর্ম্ম ১৪টী যথা ;—কটীকতরুণদ্বয়, কুকুন্দরদ্বয়, নিতম্বদ্বয়, পার্শ্বসন্ধিদ্বয়, বৃহতীদ্বয়, অংসফলকদ্বয় ও অংসদ্বয়। ৭। বাহুতে ১১টী মর্ম্ম যথা ;—ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরঃ, গুল্ফ, ইন্দ্রবস্তি, কূর্পর, আণি, উর্ব্বী, লোহিতাক্ষ ও কক্ষধর। দ্বিতীয় বাহুতেও এইরূপ ১১টী। ৮। গ্রীবা ও তদূর্দ্ধে ৩৭টী মর্ম্ম যথা ;—ধমনী ৪টী, মাতৃকা ৮টী, কৃকাটিকা ২টী, বিধুরা ২টী, ফণ ২টী, অপাঙ্গ ২টী, আবর্ত্ত ২টী, উৎক্ষেপ ২টী, শঙ্খ ২টী, স্থপনী ১টী, সীমন্ত ৫টী, শৃঙ্গাটক ৪টী এবং অধিপতি ১টী। ৯। তন্মধ্যে তলহৃদয়, ইন্দ্রবস্তি, গুদ ও স্তনরোহিত এই কয়েকটী মাংসমর্ম্ম। ১০। নীলধমনী, মাতৃকা, শৃঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, ফণ, স্তনমূল, অপলাপ, অপস্তম্ভ, হৃদয়, নাভি, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, লোহিতাক্ষ ও উর্ব্বী এই কয়েকটী শিরামর্ম্ম। ১১। আণি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরঃ, বস্তি, ক্ষিপ্র, অংস, বিধুর ও উৎক্ষেপ এইগুলি স্নায়ুমর্ম্ম। ১২। কটীকতরুণ, নিতম্ব, অংসফলক ও শঙ্খ এই কয়েকটী অস্থিমর্ম্ম। ১৩। জানু, কূর্পর, সীমন্ত, অধিপতি, গুল্ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর, আবর্ত্ত ও কৃকাটিকা এইগুলি সন্ধিমর্ম্ম। ১৪। আবার এই সকল মর্ম্মের পাঁচ প্রকার ভেদ, যথা ;—সদ্যঃপ্রাণহর, কালান্তরপ্রাণহর, বিশল্যঘ্ন, বৈকল্যকর ও রুজাকর। তন্মধ্যে উনিশটী মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণহর। তেত্রিশটী কালান্তরপ্রাণহর। তিনটী বিশল্যঘ্ন। চুয়াল্লিশটী বৈকল্যকর। আটটী রুজাকর। ১৫। এই স্থানে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে ;— শৃঙ্গাটকচতুষ্টয়, অধিপতি, শঙ্খদ্বয়, আটটী কণ্ঠশিরা (বা শিরামাতৃকা), গুদ, হৃদয়, বস্তি ও নাভি এই উনিশটী মর্ম্ম নষ্ট হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশ করে [৩২ প্রকরণ দেখ]। ১৬। বক্ষোমর্ম্ম আটটী, সীমন্তপঞ্চক, তলমর্ম্মচতুষ্টয়, ক্ষিপ্রচতুষ্টয়, ইন্দ্রবস্তিচতুষ্টয়, কটীকতরুণদ্বয়, পার্শ্বসন্ধিদ্বয়, বৃহতীদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় এই তেত্রিশটী মর্ম্ম নষ্ট হইলে কালান্তরে প্রাণনাশ করে। ১৭। উৎক্ষেপদ্বয় ও স্থপনীমর্ম্ম বিশল্যঘ্ন [অর্থাৎ এই সকল মর্ম্মে শল্য বিদ্ধ হইলে যদি তাহা বলপূর্ব্বক উদ্ধার করা যায়, তবে রোগীর মৃত্যু হয়। যতক্ষণ শল্য বিদ্ধ থাকে, ততক্ষণ মৃত্যু হয় না। আর ক্ষতস্থান পাকিয়া যদি শল্য আপনা হইতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও রোগী বাঁচিয়া থাকে] ১৮ লোহিতাক্ষচতুষ্টয়, আণিচতুষ্টয়, জানুদ্বয়, উর্ব্বীচতুষ্টয়, কূর্চ্চচতুষ্টয়, বিটপদ্বয়, কূর্পরদ্বয়, কুকুন্দরদ্বয়, কক্ষধরদ্বয়, বিধুরদ্বয়,

অংসাংসফলকাপাঙ্গা নীলে মন্যে ফণৌ তথা।
বৈকল্যকরণান্যাহুরাবর্ত্তৌ দ্বৌ তথৈব চ ॥ ১৯
গুল্‌ফৌ দ্বৌ মণিবন্ধৌ দ্বৌ দ্বে দ্বে কূর্চ্চশিরাংসি চ।
রুজাকরাণি জানীয়াদষ্টাবেতানি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০
ক্ষিপ্রাণি বিদ্ধমাত্রাণি ঘ্নন্তি কালান্তরেণ চ ॥ ২১

মর্ম্মাণি নাম মাংসশিরাস্নায়ুস্থিসন্ধিসন্নিপাতাঃ। তেষু স্বভাবত এব বিশেষেণ প্রাণাস্তিষ্ঠন্তি তস্মান্মর্ম্মস্বভিহতাস্তাংস্তান্ ভাবানাপদ্যন্তে ॥ ২২

তত্র সদ্যঃপ্রাণহরাণ্যাগ্নেয়ান্যগ্নিগুণেষ্বাশু ক্ষীণেষু ক্ষপয়ন্তি। কালান্তরপ্রাণহরাণি সৌম্যাগ্নেয়ান্যগ্নিগুণেষ্বাশু ক্ষীণেষু ক্রমেণ চ সোমগুণেষু কালান্তরেণ ক্ষপয়ন্তি। বিশল্যপ্রাণহরাণি বায়ব্যানি শল্যমুখনিরুদ্ধো যাবদন্তর্বায়ুস্তিষ্ঠতি তাবজ্জীবতি, উদ্ধৃতমাত্রে তু শল্যে মর্ম্মস্থানাশ্রিতো বায়ুর্নিষ্ক্রামতি; তস্মাৎ সশল্যো জীবত্যুদ্ধৃতশল্যো ম্রিয়তে। বৈকল্যকরাণি সৌম্যানি; সোমো হি স্থিরত্বাচ্ছৈত্যাচ্চ প্রাণাবলম্বনং করোতি। রুজাকরাণ্যগ্নিবায়ুগুণভূয়িষ্ঠানি বিশেষতশ্চ তৌ রুজাকরৌ। পাঞ্চভৌতিকীঞ্চ রুজামাহুরেকে ॥ ২৩

কৃকাটিকাদ্বয়, অংসদ্বয়, অংসফলকদ্বয়, অপাঙ্গদ্বয়, নীলাদ্বয়, মন্যাদ্বয়, ফণদ্বয় এবং আবর্ত্তদ্বয় এই চুয়াল্লিশটী মর্ম্ম বৈকল্যকর অর্থাৎ ইহারা আহত হইলে অঙ্গের বিকলতা সম্পাদন করে। ১৯। গুল্‌ফদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয় এবং চারিটী কূর্চ্চশিরঃ এই আটটী মর্ম্ম আহত হইলে রুজাকর (যাতনাজনক) হইয়া থাকে। ২০। ক্ষিপ্র সকল বিদ্ধ হইবামাত্র, অথবা কালান্তরে, প্রাণনাশ করে। ২১। মর্ম্ম সকল মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধিদিগের সন্নিপাত (সম্মিলনস্থান) বলিয়া ঐ সকল স্থানে স্বভাবতই বিশেষরূপে প্রাণসমূহ অবস্থিতি করে। সেইজন্য মর্ম্মসমূহে আঘাত লাগিলে সেই সেই ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। [যদিও বস্তি গুদ প্রভৃতি মর্ম্মে অস্থির ব্যক্ততা নাই, তথাপি অস্থি ঐ সকল স্থলে শক্তিরূপে অবস্থান করে বুঝিতে হইবে]। ২২। তন্মধ্যে সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম সকল আগ্নেয় এবং অগ্নিগুণসমূহ আশু ক্ষীণ হয় বলিয়া সদ্যঃ প্রাণনাশ করে। যে সকল মর্ম্ম কালান্তরে প্রাণহরণ করে, তাহারা সোমগুণ ও অগ্নিগুণবিশিষ্ট; অগ্নিগুণ আশুক্ষীণ হয় এবং সোমগুণ ক্রমে ক্ষীণ হয় এইজন্য কালান্তরে নাশ করিয়া থাকে। বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম সকল বায়ব্য; যাবৎ বায়ু শল্যমুখনিরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, ততক্ষণ জীবিত থাকে; শল্য উদ্ধৃত মাত্রে মর্ম্মস্থানাশ্রিত বায়ু নিষ্ক্রান্ত হয়; সেইজন্য সশল্য অবস্থায় জীবিত থাকে এবং শল্য উদ্ধৃত হইলে মরিয়া যায়। বৈকল্যকর মর্ম্ম সকল সৌম্যগুণবিশিষ্ট; সোম স্থির ও শীতল বলিয়া প্রাণধারণ করে। রুজাকর মর্ম্ম সকল অগ্নি-বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ বলিয়া বিশেষতঃ রুজাকর। [কেহ কেহ বলেন যে, রুজা (যাতনা) পাঞ্চভৌতিক.

কেচিদাহুর্মাংসাদীনাং পঞ্চানামপি সমস্তানাং বিবৃদ্ধানাঞ্চ সমবায়াৎ সদ্যঃপ্রাণহরাণি। একহীনানামল্পানাং বা কালান্তরপ্রাণহরাণি। দ্বিহীনানাং বিশল্যপ্রাণহরাণি। ত্রিহীনানাং বৈকল্যকরাণি একস্মিন্নেব রুজাকরাণীতি ॥ ২৪

যতশ্চৈবমতোঽস্থিমর্ম্মস্বপ্যভিহতেষু শোণিতাগমনং ভবতি ॥ ২৫

চতুর্ব্বিধা যাস্তু শিরাঃ শরীরে প্রায়েণ তা মর্ম্মসু সন্নিবিষ্টাঃ। স্নায়্বস্থিমাংসানি তথৈব সন্ধীন্ সন্তর্প্য দেহং প্রতিপালয়ন্তি ॥ ২৬

দ্রব্য। ২৩। কেহ কেহ বলেন যে, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধি এই পঞ্চ দ্রব্য সমস্তও বিবৃদ্ধ ভাবে সমবেত হইলেই সেই মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণহর হয়। সেই পঞ্চদ্রব্যের একটীর অভাব বা অল্পতা হইলে মর্ম্ম কালান্তরে প্রাণহর হয় [স্তনমূল, অপলাপ, অপস্তম্ভ, সীমন্ত, কটীকতরুণ, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী ও নিতম্ব এই কয়েকটী মর্ম্ম মাংসহীন। স্তনরোহিত, তলহৃদয়, ক্ষিপ্র ও ইন্দ্রবস্তি এই কয়েকটী মর্ম্ম অস্থিহীন]। সেই পঞ্চদ্রব্যের দুইটীর অভাব হইলে মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন হইয়া থাকে [উৎক্ষেপ মর্ম্ম দ্বিহীন অর্থাৎ উহাতে মাংস ও সন্ধির অভাব আছে]। সেই পঞ্চদ্রব্যের তিনটীর অভাব হইলে মর্ম্ম বৈকল্যকর হয় [স্থপনী ত্রিহীনা অর্থাৎ উহাতে মাংস, শিরা ও স্নায়ুর অভাব আছে। লোহিতাক্ষ মর্ম্মে স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থির অভাব আছে। জানুতে মাংস, শিরা ও স্নায়ুর অভাব আছে। উর্ব্বীতে অস্থি, মাংস ও স্নায়ুর অভাব আছে। বিটপে মাংস, শিরা ও অস্থির অভাব আছে। কূর্পরে মাংস শিরা ও স্নায়ুর অভাব আছে। কুকুন্দরে মাংস, সন্ধি ও শিরার অভাব আছে। কক্ষধরে শিরা, অস্থি ও সন্ধির অভাব আছে। বিধুরে মাংস, শিরা ও সন্ধির অভাব আছে। কৃকাটিকাতে মাংস, শিরা, স্নায়ু ও সন্ধির অভাব আছে। অংসে মাংস, শিরা ও সন্ধির অভাব আছে। অংসফলকে মাংস, স্নায়ু ও সন্ধির অভাব আছে। নীলা, মন্যা ও ফণে মাংসসন্ধি ও অস্থির অভাব আছে। আবর্ত্তে মাংস, শিরা ও স্নায়ুর অভাব আছে। অপাঙ্গে মাংস, স্নায়ু ও সন্ধির অভাব আছে]। যে সকল মর্ম্মে মাংসাদি পঞ্চদ্রব্যের একটী অবশিষ্ট আছে, তাহারা রুজাকর হইয়া থাকে [গুল্‌ফ, মণিবন্ধ ও কূর্চ্চশিরঃ এই সকল মর্ম্মে মাংস, শিরা, স্নায়ু ও অস্থির অল্পতা আছে]। ২৪। ঐরূপ নিয়ম বলিয়া, কেবল এক অস্থি বিদ্ধ হইলেও, শোণিতপাত [২৭ প্রকরণ দেখ] হইতে পারে [অর্থাৎ যে অঙ্গ অস্থিমাত্রাবশিষ্ট, তাহা বিদ্ধ হইলেও রক্তপাত হইয়া অপকার হইতে পারে। অতএব মাংসাদি সমস্ত অঙ্গই সর্ব্বস্থলে মর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে]। ২৫। শরীরে যে চতুর্ব্বিধ [বাতবহ, পিত্তবহ, শ্লেষ্মবহ ও রক্তবহ (Artery ও veins)] শিরা আছে; তাহারা

ততঃ ক্ষতে মর্ম্মণি তাঃ প্রবৃদ্ধঃ সমন্ততো বায়ুরভিস্তৃণোতি।
বিবর্দ্ধমানস্ত স মাতরিশ্বা রুজঃ সুতীব্রাঃ প্রতনোতি কায়ে॥২৭
রুজাভিভূতস্ত পুনঃ শরীরং প্রলীয়তে নশুতি চাস্ত সংজ্ঞা।
অতো হি শল্যং বিনিহর্তুমিচ্ছন্‌মর্ম্মাণিযত্নেনপরীক্ষ্য কর্ষেৎ২৮

এতেন শেষং ব্যাখ্যাতম্॥ ২৯

তত্র সদ্যঃপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধং কালান্তরেণ মারয়তি। কালান্তরপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধং বৈকল্যমাপাদয়তি। বিশল্যপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধং কালান্তরেণ ক্লেশয়তি রুজাঞ্চ করোতি। রুজাকরমতীব্রবেদনং ভবতি॥ ৩০

তত্র সদ্যঃপ্রাণহরাণি সপ্তরাত্রাভ্যন্তরান্মারয়ন্তি। কালান্তরপ্রাণহরাণি পক্ষান্মাসাদ্বা। তেষপি তু ক্ষিপ্রাণি কদাচিদাশু মারয়ন্তি। বিশল্যপ্রাণহরাণি বৈকল্যকরাণি চ কদাচিদত্যভিহতানি মারয়ন্তি॥ ৩১

অত উর্দ্ধং প্রত্যেকশো মর্ম্মস্থানান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৩২

তত্র পাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে ক্ষিপ্রং নাম মর্ম্ম; তত্র বিদ্ধস্যাক্ষেপকেণ মরণম্॥ ৩৩

মধ্যমাঙ্গুলীমনুপূর্ব্বেণ মধ্যে পাদতলস্য তলহৃদয়ং নাম তত্রাপি রুজাভির্মরণম্॥ ৩৪

ক্ষিপ্রস্যোপরিষ্টাদুভয়তঃ কূর্চ্চো নাম; তত্র পাদস্য ভ্রমণবেপনে ভবতঃ॥ ৩৫

গুল্ফসন্ধেরধ উভয়তঃ কূর্চ্চশিরো নাম; তত্র রুজাশোফৌ॥ ৩৬

পদজঙ্ঘয়োঃ সন্ধানে গুল্ফো নাম; তত্র রুজঃ স্তব্ধপাদতা খঞ্জতা বা॥ ৩৭

পার্ষ্ণিং প্রতি জঙ্ঘামধ্যে ইন্দ্রবস্তির্নাম; তত্র শোণিতক্ষয়ে মরণম্॥ ৩৮

জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সন্ধানে জানু নাম; তত্র খঞ্জতা॥ ৩৯

জানুন উর্দ্ধমুভয়তস্ত্র্যঙ্গুলমাণির্নাম; তত্র শোফাভিবৃদ্ধিঃ স্তব্ধসক্থিতা চ॥ ৪০

উরুমধ্যে উর্ব্বী নাম; তত্র শোণিতক্ষয়াৎ সক্থিশোষঃ॥৪১

প্রায়ই মর্ম্মসমূহে সন্নিবিষ্ট আছে। এইরূপে শিরা সকল স্নায়ু, অস্থি, মাংস ও সন্ধিসমূহকে সন্তর্পিত করিয়া দেহকে প্রতিপালন করে। ২৬। মর্ম্ম ক্ষত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া সেই সকল শিরাকে সমন্তাৎ আচ্ছন্ন করে। বায়ু এইরূপে বর্দ্ধমান হইলে শরীরে সুতীব্র যাতনা উপস্থিত করে। ২৭। শরীর এইরূপে রুজাভিভূত হইলে বিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং উহার সংজ্ঞা নষ্ট হয়। অতএব চিকিৎসক শল্য হরণ করিতে অভিলাষী হইলে মর্ম্মদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া শল্য আকর্ষণ করিবেন। ২৮। বায়ুর প্রকোপ বর্ণিত হইল। এইরূপ পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্তের কোপও শরীরের অনিষ্টকারী বুঝিতে হইবে। ২৯। যে সকল মর্ম্মকে সদ্যঃপ্রাণহর বলা হইয়াছে, তাহারা মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে মারক হয়। আবার যে সকল মর্ম্ম কালান্তরে মারক হয়, তাহারা মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে বৈকল্য সম্পাদন করে। আবার যে সকল মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন, তাহারা মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে ক্লেশ ও রুজা উৎপাদন করে। আবার রুজাকর মর্ম্ম সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে অতীব্র বেদনা উৎপাদন করে। ৩০। তন্মধ্যে সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম সকল সাতরাত্রির মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত করে। যে সকল মর্ম্ম আহত হইলে এক পক্ষ বা এক মাসের মধ্যে প্রাণ হরণ করে, তাহাদিগকে কালান্তর-প্রাণহর বলে। উহাদের মধ্যে আবার ক্ষিপ্রমর্ম্ম সকল আহত হইলে কদাচিৎ আশু প্রাণ নষ্ট হয়। বিশল্যঘ্ন ও বৈকল্যকর মর্ম্ম সকল অতিশয় আহত হইলেও কদাচিৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। ৩১। ইহার পর প্রত্যেক মর্ম্মস্থান আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিব। ৩২। পাদাঙ্গুষ্ঠ ও তৎপরবর্ত্তী অঙ্গুলি ইহাদের মধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম আছে। ঐ স্থান বিদ্ধ হইলে আক্ষেপক রোগে মৃত্যু হয় [ইহা একটী স্নায়ুমর্ম্ম। ইহা অর্দ্ধাঙ্গুল এবং কালান্তরে প্রাণহর]। ৩৩। পাদের মধ্যমাঙ্গুলের 'টানে' পাদতলের মধ্যে যে মর্ম্ম আছে, তাহাকে তলহৃদয় কহে [উহা একটী মাংসমর্ম্ম, ইহা অর্দ্ধাঙ্গুল ও কালান্তর-প্রাণহর]। তলহৃদয় আহত হইলেও যাতনার সহিত মৃত্যু হয়। ৩৪। ক্ষিপ্রের দুই অঙ্গুল উপরে, পদের নিম্নে ও উর্দ্ধভাগে দুই দিকেই কূর্চ্চ নামক মর্ম্ম আছে [ইহা একটী স্নায়ুমর্ম্ম, চতুরঙ্গুল ও বৈকল্যকর]। ইহা আহত হইলে পা ঘুরিয়া পড়ে ও কাঁপিতে থাকে। ৩৫। গুল্ফ-সন্ধির অধোভাগে, উভয় পার্শ্বে, কূর্চ্চশিরঃ নামক মর্ম্ম আছে। ঐ স্থান আহত হইলে যাতনা ও শোথ হয় [ইহা একটী স্নায়ুমর্ম্ম, একাঙ্গুল ও বৈকল্যকর]। ৩৬। পদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে গুল্ফ-মর্ম্ম আছে। ঐ স্থান আহত হইলে যাতনা ও স্তব্ধ-পাদতা, এমন কি খঞ্জতা পর্য্যন্ত সম্ভব [ইহা একটী সন্ধিমর্ম্ম, দ্ব্যঙ্গুল ও বৈকল্যকর]। ৩৭। পার্ষ্ণির দিকে জঙ্ঘা মধ্যে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম। উহা আহত হইলে শোণিতক্ষয় হইয়া মরণ হয় [ইহা একটী মাংসমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল, পার্ষ্ণির দিকে ১৩ অঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত এবং কালান্তরে প্রাণহর। ভোজ বলেন ইহার পরিমাণ দুই অঙ্গুল। ভোজের অনুসরণে গয়দাসও তাঁহার মর্ম্মমানসূত্রে ইন্দ্রবস্তি দ্ব্যঙ্গুল বলিয়াছেন]। ৩৮। জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থানে জানু নামক মর্ম্ম আছে, উহা আহত হইলে খঞ্জতা হয় [ইহা সন্ধিমর্ম্ম, ত্র্যঙ্গুল-প্রমাণ ও বৈকল্যকর]। ৩৯। জানুর উপরে অর্থাৎ উরুতে, ত্র্যঙ্গুল স্থানে, উপর ও নীচ উভয় দিকে, আণিমর্ম্ম আছে। উহা আহত হইলে শোথের অতিবৃদ্ধি ও স্তব্ধ-সক্থিতা হয়। [ইহা একটী স্নায়ুমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল ও বৈকল্যকর]। ৪০। উরু মধ্যে উর্ব্বী নামক [অর্দ্ধাঙ্গুল, বৈকল্যকর] শিরামর্ম্ম আছে। উহা আহত হইলে শোণিতক্ষয় হইয়া সক্থিশোষ হয়। ৪১।

উর্ব্ব্যা উর্দ্ধমধো বঙ্ক্ষণসন্ধেরূরুমূলে লোহিতাক্ষং নাম; তত্র লোহিতক্ষয়েণ পক্ষাঘাতঃ॥ ৪২

বঙ্ক্ষণবৃষণয়োরন্তরে বিটপং নাম; তত্র ষাণ্ড্যমল্পশুক্রতা বা ভবতি। এবমেতান্যেকাদশ সক্থিমর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি॥৪৩

এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ॥ ৪৪

বিশেষতস্তু যানি সক্থি গুল্ফজানুবিটপানি, তানি বাহৌ মণিবন্ধকূর্পরকক্ষধরাণি। যথা বঙ্ক্ষণবৃষণয়োরন্তরে বিটপমেবং বক্ষঃকক্ষয়োর্মধ্যে কক্ষধরম্; তস্মিন্ বিদ্ধে ত এবোপদ্রবাঃ। বিশেষতস্তু মণিবন্ধে কুণ্ঠতা। কূর্পরাখ্যে কুণিঃ। কক্ষধরে পক্ষাঘাতঃ॥ ৪৫

এবমেতানি চতুশ্চত্বারিংশচ্ছাখাসু মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি॥৪৬

অত ঊর্দ্ধমুদরোরসোর্মর্ম্মাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ৪৭

তত্র বাতবর্চ্চোনিরসনং স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধং গুদং নাম মর্ম্ম; তত্র সদ্যোমরণম্॥ ৪৮

অল্পমাংসশোণিতোঽভ্যন্তরতঃ কট্যাং মূত্রাশয়ো বস্তির্নাম; তত্রাপি সদ্যোমরণমশ্মরীব্রণাদৃতে। তত্রাপ্যুভয়তো ভিন্নে ন জীবতি, একতো ভিন্নে মূত্রস্রাবী ব্রণো ভবতি, স তু যত্নেনোপক্রান্তো রোহতি॥ ৪৯

পক্বামাশয়য়োর্মধ্যে শিরাপ্রভবা নাভির্নাম তত্রাপি সদ্য এব মরণম্॥ ৫০

স্তনয়োর্মধ্যমধিষ্ঠায়োরস্যামাশয়দ্বারং সত্ত্বরজস্তমসামধিষ্ঠানং হৃদয়ং নাম; তত্র সদ্য এব মরণম্॥ ৫১

স্তনয়োরধস্তাদ্দ্ব্যঙ্গুলমুভয়তঃ স্তনমূলে নাম মর্ম্মণী; তত্র কফপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাং ম্রিয়তে॥ ৫২

স্তনচূচুকয়োরূর্দ্ধং দ্ব্যঙ্গুলমুভয়তঃ স্তনরোহিতৌ নাম; তত্র লোহিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ ম্রিয়তে ৫৩

অংসকূটয়োরধস্তাৎ পার্শ্বোপরিভাগয়োরপলাপৌ নাম; তত্র রক্তেন পূয়ভাবং গতেন মরণম্॥ ৫৪

উভয়ত্রোরসো নাড্যৌ বাতবহে অপস্তম্ভৌ নাম; তত্র বাতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ মরণম্॥ ৫৫

উর্ব্বী মর্ম্মের উর্দ্ধে, বঙ্ক্ষণসন্ধির নিম্নে, উরুমূলে লোহিতাক্ষ নামক [একাঙ্গুল ও বৈকল্যকর] স্নায়ুমর্ম্ম আছে। উহা আহত হইতে রক্তক্ষয় হইয়া পক্ষাঘাত হয়। ৪২। বঙ্ক্ষণ ও বৃষণের মধ্যে বিটপ নামক মর্ম্ম আছে। উহা আহত হইলে ষণ্ডতা বা অল্পশুক্রতা হয়। ৪৩। উপরে একটী সক্থির ১১টী মর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। তদৃষ্টে দ্বিতীয় সক্থি ও বাহুদ্বয়ের মর্ম্ম ও নির্দ্দেশ করা যায়। [অর্থাৎ হস্তাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী ইঁহাদের মধ্যে ক্ষিপ্র মর্ম্ম আছে। মধ্যমাঙ্গুলির 'টানে' করতলের মধ্যে তলহৃদয় নামক মর্ম্ম আছে। ক্ষিপ্রের দুই অঙ্গুল উপরে, হস্তের নিম্ন ও উর্দ্ধ দুই দিকেই, কূর্চ্চ নামক মর্ম্ম আছে। মণিবন্ধের অধোভাগে, উভয় পার্শ্বে কূর্চ্চশিরঃ নামে মর্ম্ম আছে। কর ও প্রকোষ্ঠের সন্ধির স্থানে মণিবন্ধ নামক মর্ম্ম আছে। প্রকোষ্ঠের মধ্যে, প্রকোষ্ঠের উর্দ্ধভাগে, ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম আছে। প্রকোষ্ঠ ও প্রগণ্ডের সন্ধিস্থানে কূর্পর নামক সন্ধি আছে। কূর্পরের উপর ও নীচ উভয়দিকে আণিমর্ম্ম আছে। প্রগণ্ডের মধ্যে উর্ব্বী মর্ম্ম আছে এবং বক্ষঃ ও কক্ষের মধ্যস্থানে কক্ষধর মর্ম্ম আছে। এইরূপ বুঝিতে হইবে]। ৪৪। বিশেষতঃ সক্থির মধ্যে গুল্ফ, জানু ও বিটপ নামক যে সকল মর্ম্ম আছে, তাহারা বাহুতে মণিবন্ধ, কূর্পর ও কক্ষধর নামে অভিহিত হয়। যেমন বঙ্ক্ষণ ও বৃষণের মধ্যস্থানে বিটপ, সেইরূপ বক্ষঃ ও কক্ষের মধ্যস্থানে কক্ষধর; উহা বিদ্ধ হইলে বিটপবিদ্ধের উপদ্রব সকলই ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ মণিবন্ধ আহত হইলে হস্তের কুণ্ঠতা (কর্ম্মে অশক্তি) হয়। কূর্পর আহত হইলে কুণি (সঙ্কুচিত বাহুমধ্য) হয়। আর কক্ষধর আহত হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। ৪৫। এইরূপে শাখাসমূহের ৪৪টী মর্ম্ম ব্যাখ্যা করা হইল। ৪৬। অনন্তর উদর ও বক্ষের মর্ম্ম সকল অনুব্যাখ্যা করিব। ৪৭। তন্মধ্যে গুদ নামক মর্ম্ম বাত ও বিষ্ঠার বহিঃপ্রেরণ করিয়া থাকে; উহা স্থূলান্ত্রের শেষভাগে আবদ্ধ। উহা আহত হইলে সদ্যোমরণ হয়। [ইহা একটী মাংসমর্ম্ম, পরিমাণ চতুরঙ্গুল]। ৪৮। কটিদেশের মধ্যে বস্তি নামক মূত্রাশয় আছে। এই স্নায়ুমর্ম্মের অভ্যন্তর ভাগে মাংস ও শোণিত অল্পই আছে। উহা আহত হইলে সদ্যোমরণ হয়। কিন্তু উহাতে অশ্মরীজন্য ব্রণ হইলে, সদ্যোমৃত্যু হয় না। কিন্তু যদি অশ্মরী উহাকে উভয়দিকে ভেদ করে, তবে রোগী বাঁচে না। আর এক দিক্ ছিঁড়িয়া গেলে মূত্রস্রাব ও ব্রণ হইয়া থাকে, তাহা যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসিত হইলে সংরোহিত হয়। ৪৯। পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থানে নাভিমর্ম্ম আছে, উহা পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ শিরার জন্মস্থান। উহা আহত হইলে সদ্যোমরণ হয় [ইহা শিরামর্ম্ম ও চতুরঙ্গুল]। ৫০। বক্ষের মধ্যে স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থানকে হৃদয় বলে, উহার অধোভাগে আমাশয়ের দ্বার। ইহা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান [ইহার পরিমাণ চতুরঙ্গুল] ইহা আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়। ৫১। প্রত্যেক স্তনের নিম্নে স্তনমূল নামক এক একটী মর্ম্ম আছে। তাহা আহত হইলে কফে কোষ্ঠ পূর্ণ হইয়া কাস ও শ্বাসে মৃত্যু হয় [ইহা শিরামর্ম্ম, দ্ব্যঙ্গুল ও কালান্তরে প্রাণহর]। ৫২। উভয় স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুল উর্দ্ধে স্তনরোহিত নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, উহারা আহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া কাস ও শ্বাসে মৃত্যু হইয়া থাকে [এই মাংসমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল]। ৫৩। উভয় অংসকূটের নিম্নে, উভয় পার্শ্বের উপরিভাগে অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয় আছে, তাহা আহত হইলে রক্ত পূযভাব প্রাপ্ত হইয়া মারক হয় [ইহারা শিরামর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল ও কালান্তর-প্রাণহর]। ৫৪। বক্ষের উভয় পার্শ্বে দুইটী বাতবহা শিরা অপস্তম্ভ নামে কথিত হয়। উহা আহত হইলে কোষ্ঠ বাতপূর্ণ হইয়া কাসশ্বাসে মৃত্যু হয়। ৫৫। এইরূপে উদর ও বক্ষের দ্বাদশটী মর্ম্ম ব্যাখ্যা

এবমেতান্যুদরোরসোর্দ্দশ মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৫৬ ॥
অত ঊর্দ্ধং পৃষ্ঠমর্ম্মাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৫৭
তত্র পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ প্রতিশ্রোণীকাণ্ডমস্থিনী কটীকতরুণে নাম মর্ম্মণী; তত্র শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডুর্বিবর্ণো হীনরূপশ্চ ম্রিয়তে ॥ ৫৮
পার্শ্বজঘনবহির্ভাগে পৃষ্ঠবংশমুভয়তো নাতিনিম্নে কুকুন্দরে নাম মর্ম্মণী; তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়ে চেষ্টোপঘাতশ্চ ॥ ৫৯
শ্রোণীকাণ্ডয়োরুপর্য্যাশয়াচ্ছাদনৌ পার্শ্বান্তরপ্রতিবদ্ধৌ নিতম্বৌ নাম; তত্রাধঃকায়শোষো দৌর্ব্বল্যাচ্চ মরণম্ ॥ ৬০
অধঃপার্শ্বান্তরপ্রতিবদ্ধৌ জঘনপার্শ্বমধ্যয়োস্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ জঘনাৎ পার্শ্বসন্ধী নাম; তত্র লোহিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া ম্রিয়তে ॥ ৬১
স্তনমূলাদৃজুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশস্য বৃহতী নাম; তত্র শোণিতাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈরুপদ্রবৈর্ম্রিয়তে ॥ ৬২
পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্ত্রিকসম্বদ্ধে অংসফলকে নাম; তত্র বাহ্বোঃ স্বাপঃ শোষো বা ॥ ৬৩
বাহুমূর্দ্ধগ্রীবামধ্যেঽংসপীঠস্কন্ধনিবন্ধনাবংসৌ নাম; তত্র স্তব্ধবাহুতা ॥ ৬৪
এবমেতানি চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠমর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৬৫
অত ঊর্দ্ধং জত্রুগতানি ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৬৬
তত্র কণ্ঠনাড়ীমুভয়তশ্চতস্রো ধমন্যঃ—দ্বে নীলে দ্বে চ মন্যে ব্যত্যাসেন; তত্র মূকতা স্বরবৈকৃতমরসগ্রাহিতা চ ॥৬৭
গ্রীবায়ামুভয়তশ্চতস্রঃ শিরামাতৃকাঃ; তত্র সদ্যোমরণম্ ॥৬৮
শিরোগ্রীবয়োঃ সন্ধানে কৃকাটিকে নাম; তত্র চলমূর্দ্ধতা ॥ ৬৯
কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃসংশ্রিতে বিধুরে নাম; তত্র বাধির্য্যম্ ॥৭০
ঘ্রাণমার্গমুভয়তঃ স্রোতোমার্গপ্রতিবদ্ধে অভ্যন্তরতঃ ফণে নাম; তত্র গন্ধাজ্ঞানম্ ॥ ৭১
ভ্রূপুচ্ছান্তয়োরধোঽক্ষ্ণোর্বাহ্যতোঽপাঙ্গৌ নাম; তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা ॥ ৭২
ভ্রুবোরুপরিনিম্নয়োরাবর্ত্তৌ নাম; তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতশ্চ ॥ ৭৩

করা হইল। ৫৬। অনন্তর পৃষ্ঠমর্ম্ম-সমূহের অনুব্যাখ্যা করিব। ৫৭। পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে শ্রোণিকাণ্ডদ্বয়ের 'টানে' [ত্রিকসন্নিধানে ও শ্রোণির উপর] কটীক-তরুণ নামক দুইটী অস্থিমর্ম্ম আছে [ইহারা অর্দ্ধাঙ্গুল ও কালান্তর-প্রাণহর]। ইহারা আহত হইলে শোণিত ক্ষয় হওয়াতে রোগী পাণ্ডু, বিবর্ণ ও হীনরূপ হইয়া মৃত হয়।৫৮। বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে, জঘনের বহির্ভাগে অর্থাৎ কটীর পশ্চাদ্‌ভাগে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে, নাতিনিম্নে কুকুন্দর [কুকুন্দর "The sides of the spine near the buttocks" Dr. Wise.] নামক দুইটী সন্ধিমর্ম্ম আছে [উহারা অর্দ্ধাঙ্গুল, ঈষন্নিম্নাকার ও বৈকল্যকর]। উহারা আহত হইলে অধঃশরীরে স্পর্শাজ্ঞান ও চেষ্টানাশ হয়।৫৯। পূর্ব্বোক্ত শ্রোণীকাণ্ডদ্বয়ের উপর উভয় পার্শ্বের মধ্যে নিতম্ব নামক [নিতম্বমর্ম্ম—"The sensible parts of the two buttocks." Dr. Wise.] দুই অস্থিমর্ম্ম আছে। উহারা 'আশয়ের' আচ্ছাদক। উহারা আহত হইলে অধঃশরীরের শোষ ও দৌর্ব্বল্য হওয়াতে মৃত্যু হইয়া থাকে। [আশয় শব্দে ডল্বণাচার্য্য আমাশয় অর্থ করেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। আশয় শব্দে 'গুদ' অর্থ করা যাইতে পারে, কারণ গুদ নিতম্বের অন্তরালে আছে]। ৬০। অধোভাগে দুই পার্শ্বের মধ্যে, পশ্চাদ্ভাগ ও পার্শ্বভাগের মধ্যে, অথচ তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদিকে, পশ্চাদ্ভাগকে আশ্রয় করিয়া পার্শ্বসন্ধি নামক দুইটী শিরামর্ম্ম আছে। [ইহারা প্রত্যেকে অর্দ্ধাঙ্গুল]। ইহারা আহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়াতে মৃত্যু হয়। ৬১। স্তনমূলের 'টানে' পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে বৃহতী নামক [অর্দ্ধাঙ্গুল] শিরামর্ম্ম আছে। উহারা আহত হইলে শোণিতের অতিনির্গম জন্য উপদ্রবসমূহ বশতঃ মৃত্যু হয় [When wounded on each side of the spine near the breast, the person will die from the great hemorrhage. Dr. Wise.]।৬২। পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে ত্রিকসংলগ্ন অংসফলক নামক [অর্দ্ধাঙ্গুল ও বৈকল্যকর] দুইটী অস্থিমর্ম্ম আছে। উহারা আহত হইলে বাহুদ্বয়ের সুপ্তি বা শোষ হয়। ৬৩। বাহুশীর্ষ ও গ্রীবার মধ্যে অংস নামক দুইটী মর্ম্ম আছে। উহারা অংসপীঠের সহিত স্কন্ধকে বন্ধন করিয়া রাখে। উহারা আহত হইলে বাহু স্তব্ধ হয়। [উহারা স্নায়ুমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকারক]। ৬৪। এইরূপে ১৪টী পৃষ্ঠমর্ম্ম ব্যাখ্যা করা হইল। ৬৫। অনন্তর জত্রুগত মর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। ৬৬। তন্মধ্যে কণ্ঠনালীর উভয়দিকে চারিটী ধমনী আছে। দুইটীর নাম নীলা ও দুইটীর নাম মন্যা। তন্মধ্যে এক এক পার্শ্বে এক এক নীলা ও এক এক মন্যা। উহারা আহত হইলে মূকতা, স্বরবৈকৃত ও রসগ্রাহিতার অভাব হয় [উহারা শিরামর্ম্ম, চতুরঙ্গুল ও বৈকল্যকর]। ৬৭। গ্রীবার এক এক পার্শ্বে চারি চারিটী শিরামাতৃকা নামক মর্ম্ম আছে [ইহারা শিরামর্ম্ম—চতুরঙ্গুল পরিমিত]। উহারা আহত হইলে সদ্যোমরণ হয়। ৬৮। মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থানে কৃকাটিকা নামক দুইটী সন্ধিমর্ম্ম আছে। উহারা আহত হইলে চলমূর্দ্ধতা [শিরঃকম্পন] হয় [ইহারা অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণ ও বৈকল্যকর]। ৬৯। কর্ণপৃষ্ঠের অধোভাগে বিধুর নামক দুইটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে। উহারা আহত হইলে বধিরতা হয় [উহারা কিঞ্চিৎ নিম্নাকার]। ৭০। ঘ্রাণমার্গের উভয় পার্শ্বে, অভ্যন্তর বিবরদ্বারের সহিত সম্বদ্ধ, ফণ নামক দুইটী শিরামর্ম্ম [অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত] আছে। ৭১। ভ্রূপুচ্ছের অন্তর্ভাগে ও চক্ষুর বহির্ভাগে অপাঙ্গ নামক দুইটী শিরামর্ম্ম আছে। উহারা আহত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টিনাশ হয়। ৭২।

ভ্রুবোঃ পুচ্ছান্তয়োরুপরি কর্ণললাটয়োর্মধ্যে শঙ্খৌ নাম; তত্র সদ্যোমরণম্ ॥ ৭৪ ॥

শঙ্খয়োরুপরি কেশান্ত উৎক্ষেপৌ নাম; তত্র সশল্যো জীবতি পাকাৎ পতিতশল্যো বা, নোদ্ধৃতশল্যঃ ॥ ৭৫

ভ্রুবোর্মধ্যে স্থপনী নাম; তত্রোৎক্ষেপবৎ ॥ ৭৬

পঞ্চ সন্ধয়ঃ শিরসি বিভক্তাঃ সীমন্তা নাম; তত্রোন্মাদ-ভয়চিত্তনাশৈর্মরণম্ ॥ ৭৭

ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পণীনাং শিরাণাং মধ্যে শিরা-সন্নিপাতঃ শৃঙ্গাটকানি; তানি চত্বারি মর্ম্মাণি; তত্রাপি সদ্যোমরণম্ ॥ ৭৮

মস্তকাভ্যন্তরোপরিষ্টাৎ শিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্ত্তো হধিপতিঃ; তত্রাপি সদ্যোমরণম্ ॥ ৭৯

এবমেতানি সপ্তত্রিংশদূর্দ্ধজক্রগতানি মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৮০

ভবন্তি চাত্র।

উর্ব্ব্যঃ শিরাংসি বিটপে চ সকক্ষপার্শ্বে
একৈকমঙ্গুলমিতা স্তনপূর্ব্বমূলম্।
বিদ্ধ্যাঙ্গুলদ্বয়মিতং মণিবন্ধগুল্ফং
ত্রীণ্যেব জানু সপরং সহ কূর্পরাভ্যাম্ ॥
হৃদ্বস্তিকূর্চ্চগুদনাভি বদন্তি মূর্দ্ধ্নি
চত্বারি পঞ্চ চ গলে দশ যানি চ দ্বে।
তানি স্বপাণিতলকুঞ্চিতসম্মিতানি
শেষাণ্যবেহি পরিবিস্তরতোহঙ্গুলার্দ্ধম্ ॥
এতৎ প্রমাণমভিবীক্ষ্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
শস্ত্রেণ কর্ম্মকরণং পরিহৃত্য মর্ম্ম।
পার্শ্বাভিঘাতিতমপীহ নিহন্তি মর্ম্ম
তস্মাদ্ধি মর্ম্মসদনং পরিবর্জ্জনীয়ম্ ॥ ৮১
ছিন্নেষু পাণিচরণেষু শিরা নরাণাং
সঙ্কোচমীয়ুরসৃগল্পমতো নিরেতি।

ভ্রূদ্বয়ের উপরি নিম্নদিকে আবর্ত্তনামক দুইটী মর্ম্ম আছে, উহারা আহত হইলে অন্ধতা ও দৃষ্টিনাশ হয়। [Dr. Wise এইরূপ অনুবাদ করেন; If diseased or wounded below the extremities or above the eyebrows, the person will become blind. কিন্তু ইহা বোঝা গেল না। ভাবপ্রকাশ এই প্রকরণটীর কোন অর্থ করেন নাই। অস্মৎসংগৃহীত নিবন্ধ নামক টীকাতেও গোলযোগ দেখা যায়। ইহারা সন্ধিমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত]। ৭৩। ভ্রূপুচ্ছের প্রান্তের উপরি কর্ণ ও ললাটের মধ্যে শঙ্খনামক (রগ্) দুইটী অস্থি-মর্ম্ম আছে। উহারা আহত হইলে সদ্যোমরণ হয়। ৭৪। শঙ্খের উপরি এবং কেশের সীমায় উৎক্ষেপ নামক দুইটী স্নায়ুমর্ম্ম [অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত] আছে। তন্মধ্যে শল্য প্রবিষ্ট হইলে যদি শল্য উদ্ধার করা না যায়, তবে রোগী বাঁচিয়া থাকে। আর যদি ক্ষতস্থান পাকিয়া শল্য পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও রোগী বাঁচিয়া থাকে। ৭৫। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থপনী নামক একটী শিরা-মর্ম্ম [অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত] আছে। উহারা উৎক্ষেপের ন্যায় বিশল্যঘ্ন। ৭৬। শরীরসংখ্যাব্যাকরণ পরিচ্ছেদে মস্তকে যে পাঁচটী সন্ধি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের নাম সীমন্ত। উহাদের কোন একটী আহত হইলে উন্মাদ, ভয় বা চিত্তনাশ হইয়া মরণ হইয়া থাকে। ৭৭। যে সকল শিরা (Nerves) ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন ও আস্বাদন নির্ব্বাহ করে, তাহাদের এক এক শ্রেণীর মুখ সকল মস্তকের মধ্যে চারি স্থানে সংযুক্ত আছে, সেই সকল সংযোগস্থান আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়। ৭৮। [এস্থলে ভাবপ্রকাশের উদ্ধৃত পাঠ "ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষি-জিহ্বাসন্তর্পকাণাং শিরামুখানাং শিরসো মধ্যে সংযোগস্থানং, তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলপ্রমাণানি, হতানি সদ্যোমারকাণি চ ভবন্তি"। এই পাঠই সহজ বলিয়া এস্থলে অনুবাদ করা গেল। ডাক্তার ওয়াইজ এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, "Should the vessels at the union of the eyes, nose, ears and tongue be wounded, the person will soon die." ইহা অগ্রাহ্য। এস্থলে 'ঘ্রাণ-শ্রোত্রাক্ষি-জিহ্বা-সন্তর্পক শিরা' এই সকল পদে Cranial Nerves অর্থাৎ Olfactory প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। 'শিরসো মধ্যে' এস্থলে শিরঃ শব্দে Cranium বুঝিতে হইবে]। শিরা ও সন্ধির সন্নিপাতে যে মর্ম্মস্থান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে অধিপতি কহে, উহার বাহ্য লক্ষণ রোমাবর্ত্ত [বোধ হয় ইহাই ব্রহ্মতালু]। উহা আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়। ["Inside of the upper part of the head, at the passage of the vessel along the bone (Lateral sinus), wounds will soon destroy the person" ডাক্তার ওয়াইজের এই অনুবাদটী বোঝা গেল না]। ৭৯। মস্তকাভ্যন্তরের উপরে [তবেই মাথার খুলির নীচে] এইরূপে উর্দ্ধজক্রগত ৩৭টী মর্ম্ম ব্যাখ্যা করা হইল। ৮০। এইস্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে;—উর্ব্বী, কূর্চ্চশিরঃ, বিটপ ও কক্ষধরা এই সকল মর্ম্ম এক এক অঙ্গুল পরিমিত। স্তনমূল, মণিবন্ধ ও গুল্ফ দুই দুই অঙ্গুল পরিমিত। জানু ও কূর্পর তিন তিন অঙ্গুল। হৃদয়, বস্তি, কূর্চ্চ, গুদ, নাভি, মস্তকে শৃঙ্গাটকচতুষ্টয় ও সীমন্তপঞ্চক এবং গলে অষ্টমাতৃকা, দুই নীলা ও দুই মন্যা এই সকল মর্ম্ম নিজ নিজ পাণিতলের সঙ্কুচিত অংশের বা গণ্ডুষের সমান অর্থাৎ চতুরঙ্গুল পরিমিত। অবশিষ্ট গুলির মর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল করিয়া জানিবে। মর্ম্মসমূহের এইরূপ প্রমাণ অবগত হইয়া মর্ম্মজ্ঞেরা বলেন যে, মর্ম্মস্থান পরিহার করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইবে। মর্ম্মের নিকটবর্ত্তী স্থান আহত হইলেও মৃত্যু হইতে পারে, অতএব শস্ত্রপ্রয়োগকালে মর্ম্ম-সমূহের নিকটবর্ত্তী স্থানও পরিহার করিবে। ৮১। পাণি

প্রাপ্যামিতব্যসনমুগ্রমতো মনুষ্যাঃ
সংছিন্নশাখতরুবন্নিধনং ন যান্তি ॥
ক্ষিপ্রেষু তত্র সতলেষু হতেষু রক্তং
গচ্ছত্যতীব পবনশ্চ রুজং করোতি।
এবং বিনাশমুপযান্তি হি তত্র বিদ্ধা
বৃক্ষা ইবায়ুধনিপাতনিকৃত্তমূলাঃ ॥
তস্মাৎ তয়োরভিহতস্য তু পাণিপাদং
ছেত্তব্যমাশু মণিবন্ধনগুল্ফদেশে ॥ ৮২
মর্ম্মাণি শল্যবিষয়ার্দ্ধমুদাহরন্তি।
যস্মাচ্চ মর্ম্মসু হতা ন ভবন্তি সদ্যঃ।
জীবন্তি তত্র যদি বৈদ্যগুণেন কেচিৎ
তে প্রাপ্নুবন্তি বিকলত্বমসংশয়ং হি ॥ ৮৩
সম্ভিন্নজর্জ্জরিতকোষ্ঠশিরঃকপালা
জীবন্তি শস্ত্রনিহতৈশ্চ শরীরদেশৈঃ।
ছিন্নৈশ্চ সক্থিভুজপাদকরৈরশেষৈ-
র্যেষাং ন মর্ম্মপতিতা বিবিধাঃ প্রহারাঃ ॥ ৮৪
সোমমারুততেজাংসি রজঃসত্ত্বতমাংসি চ।
মর্ম্মসু প্রায়শঃ পুংসাং ভূতাত্মা চাবতিষ্ঠতে ॥
মর্ম্মস্বভিহতাস্তস্মান্ন জীবন্তি শরীরিণঃ ॥ ৮৫
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসম্প্রাপ্তির্মনোবুদ্ধিবিপর্য্যয়ঃ।
রুজশ্চ বিবিধাস্তীব্রা ভবন্ত্যাশুহরে হতে ॥
হতে কালান্তরঘ্নে তু ধ্রুবো ধাতুক্ষয়ো নৃণাম্।
ততো ধাতুক্ষয়াজ্জন্তুর্বেদনাভিশ্চ নশ্যতি ॥
হতে বৈকল্যজননে কেবলং বৈদ্যনৈপুণাৎ।
শরীরং ক্রিয়য়া যুক্তং বিকলত্বমবাপ্নুয়াৎ।
বিশল্যঘ্নেষু বিজ্ঞেয়ং পূর্ব্বোক্তং যচ্চ কারণম্ ॥
রুজাকরাণি মর্ম্মাণি ক্ষতানি বিবিধা রুজঃ।
কুর্ব্বন্ত্যন্তে চ বৈকল্যং কুবৈদ্যবশগো যদি ॥ ৮৬
ছেদভেদাভিঘাতেভ্যো দহনাদ্দারণাদপি।
উপঘাতং বিজানীয়ান্মর্ম্মণাং তুল্যলক্ষণম্ ॥ ৮৭
মর্ম্মাভিঘাতশ্চ ন কশ্চিদস্তি যোঽল্পাত্যয়ো বাপি নিরত্যয়ো বা
প্রায়েণ মর্ম্মস্বভিতাড়িতাস্তু বৈকল্যমৃচ্ছন্ত্যথ বা ম্রিয়ন্তে ॥ ৮৮
মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায় হি যে বিকারা মূর্চ্ছন্তি কায়ে বিবিধা নরাণাম্।
প্রায়েণ তে কৃচ্ছ্রতমা ভবন্তি নরস্য যত্নৈরপি সাধ্যমানাঃ ॥ ৮৯
ইতি শারীরস্থানে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

এবং চরণ ছিন্ন হইলেও মানবদিগের রক্তবাহিনী শিরা সকল সঙ্কুচিত হয় বলিয়াই রক্ত অল্প নির্গত হয়। অতএব পাণি ও চরণ ছিন্ন হওয়াতে মানুষ অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও ছিন্নশাখ তরুর ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যদি ক্ষিপ্র ও তলহৃদয় আহত হওয়াতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে, তবে বায়ু অতিশয় পীড়া উৎপাদন করে। এইজন্য লোকে ক্ষিপ্র বা তলে বিদ্ধ হইলে শস্ত্রাঘাত-ছিন্ন-মূল বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব ক্ষিপ্র বা তলদেশে আহত হইলে, পাণিমণিবন্ধদেশে ও পাদগুল্ফদেশে ছিন্ন হওয়া উচিত। অর্থাৎ মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হাত ও গুল্ফ পর্য্যন্ত পা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত [সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গ্রে বলেন যে, ক্ষিপ্র আহত হইয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে উহা বন্ধন করা কঠিন। উহা রক্তবহা নাড়ীদিগের একটী Arch.। তিনি ইহাও বলেন যে, তিনি কখন ওরূপ স্থলে ওরূপ অস্ত্রক্রিয়া করেন নাই, তবে ইহা তাঁহার শোনা আছে যে আর একজন ডাক্তার ঐস্থলে একবার বন্ধন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। নব্যেরা বলেন যে, ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হইবার পর এরূপ বন্ধন সহজ হইয়াছে। আবার অন্যেরা বলেন যে, ওরূপ বন্ধনে রক্তপাত নিবৃত্ত হইলেও ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মৃত্যু হইতে পারে]। ৮২। যেহেতু মর্ম্ম সকল আহত হইলে সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যু হয়, সেইহেতু মর্ম্ম সকল শল্যশাস্ত্রের অর্দ্ধবিষয় বলিয়া কথিত আছে [অর্থাৎ মর্ম্ম সকল অবগত হইলেই অস্ত্রচিকিৎসাশাস্ত্রের অর্দ্ধেক জানা হইল]। আর যদি মর্ম্ম আহত হইলে বৈদ্যগুণে [ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতি সহকারে] কেহ কেহ বাঁচিয়াও যায়, কিন্তু তাহাকে নিশ্চয় অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হইতে হইবে। ৮৩। প্রহার নানাবিধ আছে, কিন্তু মর্ম্ম আহত না হইলে জীবনের ব্যাঘাত নাই। এমন কি, কোষ্ঠ, মস্তক ও কপাল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও জর্জ্জরিত হইলেও এবং শরীরের নানা স্থান শল্যাহত হইলেও লোকে বাঁচিয়া থাকে। এমন কি, সক্থি, ভুজ, পাদ ও কর নিঃশেষে ছিন্ন হইলেও বাঁচিয়া থাকে। ৮৪। সোম বায়ু ও তেজঃ, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ এবং ভূতাত্মা প্রায়ই পুরুষদিগের মর্ম্মসমূহে অবস্থান করে। সেইজন্য মর্ম্মসমূহে অভিহত হইলে দেহীরা বাঁচে না। ৮৫। সদ্যোমারক মর্ম্ম সকল আহত হইলে বিষয়বোধের অভাব, মন ও বুদ্ধির বিপর্য্যয় এবং বিবিধ তীব্রযাতনা হয়। কালান্তরঘ্ন মর্ম্ম আহত হইলে নিশ্চয়ই মানুষদিগের ধাতুক্ষয় হয়। সেই ধাতুক্ষয় ও অন্যান্য বেদনাহেতু লোক বিনষ্ট হইয়া থাকে। বৈকল্যকর মর্ম্ম হত হইলে কেবল বৈদ্যের নৈপুণ্যসহকারে শরীর ক্রিয়াযুক্ত থাকিয়া বিকলতা প্রাপ্ত হয়। বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম সকল আহত হইলে যে কারণে মৃত্যু হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রুজাকর মর্ম্ম সকল ক্ষত হইলে বিবিধ যাতনা উৎপন্ন হয়, আর কুবৈদ্য কর্ত্তৃক রোগী চিকিৎসিত হইলে শেষে অঙ্গবৈকল্য হইয়া থাকে। ৮৬। ছেদ, ভেদ, আঘাত, দহন বা দারণহেতু মর্ম্ম সকল আহত হইলে তুল্য-লক্ষণই হইয়া থাকে। ৮৭। এমন কোন মর্ম্মাঘাত নাই, যাহা অল্পাত্যয় বা একবারে নিরত্যয়। লোকে মর্ম্মাহত হইলে প্রায়ই বিকলতা প্রাপ্ত হয় বা মরিয়া যায়। ৮৮। যে বিবিধ বিকার মর্ম্মসমূহ আশ্রয় করিয়া মানুষের কায়ে আবির্ভূত হয়, তাহারা মানবের যথাসাধ্য চেষ্টায় চিকিৎসিত হইলেও প্রায়ই কৃচ্ছ্রতম হইয়া থাকে। ৮৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শিরাবর্ণনবিভক্তির্নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

সপ্ত শিরাশতানি ভবন্তি; যাভিরিদং শরীরমারাম ইব জলহারিণীভিঃ কেদার ইব চ কুল্যাভিরুপস্নিহ্যতেঽনুগৃহ্যতে চাকুঞ্চনপ্রসারণাদিভির্বিশেষৈঃ। দ্রুমপত্রসেবনীনামিব চ তাসাং প্রতানাঃ। তাসাং নাভির্মূলং, ততশ্চ প্রসরন্ত্যূর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ ॥ ২

ভবতশ্চাত্র।

যাবত্যস্তু শিরাঃ কায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাম্।
নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ ॥ ৩
নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভির্ব্যুপাশ্রিতা।
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ ॥ ৪

তাসাং মূলশিরাশ্চত্বারিংশৎ—তাসাং বাতবাহিন্যো দশ, পিত্তবাহিন্যো দশ, কফবাহিন্যো দশ, দশ রক্তবাহিন্যঃ। তাসান্তু বাতবাহিনীনাং বাতস্থানগতানাং পঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি, তাবত্য এব পিত্তবাহিন্যঃ পিত্তস্থানে, কফবাহিন্যশ্চ কফস্থানে, রক্তবাহিন্যশ্চ যকৃৎপ্লীহ্নোঃ—এবমেতানি সপ্ত শিরাশতানি ॥ ৫

তত্র বাতবাহিন্যঃ শিরা একস্মিন্ সক্থ্নি পঞ্চবিংশতিঃ। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতস্তু কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎ;—তাসাং গুদমেঢ্রাশ্রিতাঃ শ্রোণ্যামষ্টৌ; দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ, ষট্ পৃষ্ঠে, তাবত্য এব চোদরে, দশ বক্ষসি। একচত্বারিংশজ্জত্রুণ ঊর্দ্ধং;—তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং, কর্ণয়োশ্চতস্রঃ, নব জিহ্বায়াং ষট্ নাসিকায়াম্, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। এবমেতৎ পঞ্চসপ্তত্যধিকশতং বাতবহানাং শিরাণাং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৬

এষ এব বিভাগঃ শেষাণামপি। বিশেষতস্তু পিত্তবাহিন্যো নেত্রয়োর্দশ, কর্ণয়োর্দ্বে। এবং রক্তবহাঃ কফবহাশ্চ। এবমেতানি সপ্ত শিরাশতানি সবিভাগানি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৭

ভবন্তি চাত্র।

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ শিরাঃ পবনশ্চরন্ ॥
যদা তু কুপিতো বায়ুঃ স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ ॥ ৮
ভ্রাজিষ্ণুতামন্নরুচিমগ্নিদীপ্তিমরোগতাম্।
সংসর্পৎ স্বাঃ শিরাঃ পিত্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি ॥

সপ্তম অধ্যায়

শিরাবর্ণনবিভক্তি।

অনন্তর আমরা 'শিরাবর্ণনবিভক্তি' নামক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [বিভক্তি শব্দের অর্থ বিভাগ]।১। শিরা সাত শত। যেমন জলপ্রণালীসমূহ দ্বারা উদ্যান ও যেমন কুল্যাসমূহ দ্বারা ক্ষেত্র উপস্নিগ্ধ ও পরিপালিত হয়, সেইরূপ শরীর শিরাসমূহ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি ক্রিয়াযোগে উপস্নিগ্ধ ও পরিপালিত হইয়া থাকে। যেমন বৃক্ষপত্রের প্রধান শিরা (ডাঁটা বা সেবনী) হইতে অন্যান্য শিরা নির্গত হইয়া পত্রের সমন্তাৎ ব্যাপ্ত হয়, শরীরস্থ শিরাদেরও সেইরূপ বিস্তার হইয়া থাকে। ঐ সকল শিরার মূল নাভি। সেই স্থান হইতে শিরা সকল ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে নিঃসৃত হইয়া শরীরে ব্যাপ্ত হয়।২। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—শরীরীদিগের কায়ে যতগুলি শিরা আছে, তাহারা সকলেই নাভিতে নিবদ্ধ এবং তথা হইতে সমন্তাৎ বিস্তৃত হয়।৩। প্রাণীদিগের প্রাণসমূহ নাভিস্থ। নাভি প্রাণদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে। যেমন চক্রনাভি অরপঙ্‌ক্তি দ্বারা আবৃত, সেইরূপ নাভি শিরাসমূহে আবৃত।৪। ঐ সকল শিরার মধ্যে মূলশিরা চল্লিশটী। তন্মধ্যে বাতবাহিনী শিরা দশটী, পিত্তবাহিনী দশটী, কফবাহিনী দশটী ও রক্তবাহিনী দশটী। তন্মধ্যে বাতবাহিনী শিরা সকল বাতস্থানগত। উহাদের সংখ্যা ১৭৫টী। পিত্তবাহিনী শিরাদিগের সংখ্যাও ১৭৫টী। উহারা পিত্তস্থানগত। কফবাহিনী শিরা সকল কফস্থানগত। উহাদের সংখ্যাও ১৭৫টী। রক্তবাহিনী শিরা সকল যকৃৎ ও প্লীহাতেই আছে। উহাদের সংখ্যাও ১৭৫টী। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ৭০০ শিরা হইতেছে।৫। তন্মধ্যে বাতবাহিনী শিরা একই সক্থিতে পঞ্চবিংশতি। এইরূপ অপর সক্থি ও এক এক বাহুতে পঞ্চবিংশতি করিয়া আছে। বিশেষতঃ কোষ্ঠে (মধ্যদেহে) চৌত্রিশটী। তন্মধ্যে শ্রোণিদেশে গুদ ও মেঢ্রকে আশ্রয় করিয়া আটটী আছে; এক এক পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া আছে; পৃষ্ঠে ছয়টী; উদরে ছয়টী এবং বক্ষে দশটী আছে। জত্রুর ঊর্দ্ধে একচল্লিশটী আছে। তন্মধ্যে চৌদ্দটী গ্রীবাদেশে; কর্ণদ্বয়ে চারিটী; জিহ্বাতে নয়টী; নাসিকাতে ছয়টী এবং নেত্রদ্বয়ে আটটী আছে। এইরূপে বাতবাহিনী শিরা ১৭৫টী ব্যাখ্যা করা হইল।৬। পিত্তবাহিনী, কফবাহিনী ও রক্তবাহিনী শিরা সকল ঐ ঐ স্থানে ঐ ঐ সংখ্যায় আছে। বিশেষ এই যে, পিত্তবাহিনীশিরা নেত্রদ্বয়ে আটটী না হইয়া দশটী এবং কর্ণদ্বয়ে চারিটী না হইয়া দুইটী আছে। রক্তবহা ও কফবহা শিরাদিগের সম্বন্ধেও এই এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপে সাত শত শিরা ও তাহাদের বিভাগ কথিত হইল।৭। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;—বায়ু প্রকৃতিস্থ থাকিয়া স্বীয় শিরাসমূহে বিচরণ করিতে থাকিলে শারীরিক ক্রিয়াসমূহের অপ্রতিঘাত, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কর্ম্মের অমোহ এবং অন্যান্য গুণ হইয়া থাকে। আর বায়ু কুপিত হইয়া স্বীয় শিরাসমূহ প্রাপ্ত হইলে বাতজন্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।৮। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিয়া স্ব স্ব শিরাসমূহে বিচরণ করিতে থাকিলে ভ্রাজিষ্ণুতা (শরীরের দীপ্তি), অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, অরোগতা ও অন্যান্য গুণ

যদা প্রকুপিতং পিত্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ॥ ৯
স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমুদীর্ণতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃ শিরাশ্চরন্॥
যদা তু কুপিতঃ শ্লেষ্মা স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ॥ ১০
ধাতূনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্।
স্বাঃ শিরাঃ সঞ্চরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি॥
যদা তু কুপিতং রক্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্তসম্ভবাঃ॥ ১১
নহি বাতং শিরাঃ কাশ্চিন্ন পিত্তং কেবলং তথা।
শ্লেষ্মাণং বা বহন্ত্যেতা অতঃ সর্ব্ববহাঃ স্মৃতাঃ॥
প্রদুষ্টানাং হি দোষাণামুচ্ছ্রিতানাং প্রধাবতাম্।
ধ্রুবমুন্মার্গগমনমতঃ সর্ব্ববহাঃ স্মৃতাঃ॥ ১২
তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনা শিরাঃ।
পিত্তাদুষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ শীতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ॥
অসৃগ্বহাস্তু রোহিণ্যঃ শিরা নাত্যুষ্ণশীতলাঃ॥ ১৩
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ন বিধ্যেদ্যাঃ শিরা ভিষক্।
বৈকল্যং মরণঞ্চাপি ব্যধাৎ তাসাং ধ্রুবং ভবেৎ॥ ১৪

শিরাশতানি চত্বারি বিদ্যাচ্ছাখাসু বুদ্ধিমান্।
ষট্‌ত্রিংশচ্চ শতং কোষ্ঠে চতুঃষষ্টিঞ্চ মূর্দ্ধনি॥
শাখাসু ষোড়শ শিরাঃ কোষ্ঠে দ্বাত্রিংশদেব তু।
পঞ্চাশজ্জত্রুণশ্চোর্দ্ধমবেধ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৫

তত্র শিরাশতমেকৈকস্মিন্ সক্থ্নি ভবতি। তাসাং জালধরা ত্বেকা, তিস্রশ্চাভ্যন্তরাঃ—তত্রোর্ব্বীসংজ্ঞে দ্বে, লোহিতাক্ষসংজ্ঞা চৈকা, এতাস্ববেধ্যাঃ। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। এবমশস্ত্রকৃত্যাঃ ষোড়শ শাখাসু॥ ১৬

দ্বাত্রিংশৎ শ্রোণ্যাম্। তাসামষ্টাবশস্ত্রকৃত্যাঃ—দ্বে দ্বে বিটপয়োঃ কটীকতরুণয়োশ্চ॥ ১৭

অষ্টাবষ্টাবেকৈকস্মিন্ পার্শ্বে তাসামেকৈকামূর্দ্ধগাং পরিহরেৎ পার্শ্বসন্ধিগতে চ দ্বে॥ ১৮

চতস্রো বিংশতিশ্চ পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ। তাসামূর্দ্ধগামিন্যৌ দ্বে দ্বে পরিহরেদ্ বৃহতীশিরে॥ ১৯

তাবত্য এবোদরে। তাসাং মেঢ্রোপরি রোমরাজীমুভয়তো দ্বে দ্বে পরিহরেৎ॥ ২০

চত্বারিংশদ্বক্ষসি। তাসাং চতুর্দ্দশাশস্ত্রকৃত্যাঃ—হৃদয়ে

হইয়া থাকে। আর পিত্ত প্রকুপিত হইয়া স্বীয় শিরাসমূহ আশ্রয় করিলে পিত্তজন্য বিবিধ রোগ হইয়া থাকে।৯। শ্লেষ্মা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া স্বীয় শিরাসমূহে বিচরণ করিতে থাকিলে অঙ্গসমূহের স্নিগ্ধতা, সন্ধিসমূহের দৃঢ়তা, বল ও উদীর্ণতা এবং অন্যান্য গুণ হইয়া থাকে। আর শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া স্বীয় শিরাসমূহ প্রাপ্ত হইলে শ্লেষ্মজন্য বিবিধ রোগ হইয়া থাকে।১০। রক্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় শিরাসমূহে বিচরণ করিতে থাকিলে, ধাতুসমূহের পূরণ, বর্ণ, নিশ্চিত স্পর্শজ্ঞান ও অন্যান্য গুণ হইয়া থাকে। আর রক্ত কুপিত হইয়া, স্বীয় শিরাসমূহ আশ্রয় করিলে, রক্তপ্রকোপ জন্য বিবিধ রোগ হইয়া থাকে।১১। বাতবাহিনী ও অন্যান্য শিরার উল্লেখ করা হইল বটে, কিন্তু এমন কোন শিরা শরীরে নাই, যাহা কেবল বায়ু, বা কেবল পিত্ত, বা কেবল শ্লেষ্মা বহন করিয়া থাকে। অতএব সকল শিরাই সর্ব্ববহা বলিয়া কথিত আছে। তন্মধ্যে যে সকল দোষ প্রদুষ্ট হইয়া উচ্ছ্রিত ও প্রধাবিত হয়, তাহাদেরই বিমার্গে গমন হইয়া থাকে। এইজন্য শিরাদিগকে সর্ব্ববহা কহিয়া থাকে।১২। তন্মধ্যে বাতবহা শিরা সকল অরুণবর্ণ ও বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে। পিত্তবাহিনী শিরা সকল উষ্ণ ও নীলবর্ণ হয়। আর কফবাহিনী শিরা সকল শীতল, শ্বেত ও স্থির (দৃঢ়) হইয়া থাকে। রক্তবাহিনী শিরা সকল রোহিণী (লোহিতবর্ণ) এবং নাতি উষ্ণ ও নাতি শীতল।১৩। অনন্তর যে সকল শিরা বিদ্ধ করিতে নাই, সেই সকল শিরা বলিতেছি। উহারা বিদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই অঙ্গবৈকল্য বা মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।১৪। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিবেন যে, শাখাসমূহে চারি শত শিরা আছে। কোষ্ঠে (মধ্যদেহে) একশত ছত্রিশটী শিরা আছে এবং মূর্দ্ধাতে চৌষট্টিটী শিরা আছে। তন্মধ্যে শাখাসমূহে ষোলটী, কোষ্ঠে বত্রিশটী এবং জত্রুর ঊর্দ্ধে পঞ্চাশটী শিরা অবেধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।১৫। তন্মধ্যে এক সক্থিতে একশত শিরা আছে। তাহাদের মধ্যে কূর্চ্চ ও কূর্চ্চশির ব্যাপিয়া যে সকল জাল আছে, সেই সকল জালকে ধারণ (পোষণ) করে বলিয়া একটী শিরা জালধরা নামে খ্যাত। তাহা অবেধ্য। আর তিনটী শিরা অভ্যন্তরে আছে; দুইটীর নাম উর্ব্বী এবং তৃতীয়টীর নাম লোহিতাক্ষ। ইহারাও অবেধ্য। এইরূপ অন্য সক্থিতে চারিটী ও এক এক বাহুতে চারিটী করিয়া অবেধ্য শিরা আছে; তবেই শাখাসমূহে ষোলটী শিরা অবেধ্য হইতেছে।১৬। শ্রোণীতে বত্রিশটী শিরা আছে। তাহাদের মধ্যে আটটী শস্ত্রকর্ম্মের অযোগ্য। যথা;—বিটপদ্বয়ে দুই দুইটী করিয়া চারিটী এবং কটীক-তরুণদ্বয়ে দুই দুইটী করিয়া চারিটী।১৭। এক এক পার্শ্বে আট আটটী করিয়া শিরা আছে। তাহাদের মধ্যে এক একটী শিরা ঊর্দ্ধগামিনী আছে। তাহারা অবেধ্য। আর পার্শ্বসন্ধি নামক মর্ম্মে দুইটী শিরা আছে। তাহারা অবেধ্য।১৮। পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে চব্বিশটী শিরা আছে। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী বৃহতী নামক দুই দুইটী শিরা (মর্ম্ম) অবেধ্য।১৯। উদরেও চব্বিশটী শিরা আছে। তাহাদের মধ্যে মেঢ্রোপরি রোমরাজীর উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী অবেধ্য শিরা আছে।২০। বক্ষে চল্লিশটী শিরা আছে। তাহাদের মধ্যে চোদ্দটী অবেধ্য। যথা;—হৃদয়ে দুইটী; স্তনমূলে দুই দুইটী; এবং স্তন-রোহিতদ্বয়ে দুই দুইটী, অপলাপদ্বয়ে এক একটী ও অপস্তম্ভদ্বয়ে এক

দ্বে, দ্বে দ্বে স্তনমূলে, স্তনরোহিতাপলাপস্তম্ভয়োরুভয়তোঽষ্টৌ— এবং দ্বাত্রিংশদশস্ত্রকৃত্যাঃ পৃষ্ঠোদরোরঃসু ভবন্তি ॥ ২১

চতুঃষষ্টিশিরাশতং জক্রুণ ঊর্দ্ধং ভবতি। তত্র ষট্পঞ্চাশচ্ছিরোধরায়াম্ ; তাসামষ্টৌ চতস্রশ্চ মর্ম্মসংজ্ঞাঃ পরিহরেৎ, কৃকাটিকয়োঃ, দ্বে বিধুরয়োঃ। গ্রীবায়াং ষোড়শাব্যধ্যাঃ। হন্বোরুভয়তোঽষ্টাবষ্টৌ ; তাসান্তু সন্ধিধমন্যৌ দ্বে দ্বে পরিহরেৎ ॥ ২২

ষট্ত্রিংশজ্জিহ্বায়াম্। তাসামধঃ ষোড়শাশস্ত্রকৃত্যাঃ— রসবহে দ্বে, বাগ্বহে চ দ্বে ॥ ২৩

দ্বির্দ্বাদশ নাসায়াম্। তাসামৌপনাসিক্যশ্চতস্রঃ পরিহরেৎ। তাসামেব চ তালুন্যেকাং মৃদাবুদ্দেশে ॥ ২৪

অষ্টাত্রিংশদুভয়োর্নেত্রয়োঃ। তাসামেকৈকামপাঙ্গয়োঃ পরিহরেৎ ॥ ২৫

কর্ণয়োর্দশ। তাসাং শব্দবাহিনীনামেকৈকাং পরিহরেৎ ॥২৬

নাসানেত্রগতাস্তু ললাটে ষষ্টিঃ। তাসাং কেশান্তানুগতাশ্চতস্রঃ ॥ ২৭

আবর্ত্তয়োরেকৈকা স্থপন্যাঞ্চৈকা পরিহর্ত্তব্যা ॥ ২৮

শঙ্খয়োর্দশ। তাসাং শঙ্খসন্ধিগতামেকৈকাং পরিহরেৎ ॥২৯

দ্বাদশ মূর্দ্ধ্নি। তাসামুৎক্ষেপয়োর্দ্বে পরিহরেৎ, সীমন্তেষ্বেকৈকামেকামধিপতাবিতি ॥ ৩০

এবমশস্ত্রকৃত্যাঃ পঞ্চাশজ্জত্রুণ ঊর্দ্ধমিতি ॥ ৩১

ভবতি চাত্র।

ব্যাপ্নুবন্ত্যভিতো দেহং নাভিতঃ প্রসৃতাঃ শিরাঃ।
প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাদ্বিসাদীনাং যথা জলম্ ॥ ৩২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে শিরাবর্ণনবিভক্তিঃ শারীরং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

একটী করিয়া তিনটী মর্ম্মে সর্ব্বশুদ্ধ আটটী। এইরূপে পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে বত্রিশটী শিরা অবেধ্য। জক্রুর ঊর্দ্ধে এক শত চৌষট্টিটী শিরা আছে। তন্মধ্যে শিরোধরাতে (কণ্ঠ ও গ্রীবাতে) ছাপ্পান্নটী শিরা আছে। তন্মধ্যে আটটী ও চারিটী (অষ্ট মাতৃকা, দুই নীলা ও দুই মন্যা) অর্থাৎ দ্বাদশটী শিরা মর্ম্মসংজ্ঞা। উহারা অবেধ্য। আর কৃকাটিকাশ্রিত দুইটী ও বিধুরাশ্রিত দুইটীও অবেধ্য। এইরূপে গ্রীবাতে ষোলটী শিরা অবেধ্য হইতেছে। হনুর এক এক দিকে আট আটটী শিরা আছে। তাহাদের মধ্যে হনুসন্ধির দুই দুইটী ধমনী অবেধ্য ["হনুর ষোলটী শিরা গ্রীবাশিরাদেরই অন্তর্গত, এই জন্য পৃথক্রূপে গণনীয় হয় না। কিন্তু গয়ীর মতে হনুগত শিরা ষোলটী পৃথক্রূপেই ধর্ত্তব্য"]। ২২। জিহ্বাতে ছত্রিশটী শিরা আছে [তন্মধ্যে জিহ্বার অধোভাগে ষোলটী আছে। আর কুড়িটী জিহ্বার ঊর্দ্ধভাগে আছে]। তাহাদের মধ্যে অধঃস্থ ষোলটী অবেধ্য। আর রসবহা দুইটী শিরা ও বাগ্বাহিনী দুইটী শিরাও অবেধ্য ["গয়ীর মতে জিহ্বাতে আটাশটী শিরা আছে; তাহাদের মধ্যে রসবাহিনী ছয়টী বেধ্য]। ২৩। নাসাতে চব্বিশটী শিরা আছে। তাহাদের মধ্যে নাসাসমীপস্থ চারিটী অবেধ্য। আর তালুদেশস্থ একটী শিরাও অবেধ্য; উহা তালুর মৃদু প্রদেশে আছে [নিবন্ধকার বলেন, মৃদুপ্রদেশে অর্থাৎ ঘণ্টার সমীপে। ঘণ্টা অর্থে 'সুড়সুড়ী' বা আলজিব বুঝায়]। ২৪। উভয় নেত্রে আটত্রিশটী শিরা আছে, তাহাদের মধ্যে অপাঙ্গদ্বয়স্থ দুইটী শিরা অবেধ্য। [গয়ীর মতে উভয়নেত্রে ২৪টী শিরা আছে]। ২৫। কর্ণদ্বয়ে দশটী শিরা আছে। তন্মধ্যে এক একটী শিরা শব্দবাহিনী, উহা অবেধ্য। [গয়ীর মতে কর্ণদ্বয়ে ষোলটী শিরা আছে]। ২৬। যে চব্বিশটী শিরা নাসা গত এবং যে ছত্রিশটী শিরা নেত্রগত, তাহারাই আবার ললাটে আছে। অতএব ললাটস্থ শিরা ষষ্টি। তাহাদের মধ্যে কেশান্তে অবস্থিত চারিটী অবেধ্য। ২৭। আবর্ত্ত-মর্ম্মের সমীপস্থ অথচ কেশান্তে অবস্থিত এক একটী শিরা অবেধ্য। ["গয়ী বলেন, ললাটস্থ শিরাদিগের সহিত নাসানেত্রগত শিরাদিগের সমষ্টি ষষ্টি। তন্মধ্যে সাতটী অবেধ্য]। স্থপনীস্থ একটী শিরাও অবেধ্য। ২৮। শঙ্খদ্বয়ে দশটী শিরা আছে। তন্মধ্যে শঙ্খসন্ধিগত এক একটী শিরা অবেধ্য। [নিবন্ধকার বলেন যে, শঙ্খস্থ দশটী শিরাও নাসানেত্রগত, অতএব উহারা পৃথক্ গণনীয় নহে। গয়ী কিন্তু শঙ্খস্থ আটটী শিরাই পৃথক্ উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে শঙ্খসন্ধিগত দুইটী অবেধ্য এই কথা বলেন]। ২৯। মূর্দ্ধাতে দ্বাদশটী শিরা আছে। তন্মধ্যে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মদ্বয়স্থ শিরা দুইটী অবেধ্য। সীমন্ত পাঁচটীতে এক একটী করিয়া যে শিরা সকল আছে, তাহারা অবেধ্য। আর অধিপতিস্থ শিরাও অবেধ্য। [গয়ীর মতে মূর্দ্ধাতে দ্বাদশটী শিরা, তন্মধ্যে আটটী অবেধ্য। নিবন্ধ কহেন যে, এই সকল শিরা নাসা-নেত্রগত বলিয়া পৃথক্ গণনীয় নহে]। ৩০। এইরূপে জক্রুর ঊর্দ্ধে পঞ্চাশটী শিরা অবেধ্য বলা হইল। ৩১। এইস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;— যেমন পদ্মিনীর মূল হইতে মৃণালাদির প্রতান সকল প্রসৃত হইয়া জলে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ শিরা সকল নাভি হইতে প্রসৃত হইয়া সমন্তাৎ দেহে ব্যাপ্ত আছে। ৩২

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শিরাব্যধবিধিশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

বালস্থবিররুক্ষক্ষতক্ষীণভীরু-পরিশ্রান্তস্ত্রীমদ্যাধ্বকর্শিত-মত্তবান্তবিরিক্তাস্থাপিতানুবাসিতজাগরিতক্লীবকৃশ-গর্ভিণীনাং কাস-শ্বাস-শোষ-প্রবৃদ্ধজ্বরাক্ষেপক-পক্ষাঘাতোপবাস-পিপাসা-মূর্চ্ছাপ্রপীড়িতানাঞ্চ শিরাং ন বিধ্যেৎ, যাশ্চাব্যাধ্যাঃ ব্যাধ্যাশ্চাদৃষ্টাঃ, দৃষ্টাশ্চাযন্ত্রিতাঃ, যন্ত্রিতাশ্চানুত্থিতা ইতি ॥ ২

শোণিতাবসেকসাধ্যাশ্চ বিকারাঃ প্রাগভিহিতাস্তেষু চাপক্কেষন্যেষু চানুক্তেষু যথাভ্যাসং যথান্যায়ঞ্চ শিরাং বিধ্যেৎ ॥ ৩

প্রতিষিদ্ধানামপি চ বিষোপসর্গ আত্যয়িকেষু শিরা-ব্যধনমপ্রতিষিদ্ধম্ ॥ ৪

তত্র স্নিগ্ধস্বিন্নমাতুরং যথাদোষপ্রত্যনীকদ্রবপ্রায়মন্নং ভুক্তবন্তং যবাগূং পীতবন্তং বা যথাকালমুপস্থাপ্যাসীনং স্থিতং বা প্রাণানবাধমানো বস্ত্রপট্টচর্ম্মান্তর্ব্বল্কলতানামন্যতমেন যন্ত্রয়িত্বা নাতিগাঢ়ং নাতিশিথিলং শরীরপ্রদেশমাসাদ্য যথোক্তং শস্ত্রং গৃহীত্বা শিরাং বিধ্যেৎ ॥ ৫

নৈবাতিশীতে নাত্যুষ্ণে ন প্রবাতে ন চাভ্রিতে।
শিরাণাং ব্যধনং কার্য্যমরোগে বা কদাচন ॥ ৬

তত্র ব্যাধ্যশিরং পুরুষং প্রত্যাদিত্যমুখমরত্নিমাত্রোচ্ছ্রিতে উপবেশ্যাসনে সক্থ্নোরাকুঞ্চিতয়োর্নিবেশ্য কূর্পরসন্ধিদ্বয়স্যোপরি হস্তাবন্তর্গতাঙ্গুষ্ঠকৃতমুষ্টী মন্যয়োঃ স্থাপয়িত্বা যন্ত্রণশাটকং গ্রীবামুষ্ট্যোরুপরি পরিক্ষিপ্যান্যেন পুরুষেণ পশ্চাৎস্থিতেন বামহস্তেনোত্তানেন শাটকান্তদ্বয়ং গ্রাহয়িত্বা ততো বৈদ্যো ব্রূয়াদ্দক্ষিণহস্তেন শিরোৎথাপনার্থং নাত্যায়তশিথিলং যন্ত্রণমাবেষ্টয়েত্যস্মৈ ক্রূস্রাবণার্থং যন্ত্রং পৃষ্ঠমধ্যে চ পীড়য়েতি,

অষ্টম অধ্যায়।

শিরাব্যধ-বিধি।

অনন্তর আমরা শিরাব্যধ-বিধি নামক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। বালক, স্থবির, রুক্ষ, ক্ষতক্ষীণ, ভীরু, পরিশ্রান্ত, স্ত্রীকর্ষিত, মদ্যকর্ষিত, ভ্রমণকর্ষিত, মত্ত, বান্ত, বিরিক্ত, আস্থাপিত, অনুবাসিত, জাগরিত, ক্লীব, কৃশ, গর্ভিণী, কাসরোগী, শ্বাসরোগী, শোষরোগী, প্রবৃদ্ধ-জ্বররোগী, আক্ষেপকরোগী, পক্ষাঘাতরোগী, উপবাসক্লান্ত, পিপাসাতুর ও মূর্চ্ছাপীড়িত ব্যক্তিদিগের শিরাবেধ কর্ত্তব্য নহে। [যাঁহারা বলেন যে, আক্ষেপ বা সন্ন্যাসরোগে শিরাবেধ কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মত অসিদ্ধ হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ যাহাদের শিরা বিদ্ধ করিলে রক্তস্রাবহেতু বাতপ্রকোপের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের শিরাবেধ করিবে না]। যে সকল শিরা বেধযোগ্য নহে, বা বেধযোগ্য হইলেও অদৃষ্ট, বা দৃষ্ট হইলেও অযন্ত্রিত, বা যন্ত্রিত হইলেও অনুত্থিত, তাহাদিগকেও বিদ্ধ করিতে নাই। ২। আর যে সকল রোগ রক্তমোক্ষণসাধ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর অপক্করোগ ও অনুক্তস্থলেও যথাভ্যাস ও যথান্যায় শিরাবেধ করা যায় [অর্থাৎ অপক্ক ব্রণাদিতে রক্তমোক্ষণ উপদিষ্ট না থাকিলেও প্রথা ও যুক্তির অনুসারে কখন কখন তাহা করা যাইতে পারে। আবার কোন কোন স্থলে রক্তমোক্ষণ বিধি অনুক্ত থাকিলেও তাহা প্রথা ও যুক্তির অনুসারে করা যাইতে পারে]। ৩। আবার কোন কোন স্থলে রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ হইলেও বিষোপসর্গ ও ব্যাধির আত্যয়িকতা বিবেচনা করিয়া তাহা করা যাইতে পারে। ৪। শিরাবেধ করিতে হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিবে, আর যে দোষে তাহার শরীর দূষিত আছে, তদ্দোষনাশক দ্রবপ্রায় অন্নভোজন করাইবে [দ্রবপ্রধান, অন্নভোজন করিলে রক্ত উৎক্লিষ্ট হয়]। অথবা উহাকে যবাগূ পান করাইবে। অনন্তর যথাকালে [অর্থাৎ মেঘাদি না থাকিলে] উহাকে সন্নিধানে উপবিষ্ট ও স্থিরভাবে রাখিয়া উহার বেধযোগ্য অঙ্গ যন্ত্রিত করিবে। এরূপ ভাবে যন্ত্রিত করিবে, যেন উহার অতিশয় কষ্ট না হয়। বেধযোগ্য স্থান বস্ত্র, পট্ট, চর্ম্মান্ত, বল্কল বা লতা দ্বারা যন্ত্রিত করিবে। যেন বন্ধন নাতি গাঢ় বা নাতি শিথিল না হয়। বেধযোগ্য স্থান এইরূপে যন্ত্রিত হইলে যথোক্ত শস্ত্র গ্রহণ করিয়া শিরাবেধ করিবে। ৫। অতি শীতে, অতি উষ্ণে, অতিশয় বায়ুতে ও মেঘোদয়ে শিরাবেধ করিবে না। আর অরোগে শিরাবেধ করিবে না। ৬। মুখান্তর্গত শিরা ভিন্ন উত্তমাঙ্গগত কোন শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে সূর্য্যের দিকে সম্মুখ করাইয়া [অর্থাৎ পূর্ব্বমুখে] বসাইবে। তাহাকে অরত্নিমাত্রোচ্ছ্রিত [নিবন্ধকার বলেন, কনিষ্ঠাঙ্গুলিপ্রমিত। হস্তমাত্রোচ্ছ্রিত অর্থাৎ কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির শেষ পর্য্যন্ত হস্তের যে পরিমাণ, সেই পরিমাণে উচ্চ। বাগ্‌ভট বলেন, জানুর সমান উচ্চ] আসনে উপবেশন করাইবে। তাহার সক্থিদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত [না ছড়ান, না গুটান] থাকিবে। তাহার হস্তদ্বয় কূর্পরসন্ধির উপর থাকিবে [আর কূর্পরদ্বয় জানুর উপর থাকিবে] এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুষ্টিদ্বয়ের অভ্যন্তরে থাকিবে। এই অবস্থায় সেই দুই হস্ত মন্যাদ্বয়ে স্থাপন করিয়া রাখিতে হইবে। পরে যন্ত্রণবস্ত্র [যে বস্ত্র দ্বারা ব্যধযোগ্য স্থান পীড়ন করিতে হইবে] মন্যাস্থ মুষ্টিদ্বয়ের উপর দিয়া ফেলিয়া দিবে [যন্ত্রণ করিবার সময় বস্ত্রের চাপ কণ্ঠে না লাগে, এইজন্য মুষ্টিদ্বয়ের উপর দিয়া বলা হইল]। আর অন্য পুরুষ পশ্চাতে থাকিয়া বাম হাত চিৎ করিয়া যন্ত্রণবস্ত্রের অন্তদ্বয় ধারণ করিবে। অনন্তর বৈদ্য সেই পুরুষকে কহিবেন যে, তুমি দক্ষিণ হস্তে, শিরা উত্থিত করিবার নিমিত্ত, না অতিশয় আয়ত [টান], না অতিশয় শিথিলভাবে যন্ত্রণবস্ত্র আবেষ্টিত কর। আর রক্তস্রাবণার্থ যন্ত্র পৃষ্ঠমধ্যেও পীড়ন কর [এস্থলে কেহই পরিষ্কার করিয়া অর্থ করেন নাই। বাগ্‌ভট যন্ত্র পৃষ্ঠ-মধ্যে

"কর্ম্মপুরুষক" বায়ুপূর্ণমুখং স্থাপয়েৎ, এষ উত্তমাঙ্গগতানামন্ত-র্মুখবর্জ্জ্যানাং শিরাণাং ব্যধনে যন্ত্রণবিধিঃ॥ ৭

তত্র পাদব্যাধ্যশিরস্য পাদং সমে স্থানে, সুস্থিরং স্থাপয়িত্বান্যং পাদমীষৎসঙ্কুচিতমুচ্চৈঃ কৃত্বা ব্যাধ্যপাদং জানুসন্ধেরধঃ শাটকেনাবেষ্ট্য হস্তাভ্যাং প্রপীড্যাগুল্ফং ব্যধ্যপ্রদেশস্যোপরি চতুরঙ্গুলং প্লোতাদীনামন্যতমেন বদ্ধাং পাদশিরাং বিধ্যেৎ॥ ৮

পীড়ন কর" একথা বলেন না। তিনি বলেন যে, যন্ত্রণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে বৈদ্য বামপাণির মধ্যম অঙ্গুলি দ্বারা ব্যধযোগ্য শিরা পীড়ন করিবেন। আর শিরা উত্থিত হইয়াছে বোধ হইলেই তাহা অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবেন। ডাক্তার ওয়াইজ [The surgeon is to rub down the blood in the prominent vein which is to be opened and apply a bandage......above the part to be opened......the body is to be kept in the natural position, which this instrument (Kutharica) is to be thrust into the swollen vein, the patient holding his breath.] এস্থলে যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট নহে। "রক্তস্রাবণার্থ যন্ত্র পৃষ্ঠমধ্যেও পীড়ন কর" এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, যেমন উত্তমাঙ্গের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে যন্ত্রণ-বস্ত্র গলদেশে পীড়ন করিতে হয়, সেইরূপ পৃষ্ঠের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠে যন্ত্রণবস্ত্র পীড়ন করিতে হয়। এরূপও অর্থ করা যায় যে, উত্তমাঙ্গের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠেও যন্ত্রণ আবশ্যক করে, কিন্তু বাগ্‌ভট একথা বলেন না]। যন্ত্রণকালে কর্ম্মপুরুষকে (যে রোগী ব্যধকর্ম্মের পাত্র, তাহাকে) মুখ বায়ুপূর্ণ করিতে হইবে (ফুলাইতে হইবে) মুখান্তর্গত শিরা ভিন্ন উত্তমাঙ্গের অন্যান্য শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে এই যন্ত্রণ-বিধি আবশ্যক হয় [যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা সেই অঙ্গের প্রধানশিরা হওয়া উচিত]। ৭। পদের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পদকে সম-স্থানে সুস্থির রাখিয়া এবং অন্য পদকে ঈষৎ কুঞ্চিত ও উচ্চ করিয়া ব্যধ্য পাদকে জানুসন্ধির অধস্তাৎ গুল্‌ফ পর্য্যন্ত যন্ত্রণবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা পীড়ন করিতে হইবে। আর ব্যধ্যস্থানের উপর চতুরঙ্গুল পরিমাণ স্থান প্লোত (বস্ত্র) বা অন্য কোন যন্ত্রণদ্রব্য দ্বারা বন্ধন করিয়া পাদশিরা বিদ্ধ করিবে। [বাগ্‌ভটের টীকাকার অরুণদত্ত এস্থলে 'কুঞ্চিত' শব্দে 'আরূঢ়' অর্থ করেন। তাঁহার মতে যে চরণ বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই চরণের উপর দ্বিতীয় চরণ আরূঢ় করিতে হইবে। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস প্রসঙ্গক্রমে কহেন যে, দ্বিতীয় চরণ ব্যধ্য চরণের উপর আরূঢ় করিয়া কুঞ্চিত (ঈষৎ সঙ্কুচিত) অবস্থায় রাখিতে হইবে]। ৮। হস্তশিরা এইরূপে

অথোপরিষ্টাদ্ধস্তৌ গূঢ়াঙ্গুষ্ঠকৃতমুষ্টী সম্যগাসনে স্থাপয়িত্বা সুখোপবিষ্টস্য পূর্ব্ববদ্যন্ত্রং বদ্ধা হস্তশিরাং বিধ্যেৎ॥ ৯

গৃধ্রসীবিশ্বাচ্যোঃ সঙ্কুচিতজানুকূর্পরঃ স্যাৎ॥ ১০

শ্রোণীপৃষ্ঠস্কন্ধেষূন্নমিতপৃষ্ঠস্যাবাকৃশিরস্কস্যোপবিষ্টস্য বিস্ফুর্জ্জিতপৃষ্ঠস্য বিধ্যেৎ॥ ১১

উদরোরসোঃ প্রসারিতোরস্কস্যোন্নমিতশিরস্কস্য বিস্ফুর্জ্জিতদেহস্য॥ ১২

বাহুভ্যামবলম্ব্যমানদেহস্য পার্শ্বয়োঃ॥ ১৩

অবনমিতমেঢ্রস্য মেঢ্রে॥ ১৪

উন্নমিতবিদষ্টজিহ্বাগ্রস্যাধোজিহ্বায়াম্॥ ১৫

অতিব্যাত্তাননস্য তালুনি দন্তমূলেষু চ॥ ১৬

এবং যন্ত্রোপায়ানন্যাংশ্চ শিরোত্থাপনহেতূন্ বুদ্ধ্যাবেক্ষ্য শরীরবশেন ব্যাধিবশেন চ বিদধ্যাৎ॥ ১৭

মাংসলেষবকাশেষু যবমাত্রং শস্ত্রং নিদধ্যাদতোঽন্যে-ষর্দ্ধযবমাত্রং ব্রীহিমাত্রং বা ব্রীহিমুখেণ॥ ১৮

বিদ্ধ করিবে;—রোগীকে আসনে সম্যক্ স্থাপন করিয়া, সুখে উপবেশন করাইবে [আর কনুই প্রসারিত করিয়া রাখিবে ইতি বাগ্‌ভট] অঙ্গুষ্ঠ মুষ্টির ভিতরে রাখিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিবে। আর বেধ্য-স্থানের উপর চতুরঙ্গুল-পরিমিত স্থানে যন্ত্রণবস্ত্র বন্ধন করিয়া ব্যধযোগ্য শিরা বিদ্ধ করিবে। ৯। গৃধ্রসী রোগে উরুস্থ শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জানু সঙ্কুচিত করিয়া থাকিবে। আর বিশ্বাচী রোগে বাহুস্থ শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে কূর্পর সঙ্কুচিত করিয়া থাকিবে। ১০। শ্রোণী, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগী পৃষ্ঠ উন্নমিত করিয়া রাখিবে আর মস্তক ও স্কন্ধ অবনত করিয়া বসিবে আর পৃষ্ঠ বিস্ফুর্জ্জিত (আয়ামিত) করিয়া থাকিবে। ১১। উদর ও বক্ষের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষঃ ও স্কন্ধ প্রসারিত করিয়া থাকিবে। আর মস্তক ও স্কন্ধ উন্নমিত করিয়া রাখিবে। আর মধ্যদেহ বিস্ফুর্জ্জিত (আয়ামিত) করিয়া থাকিবে। ১২। পার্শ্বদ্বয়ের শিরাবেধ করিতে হইলে বাহুদ্বয়যোগে দেহ আলম্বমান হওয়া (ঝুলিয়া থাকা) আবশ্যক। ১৩। মেঢ্রস্থ শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মেঢ্র অবনমিত (বাগ্‌ভট-পাঠ—মেঢ্র প্রহৃষ্ট অর্থাৎ খাড়া) হওয়া আবশ্যক। ১৪। জিহ্বার অধোভাগে শিরাবেধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর দিকে তুলিয়া দাঁতে করিয়া চাপিয়া ধরিতে হইবে। ১৫। তালু ও দন্তমূলে শিরাবেধ করিতে হইলে আনন অতিশয় ব্যাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। ১৬। এইরূপে, শিরা উত্থিত করিবার জন্য, শরীর ও ব্যাধির অবস্থাভেদে অন্যান্য যন্ত্রণ ও উপায় বুদ্ধি দ্বারা আবিষ্কৃত করিবে। ১৭। মাংসল প্রদেশসমূহে ব্রীহিমুখ যন্ত্র যবমাত্র নিহিত করিবে। অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধযবমাত্র বা ধান্যমাত্র [রক্তশালিধান্য বুঝিতে হইবে] বিদ্ধ করিতে হইবে। ১৮। অস্থির উপরিস্থ শিরা কুঠারিকা নামক

অস্ত্রামুপরি কুঠারিকয়া বিধ্যেদর্দ্ধযবমাত্রম্ ॥ ১৯

ভবন্তি চাত্র।

ব্যভ্রে বর্ষাসু বিধ্যেত গ্রীষ্মকালে তু শীতলে।
হেমন্তকালে মধ্যাহ্নে শস্ত্রকালাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০
সম্যক্‌শস্ত্রনিপাতেন ধারয়া যা স্রবেদসৃক্।
মুহূর্ত্তং রুদ্ধা তিষ্ঠেচ্চ সুবিদ্ধাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২১
যথা কুসুম্ভপুষ্পেভ্যঃ পূর্ব্বং স্রবতি পীতিকা।
তথা শিরাসু বিদ্ধাসু দুষ্টমগ্রে প্রবর্ত্ততে ॥ ২২
মূর্চ্ছিতস্যাতিভীতস্য শ্রান্তস্য তৃষিতস্য চ।
ন বহন্তি শিরা বিদ্ধাস্তথানুত্থিতযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৩
ক্ষীণস্য বহুদোষস্য মূর্চ্ছয়াভিদ্রুতস্য চ।
ভূয়োঽপরাহ্নে বিস্রাব্য সাপরেদ্যুস্ত্র্যহেঽপি বা ॥ ২৪
রক্তং সশেষদোষন্তু কুর্য্যাদপি বিচক্ষণঃ।
নচাতিপ্রস্রুতং কুর্য্যাচ্ছেষং সংশমনৈর্জয়েৎ ॥ ২৫
বলিনো বহুদোষস্য বয়ঃস্থস্য শরীরিণঃ।
পরং প্রমাণমিচ্ছন্তি প্রস্থং শোণিতমোক্ষণে ॥ ২৬

তত্র পাদদাহপাদহর্ষাববাহুকচিপ্পবিসর্পবাতশোণিতবাত-কণ্টকবিচর্চ্চিকাপাদদারীপ্রভৃতিষু ক্ষিপ্রমর্ম্মণ উপরিষ্টাদ্‌-দ্ব্যঙ্গুলে ব্রীহিমুখেণ শিরাং বিধ্যেৎ ॥ ২৭

শ্লীপদে তচ্চিকিৎসিতে যথা বক্ষ্যতে ॥ ২৮

ক্রোষ্টুকশিরঃখঞ্জপঙ্গুলবাতবেদনাসু জঙ্ঘায়াং গুল্‌ফস্যো-পরি চতুরঙ্গুলে ॥ ২৯

অপচ্যামিন্দ্রবস্তেরধস্তাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে ॥ ৩০

জানুসন্ধেরুপর্য্যধো বা চতুরঙ্গুলে গৃধ্রস্যাম্ ॥ ৩১

ঊরুমূলসংশ্রিতানাঞ্চ গলগণ্ডে ॥ ৩২

এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ ॥ ৩৩

বিশেষতস্তু বামবাহৌ কূর্পরসন্ধেরভ্যন্তরতো বাহুমধ্যে প্লীহ্নি কনিষ্ঠিকানামিকয়োর্ম্মধ্যে বা ॥ ৩৪

এবং দক্ষিণবাহৌ যকৃদ্দালো কফোদরে চৈতামেব চ কাসশ্বাসয়োরপ্যাদিশন্তি ॥ ৩৫

গৃধ্রস্যামিব বিশ্বাচ্যাম্ ॥ ৩৬

শ্রোণিপ্রতিসমন্তাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে প্রবাহিকায়াং শূলিন্যাম্ ॥ ৩৭

পরিকর্ত্তিকোপদংশশূকদোষশুক্রব্যাপৎসু মেঢ্রমধ্যে ॥ ৩৮

বৃষণয়োঃ পার্শ্বে মূত্রবৃদ্ধ্যাম্ ॥ ৩৯

যন্ত্র দ্বারা অর্দ্ধযবমাত্র বিদ্ধ করিবে। ১৯। বর্ষাকালে শিরাবেধ করিতে হইলে মেঘহীন দিবসে শিরাবেধ করিবে। গ্রীষ্মকালে শিরাবেধ করিতে হইলে শীতল দিবসে শিরাবেধ করিবে। হেমন্ত ও শীতে মধ্যাহ্নে শিরাবেধ করিবে। এই তিনটী শস্ত্রক্রিয়ার কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ২০। শিরা সম্যক্ শস্ত্রনিপাত দ্বারা সুবিদ্ধ হইলে মুহূর্ত্তকাল ধারাক্রমে রক্তস্রাব করে। অনন্তর রুদ্ধ হইলে সহজে রক্ত থামিয়া যায় [বাগ্‌ভট বলেন, "যন্ত্রে মুক্তে তু ন স্রবেৎ" অর্থাৎ যন্ত্রণ মুক্ত হইলে আর স্রাব হয় না]। ২১। যেমন কুসুমফুলের রং বাহির হইবার অগ্রে পীতিকা (পীতবর্ণ) নির্গত হয়, সেইরূপ শিরা বিদ্ধ হইলে শুদ্ধ রক্তের অগ্রে দুষ্ট রক্ত বাহির হয়। ২২। মূর্চ্ছিত, অতিভীত, শ্রান্ত বা তৃষিত ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ হইলে রক্ত বাহির হয় না। আর অনুত্থিত বা অযন্ত্রিত শিরা বিদ্ধ হইলেও রক্ত বাহির হয় না। ২৩। রোগী ক্ষীণ হইলে বা রোগীর দোষ বহু হইলে বা রোগী শিরাবেধ কালে মূর্চ্ছিত হইলে, তাহার রক্ত একবারে মোক্ষণ না করিয়া পুনর্ব্বার অপরাহ্নে মোক্ষণ করিবে। অথবা পরদিন বা তৃতীয় দিন মোক্ষণ করিবে। ২৪। রক্তের দোষ একটু থাকিতে থাকিতেই রক্ত বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ অতিশয় রক্তস্রাব করা উচিত নহে। আর রক্তের কিঞ্চিৎ দোষ থাকিয়া গেলে তাহা সংশমন ঔষধ-সমূহ দ্বারা জয় করিবে। ২৫। বলবান্, বহুদোষগ্রস্ত, যুবা পুরুষের একপ্রস্থ পরিমিত রক্ত বাহির হইলেই তাহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলা যায়। [প্রস্থ শব্দে সার্দ্ধ-ত্রয়োদশ পল]। ২৬। পাদদাহ, পাদহর্ষ, অববাহুক, চিপ্প, বিসর্প, বাতরক্ত, বাতকণ্টক, বিচর্চ্চিকা, পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্রমর্ম্মের উপরে দ্ব্যঙ্গুল স্থানে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে। ২৭। শ্লীপদ রোগে যেরূপে শিরাবেধ করিতে হইবে, তাহা শ্লীপদরোগ-চিকিৎসিতাধ্যায়ে বলা হইবে। ২৮। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গুরোগের বাতবেদনাতে জঙ্ঘাতে গুল্‌ফের উপরি চতুরঙ্গুল স্থানে বিদ্ধ করিবে। ২৯। অপচীরোগের প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রবস্তির অধস্তাৎ দ্ব্যঙ্গুল স্থানে বিদ্ধ করিবে। ৩০। গৃধ্রসীরোগে জানুসন্ধির উপরে বা নিম্নে চতুরঙ্গুল স্থানে বিদ্ধ করিবে। ৩১। গলগণ্ডরোগে ঊরুমূলসংশ্রিত শিরা বিদ্ধ করিবে। ৩২। এতদ্দ্বারা অন্য সক্‌থি ও বাহুদ্বয়ের শিরাবেধও ব্যাখ্যা করা হইল। [অর্থাৎ হাতের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মণিবন্ধের উপর চতুরঙ্গুল বা প্রকোষ্ঠের অধস্তাৎ দ্ব্যঙ্গুল বা কূর্পরসন্ধির উপরে বা নিম্নে চতুরঙ্গুল বা প্রগণ্ডমূলে বিদ্ধ করিবে]। ৩৩। তবে বিশেষ এই যে, প্লীহারোগে বামবাহুতে অথচ কূর্পরসন্ধির সমীপে বাহুর (প্রগণ্ডের) মধ্যে শিরা বেধ করিবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যে শিরা বেধ করিলেও হইতে পারে। ৩৪। এইরূপ যকৃৎরোগে দক্ষিণ বাহুতে শিরা বেধ করিবে। কফোদরেও এইরূপ ব্যবস্থা। আর কফজ কাসশ্বাসেও এইরূপ ব্যবস্থা [গয়ী বলেন, কাসশ্বাসের উৎকট অবস্থায় শিরাবেধ নিষিদ্ধ]। ৩৫। যেমন গৃধ্রসীরোগে জানুসন্ধির উপরে বা নিম্নে, সেইরূপ বিশ্বাচীরোগে কূর্পরসন্ধির উপরে বা নিম্নে শিরাবেধ করিতে হয়। ৩৬। প্রবাহিকা রোগে অথবা রক্তাবৃত বাতকৃত শূলরোগে শ্রোণির সমন্তাৎ দ্ব্যঙ্গুল স্থানে বিদ্ধ করিবে। ৩৭। পরি-কর্ত্তিকা, উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রব্যাপৎ রোগে মেঢ্র মধ্যে বিদ্ধ করিবে। ৩৮। মূত্রজ বৃদ্ধিরোগে বৃষণদ্বয়ের

নাভেরধঃশ্চতুরঙ্গুলে সেবন্যা বামপার্শ্বে দকোদরে ॥ ৪০
বামপার্শ্বে কক্ষাস্তনয়োরন্তরেহন্তর্বিদ্রধৌ পার্শ্ব-শূলে চ ॥ ৪১
বাহুশোষাববাহুকয়োরপ্যেকে বদন্ত্যংসয়োরন্তরে ॥ ৪২
ত্রিকসন্ধিমধ্যগতাং তৃতীয়কে ॥ ৪৩
অধঃস্কন্ধসন্ধিগতামন্যতরপার্শ্বসংস্থিতাং চতুর্থকে ॥ ৪৪
হনুসন্ধিমধ্যগতামপস্মারে ॥ ৪৫
শঙ্খকেশান্তসন্ধিগতামুরোহপাঙ্গললাটেষু চোন্মাদেহপ-স্মারে চ ॥ ৪৬
জিহ্বারোগেষধোজিহ্বায়াং দন্তব্যাধিষু চ ॥ ৪৭
তালুনি তালব্যেষু ॥ ৪৮
কর্ণয়োরুপরি সমন্তাৎ কর্ণশূলে তদ্রোগেষু চ ॥ ৪৯
গন্ধাগ্রহণে নাসারোগেষু চ নাসাগ্রে ॥ ৫০
তিমিরাক্ষিপাকপ্রভৃতিষ্বক্ষিরোগেষূপনাসিকে লালাট্যাম-পাঙ্গ্যাকৈতা এব শিরোরোগাধিমন্থপ্রভৃতিষু রোগেষিতি ॥৫১
অত ঊর্দ্ধং দুষ্টব্যধনমনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৫২
তত্র দুর্বিদ্ধাতিবিদ্ধা কুঞ্চিতা পিচ্চিতা কুট্টিতা অপ্রস্রুতা অত্যুদীর্ণা অন্তেহভিহতা পরিশুষ্কা কূণিতা বেপিতা অনুত্থিতবিদ্ধা শস্ত্রহতা তির্য্যগ্বিদ্ধা অপবিদ্ধা অব্যাধ্যা বিদ্রুতা ধেনুকা পুনঃপুনর্বিদ্ধা শিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিমর্ম্মসু চেতি বিংশতির্দুষ্টব্যধাঃ ॥ ৫৩

তত্র যা সূক্ষ্মশস্ত্রবিদ্ধা ন ব্যক্তমসৃক্ স্রবতি রুজাশোফ-বতী চ সা দুর্বিদ্ধা। প্রমাণাতিরিক্তবিদ্ধায়ামন্তঃপ্রবিশতি শোণিতং শোণিতাতিপ্রবৃত্তির্বা সাতিবিদ্ধা। কুঞ্চিতায়াম-প্যেবম্। কুণ্ঠশস্ত্রপ্রমথিতা পৃথুলীভাবমাপন্না পিচ্চিতা। অনাসাদিতা পুনঃপুনরন্তয়োশ্চ বহুশঃ শস্ত্রাভিহতা কুট্টিতা। শীতভয়মূর্চ্ছাভিরপ্রবৃত্তশোণিতা অপ্রস্রুতা। তীক্ষ্ণমহামুখ-শস্ত্রবিদ্ধা অত্যুদীর্ণা। অল্পরক্তস্রাবিণ্যবিদ্ধা। ক্ষীণশোণিতস্যা-নিলপূর্ণা পরিশুষ্কা। চতুর্ভাগাবসাদিতা কিঞ্চিৎপ্রবৃত্তশোণিতা কূণিতা। দুঃস্থানবন্ধনাদ্বেপমানায়াঃ শোণিতসম্মোহো ভবতি সা বেপিতা। অনুত্থিতবিদ্ধায়ামপ্যেবম্। ছিন্নাতিপ্রবৃত্ত-শোণিতা ক্রিয়াসঙ্গকরী শস্ত্রহতা। তির্য্যক্প্রণিহিতশস্ত্রা কিঞ্চিচ্ছেষা তির্য্যগ্বিদ্ধা। বহুশঃক্ষতা হীনশস্ত্রপ্রণিধানেনাপ-

পার্শ্বে বিদ্ধ করিবে। ৩৯। জলোদরে নাভির নিম্নে সেবনীর বামপার্শ্বে চতুরঙ্গুল স্থানে বিদ্ধ করিবে। ৪০। বামপার্শ্বে অন্তর্বিদ্রধি বা শূল হইলে, বাম পার্শ্বে কক্ষা ও স্তনের মধ্যস্থানে বিদ্ধ করিবে। ৪১। কেহ কেহ বলেন যে, বাহুশোষ ও অববাহুক কেবল বাতকৃত না হইয়া বাতরক্তজ হইলে অংসদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ ত্বক্সন্ধির নিকটে বিদ্ধ করিতে হইবে। ৪২। তৃতীয়ক জ্বরে ত্রিকসন্ধির সমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ৪৩। চতুর্থক জ্বরে স্কন্ধসন্ধির অধো-ভাগে যে কোন পার্শ্বে বিদ্ধ করিবে। ৪৪। অপস্মারে হনু-সন্ধির সমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ৪৫। কেহ কেহ বলেন যে, উন্মাদ ও অপস্মার উভয় রোগে শঙ্খ ও কেশান্তের অন্তর্গত শিরা এবং বক্ষঃ, অপাঙ্গ ও ললাটে বিদ্ধ করিবে। ৪৬। জিহ্বারোগে জিহ্বার অধোভাগে বিদ্ধ করিবে। দন্তরোগেও এইরূপ [বাগ্‌ভট বলেন যে, মুখরোগ মাত্রেই জিহ্বা, ওষ্ঠ, হনু ও তালুর শিরা বিদ্ধ করিবে]। ৪৭। তালুরোগে তালুতে বিদ্ধ করিবে। ৪৮। কর্ণশূল ও কর্ণরোগে কর্ণের উপরি সমন্তাৎ বিদ্ধ করিবে। ৪৯। গন্ধের অগ্রহণ ও নাসারোগ-সমূহে নাসাগ্রে বিদ্ধ করিবে। ৫০। তিমির, অক্ষিপাক প্রভৃতি রোগে নাসা-সমীপে, ললাটে ও অপাঙ্গে বিদ্ধ করিবে। আর শিরো-রোগেও এই সকল শিরা বিদ্ধ করিবে। ৫১। অনন্তর দুষ্ট ব্যধন আনুপূর্ব্বিক্রমে ব্যাখ্যা করিব [অর্থাৎ শিরাব্যধ দূষিত হইলে যেরূপ লক্ষণাদি হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিব]।৫২। দুষ্টব্যধ বিংশতিপ্রকার। যথা ;—দুর্বিদ্ধ, অতিবিদ্ধ, কুঞ্চিত, পিচ্চিত, কুট্টিত, অপ্রস্রুত, অত্যুদীর্ণ, অন্তে অভিহত, পরিশুষ্ক, কূণিত, বেপিত, অনুত্থিতবিদ্ধ, শস্ত্রহত, তির্য্যক্-বিদ্ধ, অবিদ্ধ, অব্যাধ্য, বিদ্রুত, ধেনুক, পুনঃপুনর্বিদ্ধ এবং শিরা স্নায়ু অস্থি সন্ধি ও মর্ম্মে বিদ্ধ। ৫৩। তন্মধ্যে যাহা সূক্ষ্মশস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হওয়াতে ব্যক্তরূপে রক্তস্রাব না হয় এবং রুজা ও শোথযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে দুর্বিদ্ধ কহে। প্রমাণের অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে শোণিত ভিতরে প্রবেশ করে বা শোণিতের অতিশয় নির্গম হয়। ইহাকেই অতিবিদ্ধ কহে। কুটিলীভূত হইয়া বিদ্ধ হইলেও এইরূপ উপদ্রব হয়, ইহা-কেই কুঞ্চিতবিদ্ধ কহে। শস্ত্র ভোঁতা হইলে বিদ্ধস্থান মথিত হয় এবং স্থূল হইয়া উঠে ; ইহাকেই পিচ্চিত কহে। ব্যধযোগ্য স্থান অপ্রাপ্ত হইলে অথচ পুনঃপুনঃ অন্তদ্বয়ে বহু-প্রকারে শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে তাহাকে কুট্টিত বলা যায়। শীত, ভয় বা মূর্চ্ছা হওয়াতে শোণিত অপ্রবৃত্ত হইলে অপ্র-স্রুত বলা যায়। তীক্ষ্ণ মহামুখ শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইলে অত্যুদীর্ণ বলা যায়। অল্প রক্তস্রাব হইলে অবিদ্ধ বলা যায়। ক্ষীণরক্ত ব্যক্তির বিদ্ধ স্থান বায়ুপূর্ণ হইলে, সেরূপ বিদ্ধকে পরিশুষ্ক বলা যায়। ব্যধ্যস্থানের চতুর্ভাগ (কিয়দ্‌ভাগমাত্র) প্রাপ্ত হইলে এবং কিঞ্চিৎমাত্র শোণিত নির্গত হইলে কূণিত বলা যায়। দুঃস্থানে বিদ্ধ হইলে (অর্থাৎ যেস্থান বিদ্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিদ্ধ না হইয়া স্থানান্তর বিদ্ধ হইলে) তাহা কম্পমান হইতে থাকে এবং শোণিতের অপ্রবৃত্তি হয় ; ইহাকেই বেপিত কহে। শিরা অনুত্থিত হইয়া বিদ্ধ হইলেও এইরূপ অবস্থা হয় ; ইহাকেই অনুত্থিতবিদ্ধ কহে। বিদ্ধ শিরা দ্বিধাভূত হইলে অতিশয় শোণিত নির্গত হয় এবং ক্রিয়ার (শমনাদি ক্রিয়ার) বিঘ্ন হইয়া থাকে। ইহাকেই শস্ত্রহত কহে। শস্ত্র তির্য্যক্-ভাবে নিহিত হইলে সম্পূর্ণ বিদ্ধ না হইয়া কিঞ্চিৎ শেষ থাকিয়া যায় ; ইহাকেই তির্য্যক্-বিদ্ধ কহে। হীন-শস্ত্রের প্রয়োগ বশতঃ বিদ্ধ স্থান বহুশঃ ক্ষত হইয়া থাকে ; ইহাকেই অপবিদ্ধ বলে। যাহা শস্ত্রযোগ্য নহে, এরূপ স্থানে

বিদ্ধা। অশস্ত্রকৃত্যা অব্যাধ্যা। অনবস্থিতবিদ্ধা বিদ্রুতা। প্রদেশস্থ বহুশোঽবঘট্টনাদারোহব্যধা মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাবা ধেনুকা। সূক্ষ্মশস্ত্রব্যধনাদ্‌বহুশো বিচ্ছিন্না পুনঃপুনর্ব্বিদ্ধা। স্নায়ুস্থিশিরাসন্ধিমর্ম্মসু বিদ্ধা বা রুজাং শোষং বৈকল্যং মরণং বাপাদয়তি॥ ৫৪

ভবন্তি চাত্র।

শিরাসু শিক্ষিতো নাস্তি চলা হ্যেতাঃ স্বভাবতঃ।
মৎস্যবৎ পরিবর্ত্তন্তে তস্মাদ্‌যত্নেন তাড়য়েৎ॥
অজ্ঞানতা গৃহীতে তু শস্ত্রে কায়নিপাতিতে।
ভবন্তি ব্যাপদশ্চৈতা বহবশ্চাপ্যুপদ্রবাঃ॥
স্নেহাদিভিঃ ক্রিয়াযোগৈর্ন তথা লেপনৈরপি।
যাস্ত্যাশু ব্যাধয়ঃ শান্তিং যথা সম্যক্ শিরাব্যধাৎ॥
শিরাব্যধশ্চিকিৎসার্দ্ধং শল্যতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ।
যথা প্রণিহিতঃ সম্যগ্বস্তিঃ কায়চিকিৎসিতে॥ ৫৫

তত্র স্নিগ্ধস্বিন্নবান্ত-বিরিক্তাস্থাপিতানুবাসিত-শিরাবিদ্ধৈঃ পরিহর্ত্তব্যানি ক্রোধায়াসমৈথুনদিবাস্বপ্নবাগ্‌ব্যায়ামযানোত্থানাসনচংক্রমণশীতবাতাতপবিরুদ্ধাসাত্ম্যাজীর্ণান্যা বললাভাম্মাসমেকে মন্যন্তে। এতেষাং বিস্তরমুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ॥ ৫৬

ভবতশ্চাত্র।

শিরাবিষাণতুম্বৈস্তু জলৌকাভিঃ পদৈস্তথা।
অবগাঢ়ং যথাপূর্ব্বং নির্হরেদ্‌দুষ্টশোণিতম্॥ ৫৭
অবগাঢ়ে জলৌকা স্যাৎ প্রচ্ছন্নং পিণ্ডিতে হিতম্।
শিরাঙ্গব্যাপকে রক্তে শৃঙ্গালাবূ ত্বচি স্থিতে॥ ৫৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে শিরাব্যধবিধিশারীরং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

বিদ্ধ হইলে তাহাকে অব্যধ্য কহে। অনবস্থিতরূপে (চঞ্চলভাবে) বিদ্ধ হইলে তাহাকে বিদ্রুত কহে। বিদ্ধস্থান বহুশঃ অবঘট্টিত (ঘাঁটা) হইলে উপর্য্যুপরি শস্ত্রপদ আরোপিত হয়; তাহাতে মুহুর্মুহুঃ শোণিত স্রাব হয়; ইহাকেই ধেনুকা কহে [ধেনুস্তনের ন্যায় স্রাব হয় বলিয়া ধেনুকা কহে]। সূক্ষ্ম শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হওয়াতে বহুশঃ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাকে পুনঃপুনর্ব্বিদ্ধ বলে। স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্ম্মে বিদ্ধ হইলে রুজা, শোষ, বৈকল্য বা মরণ পর্য্যন্ত হয়। ৫৪। এইস্থানে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;—অভ্যাস দ্বারা শিরাবেধে নিপুণ হওয়া যায় না। কারণ শিরা সকল স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং মৎস্যের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয় [সরিয়া যায়], এইজন্য শিরাকে সাবধানে লক্ষ্য করিয়া বিদ্ধ করিতে হয়। অজ্ঞান ব্যক্তি শস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা শরীরে নিপাতিত করিলে এই সকল ব্যাপৎ ও বহুতর উপদ্রব হয়। ব্যাধি সকল শিরাবেধ দ্বারা যেরূপ সম্যক্ ও আশু শান্তি প্রাপ্ত হয়, স্নেহনাদি ক্রিয়া বা লেপনসমূহ দ্বারাও সেরূপ হয় না। যেমন কায়চিকিৎসায় যথা ও সম্যক্ প্রযুক্ত বস্তিকে চিকিৎসার অর্দ্ধ বলা হইয়াছে, সেইরূপ শল্যতন্ত্রে শিরাব্যধকে চিকিৎসার অর্দ্ধ বলা হইয়াছে। ৫৫। স্নেহস্বেদগ্রহণ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন অনুবাসন ও শিরাব্যধের পর বল লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোধ, আয়াস, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অতিভাষণ, ব্যায়াম, যান, উত্থান, আসন, চংক্রমণ, শীত, বাত, আতপ, বিরুদ্ধভোজন, অসাত্ম্যভোজন ও অজীর্ণভোজন পরিহার করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, একমাস পরিহার করিবে। ইহার পর এ বিষয় সবিস্তার কহিব। ৫৬। এইস্থলে দুইটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—শিরাবেধ, শৃঙ্গ, অলাবু, জলৌকা ও পদ (প্রচ্ছান) দ্বারা যথাপূর্ব্ব অবগাঢ় দুষ্টরক্ত নিঃসৃত করিবে। [যথাপূর্ব্ব পদের অর্থ এই যে, প্রচ্ছান দ্বারা অবগাঢ়, জলৌকা দ্বারা অবগাঢ়তর, অলাবু দ্বারা অবগাঢ়তম, বিষাণ দ্বারা তদপেক্ষাও অবগাঢ়তম এবং শিরাব্যধ দ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক অবগাঢ়তম দুষ্টরক্ত নিঃসৃত করিবে। অবগাঢ় শব্দের অর্থ অভ্যন্তরাশ্রয়]। ৫৭। পুনশ্চ বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, অবগাঢ় রক্তে জলৌকা প্রয়োগ করিবে। পিণ্ডিত (জমাট) রক্তে প্রচ্ছান প্রয়োগ করিবে। অঙ্গব্যাপী দুষ্টরক্তে শিরাবেধ প্রয়োগ করিবে। আর ত্বক্‌স্থ দূষিত রক্তে শৃঙ্গ বা অলাবু প্রয়োগ করিবে [প্রচ্ছান শব্দের অর্থ চেরা। বাগ্‌ভট বলেন, গাত্রকে প্রচ্ছানযোগ্য স্থানে রজ্জু কিংবা পট্ট দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও মাংস সকল পরিহারপূর্ব্বক প্রচ্ছান করিবে। আর প্রচ্ছান করিতে হইলে নীচের দিক্ হইতে উপরদিকে শস্ত্রপাত করিতে হইবে। যেন গাঢ়রূপে বা ঘনরূপে বা তির্য্যক্ দিকে শস্ত্রপাত না করা হয়। আর চেরার উপর চেরা না হয়। বাগ্‌ভট আরও বলেন যে, প্রচ্ছান দ্বারা একদেশস্থ রক্তকে, জলৌকা দ্বারা গ্রথিত রক্তকে, শৃঙ্গাদি দ্বারা সুপ্ত (অসাড়) রক্তকে ও শিরাব্যধ দ্বারা সর্ব্বশরীরব্যাপী দুষ্টরক্তকে মোক্ষণ করিতে হইবে অথবা রক্ত বাতস্থ হইলে শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্তস্থ হইলে জলৌকা দ্বারা ও কফস্থ হইলে অলাবু দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। স্রুতরক্ত ব্যক্তির শীতল-প্রলেপাদি দ্বারা বায়ুপ্রকোপ হওয়াতে তোদ ও কণ্ডুযুক্ত শোথ হইতে পারে। অতএব তাহার ক্ষতে উষ্ণ সর্পিঃ সেচন করিবে]। ৫৮।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ধমনীব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

চতুর্ব্বিংশতির্ধমন্যো নাভিপ্রভবা অভিহিতাঃ। তত্র কেচিদাহুঃ শিরাধমনীস্রোতসামবিভাগঃ, শিরাবিকারা এব ধমন্যঃ স্রোতাংসি চেতি। তৎ তু ন সম্যক্। অন্যা এব হি ধমন্যঃ স্রোতাংসি চ শিরাভ্যঃ। কস্মাৎ? ব্যঞ্জনান্তত্বান্মূলসন্নিয়মাৎ কর্ম্মবিশেষাদাগমাচ্চ। কেবলন্তু পরস্পরসন্নিকর্ষাৎ সদৃশাগমকর্ম্মত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যাচ্চ বিভক্তকর্ম্মণামপ্যবিভাগ ইব কর্ম্মসু ভবতি॥ ২

তাসান্তু নাভিপ্রভবাণাং ধমনীনামূর্দ্ধগা দশ, দশ চাধোগামিন্যঃ, চতস্রস্তির্য্যগ্‌গাঃ॥ ৩

ঊর্দ্ধগাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিতক্ষুদ্ধসিতকথিতরুদিতাদীন্ বিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি। তাস্তু হৃদয়মভিপ্রপন্নাস্ত্রিধা জায়ন্তে—তাস্ত্রিংশৎ। তাসান্তু বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ দ্বে দ্বে বহতঃ—তা দশ। শব্দরূপরসগন্ধানষ্টাভির্গৃহ্নীতে, দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষং করোতি, দ্বাভ্যাং স্বপিতি, দ্বাভ্যাং প্রতিবুধ্যতে। দ্বে চাশ্রুবাহিণ্যৌ। দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয়া বহতঃ স্তনসংশ্রিতে। তে এব শুক্রং নরস্য স্তনাভ্যামভিবহতঃ। তাস্ত্বেতা স্ত্রিংশৎ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ। এতাভিরূর্দ্ধং নাভেরুদরপার্শ্বপৃষ্ঠোরঃস্কন্ধগ্রীবাবাহবো ধার্য্যন্তে যাপ্যন্তে চ॥ ৪

ভবতি চাত্র।

ঊর্দ্ধং গতাস্তু কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণ্যেতানি সর্ব্বশঃ।
অধোগমাস্তু বক্ষ্যামি কর্ম্ম তাসাং যথাযথম্॥ ৫

অধোগমাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীন্যধো বহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়মভিপ্রতিপন্নাস্তত্রস্থমেবান্নপানরসং বিপক্বমৌষ্ণ্যাদ্বিরেচয়ন্ত্যোঽভিবহন্ত্যঃ শরীরং তর্পয়ন্তি, অর্পয়ন্তি চোর্দ্ধং গতানাং, তির্য্যগ্‌গতানাং রসস্থানঞ্চাভিপূরয়ন্তি,

নবম অধ্যায়।

ধমনীব্যাকরণ।

অনন্তর আমরা ধমনী-ব্যাকরণ নামক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [ঊর্দ্ধগ ও অধোগ ধমনী নামে ডাক্তারী নর্ভদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে]। ১। ধমনী চব্বিশটী। উহাদের উৎপত্তিস্থান নাভি, এই কথা বলা হইয়াছে। এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, শিরা, ধমনী ও স্রোত ইহাদের ভিন্নতা নাই। অর্থাৎ ধমনী ও স্রোতঃসমূহ শিরাবিকারমাত্র। এ কথা ঠিক নহে। ধমনী ও স্রোত সকল শিরা হইতে ভিন্ন; কেননা ইহাদের লক্ষণ সকল ভিন্ন ["বাতাদিবহা চারি প্রকার ধমনী অরুণ, নীল, শুক্ল ও লোহিত, কিন্তু এস্থলে যে সকল শব্দাদিবহ ধমনীর উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাদের বর্ণ উক্ত নাই, তাহারা স্বধাতু-সমবর্ণ" ইতি নিবন্ধ]; আর শিরাদিগের মূল সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, ধমনী ও স্রোতদিগের সংখ্যা স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আর শিরাসমূহ, ধমনী ও স্রোতদিগের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন; আর শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, শিরা, ধমনী ও স্রোত ভিন্ন ভিন্ন। তবে শিরা, ধমনী ও স্রোত পরস্পর সন্নিকৃষ্ট আর আপ্তেরা উহাদিগকে পরস্পর সদৃশ বলিয়াছেন [যেমন এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, দেহীদিগের দেহে যে সকল আকাশীয় অবকাশ আছে, তাহাদের নাম শিরা, স্রোত, মার্গ, খ ধমনী ইত্যাদি]; আর উহাদের কতকগুলি ক্রিয়ার সাদৃশ্যও আছে; আর উহারা সকলেই সূক্ষ্ম বলিয়া সহসা ভিন্ন বোধ করা যায় না; এই [চারিটী] কারণে, উহাদের কর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, আপাততঃ অভিন্নকর্ম্ম বলিয়াই বোধ হয়। ২। তন্মধ্যে নাভিপ্রভব ধমনীদিগের দশটী ঊর্দ্ধগামিনী, দশটী অধোগামিনী এবং চারিটী তির্য্যগ্‌গামিণী। ৩। ঊর্দ্ধগ ধমনীদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভা, ক্ষুৎ, বমন, কথা ও রোদনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাতে শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল ধমনী হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়, তৎকালে উহাদের সংখ্যা ত্রিংশৎ হইয়া থাকে। ["দুইটী দুইটী" বলা হইয়াছে। ডাক্তারীতেও Nervepairs বলা হয়]। সেই ত্রিশটী ধমনীর দশটীর মধ্যে দুইটী বায়ু, দুইটী পিত্ত, দুইটী কফ, দুইটী রক্ত ও দুইটী রস [ঊর্দ্ধ-শরীরে] বহন করিয়া থাকে। আর আটটী দ্বারা শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গৃহীত হয় [ডাক্তারীতে এই আটটী ধমনীকে Cranial nerves শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়] মানুষ দুইটী ধমনী দ্বারা কথা কহে; দুইটী দ্বারা শব্দ করে; দুইটী দ্বারা নিদ্রা যায়; দুইটী দ্বারা জাগরিত হয়; দুইটী ধমনী অশ্রুবহনে পরিচালকতা করে। দুইটী দ্বারা স্তন্যবহনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়; উহারা স্ত্রীদিগের স্তনে থাকে উহারাই পুরুষদিগের স্তনপ্রদেশ হইতে শুক্রবহনক্রিয়া নিষ্পাদন করে। এইরূপে বিভাগক্রমে ত্রিশটী ধমনী ব্যাখ্যাত হইল। এই সকল ধমনী নাভির ঊর্দ্ধে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীবা ও বাহুদিগকে ধারণ করে ও পালন করিয়া থাকে। ৪। এস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—ঊর্দ্ধগত ধমনী সকল সর্ব্বপ্রকারে এই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সম্প্রতি অধোগত ধমনী ও তাহাদের কর্ম্ম সকল বলিতেছি। ৫। অধোগত ধমনী সকলের কার্য্য বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতি অধোভাগে বহন করে [ইহারা স্পষ্টই ডাক্তারীর হায়পোগ্যাষ্টিক্ প্লেক্সস্]। ঐ সকল ধমনী পিত্তাশয়ে আসিয়া তত্রস্থ অগ্নিযোগে বিপক্ব অন্নপানের রস পৃথগ্‌ভূত করে। আর সেই রস বহন করিয়া সর্ব্ব শরীরকে তর্পিত করে [কিন্তু সর্ব্বশরীরের সর্ব্বস্থানে স্বয়ং বহন করে না]। সেই রস ঊর্দ্ধ

মূত্রপুরীষস্বেদাংশ্চ বিবেচয়ন্তি, আমপক্বাশয়ান্তরে চ ত্রেধা জায়ন্তে—তাস্ত্রিংশৎ। তাসান্তু বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ দ্বে দ্বে বহতস্তা দশ, দ্বে অন্নবাহিন্যাবন্ত্রাশ্রিতে, তোয়বহে দ্বে, মূত্রবস্তিমভিপ্রপন্নে মূত্রবহে দ্বে, শুক্রবহে দ্বে শুক্রপ্রাদুর্ভাবায়, দ্বে বিসর্গায়, তে এব রক্তমভিবহতো নারীণামার্ত্তবসংজ্ঞম্। দ্বে বর্চ্চোনিরসন্যৌ স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধে, অষ্টাবন্যাস্তির্য্যগ্গাণাং ধমনীনাং স্বেদমর্পয়ন্তি। তাস্ত্বেতাস্ত্রিংশৎ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ। এতাভিরধো নাভেঃ পক্বাশয়কটীমূত্রপুরীষগুদবস্তিমেঢ্রসক্থীনি ধার্য্যন্তে যাপ্যন্তে চ॥৬

ভবতি চাত্র।

অধোগমাস্ত কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণ্যেতানি সর্ব্বশঃ।
তির্য্যগ্গাঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কর্ম্ম তাসাং যথাযথম্॥ ৭

তির্য্যগ্গাণান্তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে, তাস্ত্বসঙ্খ্যেয়াঃ। তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং বিবদ্ধমাততঞ্চ। তাসাং মুখানি রোমকূপপ্রতিবদ্ধানি; যৈঃ স্বেদমভিবহন্তি রসঞ্চাপি সন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্ব্বহিশ্চ, তৈরেব চাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহালেপনবীর্য্যাণ্যন্তঃশরীরমভিপ্রতিপদ্যন্তে ত্বচি বিপক্বানি, তৈরেব স্পর্শসুখমসুখং বা গৃহ্লাতি। তাস্ত্বেতাশ্চতস্রো ধমন্যঃ সর্ব্বাঙ্গগতাঃ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ৮

ভবতশ্চাত্র।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ।
ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে॥ ৯
পঞ্চাভিভূতাস্ত্বথ পঞ্চকৃত্বঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়ন্তি।
পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়িত্বা পঞ্চত্বমায়ান্তি বিনাশকালে॥১০

অত ঊর্দ্ধং স্রোতসাং মূলবিদ্ধলক্ষণমুপদেক্ষ্যামঃ॥ ১১

তানি তু প্রাণান্নোদকরসরক্তমাংসমেদোমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তববহানি, যেষধিকার একেষাং বহূনি। এতেষাং বিশেষা বহবঃ। তত্র প্রাণবহে দ্বে, তয়োর্মূলং হৃদয়ং রসবাহিন্যশ্চ ধমন্যঃ। তত্র বিদ্ধস্য ক্রোশনবিনমনমোহনভ্রমণবেপনানি

ধমনীদিগকে অর্পণ করে। আর রসস্থান হৃদয়কে পূরণ করে। আর মূত্র পুরীষ ও স্বেদকে অন্নরস হইতে পৃথক্ করে। ইহারা আমাশয় [পাকস্থলী] ও পক্বাশয়ের [অন্ত্রের] মধ্যস্থানে ত্রিধা বিভক্ত ও ত্রিশটী হইয়া থাকে। সেই ত্রিশটী ধমনীর দশটীর মধ্যে দুইটী বায়ু, দুইটী পিত্ত, দুইটী কফ, দুইটী রক্ত ও দুইটী রস [অধঃশরীরে] বহন করিয়া থাকে। দুইটী ধমনী অন্নবাহিনী ও অন্ত্রাশ্রিত * ও তির্য্যক্ শরীরে বহন করিবার জন্য ঊর্দ্ধগত ও তির্য্যক্গত দুইটী ধমনী তোয়বহ [এই তোয়ই পরিণামে মূত্র হয়] দুইটী ধমনী মূত্রবস্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। দুইটী ধমনী মূত্রবহ। দুইটী শুক্রসঞ্চয়কারক। দুইটী শুক্রমোক্ষণকারক। উহারাই আবার স্ত্রী শরীরে আর্ত্তবসংজ্ঞক রক্ত বহন করে। দুইটী ধমনী স্থূলান্ত্রে বদ্ধ আছে, উহাদের দ্বারাই বিষ্ঠা নির্গত হয়। আর অটটী ধমনী তির্য্যক্গত ধমনীদিগকে স্বেদ প্রদান করে [অর্থাৎ অন্নপাকের পরিণামে যে স্বেদ উৎপন্ন হয়, তাহা এই সকল ধমনীদিগের দ্বারা তির্য্যক্গত ধমনীসমূহে পরিচালিত হয়। এইরূপে এই ত্রিংশৎ ধমনী বিভাগক্রমে ব্যাখ্যা করা হইল। এই সকল ধমনী নাভির অধোভাগে পক্বাশয়, কটী, মূত্র, পুরীষ, গুদ, বস্তি, মেঢ্র ও সক্থিদিগকে ধারণ ও পালন করে। ৬। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—অধোগত ধমনী সকল সর্ব্বপ্রকারে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সম্প্রতি তির্য্যক্গত ধমনী ও তাহাদের কর্ম্ম সকল বলিতেছি। ৭। তির্য্যগ্গামিনী ধমনী চারিটী। তাহাদের এক একটী ক্রমশঃ ক্রমশঃ শতধা সহস্রধা বিভক্ত হইয়াছে। ক্রমে উহারা অসংখ্যেয় হইয়াছে। উহাদের দ্বারা এই শরীর গবাক্ষিত (যেন জালব্যাপ্ত), বিবদ্ধ [বিশেষরূপে বন্ধনযুক্ত] ও আতত হইয়াছে। তাহাদের মুখ সকল রোমকূপসমূহে প্রতিবদ্ধ আছে, তাহাদের দ্বারা স্বেদ বাহিত হয় এবং রসধাতুও বাহিত হয়। তাহারা অন্তরে ও বাহিরে শরীরকে সন্তর্পিত করে। তাহাদের দ্বারাই অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহ ও লেপনের বীর্য্যসমূহ ত্বকে ভ্রাজকাগ্নি দ্বারা বিপক্ব হইয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের দ্বারাই স্পর্শসুখ ও অসুখ গৃহীত হয়। সেই এই চারিটী ধমনী যেরূপে সর্ব্বাঙ্গগত হইয়া ক্রিয়া করে, তাহা বিভাগক্রমে ব্যাখ্যা করা হইল। ৮। এইস্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—যেমন মৃণাল ও বিস-সমূহে স্বভাবতঃ ছিদ্র সকল আছে, সেইরূপ [তির্য্যক্গত] ধমনীসমূহেরও ছিদ্র সকল আছে। সেই সকল ছিদ্র দ্বারা রস [ও অভ্যঙ্গ-পরিষেকাদির বীর্য্য] শরীরে সঞ্চারিত হয়। [ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তির্য্যগ্গামিনী ধমনীদিগের মধ্যে স্বেদাদিবাহিনী কৈশিক শিরাসমূহকেও ভুক্ত করা হইয়াছে]। ৯। ধমনী সকল পঞ্চভূতে নির্ম্মিত এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে পঞ্চপ্রকারে পঞ্চকর্ম্মে নিযুক্ত রাখে। আর পঞ্চেন্দ্রিয়কে [আমরণ] পঞ্চকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া মরণকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পঞ্চভূতে পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যবসিত হয়। ১০। অনন্তর আমরা স্রোতঃসমূহের মূলবিদ্ধলক্ষণ উপদেশ দিব [অর্থাৎ স্রোতঃসমূহের মূল সকল বিদ্ধ হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা বর্ণনা করিব]। ১১। শল্যতন্ত্রে প্রাণবহ, অন্নবহ, উদকবহ, রসবহ, রক্তবহ, মাংসবহ, মেদোবহ, মূত্রবহ পুরীষবহ, শুক্রবহ ও আর্ত্তববহ স্রোতদিগেরই ব্যবহার আছে। কাহার কাহার মতে বহুবিধ স্রোতই শল্যতন্ত্রের অধিকারভূত। ইহাদের ভেদ বহু। তন্মধ্যে প্রাণবহ স্রোত দুইটী; উহাদের মূল হৃদয় এবং রসবাহিনী ধমনী

---

* এস্থলে কোন পুস্তকের পাঠ অন্নাশ্রিত, কাহার বা অন্ত্রাশ্রিত এবং কাহার বা অন্তাশ্রিত। অন্ত্রাশ্রিত পাঠটী আমাদের কল্পিত। অর্থাৎ উহারা অন্ত্রে পক্বান্ন বা বিষ্ঠা ধারণ করে।

মরণং বা ভবতি। অন্নবহে দ্বে তয়োর্মূলমামাশয়োঽন্নবাহিন্যশ্চ ধমন্যঃ। তত্র বিদ্ধস্যাধ্মানং শূলান্নদ্বেষৌ ছর্দ্দিঃ পিপাসান্ধ্যং মরণং বা। উদকবহে দ্বে, তয়োর্মূলং তালু ক্লোম চ। তত্র বিদ্ধস্য পিপাসা সদ্যোমরণঞ্চ। রসবহে দ্বে, তয়োর্মূলং হৃদয়ং রসবাহিন্যশ্চ ধমন্যঃ। তত্র বিদ্ধস্য শোষঃ প্রাণবহবিদ্ধবচ্চ মরণং তল্লিঙ্গানি চ। রক্তবহে দ্বে, তয়োর্মূলং যকৃৎপ্লীহানৌ রক্তবাহিন্যশ্চ ধমন্যঃ। তত্র বিদ্ধস্য শ্যাবাঙ্গতা জ্বরো দাহঃ পাণ্ডুতা শোণিতাতিগমনং রক্তনেত্রতা চেতি। মাংসবহে দ্বে, তয়োর্মূলং স্নায়ুত্বচং রক্তবহাশ্চ ধমন্যঃ। তত্র বিদ্ধস্য শ্বয়থুর্মাংসশোষঃ শিরাগ্রন্থয়ো মরণম্। মেদোবহে দ্বে, তয়োর্মূলং কটী বৃক্কৌ চ। তত্র বিদ্ধস্য স্বেদাগমনং স্নিগ্ধাঙ্গতা তালুশোষঃ স্থূলশোফতা পিপাসা চ। মূত্রবহে দ্বে, তয়োর্মূলং বস্তির্মেঢ্রঞ্চ। তত্র বিদ্ধস্যানদ্ধবস্তিতা মূত্রনিরোধঃ স্তব্ধমেঢ্রতা চ। পুরীষবহে দ্বে, তয়োর্মূলং পক্বাশয়ো গুদঞ্চ। তত্র বিদ্ধস্যানাহো দুর্গন্ধতা গ্রথিতান্ত্রতা চ। শুক্রবহে দ্বে, তয়োর্মূলং স্তনৌ বৃষণৌ চ। তত্র বিদ্ধস্য ক্লীবতা চিরাৎ প্রসেকো রক্তশুক্রতা চ। আর্ত্তববহে দ্বে, তয়োর্মূলং গর্ভাশয় আর্ত্তববাহিন্যশ্চ ধমন্যঃ। তত্র বিদ্ধায়াং বন্ধ্যাত্বং মৈথুনাসহিষ্ণুত্বমার্ত্তবনাশশ্চ। সেবনীচ্ছেদাদ্রুজাপ্রাদুর্ভাবঃ। বস্তিগুদবিদ্ধলক্ষণং প্রাগুক্তমিতি। স্রোতোবিদ্ধন্তু প্রত্যাখ্যায়োপচরেদুদ্ধৃতশল্যন্তু ক্ষতবিধানেনোপচরেৎ ॥ ১২

মূলাৎ খাদন্তরং দেহে প্রসৃতন্ত্বভিবাহি যৎ।
স্রোতস্তদিতি বিজ্ঞেয়ং শিরাধমনিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে ধমনীব্যাকরণশারীরং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভিণীব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

গর্ভিণী প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি নিত্যং প্রহৃষ্টা শুচ্যলঙ্কৃতা শুক্লবসনা শান্তিমঙ্গলদেবতাব্রাহ্মণগুরুপরা চ ভবেৎ, মলিনবিকৃতহীনগাত্রাণি ন স্পৃশেৎ, দুর্গন্ধি দুর্দ্দর্শনানি পরিহরেদুদ্বেজনীয়াশ্চ কথাঃ, শুষ্কং পর্য্যুষিতং কুথিতং ক্লিন্নকান্নং নোপভুঞ্জীত, বহির্নিষ্ক্রমণং শূন্যাগারচৈত্যশ্মশানবৃক্ষাশ্রয়ান্ ক্রোধভয়সঙ্করাংশ্চ ভারানুচ্চৈর্ভাষ্যাদিকং পরিহরেদ্যানি চ গর্ভং

সকল। সেই মূল বিদ্ধ হইলে আর্ত্তস্বরে রোদন, বিশেষরূপে শরীরের নমন, মোহ, ভ্রমণ ও বেষ্টন হয় এবং মরণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্নবহ স্রোত দুইটী; উহাদের মূল আমাশয় ও অন্নবাহিনী ধমনী সকল। সেই মূল বিদ্ধ হইলে আধ্মান, শূল, অন্নদ্বেষ, বমি, পিপাসা, অন্ধতা বা মরণ পর্য্যন্ত হয়। উদকবহ স্রোত দুইটী; উহাদের মূল তালু ও ক্লোম; তাহা বিদ্ধ হইলে পিপাসা ও সদ্যোমরণ হয়। রসবহ স্রোত দুইটী; তাহাদের মূল হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী সকল। তাহা বিদ্ধ হইলে শোষ, প্রাণবহ স্রোত বিদ্ধ হইলে যেরূপে মরণ হয় সেইরূপে মরণ ও সেই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। রক্তবহ স্রোত দুইটী; তাহাদের মূল যকৃৎ ও প্লীহা এবং রক্তবহা ধমনী সকল। তাহা বিদ্ধ হইলে শ্যাবাঙ্গতা, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুতা, রক্তের অতিশয় নির্গম ও রক্তনেত্রতা হয়। মাংসবহ স্রোত দুইটী; তাহাদের মূল স্নায়ু ও ত্বক্ এবং রক্তবাহিনী ধমনী সকল। তাহা বিদ্ধ হইলে শোথ, মাংসশোষ, শিরাগ্রন্থি ও মরণ হয়। মেদোবহ স্রোত দুইটী; তাহাদের মূল কটী ও বৃক্ক। তাহা বিদ্ধ হইলে স্বেদনির্গম, স্নিগ্ধাঙ্গতা, তালুশোষ, স্থূলশোথ ও পিপাসা হয়। মূত্রবহ স্রোত তাহাদের মূল বস্তি ও মেঢ্র। তাহা বিদ্ধ হইলে অনবস্থিতত্তা, মূত্ররোধ ও স্তব্ধমেঢ্রতা হয়। পুরীষবহ স্রোত দুইটী; তাহাদের মূল পক্কাশয় ও গুদ। সেই মূল বিদ্ধ হইলে আনাহ, দুর্গন্ধতা ও গ্রথিতান্ত্রতা হইয়া থাকে। শুক্রবহ স্রোত দুইটী; তাহাদের মূল স্তনদ্বয় ও বৃষণদ্বয়; তাহা বিদ্ধ হইলে ক্লীবতা, বিলম্বে শুক্রপ্রসেক ও রক্তশুক্রতা হয়। আর্ত্তববহ স্রোত দুইটী; তাহাদের মূল গর্ভাশয় ও আর্ত্তববাহিনী ধমনী সকল। তাহা বিদ্ধ হইলে বন্ধ্যাত্ব, মৈথুনাসহিষ্ণুতা ও আর্ত্তবনাশ হয়। সেবনী ছিন্ন হইলে রুজা হইয়া থাকে। বস্তিবিদ্ধ ও গুদবিদ্ধের লক্ষণ সকল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্রোত বিদ্ধ হইলে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। আর শল্য উদ্ধৃত হইবার পর ক্ষতচিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা করিবে। ১২। মূলচ্ছিদ্র অর্থাৎ হৃদয় ভিন্ন দেহে অন্য যে সকল প্রবহণশীল ছিদ্র প্রসৃত আছে, তাহাদিগকে স্রোত বলে। শিরা ও ধমনী হইতে স্রোত সকল ভিন্ন দ্রব্য। ১৩

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

গর্ভিণীব্যাকরণ।

অনন্তর আমরা গর্ভিণীব্যাকরণ নামক শারীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।১। গর্ভিণী প্রথম দিবস হইতে নিত্য প্রহৃষ্টমনে থাকিবে; শুচি, অলঙ্কৃতা, শুক্লবসনধারিণী ও শান্তিমঙ্গল-দেবতা-ব্রাহ্মণ-গুরুপরায়ণা হইবে; মলিন, বিকৃত ও হীন গাত্র সকল স্পর্শ করিবে না; দুর্গন্ধ ও দুর্দ্দর্শন সকল এবং উদ্বেজনীয় কথা সকল পরিহার করিবে; শুষ্ক, পর্য্যুষিত, কুথিত (কুৎসিত—নিন্দিত) ও ক্লিন্ন অন্ন ভোজন করিবে না; গৃহের বহির্দ্দেশে অধিক দূর যাইবে না; শূন্যাগার, চৈত্য, শ্মশান ও বৃক্ষ আশ্রয় করিবে না; ক্রোধ ও ভয়ের কারণ সকল পরিহার করিবে; ভারবহন ও উচ্চভাষণাদি পরিহার করিবে; আর যে সকল দ্রব্য বা ব্যাপার গর্ভনাশক, তাহা পরিহার করিবে। তৈলাভ্যঙ্গ ও

ব্যাপাদয়ন্তি, নচাভীক্ষ্ণং তৈলাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনি নিষেবেত, নচায়াসয়েচ্ছরীরং, পূর্ব্বোক্তানি চ পরিহরেৎ। শয়নাসনং মৃদ্বাস্তরণং নাত্যুচ্চমপাক্রমোপেতমসম্বাধং বিদধ্যাৎ। হৃদ্যং দ্রবং মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং দীপনীয়সংস্কৃতঞ্চ ভোজনঞ্চ ভোজয়েৎ, সামান্যমেতদা প্রসবাৎ ॥ ২

বিশেষতস্তু গর্ভিণী প্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়মাসেষু মধুরশীত-দ্রবপ্রায়মাহারমুপসেবেত। বিশেষতস্তু তৃতীয়ে ষষ্টিকৌদনং পয়সা ভোজয়েৎ, চতুর্থে দধ্না, পঞ্চমে পয়সা, ষষ্ঠে সর্পিষা চেত্যেকে। চতুর্থে পয়োনবনীতসংসৃষ্টমাহারয়েজ্জাঙ্গল-মাংসসহিতং হৃদ্যমন্নং ভোজয়েৎ। পঞ্চমে ক্ষীরসর্পিঃ-সংসৃষ্ট, ষষ্ঠে শ্বদংষ্ট্রাসিদ্ধস্য সর্পিষো মাত্রাং পায়য়েদ্যবাগূং বা। সপ্তমে সর্পিঃ পৃথক্পর্ণ্যাদিসিদ্ধমেবমাপ্যায্যতে গর্ভঃ। অষ্টমে বদরোদকেন বলাতিবলাশতপুষ্পাপললপয়োদধি-মস্তুতৈললবণমদনফলমধুঘৃতমিশ্রেণাস্থাপয়েৎ পুরাণপুরীষ-শুদ্ধ্যর্থমনুলোমনার্থঞ্চ বায়োঃ। ততঃ পয়োমধুরকষায়সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েদনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে নিরুপদ্রবা চ ভবতি। অত ঊর্দ্ধং স্নিগ্ধাভির্যবাগূভির্জাঙ্গল-রসৈশ্চোপক্রমেদা প্রসবকালাদেবমুপক্রান্তা স্নিগ্ধা বলবতী সুখমনুপদ্রবা প্রসূয়তে। নবমে মাসি সূতিকাগারমেনাং প্রবেশয়েৎ প্রশস্ততিথ্যাদৌ। তত্রারিষ্টং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য-শূদ্রাণাং শ্বেতরক্তপীতকৃষ্ণেষু ভূমিপ্রদেশেষু বিল্বন্যগ্রোধ-তিন্দুকভল্লাতকনির্ম্মিতং সর্ব্বাগারং যথাসঙ্খ্যং তন্ময়পর্য্যঙ্ক-মুপলিপ্তভিত্তি সুবিভক্তপরিচ্ছদং প্রাগ্দ্বারং দক্ষিণদ্বারং বাষ্টহস্তায়তং চতুর্হস্তবিস্তৃতং রক্ষামঙ্গলসম্পন্নং বিধেয়ম্ ॥ ৩

জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে
সশূলে জঘনে নারী জ্ঞেয়া সা তু প্রজায়িনী ॥ ৪

তত্রোপস্থিতপ্রসবায়াঃ কটীপৃষ্ঠং প্রতি সমন্তাদ্বেদনা ভবত্যভীক্ষ্ণং পুরীষপ্রবৃত্তির্মূত্রং প্রসিচ্যতে যোনিমুখাৎ শ্লেষ্মা চ ॥ ৫

প্রজনয়িষ্যমাণাং কৃতমঙ্গলস্বস্তিবাচনাং কুমারপরিবৃতাং পুন্নামফলহস্তাং স্বভ্যক্তামুষ্ণোদকপরিষিক্তামথৈনাং সম্ভৃতাং যবাগূমা কণ্ঠাৎ পায়য়েৎ। ততঃ কৃতোপধানে মৃদুবিস্তীর্ণে

উৎসাদন প্রভৃতি অধিক সেবন করিবে না; শরীরকে আয়াসিত (ক্লেশিত) করিবেনা এবং পূর্ব্বোক্ত (গর্ভাব-ক্রান্তিপরিচ্ছেদোক্ত) বিঘ্ন সকল পরিহার করিবে। উহার শয়ন ও আসন মৃদু-আস্তরণযুক্ত, অনতিউচ্চ ও অপাক্রমোপেত ('মস্তকের দিকে উচ্চ ও ক্রমশঃ নিম্ন') হওয়া আবশ্যক, যেন কোন প্রকার পীড়াকর না হয়। উহার আহার হৃদ্য (ওজস্য), দ্রব, মধুরপ্রায় ও স্নিগ্ধ এবং দীপনীয়-গণ সহকারে সংস্কৃত হওয়া উচিত। প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল সাধারণ নিয়ম পালনীয়। ২। বিশেষতঃ গর্ভিণী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে মধুর, শীতল ও দ্রবপ্রায় আহার সেবন করিবে। বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে ষষ্টিক-তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। কেহ কেহ কহেন যে, চতুর্থ মাসে দধির সহিত, পঞ্চম মাসে দুগ্ধের সহিত এবং ষষ্ঠ মাসে ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। চতুর্থে দুগ্ধ-নবনীত-সংসৃষ্ট আহার করিবে আর জাঙ্গল-মাংসের সহিত হৃদ্য অন্ন ভোজন করিবে। পঞ্চমে দুগ্ধ-ঘৃতসংসৃষ্ট ভোজন করিবে। ষষ্ঠে গোক্ষুরসিদ্ধ ঘৃতের এক মাত্রা বা যবাগূ পান করিবে। সপ্তমে পৃশ্নিপর্ণ্যাদি-সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। এইরূপে গর্ভ আপ্যায়িত হয়। অষ্টমে পুরাণ-পুরীষ-শুদ্ধির জন্য ও বায়ুর অনুলোমন জন্য গর্ভিণীকে আস্থাপন দিবে; কুলের কাথে বলাদি মিশ্রিত আস্থাপন দিবে। বলাদি যথা;—বেড়েলা, অতিবলা (পীত বেড়েলা বা শ্বেত বেড়েলা), শুলফা, পলল (তিলকল্ক), দুগ্ধ, দধিমস্তু, তৈল, সৈন্ধব, মদনফল, মধু ও ঘৃত। অনন্তর দুগ্ধ, মধুরগণ ও কষায়রস দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন দিবে। তাহাতে বায়ুর অনুলোম হওয়াতে সুখে প্রসব হয় এবং প্রসবে উপদ্রব হয় না। অষ্টম মাসের পর প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ যবাগূ ও জাঙ্গল মাংসের রস সেবন করিতে দিবে। এইরূপে চিকিৎসিত হইলে, গর্ভিণী স্নিগ্ধা, বলবতী ও উপদ্রব-বিহীনা হইয়া সুখে প্রসব করে। নবম মাসে গর্ভিণীকে প্রশস্ত তিথি প্রভৃতিতে সূতিকাগারে প্রবেশ করাইবে। সূতিকাগৃহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পক্ষে যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমিবিভাগে স্থাপিত হওয়া উচিত। আর সেই সকল স্থানে যথাক্রমে বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক বৃক্ষের প্রাচুর্য্য থাকা উচিত। সূতিকাগারের মধ্যেই সর্ব্ব প্রকার গৃহ (অর্থাৎ রন্ধনাদি জন্য গৃহ) থাকা উচিত। আর সূতিকাগৃহে গর্ভিণীর পর্য্যঙ্ক যথাক্রমে ঐ ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠে নির্ম্মিত হওয়া উচিত। উহার ভিত্তি উত্তমরূপে উপলিপ্ত হওয়া উচিত। উহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সমাবেশ থাকা উচিত। উহার দ্বার পূর্ব্ব বা দক্ষিণ মুখে থাকা উচিত। উহা অষ্টহস্ত দীর্ঘ ও চতুর্হস্ত বিস্তৃত হওয়া উচিত এবং রক্ষা-মঙ্গলসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ৩। প্রসব আসন্ন হলে কুক্ষি শিথিল হয়, গর্ভিণীর হৃদয় হইতে গর্ভের বন্ধন মুক্ত হয় এবং জঘনে বেদনা হইতে থাকে। ৪। প্রসব উপস্থিত হইলে কটি ও পৃষ্ঠে সমন্তাৎ অতিশয় বেদনা হইতে থাকে। পুরীষনির্গম হয়, মূত্রপ্রসেক হয় ও যোনিমুখ হইতে শ্লেষ্মার নির্গম হয়। ৫। আসন্ন-প্রসবাকে মঙ্গল ও স্বস্তিবাচন করাইবে। শিশুগণে পরিবৃত করাইবে। উহার হস্তে পুন্নাম বৃক্ষের ফল ধারণ করাইবে। [হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি স্ত্রীনাম বৃক্ষের ফল, আর দাড়িম প্রভৃতি পুংনাম বৃক্ষের ফল]। উহাকে উত্তম করিয়া অভ্যক্ত করাইবে। উষ্ণোদকে পরিষিক্ত করাইবে। উৎকৃষ্টদ্রব্য-সিদ্ধ যবাগূ আকণ্ঠ পান করাইবে। অনন্তর গর্ভিণী উপধানযুক্ত কোমল বিস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করিলে, তাহাকে সকৃথিদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া, চিৎ করিয়া শয়ন

শয়নে স্থিতামাভুগ্নসক্‌থীমুত্তানামশঙ্কনীয়াশ্চতস্রঃ স্ত্রিয়ঃ পরিণতবয়সঃ প্রজননকুশলাঃ কর্ত্তিতনখাঃ পরিচরেয়ুরিতি ॥৬

অথাস্যা বিশিখান্তরমনুলোমমনু মুখমভ্যজ্যাদ্ ব্রূয়াচ্চৈনামেকা সুভগে প্রবাহস্বেতি নচাপ্রাপ্তাবী প্রবাহস্ব। ততো বিমুক্তে গর্ভনাড়ীপ্রবন্ধে সশূলেষু শ্রোণিবঙ্ক্ষণবস্তিশিরঃসু প্রবাহেথাঃ শনৈঃ শনৈঃ। ততো গর্ভনির্গমে প্রগাঢ়ম্। ততো গর্ভে যোনিমুখং প্রপন্নে গাঢ়তরমা বিশল্যভাবাৎ ॥ ৭

অকালপ্রবাহণাদ্বধিরং মূকং ব্যস্তহনুং মূর্দ্ধাভিঘাতিনং কাসশ্বাসশোষোপদ্রুতং কুব্জং বিকটং বা জনয়তি ॥ ৮

তত্র প্রতিলোমমনুলোময়েৎ ॥ ৯

গর্ভসঙ্গে তু যোনিং ধূপয়েৎ কৃষ্ণসর্পনির্ম্মোকেণ পিণ্ডীতকেন বা। বধ্নীয়াদ্ধিরণ্যপুষ্পীমূলং হস্তপাদয়োর্দ্ধারয়েৎ সুবর্চ্চলাং বিশল্যাং বা ॥ ১০

অথ জতেস্যোল্বং মুখঞ্চ সৈন্ধবসর্পিষা বিশোধ্য ঘৃতাক্তং মূর্দ্ধ্নি পিচুং দদ্যাৎ। ততো নাভিনাড়ীমষ্টাঙ্গুলমায়ম্য সূত্রেণ

করাইবে।* এই অবস্থায় চারিজন অশঙ্কনীয়, পরিণতবয়স্ক, প্রসবকর্ম্মকুশল স্ত্রীলোক কর্ত্তিতনখ-হস্তে উহাকে পরিচরণ করাইবে। ৬। অনন্তর উহারা উহার অপত্য-মার্গ অনুলোম ও সুখকররূপে তৈলাভ্যক্ত করিবে এবং উহাকে একজন কহিবে যে, হে সুভগে! কুন্থন দাও, কিন্তু প্রসববেদনা উপস্থিত না হইলে কুন্থন যদিও না। অনন্তর গর্ভের নাড়ীবন্ধন বিমুক্ত হইলে এবং শ্রোণি, বঙ্ক্ষণ, বস্তি ও মস্তক বেদনাযুক্ত হইলে আস্তে আস্তে কুন্থন দেওয়াইবে। অনন্তর গর্ভ যোনিমুখে দেখা দিলে গাঢ়রূপে কুন্থন দেওয়াইবে; অনন্তর গর্ভ যোনিমুখ প্রাপ্ত হইলে গাঢ়তর কুন্থন দেওয়াইবে। যতক্ষণ বিশল্যভাব না হয় [অর্থাৎ গর্ভের শল্যভাব মুক্ত না হয়] ততক্ষণ এইরূপ কুন্থন দিবে। ৭। অকালে কুন্থন দিলে বধির, মূক, বিস্রস্তহনু, ঊর্দ্ধজত্রুগত-রোগগ্রস্ত, কাসশ্বাসোপদ্রুত, কুব্জ বা বিকট সন্তান উৎপন্ন হয়। ৮। আর প্রতিলোম গর্ভকে অনুলোম করিবে। [মূঢ়গর্ভনিদানে আছে]। ৯। গর্ভ বদ্ধ হইলে কৃষ্ণ-সর্পের নির্ম্মোক দ্বারা যোনিতে ধূপ দিবে অথবা মদনফলের ধূপ দিবে। গর্ভিণীর হস্তপাদে হিরণ্যপুষ্পীর (লাঙ্গলিয়ার) মূল অথবা সুবর্চ্চলা (সূর্য্যভক্তা) বা বিশল্যা (পারুল) বাঁধিয়া দিবে [এস্থলে সুবর্চ্চলা বা বিশল্যার মূল বা যে কোন অঙ্গ বুঝিতে হইবে]। ১০। অনন্তর জাত সন্তানের উল্ব (জরায়ু) অপনীত করিবে। আর সৈন্ধব ও ঘৃত দ্বারা মুখ নির্ম্মলীকৃত করিবে [চরক বলেন, সৈন্ধব ও ঘৃত পান করাইয়া বমন করাইবে]; আর মস্তকে ঘৃতাক্ত পিচু স্থাপন করিবে। পরে নাভিমূল হইতে [চরকমতে এই ব্যাখ্যা করা হইল] অষ্ট অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া যেস্থান ছেদন করিতে হইবে সেই স্থানের উর্দ্ধে ও নিম্নে চিহ্ন দিয়া সেই স্থান ছেদন করিতে হইবে। তাহার পর কুমারের নাড়ী

বদ্ধা চ্ছেদয়েৎ তৎসূত্রৈকদেশঞ্চ কুমারস্য গ্রীবায়াং সম্যগ্‌বধ্নীয়াৎ ॥ ১১

অথ কুমারং শীতাভিরদ্ভিরাশ্বাস্য জাতকর্ম্মণি কৃতে মধুসর্পিরনন্তাব্রাহ্মীরসেন সুবর্ণচূর্ণমঙ্গুল্যানামিকয়া লেহয়েৎ। ততো বলাতৈলেনাভ্যজ্য ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ সর্ব্বগন্ধোদকেন বা রূপ্যহেমপ্রতপ্তেন বা বারিণা স্নাপয়েদেনং কপিত্থপত্রকষায়েণ বা কোষ্ণেন যথাকালং যথাদোষং যথাবিভবঞ্চ ॥ ১২

ধমনীনাং হৃদিস্থানাং বিবৃতত্বাদনন্তরম্।
চতুরাত্রাৎ ত্রিরাত্রাদ্বা স্ত্রীণাং স্তন্যং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৩

তস্মাৎ প্রথমেঽহ্নি মধুসর্পিরনন্তামিশ্রং মন্ত্রপূতং ত্রিকালং পায়য়েদ্দ্বিতীয়ে লক্ষ্মণাসিদ্ধং সর্পিস্তৃতীয়ে চ ততঃ প্রাঙ্‌নিবারিতং স্তন্যং মধুসর্পিঃ স্বপাণিতলসম্মিতং দ্বিকালং পায়য়েৎ ॥ ১৪

অথ সূতিকাং বলাতৈলাভ্যক্তাং বাতহরৌষধনিঃক্বাথেনোপচরেৎ সশেষদোষাঞ্চ তদহঃ পিপ্পলীপিপ্পলীমূলহস্তিপিপ্পলীচিত্রকশৃঙ্গবেরচূর্ণং গুড়োদকেনোষ্ণেন পায়য়েৎ। এবং দ্বিরাত্রং ত্রিরাত্রং বা কুর্য্যাদা দুষ্টশোণিতাৎ। বিশুদ্ধে ততো বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধাং স্নেহযবাগূং ক্ষীরযবাগূং বা

সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া সেই সূত্রের অপর প্রান্ত আল্গা আল্গা কুমারের গলায় বাঁধিয়া দিবে [তাহা হইলে আর স্রাব হইবে না]। ১১। অনন্তর কুমারের মুখে শীতল জল দিয়া আশ্বাসিত করিবে এবং জাতকর্ম্ম করিয়া মধু, ঘৃত, অনন্তমূল-চূর্ণ, ব্রাহ্মীরস ও সুবর্ণচূর্ণ এই সকলের অবলেহ [রেণুমাত্রায়] অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা লেহন করাইবে। অনন্তর বলাতৈলে অভ্যক্ত করিয়া পিত্তঘ্ন ক্ষীরবৃক্ষ-ক্বাথ বা বাতঘ্ন এলাদি-ক্বাথ অথবা দগ্ধ রৌপ্য দগ্ধ সহকারে তাপিত জলে স্নান করাইবে। অথবা কপিত্থপত্রের ক্বাথে স্নান করাইবে। ক্বাথ বা জল ঈষৎ উষ্ণ হওয়া আবশ্যক। আর দোষ, কাল ও বিভব বিবেচনা করিয়া স্নান করাইবে। ১২। অনন্তর প্রসবের পর চারিদিন বা তিনদিনে স্ত্রীদিগের হৃদিস্থ ধমনী সকল বিবৃত হইলে, স্তন্য নিঃসৃত হয়। ১৩। সেইজন্য প্রথমদিন অনন্তমূল-চূর্ণ মিশ্রিত [বাগ্‌ভটে অনন্ত শব্দে দূর্ব্বা ব্যাখ্যা আছে] মধুঘৃত মন্ত্রপূত করিয়া তিন বেলা পান করাইবে। দ্বিতীয় দিন লক্ষ্মণামূলসিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে; তৃতীয় দিনও তাহাই। অনন্তর চতুর্থ দিবসে প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্বীয় পাণিতলের পরিমাণে মধু ও সর্পিঃ পান করিবে। ১৪। অনন্তর সূতিকাকে বলাতৈলে অভ্যক্ত করিয়া পান পরিষেক প্রভৃতি কার্য্যে বাতহর ঔষধের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। রক্তের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতেই পিপুল, পিপুলমূল, গজপিপুল, চিতা ও শুঁঠের চূর্ণ গুড়োদকের সহিত উষ্ণ করিয়া পান করিতে দিবে। এইরূপ দুই তিন দিন বা যে কয়দিন দুষ্টরক্ত থাকিবে, সেই কয়দিন ঐ ঔষধ পান করাইবে। অনন্তর রক্ত বিশুদ্ধ হইলে বিদারি-

পায়য়েৎ ত্রিরাত্রম্। ততো যবকোলকুলত্থসিদ্ধেন জাঙ্গলরসেন শাল্যোদনং ভোজয়েদ্বলমগ্নিবলঞ্চাবেক্ষ্য। অনেন বিধিনাধ্যর্দ্ধমাসমুপসংস্কৃতা বিমুক্তাহারাচারা বিগতসূতিকাভিধানা স্যাৎ পুনরার্ত্তবদর্শনাদিত্যেকে॥ ১৫

ধন্বভূমিজাতাং সূতিকাং ঘৃততৈলয়োরন্যতরস্য মাত্রাং পায়য়েৎ পিপ্পল্যাদিকষায়ানুপানং স্নেহনিত্যা চ স্যাৎ ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা। বলবতীমবলাং যবাগূং পায়য়েৎ ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা। অত ঊর্দ্ধং স্নিগ্ধেনান্নসংসর্গেণোপচরেৎ. প্রায়শশ্চৈনাং প্রভূতেনোষ্ণোদকেন পরিষিঞ্চেৎ। ক্রোধায়াসমৈথুনাদীন্ পরিহরেৎ॥ ১৬

ভবতশ্চাত্র।

মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
স কৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেদত্যপতর্পণাৎ॥
তস্মাৎ তাং দেশকালৌ চ ব্যাধিসাত্ম্যেন কর্ম্মণা।
পরীক্ষ্যোপচরেদেবং নেয়মত্যয়মাপ্নুয়াৎ॥ ১৭

অথাপরাপতন্ত্যানাহাধ্মানৌ কুরুতে তস্মাৎ কণ্ঠমস্যাঃ কেশবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা প্রমৃজেৎ। কটুকালাবুকৃতবেধনসর্ষপসর্পনির্ম্মোকৈর্বা কটুতৈলবিমিশ্রৈর্যোনিমুখং ধূপয়েৎ। লাঙ্গলীমূলকল্কেন বাস্যাঃ পাণিপাদতলমালিম্পেৎ। মূর্দ্ধ্নি বাস্যা মহাবৃক্ষক্ষীরমনুষেচয়েৎ। কুষ্ঠলাঙ্গলীমূলকল্কং বা মদ্যমূত্রয়োরন্যতরেণ পায়য়েৎ। শালিমূলকল্কং বা পিপ্পল্যাদিং বা মদ্যেন। সিদ্ধার্থককুষ্ঠলাঙ্গলীমহাবৃক্ষক্ষীরমিশ্রেণ সুরামণ্ডেন বাস্থাপয়েৎ। এতৈরেব সিদ্ধেন সিদ্ধার্থকতৈলেনোত্তরবস্তিং দদ্যাৎ স্নিগ্ধেন বা কৃত্তনখেন হস্তেনাপহরেৎ॥ ১৮

প্রজাতায়াশ্চ নার্য্যা রুক্ষশরীরায়াস্তীক্ষ্ণৈরবিশোধিতং রক্তং বায়ুনা তদ্দেশগেনাতিসংরুদ্ধং নাভেরধঃ পার্শ্বয়োর্বস্তৌ বস্তিশিরসি বা গ্রন্থিং করোতি। ততশ্চ নাভিবস্ত্যুদরশূলানি ভবন্তি সূচীভিরিব নিস্তুদ্যতে ভিদ্যতে দীর্য্যত ইব চ পক্বাশয়ঃ। সমন্তাদাধ্মানমুদরে মূত্রসঙ্গশ্চ ভবতীতি মক্কল্ললক্ষণম্। তত্র বীরতর্বাদিসিদ্ধং জলমুষ্ককাদিপ্রতীবাপং পায়য়েৎ। যবক্ষারচূর্ণং বা সর্পিষা সুখোদকেন বা লবণচূর্ণং বা পিপ্পল্যাদিকাথেন পিপ্পল্যাদিচূর্ণং বা সুরামণ্ডেন বরুণাদিকাথং বা পঞ্চকোলৈলাপ্রতীবাপং পৃথক্পর্ণ্যাদিকাথং বা ভদ্রদারুমরিচসংসৃষ্টং পুরাণগুড়ং

পঞ্চকোলসিদ্ধ স্নেহযবাগূ বা ক্ষীরযবাগূ তিন দিন পান করাইবে। অনন্তর বল ও অগ্নিবল বুঝিয়া যব, কুল ও কুলত্থের সহিত জাঙ্গল রস সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। এইরূপ নিয়মে তিন পক্ষকাল পরিচারিত হইবে এবং অনিয়মিত আহার ও আচার পরিত্যাগ করিবে। তিন পক্ষের পর উঁহাকে আর সূতিকা নামে অভিহিত করা যাইবে না। কেহ কেহ বলেন যে, পুনর্ব্বার আর্ত্তব দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত সূতিকা বলা যাইবে। ১৫। জাঙ্গলদেশে প্রসব হইলে সূতিকাকে স্নেহকালে একমাত্রা [অর্থাৎ দিবাভাগের মধ্যে জীর্ণ হইতে পারে এরূপ মাত্রায়] ঘৃত বা তৈল পান করাইয়া পিপ্পল্যাদি কষায় অনুপান করাইবে। আর প্রসবের পর তিন দিন বা পাঁচ দিন স্নেহনিত্যা হইবে [অর্থাৎ অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়া ও স্নেহ পান করিবে। "আর স্নেহ জীর্ণ হইলে পূর্ব্বকথিত ঔষধের সহিত সিদ্ধ পেয়া পান করিবে"] সূতিকা বলবতী হইলে ঐ ঐরূপ করিবে। আর সূতিকা দুর্ব্বলা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত সিদ্ধ যবাগূ ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র পান করাইবে। ইহার পর সূতিকাকে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত সিদ্ধ স্নিগ্ধ অন্ন প্রদান করিবে। আর প্রায়ই ইহাকে প্রভূত উষ্ণজলে পরিষেক করাইবে। আর সূতিকা ক্রোধ, আয়াস ও মৈথুনাদি পরিহার করিবে। ১৬। এইস্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—মিথ্যাচার হেতু সূতিকার যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, অপতর্পণ করিলে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। এইজন্য তাহাকে দেশ, কাল ও ব্যাধি বিচার করিয়া, চিকিৎসা করিতে হইবে। তাহা হইলে আর অপকার হইবে না। ১৭। অপরা (ফুল) পতিত না হইলে আনাহ ও আধ্মান উৎপাদন করে। সেইজন্য সূতিকার কণ্ঠ কেশবেষ্টিত অঙ্গুলি দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়। অথবা তিতলাউ, কৃতবেধন, সর্ষপ ও সাপের খোলস কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনি-মুখে ধূপ দিতে হয়। অথবা ইহার পাণিতল ও পদতলে লাঙ্গলীমূলের কল্ক লেপন করিতে হয়। অথবা ইহার মস্তকে মনসা-বৃক্ষের ক্ষীর সেচন করিতে হয়। অথবা কুড় ও লাঙ্গলী-মূলের কল্ক মদ্য বা গোমূত্রের সহিত পান করাইতে হয়। অথবা শালিমূলের কল্ক বা পিপ্পল্যাদি গণের কল্ক মদ্যের সহিত পান করাইতে হয়। অথবা সর্ষপ, কুড়, লাঙ্গলিয়া ও মনসার ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত সুরামণ্ডের আস্থাপন দিতে হয়। অথবা ঐ সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ সর্ষপ-তৈলের উত্তরবস্তি দিতে হয়। অথবা অপরা স্নিগ্ধ ও কর্ত্তিতনখ হস্ত দ্বারা আহরণ করিতে হয়। ১৮। অনন্তর মক্কল্ল শূলের লক্ষণ বলা যাইতেছে। নারী রুক্ষশরীর হইলে প্রসবের পর তীক্ষ্ণ দ্রব্য সেবন হেতু তাহার অবিশোধিত রক্ত গর্ভস্থ বায়ুকর্ত্তৃক অতিশয় সংরুদ্ধ হওয়াতে নাভির নিম্নে, পার্শ্বদ্বয়ে, বস্তিতে বা বস্তিশীর্ষে গ্রন্থি উৎপাদন করে। তৎপরে নাভি, বস্তি ও উদরে শূল হইতে থাকে, আর পক্বাশয়ে যেন সূচী দ্বারা তোদন হইতে থাকে, যেন ভেদন হইতে থাকে, যেন উহা বিদীর্ণ হইতে থাকে। উদরে সমন্তাৎ আধ্মান ও মূত্র বদ্ধ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বীরতরাদির কাথে জল মুষকাদির (বোধ হয় মুষ্ককাদির) কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। অথবা অবস্থাভেদে পিপ্পল্যাদি-কাথের সহিত যবক্ষারচূর্ণ, সুরামণ্ডের সহিত পিপ্পল্যাদি-চূর্ণ, বরুণাদি-কাথের সহিত, পঞ্চ কোল ও এলাচূর্ণ, বিদারী-গন্ধাদি-কাথের সহিত ভদ্রদারু ও মরিচ-

বা ত্রিকটুকচতুর্জ্জাতককুস্তম্বুরুমিশ্রং খাদেদচ্ছং বা পিবেদরিষ্টমিতি ॥ ১৯

অথ বালং ক্ষৌমপরিবৃতং ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়াং শয্যায়াং শায়য়েৎ। পীলুবদরীনিম্বপরুষকশাখাভিশ্চৈনং বীজয়েৎ। মূর্দ্ধ্নি চাস্যাহরহস্তৈলপিচুমবচারয়েৎ। ধূপয়েচ্চৈনং রক্ষোঘ্নৈর্ধূপৈঃ। রক্ষোঘ্নানি চাস্য পাণিপাদশিরোগ্রীবাস্ববসজেৎ। তিলাতসীসর্ষপকণাংশ্চাত্র প্রকিরেৎ। অধিষ্ঠানে চাগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ। ব্রণিতোপাসনীয়ঞ্চাবেক্ষেত ॥ ২০

ততোদশমেহহনি মাতাপিতরৌ কৃতমঙ্গলকৌতুকৌ স্বস্তিবাচনং কৃত্বা নাম কুর্য্যাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম বা ॥ ২১

ততো যথাবর্ণং ধাত্রীমুপেয়ান্মধ্যমপ্রমাণাং মধ্যমবয়সমরোগাং শীলবতীমচপলামলোলুপামকৃশামস্থূলাং প্রসন্নক্ষীরামলম্বৌষ্ঠীমলম্বোর্দ্ধস্তনীমব্যঙ্গামব্যসনিনীং জীবদ্বৎসাং দোগ্ধ্রীং বৎসলামক্ষুদ্রকর্ম্মিণীং কুলে জাতামতো ভূয়িষ্ঠৈশ্চ গুণৈরন্বিতাং শ্যামামারোগ্যবলবৃদ্ধয়ে বালস্য। তত্রোর্দ্ধস্তনী করালং কুর্য্যাৎ। লম্বস্তনী নাসিকামুখং ছাদয়িত্বা মরণমাপাদয়েৎ। ততঃ প্রশস্তায়াং তিথৌ শিরঃস্নাতমহতবাসসমুদঙ্মুখং শিশুমুপবেশ্য ধাত্রীং প্রাঙ্মুখীমুপবেশ্য দক্ষিণং স্তনং ধৌতমীষৎপরিস্রুতমভিমন্ত্র্য মন্ত্রেণানেন পায়য়েৎ।

চত্বারঃ সাগরাস্তভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীরবাহিণঃ।
ভবন্তু সুভগে নিত্যং বালস্য বলবৃদ্ধয়ে ॥
পয়োঽমৃতরসং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাশ্যামৃতং যথা ॥ ২২

অতোঽন্যথা নানাস্তন্যোপযোগস্যাসাত্ম্যাদ্ ব্যাধিজন্ম ভবতি। অপরিস্রুতেঽপ্যতিস্তব্ধস্তন্যপূর্ণস্তনপানাদুৎক্রুহিতস্রোতসঃ শিশোঃ কাসশ্বাসবমীপ্রাদুর্ভাবঃ। তস্মাদেবংবিধানং স্তন্যং ন পায়য়েৎ ॥ ২৩

ক্রোধশোকাবাৎসল্যাদিভিশ্চ স্ত্রিয়াঃ স্তন্যনাশো ভবতি। অথাস্যাঃ ক্ষীরজননার্থং সৌমনস্যমুৎপাদ্য যবগোধূমশালিষষ্টিকমাংসরসসুরাসৌবীরক-পিণ্যাক-লশুন-মৎস্য-কশেরুক-শৃঙ্গাটকবিসবিদারিকন্দমধুকশতাবরী-নলিকালাবু-কালশাকপ্রভৃতীনি বিদধ্যাৎ ॥ ২৪

অথাস্যাঃ স্তন্যমপ্সু পরীক্ষেত; তচ্চেচ্ছীতলমমলং তনু শঙ্খাবভাসমপ্সু ন্যস্তমেকীভাবং গচ্ছত্যফেনিলমতন্তুমন্নোৎপ্লবতে ন সীদতি বা তচ্ছুদ্ধমিতি বিদ্যাৎ তেন কুমারস্যারোগ্যং শরীরোপচয়ো বলবৃদ্ধিশ্চ ভবতি। নচ ক্ষুধিতশোকার্ত্ত-শ্রান্ত-প্রদুষ্ট-ধাতুগর্ভিণীজ্বরিতাতিক্ষীণাতিস্থূলবিদগ্ধ-

---

চূর্ণ, পুরাণ গুড়ের সহিত ত্রিকটু চতুর্জ্জাতক ও কুস্তম্বুরুচূর্ণ বা কেবল অভয়ারিষ্টাদি অরিষ্ট পান করিবে। ১৯। ভূমিষ্ঠ শিশুকে, পূর্ব্বকথিত আচরণের পর, ক্ষৌমবস্ত্রে পরিবৃত করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃত শয্যায় শয়ন করাইবে। আর ইহাকে পীলু, বদরী, নিম্ব ও পরুষক বৃক্ষের শাখা দ্বারা বীজন করিবে। আর ইহার মস্তকে অহরহ তৈলপিচু স্থাপন করিবে। আর ইহার গৃহে রক্ষোঘ্ন ধূপ দিয়া ইহাকে রক্ষা করিবে। আর ইহার পাণি, পাদ, মস্তক ও গ্রীবাদেশে রক্ষোঘ্ন দ্রব্য সকল বাঁধিয়া দিবে। আর তিল, তিসী ও সর্ষপকণা ছড়াইয়া দিবে। আর সূতিকাগৃহে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। আর ব্রণিতোপাসনীয় পরিচ্ছেদোক্ত ক্রিয়া সকল আবশ্যক হইলে তাহাও করিবে। ২০। অনন্তর দশম দিবসে মাতা-পিতা মঙ্গল ও কৌতুককর্ম্ম সমাপন এবং স্বস্তিবাচন করিয়া ইচ্ছামত নাম বা নক্ষত্রের নামানুসারে নামকরণ করিবে। ২১। অনন্তর বালকের আরোগ্য ও বলবৃদ্ধির জন্য সমানবর্ণা ধাত্রী আনয়ন করিবে। ধাত্রী মধ্যপ্রমাণা, মধ্যমবয়স্কা, অরোগা, শীলবতী, অচপলা, অলোলুপা, অকৃশা, অস্থূলা, প্রসন্নদুগ্ধা, অলম্বৌষ্ঠী (যাহার ওষ্ঠ ঝোলা নহে), অলম্বস্তনী, অনূর্দ্ধস্তনী, অব্যঙ্গা (অকলঙ্কিত-শরীরা), অব্যসনী, জীবদ্বৎসা (যাহার বৎস জীবিত), দোগ্ধ্রী, বৎসলা, অক্ষুদ্রকর্ম্মিণী, সৎকুলজাতা, অন্যান্য ভূয়িষ্ঠ গুণযুক্তা ও শ্যামা (উৎকৃষ্ট গৌরবর্ণা) হওয়া আবশ্যক [টীকাকারমতে শ্যামা শব্দে শ্যামবর্ণা]। ধাত্রী উর্দ্ধস্তনী (উচ্চস্তনী) হইলে তাহার আকার ভীষণ হইয়া থাকে। লম্বস্তনী হইলে শিশুর নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। অনন্তর প্রশস্ত তিথিতে শিশুকে শিরঃস্নাত, অচ্ছিন্নবাস-পরিবৃত ও উত্তরমুখে অবস্থিত এবং ধাত্রীকে প্রাঙ্মুখী করিয়া উপবেশন করাইবে। অনন্তর দক্ষিণ স্তন ধৌত ও ঈষৎ পরিস্রুত করিয়া (গালিয়া) নিম্নলিখিত মন্ত্রসহকারে পান করাইবে। মন্ত্র যথা ;—চত্বারঃ সাগরা ইত্যাদি। ২২। ইহার অন্যথা করিয়া নানাবিধ স্তন্য সেবন করাইলে অসাত্ম্য বশতঃ রোগের উৎপত্তি হয়। স্তন্য প্রথমে কিঞ্চিৎ গালিয়া না খাওয়াইলে, স্তন অতি স্তব্ধ স্তন্যে পূর্ণ থাকাতে, সেই স্তন পান করিলে শিশুর স্রোত সকল উদ্গীর্ণ হয়; তাহাতে কাস, শ্বাস ও বমি হইয়া থাকে। অতএব এবংবিধ স্তন পান করাইবে না। ২৩। ক্রোধ, শোক ও অবাৎসল্য বশতঃ স্ত্রীদিগের স্তন্য নাশ হয়। আর ইহার স্তন্য উৎপাদন করিবার জন্য সৌমনস্য (মনের স্বাস্থ্য) উৎপাদন করিয়া যব, গোধূম, শালি, ষষ্টিক, মাংসরস, সুরা, সৌবীরক, পিণ্যাক, রসুন, মৎস্য, কশেরুক (কেশুর), শৃঙ্গাটক (পাণিফল), বিস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মধুক (মৌলফুল), শতমূলী, নালিকা (কলমী), অলাবু, কালশাক প্রভৃতি সেবন করাইবে। ২৪। অনন্তর ইহার স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিবে। যদি স্তন্য শীতল, অমল, তনু ও শঙ্খবর্ণ হয়, আর জলে নিক্ষেপ করিলে ভিন্ন না হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়, আর ফেনিল বা তন্তুযুক্ত না হয়, আর না ভাসে ও না মগ্ন হয়, তবে তাহা শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। তদ্দ্বারা শিশুর আরোগ্য, শরীরোপচয় ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিশুকে ক্ষুধিত, শোকার্ত্ত, শ্রান্ত, প্রদুষ্টধাতু, গর্ভিণী, জ্বরিত, অতি ক্ষীণ বা অতি স্থূল ধাত্রীর স্তনপান করাইবে না। আর যে ধাত্রী বিদগ্ধ বা বিরুদ্ধ ভোজন করিয়া তর্পিত হইয়াছে, তাহার স্তনপান করাইবে না। আর যদি শিশুকে ঔষধ খাওয়ান হইয়া

ভক্ষ্যবিরুদ্ধাহারতর্পিতায়াঃ স্তন্যং পায়য়েন্নাজীর্ণৌষধঞ্চ বালং,
দোষৌষধমলানাং তীব্রবেগোৎপত্তিভয়াৎ ॥ ২৫

ভবন্তি চাত্র।

ধাত্র্যাস্তু গুরুভির্ভোজ্যৈর্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা।
দোষা দেহে প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদুষ্যতি ॥ ২৬
মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়াঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন শারীরা ব্যাধয়ঃ শিশোঃ।
ভবন্তি কুশলস্তাংশ্চ ভিষক্ সম্যগ্বিভাবয়েৎ ॥ ২৭
অঙ্গপ্রত্যঙ্গদেশে তু রুজা যত্রাস্য জায়তে।
মুহুর্মুহুঃ স্পৃশতি তং স্পৃশ্যমানে চ রৌদিতি ॥
নিমীলিতাক্ষো মূর্দ্ধস্থে শিরোরোগে ন ধারয়েৎ।
বস্তিস্থে মূত্রসঙ্গার্ত্তো রুজা তৃষ্যতি মূর্চ্ছতি ॥
বিণ্মূত্রসঙ্গবৈবর্ণ্যচ্ছর্দ্দ্যাধ্মানান্ত্রকূজনৈঃ।
কোষ্ঠে দোষান্ বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্রস্থাংশ্চ রোদনৈঃ ॥২৮

তেষু চ যথাভিহিতং মৃদ্বচ্ছেদনীয়মৌষধং মাত্রয়া ক্ষীরপস্য ক্ষীরসর্পিষা ধাত্র্যাশ্চ বিদধ্যাৎ, ক্ষীরান্নাদস্যাত্মনি ধাত্র্যাশ্চ; অন্নাদস্য কষায়াদীনাত্মন্যেব ধাত্র্যাঃ। তত্র মাসাদূর্দ্ধং ক্ষীরপায়াঙ্গুলিপর্ব্বদ্বয়গ্রহণসম্মিতামৌষধমাত্রাং বিদধ্যাৎ, কোলাস্থিসম্মিতাং কল্কমাত্রাং ক্ষীরান্নাদায়, কোলসম্মিতামন্নাদায়েতি ॥ ২৯

যেষাং গদানাং যে যোগাঃ প্রবক্ষ্যন্তেঽগদঙ্করাঃ।
তেষু তৎকল্কসংলিপ্তৌ পায়য়েত শিশুং স্তনৌ ॥ ৩০
একং দ্বে ত্রীণি চাহানি বাতপিত্তকফজ্বরে।
স্তন্যপায়াহিতং সর্পিরিতরাভ্যাং যথার্থতঃ ॥ ৩১
নচ তৃষ্ণাভয়াদত্র পায়য়েত শিশুং স্তনৌ।
বিরেকবস্তিবমনান্যতে কুর্য্যাচ্চ নাত্যয়াৎ ॥ ৩২
মস্তলুঙ্গক্ষয়াদ্‌যস্য বায়ুস্তালুস্থি নাময়েৎ।
তস্য তৃড়্দৈন্যযুক্তস্য সর্পির্মধুরকৈঃ শৃতম্।
পানাভ্যঞ্জনয়োর্যোজ্যং শীতাম্বুদ্বেজনং তথা ॥ ৩৩
বাতেনাধ্মাপিতাং নাভিং সরুজাং তুণ্ডিসংজ্ঞিতাম্।
মারুতঘ্নৈঃ প্রশময়েৎ স্নেহস্বেদোপনাহনৈঃ ॥ ৩৪
গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্ ॥ ৩৫

ক্ষীরাহারায় সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধার্থকবচামাংসীপয়স্যাপামার্গশতাবরী-সারিবাব্রাহ্মীপিপ্পলী-হরিদ্রাকুষ্ঠসৈন্ধব-সিদ্ধং,

থাকে, তবে তাহা জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্তনপান করাইবে না, কেননা দোষ, ঔষধ ও মল একত্র হইলে, দোষ ও মলের তীব্রবেগ হইতে পারে [তবে অনেক ঔষধ নারীদুগ্ধ অনুপানেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে]। ২৫। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—গুরু ভোজন, বিষম ভোজন ও দোষল ভোজন দ্বারা ধাত্রীর দোষ সকল দেহে কুপিত হয়; তাহাতে স্তন্য দূষিত হইয়া থাকে। ২৬। মিথ্যাহার-বিহারকারিণী স্ত্রীর বাতাদি দোষ সকল দুষ্ট হইয়া স্তন্যকে দূষিত করে। তাহাতে শিশুর ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। নিপুণ চিকিৎসক ঐ সকল ব্যাধি নিরূপণ করিবেন। আর যে অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে ব্যথা হয়, তাহা স্থির করিবেন। ২৭। শিশুর যে অঙ্গে ব্যথা হয়, সে তাহা মুহুর্মুহুঃ স্পর্শ করে এবং সে অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে রোদন করিয়া থাকে। যদি পীড়া মস্তকে হয়, তবে অক্ষি নিমীলিত করিয়া থাকে এবং মস্তক স্থির রাখিতে পারে না। রোগ বস্তিস্থ হইলে মূত্রবন্ধ বশতঃ কাতর হয় এবং যাতনায় তৃষিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। উদরে রোগ হইলে, বিষ্ঠা-মূত্রের বিবন্ধ, বিবর্ণতা, বমি, আধ্মান ও অন্ত্রকূজন এই সকল চিহ্ন দ্বারা জানা যায়। আর রোগ সর্ব্বাবস্থ (যেমন জ্বররোগ) হইলে রোদন দ্বারা জানা যায়। ২৮। দুগ্ধপায়ী শিশুর ঐ সকল রোগ হইলে যথারোগোক্ত মৃদু অচ্ছেদনীয় (অতীক্ষ্ণ) ঔষধ দুগ্ধ বা ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিবে। আর ধাত্রীকে কেবল ঔষধ দিবে। দুগ্ধান্নভোজী শিশুকে দুগ্ধ বা ঘৃতের সহিত ঔষধ দিবে। আর উহার ধাত্রীকে কেবল ঔষধ দিবে। শিশু অন্নভোজী হইলে কেবল তাহাকেই কষায়াদি ঔষধ দিবে [তখন আর ধাত্রীকে ঔষধ দিতে হইবে না]। দুগ্ধপায়ী শিশুর বয়স এক মাসের অধিক হইলে, তাহাকে ঔষধ চটাইয়া খাওয়াইবে আর অঙ্গুলির দুইটী পর্ব্বে যে পরিমাণ ধরে, উক্ত ঔষধের পরিমাণও সেই পরিমাণ হইবে। দুগ্ধান্নভোজী বালককে ঔষধের কল্ক সেবন করান যায়, কল্কের পরিমাণ কুলের আঁঠীর সমান হওয়া উচিত। অন্নভোজী বালকের ঔষধমাত্রা একটী কুলের সমান। ২৯। চিকিৎসকেরা যে সকল রোগের যে সকল যোগ বলিয়াছেন, তাহা অতঃপর বর্ণিত হইবে। [একমাস-বয়স্ক শিশুর রোগ হইলে] ধাত্রীর স্তনদ্বয় সেই সকল ঔষধের কল্কে লিপ্ত করিয়া শিশুকে পান করাইবে। ৩০। স্তন্যপায়ী শিশুকে বাতজ্বরে একদিন, পিত্তজ্বরে দুইদিন ও কফজ্বরে তিন দিন ঘৃত প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী বালককে প্রয়োজন হইলেই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। ৩১। ঔষধপানের পর, শিশুর তৃষ্ণা হইয়াছে এই ভয়ে, তাহাকে স্তন পান করাইবে না। আর আত্যয়িক ব্যাধি ভিন্ন বিরেক, বস্তি বা বমন দিবে না। ৩২। মস্তলুঙ্গের (মাথার ঘির) ক্ষয় বশতঃ বায়ু যে শিশুর তালুর অস্থি নমিত করে, তাহার তৃষ্ণা ও দৈন্য হইয়া থাকে। তাহাকে কাকোল্যাদি-মধুর-গণসিদ্ধ ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করাইবে আর শীতাম্বু সেচন করিয়া ত্রাসিত করিবে। ৩৩। বায়ু কর্ত্তৃক শিশুর নাভি বেদনার সহিত আধ্মাপিত হইলে, তাহাকে তুণ্ডিনাভি কহে। এইরোগে বাতঘ্ন স্নেহ, স্বেদ ও উপনাহন প্রয়োগ করিলে উপশম হয়। ৩৪। বালকদিগের গুদপাকে পিত্তঘ্নী ক্রিয়া করিবে। বিশেষতঃ পান ও আলেপনে রসাঞ্জন হিতকর। ৩৫। দুগ্ধাহারী বালককে সর্পিঃপ্রয়োগ করিতে হইলে, তাহা সিদ্ধার্থক

ক্ষীরান্নাদায় মধুকবচাপিপ্পলীচিত্রকত্রিফলাসিদ্ধম্, অন্নাদায় দ্বিপঞ্চমূলীক্ষীর-তগর-ভদ্রদারু-মরিচ-মধুবিড়ঙ্গদ্রাক্ষাদ্বিব্রাহ্মী-সিদ্ধম্ ॥ ৩৬

তেনারোগ্যবলমেধায়ুংষি শিশোর্ভবন্তি ॥ ৩৭

বালং পুনর্গাত্রসুখং গৃহ্নীয়াৎ নচৈনং তর্জ্জয়েৎ সহসা ন প্রতিবোধয়েদ্বিত্রাসভয়াৎ, সহসা নাপহরেদুৎক্ষিপেদ্বা বাতাদিবিঘাতভয়াৎ, নোপবেশয়েৎ কৌব্জ্যভয়াৎ, নিত্যঞ্চৈনমনুবর্ত্তেত প্রিয়শতৈরজিঘাংসুঃ। এবমনভিহতমনাস্ত্বভিবর্দ্ধতে নিত্যমুদগ্রসত্ত্বসম্পন্নো নীরোগঃ সুপ্রসন্নমনাশ্চ ভবতি। বাতাতপবিদ্যুৎপ্রভাপাদপলতাশূন্যাগারনিম্নস্থানগৃহচ্ছায়াদিভ্যো দুর্গ্রহোপসর্গতশ্চ বালং রক্ষেৎ ॥ ৩৮

নাশুচৌ বিসৃজেদ্বালং নাকাশে বিষমে ন চ।
নোষ্মমারুতবর্ষেষু রজোধূমোদকেষু চ ॥
ক্ষীরসাত্ম্যতয়া ক্ষীরমাজং গব্যমথাপি বা।
দদ্যাদা স্তন্যপর্য্যাপ্তের্বালানাং বীক্ষ্য মাত্রয়া ॥ ৩৯

ষণ্মাসাচ্চৈনমন্নং প্রাশয়েল্লঘু হিতঞ্চ। নিত্যমবরোধরতশ্চ স্যাৎ কৃতরক্ষ উপসর্গভয়াৎ। প্রযত্নতশ্চ গ্রহোপসর্গেভ্যো রক্ষ্যা বালা ভবন্তি ॥ ৪০

অথ কুমার উদ্বিজতে ত্রস্যতি রোদিতি নষ্টসংজ্ঞো ভবতি নখদশনৈর্ধাত্রীমাত্মানঞ্চ পরিণুদতি দন্তান্ খাদতি কূজতি জৃম্ভতে ভ্রুবৌ বিক্ষিপত্যূর্দ্ধং নিরীক্ষতে ফেনমুদ্বমতি সন্দষ্টৌষ্ঠঃ ক্রূরো ভিন্নামবর্চ্চা দীনার্ত্তস্বরো নিশি জাগর্ত্তি দুর্ব্বলো ম্লানাঙ্গো মৎস্যচ্ছুচ্ছুন্দরিমৎকুণগন্ধো যথা পুরা ধাত্র্যাঃ স্তন্যমভিলষতি তথা নাভিলষতীতি সামান্যেন গ্রহোপসৃষ্টলক্ষণমুক্তং, বিস্তরেণোত্তরে বক্ষ্যামঃ ॥ ৪১

শক্তিমন্তঞ্চৈনং জ্ঞাত্বা যথাবর্ণং বিদ্যাং গ্রাহয়েৎ অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি ॥ ৪২

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ ৪৩

(শ্বেতসর্ষপ), বচ, জটামাংসী, পয়স্যা (ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কাকোলী বা ক্ষীরকাকোলী। অর্কপুষ্পী ইতি নিবন্ধ), অপামার্গ, শতমূলী, শারিবা (অনন্তমূল), ব্রাহ্মী, পিপুল, হরিদ্রা, কুড় ও সৈন্ধবের কল্ক সহকারে পাক করিবে। দুগ্ধান্নভোজী বালককে ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইলে মধুক (যষ্টিমধু বা মৌলফুল), বচ, পিপুলি, চিতার মূল ও ত্রিফলার কল্কের সহিত সিদ্ধ করিবে। অন্নভোজী শিশুকে ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইলে দশমূলের ক্বাথ, দুগ্ধ এবং তগরাদির কল্কসহকারে পাক করিবে। তগরাদি যথা —তগর দেবদারু, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দ্রাক্ষা ও দুই প্রকার ব্রাহ্মী (বামনহাটী ও ব্রাহ্মী-শাক)। আর পাকশেষে শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ৩৬। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিলে বালকের আরোগ্য, বল, মেধা ও আয়ু হইয়া থাকে। ৩৭। বালকের গাত্রে না লাগে, এরূপ ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আর উহাকে তর্জ্জন করিতে নাই। সহসা জাগাইতে নাই, কারণ তাহা হইলে হইতে পারে। সহসা আকর্ষণ বা উৎক্ষেপ করিতে নাই, কারণ তাহাতে বাতাদির ব্যাঘাত হইতে পারে। শিশুকে বসাইতে নাই, কারণ তাহাতে কুব্জ হইতে পারে। আর ইহাকে সতত বহুবিধ প্রিয়কার্য্য দ্বারা অনুবর্ত্তন করিবে, কখন জিঘাংসা করিবে না। এইরূপে বালকের মন অনভিহত থাকিলে সে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সতত উদগ্রসত্ত্বসম্পন্ন, নীরোগ ও সুপ্রসন্নমনা হয়। বালককে বাতাতপ, বিদ্যুৎপ্রভা, পাদপ-লতা, শূন্যাগার, নিম্নস্থান, অসাধু গৃহ, অসাধুর ছায়া, দুগ্রহ ও উপসর্গসমূহ হইতে রক্ষা করিবে। ৩৮। অশুচি স্থানে বালককে রাখিবে না, শূন্যস্থানে বা বিষমস্থানে রাখিবে না। আর উষ্মা, বায়ু, বর্ষা, ধূলি, ধূম বা জলময় স্থানে রাখিবে না। বালক যতদিন স্তন্যপানযোগ্য থাকে, ততদিন তাহাকে উপযুক্ত মাত্রায় ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করাইবে, কারণ বালকেরা দুগ্ধসাত্ম্য। ৩৯। বালকের ছয় মাস বয়স হইতে তাহাকে লঘু ও হিতকর অন্ন সেবন করাইবে। সতত পরিজনের মধ্যে রাখিয়া দিবে। তাহার রক্ষাক্রিয়া সম্পাদন করিবে, কেননা তাহা না করিলে উপসর্গের ভয় আছে। বালকদিগকে গ্রহোপসর্গ হইতে প্রযত্নসহকারে রক্ষা করিতে হয়। ৪০। বালক গ্রহাক্রান্ত হইলে সামান্যতঃ তাহার এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। যথা ;—সে উদ্বিগ্ন হয়, ত্রাসিত হয়, রোদন করে, হতচেতন হয়, নখ ও দশন দ্বারা ধাত্রীকে ও আপনাকে আঘাত করে, দাঁত কিড়মিড় করে, কূজন করে, জৃম্ভণ করে, ভ্রূদ্বয় বিক্ষিপ্ত করে, ঊর্দ্ধ নিরীক্ষণ করে, ফেন বমন করে, ওষ্ঠ দংশন করে, ক্রূর-ভাব প্রকাশ করে, আম ও বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে থাকে, আর্ত্তস্বর হয়, রাত্রিতে জাগরণ করে, দুর্ব্বল ও ম্লানাঙ্গ হয়, মৎস্য ছুছুন্দর বা শবের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয় ; পূর্ব্বে যেমন ধাত্রীর স্তন্য অভিলাষ করিত এখন আর সেরূপ অভিলাষ করে না। উত্তরকালে (পরে) এ বিষয় বিস্তারক্রমে বলিব। ৪১। বালক সক্ষম হইয়াছে বুঝিলে তাহাকে বর্ণানুসারে বিদ্যা গ্রহণ করাইবে। অনন্তর ইহার পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স হইলে দ্বাদশবর্ষা পত্নী বিবাহ করিবে। সপত্নীক হইলে শ্রাদ্ধাদি পিত্র্যকর্ম্ম, ধর্ম্ম,-অর্থ, কাম ও সন্তান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪২। যদি পত্নীর বয়স ষোড়শ বৎসরের কম হয়, আর পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসরের কম হয়, আর যদি সেই অবস্থায় গর্ভাধান হয়, তবে গর্ভ কুক্ষিতে বিপদ্যমান হইয়া থাকে। অত্যন্ত বালাতে গর্ভাধান হইলে সন্তান জন্মিতে পারে, কিন্তু অধিক বাঁচে না আর বাঁচিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। সেইজন্য অত্যন্ত বালাতে

অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যামন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্বীত। পুরুষস্যাপ্যেবংবিধস্য ত এব দোষাঃ সম্ভবন্তি॥ ৪৪

তত্র পূর্ব্বোক্তৈঃ কারণৈঃ পতিষ্যতি গর্ভে গর্ভাশয়কটীবঙ্ক্ষণবস্তিশূলানি রক্তদর্শনঞ্চ। তত্র শীতৈঃ পরিষেকাবগাহপ্রদেহাদিভিরুপচরেজ্জীবনীয়শৃতক্ষীরপানৈশ্চ। গর্ভস্ফুরণে মুহুর্মুহুস্তৎসন্ধারণার্থং ক্ষীরমুৎপলাদিসিদ্ধং পায়য়েৎ॥ ৪৫

প্রস্রংসমানে সদাহপার্শ্ব-পৃষ্ঠ-শূলাসৃগ্দরানাহ-মূত্রসঙ্গাঃ, স্থানাৎ স্থানঞ্চোপক্রামতি গর্ভে কোষ্ঠে সংরম্ভঃ; তত্র স্নিগ্ধশীতাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৪৬

বেদনায়াং মহাসহাক্ষুদ্রসহামধুকশ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারিকাসিদ্ধং পয়ঃ শর্করাক্ষৌদ্রমিশ্রং পায়য়েৎ; মূত্রসঙ্গে দর্ভাদিসিদ্ধম্; আনাহে হিঙ্গুসৌবর্চ্চললশুনবচাসিদ্ধম্। অত্যর্থং স্রবতি রক্তে কোষ্ঠাগারিকাগার-মৃৎপিণ্ড-সমঙ্গাধাতকী-কুসুম নবমালিকাগৈরিকসর্জ্জরসরসাঞ্জনচূর্ণং মধুনা লিহ্যাদ্‌যথালাভম্। ন্যগ্রোধাদিত্বক্‌প্রবালকল্কং বা পয়সা পায়য়েদুৎপলাদিকল্কং বা কশেরুশৃঙ্গাটকশালূককল্কং বা শৃতেন পয়সোডুম্বরফলোদককন্দক্বাথেন বা শর্করামধুমধুরেণ শালিপিষ্টম্। ন্যগ্রোধাদিস্বরসপরিপীতং বা বস্ত্রাবয়বং যোনৌ ধারয়েৎ॥ ৪৭

অথাদৃষ্টশোণিতবেদনায়াং মধুকদেবদারুপয়স্যাসিদ্ধং পয়ঃ পায়য়েত, তদেবাশ্মন্তকশতাবরীপয়স্যাসিদ্ধং বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধং বা বৃহতীদ্বয়োৎপলশতাবরীসারিবাপয়স্যামধুকসিদ্ধং বা এবং ক্ষিপ্রমুপক্রান্তানা উপাবর্ত্তন্তে রুজো গর্ভশ্চাপ্যায়তে॥ ৪৮

ব্যবস্থিতে চ গর্ভে শলোনোডুম্বরশলাটুসিদ্ধেন পয়সা ভোজয়েৎ। অতীতে লবণস্নেহবর্জ্জ্যাভির্যবাগূভিরুদ্দালকাদীনাং পাচনীয়োপসংস্কৃতাভিরুপক্রমেত যাবন্তো মাসা গর্ভস্য তাবন্ত্যহানি। বস্ত্যুদরশূলেষু পুরাণগুড়ং দীপনীয়সংযুক্তং পায়য়েদরিষ্টং বা॥ ৪৯

বাতোপসৃষ্টত্বাৎ স্রোতসাং লীয়তে গর্ভঃ; সোঽতিকালমবতিষ্ঠমানো ব্যাপদ্যতে, তাং মৃদুনা স্নেহাদিক্রমেণোপচরেৎ। উৎক্রোশরসসংসিদ্ধামনল্পস্নেহাং যবাগূং পায়য়েৎ। মাষতিলবিল্বশলাটুসিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্ ভক্ষয়েৎ

গর্ভাধান করিতে নাই।৪৩। অতিবৃদ্ধা বা দীর্ঘরোগিণী বা অন্যরোগসংসৃষ্টা পত্নীতে গর্ভাধান করিবে না। আর এবংবিধ পুরুষেও ঐ ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ এবংবিধ পুরুষ কর্ত্তৃক গর্ভাধান হইলে সন্তান দুর্ব্বলাদি দোষগ্রস্ত হয়।। ৪৪। পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহে গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে অকালে গর্ভাশয়, কটী ও বস্তিতে শূল হইতে থাকে এবং রক্ত দর্শন হয়। এরূপ স্থলে শীতল পরিষেক, অবগাহ ও প্রদেহাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আর জীবনীয় গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে। গর্ভের স্ফুরণ হইতে থাকিলে, তাহার ধারণার্থ মুহুর্মুহুঃ নীলোৎপলাদিসিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে। ৪৫। গর্ভ প্রস্রংসমান হইলে দাহ, পার্শ্বশূল, পৃষ্ঠশূল, রক্তস্রাব, আনাহ ও মূত্র বদ্ধ হয়। আর গর্ভ একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া গেলে কোষ্ঠে (উদরে) সংরম্ভ (স্ফীতি) হয়। এরূপস্থলে স্নিগ্ধক্রিয়া হিতকর।৪৬ বেদনা উপস্থিত হইলে মহাসহা (মাষপর্ণী), ক্ষুদ্রসহা (মুদ্গপর্ণী), মধুক (যষ্টিমধু), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) ও কণ্টিকারিকার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ শর্করা ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। মূত্র বদ্ধ হইলে দর্ভাদি (পঞ্চতৃণ) সিদ্ধ দুগ্ধ শর্করা ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। আনাহে হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, লশুন ও বচের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ শর্করা ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে কোষ্ঠাগারিকা নামক কীটগৃহের মৃত্তিকা (কুমুরে পোকার মাটী ?), বরাহক্রান্তা, ধাতকীপুষ্প, নবমালিকা (হাপরমালী), গেরিমাটী, সর্জ্জরস (ধুনা) ও রসাঞ্জনের চূর্ণ, যথালাভ (অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যতগুলি কার্য্যকালে পাওয়া যায়), মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদির ত্বক্ ও নবপল্লবের কল্ক দুগ্ধের সহিত পান করাইবে অথবা উৎপলাদির কল্ক বা কেশুর, শৃঙ্গাটক ও শালুকের কল্ক শৃত দুগ্ধের সহিত পান করাইবে। অথবা শর্করা ও মধু যোগে মধুরীকৃত উডুম্বর-ফলের ক্বাথ বা কশেরুকাদি জলজ কন্দসমূহের ক্বাথের সহিত শালিতণ্ডুল-পিষ্ট পান করাইবে। অথবা যোনিতে ন্যগ্রোধাদি গণের রসে পরিভাবিত বস্ত্র খণ্ড ধারণ করাইবে। ৪৭। যদি বেদনার সঙ্গে শোণিত দৃষ্ট না হয়, তবে যষ্টিমধু, দেবদারু ও পয়স্যার (ক্ষীরবিদারীর) সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে। অথবা দুগ্ধ অশ্মন্তক (কর্ব্বুদার), শতাবরী ও পয়স্যার সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে। বিদারীগন্ধাদির সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। অথবা বৃহতী, কণ্টিকারী, নীলোৎপল, শতাবরী, সারিবা (অনন্তমূল) ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে শীঘ্র চিকিৎসিত হইলে বেদনা সকল উপশমিত হয় এবং গর্ভ আপ্যায়িত হইয়া থাকে। ৪৮। গর্ভ স্থির হইলে উডুম্বরশলাটুসিদ্ধ (উডুম্বরের কোমলফল) গব্যদুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। গর্ভ পতিত হইলে, যে কয় মাস গর্ভ হইয়াছিল, সে কয় দিন, লবণ ও স্নেহবর্জ্জিত যবাগূ সেবন করাইবে। যবাগূ উদ্দালক প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর পাচনীয় ঔষধ সমূহযোগে উপসংস্কৃত হওয়া উচিত। বস্তিশূল ও উদরশূলে দীপনীয়-সংযুক্ত পুরাতন গুড় বা অরিষ্ট পান করাইবে। ৪৯। স্রোত সকল বায়ুর উপদ্রবে আক্রান্ত হইলে গর্ভ লীন হয় এবং যে সময়ের মধ্যে প্রসব হওয়া উচিত, তাহার অধিককাল অপ্রসূত থাকাতে বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। এরূপ গর্ভিণীকে মৃদু স্নেহাদি ক্রম পালন করাইয়া চিকিৎসা করিবে। আর তাহাকে কুররমাংসের রস ও অধিক পরিমাণ স্নেহের সহিত সিদ্ধ যবাগূ পান করাইবে। অথবা মাষ, তিল ও কোমল

মধু মাধ্বীকঞ্চানুপিবেৎ, সপ্তরাত্রম্। কালাতীতস্থায়িনি গর্ভে বিশেষতঃ সধান্যমুদূখলং মুষলেনাভিহন্যাদ্বিষমে বা যানাসনে সেবেত। ৫০।

বাতাভিপন্ন এব শুষ্যতি গর্ভঃ। স মাতুঃ কুক্ষিং ন পূরয়তি মন্দং স্পন্দতে চ, তং বৃংহণীয়ৈঃ পয়োভির্মাংসরসৈশ্চোপচরেৎ॥ ৫১

শুক্রশোণিতং বায়ুনাভিপ্রপন্নমবক্রান্তজীবমাধ্মাপয়ত্যুদরম্। তৎ কদাচিদ্‌যদৃচ্ছয়োপশান্তং নৈগমেষাপহৃতমিতি ভাষন্তে। তদেব কদাচিৎ প্রলীয়মানং নাগোদরমিত্যাহুঃ; তত্রাপি লীনবৎ প্রতীকারঃ॥ ৫২

অত ঊর্দ্ধং মাসানুমাসিকং বক্ষ্যামঃ॥

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকস্তিলাঃ কৃষ্ণাস্তাম্রবল্লী শতাবরী॥
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ লতা চোৎপলসারিবা।
অনন্তা সারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ॥
বৃহত্যৌ কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিশুঙ্গাস্ত্বচো ঘৃতম্।
পৃশ্নিপর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুপর্ণিকা॥
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা॥
বৎসৈতে সপ্ত যোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
যথাসংখ্যং প্রযোক্তব্যা গর্ভস্রাবে পয়োযুতাঃ॥ ৫৩
কপিত্থবৃহতীবিল্ব-পটোলেক্ষুনিদিগ্ধিকাঃ।
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি পায়য়েদ্‌ভিষগষ্টমে॥ ৫৪
নবমে মধুকানন্তাপয়স্যাসারিবাঃ পিবেৎ॥ ৫৫
ক্ষীরং শুণ্ঠীপয়স্যাভ্যাং সিদ্ধং স্যাদ্দশমে হিতম্।
সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং সুরদারু চ॥ ৫৬
এবমপ্যায়তে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চোপশাম্যতি॥ ৫৭

নিবৃত্তপ্রসবায়াস্তু পুনঃ ষড্‌ভ্যো বর্ষেভ্য ঊর্দ্ধং প্রসবমানায়া নার্য্যাঃ কুমারোঽল্পায়ুর্ভবতি॥ ৫৮

অথ গর্ভিণীং ব্যাধ্যুৎপত্তাবত্যয়ে চ্ছর্দ্দয়েৎ, মধুরাম্লেনান্নোপহিতেনানুলোময়েচ্চ, সংশমনীয়ঞ্চ মৃদু বিদধ্যাৎ, অন্নপানয়োরশ্নীয়াচ্চ মৃদুবীর্য্যং মধুরপ্রায়ং গর্ভাবিরুদ্ধঞ্চ, গর্ভাবিরুদ্ধাশ্চ ক্রিয়া যথাযোগং বিদধীত মৃদুপ্রায়াঃ॥ ৫৯

বিল্বফলের সহিত সিদ্ধ কুল্মাষ-সমূহ সেবন করাইবে। আর সপ্তরাত্র মধু ও মাধ্বীক অনুপান করিবে। প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে, উদ্‌খলে ধান্য রাখিয়া মুষল দ্বারা আঘাত করিবে। অথবা বিষম যান বা আসন গ্রহণ করিবে। ৫০। গর্ভ বায়ুপ্রকোপ বশতই শুষ্ক হইতে থাকে। গর্ভ শুষ্ক হইলে মাতার কুক্ষি পূর্ণ হয় না। আর অল্পই স্পন্দন হয়। এরূপ গর্ভকে বৃংহণীয় দুগ্ধ ও মাংসরস দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৫১। শুক্র-শোণিত বায়ু কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে তাহাতে জীবসংক্রমণ হয় না, পরন্তু তাহা গর্ভস্থলে স্থিত হইয়া উদরকে আধ্মাত করে [সুতরাং স্ত্রীকে গর্ভিণী বলিয়া বোধ হয়]। সেই আধ্মান কখন যদৃচ্ছাক্রমে উপশমিত হইলে লোকে বলে যে গর্ভ নৈগমেষ (উত্তরস্থানে বালগ্রহ দেখ) কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। সেই গর্ভই কদাচিৎ প্রলীয়মান হইলে তাহাকে নাগোদর বলিয়া থাকে। নাগোদরের চিকিৎসা লীনগর্ভের চিকিৎসার ন্যায় [উপবাস-ব্রতকর্ম্ম-পরায়ণা কদাহারিণী গর্ভিণীর স্নেহদ্বেষ ও বায়ুপ্রকোপক আহার সেবনহেতু বায়ু কুপিত হওয়াতে গর্ভ বৃদ্ধি পায় না, পরন্তু শুষ্ক হইয়া যায়। সেই গর্ভও বহুকাল গর্ভে অবস্থান করে এবং উদরের অতিমাত্র স্পন্দন হয়। এই গর্ভকে নাগোদর কহে। ইতি চরক]। ৫২। অতঃপর মাসানুমাসিক (ঔষধ) উপদেশ দিব। যষ্টিমধু, শেগুনবীজ, পয়স্যা (ক্ষীরবিদারী), দেবদারু ও কর্ব্বুদার (১); অশ্মন্তক (কর্ব্বুদার বা অম্ললোটক), কৃষ্ণতিল, তাম্রবল্লী (মঞ্জিষ্ঠা) ও শতমূলী (২); বৃক্ষাদনী (বাঁদরা), পয়স্যা (ক্ষীরবিদারী), লতা (প্রিয়ঙ্গু) ও অনন্তমূল (৩); অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, পদ্মা (পদ্মচারিণী বা ভার্গী) ও যষ্টিমধু (৪); বৃহতী, কণ্টিকারী, গাম্ভারী, বটাদি গণের প্ররোহ, ত্বক্ (দারুচিনি) ও ঘৃত (৫); চাকুলে, বেড়েলা, সজিনা, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু (৬); শৃঙ্গাটক (পাণিফল), বিস (ক্ষুদ্র মৃণাল), দ্রাক্ষা, কশেরুকা (কেশুর), যষ্টিমধু ও চিনি (৭); এই সাতটী যোগ এক একটী করিয়া শ্লোকের অর্দ্ধ অর্দ্ধ চরণে লিখিত হইয়াছে। গর্ভস্রাব স্থলে এই সাতটী যোগ যথাক্রমে প্রথম মাস হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত এক এক মাসে দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ৫৩। অষ্টম মাসে গর্ভিণীকে কপিত্থ, বৃহতী, বিল্ব, পল্‌তা, ইক্ষু ও কণ্টিকারী এই সকলের মূল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। ৫৪। নবম মাসে গর্ভিণী যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরবিদারী ও শ্যামালতার মূল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। ৫৫। দশম মাসে গর্ভিণী শুণ্ঠী ও ক্ষীরবিদারীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। অথবা শুণ্ঠী, যষ্টিমধু ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধও হিতকর হইতে পারে। ৫৬। ঐ সকল যোগ সেবন করিলে গর্ভ পুষ্ট হইতে থাকে এবং তীব্র যাতনা প্রশমিত হয় [এবং গর্ভস্রাব হইতে পারে না]। ৫৭। সন্তান হইবার পর [দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বৎসরে সন্তান না হইয়া] ছয় বৎসরের পর পুনর্ব্বার সন্তান হইলে সে সন্তান অল্পায়ু হইয়া থাকে। ৫৮। গর্ভিণীর রোগ হইলে অত্যয়স্থলে তাহাকে বমন করাইতে হয়। আর মধুরাম্ল যোগ প্রয়োগ করিয়া দোষের অনুলোমন করিতে হয়। আর মৃদু-সংশমনীয় যোগ সকল ব্যবস্থা করিতে হয়। আর মৃদুবীর্য্য মধুরপ্রায় ও গর্ভের অবিরুদ্ধ অন্নপান ভোজন করিতে হয়। আর গর্ভের অবিরুদ্ধ মৃদুপ্রায় ক্রিয়া সকল যথাযোগ্য (অর্থাৎ হীন বা অতিমাত্রায় না হয় এরূপ ভাবে) প্রয়োগ করিতে হয়। ৫৯ এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া

ভবন্তি চাত্র।

সৌবর্ণং সুকৃতং চূর্ণং কুষ্ঠং মধু ঘৃতং বচা।
মৎস্যাক্ষকঃ শঙ্খপুষ্পী মধুসর্পিঃ সকাঞ্চনম্॥
অর্কপুষ্পী মধু ঘৃতং চূর্ণিতং কনকং বচা।
হেমচূর্ণানি কৈটর্য্যঃ শ্বেতা দূর্ব্বা ঘৃতং মধু॥
চত্বারোঽভিহিতাঃ প্রাশাঃ শ্লোকার্দ্ধেষু চতুর্ষ্বপি।
কুমারাণাং বপুর্মেধাবলবুদ্ধিবিবর্দ্ধনাঃ॥ ৬০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানে গর্ভিণীব্যাকরণ-শারীরং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীসুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়াং শারীরস্থানং সমাপ্তম্॥ ৩॥

উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—অতি সূক্ষ্ম সুবর্ণচূর্ণ, কুড়, মধু, ঘৃত ও বচ (১); ব্রাহ্মী, শঙ্খপুষ্পী, মধু, ঘৃত ও সুবর্ণচূর্ণ (২); অর্কপুষ্পী, মধু, ঘৃত, স্বর্ণচূর্ণ ও বচ (৩); স্বর্ণচূর্ণ, কৈটর্য্য (কট্‌ফল), শ্বেতদূর্ব্বা, ঘৃত ও মধু (৪); এই চারিটী যোগ শ্লোকের চারিটী অর্দ্ধে এক একটী করিয়া লিখিত আছে। এই সকল যোগ পান করিলে শিশুদিগের বপু, মেধা, বল ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। ৬০

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

শারীরস্থান সমাপ্ত॥ ৩॥

চিকিৎসিত-স্থানম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

দ্বৌ ব্রণৌ ভবতঃ;—শারীর আগন্তুকশ্চেতি। তয়োঃ শারীরঃ পবনপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতনিমিত্তঃ। আগন্তুরপি পুরুষ-পশু-পক্ষিব্যালসরীসৃপপ্রপতনপীড়নপ্রহারাগ্নিক্ষারবিষ-তীক্ষ্ণৌষধশকলকপালশৃঙ্গচক্রেষু-পরশু-শক্তি-কুন্তাদ্যায়ুধাভি-ঘাতনিমিত্তঃ। তত্র তুল্যে ব্রণসামান্যে দ্বিকারণোত্থান-প্রয়োজনসামর্থ্যাদ্দ্বিব্রণীয় ইত্যুচ্যতে ॥ ২

সর্ব্বস্মিন্নেবাগন্তুব্রণে তৎকালমেব ক্ষতোষ্মণঃ প্রশমার্থং পিত্তবচ্ছীতক্রিয়াবধারণবিধির্বিশেষঃ, সন্ধানার্থঞ্চ মধুঘৃতপ্রয়োগঃ ইত্যেতদ্দ্বিকারণোত্থানপ্রয়োজনম্। উত্তর-কালন্তু দোষোপপ্লববিশেষাচ্ছারীরবৎ প্রতীকারঃ ॥ ৩

দোষোপপ্লববিশেষঃ পুনঃ সমাসতঃ পঞ্চদশপ্রকারঃ প্রসরণসামর্থ্যাদ্‌যথোক্তো ব্রণপ্রশ্নাধিকারে। শুদ্ধত্বাৎ ষোড়শ-প্রকার ইত্যেকে ॥ ৪

তস্য লক্ষণং দ্বিবিধং—সামান্যং বৈশেষিকঞ্চ। তত্র সামান্যং রুক্। ব্রণ গাত্রবিচূর্ণনে ব্রণয়তীতি ব্রণঃ। বিশেষ-লক্ষণং পুনর্বাতাদিলিঙ্গবিশেষঃ ॥ ৫

তত্র শ্যাবারুণাভস্তনুঃ শীতপিচ্ছিলাল্পস্রাবী রুক্ষশ্চট-

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিব্রণীয়।

অনন্তর আমরা দ্বিব্রণীয়-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। ব্রণ দুই প্রকার;—শারীর [নিজ বা দোষজ] ও আগন্তু। তন্মধ্যে শারীরব্রণ বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নিপাত হইতে উৎপন্ন হয়। আর আগন্তু ব্রণ মানুষ, পশু, পক্ষী, ব্যাল, সরীসৃপ; পতন, পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণৌষধ, কাষ্ঠাদির খণ্ড, কপাল, শৃঙ্গ, চক্র, শর, পরশু, শক্তি ও কুন্তাদি অস্ত্রের আঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। দুই প্রকার ব্রণই তুল্য বটে; তবে ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার উত্থান (লক্ষণ), ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার প্রয়োজন (শীতোষ্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রয়োগ) ও ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার শক্তি হেতু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া দ্বিব্রণীয় নাম হইয়াছে [মন্ত্র ও অগদসংজ্ঞক প্রলেপ প্রভৃতি ভেষজভেদ, হেতুভেদ ও লক্ষণভেদ দ্বারা আগন্তু ব্রণের নির্দ্দেশ হয়। দোষজ ব্রণ সকল ইহার বিপরীত হয়, ইতি চরক]। ২। সর্ব্বপ্রকার আগন্তু ব্রণেই নির্গত ক্ষতোষ্মার প্রশমার্থ তৎক্ষণাৎ পিত্তের ন্যায় শীতল ক্রিয়া করিতে হয় [শারীর ব্রণের বিদাহ অবস্থায় সচরাচর উষ্ণ প্রলেপ প্রয়োজনীয়]। শীতক্রিয়ার পর শারীর ব্রণের সন্ধানার্থ মধু, ঘৃত প্রয়োগ করিতে হয় [ব্রণের মাংস ঝুলিয়া পড়িলে মধু ও ঘৃতের প্রলেপ দিয়া এক-সমান করিয়া বাঁধিয়া দিবে। ইতি চরক]; ইহাতে [শারীর ও আগন্তু ব্রণের] কারণ, লক্ষণ ও ঔষধবিধির দ্বিবিধত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। শীতক্রিয়া ও সন্ধানের পর আগন্তু ব্রণের প্রতীকার শারীর ব্রণের ন্যায়; কেননা তখন আগন্তুব্রণে শারীর ব্রণের বাতাদি ভিন্ন ভিন্ন দোষের উপদ্রব সকল দৃষ্ট হয় [নিজ ব্রণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাতাদি দোষ কারণ হইয়া থাকে; আগন্তু ব্রণ অগ্রে উৎপন্ন হয়, পরে উহাতে বাতাদি দোষের অনুবন্ধ হইয়া থাকে]। ৩। দোষদিগের পঞ্চদশ প্রকার প্রসরণ [সূত্রস্থান—২১ দেখ] বলিয়া সংক্ষেপতঃ দোষ-দিগের পঞ্চদশ প্রকার উপদ্রব হয়। দোষদিগের প্রসরণ ব্রণপ্রশ্ন-পরিচ্ছেদে [সূত্রস্থানের ২১ পরিচ্ছেদে] বিবৃত হইয়াছে। দোষদিগের প্রসরণ বশতঃ ব্রণের যে সকল বিমিশ্র উপদ্রব হয়, অন্যেরা তাহা ধর্ত্তব্য করেন না; তাঁহারা বলেন যে, ব্রণের বিশুদ্ধ উপদ্রব ষোড়শ প্রকার [যথা;—বীসর্প, পক্ষাঘাত, শিরঃস্তম্ভ, অপতানক, মোহ, উন্মাদ, ব্রণশূল, জ্বর, তৃষ্ণা, হনুগ্রহ, কাস, বমি, অতিসার, হিক্কা, শ্বাস ও কম্প—ইতি চরক]। ৪। ব্রণের লক্ষণ দ্বিবিধ;—সামান্য ও বিশেষ। সামান্য লক্ষণ যথা;—রুক্ [অর্থাৎ বেদনা]; ব্রণ শব্দের অর্থ গাত্র-বিচূর্ণন [ব্রণ অঙ্গচূর্ণে ইতি শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত কবিকল্পদ্রুম। অঙ্গচূর্ণ শব্দের অর্থ অঙ্গভেদ]; গাত্রকে ব্রণ করে অর্থাৎ বর্ণান্তর-যুক্ত করে; এইজন্য ব্রণ নাম হইয়াছে ["ব্রণোতি যস্মাৎ রূঢ়োঽপি আ দেহধারণাৎ তস্মাৎ ব্রণ ইত্যুচ্যতে" ইতি সূত্রস্থানে]। আর ব্রণে বাতাদির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণকে বিশেষ লক্ষণ বলা যায়। ৫। তন্মধ্যে বায়ুপ্রকোপ বশতঃ ব্রণ শ্যাব বা অরুণবর্ণ ও তনু হয়; শীতল, পিচ্ছিল ও অল্প স্রাব করে; রুক্ষ হয়; ব্রণ চটচটবৎ বেদনাযুক্ত

চটায়নশীলঃ স্ফুরণায়ামতোদভেদবেদনাবহুলো নির্ম্মাংস-শ্চেতি বাতাৎ ॥ ৬

ক্ষিপ্রজঃ পীতনীলাভঃ কিংশুকোদকাভোষ্ণস্রাবী দাহ-পাকরাগবিকারী পীতপিড়কাজুষ্টশ্চেতি পিত্তাৎ ॥ ৭

প্রততচণ্ডকণ্ডূবহুলঃ স্থূলো ঘনঃ স্তব্ধশিরাস্নায়ুজালাবততঃ কঠিনঃ পাণ্ডুবভাসো মন্দবেদনঃ শুক্লশীতসান্দ্রপিচ্ছিলাস্রাবী গুরুশ্চেতি কফাৎ ॥ ৮

প্রবালদলনিচয়প্রকাশঃ কৃষ্ণস্ফোটপিড়কাজালোপচিত-স্তুরঙ্গস্থানগন্ধঃ সবেদনো ধূমায়নশীলো রক্তস্রাবী পিত্তলিঙ্গ-শ্চেতি রক্তাৎ ॥ ৯

তোদদাহধূমায়নপ্রায়ঃ পীতারুণাভাসস্তদ্বর্ণস্রাবী চেতি বাতপিত্তাভ্যাম্ ॥ ১০

কণ্ডূয়নশীলঃ সনিস্তোদো দারুণো মুহুর্মুহুঃ শীতপিচ্ছিল-স্রাবী চেতি বাতশ্লেষ্মভ্যাম্ ॥ ১১

গুরুঃ সদাহ উষ্ণঃ পীতঃ পাণ্ডুস্রাবী চেতি পিত্তশ্লেষ্ম-ভ্যাম্ ॥ ১২

রূক্ষস্তনুস্তোদবহুলঃ সুপ্ত ইব চ রক্তারুণাভস্তদ্বর্ণস্রাবী চেতি বাতশোণিতাভ্যাম্ ॥ ১৩

ঘৃতমণ্ডাভো মৎস্যধাবনতোয়গন্ধির্মৃদুর্বিসর্পী উষ্ণকৃষ্ণস্রাবী চেতি পিত্তশোণিতাভ্যাম্ ॥ ১৪

রক্তো গুরুঃ পিচ্ছিলঃ কণ্ডুপ্রায়ঃ স্থিরঃ সরক্তপাণ্ডুস্রাবী চেতি শ্লেষ্মশোণিতাভ্যাম্ ॥ ১৫

স্ফুরণতোদদাহধূমায়নপ্রায়ঃ পীততনুরক্তস্রাবী চেতি বাতপিত্তশোণিতেভ্যঃ ॥ ১৬

কণ্ডূস্ফুরণচুমচুমায়নপ্রায়ঃ পাণ্ডুঘনরক্তাস্রাবী চেতি বাতশ্লেষ্মশোণিতেভ্যঃ ॥ ১৭

দাহপাকরাগকণ্ডুপ্রায়ঃ পাণ্ডুঘনরক্তাস্রাবী চেতি শ্লেষ্ম-পিত্তশোণিতেভ্যঃ ॥ ১৮

ত্রিবিধবর্ণবেদনাস্রাববিশেষোপেতঃ পবনপিত্তকফেভ্যঃ ॥১৯

নির্দহননির্মথনস্ফুরণতোদদাহ-পাক-রাগ-কণ্ডু-স্বাপবহুলো নানাবর্ণবেদনাস্রাববিশেষোপেতঃ পবনপিত্তকফশোণিতেভ্যঃ২০

জিহ্বাতলাভো মৃদুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণো বিগতবেদনঃ সুব্যব-স্থিতো নিরাস্রাবশ্চেতি শুদ্ধো ব্রণ ইতি ॥২১

তস্য ব্রণস্য ষষ্টিরুপক্রমা ভবন্তি। তদ্যথা—অপ-তর্পণমালেপঃ পরিষেকোঽভ্যঙ্গঃ স্বেদো বিম্লাপনমুপনাহঃ পাচনং বিস্রাবণং স্নেহো বমনং বিরেচনং ছেদনং ভেদনং দারণং লেখনমেষণমাহরণং ব্যধনং সীবনং সন্ধানং পীড়নং শোণিতাস্থাপনং নির্ব্বাপণমুৎকারিকা কষায়ো বর্ত্তিঃ কল্কঃ সর্পিস্তৈলং রসক্রিয়াবচূর্ণনং ব্রণধূপন-মুৎসাদনমবসাদনং মৃদুকর্ম্ম দারুণকর্ম্ম ক্ষারকর্ম্মাগ্নিকর্ম্ম

হয় এবং স্ফুরণ, আয়াস, তোদ, ভেদ এই সকল বেদনার বাহুল্য হইয়া থাকে; আর ব্রণ নির্ম্মাংস হয়। ৬। পিত্ত-প্রকোপ বশতঃ ব্রণ শীঘ্র উৎপন্ন হয়, পীত বা নীলাভ হয়, উহার স্রাব দেখিতে কিংশুক-পুষ্পপ্রক্ষালন-জলের ন্যায় হয় এবং উষ্ণ হয়; ব্রণে দাহ, পাক, রক্তিমা এই সকল বিকৃতি হয় আর পীতবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৭। কফপ্রকোপ হেতু ব্রণ অতিশয় কণ্ডুযুক্ত, স্থূল ও ঘন হয়; স্তব্ধ শিরা-স্নায়ুজালে আবৃত হইয়া থাকে, কঠিন হয়, পাণ্ডুবর্ণ হয়, অল্প বেদনাযুক্ত হয়; উহার স্রাব শুক্ল, শীতল, সান্দ্র ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে এবং উহা গৌরবযুক্ত হয়। ৮। রক্তপ্রকোপহেতু ব্রণ প্রবালখণ্ড-সমূহের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক ও পিড়কাজালে উপচিত হয়, তীক্ষ্ণ ক্ষারগন্ধি হয়, অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়, ধূমায়নশীল হয়, রক্তস্রাবী হয় এবং পিত্তলক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। ৯। বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ ব্রণ তোদ, দাহ ও ধূমায়ন-বহুল হইয়া থাকে; উহার বর্ণ পীত বা অরুণ হয় এবং উহা হইতে পীত বা অরুণ স্রাব হইয়া থাকে। ১০। বাত-শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ ব্রণ কণ্ডুয়নশীল, নিস্তোদযুক্ত, দারুণ এবং মুহুর্মুহুঃ শীত-পিচ্ছিলস্রাবী হইয়া থাকে। ১১। পিত্ত-শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ ব্রণ গুরু, দাহযুক্ত, উষ্ণ, পীত ও পাণ্ডুস্রাবী হয়। ১২। বাত-রক্তের প্রকোপ বশতঃ ব্রণ রুক্ষ, তনু, তোদ-যুক্ত, যেন সুপ্ত, রক্তারুণবর্ণ ও রক্তারুণস্রাবী হইয়া থাকে। ১৩। পিত্তরক্তের প্রকোপবশতঃ ব্রণ ঘৃতমণ্ডনিভ, মৎস্যধাবন-জলগন্ধি, মৃদু, বিসর্পী ও উষ্ণকৃষ্ণস্রাবী হইয়া থাকে। ১৪। কফ-রক্তের প্রকোপহেতু ব্রণ রক্তবর্ণ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডুয়নপ্রায়, স্থির এবং ঈষৎ রক্তপাণ্ডুস্রাবী হইয়া থাকে। ১৫। বাত, পিত্ত ও শোণিতের প্রকোপহেতু ব্রণে প্রায়ই স্ফুরণ, তোদ, দাহ ও ধূমায়ন হয়, আর উহা পীতবর্ণ ও তনু রক্তস্রাব করিয়া থাকে। ১৬। বাত, শ্লেষ্মা ও শোণিতের প্রকোপহেতু ব্রণে প্রায়ই কণ্ডুয়ন, স্ফুরণ ও চুমচুমায়ন (চিম চিম বেদনা) হয় এবং পাণ্ডু ও ঘনরক্তের স্রাব হইয়া থাকে। ১৭। কফ, পিত্ত ও রক্তের প্রকোপহেতু ব্রণে প্রায়ই দাহ, পাক, রক্তিমা ও কণ্ডূয়ন হইয়া থাকে এবং পাণ্ডু ও ঘন রক্তের স্রাব হয়। ১৮। বাত, পিত্ত ও কফের প্রকোপ-হেতু একদা ত্রিবিধবর্ণ, ত্রিবিধ বেদনা ও ত্রিবিধ স্রাব হইয়া থাকে। ১৯। বাত, পিত্ত, কফ ও শোণিতের প্রকোপহেতু ব্রণে অতিশয় দাহ, অতিশয় মথন, স্ফুরণ, তোদ, দাহ, পাক, রাগ, কণ্ডু ও সুপ্তি বহুলরূপে অনুভূত হয় এবং নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, বেদনা ও সুপ্তি হইয়া থাকে। ২০। ব্রণ শুদ্ধ হইলে তাহার বর্ণ জিহ্বাতলের ন্যায় হয়, ব্রণ স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, বিগতবেদন, সুব্যবস্থিত ও নিঃস্রাব হয়। ২১। ব্রণের ষষ্টিপ্রকার চিকিৎসা। যথা;—অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন, উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন, বিরেচন, ছেদন, ভেদন, দারণ, (ফাটান। চরক দারণ স্থলে পাটন শব্দ ব্যবহার করিয়া-ছেন), লেখন, এষণ, আহরণ, ব্যধন, সীবন, সন্ধান, পীড়ন, শোণিতাস্থাপন, নির্ব্বাপণ, উৎকারিকা, কষায়, বর্ত্তি, কল্ক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ব্রণ-

কৃষ্ণকর্ম্ম পাণ্ডুকর্ম্ম প্রতিসারণং রোমসঞ্জননং লোমাপহরণং বস্তিকর্ম্মোত্তরবস্তিকর্ম্ম, বন্ধঃ পত্রদানং কৃমিঘ্নং বৃংহণং বিষঘ্নং শিরোবিরেচনং নস্যং কবলধারণং ধূমো মধু সর্পির্যন্ত্র-মাহারো রক্ষাবিধানম্। ২২

তেষু কষায়ো বর্ত্তিঃ কল্কঃ সর্পিস্তৈলং রসক্রিয়াবচূর্ণন-মিতি শোধনরোপণানি। তেষ্বষ্টৌ শস্ত্রকৃত্যাঃ। শোণিতা-স্থাপনং ক্ষারোঽগ্নির্যন্ত্রমাহারো রক্ষাবিধানং বন্ধবিধান-ঞ্চোক্তানি। স্নেহস্বেদনবমনবিরেচনবস্ত্যুত্তরবস্তিশিরোবিরে-চননস্যধূমকবলধারণান্যন্যত্র বক্ষ্যামঃ। যদন্যদবশিষ্টমুপ-ক্রমজাতং তদিহ বক্ষ্যতে॥ ২৩

ষড়্বিধঃ প্রাগুপদিষ্টঃ শোফস্তস্যৈকাদশোপক্রমা ভবন্ত্য-পতর্পণাদয়ো বিরেচনান্তাঃ। তে চ বিশেষেণ শোথপ্রতীকারা বর্ত্তন্তে, ব্রণভাবমাপন্নস্য চ ন বিরুধ্যন্তে। শেষাস্তু প্রায়েণ ব্রণপ্রতীকারহেতব এব। অপতর্পণন্ত্বাদ্য উপক্রমঃ, এষ সর্ব্বশোফানাং সামান্যঃ প্রধানতমশ্চ॥ ২৪

দোষোচ্ছ্রায়োপশান্ত্যর্থং দোষানন্বস্য দেহিনঃ।
অবেক্ষ্য দোষং প্রাণঞ্চ কার্য্যং স্যাদপতর্পণম্॥
ঊর্দ্ধমারুততৃষ্ণাক্ষুন্মুখশোষশ্রমান্বিতৈঃ।
ন কার্য্যং গর্ভিণীবৃদ্ধ-বালদুর্ব্বলভীরুভিঃ॥ ২৫
শোফেষূত্থিতমাত্রেষু ব্রণেষুগ্ররুজেষু চ।
যথাস্বৈরৌষধৈর্লেপং প্রত্যেকশৈব কারয়েৎ॥ ২৬
যথা প্রজ্বলিতে বেশ্মন্যম্ভসা পরিষেচনম্।
ক্ষিপ্রং প্রশময়ত্যগ্নিমেবমালেপনং রুজঃ॥ ২৭
প্রহ্লাদনে শোধনে চ শোফস্য হরণে তথা।
উৎসাদনে রোপণে চ লেপঃ স্যাৎ তু তদর্থকৃৎ॥ ২৮

বাতশোফে তু বেদনোপশমার্থং সর্পিস্তৈলধান্যাম্লমাংস-রসবাতহরৌষধনিঃক্বাথৈরশীতৈঃ পরিষেকান্ কুর্ব্বীত॥ ২৯

পিত্তরক্তাভিঘাতবিষনিমিত্তেষু ক্ষীরঘৃতমধুশর্করোদকেক্ষু-রসমধুরৌষধক্ষীরবৃক্ষনিঃক্বাথৈরনুষ্ণৈঃ পরিষেকান্ কুর্ব্বীত ৩০

শ্লেষ্মশোফে তু তৈলমূত্রক্ষারোদকসুরাশুক্তকফঘ্নৌষধ-নিঃক্বাথৈরশীতৈঃ পরিষেকান্ কুর্ব্বীত॥ ৩১

যথাম্বুভিঃ সিচ্যমানঃ শান্তিমগ্নির্নিযচ্ছতি।
দোষাগ্নিরেবং সহসা পরিষেকেণ শাম্যতি॥ ৩২

অভ্যঙ্গস্তু দোষমালোক্যোপযুক্তো দোষোপশমং মৃদুতাঞ্চ করোতি॥ ৩৩

ধূপন, উৎসাদন, অবসাদন, মৃদুকর্ম্ম, দারুণকর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, কৃষ্ণকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম, প্রতিসারণ, রোমসঞ্জনন, লোমাপহরণ, বস্তিকর্ম্ম, উত্তরবস্তিকর্ম্ম, বন্ধ, পত্রদান, কৃমিঘ্ন, বৃংহণ, বিষঘ্ন, শিরোবিরেচন, নস্য, কবলধারণ, ধূম, মধু, সর্পি, যন্ত্র, আহার ও রক্ষাবিধান। ২২। তন্মধ্যে কষায়, বর্ত্তি, কল্ক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া এবং অবচূর্ণন, শোধন ও রোপণার্থ প্রয়োগ করা হয়। ছেদনাদি আটটী ক্রিয়াকে শস্ত্রকর্ম্ম বলা যায় [কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে ৯টী শস্ত্রকর্ম্মের উল্লেখ আছে, যথা ;—ছেদন, ভেদন, দারণ, লেখন, এষণ, আহরণ, ব্যধন, বিস্রাবণ ও সীবন। বোধ হয় ভেদন ও ব্যধন একার্থক। চরকে ছয় প্রকার শস্ত্রকর্ম্মের উল্লেখ আছে, যথা ;—পাটন, ব্যধন, ছেদন, লেখন, প্রচ্ছন ও সীবন]। শোণিতাস্থাপন, ক্ষার, অগ্নি, যন্ত্র, আহার, রক্ষাবিধান ও বন্ধবিধান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, বস্তি, উত্তরবস্তি, শিরোবিরেচন, নস্য, ধূম ও কবল ধারণ ভবিষ্যতে বর্ণনা করিব। অবশিষ্ট অন্যান্য চিকিৎসা এই স্থানে বলিতেছি। ২৩। পূর্ব্বে ষড়্বিধ শোথ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার চিকিৎসা একাদশ প্রকার। যথা ;—অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন, উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন ও বিরেচন। ইহারাই বিশেষরূপে শোথের প্রতীকার করে। আর শোফ ব্রণভাব (ক্ষতভাব) প্রাপ্ত হইলেও ইহারা বিরোধী হয় না। অবশিষ্ট উনপঞ্চাশটী চিকিৎসা প্রায়ই ব্রণের প্রতীকারহেতু হইয়া থাকে। অপতর্পণ সর্ব্ববিধ শোফেরই চিকিৎসা ; ইহা সর্ব্বশোফের সাধারণ চিকিৎসা বটে, আবার প্রধানতম চিকিৎসাও বটে। ২৪। দোষাক্রান্ত শরীরীর প্রকুপিত দোষের উপশমের জন্য দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া অপতর্পণ করিতে হয়। ঊর্দ্ধবাত, তৃষ্ণা, ক্ষবথু, মুখশোষ বা শ্রান্তি থাকিলে বা রোগী গর্ভিণী, বৃদ্ধ বালক দুর্ব্বল বা ভীরু হইলে উপবাস করিতে নাই। ২৫। শোফ সকল উত্থিত হইবামাত্র এবং উগ্রবেদন ব্রণ সকল উৎপন্ন হইবামাত্র স্ব স্ব দোষানুরূপ প্রলেপ সকল প্রত্যেক স্থলে প্রযোজ্য। ২৬। যেমন প্রজ্বলিত গৃহে জল দ্বারা পরিষেচন করিলে শীঘ্র অগ্নি প্রশমিত হয়, সেইরূপ শোফ ও ব্রণে প্রলেপ দিলে যাতনা সকল শীঘ্র প্রশমিত হয়। ২৭। প্রলেপ কেবল যাতনা নাশ করে এরূপ নহে ; পরন্তু ইহা প্রহ্লাদন (সুখোৎপাদক), শোধন, শোফহরণ, উৎসাদন ও রোপণের কার্য্যও করে। ২৮। বাতশোথে বেদনার উপশমার্থ ঘৃত, তৈল, ধান্যাম্ল, মাংসরস ও বাতহর ঔষধের ক্বাথ উষ্ণ করিয়া পরিষেক করিবে [এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত করিয়া পরিষেক করা যায়]। ২৯। পিত্ত, রক্ত, আঘাত বা বিষ হইতে উৎপন্ন শোথে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা মিশ্র জল, ইক্ষুরস, জীবকাদি মধুরৌষধ এবং বটাদি ক্ষীরী বৃক্ষের ক্বাথ, উষ্ণ না হয় এরূপ অবস্থায় পরিষেক দিবে [এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত করিয়া পরিষেক করিবে]। ৩০। কফজ-শোফে তৈল, মূত্র, ক্ষারজল, সুরা, শুক্ত এবং কফনাশক ঔষধসমূহের ক্বাথ, শীতল না হয় এরূপ অবস্থায়, পরিষেক করিবে। ৩১। যেমন জল দ্বারা সিচ্যমান হইলে অগ্নি শান্তি প্রদান করে, সেইরূপ দোষরূপ অগ্নি পরিষেক দ্বারা সদ্যই শান্ত হয়। ৩২। দোষভেদে বিবেচনা করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে দোষের উপশম ও মৃদুতা হয়। ৩৩। স্বেদ, বিম্লাপন,

স্বেদবিম্লাপনাদীনাং ক্রিয়াণাং প্রাক্ স উচ্যতে।
পশ্চাৎ কর্ম্মসু চাদিষ্টঃ স চ বিস্রাবণাদিষু॥ ৩৪
রুজাবতাং দারুণানাং কঠিনানাং তথৈব চ।
শোফানাং স্বেদনং কার্য্যং যে চাপ্যেবংবিধা ব্রণাঃ॥ ৩৫
স্থিরাণাং রুজতাং মন্দং কার্য্যং বিম্লাপনং ভবেৎ।
অভ্যজ্য স্বেদয়িত্বা তু বেণুনা বা শনৈঃ শনৈঃ॥
বিমর্দ্দয়েদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞস্তলেনাঙ্গুষ্ঠকেন বা॥ ৩৬
শোফয়োরুপনাহস্তু কুর্য্যাদামবিদগ্ধয়োঃ।
অবিদগ্ধঃ শমং যাতি বিদগ্ধঃ পাকমেতি চ॥ ৩৭
নিবর্ত্ততে ন যঃ শোফো বিরেকান্তৈরুপক্রমৈঃ।
তস্য সম্পাচনং কুর্য্যাৎ সমাহৃত্যৌষধানি তু
দধিতক্রসুরাশুক্ত-ধান্যাম্লৈর্যোজিতানি তু।
স্নিগ্ধানি লবণীকৃত্য পচেদুৎকারিকাং শুভাম্॥
সৈরণ্ডপত্রয়া শোফং নাহয়েদুষ্ণয়া তয়া॥ ৩৮
হিতং সম্ভোজনঞ্চাপি পাকায়াভিমুখো যদি॥ ৩৯
বেদনোপশমার্থায় তথা পাকশমায় চ।
অচিরোৎপতিতে শোফে কুর্য্যাচ্ছোণিতমোক্ষণম্॥ ৪০
সশোফে কঠিনে শ্যামে সরক্তে বেদনাবতি।
সংরব্ধে বিষমে বাপি ব্রণে বিস্রাবণং হিতম্॥
সবিষে চ বিশেষেণ জলৌকাভিঃ পদৈস্তথা।
বেদনায়াঃ প্রশান্ত্যর্থং পাকস্যাপ্রাপ্তয়ে তথা॥ ৪১
সোপদ্রবাণাং রুক্ষাণাং কৃশানাং ব্রণশোষিণাম্।
যথাস্বমৌষধৈঃ সিদ্ধং স্নেহপানং বিধীয়তে॥ ৪২
উৎসন্নমাংসশোফে তু কফজুষ্টে বিশেষতঃ।
সংক্লিষ্টশ্যামরুধিরে ব্রণে প্রচ্ছর্দ্দনং হিতম্॥ ৪৩
বাতপিত্তপ্রদুষ্টেষু দীর্ঘকালানুবন্ধিষু।
বিরেচনং প্রশংসন্তি ব্রণেষু ব্রণকোবিদাঃ॥ ৪৪
অপাকেষু তু রোগেষু কঠিনেষু স্থিরেষু চ।
স্নায়ুকোথাদিষু তথা চ্ছেদনং প্রাপ্তমুচ্যতে॥ ৪৫
অন্তঃপূয়েম্ববক্ত্রেষু তথৈবোৎসঙ্গবৎস্বপি।
গতিমৎসু চ রোগেষু ভেদনং প্রাপ্তমুচ্যতে॥ ৪৬
বালবৃদ্ধাসহক্ষীণভীরূণাং যোষিতামপি।
মর্ম্মোপরি চ জাতেষু রোগেষূক্তঞ্চ দারণম্॥

উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, বমন ও বিরেচন এই সকল কর্ম্মের আদিতে অভ্যঙ্গ ব্যবহার করা হয়। আবার বিস্রাবণ প্রভৃতি কর্ম্মের অন্তেও অভ্যঙ্গের ব্যবস্থা আছে। ৩৪। রুজাযুক্ত দারুণ ও কঠিন শোথসমূহেরও স্বেদন কর্ত্তব্য। আর উক্তপ্রকার ব্রণসমূহেরও স্বেদন আবশ্যক। ৩৫। স্থির (অর্থাৎ তলতলে নয়) ও অল্প-বেদন শোফসমূহের (কেহ কেহ বলেন যে, কফাধিক বা বাত-শ্লৈষ্মিক শোফসমূহের) বিম্লাপন (অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া টিপিয়া বসান) ভাল। বিম্লাপন করিতে হইলে শোফকে অভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিতে হয়। পরে আস্তে আস্তে বংশ-খণ্ড দ্বারা বা করতল (বা পাদতল) দ্বারা বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মর্দ্দন করিতে হয়। ৩৬। অপক্ক শোফ বা ঈষৎপক্ক শোথে উপনাহ প্রয়োগ করিতে হয়। উপনাহ দ্বারা অপক্ক শোথ উপশমিত ও ঈষৎপক্ক শোথ পাক প্রাপ্ত হয়। ৩৭। যে শোথ অভ্যঙ্গাদি বিরেচনান্ত চিকিৎসা-ক্রম দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, তাহা, মিশ্রকোক্ত পাচক ঔষধ সকল আহরণ করিয়া, তদ্দ্বারা পাকাইতে হইবে। সেই সকল পাচক ঔষধ দধি, তক্র, সুরা, শুক্ত ও ধান্যাম্লের সহিত সংযুক্ত, ঘৃতাদি যোগে স্নিগ্ধীকৃত ও লবণীকৃত করিয়া উত্তমরূপ উৎকারিকার আকারে প্রলেপ প্রস্তুত করিবে এবং তাহা উষ্ণ করিয়া শোথের উপর স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপর এরণ্ডপত্রের আচ্ছাদন দিবে। ৩৮। শোথ পাকাভিমুখ হইলে হিতকর আহার যথেষ্ট ভোজন করা উচিত [না অতিশয় কফকারী না উপদ্রবকারী এইরূপ ভোজনকেই হিতকর বলা হইয়াছে। আর ভোজন উষ্ণ স্নিগ্ধ হওয়া উচিত। মাষকলায় প্রভৃতি কফকারক দ্রব্য বা ভৃষ্টদ্রব্য ও অন্যান্য রুক্ষ আহার করা উচিত নহে]। ৩৯। অচিরোত্থিত শোথে রক্তমোক্ষণ বিধেয়, তাহাতে বেদনার উপশম হয় এবং শোথের পাক নিবারিত হইতে পারে। ৪০। আর ব্রণ শোথযুক্ত, কঠিন, শ্যাম, সরক্ত, বেদনাযুক্ত, সংরব্ধ (বিশালমূল) ও নিম্নোন্নত হইলেও বিস্রাবণ (রক্ত-মোক্ষণ) হিতকর। বিশেষতঃ বিষাক্ত ব্রণে জলৌকা বা প্রচ্ছন্ন দ্বারা বিস্রাবণ বিধেয়। বিস্রাবণ করিলে শোথ ও ব্রণের বেদনার শান্তি হয় আর পাক না হইতে পারে। ৪১। কম্প পক্ষাঘাত প্রভৃতি উপদ্রবে আক্রান্ত, রুক্ষ, কৃশ ও ব্রণজন্য শোষগ্রস্ত (যেমন ভগন্দর রোগী শোষগ্রস্ত অর্থাৎ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইতে পারে) রোগীদিগের রোগানুরূপ ঔষধের সহিত সিদ্ধ স্নেহ পান করা বিধেয়। ৪২। ব্রণে মাংস স্ফীত হইয়া উঠিলে, বিশেষতঃ ব্রণ কফদূষিত হইলে এবং ব্রণের রক্ত দুষ্ট ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হইলে বমন হিতকর। ৪৩। ব্রণ সকল বাত-পিত্তদূষিত ও দীর্ঘকালানুবন্ধী হইলে ব্রণজ্ঞেরা বিরেচন প্রশস্ত বলেন। ৪৪। যে সকল রোগ পাকে না (যেমন অপচী) এবং যে সকল রোগ কঠিন ও স্থির (অর্থাৎ তলতলে নয়), তাহাতে ছেদনই ভাল। আর স্নায়ুকোথ প্রভৃতি রোগেও ছেদন ভাল [কোথ শব্দের অর্থ পচা বা গলা দ্রব্য। অতএব স্নায়ুকোথ শব্দের 'পচা স্নায়ু' অর্থ করাই ভাল। স্নায়ুকোথ প্রভৃতি বলাতে শিরা ধমনী প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে ইতি নিবন্ধ]। ৪৫। অন্তঃপূয, অন্তর্ম্মুখ, উৎসঙ্গবিশিষ্ট (ফাঁপা) এবং গতিমান্ (যেমন নালী ঘা) রোগসমূহে ভেদনই ভাল। ৪৬। বাল, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু, ক্ষীণ ও ভীরুদিগের রোগসমূহে বা মর্ম্মোপরিজাত রোগসমূহে অস্ত্রাঘাত না করিয়া দারণ করা (ফাটাইয়া দেওয়া) ভাল। চিরবিল্বাদি দারণ-দ্রব্য সকল সুপিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা বা তাহাতে না হইলে ক্ষার

সুপক্বে পিণ্ডিতে শোফে পীড়নৈরবপীড়িতে।
পাকোদ্বৃত্তেষু দোষেষু তত্তু কার্য্যং বিজানতা॥
সুপিষ্টৈর্দারণদ্রব্যৈর্যুক্তৈঃ ক্ষারেণ বা পুনঃ॥ ৪৭
কঠিনান্ স্থূলবৃত্তৌষ্ঠান্ দীর্য্যমাণান্ পুনঃপুনঃ।
কঠিনোৎসন্নমাংসাংশ্চ লেখনেনাচরেদ্ ভিষক্॥
সমং লিখেৎ সুলিখিতং লিখেন্নিরবশেষতঃ।
বর্ত্মনানুপ্রমাণেন সমং শস্ত্রেণ নির্লিখেৎ॥
ক্ষৌমং প্লোতং পিচুং ফেনং যাবশূকং সসৈন্ধবম্
কর্কশানি চ পত্রাণি লেখনার্থে প্রদাপয়েৎ॥ ৪৮
নাড়ীব্রণান্ শল্যগর্ভানুন্মার্গ্যুৎসঙ্গিনঃ শনৈঃ।
করীরবালাঙ্গুলিভিরেষণ্যা বৈষয়েদ্ভিষক্॥ ৪৯
নেত্রবর্ত্মগুদাভ্যাস-নাড্যোহবক্ত্রাঃ সশোণিতাঃ।
চুচ্চুপোদকজৈঃ শ্লক্ষ্ণৈঃ করীরৈরেষয়েৎ তু তাঃ ৫০
সংবৃতাসংবৃতাস্যেষু ব্রণেষু মতিমান্ ভিষক্।

দ্বারা দারণ করিতে হয়। শোথ সুপক্ব ও পিণ্ডিত হইলে প্রথমে পীড়নদ্রব্যসমূহ দ্বারা পীড়ন করিয়া পরে দারণ করিতে হয়। আর দোষ সকল পাকোদ্বৃত্ত হইলেও দারণ করিতে হয় [পাকোদ্বৃত্ত অর্থাৎ কেবল ত্বগ্‌গত। এরূপ দোষকে উত্তান বা অগভীর দোষও বলা যায়। কিন্তু পক্ব অথচ উদ্বৃত্ত বা উত্তান এরূপ অর্থ না করিলে পাকোদ্বৃত্ত পদের সার্থকতা হয় না]। ৪৭। যে সকল দোষ কঠিন, যাহাদের ওষ্ঠ স্থূল ও বৃত্ত, যাহাদিগকে পুনঃপুনঃ দারণ করা হইয়াছে এবং যাহাদের মাংস কঠিন ও উৎসন্ন, তাহাদিগকে লেখন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। লেখন সর্ব্বত্র সমান হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন স্থান উত্তমরূপে লেখন করিয়া পরে নিঃশেষে লেখন করিবে [অর্থাৎ সমস্ত দোষ চাঁচিয়া তুলিয়া লইবে]। সূক্ষ্ম মার্গ দ্বারা সমভাবে শস্ত্র প্রবেশ করাইয়া দোষ নিঃশেষে লেখন করিবে। লেখন-কর্ম্মে এই সকল দ্রব্যও ব্যবহৃত হয়, যথা;—ক্ষৌম, প্লোত (তুলা), পিচু (পলিতা), ফেন (সমুদ্রফেন?), যবক্ষার, সৈন্ধব ও কর্কশ পত্র সকলও লেখন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় [তবেই লেখন শব্দের অর্থ চাঁচা, ছোলা, আঁচড়ান, রগড়ান প্রভৃতি হইতেছে। কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে পূয তুলিয়া লওয়াকেও লেখন বলা যায়। সৈন্ধব বা কর্কশ পত্র দ্বারা কোন স্থান ঘর্ষণ করাকেও লেখন বলা যায়। আবার ছুরী দিয়া কোন স্থানের পূয বা ক্লেদ চাঁচিয়া লওয়াকেও লেখন বলা যায়]। ৪৮। নাড়ীব্রণসমূহ, শল্যগর্ভ ব্রণসমূহ, উন্মার্গগামী ব্রণসমূহ ও উৎসঙ্গযুক্ত (স্ফীত) ব্রণসমূহের মধ্যে আস্তে করীর (অঙ্কুর), কেশ বা অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া এষণ করিতে হয়। ৪৯। নেত্রবর্ত্মস্থ ও গুদস্থ নালী সকল মুখহীন অথচ রক্তযুক্ত হইলে কোমল করীর দ্বারা এষণ করিতে হয়। ঐ সকল করীর চুচ্চুপোদকজ (?) হওয়া উচিত।৫০। ব্রণের মুখ সংবৃত বা অসংবৃত হউক, তন্মধ্যে শল্য থাকিলে ও

যথোক্তমাহরেচ্ছল্যং প্রাগুক্তাহরণলক্ষণম্॥ ৫১
রোগে ব্যধনসাধ্যে তু যথোদ্দেশং প্রমাণতঃ।
শস্ত্রং নিদধ্যাদ্দোষঞ্চ স্রাবয়েৎ কীর্ত্তিতং যথা॥ ৫২
অপাকে পক্রুতা যে চ মাংসস্থা বিবৃতাশ্চ যে।
যথোক্তং সীবনং তেষু কার্য্যং সন্ধানমেব চ॥ ৫৩
পূয়গর্ভানণুদ্বারান্ ব্রণান্ মর্ম্মগতানপি।
যথোক্তৈঃ পীড়নদ্রব্যৈঃ সমন্তাৎ পরিপীড়য়েৎ॥
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
ন চাভিমুখমালিম্পেৎ তথা দোষঃ প্রসিচ্যতে॥ ৫৪
তৈস্তৈর্নিমিত্তৈর্বহুধা শোণিতে প্রস্রুতে ভৃশম্।
কার্য্যং যথোক্তং বৈদ্যেন শোণিতাস্থাপনং ভবেৎ॥ ৫৫
দাহপাকজ্বরবতাং ব্রণানাং পিত্তকোপতঃ।
রক্তেন চাভিভূতানাং কার্য্যং নির্ব্বাপণং ভবেৎ॥
যথোক্তৈঃ শীতলদ্রব্যৈঃ ক্ষীরপিষ্টৈর্ঘৃতপ্লুতৈঃ।
দিগ্ধাদবহলানৈ পান সুশীতাংশ্চাবচারয়েৎ॥ ৫৬
ব্রণেষু ক্ষীণমাংসেষু তনুস্রাবিষ্বপাকিষু।
তোদকাঠিন্যপারুষ্য-শূলবেপথুমৎসু চ
বাতঘ্নবর্গেঽম্লগণে কাকোল্যাদিগণে তথা।
স্নৈহিকেষু চ বীজেষু পচেদুৎকারিকাং শুভাম্॥
তেষাঞ্চ স্বেদনং কার্য্যং——————॥ ৫৭

তাহা উদ্ধরণযোগ্য হইলে আহরণ করিতে হইবে। শল্যাহরণবিধি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৫১। ব্যধনসাধ্য রোগে স্থান ও প্রমাণ অনুসারে শস্ত্র নিহিত করিয়া যথোক্তরূপে বিদ্রাবণ করিবে। ৫২। পাকহীন উপদ্রবযুক্ত মাংসস্থ ও বিবৃতাস্য ব্রণ সকল যথোক্তরূপে সীবন ও সন্ধানযোগ্য হইলে সন্ধান করিবে। ৫৩। ব্রণ সকল পূয়গর্ভ ও সূক্ষ্ম-দ্বার অথবা মর্ম্মগত হইলে যথোক্ত পীড়নদ্রব্যসমূহ দ্বারা সমন্তাৎ পীড়ন করিবে। পীড়নস্থলে শুষ্যমাণ প্রলেপ উপেক্ষা করিবে [অর্থাৎ প্রলেপ শুষ্ক হইয়া গেলেও তুলিয়া ফেলিবে না]। আর ব্রণের মুখে প্রলেপ দিবে না; কারণ মুখে প্রলেপ দিলে দোষ [অর্থাৎ পূয়াদি] প্রসিক্ত হয়। ৫৪। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণে নানাপ্রকার অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্ত বন্ধ করিতে হয়। যেরূপে বন্ধ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৫৫। পিত্তপ্রকোপ বশতঃ ব্রণে দাহ, পাক ও জ্বর হইতে থাকিলে বা ব্রণ রক্তপ্রকোপ বশতঃ অভিভূত হইলে সেস্থলে নির্ব্বাপণ হিতকর। নির্ব্বাপণ করিবার জন্য যে সকল শীতল-দ্রব্য দুগ্ধপিষ্ট ও ঘৃতপ্লুত করিয়া লেপন করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে প্রলেপ পাতলা হওয়া উচিত আর অতিশয় শীতল হওয়া উচিত। ৫৬। ব্রণ সকল ক্ষীণমাংস, তনুস্রাবযুক্ত, অপাকী, তোদযুক্ত, কাঠিন্যযুক্ত, পারুষ্যযুক্ত, শূলযুক্ত ও বেপথুযুক্ত হইলে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্বেদার্থে বাতঘ্নগণ, অম্লবর্গ, কাকোল্যাদি বর্গ এবং তিলাদি স্নৈহিক বীজসমূহের উৎকারিকা প্রয়োগ করিতে

———————ব্রণানাং বেদনাবতাম্।
দুর্গন্ধানাং ক্লেদবতাং পিচ্ছিলানাং বিশেষতঃ।
কষায়ৈঃ শোধনং কার্য্যং শোধনৈঃ প্রাগুদীরিতৈঃ॥ ৫৮
অন্তঃশল্যানণুমুখান্ গম্ভীরান্ মাংসসংশ্রিতান্।
শোধনদ্রব্যযুক্তাভির্বর্ত্তিভিস্তান্ যথাক্রমম্॥
পূতিমাংসপ্রতিচ্ছন্নান্ মহাদোষাংশ্চ শোধয়েৎ।
কল্কীকৃতৈর্যথালাভং বর্ত্তিদ্রব্যৈঃ পুরোদিতৈঃ॥
পিত্তপ্রদুষ্টান্ গম্ভীরান্ দাহপাকপ্রপীড়িতান্।
কার্পাসীফলমিশ্রেণ জয়েচ্ছোধনসর্পিষা॥
উৎসন্নমাংসানস্নিগ্ধানল্পস্রাবান্ ব্রণাংস্তথা।
সর্ষপস্নেহযুক্তেন ধীমাংস্তৈলেন শোধয়েৎ॥
তৈলেনাশুধ্যমানানাং শোধনীয়াং রসক্রিয়াম্।
ব্রণানাং স্থিরমাংসানাং কুর্য্যাদ্দ্রব্যৈরুদীরিতৈঃ॥
কষায়ে বিধিবৎ তেষাং কৃতে ব্যামিশ্রয়েৎ পুনঃ।
সুরাষ্ট্রজাং সকাসীসাং দদ্যাচ্চাপি মনঃশিলাম্॥
হরিতালঞ্চ মতিমাংস্ততস্তামবচারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসোপেতাং সক্ষৌদ্রামতিমর্দ্দিতাম্॥
ব্রণেষু দত্ত্বা তাং তিষ্ঠেৎ ত্রীংস্ত্রীংশ্চ দিবসান পরম্॥ ৫৯
গম্ভীরান্ মেদসা জুষ্টান্ দুর্গন্ধাংশ্চূর্ণশোধনৈঃ॥
উপাচরেদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ শ্লক্ষ্ণৈঃ শোধনবর্ত্তিজৈঃ॥ ৬০

শুদ্ধলক্ষণযুক্তানাং কষায়ং রোপণং হিতম্।
তত্র কার্য্যং যথোদ্দিষ্টৈর্দ্রব্যৈর্বৈদ্যম জানতা॥ ৬১
অবেদনানাং শুদ্ধানাং গম্ভীরাণাং তথৈব চ।
হিতা রোপণবর্ত্ত্যঙ্গকৃতা রোপণবর্ত্তয়ঃ॥ ৬২
অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাম্।
কল্কঃ সংরোহণঃ কার্য্যস্তিলজো মধুসংযুতঃ॥
স মাধুর্য্যাৎ তথৌষ্ণ্যাচ্চ স্নেহাচ্চানিলনাশনঃ।
কষায়ভাবান্মাধুর্য্যাৎ তিক্তত্বাচ্চাপি পিত্তহৃৎ।
ঔষ্ণ্যাৎ কষায়ভাবাচ্চ তিক্তত্বাচ্চ কফে হিতঃ॥
শোধয়েদ্রোপয়েচ্চাপি যুক্তঃ শোধনরোপণৈঃ।
নিম্বপত্রমধুভ্যাস্তু যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ॥
পূর্ব্বাভ্যাং সর্পিষা চাপি যুক্তঃ সংরোপণো ভবেৎ॥ ৬৩
তিলবদ্যবকল্কস্তু কেচিদাহুর্মনীষিণঃ॥ ৬৪
শময়েদবিদগ্ধঞ্চ বিদগ্ধমপি পাচয়েৎ।
পক্বং ভিনত্তি ভিন্নঞ্চ শোধয়েদ্রোপয়েৎ তথা॥ ৬৫
পিত্তরক্তবিষাগন্তূন্ গভীরানপি চ ব্রণান্।
রোপয়েদ্রোপণীয়েন ক্ষীরসিদ্ধেন সর্পিষা॥ ৬৬

হয়। ৫৭। যে সকল ব্রণ স্থির, বেদনাযুক্ত, দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত ও পিচ্ছিল, তাহাদিগকে শোধন-কষায়-সমূহযোগে শোধন করিতে হয়। ঐ সকল শোধনদ্রব্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৫৮। অন্তঃশল্য, সূক্ষ্মমুখ, মাংসাশ্রিত ও পূতিমাংসাচ্ছন্ন মহাদোষ ব্রণদিগকে দোষানুরূপ শোধনদ্রব্যসংযুক্ত বর্ত্তি-সমূহ দ্বারা শোধন করিতে হয়। ঐ সকল বর্ত্তির দ্রব্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, কল্কীকৃত করিয়া বর্ত্তি করিতে হয়। তন্মধ্যে পিত্তপ্রদুষ্ট, গম্ভীর ও দাহপাক প্রপীড়িত ব্রণসমূহকে, কার্পাস-ফলের কল্ক ও শোধন-দ্রব্যগণের কষায় দ্বারা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা শোধন করিতে হয়। উৎসন্নমাংস, অস্নিগ্ধ ও অনল্পস্রাব ব্রণদিগকে সর্ষপস্নেহযুক্ত তৈল দ্বারা শোধন করিবে। স্থিরমাংস ব্রণসমূহ তৈল দ্বারা শুদ্ধ না হইতে পারে; উহাদের জন্য শোধনীয় রসক্রিয়া আবশ্যক। রসক্রিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিধিপূর্ব্বক কৃতশোধন কষায়ে পুনর্ব্বার এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিবে যথা;—সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও হীরাকস। আর মনঃশিলাও দেওয়া যায়। হরিতালও দেওয়া যাইতে পারে। অনন্তর ঘনীভূত হইলে অগ্নি হইতে নামাইতে হয়। পরে তাহা গোঁড়া নেবুর রস বা গোঁড়া নেবুর মূলের রস ও মধুযোগে অতিশয় মর্দ্দিত করিতে হয়। এই মর্দ্দিত দ্রব্য তিন তিন (তিন দিন হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত ?) দিন ব্রণে প্রয়োগ করিলে ব্রণশোধন হইয়া থাকে [ইহা একটী রসক্রিয়া]। ৫৯। যে সকল শোধন-দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করা হয়, তাহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া গম্ভীর, মেদো-দূষিত ও দুর্গন্ধ ব্রণসমূহে অবচূর্ণন করিবে। ৬০। ব্রণের শুদ্ধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে রোপণার্থ কষায়প্রয়োগ, হিতকর। যে সকল দ্রব্যে রোপণ-কষায় প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬১। গম্ভীর ব্রণ সকল বেদনাহীন ও শুদ্ধ হইলে রোপণার্থ বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। যে সকল দ্রব্যে রোপণ-বর্ত্তি প্রস্তুত হয়, এস্থলে তাহারাই বর্ত্তির অঙ্গ হইবে। ৬২। মাংসাশ্রিত ব্রণের পূতিমাংস অপগত হইলে অথচ তাহা রোহিত না হইলে, তাহার রোহণার্থ কল্ক প্রয়োগ করিতে হয়। এরূপ স্থলে তিলের কল্ক মধুযুক্ত করিয়া দিতে হয়। মধুযুক্ত তিলকল্ক মাধুর্য্য, উষ্ণতা ও স্নিগ্ধতা বশতঃ বায়ু নাশ করে; আর কষায়ত্ব, মধুরত্ব ও তিক্তত্ব হেতু পিত্ত নাশ করে এবং উষ্ণত্ব, কষায়ত্ব ও তিক্তত্ব হেতু কফে হিতকর হয়। তিলকল্ক মধুর সহিত অথচ শোধন ও রোপণ-দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে, শোধন ও রোপণ হইয়া থাকে। আর মধু ও নিম্বপত্রের সহিত যুক্ত হইলে সংশোধন হইয়া থাকে। আর মধু, নিম্বপত্র ও ঘৃতের সহিত সংযুক্ত হইলে রোপণ হইয়া থাকে। ৬৩। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, তিলকল্কের ন্যায় যবকল্কও উক্ত দ্রব্যদিগের সহিত মিলিত হইলে উক্ত ক্রিয়া করে [জেজ্জড় ও গয়দাস এইরূপ অর্থ করেন যথা;—"তিলবদ্ যবকল্কঃ" অর্থাৎ তিলযুক্ত যবের কল্ক]। ৬৪। তিলযুক্ত যবের কল্ক অপক্ব শোথকে বসাইয়া দেয়, বিদাহযুক্ত শোথকে পাকাইয়া দেয়, পক্ব শোথকে ভেদ করে এবং ভিন্ন শোথকে শোধন ও রোপণ করে। ৬৫। পিত্তরক্তকৃত, বিষকৃত ও আগন্তু এবং গভীর ব্রণসমূহকে দুগ্ধসিদ্ধ রোপণীয় ঘৃত দ্বারা রোপণ করিবে। ৬৬। কফ-

কফবাতাভিভূতানাং ব্রণানাং মতিমান্ ভিষক্।
কারয়েদ্রোপণং তৈলং ভেষজৈস্তদ্বধোদিতৈঃ ॥ ৬৭ ॥
অবন্ধ্যানাং চলস্থানাং শুদ্ধানাঞ্চ প্রদুষ্যতাম্।
দ্বিহরিদ্রাযুতাং কুর্য্যাদ্রোপণার্থাং রসক্রিয়াম্ ॥ ৬৮
সমানাং স্থিরমাংসানাং ত্বক্স্থানাং রোপণং ভিষক্।
চূর্ণং বিদধ্যান্মতিমান্ প্রাক্স্থানোক্তো বিধির্যথা ॥ ৬৯
শোধনো রোপণশ্চৈব বিধির্যোহয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বব্রণানাং সামান্যেনোক্তো দোষাবিশেষতঃ ॥
এষ আগমসিদ্ধত্বাৎ তথৈব ফলদর্শনাৎ।
মন্ত্রবৎ সংপ্রযোক্তব্যো ন মীমাংস্যঃ কথঞ্চন ॥
স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেৎ কষায়াদিষু সপ্তসু।
ভেষজানি যথাযোগং যান্যুক্তানি পুরা ময়া ॥ ৭০
আদ্যে দ্বে পঞ্চমূল্যৌ তু গণৌ যশ্চানিলাপহঃ।
স বাতদুষ্টে দাতব্যঃ কষায়াদিষু সপ্তসু ॥ ৭১
ন্যগ্রোধাদির্গণো যস্তু কাকোল্যাদিশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
তৌ পিত্তদুষ্টে দাতব্যৌ কাষায়াদিষু সপ্তসু ॥ ৭২
আরগ্বধাদিস্তু গণো যশ্চোষ্ণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তৌ দেয়ৌ কফদুষ্টে তু ——————— ॥ ৭৩
——————— সংসৃষ্টে সংযুতা গণাঃ ॥ ৭৪

বাতাত্মকানুগ্ররুজান্ স্রাবাবানপি চ ব্রণান্।
সক্ষৌমযবসর্পির্ভির্ধূপনাদ্যৈশ্চ ধূপয়েৎ ॥ ৭৫
পরিশুষ্কাল্পমাংসানাং গম্ভীরাণাং তথৈব চ।
কুর্য্যাদুৎসাদনীয়ানি সর্পীংষ্যালেপনানি চ ॥
মাংসাশিনাঞ্চ মাংসানি ভক্ষয়েদ্বিধিবন্নরঃ।
বিশুদ্ধমনসস্তস্য মাংসং মাংসেন বর্দ্ধতে ॥ ৭৬
উৎসন্নমৃদুমাংসানাং ব্রণানামবসাদনম্।
কুর্য্যাদ্দ্রব্যৈর্যথোদ্দিষ্টৈশ্চূর্ণিতৈর্মধুনা সহ ॥ ৭৭
কঠিনানামল্পমাংসানাং দুষ্টানাং মাতরিশ্বনা।
মৃদ্বী ক্রিয়া বিধাতব্যা শোণিতঞ্চাপি মোক্ষয়েৎ।
বাতঘ্নৌষধসংযুক্তান্ স্নেহান্ সেকাংশ্চ কারয়েৎ ॥ ৭৮
ব্রণেষু মৃদুমাংসেষু দারুণীকরণং হিতম্ ॥
ধবপ্রিয়ঙ্গ্বশোকানাং রোহিণ্যাশ্চ ত্বচস্তথা।
ত্রিফলাধাতকীপুষ্প-রোধ্রসর্জ্জরসান্ সমান্ ॥
কৃত্বা সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি ব্রণং তৈরবচূর্ণয়েৎ ॥ ৭৯
উৎসন্নমাংসান্ কঠিনান্ কণ্ডূযুক্তাংশ্চিরোত্থিতান্।
তথৈব খলু দুঃশোধ্যাঞ্ছোধয়েৎ ক্ষারকর্ম্মণা ॥ ৮০
স্রবতোঽশ্মভবান্ মূত্রং যে চান্যে রক্তবাহিনঃ।
নিঃশেষচ্ছিন্নসন্ধীংশ্চ সাধয়েদগ্নিকর্ম্মণা ॥ ৮১
দরূঢ়ত্বাৎ তু শুক্লানাং কৃষ্ণকর্ম্ম হিতং ভবেৎ।

বাতিক ব্রণসমূহের রোপণার্থ যথোক্ত ভেষজসমূহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৬৭। যে সকল ব্রণ বন্ধনযোগ্য নহে অর্থাৎ যে সকল ব্রণ পিত্ত রক্ত বিষ বা অভিঘাতাদি হইতে জাত, যে সকল ব্রণ চলস্থ অর্থাৎ চলসন্ধিস্থানে জাত এবং যে সকল ব্রণ প্রদুষ্ট, তাহারা শুদ্ধ হইলে পর রোপণার্থ রসক্রিয়া করিবে। এই রসক্রিয়া হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার ক্বাথযোগে প্রস্তুত হওয়া উচিত। ৬৮। সম, স্থিরমাংস ও ত্বগাশ্রিত ব্রণের রোপণার্থ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। এই চূর্ণ সূত্রস্থানে কথিত হইয়াছে। ৬৯। এই যে শোধন ও রোপণ-বিধি কথিত হইল, তাহা সর্ব্বদোষেই সর্ব্বব্রণে সাধারণতঃ প্রয়োগ করা যায়। এই বিধি আগমসিদ্ধ ও দৃষ্টফল। ইহা মন্ত্রের ন্যায় ভক্তিসহকারে প্রয়োগ করিবে; কোন প্রকার দ্বিধা করিবে না। আমি পূর্ব্বে অন্যান্য যে সকল ভেষজ বলিয়াছি, চিকিৎসক তাহা হইতে স্ববুদ্ধি দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া যথাযোগ কষায়াদি সপ্তবিধ শোধন ও রোপণ-কর্ম্মে প্রয়োগ করিবেন। ৭০। দশমূলকে বায়ুনাশক বলা হইয়াছে; এই গণ বাতদুষ্ট ব্রণের কষায়াদি সপ্তপ্রকার শোধন ও রোপণ-কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। ৭১। ন্যগ্রোধাদি গণ ও কাকোল্যাদি গণকে পিত্তনাশক বলা হইয়াছে। এই দুই গণ পিত্তদুষ্ট ব্রণের কষায়াদি সপ্তপ্রকার শোধন ও রোপণে প্রয়োগ করা যায়। ৭২। আরগ্বধাদি গণ ও উষ্ণবর্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; ঐ দুই গণ কফদুষ্ট ব্রণের শোধন ও রোপণার্থ প্রয়োগ করা যায়। ৭৩। সংসৃষ্ট দোষে সংযুক্ত গণ প্রয়োগ করিবে। ৭৪। বাতাত্মক, উগ্রবেদনাযুক্ত ও স্রাবযুক্ত ব্রণসমূহকে ক্ষৌম, যব ও ঘৃত এবং ধূপন-দ্রব্যযোগে ধূপিত করিবে। ৭৫। শুষ্কাল্পমাংস (অর্থাৎ বাতাধিক) এবং গম্ভীর (অর্থাৎ পিত্তরক্তাধিক) ব্রণের পক্ষে অপামার্গাদি উৎসাদন-দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত ঘৃতসমূহ উৎসাদন ও আলেপনে প্রয়োগ করা উচিত। আর ক্ষীণমাংস ব্যক্তি মাংসাশী জন্তুর মাংস বিশুদ্ধমনে বিধিবৎ সেবন করিবে। তাহা হইলে তাহার মাংসবৃদ্ধি হইবে। ৭৬। ব্রণের মাংস উৎসন্ন (উন্নত) ও মৃদু হইলে পূর্ব্বোক্ত কাসীসাদি অবসাদন-দ্রব্যের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অবসাদন (নিম্নীকরণ) কর্ত্তব্য [অবসাদনকে ডাক্তারী ভাষায় Sedative সিডেটিভ বলা যায়]। ৭৭। কঠিন, অল্পমাংস, বায়ুদূষিত ব্রণে মৃদু ক্রিয়া (মধু-স্নেহাদি পান ও লেপন) হিতকর। আর এরূপ স্থলে শোণিতমোক্ষণ কর্ত্তব্য। আর বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সংযুক্ত স্নেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করিতে হয়। ৭৮। মৃদুমাংস ব্রণসমূহে দারুণীকরণ (কঠিনীকরণ) হিতকর। ধব, প্রিয়ঙ্গু, অশোক, রোহিণীত্বক্, ত্রিফলা, ধাতকীপুষ্প, লোধ্র ও সর্জ্জরস, এই সকল দ্রব্য কঠিনীকারক। ৭৯। উৎসন্নমাংস, কঠিন, কণ্ডূযুক্ত ও পুরাতন ব্রণ এবং দুঃসাধ্যব্রণসমূহ ক্ষারকর্ম্ম দ্বারা শোধন করিবে। ৮০। অশ্মরীজাত মূত্রস্রাবী ব্রণ সকল অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আর অন্যান্য রক্তবাহী ব্রণ সকল [যে সকল ব্রণের রক্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না] অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আর নিঃশেষরূপে ছিন্ন সন্ধিসমূহও অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। ৮১। ব্রণ রূঢ় হইলে পর

ভল্লাতকান্ বাসয়েৎ তু ক্ষীরে প্রাঙ্মূত্রভাবিতান্ ॥
ততো দ্বিধা চ্ছেদয়িত্বা লৌহে কুম্ভে নিধাপয়েৎ।
কুম্ভেঽন্যস্মিন্ নিখাতে তু তং কুম্ভমথ যোজয়েৎ ॥
মুখং মুখেন সন্ধায় গোময়ৈর্দাহয়েৎ ততঃ।
যঃ স্নেহশ্চ্যবতে তস্মাদ্গ্রাহয়েৎ তং শনৈর্ভিষক্ ॥
গ্রাম্যানূপশফাংস্তু দগ্ধান্ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
তৈলেনানেন সংসৃষ্টং শুক্লমালেপয়েদ্‌ব্রণম্ ॥ ৮২
ভল্লাতকবিধানেন সারস্নেহাংস্তু কারয়েৎ।
যে চ কেচিৎ ফলস্নেহা বিধানং তেষু কীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৩
দৃঢ়ত্বাৎ তু কৃষ্ণানাং পাণ্ডুকর্ম্ম হিতং ভবেৎ।
সপ্তরাত্রং স্থিতং ক্ষীরে চ্ছাগলে রোহিণীফলম্।
তেনৈব পিষ্টং সুশ্লক্ষ্ণং সবর্ণকরণং হিতম্ ॥ ৮৪
নবং কপালিকাচূর্ণং বৈতুলং সর্জ্জনাম চ।
কাসীসং মধুকঞ্চৈব ক্ষৌদ্রযুক্তং প্রলেপয়েৎ ॥ ৮৫
কপিত্থমুদ্ধৃতে মাংসে মূত্রেণাজেন পূরয়েৎ।
কাসীসং রোচনাং তুত্থং হরিতালং মনঃশিলাম্ ॥
বেণুনির্লেখনঞ্চাপি প্রপুন্নাড়রসাঞ্জনম্।
অধস্তাদর্জ্জুনস্যৈতন্মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
মাসার্দ্ধং ততস্তেন কৃষ্ণমালেপয়েদ্‌ব্রণম্ ॥ ৮৬
কুক্কুটাণ্ডকপালানি কতকং মধুকং সমম্।
তথা সমুদ্রমণ্ডূকীমণিচূর্ণঞ্চ দাপয়েৎ ॥
গুটিকা মূত্রপিষ্টাস্তা ব্রণানাং প্রতিসারণম্ ॥ ৮৭
হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনম্।
রোমাণ্যেতেন জায়ন্তে লেপাৎ পাণিতলেষ্বপি ॥ ৮৮
চতুষ্পদানাং ত্বগ্রোম-খুরশৃঙ্গাস্থিভস্মনা।
তৈলাক্তা চূর্ণিতা ভূমির্ভবেদ্রোমবতী পুনঃ ॥ ৮৯
কাসীসং নক্তমালস্য পল্লবাংশ্চৈব সংহরেৎ।
কপিত্থরসপিষ্টানি রোমসঞ্জননং পরম্ ॥ ৯০
রোমাকীর্ণো ব্রণো যস্য ন সম্যগুপরোহতি।
ক্ষুরকর্ত্তরিসন্দংশৈস্তস্য রোমাণি নির্হরেৎ ॥ ৯১
শঙ্খচূর্ণস্য ভাগৌ দ্বৌ হরিতালঞ্চ ভাগিকম্।
শুক্তেন সহ পিষ্টানি লোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ৯২
তৈলং ভল্লাতকস্যাথ স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ।
প্রগৃহ্যৈকত্র মতিমান্ রোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ৯৩
কদলীদীর্ঘবৃন্তাভ্যাং ভস্মালং লবণং শমী।
বীজং শীতোদপিষ্টং বা রোমশাতনমাচরেৎ ॥ ৯৪

যদি শুক্লবর্ণ দাগ হয়, তবে সে দাগ মিলান কঠিন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কৃষ্ণীকরণ হিতকর। ভল্লাতক-ফলসমূহ প্রথমতঃ মূত্রে ভাবিত করিয়া দুগ্ধে সপ্তরাত্র স্থাপিত করিবে। অনন্তর তাহা দুই খণ্ড করিয়া লৌহময় কুম্ভে স্থাপন করিবে। অনন্তর আর একটী কুম্ভ মাটীতে পুঁতিয়া তদুপরি সেই কুম্ভ স্থাপিত করিবে। আর শরাবের মুখ উপরিস্থিত কুম্ভের মুখের সহিত উত্তমরূপে মিলিত করিয়া গোময়ের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। তাহাতে যে স্নেহ ক্ষরিত হইবে, তাহা সাবধানে গ্রহণ করিবে। আর অশ্বাদি গ্রাম্যপশু ও মহিষাদি আনূপ-পশুর ক্ষুর দগ্ধ করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে এবং এই তৈলের সহিত মিলিত করিয়া শুক্লব্রণে লেপন করিবে। ৮২। বিভীতক প্রভৃতি ফলের স্নেহও ভল্লাতক-স্নেহের ন্যায় গ্রাম্যাদি পশুর দগ্ধ ক্ষুরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণের কৃষ্ণীকরণার্থ ঐরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ৮৩। ব্রণের দগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হইলে যদি তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বর্ণের সহিত সমান না হয় এবং পাণ্ডুকরণ আবশ্যক হয়, তবে এইরূপে পাণ্ডু করা যাইতে পারে, যথা;—ছাগদুগ্ধে রোহিণীফল (কটূকীফল?) সাতদিন ভাবনা দিবে। পরে তাহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কৃষ্ণব্রণে লেপন করিলে সবর্ণকরণ হয়। ৮৪। অথবা নূতন কপালচূর্ণ; বেতসমূল, সর্জ্জবৃক্ষের মূল, হিরাকস ও যষ্টিমধু মধুর সহিত যুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। ৮৫। কদ্‌বেলের শাঁস ফেলিয়া ছাগমূত্র দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং সেই ছাগমূত্রের সহিত হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল, মনছাল, বাঁশের ছাল, প্রপুন্নাড়বীজ ও রসাঞ্জন মিশ্রিত করিবে। কদ্‌বেল এইরূপে ঔষধপূর্ণ হইলে, তাহা অর্জ্জুনবৃক্ষের তলস্থ ভূমিতে পুঁতিয়া রাখিবে। অনন্তর এক মাসের পর ঔষধ তুলিয়া কৃষ্ণব্রণে আলেপন করিবে। ৮৬। কুক্কুটাণ্ডের খোসা, কতক-ফল ও যষ্টিমধু সমান সমান, তথা সমুদ্র-মণ্ডূকী (ঝিনুক) ও মণিচূর্ণ (স্ফটিকাদি-চূর্ণ) এক এক ভাগ মিলিত করিয়া, মধুর সহিত গুটিকা করিবে। ইহা ব্রণে ঘর্ষণ করিলে সবর্ণ হয় [শ্রীব্রহ্মদেব বলেন, সমুদ্র-মণ্ডূকী অর্থাৎ মুক্তাশুক্তি। জেজ্জটাচার্য্য বলেন, সমুদ্র-মণ্ডূকী-মণিচূর্ণ অর্থাৎ মুক্তাচূর্ণ]। ৮৭। যদি হস্তিদন্ত-ভস্ম উৎকৃষ্ট রসাঞ্জনের সহিত মিলিত করিয়া লেপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য অঙ্গ দূরে থাকুক, পাণিতলেও লোম জন্মিয়া থাকে। ৮৮। চতুষ্পদদিগের ত্বক্, রোম, ক্ষুর, শৃঙ্গ ও অস্থি ভস্ম করিতে হইবে। লোমহীন অঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া ঐ ভস্ম তাহাতে ঘর্ষণ করিলে পুনর্ব্বার লোম উৎপন্ন হয়। ৮৯। হিরাকস ও করঞ্জপল্লব সংগ্রহ করিয়া, কপিত্থ-রসের সহিত পেষণ করিবে। এই প্রলেপ উৎকৃষ্ট লোমজনক। ৯০। ব্রণ লোমাকীর্ণ হওয়াতে যদি সম্যক্‌রূপে পূরিয়া না উঠে, তবে ক্ষুর, কর্ত্তরি ও সন্দংশ দিয়া লোম সকল উদ্ধার করা উচিত। ৯১। শঙ্খচূর্ণ দুই ভাগ ও হরিতাল এক ভাগ শুক্তের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে উত্তম লোমশাতন হয় [অর্থাৎ লোম উঠিয়া যায়]। ৯২। ভল্লাতক-তৈল ও মনসার ক্ষীর সমভাগে একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে, উত্তম লোমশাতন হয়। ৯৩। কদলী ও দীর্ঘবৃন্তের (শোনা-গাছের) ভস্ম, হরিতাল, সৈন্ধব ও শমীবীজ শীতল জলে পিষ্ট করিয়া, রোমশাতনকর্ম্মে ব্যবহার করিবে [বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বলেন যে, এস্থলে রক্তপলাশ শমী শব্দে

আগারগোধিকাপুচ্ছং রম্ভাং ঈঙ্গুদীবীজম্।
দগ্ধ্বা তত্তৈলমম্বু সূর্য্যপক্কং কচান্তকৃৎ ॥ ৯৫
বাতদুষ্টো ব্রণো যস্তু রুক্ষশ্চাত্যর্থবেদনঃ।
অধঃকায়ে বিশেষেণ তত্র বস্তির্বিধীয়তে ॥ ৯৬
মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষেহশ্মরীব্রণে।
তথৈবার্ত্তবদোষে চ বস্তিরপ্যুত্তরো হিতঃ ॥ ৯৭
বন্ধাচ্ছুধ্যতি বন্ধেন ব্রণো যাতি চ মার্দবম্।
রোহত্যপি চ নিঃশঙ্কস্তস্মাদ্বন্ধো বিধীয়তে ॥ ৯৮
স্থিরাণামল্পমাংসানাং রৌক্ষ্যাদনুপরোহতাম্।
পত্রদানং ভবেৎ কার্য্যং যথাদোষং যথর্ত্তু চ ॥
এরণ্ডভূর্জ্জপূতীক-হরিদ্রাণান্তু বাতজে।
পত্রমাশ্ববলং যচ্চ কাশ্মরীপত্রমেব চ ॥
পত্রাণি ক্ষীরবৃক্ষাণামৌদকানি তথৈব চ।
দূষিতে রক্তপিত্তাভ্যাং ব্রণে দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
পাঠামূর্ব্বাগুডূচীনাং কাকমাচীহরিদ্রয়োঃ।
পত্রঞ্চ শুকনাশায়া যোজয়েৎ কফজে ব্রণে ॥ ৯৯
অকর্কশমবিক্লিন্নমজীর্ণং সুকুমারকম্।
অজন্তুজগ্ধং মৃদু চ পত্রং গুণবদুচ্যতে ॥ ১০০
স্নেহমৌষধসারঞ্চ পট্টবস্ত্রান্তরীকৃতম্।
ন দূষয়তি যৎ পত্রং লেপস্তোপরি দাপয়েৎ ॥ ১০১
শৈত্যোষ্ণজননার্থায় স্নেহসংগ্রহণায় চ।
দত্তৌষধেষু দাতব্যং পত্রং বৈদ্যেন জানতা ॥ ১০২
মক্ষিকা ব্রণমাগত্য নিক্ষিপন্তি যদা কৃমীন।
খয়থুর্ভক্ষিতে তৈস্তু জায়তে ভূশদারুণঃ ॥
তীব্রা রুজো বিচিত্রাশ্চ রক্তস্রাবশ্চ জায়তে।
সুরসাদির্হিতস্তত্র ধাবনে পূরণে তথা ॥
সপ্তপর্ণকরঞ্জার্ক নিম্বরাজাদনত্বচঃ।
হিতা গোমূত্রপিষ্টাশ্চ সেকঃ ক্ষারোদকেন বা ॥
প্রচ্ছাদ্য মাংসপেশ্যা চ কৃমীনপহরেদ্‌ব্রণাৎ।
বিংশতিং কৃমিজাতীস্তু বক্ষ্যাম্যুপরিভাগশঃ ॥ ১০৩
দীর্ঘকালাতুরাণান্তু কৃশানাং ব্রণশোষিণাম্।
বৃংহণীয়ো বিধিঃ সর্ব্বঃ কার্য্যোহগ্নিং পরিরক্ষতা ॥ ১০৪
বিষজুষ্টস্ত বিজ্ঞানং বিষনিশ্চয়মেব চ।
চিকিৎসিতঞ্চ বক্ষ্যামি কল্পে তু প্রতিভাগশঃ ॥ ১০৫
কণ্ডূমন্তঃ সশোফাশ্চ যে চ জত্রূপরি ব্রণাঃ।
শিরোবিরেচনং তেষু বিদধ্যাৎ কুশলো ভিষক্ ॥ ১০৬
রুজাবন্তোহনিলাবিষ্টা রুক্ষা যে চোর্দ্ধজত্রুজাঃ।
ব্রণেষু তেষু কর্ত্তব্যং নস্যং বৈদ্যেন জানতা ॥ ১০৭
দোষপ্রচ্যবনার্থায় রুজাদাহক্ষয়ায় চ।
জিহ্বাদন্তসমুত্থস্য হরণার্থং মলস্য চ ॥
শোধনো রোপণশ্চৈব ব্রণস্য মুখজস্য বৈ।

এবং প্রলেপে ব্যবহার্য্য]। ৯৪। টিকটিকীর লেজ, কদলী, হরিতাল ও ইঙ্গুদীবীজ দগ্ধ করিয়া, তৈল ও জলের সহিত সূর্য্য-পক্ক করিলে, কেশনাশক হয়। ৯৫। যে বাতদুষ্ট ব্রণ রুক্ষ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়, অথচ যদি তাহা অধঃকায়ে উৎপন্ন হয়, তবে বস্তিকর্ম্ম বিহিত। ৯৬। মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, শুক্রদোষ ও অশ্মরীকৃত ব্রণে এবং আর্ত্তব-দোষে উত্তরবস্তি হিতকর। ৯৭। ব্রণে বন্ধন আবশ্যক। কেননা ব্রণ বন্ধনে শুদ্ধ হয় এবং মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, আর বন্ধন থাকিলে সহসা আঘাতাদি-জনিত উৎপাতের ভয় থাকে না। ৯৮। স্থির ও অল্প-মাংস ব্রণ সকল রুক্ষতা বশতঃ রূঢ় না হইলে, দোষ ও ঋতু অনুসারে পত্র দান করিতে হয় [প্রলেপের উপর পত্র দিতে হয়]। বাতাধিক ব্রণে এরণ্ড, ভূর্জ্জ, পূতীক ও হরিদ্রা-পত্র অথবা অশ্বেবলা বা গাম্ভারী-পত্র আরোপিত করিবে। রক্তপিত্ত-দূষিত ব্রণে ক্ষীরবৃক্ষসমূহের পত্র ও জলজ পত্র সকল আরোপিত করিবে। কফজ ব্রণে আকনাদি, মূর্ব্বা, গোলঞ্চ, কাকমাচী, হরিদ্রা ও শুকনাসার (বকবৃক্ষের বা শোনাগাছের) পাতা দিবে [সামান্য লোকে এ সকল স্থলে সচরাচর 'পান-পাতাড়ী' ও গোয়ালের পাতা দেয়]। ৯৯। পত্র সকল অকর্কশ, অবিক্লিন্ন, অজীর্ণ, সুকুমার, অকীটদগ্ধ ও মৃদু হইলে, গুণবৎ বলা যায়। ১০০। ব্রণে স্নেহ প্রয়োগ বা ঔষধের সারভাগ প্রয়োগ করিতে হইলে, পট্টবস্ত্রের অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। আর লেপের উপর এরূপ পত্র স্থাপন করিতে হইবে, যাহা ব্রণকে দূষিত না করে। ১০১। ঔষধের উপর যে পত্র দান করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য শৈত্যজনন ও উষ্ণতাজনন এবং স্নেহসংগ্রহণ [অর্থাৎ রুক্ষতাহরণ]। ১০২। ব্রণে মক্ষিকা পতিত হইলে ক্রিমি সকল উৎপন্ন হয়। আর কৃমি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে ভূশদারুণ শোথ জন্মিয়া থাকে। আর তীব্র ও নানাবিধ বেদনা ও রক্তস্রাব হয়। এরূপ স্থলে সুরসাদিগণের কাথে প্রক্ষালন ও পূরণ আবশ্যক। আর সপ্তপর্ণ, করঞ্জ, আকন্দ, নিম্ব ও রাজাদন বৃক্ষের ত্বক্ গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা ক্ষারজল সেচন করিবে। অথবা ব্রণে মাংস-পেশীর আচ্ছাদন প্রয়োগ করিলে কৃমি সকল নির্গত হইবে। ইহার পর বিংশতিপ্রকার কৃমি বর্ণনা করিব। ১০৩। দীর্ঘকাল-রোগী ও কৃশ ব্রণশোষীদিগের সর্ব্বপ্রকার বৃংহণীয় বিধি আবশ্যক। কিন্তু অগ্নিরক্ষা করিয়া বৃংহণ করিবে [অর্থাৎ যেন পুষ্টিকর আহারাদি অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া ক্ষুধামান্দ্য করা না হয়]। ১০৪। বিষদূষিত ব্রণা-ক্রান্তের লক্ষণ ও বিষমীমাংসা কল্পস্থানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিব। ১০৫। জত্রুর উপর কণ্ডূযুক্ত ও শোফযুক্ত ব্রণ সকল উৎপন্ন হইলে শিরোবিরেচন বিধেয়। ১০৬। যে সকল ঊর্দ্ধ-জত্রুজ ব্রণ রুজাযুক্ত, বাতাবিষ্ট ও রুক্ষ, সে সকল ব্রণে নস্য কর্ত্তব্য। ১০৭। জিহ্বা-দন্তগত রোগে দোষের স্রাবণ, রুজা ও দাহের ক্ষয় এবং মলের হরণার্থ শোধন ও রোপণ কবলগ্রহ প্রশস্ত। মুখজ ব্রণমাত্রেরই এ সকল প্রতীকার

উষ্ণো বা যদি বা শীতঃ কবলগ্রহ ইষ্যতে ॥ ১০৮
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ ব্রণাংশ্চ কফবাতজান্।
শোফস্রাবরুজাযুক্তান্ ধূমপানৈরুপাচরেৎ ॥ ১০৯
ক্ষতোষ্মণো নিগ্রহার্থং সন্ধানার্থং তথৈব চ।
সদ্যোব্রণেষ্বায়তেষু ক্ষৌদ্রসর্পির্বিধীয়তে ॥ ১১০
অবগাঢ়াস্তনুমুখা যে ব্রণাঃ শল্যপীড়িতাঃ।
নিরুদ্ধহস্তোদ্ধরণা যন্ত্রং তেষু বিধীয়তে ॥ ১১১
লঘুমাত্রো লঘুশ্চৈব স্নিগ্ধ উষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
সর্ব্বব্রণেভ্যো দেয়স্তু সদাহারো বিজানতা ॥ ১১২
নিশাচরেভ্যো রক্ষ্যস্তু নিত্যমেব ক্ষতাতুরঃ।
রক্ষাবিধানৈরুদ্দিষ্টৈর্যমৈঃ সনিয়মৈস্তথা ॥ ১১৩
যণ্মূলোঽষ্টপরিগ্রাহী পঞ্চলক্ষণলক্ষিতঃ।
ষষ্ট্যুপক্রমনির্দ্দিষ্টশ্চতুর্ভিঃ সাধ্যতে ব্রণঃ ॥ ১১৪
যোঽন্যৌষধকৃতো যোগো বহুগ্রন্থভয়ান্ময়া।
দ্রব্যাণাং তৎসমানানাং তত্রাবাপো ন দুষ্যতি ॥ ১১৫
প্রসঙ্গাভিহিতো যো বা বহুদুর্লভভেষজঃ।
যথোপপত্তি তত্রাপি কার্য্যমেবং চিকিৎসিতম্ ॥ ১১৬
গণোক্তমপি যদ্দ্রব্যং ভবেদ্ব্যাধাবযৌগিকম্।
তদুদ্ধরেদযৌগিকন্তু প্রক্ষিপেদপ্যকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১৭
উপদ্রবাস্তু দ্বিবিধা ব্রণস্য ব্রণিতস্য চ।
তত্র গন্ধাদয়ঃ পঞ্চ ব্রণস্যোপদ্রবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১৮
জ্বরাতীসারৌ মূর্চ্ছা চ হিক্কাচ্ছর্দ্দিররোচকঃ।
শ্বাসকাসাবিপাকাশ্চ তৃষ্ণা চ ব্রণিতস্য চ ॥ ১১৯
ব্রণক্রিয়াস্বেবমাশু ব্যাসেনোক্তাস্বপি ক্রিয়াম্।
ভূয়োঽপ্যুপরি বক্ষ্যামি সদ্যোব্রণচিকিৎসিতে ॥ ১২০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে দ্বিব্রণীয়ং
চিকিৎসিতং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

আবশ্যক হইলে অবস্থাভেদে শীত বা উষ্ণ কবল ধারণ করিতে হয়। ১০৮। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহ এবং কফ-বাতজ ব্রণসমূহ শোফ, স্রাব ও রুজাযুক্ত হইলে ধূমপান দ্বারা চিকিৎসা আবশ্যক। ১০৯। ক্ষতের উষ্মার নিবারণার্থ ও ক্ষতের সন্ধানার্থ আয়ত সদ্যোব্রণসমূহে মধু-ঘৃত-প্রয়োগ হিতকর। ১১০। ব্রণের মধ্যে শল্য থাকিলে অথচ ব্রণ অবগাঢ় ও সূক্ষ্মমুখ হইলে যদি শল্য হস্ত দ্বারা উদ্ধার করা না যায়, তবে সে স্থলে যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। ১১১। সর্ব্বপ্রকার ব্রণরোগেই সর্ব্বদা লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অগ্নিদীপন আহার লঘুমাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। ১১২। ক্ষত-রোগীকে নিশাচরদিগের উপদ্রব হইতে নিত্য রক্ষা করিতে হয়। যেরূপে রক্ষা করিতে হয় ও আনুষঙ্গিক যে সকল নিয়ম (পঞ্চপ্রকার নিয়ম যথা ;—অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারলাঘব ও অপ্রমাদ) পালন করিতে হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। ১১৩। ব্রণের ছয়টী কারণ যথা ;—বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, সন্নিপাত ও আগন্তু। ব্রণের অষ্টবিধ অধিষ্ঠান যথা ;—ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম। ব্রণের পঞ্চবিধ লক্ষণ যথা ;—বাতলক্ষণ, পিত্ত-লক্ষণ, কফলক্ষণ, সন্নিপাতলক্ষণ ও আগন্তুলক্ষণ [রক্তলক্ষণ পৃথক্ উল্লেখ নয়, কেননা রক্তের লক্ষণ সমস্তই পিত্তের ন্যায়]। ব্রণের ষষ্টিপ্রকার চিকিৎসা। আর চিকিৎসার চারিটী পাদ যথা ;—রোগী, পরিচারক, ঔষধ ও বৈদ্য। ১১৪। আমি গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে অল্পসংখ্যক ঔষধের নাম করিয়া যে যে যোগ বলিয়াছি, সে সকল স্থলে সেই সকল ঔষধের সমান-গুণবিশিষ্ট অন্যান্য ঔষধও গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন যোগ সকল কল্পনা করা যাইতে পারে। ১১৫। কোন কোন স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বহু দুর্লভ ঔষধের নাম উল্লেখ করিয়াছি। সে সকল স্থলে সে ঔষধ না পাইলে যথালাভ গণোক্ত কোন দ্রব্য কোন রোগে অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যোগ্য দ্রব্য প্রয়োগ করিবে [মনে কর, যদি বলা হইয়া থাকে যে অপস্মারে দশমূল প্রয়োগ করিবে, অথচ জানা আছে যে, মনোরোগমাত্রেই গাম্ভার অব্যবহার্য্য, তবে সেস্থলে গাম্ভার পরিত্যাগ করিয়া দুইভাগ পারুল প্রয়োগ করিলেই চলিবে]। ১১৭। ব্রণ ও ব্রণরোগীর উপদ্রব দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গন্ধাদিকে ব্রণের পঞ্চবিধ উপদ্রব বলা হইয়াছে। ১১৮। আর জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা, হিক্কা, বমি, অরুচি, শ্বাস, কাস, অবিপাক ও তৃষ্ণা এই কয়েকটী ব্রণিতের উপদ্রব। ১১৯। এইরূপে ব্রণচিকিৎসা বিস্তারক্রমে বলা হইলেও সদ্যোব্রণচিকিৎসিত অধ্যায়ে পুনর্ব্বার বর্ণনা করিব। ১২০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সদ্যোব্রণচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
ধন্বন্তরির্ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠো বাগ্মিশারদঃ।
বিশ্বামিত্রাত্মজমৃষিং শিষ্যং সুশ্রুতমব্রবীৎ ॥ ২
নানাধারামুখৈঃ শস্ত্রৈর্নানাস্থাননিপাতিতৈঃ।
নানারূপা ব্রণা যে স্যুস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥ ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সদ্যোব্রণ।

অনন্তর আমরা সদ্যোব্রণ-চিকিৎসিত বর্ণনা করিব। ১। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বাগ্মিশারদ ধন্বন্তরি বিশ্বামিত্রের আত্মজ স্বীয় শিষ্য ঋষি সুশ্রুতকে কহিলেন। ২। শস্ত্র সকল নানাধার ও নানামুখ এবং নানা অঙ্গে পতিত হওয়াতে নানারূপ ব্রণ উৎপন্ন হয়। তাহাদের লক্ষণ বলিতেছি। ৩। আগন্তু

আয়তাশ্চতুরস্রাশ্চ ত্র্যস্রা মণ্ডলনস্তথা।
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা বিশালাঃ কুটিলাস্তথা ॥
শরাবনিম্নমধ্যাশ্চ যবমধ্যাস্তথাপরে।
এবম্প্রকারাকৃতয়ো ভবন্ত্যাগন্তবো ব্রণাঃ ॥
দোষজা বা স্বয়ংভিন্না নতু বৈদ্যনিমিত্তজাঃ ॥ ৪
ভিষগ্‌ব্রণাকৃতিজ্ঞো হি ন মোহমধিগচ্ছতি।
ভৃশং দুর্দর্শরূপেষু ব্রণেষু বিকৃতেষ্বপি ॥ ৫
অনেকাকৃতিরাগন্তুঃ স ভিষগ্‌ভিঃ পুরাতনৈঃ।
সমাসতো লক্ষণতঃ ষড়্‌বিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
ছিন্নং ভিন্নং তথা বিদ্ধং ক্ষতং পিচ্চিতমেব চ।
ঘৃষ্টমাহুস্তথা ষষ্ঠং তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥ ৬
তিরশ্চীন ঋজুর্বাপি যো ব্রণশ্চায়তো ভবেৎ।
গাত্রস্য পাতনঞ্চাপি ছিন্নমিত্যুপদিশ্যতে ॥ ৭
কুন্তশক্ত্যৃষ্টিখড়্গাগ্র-বিষাণাদিভিরাশয়ঃ।
হতঃ কিঞ্চিৎ স্রবেৎ তদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে ॥ ৮
স্থানান্যামাগ্নিপক্কানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুকঃ ফুস্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৯
তস্মিন্ ভিন্নে রক্তপূর্ণে জ্বরো দাহশ্চ জায়তে।
মূত্রমার্গগুদাস্যেভ্যো রক্তং ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছতি ॥
মূর্চ্ছাশ্বাসতৃড়াধ্মানমভক্তচ্ছন্দ এব চ।
বিণ্মূত্রবাতসঙ্গশ্চ স্বেদাস্রাবোঽক্ষিরক্ততা ॥
লোহগান্ধত্বমাস্যস্য গাত্রদৌর্গন্ধ্যমেব চ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বয়োশ্চাপি বিশেষঞ্চাত্র মে শৃণু ॥ ১০
আমাশয়স্থে রুধিরে রুধিরং ছর্দ্দয়েৎ পুনঃ।
আধ্মানমতিমাত্রঞ্চ শূলঞ্চ ভৃশদারুণম্ ॥ ১১
পক্বাশয়গতে চাপি রুজো গৌরবমেব চ।
শীততা চাপ্যধো নাভেঃ খেভ্যো রক্তস্য চাগমঃ ॥ ১২
অভিন্নেঽপ্যাশয়েঽন্ত্রাণাং খৈঃ সূক্ষ্মৈরন্ত্রপূরণম্।
পিহিতাস্যে ঘটে যদ্বন্নক্ষ্যতে তস্য গৌরবম্ ॥ ১৩
সূক্ষ্মাস্যশল্যাভিহতং যদঙ্গন্ত্বাশয়াদ্বিনা।
উত্তুণ্ডিতং নির্গতং বা তদ্বিদ্ধমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১৪
নাতিচ্ছিন্নং নাতিভিন্নমুভয়োর্লক্ষণান্বিতম্।
বিষমং ব্রণমঙ্গে যৎ তৎ ক্ষতমভিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৫
প্রহারপীড়নাভ্যাস্তু যদঙ্গং পৃথুতাং গতম্।
সাস্থি তৎ পিচ্চিতং বিদ্যাম্মজ্জরক্তপরিপ্লুতম্ ॥ ১৬
বিগতত্বগ্‌যদঙ্গং হি সঙ্ঘর্ষাদন্যথাপি বা।
উষাস্রাবান্বিতং তৎ তু ঘৃষ্টমিত্যুপদিশ্যতে ॥ ১৭

ব্রণ সকল আয়ত, চতুরস্র, ত্র্যস্র (ত্রিকোণ), মণ্ডলাকার, অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ, বিশাল (বিস্তীর্ণ), কুটিল, শরাবের ন্যায় নিম্নমধ্য বা যবসদৃশ মধ্য হইয়া থাকে। এস্থলে দোষজ বা স্বয়ংভিন্ন ব্রণসমূহের বিষয়ই বলা হইতেছে; বৈদ্যকৃত ব্রণের বিষয় বলা হইতেছে না। ৪। যে বৈদ্য ব্রণের আকৃতি বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনি অতিশয় দুর্দ্দর্শরূপ বিকৃত ব্রণ দর্শন করিলেও ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হন না। ৫। আগন্তু ব্রণ অনেক প্রকার হইলেও পুরাতন বৈদ্যেরা সংক্ষেপে উহা ছয় প্রকার বলিয়াছেন যথা;—ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও ঘৃষ্ট। ঐ সকল ব্রণের লক্ষণ বলিতেছি। ৬। তিরশ্চীনই হউক আর ঋজুই হউক, সদ্যোব্রণ আতত, [চারিদিকে কিঞ্চিৎ স্থান লইয়া ব্যাপ্ত] হইলেই তাহাকে ছিন্ন বলা যায়। আর কোন অঙ্গের পাতন হইলেও তাহাকে ছিন্ন বলা যায়। ৭। কুন্ত, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গাগ্র, বিষাণ প্রভৃতি দ্বারা আশয় আহত হইলে যদি কিঞ্চিৎ স্রাব হয়, তবে তাহাকে ভিন্ন বলা যায়। ৮। আম, অগ্নি, পক্ক, মূত্র ও রুধিরের স্থান এবং হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্ফুস ইহাদিগকে আশয় বলে [অর্থাৎ আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্ফুস এই কয়েকটী আশয়]। ৯। আশয় ভিন্ন হওয়াতে রক্তপূর্ণ হইলে জ্বর ও দাহ হয়। মূত্রমার্গ, গুদ, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে এবং মূর্চ্ছা, শ্বাস, তৃষ্ণা, আধ্মান, ভক্তদ্বেষ, বিষ্ঠা মূত্র ও বায়ুর রোধ, স্বেদস্রাব, অক্ষির রক্ততা, মুখে রক্তগন্ধ, গাত্রে দুর্গন্ধ, হৃদয়শূল ও পার্শ্বদ্বয়ের শূল উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে কোন কোন আশয় ভিন্ন হইলে যে যে বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১০। আমাশয় ভিন্ন হইয়া রক্তপূর্ণ হইলে রক্তবমন হয় এবং অতিশয় আধ্মান ও ভৃশদারুণ শূল উপস্থিত হয়। ১১। পক্কাশয় ভিন্ন হইয়া রক্তপূর্ণ হইলে পক্কাশয়ে বেদনা ও গুরুতা হয় আর নাভির নিম্নে শীততা [Cold Extremities. ইতি ওয়াইজ] হয় আর গুদাদি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া রক্তনির্গম হইতে থাকে। ১২। অন্ত্রাশয় অভিন্ন হইলেও তাহা পূর্ণ থাকে। সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহ দ্বারা উহার পূরণ হয়। সেইজন্য আচ্ছাদিতমুখ ঘটের ন্যায় উহাতে গুরুতা বোধ হয় [পূর্ণ শব্দে 'বায়ুপূর্ণ' বোধ হইতেছে]। ১৩। আশয় ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গ যদি সূক্ষ্মমুখ শল্য দ্বারা আহত হইলে উত্তুণ্ডিত (উন্নমিত) বা নির্গত হয় [টীকাকার-মতে নির্গত অর্থে নির্গতশল্য]; তবে তাহাকে বিদ্ধ বলা যায়। ১৪। যে ব্রণ না অতিশয় ছিন্ন, না অতিশয় ভিন্ন, অথচ উভয়ের লক্ষণাক্রান্ত এবং যাহা বি-যম, তাহাকে ক্ষত বলিয়া থাকে। ১৫। মুদ্গরাদির প্রহার বা কপাটাদির পীড়ন দ্বারা যে অস্থিযুক্ত অঙ্গ ফুলিয়া উঠে এবং যাহাতে মজ্জা ও রক্ত জমিয়া যায়, তাহাকে পিচ্চিত কহে। ১৬। ঘর্ষণ বা অন্য কারণে যে অঙ্গের ত্বক্ উঠিয়া যায় এবং ঈষৎ স্রাব হইয়া থাকে, তাহাকে ঘৃষ্ট বলা যায়। ১৭। * অঙ্গ ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ বা ক্ষত

* ডাক্তার ওয়াইজ সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার সদ্যোব্রণের এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন—

The six varieties of wounds are—1, incised wounds, with a large open surface; and—2, penetrating wounds by pointed instruments,

ছিন্নে ভিন্নে তথা বিদ্ধে ক্ষতে বাঽসৃক্তিস্রবেৎ।
রক্তক্ষয়াক্রজস্তত্র করোতি পবনো ভৃশম্॥
স্নেহপানং হিতং তত্র তৎসেকো বিহিতস্তথা।
বেশবারৈঃ সকৃশরৈঃ সুস্নিগ্ধৈশ্চোপনাহনম্॥
ধান্যস্বেদাংশ্চ কুর্ব্বীত স্নিগ্ধাস্ত্যালেপনানি চ।
বাতঘ্নৌষধসিদ্ধৈশ্চ স্নেহৈর্বস্তিৰ্বিধীয়তে॥ ১৮
পিচ্চিতে চ বিঘৃষ্টে চ নাতিস্রবতি শোণিতম্।
আগচ্ছতি ভৃশং তস্মিন্ দাহঃ পাকশ্চ জায়তে॥

তত্রোষ্মণো নিগ্রহার্থং তথা দাহপ্রপাকয়োঃ।
শীতমালেপনং কার্য্যং পরিষেকশ্চ শীতলঃ॥ ১৯
ষট্‌স্বেতেষু যথোক্তেষু ছিন্নাদিষু সমাসতঃ।
জ্ঞেয়ং সমর্পিতং সর্ব্বং সদ্যোব্রণচিকিৎসিতম্॥ ২০
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ছিন্নানাঞ্চ চিকিৎসিতম্॥ ২১
যে ব্রণা বিবৃতাঃ কেচিচ্ছিরঃপার্শ্বাবলম্বিনঃ।
তান্ সীব্যেদ্বিধিনোক্তেন বধ্নীয়াদ্গাঢ়মেব চ॥ ২২
কর্ণং স্থানাদপহৃতং স্থাপয়িত্বা যথাস্থিতম্।

হইলে যদি রক্তের অতিস্রাব হয়, তবে রক্তক্ষয় হেতু বায়ু সে স্থলে অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে স্নেহপান হিতকর আর কোষ্ণস্নেহের সেক হিতকর হইয়া থাকে। আর সুস্নিগ্ধ বেশবার ও কৃশরা দ্বারা উপনাহন করা উচিত। আর মাষকলায় প্রভৃতি ধান্য দ্বারা স্বেদ, স্নিগ্ধ আলেপনসমূহ এবং বাতঘ্ন ঔষধসমূহের সহিত সিদ্ধ স্নেহের বস্তি হিতকর। ১৮। পিচ্চিত ও বিঘৃষ্ট ব্রণে রক্তস্রাব অধিক হয় না। আর রক্তস্রাব না হওয়াতেই তাহাতে ভৃশদাহ

এবং পাক হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শীতল আলেপন-কার্য্য আর শীতল পরিষেক হিতকর। ১৯। এই ছিন্নাদি পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার ব্রণ সংক্ষেপতঃ সমস্ত সদ্যোব্রণ-চিকিৎসার অধিকরণ জানিবে। ২০। ইহার পর ছিন্ন-সমূহের চিকিৎসিত বলিতেছি। ২১। মস্তকের পার্শ্বে কোন স্থান ছিন্ন হইলে যদি ব্রণ বিবৃত (ব্যাদিতমুখ) হয়, তবে যথোক্ত বিধিক্রমে সীবন করিয়া গাঢ়রূপে বন্ধন করিবে। ২২। কর্ণ ছিন্ন হইলে কর্ণকে যথাস্থানে যথারূপে স্থাপিত করিয়া যথোক্ত প্রণালীতে সীবন

as the horn of a cow, &c. This wound discharges little externally, when it penetrates a cavity it fills it with blood. This is followed by fever, thirst, loss of appetite, difficult breathing, and the stoppage of the secretions, as urine and sweating. When the stomach is wounded, it is accompanied with a vomiting of blood, and swelling of the abdomen with severe pain. When the small intestines are wounded there is much pain, with heaviness of the part, and cold extremities, etc.—3, Another variety is punctured wounds, when the sharp pointed and narrow instrument is retained in the wound, and a fourth, contused wounds. These four kinds of wounds are accompanied with a large discharge of blood, and if they are also accompanied with severe pain, poultices made of animal flesh and the like, should be used, with fomentations followed by cold applications. An oily glyster is to be administered internally, and ghee prepared with medicines which correct or diminish the diseased wind.—5, When the injury has been produced by a heavy body falling on, and fracturing the bones, and injuring the soft parts, so that the wound is filled with marrow and blood; and the 6th variety of wounds is, when the injury is produced by a part of the body coming with violence against a hard body, by which blood is discharged, and the part becomes hot. Should little blood be lost at the time of these injuries, severe inflammation, and copious suppuration will be the consequence. In such cases, and indeed in the general treatment of wounds, cold applications are to be appiled. This, however, will be varied with the part of the body injured.

When the wound is of the head, with a flap of skin, it is to be kept in its place by sutures and a bandage. If a portion of the ear is cut off, it is to be restored to its position, and by means of sutures and bandages, it is to be kept there. When the windpipe is wounded, and the air passing through it, the wound is to be sewn up closely, smear it with some ghee of the goat, and put over it a circular bandage. The person must lie on his back for some time, and take only fluid food.

Should the extremities be severely wounded with fracture of bones, retain the parts in their natural position, apply oil, and a bandage over the part. For wounds of the back, the patient is to remain on his back; and if the wound be of the breast, the person must remain lying on his breast: in both cases, to prevent purulent secretions collecting within the wound.

সীব্যেদ্‌যথোক্তং তৈলেন শ্রোত্রঞ্চাপ্যভিতর্পয়েৎ ॥ ২৩
কৃকাটিকান্তে ছিন্নে তু গচ্ছত্যপি সমীরণে।
সম্যঙ্‌নিবেশ্য বধ্নীয়াৎ সীব্যেচ্চাপি নিরন্তরম্ ॥
আজেন সর্পিষা চৈব পরিষেকন্তু কারয়েৎ।
উত্তানোঽন্নং সমশ্নীয়াচ্ছয়ীত চ সুযন্ত্রিতঃ ॥ ২৪
শাখাসু পতিতাং স্তির্য্যক্‌ প্রহারান্‌ বিবৃতান্‌ ভৃশম্।
সীব্যেৎ সম্যঙ্‌নিবেশ্যাশু সন্ধ্যস্থীন্যনুপূর্ব্বশঃ ॥
বদ্ধা বেল্লিতকেনাশু ততস্তৈলেন সেচয়েৎ।
চর্ম্মণা গোফণাবন্ধঃ কার্য্যো যো বা হিতো ভবেৎ ॥ ২৫
পৃষ্ঠে ব্রণো যস্য ভবেদুত্তানং শায়য়েৎ তু তম্ ॥ ২৬
অতোঽন্যথা চোরসিজে শায়য়েৎ পুরুষং ব্রণে ॥ ২৭
ছিন্নাং নিঃশেষতঃ শাখাং দগ্ধা তৈলেন বুদ্ধিমান্।
বধ্নীয়াৎ কোশবন্ধেন প্রাপ্তং কার্য্যঞ্চ রোপণম্ ॥
চন্দনং পদ্মকং রোধ্রমুৎপলানি প্রিয়ঙ্গবঃ।
হরিদ্রা মধুকঞ্চৈব পয়ঃ স্যাদত্র চাষ্টমম্ ॥

করিবে। আর যথোক্ত বিধিক্রমে তৈল দ্বারা কর্ণস্রোত তর্পিত করিবে। ২৩। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বায়ুবাহী স্থান সকল সীবন করিতে নাই, কিন্তু যদি কৃকাটিকার পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ঘাড়ের সীমা; যেমন গ্রীবা) ছিন্ন হয়, তবে সে স্থান বায়ুবাহী হইলেও ছিন্ন সম্যক্‌প্রকারে সন্নিবিষ্ট করিয়া বন্ধন করিতে হইবে এবং ফাঁক না থাকে এরূপ ভাবে সেলাই করিতে হইবে। পরে ঐ স্থানে ছাগঘৃত পরিষেক করিতে হইবে। রোগী চিৎ হইয়া অন্নভোজন করিবে। আর সুযন্ত্রিত হইয়া (অর্থাৎ নড়াচড়া না করিয়া) শয়ন করিবে। ২৪। শাখাচতুষ্টয়ে তির্য্যক্‌ভাবে পতিত প্রহার সকল (অর্থাৎ শস্ত্রকৃত ব্রণ সকল) অতিশয় বিবৃত হইলে সন্ধি ও অস্থি সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্যক্‌ নিবেশিত করিয়া সীবন করিবে। আর ব্রণের উপর বেল্লিতক নামক বন্ধন দিয়া তৎপরে তৈল দ্বারা সেচন করিবে। অথবা চর্ম্ম দ্বারা গোফণা-বন্ধ প্রয়োগ করিবে বা অন্য যে কোন বন্ধন হিতকর হয়, তাহাই প্রয়োগ করিবে। ২৫। পৃষ্ঠে সদ্যোব্রণ হইলে রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে [নতুবা দোষ অনির্গত হওয়াতে অন্তরে থাকিয়া উৎসঙ্গ উপস্থিত করে, সুতরাং বিকার উৎপন্ন হয়]। ২৬। বক্ষে সদ্যোব্রণ হইলে রোগীকে ইহার অন্যথা করিয়া [অর্থাৎ নিম্নমুখ করিয়া] শোয়াইবে। ২৭। হস্ত বা পদ নিঃশেষে ছিন্ন হইলে তৈল দ্বারা দগ্ধ করিয়া রক্ত বন্ধ করিবে। আর কোশবন্ধ নামক বন্ধন দিবে। এরূপ স্থলে রোপণ-কার্য্য প্রশস্ত। রোপণ-দ্রব্য যথা;—রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ্র, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, যষ্টিমধু এবং অষ্টম স্থলে দুগ্ধ এই কয়েকটী দ্বারা তৈল পাক করিলে সেই তৈল প্রধান ব্রণরোপণ হয় [কেহ কেহ বলেন যে; এ স্থলে যে অষ্টম শব্দ আছে, তাহাতে তৈলের নাম অষ্টাঙ্গ তৈল বুঝিতে

তৈলমেভির্বিপক্বন্তু প্রধানং ব্রণরোপণম্।
চন্দনং কর্কটাখ্যা চ মাষপর্ণ্যাদি মাংসী...
হরেণবো মৃণালঞ্চ ত্রিফলা পদ্মকোৎপলম্।
ত্রয়োদশাঙ্গং ত্রিবৃতং ক্ষীরে পক্বং প্রশস্যতে॥
তৈলং বিপক্বং সেকার্থে হিতঞ্চ ব্রণরোপণে ॥ ২৮
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভিন্নাক্ষস্য চিকিৎসিতম্।
ভিন্নং নেত্রমকর্মণ্যমভিন্নং লম্বতে তু যৎ ॥
তন্নিবেশ্য যথাস্থানমব্যাবিদ্ধশিরঃ শনৈঃ।
পীড়য়েৎ পাণিনা সম্যক্‌ পদ্মপত্রান্তরেণ তু ॥
ততোঽস্য তর্পণং কার্য্যং নস্যঞ্চানেন সর্পিষা।
আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকঞ্চোৎপলানি চ ॥
জীবকর্ষভকৌ চৈব পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বনেত্রাভিঘাতে তু সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে ॥ ২৯
উদরান্মেদসো বর্ত্তির্নির্গতা যস্য দেহিনঃ।
কষায়ভস্মমৃৎকীর্ণাং বদ্ধা সূত্রেণ সূত্রবিৎ ॥
অগ্নিতপ্তেন শস্ত্রেণ ছিন্দ্যান্মধুসমাযুতম্।
বদ্ধা ব্রণং সুজীর্ণেঽন্নে সর্পিষঃ পানমিষ্যতে ॥

হইবে। আর এ স্থলে দুগ্ধ কল্কের চতুর্গুণ হইবে। বিষ্ণুতৈলের ন্যায় কেবল দুগ্ধ দ্বারাই এই তৈল পাক করা হয়]। অথবা দ্বিতীয় তৈল যথা;—রক্তচন্দন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, জটামাংসী, গোলঞ্চ, হরেণু, মৃণাল (বেণার মূল), ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল এই তেরটী দ্রব্যের কল্ক ঘৃত বসা ও মজ্জা এই ত্রিবিধ স্নেহ ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। এই পক্ক তৈল সেচন করিলে ব্রণরোপণ হয়। ২৮। ইহার পর ভিন্নসমূহের চিকিৎসা বলিতেছি। নেত্র ভিন্ন হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। [কেহ কেহ বলেন যে, অকর্ম্মণ্য অর্থে অসাধ্য বুঝায়]। কিন্তু যদি নেত্র অভিন্ন থাকিয়া ঝুলিয়া পড়ে, তবে তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, মস্তক সোজা রাখিয়া দিবে এবং নেত্রের উপর পদ্মপত্র স্থাপন করিয়া, তাহার উপর পাণি দ্বারা পীড়ন করিবে। অনন্তর রোগীকে তর্পণ-নস্য দিবে। আর নিম্নলিখিত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ছাগঘৃত এক সের (কোন কোন মতে চারি সের), দুগ্ধ ষোল সের, আর যষ্টিমধু, নীলোৎপল, জীবক ও ঋষভকের কল্ক এক সের এবং গোঘৃত চারি সের পাক করিবে। সকল প্রকার নেত্রাঘাতেই এই ঘৃত প্রশস্ত। ২৯। যাহার উদর হইতে মেদের বর্ত্তি নির্গত হইয়াছে, তাহার সেই বর্ত্তির মূলদেশে কষায় ভস্ম ও মৃত্তিকা বিকিরণ করিয়া সূত্র দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক অগ্নিতপ্ত শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে [অগ্নিতপ্ত শস্ত্র না হইলে পাকের আশঙ্কা থাকে]। অনন্তর ব্রণ মধুযুক্ত করিয়া বন্ধন করিবে। পরে অন্ন ভোজন করিবে। আর অন্ন জীর্ণ হইলে ঘৃতপান বাঞ্ছনীয়। আর স্নেহপান অপেক্ষা দুগ্ধপান, আরও ভাল। সেই দুগ্ধ যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ করিতে হয়,

স্নেহপানাদৃতে চাপি পয়ঃপানং বিধীয়তে।
শর্করামধুসংযুক্তং লাক্ষয়া বা শৃতং পয়ঃ।
চিত্রাকসংশ্রিতক্ষীরং রুজাদাহবিনাশনম্ ॥ ৩০
আটোপো মরণং বা স্যাদচ্ছিন্নো বাপি ছিদ্যমানয়া ॥ ৩১
মেদোগ্রন্থৌ চ যৎ তৈলং বক্ষ্যতে তচ্চ যোজয়েৎ ॥ ৩২
ত্বচোহতিক্রম্য শিরাদীনি ভিত্ত্বা বা পরিকৃত্য বা।
কোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং শল্যং কুর্য্যাদুক্তানুপদ্রবান্ ॥ ৩৩
তত্রাস্রশোণিতং পাণ্ডুং শীতপাদকরাননম্।
শীতোচ্ছ্বাসং রক্তনেত্রমানদ্ধঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩৪
আমাশয়স্থে রুধিরে বমনং পথ্যমুচ্যতে ॥ ৩৫
পক্বাশয়স্থে দেয়ঞ্চ বিরেচনমসংশয়ম্।
আস্থাপনঞ্চ নিঃস্নেহং কার্য্যমুষ্ণৈর্বিশোধনৈঃ ॥
যবকোলকুলত্থানাং নিঃস্নেহেন রসেন চ।
ভুঞ্জীতান্নং যবাগূং বা পিবেৎ সৈন্ধবসংযুতাম্ ॥ ৩৬
অতিনিস্রুতরক্তো বা ভিন্নকোষ্ঠঃ পিবেদসৃক্ ॥ ৩৭
স্বমার্গপ্রতিপন্নাস্তু যস্য বিণ্মূত্রমারুতাঃ।
ব্যুপদ্রবঃ স ভিন্নেহপি কোষ্ঠে জীবতি মানবঃ ॥ ৩৮
অভিন্নমন্ত্রং নিষ্ক্রান্তং প্রবেশ্যং নান্যথা ভবেৎ।
পিপীলিকাশিরোগ্রস্তং তদপ্যেকে বদন্তি তু ॥ ৩৯
প্রক্ষাল্য পয়সা দিগ্ধং তৃণশোণিতপাংশুভিঃ।
প্রবেশয়েৎ কৃত্তনখো ঘৃতেনাক্তং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪০
প্রবেশয়েৎ ক্ষীরসিক্তং শুষ্কমন্ত্রং ঘৃতাপ্লুতম্ ॥ ৪১
অঙ্গুল্যাভিমৃশেৎ কণ্ঠং জলেনোদ্বেজয়েদপি।
হস্তপাদেষু সংগৃহ্য সমুৎক্ষিপ্য মহাবলাঃ।
ভবত্যন্তঃপ্রবেশস্তু যথা নিম্ন ধুনুয়ুস্তথা ॥ ৪২
তথান্ত্রাণি বিশন্ত্যন্তঃ স্বাং কলাং পীড়য়ন্তি চ ॥ ৪৩
ব্রণাল্পত্বাদ্বহুত্বাদ্বা দুষ্প্রবেশং ভবেৎ তু যৎ।
তদাপাট্য প্রমাণেন ভিষগন্ত্রং প্রবেশয়েৎ ॥ ৪৪
যথাস্থানং নিবিষ্টে চ ব্রণং সীব্যেদতন্দ্রিতঃ ॥ ৪৫
স্থানাদপেতমাদত্তে প্রাণান্ গুল্ফিতমেব বা ॥ ৪৬

আর তাহাতে শর্করা [টীকাকার-মতে শর্করা ও এরণ্ড তৈল] প্রক্ষেপ দিতে হয়। অথবা সেই দুগ্ধ গোক্ষুরের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়, আর তাহাতে লাক্ষাচূর্ণ [টীকাকার-মতে লাক্ষাচূর্ণ ও তিল-তৈল] প্রক্ষেপ দিতে হয়। অথবা চিত্রাকল্কের [দন্তীকল্কের] সহিত দুগ্ধ পান করিতে হয়। তাহাতে বেদনা ও দাহের প্রশমন হয়। ৩০। মেদোবর্ত্তি ছিদ্যমান না হইলে, আটোপ বা মরণ পর্য্যন্ত হয়। ৩১। মেদোগ্রন্থি রোগে যে তৈল বলা হইবে, তাহা উক্ত মেদোবর্ত্তিতেও প্রয়োগ করা যায়। ৩২। যদি শল্য সপ্ত ত্বক্ অতিক্রম করিয়া ও শিরাদি ভেদ বা উৎপাটন করিয়া উদরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলেও উক্ত উপদ্রব সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩৩। যদি উদরের মধ্যে রক্তোৎপাত হয়, শরীর পাণ্ডু হয়, পদ কর ও আনন শীতল হয়, উচ্ছ্বাস শীতল হয়, নেত্র রক্তবর্ণ হয় ও আনাহ হয়, তবে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৪। আমাশয়ে রক্তোৎপাত হইলে বমন পথ্য। ৩৫। পক্বাশয়স্থ রক্তে নিশ্চয়ই বিরেচন দিবে। আর উষ্ণ অথচ শোধন দ্রব্য-সমূহের আস্থাপন দিবে। কিন্তু আস্থাপনে স্নেহযোগ করিবে না। আহারার্থ যব, কুল ও কুলত্থের নিঃস্নেহ-যূষের সহিত অন্ন বা যবাগূ সৈন্ধবযুক্ত করিয়া দিবে। ৩৬। ভিন্নকোষ্ঠ ব্যক্তির অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্ত পান করিবে। ৩৭। কোষ্ঠ ভিন্ন হইবার পরেও যদি রোগীর বিষ্ঠা মূত্র ও বায়ু স্ব স্ব মার্গে অবস্থিত হয় এবং উপদ্রব সকল ক্রমশঃ দূর হয়, তবে সে বাঁচিয়া যায়। ৩৮। অন্ত্র অভিন্ন হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করাইয়া দিবে, অন্যথা না হয়। কেহ কেহ বলেন যে, অন্ত্রকে পিপীলিকা-শিরোগ্রস্ত করিয়া প্রবেশিত করিয়া দিবে [চরকের উদর-চিকিৎসায় এইরূপ আছে যথা;—"ছিদ্রাণ্যন্ত্রস্য তু স্থূলৈর্দংশয়িত্বা পিপীলিকৈঃ। বহুশঃ সংগৃহীতানি মত্বা ছিত্ত্বা পিপীলিকান্। প্রতিযোগৈঃ প্রবেশ্যান্ত্রং বহিঃ সীব্যেৎ ব্রণং তথা॥" চরকের ঐ শ্লোক ও সুশ্রুতের উপস্থিত শ্লোক একত্র পাঠ করিলে "পিপীলিকা-শিরোগ্রস্ত" পদের এইরূপ অর্থ বোধ হয় যথা;—অন্ত্র ভিন্ন হইলে অন্ত্রের ছিদ্রসমূহে স্থূল পিপীলিকাসমূহ দ্বারা দংশন করাইবে। পরে ছিদ্র সকল বহুশঃ সংগৃহীত হইয়াছে মনে হইলে পিপীলিকাদিগকে ছেদন করিবে অর্থাৎ পিপীলিকাদিগকে এরূপে ছেদন করিবে যেন উহাদের মস্তক অন্ত্রচ্ছিদ্রে সংলগ্ন থাকিয়া যায়]। ৩৯। বহির্গত অন্ত্র তৃণ, শোণিত ও পাংশুসমূহে লিপ্ত হইলে তাহা দুগ্ধে প্রক্ষালন করিয়া ঘৃতাক্ত করিবে এবং কৃত্তনখ হস্তে আস্তে আস্তে প্রবেশিত করিয়া দিবে। ৪০। শুষ্ক অন্ত্রকে দুগ্ধক্ষালিত ও ঘৃতাক্ত করিয়া প্রবেশিত করিবে। ৪১। অন্ত্র প্রবেশিত করিবার সময়ে রোগীর গলার ভিতর অঙ্গুলি দিবে [তাহাতে হঠাৎ বমনবেগ উপস্থিত হওয়াতে অন্ত্র ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে] আর রোগীকে হঠাৎ শীতল জলসেক করিয়া চমকাইয়া দিবে [তাহাতে অন্ত্র হঠাৎ ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে]। আর বলবান্ ব্যক্তিরা উহার হস্ত ও পাদ সংগৃহীত করিয়া এরূপ ভাবে কাঁপাইতে থাকিবে যেন অন্ত্র ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। ৪২। এইরূপ করিলে অন্ত্র সকল অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় এবং স্বীয় মলধরা কলাকে যথাস্থানে নিবেশিত করে। ৪৩। ব্রণ অল্প হওয়াতে যদি অন্ত্র দুষ্প্রবেশ হয়, তবে অস্ত্র দ্বারা ব্রণ বৃদ্ধি করিয়া অন্ত্রকে প্রবেশিত করিবে। আর যদি ব্রণ অতিশয় বিস্তৃত হওয়াতে অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে, তবে অগ্রে কতকটা সেলাই করিয়া পরে অন্ত্র প্রবেশিত করিবে। ৪৪। অন্ত্র যথাস্থানে নিবিষ্ট হইলে ব্রণ সাবধানে সেলাই করিয়া দিবে। ৪৫। অন্ত্র সকল স্থানচ্যুত হইলে প্রাণনাশ হয়, আর গুল্ফিত (পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট) হইলেও প্রাণনাশ

বেষ্টয়িত্বা তু পট্টেন ঘৃতসেকং প্রদাপয়েৎ।
ঘৃতং পিবেৎ সুখোষ্ণঞ্চ চিত্রাতৈলসমন্বিতম্
মৃদুক্রিয়ার্থং শকৃতো বায়োশ্চাধঃপ্রবৃত্তয়ে ॥ ৪৭
ততস্তৈলমিদং কুর্য্যাদ্রোপণার্থং চিকিৎসকঃ।
ত্বচোঽশ্বকর্ণধবয়োর্মেষচকীমেষশৃঙ্গয়োঃ ॥
শল্লক্যর্জ্জুনয়োশ্চাপি বিদার্য্যাঃ ক্ষীরিণাং তথা।
বলামূলানি চাহৃত্য তৈলমেতৈর্বিপাচয়েৎ ॥
ব্রণং সংরোপয়েৎ তেন বর্ষমাত্রং যতেত চ ॥ ৪৮
পাদৌ নিরস্তমুষ্কস্য জলেন প্রোক্ষ্য চাক্ষিণী।
প্রবেশ্য তুন্নসেবন্যা মুষ্কৌ সীব্যেৎ ততঃ পরম্ ॥
কার্য্যো গোফণিকাবন্ধঃ কট্যামাবেশ্য যন্ত্রকম্।
ন কুর্য্যাৎ স্নেহসেকঞ্চ তেন ক্লিদ্যতি হি ব্রণঃ ॥ ৪৯
কালানুসার্য্যাগুর্ব্বেলা-জাতীচন্দনপদ্মকৈঃ।
শিলাদার্ব্ব্যমৃতাতুত্থৈস্তৈলং কুর্ব্বীত রোপণম্ ॥ ৫০
শিরসোঽপহৃতে শল্যে বালবর্ত্তিং প্রবেশয়েৎ।
বালবর্ত্ত্যামদত্তায়াং মস্তলুঙ্গং ব্রণাৎ স্রবেৎ ॥
হন্যাদেনং ততো বায়ুস্তস্মাদেবমুপাচরেৎ।
ব্রণে রোহতি চৈকৈকং শনৈর্বালমপক্ষিপেৎ ॥ ৫১

গাত্রাদ্ব্যপহৃতে শল্যাৎ স্নেহবর্ত্তিং প্রবেশয়েৎ।
কৃতে নিঃশোণিতে চাপি বিধিঃ সদ্যঃক্ষতে হিতঃ ॥ ৫২
দূরাবগাঢ়াঃ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্যে ব্রণাস্তান্ বিশোণিতান্।
কৃত্বা সূক্ষ্মেণ নেত্রেণ চক্রতৈলেন তর্পয়েৎ ॥ ৫৩
সমঙ্গাং রজনীং পদ্মাং ত্রিবর্গং তুত্থমেব চ।
বিড়ঙ্গং কটুকাং পথ্যাং গুড়ূচীং সকরঞ্জিকাম্ ॥
সংহৃত্য বিপচেৎ কালে তৈলং রোপণমুত্তমম্ ॥ ৫৪
তালীশং পদ্মকং মাংসী হরেণ্বগুরুচন্দনম্।
হরিদ্রে পদ্মবীজানি সোশীরং মধুকঞ্চ তৈঃ ॥
পক্বং সদ্যোব্রণেষুক্তং তৈলং রোপণমুত্তমম্ ॥ ৫৫
ক্ষতে ক্ষতবিধিঃ কার্য্যঃ পিচ্চিতে ভগ্নবদ্বিধিঃ ॥ ৫৬
ঘৃষ্টে রুজো নিগৃহ্যাশু চূর্ণৈরুপচরেদ্‌ব্রণম্ ॥ ৫৭
বিশ্লিষ্টদেহং পতিতং মথিতং হতমেব চ।
বাসয়েৎ তৈলপূর্ণায়াং দ্রোণ্যাং মাংসরসাশনম্ ॥
অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ ক্ষীণে মর্ম্মহতে তথা ॥ ৫৮
রোপণে সপরীষেকে পানে চ ব্রণিনাং সদা।

হয়।৪৬। অন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে ব্রণস্থান মধু-ঘৃতাভ্যক্ত ও পট্ট দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ঘৃত সেচন করিবে। আর এরণ্ড-তৈলের সহিত সুখোষ্ণ ঘৃত পান করিবে। তাহাতে বিষ্ঠার কাঠিন্য দূর হইবে আর বায়ু অধঃপ্রবৃত্ত হইবে। ৪৭। অনন্তর চিকিৎসক রোপণার্থ এই তৈল প্রয়োগ করিবেন ;—অশ্বকর্ণ ("পূর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ অশ্বকর্ণ সদৃশ") ও ধব বৃক্ষের ত্বক্, শাল্মলী ও মেষশৃঙ্গীর ("কর্কটশৃঙ্গীর") ত্বক্, শল্লকী ও অর্জ্জুন বৃক্ষের ত্বক্ এবং বিদারী ও ক্ষীরী-বৃক্ষগণের ত্বক্ আর বেড়েলার মূল সকল কল্কীকৃত করিয়া কল্কের চতুর্গুণ তৈল ও তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে। এই তৈল ব্রণসংরোহণ। অন্ত্রপ্রবেশের পর ব্রণরোহণ করিবার জন্য এই তৈল এক বৎসর ব্যবহার করিবে।৪৮। অণ্ডকোষ বাহির হইয়া পড়িলে পাদদ্বয় ও চক্ষুর্দ্বয় ধৌত করিয়া অণ্ডকোষ যথাস্থানে প্রবেশিত করিবে এবং তুন্নসেবনী দ্বারা মুষ্কদ্বয় সেলাই করিয়া দিবে। আর গোফণিকা-বন্ধ দ্বারা [কাচ বা তদ্রূপ বন্ধন দ্বারা] মুষ্ক বন্ধন করিয়া কটিতে আঁটিয়া রাখিবে। আর ব্রণে স্নেহ সেচন করিবে না, কেননা স্নেহ সেচন করিলে ব্রণ ক্লিন্ন হইয়া থাকে।৪৯। কালানুসারী (তগরপাদিকা), অগুরু, এলাচ, জাতী, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মনঃশিলা, দেবদারু, গোলঞ্চ ও তুঁতে এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও তৈল পাক করিয়া রোপণ-তৈল প্রস্তুত করিবে।৫০। মস্তক হইতে শল্য অপসারিত হইলে ব্রণমুখ-পিধানার্থ কেশরচিত বর্ত্তি নিরবশেষে প্রবেশিত করিবে। বালবর্ত্তি প্রদান না করিলে ব্রণ হইতে মস্তলুঙ্গের স্রাব হইতে পারে। তাহাতে বায়ু কুপিত হওয়াতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। এইজন্যই এরূপ চিকিৎসা করিতে হয়। অনন্তর ব্রণ পূর্ণ হইয়া আসিলে কেশরচিত বর্ত্তির কেশ এক একটী করিয়া উঠাইয়া ফেলিতে হয়।৫১। অন্য অঙ্গ হইতে শল্য অপহৃত হইলে তৈলবর্ত্তি প্রবেশিত করিবে। আর ব্রণ নিঃশোণিত হইলে সদ্যোব্রণের অন্যান্য বিধি সকল আচরণ করিবে।৫২। যে সকল ব্রণ দূরানুপ্রবিষ্ট ও সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে নিঃশোণিত করিয়া ব্রণপ্রক্ষালন নল দ্বারা চক্রতৈল প্রবেশিত করিয়া তর্পিত করিবে [ঘানির কাঠ হইতে যে তৈল বাহির করা যায়, তাহাকে অনুতৈল বলে]।৫৩। বরাহক্রান্তা, হরিদ্রা, বামনহাটী, ত্রিফলা, তুঁতে, বিড়ঙ্গ, কটুকী, হরীতকী, গোলঞ্চ ও করঞ্জ এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত তৈল পাক করিলে তাহা উত্তম রোপণ হইতে পারে।৫৪। তালীশ, পদ্মকাষ্ঠ, জটামাংসী, হরেণু, অগুরু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পদ্মবীজ, বেণার মূল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিলে সদ্যোব্রণে উত্তম রোপণ হয়। ৫৫। পিচ্চিতক্ষতে মধু ঘৃত তৈলাভ্যঙ্গাদি সর্ব্বপ্রকার ক্ষত-বিধি এবং ভগ্নোক্ত বন্ধ সেক ও রুক্ষভোজনাদি হিতকর। ৫৬। ঘৃষ্টক্ষতে ঘৃতসেকাদি দ্বারা আশু বেদনা দূর করিয়া সাল-সর্জ্জ-অর্জ্জুনাদির চূর্ণ দ্বারা ব্রণের চিকিৎসা করিবে। ৫৭। নমন, আকর্ষণ ও বৃক্ষাদিরোহণ হেতু যাহার কোন অঙ্গ স্থানচ্যুত হইয়াছে, যে ব্যক্তি বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মথিত (হস্তিপদাদি দ্বারা দলিত) হইয়াছে বা দণ্ডমুষ্ট্যাদি দ্বারা অতিশয় আহত হইয়াছে, তাহাকে তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে স্থাপন করিবে আর মাংসরস আহার দিতে থাকিবে। ব্রণক্ষীণ বা মর্ম্মাহত রোগীর সম্বন্ধেও এইরূপ বিধি।৫৮। ব্রণীদিগের রোপণে, পরিষেকে ও পানে শরীরের প্রকৃতি ও কাল পরীক্ষা

তৈলং ঘৃতং বা সংযোজ্যং শরীরর্ত্তুনবেক্ষ্য হি ॥ ৫৯ ॥
ঘৃতানি যানি বক্ষ্যামি বস্তুতঃ পিত্তবিদ্রধৌ।
সদ্যোব্রণেষু দেয়ানি তানি বৈদ্যেন জানতা ॥ ৬০
সদ্যঃক্ষতব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ।
সর্পিষা নাতিশীতেন বলাতৈলেন বা পুনঃ ॥ ৬১
সমঙ্গাং রজনীং পথ্যাং পথ্যাং তুথং সুবর্চ্চলাম্।
পদ্মকং রোধ্রমধুকং বিড়ঙ্গানি হরেণুকম্ ॥
তালীশপত্রং নলদং চন্দনং পদ্মকেশরম্।
মঞ্জিষ্ঠোশীরলাক্ষাশ্চ ক্ষীরিণাঞ্চাপি পল্লবান্ ॥
পিয়ালবীজং তিন্দুক্যাস্তরুণানি ফলানি চ।
যথালাভং সমাহৃত্য তৈলমেভির্বিপাচয়েৎ ॥
সদ্যোব্রণানাং সর্ব্বেষামদুষ্টানান্তু রোপণম্।
কষায়মধুরাঃ শীতাঃ ক্রিয়াঃ স্নিগ্ধাশ্চ যোজয়েৎ ॥
সদ্যোব্রণানাং সপ্তাহং পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্তমাচরেৎ ॥ ৬২
দুষ্টব্রণেষু কর্ত্তব্যমূর্দ্ধাধশ্চ শোধনম্।
বিশোষণং তথাহারঃ শোণিতস্য চ মোক্ষণম্ ॥
কষায়ং রাজবৃক্ষাদৌ সুরসাদৌ চ ধাবনম্।
তয়োরেব কষায়েণ তৈলং শোধনমিষ্যতে ॥
ক্ষারকল্কেন বা তৈলং ক্ষারদ্রব্যেণ সাধিতম্ ॥ ৬৩
দ্রবন্তী চিরবিল্বশ্চ দন্তী চিত্রকমেব চ।
পৃথ্বীকা নিম্বপত্রাণি কাসীসং তুথমেব চ ॥
ত্রিবৃৎ তেজোবতী নীলী হরিদ্রে সৈন্ধবং তিলাঃ।
ভূমীকদম্বঃ সুবহা শুকাখ্যা লাঙ্গলাহ্বয়া ॥
নৈপালী জালিনী চৈব মদয়ন্তী মৃগাদনী।
সুধামূর্ব্বার্ককীটারি-হরিতালকরঞ্জিকাঃ ॥
যথোপপত্তি কর্ত্তব্যং তৈলমেতৈস্তু শোধনম্ ॥ ৬৪
ঘৃতং বা যদি বা প্রাপ্তং কল্কাঃ সংশোধনাস্তথা ॥ ৬৫
সৈন্ধবং ত্রিবৃদেরণ্ডপত্রকল্কস্তু বাতিকে ॥ ৬৬
ত্রিবৃদ্ধরিদ্রামধুককল্কঃ পৈত্তে তিলৈর্যুতঃ ॥ ৬৭
কফজে তিলতেজোহ্বা দন্তীস্বর্জ্জিকচিত্রকাঃ ॥ ৬৮
দুষ্টব্রণবিধিঃ কার্য্যো মেহকুষ্ঠব্রণেষ্বপি ॥ ৬৯
ষড়্‌বিধঃ প্রাক্‌প্রদিষ্টো যঃ সদ্যোব্রণবিনিশ্চয়ঃ।
নাতঃ শক্যং পরং বক্তুমপি নিশ্চিতবাদিভিঃ ॥
উপসর্গৈর্নিপাতৈশ্চ তৎ তু পণ্ডিতমানিনঃ।
কেচিৎ সংযোজ্য ভাষন্তে বহুধা মানগর্ব্বিতাঃ ॥

করিয়া তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিবে [যেমন বাতকফ-প্রকৃতি শরীরে শিশিরাদি কালে তৈল প্রয়োগ করিবে আর রক্তপিত্ত-প্রকৃতি শরীরে শরদাদি কালে ঘৃত প্রয়োগ করিবে]। ৫৯। পিত্তবিদ্রধি-চিকিৎসিতে যে সকল ঘৃত বলিব, তাহা সদ্যোব্রণেও প্রয়োগ করিবে। ৬০। যেরূপ অবস্থায় ঘৃত ও তৈল পরিষেক করিতে হইবে, সম্প্রতি তাহা বলা হইতেছে। সদ্যোব্রণে শূল থাকিলে, পিত্তরক্ত স্থলে ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিবে। ঘৃত নাতি-শীতল হওয়া উচিত। আর বাতকফস্থলে বলাতৈল পরিষেক করা উচিত। ৬১। বরাহক্রান্তা, হরিদ্রা, বামন-হাটী, হরীতকী, তুঁতে, সূর্য্যভক্তা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, যষ্টিমধু, বিড়ঙ্গ, হরেণু, তালীশপত্র, নলদ (জটামাংসী), রক্তচন্দন, পদ্মকেশর (পদ্মবীজ), মঞ্জিষ্ঠা, বেণার মূল, লাক্ষা, ক্ষীরী বৃক্ষসমূহের পল্লব, পিয়াল-বীজ ও কাঁচা তিন্দুক-ফল এই সকলের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈলে সর্ব্ব প্রকার অদুষ্ট সদ্যোব্রণের রোপণ হয়। এই তৈল প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে এক সপ্তাহ কষায় মধুর শীতল স্নিগ্ধ ক্রিয়া সকল আচরণ করিবে। ৬২। দুষ্ট ব্রণসমূহে ঊর্দ্ধ শোধন (বমন ও শিরোবিরেচন), অধঃশোধন (বিরেচন ও আস্থাপন), বিশোষণ (লঙ্ঘন), তিক্ত-কটু-কষায়াদি বিশোষণ আহার ও শোণিতমোক্ষণ আবশ্যক। আর আরগ্বধাদি বা সুরসাদি গণের কষায় দ্বারা প্রক্ষালন আবশ্যক। আর ঐ দুই গণের ষোল সের কষায় দ্বারা চারি সের তৈল পাক করিয়া, শোধন-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। অথবা যেরূপে ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়, সেইরূপে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া, তাহার সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে [পলাশ প্রভৃতির কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম এক প্রস্থ গ্রহণপূর্ব্বক ছয় প্রস্থ জলে একুশ বার স্রাবিত করিলে ক্ষার প্রস্তুত হয়। সেই ক্ষারোদক চতুর্গুণ ও তৈল একগুণ একত্র পাক করিলে, ক্ষারতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে]। ৬৩। দ্রবন্তী, করঞ্জ, দন্তী, চিতার মূল, স্থূলজীরক, নিম্বপত্র, হিরাকস্, তুঁতিয়া, ত্রিবৃৎ, তেজোবতী ("কাকমর্দ্দনিকা"), নীলিনী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, তিল, ভূমিকদম্ব, সুবহা (গোধাপদ), শুকাখ্য (শিরীষ), লাঙ্গলিয়া, মনঃশিলা, কোশাতকী, মল্লিকা, মৃগাদনী (ইন্দ্রবারুণী), সুধা (মনসা), মূর্ব্বা, কীটারি (বিড়ঙ্গ), হরিতাল ও নাটা-করঞ্জ এই সকল যথালাভ সংগ্রহ করিয়া শোধনতৈল পাক করিতে হয়। ৬৪। যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে, ঐ সকল দ্রব্যে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করা যায়। আর ঐ সকল দ্রব্যের কল্কও শোধন হইয়া থাকে। ৬৫। সৈন্ধব, ত্রিবৃৎ ও এরণ্ডপত্র (দন্তী) এই সকল দ্রব্যের কল্ক বাতিক-ব্রণের শোধক। ৬৬। ত্রিবৃৎ, হরিদ্রা ও যষ্টিমধুর কল্ক তিলের সহিত প্রয়োগ করিলে পৈত্তিক-ব্রণে শোধন হয়। ৬৭। তিল, তেজোহ্ব (তেজবল), দন্তী, স্বর্জ্জিক্ষার ও চিতা এই সকল দ্রব্যের কল্ক কফজ-ব্রণে শোধন হয়। ৬৮। মেহব্রণ ও কুষ্ঠব্রণে দূষিত-ব্রণবিধি আচরণীয়। ৬৯। পূর্ব্বে মীমাংসা করা হইয়াছে যে, সদ্যোব্রণ ছয় প্রকার মাত্র। মীমাংসকেরা ইহার অপেক্ষা আর অধিক বলিতে পারেন না। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি সদ্যোব্রণের উপসর্গ ও ভিন্ন ভিন্ন সদ্যোব্রণের সংমিশ্রণকে ব্রণের মধ্যে গণনা করিয়া বহুবিধ সদ্যোব্রণ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই বহুভাবিত ছয়

বহু তদ্ভাষিতং তেষাং ষট্স্বেবেবাবতিষ্ঠতে।
বিশেষা ইব সামান্যে ষট্ত্বন্ত পরমং মতম্॥ ৭০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে সদ্যোব্রণ-
চিকিৎসিতং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভগ্নানাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ
অল্পাশিনোঽনাত্মবতো জন্তোর্বাতাত্মকস্য চ।
উপদ্রবৈর্বা জুষ্টস্য ভগ্নং কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি॥ ২
লবণং কটুকং ক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নমেব চ॥ ৩
শালির্মাংসরসঃ ক্ষীরং সর্পির্যূষঃ সতীনজঃ।
বৃংহণঞ্চান্নপানং স্যাদ্দেয়ং ভগ্নায় জানতা॥ ৪
মধুকোডুম্বরাশ্বত্থ-পলাশককুভত্বচঃ।
বংশসর্জ্জবটানাং বা কুশার্থমুপসংহরেৎ॥ ৫
আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রক্তচন্দনম্।
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ সংহরেৎ॥ ৬
সপ্তাহাদথ সপ্তাহাৎ সৌম্যেষৃতুষু বন্ধনম্।
সাধারণেষু কর্ত্তব্যং পঞ্চমে পঞ্চমেঽহনি।
আগ্নেয়েষু ত্র্যহাৎ কুর্য্যাত্তথা দোষবশেন বা॥ ৭
তত্রাতিশিথিলং বন্ধে সন্ধিস্থৈর্য্যং ন জায়তে।
গাঢ়েনাপি ত্বগাদীনাং শোফো রুক্ পাক এব চ।
তস্মাৎ সাধারণং বন্ধং ভগ্নে শংসন্তি তদ্বিদঃ॥ ৮
ন্যগ্রোধাদিকষায়ন্ত সুশীতং পরিষেচনে।
পঞ্চমূলীবিপক্কন্ত ক্ষীরং দদ্যাৎ সবেদনে।
সুখোষ্ণমবচার্য্যং বা চক্রতৈলং বিজানতা॥ ৯
বিভজ্য কালং দোষঞ্চ দোষঘ্নৌষধসংযুতম্।
পরিষেকং প্রদেহঞ্চ বিদধ্যাচ্ছীতমেব চ॥ ১০
গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিষ্কং মধুরৌষধসাধিতম্।
শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ॥ ১১
সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্মধূত্তরৈঃ।
প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ॥ ১২
প্রথমে বয়সি ত্বেবং ভগ্নং সুকরমাদিশেৎ।
অল্পদোষস্য জন্তোশ্চ কালে চ শিশিরাত্মকে॥ ১৩
প্রথমে বয়সি ত্বেবং মাসাৎ সন্ধিঃ স্থিরো ভবেৎ।
মধ্যমে দ্বিগুণাৎ কালাদুত্তরে ত্রিগুণাৎ স্মৃতঃ॥ ১৪

প্রকারেরই অন্তর্গত হয়। যেমন সামান্যের মধ্যে বিশেষ, সেইরূপ সেই বহুকল্পিত সদ্যোব্রণের মধ্যে ষট্‌সংখ্যাই পরম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৭০

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়

ভগ্ন-চিকিৎসিত।

অনন্তর আমরা ভগ্নসমূহের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। অল্পভোজী, অজিতেন্দ্রিয় ও বাতাত্মক জন্তুর ভগ্ন কৃচ্ছ্রসাধ্য। আর ভগ্নরোগীর জ্বরপ্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব হইতে থাকিলেও ভগ্ন কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। ২। ভগ্নরোগী লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, আতপ ও পরিশ্রম এবং রুক্ষান্ন সেবন করিবে না। ৩। শালি, মাংসরস, দুগ্ধ, ঘৃত, বর্ত্তুল-কলায়ের ঝিঙ্গযূষ এবং বৃংহণ অন্নপান ভগ্নরোগীকে প্রদান করিতে হয়। ৪। যষ্টিমধু, উডুম্বর, অশ্বত্থ, পলাশ, বংশ, সর্জ্জ ও বটের ছাল বা কুশ ভগ্নবন্ধনার্থ সংগ্রহ করিবে। ৫। ভগ্নে আলেপনার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শতধৌত-ঘৃতমিশ্রিত শালিপিষ্ট (পেষিত তণ্ডুল) সংগ্রহ করিবে। ৬। সৌম্য কালসমূহে (যে সকল কালে শীত-গ্রীষ্মাদির আতিশয্য নাই) সপ্তাহান্তর বন্ধন খুলিয়া নূতন বন্ধন দিবে। আর সাধারণ কালে পাঁচ পাঁচ দিন অন্তর বন্ধন কর্ত্তব্য। অতিশয় গ্রীষ্মে তিন দিন অন্তর বন্ধন কর্ত্তব্য। অথবা দোষানুসারে দিনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া বন্ধন দেওয়া যায়। ৭। ভগ্ন শিথিল করিয়া বাঁধিলে সন্ধির স্থিরতা হয় না। অতিশয় গাঢ় করিয়া বাঁধিলে ত্বক্ প্রভৃতির শোথ, বেদনা, এমন কি পাক পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব বন্ধ না গাঢ়, না শিথিল হওয়া উচিত। ৮। ভগ্নে ন্যগ্রোধাদি গণের কষায় সুশীতল করিয়া পরিষেচন করিতে হয়। বেদনা থাকিলে স্বল্পপঞ্চমূল-সিদ্ধ দুগ্ধ সেচন করিবে। অথবা সুখোষ্ণ চক্রতৈল পরিষেচন করিবে [চক্রতৈল—কোন কোন মতে সদ্যঃ-পীড়িত তৈল। কোন কোন মতে ঘানিগাছের কাঠ খণ্ড-খণ্ড ও পীড়ন করিয়া যে তৈল বাহির করা হয়]। ৯। কাল ও দোষ বিবেচনা করিয়া দোষঘ্ন ঔষধ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তৎসংযোগে পরিষেক ও প্রদেহ প্রলেপ করিতে হয়। আর পরিষেক ও প্রদেহ শীতল করিয়া দেওয়াই উচিত। ১০। ভগ্নরোগী প্রাতঃকালে প্রথমপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ঘৃত ও কাকোল্যাদি মধুর ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে লাক্ষা সহযোগে পান করিবে। ১১। ভগ্নে ক্ষত থাকিলে, ঘৃতমধুপ্রধান ন্যগ্রোধাদি কষায়সমূহ যোগে ব্রণে প্রতিসারণ করিয়া পরে ভগ্নবৎ চিকিৎসা করিবে। ১২। যদি রোগীর বয়স অল্প হয়, যদি দোষ অল্প হয় এবং যদি ভগ্ন শীতকালে হয়, তবে তাহা সুখসাধ্য হয়। ১৩। বালকের সন্ধি ভগ্ন হইলে এক মাসের মধ্যে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। মধ্যম বয়সে দ্বিগুণ কাল আবশ্যক হয়। আর প্রৌঢ় বয়সে ভগ্ন হইলে তাহা স্থির হইতে ত্রিগুণ কাল লাগে। ১৪। ভগ্ন সন্ধি নামিয়া পড়িলে তুলিয়া দিবে আর উন্নত

অবনামিতমুন্নমেদুন্নতকাবনীভূরেৎ।
আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরি বর্ত্তয়েৎ ॥ ১৫
আঞ্ছনৈঃ পীড়নৈশ্চৈব সংক্ষেপৈর্বন্ধনৈস্তথা ॥
সন্ধীন্ শরীরে সর্ব্বাংস্তু চলানপ্যচলানপি।
এতৈস্তু স্থাপনোপায়ৈঃ স্থাপয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ॥ ১৬
উৎপিষ্টমথ বিশ্লিষ্টং সন্ধিং বৈদ্যো ন ঘট্টয়েৎ।
তস্য শীতান্ পরীষেকান্ প্রদেহাংশ্চাবচারয়েৎ ॥ ১৭
অভিঘাতে স্থতে সন্ধিঃ স্বাং যাতি প্রকৃতিং পুনঃ ॥ ১৮
ঘৃতদিগ্ধেন পট্টেন বেষ্টয়িত্বা যথাবিধি।
পট্টোপরি কুশান্ দত্ত্বা যথাবদ্বন্ধমাচরেৎ ॥ ১৯
প্রত্যঙ্গভগ্নস্য বিধিরত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যতে ॥ ২০
নখসন্ধিং সমুৎপিষ্টং রক্তানুগতমারয়া।
অবমথ্য স্রুতে রক্তে শালিপিষ্টেন লেপয়েৎ ॥ ২১
ভগ্নাং বা সন্ধিমুক্তাং বা স্থাপয়িত্বাঙ্গুলীং সমম্।
অণুনাবেষ্ট্য পট্টেন ঘৃতসেকং প্রদাপয়েৎ ॥ ২২
অভ্যজ্য সর্পিষা পাদং তলভগ্নং কুশোত্তরম্।
বস্ত্রপট্টেন বধ্নীয়ান্নচ ব্যায়ামমাচরেৎ ॥
অভ্যজ্যায়াময়েজ্জঙ্ঘামূরুঞ্চ সুসমাহিতঃ।
দত্ত্বা বৃক্ষত্বচঃ শীতা বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ॥ ২৩
মতিমাংশ্চক্রযোগেণ আঞ্ছেদূর্ব্বস্থি নির্গতম্।

স্ফুটিতং পিচ্চিতঞ্চাপি বধ্নীয়াৎ পূর্ব্ববদ্ভিষক্ ॥ ২৪
আঞ্ছেদূর্দ্ধমধো বাপি কটীভগ্নন্তু মানবম্।
ততঃ স্থানস্থিতে সন্ধৌ বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ ॥ ২৫
পর্শুকাস্বথ ভগ্নাসু ঘৃতাভ্যক্তস্য তিষ্ঠতঃ।
দক্ষিণাস্বথ বা বামাস্বনুমৃজ্য নিবন্ধনীঃ ॥
ততঃ কবলিকাং দত্ত্বা বেষ্টয়েৎ সুসমাহিতঃ।
তৈলপূর্ণে কটাহে বা দ্রোণ্যাং বা শায়য়েন্নরম্ ॥ ২৬
মুষলেনোৎক্ষিপেৎ কক্ষামংসসন্ধৌ বিসংহতে।
স্থানস্থিতঞ্চ বধ্নীত স্বস্তিকেন বিচক্ষণঃ ॥ ২৭
কৌর্পরন্তু তথা সন্ধিমঙ্গুষ্ঠেনানুমার্জ্জয়েৎ।
অনুমৃজ্য ততঃ সন্ধিং পীড়য়েৎ কূর্পরাচ্যুতম্।
প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েচ্চৈনং স্নেহসেকঞ্চ দাপয়েৎ ॥ ২৮
এবং জানুনি গুল্ফে চ মণিবন্ধে চ কারয়েৎ ॥ ২৯
উভে তলে সমে কৃত্বা তলভগ্নস্য দেহিনঃ।
বধ্নীয়াদামতৈলেন পরিষেকঞ্চ কারয়েৎ ॥
প্রাগ্‌গোময়ময়ং পিণ্ডং ধারয়েন্মৃন্ময়ং ততঃ।
হস্তে জাতবলে চাপি কুর্য্যাৎ পাষাণধারণম্ ॥ ৩০

হইলে চাপিয়া নত করিয়া দিবে; অতিশয় সরিয়া গেলে সংহত করিয়া দিবে এবং অধোগত হইলে উপরে তুলিয়া দিবে। ১৫। শরীরের চল ও অচল সর্ব্বপ্রকার সন্ধিই যথাস্থানে স্থাপন করিবার পক্ষে এইরূপ আঞ্ছন (সংহত করা), পীড়ন, সংক্ষেপণ (সরাইয়া দেওয়া) ও বন্ধন উপায়-স্বরূপ। ১৬। উৎপিষ্ট (চূর্ণিত) ও বিশ্লিষ্ট (স্থানচ্যুত) সন্ধিকে বিঘট্টিত করিতে নাই। তৎসম্বন্ধে শীতল পরিষেক ও প্রলেপ সকল আচরণীয়। ১৭। উৎপিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট সন্ধিকে ঐরূপে পরিপালন করিলে উহা স্বীয় প্রকৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৮। ঐরূপ সন্ধিকে ঘৃতদিগ্ধ পট্ট দ্বারা যথাবিধি বেষ্টিত করিবে আর পট্টের উপর কুশাদির যথাবিধি বন্ধন করিবে। ১৯। অনন্তর নখাদি প্রত্যঙ্গসমূহ ভগ্ন হইলে তাহার চিকিৎসা বলিতেছি। ২০। নখসন্ধি চূর্ণিত হইয়া দুষ্ট রক্ত সঞ্চিত হইলে আরা-যন্ত্র দ্বারা সেই স্থান মথিত করিয়া রক্তস্রাব করিবে। পরে তাহাতে তণ্ডুল-পিষ্টক লেপন করিবে। ২১। অঙ্গুলি ভগ্ন বা সন্ধিমুক্ত হইলে তাহা সমভাবে স্থাপন করিয়া সূক্ষ্ম পট্ট দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃতসেচন করিবে। ২২। পদতল ভগ্ন হইলে পদ ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহার উপর কুশ দিয়া বস্ত্রপট্ট দ্বারা বন্ধন করিবে। আর ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে। জঙ্ঘা ও উরু ভগ্ন হইলে তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া সাবধানে আয়ত (সোজা) করিয়া দিবে। পরে তাহার উপর ন্যগ্রোধাদি শীতল-বৃক্ষের ত্বক্ দিয়া বস্ত্রপট্ট দ্বারা বন্ধন করিবে। ২৩। উরুর অস্থি নির্গত হইলে কুশগুচ্ছ চক্রের ন্যায় নত করিয়া তদ্দ্বারা বন্ধন করিবে। আর উহা স্ফুটিত বা চূর্ণিত হইলে অসংশ্লিষ্ট অস্থিখণ্ড সকল অপনীত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধন করিবে। ২৪। কটি ভগ্ন হইলে ঊর্দ্ধগত অস্থিকে অধঃকৃত ও অধোগত অস্থিকে ঊর্দ্ধগত করিয়া বন্ধন করিবে। তাহাতে সন্ধি স্বস্থানস্থ হইলে স্নেহবস্তিসমূহ যোগে চিকিৎসা করিবে। ২৫। পর্শুকা সকল ভগ্ন হইলে (টীকাকার বলেন, এস্থলে ভগ্ন শব্দের অর্থ 'নত') রোগীকে ঘৃতাভ্যক্ত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে (টীকাকার বলেন যে, রোগী উপবেশন করিতে পারিবে না)। রোগী এইরূপে অবস্থিত হইলে তাহার দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের ভগ্ন পর্শুকা ঘৃতাক্ত হস্ত দ্বারা অনুমার্জ্জনপূর্ব্বক সমীকৃত করিয়া বন্ধন দিবে। অনন্তর কবলিকা নামক বন্ধনী দ্বারা সাবধানে বেষ্টন করিবে। এরূপ স্থলে রোগীকে তৈলপূর্ণ কটাহ বা দ্রোণীতে শয়ন করানও যায়। ২৬। অংসসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তাহা মুষল দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিবে। অনন্তর তাহা স্থানস্থ হইলে স্বস্তিক নামক বন্ধন দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। ২৭। কূর্পরসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তাহা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মার্জ্জন করিবে। অনন্তর কূর্পর-চ্যুত সন্ধ্যস্থি ঘৃতাক্ত হস্তে মার্জ্জন করিয়া পীড়ন করিবে। সন্ধিকে প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে এবং স্নেহসেচন করিবে। ২৮। জানু, গুল্ফ ও মণিবন্ধের সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে। ২৯। পাদতল ও করতল ভগ্ন হইলে উভয় স্থলেই প্রথমতঃ সমান করিয়া বন্ধন দিতে হয়। পরে তাহাতে আম তৈল পরিষেক করিতে হয়। অনন্তর হাতকে ক্রমশঃ বশ করিবার নিমিত্ত প্রথমে গোময়পিণ্ড ও তৎপরে মৃণ্ময়পিণ্ড ধারণ করিতে হয়। অনন্তর হস্ত জাতবল হইলে পাষাণ ধারণ করিতে

সন্নমুন্নময়েৎ স্বিন্নমক্ষকং মুষলেন তু।
তথোন্নতং পীড়য়েচ্চ বধ্নীয়াদ্গাঢ়মেব চ॥ ৩১
উরুবদ্বাপি কর্ত্তব্যং বাহুভগ্নচিকিৎসিতম্॥ ৩২
গ্রীবায়াস্তু বিবৃত্তায়াং প্রবিষ্টায়ামধোঽপি চ।
অবটাবথ হন্বোশ্চ প্রগৃহ্যোন্নময়েন্নরম্॥
তথা কুশান্ সমং দত্ত্বা বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
উত্তানং শায়য়েচ্চৈনং সপ্তরাত্রমতন্দ্রিতঃ॥ ৩৩
হন্বস্থিনী সমানীয় হনুসন্ধৌ বিসংহতে।
স্বেদয়িত্বা স্থিতে সম্যক্ পঞ্চাঙ্গীং বিতরেদ্ভিষক্॥
বাতঘ্নমধুরৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং নস্যে চ পূজিতম্॥ ৩৪
অভগ্নাংশ্চলিতান্ দন্তান্ সরক্তানবপীড়য়েৎ।
তরুণস্য মনুষ্যস্য শীতৈরালেপয়েদ্বহিঃ॥
সিক্তাম্বুভিস্ততঃ শীতৈঃ সন্ধানীয়ৈরুপাচরেৎ।
উৎপলস্য চ নালেন ক্ষীরপানং বিধীয়তে॥
জীর্ণস্য তু মনুষ্যস্য বর্জ্জয়েচ্চলিতান্ দ্বিজান্॥ ৩৫
নাসাং সন্নাং বিবৃত্তাং বা ঋজ্বীং কৃত্বা শলাকয়া।
পৃথঙ্নাসিকায়োর্নাড্যৌ দ্বিমুখ্যৌ সংপ্রবেশয়েৎ।
ততঃ পটেন সংবেষ্ট্য ঘৃতসেকং প্রদাপয়েৎ॥ ৩৬
ভগ্নং কর্ণঞ্চ বধ্নীয়াৎ সমং কৃত্বা ঘৃতপ্লুতম্।
সদ্যঃক্ষতবিধানঞ্চ ততঃ পশ্চাৎ সমাচরেৎ॥ ৩৭
মস্তলুঙ্গাদ্বিনা ভিন্নে কপালে মধুসর্পিষী।
দত্ত্বা ততো নিবধ্নীয়াৎ সপ্তাহঞ্চ পিবেদ্ঘৃতম্॥ ৩৮
পতনাদভিঘাতাদ্বা শূনমঙ্গং যদক্ষতম্।
শীতান্ প্রদেহান্ সেকাংশ্চ ভিষক্ তস্যাবচারয়েৎ॥ ৩৯
অথ জঙ্ঘোরুভগ্নানাং কপাটশয়নং হিতম্।
কীলকা বন্ধনার্থঞ্চ পঞ্চ কার্য্যা বিজানতা॥
যথা ন চলনং তস্য ভগ্নস্য ক্রিয়তে তথা।
সন্ধেরুভয়তো দ্বৌ দ্বৌ তলে চৈকশ্চ কীলকঃ॥
শ্রোণ্যাং বা পৃষ্ঠবংশে বা বক্ষস্যক্ষকয়োস্তথা।
ভগ্নসন্ধিবিমোক্ষেষু বিধিমেনং সমাচরেৎ॥
সন্ধীংশ্চিরবিমুক্তাংস্তু স্নিগ্ধান্ স্বিন্নান্ মৃদূকৃতান্।
উক্তৈর্বিধানৈর্বুদ্ধ্যা চ সম্যক্ প্রকৃতিমানয়েৎ॥ ৪০
কাণ্ডভগ্নে প্ররূঢ়ে তু বিষমোল্বণসংহিতে।
আপোথ্য শময়েদ্ভগ্নং ততো ভগ্নবদাচরেৎ॥ ৪১
কল্পয়েন্নির্গতং শুষ্কং ব্রণান্তেঽস্থি সমাহিতঃ।
সন্ধ্যন্তে বা ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ সব্রণে ব্রণভগ্নবৎ॥ ৪২

হয়। ৩০। অক্ষক সন্ধি অধঃপ্রবিষ্ট হইলে উহাকে স্বিন্ন করিয়া মুষল দ্বারা উন্নমিত করিতে হয়। আবার উন্নত হইলে চাপিয়া দিতে হয়। আর গাঢ় বন্ধন করিতে হয়। ৩১। বাহুভগ্নের চিকিৎসা উরুভগ্নের ন্যায়। ৩২। গ্রীবা বক্র বা অধঃপ্রবিষ্ট হইলে অবটু (ঘাড়) ও হনুদ্বয় ধরিয়া উন্নমিত করিবে। পরে গ্রীবার চতুর্দ্দিকে সমান-ভাবে কুশ দিয়া নাতিগাঢ় ও নাতিশিথিলরূপে বস্ত্রপট্ট দ্বারা বেষ্টন করিবে। আর সাবধানে রোগীকে সপ্তরাত্র উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। ৩৩। হনুসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে হন্বস্থিদ্বয় একত্র করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। এইরূপে উহা স্থিত হইলে পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধন সম্যক্ রূপে প্রয়োগ করিবে। আর বাতঘ্ন অথচ মধুর এরূপ গণের সহিত সিদ্ধ সর্পির নস্য করিতে দিবে। ৩৪। যুবা মনুষ্যের দন্ত সকল অভগ্ন অথচ চলিত ও সরক্ত হইলে অবপীড়ন পূর্ব্বক বহির্ভাগে শীতল আলেপন দিবে। অনন্তর শীতল জল দ্বারা সিক্ত করিয়া সন্ধানীয় গণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এরূপ অবস্থায় উৎপলের নাল দ্বারা দুগ্ধ পান করা প্রশস্ত। বৃদ্ধ মনুষ্যের চলিত দন্ত সকল চিকিৎসার যোগ্য নহে। ৩৫। নাসা বসিয়া গেলে শলাকা দ্বারা উন্নমিত করিবে আর বাঁকিয়া গেলে ঋজু করিয়া দিবে। অনন্তর উভয় নাসিকা-বিবরে দ্বিমুখ নল বসাইয়া দিবে [যে নলের দুই দিকে মুখ, তাহাকে দ্বিমুখ বলে। দুই দিকে মুখ না থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহির্গমের ব্যাঘাত হয়]। অনন্তর পট্ট দ্বারা বেষ্টন করিয়া ঘৃতসেক করিবে। ৩৬। কর্ণ ভগ্ন হইলে উহাকে সমান ও করিয়া বন্ধন করিবে। তাহার পর সদ্যঃক্ষত-বিধানে চিকিৎসা করিবে। ৩৭। যদি কপাল ভগ্ন হয় অথচ মস্তিষ্কের ব্যাঘাত না হয়, তবে ভগ্নে মধু ও ঘৃত প্রয়োগ করিয়া পরে বন্ধন করিবে। আর সপ্তাহ ঘৃত পান করিবে। ৩৮। পতন বা অভিঘাত বশতঃ অঙ্গ শোথযুক্ত হইলে অথচ অক্ষত হইলে শীতল প্রলেপ ও শীতল সেক আচরণ করিবে। ৩৯। জঙ্ঘা কিংবা উরু ভগ্ন হইলে রোগীকে কপাটে (অর্থাৎ একখণ্ড তক্তার উপর) শয়ন করাইয়া তাহাকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত পাঁচটী কীলক দ্বারা বন্ধন করিতে হইবে। জঙ্ঘা ভগ্ন হইলে গুল্ফসন্ধির উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী কীলক ও পাদতলে একটী কীলক বসাইতে হয়। উরু ভগ্ন হইলে জানুসন্ধির উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী কীলক ও তলে একটী কীলক বসাইতে হয়। কীলক সকল তক্তাতে আটকান থাকে। এইরূপে রোগীকে বন্ধন করিলে ভগ্নের চলন হইতে পারে না। কটি, পৃষ্ঠবংশ, বক্ষঃ ও অক্ষক নামক অস্থিদ্বয় ভগ্ন হইলেও কপাটশয়ন ও কীলকবন্ধন আবশ্যক হয়। ভগ্ন বা সন্ধিমোক্ষ স্থলে এইরূপ কপাটশয়ন ও কীলক-বন্ধন আচরণীয়। নূতন ভগ্নের বিষয় কথিত হইল। এক্ষণে পুরাতন সন্ধিভঙ্গের চিকিৎসা বলা হইতেছে। পুরাতন সন্ধিমোক্ষ স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া মৃদু করিতে হয়। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানে ও চিকিৎসকের নিজের বিবেচনা মতে চিকিৎসা-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। ৪০। বৃহৎ অস্থি ভগ্ন ও বিষমভাবে সংলগ্ন হইয়া পুরিয়া উঠিলে, তাহা বিশ্লিষ্ট ও সমভাবে সংলগ্ন করিয়া, তৎপরে ভগ্নের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৪১। ব্রণের মধ্যে শুষ্ক অস্থি থাকিলে, তাহা ছিন্ন করিয়া

ঊর্দ্ধকায়ে তু ভগ্নানাং মস্তিষ্কং কর্ণপূরণম্।
ঘৃতপানং হিতং নস্তং প্রশাখাস্বনুবাসনম্ ॥ ৪৩
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি তৈলং ভগ্নস্ত সাধকম্ ॥ ৪৪
রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্ কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে।
দিবা দিবা শোষয়িত্বা গবাং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥
তৃতীয়ং সপ্তরাত্রং বা ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা।
ততঃ ক্ষীরে পুনঃ পীতান্ সুশুষ্কাংশ্চূর্ণয়েদ্ভিষক্ ॥
কাকোল্যাদিং সযষ্ট্যাহ্বং মঞ্জিষ্ঠাং শারিবাং তথা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীং সুরদারু সচন্দনম্ ॥
শতপুষ্পাঞ্চ সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণেন যোজয়েৎ।
পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধশৃতং পয়ঃ ॥
চতুর্গুণেন পয়সা তৎ তৈলং বিপচেদ্ভিষক্ ॥
এলামংশুমতীং পত্রং জীবকং তগরং তথা।
রোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুসারিণম্ ॥
শৈরেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাম্।
পিষ্ট্বা শৃঙ্গাটকঞ্চৈব পূর্ব্বোক্তান্যৌষধানি চ।
এভিস্তদ্বিপচেৎ তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা ॥
এতৎ তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
আক্ষেপকে পক্ষবধে তালুশোষে তথার্দ্দিতে ॥
মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।
বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ ॥
পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্তে বস্তিষু ভোজনে ॥
গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরমুনৈবোপজায়তে।
মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সুসুগন্ধিসমীরণম্ ॥
গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৫
ত্রপুসাক্ষপিয়ালানাং তৈলানি মধুরৈঃ সহ।
বসাং দত্ত্বা যথালাভং ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ ॥
স্নেহোত্তমমিদঞ্চাশু কুর্য্যাদ্ভগ্নপ্রসাধনম্।
পানাভ্যঞ্জননস্তেষু বস্তিকর্ম্মণি সেচনে ॥ ৪৬
ভগ্নং নৈতি যথা পাকং প্রযতেত তথা ভিষক্।
পক্বমাংসশিরাস্নায়ু তদ্ধি কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি ॥ ৪৭
ভগ্নং সন্ধিমনাবিদ্ধমহীনাঙ্গমনুল্বণম্।
সুখচেষ্টাপ্রচারঞ্চ সংহিতং সম্যগাদিশেৎ ॥ ৪৮
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে ভগ্নচিকিৎসিতং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সাবধানে নির্গত করিবে। সন্ধিসমীপে ব্রণ থাকিলে, ব্রণভগ্নবৎ চিকিৎসা করিবে। ৪২। ঊর্দ্ধকায় (গ্রীবা-মস্তকাদি) ভগ্ন হইলে, স্নেহাক্ত পিচু শ্রোতাদি যোগে শিরোবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। আর কর্ণপূরণ, ঘৃতপান ও নস্ত আবশ্যক হইয়া থাকে। জানু, জঙ্ঘা ও বাহু ভগ্ন হইলে অনুবাসন হিতকর [জেজ্জট-মতে ঊর্দ্ধকায়-ভগ্নে শিরোবস্তি, আর জানু প্রভৃতি ভগ্নে কর্ণপূরণ, ঘৃতপান, নস্ত ও অনুবাসন হিতকর]। ৪৩। অনন্তর ভগ্নের প্রতীকারক তৈল বলিতেছি। ৪৪। উপর্য্যুপরি সাত দিন রাত্রে রাত্রে কৃষ্ণতিল সকল স্রোতোজলে পুটলীর মধ্যে রাখিয়া দিবে। দ্বিতীয় সাত দিন ঐ সকল তিল প্রত্যহ দিনের বেলা দুগ্ধে ভাবনা দিবে। তৃতীয় সপ্তরাত্র যষ্টিমধুর কাথেও ভাবনা দেওয়া চলে। পরে আর এক সপ্তাহ পুনর্ব্বার দুগ্ধে ভাবনা দেওয়া উচিত। অনন্তর সুশুষ্ক হইলে চূর্ণিত করিতে হয়। সেই চূর্ণের সহিত কাকোল্যাদি গণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, সর্জ্জরস, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুলফার চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। অনন্তর এলাদি সর্ব্বগন্ধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার সহিত ঐ সকল চূর্ণ ঘানিতে পীড়ন করিতে হয়। তাহাতে যে তৈল বাহির হইবে, সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিতে হয়। আর কল্কার্থ এলা, শালপাণি, তেজপাতা, জীবক, তগরপাদুকা, লোধ, পুণ্ডরিয়া কাঠ, তগরপাদিকা (পুনরুক্ত বলিয়া দুই ভাগ দেয়), ঝাঁটি, ক্ষীরবিদারী, অনন্তমূল, মধূলিকা (মর্কটতৃণভেদ) ও পানিফল এবং পূর্ব্বোক্ত কাকোল্যাদি দ্রব্য সকলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভগ্নদিগের পানাভ্যঙ্গাদি সর্ব্বকর্ম্মে সদা পথ্য। ইহা আক্ষেপক, পক্ষবধ, তালুশোষ, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল, হনুগ্রহ, বাধির্য্য ও তিমির রোগে পথ্য। যাহারা স্ত্রীপ্রসঙ্গ বশতঃ ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহা প্রশস্ত। ইহা পান, অভ্যঙ্গ, নস্ত, বস্তি ও ভোজনে প্রশস্ত। ইহা এইরূপে সেবন করিলে গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষের বৃদ্ধি হয়। মুখ পদ্মপ্রতিম হয় ও নিশ্বাস সুগন্ধি হয়। ইহার নাম গন্ধতৈল, ইহা সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকার নাশ করে। ইহা রাজোপযুক্ত এবং রাজাদিগের জন্যই কর্ত্তব্য। [এই তৈলের প্রকরণ সম্বন্ধে কাকোল্যাদি যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইল, তাহা যথালাভ গ্রহণ করিতে হয়। জেজ্জট-মতে তিলচূর্ণ তিন ভাগ ও প্রক্ষেপ-দ্রব্যের চূর্ণ এক ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। গয়ীর মতে তিলচূর্ণ চারি ভাগ ও কাকোল্যাদি দুই ভাগ। বঙ্গদত্ত বলেন, সর্ব্বগন্ধ শব্দে এলাদি গণ; আর সর্ব্বগন্ধের সহিত যে দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, তাহা ক্ষীরপাক-বিধানে করা আবশ্যক]। ৪৫। শসাবীজ, বিভীতক ও পিয়াল-ফলের তৈল সকল কাকোল্যাদি মধুর গণের কাথ ও কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। পাককালে, বসা প্রাপ্ত হইলে, তাহাও তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এই উৎকৃষ্ট স্নেহ ভগ্নপ্রসাধন। ইহা পান, অভ্যঙ্গ, নস্ত ও বস্তিকর্ম্মে প্রয়োগ করিতে হয়। ৪৬। ভগ্ন যাহাতে পাক প্রাপ্ত না হয়, এরূপ চেষ্টা করিবে। কেননা, যদি ভগ্নের মাংস, শিরা ও স্নায়ু পাক প্রাপ্ত হয়, তবে কষ্টে সাধ্য হয়। ৪৭। ভগ্নসন্ধি অনাকুলিত, অহীনাঙ্গ, অনুন্নত, ইচ্ছামত চলন-যোগ্য ও সংহিত হইলে তাহা সম্যক্ (ঠিক্) হইয়াছে জানিবে। ৪৮। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতব্যাধিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
আমাশয়গতে বাতে ছর্দ্দয়িত্বা যথাক্রমম্।
দেয়ঃ ষড়্ধরণো যোগঃ সপ্তরাত্রং সুখাম্বুনা ॥ ২
চিত্রকেন্দ্রযবে পাঠা কটুকাতিবিষাভয়া।
বাতব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড়্ধরণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩
পক্বাশয়গতে চাপি দেয়ং স্নেহবিরেচনম্।
বস্তয়ঃ শোধনীয়াশ্চ প্রাশাশ্চ লবণোত্তরাঃ ॥ ৪
কার্য্যো বস্তিগতে চাপি বিধির্বস্তিবিশোধনঃ ॥ ৫
শ্রোত্রাদিষু প্রকুপিতে কার্য্যশ্চানিলহা ক্রমঃ।
স্নেহাভ্যঙ্গোপনাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ ॥ ৬
ত্বঙ্মাংসাসৃক্‌শিরাং প্রাপ্তে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্বিমোক্ষণম্ ॥ ৭
স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্ম-বন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ।
স্নায়ুসন্ধ্যস্থিসংপ্রাপ্তে কুর্য্যাদ্বায়াবতন্দ্রিতঃ ॥ ৮
নিরুদ্ধেঽস্থনি বা বায়ো পাণিমন্থেন দারিতে।
নাড়ীং দত্ত্বাস্থনি ভিষক্ চুষয়েৎ পবনং বলী ॥ ৯
শুক্রপ্রাপ্তেঽনিলে কার্য্যং শুক্রদোষচিকিৎসিতম্ ॥ ১০
অবগাহকুটীকর্ষু-প্রস্তরাভ্যঙ্গবস্তিভিঃ।
জয়েৎ সর্ব্বাঙ্গজং বাতং শিরামোক্ষৈশ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ ১১
একাঙ্গগঞ্চ মতিমান্ শৃঙ্গৈশ্চাবস্থিতং জয়েৎ ॥ ১২
বলাসপিত্তরক্তৈস্তু সংসৃষ্টমবিরোধিভিঃ ॥ ১৩
সুপ্তিবাতেত্বসৃঙ্মোক্ষং কুর্য্যাৎ তু বহুশো ভিষক্।
দিহ্যাচ্চ লবণাগারধূমৈস্তৈলসমন্বিতৈঃ ॥ ১৪
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং ফলাম্লো রস এব চ।
সুস্নিগ্ধো ধান্যযূষো বা হিতো বাতবিকারিণাম্ ॥ ১৫
কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ।
সানপোদকমাংসস্তু সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ ॥
সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তেনোপনাহং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা বাতরোগিণাম্ ॥
কুঞ্চমানং রুজার্ত্তং বা গাত্রং স্তব্ধমথাপি বা।
গাঢ়ং পট্টৈর্নিবধ্নীয়াৎ ক্ষৌমকার্পাসকৌর্ণিকৈঃ ॥
বিড়ালনকুলোষ্ট্রাণাং চর্ম্মগোণ্যাং মৃগস্য বা।
প্রবেশয়েদ্বা স্বভ্যক্তং শাল্বণেনোপনাহিতম্ ॥ ১৬
স্কন্ধবক্ষস্ত্রিকপ্রাপ্তং বায়ুং মজ্জাগতং তথা।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাতব্যাধি।

অনন্তর আমরা বাতব্যাধি-চিকিৎসিত বর্ণনা করিব।১। বায়ু আমাশয়গত হইলে রোগীকে যথাবিধি বমন করাইয়া সপ্তরাত্র উষ্ণাম্বু সহকারে ষড়্ধরণ যোগ প্রদান করিবে। ২। চিতার মূল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কটুকী, আতইচ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে একুশ রতি লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই যোগ বাতব্যাধিনাশক। ইহার নাম ষড়্ধরণ যোগ। ৩। বায়ু পক্বাশয়গত হইলে স্নেহবিরেচন, শোধনীয় বস্তিসমূহ ও লবণপ্রধান লেহ বা আহারসমূহ দিবে। [গয়ী বলেন যে, পক্বাশয়—পিত্তাশয় ও বাতাশয় ভেদে দ্বিবিধ। গয়ী বোধ হয় গ্রহণী নামক কলাকেও পক্বাশয়ের অন্তর্গত করিতে চাহেন। তাঁহার মতে বায়ু পিত্তাশয়গত হইলেই স্নেহবিরেচন আবশ্যক]। ৪। বায়ু বস্তিগত হইলে বস্তিশোধন বিধি আচরণীয়। ৫। বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহে কুপিত হইলে বাতহর স্নেহাভ্যঙ্গ ও উপনাহসমূহ এবং মর্দ্দন ও আলেপন বিধেয়। ৬। বায়ু ত্বক্, মাংস, রক্ত ও শিরাতে কুপিত হইলে রক্তমোক্ষণ আবশ্যক। ৭। বায়ু স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থিতে কুপিত হইলে স্নেহন, উপনাহন, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও উন্মর্দ্দন আবশ্যক। ৮। বায়ু অস্থিতে রুদ্ধ হইলে ত্বক্ ও মাংস বিপাটনপূর্ব্বক আরা নামক অস্ত্র দ্বারা অস্থি বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে দ্বিমুখ নল বসাইতে হয় এবং নলের সহিত বায়ু চুষণ করিতে হয় [এস্থলে বায়ু শব্দে স্নায়ুক্রিয়া না বুঝাইয়া প্রকৃত বায়ুই বুঝাইবে। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, স্নায়ুক্রিয়ার বিকৃতি বশতই ঐরূপ বায়ু সঞ্চিত হয়]। ৯। বায়ু শুক্র প্রাপ্ত হইলে শুক্রদোষোক্ত চিকিৎসা করিবে। ১০। সর্ব্বাঙ্গজ বায়ুর চিকিৎসা করিতে হইলে বাতহর ক্বাথে অবগাহন, কুটীস্বেদ, কর্ষূস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। আর ইহাতে শিরামোক্ষও আবশ্যক হয়। ১১। একাঙ্গজ বাত (যেমন সন্ধিস্থ আমবাত) বদ্ধমূল হইলে শৃঙ্গ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। ১২। বায়ু শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তের সহিত সংসৃষ্ট হইলে, সেই সেই দোষের বিরুদ্ধ না হয়, এরূপ চিকিৎসা করিবে। ১৩। সুপ্তিবাতে অল্পে অল্পে বহুবার রক্তমোক্ষণ করিবে। [একবারে অধিক রক্তমোক্ষণ করিলে বায়ুপ্রকোপ হইতে পারে]। আর মুক্তরক্ত স্থান তৈলযুক্ত লবণ ও গৃহধূম যোগে লিপ্ত করিবে। ১৪। বায়ুরোগীদিগের পক্ষে পঞ্চমূলী-সিদ্ধ দুগ্ধ, ফলাম্ল (নিম্বুক প্রভৃতি), মাংসরস বা সুস্নিগ্ধ ধান্যযূষ (কুলথাদি শমীধান্যযূষ) হিতকর। ১৫। কাকোল্যাদি গণ, ভদ্রদার্ব্বাদি গণ, বিদারীগন্ধাদি গণ, শুক্ত কাঞ্জীক সুরা সৌবীরক দধি মস্তু প্রভৃতি অম্লগণ, আনূপ-মাংস, উদক-মাংস, ঘৃত বসা মজ্জা ও তৈল এবং প্রচুর লবণ একত্র করিয়া সুখোষ্ণ করিলে তাহাকে শাল্বণ কহে। বাতরোগীদিগকে এই শাল্বণের উপনাহ দিতে হয়। বাত-রোগে উল্বণতা বশতঃ গাত্র কুঞ্চিত, রুজার্ত্ত বা স্তব্ধ হইলে এই উপনাহ প্রয়োগ করিয়া ক্ষৌম, কার্পাস বা উর্ণাময় বস্ত্রের পটী দিয়া গাঢ় বন্ধন করিবে। অথবা ঐরূপ বাতার্ত্ত অঙ্গ উত্তমরূপে অভ্যক্ত ও শাল্বণযোগে উপনাহিত করিয়া বিড়াল, নকুল, উষ্ট্র বা মৃগের চর্ম্মগোণীর (চামের থলির) মধ্যে প্রবেশিত করিবে। ১৬। বায়ু স্কন্ধ, বক্ষ, ত্রিক বা

বমনং হন্তি নস্তঞ্চ কুশলেন প্রযোজিতম্ ॥ ১৭
শিরোগতং শিরোবস্তির্হন্তি বাতমসৃঙ্মোক্ষণম্।
স্নেহমাত্রাসহস্রন্তু ধারয়েৎ তত্র যোগতঃ ॥ ১৮
সর্ব্বাঙ্গগতমেকাঙ্গস্থিতং বাপি সমীরণম্।
রুণদ্ধি কেবলো বস্তির্বায়ুবেগমিবাচলঃ ॥ ১৯
স্নেহস্বেদস্তথাভ্যঙ্গো বস্তিঃ স্নেহবিরেচনম্।
শিরোবস্তিঃ শিরঃস্নেহো ধূমঃ স্নৈহিক এব চ ॥
সুখোষ্ণঃ স্নেহগণ্ডূষো নস্তং স্নৈহিকমেব চ।
রসাঃ ক্ষীরাণি মাংসানি স্নেহাঃ স্নেহান্বিতঞ্চ যৎ ॥
ভোজনানি ফলাম্লানি স্নিগ্ধানি লবণানি চ।
সুখোষ্ণশ্চ পরীষেকস্তথা সংবাহনানি চ ॥
কুঙ্কুমাগুরুপত্রাণি কুষ্ঠৈলাতগরাণি চ।
কৌশেয়োর্ণিকরোমাণি কার্পাসানি গুরূণি চ ॥
নিবাতাতপযুক্তানি তথা গর্ভগৃহাণি চ।
মৃদ্বী শয্যাগ্নিসন্তাপো ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ ॥
সমাসেনৈবমাদীনি যোজ্যান্যনিলরোগিষু ॥ ২০

ত্রিবৃদ্দন্তীসুবর্ণক্ষীরিসপ্তলাশঙ্খিনীত্রিফলাবিড়ঙ্গানামক্ষসমাঃ কল্কাঃ, বিল্বমাত্রঃ কল্কস্তিল্বকমূলকম্পিল্লকয়োস্ত্রিফলারসদধিপাত্রে দ্বে দ্বে, ঘৃতপাত্রমেকং, তদৈকধ্যং সংহৃত্য বিপচেৎ; তিল্বক-সর্পিরেতৎ স্নেহবিরেচনমুপদিশন্তি বাতরোগেষু। তিল্বকবিধিরেবাশোকরম্যকয়োর্দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২১

তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠান্যাহৃত্যানল্পকালং তৈলপরিপীতান্যণূনি খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বাবক্ষুদ্য মহতি কটাহে পানীয়ে আপ্লাব্য ক্বাথয়েৎ, ততঃ স্নেহমম্বুপৃষ্ঠাদ্যদুদেতি তৎ সরকপাণ্যোরন্যতরেণাদায় বাতঘ্নৌষধপ্রতীবাপঞ্চ স্নেহপাককল্পেন বিপচেৎ, এতদণুতৈলমুপদিশন্তি বাতরোগেষু। অণুভ্যস্তৈলদ্রব্যেভ্যো নিষ্পাদ্যত ইত্যণুতৈলম্ ॥ ২২

অথ মহাপঞ্চমূলকাষ্ঠৈর্বহুভিরবদহ্যাবনিপ্রদেশমসিতমুষিতমেকরাত্রমুপশান্তেহগ্নাবপোহ্য ভস্ম নিবৃত্তাং ভূমিং বিদারীগন্ধাদিসিদ্ধেন তৈলঘটশতেন তুল্যপয়সাভিষিচ্যৈকরাত্রমবস্থাপ্য ততো যাবতী মৃত্তিকা স্নিগ্ধা স্যাৎ তামাদায়োষ্ণোদকেন মহতি কটাহেঽভ্যাসিঞ্চেৎ; তত্র যৎ তৈলমুত্তিষ্ঠেৎ তৎ

মস্তকগত হইলে, কৌশলপূর্ব্বক বমন বা নস্ত প্রয়োগ দ্বারা, উপশমিত হইতে পারে। ১৭। শিরোগত বায়ুকে শিরোবস্তি বা রক্তমোক্ষণ দ্বারাও হরণ করা যায়। [বমন বা নস্তপ্রয়োগ দ্বারা হরণ করা যাইতে পারে]। উত্তরতন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে শিরোবস্তিতে মাত্রাসহস্র কাল মস্তকে স্নেহ ধারণ করিতে হয় [একবার নিমেষ ও উন্মেষণে বা অঙ্গুলির স্ফোটনে বা একটী লঘু অক্ষরের উচ্চারণে যত সময় লাগে, তাহাকে মাত্রা বলে]। ১৮। বায়ু সর্ব্বাঙ্গগতই হউক আর একাঙ্গগতই বা হউক, কেবল স্নেহবস্তিই উহাকে রোধ করিতে পারে; যেমন পর্ব্বত বায়ুবেগকে রোধ করিয়া থাকে। ১৯। স্নেহস্বেদ, অভ্যঙ্গ, বস্তি, স্নেহবিরেচন, শিরোবস্তি, শিরোদেশে স্নেহধারণ, স্নৈহিক ধূম, সুখোষ্ণ স্নেহগণ্ডূষ, স্নৈহিক নস্ত, মাংসরস, দুগ্ধসমূহ, মাংসসমূহ, স্নেহসমূহ, যাহা কিছু স্নেহযুক্ত বা স্নেহগুণযুক্ত, দাড়িমাদি অম্লফলসমূহের রস দ্বারা অম্লীকৃত ভোজনসমূহ, স্নিগ্ধ ভোজনসমূহ, লবণ ভোজনসমূহ, সুখোষ্ণ পরিষেক, সংবাহন (গা-টেপান), কুঙ্কুম, অগুরু, তেজপত্র, কুড়, এলা, তগর, কৌশেয় বস্ত্র (তসর), ঊর্ণানির্ম্মিত বস্ত্র, গুরু-কার্পাসবস্ত্র (অথবা কার্পাসবস্ত্র ও গুরুপথ্যসমূহ), নির্ব্বাত ও আতপযুক্ত গর্ভগৃহসমূহ, মৃদুশয্যা, অগ্নিসন্তাপ এবং ব্রহ্মচর্য্য এই সকল ও এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য বায়ুরোগীদিগকে অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। ২০। তেউড়ী, দন্তী, স্বর্ণক্ষীরী (কণ্টুঠে। কোন কোন মতে ইহাই সোণামুখী), সপ্তলা (নীলিনী), শঙ্খিনী (স্বতিক্তা। ইহাই বোধ হয় কালমেঘ), ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ এই সকলের কল্ক এক এক অক্ষ (দুই তোলা), তিল্বকমূল ও কম্পিল্লকের কল্ক এক এক বিল্ব (আট তোলা), ত্রিফলা-রস দুই আঢ়ক (দ্বৈগুণ্যহেতু চারি আঢ়ক), দধি দুই আঢ়ক (দ্বৈগুণ্যহেতু চারি আঢ়ক), ঘৃত এক আঢ়ক (দ্বৈগুণ্যহেতু দুই আঢ়ক) একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই তিল্বকঘৃত বায়ুরোগে উৎকৃষ্ট স্নেহবিরেচন। তিল্বকবিধিই অশোক ও রম্যকঘৃতে অনুসরণীয়। ২১। তিলপীড়নের উপকরণীভূত কাষ্ঠসমূহ (ঘানি-কাষ্ঠ সকল) আহরণ করিয়া অনল্পকাল তৈলে ভাবিত করিবে। পরে খণ্ড খণ্ড করিয়া সূক্ষ্ম করিবে ও পেষণ করিয়া লইবে। অনন্তর প্রকাণ্ড কটাহের মধ্যে জলে আপ্লুত করিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। পরে জলের উপর স্নেহ ভাসিয়া উঠিলে তাহা সরক (সরা) বা হাত দিয়া তুলিয়া লইবে। অনন্তর ঐ তৈলের সহিত বাতঘ্ন ঔষধ সকল স্নেহপাকবিধানে পাক করিবে। ইহাকেই অণুতৈল কহে। ইহা বাতরোগসমূহে প্রশস্ত। যেহেতু সূক্ষ্ম তৈলদ্রব্যসমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহার নাম অণুতৈল। ২২। বহু পরিমাণে বৃহৎ পঞ্চমূলের কাষ্ঠ সকল সংগ্রহ করিয়া কোন এক কৃষ্ণবর্ণ ভূমিপ্রদেশ দগ্ধ করিবে। একরাত্রি (২৪ ঘণ্টা) এইরূপ দগ্ধ হইয়া থাকিবার পর অগ্নি উপশান্ত হইলে ভূমি হইতে ভস্ম দূরীভূত করিয়া বিদারীগন্ধাদি-সিদ্ধ তৈল এক শত দ্রোণ ও দুগ্ধ এক শত দ্রোণ (দ্বৈগুণ্যহেতু দুই দুই শত দ্রোণ) ঐ ভূমিতে অভিষেক করিবে। ভূমি এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া একরাত্র থাকিবার পর, মৃত্তিকার যে পরিমাণ স্নিগ্ধ হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রকাণ্ড কটাহে উষ্ণজলে অভিষিক্ত করিবে। তৈল ভাসিয়া উঠিলে দুই হস্তে ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়া নিভৃতভাবে রাখিয়া দিবে। অনন্তর সেই তৈলের সমভাগ ভদ্রদার্ব্বাদি বাতহর ঔষধের কাথ, সমভাগ মাংসরস, সমভাগ দুগ্ধ এবং সমভাগ কাঞ্জিক প্রভৃতি অম্ল দিয়া পাক করিবে। পাক

পাণিভ্যাং পর্য্যাদায় স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততস্তৈলং বাতহরৌষধক্বাথমাংসরসক্ষীরাম্লভাগসহস্রেণ সহস্রপাকং বিপচেদ্‌যাবতা কালেন শক্নোতি পক্তুম্। প্রতিবাপশ্চাত্র হৈমবতা দক্ষিণাপথগাশ্চ গন্ধাঃ। বাতঘ্নানি চ তস্মিন্ সিধ্যতি। শঙ্খানাধ্মাপয়েদ্দুন্দুভিং বাদয়েচ্ছত্রং ধারয়েদ্বালব্যজনৈশ্চ বীজয়েদ্‌ব্রাহ্মণসহস্রং ভোজয়েৎ, তৎ সাধু সিদ্ধমবতার্য্য সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়ে বা পাত্রে স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। তদেতৎ সহস্রপাকমপ্রতিবারবীর্য্যং রাজার্হং তৈলম্। এবং ভাগশতবিপক্বং শতপাকম্ ॥ ২৩

গন্ধর্ব্বহস্তমুষ্ককনক্তমালাটরূষকপূতীকারগ্বধচিত্রকাদীনাং পত্রাণ্যার্দ্রাণি লবণেন সহোদূখলেঽবক্ষুদ্য স্নেহঘটে প্রক্ষিপ্যাবলিপ্য গোশকৃদ্ভির্দাহয়েৎ; এতৎ পত্রলবণমুপদিশন্তি বাতরোগেষু ॥ ২৪

এবং মুষ্ককাণ্ডবার্ত্তাকুশিগ্রুলবণানি সংক্ষুদ্য ঘটং পূরয়িত্বা সর্পিস্তৈলবসামজ্জভিঃ প্রক্ষিপ্যাবলিপ্য গোশকৃদ্ভির্দাহয়েৎ; এতৎ স্নেহলবণমুপদিশন্তি বাতরোগেষু। (কাণ্ডলবণম্) ॥ ২৫

গণ্ডীর-পলাশ-কুটজ-বিল্বার্ক-স্নুহ্যপামার্গ-পাটলা-পারিভদ্রকনাদেয়ীকৃষ্ণগন্ধা-নীপ-নির্দ্দহন্যটরূষকনক্তমালকপূতীক-বৃহতীকণ্টকারিকাভল্লাতকেঙ্গুদীবৈজয়ন্তী-কদলীবর্ষাভূহ্রীবের-ক্ষুরকেক্ষুবালুকাশ্বেতমোক্ষকাশোকা ইত্যেবং বর্গং সমূলপত্রশাখমার্দ্রমাহৃত্য লবণেন সহ সংসৃষ্টং পূর্ব্ববদ্দগ্ধা ক্ষারকল্পেন পরিস্রাব্য বিপচেৎ। এতৎপ্রতিবাপশ্চাত্র হিঙ্গ্বাদিভিঃ পিপ্পল্যাদিভির্বা। ইত্যেতৎ কল্যাণকলবণং বাতরোগেষু গুল্মপ্লীহাগ্নিবঙ্গাজীর্ণার্শোঽরোচকার্ত্তানাং কাসাদিভিরুপক্রান্তানাঞ্চোপদিশন্তি পানভোজনেষ্বেতি ॥ ২৬

ভবতি চাত্র।

বিষ্যন্দনাচ্চ ভাবাদ্দোষাণাঞ্চ বিপাচনাৎ।
সংস্কারপাচনাচ্চেদং বাতরোগেষু শস্যতে ॥ ২৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে বাতব্যাধিচিকিৎসিতং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই তৈলের সহিত ঐ ঐ দ্রব্য ঐ ঐ পরিমাণে মিলিত করিয়া পাক করিবে। এইরূপে সহস্রবার পাক করিবে। পাকসমাপ্তি হইলে উত্তরাপথসম্ভূত গন্ধ দ্রব্য সকল (যথা, কস্তুরী, শটী, কুড়, জটামাংসী, সরল, দেবদারু, দারুচিনি প্রভৃতি), দক্ষিণাপথসম্ভূত গন্ধদ্রব্য সকল (যথা চন্দন, জাতীফল, কঙ্কোল, লবঙ্গাদি) এবং বাতঘ্ন দ্রব্য সকল তৈলে প্রক্ষেপ দিবে। এইরূপে তৈল সম্পন্ন হইলে শঙ্খ সকল আধ্মাত করিবে, দুন্দুভি বাজাইবে, তৈলের উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিবে, বালব্যজনসমূহ দ্বারা বীজন করিবে এবং সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহাতে তৈলের সাধুসিদ্ধি হয়। তখন সেই তৈল নামাইয়া সুবর্ণময় বা রৌপ্যময় বা মৃন্ময় পাত্রে নিভৃতস্থানে রাখিয়া দিবে। এই সহস্রপাক তৈল অপ্রতিবারবীর্য্য ও রাজোচিত। এই তৈলকে সহস্রবার পাক না করিয়া শতবার পাক করিলে তাহাকে শতপাক তৈল কহা যায়। ২৩। এরণ্ড, ঘণ্টাপারুল, ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, সোঁদাল, চিতা প্রভৃতির কাঁচা পাতা সকল সৈন্ধব লবণের সহিত উদূখলে পেষণ করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে প্রক্ষেপ করিতে হয়, অনন্তর ভাণ্ড গোময় দ্বারা লেপন করিতে হয়, পরে সেই ভাণ্ড অগ্নির উপর স্থাপন করিয়া ঔষধ সকল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিতে হয়। এই ঔষধ প্রস্তুত হইলে তাহাকে পত্রলবণ কহে। ইহা বাতরোগে প্রশস্ত। ২৪। এইরূপে মনসার কাণ্ড, বার্ত্তাকু, সজিনাছাল সমান সমান এবং সর্ব্বসমান সৈন্ধব লবণ পেষণ ও ঘটে পূরণ করিয়া তাহার সহিত ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা মিশ্রিত করিতে হয়। পরে ভাণ্ড গোময়লিপ্ত করিয়া ঔষধ সকল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিতে হয়। ইহাকেই স্নেহলবণ কহে। ইহা বাতরোগসমূহে প্রশস্ত। ইহাকে কাণ্ডলবণও কহিয়া থাকে। ২৫। গণ্ডীর (গণ্ডীরশাক স্থলজ ও জলজ ভেদে দুই প্রকার; স্থলজ গণ্ডীরকে জলপিপ্পলী কহে), পলাশ, কুড়চী, বিল্ব, আকন্দ, মনসা, অপামার্গ, পারুল, পালিদা, জলজম্বু, সজিনা, নীপ (মহাকদম্ব), নির্দ্দহনী (চিতা), বাসক, ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, বৃহতী, কণ্টিকারিকা, ভেলা, ইঙ্গুদী, বৈজয়ন্তী (গণিয়ারী), কদলী, পুনর্নবা, বালা, তালমাখনা, রাখালশসা, শ্বেত আকন্দ, মোক্ষক (পারুল বা ঘণ্টাপারুল) এবং অশোক এই সকল গণ মূল পত্র ও শাখাসমেত আর্দ্র গ্রহণ করিয়া সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত ও পূর্ব্ববৎ দগ্ধ করিয়া ক্ষারবিধানে পরিস্রুত করিবে। পরে সেই ক্ষারজল পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে হিঙ্গ্বাদি বা পিপ্পল্যাদি প্রক্ষেপ দিবে। ইহাকেই কল্যাণক লবণ কহে। ইহা বাতরোগসমূহে প্রশস্ত। আর ইহা গুল্ম, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, অরোচক ও কাসাদি রোগে উপক্রান্ত ব্যক্তিগণের পানভোজনে উপযোগী জানিবে। ২৬। এ স্থলে উপসংহার করা হইতেছে;—উক্ত লবণ বিষ্যন্দন (দোষক্ষরণ); উষ্ণ, দোষপাচন, সংস্করণ ও পাচন বলিয়া বাতরোগসমূহে প্রশস্ত। ২৭

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহাবাতব্যাধিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

দ্বিবিধং বাতশোণিতমুত্তানমবগাঢ়ঞ্চেত্যেকে ভাষন্তে তৎ তু ন সম্যক্ কুষ্ঠবদুত্তানং ভূত্বা কালান্তরেণাবগাঢ়ীভবতি তস্মান্ন দ্বিবিধম্॥ ২

তত্র বলবদ্বিগ্রহাদিভিঃ প্রকুপিতস্য বায়োর্গুরুরুক্ষাধ্যশনশীলস্য প্রদুষ্টং শোণিতং মার্গমাবৃত্য বাতেন সহৈকীভূতং যুগপদ্বাতরক্তনিমিত্তাং বেদনাং জনয়তীতি বাতরক্তম্। তত্তু পূর্ব্বং হস্তপাদয়োরবস্থানং কৃত্বা পশ্চাদ্দেহং ব্যাপ্নোতি। তস্য পূর্ব্বরূপাণি তোদদাহকণ্ডুশোফস্তম্ভত্বক্‌পারুষ্যশিরাস্নায়ুধমনিস্পন্দনসক্থিদৌর্ব্বল্যানি শ্যাবরক্তমণ্ডলোৎপত্তিশ্চাকস্মাৎ পাণিপাদতলাঙ্গুলিগুল্ফপ্রভৃতিষু। তত্রাপ্রতিকারিণোঽপচারিণশ্চ রোগো ব্যক্তস্তস্য লক্ষণমুক্তম্। তত্রাপ্রতিকারিণো বৈকল্যং ভবতি॥ ৩

ভবতি চাত্র

প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্।
স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি বাতরক্তং প্রকুপ্যতি॥ ৪

তত্র প্রাণমাংসক্ষয়পিপাসাজ্বরমূর্চ্ছাশ্বাসকাসস্তম্ভারোচকাবিপাকবিসরণসঙ্কোচনৈরনুপদ্রুতং বলবন্তমাত্মবন্তমুপকরণবন্তঞ্চোপক্রমেৎ॥ ৫

তত্রাদাবেব বহুবাতরুক্ষমনাবাধ্যদূতে মার্গাবরণাদ্দুষ্টশোণিতমসকৃদল্পমল্পমবসিঞ্চেদ্বাতকোপভয়াৎ। ততো বমনাদিভিরুপক্রমৈরুপপাদ্য প্রতিসংসৃষ্টভক্তং বাতপ্রবলে পুরাণঘৃতং পায়য়েদজাক্ষীরার্দ্ধতৈলং, মধুকাক্ষযুক্তং, শৃগালবিন্নাসিদ্ধং বা শর্করামধুমধুরং শুণ্ঠীশৃঙ্গাটককশেরুকসিদ্ধং বা, শ্যামারাস্নাসুষবীশৃগালবিন্নাপীলুশতাবরীশ্বদংষ্ট্রাদ্বিপঞ্চমূলীসিদ্ধং বা॥ ৬

দ্বিপঞ্চমূলীকাথাষ্টগুণসিদ্ধেন চ পয়সা মধুকমেষশৃঙ্গীশ্বদংষ্ট্রা-সরল-ভদ্রদারু-বচাসুরভিকল্কপ্রতীবাপং তৈলং

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাবাতব্যাধি।

অনন্তর আমরা মহাবাতব্যাধি-চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। [এই মহাবাতব্যাধি অধ্যায়ে বাতরক্ত, অপতানক, পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, অপতন্ত্রক, অর্দ্দিত, গৃধ্রসী, বিশ্বাচী, ক্রোষ্টুশীর্ষ, খঞ্জ, পঙ্গু, বাতকণ্টক, পাদদাহ, পাদহর্ষ, অববাহুক, বাধির্য্য, কর্ণশূল, তূণী, প্রতূণী, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলার চিকিৎসা আছে]। ১। কাহার কাহার মতে বাতরক্ত দুই প্রকার;—উত্তান (অগভীর) ও অবগাঢ় (গভীর)। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পরন্তু ইহা কুষ্ঠের ন্যায় প্রথমে উত্তান থাকিয়া, পরে অবগাঢ় হয়, অতএব ইহা দ্বিবিধ নহে। ২। বলবানের সহিত যুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে উষ্ণভোজী অধ্যশনশীল ব্যক্তির দুষ্ট শোণিত সেই বায়ুর পথ রোধ করিয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয় এবং যুগপৎ বাতরক্ত-নিমিত্ত বেদনা উৎপাদন করে বলিয়া, বাতরক্ত নাম হয়। বাতরক্ত প্রথমতঃ হস্তপদে অবস্থান করে, পশ্চাৎ দেহে ব্যাপ্ত হয়। বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ যথা;—তোদ, দাহ, কণ্ডু, শোথ, স্তম্ভ, ত্বকের পরুষতা, শিরা স্নায়ু ও ধমনীর স্পন্দন, সক্থির (অর্থাৎ কটিসন্ধি হইতে পাদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্থানের) দৌর্ব্বল্য এবং অকস্মাৎ পাণিতল, পাদতল ও অঙ্গুলিসমূহে শ্যাব ও রক্তবর্ণ মণ্ডল সমূহের উৎপত্তি। বাতরক্তের অপ্রতিকার বা অপচার করিলে রোগ ব্যক্ত হয়। বাতরক্তের লক্ষণ বলা হইল। ইহার প্রতীকার না করিলে বিকলতা হয় [অর্থাৎ অঙ্গুলি প্রভৃতির বক্রতাদি হয়]। ৩। এস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—বাতরক্ত প্রায়ই সুকুমার, মিথ্যাহার-বিহারকারী, স্থূলদেহ ও সুখীদিগেরই কুপিত হইয়া থাকে। ৪। রোগীর বল ও মাংসের ক্ষয়, পিপাসা, জ্বর, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, স্তম্ভ, অরোচক, অবিপাক এবং ব্যাধিত অঙ্গের প্রসারণ বা সঙ্কোচন এই সকল উপদ্রব না থাকিলে এবং রোগী বলবান্, ধীর ও উপকরণ-সমন্বিত হইলে রোগ সাধ্য হয়। ৫। যদি রোগীর অঙ্গ বায়ুর অতিশয় প্রকোপ বশতঃ রুক্ষ ও শুষ্ক না হয়, তবে যে স্থানে বায়ুর মার্গরোধ হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রথমতঃ দুষ্টরক্ত বার বার অল্প অল্প করিয়া মোক্ষণ করিতে হয়। একবারে অধিক রক্ত মোক্ষণ করিলে বায়ুর প্রকোপ হইতে পারে। অনন্তর রোগীকে বমনাদি চিকিৎসা যোগে সম্পন্ন করিয়া এবং একবারে ভাত না দিয়া অর্থাৎ পেয়াদি ক্রম পালন করাইয়া, বাতপ্রধান বাতরক্তে পুরাণ ঘৃত পান করাইবে। অথবা অজাক্ষীর, অজাক্ষীরের অর্দ্ধ তৈল ও যষ্টিমধু দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অথবা পৃশ্নিপর্ণীর সহিত সিদ্ধ অজাক্ষীর পান করাইবে। অথবা অজাক্ষীর শর্করা-মধুযোগে মধুরীকৃত এবং শুঁঠ পানিফল ও কেশুরের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। অথবা শ্যামা তেউড়ীর মূল, রাস্না, সুষবী (কারবেল্ল), শৃগালবিন্না (চাকুলে), পীলু, শতমূলী, গোক্ষুর ও দশমূলের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। [টীকাকার বলেন যে, পাণিগত বাতরক্ত ঊর্দ্ধগত দোষে ও পাদগত বাতরক্ত অধোগত দোষে উৎপন্ন হয়। পাণিগত বাতরক্তে কফপিত্তের অনুবন্ধ থাকাতে বমন ও বিরেচন দিতে হয়। সেই স্থলেই পুরাতন ঘৃত পান করা আবশ্যক। পাদগত বাতরক্তে বায়ুর অনুবন্ধ থাকে, সেস্থলে আস্থাপনপূর্ব্বক অনুবাসন দেওয়া বিধি। এস্থলে প্রথমতঃ ছয়টী পেয়াদিক্রম পালন করিতে হয়। অষ্টম দিনে স্নেহাক্তভোজন করিতে হয় এবং নবম দিনে পুরাণ ঘৃত পান করিতে হয়]। ৬। দশমূলের কাথ আটগুণ ও দুগ্ধ একগুণ পাক করিয়া দুগ্ধশেষে নামাইবে। অনন্তর সেই দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধু, মেষশৃঙ্গী, গোক্ষুর, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, বচ ও রাস্নার কল্ক এবং তৈল পাক করিয়া পানাদি

পাচয়িত্বা পানাদিষূপযুঞ্জীত, শতাবরীমধূরকমধুকক্ষীরবিদারী-বলাতিবলাতৃণপঞ্চমূলীকাথসিদ্ধং বা, কাকোল্যাদিপ্রতিবাপং বলাতৈলং শতপাকঞ্চেতি। বাতহরমূলসিদ্ধেন চ পয়সা পরিষেচনমম্লেন বা কুর্ব্বীত। যবমধুকৈরণ্ডতিলবর্ষাভূভির্বা প্রদেহঃ কার্য্যঃ ॥ ৭

তত্র চূর্ণিতেষু যবগোধূমতিলমুদ্গমাষেষু প্রত্যেকশঃ কাকোলী-ক্ষীরকাকোলী-জীবকর্ষভক-বলাতিবলাবিসমৃণাল-শৃগালবিন্না-মেষশৃঙ্গী-পিয়াল-শর্করাকশেরুক-সুরভিবচাকল্ক-মিশ্রেষূপনাহার্থং সর্পিস্তৈলবসামজ্জদুগ্ধসিদ্ধাঃ পঞ্চ পায়সা ব্যাখ্যাতাঃ। স্নৈহিকফলসারোৎকারিকা বা। চূর্ণিতেষু যবগোধূমতিলমুদ্গমাষেষু বিচিত্রমৎস্যপিশিতবেশবারো বা। বিল্বপেশিকাতগরদেবদারুসরলারাস্না-হরেণু-কুষ্ঠশতপুষ্পাসুরা-দধিমস্তুযুক্ত উপনাহঃ। মাতুলুঙ্গাম্লসৈন্ধবঘৃতমিশ্রো মধু-শিগ্রুমূলমালেপে তিলকল্কশ্চেতি বাতপ্রবলে ॥ ৮

পিত্তপ্রবলে দ্রাক্ষারেবতকটুফলপয়স্যামধুকচন্দনকাশ্মর্য্য-কষায়ং শর্করামধুমধুরং পায়য়েৎ শতাবরীমধুকপটোল-ত্রিফলাকটুরোহিণীকষায়ং গুড়ূচীকষায়ং বা পিত্তজ্বরহর-চন্দনাদিকষায়ং শর্করামধুমধুরং তিক্তকষায়সিদ্ধং বা সর্পিঃ ॥ ৯

বিসমৃণালচন্দনপদ্মকষায়েণার্দ্ধক্ষীরেণ পরিষেকঃ। ক্ষীরেক্ষুরসমধুশর্করাতণ্ডুলোদকৈর্ব্বা দ্রাক্ষেক্ষুকষায়মিশ্রৈর্মস্তু-মধুধান্যাম্লৈর্জীবনীয়সিদ্ধেন বা সর্পিষাভ্যঙ্গঃ ॥ ১০

শতধৌতঘৃতেন বা কাকোল্যাদিকল্কবিপক্বেন বা সর্পিষা শালিষষ্টিক-নলবঞ্জুলতালীশ-শৃঙ্গাটক-গলোড্যগৌরীগৈরিক-শৈবলপদ্মকপদ্মপত্রপ্রভৃতিভির্ধান্যাম্লপিষ্টৈঃ প্রদেহো ঘৃত-মিশ্রঃ। বাতপ্রবলেহপ্যেষ সুখোষ্ণঃ প্রদেহঃ কার্য্যঃ। রক্তপ্রবলেহপ্যেবং, বহুশশ্চ শোণিতমবসেচয়েৎ শীতমাশু প্রদেহাঃ কার্য্যা ইতি ॥ ১১

শ্লেষ্মপ্রবলে আমলকহরিদ্রাকষায়ং মধুমধুরং পায়য়েৎ। ত্রিফলাকষায়ং বা মধুকশৃঙ্গবেরহরীতকীতিক্তরোহিণীকল্কং বা সক্ষৌদ্রমূত্রং তোয়েন গুড়হরীতকীং বা ভক্ষয়েৎ ॥ ১২

তৈলমূত্রক্ষারোদকসুরাশুক্তকফঘ্নৌষধনিঃকাথৈঃ পরি-ষেকঃ। আরগ্বধাদিকষায়ৈর্বোষ্ণৈঃ। মস্তুমূত্রসুরাশুক্তমধুক-সারিবাপদ্মকসিদ্ধং বা ঘৃতমভ্যঙ্গঃ। তিলসর্ষপাতসীযব-

---

কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। অথবা শতমূলী, অপামার্গ, যষ্টিমধু, ক্ষীরবিদারী, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, কুশ, কাশ, নল, উলু ও ইক্ষুমূলের কাথের সহিত সিদ্ধ তৈল প্রয়োগ করিবে। অথবা কাকোল্যাদি কল্কের সহিত বলার কাথ ও তৈল শতপাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। বাতহর মূলের (দশমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বাতরক্তে পরিষেচন করিবে। অথবা সৌবীরক-তুষোদকাদি অম্ল সকল পরিষেচন করিবে। অথবা যব, যষ্টিমধু, এরণ্ডমূল, তিল ও পুনর্নবার প্রলেপ দিবে। ৭। আর যব, গোধূম, তিল, মুগ ও মাষ প্রত্যেককে চূর্ণ করিবে এবং প্রত্যেকের সহিত কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, বলা, অতিবলা, ক্ষুদ্রমৃণাল, মৃণাল, চাকুলে, মেষশৃঙ্গী, পিয়াল, শর্করা, কেশুর, রাস্না ও বচের কল্ক এবং ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পাঁচ প্রকার উপনাহ প্রয়োগ করিবে। এই পাঁচ প্রকার উপনাহকে পায়স (পয়োযুক্ত) উপনাহ কহে। অথবা তিলাদি স্নৈহিক ফলসারের উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা যব, গোধূম, তিল, মুদ্গ ও মাষচূর্ণের সহিত নানা-প্রকার মৎস্যের মাংস সিদ্ধ করিয়া বেশবার প্রয়োগ করিবে [টীকাকার বলেন যে, এস্থলে নলমীন মৎস্যের আমিষই গ্রাহ]। বেলশুঁঠ, তগর, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, রাস্না, হরেণু, কুড়, শুল্‌ফা, সুরা ও দধিমস্তুর উপনাহ প্রয়োগ করিবে। গোঁড়ানেবুর রস, সৈন্ধব ও ঘৃতের সহিত সজিনার মূল পেষণ করিয়া আলেপ দিবে। আর কেবল তিলকল্কের আলেপও দেওয়া যায়। এইরূপে বাতাধিক বাতরক্তের চিকিৎসা কথিত হইল। ৮। পিত্তপ্রবল বাতরক্তে দ্রাক্ষা, আরেবত-ফল (সোঁদাল), কট্‌ফল, ক্ষীরবিদারী, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও গাম্ভারী-ফলের কষায় শর্করা ও মধুর সহিত মধুরীকৃত করিয়া পান করিবে। শতমূলী, যষ্টিমধু, পলতা, ত্রিফলা ও কট্‌কীর কষায় বা গোলঞ্চের কষায় বা শর্করা ও মধুযোগে মধুরীকৃত পিত্তজ্বরহর চন্দনাদি-কষায় বা তিক্ত-কষায়-সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ৯। বিস (ক্ষুদ্র মৃণাল), শুক্ল চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠের কষায়ে অর্দ্ধ ভাগ ক্ষীর যুক্ত করিয়া পরিষেক করিবে। অথবা ক্ষীর, ইক্ষুরস, মধু, শর্করা, ও তণ্ডুলজল পরিষেক করিবে। অথবা দ্রাক্ষা ও ইক্ষুর কষায়ে মস্তু, মধু ও ধান্যাম্ল মিশ্রিত করিয়া পরিষেক করিবে। অথবা জীবনীয়সিদ্ধ ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে। ১০। অথবা শতধৌত ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে। অথবা কাকোল্যাদি-কল্ক-সিদ্ধ ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে। আর শালি, ষষ্টিক তণ্ডুল, নল, বেতস, তালীশ, শৃঙ্গাটক, গলোড্য (যববীজ), গৌরী (হরিদ্রা), গৈরিক, শৈবাল, পদ্মকাষ্ঠ ও পদ্মপত্র প্রভৃতি ধান্যাম্লপিষ্ট করিয়া ঘৃতের সহিত প্রদেহ দিবে। বাত-প্রবল বাতরক্তেও এইরূপ সুখোষ্ণ প্রলেপ দিবে। রক্ত-প্রবল বাতরক্তেও পিত্তপ্রবল বাতরক্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। আর ইহাতে অল্প অল্প করিয়া বহুবার শোণিত-মোক্ষণ করিবে। আর সুশীতল প্রলেপ সকল দিবে। ১১। শ্লেষ্মপ্রবল বাতরক্তে আমলকী ও হরিদ্রার কষায় মধুর সহিত মধুরীকৃত করিয়া পান করাইবে। অথবা ত্রিফলার কষায় বা যষ্টিমধু, শুঁঠ, হরীতকী ও কট্‌কীর কল্কায় মধু বা মূত্রের সহিত কিংবা গুড় ও হরীতকী জলের সহিত পান করাইবে। ১২। তৈল, মূত্র, ক্ষারজল, সুরা, শুক্ত ও কফঘ্ন ঔষধসমূহের কাথ পরিষেক করিতে হইবে। অথবা আরগ্বধাদি কষায় উষ্ণ করিয়া পরিষেক করিবে। অথবা মস্তু, মূত্র, সুরা, শুক্ত, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ও পদ্মকাষ্ঠের সহিত সিদ্ধ ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে। তিল, সর্ষপ, তিসী, ও যবচূর্ণ শ্লেষ্মাতক, কপিত্থ ও সজিনার ছালের কল্কের

চূর্ণানি শ্লেষ্মাতককপিত্থমধুশিগ্রুমিশ্রাণি ক্ষারমূত্রপিষ্টঃ প্রদেহঃ॥ ১৩

শ্বেতসর্ষপকল্কঃ তিলাশ্বগন্ধাকল্কঃ পিয়ালশেলুকপিত্থত্বক্‌কল্কঃ মধুশিগ্রুপুনর্নবাকল্কঃ ব্যোষতিক্তাপৃথক্‌পর্ণীবৃহতীকল্ক ইত্যেতে পঞ্চ প্রদেহাঃ সুখোষ্ণাঃ ক্ষারোদকপিষ্টাঃ॥ ১৪

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহত্যৌ বা ক্ষীরপিষ্টাস্তর্পণমিশ্রাঃ। সংসর্গে সন্নিপাতে চ ক্রিয়াপথমুক্তং মিশ্রং কুর্য্যাৎ॥ ১৫

সর্ব্বেষু গুড়হরীতকীং বা সেবেত, পিপ্পলীর্বা ক্ষীরপিষ্টা বারিপিষ্টা বা পঞ্চাভিবৃদ্ধ্যা দশাভিবৃদ্ধ্যা বা পিবেৎ ক্ষীরোদনাহারো দশরাত্রং ভূয়শ্চাপকর্ষয়েদেবং যাবৎ পঞ্চদশ চেতি তদেতৎ পিপ্পলীবর্দ্ধমানকং বাতশোণিতবিষমজ্বরারোচকপাণ্ডুরোগপ্লীহোদরার্শঃকাসশ্বাসশোফশোষাগ্নিসাদহৃদ্রোগোদরাণ্যপহন্তি॥ ১৬

জীবনীয়প্রতীবাপং সর্পিঃ পয়সা পাচয়িত্বাভ্যঞ্জেৎ॥ ১৭

সহাসহদেবাচন্দনমূর্ব্বামুস্তাপিয়ালশতাবরীকশেরুপদ্মকমধুকশতপুষ্পাকুষ্ঠানি ক্ষীরপিষ্টঃ প্রদেহো ঘৃতমণ্ডযুক্তঃ॥ ১৮

সৈরেয়কাটরূষকবলাতিবলাজীবন্তীসুষবীকল্কো বা ছাগক্ষীরপিষ্টঃ॥ ১৯

সহিত মিশ্রিত এবং ক্ষার ও মূত্রের সহিত পিষ্ট করিয়া প্রদেহ দিবে। ১৩। আরও পাঁচটী প্রদেহ যথা;—শ্বেত সর্ষপের কল্ক, তিল ও অশ্বগন্ধার কল্ক, পিয়াল, শেলু (শ্লেষ্মাতক) ও কপিত্থ-ত্বকের কল্ক, সজিনা ও পুনর্নবার কল্ক এবং ত্রিকটু, তিক্তা (কটুকী), পৃথক্‌পর্ণী ও বৃহতীর কল্ক এই পাঁচটী প্রদেহ সুখোষ্ণ ক্ষারজলের সহিত পিষ্ট করিয়া দিবে। ১৪। অথবা শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টিকারী ক্ষীরের সহিত পিষ্ট ও যবশক্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রদেহ দিবে। দোষদ্বয়ের সংসর্গ বা দোষসমূহের সন্নিপাত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন দোষের পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা মিশ্রিত করিতে হয়। ১৫। অথবা সকল প্রকার বাতরক্তেই গুড়হরীতকী সেবন করিবে। অথবা দুগ্ধ বা জলের সহিত পিপ্পলী পেষণ করিয়া সেবন করিবে। প্রত্যহ পাঁচটী বা দশটী করিয়া পিপুল বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপে ক্রমাগত দশ দিন সেবন করিতে হয়। আর দুগ্ধান্ন পথ্য করিতে হয়। এই প্রয়োগকে পিপ্পলীবর্দ্ধমান কহে। ইহাতে বাতরক্ত, বিষমজ্বর, অরোচক, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, উদর, অর্শ, কাস, শ্বাস, শোথ, শোষ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ ও উদরের শান্তি হয়। ১৬। আর জীবনীয় কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। ১৭। সহা (মাষপর্ণী), সহদেবা (নাগবলা), রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, মুতো, পিয়াল, শতাবরী, কেশুর, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, শুলফা ও কুড় দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতমণ্ডযুক্ত প্রলেপ দিবে। ১৮। অথবা সৈরেয়ক (ঝাঁটী), বাসক, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, জীবন্তী ও কাররেমের কল্ক ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ১৯। গাম্ভারী-ফল, যষ্টিমধু

কাশ্মর্য্যমধুকতর্পণকল্কো বা মধূচ্ছিষ্টমঞ্জিষ্ঠাসর্জ্জরসসারিবাক্ষীরসিদ্ধং পিণ্ডতৈলমভ্যঙ্গঃ॥ ২০

সর্ব্বেষু চ পুরাণঘৃতমামলকরসবিপক্কং বা পানার্থে। জীবনীয়সিদ্ধং পরিষেকার্থে কাকোল্যাদিকাথকল্কসিদ্ধং বা সুষবীকাথসিদ্ধং বা কারবেল্লককাথমাত্রসিদ্ধং বা। বলাতৈলং বা পরিষেকাবগাহবস্তিভোজনেষু। শালিষষ্টিকযবগোধূমান্নমনবং ভুঞ্জীত পয়সা জাঙ্গলরসেন বা মুদ্গযূষেণ বানয়েন॥ ২১

শোণিতমোক্ষণাভীক্ষ্ণং কুর্ব্বীত। উচ্ছ্রিতদোষে চ বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনকর্ম্ম কর্ত্তব্যম্‌॥ ২২

ভবন্তি চাত্র।

এবমাদ্যৈঃ ক্রিয়াযোগৈরচিরোৎপতিতং সুখম্‌।
বাতাসৃক্‌ সাধ্যতে বৈদ্যৈর্যাপ্যতে তু চিরোত্থিতম্‌॥
উপনাহপরীষেক-প্রদেহাভ্যঞ্জনানি চ।
শরণান্যপ্রবাতানি মনোজ্ঞানি মহান্তি চ॥
মৃদুগণ্ডোপধানানি শয়নানি সুখানি চ।
বাতরক্তে প্রশস্তন্তে মৃদুসংবাহনানি চ॥
ব্যায়ামং মৈথুনং কোপমুষ্ণাম্ললবণাশনম্‌।
দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দি গুরু চান্নং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৩

অপতানকিনমস্রস্তাক্ষমবক্রভ্রুবমস্তব্ধমেঢ্রমস্বেদনমবেপনমপ্রলাপিনমখট্টাপাতিনমবহির্য়ায়ামিনকোপক্রমেৎ॥ ২৪

এবং যবের কল্ক, অথবা মোম, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা ও অনন্তমূলের কল্ক ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ পিণ্ডতৈল (যে-তৈলের সিটে ছাঁকিয়া ফেলা হয় না) অভ্যঙ্গ করিবে। ২০। অথবা পঞ্চ প্রকার বাতরক্তেই পানার্থে আমলকীরস-সিদ্ধ পুরাণ ঘৃত ব্যবহার করিবে। পরিষেকার্থে জীবনীয়সিদ্ধ বা কাকোল্যাদির কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ বা কারবেল্লকাথের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিবে। অথবা পরিষেক, অবগাহ, বস্তি ও ভোজনে বলাতৈল প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসের রস বা অনম্ল মুদ্গযূষের সহিত পুরাতন শালি, ষষ্টিক, যব ও গোধূমের অন্ন ভোজন করিবে। ২১। আর সর্ব্বদা রক্তমোক্ষণ করিবে। আর দোষের উল্বণতা হইলে বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও অনুবাসন দিবে। ২২। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—এইরূপ চিকিৎসা-সমূহ যোগে নূতন বাতরক্ত অনায়াসে সাধ্য হয়। অধিক দিনের হইলে যাপ্য হইয়া থাকে। উপনাহ, পরিষেক, প্রদেহ, অভ্যঙ্গ, নির্ব্বাত মনোজ্ঞ ও মহৎ গৃহ, মৃদু গণ্ডোপধান, সুখশয্যা ও মৃদু সংবাহন বাতরক্তে প্রশস্ত। ব্যায়াম, মৈথুন, কোপ, উষ্ণ অম্ল ও লবণ ভোজন, দিবানিদ্রা এবং অভিষ্যন্দী ও গুরু অন্ন বাতরক্তে নিষিদ্ধ ২৩। অপতানক-রোগীর অক্ষি স্রস্ত, ভ্রূ বক্র, মেঢ্র স্তব্ধ, স্বেদের আতিশয্য, কম্প, প্রলাপ, নিক্ষেষ্টের ন্যায় শয়ন এবং বহিরায়াম না হইলে চিকিৎসা চলে। [অখট্টাপাতী যাদের কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ তৃষার্দ্দিত,

তত্র প্রাগেব স্নেহাভ্যক্তং স্বিন্নশরীরমবপীড়নেন তীক্ষ্ণেনোপক্রমেত শিরঃশুদ্ধ্যর্থম্। অনন্তরঞ্চ বিদারীগন্ধাদি-ক্বাথমাংসরসক্ষীরদধিপক্বং সর্পিরচ্ছং পায়য়েৎ তথা হি নাতিমাত্রং বায়ুঃ প্রসরতি। ততো ভদ্রদার্ব্বাদিবাতঘ্নগণ-মাহৃত্য যবকোলকুলত্থসানূপৌদকমাংসং পঞ্চবর্গমেকতঃ প্রক্বাথ্য তমাদায় কষায়মম্লক্ষীরৈঃ সহোন্মিশ্র্য সর্পিস্তৈল-বসামজ্জভিঃ সহ বিপচেন্মধুরকপ্রতীবাপম্। তদেতৎ ত্রৈবৃত-মপতানকিনাং পরিষেকাবগাহাভ্যঙ্গপানভোজনানুবাসন-নস্তেষু বিদধ্যাৎ। যথোক্তৈশ্চ স্বেদবিধানৈঃ স্বেদয়েৎ। বলীয়সি বাতে সুখোষ্ণতুষবুষকরীষপূর্ণে কূপে নিদধ্যাদ্যা মুখাৎ। তপ্তায়াং বাঙ্গারচুল্ল্যাং তপ্তায়াং বা শিলায়াং সুরাপরিষিক্তায়াং পলাশদলচ্ছন্নায়াং শায়য়েৎ। কৃশরাবেশ-বারপায়সৈর্বা স্বেদয়েৎ ॥ ২৫

মূলকোরুবৃকফূর্জ্জার্জ্জকার্কশপ্তলাশঙ্খিনীস্বরসসিদ্ধং তৈল-মপতানাকনাং পারবেকাদমুপযোজ্যম্। অভুক্তবতা পাতমম্লং দধিমরিচবচাযুক্তমপতানকং হন্তি তৈলসর্পির্বসাক্ষৌদ্রাণি চ ॥ ২৬

এতচ্চুদ্ধবাতাপতানকবিধানমুক্তম্; সংসৃষ্টে সংসৃষ্টং কর্ত্তব্যম্। বেগান্তেষু চাবপীড়ং দদ্যাৎ। তাম্রচূড়কর্কট-কৃষ্ণমৎস্যশিশুমারবরাহবসাশ্চাসেবেত, ক্ষীরাণি বা বাতহর-সিদ্ধানি, যবকোলকুলত্থমূলকদধিঘৃততৈলসিদ্ধাং বা যবাগূম্। স্নেহবিরেচনাস্থাপনানুবাসনৈশ্চৈনং দশরাত্রাহতবেগমুপ-ক্রমেৎ। বাতব্যাধিচিকিৎসিতঞ্চাবেক্ষেত, রক্ষাকর্ম্ম চ কুর্য্যাদিতি ॥ ২৭

পক্ষাঘাতোপদ্রুতমম্লানগাত্রং সরুজমাত্মবন্তমুপকরণবন্ত-ঞ্চোপক্রমেৎ। তত্র প্রাগেব স্নেহস্বেদোপপন্নং মৃদুনা শোধনেন সংশোধ্যানুবাস্যাস্থাপ্য চ যথাকালমাক্ষেপক-বিধানেনোপচরেৎ। বৈশেষিকশ্চাত্র মস্তিষ্কশিরোবস্তিশ্চাণু-তৈলমভ্যঙ্গার্থে, শাল্বণমুপনাহার্থে, বলাতৈলমনুবাসনার্থে। এবমতন্দ্রিতস্ত্রীংশ্চতুরো বা মাসান্ ক্রিয়াপথমুপসেবেত ॥ ২৮

কেহ বা অন্য প্রকার অর্থ করেন]। ২৪ এরূপ স্থলে প্রথমেই তাহাকে স্নেহাভ্যক্ত ও স্বিন্নশরীর করিয়া মস্তকশুদ্ধির জন্য তীক্ষ্ণ অবপীড়ন প্রয়োগ করিতে হয়। অনন্তর বিদারীগন্ধাদির ক্বাথ, মাংসরস, দুগ্ধ ও দধির সহিত পক্ব ঘৃত পান করাইতে হয়। তাহা হইলে বায়ু আর অতিমাত্র প্রসারিত হইতে পারে না। অনন্তর ভদ্র-দার্ব্বাদি বাতঘ্ন গণের কল্ক এক সের, যব, কুল, কুলত্থ, আনূপ মাংস ও ঔদক মাংস এই পঞ্চবর্গের ক্বাথ যোল সের, কাঞ্জীক ও দুগ্ধ যোল সের এবং ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা প্রত্যেকে এক এক সের একত্র পাক করিবে। পাকশেষে কাকোল্যাদিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ইহার নাম ত্রৈবৃত ঘৃত (কেননা ইহা তৈল, বসা ও মজ্জা এই ত্রিদ্রব্যের সহিত বৃত আছে)। ইহা অপতানক-রোগী-দিগের পরিষেক, অবগাহ, অভ্যঙ্গ, পান, ভোজন ও অনু-বাসনে প্রশস্ত [গয়দাস-মতে এস্থলে দুগ্ধ চারি সের। জেজ্জট-মতে পঞ্চবর্গের অর্থ কূলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য এই পঞ্চ প্রকার আনূপ ও ঔদক মাংস। অম্ল শব্দে কাঞ্জীক না বুঝাইয়া সৌবীরক প্রভৃতি অম্লবর্গও বুঝায়]। আর অপতানকরোগীকে যথোক্ত স্বেদবিধানে স্বিন্ন করিতে হয়। বায়ু অতিশয় বলবান্ হইলে, রোগীকে স্বেদার্থে সুখোষ্ণ তুষ-বুষ-করীষপূর্ণ কূপে নিহিত করিবে অর্থাৎ তুষ, বুষ ও করীষের অগ্নিতে গর্ত্তকে তাপিত করিয়া, তাহাতে রোগীকে স্থাপিত করিবে।[বুষ শব্দের অর্থ ধানের আগড়া বা ভুসী বা তদ্রূপ দ্রব্য]। অথবা রোগীকে তপ্ত অঙ্গার-চুল্লীতে বা তপ্ত শিলাতে শয়ন করাইবে। শিলাকে তপ্ত করিয়া, তাহাতে সুরা পরিষেক করিতে হয়, আর তাহা পলাশপত্রে আচ্ছাদিত করিতে হয়। অথবা রোগীকে কৃশরা, বেশবার ও পায়সের স্বেদ দিতে হয়। ২৫। মূলক, উরুবক (রক্ত এরণ্ড), ফূর্জ্জক (ফণিজ্ঝক), অর্জ্জক (কুঠেরক তুলসী), আকন্দ, সপ্তলা ও শঙ্খিনী

এই সকলের ক্বাথ যোল সের এবং তৈল চারি সের পাক করিয়া অপতানক-রোগীদিগের পরিষেক প্রভৃতি কর্ম্মে প্রয়োগ করিতে হয়। অপতানক-রোগী খালি পেটে দধি, মরিচ ও বচ সংযুক্ত কাঞ্জিক পান করিলে, অথবা তৈল, ঘৃত, বসা ও মধু পান করিলে রোগ নষ্ট হয়। ২৬। এস্থলে কেবল-বায়ু অপতানক রোগের চিকিৎসা বলা হইল। বায়ুর সহিত দোষান্তরের সংসর্গ থাকিলে, সংসৃষ্ট চিকিৎসা কর্ত্তব্য। রোগের বেগ নিবৃত্ত হইলে, অবপীড় প্রয়োগ করিতে হয়। অপতানক-রোগী কুক্কুট, কর্কট (কাঁকড়া), কৃষ্ণমৎস্য ও শিশুমারের বসা সেবন করিবে। অথবা বাতঘ্ন-দ্রব্যসিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। অথবা যব, কুল, কুলত্থ, মূলক, দধি, ঘৃত ও তৈলের সহিত সিদ্ধ যবাগূ সেবন করিবে। রোগের বেগ দশ দিন পর্য্যন্ত অহত থাকে, এইজন্য এতাবৎকাল রোগীকে স্নেহ-বিরেচন, আস্থাপন ও অনুবাসন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আর বাতব্যাধি-চিকিৎসোক্ত সাধারণ বিধি সকল পালন করিবে এবং রক্ষাকর্ম্মও করা আবশ্যক। ২৭। পক্ষাঘাত-রোগীর গাত্র অশুষ্ক ও বেদনাযুক্ত থাকিলে এবং রোগী ধীর ও উপকরণ-বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে চিকিৎসা করিবে। এস্থলে প্রথমেই রোগীকে স্নেহ-স্বেদ-সম্পন্ন করিয়া, মৃদু শোধন-যোগে সংশোধন দিবে। পরে অনুবাসন ও আস্থাপন প্রয়োগ করিয়া যথাকালে আক্ষেপক-চিকিৎসার (অপ-তানক-চিকিৎসার) বিধানে চিকিৎসা করিবে। পক্ষাঘাতের বৈশেষিক চিকিৎসা যথা;—মস্তিষ্ক নামক শিরোবস্তি, অণুতৈলের অভ্যঙ্গ, শাল্বণযোগে উপনাহ এবং বলাতৈলের অনুবাসন। এইরূপে অতন্দ্রিতভাবে তিন চারি মাস চিকিৎসা করিলে পক্ষাঘাত সাধ্য হইতে পারে। ২৮।

মন্যাস্তম্ভেঽপ্যেতদেব বিধানম্। বিশেষতো বাতশ্লেষ্মহরৈর্নস্তৈ রুক্ষস্বেদৈশ্চোপচরেৎ ॥ ২৯

অপতন্ত্রকাতুরং নাপতর্পয়েৎ। বমনানুবাসনাস্থাপনানি ন নিষেবেত। বাতশ্লেষ্মোপরুদ্ধোচ্ছ্বাসং তীক্ষ্ণৈঃ প্রধ্মাপনৈর্মোক্ষয়েৎ। তুম্বুরুপুষ্করাহ্বহিঙ্গ্বম্লবেতসপথ্যালবণত্রয়ং যবক্বাথেন পাতুং প্রযচ্ছেৎ, পথ্যাশতার্দ্ধে সৌবর্চ্চলদ্বিপলে চতুর্গুণে পয়সি সর্পিঃপ্রস্থং সিদ্ধম্। বাতশ্লেষ্মাপহুচ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ৩০

অর্দ্দিতাতুরং বলবন্তমুপকরণবন্তঞ্চ বাতব্যাধিবিধানেনোপচরেৎ, বৈশেষিকৈশ্চ মস্তিষ্কশিরোবস্তিনস্যধূমোপনাহস্নেহনাড়ীস্বেদাদিভিঃ। ততঃ সতৃণং মহাপঞ্চমূলং কাকোল্যাদিং বিদারিগন্ধাদিমৌদকানূপমাংসং তথৈবৌদককন্দাংশ্চ সংহৃত্য দ্বিগুণোদকে ক্ষীরদ্রোণে নিঃক্বাথ্য পাদাবশিষ্টমবতার্য্য পরিস্রাব্য তৈলপ্রস্থেনোন্মিশ্রা পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ। ততস্তৈলং ক্ষীরানুগতমবতার্য্য শীতীভূতমভিমথ্নীয়াৎ, তত্র যঃ স্নেহ উত্তিষ্ঠেৎ তমাদায় মধুরৌষধসহাক্ষীরযুক্তং বিপচেৎ এতৎ-ক্ষীরতৈলমর্দ্দিতাতুরাণাং পানাভ্যঙ্গাদিষূপযোজ্যম্ ॥ ৩১

তৈলহীনং বা ক্ষীরসর্পিরক্ষিতর্পণমিতি ॥ ৩২

গৃধ্রসীবিশ্বাচীক্রোষ্টুকশিরঃখঞ্জপঙ্গুলবাতকণ্টকপাদদাহপাদহর্ষাববাহুকবাধির্য্যধমনীগতবাতরোগেষু যথোক্তং যথোদ্দেশঞ্চ শিরাব্যধং কুর্য্যাদন্যত্রাববাহুকাদ্বাতব্যাধিচিকিৎসিতঞ্চাবেক্ষেত ॥ ৩৩

কর্ণশূলে তু শৃঙ্গবেররসং তৈলমধুসংসৃষ্টং সৈন্ধবোপহিতং সুখোষ্ণং কর্ণে দদ্যাৎ, অজামূত্রং, মধুতৈলানি বা, মাতুলুঙ্গদাড়িমতিন্তিড়ীকস্বরসমূত্রসিদ্ধং তৈলং শুক্তসুরাতক্রমূত্রলবণসিদ্ধং বা। নাড়ীস্বেদৈশ্চ স্বেদয়েৎ। বাতব্যাধিচিকিৎসাঞ্চাবেক্ষেত। ভূয়শ্চোত্তরে বক্ষ্যামঃ ॥ ৩৪

তূণীপ্রতূণ্যোঃ স্নেহলবণমুদকেন পায়য়েৎ, পিপ্পল্যাদিচূর্ণং বা, হিঙ্গুযবক্ষারপ্রগাঢ়ং বা সর্পিঃ। বস্তিভিশ্চৈনমুপক্রমেৎ॥৩৫

আধ্মানে ত্বপতর্পণপাণিতাপদীপনচূর্ণফলবর্ত্তিক্রিয়াপাচনীয়বস্তিভিরুপচরেৎ। লঙ্ঘননিস্তরণান্তকালে ধান্যকজীরকাদিদীপনসিদ্ধান্যন্নানি ॥ ৩৬

প্রত্যাধ্মানে চ্ছর্দ্দনাপতর্পণদীপনানি কুর্য্যাৎ ॥ ৩৭

মন্যাস্তম্ভেও এইরূপ বিধি অবলম্বনীয়। বিশেষতঃ বাত-শ্লেষ্মহর নস্য ও রুক্ষ-স্বেদ সহযোগে চিকিৎসা করিতে হয়। ২৯। অপতন্ত্রক-রোগীকে অপতর্পিত করিবে না। আর বমন, অনুবাসন ও আস্থাপন দিবে না। বাতশ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ উচ্ছ্বাসের অবরোধ থাকিলে তীক্ষ্ণ প্রধমনযোগে উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া দিবে। তুম্বুরু, পুষ্কর, হিঙ্গু, অম্লবেতস, পথ্যা ও লবণত্রয় যবক্বাথের সহিত পান করিতে দিবে। [তুম্বুরু প্রভৃতির চূর্ণ দুই তোলা ও যবের ক্বাথ দুই পল হইবে]। হরীতকী ৫০টী, সৌবর্চ্চল দুই পল, ঘৃত চারি সের এবং দুগ্ধ ষোল সের পাক করিয়া পান করিতে দিবে। আর অন্যান্য বাতশ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া সকল করিবে। ৩০। অর্দ্দিত-রোগী বলবান্ ও উপকরণ-সম্পন্ন হইলে বাতব্যাধি-বিধানে চিকিৎসা করিবে। আর এস্থলে মস্তিষ্ক নামক শিরোবস্তি, নস্য, ধূম, উপনাহ, স্নেহ ও নাড়ী-স্বেদাদি বৈশেষিক বিধি। অনন্তর তৃণপঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, কাকোল্যাদি গণ, বিদারীগন্ধাদি গণ, ঔদকমাংস, আনূপমাংস ও কেশুর প্রভৃতি জলকন্দ সকল আহরণ করিয়া একদ্রোণ দুগ্ধ ও দুইদ্রোণ জলে ক্বাথ করিবে। পাদাবশেষে ক্বাথ নামাইয়া লইবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া একপ্রস্থ তৈলের সহিত মিশ্রিত ও অগ্নিতে পুনর্ব্বার আরোপিত করিবে। অনন্তর তৈল ও দুগ্ধ মিলিত হইলে (অর্থাৎ জলশেষে কেবল তৈল ও দুগ্ধ থাকিয়া গেলে) নামাইয়া শীতল হইতে দিবে। শীতল হইলে মন্থন করিতে থাকিবে। তাহাতে যে স্নেহ উত্থিত হইবে, তাহা গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্থভাগ কাকোল্যাদি গণ ও মাষপর্ণীর কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিতে থাকিবে। ইহার নাম ক্ষীরতৈল। ইহা অর্দ্দিত-রোগীদিগের পান ও অভ্যঙ্গাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। [এ স্থলে তৃণপঞ্চমূল হইতে কেশুর পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য সমান সমান ভাগে গ্রহণ করিতে হয় আর সর্ব্বদ্রব্যের সমষ্টি এক আঢ়ক হওয়া উচিত]। ৩১। এস্থলে তৈলের পরিবর্ত্তে ঘৃত পাক করিলে তাহাকে ক্ষীরঘৃত কহে। ইহা অর্দ্দিত-রোগীদিগের অক্ষি-তর্পণার্থ প্রয়োগ করা হয়। ৩২। গৃধ্রসী, বিশ্বাচী, ক্রোষ্টুশীর্ষ, খঞ্জ, পঙ্গুল, বাতকণ্টক, পাদদাহ, পাদহর্ষ, বাধির্য্য ও ধমনী-গত বাতরোগসমূহে যথোক্ত ও যথাপ্রয়োজন শিরাব্যধ করিবে। অববাহুক রোগে শিরাব্যধ নিষিদ্ধ, কেননা উহা বায়ু প্রকোপজনিত [আর ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগে বাতরক্তোক্ত চিকিৎসা আবশ্যক]। আর গৃধ্রসী প্রভৃতি সমস্ত রোগে বাতরক্তোক্ত সাধারণ বিধি সকল আচরণীয়। ৩৩। কর্ণশূলে আদার রস তৈল, মধু ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত ও সুখোষ্ণ করিয়া কর্ণে দিবে। অথবা অজামূত্র বা মধুযুক্ত তৈলসমূহ, কিংবা গোঁড়ানেবু, দাড়িম, তিন্তিড়ীকের স্বরস ও মূত্রের সহিত সিদ্ধ তৈল কিংবা শুক্ত, সুরা, তক্র, মূত্র ও সৈন্ধবের সহিত সিদ্ধ তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিবে। আর নাড়ীস্বেদ দিবে। আর সাধারণ বাতব্যাধি-চিকিৎসারও অনুসরণ করিবে। উত্তরতন্ত্রে কর্ণশূলের আরও চিকিৎসা বলিব। ৩৪। তূণী ও প্রতূণী রোগে স্নেহ ও সৈন্ধব জলের সহিত পান করিবে। অথবা পিপ্পল্যাদি-চূর্ণ অথবা হিঙ্গু ও যবক্ষারের সহিত প্রগাঢ় ঘৃত এবং নিরূহ, অনুবাসন ও উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। ৩৫। আধ্মানরোগে অপতর্পণ পাণিতাপ, দীপন চূর্ণসমুদায়, ফলবর্ত্তি, পঞ্চকোলাদি পাচনীয় দ্রব্য ও বস্তি যোগে চিকিৎসা করিবে। প্রথমতঃ লঙ্ঘন করিবে। পরে অন্ন কালে ধান্যজীরকাদি-দীপনীয়সিদ্ধ অন্নসমূহ প্রদান করিবে। ৩৬। প্রত্যাধ্মান রোগে বমন, অপতর্পণ ও দীপনীয় গণ প্রয়োগ করিবে। ৩৭। অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা

অষ্ঠীলাপ্রত্যষ্ঠীলয়োর্গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধিবৎ ক্রিয়াবিভাগ ইতি ॥ ৩৮

হিঙ্গুত্রিকটুবচাজমোদাধন্যাজগন্ধাদাড়িম-তিন্তিড়ীকপাঠা-চিত্রকযবক্ষারসৈন্ধববিড়সৌবর্চ্চলস্বর্জ্জিকাপিপ্পলীমূলাম্লবেতস-শঠীপুষ্করমূলহপুষাচব্যাজাজীপথ্যাশ্চূর্ণয়িত্বা মাতুলুঙ্গরসেন বহুশঃ পরিভাব্যাক্ষমাত্রাং গুটিকাং কারয়েৎ, ততঃ প্রাতরেকৈকাং বাতবিকারী ভক্ষয়েৎ। অথৈষ যোগঃ কাসশ্বাস-গুল্মোদরারোচকহৃদ্রোগাধ্মানপার্শ্বোদরবস্তিশূলানাহমূত্রকৃচ্ছ্র-প্লীহার্শস্তূণীপ্রতূণীরপহন্তি ॥ ৩৯

ভবন্তি চাত্র।

কেবলো দোষযুক্তো বা ধাতুভির্বাবৃতোঽনিলঃ।
বিজ্ঞেয়ো লক্ষণোহাভ্যাং চিকিৎসা বাবিরোধতঃ ॥ ৪১
রুজাবন্তং ঘনং শীতং শোফং মেদোযুতোঽনিলঃ।
করোতি যস্তং বৈদ্যঃ শোথবৎ সমুপাচরেৎ ॥ ৪২
কফমেদোবৃতো বায়ুর্যদোরূ প্রতিপদ্যতে।
তদাঙ্গমর্দ্দশৈথিল্য-রোমহর্ষরুজাজ্বরৈঃ ॥
নিদ্রয়া চার্দ্দিতৌ স্তব্ধৌ শীতলাবপ্রচেতনৌ।
গুরুকাবস্থিরাবূরূ ন স্বাবিব চ মন্যতে ॥

তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাতমথাপরে।
স্নেহবর্জ্জং পিবেৎ তত্র চূর্ণং ষড্‌ধরণং নরঃ ॥
ত্রিতমুষ্ণাম্বুনা তদ্বৎ পিপ্পল্যাদিগণেঃ কৃতম্।
লিহ্যাদ্বা ত্রৈফলং চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকান্বিতম্ ॥
মূত্রৈর্বা গুগ্‌গুলুং শ্রেষ্ঠং পিবেদ্বাপি শিলাজতু।
ততো হন্তি কফাক্রান্তং সমেদস্কং প্রভঞ্জনম্।
হৃদ্রোগমরুচিং গুল্মং তথাভ্যন্তরবিদ্রধিম্ ॥
সক্ষারমূত্রস্বেদাংশ্চ রুক্ষাণ্যুৎসাদনানি চ।
কুর্য্যাদ্দিহ্যাচ্চ মূত্রাঢ্যৈঃ করঞ্জফলসর্ষপৈঃ ॥
ভোজ্যাঃ পুরাণশ্যামাক-কোদ্রবোদ্দালশালয়ঃ।
শুষ্কমূলকযূষেণ পটোলস্য রসেন বা।
জাঙ্গলৈরঘৃতৈর্মাংসৈঃ শাকৈশ্চালবণৈর্হিতৈঃ ॥
যদা স্যাতাং পরিক্ষীণে ভূয়িষ্ঠে কফমেদসী।
তদা স্নেহাদিকং কর্ম্ম পুনরত্রাবচারয়েৎ ॥ ৪৩
সুগন্ধিঃ সুলঘুঃ সূক্ষ্মস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কটুকো রসঃ।
কটুপাকঃ সরো হৃদ্যো গুগ্‌গুলুঃ স্নিগ্ধপিচ্ছিলঃ ॥
স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ত্বপকর্ষণঃ।
তৈক্ষ্ণৌষ্ণ্যাৎ কফবাতঘ্নঃ সরত্বান্মলপিত্তনুৎ ॥
সৌগন্ধ্যাৎ পূতিকোষ্ঠঘ্নঃ সৌক্ষ্ম্যাচ্চানলদীপনঃ ॥
তং প্রাতস্ত্রিফলাদার্ব্বী-পটোলকুশবারিভিঃ।

রোগে গুল্ম ও অন্তরবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৩৮। হিঙ্গু, ত্রিকটু, বচ, অজমোদা (যমানী), ধনে, অজগন্ধা (ক্ষেত্রযমানী), দাড়িম, তিন্তিড়ীক, আকনাদি, চিতা, যবক্ষার, সৈন্ধব, বিড়, সৌবর্চ্চল, সর্জ্জীক্ষার, পিপুলমূল, অম্লবেতস, শটী, পুষ্করমূল, হপুষা, চই, অজাজী (জীরা) ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া গোঁড়ানেবুর রসের সহিত বারবার ভাবনা দিয়া দুই তোলা পরিমাণে গুটিকা করিবে। বাযুরোগী এই গুটিকা প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক একটী করিয়া ভক্ষণ করিবে। আর এই যোগটী কাস, শ্বাস, গুল্ম, উদর, অরুচি, হৃদ্রোগ, আধ্মান, পার্শ্বশূল, উদরশূল, বস্তিশূল, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্লীহা, অর্শ, তূণী ও প্রতূণী রোগ হরণ করিয়া থাকে। ৩৯। এইস্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে, যথা ;—কেবল বায়ু বা অন্যান্য দোষের সহিত সংসৃষ্ট বায়ু বা ধাতুদিগের কর্তৃক আবৃত বায়ু লক্ষণ ও তর্ক দ্বারা জানা যায়। আর যে দোষের সহিত বায়ুর সংসৃষ্টতা থাকিবে, সে দোষের প্রকোপক না হয় এরূপ ভাবে বায়ুর চিকিৎসা করা উচিত। ৪১। বায়ু মেদঃসংসৃষ্ট হইলে যাহার বেদনাযুক্ত, ঘন ও শীতল শোথ উৎপাদন করে, তাহার সেই শোথের চিকিৎসা সাধারণ শোথের চিকিৎসার ন্যায় হইবে। ৪২। বায়ু কফমেদের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া যৎকালে উরুদেশ আশ্রয় করে, তৎকালে অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গশৈথিল্য, রোমহর্ষ, বেদনা, জ্বর ও নিদ্রাভাব উপস্থিত হয়; উরু বা উরুদ্বয় স্তব্ধ, শীতল, জড়, গুরু ও অকঠিন হয় এবং উরু যেন নিজের নয় বলিয়া মনে হয়। ইহাকেই কেহ উরুস্তম্ভ, কেহ বা আঢ্যবাত কহেন। এস্থলে ষড্‌ধরণ যোগ সেবন করিতে হয়। কোন প্রকার স্নেহ সেবন করিতে নাই। সেইরূপ উষ্ণ জলের সহিত পিপ্পল্যাদি গণের চূর্ণ পান করিতে হয়। অথবা ত্রিফলার চূর্ণ কটুকীচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিতে হয়। অথবা মূত্রের সহিত উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুলু বা শিলাজতু পান করিতে হয়। তাহাতেই কফাক্রান্ত ও মেদঃসংসৃষ্ট বায়ু নষ্ট হইতে পারে। আর ইহাতে হৃদ্রোগ, অরুচি, গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে ক্ষার, মূত্র ও স্বেদ এবং রুক্ষ উৎসাদনসমূহ প্রয়োগ করিতে হয়। আর শোথের উপর, নাটাকরঞ্জের ফল ও সর্ষপ মূত্রের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিতে হয়। পুরাণ শ্যামাক-তণ্ডুল, কোদ্রব, উদ্দালক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন সেবন করিতে হয়। ব্যঞ্জনের মধ্যে শুষ্ক মূলকের যূষ বা পলতার যূষ, ঘৃতহীন জাঙ্গলমাংস ও অলবণ শাক পথ্য। অনন্তর প্রবৃদ্ধ কফ ও মেদ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিলে রোগীর তর্পণার্থ পুনর্ব্বার স্নেহাদি কর্ম্ম আচরণীয়। ৪৩। গুগ্‌গুলু সুগন্ধি, সুলঘু, সূক্ষ্ম-স্রোতোগামী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রসে কটু, পাকে কটু, সারক, হৃদ্য, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল। নূতন গুগ্‌গুলু বৃংহণ ও বৃষ্য। পুরাণ গুগ্‌গুলু অপকর্ষণ। গুগ্‌গুলু তীক্ষ্ণতা ও উষ্ণতা বশতঃ কফবাতঘ্ন, সারকত্ব হেতু মল ও পিত্তনাশক, সৌগন্ধ্য হেতু পূতিকোষ্ঠনাশক (অর্থাৎ বিষ্ঠা ও অধোবাতের দুর্গন্ধহারক) এবং সূক্ষ্মতা হেতু অগ্নিদীপক। এইরূপ গুণকারী গুগ্‌গুলু প্রাতঃকালে ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা ও পলতার ক্বাথ অথবা কেবল কুশের ক্বাথের সহিত পান করিতে হয়।

পিবেদাবাপ্য বা মূত্রৈঃ ক্ষারৈরুষ্ণোদকেন বা ॥
জীর্ণে যূষরসক্ষীরৈর্ভুঞ্জানো হন্তি মাসতঃ।
গুল্মং মেহমুদাবর্ত্তমুদরং সভগন্দরম্ ॥
কৃমিকণ্ড্বরুচিশ্বিত্রাণ্যর্ব্বুদগ্রন্থিমেব চ।
নাড্যাঢ্যবাতশ্বয়থু-কুষ্ঠদুষ্টব্রণাংশ্চ সঃ।
কোষ্ঠসন্ধ্যস্থিগং বায়ুং বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ৪৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে মহাবাতব্যাধি-চিকিৎসিতং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽর্শসাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

চতুর্ব্বিধোঽর্শসাং সাধনোপায়ঃ। তদ্যথা—ভেষজং ক্ষারোঽগ্নিঃ শস্ত্রমিতি। তত্রাচিরকালজাতান্যল্পদোষলিঙ্গোপদ্রবাণি ভেষজসাধ্যানি। মৃদুপ্রসৃতাবগাঢ়ান্যুচ্ছ্রিতানি ক্ষারেণ। কর্কশস্থিরপৃথুকঠিনান্যগ্নিনা। তনুমূলান্যুচ্ছ্রিতানি ক্লেদবন্তি চ শস্ত্রেণ। তত্র ভেষজসাধ্যানামর্শসামদৃশ্যানাঞ্চ ভেষজং ভবতি; ক্ষারাগ্নিশস্ত্রসাধ্যানান্তু বিধানমুচ্যমানমুপধারয় ॥ ২

অথবা মূত্র বা ক্ষার বা উষ্ণজলের সহিত পান করিলেও হয়। জীর্ণ হইলে যূপযূষ, মাংসরস ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিতে হয়। তাহাতে এক মাসের মধ্যে গুল্ম, মেহ, উদাবর্ত্ত, উদর, ভগন্দর, কৃমি, কণ্ডু, অরুচি, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, নাড়ীব্রণ, আঢ্যবাত, শোথ, কুষ্ঠ ও দুষ্টব্রণ এবং কোষ্ঠ ও সন্ধিগত বায়ু, বজ্র দ্বারা বৃক্ষের ন্যায়, হত হইয়া থাকে। ৪৪

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অর্শশ্চিকিৎসিত।

অনন্তর আমরা অর্শঃসমূহের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। অর্শঃসমূহের চিকিৎসার উপায় চতুর্ব্বিধ। যথা;— ঔষধ, ক্ষার, অগ্নি, ও শস্ত্র। তন্মধ্যে অচিরকালজাত, অল্পদোষ, অল্পলিঙ্গ ও অল্পোপদ্রব অর্শ সকল ঔষধসাধ্য। মৃদু, প্রসৃত, অবগাঢ় ও উচ্ছ্রিত অর্শ সকল ক্ষার দ্বারা চিকিৎসনীয়। কর্কশ, দৃঢ়, পৃথু ও কঠিন অর্শ সকল অগ্নি দ্বারা চিকিৎসনীয়। আর তনুমূল, উচ্ছ্রিত ও ক্লেদযুক্ত অর্শ সকল শস্ত্র দ্বারা চিকিৎসনীয়। তন্মধ্যে ঔষধসাধ্য অর্শ এবং অদৃশ্য (লীন) অর্শদিগের চিকিৎসা ঔষধপ্রয়োগে নির্ব্বাহিত হয়। আর যে সকল অর্শ ক্ষার অগ্নি ও শস্ত্র দ্বারা চিকিৎসনীয়, সম্প্রতি তাহাদের চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। তন্মধ্যে অর্শোরোগী বলবান্

তত্র বলবন্তমাতুরমর্শোভিরুপদ্রুতমুপস্নিগ্ধং পরিস্বিন্নমনিলবেদনাভিবৃদ্ধিপ্রশমার্থং স্নিগ্ধমুষ্ণমল্পমন্নং দ্রবপ্রায়ং ভুক্তবন্তমুপবেশ্য সন্তুতে শুচৌ দেশে সাধারণে ব্যভ্রে কালে সমে ফলকে শয্যায়াং বা প্রত্যাদিত্যগুদমেনমুৎসঙ্গে বিষণ্ণপূর্ব্বকায়মুত্তানং কিঞ্চিদুন্নতকটিকং বস্ত্রকম্বলকোপবিষ্টং যন্ত্রশাটকেন পরিক্ষিপ্তগ্রীবাসক্থং পরিকর্ম্মিভিঃ সুপরিগৃহীতমস্পন্দনশরীরং কৃত্বা ততোঽস্মিন্ ঘৃতাভ্যক্তং যন্ত্রমৃজুমুখং পায়ৌ শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহমাণস্য প্রণিধায় প্রবিষ্টে চার্শো বীক্ষ্য শলাকয়োৎপীড্য পিচুবস্ত্রয়োরন্যতরেণ প্রমৃজ্য ক্ষারং পাতয়েৎ। পাতয়িত্বা চ পাণিনা যন্ত্রদ্বারং পিধায় বাক্শতমাত্রমুপেক্ষেত। ততঃ প্রমৃজ্য ক্ষারবলং ব্যাধিবলঞ্চাবেক্ষ্য পুনরন্নলেপয়েৎ। অথার্শঃ পক্কজাম্ববপ্রতীকাশমভিসন্নীক্ষ্যাবসন্নমীষন্নতমুপাবর্ত্তয়েৎ। ক্ষারং প্রক্ষালয়েদাম্নায়েন দধিমস্তুশুক্তফলাম্লৈর্বা। ততো যষ্টীমধুকমিশ্রেণ সর্পিষা নির্ব্বাপ্য যন্ত্রমপনীয়োত্থাপ্যাতুরমুষ্ণোদকোপবিষ্টং শীতাভিরদ্ভিঃ পরিষিঞ্চেদশীতাভিরিত্যেকে। ততো

হইলে তাহাকে ক্ষার প্রয়োগ করা যায়। ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে রোগীকে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ ও অতিশয় স্বিন্ন করিতে হয়। আর বায়ুবেদনার প্রাদুর্ভাব না হইতে পারে এইজন্য রোগীকে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অল্প ও দ্রবপ্রায় অন্ন ভোজন করাইতে হয়। এই অবস্থায় উহাকে উপকরণ-সম্পন্ন শুচি স্থানে উপবেশন করাইয়া নাতিশীতোষ্ণ ও মেঘহীন কালে সমতল ফলক বা শয্যায় উহার মস্তকের দিক্ ক্রোড়ে ধারণ করিতে হইবে আর পায়ু সূর্য্যের দিকে থাকিবে। রোগী চিৎ হইয়া থাকিবে। উহার কটিদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া থাকিবে। আর রোগী বস্ত্র বা কম্বলে উপবিষ্ট থাকিবে। পরিচারকেরা উহার গ্রীবা ও সকৃথি যন্ত্রণবস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া ধরিবে। যেন শরীর কোনরূপে স্পন্দিত না হয়। অনন্তর পায়ুর মধ্যে ঋজু ও সূক্ষ্মমুখ অর্শোবীক্ষণ-যন্ত্র ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রবিষ্ট করিতে হইবে। এই সময়ে রোগী [বলি সকল স্ফীত করিবার অভিপ্রায়ে] কোঁৎ দিতে থাকিবে। যন্ত্রের ভিতর দিয়া অর্শের বলি লক্ষিত হইলে তাহা শলাকা দ্বারা তুলিয়া ধরিয়া পিচু বা বস্ত্র দ্বারা প্রমার্জ্জনপূর্ব্বক [ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়াই] ক্ষারপাতন করিবে। ক্ষারপাতনের পর পাণি দ্বারা যন্ত্রদ্বার আচ্ছাদনপূর্ব্বক বাক্শতকাল (একশত লঘুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে) অপেক্ষা করিতে হইবে। অনন্তর ক্ষার প্রমার্জ্জন করিয়া ক্ষারবল ও ব্যাধিবল বিবেচনা পূর্ব্বক, আবশ্যক বোধ হইলে, পুনর্ব্বার ক্ষারলেপন করিবে। অনন্তর ক্ষারদগ্ধ অর্শের বর্ণ পক্ক-জম্বুর সদৃশ হইলে এবং অবসন্ন ও ঈষৎ নত হইলে ক্ষার তুলিয়া ফেলিবে এবং ধান্যাম্লযোগে অথবা দধিমস্তু শুক্ত বা ফলাম্লযোগে প্রক্ষালন করিয়া ফেলিবে। অনন্তর যষ্টিমধু-মিশ্রিত ঘৃত লেপন করিয়া ক্ষারের জ্বালা নিবারণ করিবে। পরে

নির্ব্বাতমাগারং প্রবেশ্যাচারিকমাদিশেৎ, সাবশেষং পুনর্দহেৎ। এবং সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাত্রাদেকৈকমুপক্রমেত। তত্র বহুষু পূর্ব্বং দক্ষিণং সাধয়েৎ, দক্ষিণাদ্বামং, বামাৎ পৃষ্ঠজং, ততোঽগ্রজমিতি ॥ ৩

তত্র বাতশ্লেষ্মনিমিত্তান্যগ্নিক্ষারাভ্যাং সাধয়েৎ। ক্ষারেণৈব মৃদুনা পিত্তরক্তনিমিত্তানি। তত্র বাতানুলোম্যমন্নরুচিরগ্নিদীপ্তির্লাঘবং বলবর্ণোৎপত্তির্মনস্তুষ্টিরিতি সম্যগ্দগ্ধলিঙ্গানি। অতিদগ্ধে তু গুদাবদরণং দাহো মূর্চ্ছা জ্বরঃ পিপাসা শোণিতাতিপ্রবৃত্তিস্তন্নিমিত্তাশ্চোপদ্রবা ভবন্তি। শ্যামাল্পব্রণতা কণ্ডুরনিলবৈগুণ্যমিন্দ্রিয়াণামপ্রসাদো বিকারস্য চাশান্তির্হীনদগ্ধে ॥ ৪

মহান্তি চ প্রাণবতশ্ছিত্ত্বা দহেৎ। নির্গতানি চাত্যর্থং দোষপূর্ণানি যন্ত্রাদ্বিনা স্বেদাভ্যঙ্গস্নেহাবগাহোপনাহবিস্রাবণালেপক্ষারাগ্নিশস্ত্রৈরুপাচরেৎ। প্রবৃত্তরক্তানি চ রক্তপিত্তবিধানেন, ভিন্নপুরীষাণি চাতীসারবিধানেন, বদ্ধবর্চ্চাংসি স্নেহপানবিধানেনোদাবর্ত্তবিধানেন বা। এষ সর্ব্বস্থানগতানামর্শসাং দহনকল্পঃ ॥ ৫

আসাদ্য চ দর্ব্বীকূর্চ্চকশলাকানামন্যতমেন ক্ষারং পাতয়েৎ। ভ্রষ্টগুদস্য তু বিনা যন্ত্রেণ ক্ষারাদিকর্ম্ম প্রযুঞ্জীত। সর্ব্বেষু চ শালিষষ্টিকযবগোধূমান্নং সর্পিঃস্নিগ্ধমুপসেবেত পয়সা নিম্বযূষেণ পটোলযূষেণ বা। যথাদোষশাকৈর্বাস্তুকতণ্ডুলীয়কজীবন্ত্যুপোদিকাশ্ববলাবালমূলক-পালঙ্ক্যসন-চিল্লীচুচ্চু-কলায়বল্লীভিরন্যৈর্বা। যচ্চান্যদপি স্নিগ্ধমগ্নিদীপনমর্শোঘ্নং সৃষ্টমূত্রপুরীষঞ্চ তদুপসেবেত ॥ ৬

দগ্ধেষু চার্শঃস্বভ্যক্তোঽনলসন্ধুক্ষণার্থমনিলপ্রকোপসংরক্ষণার্থঞ্চ স্নেহাদীনাং সামান্যতো বিশেষতস্তু ক্রিয়াপথমুপসেবেত। সর্পীংষি চ দীপনীয়বাতহরসিদ্ধানি হিঙ্গ্বাদিভিশ্চূর্ণৈঃ প্রতিসংসৃজ্য পিবেৎ। পিত্তার্শঃসু পৃথক্পর্ণ্যাদীনাং কষায়েণ দীপনীয়প্রতীবাপং ভদ্রদার্ব্বাদিপিপ্পল্যাদিসর্পিঃ। শোণিতার্শঃসু মঞ্জিষ্ঠামুরুঙ্গ্যাদীনাং কষায়ে, শ্লেষ্মার্শঃসু সুরসাদীনাং কষায়ে সর্পিঃ। উপদ্রবাংশ্চ যথাস্বমুপচরেৎ ॥ ৭

যন্ত্র অপনীত করিয়া রোগীকে উষ্ণ জলে উপবেশন করাইবে এবং গাত্রে শীতল জল পরিষেক করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, অশীতল জল [ছ্যাঁক্ ছেকে নয় এরূপ জল] পরিষেক করিবে। অনন্তর রোগীকে নির্ব্বাতগৃহে প্রবেশ করাইয়া পথ্য পালন করিতে আদেশ করিয়া অর্শের অবশেষ থাকিলে পুনর্ব্বার দাহ করিবে। এইরূপ সাত সাত দিনের পর এক একটী বলির চিকিৎসা করিবে। বলি অনেক হইলে প্রথমে দক্ষিণ দিকের বলি দগ্ধ করিবে। পরে উহার বামের বলি দগ্ধ করিবে। বামের বলি দগ্ধ হইবার পর পৃষ্ঠের দিকের বলি ও তৎপরে সম্মুখ দিকের বলি দগ্ধ করিবে।৩। বাতশ্লেষ্মজ বলিদিগকে অগ্নি ও ক্ষার দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পিত্তরক্তজ বলিদিগকে মৃদু ক্ষার দ্বারাই চিকিৎসা করিবে। তন্মধ্যে বায়ুর অনুলোমতা, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা, বল ও বর্ণের উৎপত্তি ও মনের প্রসন্নতা সম্যক্-দগ্ধের লক্ষণ। অতিদগ্ধ হইলে পায়ুর বিদারণ, দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিপাসা, শোণিতের অতিনির্গম ও তজ্জন্য অন্যান্য উপদ্রব সকল ঘটিয়া থাকে। দগ্ধ কম হইলে বলি শ্যামবর্ণ, অল্পব্রণ ও কণ্ডুযুক্ত হয় আর বায়ুর বৈগুণ্য, ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রসন্নতা ও রোগের অশান্তি হয়। ৪। বলবান্ ব্যক্তির বৃহৎ বলি সকল ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে। নির্গত (অর্থাৎ বাহ্য) বলি সকল অত্যন্ত দোষপূর্ণ বলিয়া চিকিৎসনীয় হইলে যন্ত্র বিনাই কার্য্য করা যায়। এরূপ অর্শে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, স্নেহপ্রয়োগ, অবগাহ, বিস্রাবণ, আলেপ, ক্ষার, অগ্নি ও শস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হয়। যে সকল অর্শ হইতে রক্ত নির্গত হয়, তাহাদিগকে রক্তপিত্তবিধানে চিকিৎসা করিতে হয়। আর পুরীষ নির্গত হইতে থাকিলে অতিসারবিধানে চিকিৎসা করিতে হয়। আর পুরীষ বন্ধ হইলে স্নেহপান-বিধানে বা উদাবর্ত্তবিধানে চিকিৎসা করিতে হয়। এইরূপে মেঢ্রাদি-সর্ব্বস্থানগত অর্শেরই দহন করিতে হয়।৫। সর্ব্বস্থানগত অর্শেই দর্ব্বী, কূর্চ্চ বা শলাকা দ্বারা ক্ষারপাত করিতে হয়। ভ্রষ্টগুদ ব্যক্তির বলিতে যন্ত্র বিনা ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বপ্রকার অর্শেই শালি, ষষ্টিক, যব ও গোধূমের অন্ন ঘৃতের সহিত স্নিগ্ধ করিয়া সেবন করিবে। আর অন্নের সহিত দুগ্ধ, নিম্বযূষ, পলতার যূষ বা দোষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শাক সেবন করা যায়। তন্মধ্যে বাস্তুক (বেতো), তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটে বা চাঁপানটে), জীবন্তী, উপোদিকা (পুঁই), অশ্ববলা (?), কচি মূলক, পালঙ্কী (পালঙ), অসন, চিল্লী (ক্ষেত্রবাস্তুক), চুচ্চু বা মটরশাক প্রশস্ত। তদ্ভিন্ন অন্যান্য শাকও দেওয়া যাইতে পারে। আর অন্য যে কোন দ্রব্য স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপন, অর্শোঘ্ন ও মূত্রপুরীষের ভেদকারক, তাহাও সেবন করিবে।৬। অর্শ দগ্ধ হইবার পর, অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুপ্রকোপ হইতে পারে এই উদ্দেশে, অভ্যক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অর্শেই স্নেহাদি ক্রিয়া করিবে। বিশেষতঃ বাতজ অর্শে অবশ্যই স্নেহপ্রয়োগ বিধেয়। আর ঘৃত সকল দীপনীয় ও বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ও হিঙ্গ্বাদি চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। পিত্তার্শঃসমূহে পৃথক্পর্ণ্যাদি গণের কষায়, ভদ্রদার্ব্বাদি ও পিপ্পল্যাদি গণের কল্ক এবং ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে দীপনীয় গণের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। রক্তার্শে মঞ্জিষ্ঠাদি ও মুরঙ্গ্যাদি গণের ক্কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। শ্লেষ্মার্শে সুরসাদি গণের কষায়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। আর জ্বরাদি উপদ্রব সকল যথাস্ব (স্ব স্ব লক্ষণ অনুসারে) চিকিৎসা করিবে। [মুরঙ্গী শব্দের অর্থ গণিয়ারী। কোন কোন মতে মেষশৃঙ্গী। মুরঙ্গ্যাদি গণ বরুণাদি গণের অন্তর্গত]।৭।

পরঞ্চ যন্ত্রমাস্থায় গুদে ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাণ্যবচারয়েৎ। তদ্বিভ্রমাদ্ধি ষাণ্ড্যশোফদাহমদমূর্চ্ছাটোপানাহাতীসারপ্রবাহণানি ভবন্তি মরণং বা ॥ ৮

অত ঊর্দ্ধং যন্ত্রপ্রমাণমুপদেক্ষ্যামঃ ॥ ৯

তত্র যন্ত্রং লৌহং দান্তং শার্ঙ্গং বার্ক্ষং বা গোস্তনাকারং চতুরঙ্গুলায়তং পঞ্চাঙ্গুলপরিণাহং পুংসাং, ষড়ঙ্গুলপরিণাহং নারীণাং তলায়তম্। তদ্দ্বিচ্ছিদ্রং—দর্শনার্থমেকং ছিদ্রম্, একং ছিদ্রন্তু কর্ম্মণি। একদ্বারে হি শস্ত্রক্ষারাগ্নীনামতিক্রমো ন ভবতি। ছিদ্রপ্রমাণন্তু ত্র্যঙ্গুলায়তমঙ্গুষ্ঠোদরপরিণাহম্। যদঙ্গুলমবশিষ্টং তস্যার্দ্ধাঙ্গুলমধস্তাদর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রিতোপরি বৃত্তকর্ণিকম্। এষ যন্ত্রাকৃতিসমাসঃ ॥ ১০

অত ঊর্দ্ধমর্শসামালেপান্ বক্ষ্যামঃ। স্নুহীক্ষীরযুক্তং হরিদ্রাচূর্ণমালেপঃ প্রথমঃ। কুক্কুটপুরীষগুঞ্জাহারিদ্রাপিপ্পলীচূর্ণমিতি গোমূত্রপিত্তপিষ্টো দ্বিতীয়ঃ। দন্তীচিত্রকসুবর্চ্চিকালাঙ্গলীকল্কো বা গোপিত্তপিষ্টস্তৃতীয়ঃ। পিপ্পলীসৈন্ধবকুষ্ঠশিরীষফলকল্কঃ স্নুহীক্ষীরপিষ্টোঽর্কক্ষীরপিষ্টো বা চতুর্থঃ। কাসীস-হরিতালসৈন্ধবাশ্বমারক বিড়ঙ্গ-পূতীককৃতবেধনজম্বু-কোত্তমারণীদন্তীচিত্রকালর্কস্নুহীপয়ঃসু তৈলং বিপক্কমভ্যঙ্গনেনার্শঃ শাতয়তি ॥ ১১

অত ঊর্দ্ধমদৃশ্যেষ্বর্শঃসু যোগান্ পাতনার্থং বক্ষ্যামঃ। প্রাতঃ প্রাতর্গুড়হরীতকীমাসেবেত। ব্রহ্মচারী গোমূত্রদ্রোণসিদ্ধং বা হরীতকীশতং প্রাতঃ প্রাতর্যথাবলমুপযুঞ্জীত ক্ষৌদ্রেণ। অপমার্গমূলং বা তণ্ডুলোদকেন সক্ষৌদ্রমহরহঃ। শতাবরীমূলকল্কং বা ক্ষীরেণ। চিত্রকচূর্ণযুক্তং বা সীধুপরার্দ্ধ্যম্। ভল্লাতচূর্ণযুক্তং বা শক্তুমন্থমলবণং তক্রেণ। কলশে বান্তশ্চিত্রকমূলকল্কাবলিপ্তে নির্ম্মিতং তক্রমম্লমনম্লং

পরঞ্চ যন্ত্র স্থির রাখিয়া গুদে ক্ষার, অগ্নি ও শস্ত্র অবচারণ করিবে। কারণ ক্ষার, অগ্নি বা শস্ত্রের বিভ্রম হইলে ষণ্ডতা, শোথ, দাহ, মদ, মূর্চ্ছা, আটোপ, আনাহ, অতিসার ও প্রবাহণ (কুন্থনের সহিত স্রাব) বা মরণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ৮। ইহার পর পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের প্রমাণ উপদেশ দিব। ৯। যন্ত্র লৌহ, দন্ত, শৃঙ্গ বা কাষ্ঠের হওয়া উচিত। উহা গোস্তনাকার, চতুরঙ্গুল আয়ত, পুরুষের পক্ষে পঞ্চাঙ্গুলপরিণাহ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ষড়ঙ্গুলপরিণাহ হওয়া আবশ্যক। আর স্ত্রীলোকের পক্ষে তদীয় হস্ততলের ন্যায় আয়ত [কোন কোন মতে তদায়ত অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় পঞ্চাঙ্গুল আয়ত] হওয়া আবশ্যক যন্ত্র দ্বিচ্ছিদ্র হওয়া উচিত; একটী ছিদ্র দর্শনার্থ ও অপর ছিদ্র ক্ষারাদিপ্রয়োগার্থ জানিবে। কিন্তু উভয় ছিদ্রের দ্বার এক; সেই দ্বার দিয়া যেমন বলি লক্ষ্য করা যায়, সেইরূপ শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিও সাক্ষাতে প্রয়োগ করা যায়; সুতরাং ঐ সকল কার্য্যের কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না। প্রত্যেক ছিদ্রের প্রমাণ তিন অঙ্গুল দীর্ঘ ও অঙ্গুষ্ঠোদর-তুল্য-পরিণাহবিশিষ্ট। যে অঙ্গুল অবশিষ্ট থাকে, তাহার অর্দ্ধাঙ্গুলের নিম্নে একটী কর্ণিকা (আঙটা) অর্দ্ধাঙ্গুল উচ্চ ও উদ্‌বৃত্ত (উল্টান) হইয়া থাকে। এইরূপে সংক্ষেপে যন্ত্রাকৃতি বিবৃত হইল। [কর্ণিকা থাকাতে যন্ত্র গুহ্যদেশে অতিরিক্ত প্রবেশিতে পারে না। যে অঙ্গুল অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যে প্রদেশে উভয় ছিদ্রের সাধারণ দ্বার থাকে এবং যাহা গুহ্যদেশে প্রবেশ করান হয়, উহার পরিমাণ এক অঙ্গুল। বাগ্‌ভট এই যন্ত্রের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; "অর্শসাং গোস্তনাকারং যন্ত্রকং চতুরঙ্গুলম্। ন্যাহে পঞ্চাঙ্গুলং পুংসাং প্রমদানাং ষড়ঙ্গুলম্। দ্বিচ্ছিদ্রং দর্শনে ব্যাধেরেকচ্ছিদ্রন্তু কর্ম্মণি। মধ্যেঽস্য ত্র্যঙ্গুলং ছিদ্রমঙ্গুষ্ঠোদরবিস্তৃতম্। অর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রিতোদ্‌বৃত্তকর্ণিকন্তু তদূর্দ্ধতঃ।" উভয় মূল একত্র পাঠ করিলে অর্থবোধের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়]। ১০। অনন্তর অর্শঃসমূহের আলেপসমুদায় বর্ণনা করিব।

প্রথম আলেপ যথা;—স্নুহীক্ষীরযুক্ত হরিদ্রাচূর্ণ। দ্বিতীয় আলেপ যথা;—কুক্কুটের পুরীষ, কুঁচ, হরিদ্রা ও পিপুলের চূর্ণ। তৃতীয় প্রলেপ যথা:—দন্তীমূল, চিতার মূল, সুবর্চ্চিকা ও বিষলাঙ্গলীয়ার কল্ক অথবা ঐ সকলের কল্ক গোপিত্তপিষ্ট। চতুর্থ আলেপ যথা;—পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষ ফলের কল্ক স্নুহীক্ষীরপিষ্ট কিংবা অর্কক্ষীরপিষ্ট [স্নুহী- মনসা; অর্ক আকন্দ]। আর হিরাকস, হরিতাল, সৈন্ধব, করবীর, বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জ, কৃতবেধন (ঘোষা), ভূমিজম্বু, উত্তমারণী (ভূম্যামলকী), দন্তীমূল, চিতার মূল ও অলর্ক (শ্বেত আকন্দ) এই সকলের কাথ ও মনসার ক্ষীরের সহিত তৈল পাক করিয়া অর্শে অভ্যঞ্জন করিলে অর্শ পাতিত হয়। [মূলের পাঠ শাতিত অর্থাৎ কর্ত্তিত হয়]। ১১। অনন্তর অদৃশ্য (বিলীন) অর্শঃসমূহের নাশার্থ যোগসমূহ বলিতেছি। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুড়হরীতকী সেবন করিবে। অথবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী মধুর সহিত পান করিবে। বলানুসারে শত হরীতকী পর্য্যন্ত সেবন করা যায়। অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে অপামার্গের মূল তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত সেবন করিবে। অথবা শতমূলীমূলের কল্ক দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। অথবা চিতার চূর্ণের সহিত সীধুর উৎকৃষ্টমাত্রা পান করিবে। অথবা ভল্লাতকচূর্ণযুক্ত অলবণ শক্তুমন্থ তক্রের সহিত পান করিবে [টীকাকার কহেন, হরীতকীযুক্ত গুড় অগ্নিদীপন। গোমূত্রযুক্ত হরীতকী গাঢ়পুরীষ মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। অপামার্গমূলের যোগটী পিত্তরক্তসংসৃষ্ট অর্শে হিতকর। গয়দাস বলেন যে, ইহা কফসংসৃষ্ট রক্তজ অর্শেই প্রশস্ত। শতাবরীমূলের কল্ক বাতপিত্তসংসৃষ্ট রক্তজ অর্শেই প্রশস্ত। সীধুস্থলে চূর্ণের মাত্রা এক কর্ষ। এই যোগটী কফমন্দাগ্নি ও বদ্ধপুরীষে প্রশস্ত। ভল্লাতকচূর্ণের মাত্রা এককর্ষ এবং যবশক্তুর মন্থ ষোড়শগুণ]। একটী

বা পানভোজনেষূপযুঞ্জীত। এষ এব ভার্গ্যাস্ফোতাযবান্যাম-ক্তকল্কঃ ॥ ১২

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকবিড়ঙ্গশুণ্ঠীহরীতকীষু চ পূর্ব্ববদেব নিরন্নো বা তক্রমহরহর্ম্মাসমুপসেবেত। শৃঙ্গবেরপুনর্নবাচিত্রককষায়সিদ্ধং বা পয়ঃ। কুটজমূলত্বক্‌ক্বাথিতং বা পিপ্পল্যাদিপ্রতীবাপং ক্ষৌদ্রেণ। বাতব্যাধ্যুক্তং হিঙ্গ্বাদিচূর্ণমুপসেবেত তক্রাহারঃ ক্ষীরাহারো বা। ক্ষারলবণাংশ্চিত্রমূলক্ষারোদকসিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্ ভক্ষয়েৎ। চিত্রকমূলক্ষারোদসিদ্ধং বা পয়ঃ। পলাশক্ষারসিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্। পাটলাপামার্গবৃহতীপলাশক্ষারং বা পরিস্রুতমহরহর্ঘৃতসংসৃষ্টম্। কুটজবন্দাকমূলকল্কং বা তক্রেণ। চিত্রকপূতীকনাগরকল্কং বা পূতীকক্ষারেণ। ক্ষারোদকসিদ্ধং বা সর্পিঃ পিপ্পল্যাদিপ্রতীবাপম্। কৃষ্ণতিলপ্রসৃতং প্রকুঞ্চং বা প্রাতঃ প্রাতরুপসেবেত শীতোদকানুপানম্। এভিরভিবর্দ্ধতেঽগ্নিরর্শাংসি চোপশাম্যন্তি ॥ ১৩

দ্বিপঞ্চমূলীদন্তীচিত্রকপথ্যানাং তুলামাহৃত্য জলচতুর্দ্রোণে বিপাচয়েৎ। ততঃ পাদাবশিষ্টং কষায়মাদায় সুশীতং গুড়তুলয়া সহোন্মিশ্র্য ঘৃতভাজনে নিক্ষিপ্য মাসমুপেক্ষেত যবপল্লে। ততঃ প্রাতঃ প্রাতর্মাত্রাং পায়য়েত। তেনার্শোগ্রহণীদোষপাণ্ডুরোগোদাবর্ত্তারোচকা ন ভবন্তি। দীপ্তোঽগ্নিশ্চ ভবতি। পিপ্পলীমরিচবিড়ঙ্গৈলবালুকলোধ্রাণাং দ্বে দ্বে পলে, ইন্দ্রবারুণ্যাঃ পঞ্চ পলানি, কপিত্থমধ্যস্য দশ, পথ্যাফলানামর্দ্ধপ্রস্থঃ, প্রস্থো ধাত্রীফলানামেতদৈকধ্যং জলচতুর্দ্রোণে বিপচ্য পাদাবশেষং পরিস্রাব্য সুশীতং গুড়তুলাদ্বয়েনোন্মিশ্র্য ঘৃতভাজনে নিক্ষিপ্য পক্ষমুপেক্ষেত যবপল্লে। ততঃ প্রাতঃ প্রাতর্যথাবলমুপযুঞ্জীত। এষ খল্বরিষ্টঃ প্লীহাগ্নিসঙ্গার্শোগ্রহণীহৃৎপাণ্ডুরোগশোফকুষ্ঠগুল্মোদরকৃমিঘ্নো বলবর্ণকরশ্চেতি ॥ ১৪

কলসের অভ্যন্তর চিতার মূলের কল্কে লিপ্ত করিবে। আর তন্মধ্যে দুগ্ধ নিহিত করিলে যে দধি উৎপন্ন হইবে, সেই তক্র অম্লই হউক, আর অনম্লই হউক, পান ও ভোজনে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ভার্গী (বামনহাটী), আস্ফোতা (সারিবা বা অনন্তমূল), যমানী, আমলকী বা গোলঞ্চের কল্কে কলসের অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া তক্র নিষিক্ত করিতে হয় [টীকাকার বলেন, কফবাতজ শুষ্ক অর্শেই তক্রপ্রয়োগ ভাল]। ১২। এইরূপে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও হরীতকীর কল্কে কলসের অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া তক্র নিষিক্ত করিতে হয়। অন্নের সহিত বা নিরন্ন হইয়া এই তক্র প্রত্যহ একমাস পর্য্যন্ত সেবন করিতে হয়। অথবা ক্ষীরপাকবিধানে শুঁঠ, পুনর্নবা ও চিতার কষায়ের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে হয়। অথবা কুড়চীমূলের ঘনীভূত ক্বাথে পিপ্পল্যাদিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মধুর সহিত পান করিবে। অথবা কেবল তক্রাহারী বা দুগ্ধাহারী হইয়া বাতব্যাধি-পরিচ্ছেদোক্ত হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ সেবন করিবে। অথবা যবক্ষারের সহিত লবণীকৃত কিংবা চিত্রকমূলের ক্ষারজলে সিদ্ধ কুল্মাষ (যবান্ন) সেবন করিবে। অথবা চিত্রকমূলের ক্ষারজলে সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। অথবা পলাশক্ষার-জলে সিদ্ধ কুল্মাষ সমস্ত সেবন করিবে। অথবা পারুল, অপামার্গ, বৃহতী ও পলাশের ক্ষারজল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া প্রত্যহ ঘৃতসংযোগে সেবন করিবে। অথবা কুড়চীর মূল ও বন্দাকের (বাঁদরার) কল্ক তক্রের সহিত সেবন করিবে। অথবা চিতা, নাটাকরঞ্জ ও শুঁঠের কল্ক নাটাকরঞ্জের ক্ষারের সহিত সেবন করিবে। অথবা ক্ষারজল ও পিপ্পল্যাদি কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। অথবা কৃষ্ণতিল এক প্রসৃত (দুই পল) বা এক প্রকুঞ্চ (আট তোলা) পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে শীতলজল অনুপানে সেবন করিবে। এই সকল ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং অর্শঃসমূহের উপশম হইয়া থাকে। [টীকাকার বলেন, কুটজাদি কফবাত-সংসৃষ্ট রক্তে প্রশস্ত; এস্থলে কুটজের ক্বাথ একশত পল ও পিপ্পল্যাদির চূর্ণ ছয় পল; আর প্রয়োগকালে মধুর প্রমাণ এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে অবলেহ হইতে পারে। কফপিত্ত-সংসৃষ্ট রক্তে কেবল কুটজের ক্বাথই ভাল। বাতকফজ অর্শে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ সেবন কালে তক্রাহার এবং বাতকফ-সংসৃষ্ট রক্তে দুগ্ধাহার আবশ্যক। ক্ষারজল প্রস্তুত করিতে হইলে ক্ষার যত, জল তাহার ছয় গুণ হইবে। পারুল প্রভৃতির ক্ষারজল প্রস্তুত করিতে হইলে এক পল বা তিন কর্ষ বা অর্দ্ধপল ক্ষার গ্রহণ করিয়া, ক্বাথবিধানে জল দিয়া, ক্বাথবিধানে পাক করিতে হয় এবং অবশেষে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ঐ ক্ষারজল এককর্ষ ঘৃতের সহিত পান করা আবশ্যক]। ১৩। দশমূল, দন্তীমূল, চিতার মূল ও হরীতকী সমান সমান ভাগে এক তুলা (শতপল) গ্রহণ করিয়া চারি দ্রোণ জলে পাক করিবে। অনন্তর পাদাবশেষে কষায় গ্রহণ করিয়া শীতল হইলে একশত পল গুড় উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। পরে ঐ ঔষধ ঘৃতভাণ্ডে নিক্ষিপ্ত ও যবের খড়ের মধ্যে নিহিত করিয়া একমাস উপেক্ষা করিবে। একমাস পরে উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাত্রানুসারে ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অর্শ, গ্রহণীদোষ, পাণ্ডুরোগ, উদাবর্ত্ত ও অরোচক থাকে না আর অগ্নির দীপ্তি হয়। পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, এলবালুকা ও লোধ প্রত্যেকে দুই দুই পল, রাখালশসা পাঁচ পল, কদ্‌বেলের শাঁস দশ পল, হরীতকী অর্দ্ধ প্রস্থ এবং আমলকী অর্দ্ধ প্রস্থ একত্র চারিদ্রোণ জলে পাক করিয়া পাদাবশেষে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত গুড় একশত পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে নিক্ষিপ্ত ও যবের খড়ের মধ্যে স্থাপিত করিয়া এক পক্ষকাল উপেক্ষা করিবে। অনন্তর যথাবল প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, গ্রহণীদোষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ,

তত্র বাতপ্রায়েষু স্নেহস্বেদবমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনমপ্রতিষিদ্ধম্। পিত্তজেষু বিরেচনম্। এবং রক্তজেষু সংশমনম্। কফজেষু শৃঙ্গবেরকুলত্থোপযোগঃ। সর্ব্বদোষহরং যথোক্তং সর্ব্বজেষু যথাস্বৌষধসিদ্ধং বা পয়ঃ সর্ব্বেষ্বিতি ॥ ১৫

অত ঊর্দ্ধং ভল্লাতকবিধানমুপদেক্ষ্যামঃ। ভল্লাতকানি পরিপক্বান্যনুপহতান্যাহৃত্যৈকমাদায় দ্বিধা ত্রিধা চতুর্দ্ধা বা চ্ছেদয়িত্বা কষায়কল্পেন বিপাচ্য কষায়স্য শুক্তিমঞ্জুলিং ঘৃতাভ্যক্ততালুজিহ্বৌষ্ঠঃ প্রাতঃ প্রাতরুপসেবেত ততোঽপরাহ্নে ক্ষীরং সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবমেকৈকং বর্দ্ধয়েৎ-তাবদ্যাবৎ পঞ্চেতি ততঃ পঞ্চ পঞ্চাভিবর্দ্ধয়েদ্যাবৎ সপ্ততিরিতি প্রাপ্য চ সপ্ততিমপকর্ষয়েদ্ভূয়ঃ পঞ্চ পঞ্চ যাবৎ পঞ্চেতি পঞ্চভ্যশ্চৈকৈকং যাবদেকমিতি। এবং ভল্লাতকসহস্রমুপযুজ্য সর্ব্বকুষ্ঠার্শোভির্ব্বিমুক্তো বলবানরোগঃ শতায়ুর্ভবতি ॥১৬

দ্বিব্রণীয়োক্তেন বিধানেন ভল্লাতকনিশ্চ্যুতিতং স্নেহমাদায় প্রাতঃ প্রাতঃ শুক্তিমাত্রমুপযুঞ্জীত জীর্ণে পূর্ব্ববদাহারঃ ফলপ্রকর্ষশ্চ। ভল্লাতকমজ্জভ্যো বা স্নেহমাদায়াপকৃষ্টদোষঃ প্রতিসংস্কৃষ্টভক্তো নিবাতমাগারং প্রবিশ্য যথাবলং প্রসৃতিং প্রকুঞ্চকোপযুঞ্জীত। তস্মিন্ জীর্ণে ক্ষীরং সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং মাসমুপযুজ্য মাসত্রয়মাদিষ্টাহারো রক্ষেদাত্মানম্। ততঃ সর্ব্বোপতাপানপহৃত্য বর্ণবান্ বলবান্ শ্রবণগ্রহণধারণশক্তিসম্পন্নো বর্ষশতায়ুর্ভবতি। মাসে মাসে চ প্রয়োগে বর্ষশতং বর্ষশতমায়ুষোঽভিবৃদ্ধির্ভবতি। এবং দশ মাসানুপযুজ্য বর্ষসহস্রায়ুর্ভবতি ॥ ১৭

ভবন্তি চাত্র।

যথা সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি হতঃ খদিরবীজকৌ।
তথৈবার্শাংসি সর্ব্বাণি বৃক্ষকারুষ্করৌ হতঃ ॥ ১৮
অসাধ্যা নাতিবর্ত্তন্তে প্রমেহা রজনীং যথা।
ক্ষারাগ্নিং নাতিবর্ত্তন্তে তথা দুষ্টা গুদোদ্ভবাঃ ॥ ১৯
ঘৃতানি দীপনীয়ানি লেহায়স্কৃতয়ঃ সুরাঃ।
আসবাশ্চ প্রযোক্তব্যা বীক্ষ্য দোষসমুচ্ছ্রিতিম্ ॥ ২০

শোথ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও কৃমি নষ্ট হয় এবং বল ও বর্ণ হইয়া থাকে। ১৪। বাতপ্রধান অর্শে স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও অনুবাসন অনিষিদ্ধ। পিত্তজ অর্শে বিরেচন প্রশস্ত। রক্তজ অর্শে সংশমন ঔষধ প্রশস্ত। কফজ অর্শে শুঁঠ ও কুলত্থ সেবন করা প্রশস্ত। সান্নিপাতিক অর্শে যথাকথিত সর্ব্বদোষহর ঔষধ সকল প্রশস্ত। অথবা সকল প্রকার সর্ব্বজ রোগেই স্ব স্ব ঔষধের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করা ভাল। ১৫। অনন্তর ভল্লাতকবিধি বলিতেছি। ভল্লাতক সকল পরিপক্ব, অনুপহত (নিখুঁত) হওয়া উচিত। ঐ সকল ভল্লাতক গ্রহণ করিয়া দুই দুই বা চারি চারি ভাগে ছেদন করিতে হয়। পরে ক্বাথবিধানে পাক করিয়া সেই ক্বাথ শীতল হইলে একশুক্তি (দুই কর্ষ) পরিমাণে পান করিতে হয়। পান করিবার পূর্ব্বে তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠ ঘৃতে অভ্যক্ত করিতে হয়। এই ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। অপরাহ্নে দুগ্ধঘৃতযুক্ত অন্ন আহার করিতে হয়। প্রতিদিন এক একটী ভল্লাতক বৃদ্ধি করিতে হয় [সুতরাং তৎপরিমাণে ক্বাথের জলও বৃদ্ধি করিতে হয়]। ক্রমে পাঁচদিনে পাঁচটী ভল্লাতক বৃদ্ধি করিতে হয়। অনন্তর প্রত্যহ একবারে পাঁচটী করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপে ৭০টী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হয়। পরে পাঁচ পাঁচটী করিয়া কমাইয়া আনিতে হয়। ক্রমে পাঁচটীতে কমিয়া আসিলে পরে প্রত্যহ একটী করিয়া কমাইতে থাকিবে। ক্রমে এক সংখ্যায় অবতীর্ণ হইবে। এইরূপে সহস্র ভল্লাতক সেবন করিলে সর্ব্বকুষ্ঠ ও সর্ব্ব অর্শ হইতে মুক্ত হইয়া বলবান্ ও শতায়ু হওয়া যায়। [টীকাকার বলেন, সুপক্ব ভল্লাতকের অস্থি সকল গ্রহণ করিয়া চারি মাস যবের বা মাষকলায়ের খড়ের মধ্যে রাখিতে হয় এবং হেমন্তে সেবন করিতে হয়]। ১৬। আর দ্বিব্রণীয়োক্ত বিধানে যে ভল্লাতকতৈল বাহির করিবার প্রকরণ বলা হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে শুক্তি (দুই কর্ষ) পরিমাণে সেবন করিলে এবং তাহা সেবনানন্তর জীর্ণ হইবার পর পূর্ব্ববৎ আহারাদি করিলে পূর্ব্ববৎ উৎকৃষ্ট ফল হইয়া থাকে। ভল্লাতকমজ্জা হইতে স্নেহ আকর্ষণ করিতে হয়। অনন্তর যথারীতি বিবেচনের পর, প্রথমে পেয়াদি ক্রম পালন করিয়া অষ্টম দিবসে অন্ন ভোজনপূর্ব্বক নির্ব্বাত গৃহে প্রবেশ করিতে হয় এবং যথাবল এক প্রসৃতি বা এক প্রকুঞ্চ পরিমাণে সেই স্নেহ পান করিতে হয়। তৈল জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অন্ন আহার করিতে হয়। এইরূপে এক মাস ঔষধ ও আহার সেবন করিয়া মাসত্রয় বৈদ্যের আদিষ্ট পথ্য সেবনপূর্ব্বক শরীর রক্ষা করিবে। তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার পীড়া দূর হইবে; বর্ণ, বল এবং শ্রবণ গ্রহণ ও ধারণাশক্তির বৃদ্ধি হইবে আর শতবর্ষ পরমায়ুঃ হইবে। এই যোগ এক এক মাস সেবন করিলে এক এক শত বৎসর করিয়া পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। এইরূপ দশ মাস সেবন করিলে সহস্র বৎসর পরমায়ু হয়। ১৭। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে যথা;—যেমন খদির ও বীজক (বিজয়াসার ইতি হিন্দী—ইতি ভাবমিশ্র। বীজক পীতশাল ইতি শিবদাস। চক্রদত্ত ১৯৩ পৃঃ।) সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ হনন করে, সেইরূপ কুড়চী ও ভেলা সমুদায় হনন করিয়া থাকে। ১৮। যেমন অসাধ্য প্রমেহ সকল হরিদ্রাকে অতিক্রম করে না (অর্থাৎ হরিদ্রা সেবনে নিবারিত হয়), সেইরূপ দুষ্ট অর্শ সকল ক্ষার ও অগ্নিকে অতিক্রম করে না। ১৯। অর্শোরোগে দীপনীয় ঘৃত সকল, কুটজাবলেহ প্রভৃতি অবলেহ সকল, মহাকুষ্ঠাদিপরিচ্ছেদোক্ত অয়স্কৃতি সকল এবং সুরা ও আসব সকল দোষানুসারে প্রযোজ্য। ২০। অর্শোরোগে বেগরোধ,

বেগাবরোধস্ত্রীপৃষ্ঠ-যানাম্যুৎকটুকাসনম্।
যথাস্বং দোষলক্ষান্নমর্শংসু পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানেঽর্শশ্চিকিৎসিতং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽশ্মরীচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরন্তকপ্রতিমো মতঃ।
ঔষধৈস্তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্হতি॥
তস্য পূর্ব্বেষু রূপেষু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে।
তেনাস্যাপচয়ং যান্তি ব্যাধের্মূলান্যশেষতঃ॥ ২
পাষাণভেদো বৃসুকো বৃশ্চিরাশ্মন্তকৌ তথা।
শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
কপোতবঙ্কার্ত্তগলঃ ককুভোশীরকুব্জকঃ।
বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলম্॥
যবাঃ কুলত্থাঃ কোলানি কতকস্য ফলানি চ।
উষকাদিপ্রতীবাপমেষাং ক্বাথৈর্ঘৃতং কৃতম্।
ভিনত্তি বাতসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু॥
ক্ষারান্ যবাগূর্য়ূষাংশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ বাতনাশনে॥ ৩
কুশঃ কাশঃ সরো গুন্দ্রা উৎকটো মোরটোঽশ্মভিৎ।
বরী বিদারী বারাহী শালিমূলত্রিকণ্টকম্॥
ভল্লুকঃ পাটলা পাঠা পত্তূরোঽথ কুরুণ্টিকা।
পুনর্নবা শিরীষশ্চ ক্বথিতাস্তেষু সাধিতম্॥
ঘৃতং শিলাজমধুকবীজৈরিন্দীবরস্য চ।
ত্রপুসৈর্ব্বারুকাদীনাং বীজৈশ্চাবাপিতং শুভম্।
ভিনত্তি পিত্তসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু॥
ক্ষারান্ যবাগূর্য়ূষাংশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ পিত্তনাশনে॥ ৪
গণো বরুণকাদিস্তু গুগ্‌গুল্বেলাহরেণবঃ।
কুষ্ঠভদ্রাদিমরিচচিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ॥
এতৈঃ সিদ্ধমজাসর্পিরূষকাদিগণেন চ।
ভিনত্তি কফসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু॥

স্ত্রীসংসর্গ, যানপৃষ্ঠে আরোহণ, উৎকটুক হইয়া উপবেশন, এবং যে জাতীয় অর্শে যে জাতীয় অন্ন দোষাবহ তাহা পরিত্যাগ করিবে। ২২

সষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

অশ্মরী।

অনন্তর আমরা অশ্মরীচিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। অশ্মরী দারুণ ব্যাধি। ইহা অন্তকসদৃশ। অশ্মরী নূতন হইলে ঔষধ দ্বারা সাধ্য হয়। প্রবৃদ্ধ হইলে ছেদ করিয়া বাহির করিতে হয়। অশ্মরীর পূর্ব্বরূপসমূহ দৃষ্ট হইলে স্নেহাদি ক্রম প্রশস্ত। তাহাতে এই ব্যাধির মূল নিঃশেষে অপচয় প্রাপ্ত হয়। ২। পাষাণভেদ (পাথরকুচি), বসুক (বক), বশির (সূর্য্যাবর্ত্তভেদ), অশ্মন্তক (কোবিদার বা কোবিদারসদৃশপত্র অম্ললোট নামক উদ্ভিজ্জ), শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারিকা, কপোতবঙ্ক (কটভী-সদৃশপত্র বৃক্ষ—মধ্যদেশে প্রসিদ্ধ। শিবদাস বলেন, ভাষায় ইহাকে কড়ই বলে), আর্ত্তগল (কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বহিঃকেশর কণ্টকিত-ফল বৃক্ষবিশেষ। হোগ্গল ইতি ভানুমতী ও শিবদাস), ককুভ (অর্জ্জুন), বেণার মূল, কুব্জক (কুঁচ), বৃক্ষাদনী (বন্দাক বা বাঁদরা), ভল্লুক (শোণাগাছ), বরুণ, শেগুন ফল, যব, কুলত্থ, কুল ও কতক-ফল এই সকলের কাথ ও উষকাদি গণের কল্ক এবং ঘৃত একত্র পাক করিয়া পান করিলে বাতজ অশ্মরী শীঘ্র ভিন্ন হয়। আর এই বাতনাশক বর্গে ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্যদ্রব্যসমূহ পাক বা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলেও অশ্মরী ভিন্ন হয় [এরূপও অর্থ করা যায় যথা ;—এই বাতনাশক বর্গ সেবনকালে ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কষায় ও দুগ্ধ ভোজন করিতে হয়। [চক্রদত্ত ১৯২ পৃষ্ঠা দেখ]। ৩। কুশ, কাশ, শর, গুন্দ্রা (হোগলা), উৎকট (ইকড়। শরমূলও বুঝায়।), মোরট (ইক্ষুমূল), অশ্মভিৎ (পাষাণভেদী), বরী (শতাবরী), বিদারী (ভুমি-কুষ্মাণ্ড), বারাহী (বরাহকন্দ), শালিমূল, গোক্ষুর, ভল্লুক (শোণাছাল), পাটলা (পারুল), আকনাদি, পত্তুর (শালিঞ্চ শাক। শরবালিকা ইতি টীকাকার), কুরুণ্টিকা (হাতীশুঁড়ো?), পুনর্নবা ও শিরীষ এই সকলের কাথ এবং শিলাজতু, মধুক (যষ্টিমধু। শিবদাস বলেন যে 'বীজ পদ' ইন্দীবরের সহিত সম্বদ্ধ।), ইন্দীবরবীজ (পদ্মবীজ। জেজ্জট বলেন, ইন্দীবর শব্দে এক প্রকার শরবালিকা; কিন্তু গয়ী বলেন তাহা নয়), শসাবীজ ও কাঁকুড় প্রভৃতির বীজ এই সকলের কল্ক বা প্রক্ষেপ-সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহাতে পিত্তসম্ভূত অশ্মরী ক্ষিপ্র বিনষ্ট হয়। আর এই পিত্তনাশন বর্গে ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কষায়, দুগ্ধ ও আহার-দ্রব্য সকল পাক বা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে [চক্রদত্তের পাঠ—"ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত।" তবেই এইরূপ অর্থ করা যায় যথা ;—এই পিত্তনাশক বর্গ সেবনকালে ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কষায় ও দুগ্ধ সেবন করিতে হয়। চক্রদত্ত ১৯৩ পৃঃ]। ৪। বরুণাদি গণ, গুগ্‌গুলু, এলাচ, হরেণু, কুড়, ভদ্রদার্ব্বাদি, মরিচ, চিতা ও দেবদারু এই সকলের কাথ এবং উষকাদি গণের কল্ক বা প্রক্ষেপ সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কফসম্ভূত অশ্মরী ক্ষিপ্র নষ্ট হয়। আর এই কফনাশন

ক্ষারান্ যবাগূর্য্যূষাংশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে॥ ৫
পিচুকাঙ্কোলকতক-শাকেন্দীবরজৈঃ ফলৈঃ।
চূর্ণিতৈঃ সগুড়ং তোয়ং শর্করাশমনং পিবেৎ॥ ৬
ক্রৌঞ্চোষ্ট্ররাসভাস্থীনি শ্বদংষ্ট্রা তালমূলিকা।
অজমোদা কদম্বস্য মূলং নাগরমেব চ।
পীতানি শর্করাং ভিন্দ্যুঃ সুরয়োষ্ণোদকেন বা॥
ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্।
অবিক্ষীরেণ সপ্তাহমশ্মরীভেদনং পিবেৎ॥ ৭
দ্রব্যাণাস্তু ঘৃতোক্তানাং ক্ষারোঽবীমূত্রগালিতঃ।
গ্রাম্যসত্ত্বশকৃৎক্ষারৈঃ সংযুক্তঃ সাধিতঃ শনৈঃ॥
তত্রোষকাদিরাবাপঃ কার্য্যস্ত্রিকটুকান্বিতঃ।
এষ ক্ষারোঽশ্মরীং গুল্মং শর্করাঞ্চ ভিনত্ত্যপি॥
তিলাপামার্গকদলী-পলাশযবকল্কজঃ।
ক্ষারঃ পেয়োঽবিমূত্রেণ শর্করানাশনঃ পরঃ॥ ৮
পাটলাকরবীরাণাং ক্ষারমেবং সমাচরেৎ॥ ৯

শ্বদংষ্ট্রাযষ্টিকাব্রাহ্মীকল্কং বাক্ষসমং পিবেৎ।
সহৈড়কাখ্যো পেয়ৌ বা শোভাঞ্জনকমার্কবৌ॥
কপোতবঙ্কামূলং বা পিবেদম্লসুরাদিভিঃ।
তৎসিদ্ধং বা পিবেৎ ক্ষীরং বেদনাভিরুপদ্রুতঃ॥
হরীতক্যাদিসিদ্ধং বা বর্ষাভূসিদ্ধমেব বা।
সর্ব্বথৈবোপযোজ্যঃ স্যাদ্গণো বীরতরাদিকঃ॥ ১০
ঘৃতৈঃ ক্ষারৈঃ কষায়ৈশ্চ ক্ষীরৈঃ সোত্তরবস্তিভিঃ।
যদি নোপশমং গচ্ছেচ্ছেদস্তত্রোত্তরো বিধিঃ॥ ১১
কুশলস্যাপি বৈদ্যস্য যতঃ সিদ্ধিরিহাধ্রুবা।
উপক্রমো জঘন্যোঽয়মতঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ।
তস্মাদাপৃচ্ছ্য কর্ত্তব্যমীশ্বরং সাধুকারিণা॥ ১২

অথ রোগান্বিতমুপস্নিগ্ধমপকৃষ্টদোষমীষৎকর্শিতমভ্যক্তস্বিন্নশরীরং ভুক্তবন্তং কৃতবলিমঙ্গলস্বস্তিবাচনমগ্রোপহরণীয়োক্তেন বিধানেনোপকল্পিতসম্ভারমাশ্বাস্য, ততো বলবন্তমবিক্লবমাজানুসমে ফলকে প্রাগুপবেশ্য পুরুষঙ্ক, তস্যোৎসঙ্গে নিষণ্ণপূর্ব্বকায়মুত্তানমুন্নতকটীকং বস্ত্রাধারকোপবিষ্টং সঙ্কুচিতজানুকূর্পরমিতরেণ সহাববদ্ধং সূত্রেণ শাটকৈর্ব্বা ততঃ

বর্গে ক্ষার, যবাগূ, যূষ, কষায়, দুগ্ধ ও আহার দ্রব্য সকল প্রস্তুত বা পাক করিয়া সেবন করিবে [চক্রদত্তের পাঠ "ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত]। ৫। পিচুক-ফল (কার্পাস-ফল), আঁকোড়-ফল, কতক-ফল ও শেগুন-ফল ইন্দীবর ("কর্ণপূরক নামক মহাপুষ্প, শববালিকাবিশেষ, কেহ বলেন নীলপদ্ম) চূর্ণিত করিয়া গুড় ও জলের সহিত পান করিলে শর্করা নষ্ট হয় [এ স্থলে গুড় চূর্ণের সমান জানিবে]। ৬। বক উষ্ট্র বা গর্দ্দভের অস্থি, গোক্ষুর, তালমূলী (মূষকপুচ্ছাকৃতি-মূল ইতি টীকাকার), অজমোদা (যমানী), কদম্বমূল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সুরা বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শর্করা ভিন্ন হয়। গোক্ষুর বীজের-চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া মেষ-দুগ্ধের সহিত সপ্তাহ পান করিলে অশ্মরী ভিন্ন হয়। ৭। ৩ প্রকরণ হইতে ৫ প্রকরণ পর্য্যন্ত যে সকল ঘৃত উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ঘৃত যে সকল দ্রব্যের সহিত পাক করিবার কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের ক্ষার ছয়গুণ মেষমূত্রে গুলিয়া বস্ত্রগালিত করিবে। পরে সেই জলে গবাদি গ্রাম্য জন্তুগণের বিষ্ঠার ক্ষার সংযুক্ত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাক করিতে থাকিবে। আসন্নপাকে উষকাদি গণ ও ত্রিকটুর চূর্ণ সমান সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক প্রক্ষেপ করিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্যের ভাগ উক্ত দ্রব্যের চতুর্থাংশ হইবে। এইরূপে যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অশ্মরী, গুল্ম ও শর্করা ভিন্ন হইয়া থাকে। তিলকাণ্ঠ, অপামার্গ, কদলীমূল, পলাশ ও যবের খোসা এই সকলের ক্ষার কর্ষদ্বয় পরিমাণে ছয়গুণ মেষমূত্রে বহুবার দ্রাবিত ও বস্ত্রপূত করিয়া পান করিবে। ইহা বিশেষরূপে শর্করা নাশ করিয়া থাকে। ৮। এইরূপে পাটলা ও করবীরের ক্ষার উক্ত বিধানে সেবন করা যায়। ৯। অথবা গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও ব্রাহ্মীর (ব্রাহ্মী-শাকের) কল্ক দুই তোলা পরিমাণে মেষমূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা মেষমূত্রের সহিত সজিনা ও ভৃঙ্গরাজের কল্ক পিত্তাশ্মরীরোগী, বেদনায় উপদ্রুত হইলে, পান করিবে। অথবা কপোতবক্রার সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া অথবা কপোতবক্রার মূল অম্ল ও সুরাদির সহিত পান করিবে। অথবা ত্রিফলার সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। অথবা বাতকফাশ্মরী-রোগী বেদনায় উপদ্রুত হইলে পুনর্নবা-মূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। আর বীরতরাদিগণ ঘৃত, ক্ষীর, কষায়, যবাগূ ও ভোজনের সহিত এবং অবগাহন স্নানাদিতে প্রয়োগ করিবে। ১০। যদি অশ্মরী ঘৃত ক্ষার কষায় দুগ্ধ ও অশ্মরীহরগণের সহিত সিদ্ধ উত্তর-বস্তি দ্বারা উপশম প্রাপ্ত না হয়, তবে অস্ত্রক্রিয়া আবশ্যক। ১১। যেহেতু অশ্মরীতে অস্ত্রক্রিয়া স্থলে অতি নিপুণ বৈদ্যেরও কৃতকার্য্যতা পক্ষে অনিশ্চয় আছে, অতএব অস্ত্র দ্বারা অশ্মরীর চিকিৎসা করাকে জঘন্য চিকিৎসা কহিয়া থাকে। অস্ত্রক্রিয়া না করিলে মৃত্যু নিশ্চিত হয়, আর অস্ত্রক্রিয়া করিলে মৃত্যুর পক্ষে সংশয় আছে। অতএব অস্ত্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে কুশল বৈদ্য রাজার অনুমতি লইবেন। ১২। অস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া সংশোধনযোগে দোষ সকল নিঃসারণ করিতে হয়। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ কর্শিত হইলে উহাকে অভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিয়া ভোজন করাইতে হয়। অনন্তর বলি, মঙ্গল ও স্বস্তিবাচন সমাধান ও অগ্রোপহরণীয়োক্ত বিধানে উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া উহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে হয়। আর একজন বলবান্ অক্লান্ত পুরুষকে প্রথমতঃ জানুসমান

স্বভ্যক্তনাভিপ্রদেশস্য বামপার্শ্বং বিমৃদ্য মুষ্টিনাবপীড়য়েদধো-নাভের্যাবদশ্মর্য্যধঃ প্রপন্নেতি। ততঃ স্নেহাভ্যক্তে কৃত্তনখে বামহস্তপ্রদেশিনীমধ্যমে পায়ৌ প্রণিধায়ানুসেবনী-মাসাদ্য প্রযত্নবলাভ্যাং পায়ুমেঢ্রান্তরমানীয় নির্ব্যলীকমনায়তমবিষমঞ্চ বস্তিং সন্নিবেশ্য ভৃশমুৎপীড়য়েদঙ্গুলিভ্যাং যথা গ্রন্থিরিবোন্নতং শল্যং ভবতি।

স চেদ্গৃহীতশল্যো তু বিবৃতাক্ষো বিচেতনঃ।
হতবল্লম্বশীর্ষশ্চ নির্ব্বিকারো মৃতোপমঃ॥
ন তস্য নির্হরেচ্ছল্যং নির্হরেৎ তু ম্রিয়েত সঃ।
বিনা ত্বেতেষু রূপেষু নির্হর্ত্তুং সমুপাচরেৎ॥

সব্যে পার্শ্বে সেবনীং যবমাত্রেণ মুক্ত্বাবচারয়েৎ শস্ত্র-মশ্মরীপ্রমাণং ; দক্ষিণতো বা ক্রিয়াসৌকর্য্যাদেকেতোরিত্যেকে। যথা চ ন ভিদ্যতে চূর্ণ্যতে বা তথা প্রযতেত চূর্ণমল্পমপ্যবস্থিতং হি পুনঃ পরিবৃদ্ধিমেতি তস্মাৎ সমস্তামগ্রবক্ত্রেণাদদীত॥ ১৩

স্ত্রীণাস্তু বস্তিপার্শ্বগতো গর্ভাশয়ঃ সন্নিকৃষ্টঃ তস্মাত্তাসামুৎসঙ্গবচ্ছস্ত্রং পাতয়েৎ ; অতোঽন্যথা খল্বাসাং মূত্রস্রাবী ব্রণো ভবেৎ। পুরুষস্য বা মূত্রপ্রসেকক্ষণনান্মূত্রক্ষরণম্। অশ্মরীব্রণাদৃতে ভিন্নো বস্তিরেকধা ন ভবতি, দ্বিধাভিন্নবস্তিরাশ্মরিকো ন সিধ্যতি॥ ১৪

উচ্চ ফলকে উপবেশন করাইয়া রাখিতে হয়। [টীকায় আছে, বলবান্ ও অক্লান্ত রোগীকে ইত্যাদি ; কিন্তু তাহা অসঙ্গত]। উহারই ক্রোড়ে রোগীর পূর্ব্বশরীর স্থাপন করিতে হয় (অর্থাৎ উহারই ক্রোড়ে রোগীকে ঠেসান দেওয়াইতে হয়) ; আর রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইতে হয়। উহাকে বস্ত্রধারকের উপর (?) উপবিষ্ট রাখিতে হয়। উহার জানু ও কূর্পর সঙ্কুচিত রাখিতে হয়। উহাকে এইভাবে সূত্র বা বস্ত্র দ্বারা অন্য পুরুষের সহিত বদ্ধ রাখিতে হয়। অনন্তর উহার নাভিদেশ উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিতে হয়। পরে, উহার বামপার্শ্বে মুষ্টি দ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে ক্রমে নাভির অধোদেশ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিতে হয়। তাহাতে অশ্মরী (Rinal অশ্মরী) অধোদেশে নীত হইয়া থাকে। অনন্তর বাম হস্তের ও নখহীন করিয়া রোগীর পায়ুর মধ্যে সেবনীর অনুসরণে প্রবেশিত করিবে [চক্রদত্ত বলেন যে, সেবনীর বামপার্শ্বে যবমাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া ছেদনপূর্ব্বক অশ্মরী আকর্ষণ করিবে]। তাহাতে অশ্মরী প্রাপ্ত হইলে তাহা পায়ু ও মেঢ্র এই উভয়ের মধ্যস্থানে আনিবে। যেন বস্তি কোঁচকাইয়া না যায়, যেন দীর্ঘ না হয় এবং যেন নিম্নোন্নত না হয় এই ভাবে সন্নিবেশিত করিবে। অশ্মরী ভূশরূপে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা উৎপীড়ন করিতে থাকিবে। তাহাতে উহা উচ ও বেদনাকারক হইবে। যদি অশ্মরীশল্য গৃহীত হইবার পর রোগী বিবৃতাক্ষ, বিচেতন, হতের ন্যায়, লম্বশীর্ষ, নির্ব্বিকার ও মৃতোপম হয়, তবে শল্য আহরণ করিবে না। যদি কর, তবে মরিয়া যাইবে। আর যদি ঐরূপ অবস্থা-সমূহ না হয়, তবে অশ্মরী বহিষ্কৃত করিবে। অশ্মরী উদ্ধার করিতে হইলে সেবনীর বামপার্শ্বে যবমাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রপাত করিবে। অশ্মরী যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সেই পরিমাণ স্থান ছেদন করিবে। অথবা ক্রিয়া-সৌকর্য্যার্থে দক্ষিণ দিকেও শস্ত্রপাত করা যায়, ইহা কাহারও কাহারও মত। অশ্মরী যেন ছেদনকালে ভিন্ন বা চূর্ণিত না হয়, এরূপ যত্ন করিবে কেননা অল্প চূর্ণ অবশিষ্ট থাকিলেও পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতীক্ষ্মমুখ যন্ত্র দ্বারা সমস্ত অশ্মরী একেবারে অপহরণ করিবে। ১৩। স্ত্রীদিগের গর্ভাশয় বস্তির পার্শ্বেই সন্নিকৃষ্ট থাকে। এইজন্য ইহাদের অশ্মরীতে উৎসঙ্গ-বিশিষ্ট শস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না। কেননা তাহাতে গর্ভাশয় ভিন্ন হইয়া যোনিপথ দিয়া মূত্রস্রাব হইতে পারে। [উৎসঙ্গ-বিশিষ্ট—এস্থলে ডাক্তার ওয়াইজ "সোজা" অর্থ করেন, অর্থাৎ অস্ত্র সোজা নিক্ষেপ করিতে বারণ করেন। কেহ কেহ উৎসঙ্গ-বিশিষ্ট শব্দে "স্থূলমস্তক" অর্থ করিয়া থাকেন। টীকাকার বলেন, ইহার অর্থ 'উত্তান'। তাঁহার মতে এরূপ ভাবে শস্ত্রপাত করিলে শস্ত্র অবগাঢ়রূপে পতিত হয়। তাহাতে বাহ্য ত্বক্ ও মাংস ছিন্ন হইয়া বস্তিচর্ম্মের সহিত ভগবস্ত ভিন্ন হইয়া থাকে এবং বস্তিপার্শ্বস্থ গর্ভাশয়েরও ভেদ হয়, এইজন্য মূত্রস্রাবী ব্রণ হইয়া থাকে। বৈতরণ বলেন বস্তি স্ত্রীদিগের ভগের অধোভাগে থাকে, বস্তির উর্দ্ধভাগে গর্ভাশয় সংলগ্ন আছে। গর্ভাশয় ও বস্তি উভয়ই মহাস্রোতে সংলগ্ন। এইজন্য স্ত্রীদিগের বস্তিভাগকে সমুন্নত করিয়া অশ্মরীকে অবনত করিতে হয়] উপরে যে অশ্মরীর বিষয় বলা হইল, তাহা বস্তি বা মূত্রাশয়ের অশ্মরী। তদ্ভিন্ন মূত্র-প্রসেকদ্বয়েরও অশ্মরী হইয়া থাকে [মূত্রপ্রসেক শব্দে কিডনীকে বুঝাইতে পারে। কেননা টীকাকার বলেন যে, যে স্থলে মূত্র ফোঁটা ফোঁটা করিয়া আসিয়া জমে, তাহাকে মূত্রপ্রসেক কহে। উহা দুইটী, পুরুষেরও আছে, স্ত্রীলোকেরও আছে, উহা বস্তিমুখের সহিত সংলগ্ন]। পুরুষেরই হউক আর স্ত্রীলোকেরই হউক, অশ্মরী দ্বারা মূত্রপ্রসেক ক্ষত হইলেও মূত্রক্ষরণ হইয়া থাকে অশ্মরীক্ষত ভিন্ন অন্য কারণে বস্তি একধা ভিন্ন হয় না। আর অশ্মরীযুক্ত বস্তি দ্বিধা ভিন্ন হইলে আরাম হয় না। ১৪। *

* ডাক্তার ওয়াইজ ১৩ ও ১৪ প্রকরণের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

The patient must have aperients and ghee adminstered internally, for several days previons to the operation. When robust, the strength of the patient should be reduced in the usual way. Before the operation, the instruments should be arranged so as to be at hand

অশ্মরীব্রণনিমিত্তমেকধাভিন্নবস্তির্জীবতি ক্রিয়াভ্যাসাৎ শাস্ত্রবিহিতচ্ছেদাদ্বিঃস্যন্দপরিবৃদ্ধত্বাচ্চ শল্যস্যেতি। উদ্ধৃতশল্যন্তুষ্ণোদকদ্রোণ্যামবতার্য্য স্বেদয়েৎ, তথাহি বস্তিরস্রজা ন পূর্য্যতে। পূর্ণে বা ক্ষীরবৃক্ষকষায়ং পুষ্পনেত্রেণ বিদধ্যাৎ॥১৫

ভবতি চাত্র।

ক্ষীরবৃক্ষকষায়স্ত পুষ্পনেত্রেণ যোজিতম্।
নির্হরেদশ্মরীং চূর্ণং রক্তং বস্তিগতঞ্চ যৎ॥১৬

মূত্রমার্গবিশোধনার্থঞ্চাস্মৈ গুড়সৌহিত্যং বিতরেৎ। উদ্ধৃত্য চৈনাং মধুঘৃতাভ্যক্তব্রণং মূত্রবিশোধনদ্রব্যসিদ্ধামুষ্ণাং সযুক্তাং যবাগূং পায়য়েদুভয়কালং ত্রিরাত্রম্। ত্রিরাত্রাদূর্দ্ধং গুড়প্রগাঢ়েন পয়সা মৃদ্বোদনমল্পং ভোজয়েদ্দশরাত্রং মূত্রাসৃগ্‌বিশুদ্ধ্যর্থং ব্রণক্লেদনার্থঞ্চ দশরাত্রাদূর্দ্ধং ফলাম্লৈর্জাঙ্গলরসৈরুপাচরেৎ॥১৭

ততো দশরাত্রঞ্চৈনমপ্রমত্তঃ স্বেদয়েৎ স্নেহেন দ্রবস্বেদেন বা। ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ বাস্য ব্রণং প্রক্ষালয়েৎ। রোধ্রমধুকমঞ্জিষ্ঠাপ্রপৌণ্ডরীককল্কৈর্ব্রণং প্রতিগ্রাহয়েৎ। এতেষ্বেব হরিদ্রাযুতেষু তৈলং ঘৃতং বা বিপক্কং ব্রণাভ্যঞ্জনমিতি। স্যানশোণিতঞ্চোত্তরবস্তিভিরুপাচরেৎ। সপ্তরাত্রাচ্চ স্বমার্গমপ্রতিপদ্যমানে মূত্রে ব্রণং যথোক্তেন বিধিনা

অশ্মরীক্ষত জন্য বস্তি একধা ভিন্ন হইলে রোগী জীবিত থাকে। কেননা উহার চিকিৎসা হয়। আর উহার ছেদ শাস্ত্রসম্মত। আর ঐ ক্ষত দিয়া মূত্র নিঃশেষে বহির্গত হয় অথবা মূত্রের রুদ্ধতা বশতঃ মূত্রের বৃদ্ধিই যাতনার কারণ। অশ্মরী উদ্ধৃত হইলে রোগীকে উষ্ণজলযুক্ত দ্রোণীতে বসাইয়া স্বেদ দিবে। তাহা হইলে বস্তি রক্তে পূর্ণ হইতে পারে না। আর যদিই পূর্ণ হয়, তবে পুষ্পনেত্র সহকারে [উত্তরবস্তিযোগে] ক্ষীরবৃক্ষের কষায় প্রেরণ করিলেই হইতে পারে। ১৫। এস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—পুষ্পনেত্র সহকারে ক্ষীরবৃক্ষের কষায় প্রয়োগ করিলে অশ্মরী বহির্গত হয় এবং বস্তিগত রক্ত শীঘ্র বহির্গত হইয়া থাকে। ১৬। আর মূত্রমার্গ-বিশোধনার্থে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে গুড় সেবন করাইবে। [টীকাকার বলেন, গুড়সৌহিত্য অর্থাৎ গুড়বাসিত ভক্ত। তাহাতে মূত্রাধিক্য হইয়া মূত্রমার্গ পরিষ্কৃত হয়]। আর অশ্মরী উদ্ধার করিয়া ব্রণে মধু ও ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে। আর মূত্রশোধন-দ্রব্যসিদ্ধ উষ্ণ ঘৃতযুক্ত যবাগূ দুইবেলা পান করিবে। এইরূপে ত্রিরাত্র পান করাইবে। ত্রিরাত্রের পর গুড়প্রগাঢ় দুগ্ধের সহিত মৃদু অন্ন অল্প ভোজন করাইবে। দশরাত্র এইরূপ করাইবে। তাহাতে মূত্র ও রক্তের বিশুদ্ধি হয় এবং ব্রণের ক্লেদন হইয়া থাকে। দশরাত্রের পর রোগীকে ফলাম্লযুক্ত জাঙ্গল-মাংসরস সেবন করাইবে [মূত্রশোধন দ্রব্য যথা;—তৃণ-পঞ্চমূল, গোক্ষুর, কুষ্মাণ্ড, পাষাণভেদ প্রভৃতি]। ১৭। তৎপরে দশরাত্র রোগীকে স্নেহ বা দ্রবস্বেদ যোগে সাবধানে স্বেদ দিবে। অথবা ক্ষীরবৃক্ষ-কষায়যোগে ইহার ব্রণ প্রক্ষালন করিয়া লোধ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও প্রপৌণ্ডরীকের কল্ক দ্বারা ব্রণ লিপ্ত করিবে। আর এই সকল দ্রব্যই হরিদ্রার সহিত ক্বাথ ও কল্ক করিয়া তৈল বা ঘৃত পাক করিবে এবং তদ্দ্বারা ব্রণে অভ্যঙ্গ করিবে। রক্ত

when required. Prayers should be offered up, and the patient encouraged to hope, by kind words. He is to be placed on a table, supported by a person behind, who separates his legs, which are to be bent and tied to the two wrists. The abdomen is then to be rubbed downwards so as to make the stone descend; while the index and middle fingers of the left hand, well-oiled, are introduced into the rectum, and the stone felt and brought low in the perineum, so as to make a protuberance. Should the paient faint at this stage of the operation, it should not be provided with, else the paient will die. An incision is then to be made over the stone, on the left side of the perineum, a barley-corn in breadth from the raphe, and an inch from the anus, and carried down to the stone. The incision is then to be enlarged in proportion to the size of the stone and it is removed by an iron-scoop. If there be more than one stone they must be all removed, taking care not to break the stone, nor to leave any fragments behind, as it will, in such a case, slowly form again. These small fragments may be removed by a scoop.

The incision may be made on the right side of the perineum, always taking care during the operation to avoid the raphe, with the seminal canals, the vessels of the spermatic cord, and the rectum. If the seminal canals or spermatic vessels be wounded, the person will become impotent. Wounds of the rectum and raphe will produce most distressing pain. This is the operation which was in Europe calld "cutting on the gripe", or the "apparatus minor".

In the female the bladder being situated near the uturus, care must be taken not to thrust the knife directly forward as it will wound the uturus. The urine passes through the vagina, forming a fistulous opening.

দহেদ্‌গ্নিনা। স্বমার্গপ্রতিপন্নে চোত্তরবস্ত্যাস্থাপনানুবাসনৈ-
রুপাচরেন্মধুরকষায়ৈরিতি॥ ১৮

যদৃচ্ছয়া বা মূত্রমার্গপ্রতিপন্নামন্তরাসক্তাং শুক্রাশ্মরীং শর্করাং বা স্রোতসাপহরেৎ। এবমশক্যে বিদার্য্য বা নাড়ীং শস্ত্রেণ বড়িশেনোদ্ধরেৎ। রূঢ়ব্রণশ্চাঙ্গনাশ্বনগনাগ-রথক্রমান্‌ নারোহেত বর্ষং নাপ্সু প্লবেত ভুঞ্জীত বা গুরু॥১৯

মূত্রবহ-শুক্রবহ-মুষ্কস্রোতো-মূত্রপ্রসেকসেবনীযোনিগুদ-বস্তীন্ পরিহরেৎ। তত্র মূত্রবহচ্ছেদান্মরণং মূত্রপূর্ণবস্তেঃ। শুক্রবহচ্ছেদান্মরণং ক্লৈব্যং বা। মুষ্কস্রোতউপঘাতাদ্ধ্বজ-ভঙ্গঃ। মূত্রপ্রসেকক্ষণনান্মূত্রপ্রক্ষরণম্। সেবনীযোনিচ্ছেদা-দ্রুজঃ প্রাদুর্ভাবঃ। বস্তিগুদবিদ্ধলক্ষণং প্রাগুক্তমিতি॥ ২০

ভবতশ্চাত্র।

মর্ম্মাণ্যষ্টাবসম্বুধ্য স্রোতোজানি শরীরিণাম্।
ব্যাপাদয়েদ্বহূন্ মর্ত্ত্যান্ শস্ত্রকর্ম্মাপটুর্ভিষক্॥
সেবনী শুক্রহরণী স্রোতসী ফলয়োর্গুদম্।
মূত্রসেকং মূত্রবহং মূত্রবস্তিস্তথাষ্টমঃ॥ ২১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানেঽশ্মরী-
চিকিৎসিতং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

জমিয়া গেলে উত্তরবস্তিযোগে চিকিৎসা করিবে। যদি সপ্তরাত্রেও মূত্র স্বীয় পথ প্রাপ্ত না হয়, তবে যথোক্ত বিধানে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহাতেও মূত্র স্বীয় মার্গ প্রাপ্ত না হইলে কাকোল্যাদি গণের কষায় উত্তরবস্তি, আস্থাপন ও অনুবাসনযোগে প্রয়োগ করিবে। ১৮। যদি শুক্রাশ্মরী বা শর্করা যদৃচ্ছাক্রমে মূত্রমার্গে আগত হয় অথচ অন্তরা-সংলগ্ন হইয়া থাকে, তবে মূত্রপথ দ্বারা বাহির করিবে। এরূপে বাহির না করিতে পারিলে মেঢ্র শস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া বড়িশ দ্বারা উদ্ধার করিবে। ব্রণ রূঢ় হইলেও এক বৎসরকাল স্ত্রী, অশ্ব, পর্ব্বত, হস্তী, রথ বা দ্রুমে আরোহণ করিবে না। জলে সন্তরণ দিবে না বা গুরু-ভোজন করিবে না। ১৯। অশ্মরী ছেদন করিবার সময় মূত্রবহ স্রোত, শুক্রবহ স্রোত, মুষ্কস্রোত, মূত্র-প্রসেক, সেবনী, যোনি, গুদ ও বস্তি পরিহার করিবে। তন্মধ্যে মূত্রবহ স্রোত ছেদন করিয়া ফেলিলে বস্তি মূত্রপূর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়। শুক্রবহ স্রোত ছেদন করিয়া ফেলিলে মরণ বা ক্লীবতা হয়। মুষ্কস্রোতের উপঘাত হইলে ধ্বজভঙ্গ হয়। মূত্রপ্রসেক ছিন্ন হইলে মূত্রের ক্ষরণ হইতে থাকে। সেবনী বা যোনি ছিন্ন হইলে অতিশয় বেদনা হয়। আর বস্তি বা গুদ ভিন্ন হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ২০। এইস্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—শরীরীদিগের শুক্রবহ প্রভৃতি উক্ত আটটী স্রোতজ মর্ম্ম না বুঝিয়া অস্ত্রপাত করিলে বহু জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্ত এরূপ স্থলে বৃদ্ধকর্ম্মা পটু ভিষক্ আবশ্যক। সেবনী, শুক্রবহ স্রোত, ফল-স্রোতোদ্বয় (অর্থাৎ মুষ্কস্রোত ও যোনি), গুদ, মূত্রপ্রসেক, মূত্রবহ স্রোত এবং মূত্রবস্তি এই আটটী স্রোতোজ মর্ম্ম। ২১

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অথাতো ভগন্দরাণাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

পঞ্চ ভগন্দরাঃ খ্যাতাস্তেষসাধ্যঃ শম্বূকাবর্ত্তঃ শল্যনিমিত্ত-শ্চেতি, শেষাঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ॥ ২

তত্র ভগন্দরপিড়কোপদ্রুতমাতুরমপতর্পণাদিবিরেচনান্তে-নৈকাদশবিধেনোপক্রমেণোপক্রমেতাপক্বপিড়কম্। পক্বেষু চোপস্নিগ্ধমবগাহস্বিন্নং শয্যায়াং সন্নিবেশ্যার্শসমিব যন্ত্রয়িত্বা ভগন্দরং সমীক্ষ্য পরাচীনমবাচীনং বা বহির্ম্মুখমন্তর্ম্মুখং বা ততঃ প্রণিধায়ৈষণীমুন্নম্য সাশয়মুদ্ধরেচ্ছস্ত্রেণ॥ ৩

অন্তর্ম্মুখে চৈবং সম্যগ্‌যন্ত্রং প্রণিধায় প্রবাহমাণস্য ভগ-ন্দরমুখমাসাদ্যৈষণীং দত্ত্বা শস্ত্রং পাতয়েৎ। আসাদ্য বাগ্নি-ক্ষারঞ্চেত্যেতৎ সামান্যং সর্ব্বেষু॥ ৪

বিশেষতস্তু—

নাড্যন্তরে ব্রণান্ কুর্য্যাদ্ভিষক্ তু শতপোনকে।
ততস্তেষুপরূঢ়েষু শেষা নাড়ীরুপাচরেৎ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ভগন্দর।

অনন্তর আমরা ভগন্দরসমূহের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। ভগন্দর পাঁচ প্রকার বলিয়া খ্যাত আছে। তন্মধ্যে শম্বূকাবর্ত্ত নামক ভগন্দর অসাধ্য। আর শল্য নিমিত্ত ভগন্দরও অসাধ্য। অন্যান্য ভগন্দর কৃচ্ছ্রসাধ্য। ২। ভগন্দর-পিড়কার উপদ্রব সকল উৎপন্ন হইলে অথচ পিড়কা পক্ব না হইলে রোগীকে লঙ্ঘন হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত দ্বিব্রণোক্ত একাদশ প্রকার চিকিৎসোপায় সহকারে চিকিৎসা করিবে। আর পক্ব বা ভিন্ন হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ ও ব্রণহর গণের ক্বাথে অবগাহন করাইয়া স্বিন্ন করিবে। পরে শয্যাতে শয়ন করাইবে এবং অর্শোরোগীর ন্যায় যন্ত্রিত করিবে। পরে ভগন্দর পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, উহা পরাচীন অর্থাৎ বহির্ম্মুখ বা অবাচীন অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখ কিনা। পরে এষণী প্রণিহিত করিয়া উন্নমনপূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা আশয় সহিত ভগন্দর তুলিয়া ফেলিবে। ৩। আর অন্তর্ম্মুখ ভগন্দরে সম্যক্‌রূপে যন্ত্র প্রণিহিত করিয়া রোগীকে কোঁৎ দেওয়াইবে। তাহাতে ভগন্দরের মুখ প্রাপ্ত হইলে এষণী দিয়া শস্ত্রপাত করিবে। অথবা অগ্নি-ক্ষার প্রয়োগ করিবে। এইরূপে ভগন্দরের সামান্য চিকিৎসা বলা হইল। ৪। বিশেষতঃ শতপোনক ভগন্দরে নালীর অভ্যন্তরে শস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিবে। পরে ঐ সকল ক্ষত পুরিয়া উঠিলে অবশিষ্ট নালী সকলের ঐরূপে চিকিৎসা

গতয়োঽন্যোন্যসম্বন্ধা বাহ্যাশ্ছেদ্যাস্ত্বনেকধা।
নাড়ীরনভিসম্বদ্ধা যশ্ছিনত্ত্যেকধা ভিষক্॥
স কুর্য্যাদ্বিবৃতং জন্তোর্ব্রণং গুদবিদারণম্।
তস্য তদ্বিবৃতং মার্গং বিণ্মূত্রমনুগচ্ছতি॥
আটোপগুদশূলঞ্চ করোতি পবনো ভৃশম্।
তত্রাগ্নিগতত্ত্বজ্ঞোঽপি ভিষঙ্মুহ্যেদসংশয়ম্॥
তস্মান্ন বিবৃতঃ কার্য্যো ব্রণস্তু শতপোনকে।
ব্যাধৌ তত্র বহুচ্ছিদ্রে ভিষজা বৈ বিজানতা॥
অর্দ্ধলাঙ্গলকশ্ছেদঃ কার্য্যো লাঙ্গলকোঽপি বা।
সর্ব্বতোভদ্রকো বাপি কার্য্যো গোতীর্থকোঽপি বা॥
দ্বাভ্যাং সমাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং ছেদো লাঙ্গলকো মতঃ
হ্রস্বমেকতরং যচ্চ সোঽর্দ্ধলাঙ্গলকঃ স্মৃতঃ॥
সেবনীং বর্জ্জয়িত্বা চ চতুর্দ্ধা দারিতে গুদে।
সর্ব্বতোভদ্রকং ছেদমাহুশ্ছেদবিদো জনাঃ॥
পার্শ্বাগতেন শস্ত্রেণ ছেদো গোতীর্থকো ভবেৎ।
সর্ব্বতঃ স্রাবমার্গাংস্তু দহেদ্বৈদ্যস্তথাগ্নিনা॥
সুকুমারস্য ভীরোর্হি দুষ্করঃ শতপোনকঃ।
রুজাস্রাবাপহং তত্র স্বেদমাশু প্রযোজয়েৎ॥
স্বেদদ্রব্যৈর্যথোদ্দিষ্টৈঃ কৃশরাপায়সাদিভিঃ।
গ্রাম্যানূপৌদকৈর্মাংসৈর্লাবাদ্যৈর্বাপি বিষ্কিরৈঃ॥
বৃক্ষাদনীমথৈরণ্ডং বিল্বাদিঞ্চ গণং তথা।
কষায়ং সুকৃতং কৃত্বা স্নেহকুম্ভে নিষেচয়েৎ॥
নাড়ীস্বেদেন তেনাস্য তং ব্রণং স্বেদয়েদ্ভিষক্।
তিলৈরণ্ডাতসীমাষ-যবগোধূমসর্ষপান্॥
লবণান্যম্লবর্গঞ্চ স্থাল্যামেবোপসাধয়েৎ।
আতুরং স্বেদয়েৎ তেন তথা সিধ্যতি কুর্ব্বতঃ॥
স্বিন্নঞ্চ পায়য়েদেনং কুষ্ঠঞ্চ লবণানি চ।
বচাহিঙ্গ্বজমোদঞ্চ সমভাগানি সর্পিষা।
মার্দ্বীকেনাথবাম্লেন সুরাসৌবীরকেণ বা॥
ততো মধুকতৈলেন তস্য সিঞ্চেদ্ভিষগ্‌ব্রণম্।
পরিষেকৈর্গুদঞ্চাস্য তৈলৈর্বাতরুজাপহৈঃ॥
বিধিনানেন বিণ্মূত্রং স্বমার্গমধিগচ্ছতি।
অন্যে চোপদ্রবাস্তীব্রাঃ সিধ্যন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ।
শতপোনক আখ্যাত——————॥ ৫
——————উষ্ট্রগ্রীবে ক্রিয়াং শৃণু।
অথোষ্ট্রগ্রীবমেষিত্বা ছিত্ত্বা ক্ষারং নিপাতয়েৎ॥
পূতিমাংসব্যপোহার্থমগ্নিরত্র ন পূজিতঃ।
অথৈনং ঘৃতসংসৃষ্টৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
বন্ধং ততোঽনুকুর্ব্বীত পরিষেকস্তু সর্পিষা।
তৃতীয়ে দিবসে মুক্ত্বা যথাস্বং শোধয়েদ্ভিষক্॥
ততঃ শুদ্ধং বিদিত্বা চ রোপয়েৎ তু যথাক্রমম্॥ ৬

করিবে। পরস্পর-সম্বদ্ধ বাহ্য নালী সকল অনেকধা ছেদন করিবে। যে ভিষক্ অসম্বদ্ধ নালী সকলও একধা ছেদন করে, সে রোগীর বিবৃত-মুখ (ব্যাদিতমুখ) ও গুদ-বিদারণ ব্রণ উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই বিবৃত মার্গের অনুসরণে বিষ্ঠা ও মূত্র আগমন করে। আর তাহাতে বায়ু প্রকুপিত হইয়া অতিশয় আধ্মান ও গুদশূল উৎপাদন করিয়া থাকে এরূপস্থলে শাস্ত্রবিশারদ ভিষক্‌কেও নিশ্চয়ই মুহ্যমান হইতে হয়। অতএব শতপোনক ভগন্দরে কখনই বিবৃতমুখ ব্রণ উৎপাদন করিবে না। এই বহুচ্ছিদ্র ভগন্দর রোগে বিশারদ চিকিৎসক অর্দ্ধলাঙ্গল নামক ছেদ বা লাঙ্গলক নামক ছেদ বা সর্ব্বতোভদ্রক নামক ছেদ বা গোতীর্থক নামক ছেদ করিবেন। উভয় পার্শ্বে সমান এরূপ লাঙ্গলাকৃতি ছেদকে লাঙ্গলক ছেদ কহে। এক পার্শ্ব হ্রস্ব ও অপর পার্শ্ব দীর্ঘতর হইলে তাহাকে অর্দ্ধলাঙ্গলক ছেদ কহে। সেবনী বর্জ্জন করিয়া গুদকে চতুর্দ্ধা দারিত করিলে তাহাকে সর্ব্বতোভদ্র ছেদ কহে [টীকাকার বলেন যে, ইহা পর্য্যঙ্কিকাকার অর্থাৎ চতুষ্কোণ বা মণ্ডলাকার ছেদ]। পার্শ্ব দিয়া শস্ত্র দ্বারা ছেদ করাকে গোতীর্থক বলা যায় [টীকাকার বলেন গোতীর্থ শব্দে গোযোনি; অতএব গোতীর্থক ছেদ গো-যোনি সদৃশ। অথবা গোতীর্থ শব্দে গোমূত্রাকৃতি (?)]। আর বৈদ্য ভগন্দরের স্রাবমার্গ সকল অগ্নি দ্বারা সর্ব্বতঃ দগ্ধ করিবেন। সুকুমার ভীরু ব্যক্তির শতপোনক দুশ্চি-কিৎস্য। সেস্থলে বেদনা ও স্রাব নাশ করিবার জন্য শীঘ্র স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্বেদদ্রব্য সকল পূর্ব্বেই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃশরা ও পায়সাদি যোগে স্বেদ দিতে হয়। গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদকমাংস এবং লাব প্রভৃতি বিষ্কিরমাংস দ্বারাও স্বেদ দেওয়া যায়। বৃক্ষাদনী (বাঁদরা), এরণ্ডমূল ও বিল্বাদি পঞ্চমূল এই সকলের কষায় উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া স্নেহযুক্ত কুম্ভে নিষিক্ত করিবে এবং তদ্দ্বারা রোগীর ভগন্দরে নাড়ীস্বেদ দিবে। তিল, এরণ্ডমূল, অতসী (তিসী), মাষ, যব, গোধূম, সর্ষপ, সৈন্ধবাদি লবণসমূহ এবং অম্লবর্গ স্থালীতে পাক করিবে এবং তদ্দ্বারা রোগীকে স্বেদ দিবে। তাহাতে রোগের উপশম হয়। স্বেদ দিবার পর কুড়, সৈন্ধব, বচ, হিঙ্গু ও যমানী এই সকলের চূর্ণ সমান সমান ভাগে ঘৃতের সহিত বা দ্রাক্ষামদ্যের সহিত বা কাঁজীর সহিত বা সুরার সহিত বা সৌবীরকের সহিত রোগীকে পান করাইবে। পরে যষ্টিমধুর কাথ ও কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণ সিক্ত করিবে। আর রোগীর গুদ বাতবেদনানাশক দ্রব্যের কাথে পরিষিক্ত করিবে। এই প্রকার বিধানে বিষ্ঠা ও মূত্র স্বীয় মার্গ প্রাপ্ত হয় আর অন্যান্য তীব্র উপদ্রব সকলও নিশ্চয় শান্ত হয়। এইরূপে শতপোনকের চিকিৎসা বিবৃত হইল। ৫। এক্ষণে উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দরের চিকিৎসা শ্রবণ কর। উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দরে প্রথমে এষণী প্রয়োগ করিয়া ছেদনপূর্ব্বক ক্ষারপাত করিবে। এস্থলে পূতিমাংসনাশের জন্য অগ্নিপ্রয়োগ করা ভাল নহে। ক্ষারপ্রয়োগের পর ব্রণে ঘৃতসংসৃষ্ট পিষ্ট তিলের প্রলেপ দিবে। পরে তাহার উপর বন্ধন দিয়া ঘৃত সেচন করিবে। তৃতীয় দিবসে বন্ধন

উৎকৃত্যাস্রাবমার্গন্তু পরিস্রাবিণি বুদ্ধিমান্।
ক্ষারেণ বা স্রাবগতিং দহেদ্বাহুতবহেন বা ॥
সুখোষ্ণেনাণুতৈলেন সেচয়েদ্গুদমণ্ডলম্।
উপনাহাঃ প্রদেহাশ্চ মূত্রক্ষারসমন্বিতাঃ।
বামনীয়ৌষধৈঃ কার্য্যাঃ পরিষেকাশ্চ মাত্রয়া ॥
মৃদুভূতং বিদিত্বৈনমল্পস্রাবরুগন্বিতম্।
গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণ ছিন্দ্যাৎ খর্জ্জুরপত্রকম্।
চন্দ্রার্দ্ধং চন্দ্রচক্রঞ্চ সূচীমুখমবাঙ্মুখম্ ॥
ছিত্ত্বাগ্নিনা দহেৎ সম্যগেবং ক্ষারেণ বা পুনঃ।
ততঃ সংশোধনৈরেবং মৃদুপূর্ব্বৈর্বিশোধয়েৎ ॥ ৭
বহিরন্তর্ম্মুখশ্চাপি শিশোর্যস্তু ভগন্দরঃ।
তস্যাহিতং বিরেকাগ্নি-শস্ত্রক্ষারাবচারণম্ ॥
যদ্যন্মৃদু চ তীক্ষ্ণঞ্চ তত্তৎ তস্যাবচারয়েৎ ॥ ৮
আরগ্বধনিশাকালাচূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতম্।
অগ্রবর্ত্তিপ্রণিহিতং ব্রণানাং শোধনং হিতম্ ॥
যোগোঽয়ং নাশয়ত্যাশু গতিং মেঘমিবানিলঃ ॥ ৯
আগন্তুজে ভিষঙ্নাড়ীং শস্ত্রেণোৎকৃত্য যত্নতঃ।
জম্ব্বোষ্ঠেনাগ্নিবর্ণেন তপ্তয়া বা শলাকয়া ॥
দহেদ্যথোক্তং মতিমাংস্তং ব্রণং সুসমাহিতঃ।
কৃমিঘ্নঞ্চ বিধিং কুর্য্যাচ্ছল্যানয়নমেব চ ॥ ১০

প্রত্যাখ্যায়ৈব চারেভ্যো বর্জ্জ্যশ্চাপি ত্রিদোষজঃ।
এতৎ কর্ম্ম সমাখ্যাতং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১১
এষাস্তু শস্ত্রপতনাদ্বেদনা যত্র জায়তে।
তত্রাণুতৈলেনোষ্ণেন পরিষেকঃ প্রশস্যতে ॥
বাতঘ্নৌষধসম্পূর্ণাং স্থালীং ছিদ্রশরাবিকাম্।
স্নেহাভ্যক্তগুদস্তস্তামধ্যাসীত সবাষ্পকাম্ ॥
নাড্যা বাষ্পাহরেৎ স্বেদং শয়ানস্য রুজাপহম্।
উষ্ণোদকেঽবগাহো বা তথা শাম্যতি বেদনা ॥
কদলীমৃগলোপাক-প্রিয়কাজিনসংভৃতান্।
কারয়েদুপনাহাংশ্চ শাল্বণাদীন্ বিচক্ষণঃ ॥
কটুত্রিকং বচাহিঙ্গুলবণান্যথ দীপ্যকম্।
পায়য়েচ্চাম্লকৌলত্থ-সুরাসৌবীরকাদিভিঃ ॥ ১২
জ্যোতিষ্মতীলাঙ্গলকী-শ্যামাদন্তীত্রিবৃত্তিলাঃ।
কুষ্ঠং শতাহ্বা গোলোমী তিল্বকো গিরিকর্ণিকা।
কাসীসকাঞ্চনক্ষীর্য্যো বর্গঃ শোধন ইষ্যতে ॥
ত্রিবৃত্তিলানাগদন্তীমঞ্জিষ্ঠাঃ পয়সা সহ।
উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধবক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥

মোচন করিয়া যথাদোষ শোধন করিবে। শোধনের পর যথাক্রমে রোপণ করা আবশ্যক। ৬। পরিস্রাবী ভগন্দরে স্রাবমার্গ উৎকর্ত্তিত করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা স্রাবনালী দগ্ধ করিবে। অনন্তর সুখোষ্ণ অণুতৈল দ্বারা গুদ-মণ্ডল স্নিগ্ধ করিবে। আর উপনাহ ও প্রদেহ সকল মূত্র ও ক্ষার সহযোগে প্রয়োগ করিবে। আর মদনফলাদি বমনকারক দ্রব্যসমূহের ক্বাথযোগে মাত্রানুসারে পরিষেক করিবে। তাহাতে ব্রণ মৃদুভূত এবং স্রাব ও বেদনা অল্পীভূত হইলে নালীর অনুসরণে শস্ত্র দ্বারা খর্জ্জুরপত্রের আকারে ছেদ করিবে। অথবা অর্দ্ধচন্দ্র আকারে বা চন্দ্রমণ্ডল আকারে ছেদ করিবে। অথবা সূচীমুখ অর্থাৎ প্রথমে স্থূল ও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম এইরূপ আকারে অধোমুখ ছেদ করিবে। ছেদ করিবার পর অগ্নি দ্বারা সম্যক্ দগ্ধ করিবে এবং আবশ্যক হইলে পুনশ্চ ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিবে। তদনন্তর প্রথমে মৃদু ও ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ শোধন দ্বারা শোধন করিবে। ৭। শিশুর বহির্ম্মুখ বা অন্তর্ম্মুখ ভগন্দরে বিরেচন, অগ্নি, শস্ত্র ও ক্ষার আচরণ করিবে। আর তাহার সম্বন্ধে 'না অতিশয় মৃদু, না অতিশয় তীক্ষ্ণ ক্রিয়া' করিবে। ৮। ভগন্দরের নালীতে সোঁদালপাতা, হরিদ্রা ও অহিংস্রার (কালা-কড়ার) চূর্ণ মধু-ঘৃতে আপ্লুত ও তুলাদির সহিত মিলিত এবং বর্ত্তীকৃত করিয়া প্রয়োগ করিলে হিতকর শোধন হয়। বায়ু যেমন মেঘকে আশু নাশ করে, সেইরূপ এই যোগটী নালী আশু নাশ করিয়া থাকে। ৯। শল্যজন্য ভগন্দরে নালী শস্ত্র দ্বারা যত্নপূর্ব্বক উৎকর্ত্তিত করিয়া অগ্নিবর্ণ তপ্ত জাম্ববোষ্ঠ শলাকা দ্বারা যথোক্ত প্রকারে ব্রণ দগ্ধ করিবে। আর ইহাতে ক্রিমিঘ্ন বিধির অনুসরণ ও শল্যের নিষ্কর্ষণ করিবে। ১০। শল্যজ ভগন্দর প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। আর ত্রিদোষজ ভগন্দর বর্জ্জনীয়। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ভগন্দরের আনুপূর্ব্বিক চিকিৎসা বলা হইল। ১১। শস্ত্রক্রিয়া বশতঃ ভগন্দরে বেদনা হইলে উষ্ণ অণুতৈলের পরিষেক প্রশস্ত। আর বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথে স্থালী পূর্ণ করিয়া তাহার উপর একখানি সচ্ছিদ্র শরাব ঢাকা দিবে। তাহাতে শরাবের ছিদ্র দিয়া উষ্ণ বাষ্প উদ্গত হইতে থাকিবে। রোগীর গুদ স্নেহাভ্যক্ত করিয়া তাহার উপর বসাইয়া দিবে। অথবা নল দ্বারা স্বেদ আহরণ করিয়া দিলে বেদনা নষ্ট হইবে। রোগীকে এ অবস্থায় শয়ান রাখিয়া নাড়ীস্বেদ দিতে হয়। অথবা রোগীকে উষ্ণোদকে অবগাহন করাইলেও বেদনা-শান্তি হইতে পারে। আর শাল্বণাদি উপনাহ সকল প্রয়োগ করিয়া তদুপরি কদলীমৃগ (ভোঁদড়), খেঁকশিয়াল বা প্রিয়ক নামক জন্তুর অজিন আচ্ছাদন করিবে [প্রিয়ক—লোণিক—অজগরপ্রায় ইতি টীকাকার]। আর রোগীকে কাঁজী, কুলত্থযূষ, সুরা ও সৌবীরক প্রভৃতির সহিত ত্রিকটু, বচ, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ ও যমানীর চূর্ণ পান করাইবে। ১২। জ্যোতিষ্মতী, লাঙ্গলকী, শ্যামা ত্রিবৃৎ, দন্তী, অরুণ ত্রিবৃৎ, তিল, কুড়, শতাহ্বা, গোলোমী (দূর্ব্বা), তিল্বক, গিরিকর্ণিকা (হাপরমালী), হিরাকস ও স্বর্ণক্ষীরী এই সকল বর্গ ভগন্দরের শোধন বলিয়া অভিমত। ত্রিবৃৎ, তিল, বৃহদ্দন্তী ও মঞ্জিষ্ঠা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া সৈন্ধব ও মধুযোগে ভগন্দরে উৎসাদন করা যায়। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপল্লব, ত্রিবৃৎ, তেজোবতী (চবিকা)

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠানিম্বপল্লবাঃ।
ত্রিবৃত্তেজোবতীদন্তীকল্কো নাড়ীব্রণাপহঃ॥
কুষ্ঠং ত্রিবৃৎ তিলা দন্তী মাগধ্যঃ সৈন্ধবং মধু।
রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং স্যাদ্‌ব্রণশোধনম্‌॥
মাগধ্যো মধুকং রোধ্রং কুষ্ঠমেলা হরেণবঃ।
সমঙ্গাধাতকী চৈব সারিবা রজনীদ্বয়ম্‌॥
প্রিয়ঙ্গবঃ সর্জ্জরসঃ পদ্মকং পদ্মকেসরম্‌।
সুধাং বচাং লাঙ্গলকাং মধুচ্ছিষ্টং সসৈন্ধবম্‌॥
এতৎ সংভৃত্য সম্ভারান্‌ তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ধি গণ্ডমালাসু মণ্ডলেষ্বথ মেহিষু।
রোপণার্থং হিতং তৈলং ভগন্দরবিনাশনম্‌॥
ন্যগ্রোধাদিগণশ্চৈব হিতঃ শোধনরোপণে।
তৈলং ঘৃতং বা তৎপক্বং ভগন্দরবিনাশনম্‌॥
ত্রিবৃদ্দন্তীহরিদ্রার্কমূলং লোহাশ্বমারকৌ।
বিড়ঙ্গসারং ত্রিফলা স্নুহ্যর্কপয়সী মধু॥
মধূচ্ছিষ্টসমাযুক্তৈস্তৈলমেতৈর্বিপাচয়েৎ।
ভগন্দরবিনাশার্থমেতদ্‌যোজ্যং বিশেষতঃ॥
চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎপাঠে মলপূং হয়মারকম্‌।
সুধাং বচাং লাঙ্গলকীং সপ্তপর্ণং সুবর্চ্চিকাম্‌॥
জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংভৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ
এতদ্ধি স্যন্দনং তৈলং ভৃশং দদ্যাদ্ভগন্দরে॥
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং তথা।
দ্বিব্রণীয়মবেক্ষেত ব্রণাবস্থাসু বুদ্ধিমান্‌॥ ১৩

ছিদ্রাদূর্দ্ধং হরেদোষ্ঠমর্শোযন্ত্রস্থ যন্ত্রবিৎ।
ততো ভগন্দরে দদ্যাদেতদর্দ্ধেন্দুসন্নিভম্‌॥ ১৪
ব্যায়ামং মৈথুনং কোপং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ
সংবৎসরং পরিহরেদুপরূঢ়ব্রণো নরঃ॥ ১৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে ভগন্দরচিকিৎসিতং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

এবং দন্তীর কল্ক নাড়ীব্রণনাশক। কুড়, ত্রিবৃৎ, তিল, দন্তী, পিপুল, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, ত্রিফলা ও তুঁতে ব্রণশোধনে হিতকর। পিপুল, যষ্টিমধু, লোধ, কুড়, এলা, হরেণু, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), ধাইফুল, সারিবা (অনন্তমূল বা শ্যামালতা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, সর্জ্জরস, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, সুধা (মনসা), বচ, লাঙ্গলকী, মোম ও সৈন্ধব এই সকলের কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল গণ্ডমালা, মণ্ডলকুষ্ঠ এবং মেহরোগীদিগের পিড়কায় রোপণার্থ উপযোগী। আর এই তৈল ভগন্দরবিনাশক। ন্যগ্রোধাদি গণও শোধন ও রোপণে হিতকর। আর ঐ গণের সহিত তৈল বা ঘৃত পাক করিলেও তাহা ভগন্দরনাশক হয়। তেউড়ী, দন্তী, হরিদ্রা, আকন্দমূল, লোহ (অগুরু), করবীর, বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, স্নুহী, আকন্দের ক্ষীর, মধু (যষ্টিমধু) ও মোম এই সকলের সহিত তৈল পাক করিয়া ভগন্দরবিনাশার্থ বিশেষরূপে প্রয়োগ করিবে। চিতার মূল, আকন্দমূল, তেউড়ীমূল, আকনাদি, মলপূ (কাকডুম্বর), করবীর, মনসা, বচ, লাঙ্গলকী, ছাতিম, সুবর্চ্চিকা (সর্জ্জীক্ষার) ও জ্যোতিষ্মতী এই সকল সংগ্রহ করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভগন্দরে প্রয়োগ করিলে ভগন্দরের ক্লেদ নির্গত হয়। আর এই তৈল শোধন, রোপণ ও সবর্ণকরণ হইয়া থাকে। ভগন্দরের ব্রণাবস্থায় দ্বিব্রণীয়োক্ত বিধি আচরণ করিবে। ১৩। অর্শোযন্ত্রে একটী ছিদ্র থাকে এবং ছিদ্রের ঊর্দ্ধে ওষ্ঠ থাকে। ঐ ওষ্ঠ অপনীত করিলে উহার আকার অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় হয়। উহাই ভগন্দরে প্রয়োগ করা যায়। ১৪। ভগন্দরের ক্ষত পূরিয়া উঠিলেও, রোগী এক বৎসর কাল ব্যায়াম, মৈথুন, কোপ, যানপৃষ্ঠে আরোহণ এবং গুরুদ্রব্য সেবন বর্জ্জন করিবে। ১৫

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কুষ্ঠচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

বিরুদ্ধাধ্যশনাসাত্ম্যবেগবিঘাতৈঃ স্নেহাদীনাঞ্চাযথারম্ভৈঃ পাপক্রিয়য়া পুরাকৃতকর্ম্মযোগাচ্চ ত্বগ্‌দোষো ভবতি॥ ২

তত্র ত্বগ্‌দোষী মাংসবসাদুগ্ধদধিতৈলকুলত্থমাষনিষ্পাবেক্ষুবিকারাম্লবিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণবিদাহ্যভিষ্যন্দীনি দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ পরিহরেৎ॥ ৩

ততঃ শালিষষ্টিকযবগোধূমকোরদূষশ্যামাকোদ্দালকাদীননবান্‌ ভুঞ্জীত মুদ্গাঢ়ক্যোরন্যতরস্য যূষেণ সূপেন বা নিম্বপত্রারুষ্করব্যামিশ্রেণ, মণ্ডূকপর্ণ্যবল্গুজাটরূষকরূপিকাপুষ্পৈঃ সর্পিঃসিদ্ধৈঃ সর্ষপতৈলসিদ্ধৈর্বা, তিক্তবর্গেণ

নবম অধ্যায়।

কুষ্ঠ-চিকিৎসিত।

অনন্তর আমরা কুষ্ঠচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, অসাত্ম্যসেবন, বমি প্রভৃতির বেগধারণ, স্নেহ প্রভৃতির অযথা আরম্ভ, পাপক্রিয়া এবং পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্ম এই সকল কারণে ত্বগ্‌দোষ হয়। ২। ত্বগ্‌দোষী মাংস, বসা, দুগ্ধ, দধি, তৈল, কুলত্থ, মাষ, নিষ্পাব, ইক্ষুবিকার, অম্ল, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, অজীর্ণ, বিদাহী, অভিষ্যন্দী, দিবানিদ্রা ও ব্যবায় পরিত্যাগ করিবে। ৩। ত্বগ্‌দোষী মুদ্গ বা অড়হর-যূষের সহিত বা সূপের সহিত পুরাতন শালি, ষষ্টিক, যব, গোধূম, কোরদূষ, শ্যামাক, উদ্দালক প্রভৃতি ভোজন করিবে। উক্ত যূষ বা সূপের সহিত নিম্বপত্র ও ভেলা মিশ্রিত করিবে। আর মণ্ডূকপর্ণী, অবল্গুজ (সোমরাজী), অটরূষ (বাসক) ও আকন্দপুষ্প, ঘৃতসিদ্ধ বা তৈলসিদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জনরূপে সেবন করিতে

বাভিহিতেন। মাংসসাত্ম্যায় বা জাঙ্গলমাংসমমেদস্কং বিতরেৎ। তৈলং বজ্রকমভ্যঙ্গার্থে। আরগ্বধাদিকষায়মুৎসাদনার্থে। পানপরিষেকাবগাহনাদিষু চ খদিরকষায়মিত্যেষ আহারাচারবিভাগঃ॥ ৪

তত্র পূর্ব্বরূপেষূভয়তঃ সংশোধনমাসেবেত। তত্র ত্বক্‌সংপ্রাপ্তে শোধনালেপনানি। শোণিতপ্রাপ্তে সংশোধনালেপনকষায়পানশোণিতাবসেচনানি। মাংসপ্রাপ্তে শোধনালেপন-কষায়-পানশোণিতাবসেচনারিষ্ট-মন্থ-প্রাশাঃ। চতুর্থং কর্ম্মগুণপ্রাপ্তং যাপ্যমাত্মবতঃ সংবিধানবতশ্চ॥ ৫

তত্র সংশোধনাচ্ছোণিতাবসেচনাচ্চোর্দ্ধং ভল্লাতশিলাজতু-গুগ্‌গুল্বগুরু-তুবরক-খদিরাসন ায়স্কৃতিবিধানমাসেবেত। পঞ্চমং নৈব চোপক্রমেত॥ ৬

তত্র প্রথমমেব কুষ্ঠিনং স্নেহপানবিধানেনোপপাদয়েৎ। মেষশৃঙ্গীশ্বদংষ্ট্রাসার্ঙ্গষ্টাগুড়ূচীদ্বিপঞ্চমূলীসিদ্ধং তৈলং ঘৃতং বা বাতকুষ্ঠিনাং পানাভ্যঙ্গয়োর্বিদধ্যাৎ। ধবাশ্বকর্ণককুভপলাশপিচুমর্দ্দপর্পটকমধুকরোধ্রসমঙ্গাসিদ্ধং সর্পিঃ পিত্তকুষ্ঠিনাম্। পিয়ালশালারগ্বধনিম্বসপ্তপর্ণচিত্রকমরিচবচাকুষ্ঠসিদ্ধং শ্লেষ্মকুষ্ঠিনাম্॥ ৭

ভল্লাতকাভয়াবিড়ঙ্গসিদ্ধং বা সর্ব্বেষাম্। তুবরকতৈলং ভল্লাতকতৈলং বেতি॥ ৮

সপ্তপর্ণারগ্বধাতিবিষাপাঠাকটুরোহিণ্যমৃতাত্রিফলাপটোলপিচুমর্দ্দপর্পটকদুরালভাত্রায়মাণামুস্তাচন্দন-পদ্মক-হরিদ্রোপকুল্যাবিশালামূর্ব্বাশতাবরী-সারিবেন্দ্রযবাটরূষকষড়্গ্রন্থামধুকভূনিম্বগৃষ্টিকা ইতি সমভাগাঃ কল্কঃ স্যাৎ, কল্কাচ্চতুর্গুণং সর্পিঃ প্রক্ষিপ্য তদ্দ্বিগুণো ধাত্রীফলরসস্তচ্চতুর্গুণা আপঃ, তদৈকধ্যং সমালোড্য বিপচেৎ। এতন্মহাতিক্তকং নাম সর্পিঃ কুষ্ঠবিষমজ্বররক্তপিত্তহৃদ্রোগোন্মাদাপস্মারগুল্মপিড়কাসৃগ্দর-গলগণ্ড-গণ্ডমালা-শ্লীপদ-পাণ্ডুরোগ-বিসর্প-ষাণ্ঢ্য-কণ্ডু-পামাদীংশ্চ শময়েদিতি॥ ৯

ত্রিফলাপটোলপিচুমর্দ্দাটরূষককটুরোহিণীদুরালভাত্রায়মাণাপর্পটকাশ্চৈতেষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে প্রক্ষিপ্য পাদাবশেষং কষায়মাদায় কল্কপেষ্যাণীমানি

হয়। অথবা পূর্ব্বকথিত তিক্তরসের সহিত অন্নাদি সেবন করিতে হয়। রোগী মাংসসাত্ম্য হইলে তাহাকে জাঙ্গলমাংস দিবে। কিন্তু মাংসে যেন মেদ না থাকে। আর অভ্যঙ্গার্থে বক্ষ্যমাণ বজ্রক-তৈল ব্যবহার করিবে। উৎসাদনার্থে আরগ্বধাদির কষায় ব্যবহার করিবে। পান, পরিষেক ও অবগাহন প্রভৃতিতে খদির কষায় ব্যবহার করিবে। এইরূপে আহার ও আচার বিধি বর্ণিত হইল। ৪। আর কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বরূপসমূহ দৃষ্ট হইলে উর্দ্ধশোধন ও অধঃশোধন করিবে। কুষ্ঠরোগ ত্বগ্‌গত হইলে শোধন ও আলেপন বিধেয়। রক্তগত হইলে শোধন, আলেপন, কষায়পান ও রক্তসেবন হিতকর। মাংসগত হইলে শোধন, আলেপন, কষায়পান, রক্তসেবন এবং অরিষ্ট ও মন্থের সেবন প্রশস্ত। কুষ্ঠ চতুর্থধাতুগত অর্থাৎ মেদোগত হইলে যদি চিকিৎসা ও চিকিৎসার গুণ হয়, এবং যদি রোগী সংযতস্বভাব ও বিধিপালক হয়, তবে যাপ্য হইতে পারে। ৫। কুষ্ঠরোগে সংশোধন ও রক্তমোক্ষণের পর বক্ষ্যমাণ মহাকুষ্ঠ-চিকিৎসিতোক্ত ভল্লাতকবিধি, শিলাজতুবিধি, গুগ্‌গুলুবিধি, অগুরুবিধি, তুবরকবিধি এবং খদিরবিধি, অসনবিধি ও অয়স্কৃতিবিধি পালন করিতে হয়। পঞ্চমধাতুগত কুষ্ঠের চিকিৎসা নাই। ৬। কুষ্ঠীকে প্রথমেই স্নেহপান-বিধানে চিকিৎসা করিয়া পরে বমনাদি করাইবে। বাতকুষ্ঠীদিগের পান ও অভ্যঙ্গকর্ম্মে মেষশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শার্ঙ্গষ্টা (কুচ), গোলঞ্চ ও দশমূলীর সহিত সিদ্ধ তৈল প্রয়োগ করিবে [মেষশৃঙ্গী—কর্কটশৃঙ্গী ইতি টীকাকার। গয়ীর মতে একপ্রকার পুত্রঞ্জীব]। পিত্তকুষ্ঠীদিগের পান ও অভ্যঙ্গে ধব, অশ্বকর্ণ, ককুভ, পলাশ, নিম্ব, ক্ষেতপাবড়া, যষ্টিমধু, লোধ ও বরাহক্রান্তার সহিত সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মকুষ্ঠীদিগের পান ও অভ্যঙ্গে পিয়াল, শাল, আরগ্বধ, নিম্ব, সপ্তপর্ণ, চিতার মূল, মরিচ, বচ ও কুড়ের সহিত সিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে [অশ্বকর্ণ পূর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ—কর্ণসদৃশ পত্র। ককুভ—সুগন্ধমূল বিটপী। ইতি টীকাকার]। ৭। অথবা সকল কুষ্ঠীর পক্ষেই ভল্লাতক, হরীতকী ও অভয়ার সহিত সিদ্ধ তৈল বা ঘৃত প্রশস্ত [এস্থলে বাতকুষ্ঠীর পক্ষে তৈল ও অন্যান্য কুষ্ঠীর পক্ষে ঘৃত বুঝিতে হইবে]। অথবা সর্ব্বকুষ্ঠীর পক্ষেই তুবরক-তৈল প্রযোজ্য [তুবরক—পশ্চিমসমুদ্র-ভূমিতে প্রসিদ্ধ ইতি টীকাকার]। ৮। অথ মহাতিক্তকঘৃত। সপ্তপর্ণ (ছাতিম-ছাল), আরগ্বধ (সোঁদালের পাতা), আতইচ, আকনাদি, কটুকী, গোলঞ্চ, ত্রিফলা, পল্‌তা, নিম্ব, ক্ষেতপাবড়া, দুরালভা, ত্রায়মাণা, মুস্তা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা (চরক-মতে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), উপকুল্যা (পিপুল ও গজপিপুল), রাখালশসা, মূর্ব্বা (মুগরো বা মূর্গা), শতমূলী, অনন্তমূল, (চরকমতে অনন্তমূল ও শ্যামালতা) ইন্দ্রযব, বাসক, বচ, যষ্টিমধু, চিরতা ও গৃষ্টিকা (চরকমতে উশীর). এই সকল দ্রব্যের কল্ক সমান সমান ভাগে যত, ঘৃত তাহার চতুর্গুণ, আমলকীর রস ঘৃতের দুই গুণ এবং জল ঘৃতের চতুর্গুণ একত্র করিয়া সমালোড়ন করিতে করিতে পাক করিতে থাকিবে। এই মহাতিক্তক নামক ঘৃত কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, উন্মাদ, অপস্মার, গুল্ম, পিড়কা, রক্তপ্রদর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ, পাণ্ডুরোগ, বীসর্প, ষণ্ডতা, কণ্ডু ও পামাদি নষ্ট করিয়া থাকে। ৯। ত্রিফলা, পলতা, নিমছাল, বাসক, কটুকী, দুরালভা, ত্রায়মাণা ও ক্ষেতপাবড়া এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই পল লইয়া এক দ্রোণ জলে পাক করিবে। পাদাবশেষে ক্বাথ গ্রহণ করিয়া তাহাতে এই সকল দ্রব্যের কল্ক প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল পরিমাণে মিলিত করিবে, যথা;—ত্রায়মাণা,

ভেষজাক্তকপালকান ত্রায়মাণামুস্তেন্দ্রযবরক্তচন্দনকিরাততিক্তকান্
পিপ্পল্যশ্চৈতানি ঘৃতপ্রস্থে সমবাপ্য বিপচেৎ। এতৎ তিক্তকং নাম সর্পিঃ কুষ্ঠবিষমজ্বরগুল্মার্শোগ্রহণীদোষশোফ-পাণ্ডুরোগবিসর্পষাণ্ড্যশমনঞ্চেতি ॥ ১০

অতোঽন্যতমেন স্নেহেন স্নিগ্ধস্বিন্নস্যৈকাং দ্বে তিস্রশ্চতস্রঃ পঞ্চ বা শিরা বিধ্যেন্মণ্ডলানি চোৎসন্নান্যবলিখেদভীক্ষ্ণং প্রচ্ছয়েদ্বা। সমুদ্রফেনশাকগোজীকাকোডুম্বরিকাপত্রৈর্বাব-ঘৃষ্যালেপয়েল্লাক্ষাসর্জ্জরস-রসাঞ্জন-প্রপুন্নাড়াবল্গুজতেজোবত্য-শ্বমারকার্কফুটজারেবতমূলকল্কৈর্মূত্রপিষ্টৈঃ পিত্তপিষ্টৈঃ বা স্বর্জ্জিকাতুত্থকাসীসবিড়ঙ্গাগারধূমচিত্রককটুকসুধাহরিদ্রাসৈন্ধব কল্কৈর্বা। এতান্যেবাবাপ্য ক্ষারকল্পেন নিস্রুতে পালাশে ক্ষারে ততো বিপাচ্য ফাণিতমিব সঞ্জাতমবতার্য্য লেপয়েৎ। জ্যোতিষ্কফললাক্ষামরিচপিপ্পলীসুমনঃপত্রৈর্বা হরিতালমনঃ-শিলার্কক্ষীরতিলশিগ্রুমরিচকল্কৈর্বা স্বর্জ্জিকাকুষ্ঠতুত্থকুটজ-চিত্রকবিড়ঙ্গমরিচমনঃশিলাকল্কৈর্বা হরীতকীকরঞ্জিকাবিড়ঙ্গ-সিদ্ধার্থকলবণরোচনাবল্গুজহরিদ্রাকল্কৈর্বা।

মুস্তা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, কিরাততিক্তক (চিরতা) ও পিপুল। অনন্তর এই সকল কাথ ও কল্কের সহিত চারিসের ঘৃত পাক করিবে। ইহাকে তিক্তকঘৃত কহে। ইহা কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণীদোষ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, বীসর্প ও ষণ্ডতা নাশ করে। ১০। উপরি যে সকল ঘৃতের উল্লেখ করা হইল, তাহাদের কোন একটী দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া এক, দুই, তিন, চারি বা পাঁচটী শিরা বিদ্ধ করা উচিত। আর মণ্ডল সকল উন্নত হইলে লেখন করিবে বা সর্ব্বদা প্রচ্ছন করিবে অথবা সমুদ্রফেন এবং শাক, গোজী (শাখোটক) ও কাকডুমুর এই সকলের পাতা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া লাক্ষা, সর্জ্জরস, রসাঞ্জন, প্রপুন্নাড়, সোমরাজী, তেজোবতী (গজপিপুল), কবরীর, আকন্দ, কুড়চী, এবং আরেবত-মূল (আরেবত—কিরমালক ইতি টীকাকার। কিরমালক—সোঁদাল) এই সকলের কল্ক মূত্রপিষ্ট বা গোপিত্তের সহিত পিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা সর্জ্জীক্ষার, তুথ (তুতে), হিরাকস, বিড়ঙ্গ, গৃহধূম, চিতা, কট্‌কী, মনসা, হরিদ্রা ও সৈন্ধবের কল্ক লেপন করিবে। আর পলাশের ক্ষার ক্ষারজল-বিধানে গালিত করিয়া তাহাতে সর্জ্জীক্ষার প্রভৃতির চূর্ণ বত্রিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে এবং পাক করিতে করিতে ফাণিতের ন্যায় ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া প্রলেপ দিবে। অথবা জ্যোতিষ্ক-ফল (কাকমর্দ্দনিকাফল ইতি টীকাকার।) লাক্ষা, মরিচ, পিপুল ও জাতীপত্র এই সকলের কল্ক লেপন করিবে। অথবা হরিতাল, মনছাল, আকন্দের ক্ষীর, তিল, সজিনা ও মরিচের কল্ক লেপন করিবে। অথবা সর্জ্জিকাক্ষার, কুড়, তুঁতে, কুড়চী, চিতা, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও মনছালের কল্ক লেপন করিবে। অথবা হরীতকী, কাঠ-করঞ্জের ছাল, বিড়ঙ্গ, সর্ষপ, সৈন্ধব, রোচনা, সোমরাজী ও

সর্ব্বে কুষ্ঠাপহাঃ সিদ্ধা লেপাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৈশেষিকানতস্তূর্দ্ধং দদ্রুশ্বিত্রেষু মে শৃণু ॥ ১১

লাক্ষা কুষ্ঠং সর্ষপাঃ শ্রীনিকেতং
রাত্রির্ব্যোষং চক্রমর্দ্দস্য বীজম্।
কৃত্বৈকস্থং তক্রপিষ্টঃ প্রলেপো
দদ্রুষুক্তো মূলকাদ্বীজযুক্তঃ ॥
সিন্ধুদ্ভূতং চক্রমর্দ্দস্য বীজ-
মিক্ষুদ্ভূতং কেশরং তার্ক্ষ্যশৈলম্।
পিষ্টো লেপোঽয়ং কপিত্থাম্বুসেন
দদ্রুস্তূর্ণং নাশয়ত্যেষ যোগঃ ॥
হেমক্ষীরী ব্যাধিঘাতঃ শিরীষো
নিম্বঃ সর্জ্জো বৎসকঃ সাজকর্ণঃ।
শীঘ্রং তীব্রা নাশয়ন্তীহ দদ্রুঃ
স্নানালেপোদ্ধর্ষণেষু প্রযুক্তাঃ ॥ ১২
ভদ্রাসংজ্ঞোডুম্বরীমূল তুল্যং
দত্ত্বা মূলং ক্ষোদয়িত্বা মলপূ্ াঃ।
সিদ্ধং তোয়ং পীতমুষ্ণে সুখোষ্ণং
স্ফোটান্ শ্বিত্রে পুণ্ডরীকে চ কুর্য্যাৎ ॥
ভৈপং দগ্ধং চর্ম্ম মাতঙ্গজং বা
ভিন্নে স্ফোটে তৈলযুক্তং প্রলেপঃ।
পূতিঃ কীটো রাজবৃক্ষোদ্ভবেন
ক্ষারেণাক্তঃ শ্বিত্রমেকো নিহন্তি ॥ ১৩

হরিদ্রার কল্ক লেপন করিবে। উপরে যে সাতটী প্রলেপ বলা হইল, তাহারা সমস্তই কুষ্ঠনাশক বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহার পর আমার নিকট দদ্রু ও শ্বিত্রনাশক বৈশেষিক যোগসমূহ শ্রবণ কর। ১১। লাক্ষা, কুড়, সর্ষপ, নবনীত, হরিদ্রা, ত্রিকটু, চক্রমর্দ্দের বীজ ও মূলোর বীজ একত্র তক্রপিষ্ট করিয়া দদ্রুসমূহে প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দবীজ, গুড়, কেশর (বকুলছাল) ও রসাঞ্জন কপিত্থরসে পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে শীঘ্র দদ্রু নষ্ট হয়। স্বর্ণক্ষীরী, ব্যাধিঘাত (সোঁদাল), শিরীষ, নিম্ব, সর্জ্জ (ক্ষুদ্র শাল), কুড়চী এবং অজকর্ণ (বড় শাল) এই সকল দ্রব্য স্নান, আলেপন ও উদ্ধর্ষণে প্রয়োগ করিলে তীব্র দদ্রুও নষ্ট করে। ১২। গোষ্ঠডুমুর (বড় ডুমুর) ও মলপূ (ক্ষুদ্র ডুমুর) ইহাদের মূল সমান সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একপল পরিমাণে ষোলপল জলের সহিত সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্ভাগাবশেষে পান করিবে। এই ক্বাথ সুখোষ্ণ হওয়া উচিত। রোগী তাহা পান করিয়া কটু-তৈলাক্তশরীরে রৌদ্রে অবস্থিতি করিবে। এইরূপ করিলে শ্বিত্র ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠে স্ফোট সকল উৎপন্ন হয়। ঐ সকল স্ফোট ভিন্ন হইলে চিতাবাঘ বা হস্তীর চর্ম্ম দগ্ধ করিয়া তৈলযুক্ত প্রলেপ দিবে [টীকাকার বলেন, বিষাণিকা তৈলযুক্ত প্রলেপ দিবে। বিষাণিকা—মেষশৃঙ্গী]। আর কেবল একপূতি নামক কীট সোঁদালক্ষারের সহিত

কৃষ্ণস্য সর্পস্য মসী সুদগ্ধা
বৈভীতকং তৈলমথ দ্বিতীয়ম্।
এতৎ সমস্তং মৃদিতং প্রলেপাৎ
শ্বিত্রাণি সর্ব্বাণ্যপহন্তি শীঘ্রম্॥
অধ্যর্দ্ধতোয়ে সুমতিস্রুতস্য
ক্ষারস্য কল্কেন তু সপ্তকৃত্বঃ।
তৈলং শৃতং তেন চতুর্গুণেন
শ্বিত্রাপহং ম্রক্ষণমেতদগ্র্যম্॥ ১৪
ঘৃতেন যুক্তং প্রপুনাড়বীজং
কুষ্ঠঞ্চ যষ্টীমধুকঞ্চ পিষ্ট্বা।
শ্বেতায় দদ্যাদ্‌গৃহকুক্কুটায়
চতুর্থভক্তায় বুভুক্ষিতায়॥
তস্মোপসংগৃহ্য চ তৎপুরীষ-
মুৎপাচিতং সর্ব্বত এব লিম্পেৎ।
অভ্যন্তরং মাসমিমং প্রয়োগং
প্রযোজয়েচ্ছিত্রমথো নিহন্তি॥ ১৫
ক্ষারে সুদগ্ধে গজলেণ্ডজে তু গজস্য মূত্রেণ বহুস্রুতে চ।
দ্রোণপ্রমাণে দশভাগযুক্তং দত্ত্বা পচেদ্বীজমবল্গুজস্য॥
এতদ্‌যদা চিক্কণতামুপৈতি তদা সমস্তা গুটিকা বিদধ্যাৎ।
শ্বিত্রং প্রলিম্পেদথ সম্প্রঘৃষ্য তয়া ব্রজোদাশু সবর্ণভাবম্॥ ১৬

মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও শ্বিত্র নষ্ট হয় [পূতিকীট শস্য ভক্ষণ করে। বর্ষাকালে প্রাদুর্ভূত হয়। উহা বিবিধ বর্ণ। ইতি টীকাকার]। ১৩। কৃষ্ণসর্প সুদগ্ধ করিয়া মসী প্রস্তুত করিতে হয়। সেই মসী এক ভাগ এবং বিভীতক-তৈল অপর ভাগ, এই সমস্ত মৃদিত করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বিত্র শীঘ্র নষ্ট হয়। আর কৃষ্ণসর্পের ভস্ম দেড়গুণ জলে ক্ষারবিধানে সাত বার বস্ত্রগালিত করিবে। সেই জল চতুর্গুণ এবং তৈল এক-গুণ একত্র পাক করিবে। এই তৈল একটী শ্বিত্রনাশক উত্তম ম্রক্ষণ। ১৪। চাকুন্দে-বীজ, কুড় ও যষ্টিমধু ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া শ্বেতবর্ণ গৃহ-কুক্কুটকে একদিন ও একবেলা উপবাসের পর দ্বিতীয় দিনরাত্রে ক্ষুধার সময় উদরপূর্ণ খাওয়াইবে। অনন্তর কুক্কুট আহার-পরিপাকের পর যে পুরীষ পরিত্যাগ করিবে, তাহা শ্বিত্রের উপর সর্ব্বত্র লেপন করিবে। আর এই পুরীষ পূর্ব্বোক্ত উডুম্বর-কাথাদির সহিত এক মাস আভ্যন্তর প্রয়োগ করিবে। তাহাতে শ্বিত্র নষ্ট হয়। ১৫। গজবিষ্ঠা উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। সেই ক্ষার গজমূত্রের সহিত বহুবার বস্ত্রগালিত করিবে। আর ঐ জল দ্রোণপ্রমাণ গ্রহণ করিয়া তাহাতে দশম ভাগ সোমরাজীবীজ পাক করিবে। পাক করিতে করিতে চিক্কণতা প্রাপ্ত হইলে সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর শ্বিত্রে সম্যক্‌রূপে ঘর্ষণ করিয়া ঐ গুটিকার প্রলেপ দিবে। তাহাতে শ্বিত্র আশু সবর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। ১৬। আম্র

কষায়কল্কেন সুভাবিতাস্তু
দলত্বচং চূতহরীতকীনাম্।
তাং তাম্রদীপে প্রণিধায় ধীমান্
বর্ত্তিং বটক্ষীরসুভাবিতাস্তু॥
আদীপ্য তজ্জাতমসীং গৃহীত্বা
তাঞ্চাপি পথ্যাম্ভসি ভাবয়িত্বা।
সংম্রক্ষিতং তদ্বহুশঃ কিলাশং
তৈলেন সিক্তং কটুনা প্রযাতি॥ ১৭
আবল্গুজং বীজমগ্র্যং নদীজং
কাকাহ্বানোডুম্বরী যা চ লাক্ষা।
লৌহং চূর্ণং মাগধীতার্ক্ষ্যশৈলং
তুল্যাঃ কার্য্যাঃ কৃষ্ণবর্ণাস্তিলাশ্চ॥
বর্ত্তিং কৃত্বা তাং গবাং পিত্তপিষ্টাং
লেপঃ কার্য্যঃ শ্বিত্রিণাং শ্বিত্রহারী।
লেপাৎ পিত্তং শৈখিনং শ্বিত্রহারি
হ্রীবেরং বা দগ্ধমেতেন যুক্তম্॥ ১৮
তুত্থালকটুকাব্যোষ-সিংহার্কহয়মারকাঃ।
কুষ্ঠাবল্গুজভল্লাত-ক্ষীরিণীসর্ষপাঃ স্নুহী॥
তিল্বকারিষ্টপীলূনাং পত্রাণ্যারগ্বধস্য বা।
বীজং বিড়ঙ্গাশ্বহন্ত্রোর্হরিদ্রে বৃহতীদ্বয়ম্॥
আভ্যাং শ্বিত্রাণি যোগাভ্যাং লেপান্নশ্যন্ত্যশেষতঃ॥ ১৯
বায়সী ফল্গুতিক্তানাং শতং দত্ত্বা পৃথক্ পৃথক্।
দ্বে লোহরজসঃ প্রস্থে ত্রিফলা ত্র্যাঢ়কং তথা॥

এবং হরীতকীর পত্র ও ত্বক্ ক্কাথবিধানে পাক করিয়া তাহাতে পিচুবর্ত্তি উত্তমরূপে ভাবিত করিবে। অনন্তর সেই পিচুবর্ত্তি কটুতৈলে সিক্ত করিয়া তাম্রময় প্রদীপে স্থাপন করিবে এবং তাহা দীপ্ত করিয়া যে মসী প্রস্তুত হইবে, তাহাই আবার হরীতকীর ক্কাথে ভাবিত করিতে হইবে। এই মসী কটুতৈলে সিক্ত করিয়া বহুবার কিলাসে ম্রক্ষণ করিলে কিলাস নষ্ট হয়। ১৭। সোমরাজী-বীজ, উৎকৃষ্ট মাক্ষিকধাতু, কাকডুমুর ও লাক্ষা, অথবা লৌহচূর্ণ, পিপুল, রসাঞ্জন ও কৃষ্ণবর্ণ তিল সমান সমান ভাগে মিশ্রিত ও গোপিত্তের সহিত পিষ্ট করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তির লেপ দিলে শ্বিত্ররোগীদিগের শ্বিত্র নষ্ট হয়। এইরূপ ময়ূরপিত্তের লেপ দিলে বা বালা দগ্ধ করিয়া ময়ূরপিত্তের সহিত লেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়। ১৮। তুল্যপরিমাণে তুঁতে, হরিতাল, কটুকী, ত্রিকটু, রক্তসজিনা, আকন্দক্ষীর অথবা করবীর, কুড়, সোমরাজী, ভেলা, ক্ষীরিণী (অর্কপুষ্প), শ্বেতসর্ষপ ও মনসাক্ষীর অথবা তিল্বক (লোধ), অরিষ্ট (নিম্ব) ও পীলুর পত্র বা আরগ্বধের পত্র অথবা বিড়ঙ্গ, করবীরবীজ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, কণ্টিকারী ও বৃহতী এই শ্লোকদ্বয়োক্ত যোগসমূহ দ্বারা শ্বিত্র সকল নিঃশেষে প্রশমিত হয়। ১৯। কাকমাচী, কাকডুমুর ও কটুকী প্রত্যেকে একশত পল (মূলের পাঠ

ত্রিদ্রোণেঽপাং পচেদ্‌যাবদ্ভাগো দ্বাবসনাদপি।
শিষ্টঞ্চ বিপচেদ্‌ভূয় এভিঃ শ্লক্ষ্ণপ্রপেষিতৈঃ।
কল্কৈরিন্দ্রযবব্যোষ-ত্বগ্‌দারুচতুরঙ্গুলৈঃ॥
পারাবতপদীদন্তী-বাকুচীকেশরাহ্বয়ৈঃ।
কণ্টকার্য্যা চ তৎপক্বং ঘৃতং কুষ্ঠিষু যোজয়েৎ॥
দোষধাত্বাশ্রিতং পানাদভ্যঙ্গাৎ ত্বগ্‌গতং তথা।
অপ্যসাধ্যং নৃণাং কুষ্ঠং নাম্না নীলং নিযচ্ছতি॥ ২০
ত্রিফলাত্বক্‌ ত্রিকটুকা সুরসা মদয়ন্তিকা।
বায়স্যারগ্বধানাঞ্চ তুলাং কুর্য্যাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌।
কাকমাচ্যর্কবরুণ-দন্তীকুটজচিত্রকান্‌।
দার্ব্বীং নিদিগ্ধিকাভ্যাস্ত পৃথগ্‌দশপলং তথা॥
ত্রিদ্রোণেঽপাং পচেদ্‌যাবৎ ষট্‌প্রস্থং পরিশেষিতম্‌।
শকৃদ্রসদধিক্ষীরং মূত্রাণাং পৃথগাঢ়কম্‌॥
তদ্বদ্‌ঘৃতস্য তৎ সাধ্যং ভূনিম্বব্যোষচিত্রকৈঃ।
করঞ্জফলনীলিকা-শ্যামাবল্গুজপীলুভিঃ॥
নীলিনীনিম্বকুসুমৈঃ সিদ্ধং কুষ্ঠাপহং ঘৃতম্‌।

এক এক ‘শত’। টীকাকার শত শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু ২১ প্রকরণের টীকায় দেখা যায়, কাকমাচী প্রভৃতির শতপল গ্রাহ্য); সূক্ষ্ম লৌহচূর্ণ বা লৌহভস্ম দুই প্রস্থ, ত্রিফলা সর্ব্বসমেত এক আঢ়ক এবং অসন (বীজসার—পিয়াসাল) দুই আঢ়ক তিন দ্রোণ (দ্রব্যের দ্বৈগুণ্য হেতু ছয় দ্রোণ) জলে সিদ্ধ করিয়া, অষ্টম-ভাগাবশেষে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। আর এই সকল কল্ক-দ্রব্য সূক্ষ্ম পিষ্ট করিয়া, তাহাতে নিক্ষেপ করিবে;—ইন্দ্রযব, ত্রিকটু, দারুচিনি, দেবদারু, সোঁদালের পাতা, পারাবতপদী (হংসপদীবিশেষ। হংসপদী—গোয়ালে লতা), দন্তী, সোমরাজী, কেশর (বকুলছাল) ও কণ্টকারী। এই সকল দ্রব্যের সহিত পক্ব ঘৃত কুষ্ঠীদিগের পানে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করিলে দোষাশ্রিত (অর্থাৎ বাত-পিত্ত-কফাশ্রিত), ধাত্বাশ্রিত ও ত্বগ্‌গত, এমন কি নীল নামক অসাধ্য কুষ্ঠও নষ্ট হয়। ২০। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, ত্রিকটু, সুরসা (তুলসী), মদয়ন্তিকা (মেদী), বায়সী (কাকমাচী), ও সোঁদালপাতা পৃথক্‌ পৃথক্‌ এক তুলা (সাড়ে বার সের); কাকমাচী, আকন্দ, বরুণ, দন্তী, কুড়চী, চিতার মূল, দারুহরিদ্রা ও কণ্টিকারী পৃথক্‌ পৃথক্‌ দশ পল তিন দ্রোণ (দ্বৈগুণ্যহেতু ছয় দ্রোণ) জলে সিদ্ধ করিবে এবং চব্বিশ সের থাকিতে নামাইবে। অনন্তর তাহাতে গোময়রস-ষোল সের, দধি ষোল সের, দুগ্ধ ষোল সের, গোমূত্র ষোল সের এবং ভূনিম্বাদি কল্ক-দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া, ষোল সের ঘৃত পাক করিবে। ভূনিম্বাদি কল্কদ্রব্য যথা;—চিরতা, ত্রিকটু, চিতা, করঞ্জফল, নীলিকা (নীল নিসিন্দা ইতি কেচিৎ), শ্যামা ত্রিবৃৎ, সোমরাজী, পীলু, নীলিনী (নীলু গাছ) ও নিমের ফুল। এই ঘৃত কুষ্ঠনাশক ও দৃষ্টফল।

ম্রক্ষণাদঙ্গসাবর্ণ্যং শ্বিত্রিণাং জনয়েন্নৃণাম্‌॥
ভগন্দরং কৃমীনর্শো মহানীলং নিযচ্ছতি॥ ২১
মূত্রং গব্যং চিত্রকব্যোষযুক্তং
সর্পিঃকুম্ভে ক্ষৌদ্রযুক্তং স্থিতং হি।
পক্ষাদূর্দ্ধং শ্বিত্রিভিঃ পেয়মেতৎ
কুর্য্যাচ্চাস্মিন্‌ কুষ্ঠদিষ্টং বিধানম্‌॥ ২২
পূতীকার্কস্নুঙ্নরেন্দ্রদ্রুমাণাং
মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ।
লেপঃ শ্বিত্রং হন্তি দদ্রুব্রণাংশ্চ
দুষ্টার্শাংস্যেব নাড়ীব্রণাংশ্চ॥ ২৩
অস্মাদূর্দ্ধে নিঃস্রুতে দুষ্টরক্তে
জাতপ্রাণং সর্পিষা স্নেহয়িত্বা।
তীক্ষ্ণৈর্যোগৈশ্ছর্দ্দয়িত্বা প্রগাঢ়ং
পশ্চাদ্দোষং নির্হরেচ্চাপ্রমত্তঃ॥ ২৪
দুর্ব্বান্তো বা দুর্ব্বিরিক্তোঽথ বা স্যাৎ
কুষ্ঠী দোষৈরুদ্ধতৈর্ব্যাপ্তদেহঃ।
নিঃসন্দিগ্ধং যাত্যসাধ্যত্বমাশু
তস্মাৎ কৃৎস্নান্‌ নির্হরেৎ তস্য দোষান্‌॥ ২৫
পক্ষাৎ পক্ষাচ্ছর্দ্দনান্যভ্যুপেয়া-
ন্মাসান্মাসাৎ স্রংসনঞ্চাপি দেয়ম্‌।
স্রাব্যং রক্তং বৎসরে হি দ্বিরল্পং
নস্যং দদ্যাচ্চ ত্রিরাত্রাৎ ত্রিরাত্রাৎ॥ ২৬

ইহা ম্রক্ষণ করিলে, শ্বিত্রিত অঙ্গ পার্শ্ববর্ত্তী অঙ্গের সমানবর্ণ হয়। ইহা ভগন্দর, কৃমি ও অর্শ নাশ করে। ইহার নাম মহানীল ঘৃত। ২১। গব্যমূত্র, চিতা, ত্রিকটু ও মধু সমান সমান ভাগে ঘৃতকুম্ভে (ঘৃতলিপ্ত কুম্ভে) এক পক্ষের অধিক কাল স্থাপন করিবে। এই ঘৃত পান ও কুষ্ঠোক্ত পথ্য সকল পান করিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়। ২২। পূতীক (নাটাকরঞ্জ), আকন্দ, মনসা, সোঁদাল ও জাতী এই সকলের পল্লব গোমূত্রে পেষণ করিয়া লেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয় এবং দদ্রু, ব্রণ, দুষ্ট অর্শ ও নাড়ীব্রণ নষ্ট হইয়া থাকে। ২৩। এই সকল চিকিৎসায় কুষ্ঠ প্রশমিত না হইলে, দুষ্ট রক্তের স্রাব করিবে। অনন্তর রোগী বলবান্‌ হইলে, তাহাকে ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে তীক্ষ্ণ বমন-যোগসমূহ প্রয়োগপূর্ব্বক প্রগাঢ়রূপে বমন করাইয়া পশ্চাৎ বিরেচন প্রয়োগপূর্ব্বক সাবধানে দোষনির্হরণ করিবে। ২৪। কুষ্ঠী দুর্ব্বান্ত বা দুর্ব্বিরিক্ত হইলে দোষ সকল উদ্ধত হইয়া, দেহ ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। অতএব কুষ্ঠরোগীর দোষ সকল সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত করিবে। ২৫। কুষ্ঠীকে পক্ষান্তর বমন ও মাসান্তর স্রংসন (যে বিরেচন পক্ব ও অপক্ব মল উভয়ই নিঃসরণ করে, তাহাকে স্রংসন বলে) দিবে। বৎসরে দুই বার করিয়া অল্প অল্প রক্তমোক্ষণ করিবে। আর তিন তিন দিন অন্তর নস্য দিবে। ২৬। হরীতকী, ত্রিকটু

পথ্যাব্যোষং সেক্ষুজাতং সতৈলং
লীঢ়া শীঘ্রং মুচ্যতে কুষ্ঠরোগাৎ।
ধাত্রীপথ্যাক্ষোপকুল্যাবিড়ঙ্গান্
ক্ষৌদ্রাজ্যাভ্যামেকতো বাবলিহ্যাৎ॥
পীত্বা মাসং বা পলাংশাং হরিদ্রাং
মূত্রেণান্তং পাপরোগস্য গচ্ছেৎ।
এবং পেয়শ্চিত্রকঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টঃ
পিপ্পল্যো বা পূর্ব্ববন্মূত্রযুক্তাঃ॥ ২৭
তদ্বৎ তার্ক্ষ্যং মাসমাত্রঞ্চ পেয়ং
তেনাজস্রং দেহমালেপয়েচ্চ॥ ২৮
আরিষ্টত্বক্ সপ্তপর্ণী চ তুল্যা
লাক্ষা মুস্তং পঞ্চমূল্যৌ হরিদ্রে।
মঞ্জিষ্ঠাক্ষৌ বাসকো দেবদারু
পথ্যাবহ্নী ব্যোষধাত্রী বিড়ঙ্গম্।
সামান্যাংশং যোজয়িত্বা বিড়ঙ্গৈ-
শ্চূর্ণং কৃত্বা তৎ পলোন্মানমশ্নন্।
কুষ্ঠাজ্জন্তুর্মুচ্যতে ত্রৈফলং বা
সর্পির্দ্রোণং ব্যোষযুক্তঞ্চ যুঞ্জন্॥ ২৯
গোমূত্রাম্বুদ্রোণসিদ্ধেহক্ষপীড়ে
সিদ্ধং সর্পির্নাশয়েচ্চাপি কুষ্ঠম্।
আরগ্বধে সপ্তপর্ণে পটোলে
সবৃক্ষকে নক্তমালে সনিম্বে।
জীর্ণং পক্বং তদ্ধরিদ্রাদ্বয়েন
হন্ত্যাৎ কুষ্ঠং মুষ্ককে চাপি সর্পিঃ॥ ৩০
রোধ্রারিষ্টং পদ্মকং রক্তসারঃ
সপ্তাহ্বাক্ষৌ বৃক্ষকো বীজকশ্চ।
যোজ্যাঃ স্নানে দহ্যমানস্য জন্তোঃ
পেয়া বা স্যাৎ ক্ষৌদ্রযুক্তা ত্রিভণ্ডী॥ ৩১
খাদেৎ কুষ্ঠী মাংসপাতে পুরাণান্-
মুদ্গান্ সিদ্ধান্ নিম্বতোয়ে সতৈলান্।
নিম্বক্বাথং জাতসত্ত্বঃ পিবেদ্বা
ক্বাথং বার্কালর্কসপ্তচ্ছদানাম্।
জন্মেষভ্রেষশ্বমারস্য মূলং
লেপো যুক্তঃ স্যাদ্বিড়ঙ্গৈঃ সমূত্রৈঃ।
মূত্রৈশ্চৈনং সেচয়েদ্ভোজয়েচ্চ
সর্ব্বাহারান্ সংপ্রযুক্তান্ বিড়ঙ্গৈঃ॥ ৩২
কারঞ্জং বা সার্ষপং বা ক্ষতেষু
ক্ষেপ্যং তৈলং শিগ্রুকোশাম্রয়োর্বা।
পক্বং সর্ব্বৈর্বা কটূষ্ণৈঃ সতিক্তৈঃ
শেষঞ্চ স্যাদ্দুষ্টবৎ সংবিধানম্॥ ৩৩
সপ্তপর্ণকরঞ্জার্ক-মালতীকরবীরজম্।
স্নুহীশিরীষয়োর্মূলং চিত্রকাস্ফোতয়োরপি॥
বিষলাঙ্গলবজ্রাখ্য কাসীসালমনঃশিলাঃ।

এবং গুড় তৈলের সহিত লেহন করিলে শীঘ্র কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হয়। অথবা আমলকী, হরীতকী, বিভীতকী, পিপুল ও বিড়ঙ্গ মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহন করিবে। অথবা গোমূত্রের সহিত দুই তোলা হরিদ্রা এক মাস সেবন করিলেও কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপ চিতা সূক্ষ্ম পিষ্ট করিয়া সেবন করিতে হয়। অথবা পিপুল সকল পেষণ করিয়া গোমূত্রযোগে সেবন করিতে হয়। ২৭। সেইরূপ কেবল রসাঞ্জন একমাস মাত্র সেবন ও দেহে লেপন করিবে। [ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া এক পল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অভ্যাস করিবে এবং একমাস সেবন করিবে]। ২৮। এইরূপ নিমছাল, ছাতিমছাল, লাক্ষা, মুথা, পঞ্চমূলী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, বহেড়া, বাসকছাল, দেবদারু, হরীতকী, চিতার মূল, ত্রিকটু ও আমলকী এক এক ভাগ ও বিড়ঙ্গ দুই ভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপূর্ব্বক একমাস এক পল পরিমাণে সেবন করিবে। তাহাতে কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২৯। গোমূত্র ও জল সমভাগে এক দ্রোণ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত ধবতিক্তার কল্ক মিশ্রিত করিবে ও ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত কুষ্ঠনাশক। এইরূপ সোঁদাল-পাতা, ছাতিমছাল, পলতা, কুড়চী, নাটাকরঞ্জ ও নিমছালের কল্কের সহিত পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া কুষ্ঠে প্রয়োগ করা যায় [এই সকল কল্ক স্বতন্ত্র বা একত্র গ্রহণ করিয়া গোমূত্র-যোগে পাক করা যাইতে পারে]। এইরূপ হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কল্ক বা মুষ্ককাদি কল্কের সহিত ঘৃত পাক করা যাইতে পারে। ৩০। পিত্তকুষ্ঠীর অতিশয় দাহ হয়। এই জন্য তাহাকে লোধ নিম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তসার (রক্তচন্দন), ছাতিমছাল, অক্ষ (বিভীতক), কুড়চী ও বীজক এই সকল বৃক্ষের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে রোগীকে স্নান করাইবে। অথবা মধুর সহিত তেউড়ীর ক্বাথ পান করাইবে। ৩১। মাংস খসিয়া পড়িতে থাকিলে কুষ্ঠী নিম্বজলে তৈলের সহিত মুগ সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে থাকিবে। কুষ্ঠে কৃমি জন্মিলেও সেই মুগ সেবন করিবে অথবা নিমের ক্বাথ পান করিবে। অথবা অর্ক (আকন্দ), অলর্ক (শ্বেত আকন্দ) ও ছাতিম-ছালের ক্বাথ পান করিবে। কুষ্ঠীর অঙ্গ সকল কৃমিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে থাকিলে করবীর-মূল বিড়ঙ্গ ও গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। আর ইহার শরীরে—গোমূত্র সেচন করিতে থাকিবে। আর ইহার সমস্ত আহার বিড়ঙ্গযুক্ত করিয়া দিবে। ৩২। কুষ্ঠের ক্ষতসমূহে করঞ্জ-তৈল বা সর্ষপতৈল বা সজিনাবীজ বা কোশাম্রের তৈল লেপন করিবে। অথবা ঐ সকল তৈল সর্ব্বপ্রকার কটু, উষ্ণ ও তিক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠের অন্যান্য প্রতিকার দুষ্ট ব্রণের ন্যায়। ৩৩। ছাতিম, নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, জাতী ও করবীরের মূল; মনসা ও শিরীষের মূল; চিতা ও অনন্তমূল; বিষলাঙ্গলীর মূল, ত্রিশিরা মনসার মূল, হিরাকস, হরিতাল ও মনঃশিলা,

করঞ্জবীজং ত্রিকটু ত্রিফলাং রজনীদ্বয়ম্।
সিদ্ধার্থকান্ বিড়ঙ্গানি প্রপুন্নাড়ক সংহরেৎ॥
মূত্রপিষ্টৈঃ পচেদেভিস্তৈলং কুষ্ঠবিনাশনম্।
এতদ্বজ্রকমভ্যঙ্গান্নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥ ৩৪
সিদ্ধার্থককরঞ্জৌ দ্বৌ দ্বে হরিদ্রে রসাঞ্জনম্।
কুটজশ্চ প্রপুন্নাড়সপ্তপর্ণৌ মৃগাদনী॥
লাক্ষাসর্জ্জরসোঽর্কশ্চ সাস্ফোতারগ্বধৌ স্নুহী।
শিরীষস্তুবরাখ্যস্ত কুটজারুষ্করৌ বচা॥
কুষ্ঠং কৃমিঘ্নং মঞ্জিষ্ঠা লাঙ্গলী চিত্রকং তথা।
মালতী কটুতুম্বী চ গন্ধাহ্বা মূলকং তথা॥
সৈন্ধবং করবীরঞ্চ গৃহধূমং বিষং তথা।
কম্পিল্লকং সসিন্দূরং তেজোহ্বাতুথকাহ্বয়ে॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি কল্কপেষ্যাণি কারয়েৎ।
গোমূত্রং দ্বিগুণং দদ্যাৎ তিলতৈলাচ্চতুর্গুণম্॥
কারঞ্জং বা মহাবীর্য্যং সার্ষপং বা মহাগুণম্।
অভ্যঙ্গাৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি গণ্ডমালাভগন্দরান্॥
নাড়ীদুষ্টব্রণান্ ঘোরান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
মহাবজ্রকমিত্যেতন্নাম্না তৈলং মহাগুণম্॥ ৩৫
পিত্তাবাপৈর্মূত্রপিষ্টৈস্তৈলং লাক্ষাদিকৈঃ কৃতম্।
সপ্তাহং কটুকালাব্বাং নিদধীত চিকিৎসকঃ॥

ডহরকরঞ্জার বীজ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ ও চাকুন্দে-বীজ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কল্ক করিবে এবং উহার সহিত সর্ষপ-তৈল বা তিলতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই তৈল কুষ্ঠনাশক। ইহার নাম বজ্রকতৈল। ইহা অভ্যঙ্গ করিলে নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ নষ্ট হয়। ৩৪। সর্ষপ, ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, কুড়চী, চাকুন্দে-বীজ, ছাতিম, রাখালশসা, লাক্ষা, ধুনা, আকন্দ, আস্ফোতা (হাপরমালী বা অনন্তমূল), আরগ্বধ, মনসা, শিরীষ, তুবর (সুরাষ্ট্রদেশজা আঢ়কী), কুড়চী, ভেলা, কুড়, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, বিষলাঙ্গলী, চিতা, জাতী, কটুতুম্বী, গন্ধক, মূলক, সৈন্ধব, করবীর, গৃহধূম, বিষ, কমলাগুড়ি, সিন্দূর, তেজোহ্বা (তেজোবতী। কেহ বলেন চই, কেহ বলেন তেজবল) ও তুঁতে এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া কল্ক করিবে এবং তাহাতে তিল-তৈলের দ্বিগুণ গোমূত্র, তিল-তৈল এবং তিল-তৈলের চতুর্গুণ মহাবীর্য্য করঞ্জতৈল বা মহাগুণ সার্ষপতৈল যোগ করিয়া পাক করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ ও ঘোর দুষ্টব্রণ নিশ্চয় নষ্ট হয়। ইহার নাম মহাবজ্রকতৈল। ইহা মহাগুণ। ৩৫। কুষ্ঠশোধনার্থ তৈল চারি সের, গোমূত্র ষোল সের এবং লাক্ষাদি গণের (অর্থাৎ ৩৪ প্রকরণোক্ত লাক্ষা, ধুনা, রসাঞ্জন প্রভৃতির) কল্ক গোপিত্ত প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে এবং সেই তৈল এক সপ্তাহ কটুতুম্বীর মধ্যে স্থাপন করিবে। এই তৈল

পীতবন্তং ততো মাত্রাং তেনাভ্যক্তঞ্চ মানবম্।
শোষয়েদাতপে তস্য দোষা গচ্ছন্তি সর্ব্বশঃ॥
হৃতদোষং সমুত্থাপ্য স্নাতং খদিরবারিণা।
যবাগূং পায়য়েদেনং সাধিতাং খদিরাম্বুনা॥
এবং সংশোধনে বর্গে কুষ্ঠঘ্নেষৌষধেষু চ।
কুর্য্যাৎ তৈলানি সর্পীংষি প্রদেহোদ্বর্ত্তনানি চ॥
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত যোগান্ বৈরেচনান্ শুভান্।
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ বা যৈরুত্থানং ন গচ্ছতি॥
কারভং বা পিবেন্মূত্রং জীর্ণং তৎ ক্ষীরভোজনম্।
জাতসত্ত্বানি কুষ্ঠানি মাসৈঃ ষড়ভিরপোহতি॥ ৩৬
দিদৃক্ষুরন্তং কুষ্ঠস্য খদিরং কুষ্ঠপীড়িতঃ।
সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত স্নানপানাশনাদিষু॥
যথা হন্তি প্রবৃদ্ধত্বাৎ কুষ্ঠমাতুরমোজসা।
তথা হন্ত্যপযুক্তস্ত খদিরঃ কুষ্ঠমোজসা॥ ৩৭
নীচরোমনখোঽশ্রান্তো হিতাশ্যৌষধতৎপরঃ।
যোষিন্মাংসসুরাবর্জ্জী কুষ্ঠী কুষ্ঠমপোহতি॥ ৩৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে কুষ্ঠ-চিকিৎসিতং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

মাত্রানুসারে পান করিতে হয় আর অভ্যঙ্গ করিয়া শোষণ না হওয়া পর্য্যন্ত রৌদ্রে থাকিতে হয়। তাহা হইলে সমস্ত দোষ অপগত হইয়া থাকে। এইরূপে দোষের অপগম হইলে রোগীকে উত্থিত করিয়া খদিরবারি যোগে স্নান করাইতে হয়। পরে খদিরকাষ্ঠের কাথে যবাগূ সিদ্ধ করিয়া পান করাইতে হয়। এইরূপ অন্যান্য সংশোধন গণের এবং কুষ্ঠনাশক ঔষধসমূহের সহিত তৈলসমূহ ও ঘৃতসমূহ পাক করিয়া প্রদেহ ও উদ্বর্ত্তন করিতে হয়। আর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে শুভ (অমুৎকট) বিরেচন যোগসমূহ সেবন করিতে হয়। এক এক প্রকার বিরেচন-যোগ পাঁচ, ছয়, সাত বা আট দিন পান করিলে আর উত্থান (মলভেদ) হইতে পারে না। অথবা প্রাতঃ প্রাতঃ উষ্ট্রীর মূত্র পান করিয়া তাহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ভোজন করিতে হয়। তাহা হইলে জাতকৃমি কুষ্ঠ সকল ছয় মাসে নষ্ট হয়। ৩৬। যে কুষ্ঠী কুষ্ঠের অন্ত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি খদির সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহার করিবেন। খদিরজলে স্নান, খদিরজল পান ও অন্নাদিতে খদির ব্যবহার করিবেন। যেমন কুষ্ঠ প্রবৃদ্ধ হইলে রোগীকে বলপূর্ব্বক সংহার করে, সেইরূপ খদির ক্রমশঃ বৃদ্ধিপূর্ব্বক সেবন করিলে বলপূর্ব্বক কুষ্ঠ সংহার হয়। ৩৭। কুষ্ঠরোগী রোম ও নখ যথাসময়ে কর্ত্তন করিবেন। অবিশ্রান্ত হইয়া পথ্য ভোজন করিবেন। ঔষধ-সেবনে তৎপর থাকিবেন। যোষিৎ, মাংস ও সুরা বর্জ্জন করিবেন। এইরূপ নিয়মে থাকিলে কুষ্ঠ অবশ্যই নষ্ট হয়। [ত্রয়োদশ অধ্যায়—মধুমেহ-চিকিৎসিত ৮ প্রঃ দেখ]। ৩৮।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহাকুষ্ঠচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

কুষ্ঠেষু মেহেষু কফাময়েষু সর্ব্বাঙ্গশোফেষু চ দারুণেষু। কৃশত্বমিচ্ছৎসু চ মেদুরেষু যোগানিমানগ্র্যমতির্বিদধ্যাৎ ॥ ২

ক্ষুণ্ণান্ যবান্ নিঃপূতান্ রাত্রৌ গোমূত্রপর্য্যুষিতান্ মহতি কিলিঞ্জে শোষয়েৎ, এবং সপ্তরাত্রং ভাবয়েৎ শোষয়েচ্চ। ততস্তান্ কপালভৃষ্টান্ শক্তূন কারয়িত্বা প্রাতঃ প্রাতরেব কুষ্ঠিনং প্রমেহিণং বা শালসারাদিকষায়েণ কণ্টকিবৃক্ষ-কষায়েণ বা পায়য়েত ভল্লাতকপ্রপুন্নাড়াবল্গুজার্কচিত্রক-বিড়ঙ্গমুস্তচূর্ণচতুর্ভাগযুক্তান। এবমেব শালসারাদিকষায়-পরিপীতানামারগ্বধাদিকষায়পরিপীতানাং বা গোশকৃদ্গতানাং বা যবানাং শক্তূন কারয়িত্বা ভল্লাতকাদীনাং চূর্ণান্যাবাপ্য খদিরাসননিম্বরাজবৃক্ষরোহিতকগুড়ূচীনামন্যতমস্য কষায়েণ শর্করামধুমধুরেণ দ্রাক্ষাযুক্তেন দাড়িমবেতসাম্লেন সৈন্ধব-লবণান্বিতেন পায়য়েৎ। এষ সর্ব্বমন্থকল্পঃ ॥ ৩

যাবকাংশ্চ ভক্ষ্যান্ ধানাল্লুঞ্চককুল্মাষাপূপপূর্ণকোশোৎ-কারিকাশস্কুলিকাকুণাবীকোণালিপ্রভৃতীন্ সেবেত ॥ ৪

যববিধানেন গোধূমবেণুযবানুপযুঞ্জীত ॥ ৫

অরিষ্টানতো বক্ষ্যামঃ। পূতীকচব্যচিত্রকসুরদারু-সারিবাদন্তীত্রিকটুকানাং প্রত্যেকং ষট্পলিকা ভাগা বদরকুড়বস্ত্রিফলাকুড়ব ইত্যেতেষাং চূর্ণানি; ততঃ পিপ্পলীমধু-ঘৃতৈরন্তঃপ্রলিপ্তে ঘৃতভাজনে প্রাক্‌কৃতসংস্কারে সপ্তোদক-কুড়বানয়োরজোঽর্দ্ধকুড়বমর্দ্ধতুলাঞ্চ গুড়স্যাভিহিতানি চূর্ণান্যাবাপ্য স্বনুগুপ্তং কৃত্বা যবপল্লে সপ্তরাত্রং বাসয়েৎ, ততো যথাবলমুপযুঞ্জীত। এষোঽরিষ্টঃ কুষ্ঠমেহমেদঃপাণ্ডু-রোগশ্বয়থুনপহন্তি। এবং শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্ব-ধাদৌ বারিষ্টান্ কুর্ব্বীত ॥ ৬

আসবানতো বক্ষ্যামঃ। পলাশভস্মপরিস্রুতস্যোষ্ণো-দকস্য শীতীভূতস্য ত্রয়ো ভাগাঃ, দ্বৌ ফাণিতস্য, একধ্যমরিষ্ট-কল্পেন বিদধ্যাৎ। এবং তিলাদীনাং ক্ষারেষু শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্বধাদৌ মূত্রেষু চাসবান্ বিদধ্যাৎ ॥ ৭

অথ সুরা বক্ষ্যামঃ। শিংশপাখদিরয়োঃ সারমাদায়

দশম অধ্যায়।

মহাকুষ্ঠ।

অনন্তর আমরা মহাকুষ্ঠচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। কুষ্ঠসমূহ, মেহসমূহ, কফরোগসমূহ ও সর্ব্বাঙ্গশোথসমূহ কঠিন হইয়া উঠিলে এবং মেদস্বী ব্যক্তিগণ কৃশত্ব ইচ্ছা করিলে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য এই সকল যোগ প্রয়োগ করিবেন। ২। যব সকল ক্ষুণ্ণ (থেঁতো) করিয়া, রাত্রিতে ভাবনা দিবে। আর দিবসে ঝুঁড়িতে রাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপ সপ্তরাত্র ভাবনা দিবে ও শুষ্ক করিবে। অনন্তর সেই সকল যব খোলায় ভাজিয়া ছাতু করিবে এবং শালসারাদি গণের কষায়ের সহিত বা কণ্টকীবৃক্ষগণের (অর্থাৎ খদির, বদর, অরিমেদ, মনসা প্রভৃতির) কষায়ের সহিত কুষ্ঠী বা প্রমেহীকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভোজন করাইবে। আর সেই ছাতুর সহিত ভেলা, চাকুন্দে-বীজ, সোমরাজীবীজ, আকন্দমূল, চিতা, বিড়ঙ্গ ও মুথার চূর্ণ সমুদায়ে চতুর্থভাগ পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যব সকল শালসারাদি গণের কষায়ে বা আরগ্বধাদি গণের কষায়ে ভাবিত করিয়া শক্তু প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অথবা গাভীকে উদরপূর্ণ যব ভক্ষণ করাইলে তাহার বিষ্ঠার সহিত যব সকল পতিত হইতে পারে; তাহা হইতেও শক্তু প্রস্তুত করা যায়। এই সকল শক্তুর সহিত পূর্ব্বোক্ত ভল্লাতক প্রভৃতির চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিতে হয়। আর এই সকল শক্তু খদির, অসন, নিম্ব, আরগ্বধ, রোহীতক বা গুড়ূচীর কষায়ের সহিত পান করিতে হয় আর শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া মধুর করিতে হয় আর দ্রাক্ষাসংযুক্ত এবং দাড়িম ও অম্লবেতস যোগে অম্লী-কৃত করিতে হয় আর সৈন্ধব লবণের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার মন্থকল্প ব্যাখ্যা করা হইল। ৩।

আর যবকৃত ভক্ষ্যের ধানা, উল্লুঞ্চক, কুল্মাষ, অপূপ, পূর্ণ-কোশ, উৎকারিকা, শস্কুলিকা, কুণাবী ও কোণালী প্রভৃতি কল্পনা করিয়া সেবন করিতে হয় [ধানা অর্থাৎ শুষ্ক ভৃষ্ট-যব। উল্লুঞ্চক অর্থাৎ সরস ভৃষ্টযব। অপূপ অর্থাৎ স্থূল পিষ্টক। পূর্ণকোষ অর্থাৎ পুলী প্রভৃতি। কুণাবী অর্থাৎ যবপর্পটী]। ৪। যবের প্রণালীতে গোধূম ও বেণুযবের নানা প্রকার খাদ্য কল্পনা করিয়া সেবন করিবে। ৫। অনন্তর অরিষ্ট সকল বলিতেছি। নাটাকরঞ্জ, চই, চিতা, দেবদারু, অনন্তমূল, দন্তী, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ছয় পল, বদর এক কুড়ব, ত্রিফলা প্রত্যেকে বা সমুদায়ে এক কুড়ব এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গ্রহণ করিবে। আর একটী ঘৃতপাত্রের অভ্যন্তর পূর্ব্ব হইতেই পিপুলচূর্ণ, মধু ও ঘৃত সহযোগে লিপ্ত করিয়া রাখিবে। অনন্তর ঐ পাত্রে ঐ সকল চূর্ণ নিহিত করিবে এবং তাহাতে জল সাত কুড়ব [আট পলে এক কুড়ব হয়], লৌহচূর্ণ অর্দ্ধ কুড়ব এবং গুড় অর্দ্ধ তুলা মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সেই পাত্র নিভৃত স্থানে যবপল্লের মধ্যে সপ্তরাত্র বাসিত করিবে। এই অরিষ্ট যথাবল মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠ, মেহ, মেদ, পাণ্ডুরোগ ও শোথ নষ্ট হয়। এইরূপ শালসারাদি গণ বা ন্যগ্রোধাদি গণ বা আরগ্বধাদি গণেও অরিষ্ট সকল প্রস্তুত করিতে পার। ৬। অনন্তর আসব সকল বলিতেছি। পলাশ ভস্ম পরিস্রুত উষ্ণ জল শীতল করিয়া তিনভাগ গ্রহণ করিবে। আর তাহার সহিত দুইভাগ মাতগুড় একত্র করিয়া অরিষ্টের ন্যায় স্থাপন করিবে। ইহাতে আসব প্রস্তুত হইবে। এইরূপ তিল প্রভৃতি ক্ষারদ্রব্যের ক্ষারসমূহে, শালসারাদি গণে, ন্যগ্রোধাদি গণে, আরগ্বধাদি গণে এবং মূত্রসমূহে আসব প্রস্তুত করা যায়। ৭। অনন্তর সুরা

উৎপাদ্য চোত্তমারণীব্রাহ্মীকোশাতকীস্তৎসর্ব্বমেকতঃ কষায়কল্পেন বিপাচ্যোদকমাদদীত মণ্ডোদকার্থং কিণ্বপিষ্টমভিষুণুয়াচ্চ যথোক্তমেবং সুরা। শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্বধাদৌ চ বিদধ্যাৎ ॥ ৮

অতোঽবলেহান্ বক্ষ্যামঃ। খদিরাসননিম্বরাজবৃক্ষশালসারক্কাথে তৎসারপিণ্ডান্ শ্লক্ষ্ণপিষ্টান্ প্রক্ষিপ্য বিপচেৎ, ততো নাতিদ্রবং নাতিসান্দ্রমবতার্য্য তস্য পাণিতলপূর্ণম্ প্রাতরাশো মধুমিশ্রং লিহ্যাৎ। এবং শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্বধাদৌ চ লেহান্ কারয়েৎ ॥ ৯

অতশ্চূর্ণক্রিয়াং বক্ষ্যামঃ। শালসারাদীনাং সারচূর্ণপ্রস্থমাহৃত্যারগ্বধাদিকষায়পরিপীতমনেকশঃ শালসারাদিকষায়েণৈব পায়য়েৎ। এবং ন্যগ্রোধাদীনাং ফলেষু, পুষ্পেষ্বারগ্বধাদীনাং চূর্ণক্রিয়াং কারয়েৎ ॥ ১০

অত ঊর্দ্ধময়স্কৃতীর্বক্ষ্যামঃ। তীক্ষ্ণলোহপত্রাণি তনূনি লবণবর্গপ্রদিগ্ধানি গোময়াগ্নিপ্রতপ্তানি ত্রিফলাশালসারাদিকষায়েণ নির্ব্বাপয়েৎ ষোড়শবারান্, ততঃ খদিরাঙ্গারতপ্তান্যুপশান্ততাপানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েদ্গাঢ়তান্তবপরিস্রাবিতানি, ততো যথাবলং মাত্রাং সর্পির্মধুভ্যাং সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত। জীর্ণে যথাব্যাধ্যনম্লমলবণমাহারং কুর্ব্বীত। এবং তুলামুপযুজ্য কুষ্ঠমেহমেদঃশ্বয়থুপাণ্ডুরোগোন্মাদাপস্মারানপহৃত্য বর্ষশতং জীবতি। তুলায়াং তুলায়াং বর্ষশতগুণোৎকর্ষঃ ॥ ১১

এতেন সর্ব্বলোহেষ্বয়স্কৃতয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২

ত্রিবৃচ্ছ্যামাগ্নিমন্থসপ্তলাকেবুকশঙ্খিনীতিল্বকত্রিফলাপলাশশিংশপানাং স্বরসমাদায় পালাশ্যাং দ্রোণ্যামভ্যাসিচ্য খদিরাঙ্গারতপ্তময়ঃপিণ্ডং ত্রিসপ্তকৃত্বো নির্ব্বাপ্য তমাদায় পুনরাসিচ্য স্থাল্যাং গোময়াগ্নিনা বিপচেৎ। সিধ্যতি চাস্মিন্ পিপ্পল্যাদিচূর্ণভাগৌ দ্বৌ মধুনস্তাবদ্ঘৃতস্যেতি দদ্যাৎ।

সকল বলিতেছি। শিশু ও খদির কাষ্ঠের সার দুই ভাগ এবং উত্তমারণী (শতমূলী) ব্রাহ্মী ও কোশাতকী সমুদায়ে এক ভাগ একত্র করিয়া ক্বাথ-বিধানে পাক করিবে। অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে একতুলা গ্রহণ করিয়া চারিদ্রোণ জলে পাক করিবে, আর, একদ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথই সুরার মণ্ডজল হইবে। অনন্তর উহার সহিত কিণ্বপিষ্ট সংযুক্ত করিয়া উহাকে অভিষুত করিবে। এইরূপে সুরা প্রস্তুত হইবে। শালসারাদি, ন্যগ্রোধাদি ও আরগ্বধাদি গণেও সুরা প্রস্তুত করা যায়। ৮। অনন্তর অবলেহ সকল বলিতেছি। খদির, অসন, নিম্ব, রাজবৃক্ষ ও শালসারের ক্বাথে ঐ সকল বৃক্ষের সার শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া প্রক্ষেপপূর্ব্বক পাক করিবে। অনন্তর না অতিতরল, না অতিঘন থাকিতে নামাইবে [টীকাকার বলেন, খদিরাদি একদ্রোণ গ্রহণ করিয়া চারিদ্রোণ জলে পাক করিবে আর এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে খদিরাদি পঞ্চ বৃক্ষের সার প্রত্যেকে সার্দ্ধপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। তাহাতে মিলিত দ্রব্য ফাণিতের ন্যায় হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ পাণিতলে (অঙ্গুল ছাড়া কেবল হাতের চেটোর মধ্যে) যে পরিমাণ ধরে, সেই পরিমাণে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত প্রাতঃকালে খালিপেটে সেবন করিবে। এইরূপ শালসারাদি, ন্যগ্রোধাদি ও আরগ্বধাদি গণে লেহ সকল প্রস্তুত করা যায় ['খালিপেটে সেবন করিবে' এস্থলে টীকাকার বলেন, প্রাতঃকালে কেবল ঔষধ পান ও সন্ধ্যাকালে আহার করিবে]। ৯। অনন্তর চূর্ণক্রিয়া সকল বলিতেছি। শালসারাদি গণের সারচূর্ণ এক প্রস্থ আহরণ করিয়া আরগ্বধাদি গণের কষায়ে অনেকবার ভাবনা দিবে এবং শালসারাদি গণের কষায়ের সহিত পান করিবে [টীকাকার বলেন, আরগ্বধাদি ক্বাথ্য দ্রব্য চারিপ্রস্থ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টভাগাবশেষে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে চূর্ণ সকল ঐ ক্বাথে আর্দ্রীকৃত করিয়া শোষিত করিবে। এইরূপে সপ্তাহ ভাবনা দিতে হয়] এইরূপ ন্যগ্রোধাদির ফলসমূহে ও আরগ্বধাদির পুষ্পসমূহে চূর্ণ-ক্রিয়া করা যায়। ১০। অনন্তর অয়স্কৃতি সকল ব্যাখ্যা করিতেছি। কান্ত লৌহের তনু পত্র সকল লবণবর্গের কল্কে লিপ্ত করিয়া গোময়ের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং ত্রিফলা ও শালসারাদি গণের ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপে ষোড়শবার দগ্ধ ও ষোড়শবার নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর ঐ সকল পত্র খদির-কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শান্ত-তাপ হইলে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে এবং নিবিড় বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর যথাবল মাত্রা নির্ণয়-পূর্ব্বক মধু ও ঘৃত সহযোগে সেবন করিতে হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে রোগানুসারে পথ্য করিবে। সর্ব্বরোগেই অনম্ল ও অলবণ আহার করা ভাল। এইরূপে একতুলা পর্য্যন্ত লৌহ সেবন করিলে কুষ্ঠ, মেহ, মেদ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, উন্মাদ ও অপস্মার নষ্ট হয় ও শত বর্ষ জীবিত থাকা যায়। এক এক তুলায় এক এক শত বর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। [কুষ্ঠরোগে অয়স্কৃতি প্রভৃতি কল্ক সকল প্রাতঃকালে এবং আহার সন্ধ্যাকালে সেবন করাই বিহিত বোধ হয়। ১৬ প্রকরণ দেখ]। ১১। এইরূপে ত্রপু, সীস, তাম্র ও সুবর্ণেরও অয়স্কৃতি সমূহ নিষ্পন্ন করা যায়, অতএব ঐ ঐ ধাতুর অয়স্কৃতিসমূহও প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করা হইল। ১২। তেউড়ী, বৃদ্ধদারক, গণিয়ারী, সপ্তলা (সপ্তলা—যবতিক্তা। শঙ্খিনী ইহারই ভেদ। ইতি টীকাকার), কেবুক, শঙ্খিনী, তিল্বক, ত্রিফলা, পলাশ ও শিশু এই সকল দ্রব্যের পঞ্চ শত পল স্বরস বা ক্বাথ গ্রহণ করিয়া পলাশকাষ্ঠের দ্রোণীতে স্থাপন করিতে হয়। আর পঞ্চাশৎ পল লৌহপিণ্ড খদিরাঙ্গারে একুশবার তপ্ত ও দ্রোণীস্থ ক্বাথে একুশবার নির্ব্বাপিত করিয়া সেই ক্বাথ গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্থালীতে স্থাপন করিবে এবং গোময়াগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে।

ততশ্চতুর্থভাগাবশিষ্টমবতার্য্য পরিস্রাব্য ভূয়োঽগ্নিতপ্তান্যয়ঃপত্রাণি প্রক্ষিপেৎ। ততঃ প্রশান্তমায়সে পাত্রে স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততো যথাযোগং শুক্তিং প্রকুঞ্চং কোপযুঞ্জীত, জীর্ণে যথাব্যাধ্যাহারমুপসেবেত। এষৌষধায়স্কৃতিরসাধ্যং কুষ্ঠং প্রমেহং বা সাধয়তি, স্থূলমপকর্ষতি, শোফমুপহন্তি, সন্নমগ্নিমুদ্ধরতি, বিশেষেণ চোপদিশ্যতে রাজযক্ষ্মিণাং বর্ষশতায়ুশ্চানয়া পুরুষো'ভবতি॥ ১৩

শালসারাদিকাথমাসিচ্য পালাশ্যাং দ্রোণ্যাময়োঘনং তপ্তং নির্ব্বাপ্য কৃতসংস্কারে কলসেঽভ্যাসিচ্য পিপ্পল্যাদিচূর্ণভাগং ক্ষৌদ্রং গুড়মিতি চ দত্ত্বা স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। এতাং মহৌষধায়স্কৃতিং মাসমর্দ্ধং মাসং বা স্থিতাং যথাবলমুপযুঞ্জীত। এবং ন্যগ্রোধাদাবারেবতাদিষু চ বিদধ্যাৎ॥ ১৪

অতঃ খদিরবিধানমুপদেক্ষ্যামঃ। প্রশস্তদেশজাতমনুপহতমধ্যমবয়স্কং খদিরং পরিতঃ খানয়িত্বা মধ্যমমূলং ছিত্ত্বায়োময়ং কুম্ভং তস্মিন্নন্তরে নিদধ্যাদ্যথা রসগ্রহণসমর্থো ভবতি। ততস্তং গোময়মৃদাবলিপ্তমবকীর্য্যেন্ধনৈর্গোময়মিশ্রৈরাদীপয়েৎ যথাস্য দহ্যমানস্য রসঃ প্রবত্যধস্তাৎ। যদা জানীয়াৎ পূর্ণং ভাজনমিত্যথৈবমুদ্ধৃত্য পরিস্রাব্য রসমন্তস্মিন্ পাত্রে নিধায়ানুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততো যথাযোগং মাত্রামামলকরসমধুসর্পির্ভিঃ সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত, জীর্ণে ভল্লাতকবিধানবদাহারঃ পরিহারশ্চ। প্রস্থে চোপযুক্তে শতং বর্ষাণামায়ুষোঽভিবৃদ্ধির্ভবতি॥ ১৫

খদিরসারতুলামুদকদ্রোণে বিপাচ্য ষোড়শাংশাবশিষ্টমবতার্য্যানুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। তমামলকরসমধুসর্পির্ভিঃ সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত। এষ এব সর্ব্ববৃক্ষসারেষু কল্পঃ॥ ১৬

খদিরসারচূর্ণতুলাং খদিরসারকাথমাত্রাং বা প্রাতঃ প্রাতরুপসেবেত, খদিরসারকাথসিদ্ধমাবিকং বা সর্পিঃ। অমৃতবল্লীস্বরসং কাথং বা প্রাতঃপ্রাতরুপসেবেত, তৎসিদ্ধং বা সর্পিঃ। অপরাহ্নে সসর্পিষ্কমোদনমামলকযূষেণ ভুঞ্জীত। এবং মাসমুপযুজ্য সর্ব্বকুষ্ঠৈর্বিমুচ্যত ইতি॥ ১৭

কৃষ্ণতিলভল্লাতকতৈলামলকরসসর্পিষাং দ্রোণং শালসারাদিকষায়স্য চ, ত্রিফলাত্রিকটুকপরূষফলমজ্জবিড়ঙ্গফলসারচিত্রার্কাবল্গুজহরিদ্রাদ্বয়ত্রিবৃদ্দন্তীন্দ্রযব--যষ্টীমধুকাতিবিষা-

পাক সিদ্ধ হইলে পিপ্পল্যাদি গণের চূর্ণ দুই ভাগ অর্থাৎ একশত পল; মধু একশত পল ও ঘৃত একশত পল উহার সহিত মিলিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। ঔষধসমূহ চতুর্থভাগাবশিষ্ট হইলে অবতারিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর উহাতে অগ্নিদগ্ধ লৌহপত্র সকল পুনর্ব্বার প্রক্ষিপ্ত করিবে। পরে ঔষধ শীতল হইলে নিভৃত স্থানে লৌহপাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর যথাযোগ অর্দ্ধপ্রল বা পল পরিমাণে সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে যথাব্যাধি আহার করিবে। এই অয়স্কৃতি ঔষধ অসাধ্য কুষ্ঠও নিবারণ করে, স্থূলতা হরণ করে, শোথ নাশ করে ও মন্দ অগ্নিকে উদ্ধার করে। বিশেষতঃ ইহা রাজযক্ষ্মীদিগের উপযোগী। পুরুষ ইহা সেবন করিলে বর্ষশত আয়ু লাভ করে। [টীকাকার বলেন, লৌহপত্র সকল পূর্ব্বোক্ত কষায়ে শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া পূর্ব্বোক্ত কষায়ে স্থাপন করিবে]। ১৩। পলাশময় দ্রোণীতে এক দ্রোণ শালসারাদি গণের ক্বাথ স্থাপন করিবে। ঐ ক্বাথে দ্রবীভূত তপ্তলৌহ নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর একটী কলস ঘৃত মধু ও পিপ্পলী-কল্কসহকারে সংস্কৃত করিয়া তাহাতে সেই ক্বাথ স্থাপন করিবে [টীকাকার বলেন, তপ্ত লৌহপত্র সকল সেই ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই ক্বাথ স্থাপন করিবে]। অনন্তর উহাতে যথাপরিমাণ পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, মধু ও গুড় মিশ্রিত করিয়া নির্জ্জনে রাখিবে। এই অয়স্কৃতি মহৌষধ একমাস বা অর্দ্ধমাস পরে যথাবল সেবন করিবে। এইরূপ ন্যগ্রোধাদি ও আরগ্বধাদি গণেও অয়স্কৃতি কল্পনা করা যায়। ১৪। অনন্তর খদিরবিধান উপদেশ দিতেছি। প্রশস্ত-দেশজাত অনুপহত (নিখুঁত) মধ্যমবয়স্ক খদিরবৃক্ষের চারিদিকে খনন করিয়া মধ্যম মূল ছেদনপূর্ব্বক তন্মধ্যে লৌহময় কুম্ভ স্থাপন করিবে। এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যেন রস তাহারই মধ্যে পতিত হয়। অনন্তর ঐ কুম্ভ গোময়মৃত্তিকা-সহকারে অবলিপ্ত করিবে এবং উহার চারিপার্শ্বে গোময়মিশ্রিত ইন্ধন সকল বিকীর্ণ করিয়া জ্বালাইয়া দিবে। দহ্যমান বৃক্ষের রস যেমন নিম্নে স্রাবিত হইতে থাকিবে এবং যেমন জানিবে যে, ভাণ্ড রসে পূর্ণ হইয়াছে, তেমনই তাহা উদ্ধৃত করিয়া রস ছাঁকিয়া লইবে এবং পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়া নিভৃত স্থানে রাখিবে। অনন্তর মাত্রা নির্ণয়পূর্ব্বক আমলকীরস, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ভল্লাতকবিধানবৎ আহার ও পরিহার বিধেয়। এই খদিররস চারিসের পর্য্যন্ত সেবন করিলে শত বৎসর আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ১৫। একতুলা খদিরসার একদ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া ষোড়শাংশাবশেষে নামাইয়া নিভৃত স্থানে রাখিবে। সেই ক্বাথ আমলকীরস, মধু ও সর্পির সহিত সেবন করিবে। সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষসার সম্বন্ধেই এইরূপ কল্প জানিবে। ১৬। খদিরসারকচূর্ণ একতুলা বা প্রত্যহ প্রাতঃকালে খদিরসারক্বাথের নির্দ্দিষ্ট মাত্রা পান করিবে। অথবা খদিরসারক্বাথের সহিত সিদ্ধ সর্পিঃ পান করিবে। গোলঞ্চের স্বরস বা ক্বাথ বা তাহার সহিত সিদ্ধ সর্পিঃ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। আর অপরাহ্নে ঘৃতযুক্ত অন্ন আমলকযূষের সহিত সেবন করিবে, এইরূপে একমাস সেবন করিলে সর্ব্বকুষ্ঠ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। ১৭। কৃষ্ণতিলের তৈল, ভল্লাতকতৈল ও ঘৃত এক এক দ্রোণ, আমলকরস ও শালসারাদি-কষায় এক এক দ্রোণ এবং ত্রিফলা, ত্রিকটু, পরূষফলের শাঁস, বিড়ঙ্গের সার, চিতা, আকন্দ, সোমরাজী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, দন্তী, যব, যষ্টিমধু, আতইচ,

রসাঞ্জনপ্রিয়ঙ্গুণাং পালিকান্ ভাগান্, তানেকধ্যং স্নেহপাক-বিধানেন পচেৎ। তৎ সাধু সুসিদ্ধমবতার্য্য পরিস্রাব্যানুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততউপসংস্কৃতশরীরঃ প্রাতঃ প্রাতরুত্থায় পাণিশুক্তিমাত্রং ক্ষৌদ্রেণ প্রতিসংসৃজ্যোপযুঞ্জীত, জীর্ণে মুদ্গামলকযূষেণালবণেন, সর্পিষ্মন্তং খদিরোদকসিদ্ধং মৃদ্বোদনমশ্নীয়াৎ। খদিরোদকসেবীত্যেবং দ্রোণমুপযুজ্য সর্ব্বকুষ্ঠৈর্বিমুক্তঃ শুদ্ধতনুঃ স্মৃতিমান্ বর্ষশতায়ুররোগো ভবতি॥ ১৮

ভবতি চাত্র।

সুরামন্থাসবারিষ্টান্লেহাংশ্চূর্ণান্যয়স্কৃতীঃ।
সহস্রশোঽপি কুর্ব্বীত বীজেনানেন বুদ্ধিমান্॥ ১৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং মহাকুষ্ঠচিকিৎসিতং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রমেহচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

দ্বৌ প্রমেহৌ সহজোঽপথ্যনিমিত্তশ্চ ভবতঃ। তত্র সহজো মাতৃপিতৃবীজদোষকৃতঃ। অহিতাহারজোঽপথ্য-

রসাঞ্জন ও প্রিয়ঙ্গুর কল্ক প্রত্যেকে এক এক পল স্নেহপাক-বিধানে একত্র পাক করিবে। তৈল সুপক্ক হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া নির্জ্জনে রাখিবে। অনন্তর শুদ্ধশরীরে প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক, পলপরিমাণে, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে অলবণ আমলকীমিশ্রিত মুদ্গযূষের সহিত ঘৃতযুক্ত ও খদির-জলসিদ্ধ মৃদু অন্ন ভক্ষণ করিবে। খদিরজলসেবী হইয়া এইরূপে একদ্রোণ পর্য্যন্ত উক্ত তৈল সেবন করিলে সর্ব্বকুষ্ঠ হইতে বিমুক্ত, শুদ্ধতনু ও স্মৃতিমান্ হইয়া শতবর্ষায়ু ও অরোগ হওয়া যায়। ১৮। এস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—সুরা, মন্থ, আসব, অরিষ্ট, লেহ, চূর্ণ ও অয়স্কৃতিসমূহ সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইল। বুদ্ধিমান্ এই বীজমাত্র উপদেশ দ্বারাই ঐ সকল দ্রব্য সহস্রপ্রকারে কল্পনা করিতে পারিবেন। ১৯

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

প্রমেহ।

অনন্তর আমরা প্রমেহচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। প্রমেহ দুই প্রকার;—সহজাত ও অপথ্যসেবননিমিত্ত। তন্মধ্যে সহজাতপ্রমেহ মাতৃপিতৃবীজদোষকৃত। অপথ্য-নিমিত্ত প্রমেহ অহিতাহারজনিত। তন্মধ্যে সহজাত প্রমেহে উপক্রান্ত হইলে রোগী কৃশ, রুক্ষ, অল্পাশী, অতিশয় পিপাসু

নিমিত্তঃ। তয়োঃ পূর্ব্বোপক্রান্তঃ কৃশোরুক্ষোঽল্পাশী পিপাসুর্ভৃশং পরিসরণশীলশ্চ ভবতি। উত্তরেণ স্থূলো বহ্বাশী স্নিগ্ধঃ শয্যাসনস্বপ্নশীলঃ প্রায়েণেতি। তত্র কৃশমন্নপানপ্রতিসংস্কৃতাভিঃ ক্রিয়াভিশ্চিকিৎসেৎ, স্থূলমপতর্পণযুক্তাভিঃ॥ ২

সর্ব্ব এব চ পরিহরেয়ুঃ সৌবীরকতুষোদকশুক্তমৈরেয়-সুরাসবতোয়-পয়স্তৈল-ঘৃতেক্ষুবিকার-দধি-পিষ্টান্নাম্লপানকানি গ্রাম্যানূপৌদকমাংসানি চেতি॥ ৩

ততঃ শালিষষ্টিকযবগোধূমকোদ্রবোদ্দালকানন্নবান্ ভুঞ্জীত চণকাঢ়কীকুলত্থমুদ্গাবিকল্পেন, তিক্তকষায়াভ্যাং শাক-গণাভ্যাং নিকুম্ভেঙ্গুদীসর্ষপাতসীতৈলসিদ্ধাভ্যাং, বদ্ধমূত্রৈর্বা জাঙ্গলৈর্মাংসৈরপগতমেদোভিরনম্লৈরঘৃতৈশ্চেতি॥ ৪

তত্রাদিত এব প্রমেহিণং স্নিগ্ধমন্ততমেন তৈলেন প্রিয়ঙ্গ্বাদিসিদ্ধেন বা ঘৃতেন বাময়েৎ প্রগাঢ়ং বিরেচয়েচ্চ। বিরেচনাদনন্তরং সুরসাদিকষায়েণাস্থাপয়েন্মহৌষধভদ্রদারু-মুস্তাবাপেন মধুসৈন্ধবযুক্তেন; দহ্যমানঞ্চ ন্যগ্রোধাদিকষায়েণ নিরূহয়েৎ। ততঃ শুদ্ধদেহমামলকরসেন হরিদ্রাং মধু-সংযুতাং পায়য়েৎ। ত্রিফলাবিশালাদেবদারুমুস্তকষায়ং বা

এবং অতিশয় পরিসরণশীল (চঞ্চল। ভ্রমণশীল) হইয়া থাকে। আর অপথ্যনিমিত্ত প্রমেহে উপক্রান্ত হইলে রোগী স্থূল, বহুভোজী, স্নিগ্ধ এবং শয্যা উপবেশন ও নিদ্রার বশীভূত হয়। এস্থলে কৃশকে অন্নপানসংস্কৃত চিকিৎসা-যোগে চিকিৎসা করিবে। আর স্থূলকে অপতর্পণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ২। উভয় প্রকার প্রমেহীই সৌবীরক, তুষোদক, শুক্ত, মৈরেয় (সুরাপিষ্টজন্য দ্রবপ্রধান আসব), সুরা, আসব, জল, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, ইক্ষুবিকৃতি, দধি, পিষ্টান্ন, অম্ল ও পানক সকল এবং গ্রাম্য আনূপ ও জলজ মাংস সকল পরিহার করিবে। ৩। উভয় প্রকার প্রমেহীই পুরাতন শালি, ষষ্টিক, যব, গোধূম, কোদ্রব ও উদ্দালক (বন্যকোদ্রব) ভোজন করিবে। ছোলা, অড়হর, কুলত্থ বা মুগের সূপ ভোজন করিতে পারিবে। তিক্তশাক (পলতা প্রভৃতি) ও কষায়-শাক (বটশুঙ্গা প্রভৃতি) দন্তী বা ইঙ্গুদী বা সর্ষপ বা তিসীর তৈলে পাক করিয়া খাইবে। অথবা মূত্রবন্ধকারক জাঙ্গলমাংসসমূহ সেবন করিতে পারে; কিন্তু মাংসে যেন মেদ না থাকে এবং অম্ল ও ঘৃত না থাকে [টীকাকার বলেন, বদ্ধমূত্রৈঃ এলাদিভিঃ। কিন্তু এলা মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক বলিয়া অভিধানে উল্লিখিত আছে]। ৪। প্রমেহীকে প্রথমেই দন্তী প্রভৃতি তৈলের অন্যতম দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া, অথবা রোগী পিত্তাধিক হইলে প্রিয়ঙ্গ্বাদি-সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া বমন করাইবে এবং প্রগাঢ়রূপে বিরিক্ত করিবে [টীকাকার বলেন যে, কফে বমন ও পিত্তে বিরেচন দিবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত বোধ হয় না]। বিরেচনের পর সপ্তরাত্র পরে সুরসাদি কষায়যোগে আস্থাপন দিবে। সেই সুরসাদি কষায়ে শুঁঠ, দেবদারু ও মুথার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইবে এবং মধু সৈন্ধব সংযোগ

শালকম্পিল্লকমুষ্কককল্কমক্ষমাত্রং বা মধুমধুরমামলকরসেন হরিদ্রাযুতম্। কুটজকপিত্থরোহিতবিভীতকসপ্তপর্ণ পুষ্পকল্কং বা। নিম্বারগ্বধসপ্তপর্ণমূর্ব্বাকুটজসোমবৃক্ষপলাশানাং বা ত্বক্‌পত্রমূলফলপুষ্পকষায়াণি। এতে পঞ্চ প্রয়োগাঃ সর্ব্বমেহাণামপহন্তারো ব্যাখ্যাতাঃ॥ ৫

বিশেষতশ্চাত ঊর্দ্ধম্। তত্রোদকমেহিনং পারিজাতকষায়ং পায়য়েৎ। ইক্ষুমেহিনং বৈজয়ন্তীকষায়ম্। সুরামেহিনং নিম্বকষায়ম্। সিকতামেহিনং চিত্রককষায়ম্। শনৈর্ম্মেহিণং খদিরকষায়ম্। লবণমেহিনং পাঠাগুরুকষায়ম্। পিষ্টমেহিনং হরিদ্রাদারুহরিদ্রাকষায়ম্। সান্দ্রমেহিণং সপ্তপর্ণকষায়ম্। শুক্রমেহিণং দূর্ব্বাশৈবলপ্লবহঠকরঞ্জকশেরুককষায়ং ককুভচন্দনকষায়ং বা। ফেনমেহিনং ত্রিফলারগ্বধমৃদ্বীকাকষায়ং মধুরং, কফজে তু মধুমধুরমিতি। পৈত্তিকেষু নীলমেহিনং শালসারাদিকষায়মশ্বত্থকষায়ং বা পায়য়েৎ। হরিদ্রামেহিণং রাজবৃক্ষকষায়ম্। অম্লমেহিনং ন্যগ্রোধাদিকষায়ং মধুমিশ্রম্। ক্ষারমেহিণং ত্রিফলাকষায়ম্। মঞ্জিষ্ঠামেহিনং মঞ্জিষ্ঠাচন্দনকষায়ম্। শোণিতমেহিনং গুডূচীতিন্দুকাস্থিকাশ্মর্য্যখর্জ্জুরকষায়ং মধুমিশ্রম্॥ ৬

অত ঊর্দ্ধমসাধ্যেষপি যোগান্ যাপনার্থং বক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা—সর্পির্মেহিণং কুষ্ঠকুটজপাঠাহিঙ্গুকটুরোহিণীকল্কং গুডূচীচিত্রককষায়েণ পায়য়েৎ। বসামেহিনমগ্নিমন্থকষায়ং শিংশপাকষায়ং বা। ক্ষৌদ্রমেহিণং খদিরক্রমুককষায়ম্। হস্তিমেহিনং তিন্দুককপিত্থশিরীষপলাশপাঠামূর্ব্বাদুঃস্পর্শাকষায়ং মধুমিশ্রং, হস্ত্যশ্বশূকরখরোষ্ট্রাস্থিক্ষারঞ্চেতি। দহ্যমানমৌদককন্দক্বাথসিদ্ধাং যবাগূং ক্ষীরেক্ষুরসমধুরাং পায়য়েৎ॥ ৭

ততঃ প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাযূথিকাপদ্মাত্রায়ন্তিকালোহিতিকাম্বষ্ঠাদাড়িমত্বক্‌শালপর্ণীপদ্মতুঙ্গকেশরধাতকীবকুলশাল্মলীশ্রীবেষ্টকমোচরসেপরিষ্টানয়স্কৃতীর্লেহানাসবান্ কুর্ব্বীত। শৃঙ্গাটকগিলোড্যমৃণাল-কশেরুক-মধুকাম্রজম্ব্বসনতিনিশ-ককুভকট্ফঙ্গরোধ্রভল্লাতকচর্ম্মিবৃক্ষগিরিকর্ণিকাশীতশিবনিচুলদাড়িমাজকর্ণ

করিতে হইবে। প্রমেহরোগী দহ্যমান হইতে থাকিলে স্নেহহীন ন্যগ্রোধাদি-কষায়যোগে আস্থাপন দিবে। অনন্তর রোগী এইরূপে শুদ্ধদেহ হইলে আমলকী-রসের সহিত মধুসংযুক্ত হরিদ্রা পান করাইবে। অথবা ত্রিফলা, রাখালশসা, দেবদারু ও মুথার কষায় পান করাইবে। অথবা শাল, কমলাগুড়ি ও ঘণ্টাপারুলের কল্ক দুই তোলা পান করিবে। অথবা আমলকীর চারি পল, হরিদ্রা এক কর্ষ ও মধু এক কর্ষ একত্র করিয়া পান করিবে। অথবা কুড়চী, কদবেল, রোহীতক, বহেড়া ও ছাতিমফুলের কল্ক পান করিবে। অথবা নিম্ব, আরগ্বধ, ছাঁতিম, মূর্ব্বা, কুড়চী, খদির ও পলাশ ইহাদের ত্বক্, পত্র, মূল, ফল ও পুষ্পের কষায় পান করিবে। এই পাঁচটী প্রয়োগ সর্ব্বমেহের অপহন্তা। ৫। বিশেষতঃ ইহার পর উদকমেহীকে পারিজাতের (পালিতা-মাদারের) কষায় পান করাইবে। ইক্ষুমেহীকে জয়ন্তীর কষায় পান করাইবে। সুরামেহীকে নিম্বকষায় পান করাইবে। সিকতামেহীকে চিতার কষায় পান করাইবে। শনৈর্ম্মেহীকে খদিরকষায় পান করাইবে। লবণমেহীকে আকনাদি ও অগুরুর কষায় পান করাইবে। পিষ্টমেহীকে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কষায় পান করাইবে। সান্দ্রমেহীকে ছাতিমের কষায় পান করাইবে। শুক্রমেহীকে দূর্ব্বা, শৈবাল, প্লব (মুথা), হট (পানা), নাটাকরঞ্জ ও কেশুরের ক্বাথ পান করাইবে বা অর্জ্জুন ও রক্তচন্দনের কষায় পান করাইবে। ফেনমেহীকে ত্রিফলা, আরগ্বধ ও কিস্‌মিসের ক্বাথ মধুর করিয়া পান করিতে দিবে। কফজ মেহে যে সকল ক্বাথ সেবনীয়, তাহা মধুর সহিত মধুর করিয়া পান করিবে। পৈত্তিক মেহীদিগের মধ্যে নীলমেহীকে শালসারাদির কষায় বা অশ্বত্থের কষায় পান করাইবে। হরিদ্রামেহীকে সোঁদালের কষায় পান করাইবে। অম্লমেহীকে মধুমিশ্র ন্যগ্রোধাদি-কষায় পান করাইবে। ক্ষারমেহীকে ত্রিফলার কষায় পান করাইবে। মঞ্জিষ্ঠামেহীকে মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কষায় পান করাইবে। রক্তমেহীকে গুড়ূচী, গাবের বীজ, গাম্ভারীফল ও খর্জ্জুরের কষায় মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ৬। অনন্তর অসাধ্য প্রমেহসমূহেও, যাপনার্থ, যোগ সকল বলিতেছি। যথা;—সর্পির্মেহীকে কুড়, আকনাদি, কুড়চী, হিঙ্গু ও কটকীর কল্ক গুড়ূচী ও চিতার কষায়ের সহিত পান করাইবে। বসামেহীকে গণিয়ারীর কষায় বা শিশুর ছালের কষায় পান করাইবে। হস্তিমেহীকে তিন্দুক, কপিত্থ, শিরীষ, পলাশ, আকনাদি, মূর্ব্বা ও দুরালভার কষায় মধুমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে; আর হস্তী, অশ্ব, শূকর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের অস্থির ক্ষার পান করাইবে। আর উহার দাহ হইতে থাকিলে, শালুকের ক্বাথে যবাগূ সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ ও ইক্ষুরসের সহিত মধুরীকৃত করিয়া পান করাইবে। ৭। অনন্তর প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, যূথিকা, পদ্মা (বামনহাটী), ত্রায়ন্তী (বলালতা), মঞ্জিষ্ঠা, অম্বষ্ঠা (আমচিকা), দাড়িমের ছাল, শালপাণি, পদ্ম, তুঙ্গকেশর (নাগকেশর), ধাইফুল, বকুল, শাল্মলী, শ্রীবেষ্টক (গুগ্‌গুল) ও মোচরসের অরিষ্টসমূহ, অয়স্কৃতিসমূহ, লেহসমূহ ও আসবসমূহ কল্পনা করিবে। শৃঙ্গাটক (পানিফল), গিলোড্য [কন্দ—প্রাবৃট কালে জাত হয়—সুবর্ণপত্রাকার—বল্লীযুক্ত। আর যদি ইহা চর্ম্মণ্বতীনদীজাত হয়, তবে ইহার আকার বর্ত্তুলপাষাণের ন্যায় হইয়া থাকে। লোকে ইহাকে গদেড়ক কহে। ইতি টীকাকার], মৃণাল, কেশুর, যষ্টিমধু, আম্র, জম্বু, অসন, তিনিশ, অর্জ্জুন, কটফল, লোধ, ভেলা, চর্ম্মিবৃক্ষ (চর্ম্মলোহ ইতি প্রসিদ্ধ ইতি টীকাকার), গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা, শ্বেত সেকন্দ ইতি

হরিবৃক্ষরাজাদনগোপঘণ্টাবিকঙ্কতেষু বা যবান্নবিকারাংশ্চ সেবেত। যথোক্তকষায়সিদ্ধাংশ্চাস্মৈ যবাগূং প্রযচ্ছেৎ, কষায়াণি বা পাতুম্। মহাধনমহিতাহারমৌষধদ্বেষিণমীশ্বরং বা পাঠাভয়াচিত্রকপ্রগাঢ়মনল্পমাক্ষিকমন্যতমমাসবং পায়য়েৎ, অঙ্গারশূল্যাবদংশং বা মাধ্বীকমভীক্ষ্ণম্। মধুকপিত্থমরিচানুবিদ্ধানি চাস্মৈ পানান্যুপহরেৎ॥ ৮

উষ্ট্রাশ্বতরখরপুরীষচূর্ণানি চাস্মৈ দদ্যাদশনেষু। হিঙ্গুসৈন্ধবযুক্তৈর্যূষৈঃ সার্ষপৈশ্চ রাগৈর্ভোজয়েৎ॥ ৯

অবিরুদ্ধানি চাস্মৈ পানভোজনান্যুপহরেদ্রসবন্তি॥ ১০

প্রবৃদ্ধমেহাস্তু ব্যায়ামনিযুদ্ধক্রীড়াগজতুরগরথপদাতিচর্য্যাপরিক্রমণাস্ত্রোপাস্ত্রে বা সেবেরন্॥ ১১

অধনস্তলাঙ্কবো বা পাদত্রাণাতপত্রবিরহিতো ভৈক্ষ্যাশী গ্রামৈকরাত্রানুবাসী মুনিরিব সংযতাত্মা যোজনশতমধিকং বা গচ্ছেৎ। মহাধনো বা শ্যামাকনীবারবৃত্তিরামলককপিত্থতিন্দুকাশ্মন্তকফলাহারো মৃগৈঃ সহ বসেৎ তন্মূত্রশকৃদ্ভক্ষী সততমনুব্রজেদ্গাম্। ব্রাহ্মণো বা শীলোঞ্ছবৃত্তির্ভূত্বা ব্রহ্মরথমুপধারয়েৎ, পঠেৎ সততম্। ইতরঃ খনেদ্বা কূপম্। কৃশস্তু সততং রক্ষেৎ॥ ১২

ভবতি চাত্র।

অধনো বৈদ্যসন্দেশাদেবং কুর্ব্বন্নতন্দ্রিতঃ।
সংবৎসরাদন্তরাদ্বা প্রমেহাৎ প্রতিমুচ্যতে॥ ১৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে প্রমেহচিকিৎসিতং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

টীকাকার), শীতশিব (শতপুষ্পীবিশেষ ইতি টীকাকার), নিচুল (জলবেতস), দাড়িম, অজকর্ণ (শাল), হরিবৃক্ষ (মীমাংসা নাই। হরিদ্রা বৃক্ষ?), রাজাদন (ক্ষীরিকা), গোপঘণ্টা (ইহাই বিকঙ্কত। কিন্তু এস্থলে বিকঙ্কতের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে) এবং বিকঙ্কত (বঁইচ) এই সকল দ্রব্যের সহিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যবান্ন কল্পনা করিয়া সেবন করিবে। আর উল্লিখিত কষায়সমূহের সহিত সিদ্ধ যবাগূ সেবন করিবে। অথবা কেবল ঐ সকল কষায় পান করিবে। আর যদি রোগী অতিশয় ধনী, অহিতাহারী, ঔষধদ্বেষী বা রাজা হন, তবে তাঁহাকে আকনাদি, হরীতকী ও চিতার চূর্ণ অধিক পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া কোন এক আসব পান করাইবে এবং অঙ্গারপক্ব শূল্যমাংস চাটনী করাইবে, অথবা সর্ব্বদা মাধ্বীক সেবন করাইবে। আর তাঁহাকে মধু, কপিত্থ, ও মরিচচূর্ণ-সংযুক্ত পানীয় সকল দিবে। ৮। প্রমেহ-রোগীকে উষ্ট্র, অশ্বতর বা গর্দ্দভের পুরীষচূর্ণ আহারের সহিত সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইবে। হিঙ্গু-সৈন্ধব-সংযুক্ত যূষ সকল ও সর্ষপকল্করঞ্জিত লেহ সকল সেবন করাইবে [কেহ কেহ বলেন যে, সর্ষপ শাক সেবন করাইবে। রাই-সরিষা প্রস্রাববন্ধকারক]। ৯। প্রমেহরোগীকে অবিরুদ্ধ অথচ সুস্বাদু পান-ভোজনসমূহ দিবে। ১০। মেহ প্রবল হইলে, রোগীকে ব্যায়াম (পরিশ্রম), নিযুদ্ধ (কুস্তি), ক্রীড়া, গজারোহণ, ঘোটকারোহণ, রথভ্রমণ ও পাদভ্রমণ করাইবে। আর অস্ত্র ও উপাস্ত্র চালনা করাইবে (টীকাকার বলেন যে, শরযুক্ত ধনুককে অস্ত্র এবং কেবল ধনুককে উপাস্ত্র বলা যায়]। ১১। নির্ধন বা বন্ধুবিহীন রোগী পাদত্রাণ ও আতপত্র পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাশী হইয়া এবং এক গ্রামে এক রাত্রি মাত্র বাস করিয়া, মুনির ন্যায় সংযতাত্মা হইয়া, যোজন শত বা তাহার অধিক ভ্রমণ করিবে [এক দিনেই যে শতযোজন ভ্রমণ করিতে হইবে এরূপ অর্থ নহে। উক্ত নিয়মে শত যোজন ভ্রমণ করিলেই হইবে]। রোগী অতিশয় ধনী হইলে, শ্যামাক ও নীবারসেবী হইয়া, আমলক, কপিত্থ, তিন্দুক ও অশ্মন্তক-ফল আহার করিতে করিতে মৃগদিগের সহিত বাস করিতে থাকিবেন। রোগী বৈশ্য হইলে, মৃগদিগের মূত্র ও শকৃৎ ভক্ষণ করিবেন এবং গোচারণ করিবেন। রোগী ব্রাহ্মণ হইলে, শীলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তি হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবেন এবং সর্ব্বদা পাঠ করিবেন [শীল শব্দে এক এক কণা করিয়া ধান্য আহরণ করা]। রোগী শূদ্র হইলে, কূপ খনন করিবে। কিন্তু রোগী যদি কৃশ হয়, তবে তাহাকে এ সকল কার্য্য না করাইয়া পালন করিতে হইবে। ১২। এই স্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে, যথা;—অধন ব্যক্তি বৈদ্যের আদেশমত অতন্দ্রিত ভাবে এইরূপ আচরণ করিতে থাকিলে সংবৎসর পরে বা সংবৎসর মধ্যে প্রমেহ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৩।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রমেহপিড়কাচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

শরাবিকাদ্যা নব পিড়কাঃ প্রাগুক্তাঃ। তাঃ প্রাণবতোঽল্পাস্তত্ত্বাংসপ্রাপ্তা মৃদ্ব্যোঽল্পরুজঃ ক্ষিপ্রপাকভেদিন্যশ্চ সাধ্যাঃ॥ ২

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রমেহপিড়কা।

অনন্তর আমরা প্রমেহপিড়কা-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। শরাবিকা প্রভৃতি নয় প্রকার পিড়কা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল পিড়কা যদি বলবান্ ব্যক্তির হয়, যদি ত্বক্ ও মাংস অধিক আক্রমণ না করে, যদি মৃদু ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, যদি সদ্য পাকপ্রাপ্ত ও ভিন্ন হয়, তবে সাধ্য হইয়া থাকে। ২। পিড়কার উপদ্রব সকল

তাভিরুপক্রান্তং প্রমেহিণমুপচরেৎ। তত্র পূর্ব্বরূপেষপতর্পণং কষায়ং বস্তমূত্রঞ্চোপদিশেৎ। এবমকুর্ব্বতস্তস্য মধুরাহারস্য মূত্রং স্বেদঃ শ্লেষ্মা চ মধুরীভবতি, প্রমেহশ্চাভিব্যক্তো ভবতি। তত্রোভয়তঃ সংশোধনমাসেবেত। এবমকুর্ব্বতস্তস্য দোষাঃ প্রবৃদ্ধা মাংসশোণিতং প্রদূষ্য শোফং জনয়ন্ত্যপদ্রবান্ বা কাংশ্চিৎ; তত্রোক্তঃ প্রতীকারঃ শিরামোক্ষশ্চ ॥ ৩

এবমকুর্ব্বতস্তস্য শোফো বৃদ্ধোঽতিমাত্ররুজো বিদাহমাপদ্যতে। তত্র শস্ত্রপ্রণিধানমুক্তং ব্রণক্রিয়োপসেবা চ ॥ ৪

এবমকুর্ব্বতস্তস্য পূয়োঽভ্যন্তরমবদার্য্যোৎসঙ্গং মহান্তমবকাশং কৃত্বা প্রবৃদ্ধো ভবত্যসাধ্যঃ ॥ ৫

তস্মাদাদিত এব প্রমেহিণমুপক্রমেত ॥ ৬

ভল্লাতকবিল্বাম্বুপিপ্পলীমূলোদকীর্য্যাবর্ষাভূপুনর্নবাচিত্রকশঠীস্নুহীবরুণকপুষ্করদন্তীপথ্যা দশপলোন্মিতান্ যবকোলকুলত্থাংশ্চ প্রাস্থিকান্ সলিলদ্রোণে নিঃকাথ্য চতুর্ভাগাবশিষ্টেঽবতার্য্য বচাত্রিবৃৎকম্পিল্লকভার্গীনিচুলশুণ্ঠীগজপিপ্পলীবিড়ঙ্গশিরীষাণাং ভাগৈরর্দ্ধপলিকৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েন্মেহশ্বয়থুকুষ্ঠগুল্মোদরার্শঃপ্লীহবিদ্রধিপিড়কানাং নাশনং নাম্না ধান্বন্তরম্ ॥ ৭

দুর্ব্বিরেচ্যা হি মধুমেহিনো ভবন্তি মেদোঽভিব্যাপ্তশরীরত্বাৎ। তস্মাৎতীক্ষ্ণমেতেষাং শোধনং কুর্ব্বীত। পিড়কাপীড়িতাঃ সোপদ্রবাঃ সর্ব্ব এব প্রমেহা মূত্রাদিমাধুর্য্যে মধুগন্ধসামান্যাৎ পারিভাষিকীং মধুমেহতাং লভন্তে। নচৈতান্ কথঞ্চিদপি স্বেদয়েৎ, মেদোবহুত্বাদেতেষাং বিশীর্য্যতে দেহঃ। স্বেদেন রসায়নীনাঞ্চ দৌর্ব্বল্যান্নোর্দ্ধমুত্তিষ্ঠন্তি প্রমেহিণাং দোষাঃ; ততো মধুমেহিনামধঃকায়ে পিড়কাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। অপক্কানাং পিড়কানাং শোফবৎ প্রতীকারঃ, পক্কানাং ব্রণবদিতি। তৈলঞ্চ ব্রণরোপণাদৌ কুর্ব্বীত ॥ ৮

আরগ্বধাদিকষায়মুৎসাদনার্থে, শালসারাদিকষায়ং পরিষেচনে, পিপ্পল্যাদিকষায়ং পানভোজনেষু, পাঠাচিত্রকশার্ঙ্গষ্টাক্ষুদ্রবৃহতীশারিবাসোমবল্কসপ্তপর্ণারগ্বধকুটজমূলচূর্ণানি মধুমিশ্রাণি প্রাশ্নীয়াৎ। শালসারাদিবর্গকষায়ং চতুর্ভাগাবশিষ্টমবতার্য্য পরিস্রাব্য পুনরুপনীয় সাধয়েৎ, সিধ্যতি চামলকরোধ্রপ্রিয়ঙ্গুদন্তীকৃষ্ণায়স্তাম্রচূর্ণান্যাবপেৎ, এতদম্বুপদগ্ধলেহী-

---

উপস্থিত হইলে প্রমেহীর চিকিৎসা করিবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বরূপ সকল উপস্থিত হইলে লঙ্ঘন, কষায় ও ছাগমূত্র সেবন করিতে হয়। যদি এরূপ না করা যায় অথচ যদি প্রমেহী মধুর আহার করিতে থাকে, তবে তাহার মূত্র, স্বেদ ও শ্লেষ্মা মধুরীভূত হয় এবং প্রমেহ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়বিধ শোধনই আবশ্যক। যদি এরূপ না করা যায়, তবে রোগীর দোষ সকল প্রবৃদ্ধ হইয়া মাংস-শোণিত দূষিত করিয়া শোথ জমাইয়া থাকে এবং কোন কোন প্রকার উপদ্রব উৎপন্ন করে। এরূপ স্থলে পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা ও শিরামোক্ষ আবশ্যক হয়। ৩। যদি ঐরূপ চিকিৎসা না করা যায়, তবে রোগীর শোথ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র বেদনাযুক্ত হয় এবং বিদাহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক এবং ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া থাকে। ৪। যদি ঐরূপ চিকিৎসা না করা যায়, তবে রোগীর পূয় অভ্যন্তর বিদীর্ণ করে এবং ব্রণের উন্নতি ও মহান্ অবকাশ উৎপাদন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্থলে পিড়কা অসাধ্য হইয়া থাকে। ৫। এই সকল কারণে প্রথমেই প্রমেহীর চিকিৎসা করিতে হয়। ৬। [জেজ্জটাচার্য্য প্রমেহ রোগের এই ঔষধটী পাঠ করেন নাই, অতএব ইহা অনার্ষ বলিয়া অপাঠ্য ইতি টীকাকার] ভেলা, বেলছাল, মুথা, পিপুলমূল, উদকীর্য্যা, বর্ষাভূ (পুনর্নবাভেদ), পুনর্নবা, চিতা, শটী, সুহী, বরুণ, পুষ্কর, দন্তী ও হরীতকী সমুদায়ে দশ পল, যব কুল ও কুলথ প্রত্যেকে দুই সের একদ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশেষে নামাইবে। অনন্তর সেই কাথের সহিত বচ, তেউড়ী, কমলাগুড়ি, ভার্গী, নিচুল, শুঁঠ, গজপিপুল, বিড়ঙ্গ ও শিরীষের কল্ক প্রত্যেকে অর্দ্ধপল ও ঘৃত চারি সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত মেহ, শোথ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, অর্শ, প্লীহা, বিদ্রধি ও পিড়কা নষ্ট করে। ইহার নাম ধান্বন্তর ঘৃত। এই ঘৃত ছয়মাস সেবন করিলে মেহাদি নষ্ট হয়। বিশেষতঃ পিত্তসম্ভূত শোথ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ৭। মধুমেহীরা দুর্ব্বিরেচ্য হইয়া থাকে [অর্থাৎ ইহাদের সহজে দাস্ত হয় না]। কেননা ইহাদের শরীর মেদে অভিব্যাপ্ত থাকে। এইজন্য ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ শোধন দিতে হয়। পিড়কা-পীড়িত ও উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার প্রমেহই, মূত্র স্বেদ ও শ্লেষ্মার মাধুর্য্য হওয়াতে, মধুর সহিত সমানগন্ধ হয় বলিয়া মধুমেহ সংজ্ঞা লাভ করে। মধুমেহীদিগকে কখনই স্বেদ দিবে না। কেননা তাহা হইলে, মেদের বহুত্ব বশত, ইহাদের শরীর বিশীর্ণ হয়। আর স্বেদ দিলে, রস-পিত্ত-কফ-রক্তবাহিনী ধমনীদিগের দৌর্ব্বল্য হয় বলিয়া প্রমেহীদিগের দোষ সকল ঊর্দ্ধগত হইতে পায় না। সেই হেতু মধুমেহীদিগের নিম্ন-শরীরে পিড়কা সকল প্রাদুর্ভূত হয়। অপক্ক পিড়কাসমূহের চিকিৎসা শোথের ন্যায়; পক্ক পিড়কাসমূহের চিকিৎসা ব্রণের ন্যায়। আর ব্রণরোপণাদি দ্রব্যে তৈল প্রস্তুত করিয়া রোপণ স্থানে প্রয়োগ করা যায়। ৮। পিড়কায় উৎসাদনার্থে আরগ্বধাদি-কষায়, পরিষেচনে শালসারাদি-কষায় এবং পান-ভোজনে পিপ্পল্যাদিকষায় প্রয়োগ করিবে। আকনাদি, চিতা, শার্ঙ্গষ্টা, ক্ষুদ্র বৃহতী, সারিবা (অনন্তমূল), খদির, ছাতিম, আরগ্বধ ও কুটজমূল-চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। শালসারাদি গণের কষায় চতুর্ভাগাবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে। ঘন হইয়া আসিলে আমলকী, লোধ,

ভূতমবতার্য্যাস্মুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততো যথাযোগমুপযুঞ্জীত। এষ লেহঃ সর্ব্বমেহানাং হন্তা ॥ ৯

ত্রিফলাচিত্রকত্রিকটুবিড়ঙ্গমুস্তানাং নব ভাগাস্তাবন্ত এব কৃষ্ণায়শ্চূর্ণস্য। তৎসর্ব্বমেকধ্যং কৃত্বা যথাযোগং মাত্রাং সর্পির্মধুভ্যাং সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত। এতন্নবায়সম্। এতেন জাঠর্য্যং ন ভবতি, সন্নোঽগ্নিরাপ্যায়তে, দুর্নামশোথপাণ্ডুকুষ্ঠ-রোগাবিপাককাসশ্বাসপ্রমেহাশ্চ ন ভবন্তি ॥ ১০

শালসারাদিনির্য্যূহে চতুর্ভাগাংশাবশেষিতে।
পরিস্রুতে ততঃ শীতে মধু মাক্ষিকমাবপেৎ ॥ ১১
ফাণিতীভাবমাপন্নং গুড়ং শোধিতমেব চ।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি চূর্ণানি পিপ্পল্যাদিগণস্য চ ॥
একধ্যমাবপেৎ কুম্ভে সংস্কৃতে ঘৃতভাবিতে।
পিপ্পলীচূর্ণমধুভিঃ প্রলিপ্তেঽন্তঃ শুচৌ দৃঢ়ে ॥
শ্লক্ষ্ণানি তীক্ষ্ণলোহস্য তত্র পত্রাণি বুদ্ধিমান্
খদিরাঙ্গারতপ্তানি বহুশঃ সন্নিপাতয়েৎ ॥
সুপিধানন্তু তং কৃত্বা যবপল্লে নিধাপয়েৎ।
মাসাংস্ত্রীংশ্চতুরো বাপি যাবদা লোহসংক্ষয়াৎ ॥
ততো জাতরসং তস্তু প্রাতঃ প্রাতর্যথাবলম্।
নিষেবেত যথাযোগমাহারকাম্ভ কল্পয়েৎ ॥
কার্শ্যকৃদ্বলিনামেষ সন্নস্যাগ্নেঃ প্রসাধকঃ।
শোফনুদ্গুল্মহৃৎ কুষ্ঠমেহপাণ্ড্বাময়াপহঃ ॥
প্লীহোদরহরঃ শীঘ্রং বিষমজ্বরনাশনঃ।
অভিষ্যন্দাপহরণো লোহারিষ্টো মহাগুণঃ ॥ ১২
প্রমেহিণো যদা মূত্রমপিচ্ছিলমনাবিলম্।
বিশদং তিক্তকটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষতে ॥ ১৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে প্রমেহপিড়কা-চিকিৎসিতং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মধুমেহচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
মধুমেহিত্বমাপন্নং ভিষগ্ভিঃ পরিবর্জ্জিতম্।
যোগেনানেন মতিমান্ প্রমেহিণমুপাচরেৎ ॥ ২
মাসে শুক্রে শুচৌ চৈব শৈলাঃ সূর্য্যাংশুতাপিতাঃ।
জতুপ্রকাশং স্বরসং শিলাভ্যঃ প্রস্রবন্তি হি।
শিলাজত্বিতি বিখ্যাতং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥

প্রিয়ঙ্গু, দন্তী, বজ্রলৌহের চূর্ণ ও তাম্রচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এরূপ ভাবে লেহ পাক হওয়া উচিত যেন লেহ দগ্ধ হইয়া না যায়। লেহ প্রস্তুত হইলে নিভৃতস্থানে রাখিয়া দিবে এবং যথাযোগ সেবন করিবে। এই যোগ সর্ব্ব মেহের হন্তা। ৯। ত্রিফলা, চিতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও মুস্তা প্রত্যেকে এক এক ভাগ করিয়া সর্ব্ব সমেত নয়ভাগ এবং কৃষ্ণলৌহ-চূর্ণ নয়ভাগ এই সকল একত্র করিয়া যথাযোগ মাত্রা নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহার নাম নবায়সচূর্ণ। ইহা সেবন করিলে জাঠর্য্য (স্থূলতা) হইতে পারে না এবং অবসন্ন অগ্নি পোষিত হয়। আর অর্শ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠরোগ, অবিপাক, কাস, শ্বাস ও প্রমেহ নষ্ট হয়। ১০। নিম্নে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—শালসারা-দির ক্বাথ চতুর্থাংশাবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর শীতল হইলে তাহাতে মাক্ষিক-মধু নিক্ষেপ করিবে। ১১। আর শালসারাদি গণের ক্বাথ পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে বিশুদ্ধ গুড় নিক্ষেপ করিয়া গুড়পাকের নিয়মে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে তাহাতে পিপ্পল্যাদি গণের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিবে। অনন্তর ঐ সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতভাবিত সংস্কৃত কুম্ভে স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভের অভ্যন্তর পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু দ্বারা প্রলিপ্ত হওয়া উচিত। উহার অভ্যন্তর দ্রব্যান্তর-সংযোগে দূষিত না থাকে এবং যেন উহা দৃঢ় হয়। অনন্তর সূক্ষ্ম লৌহপত্র সকল খদিরাঙ্গারে বহুবার দগ্ধ করিয়া কুম্ভস্থ ঔষধের মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিবে। তিন বা চারি মাস অথবা লৌহ ঔষধের সহিত মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া যবপল্লের মধ্যে স্থাপিত করিবে। এইরূপে লৌহ জাতরস হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে যথাবল সেবন করিবে। আর যথাযোগ আহার করিবে। এই ঔষধ শরীরের বল রক্ষা করে অথচ কৃশতা উৎপাদন করে। ইহা মন্দাগ্নির প্রসাধক, শোথনাশক, গুল্মনাশক, কুষ্ঠনাশক, মেহনাশক ও পাণ্ডুরোগনাশক। ইহা শীঘ্র প্লীহোদর নষ্ট করে এবং বিষমজ্বর নাশ করিয়া থাকে। আর ইহা অভিষ্যন্দ রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার নাম লৌহারিষ্ট। ইহা মহাগুণ। ১২। প্রমেহীর মূত্র যখন অপিচ্ছিল ও ও অনাবিল হয় এবং বিশদ, তিক্ত ও কটু হইয়া থাকে, তখন আরোগ্য হইয়াছে বলা যায় ১৩

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মধুমেহ।

অনন্তর আমরা মধুমেহ-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। যাঁহার মেহ মধুমেহরূপে পরিণত হওয়াতে ভিষকেরা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে একবার এই যোগটী দ্বারা চিকিৎসা করা আবশ্যক। ২। শুক্র ও শুচি মাসে (অর্থাৎ আষাঢ় ও জ্যৈষ্ঠ মাসে) শৈল সকল সূর্য্যাংশু-তাপে তাপিত হইলে শিলাসমূহের গাত্র হইতে জতুসদৃশ স্বরস স্রাবিত হইয়া থাকে। ইহাকেই শিলাজতু কহে।

ত্রপ্বাদীনান্তু লোহানাং ষণ্ণামন্ততমান্বয়ম্।
জ্ঞেয়ং স্বগন্ধতশ্চাপি ষড়্যোনিপ্রথিতং ক্ষিতৌ॥
লোহান্তবতি তদ্যস্মাচ্ছিলাজতু জতুপ্রভম্।
তস্য লোহস্য তদ্বীর্য্যং রসঞ্চাপি বিভর্ত্তি তৎ॥
ত্রপুসীসায়সাদীনি প্রধানান্যুত্তরোত্তরম্।
যথা তথা প্রয়োগোঽপি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠগুণাঃ স্মৃতাঃ॥
যৎ সর্ব্বং তিক্তকটুকং কষায়ানুরসং সরম্।
কটুপাক্যুষ্ণবীর্য্যঞ্চ শোষণং ছেদনং তথা॥
তেষু যৎ কৃষ্ণমলঘু স্নিগ্ধং নিঃশর্করঞ্চ যৎ।
গোমূত্রগন্ধি যচ্চাপি তৎ প্রধানং প্রচক্ষতে॥ ৩
তদ্ভাবিতং সারগণৈস্তদোষো দিনোদয়ে।
পিবেৎ সারোদকেনৈব শ্লক্ষ্ণপিষ্টং যথাবলম্।
জাঙ্গলেন রসেনান্নং তস্মিন্ জীর্ণে তু ভোজয়েৎ॥ ৪
উপযুজ্য তুলামেবং গিরিজাদমৃতোপমাৎ।
বপুর্বর্ণবলোপেতো মধুমেহবিবর্জ্জিতঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽমরসন্নিভঃ॥
শতং শতং তুলায়াস্তু সহস্রং দশতৌলিকে
ভল্লাতকবিধানেন পরিহারবিধিঃ স্মৃতঃ॥

মেহং কুষ্ঠমপস্মারমুন্মাদং শ্লীপদং গরম্।
শোষং শোফার্শসী গুল্মং পাণ্ডুতাং বিষমজ্বরম্॥
অপোহত্যচিরাৎ কালাচ্ছিলাজতু নিষেবিতম্।
ন সোঽস্তি রোগো যঞ্চাপি নিহন্যান্ন শিলাজতু॥
শর্করাং চিরসম্ভূতাং ভিনত্তি চ তথাশ্মরীম্।
ভাবনালোড়নে চাস্য কর্ত্তব্যে ভেষজৈর্হিতৈঃ॥ ৫
এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমৃতোপমম্॥
মধুরং কাঞ্চনাভাসমম্লং বা রজতপ্রভম্।
পিবন্ হন্তি জরাকুষ্ঠমেহপাণ্ড্বাময়ক্ষয়ান্॥ ৬
তদ্ভাবিতঃ কপোতাংশ্চ কুলত্থাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭
পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং শ্রদ্ধাবন্তং জিজীবিষুম্।
যোগেনানেন মতিমান্ সাধয়েৎ কুষ্ঠিনং নরম্।
বৃক্ষাস্তুবরকা যে স্যুঃ পশ্চিমার্ণবভূমিষু॥
বীচীতরঙ্গবিক্ষেপ-মারুতোদ্ধতপল্লবাঃ।
তেষাং ফলানি গৃহ্ণীয়াৎ সুপক্কান্যম্বুদাগমে॥
মজ্জ তেভ্যোঽপি সংহৃত্য শোষয়িত্বা বিচূর্ণ্য চ।
তিলবৎ পীড়য়েদ্দ্রোণ্যাং স্রাবয়েদ্বা কুসুম্ভবৎ॥
তত্তৈলং সংহৃতং ভূয়ঃ পচেদা তোয়সংক্ষয়াৎ।
অবতার্য্য করীষে চ পক্ষমাত্রং নিধাপয়েৎ॥

ইহা সর্ব্বব্যাধিবিনাশন। ত্রপু প্রভৃতি (অর্থাৎ বঙ্গ, সীস, তাম্র, রজত, কৃষ্ণলৌহ ও সুবর্ণ) ছয় ধাতুর অন্যতমের সহিত শিলাজতুর অন্বয় আছে। এই ষট্কারণক শিলাজতু যে কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার গন্ধ হইতে পরিচিত হইয়া থাকে। সকল প্রকার শিলাজতুই জতুসঙ্কাশ হয়, আর যে ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার বীর্য্য ও রস ধারণ করে। ত্রপু, সীস, তাম্র, রূপ্য, স্বর্ণ ও লৌহ হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট শিলাজতু উৎপন্ন হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টেরই প্রয়োগ আবশ্যক। উৎকৃষ্টেই উৎকৃষ্ট গুণ সকল থাকে। সর্ব্বপ্রকার শিলাজতুই তিক্ত-কটু-কষায়ানুরস, সর, কটুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, শোষণ ও ছেদন। তন্মধ্যে যাহা কৃষ্ণবর্ণ, অলঘু, স্নিগ্ধ, নিঃশর্কর (খিচ্-রহিত) এবং যাহা গোমূত্রগন্ধি, তাহাকেই উৎকৃষ্ট বলা যায়। ৩। সেই উৎকৃষ্ট শিলাজতু শালসারাদি গণের ক্বাথে ভাবিত করিলে শোধিত হয়। সেই শোধিত শিলাজতু শোধিত-শরীরে প্রাতঃকালে শালসারাদি ক্বাথের সহিত শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া যথাবল মাত্রা নির্দ্দেশপূর্ব্বক পান করিবে। জীর্ণ হইলে জাঙ্গল-মাংস-রসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ৪। এইরূপে এই অমৃতোপম শিলাজতু ক্রমশঃ একতুলা (১২৷৷০ সের) পরিমাণে সেবন করিতে পারিলে শরীরের বর্ণ ও বল হয় ও মধুমেহ দূর হইয়া মানুষ অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এক এক তুলা বৃদ্ধি করিলে এক এক শত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। দশ তুলা সেবন করিতে পারিলে সহস্র বৎসর জীবিত থাকা যায়। শিলাজতু সেবন করিয়া ভল্লাতক-বিধানে আহারাদি সম্বন্ধে নিয়ম সকল অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপ বিধানে শিলাজতু সেবন করিলে অচিরাৎ মেহ, কুষ্ঠ, অপস্মার, উন্মাদ, শ্লীপদ, গর, শোষ, শোথ, অর্শঃ, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। এমন রোগ নাই যাহা শিলাজতু নাশ না করিতে পারে। ইহা চিরসম্ভূত শর্করা ও অশ্মরী ভেদ করিয়া থাকে। আর শিলাজতুর ভাবনা ও আলোড়ন হিতকর ঔষধের সহিত হওয়া উচিত। ৫। এইরূপে তাপীনদীজাত স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রমেহ প্রভৃতি রোগে অমৃতোপম হইয়া থাকে। ইহা মধুর ও স্বর্ণবর্ণ বা রজতবর্ণ ও অম্ল। ইহা পান করিলে জরা, কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডুরোগ ও ক্ষয় নষ্ট হয়। ৬। শিলাজতু বা মাক্ষিকধাতু শরীরে ব্যাপ্ত হইবার পর কপোতমাংস ও কুলত্থ বর্জ্জন করিতে হয়। ৭। যদি প্রমেহরোগী ও কুষ্ঠরোগী পঞ্চকর্ম্মের অসাধ্য হইয়া থাকে অথচ যদি তাহার বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই যোগটী সেবন করিবে;—পশ্চিমসাগরতীরে যে সকল তুবরক বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহাদের পল্লব সকল বীচিতরঙ্গ-বিক্ষেপজনিত মারুতবেগে আন্দোলিত হয়। বর্ষাগমে তাহাদের সুপক্ক ফল সকল গ্রহণ করিবে। আবার ঐ সকল ফলের শাঁস আহরণ করিয়া শুষ্ক করিবে ও চূর্ণ করিবে। অনন্তর তিলের ন্যায় ঘানিতে পীড়ন করিবে। অথবা কুসুম্ভ তৈলের ন্যায় দ্রোণীতে গালিত করিবে। এইরূপে তৈল আহৃত হইলে উহার জল শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিতে থাকিবে। নির্জ্জল হইলে নামাইয়া একপক্ষ মাত্র করীষরাশির মধ্যে স্থাপন

স্নিগ্ধঃ স্বিন্নো হৃতমলঃ পক্ষাদূর্দ্ধং প্রযত্নবান্।
চতুর্থভক্তান্তরিতঃ শুক্লাদৌ দিবসে শুভে ॥ ৮
মন্ত্রপূতস্য তৈলস্য পিবেন্মাত্রাং যথাবলম্।
তত্র মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেনেদমভিমন্ত্র্যতে ॥
মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিশোধয়।
শঙ্খচক্রগদাপাণিস্ত্বামাজ্ঞাপয়তেঽচ্যুতঃ ॥
তেনাস্যোর্দ্ধমধশ্চাপি দোষা যান্ত্যসকৃৎ ততঃ।
অস্নেহলবণাং সায়ং যবাগূং শীতলাং পিবেৎ ॥
পঞ্চাহং প্রপিবেৎ তৈলমনেন বিধিনা নরঃ।
পক্ষং পরিহরেচ্চাপি মুদ্গযূষৌদনাশনঃ ॥
পঞ্চভির্দিবসৈরেবং সর্ব্বকুষ্ঠৈর্বিমুচ্যতে।
তদেব খদিরক্বাথে ত্রিগুণে সাধু সাধিতম্ ॥
নিহন্তি পূর্ব্ববৎ পক্বং পিবেন্মাসমতন্দ্রিতঃ।
তেনাভ্যক্তশরীরশ্চ কুর্ব্বীতাহারমীরিতম্ ॥
ভিন্নস্বরং রক্তনেত্রং বিশীর্ণং কৃমিভক্ষিতম্।
অনেনাশু প্রয়োগেণ সাধয়েৎ কুষ্ঠিনং নরম্ ॥

করিবে। রোগী স্নিগ্ধ, স্বিন্ন ও শোধিত হইয়া, এক পক্ষের পর যত্নসহকারে শুক্লপক্ষাদি শুভদিবসে এই তৈল সেবন করিবে। সংশোধন গ্রহণের পর পেয়াদি ক্রম পালন করিয়া চতুর্থ ভক্তের মধ্যে এই তৈল পান করিতে হয় [ভক্ত শব্দের অর্থ ভাত। পেয়াদি ক্রম পালনের পর প্রথম দিবসে ভক্তভোজন দুই বেলা করিতে হয়। দ্বিতীয় দিবসে প্রাতঃকালে ভোজন করিতে হয়; সন্ধ্যাকালে ভোজন করিতে নাই, সে বেলা ফলাম্ল ও উষ্ণোদক পান করিতে হয়। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে বাতকোষ্ঠ রোগীকে এই তৈল দেওয়া যাইতে পারে। তবেই চতুর্থ ভক্তের এদিকে তৈল পান করা হইল। ইতি টীকাকার]। ৮। তৈল মন্ত্রপূত করিয়া যথাবল মাত্রা [টীকাকার-মতে কর্ষ-প্রমাণ] পান করিতে হয়। এস্থলে মন্ত্র বলা যাইতেছে, যথা; হে তৈল! তুমি মজ্জসার ও মহাবীর্য্য। তুমি সর্ব্বধাতু শোধন কর। শঙ্খচক্রগদাধারী অচ্যুত তোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন। এইরূপে তৈল মন্ত্রপূত করিয়া পান করিলে দোষ সকল বারংবার রোগীর অধঃ ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতে থাকে। সেইজন্য তৈলপানের পর সায়ংকালে ঈষৎ স্নেহলবণযুক্ত শীতল যবাগূ পান করিবে। এইরূপ বিধানে পাঁচ দিন তৈল পান করিবে। আর এক পক্ষকাল প্রকৃতিভোজন পরিহার করিবে এবং মুদ্গযূষের সহিত অন্নভোজন করিয়া থাকিবে। এইরূপ পাঁচ দিন তৈল পান করিলে সর্ব্বকুষ্ঠ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। আবার ঐ তৈলই দ্বিগুণ খদিরক্বাথের সহিত উত্তমরূপে পাক করিয়া পান করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। পূর্ব্বে যেরূপ পাকের নিয়ম বলা হইয়াছে, সেইরূপে পাক করিতে হয়। সাবধানে এক মাস পান করিতে হয়। আর ঐ তৈলে শরীর অভ্যক্ত রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ্য সেবন করিতে হয়। কুষ্ঠী

সর্পির্মধুযুতং পীতং তদেব খদিরাম্বুনা।
পক্ষিমাংসরসাহারং করোতি দ্বিশতায়ুষম্ ॥
তদেব নস্যে পঞ্চাশদ্দিবসানুপযোজিতম্।
বপুষ্মন্তং শ্রুতিধরং করোতি ত্রিশতায়ুষম্ ॥ ৯
শোধয়ন্তি নরং পীতা মজ্জানস্তস্য মাত্রয়া।
মহাবীর্য্যস্তুবরকঃ কুষ্ঠমেহাপহঃ পরঃ ॥ ১০
সান্তর্দ্ধূমস্তস্য মজ্জা তু দগ্ধঃ ক্ষিপ্তস্তৈলে সৈন্ধবঞ্চাঞ্জনঞ্চ।
ঐর্ম্মাং হন্ত্যাদর্ম্মনক্তান্ধ্যকাচান্ নীলীরোগং তৈমিরঞ্চাঞ্জনেন ১১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে মধুমেহ-চিকিৎসিতং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উদরাণাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

অষ্টাবুদরাণি পূর্ব্বমুদ্দিষ্টানি তেষসাধ্যং বদ্ধগুদং পরিস্রাবি চাবশিষ্টানি কৃচ্ছ্রসাধ্যানি, সর্ব্বাণ্যেব চ প্রত্যাখ্যায়োপক্রমেত। তেষাদ্যশ্চতুর্ব্বর্গো ভেষজসাধ্যঃ। কালপ্রকর্ষাৎ সর্ব্বাণ্যেব শস্ত্রসাধ্যানি বর্জ্জয়িতব্যানি বা ॥ ২

ভিন্নস্বর, রক্তনেত্র, বিশীর্ণ ও কৃমিভক্ষিত হইলেও এই প্রয়োগ দ্বারা আশু আরোগ্য লাভ করে। যদি এই তৈল ঘৃতমধুযোগে খদিরক্বাথের সহিত সেবন করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পক্ষিমাংস আহার করা যায়, তবে দ্বিশত বর্ষ আয়ু হইয়া থাকে। আর পঞ্চাশ দিবস এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে রোগী বপুষ্মান্ ও শ্রুতিধর হইয়া ত্রিশত বর্ষ আয়ু লাভ করে। ৯। তুবরকের শাঁস মাত্রানুযায়ী সেবন করিলে রোগী শুদ্ধদেহ হয়। তুবরক মহাবীর্য্য এবং কুষ্ঠ-মেহনাশের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ১০। তুবরকের মজ্জা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তৈলে ক্ষেপণ করিতে হয়। অনন্তর ইহার সহিত সৈন্ধব ও রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিতে হয়। এই অঞ্জনে অর্ম্ম, রাত্র্যন্ধ, কাচ, নীলীরোগ ও তিমির নষ্ট হইয়া থাকে। ১১

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উদর-চিকিৎসা।

অনন্তর আমরা উদরসমূহের চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিতেছি। ১। পূর্ব্বে আটপ্রকার উদর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বদ্ধগুদ ও পরিস্রাবী উদর অসাধ্য। অবশিষ্ট উদর কৃচ্ছ্রসাধ্য। সর্ব্বপ্রকার উদরই প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। তাহাদের মধ্যে প্রথম চারিটী ঔষধ-সাধ্য। কালপ্রকর্ষে সর্ব্বপ্রকার উদরই শস্ত্রসাধ্য বা বর্জ্জনীয়

উদরী তু গুর্ব্বভিষ্যন্দিরুক্ষবিদাহিস্নিগ্ধপিশিতপরিষেকাবগাহান্ পরিহরেৎ। শালিষষ্টিকযবগোধূমনীবারান্ নিত্যমশ্নীয়াৎ॥ ৩

তত্র বাতোদরিণং বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধেন সর্পিষা স্নেহয়িত্বা তিল্বকবিপক্কেনানুলোম্য চিত্রাফলতৈলপ্রগাঢ়েন বিদারিগন্ধাকষায়েণাস্থাপয়েদনুবাসয়েচ্চ শাল্বণেন চোপনাহয়েদুদরম্। ভোজয়েচ্চৈনং বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধেন ক্ষীরেণ জাঙ্গলরসেন চাভীক্ষ্ণং স্বেদয়েৎ॥ ৪

পিত্তোদরিণস্তু মধুরগণবিপক্কেন সর্পিষা স্নেহয়িত্বা শ্যামাত্রিফলাত্রিবৃদ্বিপক্কেনানুলোম্য শর্করামধুঘৃতপ্রগাঢ়েন ন্যগ্রোধাদিকষায়েণাস্থাপয়েদনুবাসয়েচ্চ, পায়সেনোপনাহয়েদুদরং, ভোজয়েচ্চৈনং বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধেন পয়সা॥ ৫

শ্লেষ্মোদরিণং পিপ্পল্যাদিকষায়সিদ্ধেন সর্পিষোপস্নেহ্য স্নুহীক্ষীরবিপক্কেনানুলোম্য ত্রিকটুকমূত্রক্ষারতৈলপ্রগাঢ়েন মুষ্ককাদিকষায়েণাস্থাপয়েদনুবাসয়েচ্চ শণাতসীধাতকীকিণ্বসর্ষপ-মূলক-বীজকল্কৈশ্চোপনাহয়েদুদরং, ভোজয়েচ্চৈনং ত্রিকটুকপ্রগাঢ়েন কুলত্থযূষেণ পায়সেন বা স্বেদয়েচ্চাভীক্ষ্ণম্॥ ৬

দূষ্যোদরিণন্তু প্রত্যাখ্যায় সপ্তলাশঙ্খিনীস্বরসসিদ্ধেন সর্পিষা বিরেচয়েন্মাসমর্দ্ধমাসং বা, মহাবৃক্ষক্ষীরসুরাগোমূত্রসিদ্ধেন বা; শুদ্ধকোষ্ঠন্তু মদ্যেনাশ্বমারকগুঞ্জাকাকাদনীমূলকল্কং পায়য়েৎ। ইক্ষুকাণ্ডানি বা কৃষ্ণসর্পেণ দংশয়িত্বা ভক্ষয়েৎ। বল্লীফলানি বা মূলজং কন্দজং বা বিষম্ আসেবয়েৎ। তেনাগদো ভবত্যন্যং বা ভাবমাপদ্যতে॥ ৭

ভবতি চাত্র।

কুপিতানিলমূলত্বাৎ সঞ্চিত্বান্মলস্য চ।
সর্ব্বোদরেষু শংসন্তি বহুশস্ত্বনুলোমনম্॥ ৮

অত ঊর্দ্ধং সামান্যযোগান্ বক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা।—এরণ্ডতৈলমহরহর্মাসং দ্বৌ বা কেবলমুপযুক্তং ক্ষীরযুক্তং বা সেবেতোদকবর্জ্জী মাহিষং বা মূত্রং ক্ষীরেণ নিরাহারঃ সপ্তরাত্রম্। উষ্ট্রীক্ষীরাহারো বান্নবারিবর্জ্জী পিপ্পলীং বা মাসং পূর্ব্বোক্তেন বিধানেনাসেবেত। সৈন্ধবাজমোদাযুক্তং বা নিকুম্ভতৈলম্। আর্দ্রকশৃঙ্গবেররসপাত্রশতসিদ্ধং বা বাতশূলেহবচার্য্যম্। শৃঙ্গবেররসবিপক্কং ক্ষীরমাসেবেত। চব্য-

হইয়া থাকে। ২। উদররোগী গুরু, অভিষ্যন্দী, রুক্ষ, বিদাহী, স্নিগ্ধ, মাংস, পরিষেক ও অবগাহ পরিহার করিবে। আর শালি, ষষ্টিক, যব, গোধূম ও নীবার নিত্য সেবন করিবে। ৩। তন্মধ্যে বাতোদরীকে বিদারিগন্ধাদি-সিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে, আর লোধ্রসিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া দোষের অনুলোমন করাইবে। পরে চিতা, মদনফল ও তিলতৈল অধিক পরিমাণে সংযুক্ত করিয়া, বিদারিগন্ধাদি-কষায় দ্বারা আস্থাপন দিবে। পরে অনুবাসন দিবে। আর শাল্বণযোগে উদরে প্রলেপ দিবে। পরে রোগীকে বিদারিগন্ধাদি-সিদ্ধ দুগ্ধ ও জাঙ্গল-রসের সহিত ভোজন করাইবে। আর সর্ব্বদা স্বেদ দিবে। ৪। পিত্তোদরীকে মধুর গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে বৃদ্ধদারক, ত্রিফলা ও তেউড়ীর সহিত বিপক্ব ঘৃত পান করাইয়া দোষকে অনুলোমিত করিবে। পরে অধিক পরিমাণে শর্করা, মধু ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া; ন্যগ্রোধাদি-কষায় দ্বারা আস্থাপন দিবে। পরে অনুবাসন দিবে। ইহার উদরে পায়সের প্রলেপ দিবে। আর ইহাকে বিদারিগন্ধাদি-সিদ্ধ দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে ৫ শ্লেষ্মোদরীকে পিপ্পল্যাদি-কষায়-সিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া, ঈষৎ স্নিগ্ধ করিবে। আর সুহীক্ষীর বিপক্ব ঘৃত পান করাইয়া দোষের অনুলোমন করাইবে। পরে অধিক পরিমাণে ত্রিকটু, মূত্র, ক্ষার ও তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া, মুষ্ককাদি-কষায় দ্বারা আস্থাপন দিবে। পরে অনুবাসন দিবে। আর রোগীর উদরে শণবীজ, তিসি, ধাইফুল, কিণ্ব, সর্ষপ ও মূলকবীজ এই সকলের কল্ক প্রলেপ দিবে। আর কুলত্থযূষ বা পায়সে অধিক পরিমাণে ত্রিকটু প্রক্ষেপ দিয়া তাহার সহিত রোগীকে অন্ন ভোজন করাইবে। আর ইহাকে সর্ব্বদা স্বেদ দিবে। ৬। সন্নিপাতোদরীকে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক সপ্তলা ও শঙ্খিনীর স্বরসে সিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া বিরিক্ত করিবে। একমাস বা অর্দ্ধমাস এইরূপে বিরেচন দিবে। এই ঘৃতে বিরেচন না হইলে, মনসার ক্ষীর, সুরা ও গোমূত্রের সহিত ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন দিবে। কোষ্ঠ শুদ্ধ হইলে মদ্যের সহিত করবীর, গুঞ্জা ও কাকাদনীর মূলের কল্ক পান করাইবে। রোগ দুরন্ত হইয়া উঠিলে ইক্ষুকাণ্ড কৃষ্ণসর্প দ্বারা দংশন করাইয়া ভক্ষণ করাইবে। অথবা কাঁকুড় প্রভৃতি বল্লীফল ঐরূপ দংশন করাইয়া ভক্ষণ করাইবে। অথবা মূলজ বা কন্দজ বিষ ভক্ষণ করিতে দিবে। তাহাতে রোগ নষ্ট হইতে পারে অথবা মৃত্যুও হইতে পারে। ৭। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—যেহেতু সর্ব্বপ্রকার উদরের মূলই কুপিত বায়ু এবং যেহেতু সর্ব্বপ্রকার উদরেই মলসঞ্চয় হয়, অতএব সর্ব্বপ্রকার উদরেই বহুপ্রকারে অনুলোমন আবশ্যক। ৮। ইহার পর সাধারণ যোগ সকল বলিতেছি, যথা;—উদররোগী জল পরিত্যাগ করিয়া এক মাস বা দুই মাস প্রত্যহ গোমূত্র বা দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিবে। অথবা জল পরিত্যাগ করিয়া মহিষের মূত্র সপ্তাহ পান করিবে।৮ এই সপ্তাহ অন্য আহার সেবন না করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে। অথবা জলবর্জ্জী হইয়া কেবল উষ্ট্রীদুগ্ধ পান করিবে। অথবা একমাস পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পিপ্পলীবর্দ্ধমান সেবন করিবে। অথবা সৈন্ধব ও বনযমানীর সহিত নিকুম্ভতৈল পান করিবে। অথবা আদা ও শুঁঠের কাথ একশত পাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত পাক করিবে। আর সেই তৈল বাতশূলে প্রয়োগ করিবে। আর চতুর্গুণ আদার রসে দুগ্ধ পাক করিয়া

শৃঙ্গবেরকল্কং বা পয়সা সরলদেবদারুচিত্রকমেব বা। মুরঙ্গী-শালপর্ণীশ্যামাপুনর্নবাকল্কং বা। জ্যোতিষ্কফলতৈলং বা ক্ষীরেণ স্বর্জ্জিকাহিঙ্গুমিশ্রং পিবেৎ ॥ ৯

গুড়দ্বিতীয়াং বা হরীতকীং ভক্ষয়েৎ। স্নুহীক্ষীর-ভাবিতানাং বা পিপ্পলীনাং সহস্রং কালেন, পথ্যাকৃষ্ণাচূর্ণং বা স্নুহীভাবিতামুৎকারিকাং পক্বাং বাপায়েৎ ॥ ১০

হরীতকীচূর্ণপ্রস্থমাঢ়কে ঘৃতস্যাঙ্গারেষ্বভিবিলাপ্য খজে-নাভিমথ্যানুগুপ্তং কৃত্বার্দ্ধমাসং যবপল্লে বাসয়েৎ। ততশ্চোদ্ধৃত্য পরিস্রাব্য হরীতকীক্বাথাম্লদধীন্যাবাপ্য বিপচেৎ। তদ্‌যথাযোগং মাসমর্দ্ধমাসং বা পায়য়েৎ ॥ ১১

গব্যে পয়সি মহাবৃক্ষক্ষীরমাবাপ্য বিপচেৎ। বিপক্বঞ্চা-বতার্য্য শীতীভূতং মন্থানেনাভিমথ্য নবনীতমাদায় ভূয়ো মহাবৃক্ষক্ষীরেণৈব বিপচেৎ, তদ্‌যথাযোগং মাসং মাসার্দ্ধং বা পায়য়েৎ ॥ ১২

চব্যচিত্রকদন্ত্যতিবিষাকুষ্ঠ-সারিবা-ত্রিফলাজমোদহরিদ্রা-শঙ্খিনীত্রিবৃৎত্রিকটুকানামর্দ্ধকার্ষিকা ভাগাঃ, রাজবৃক্ষফল-মজ্জনামষ্টৌ কর্ষাঃ, মহাবৃক্ষক্ষীরপলে দ্বে, গবাং ক্ষীরমূত্রয়োরষ্টাবষ্টৌ পলানি; এতৎ সর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থে সমাবাপ্য বিপচেৎ। তদ্‌যথাযোগং মাসমর্দ্ধমাসং বা পায়য়েত ॥ ১৩

এতানি তিল্বকঘৃতচতুর্থানি সর্পীংষ্যুদরগুল্মবিদ্রধ্যষ্ঠীলা-নাহকুষ্ঠোন্মাদাপস্মারেষূপযোজ্যানি বিরেচনার্থম্ ॥ ১৪

মূত্রাসবারিষ্টসুরাশ্চাভীক্ষ্ণং মহাবৃক্ষক্ষীরসংভৃতাঃ সেবেত। বিরেচনদ্রব্যকষায়ং বা শৃঙ্গবেরদেবদারুপ্রগাঢ়ম্। বমনবিরে-চনদ্রব্যাণ্যাং পালিকা ভাগাঃ পিপ্পল্যাদিবচাদিহরিদ্রাদিপরি-পঠিতানাঞ্চ দ্রব্যাণাং শ্লক্ষ্ণপিষ্টানাং যথোক্তানাঞ্চ লবণানাম্। তৎ সর্ব্বং মূত্রগণে প্রক্ষিপ্য মহাবৃক্ষক্ষীরপ্রস্থঞ্চ মৃদ্বগ্নিনা ঘট্টয়ন্ বিপচেদপ্রদগ্ধকল্কম্। তৎ সাধুসিদ্ধমবতার্য্য শীতী-ভূতমক্ষমাত্রাং গুটিকাং বর্ত্তয়েৎ। তাসামেকাং দ্বে তিস্রো বা গুটিকা বলাপেক্ষয়া মাসার্দ্ধং মাসং বা সেবেত। এষা-নাহবর্ত্তিক্রিয়া বিশেষেণ মহাব্যাধিষূপযুজ্যতে, কোষ্ঠজাংশ্চ কৃমীনপহন্তি, কাসশ্বাসকৃমিকুষ্ঠপ্রতিশ্যায়ারোচকাবিপাকো-দাবর্ত্তাংশ্চ নাশয়তি ॥ ১৫

মদনফলমজ্জ-কুটজ-জীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবত্রিবৃৎত্রিকটু-সর্ষপলবণানি মহাবৃক্ষক্ষীরমূত্রয়োরন্যতরেণ পিষ্ট্বাঙ্গুষ্ঠমাত্রাং বর্ত্তিং কৃত্বোদরিণ আনাহে তৈললবণাভ্যক্তগুদস্যৈকাং দ্বে

সেবন করিবে। অথবা দুগ্ধের সহিত চই ও শুঁঠের কল্ক পান করিবে। অথবা সরল, দেবদারু ও চিতার কল্ক পান করিবে। অথবা মুরঙ্গী (শোভাঞ্জন), শালপাণি, শ্যামা (বৃদ্ধদারু) ও পুনর্নবার কল্ক পান করিবে। অথবা জ্যোতিষ্কফলের (কাকমর্দ্দনিকা-ফলের) তৈল সর্জ্জিক্ষার ও হিঙ্গুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ৯। অথবা গুড়ের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিবে। অথবা মনসার ক্ষীরে ভাবিত সহস্র পিপুল, যতদিনে পারে, ক্রমশঃ ভক্ষণ করিবে। অথবা হরীতকী ও পিপুলের চূর্ণ পান করিবে। আর মনসার ক্ষীরে ভাবিত উৎকারিকা পক্ক করিয়া সেবন করিবে। ১০। হরীতকীচূর্ণ এক প্রস্থ এক আঢ়ক ঘৃতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে গলাইয়া লইবে। পরে ঐ সকল দ্রব্য নিভৃতভাবে একমাস যবপল্লের মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ঘৃতে হরীতকীর ক্বাথ ও অম্ল-দধি প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত যথাযোগ একমাস বা অর্দ্ধমাস পান করিতে হয়। ১১। গব্যদুগ্ধে মনসার ক্ষীর নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে থাকিবে। বিপক্ক হইলে নামাইবে। শীতল হইলে মন্থান-দণ্ড দ্বারা মথিত করিয়া নবনীত গ্রহণ করিবে। এই নবনীত পুনর্ব্বার মনসার ক্ষীরের সহিত পাক করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ একমাস বা অর্দ্ধ-মাস পান করিবে। ১২। চই, চিতা, দন্তী, আতইচ, কুড়, অনন্তমূল, ত্রিফলা, বনযমানী, হরিদ্রা, শঙ্খিনী, তেউড়ী ও ত্রিকটু প্রত্যেকে অর্দ্ধ কর্ষ, সোঁদাল-ফলের মজ্জা আট কর্ষ, মনসার ক্ষীর দুই পল, গোদুগ্ধ ও গোমূত্র আট আট পল এই সকল চারি সের ঘৃতে মিলিত করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত যথাযোগ এক মাস বা অর্দ্ধমাস পান করিবে। ১৩। বাতব্যাধি-পরিচ্ছেদোক্ত তিল্বকঘৃতও উদররোগে প্রয়োগ করা যায়। এই চারি প্রকার ঘৃত উদর, গুল্ম, বিদ্রধি, অষ্ঠীলা, আনাহ, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও অপস্মারে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা যায়। ১৪। মনসার ক্ষীর প্রক্ষেপ দিয়া মূত্র, আসব, অরিষ্ট ও সুরা সর্ব্বদা সেবন করিবে। অথবা ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচন-দ্রব্যের কষায় শুঁঠ ও দেবদারু-চূর্ণের সহিত প্রচুররূপে গাঢ় করিয়া সেবন করিবে। বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন দ্রব্যসমূহের চূর্ণ এক এক পল; পিপ্পল্যাদি গণ, বচাদি গণ ও হরিদ্রাদি গণের চূর্ণ যথালাভ এক এক পল; পঞ্চলবণ এক এক পল; মূত্রবর্গ ও চারি সের মনসার ক্ষীর মৃদু অগ্নিতে ঘুটিতে ঘুটিতে পাক করিবে। যেন কল্ক পুড়িয়া না যায়। উত্তম রূপে সিদ্ধ হইলে নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে অক্ষ-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটী এক, দুই বা তিনটী করিয়া, বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তিন বা চারি বার সেবন করিতে হয়। আর ইহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মেহাদি-রোগের আনাহে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই বটী কোষ্ঠজাত কৃমিসমূহ নাশ করিয়া থাকে এবং কাস, শ্বাস, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রতিশ্যায়, অরুচি, অবিপাক ও উদাবর্ত্ত নাশ করে। ১৫। মদন-ফলের শাঁস, কুটজ, জীমূত, ইক্ষ্বাকু, ধামার্গব, ত্রিবৃৎ, ত্রিকটু, সর্ষপ ও পঞ্চলবণ এবং মনসার ক্ষীর বা মূল একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্রা বর্ত্তি করিয়া একটী বা দুইটী বর্ত্তি, উদররোগীর আনাহ হইলে, পায়ুর মধ্যে প্রবেশিত করিতে হয়। বর্ত্তি প্রবেশিত করিবার পূর্ব্বে

বা পায়ৌ নিদধ্যাৎ। এবানাহবর্ত্তিক্রিয়া বাতমূত্রপুরীষোদাবর্ত্তাধ্মানানাহেযু বিধেয়া॥ ১৬

প্লীহোদরিণঃ স্নিগ্ধস্বিন্নস্য দধ্না ভুক্তবতো বামবাহৌ কূর্পরাভ্যন্তরতঃ শিরাং বিধ্যেদ্বিমর্দ্দয়েৎ পাণিনা প্লীহানং রুধিরস্যন্দনার্থম্। ততঃ সংশুদ্ধদেহং সমুদ্রশুক্তিকাক্ষারং পয়সা পায়য়েত। হিঙ্গুসৌবর্চ্চিকাক্ষারেণ স্রুতেন পলাশক্ষারেণ বা যবক্ষারম্। পারিজাতকেক্ষুরকাপামার্গক্ষারং বা তৈলসংসৃষ্টম্। শোভাঞ্জনকষায়ং বা পিপ্পলীসৈন্ধবচিত্রকযুক্তম্। পূতিকরঞ্জক্ষারং বাম্লস্রুতং বিড়লবণপিপ্পলীপ্রগাঢ়ম্॥ ১৭

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চিত্রক-শৃঙ্গবের-যবক্ষার-সৈন্ধবানাং পালিকা ভাগা ঘৃতপ্রস্থং তত্তুল্যং ক্ষীরং তদেকধ্যং বিপাচয়েৎ। এতৎ ষট্পলকং নাম সর্পিঃ প্লীহাগ্নিসঙ্গগুল্মোদরোদাবর্ত্ত-শ্বয়থু-পাণ্ডুরোগ-কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়োর্দ্ধবাতবিষমজ্বরানপহন্তি। মন্দাগ্নির্বা হিঙ্গ্বাদিকং চূর্ণমুপযুঞ্জীত। যকৃদ্দাল্যেঽপ্যেষ এব ক্রিয়াবিভাগঃ। বিশেষতস্তু দক্ষিণবাহৌ শিরাব্যধঃ॥ ১৮

মণিবন্ধং সকৃন্নাম্য বামাঙ্গুষ্ঠসমীরিতাম্।
দহেচ্ছিরাং শরেণাশু প্লীহ্নো বৈদ্যঃ প্রশান্তয়ে॥ ১৯

বদ্ধগুদে পরিস্রাবিণি চ স্নিগ্ধস্বিন্নস্যাভ্যক্তস্যাধো নাভের্বামতশ্চতুরঙ্গুলমপহায় রোমরাজ্যা উদরং পাটয়িত্বা চতুরঙ্গুলপ্রমাণান্যন্ত্রাণি নিষ্কৃষ্য নিরীক্ষ্য বদ্ধগুদস্যান্ত্রপ্রতিরোধকরমশ্মানং বালং বাপোহ্য মলজাতং বা ততো মধুসর্পির্ভ্যামভ্যজ্যান্ত্রাণি যথাস্থানং স্থাপয়িত্বা বাহ্যং ব্রণমুদরস্য সীব্যেৎ॥ ২০

পরিস্রাবিণ্যপ্যেবমেব শল্যমুদ্ধৃত্যান্ত্রস্রাবান্ সংশোধ্য তচ্ছিদ্রমন্ত্রং সমাধায় কৃষ্ণপিপীলিকাভির্দংশয়েৎ। দষ্টে চ তাসাং কায়ানপহরেন্ন শিরাংসি। ততঃ পূর্ব্ববৎ সীব্যেৎ। সন্ধানঞ্চ যথোক্তং কারয়েৎ। যষ্টিমধুকমিশ্রয়া চ কৃষ্ণমৃদাবলিপ্য বন্ধেনোপচরেৎ। ততো নিবাতমাগারং প্রবেশ্যাচারিকমুপদিশেদ্বাসয়েচ্চৈনং তৈলদ্রোণ্যাং সর্পিদ্রোণ্যাং বা পয়োবৃত্তিমিতি॥ ২১

উদকোদরিণস্তু বাতহরতৈলাভ্যক্তস্যোষ্ণোদকস্বিন্নস্য স্থিতস্যাপ্তৈঃ সুপরিগৃহীতস্যা কক্ষাৎ পরিবেষ্টিতস্যাধো নাভের্বামতশ্চতুরঙ্গুলমপহায় রোমরাজ্যা ব্রীহিমুখেণাঙ্গুষ্ঠোদরপ্রমাণমবগাঢ়ং বিধ্যেৎ॥ ২২

পায়ু তৈল ও লবণযোগে অভ্যক্ত করিতে হয়। এই আনাহবর্ত্তিক্রিয়া বাত মূত্র ও পুরীষের উদাবর্ত্তে এবং আধ্মান ও আনাহরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। ১৬। প্লীহোদরীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া দধির সহিত অন্ন ভোজন করাইতে হয়। পরে বাম বাহুতে কূর্পরের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিয়া পাণি দ্বারা প্লীহাকে রক্তস্রাবার্থ মর্দ্দন করিতে হয়। অনন্তর রোগীকে শুদ্ধদেহ করিয়া দুগ্ধের সহিত সমুদ্রশুক্তির ক্ষার পান করাইতে হয়। অথবা হিঙ্গু ও সর্জ্জিক্ষারের সহিত অথবা পরিস্রুত পলাশক্ষারের সহিত যবক্ষার পান করাইতে হয়। অথবা তৈলের সহিত পালিদামাদার, কুলেখাড়া ও অপামার্গের ক্ষার সেবন করা উচিত। অথবা সজিনার কষায় পিপুল, সৈন্ধব ও চিতার চূর্ণের সহিত পান করা উচিত। অথবা নাটাকরঞ্জের ক্ষার কাঁজীতে স্রাবিত করিয়া অধিক পরিমাণে বিট্লবণ ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করা উচিত। ১৭। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব এক এক পল, ঘৃত চারিসের ও দুগ্ধ চারিসের একত্র পাক করিবে। ইহার নাম ষট্পলক ঘৃত। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্নিসাদ, গুল্ম, উদর, উদাবর্ত্ত, শোথ, পাণ্ডুরোগ, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, উর্দ্ধবাত ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। রোগী মন্দাগ্নি হইলে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ সেবন করিবে। যকৃৎ রোগেও এইরূপ চিকিৎসা। বিশেষতঃ এই রোগে দক্ষিণ বাহুতে শিরা বেধ করিতে হয়। ১৮। প্লীহারোগের শান্তির জন্য রোগীর মণিবন্ধ একবার নামিত করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠ-সংলগ্ন শিরা শর দ্বারা দগ্ধ করিবে। ১৯।

বদ্ধগুদ উদর ও পরিস্রাবী উদর স্নিগ্ধ, স্বিন্ন ও অভ্যক্ত করিয়া, নাভির নিম্নে বামদিকে রোমরাজী হইতে চতুরঙ্গুল স্থান পরিত্যাগ করিয়া, উদরকে পাটিত করিবে। পাটিত করিলে সেই স্থানে স্থূলান্ত্রের প্রকাশ হইবে। তখন সেই স্থানে স্থূলান্ত্রের চতুরঙ্গুল প্রমাণ অংশ বহির্গত করিয়া পাটনপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই বদ্ধগুদ রোগীর অন্ত্রাবরোধক অশ্ম বা কেশ বা মলসমূহ দৃষ্ট হইবে। অনন্তর তাহা নিষ্কাসিত করিয়া মধু-ঘৃত সহকারে অন্ত্রদিগকে অভ্যক্ত ও যথাস্থানে স্থাপিত করিবে। আর উদরের বাহ্যক্ষত সীবন করিয়া দিবে [টীকাকার বলেন, অন্ত্র মূর্চ্ছিত হইলে অর্থাৎ "ইণ্টস-সসেপ্শন" হইলে বন্ধমোক্ষণ করিয়া অনুলোমন করিবে]। ২০। পরিস্রাবী উদরেও এইরূপে শল্য উদ্ধৃত করিয়া পরিস্রাব সকল সংশোধনপূর্ব্বক অন্ত্রের ছিদ্র সকল সামাধানপূর্ব্বক, কৃষ্ণ পিপীলিকা সমূহ দ্বারা (ডেয়ে পিপীড়া দ্বারা) দংশন করাইবে। আর উহারা দংশন করিলে পর উহাদের দেহ মস্তক হইতে ছিন্ন করিবে। মস্তক সকল ছিদ্রে কামড়াইয়া থাকিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ সেলাই করিয়া দিবে এবং যথোক্ত প্রকারে ব্রণ-সন্ধান করিবে। আর যষ্টিমধুচূর্ণমিশ্রিত কৃষ্ণমৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহার উপর বন্ধন দিবে। অনন্তর রোগী বায়ুশূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া নিয়মমত আহারাদি করিবে। আর ইহাকে তৈলদ্রোণী বা ঘৃত-দ্রোণীতে বসাইবে। যেন রোগী এই সময়ে দুগ্ধমাত্রভোজী হয়। ২১। জলোদরী বাতহর তৈলে অভ্যক্ত ও উষ্ণজলে স্বিন্ন হইয়া অবস্থান করিলে পরিজনেরা তাহাকে কক্ষ দিয়া পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়া থাকিবে। অনন্তর নাভির নিম্নে রোমরাজীর বামদিকে চতুরঙ্গুল স্থান

তত্র ব্রণ্যাদীনামন্যতমস্য নাড়ীং দ্বিদ্বারাং পক্ষনাড়ীং বা সংযোজ্য দোষোদকমবসিঞ্চেৎ। ততো নাড়ীমপহৃত্য তৈল-লবণেনাভ্যজ্য ব্রণবন্ধেনোপচরেৎ। নচৈকস্মিন্নেব দিবসে সর্ব্বং দোষোদকমপহরেৎ; সহসা হ্যপহৃতে তৃষ্ণাজ্বরাঙ্গ-মর্দ্দাতিসারশ্বাসপাদদাহা উৎপদ্যেরন্নাপূর্য্যতে বা ভূশতর-মুদরম্। অসঞ্জাতপ্রাণস্য তস্মাৎ তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমষষ্ঠাষ্টমদশম-দ্বাদশষোড়শরাত্রাণামন্যতমমন্তরীকৃত্য দোষোদকমল্পাল্পমব-সিঞ্চেৎ। নিঃস্রুতে চ দোষে গাঢ়তরমাবিককৌশেয়চর্ম্মণা-মন্যতমেন পরিবেষ্টয়েদুদরম্। তথ নাধ্মাপয়তি বায়ুঃ। ষণ্মাসাংশ্চ পয়সা ভোজয়েজ্জাঙ্গলরসেন বা। তত্র ত্রীন্ মাসানর্দ্ধোদকেন পয়সা ফলাম্লেন জাঙ্গলরসেন বাবশিষ্টং মাসত্রয়মন্নং লঘু হিতং বা সেবেত। এবং সংবৎসরেণাগদী-ভবতি॥ ২৩ ভবতি চাত্র।

আস্থাপনে চৈব বিরেচনে চ
পানে তথাহারবিধিক্রিয়াসু।
সর্ব্বোদরিভ্যঃ কুশলৈঃ প্রযোজ্যং
ক্ষীরং শৃতং জাঙ্গলজো রসো বা॥ ২৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে উদর-
চিকিৎসিতং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পরিত্যাগ করিয়া ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠোদর প্রমাণে গাঢ়রূপে বিঁধিবে। ২২। এইস্থলে বঙ্গাদি ধাতুর অন্যতমে নির্ম্মিত দ্বিমুখ নল বা পক্ষীর পক্ষের নল সংলগ্ন করিয়া জল বাহির করিবে। দুষ্ট জল বাহির হইয়া গেলে নল অপহৃত করিয়া তৈল ও লবণে ব্রণ অভ্যক্ত করিবে এবং তাহার উপর বন্ধন দিবে। এক দিনে সমস্ত দুষ্ট জল বাহির করিবে না। কেননা সহসা সমস্ত জল অপহরণ করিলে তৃষ্ণা, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দন, অতিসার, শ্বাস, কাস ও পাদদাহ উৎপন্ন করে। অথবা রোগী বলপ্রাপ্ত না হইতে হইতে উদর ভূশতররূপে পূর্ণ (জলপূর্ণ বা বায়ুপূর্ণ) হয়। এই কারণে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ বা ষোড়শ দিন অন্তরে দুষ্ট জল অল্পে অল্পে বাহির করিবে। দোষ নিঃসৃত হইয়া গেলে মেষলোমজ বা কৌশেয় বসন বা চর্ম্ম দ্বারা উদর পরিবেষ্টিত করিবে। তাহা হইলে বায়ু আর উদরকে অধ্মাপিত করিতে পারে না। আর রোগীকে ক্রমাগত ছয়মাস দুগ্ধ বা মাংসরস ভোজন করাইবে। পরে রোগী তিনমাস অর্দ্ধোদক দুগ্ধের সহিত বা দাড়িমাদি অম্লফলের রস দ্বারা অম্লীকৃত মাংসরসের সহিত "পেয়া" ভোজন করিবে। পরে আর তিনমাস লঘু ও হিতকর ভোজন করিবে [চরক বলেন যে, দুগ্ধের সহিত শ্যামা বা কোরদূষের অন্ন লঘু পরিমাণে ভোজন করিবে] এক বৎসর এইরূপ নিয়মে চলিলে জলোদরী নীরোগ হইয়া থাকে। ২৩। এস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—বিজ্ঞেরা সর্ব্বপ্রকার উদররোগেই আস্থাপন, বিরেচন, পান ও আহারক্রিয়ায় পক্ব দুগ্ধ বা জাঙ্গল-মাংস-রস প্রয়োগ করিবেন। ২৪। চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূঢ়গর্ভচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ১

নাতঃ কষ্টতমমস্তি যথা মূঢ়গর্ভশল্যোদ্ধরণম্। অত্র হি যোনিযকৃৎপ্লীহান্ত্রবিবরগর্ভাশয়ানাং মধ্যে কর্ম্ম কর্ত্তব্যং স্পর্শেন। উৎকর্ষণাপকর্ষণস্থানাপবর্ত্তনোৎকর্ত্তনভেদন-চ্ছেদনপীড়নর্জ্জুকরণদারণানি চৈকহস্তেন গর্ভং গর্ভিণীং বা হিংসতা। তস্মাদধিপতিমাপৃচ্ছ্য পরঞ্চ যত্নমাস্থায়োপক্রমেত। তত্র সমাসেনাষ্টবিধা মূঢ়গর্ভগতিরুদ্দিষ্টা—স্বভাবগতা অপি ত্রয়ঃ সঙ্গা ভবন্তি, শিরসো বৈগুণ্যাদংসয়োর্জ্জঘনস্য বা। জীবতি তু গর্ভে সূতিকাগর্ভনির্হরণে প্রযতেত। নির্হর্ত্তুম-শক্যে চ্যবনান্ মন্ত্রানুপশৃণুয়াৎ তান্ বক্ষ্যামঃ॥ ২

ইহামৃতঞ্চ সোমঞ্চ চিত্রভানুশ্চ ভামিনি।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তু তে॥
ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈ তব লঘুগর্ভমিমং প্রমুঞ্চতু স্ত্রি।
তদনলপবনার্কবাসবাস্তে সহ লবণাম্বুধরৈর্দিশন্তু শান্তিম্॥
মুক্তাঃ পশোর্বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।
মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি বিরমাবিতঃ॥ ৩

ঔষধানি চ বিদধ্যাদ্‌যথোক্তানি। মৃতে চোত্তানায়া

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মূঢ়গর্ভ।

অনন্তর আমরা মূঢ়গর্ভ-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। যেমন এই শাস্ত্রে বর্ণিত মূঢ়গর্ভ-শল্যের উদ্ধরণ কষ্টকর, তাহার অপেক্ষা কষ্টতর চিকিৎসা আর নাই। ইহা কেমন কঠিন দেখ, কেবল স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়া যোনি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রবিবর ও গর্ভাশয়ের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হয়। আর এক হস্ত দ্বারাই গর্ভের উৎকর্ষণ (অধোগত গর্ভের ঊর্দ্ধানয়ন), অপকর্ষণ (ঊর্দ্ধগত গর্ভের অধঃ-কর্ষণ), স্থানাপবর্ত্তন (গর্ভাশয় মধ্যে উত্তান-গর্ভের অবাঙ্মুখীকরণ), উৎকর্ত্তন (অবাঙ্মুখ-গর্ভের উত্তানীকরণ), ভেদন, ছেদন, পীড়ন (দলন), ঋজুকরণ ও বিদারণ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। আর হয় গর্ভ, না হয় গর্ভিণীর প্রাণ-নাশ করিতে হয়। এইজন্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং পরম যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিবে। সংক্ষেপে মূঢ়গর্ভের গতি অষ্টপ্রকার কথিত আছে। আর গর্ভের তিনপ্রকার স্বাভাবিক রোধও আছে;—মস্তকের বৈগুণ্যহেতু এক প্রকার, অংসদ্বয়ের বৈগুণ্যহেতু এক প্রকার এবং জঘনের (কটির অধোভাগের) বৈগুণ্যহেতু একপ্রকার। গর্ভ জীবিত থাকিলে সূতিকার গর্ভ বহিষ্করণে যত্ন করিবে। বহিষ্করণে অসমর্থ হইলে উহাকে চ্যবন (গর্ভচ্যুতিকারক) মন্ত্র সকল শ্রবণ করাইবে। ঐ সকল মন্ত্র বলিতেছি। ২। মন্ত্রসমূহ যথা;—ইহামৃত ইত্যাদি। ৩। আর যথোক্ত ঔষধ সকলও প্রয়োগ করিবে। গর্ভ মৃত হইলে

আভুগ্নসক্থ্যা বস্ত্রাধারকোন্নমিতকট্যা ধন্বনপবৃত্তিকাশাল্মলী-মৃৎস্নঘৃতাভ্যাং ম্রক্ষয়িত্বা হস্তং যোনৌ প্রবেশ্য গর্ভমুপ-হরেৎ ॥ ৪

তত্র সক্থিভ্যামাগতমনুলোমমেবাপ্তেৎ। একসক্থ্না প্রপন্নস্যেতরসক্থি প্রসার্য্যাপহরেৎ। স্ফিগ্‌দেশেনাগতস্য স্ফিগ্‌দেশং প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য সক্থিনী প্রসার্য্যাপহরেৎ। তির্য্যগাগতস্য পরিঘস্যেব তিরশ্চীনস্য পশ্চাদর্দ্ধমূর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য পূর্ব্বার্দ্ধমপত্যপথং প্রত্যার্জ্জবমানীয়াপহরেৎ। পার্শ্বাপবৃত্তশিরসমংসং প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য শিরোহপত্যপথমানীয়াপহরেৎ। বাহুদ্বয়প্রতিপন্নস্যোর্দ্ধমুৎপীড্যাংসৌ শিরোহনু-লোমমানীয়াপহরেৎ। দ্বাবন্ত্যাবসাধ্যৌ মূঢগর্ভৌ। এব-মশক্যে শস্ত্রমবচারয়েৎ ॥ ৫

সচেতনঞ্চ শস্ত্রেণ ন কথঞ্চন দারয়েৎ।
দার্য্যমাণো হি জননীমাত্মানঞ্চৈব ঘাতয়েৎ ॥

তত্র ম্রিয়মাণস্য মণ্ডলাগ্রেণাঙ্গুলীশস্ত্রেণ বা শিরো বিদার্য্য শিরঃকপালান্যাহৃত্য শঙ্কুনা গৃহীত্বোরসি কক্ষায়াং বাপহরেৎ। অভিন্নে শিরসি চাক্ষিকূটে গণ্ডে বা অংস-সংসক্তস্যাংসদেশে বাহুং ছিত্ত্বা দৃতিমিবাততং বাতপূর্ণোদরং বা বিদার্য্য নিরস্যান্ত্রাণি শিথিলীভূতমাহরেৎ। জঘনসক্তস্য বা জঘনকপালানীতি ॥ ৬

যদ্‌যদঙ্গং হি গর্ভস্য তস্য সজতি তদ্ভিষক্।
সম্যগ্‌বিনির্হরেচ্ছিত্ত্বা রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্নতঃ ॥ ৭
গর্ভস্য গতয়শ্চিত্রা জায়ন্তেহনিলকোপতঃ।
তত্রানল্পমতির্বৈদ্যো বর্ত্তেত বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮
নোপেক্ষেত মৃতং গর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ।
স হ্যাশু জননীং হন্তি নিরুচ্ছ্বাসং পশুং যথা ॥
মণ্ডলাগ্রেণ কর্ত্তব্যং ছেদ্যমন্তর্বিজানতা।
বৃদ্ধিপত্রং হি তীক্ষ্ণাগ্রং নারীং হিংস্যাৎ কদাচন ॥ ৯
অথাপতন্তীমপরাং পাতয়েৎ পূর্ব্ববদ্‌ভিষক্।
হস্তেনাপহরেদ্বাপি পার্শ্বাভ্যাং পরিপীড্য বা ॥
ধুনুয়াচ্চ মুহুর্নারীং পীড়য়েদ্বাংসপিণ্ডিকাম্।
তৈলাক্তযোনেরেবং তাং পাতয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ॥ ১০

গর্ভিণীকে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া ও উহার সক্থিদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া এবং কটির নিম্নে বস্ত্রাধার (?) স্থাপনপূর্ব্বক কটি উন্নমিত করিয়া হস্ত যোনির মধ্যে প্রবেশিত করিবে ও মূঢ়গর্ভ আকর্ষণ করিবে। হস্ত যোনির মধ্যে প্রবেশিত করিবার পূর্ব্বে ধন্বন বা শল্লকী বৃক্ষ বা শাল্মলী বৃক্ষের পিচ্ছা ও ঘৃত সংযোগে হস্ত ম্রক্ষিত করিবে [মূলের পাঠ ধন্বন বা শল্লকী বা শাল্মলী-বৃক্ষের মৃৎস্না। টীকাকার বলেন যে, ঐ ঐ গাছের মৃত্তিকা। তাহাতে অর্থবোধ না হওয়াতে বাগ্‌ভটের পাঠ-দৃষ্টে 'শাল্মলীপিচ্ছা' এইরূপ অর্থ করা গেল] ৪। গর্ভের মস্তক অগ্রে বাহির না হইয়া উভয় সক্থি বাহির হইলে, সরলভাবেই বাহির করিবে। যদি এক সক্থি বাহির হয় ও অপর সক্থি আটকাইয়া যায়, তবে শেষোক্ত সক্থিকে প্রসারিত করিয়া বাহির করিবে। যদি স্ফিগ্‌দেশ বাহির হয়, তবে স্ফিগ্‌দেশ পীড়নপূর্ব্বক উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সক্থিদ্বয়কে প্রসারিত ও বহির্গত করিবে। যদি পরিঘের ন্যায় [হুড়কার মত] তির্য্যক্‌ভাবে আগত হয়, তবে সেই তিরশ্চীন-গর্ভের নিম্নার্দ্ধ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, পূর্ব্বার্দ্ধ অপত্যপথের অভিমুখে সরলভাবে আনয়ন করিয়া বহির্গত করিবে। যদি মস্তক এক পার্শ্বে সরিয়া যায়, তবে অংসকে পীড়ন করিয়া (ঠেলিয়া) উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবে এবং মস্তককে অপত্যপথে আনীত করিবে। যদি বাহুদ্বয় আট-কাইয়া যায়, তবে অংসদ্বয়কে উৎপীড়ন করিয়া (উর্দ্ধে ঠেলিয়া) মস্তককে অনুলোমভাবে আনিয়া অপসারিত করিবে। অসাধ্য মূঢ়গর্ভ দুইপ্রকার কথিত হইয়াছে। এইরূপ অশক্যস্থলে শস্ত্রক্রিয়া করিবে। ৫। গর্ভ সচেতন থাকিলে শস্ত্র দ্বারা কখনও দারণ করিবে না। কেননা দার্য্যমাণ হইলে জননী ও আত্মাকে সংহার করে। এরূপ স্থলে সূতিকাকে আশ্বাস দিয়া মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলী শস্ত্র দ্বারা গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া মাথার খলি সকল আহরণ করিয়া শঙ্কু দ্বারা বক্ষ বা কক্ষ ধরিয়া আকর্ষণ করিবে। যদি মস্তক ভিন্ন না হয়, তবে অক্ষিকূট বা গণ্ডে ধরিয়া আকর্ষণ করিবে। যদি গর্ভ অংস দ্বারা সংলগ্ন থাকে (আটকাইয়া থাকে), তবে অংসদেশে বাহু ছেদন করিয়া আকর্ষণ করিবে। অথবা মৃত গর্ভের দৃতির ন্যায় স্ফীত বাতপূর্ণ উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রসমূহ অপসৃত করিবে, তাহাতে গর্ভ শিথিলীভূত হইলে আহরণ করিবে। গর্ভ জঘন দ্বারা সংসক্ত হইলে জঘনের অস্থিখণ্ড সকল বাহির করিয়া গর্ভ নিষ্কাসিত করিবে। ৬। গর্ভের যে যে অঙ্গ আটকাইয়া যায়, সেই সেই অঙ্গ সম্যক্ ছেদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত করিতে হইবে। আর প্রসূতিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে [অর্থাৎ গর্ভের অঙ্গ এরূপে ছেদনাদি করিতে হইবে, যেন প্রসূতিকে কোন প্রকার আঘাত না লাগে]। ৭। বায়ুকোপ বশতঃ গর্ভের নানা গতি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান বৈদ্য বিধিপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। ৮। পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত গর্ভ মুহূর্ত্তকালও উপেক্ষা করিবে না। উপেক্ষা করিলে উহা জননীর শ্বাসরোধ করিয়া বলপূর্ব্বক পশুর ন্যায় বধ করে। অভিজ্ঞ বৈদ্য মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা যোনি বা গর্ভাশয়ের মধ্যে ছেদন-ক্রিয়া করিবেন। বৃদ্ধিপত্র-শস্ত্রের অগ্র তীক্ষ্ণ বলিয়া কখন কখন প্রসূতিকেও হিংসা করিয়া থাকে। ৯। আর মূঢ়গর্ভার অপরা (ফুল) আপনি না পড়িলে বৈদ্য উহা পূর্ব্বোক্ত বিধানে পাতিত করিবেন। হস্ত দ্বারাও বাহির করিতে পারেন। পার্শ্বদ্বয় পরিপীড়ন করিলেও বাহির হইয়া থাকে। প্রসূতিকে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিতে থাকিবে। অথবা উহার অংসপিণ্ডিকা পীড়ন করিতে

এবং নিষ্কৃতশল্যান্ত সিঞ্চেদুষ্ণেন বারিণা।
ততোঽভ্যক্তশরীরায়া যোনৌ স্নেহং নিধাপয়েৎ ॥
এবং মৃদ্বী ভবেদ্যোনিস্তচ্ছূলঞ্চোপশাম্যতি ॥ ১১
কৃষ্ণাতন্মূলশুণ্ঠ্যেলা-হিঙ্গুভার্গীঃ সদীপ্যকাঃ।
বচামতিবিষাং রাস্নাং চব্যং সঞ্চূর্ণ্য পায়য়েৎ ॥
স্নেহেন দোষসন্দার্থং বেদনোপশমায় চ।
ক্বাথকৈষাং তথা কল্কং চূর্ণং বা স্নেহবর্জ্জিতম্ ॥
শাকত্বগ্‌হিঙ্গ্বতিবিষা-পাঠাকটুকরোহিণীঃ।
তথা তেজোবতীঞ্চাপি পায়য়েৎ পূর্ব্ববদ্‌ভিষক্ ॥
ত্রিরাত্রং পঞ্চসপ্তাহং ততঃ স্নেহং পুনঃ পিবেৎ।
পায়য়েদ্বাসবং নক্তমরিষ্টং বা সুসংস্কৃতম্ ॥
শিরীষককুভাভ্যাঞ্চ তোয়মাচমনে হিতম্।
উপদ্রবাশ্চ যেঽন্যে স্যুস্তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ ॥
সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা চ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেৎ ক্রোধবিবর্জ্জিতা ॥
পয়ো বাতহরৈঃ সিদ্ধং দশাহং ভোজনে হিতম্।
রসং দশাহং শেষে তু যথাযোগমুপাচরেৎ ॥ ১২
ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ জ্ঞাত্বা চ বলবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো বিসৃজেৎ পরিহারতঃ ॥ ১৩
যোনিসন্তর্পণেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তিষু ভোজনে।
বলাতৈলমিদং বায়ৌ দদ্যাদনিলবারণম্ ॥
বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ।
যবকোলকুলত্থানাং ক্বাথস্য পয়সস্তথা।
অষ্টাবষ্টৌ শুভা ভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ ॥
পচেদাবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধবসংযুতম্।
তথাগুরুং সর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ ॥
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং কালানুসারিবাম্।
মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্ ॥
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্।
তৎ সাধুসিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়েঽপি বা ॥
প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ স্বনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ।
বলাতৈলমিদং খ্যাতং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥
যথাবলমতো মাত্রাং সূতিকায়ৈ প্রদাপয়েৎ।
যাচ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুমান্ ॥
বাতক্ষীণে মর্ম্মহতে মথিতেঽভিহতে তথা।
ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈবোপযুজ্যতে ॥
এতদাক্ষেপকাদীন্ বৈ বাতব্যাধীনপোহতি।
হিক্কাং কাসমধীমন্থং গুল্মং শ্বাসঞ্চ দুস্তরম্ ॥
ষণ্মাসানুপযুজ্যৈতদন্ত্রবৃদ্ধিমপোহতি।
প্রত্যগ্রধাতুঃ পুরুষো ভবেচ্চ স্থিরযৌবনঃ ॥

থাকিবে। আর অপরা বাহির করিতে হইলে যোনিকে তৈলাক্ত করিতে হয়। ১০। এইরূপে গর্ভশল্য নির্হৃত হইলে গর্ভিণীর গাত্রে উষ্ণ জল সিঞ্চন করিবে। অনন্তর উহার শরীর অভ্যক্ত করিয়া যোনির মধ্যে তৈলাদি স্নেহ স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে যোনি মৃদু হয় এবং যোনির শূল শান্ত হইয়া থাকে। ১১। পিপুল, পিপুল-মূল, শুঁঠ, এলাচ, হিং, ভার্গী, যোয়ান, বচ, আতইচ, রাস্না ও চই চূর্ণ করিয়া স্নেহের সহিত পান করিবে। তাহাতে দোষের চ্যুতি ও বেদনার উপশম হয়। আর এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ বা কল্ক বা স্নেহবর্জ্জিত চূর্ণও পান করা যায়। আর শেগুনছাল, হিং, আতইচ, আকনাদি, কটকী ও তেজোবতী (চই বা মহাজ্যোতিষ্মতী) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেবন করিবে। এইরূপে ত্রিরাত্র সেবন করিবে। পরে পঞ্চ সপ্তাহ [বাগ্‌ভটের পাঠ সপ্তাহ। তাহাই সঙ্গত] পুনর্ব্বার স্নেহ পান করিবে। অথবা সন্ধ্যাকালে আসব বা সুসংস্কৃত অরিষ্ট পান করিবে। শিরীষ ও ককুভ-ছালের ক্বাথে আচমন করিবে [বাগ্‌ভট বলেন, যোনির মধ্যে ঐ ক্বাথের পিচু ধারণ করিবে। অতএব এস্থলে আচমন শব্দে যোনি ধাবন বলা যাইতে পারে]। আর অন্যান্য যে সকল উপদ্রব হইবে, তাহাদের তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে। প্রকৃতি সর্ব্বথা পরিশুদ্ধা থাকিবে। আর স্নিগ্ধ হিতকর অথচ অল্প ভোজন করিবে। স্বেদ ও অভ্যঙ্গ নিত্য আচরণ করিবে এবং ক্রোধ বর্জ্জন করিবে। বাতহর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ দশ দিন পান করা হিতকর। পরে দশ দিন মাংসরস সেবন করিবে। শেষে যথাযোগ আহার করিবে। ১২। উপদ্রব সকল গত হইলে এবং প্রসূতি বিশুদ্ধা হইয়াছে জানিলে, চারিমাসের পর তাহাকে আর নিয়ম পালন করিতে হইবে না। ১৩। প্রসূতির যোনি-সন্তর্পণ, অভ্যঙ্গ, পান, বস্তিকর্ম্ম ও ভোজনে উহাকে বায়ু-নাশক বলাতৈল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বলাতৈল যথা ;—তৈল একভাগ, বেড়েলামূলের কষায় আট ভাগ, দশমূলের কষায় আটভাগ, যব, কুল ও কুলত্থের কষায় আটভাগ এবং দুগ্ধ আটভাগ একত্র করিয়া, তাহাতে কাকোল্যাদি গণ, সৈন্ধব, অগুরু, সর্জ্জরস, সরল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলা, কালানুসারিবা (তগর-পাদিকা। কোন কোন মতে শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড), জটা-মাংসী, শৈলেয়, তেজপাতা, তগর, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শতপুষ্পা, পুনর্নবা এই সকল দ্রব্যের কল্ক সর্ব্ব-সমেত তৈলের চতুর্থাংশ প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। তৈল সুপক্ক হইলে সুবর্ণময়, রজতময় বা মৃন্ময় পাত্রে নিভৃত স্থানে রাখিবে। ইহার নাম বলাতৈল। ইহা সর্ব্ববাতবিকারনাশক। ইহা যথাবল মাত্রা স্থির করিয়া, সূতিকাকে পান করাইবে। যে নারী গর্ভার্থিনী ও যে পুরুষ ক্ষীণশুক্র, আর যে ব্যক্তি বাতক্ষীণ, মর্ম্মাহত, মথিত, অভিহত, ভগ্ন বা শ্রমাভিপন্ন, তাহার পক্ষেও সর্ব্বথা উপযোগী। ইহা আক্ষেপকাদি সমস্ত বাতব্যাধি নষ্ট করে এবং হিক্কা, কাস, অধিমন্থ, গুল্ম ও দুস্তর শ্বাস নষ্ট করে। ছয় মাস সেবন করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি নষ্ট হয়। ইহা সেবন

রাজ্ঞামেতদ্ধি কর্ত্তব্যং রাজমাত্রাশ্চ যে নরাঃ।
সুখিনঃ সুকুমারাশ্চ ধনিনশ্চাপি যে নরাঃ ॥ ১৪
বলাকষায়পীতো যস্তিলেভ্যো বাপ্যনেকশঃ।
তৈলমুৎপাদ্য তৎক্বাথশতপাককৃতং শুভম্ ॥
নিবাতে নিভৃতাগারে প্রযুঞ্জীত যথাবলম্ ॥
জীর্ণেঽস্মিন্ পয়সা স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ ষষ্টিকৌদনম্ ॥
অনেন বিধিনা দ্রোণমুপযুজ্যান্নমীরিতম্।
ভুঞ্জীত দ্বিগুণং কালং বলবর্ণান্বিতস্ততঃ ॥
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ শতায়ুঃ পুরুষো ভবেৎ।
শতং শতং তথোৎকর্ষো দ্রোণে দ্রোণে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৫
বলাকল্কেনাতিবলা-গুড়ূচ্যাদিত্যপর্ণিষু।
সৈরেয়কে বীরতরৌ শতাবর্য্যাং ত্রিকণ্টকে ॥
তৈলানি মধুকে কুর্য্যাৎ প্রসারণ্যাঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৬
নীলোৎপলং বরীমূলং গব্যে ক্ষীরে বিপাচয়েৎ ॥
শতপাকং ততস্তেন তিলতৈলং পচেদ্‌ভিষক্।
বলাতৈলস্য কল্কাংস্তু সুপিষ্টাংস্তত্র দাপয়েৎ ॥
সর্ব্বেষামেব জানীয়াদুপযোগং চিকিৎসকঃ।
বলাতৈলবদেতেষাং গুণাংশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ১৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে মূঢ়গর্ভচিকিৎসিতং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

করিলে, পুরুষ উৎকৃষ্টধাতু ও স্থিরযৌবন হয়। ইহা রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তিদিগের উপযোগী এবং সুখী, সুকুমার ও ধনীদিগের উপযুক্ত। ১৪। তিল সকল বলা-ক্বাথে বহুবার ভাবিত করিয়া, নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তৈল বাহির করিবে। অনন্তর সেই তৈল শতবার বলাক্বাথের সহিত পাক করিবে। এই তৈল নির্ব্বাত ও নিভৃত স্থানে যথাবল প্রয়োগ করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত স্নিগ্ধ ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। এইরূপে দ্রোণ-পরিমিত তৈল সেবন করিলে এবং যত কালে সেই তৈল পান করা যায়, তাহার দ্বিগুণ কাল উক্ত অন্ন ভোজন করিলে, মানুষ বলবর্ণান্বিত, সর্ব্বপাপমুক্ত ও শতায়ু হয়। এক এক দ্রোণে এক এক শতবর্ষ আয়ুবৃদ্ধি হয়। ১৫। ১৪ প্রকরণে বলাতৈলের যে সকল কল্ক উল্লিখিত হইল, সেই সকল কল্কের সহিত অতিবলা (শ্বেত বেড়েলা); গোলঞ্চ, সূর্য্যাবর্ত্ত, ঝাঁটি, বীরতরু (কেহ বলেন অর্জ্জুন, কেহ বলেন কোকিলাক্ষ), শতমূলী, যষ্টিমধু ও প্রসারণী এই সকল দ্রব্যে তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে [তখন অবশ্য, উহাদের ঐ ঐ নাম হইবে, যথা;—প্রসারণীতৈল ইত্যাদি]। ১৬। নীলোৎপল ও শতমূলী গব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। অনন্তর সেই দুগ্ধের সহিত শতপাক তিলতৈল পাক করিবে। আর তাহাতে বলাতৈলোক্ত কল্ক সমুদায় সুপিষ্ট করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। ইহাদের সকলেরই সেবন বলাতৈলের ন্যায়। উহাদের গুণও বলাতৈলের ন্যায়। ১৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিদ্রধীনাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
উক্তা বিদ্রধয়ঃ ষড়্ যে তেষসাধ্যস্তু সর্ব্বজঃ।
শেষেষ্বামেষু কর্ত্তব্যা ত্বরিতং শোফবৎ ক্রিয়া ॥ ২
মুরঙ্গীমূলকল্কৈস্তু ঘৃততৈলবসাযুতৈঃ।
সুখোষ্ণো বহুলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ ॥
সানূপৌদকমাংসস্তু কাকোল্যাদিঃ সতর্পণঃ।
স্নেহাম্লসিদ্ধো লবণঃ প্রযোজ্যশ্চোপনাহনে ॥
বেশবারৈঃ সকৃশরৈঃ পয়োভিঃ পায়সৈস্তথা।
স্বেদয়েৎ সততঞ্চাপি নির্হরেচ্চাপি শোণিতম্ ॥ ৩
স চেদেবমুপক্রান্তঃ পাকায়াভিমুখো যদি।
তং পাচয়িত্বা শস্ত্রেণ ভিন্দ্যাদ্ভিন্নঞ্চ শোধয়েৎ ॥ ৪
পঞ্চমূলকষায়েণ প্রক্ষাল্য লবণোত্তরৈঃ।
তৈলৈর্ভদ্রাদিমধুকসংযুক্তৈঃ প্রতিপূরয়েৎ ॥ ৫
বৈরেচনিকযুক্তেন ত্রৈবৃতেন বিশোধ্য চ।
পৃথক্‌পর্ণ্যাদিসিদ্ধেন ত্রৈবৃতেন চ রোপয়েৎ ॥ ৬
পৈত্তিকং শর্করালাজামধুকৈঃ সারিবাযুতৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ ॥ ৭

ষোড়শ অধ্যায়।

বিদ্রধি।

অনন্তর আমরা বিদ্রধিসমূহের চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। পূর্ব্বে যে ছয় প্রকার বিদ্রধি উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য। অবশিষ্ট বিদ্রধিসমূহের আমাবস্থায় ত্বরিত হইয়া শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ২। মুরঙ্গীর (সজিনার) কল্ক ঘৃত, তৈল ও বসার সহিত সংযুক্ত করিয়া বাতবিদ্রধিতে সুখোষ্ণ বহুল (পুরু) প্রলেপ দিবে। আর আনূপমাংস, ঔদক-মাংস, কাকোল্যাদি গণ ও সন্তর্পণ-দ্রব্যসমূহ স্নেহ ও কাঞ্জীর সহিত সিদ্ধ ও সৈন্ধবযুক্ত করিয়া উপনাহ দিবে। আর বেশবার, কৃশরা, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা সতত স্বেদ দিবে এবং শোণিত নিঃসারিত করিবে। ৩। বিদ্রধি এইরূপে চিকিৎসিত হইবার পরও যদি পাকের দিকে অগ্রসর হয়, তবে উহা পাকাইয়া শস্ত্র দ্বারা ভিন্ন করিবে এবং ভিন্ন হইলে শোধন করিবে। ৪। আর পঞ্চমূল-কষায় দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তৈল দ্বারা ব্রণপূরণ করিবে। ঐ তৈলে প্রচুর পরিমাণে সৈন্ধব মিশ্রিত থাকা আবশ্যক আর তাহাতে ভদ্রদার্ব্বাদি গণ ও যষ্টিমধুর চূর্ণ সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। ৫। ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচন-দ্রব্যের চূর্ণ ত্রৈবৃত-স্নেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণের শোধন করিতে হয়। আর পৃথক্‌পর্ণ্যাদি সিদ্ধ ত্রৈবৃতস্নেহ প্রয়োগ করিয়া রোপণ করিবে। ৬। পৈত্তিক বিদ্রধিতে শর্করা, লাজ, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল এই সকলের চূর্ণ ক্ষীরপিষ্ট করিয়া লেপন

পাক্যৈঃ শীতকষায়ৈর্ব্বা ক্ষীরৈরিক্ষুরসৈস্তথা।
জীবনীয়ঘৃতৈর্ব্বাপি সেচয়েচ্ছর্করাযুতৈঃ ॥
ত্রিবৃদ্ধরীতকীনাঞ্চ চূর্ণং লিহ্যান্মধুদ্রবম্।
জলৌকোভির্হরেচ্চাসৃক্ পক্কঞ্চাপাদ্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৮
ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ প্রক্ষাল্যোৎপলকন্দেন বা ॥
তিলৈঃ সযষ্টিমধুকৈঃ সক্ষৌদ্রৈঃ সর্পিষা যুতৈঃ।
উপদিহ্য প্রতনুনা বাসসা বেষ্টয়েদ্‌ব্রণম্ ॥ ৯
প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠা-মধুকোশীরপদ্মকৈঃ।
সহরিদ্রৈঃ কৃতং সর্পিঃ সক্ষীরং ব্রণরোপণম্ ॥ ১০
ক্ষীরশুক্লাপৃথক্‌পর্ণী-সমঙ্গারোধ্রচন্দনৈঃ ॥
ন্যগ্রোধাদিপ্রবালেষু তেষাং ত্বক্ষথবা কৃতম্।
নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ ॥
সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টয়োস্তথা।
দ্বে হরিদ্রে মধূচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্তরোহিণী ॥
প্রিয়ঙ্গুঃ কুশমূলঞ্চ নিচুলস্য ত্বগেব চ।
মঞ্জিষ্ঠাচন্দনোশীরমুৎপলং সারিবা ত্রিবৃৎ ॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দুষ্টব্রণপ্রশমনং নাড়ীব্রণবিশোধনম্ ॥
সদ্যশ্ছিন্নব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদং শুভম্।
দুষ্টব্রণাশ্চ যে কেচিদ্ যে চোৎসৃষ্টক্রিয়া ব্রণাঃ ॥
নাড্যো গম্ভীরিকা যাশ্চ সদ্যশ্ছিন্নাস্তথৈব চ।
অগ্নিক্ষারকৃতাশ্চৈব যে ব্রণা দারুণা অপি।
করঞ্জাদ্যেন হবিষা প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১
ইষ্টকাসিকতালোহ-গোশকৃৎতুষপাংশুভিঃ।
মূত্রৈরুষ্ণৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্ ॥
কষায়পানৈর্বমনৈরালেপৈরুপনাহনৈঃ।
হরেদ্‌দোষানভীক্ষ্ণঞ্চাপ্যলাব্বাসৃক্ তথৈব চ ॥ ১২
আরগ্বধকষায়েণ পক্কঞ্চাপাদ্য ধাবয়েৎ ॥
হরিদ্রাত্রিবৃতাশক্তুতিলৈর্মধুসমাযুতৈঃ।
পূরয়িত্বা ব্রণং সম্যগ্‌বধ্নীয়াৎ কীর্ত্তিতং যথা ॥
কুলত্থিকাদন্তী-ত্রিবৃচ্ছ্যামার্কতিল্বকৈঃ
কুর্য্যাৎ তৈলং সগোমূত্রং হিতং তত্র সসৈন্ধবম্ ॥ ১৩
পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নিরবশেষতঃ।
বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তুনিমিত্তয়োঃ ॥ ১৪
বরুণাদিগণক্বাথমপক্বেঽভ্যন্তরোত্থিতে।
ঊষকাদিপ্রতীবাপং পিবেদ্বিদ্রধিশান্তয়ে ॥ ১৫
অনয়োর্বর্গয়োঃ সিদ্ধং সর্পির্বিরেচনেন চ।
অচিরাদ্বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতম্ ॥ ১৬
এভিরেব গণৈশ্চাপি সংসিদ্ধং স্নেহসংযুতম্।
কার্য্যমাস্থাপনং ক্ষিপ্রং তথৈবাপ্যনুবাসনম্ ॥ ১৭
পানালেপনভোজ্যেষু মধুশিগ্রুদ্রুমোঽপি বা।
দত্তাবাপো যথাদোষমপক্বং হন্তি বিদ্রধিম্ ॥ ১৮

করিবে। অথবা পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী বা ভূমিকুষ্মাণ্ড) ও ইক্ষুরস একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে। ৭। অথবা পাক্য (যবক্ষার) ও পিত্তঘ্ন-দ্রব্যের শীতকষায় বা দুগ্ধ বা ইক্ষুরস বা জীবনীয়-ঘৃত শর্করাযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। আর ত্রিবৃৎ ও হরীতকীর চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। আর বিদ্রধি পাকিয়া গেলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। ৮। ক্ষীরিবৃক্ষের কষায় বা জলজ-কন্দের কষায় দ্বারা পিত্তবিদ্রধি প্রক্ষালন করিয়া তিল, যষ্টিমধু, মধু ও ঘৃত দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং পরে সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা ব্রণ বেষ্টন করিবে। ৯। প্রপৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, উশীর, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণরোপণ হয়। ১০। ক্ষীরবিদারী, পৃথক্‌পর্ণী, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), লোধ, রক্তচন্দন, ন্যগ্রোধাদি গণের কোমল পল্লব বা ত্বক্, নাটাকরঞ্জের কোমল পল্লব ও ফল, জাতীপত্র, পলতা ও নিম্বপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, মধুচ্ছিষ্ট, যষ্টিমধু, কটকী, প্রিয়ঙ্গু, কুশমূল, বেতসত্বক্, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, উশীর, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও ত্রিবৃৎ ইহাদের ভাগ এক এক কর্ষ এবং ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত দুষ্টব্রণনাশক ও নাড়ীব্রণশোধক। এই করঞ্জাদ্য নামক পবিত্র ঘৃত সদ্যোব্রণবিনাশক। আর যত প্রকার দুষ্টব্রণ আছে, যত প্রকার উৎসৃষ্টক্রিয় (যাহা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া পরাস্ত করিয়াছে?) ব্রণ আছে, যে সকল নালী গভীর বা যে সকল ব্রণ সদ্যশ্ছিন্ন আছে, যে সকল ব্রণ অগ্নিকৃত বা ক্ষারকৃত ও দারুণ, এই করঞ্জাদ্য ঘৃতে তাহাদের প্রশান্তি হয় সন্দেহ নাই। ১১। ইষ্টক, সিকতা, লৌহ, গোময়, তুষ, পাংশু ও উষ্ণ মূত্রসমূহ দ্বারা শ্লেষ্মবিদ্রধিতে সর্ব্বদা স্বেদ দিবে। আর কষায়-পান, বমন, আলেপ ও উপনাহ দ্বারা সর্ব্বদা দোষ হরণ করিবে। আর অলাবু দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। ১২। শ্লেষ্মবিদ্রধি পক্ক হইলে আরগ্বধ-কষায়যোগে ধৌত করিবে। আর হরিদ্রা, ত্রিবৃৎ, শক্তু, তিল ও মধু একত্র করিয়া ব্রণ পূরণ করিবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে সম্যক্ বন্ধন করিবে। অনন্তর কুলত্থিকা, দন্তী, ত্রিবৃৎ, শ্যামা, আকন্দ, লোধ, গোমূত্র ও সৈন্ধবযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ১৩। রক্তজ ও আগন্তু বিদ্রধিতে পিত্তবিদ্রধির ন্যায় সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বিশেষে করিবে। ১৪। অন্তর্ব্বিদ্রধিতে, অপক্কাবস্থায়, বরুণাদি গণের ক্বাথে ঊষকাদি গণের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তাহাতে বিদ্রধিশান্তি হইবে। ১৫। উক্ত দুই বর্গের সহিত সিদ্ধ ঘৃত এবং বিরেচন-দ্রব্য-সমূহের সহিত সিদ্ধ ঘৃত প্রাতঃ প্রাতঃ সেবন করিলে অচিরাৎ বিদ্রধি ও অন্তর্ব্বিদ্রধি নষ্ট হয়। ১৬। আর এই সকল গণের ক্বাথেই স্নেহ সংযুক্ত করিয়া শীঘ্র আস্থাপন প্রয়োগ করিবে ও অনুবাসন দিবে। ১৭। আর মধু-শিগ্রুর ক্বাথে দোষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্ষেপ দিয়া পান, আলেপন ও ভোজনে প্রয়োগ করিলে অপক্ক বিদ্রধি নষ্ট হয়। ১৮। আর সেই মধুশিগ্রুর কল্কই জল, ধান্যাম্ল,

তোয়ধান্যাম্লমূত্রৈস্ত পেয়ো বাপি সুরাদিভিঃ।
যথাদোষগণক্কাথৈঃ পিবেদ্বাপি শিলাজতু।
প্রধানং গুগ্‌গুলুঞ্চাপি শুণ্ঠীঞ্চ সুরদারু চ ॥ ১৯
স্নেহোপনাহৌ কুর্য্যাচ্চ সদা চাপ্যনুলোমনম্ ॥ ২০
যথোদ্দিষ্টাং শিরাং বিধ্যেৎ কফজে বিদ্রধৌ ভিষক্।
রক্তপিত্তানিলোত্থেষু কেচিদ্বাহৌ বদন্তি তু ॥ ২১
পক্বং বা বহিরুন্নদ্ধং ভিত্ত্বা ব্রণবদাচরেৎ।
স্রুতেযূর্দ্ধমধো বাপি মৈরেয়াম্লসুরাসবৈঃ ॥
পেয়ো বরুণকাদিস্তু মধুশিগ্রুদ্রুমোঽপি বা।
শিগ্রুমূলজলে সিদ্ধং সসিদ্ধার্থকমোদনম্ ॥
যবকোলকুলত্থানাং যূষৈর্ভুঞ্জীত মানবঃ।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত মাত্রয়া তৈল্বকং ঘৃতম্ ॥
ত্রিবৃতাদিগণক্কাথসিদ্ধং বাপ্যুপশান্তয়ে ॥ ২২
নোপগচ্ছেদ্‌যথা পাকং প্রযতেত তথা ভিষক্ ॥
পর্য্যাগতে বিদ্রধৌ তু সিদ্ধির্নৈকান্তিকী স্মৃতা ॥ ২৩
প্রত্যাখ্যায় তু কুর্ব্বীত মজ্জজাতস্ত বিদ্রধিম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং কুর্য্যাদ্রক্তাবসেচনম্।
বিদ্রধ্যুক্তাং ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পকে বাস্থি তু ভেদয়েৎ ॥
নিঃশল্যমথ বিজ্ঞায় কর্ত্তব্যং ব্রণশোধনম্।
ধাবেৎ তিক্তকষায়েণ তিক্তং সর্পিস্তথা হিতম্ ॥
যদি মজ্জপরিস্রাবো ন নিবর্ত্তেত দেহিনঃ।
কুর্য্যাৎ সংশোধনীয়ানি কষায়াদীনি বুদ্ধিমান্ ॥ ২৪
প্রিয়ঙ্গুধাতকীরোধ্র-কট্‌ফলং তিনিসৈন্ধবম্।
এতৈস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধিব্রণরোপণম্ ॥ ২৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং বিদ্রধিচিকিৎসিতং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গোমূত্র বা সুরা প্রভৃতির সহিত পান করিবে। অথবা দোষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্গের সহিত শিলাজতু পান করিবে [টীকাকার বলেন যে, মধুশিগ্রুর কল্ক পিত্ত-বিদ্রধিতে জলের সহিত, কফবিদ্রধিতে মূত্রের সহিত এবং বাতবিদ্রধিতে ধান্যাম্লের সহিত পান করিতে হয়] অথবা দোষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্গের সহিত মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু, শুণ্ঠী বা দেবদারুর কল্ক পান করিবে [বাতিকে দেবদারু ও শ্লৈষ্মিকে শুণ্ঠী পান করিতে হয়। গুগ্‌গুলু পিত্তশ্লেষ্মায় ভাল বোধ হয়। টীকাকার বলেন যে, "গুগ্‌গুলুই বিদ্রধিতে শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহা মেদোহর, এরূপও অর্থ হইতে পারে]। ১৯। আর বিদ্রধিতে স্নেহন ও উপনাহন এবং অনুলোমন আবশ্যক হইয়া থাকে। ২০। কফজ-বিদ্রধিতে যথোক্ত শিরা বিদ্ধ করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, বাহুতে (কক্ষার ও স্তনের মধ্যে) রক্তপিত্ত হইতে যে সকল বিদ্রধি উৎপন্ন হয়, তাহাতেও শিরাবেধ আবশ্যক ["এই বিদ্রধি প্রায় বামপার্শ্বেই হয়"]। ২১। অন্তর্ব্বিদ্রধি পক্ব বা বহির্ভাগে উন্নত হইয়া উঠিলে ভেদ করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অন্তর্ব্বিদ্রধির পূয ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া নির্গত হইতে থাকিলে মৈরেয় বা অম্ল (কাঞ্জীক) বা সুরা বা আসবের সহিত বরুণাদি গণের চূর্ণ বা ক্কাথ অথবা মধুশিগ্রুর চূর্ণ বা ক্কাথ পান করিবে। আর শিগ্রুমূলে ক্কাথে শ্বেতসর্ষপের সহিত অন্ন পাক করিয়া যব, কুল কুলত্থ-ক্কাথের সহিত সেবন করিবে। আর প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে মাত্রানুযায়ী বাতব্যাধি-পঠিত তিল্বকঘৃত পান করিবে। অথবা ত্রিবৃতাদি গণের ক্কাথে সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। তাহাতে অন্তর্ব্বিদ্রধির শান্তি হইবে। ২২। অন্তর্বিদ্রধি যাহাতে পক্ব না হয়, এরূপ চেষ্টা করিবে। কেননা উহা পক্ব হইলে উহার সাধ্যতা পক্ষে নিশ্চয় নাই। ২৩। বিদ্রধি মজ্জজাত হইলে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হইবে। উহাতে রোগীদিগকে স্নেহস্বেদযুক্ত করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে আর বিদ্রধি-পঠিত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কিন্তু পক্ব হইলে অস্থিভেদ করিতে হইবে। অনন্তর পূযাদি শল্য নির্গত হইয়া গেলে ব্রণশোধন কর্ত্তব্য। আর তিক্ত ও কষায় দ্রব্যের ক্কাথযোগে প্রক্ষালন কর্ত্তব্য। আর পানার্থে ও প্রলেপার্থে তিক্তকঘৃত হিতকর। যদি মজ্জার স্রাব নিবৃত্ত না হয়, তবে সংশোধনীয়-কষায়াদি প্রয়োগ করিতে হইবে। ২৪। প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্‌ফল, তিনিশ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বিদ্রধির ব্রণ শোধিত হয়। ২৫।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

সাধ্যা বিসর্পাস্ত্রয় আদিতো যে
ন সন্নিপাতক্ষতজৌ হি সাধ্যৌ।
সাধ্যেষু তৎপথ্যগণৈর্বিধ্যাদ্-
ঘৃতানি সেকাংশ্চ তথোপদেহান্ ॥ ২
মুস্তা শতাহ্বা সুরদারু কুষ্ঠং
বারাহিকুস্তুম্বুরুকৃষ্ণগন্ধাঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগ।

অনন্তর আমরা বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগ-চিকিৎসা বর্ণনা করিব। ১। বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই তিন প্রকার বিসর্প সাধ্য। সন্নিপাতজ ও ক্ষতজ ব্রণ সাধ্য নহে। সাধ্য বিসর্পসমূহে তত্তদ্বিসর্পনাশক দ্রব্যগণসহযোগে ঘৃত, পরিষেক ও প্রলেপ সকল কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। ২। তন্মধ্যে মুতা, শতাহ্বা (শুলফা), দেবদারু, কুড়, বারাহী-

বাতাত্মকে চোষ্ণগণাঃ প্রযোজ্যাঃ
সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু ॥
যৎ পঞ্চমূলং খলু কণ্টকাখ্য-
মল্পং মহচ্চাপ্যথ বল্লিজঞ্চ।
তচ্চোপযোজ্যং ভিষজা প্রদেহে
সেকে ঘৃতে চাপি তথৈব তৈলে ॥ ৩
কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মগুন্দ্রাঃ
সশৈবলাঃ সোৎপলকর্দ্দমাশ্চ।
বস্ত্রান্তরাঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে
লেপা বিধেয়াঃ সঘৃতাঃ সুশীতাঃ ॥
হ্রীবেরলামজ্জকচন্দনানি
স্রোতোজমুক্তামণিগৈরিকাশ্চ।
ক্ষীরেণ পিষ্টাঃ সঘৃতাঃ সুশীতা
লেপাঃ প্রযোজ্যাস্তনবঃ সুখায় ॥ ৪
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পয়স্যা
মঞ্জিষ্ঠিকা পদ্মকচন্দনে চ।
সুগন্ধিকা চেতি সুখায় লেপাঃ
পৈত্তে বিসর্পে ভিষজা প্রযোজ্যাঃ ॥
ন্যগ্রোধবর্গৈঃ পরিষেচনঞ্চ
ঘৃতঞ্চ কুর্য্যাৎ স্বরসেন তস্য।
শীতৈঃ পয়োভিশ্চ মধূদকৈশ্চ
সশর্করৈরিক্ষুরসৈশ্চ সেকান্ ॥ ৫

কন্দ, কুস্তুম্বুরু ও সজিনা এই সকল গণ এবং ভদ্রদার্ব্বাদি ও পিপ্পল্যাদি এই সকল উষ্ণ গণ পরিষেক, লেপ ও ঘৃত-সমূহে প্রয়োগ করিবে। আর কণ্টকপঞ্চমূল, স্বল্পপঞ্চমূল, মহৎপঞ্চমূল ও বল্লীপঞ্চমূল প্রলেপ, পরিষেক, ঘৃত ও তৈলে প্রয়োগ করিবে। ৩। পিত্তবিসর্পে কশেরু (কেশুর), পাণিফল, পদ্ম, হোগলমূল, শৈবল, উৎপল ও পঙ্ক বস্ত্র-খণ্ডের ভিতর করিয়া পিত্তকৃত বিসর্পে ঘৃতের সহিত সুশীতল লেপ দিবে। বালা, উশীর, রক্তচন্দন, সৌবীরাঞ্জন, মুক্তা, মণি ও গৈরিক দুগ্ধের সহিত পিষ্ট, ঘৃতযুক্ত ও সুশীতল করিয়া প্রলেপ দিবে। প্রলেপ যেন পাতলা হয়। তাহা হইলেই সুখকর হইবে। [অন্য দ্রব্য দূরে থাকুক, চন্দনের প্রলেপ স্বভাবশীতল হইলেও শুষ্ক ও ঘন হইলে দাহকর হইয়া থাকে। কেননা ঐরূপ প্রলেপ ত্বগ-গত উষ্মার রোধ করে। আবার অগরু স্বভাবতঃ উষ্ণ হইলেও উহার প্রলেপ যদি পাতলা ও অশুষ্ক হয়, তবে শীতল হইয়া থাকে। ইতি বাগ্‌ভট]। ৪। প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, ক্ষীরবিদারী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও সুগন্ধিকা (অনন্তমূল) এই সকল পেষণ করিয়া পিত্ত-বিসর্পে লেপ দিবে। ন্যগ্রোধবর্গের কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে। আর ঐ সকল বর্গের স্বরস দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। আর সুশীতল দুগ্ধসমূহ, মধুজল, শর্করাজল ও ইক্ষুরস দ্বারাও পরিষেক করিবে। ৫।

ঘৃতস্য গৌরীমধুকারবিন্দ-
রোধ্রাম্বুরাজাদনগৈরিকেষু।
তথার্ষভে পদ্মকসারিবাসু
কাকোলিমেদাকুমুদোৎপলেষু ॥
সচন্দনায়াং মধুশর্করায়াং
দ্রাক্ষাস্থিরাপৃশ্নিশতাহ্বয়াসু।
কল্কীকৃতাসূদকমত্র দত্ত্বা
ন্যগ্রোধবর্গস্য তথা স্থিরাদেঃ ॥
গণস্য বিল্বাদিকপঞ্চমূল্যা-
শ্চতুর্গুণং ক্ষীরমথাপি তদ্বৎ।
প্রস্থং বিপক্বং পরিষেচনেন
পৈত্তীর্নিহন্যাৎ তু বিসর্পনাড়ীঃ
বিস্ফোটদুষ্টব্রণশীর্ষরোগান্
পাকং তথাস্যস্য নিহন্তি পান্যাৎ
গ্রহার্দ্দিতে শোষিণি চাপি বালে
ঘৃতং হি গৌর্য্যাদিকমেতদিষ্টম্ ॥ ৬
অজাশ্বগন্ধা সরলা সকালা
সৈকৈষিকা চাপ্যথবাজশৃঙ্গী।
গোমূত্রপিষ্টো বিহিতঃ প্রদেহো
হন্যাদ্বিসর্পং কফজং স শীঘ্রম্ ॥
কালানুসার্য্যাগুরুচোচগুঞ্জা
রাস্নাবচাশীতশিবেন্দ্রপর্ণ্যঃ।
পালিন্দিমুঞ্জাতমহীকদম্বা
হিতা বিসর্পেষু কফাত্মকেষু ॥ ৭

পৈত্তিক বিসর্প ও নাড়ীর প্রশমনার্থ গৌর্য্যাদি-ঘৃত পরিষেচন করিতে হইবে। গৌর্য্যাদি ঘৃত যথা;—গৌরী ("হরিদ্রা বা গোরোচনা"), মধুক (যষ্টিমধু), অরবিন্দ (পদ্ম), লোধ, অম্বু (বালা), রাজাদন (ক্ষীরখর্জ্জুর), গৈরিক, ঋষভ, পদ্মকাষ্ঠ, সারিবা (অনন্তমূল), কাকোলী, মেদা, কুমুদ, উৎপল, রক্তচন্দন, মধু, শর্করা, দ্রাক্ষা, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, শুল্‌ফা এই সকলের কল্ক চারি পল, ন্যগ্রোধাদি ও স্বল্পপঞ্চমূলের কাথ উভয়ে বা প্রত্যেকে ষোল সের, বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ ষোল সের, দুগ্ধ ষোল সের ও ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বিস্ফোট, দুষ্টব্রণ, শীর্ষরোগ ও পাক নষ্ট হয়। গ্রহপীড়িত, শোষরোগী ও বালকের পক্ষে এই গৌর্য্যাদি-ঘৃত হিতকর। ৬। অজা (যোয়ান), অশ্বগন্ধা, সরলা (ত্রিবৃৎ), কালা (কাসমর্দ্দ), একৈষিকা (শতমূলী। কেহ বলেন, এক প্রকার তেউড়ী) ও অজশৃঙ্গী ("গাড়ল-শিঙ্গা ইতি লোকে"। গয়দাস মতে কর্কটশৃঙ্গী) এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ বিসর্প শীঘ্র নষ্ট হয়। কালানুসার্য্যা (তগরপাদুকা), অগুরু, চোচ (ত্বক্—দারুচিনি), গুঞ্জা, রাস্না, বচ, শীতশিব (শতপুষ্পা-ভেদ), ইন্দ্রপর্ণী (ইন্দ্রবারুণী। গয়দাসের পাঠ ইন্দ্রপুষ্পী

গণস্তু যোজ্যো বরুণপ্রবৃত্তঃ
ক্রিয়াসু সর্ব্বাসু বিচক্ষণেন।
সংশোধনং শোণিতমোক্ষণঞ্চ
শ্রেষ্ঠং বিসর্পেষু চিকিৎসিতং হি॥
সর্ব্বাংশ্চ পক্বান্ পরিশোধ্য ধীমান্
ব্রণক্রমেণোপচরেদ্‌যথোক্তম্॥ ৮
নাড়ী ত্রিদোষপ্রভবা ন সিধ্যে-
চ্ছেষাশ্চতস্রঃ প্রতিযত্নসাধ্যাঃ॥ ৯
তত্রানিলোত্থামুপনাহ্য পূর্ব্ব-
মশেষতঃ পূয়গতিং বিদার্য্য।
তিলৈরপামার্গফলৈশ্চ পিষ্ট্বা
সসৈন্ধবৈর্ব্বন্ধনমত্র কুর্য্যাৎ॥ ১০
প্রক্ষালনে চাপি সদা ব্রণস্য
যোজ্যং মহদ্‌যৎ খলু পঞ্চমূলম্।
হিংস্রাং হরিদ্রাং কটুকাং বলাঞ্চ
গোজিহ্বিকাঞ্চাপি সবিল্বমূলাম্॥
সংহৃত্য তৈলং বিপচেদ্‌ব্রণস্য
সংশোধনং পূরণরোপণঞ্চ॥ ১১
পিত্তাত্মিকাং প্রাগুপনাহ্য ধীমা-
নুৎকারিকাভিঃ সপয়োঘৃতাভিঃ॥
নিপাত্য শস্ত্রং তিলনাগদন্তী-
ষষ্ট্যাহ্বকল্কৈঃ পরিপূরয়েৎ তাম্॥ ১২
প্রক্ষালনে চাপি সসোমনিম্বা
নিশা প্রয়োজ্যা কুশলেন নিত্যম্॥

শ্যামাত্রিভণ্ডীত্রিফলাসু সিদ্ধং
হরিদ্রয়ো রোধ্রকবৃক্ষয়োশ্চ।
ঘৃতং সদুগ্ধং ব্রণতর্পণেন
হন্যাদ্গতিং কোষ্ঠগতাপি যা স্যাৎ॥ ১৩
নাড়ীং কফোত্থামুপনাহ্য সম্যক্
কুলত্থসিদ্ধার্থকশক্তুকিণ্বৈঃ
মৃদূকৃতামেষ্যগতিং বিদিত্বা
নিপাতয়েচ্ছস্ত্রমশেষকারী॥
দদ্যাদ্‌ব্রণে নিম্বতিলান্ সুপিষ্টান্
সৌরাষ্ট্রজান্ সৈন্ধবসংপ্রযুক্তান্।
প্রক্ষালনে চাস্য করঞ্জনিম্ব-
জাত্যক্ষপীলুস্বরসাঃ প্রযোজ্যাঃ॥
সুবর্চ্চিকাসৈন্ধবচিত্রকেষু
নিকুম্ভতালীনলরূপিকাসু।
ফলেষপামার্গভবেষু চৈব
কুর্য্যাৎ সমূত্রেষু হিতায় তৈলম্॥ ১৪
নাড়ীন্তু শল্যপ্রভবাং বিদার্য্য
নিহৃ‌ত্য শল্যং প্রবিশোধ্য মার্গম্।
সংশোধয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈ-
স্তিলৈস্ততো রোপণমস্য কুর্য্যাৎ॥

অর্থাৎ লাঙ্গলকী), পালিন্দি (কালনন্নী। কালতেউড়ী), মুঞ্জাত (মুজ), মহৌকদম্ব ("অলম্বুষা—মুণ্ডিকা ইতি ভাষা"। জেজ্জটাচার্য্য বলেন 'ভূকদম্ব'), এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ কফাত্মক বিসর্পে হিতকর। ৭। বিসর্পের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাতেই বরুণাদি গণ প্রয়োগ করা উচিত। আর বিসর্পে সংশোধন ও রক্তমোক্ষণ উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। সর্ব্ব প্রকার বিসর্পই পক্ব হইলে, শোধন করিয়া, ব্রণ-নিয়মে চিকিৎসা করিবে। ৮। নাড়ী ত্রিদোষ জন্য হইলে সাধ্য হয় না। অন্য চারি প্রকার নাড়ী যত্ন করিলে সাধ্য হয়। ৯। তন্মধ্যে বাতজ নালীতে প্রথমে উপনাহ প্রয়োগ করিয়া, অশেষ প্রকারে পূয়গতি সকল বিদীর্ণ করিবে। পরে তিল, অপামার্গ-ফল ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া বন্ধন দিবে। ১০। আর নালীর প্রক্ষালনে সর্ব্বদা মহৎপঞ্চমূলের কষায় যোজনা করিবে। আর হিংস্রা (কাল ওকড়া), হরিদ্রা, কটুকী, বেড়েলা, গোজিহ্বা ও বিল্বমূল আহরণ করিয়া তৈলপাক করিবে। এই তৈলে ব্রণের সংশোধন, পূরণ ও রোপণ হয়। ১১। পিত্তাত্মক নালীতে প্রথমে দুগ্ধ-ঘৃত-সহকৃত উৎকারিকা-সমূহযোগে উপনাহ দিবে। পরে শস্ত্রপাত করিয়া, ব্রণপূরণার্থ তিল, বৃহদন্তী ও যষ্টিমধুর কল্কে নালী পূরণ করিবে। ১২। নালীর প্রক্ষালনে সোম (কেহ বলেন, সোম নামক দ্রব্য কেহ বলেন, সোমলতা। জেজ্জটাচার্য্য কহেন, কটুক্ষ। কিন্তু গয়ী উহা তীক্ষ্ণোষ্ণ বলিয়া প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন না), নিমপাতা ও হরিদ্রা প্রয়োগ করিবে। আর শ্যামা (বৃদ্ধদারক), ত্রিভণ্ডী (ত্রিবৃৎ) ও ত্রিফলার কল্কের সহিত অথবা হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কল্কের সহিত অথবা লোধ ও কুটজের কল্কের সহিত অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্যের কল্কের সহিত অথবা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ব্রণের তর্পণ হয় এবং কোষ্ঠপ্রবিষ্ট নালী হরণ করিয়া থাকে। ১৩। কফজ নালীতে কুলত্থ, সিদ্ধার্থক (শ্বেত সর্ষপ), শক্তু ও কিণ্বের উপনাহ সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে নালী মৃদূকৃত হইবার পর এষণী দ্বারা নালীর গতি অন্বেষণ করিলে বিদিত হইবে। পরে যতদূর নালী আছে, ততদূর নিঃশেষে শস্ত্রপাত করিবে। আর ব্রণে নিমপাতা, তিল, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা ও সৈন্ধব বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। আর প্রক্ষালনে করঞ্জ, নিম্ব, জাতীপত্র, বিভীতক ও পীলুর স্বরস প্রয়োগ করিবে। আর সুবর্চ্চিকা (সাচীক্ষার), সৈন্ধব ও চিতার কল্ক, দন্তী, তালী (মুষলীমূল), নল এবং আকন্দ ও অপামার্গ-ফলের ক্বাথ এবং গোমূত্র এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে হিতকর হয়। ১৪। শল্য-জনিত নালী বিদীর্ণ করিয়া শল্য অপহরণ করিবে। পরে মার্গ শোধন করিবে। সংশোধনের পর মধুঘৃতবহুল তিলপিষ্ট যোগে ব্রণ রোপণ করিবে। কুম্ভীক (স্থলজাত

বনস্পতীনঞ্চ শলাটুবর্গৈঃ।
কৃত্বা কষায়ং বিপচেৎ তু তৈল-
মাবাপ্য মুস্তাসরলাপ্রিয়ঙ্গুঃ ॥
সুগন্ধিকা মোচরসাহিপুষ্পং
রোধ্রং বিদধ্যাদপি ধাতকীঞ্চ।
এতেন শল্যপ্রভবা চ নাড়ী
রোহেদ্‌ব্রণো বা সুখমাশু চৈব ॥ ১৫
কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং নাড়ী মর্ম্মাশ্রিতা চ যা।
ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যান্নতু শস্ত্রেণ বুদ্ধিমান্॥
এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীম্।
সূচীং নিদধ্যাদ্গত্যন্তে তথোন্নম্যাশু নির্হরেৎ ॥
সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়বন্ধং সমাচরেৎ।
ততঃ ক্ষারবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ ॥
ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্ন ছিদ্যতে গতিঃ।
ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা ॥
অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ।
সূচীভির্যববক্ত্রাভিরাচিতং বা সমন্ততঃ।
মূলে সূত্রেণ বধ্নীয়াচ্ছিন্নে চোপচরেদ্‌ব্রণম্ ॥ ১৬
যা দ্বিব্রণীয়েঽভিহিতাস্তু বর্ত্ত্যস্তাঃ সর্ব্বনাড়ীষু বিধেয়দধ্যাৎ॥
ঘোণ্টাফলত্বগ্লবণানি লাক্ষা পুগীফলং বা লবণঞ্চ পত্রম্ ॥
স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন তু কল্ক এষ বর্ত্তীকৃতো হন্ত্যচিরেণ নাড়ীঃ ॥ ১৮
বিভীতকাম্রাস্থিবটপ্রবালা হরেণুকাশঙ্খিনিবীজমস্ম
বারাহিকন্দশ্চ তথা প্রদেয়া নাড়ীষু তৈলেন চ মিশ্রয়িত্বা ॥১৯
ধুস্তুরজং মদনকোদ্রবজঞ্চ বীজং
কোশাতকী শুকনসা মৃগভোজনী চ।
অঙ্কোটবীজকুসুমং গতিষু প্রয়োজ্যং
লাক্ষোদকাহ্বতমলাসু বিকৃত্য চূর্ণম্ ॥ ২০
চূর্ণীকৃতৈরথ বিমিশ্রিতমেভিরেব
তৈলং প্রযুক্তমচিরেণ গতিং নিহন্তি।
এষ্বেব মূত্রসহিতেষু বিধায় তৈলং
তৎসাধিতং গতিমপোহতি সপ্তরাত্রাৎ ॥ ২১
পিণ্ডাতকস্য তু বরাহবিভাবিতস্য
মূলেষু কন্দশকলেষু চ সৌবহেষু।
তৈলং কৃতং গতিমপোহতি শীঘ্রমেতৎ
কন্দেষু চামরবরায়ুধসাহ্বয়েষু ॥ ২২
ভল্লাতকার্কমরিচৈর্লবণোত্তমেন
সিদ্ধং বিড়ঙ্গরজনীদ্বয়চিত্রকৈশ্চ।
স্যান্মার্কবস্য চ রসেন নিহন্তি তৈলং
নাড়ীং কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ ॥ ২৩

কুম্ভীক-বৃক্ষের ফল), খর্জ্জুর, কপিত্থ, বিল্ব ও বনস্পতি-দিগের কোমল ফলসমূহের ক্বাথ এবং মুতা, সরলা (ত্রিবৃৎ) ও প্রিয়ঙ্গুর কল্ক এই সকলের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। সুগন্ধিকা (অনন্তমূল), মোচরস (শাল্মলীনির্য্যাস), অহিপুষ্প (নাগকেশর), লোধ ও ধাতকীর কল্ক লেপন করিলে, শল্যোদ্ভবা নালী বা উহার ব্রণ আশু ও অনায়াসে রূঢ় হয়। ১৫। কৃশ, দুর্ব্বল ও ভীরুদিগের নালী এবং মর্ম্মাশ্রিত নালী ক্ষারসূত্র দ্বারা ছিন্ন করিবে। শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিবে না। এষণী দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া, তন্মধ্যে ক্ষারসূত্র প্রবেশিত করিবে। ক্ষারসূত্রের মুখে সূচী থাকিবে। সূচী নালীর অপর প্রান্ত ভেদ করিলে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। পরে সূত্রের দুই প্রান্ত পরস্পর মিলাইয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে। যদি সূত্র দৃঢ় না হয় অর্থাৎ ছিঁড়িয়া যায়, তবে অপর সূত্র প্রবেশিত করিয়া ঐরূপ বন্ধন করিবে। নালীর গতিচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত তন্মধ্যে সূত্র প্রবেশিত করিয়া রাখিবে এবং আবশ্যক মতে সূত্র পরিবর্ত্তিত করিবে। ভগন্দরেও এইরূপ ক্ষারসূত্র প্রয়োগ করা বিধি। অর্ব্বুদাদির মূল সূক্ষ্ম হইলেও ক্ষারসূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ছিন্ন করা যায়। অর্ব্বুদাদির মূল স্থূল হইলে যবের ন্যায় বক্রবিশিষ্ট সূক্ষ্মমুখ সূচী দ্বারা সমন্তাৎ বিদ্ধ করিবে। পরে মূলদেশ ক্ষারসূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে। এইরূপে অর্ব্বুদাদি ছিন্ন হইলে পর ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। ১৬। দ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতে যে সকল বর্ত্তি অভিহিত হইয়াছে, সে সকল সর্ব্ব প্রকার নালীতেই আচরণীয়। ১৭। ঘোণ্টাফলের (ঘোণ্টা—অরণ্যবদর ইতি শিবদাস। বদরী ফল ইতি নিবন্ধ) ত্বক্, সৈন্ধব, লাক্ষা, শুষ্ক সুপারীফল ও অলবণার (অলবণা জ্যোতিষ্মতী ইতি শিবদাস। কাকমর্দ্দনিকা ইতি নিবন্ধ) পত্র এই সকলের কল্ক, মনসার ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীরের সহিত বর্ত্তি করিয়া প্রয়োগ করিলে, অচিরাৎ নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়। ১৮। বিভীতক, আম্রাস্থি, বটপ্রবাল, হরেণু, শঙ্খিনীবীজ ও বারাহীকন্দ এই সকলের ভস্ম তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নালীসমূহে প্রয়োগ করিবে। ১৯। লাক্ষাজলে নালী ধৌত করিয়া ধুস্তুরবীজ, মদনফলের বীজ, কোদ্রব, কোশাতকী, শুকনাসা, ইন্দ্রবারুণী এবং অঙ্কোঠের বীজ ও কুসুম এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ নালীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে। ২০। আর ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে, অচিরাৎ নালী নষ্ট করে। আর এই সকল দ্রব্যের কল্ক, গোমূত্র ও তৈল একত্র পাক করিয়া, প্রয়োগ করিলে সপ্তরাত্রে নালী নষ্ট হয়। ২১। চামার আলুর রসে ভাবিত কৃষ্ণপুষ্প ময়না গাছের মূলচূর্ণ ও সুবহার (কোন মতে গন্ধনাকুলী, কোন মতে গোধাপদী, কোন মতে কদলী) মূলের খণ্ড সকল প্রক্ষেপ দিয়া তৈল পাক করিবে। তাহাতে শীঘ্র নালী নষ্ট হয়। এইরূপ বজ্রকন্দের (শকরকন্দ আলুর) কন্দে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলেও নালী নষ্ট হয়। ২২। ভেলা, আকন্দ, মরিচ, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কল্ক এবং

স্তন্যে গতে বিকৃতিমাশু ভিষক্ তু ধাত্রীং
পীতাং ঘৃতং পরিণতেঽহনি বাময়েৎ তু।
নিম্বোদকেন মধুমাগধিকাযুতেন
বান্তা গতেঽহনি চ মুদ্গারসাশনা স্যাৎ ॥ ২৪
এবং ত্র্যহং চতুরহং ষড়হং বমেদ্বা
সর্পিঃ পিবেৎ ত্রিফলয়া সহ সংযুতং বা ॥ ২৫
ভার্গীং বচামতিবিষাং সুরদারু পাঠাং
মুস্তাদিকং মধুরসাং কটুরোহিণীঞ্চ।
ধাত্রী পিবেৎ তু পয়সঃ পরিশোধনার্থ-
মারগ্বধাদিষু বরং মধুনা কষায়ম্ ॥ ২৬
সামান্যমেতদুপদিষ্টমতো বিশেষাদ্-
দোষান্ পয়োনিপতিতান্ শময়েদ্ যথাস্বম্।
রোগং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাৎ
যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুশো বিধানম্ ॥ ২৭
সম্পাচ্যমানমপি তঞ্চ বিনোপনাহৈঃ
সন্ত্যোজনেন খলু পাচয়িতুং যতেত।
শীঘ্রং স্তনো হি মৃদুমাংসতয়োপনদ্ধঃ
সর্ব্বং প্রকোথমুপযাত্যবদীর্য্যতে চ ॥ ২৮
পক্বে চ দুগ্ধহরিণীঃ পরিহৃত্য নাড়ীঃ
কৃষ্ণঞ্চ চুচুকযুগং বিদধীত শস্ত্রম্।
আমে বিদাহিনি তথৈব গতে চ পাকং
ধাত্র্যাঃ স্তনৌ সততমেব চ নির্দ্দহীত ॥ ২৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগ চিকিৎসিতং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদগলগণ্ডচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

গ্রন্থিষ্বথামেষু ভিষগ্বিদধ্যা-
চ্ছোফক্রিয়ায়াং বিহিতং বিধিজ্ঞঃ।
রক্ষেদ্বলঞ্চাপি নরস্য নিত্যং
তদ্রক্ষিতং ব্যাধিবলং নিহন্তি ॥ ২
তৈলং পিবেৎ সর্পিরথো দ্বয়ং বা
দদ্যা বসাং বা ত্রিবৃতং বিদধ্যাৎ।
অপেহিবাতা দশমূলসিদ্ধং
বৈদ্যশ্চতুঃস্নেহমথো দ্বয়ং বা ॥ ৩

ভৃঙ্গরাজ-রসের সাহত্ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক নালী, অপচী ও ব্রণ সকল নষ্ট হয়। ২৩। স্তন্য বিকৃত হইলে, ভিষক্ ধাত্রীকে আশু ঘৃতপান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে সেই দিনই মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত নিম্বের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। বমির পর সেদিন মুদ্গারস ভোজন করিয়া থাকিবে। ২৪। এইরূপে তিন দিন, চারি দিন বা ছয় দিন বমন করিবে: অথবা ত্রিফলার সহিত ঘৃত পান করিবে। ২৫। ধাত্রী দুগ্ধ-শোধনের জন্য ভার্গী (বামনহাটী), বচ, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুস্তাদি গণ, মধুরসা (মূর্ব্বা) ও কটকীর চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র পান করিবে। আর স্তন্যশোধনের জন্য আরগ্বধাদির কষায় মধুর সহিত পান করা ভাল। ২৬। এইরূপে স্তন্য-শোধক যোগ সকল সামান্যতঃ বলা হইল। দোষভেদে স্তন্যদোষ সকল বিশেষরূপে প্রশমন করিতে হয়। স্তনরোগ দৃষ্ট হইলে বিদ্রধি-লিখিত ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিতে হয়। ২৭। স্তন, পাকিতে থাকিলেও উপনাহ দিবে না, পরন্তু কেবল ঔষধ খাওয়াইয়া পাকাইতে চেষ্টা করিবে। স্তনে উপনাহ দিলে, উহা মৃদুমাংস বলিয়া, সর্ব্বথা পচিয়া যায় ও ফাটিয়া যায়। ২৮। স্তন পাকিয়া গেলে, দুগ্ধবাহিনী নাড়ী সকল ও কৃষ্ণ চুচুকদ্বয় পরিহার করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করিবে। স্তনরোগের আম, বিদাহ ও পাক এই তিন অবস্থাতেই স্তনে সতত দাহ করা যায় [আম অবস্থায় দাহ করিলে বিদাহ, বিদাহ অবস্থায় দাহ করিলে পাক এবং পাক অবস্থায় দাহ করিলে ঘা হইতে পায় না, ইতি টীকাকার]। ২৯।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গ্রন্থী-অপচী-অর্ব্বুদ-গলগণ্ড।

অনন্তর আমরা গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ডের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। শোথে যে সকল চিকিৎসা বিহিত, গ্রন্থিরোগের আমাবস্থায় সেই সকল চিকিৎসাই বিহিত। আর গ্রন্থিরোগে রোগীর বল রক্ষা করিয়া চলিবে [অর্থাৎ কর্ষণ চিকিৎসা করিবে না]। কেননা বল রক্ষা করিয়া চলিলে ব্যাধির বল থাকে না। ২। গ্রন্থি-রোগে তৈল বা ঘৃত অথবা তৈল ও ঘৃত উভয়ই অথবা তৈল ঘৃত ও বসা তিনই পান করিবে। অথবা চতুঃস্নেহ (অর্থাৎ তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা) পান করিবে। অথবা দুই দুইটী স্নেহ একত্র পান করিবে যথা,—তৈল ঘৃত, তৈল বসা, তৈল মজ্জা, ঘৃত বসা ঘৃত মজ্জা বা বসা ও মজ্জা। অথবা প্রসারণী তৈল বা দশমূল ঘৃত বা প্রসারণী ও দশ-মূলের সহিত সিদ্ধ দুই তিন বা চারি স্নেহ পান করিবে। [গয়ী প্রসারণীর উল্লেখ করেন না, তিনি বলেন যে, গ্রন্থির আম অবস্থায় দশমূল-সিদ্ধ তৈলাদি পান করিবে। তন্মধ্যে বাতজ আমাবস্থায় তৈল বাতহর ক্বাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে; পিত্তজ আমাবস্থায় পিত্তহর ক্বাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে এবং কফজে কফহর ক্বাথের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে]। ৩।

হিংস্রাথ রোহিণ্যমৃতাথ ভার্গী
শ্যোনাকবিল্বাগুরুকৃষ্ণগন্ধাঃ।
গোজী চ পিষ্টা সহ তালপত্র্যা
গ্রন্থৌ বিধেয়োঽনিলজে প্রলেপঃ॥
স্বেদোপনাহান্ বিবিধাংশ্চ কুর্য্যাৎ
তথা প্রসিদ্ধানপরাংশ্চ লেপান্।
বিদার্য্য বা পক্বমপোহ্য পূয়ং
প্রক্ষাল্য বিল্বার্কনরেন্দ্রতোয়ৈঃ॥
তিলৈঃ সপঞ্চাঙ্গুলপত্রমিশ্রৈঃ
সংশোধয়েৎ সৈন্ধবসম্প্রযুক্তৈঃ।
শুদ্ধং ব্রণং বাপ্যুপরোপয়েয়ু-
স্তৈলেন রাস্নাসরলান্বিতেন॥
বিড়ঙ্গযষ্টীমধুকামৃতাভিঃ
সিদ্ধেন বা ক্ষীরসমন্বিতেন॥ ৪
জলৌকসঃ পিত্তকৃতে হিতাস্তু
ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিষেচনঞ্চ।
কাকোলিবর্গস্য চ শীতলানি
পিবেৎ কষায়াণি সশর্করাণি॥
দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি
চূর্ণং পিবেচ্চাপি হরীতকীনাম্।
মধূকজম্ব্বর্জ্জুনবেতসানাং
ত্বগ্‌ভিঃ প্রদেহানবচারয়েত॥
সশর্করৈর্বা তৃণশূন্যকন্দৈ-
র্দিহ্যাদভীক্ষ্ণং মুচুকুন্দজৈর্বা॥ ৫
বিদার্য্য বা পক্বমপোহ্য পূয়ং
ধাবেৎ কষায়েণ বনস্পতীনাম্।
তিলৈঃ সযষ্টীমধুকৈর্বিশোধ্য
সর্পিঃ প্রযোজ্যং মধুরৈর্বিপক্বম্॥
হৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্ব্যা
গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্মসমুত্থিতে তু।
স্বিন্নস্য বিম্লাপনমেব কুর্য্যা-
দঙ্গুষ্ঠলোহোপলবেণুদণ্ডৈঃ॥৬
বিকঙ্কতারগ্বধকাকনন্তী-
কাকাদনীতাপসবৃক্ষমূলৈঃ।
আলেপয়েৎ পিণ্ডফলার্কভার্গী-
করঞ্জকালামদনৈশ্চ বিদ্বান্॥ ৭
অমর্ম্মজাতং শমমপ্রয়াত-
মপক্বমেবাপহরেদ্বিদার্য্য।
দহেৎ স্থিতে বাসৃজি সিদ্ধকর্ম্মা
সদ্যঃক্ষতোক্তঞ্চ বিধিং বিদধ্যাৎ॥ ৮
যা মাংসকন্দ্যঃ কঠিনা বৃহত্য-
স্তাস্বেষ যোজ্যশ্চ বিধির্বিধিজ্ঞৈঃ।
শস্ত্রেণ বাপাট্য সুপক্বমাশু
প্রক্ষালয়েৎ পথ্যতমৈঃ কষায়ৈঃ॥
সংশোধনৈস্তঞ্চ বিশোধয়েয়ুঃ
ক্ষারোত্তরৈঃ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈঃ।
শুদ্ধে চ তৈলন্ত্ববচারণীয়ং
বিড়ঙ্গপাঠারজনীবিপক্বম্॥ ৯

বাতজ গ্রন্থিতে হিংস্রা, কট্‌কী, গোলঞ্চ, ভার্গী (বামনহাটী), শ্যোণাক, বেলছাল, অগুরু, সজিনা, গোজী (কেহ বলেন গোজিহ্বা, কেহ বলেন শাখোটক) ও তালপত্রী (মুষলী) পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বিবিধ প্রকার স্বেদ ও উপনাহ এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ লেপ সকল প্রয়োগ করিবে। অথবা পক্ব হইলে বিদীর্ণ করিয়া পূষ বাহির করিবে এবং বেল, আকন্দ ও সোঁদাল-পাতার ক্বাথে ধৌত করিয়া এরণ্ড-পত্র, তিল ও সৈন্ধবের প্রলেপ দ্বারা শোধন করিবে। আর ব্রণ শুদ্ধ হইলে রাস্না ও সরলার (তেউড়ীর—কোন মতে শালের) সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোপণ করিবে। অথবা বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও গোলঞ্চের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলেও ব্রণরোপণ হয়। ৪। পিত্তজ বিদ্রধিতে জলৌকা প্রয়োগ করিবে। আর দুগ্ধ ও জল পরিষেচন করিবে। আর কাকোল্যাদি গণের কষায় শীতল করিয়া শর্করার সহিত পান করিবে। অথবা দ্রাক্ষা-রস বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে। আর মধুক-বৃক্ষ, জাম, অর্জ্জুন ও বেতসের ছাল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা শর্করাযুক্ত কেতকীমূল বা মুচুকুন্দ-মূলের সহিত প্রলেপ দিবে। ৫। পিত্তজ গ্রন্থি পাকিলে বিদীর্ণ করিয়া পূষ বাহির করিবে এবং বনস্পতিসমূহের কষায় দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর যষ্টিমধু ও তিল দ্বারা শোধন করিয়া মধুর গণের সহিত পক্ব ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ৬। শ্লেষ্মজ গ্রন্থিতে শোণিত মোক্ষণ করিয়া গ্রন্থিকে স্বিন্ন করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ, লৌহ, উপল, বেণু বা দণ্ড দ্বারা টিপিয়া বসাইবে। বিকঙ্কত (বইঁচ), আরগ্বধ, কাকনন্তী (গুঞ্জা), কাকাদনী (হিংস্রা) ও ইঙ্গুদী-বৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আর পিণ্ডফল (তিত-লাউ), আকন্দ, বামনহাটী, করঞ্জ, কালা (অহিংস্রা—কুলেখাড়া) ও মদনফল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ৭। শ্লেষ্মজ গ্রন্থি অমর্ম্মজাত হইলে অথচ পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসায় শান্ত না হইলে অপক্ব অবস্থাতেই বিদীর্ণ করিয়া অপহরণ করিবে। অপচী বিদীর্ণ হইবার পর রক্ত থামিয়া গেলে দাহ করিবে এবং সদ্যোব্রণোক্ত অন্যান্য বিধি আচরণ করিবে। ৮। যে সকল মাংসকন্দ (মাংসাঙ্কুর) কঠিন ও বৃহৎ, তাহাও ঐরূপ উৎপাটন করিয়া চিকিৎসা করিবে। অথবা সুপক্ব হইলে আশু শস্ত্রক্রিয়া করিয়া পথ্যতম কষায়সমূহযোগে প্রক্ষালন করিবে। আর যবক্ষার-প্রধান এবং প্রচুর-মধু-ঘৃতসংযুক্ত সংশোধনীয় বর্গ দ্বারা শোধন করিবে। শুদ্ধ হইবার পর বিড়ঙ্গ, আকনাদি ও হরিদ্রার সহিত তৈলপাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৯।

মেদঃসমুত্থে তিলকল্কদিগ্ধং
দ্বস্ত্রোপরিষ্টাদ্দ্বিগুণং পটান্তম্ ।
হুতাশতপ্তেন মুহুঃ প্রমৃজ্যা-
ল্লোহেন ধীমান্ দহনং হিতায় ॥
প্রলিপ্য দার্ব্বীমথ লাক্ষয়া বা
প্রতপ্তয়া স্বেদনমস্য কার্য্যম্ ।
নিপাত্য বা শস্ত্রমপোহ্য মেদো
দহেৎ সুপক্বস্ত্বথবা বিদার্য্য ॥
প্রক্ষাল্য মূত্রেণ তিলৈঃ সুপিষ্টৈঃ
সুবর্চ্চিকাদ্যৈর্হরিতালমিশ্রৈঃ ।
সসৈন্ধবৈঃ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈঃ
ক্ষারোত্তরৈরেনমভিপ্রশোধ্য ॥ ১০
তৈলং বিদধ্যাদ্দ্বিকরঞ্জগুঞ্জা-
বংশাবলেখেঙ্গুদমূত্রসিদ্ধম্ ॥ ১১
জীমূতকৈঃ কোষবতীফলৈশ্চ
দন্তীদ্রবন্তীত্রিবৃতাস্য চৈব ।
সর্পিঃ কৃতং হন্ত্যপচীং প্রবৃদ্ধাং
দ্বিধাপ্রযুক্তং তদুদারবীর্য্যম্ ॥ ১২
নির্গুণ্ডিজাতীবরিহিষ্ঠযুক্তং
জীমূতকং মাক্ষিকসৈন্ধবাঢ্যম্ ।
অভিপ্রতপ্তং বমনং প্রগাঢ়ং
দুষ্টাপচীনুত্তমমাদিশন্তি ॥ ১৩
কৈটর্য্যবিম্বীকরবীরসিদ্ধং
তৈলং হিতং মূর্দ্ধবিরেচনঞ্চ ।
শাখোটকস্য স্বরসেন সিদ্ধং
তৈলং হিতং নস্যবিরেচনেষু ॥ ১৪
মধূকসারশ্চ হিতোঽবপীড়ে
ফলানি শিগ্রোঃ খরমঞ্জরের্বা ॥ ১৫
গ্রন্থীনমর্ম্মপ্রভবানপক্বা-
নুদ্ধৃত্য চাগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ ।
ক্ষারেণ বাপি প্রতিসারয়েৎ তু
সংলিখ্য শস্ত্রেণ যথোপদেশম্ ॥ ১৬
পার্ষ্ণিং প্রতি দ্বাদশ চাঙ্গুলানি
ভিত্বেন্দ্রবস্তিং পরিবর্জ্জ্য ধীমান্ ।
বিদার্য্য মৎস্যাণ্ডনিভানি বৈদ্যো
নিষ্কৃষ্য জালান্যনলং বিদধ্যাৎ ॥ ১৭
আ গুল্‌ফকর্ণাৎ সুমিতস্য জন্তো-
স্তস্যাষ্টভাগং খনকাদ্বিভজ্য ।
ঘোণর্জ্জুবেধঃ সুররাজবস্তে-
র্হিত্বাক্ষিমাত্রস্তপরে বদন্তি ॥ ১৮

মেদোজ গ্রন্থিতে তিলকল্ক-লিপ্ত বস্ত্র দ্বিগুণ করিয়া আরোপিত করিবে। অগ্নিতপ্ত লৌহ দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ মার্জ্জন করিবে। দহন হিতকর হইয়া থাকে। অথবা তপ্ত লাক্ষা দ্বারা দার্ব্বী [দারুনির্ম্মিত হাতা] লিপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে। অথবা শস্ত্রপাত করিয়া মেদ অপহরণ করিবে। অথবা গ্রন্থি সুপক্ব হইলে বিদীর্ণ করিয়া দগ্ধ করিবে। আর গোমূত্র দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক সুপিষ্ট তিল, সুবর্চ্চিকা প্রভৃতি ক্ষার ও হরিতাল সৈন্ধবযুক্ত, প্রচুর মধুঘৃত সহকৃত অথচ ক্ষার প্রধান করিয়া পূযাদি শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। ১০। সংশোধনের পর তৈল প্রয়োগ করিবে। দুই প্রকার করঞ্জ, গুঞ্জা, বংশত্বক্, ইঙ্গুদ ও গোমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ১১। দন্তী, দ্রবন্তী ও ত্রিবৃতের কাথ এবং জীমূত ও কটু কোশাতকীফলের কল্ক সংযুক্ত করিয়া ঘৃত প্রয়োগ করিবে। এই উৎকটবীর্য্য ঘৃত পান ও লেপনে প্রয়োগ করিলে প্রবৃদ্ধ অপচী নষ্ট করিয়া থাকে। ১২। নিসিন্দা, জাতী ও বালার কাথে জীমূতের কল্ক মধু ও সৈন্ধবের সহিত মিলিত করিয়া তপ্ত করিবে। ইহা প্রগাঢ় বমন হয়। এই বমন দুষ্ট অপচীসমূহে উৎকৃষ্ট [টীকাকার বলেন, এক অঞ্জলি কাথ্য-দ্রব্য আট সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে কাথ গ্রহণ করিতে হয়]। ১৩। কৈটর্য্য (পর্ব্বতনিম্ব), বিম্বী ও করবীরের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিলে অপচী রোগে হিতকর মূর্দ্ধবিরেচন হয় [টীকাকার বলেন যে, এস্থলে কৈটর্য্য পাঠ না করিয়া কেহ কেহ নির্গুণ্ডী পাঠ করেন। নির্গুণ্ডীর স্বরস তৈলের চারিগুণ লইতে হয় আর বিম্বী ও করবীরের কল্ক লইতে হয়]। শাখোটকের স্বরসে তৈল সিদ্ধ করিবে, ইহা অপচী রোগে নস্য ও বিরেচনে প্রয়োগ করিতে হয়। ১৪। মধূকসার (মধূকপুষ্পের মধু), সজিনার বীজ বা খরমঞ্জরীর (অপামার্গের) বীজ অবপীড় করা যাইতে পারে। ১৫। অমর্ম্মজাত, অপক্ব গ্রন্থি সকল অস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিয়া পশ্চাৎ অগ্নিক্রিয়া করিবে। অথবা শস্ত্র দ্বারা যথোপদেশ লেখন করিয়া ক্ষার দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। ১৬। অপচী রোগে পার্ষ্ণি হইতে দ্বাদশ অঙ্গুল পরিহার অথচ ইন্দ্রবস্তি [ইন্দ্রবস্তি—পার্ষ্ণি হইতে ত্রয়োদশ অঙ্গুল দূরে অবস্থিত] পরিহার করিয়া বিদীর্ণ করিবে। তাহাতে মৎস্যাণ্ড সদৃশ জাল সকল [টীকাকার মতে মেদোজাল সকল] বাহির হইলে বৈদ্য তাহা নিষ্কর্ষণ করিয়া দাহ করিবেন। [কোন কোন মতে দক্ষিণভাগগত অপচীতে বামজঙ্ঘায়, বামভাগগত অপচীতে দক্ষিণজঙ্ঘায় এবং উভয়গত অপচীতে উভয় জঙ্ঘায় বিদারণাদি করিতে হয়]। ১৭। জঙ্ঘা ও পাদের সন্ধিকে খনক বলে। খনকের উভয় পার্শ্বে গুল্‌ফদ্বয় উহার কর্ণের ন্যায় আছে। চরণ পরিত্যাগ করিয়া মাপিলে জঙ্ঘার পরিমাণ বিংশতি অঙ্গুল হয়। উহার অষ্টমভাগ অর্থাৎ আড়াই অঙ্গুল পরিমিত স্থান, ইন্দ্রবস্তির পরিহারার্থ, পরিত্যাগ করিয়া গোনাসার ন্যায় ঋজুবেধ করিবে। কেহ বলেন, দুই অঙ্গুল পরিমিত স্থান পরিহার করিলেই হইবে। [এইরূপে বিদারণপূর্ব্বক মেদ হরণ করিয়া দাহ করিতে হয়]। ১৮।

মণিবন্ধোপরিষ্টাদ্বা কুর্য্যাদ্রেখাত্রয়ং ভিষক্।
অঙ্গুল্যন্তরিতং সম্যগপচীনাং নিবৃত্তয়ে॥ ১৯
চূর্ণস্তু কালে প্রচলাককাক-
গোধাহিকূর্ম্মপ্রভবাং মসীন্তু।
দদ্যাচ্চ তৈলেন সহেঙ্গুদীনাং
যদ্বক্ষ্যতে শ্লীপদিনাঞ্চ তৈলম্॥ ২০
বিরেচনং ধূমমুপাদদীত।
ভবেচ্চ নিত্যং যবমুদ্গভোজী।
কর্কারুকৈর্ব্বারুকনারিকেল-
পিয়ালএরণ্ডবীজচূর্ণৈঃ॥ ২১
বাতার্ব্বুদং ক্ষীরঘৃতাম্বুসিদ্ধৈ-
রুষ্ণৈঃ সতৈলৈরুপনাহয়েৎ তু।
কুর্য্যাচ্চ মুখ্যান্যুপনাহনানি
সিদ্ধৈশ্চ মাংসৈরথ বেশবারৈঃ॥ ২২
স্বেদং বিদধ্যাৎ কুশলস্তু নাড্যা
শৃঙ্গেন রক্তং বহুশো হরেচ্চ।
বাতঘ্ননির্য্যূহপয়োহম্লভাগৈঃ
সিদ্ধং শতাখ্যং ত্রিবৃতং পিবেদ্বা॥ ২৩
স্বেদোপনাহা মৃদবস্তু পথ্যাঃ
পিত্তার্ব্বুদে কায়বিরেচনঞ্চ।
বিঘৃষ্য চোড়ুম্বরশাকগোজী-
পত্রৈর্ভৃশং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ॥
শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জ্জরসপ্রিয়ঙ্গু-
পত্তঙ্গরোধ্রাঞ্জনযষ্টিকাহ্বৈঃ॥ ২৪

বিস্রাব্য চারগ্বধগোজিসোমাঃ
শ্যামা চ যোজ্যাঃ কুশলেন লেপে॥ ২৫
শ্যামাগিরিহ্বাঞ্জনকীরসেষু
দ্রাক্ষারসে সপ্তলিকারসে চ।
ঘৃতং পিবেৎ ক্লীতকসংপ্রসিদ্ধং
পিত্তার্ব্বুদী তজ্জঠরী চ জন্তুঃ॥ ২৬
শুদ্ধস্য জন্তোঃ কফজেঽর্ব্বুদে তু
রক্তেঽবসিক্তে তু ততোঽর্ব্বুদং তৎ।
দ্রব্যাণি যান্যূর্দ্ধমধশ্চ দোষান্
হরন্তি তৈঃ কল্কঘৃতৈঃ প্রদিহ্যাৎ॥
কপোতপারাবতবিড়্বিমিশ্রৈঃ
সকাংস্যনীলৈঃ শুকলাঙ্গলাখ্যৈঃ।
মূত্রৈস্তু কাকাদনিমূলমিশ্রৈঃ
ক্ষারপ্রদিগ্ধৈরথবা প্রদিহ্যাৎ॥ ২৭
নিষ্পাবপিণ্যাককুলত্থকল্কৈ-
র্মাংসপ্রগাঢ়ৈর্দধিমস্তুযুক্তৈঃ।
লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়ো যথাত্র
মূর্চ্ছন্তি মূর্চ্ছন্ত্যথ মক্ষিকাশ্চ॥
অল্পাবশিষ্টে কৃমিভিঃ কৃতে চ
লিখেৎ ততোঽগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ॥ ২৮
যদল্পমূলং ত্রপুতাম্রসীস-
পট্টৈঃ সমাবেষ্ট্য তদায়সৈর্বা॥
ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাণ্যসকৃদ্বিদধ্যাৎ
প্রাণানহিংসন্ ভিষগপ্রমত্তঃ॥ ২৯

অথবা মণিবন্ধের উপরিভাগে এক এক অঙ্গুল অন্তরে একটী একটী করিয়া তিনটী রেখা শস্ত্র দ্বারা অঙ্কিত করিবে। তাহা হইলেও অপচী নিবৃত্ত হয়। ১৯। বিচূর্ণনের সময় অন্য বিচূর্ণন না দিয়া প্রচলাক (ময়ূর), কাক, গোধা, অহি বা কূর্ম্মের ভস্ম ইঙ্গুদীতৈলের সহিত প্রয়োগ করিবে। আর শ্লীপদ রোগে যে সকল তৈল বলা হইবে, তাহাও প্রয়োগ করিবে।২০। বৈরেচনিক ধূমপান করিবে। যব ও মুগ নিত্য ভোজন করিবে। সেই যব ও মুদ্গের সহিত কর্কারু(কাঁকুড়), এর্ব্বারুক (বড় কাঁকুড় বা তরমুজ); নারিকেল, পিয়াল ও এরণ্ডবীজের চূর্ণ মিশ্রিত থাকিবে। ২১। বাতার্ব্বুদে দুগ্ধ, ঘৃত ও জলের সহিত সিদ্ধ অথচ তৈলযুক্ত উপনাহ প্রয়োগ করিবে। আর সিদ্ধ মাংস ও বেশবার এই রোগের প্রধান ও এই রোগের মুখ্য উপনাহ। ২২। এই রোগে নাড়ীস্বেদ দিবে। আর শৃঙ্গ দ্বারা বহুশঃ রক্তহরণ করিবে। আর বাতঘ্ন গণের কাথ, দুগ্ধ ও কাঁজীর সহিত শতাখ্য, বা ত্রিবৃতস্নেহ পান করিবে। ২৩। পিত্তার্ব্বুদে মৃদুস্বেদ ও উপনাহ পথ্য। আর কায়বিরেচন আবশ্যক। আর পিত্তার্ব্বুদ উড়ুম্বরপত্র বা গোজীপত্র [সেওড়া বা গোজিহ্বাপত্র] দ্বারা অতিশয় ঘর্ষণ করিবে; পরে ধুনা, প্রিয়ঙ্গু, পত্তঙ্গ (বকম্), লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া মধু-সহযোগে প্রলেপ দিবে। ২৪। আর পিত্তার্ব্বুদে রক্তমোক্ষণ করিয়া আরগ্বধ, গোজী, সোম ও শ্যামা (বৃদ্ধদারক) প্রলেপ দিবে। ২৫। পিত্তার্ব্বুদ ও পিত্তোদর রোগে শ্যামা (তেউড়ী), গিরিহ্বা (গিরিকর্ণিকা) ও অঞ্জনকী (কালাঞ্জনী ?) এই সকল দ্রব্যের কাথ, দ্রাক্ষার কাথ বা সপ্তলিকার কাথে যষ্টিমধু-কল্কের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ২৬। কফজ অর্ব্বুদে রোগীকে শোধন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে উর্দ্ধশোধন ও অধঃশোধন দ্রব্য সকল কল্কীকৃত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা কপোত (ঘুঘু) ও পারাবতের (পায়রার) বিষ্ঠা, কাংস্যনীল (কাংস্যমার্জ্জন মসী), শুকনাসা, লাঙ্গলকী (পৃশ্নিপর্ণী) ও কাকাদনীর মূল, মূত্র বা ক্ষারযোগে প্রলেপ দিবে। ২৭। নিষ্পাব (শিম), পিণ্যাক ও কুলত্থের কল্ক প্রচুর পরিমাণ মাংসযুক্ত ও দধিমস্তুযুক্ত করিয়া লেপ দিবে। তাহাতে কৃমি ও মক্ষিকা সকল অর্ব্বুদে পতিত হইয়া, অর্ব্বুদ ভক্ষণ করিতে থাকিবে। কৃমি কর্তৃক ভক্ষিত হইবার পর অল্পাবশিষ্ট অর্ব্বুদ চাঁচিয়া ফেলিবে এবং পরে অগ্নিকর্ম্ম করিবে। ২৮। অর্ব্বুদ অল্প-মূল হইলে বঙ্গ, তাম্র, সীস বা লৌহের পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। আর অর্ব্বুদ রোগে রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষার, অগ্নি ও শস্ত্র বারবার প্রয়োগ করিবে। ২৯।

আস্ফোতজাতীকরবীরপত্রৈঃ
কষায়মিষ্টং ব্রণশোধনার্থম্।
শুদ্ধে চ তৈলং বিদধীত ভার্গী-
বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাবিপক্বম্ ॥ ৩০
যদৃচ্ছয়া চোপগতানি পাকং
পাকক্রমেণোপচরেদ্বিধিজ্ঞঃ ॥ ৩১
মেদোঽর্ব্বুদং স্বিন্নমথো বিদার্য্য
বিশোধ্য সীব্যেদগতরক্তমাশু।
ততো হরিদ্রাগৃহধূমরোধ্র-
পত্তঙ্গচূর্ণৈঃ সমনঃশিলালৈঃ ॥
ব্রণং প্রতিঘ্রাহ মধুপ্রগাঢ়ৈঃ
করঞ্জতৈলং বিদধীত শুদ্ধে ॥ ৩২
সশেষদোষাণি হি যোঽর্ব্বুদানি
করোতি তান্যাশু পুনর্ভবন্তি।
তস্মাদশেষাণি সমুদ্ধরেৎ তু
হন্যুঃ সশেষাণি যথা হি বহ্নিঃ ॥ ৩৩
সংস্বেদ্য গণ্ডং পবনোত্থমাদৌ
নাড্যানিলঘ্নৌষধপত্রভঙ্গৈঃ।
অম্লৈঃ সমূত্রৈর্বিবিধৈঃ পয়োভি-
রুষ্ণৈঃ সতৈলৈঃ পিশিতৈশ্চ বিদ্বান্ ॥ ৩৪
বিস্রাবয়েৎ স্বিন্নমতন্দ্রিতশ্চ
শুদ্ধং ব্রণঞ্চাপ্যুপনাহয়েৎ তু।

আস্ফোত (সারিবা), জাতী ও করবীর এই সকল পত্রের কষায় ব্রণ-শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ শুদ্ধ হইলে, ভার্গী (বামনহাটী), বিড়ঙ্গ, আকনাদি ও ত্রিফলার সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৩০। অর্ব্বুদ সকল যদৃচ্ছাক্রমে পাক প্রাপ্ত হইলে, পাক-চিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা করিবে। ৩১। মেদোজ অর্ব্বুদ স্বিন্ন করিয়া বিদীর্ণ ও বিশুদ্ধ করিবে। অনন্তর গতরক্ত হইলে, আশু সীবন করিয়া দিবে। তৎপরে হরিদ্রা, গৃহধূম, লোধ, পত্তঙ্গ (রক্তকাষ্ঠ—বকম্), মনঃশিলা, হরিতাল এই সকলের চূর্ণ একত্র ও প্রচুর পরিমাণে মধুসংযুক্ত করিয়া ব্রণে দিবে। তাহাতে ব্রণ শুদ্ধ হইলে বিদ্রধি-পরিচ্ছেদোক্ত করঞ্জতৈল বা করঞ্জফলের তৈল প্রয়োগ করিবে। ৩২। দোষের শেষ থাকিয়া গেলে, অর্ব্বুদ সকল পুনর্ব্বার আশু উৎপন্ন হয়। এইজন্য অর্ব্বুদ এরূপে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, যেন উহার শেষ না থাকে। কেননা শেষ থাকিলে উহা অগ্নির ন্যায় প্রাণ নষ্ট করে। ৩৩। গলগণ্ড বাতজ হইলে, উহাতে বাতঘ্ন গণের পল্লব, কাঞ্জিকাদি অম্ল ও মূত্রের সহিত নাড়ীস্বেদ দিবে। অথবা তৈলযুক্ত উষ্ণ দুগ্ধের স্বেদ দিবে। অথবা মাংসের সহিত বাতঘ্ন পল্লব সকল সিদ্ধ করিয়া নাড়ীস্বেদ দিবে। ৩৪। স্বেদের পর সাবধানে জলৌকাদি দ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করিবে। রক্ত-মোক্ষণের পর উপনাহ দিবে। শণমূল, আতসীমূল,

শণাতসীমূলকশিগ্রুকিণ্ব-
পিয়ালমজ্জানুযুতৈস্তিলৈস্তু ॥
কালামৃতাশিগ্রুপুনর্নবার্ক-
গজাদিনামাকরহাটকুষ্ঠৈঃ।
একৈষিকাবৃক্ষকতিল্বকৈশ্চ
সুরাম্লপিষ্টৈরসকৃদ্বিদিহ্যাৎ ॥ ৩৫
তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিনিম্ব-
হংসাহ্বয়াবৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ।
সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু
হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগে ॥ ৩৬
স্বেদোপনাহৈঃ কফসম্ভবন্তু
সংস্বেদ্য বিস্রাবণমেব কুর্য্যাৎ।
ততোঽজগন্ধাতিবিষাবিশল্যা-
বিষাণিকাকুষ্ঠশুকাহ্বয়াভিঃ।
পলাশভস্মোদকপেষিতাভি-
র্দিহ্যাৎ সগুঞ্জাভিরশীতলাভিঃ ॥
দশার্দ্ধসংখ্যৈর্লবণৈশ্চ যুক্তং
তৈলং পিবেন্মাগধিকাদিসিদ্ধম্।
প্রচ্ছর্দ্দনং মূর্দ্ধবিরেচনঞ্চ
ধূমশ্চ বৈরেচনিকো হিতস্তু ॥ ৩৭
পাকক্রমো বাপি সদা বিধেয়ো
বৈদ্যেন পাকং গতয়োঃ কথঞ্চিৎ।
কটুত্রিকক্ষৌদ্রযুতাঃ সমূত্রা
ভক্ষ্যা যবান্নানি রসাশ্চ মৌদ্গাঃ ॥ ৩৮

সজিনা, কিণ্ব, পিয়ালমজ্জা ও তিল অথবা কালা (কালিওকড়া), অমৃতা (গোলঞ্চ), সজিনা, পুনর্নবা, আকন্দ, গজাদিনামা (গজপিপুল), মদনফল ও কুড় অথবা একৈষিকা (আকনাদি), কুড়চী ও তিল্বক সুরা ও অম্ল গণের সহিত পেষণ করিয়া বারবার প্রলেপ দিবে। ৩৫। গলগণ্ড রোগে গোলঞ্চ, নিম্ব, গোয়ালে লতা, কুড়চী, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেত-বেড়েলা ও দেবদারুর সহিত তৈল পাক করিয়া, নিত্য পান করিলে হিতকর হয় [কেহ বলেন যে, ক্বাথ না দিয়া কেবল কল্কের সহিত তৈলপাক করিলেই চলে]। ৩৬। কফজ গলগণ্ড স্বেদ ও উপনাহ যোগে স্বিন্ন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। অনন্তর অজগন্ধা (বনযমানী), অতিবিষা (আতইচ), বিশল্যা (পাটলা—পারুল), বিষাণিকা (মেষশৃঙ্গী), কুড় ও শুকনাসা এবং গুঞ্জামূল পলাশভস্মের জলে পেষণ-পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আর পিপ্পল্যাদির ক্বাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ও পঞ্চলবণযুক্ত তৈল পান করিবে। এই রোগে বমন, শিরোবিরেচন ও বৈরেচনিক-ধূম হিতকর। ৩৭। বাতজ ও কফজ উভয় প্রকার গলগণ্ডই কথঞ্চিৎ পাক প্রাপ্ত হইলে পাকচিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা করিবে। আর রোগী ত্রিকটু, মধু ও মূত্র সহকারে যবান্ন এবং

সশৃঙ্গবেরাঃ সপটোলনিম্বা
হিতায় দেয়া গলগণ্ডরোগে ॥ ৩৯
মেদঃসমুত্থে তু যথোপদিষ্টাং
বিধ্যেচ্ছিরাং স্নিগ্ধতনোর্নরস্য।
শ্যামাসুধালোহপুরীষদন্তী-
রসাঞ্জনৈশ্চাপি হিতঃ প্রদেহঃ॥
মূত্রেণ বালোড্য হিতায় সারং
প্রাতঃ পিবেচ্ছালমহীরুহাণাম্‌॥
শস্ত্রেণ বাপাদ্য বিদার্য্য চৈনং
মেদঃ সমুদ্ধৃত্য হিতায় সীব্যেৎ।
মজ্জাজ্যমেদোমধুভির্দহেদ্বা
দগ্ধে চ সর্পির্মধু চাবচার্য্যম্‌॥
কাসীসতুত্থে চ ততোঽত্র দেয়ে
চূর্ণীকৃতে রোচনয়া সমেতে।
তৈলেন চাভ্যজ্য হিতায় দদ্যাৎ
সারোদ্ভবং গোময়জঞ্চ ভস্ম॥
হিতঞ্চ নিত্যং ত্রিফলাকষায়ো
গাঢ়শ্চ বন্ধো যবভোজনঞ্চ॥ ৪০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে গ্রন্থ্যপচার্ব্বুদ-গলগণ্ডচিকিৎসিতং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

মুদ্গাযূষ ভক্ষণ করিবে। ৩৮। গলগণ্ড রোগে আদা, পটোল ও নিম্ব হিতকর। ৩৯। মেদোজ গলগণ্ডে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট শিরা বিদ্ধ করিবে। আর শ্যামা (ত্রিবৃৎ), সুধা (মনসা), লোহপুরীষ (মণ্ডুর), দন্তী ও রসাঞ্জন এই সকলের প্রলেপ হিতকর [কোন কোন মতে লোহ শব্দে অগুরু এবং পুরীষ শব্দে পারাবতের বিষ্ঠা।] আর শালতরুর সার গোমূত্রের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে [টীকাকার-মতে শালসারাদি তরুর সার। জেজ্জট মতে শাল গাছের সারের ভস্ম গোমূত্রের সহিত বিলোড়ন করিয়া পান করিবে।] অথবা শস্ত্র দ্বারা বিদারণপূর্ব্বক মেদ উদ্ধার করিয়া সীবন করিবে। অথবা মজ্জা, ঘৃত, মেদ ও মধু দ্বারা দগ্ধ করিবে এবং দগ্ধ হইলে ঘৃতমধু লেপন করিবে। অনন্তর হিরাকস, তুঁতে ও গোরোচনা চূর্ণীকৃত করিয়া দিবে। আর রোগীকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া শালসারের ভস্ম ও গোময়ভস্ম পান করিতে দিবে। আর নিত্য ত্রিফলা-কষায়, গাঢ়বন্ধ ও যবভোজন হিতকর। ৪০

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতো বৃদ্ধ্যুপদংশশ্লীপদানাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

অন্ত্রবৃদ্ধ্যা বিনা ষড্‌বৃদ্ধয়স্তাসু বর্জ্জয়েৎ।
অশ্বাদিযানং ব্যায়ামং মৈথুনং বেগনিগ্রহম্‌॥
অত্যাসনং চঙ্ক্রমণমুপবাসং গুরূণি চ॥ ২
তত্রাদিতো বাতবৃদ্ধৌ ত্রৈবৃতস্নিগ্ধমাতুরম্‌।
স্বিন্নঞ্চৈনং যথান্যায়ং পায়য়েত বিরেচনম্‌।
কোশাম্রতিল্বকৈরণ্ডফলতৈলানি বা নরম্‌॥
সক্ষীরং বা পিবেন্মাসং তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্‌॥
ততঃ কালেঽনিলঘ্নানাং ক্বাথৈঃ কল্কৈশ্চ বুদ্ধিমান্‌
নিরূহয়েন্নিরূঢঞ্চ ভুক্তবন্তং রসৌদনম্‌॥
যষ্টীমধুকসিদ্ধেন ততস্তৈলেন যোজয়েৎ।
স্নেহোপনাহৌ কুর্য্যাচ্চ প্রদেহাংশ্চানিলাপহান্‌
বিদগ্ধাং পাচয়িত্বা বা সেবনীং পরিবর্জ্জয়েৎ।
ভিন্দ্যাৎ ততঃ প্রভিন্নায়াং যথোক্তং ক্রমমাচরেৎ॥ ৩
পিত্তজায়ামপকায়াং পিত্তগ্রন্থিক্রমো হিতঃ।
পক্বাং বা ভেদয়েদ্‌ভিন্নাং শোধয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
শুদ্ধায়াঞ্চ ভিষগ্‌দদ্যাৎ তৈলং কল্কঞ্চ রোপণম্‌॥ ৪

একোনবিংশ অধ্যায়।

বৃদ্ধি-উপদংশ-শ্লীপদ।

অনন্তর আমরা বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্লীপদের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। অন্ত্রবৃদ্ধি বিনা যে ছয় প্রকার বৃদ্ধি কথিত হইয়াছে, তাহাতে অশ্বাদি-যান, ব্যায়াম, মৈথুন, বেগধারণ, অতিশয় উপবেশন, ভ্রমণ, উপবাস ও গুরু-ভোজন পরিহার করিবে। ২। তন্মধ্যে বাতজ বৃদ্ধিতে প্রথমতঃ রোগীকে বাতব্যাধি-পরিচ্ছেদোক্ত অপতানক-নাশক ত্রৈবৃতস্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে যথান্যায় স্বিন্ন করিয়া বিরেচন পান করাইবে। অথবা রোগীকে কোশাম্র, তিল্বক ও এরণ্ডতৈল পান করাইবে। অথবা এক মাস দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইবে। অনন্তর যথাকালে বাতঘ্ন দ্রব্যসমূহের ক্বাথ ও কল্কের সহিত নিরূহ দিবে। নিরূহের পর মাংসরস ও অন্ন পথ্য করিবে। পরে যথাকালে যষ্টিমধুসিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন দিবে। আর বাতঘ্ন স্নেহ, উপনাহ ও প্রদেহ সকল সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে। বাতজবৃদ্ধি বিদগ্ধ হইলে পাকাইয়া সেবনী পরিহারপূর্ব্বক ভিন্ন করিবে। ভিন্ন হইলে পর দ্বিব্রণীয়োক্ত চিকিৎসা করিবে। ৩। পিত্তজ বৃদ্ধির অপক্ব অবস্থায় পিত্তগ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। আর পক্ব হইলে ভিন্ন করিবে। ভিন্ন হইলে ঘৃতমধুযোগে শোধন করিবে এবং শুদ্ধ হইলে মিশ্রকাধ্যায়োক্ত কিংবা দ্বিব্রণীয়োক্ত রোপণ-তৈল ও কল্ক [টীকাকার-মতে দ্বিব্রণীয়োক্ত কল্কসিদ্ধ তৈল] প্রয়োগ করিবে। ৪।

রক্তজায়াং জলৌকোভিঃ শোণিতং নির্হরেদ্ভিষক্।
পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতম্।
পিত্তগ্রন্থিক্রমং কুর্য্যাদামে পাকে চ সর্ব্বদা ॥ ৫
বৃদ্ধিং কফাত্মিকামুষ্ণৈর্মূত্রপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পীতদারুকষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতম্ ॥
বিম্লাপনাদৃতে বাপি শ্লেষ্মগ্রন্থিক্রমো হিতঃ ॥
পক্কায়াঞ্চ বিভিন্নায়াং তৈলং শোধনমিষ্যতে।
সুমনারুষ্করাঙ্কোটসপ্তপর্ণেষু সাধিতম্ ॥ ৬
মেদঃসমুত্থাং সংস্বেদ্য লেপয়েৎ সুরসাদিনা।
শিরোবিরেকদ্রব্যৈর্বা সুখোষ্ণৈর্মূত্রসংযুতৈঃ ॥
স্বিন্নাঞ্চাবেষ্ট্য পট্টেন সমাশ্বাস্য তু মানবম্।
রক্ষেৎ ফলে সেবনীঞ্চ বৃদ্ধিপত্রেণ দারয়েৎ ॥
মেদস্ততঃ সমুদ্ধৃত্য দদ্যাৎ কাসীসসৈন্ধবে।
বদ্ধীয়াচ্চ যথোদ্দিষ্টং শুদ্ধে তৈলঞ্চ দাপয়েৎ।
মনঃশিলালসবর্ণৈঃ সিদ্ধমারুষ্করেষু চ ॥ ৭
মূত্রজাং স্বেদয়িত্বা তু বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
সেবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাদ্বিধ্যেদ্ব্রীহিমুখেণ চ ॥
অথাত্র দ্বিমুখাং নাড়ীং দত্ত্বা বিস্রাবয়েদ্ ভিষক্।
মূত্রং নাড়ীমথোদ্ধৃত্য স্থগিকাবন্ধমাচরেৎ ॥
শুদ্ধায়াং রোপণং দদ্যাদ্বর্জ্জয়েদন্ত্রহেতুকীম্ ॥ ৮
অপ্রাপ্তফলকোশায়াং বাতবৃদ্ধিক্রমো হিতঃ ॥ ৯
তত্র যা বঙ্ক্ষণস্থা তাং দহেদর্দ্ধেন্দুবক্ত্রয়া।
সম্যঙ্মার্গাবরোধার্থং কোশপ্রাপ্তাস্তু বর্জ্জয়েৎ।
ত্বচং ভিত্ত্বাঙ্গুষ্ঠমধ্যে দহেচ্চান্যবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১০
অনেনৈব বিধানেন বৃদ্ধী বাতকফাত্মিকে।
প্রদহেৎ প্রযতঃ কিন্তু স্নায়ুচ্ছেদোঽধিকস্তয়োঃ ॥ ১১
শঙ্খোপরি চ কর্ণান্তে ত্যক্ত্বা যত্নেন সেবনীম্।
ব্যত্যাসাদ্বা শিরাং বিধ্যেদন্ত্রবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে ॥ ১২
উপদংশেষু সাধ্যেষু স্নিগ্ধস্বিন্নস্য দেহিনঃ।
শিরাং বিধ্যেন্মেঢ্রমধ্যে পাতয়েদ্বা জলৌকসঃ ॥ ১৩
হরেদুভয়তশ্চাপি দোষানত্যর্থমুচ্ছ্রিতান্।
সদ্যোঽপহৃতদোষস্য রুক্শোফাবুপশাম্যতঃ ॥
যদি বা দুর্ব্বলো জন্তুর্ন বা প্রাপ্তং বিরেচনম্।
নিরূহেণ হরেৎ তস্য দোষানত্যর্থমুচ্ছ্রিতান্ ॥ ১৪

রক্তজ বৃদ্ধিতে জলৌকোযোগে শোণিত-মোক্ষণ করিবে। অথবা শর্করা ও মধুসংযোগে বিরেচনও পান করিতে হইবে। আর আম ও পক্ক উভয় অবস্থাতেই সর্ব্বদা পিত্ত-গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৫। কফজ বৃদ্ধিতে উষ্ণ-বীর্য্য গণ [যথা—বরাদি, পিপ্পল্যাদি ও অজগন্ধাদি গণ এবং মিশ্রকোক্ত অজগন্ধাদি গণ] মূত্রপিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিবে। আর দারুহরিদ্রার কষায় মূত্রযুক্ত করিয়া পান করিবে। আর শ্লেষ্মগ্রন্থির যে সকল চিকিৎসা বলা হইয়াছে, তাহাও করিবে; কেবল বিম্লাপন করিবে না। শ্লেষ্মজ বৃদ্ধি পক্ক হইলে ভিন্ন করিবে। ভিন্ন হইলে শোধন তৈল দিবে। এই তৈল সুমনাঃ [জাতীপত্র], অরুষ্কর (ভেলা), অঙ্কোট (আঁকোড়মূল) এবং ছাতিমের কষায় ও কল্কের সহিত পাক করিয়া লইতে হয়। ৬। মেদোজ বৃদ্ধিকে [কুরণ্ডকে] স্বিন্ন করিয়া সুরসাদি গণের কল্কে লেপন করিবে। অথবা শিরোবিরেচন দ্রব্যসমূহ (যেমন পিপুল, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিরীষফল ইত্যাদি) মূত্রযুক্ত ও সুখোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। এইরূপে স্বিন্ন হইলে বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে রোগীকে অভয় দিয়া অণ্ডদ্বয় ও সেবনী পরিহারপূর্ব্বক বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিবে। অনন্তর সমস্ত মেদ উদ্ধৃত করিয়া হিরাকস ও সৈন্ধব লেপন করিবে। পরে গোফণা নামক বন্ধন দ্বারা বন্ধন করিবে। এইরূপে শোধিত হইলে রোপণ তৈল প্রয়োগ করিবে। ঐ তৈল মনঃশিলা, হরিতাল ও সৈন্ধব এই সকলের কল্ক ও ভেলার কাথে পাক করিয়া লইতে হয়। ৭। মূত্রজ বৃদ্ধি (জলদোষ) স্বিন্ন করিয়া বস্ত্রপটে বেষ্টন করিবে অনন্তর ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা সেবনীর পার্শ্বে অধস্তাৎ বিদ্ধ করিবে। অনন্তর ইহাতে দ্বিমুখ নল প্রয়োগ করিয়া জল বাহির করিবে। অনন্তর নল তুলিয়া লইয়া স্থগিকা নামক বন্ধন দিবে [বর্ত্তমান কালে ডাক্তারেরা (suspensory bandage) প্রয়োগ করিয়া থাকেন]। যদি বিদ্ধস্থানে ক্ষত হয়, তবে শোধন করিয়া রোপণ করিবে। ৮। অন্ত্রবৃদ্ধি ফল-কোষের মধ্যে আসিয়া অবস্থিত হইলে আর সারে না। যদি অণ্ডকোষের ভিতর আসিয়া না পড়ে, তবে বাতজ বৃদ্ধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৯। যে অন্ত্রবৃদ্ধি কুচকীর উপর আসিয়া পড়ে, তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র-মুখ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহা হইলে উহার নিক্রমণ পথ রুদ্ধ হইবে। কিন্তু অণ্ডকোষে আসিয়া অবস্থিত হইলে আর সারে না। বাম দিকে অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে ডানিদিকে এবং ডানিদিকে অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে বামদিকে অঙ্গুষ্ঠমধ্যে ত্বক্ ছিন্ন করিয়া দাহ করিবে। ১০। বাতজ ও কফজ বৃদ্ধিতেও ঐরূপে দাহ করিতে হয়। কিন্তু ঐ দুই বৃদ্ধিতে স্নায়ুচ্ছেদ অধিক করিতে হয়। ১১। অথবা অন্ত্রবৃদ্ধি-নিবৃত্তির জন্য শঙ্খো-পরি ও কর্ণান্তে, সেবনী পরিহারপূর্ব্বক ব্যত্যাসক্রমে শিরা বিদ্ধ করিবে। ১২। সাধ্য উপদংশসমূহে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া মেঢ্রমধ্যে শিরাভেদ করিবে। অথবা জলৌকাপাত করিবে [জেজ্জট বলেন, দোষ অগভীর হইলে জলৌকাপাত ও অবগাঢ় হইলে শিরাবেধ করিবে। অন্যেরা বলেন, যে, উপদংশ পিত্তরক্তজ হইলে মৃদু হয় বলিয়া জলৌকাপাত ও অন্যথা হইলে শিরাবেধ করিবে]। ১৩। আবশ্যক হইলে অত্যন্ত কুপিত দোষ-দিগকে বমন ও বিরেচন দ্বারা নির্গত করিবে। দোষ সকল এইরূপে সদ্য অপহৃত হইলে বেদনা ও শোথ কমিয়া যায়। আর যদি রোগী দুর্ব্বল হয় বা বিরেচন না পাওয়া যায়, তবে নিরূহ দ্বারা অত্যন্ত কুপিত দোষ সকল

প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্ব-বর্ষাভূকুষ্ঠদারুভিঃ।
সরলাগুরুরাস্নাভির্বাতজং সংপ্রলেপয়েৎ॥
নিচুলৈরণ্ডবীজানি যবগোধূমশক্তবঃ।
এতৈশ্চ বাতজং স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সম্প্রলেপয়েৎ।
প্রপৌণ্ডরীকপূর্ব্বৈশ্চ দ্রব্যৈঃ সেকঃ প্রশস্যতে॥ ১৫
গৈরিকাঞ্জনযষ্ট্যাহ্বসারিবোশীরপদ্মকৈঃ।
সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপয়েৎ।
পদ্মোৎপলমৃণালৈশ্চ সসর্জ্জার্জ্জুনবেতসৈঃ।
সর্পিঃস্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপয়েৎ॥
সেচয়েচ্চ ঘৃতক্ষীরশর্করেক্ষুমধূদকৈঃ।
অথবাপি সুশীতেন কষায়েণ বটাদিনা॥ ১৬
শালাশ্বকর্ণাজকর্ণ-ধবত্বগ্‌ভিঃ কফোত্থিতম্।
সুরাপিষ্টাভিরুষ্ণাভিঃ সতৈলাভিঃ প্রলেপয়েৎ॥
রজন্যতিবিষামুস্তাসরলাসুরদারুভিঃ।
সপত্রপাঠাপত্তুরৈরথবা সম্প্রলেপয়েৎ॥
সুরসারগ্বধাদ্যোশ্চ ক্বাথাভ্যাং পরিষেচয়েৎ॥ ১৭
এবং সংশোধনালেপসেকশোণিতমোক্ষণৈঃ।
প্রতিকুর্য্যাৎ ক্রিয়াযোগৈঃ প্রাক্‌স্থানোক্তৈর্হিতৈরপি
নায়াতি চ যথা পাকং প্রযতেত তথা ভিষক্।
বিদগ্ধৈস্তু শিরাস্নায়ুত্বঙ্‌মাংসৈঃ ক্ষীয়তে ধ্বজঃ॥

শস্ত্রেণোপচরেচ্চাপি পাকমাগতমাশু বৈ।
তদাপোহ্য তিলৈঃ সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
করবীরস্য পত্রাণি জাত্যারগ্বধয়োস্তথা।
প্রক্ষালনে প্রযোজ্যানি বৈজয়ন্ত্যর্কয়োরপি॥ ১৮
সৌরাষ্ট্রীং গৈরিকং তুত্থং পুষ্পকাসীসসৈন্ধবম্।
রোধ্রং রসাঞ্জনং দার্ব্বীং হরিতালং মনঃশিলাম্॥
হরেণুকৈলে চ তথা সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতম্॥ ১৯
জম্ব্বাম্রসুমনানিম্বশ্বেতকাম্বোজিপল্লবাঃ।
শল্লকীবদরীবিল্ব-পলাশতিনিশত্বচঃ॥
ক্ষীরিণাঞ্চ ত্বচো যোজ্যাঃ ক্বাথে ত্রিফলয়া সহ।
তেন ক্বাথেন শিরতং ব্রণং প্রক্ষালয়েদ্ভিষক্॥
অস্মিন্নেব কষায়ে তু তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।
গোজীবিড়ঙ্গযষ্টীভিঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সংযুতম্।
এতৎ সর্ব্বোপদংশেষু শ্রেষ্ঠং রোপণমিষ্যতে॥
সর্জ্জিকা তুত্থকাসিসং শৈলেয়ঞ্চ রসাঞ্জনম্।
মনঃশিলা সমৈশ্চূর্ণং ব্রণবীসর্পনাশনম্॥

হরণ করিবে। ১৪। বাতজ উপদংশে প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, কুড়, দেবদারু, সরল, অগুরু, রাস্না, বেতস, এরণ্ডবীজ, যব, গোধূম ও শক্তু এই সকল দ্রব্য স্নিগ্ধ ও সুখোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আর উল্লিখিত প্রপৌণ্ডরীক প্রভৃতি যোগে পরিষেক কর্ত্তব্য। ১৫। পৈত্তিক উপদংশে গৈরিক, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, বেণার মূল, পদ্মকাঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল স্নিগ্ধ করিয়া প্রলেপ দিবে। আর পদ্ম, নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, শাল, অর্জ্জুন, বেতস ও যষ্টিমধু ঘৃতের সহিত স্নিগ্ধ করিয়া প্রলেপ দিবে। আর ঘৃত, দুগ্ধ, শর্করা, ইক্ষুরস ও মধুজল সেচন করিবে। অথবা বটাদির সুশীতল কষায় সেচন করিবে। ১৬। কফজ উপদংশে শাল, অশ্বকর্ণ ("পূর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ অশ্বত্থ-সদৃশ।" ইহা অবশ্য শালভেদ।), অজকর্ণ ("সর্জ্জকর্ণ—পিয়াসাল ইতি ভাষা" ইতি নিবন্ধ। নিবন্ধ প্রমেহ-চিকিৎসায় ৮ প্রকরণে বলেন, 'অশ্বকর্ণ—সর্জ্জ') ও ধব এই সকল বৃক্ষের ত্বক্ সুরাপিষ্ট, তৈলযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা হরিদ্রা, অতিবিষা, মুতো, সরলা, দেবদারু, পত্র (তেজপাতা), আকনাদি, পত্তুর (শালিঞ্চ। নিবন্ধ বলেন, শিবৰালিকা) প্রলেপ দিবে। আর সুরসাদি ও আরগ্বধাদির ক্বাথ পরিষেচন করিবে। ১৭। এইরূপ সংশোধন, আলেপ, পরিষেক, রক্তমোক্ষণ এবং সূত্র-স্থানোক্ত হিতকর ক্রিয়াসমূহ দ্বারা উপদংশের চিকিৎসা করিবে। উপদংশ যাহাতে না পাকে, এরূপ যত্ন করিতে হইবে। কারণ উপদংশ বিদগ্ধ হইলে শিশ্নের শিরা, স্নায়ু, ত্বক্ ও মাংসের ক্ষয় হয়। অতএব যদিই পাকিয়া যায়, তবে শীঘ্র সংশোধন, আলেপ, পরিষেক, রক্তমোক্ষণ ও শস্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অনন্তর তিলকল্ক ঘৃতমধু-যুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। করবীর-পত্র, জাতী-পত্র, আরগ্বধের পত্র, বৈজয়ন্তী-পত্র (গণিয়ারীর পাতা) ও অর্কপত্র (আকন্দের পাতা) জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল প্রক্ষালনে ব্যবহার করিবে [ডাক্তারেরা গাঁদা ফুলের পাতা সিদ্ধ করিয়া দেন। টীকাকার বলেন, অর্কপত্র শব্দে অর্কমূল-পত্র। অর্কমূল শব্দে ঈশার মূল]। ১৮। সৌরাষ্ট্রী (সুরাষ্ট্র-মৃত্তিকা), গৈরিক, তুঁতে, পুষ্প (পুষ্পাঞ্জন), হিরাকস, সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা, হরিতাল, মনঃশিলা, হরেণু ও এলা সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া উপদংশে প্রয়োগ করিবে। [টীকাকার বলেন, সৌরাষ্ট্রী শব্দের অর্থ বনমল্লিকা। কিন্তু সুরাষ্ট্রমৃত্তিকাও ব্রণনাশক। আর গৈরিক প্রভৃতির সহিত বনমল্লিকা অপেক্ষা সুরাষ্ট্রমৃত্তিকা সঙ্গত বোধ হয়] ১৯। জম্বু, আম্র, সুমনা (জাতী), নিম্ব, শ্বেতা (অপরাজিতা। টীকাকার বলেন, শ্বেতা—শ্বেতকন্দা; শ্বেতকন্দার অর্থ অতিবিষা। কিন্তু শ্বেতা সর্ব্বস্থলেই প্রায় অপরাজিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়) ও কাম্বোজি (মাষপর্ণী। টীকাকার-মতে কৃমিকা) এই সকলের পল্লব; শল্লকী, বদরী, বিল্ব, পলাশ ও তিনিশ এই সকলের ত্বক্ এবং বটাদি গণের ত্বক্ ও ত্রিফলা একত্র করিয়া ক্বাথ করিবে। সেই ক্বাথে সর্ব্বদা ব্রণ প্রক্ষালন করিবে। আর এই ক্বাথে তৈল পাক করিবে। ক্বাথের সহিত গোজিহ্বা, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও সর্ব্বগন্ধের কল্ক থাকা আবশ্যক। এই তৈল সর্ব্ববিধ উপদংশে শ্রেষ্ঠ রোপণ হয়। সর্জ্জিক্ষার, তুঁতে, হিরাকস, শৈলেয়, রসাঞ্জন ও

গুন্দ্রাং দগ্ধা কৃতং ভস্ম হরিতালং মনঃশিলা।
উপদংশবিসর্পাণামেতচ্ছান্তিকরং পরম্ ॥
মার্কবস্ত্রিফলা দন্তী তাম্রচূর্ণমযোরজঃ।
উপদংশং নিহন্ত্যেষ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ২০
উপদংশদ্বয়েঽপ্যেতাং প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্।
তয়োরেব চ যা যোগ্যা বীক্ষ্য দোষবলাবলম্ ॥ ২১
উপদংশে বিশেষেণ শৃণু ভূয়স্ত্রিদোষজে।
দুষ্টব্রণবিধিং কুর্য্যাৎ কুথিতং মেহনং ত্যজেৎ ॥
জাম্বৌষ্ঠেনাগ্নিবর্ণেন পশ্চাচ্ছেষং দহেদ্ভিষক্।
সম্যগ্দগ্ধে বিজ্ঞায় মধুসর্পিঃ প্রযোজয়েৎ ॥
শুদ্ধে চ রোপণং দদ্যাৎ কল্কং তৈলং হিতঞ্চ যৎ ॥ ২২
স্নেহস্বেদোপপন্নে তু শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্।
কৃত্বা গুল্ফোপরি শিরাং বিধ্যেৎ তু চতুরঙ্গুলে ॥
সমাপ্যায়িতদেহঞ্চ বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ।
মাসমেরণ্ডজং তৈলং পিবেন্মূত্রেণ সংযুতম্ ॥
পয়সৌদনমশ্নীয়ান্নাগরকথিতেন চ।
ত্রৈবৃতেনোপযুঞ্জীত শস্তো দাহস্তথাগ্নিনা ॥ ২৩
গুল্ফস্যাধঃশিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে ॥
পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পিত্তার্ব্বুদবিসর্পবৎ ॥ ২৪
শিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লৈষ্মিকে ভিষক্
মধুযুক্তানি বাভীক্ষ্ণং কষায়াণি পিবেন্নরঃ ॥
পিবেদ্বাপ্যভয়াকল্কং মূত্রেণান্যতমেন চ ॥
কটুকামমৃতাং শুণ্ঠীং বিড়ঙ্গং দারুচিত্রকম্।
হিতং বা লেপনে নিত্যং ভদ্রদারু সচিত্রকম্।
বিড়ঙ্গমরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকেঽথবা।
ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যে চ সর্ব্বেষু লবণেষু চ ॥
তৈলং পক্বং পিবেদ্বাপি যবান্নঞ্চ হিতং সদা ॥ ২৫
পিবেৎ সর্ষপতৈলং বা শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।
পূতিকরঞ্জপত্রাণাং রসং বাপি যথাবলম্ ॥
দগ্ধা মূত্রেণ তদ্ভস্ম স্রাবয়েৎ ক্ষারকল্পবিৎ।
তত্র দদ্যাৎ প্রতীবাপং কাকোডুম্বরিকারসম্ ॥
অনেনৈব বিধানেন পুত্রঞ্জীবকজং রসম্।
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ ॥
কেচুকাকন্দনির্য্যাসং লবণন্তথ পাকিমম্।
রসং দত্ত্বাথ পূর্ব্বোক্তং পেয়মেতদ্ ভিষগ্জিতম্ ॥ ২৬
কাকাদনীং কাকজঙ্ঘাং বৃহতীং কণ্টকারিকাম্।
কদম্বপুষ্পীং মন্দারীং লম্বাং শুকনসাং তথা ॥

মনঃশিলা এই সকলের চূর্ণ সমান সমান একত্র করিয়া বিচূর্ণন করিলে ব্রণ ও বীসর্প নাশ করে। গুন্দ্রা (হোগলা) ভস্ম করিয়া হরিতাল ও মনঃশিলার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ উপদংশ ও বীসর্পের অতিশয় শান্তিকর। ইন্দ্রবজ্র যেরূপ বৃক্ষ নষ্ট করে, সেইরূপ মার্কব (ভৃঙ্গরাজ) ত্রিফলা, দন্তী, তাম্রচূর্ণ ও লৌহভস্ম একত্র করিয়া সেবন করিলে উপদংশ নষ্ট করে। ২০। উপদংশ দ্বিদোষজ হইলে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। আর দোষের বলাবল বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ২১। ত্রিদোষজ উপদংশের চিকিৎসা পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া শুন। ইহা দুষ্টব্রণ-বিধানে চিকিৎসা করিবে। কুথিত (পচা) মেহন ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ছেদনের পর যে কুথিত অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জাম্ববৌষ্ঠ নামক শলাকা [টীকাকার-মতে জম্বুফল-সদৃশ-মুখাগ্র কৃষ্ণপাষাণ-রচিত যন্ত্র] অগ্নিতাপ সহকারে অগ্নিবর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা দগ্ধ করিবে। সম্যক্ দগ্ধ হইয়াছে বুঝিলে দগ্ধ-স্থানে মধুঘৃত প্রয়োগ করিবে। এইরূপে শুদ্ধ হইলে, কল্ক বা তৈল যাহা হিতকর হয়, তাহা প্রয়োগ করিবে। ২২। শ্লীপদ চিকিৎসা। বাতজ শ্লীপদে স্নেহ-স্বেদ প্রয়োগ করিয়া গুল্ফোপরি চতুরঙ্গুল পরিমিত স্থানে শিরা বিদ্ধ করিবে। অনন্তর রোগীকে সমাপ্যায়িত (বৃংহিত) করিয়া বস্তি-সমূহ যোগে চিকিৎসা করিবে। আর একমাস গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন করিবে। আর ক্ষীরপাক-বিধানে দুগ্ধের সহিত শুণ্ঠী পাক করিয়া সেই দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে [টীকাকার বলেন, এস্থলে শুণ্ঠী দুই তোলা, দুগ্ধ অষ্টগুণ ও জল দুগ্ধের চতুর্গুণ হইবে, পাকাবসানে দুগ্ধ শেষ থাকিবে]। আর বাতব্যাধি-কথিত ত্রৈবৃত-স্নেহ পান করিবে। আর অগ্নি দ্বারা দাহও প্রশস্ত। ২৩। পিত্তজ শ্লীপদে গুল্ফের অধোভাগে শিরা বিদ্ধ করিবে। আর পিত্তার্ব্বুদ ও পিত্তবীসর্পবৎ পিত্তঘ্নী ক্রিয়া করিবে। ২৪। শ্লৈষ্মিক শ্লীপদে ক্ষিপ্র-মর্ম্ম আহত না হয়, এইরূপ সাবধানে অঙ্গুষ্ঠের শিরা বিদ্ধ করিবে। আর রোগী পুনঃপুনঃ মধু-যুক্ত কষায় সকল পান করিবে। অথবা হরীতকীর কল্ক কোন প্রকার মূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা কোন প্রকার মূত্রের সহিত কটকী, গোলঞ্চ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু ও চিতার কল্ক পান করিবে। আর ভদ্রদারু (সরল বা দেবদারু) ও চিতার মূল নিত্য আলেপনে প্রয়োগ করিবে। আর বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দ, শুঁঠ, চিতা, ভদ্রদারু, এলবালুকা ও পঞ্চলবণ এই সকলের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। আর যবান্ন সর্ব্বদা হিতকর। ২৫। শ্লীপদ-সমূহের নিবৃত্তির জন্য সার্ষপ তৈল পান করিবে। আর নাটাকরঞ্জ-পত্রসমূহের রস, যথাবল পান করিবে। আর নাটাকরঞ্জের ছাল ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ক্ষারজলবিধানে স্রাবিত করিবে। সেই জলে কাকডুম্বরের রস প্রক্ষেপ দিবে। আর চিকিৎসক কাল ও সাত্ম্য বিবেচনা করিয়া এইরূপ বিধানে পুত্রঞ্জীবকের রস পান করাইবেন। কেচুকাকন্দের (কচুর) নির্য্যাস, বিট্‌লবণ ও পুত্রঞ্জীবকের রস পান করিলেও শ্লীপদের ঔষধ হয়। ২৬। কাকাদনী, কাকজঙ্ঘা, বৃহতী, কণ্টিকারিকা, কদম্বপুষ্পী (অলম্বুষা), মন্দারী (?), লম্বা (কটুতুম্বী), শুকনাসা এই সকল দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার হইতে ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। আর

মদনাচ্চ ফলাৎ কাথং শুকাখ্যাস্বরসং তথা।
এষ ক্ষারস্তু পানীয়ঃ শ্লীপদং হন্তি সেবিতম্॥
অপচীং গলগণ্ডঞ্চ গ্রহণীদোষমেব চ।
ভক্তস্যানশনঞ্চৈব হন্যাৎ সর্ব্ববিষাণি চ॥
এষ্বেব তৈলং সংসিদ্ধং নস্যাভ্যঙ্গেষু পূজিতম্।
এতানেবাময়ান্ হন্তি যে চ দুষ্টব্রণা নৃণাম্॥ ২৭
দ্রবন্তীং ত্রিবৃতাং দন্তীং নীলীং শ্যামাং তথৈব চ।
সপ্তলাং শঙ্খিনীঞ্চৈব দগ্ধা মূত্রেণ গালয়েৎ॥
দদ্যাচ্চ ত্রিফলাকাথমেষ ক্ষারস্য সাধিতঃ।
অধো গচ্ছতি পীতস্তু পূর্ব্বৈশ্চাপ্যাশিষঃ সমাঃ ২৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে বৃদ্ধ্যুপদংশশ্লীপদ-চিকিৎসিতং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
অত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকোভিরুপাচরেৎ।
শুক্তিশৌরাষ্ট্রীযবক্ষারকল্কৈশ্চালেপয়েদ্ভিষক্॥
শ্যামালাঙ্গলকীপাঠাকল্কৈর্বাপি বিচক্ষণঃ।
পক্বাং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ॥ ২
অন্ধালজীং যবপ্রখ্যাং পনসীং কচ্ছপীং তথা।
পাষাণগর্দ্দভঞ্চৈব পূর্ব্বং স্বেদেন যোজয়েৎ॥ ৩
মনঃশিলাতালকুষ্ঠ-দারুকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পরিপাকগতান্ ভিত্ত্বা ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ॥ ৪
বিবৃতামিন্দ্রবৃদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্।
ইরিবিল্লাং গন্ধনাম্নীং কক্ষাং বিস্ফোটকাংস্তথা॥
পিত্তজস্য বিসর্পস্য ক্রিয়য়া সাধয়েদ্ভিষক্।
রোপয়েৎ সর্পিষা পক্বান্ সিদ্ধেন মধুরৌষধৈঃ॥ ৫
চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা সিক্তমুৎকৃত্য স্রাবয়েদ্ভিষক্।
চক্রতৈলেন চাভ্যজ্য সর্জ্জচূর্ণেন চূর্ণয়েৎ॥
বন্ধেনোপচরেচ্চৈনমশক্যাগ্নিনা দহেৎ।
মধুরৌষধসিদ্ধেন ততস্তৈলেন রোপয়েৎ॥ ৬
কুনখে বিধিরপ্যেষ কার্য্যো হি ভিষজা ভবেৎ॥ ৭
বিদারিকাং সমভ্যজ্য স্বিন্নাং বিম্লাপ্য লেপয়েৎ।
নগবৃত্তিকবর্ষাভূ-বিল্বমূলৈঃ সুপেষিতৈঃ॥
ব্রণভাবগতায়াং বা কৃত্বা সংশোধনীং ক্রিয়াম্।
রোপণার্থং হিতং তৈলং কষায়মধুরৈঃ শৃতম্॥ ৮
প্রচ্ছানৈর্বা জলৌকোভিঃ স্রাব্যাঽপক্বা বিদারিকা
অজকর্ণৈঃ সপালাশৈর্মূলকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
পক্বাং বিদার্য্য শস্ত্রেণ পটোলপিচুমর্দ্দয়োঃ।
কল্কেন তিলযুক্তেন সর্পির্মিশ্রেণ লেপয়েৎ॥

কাকডুম্বরের রস, মদনফলের ক্বাথ এবং শুকনাসার রস প্রত্যেকে গোমূত্রের সমান গ্রহণ করিয়া, সেই ক্ষারজলের সহিত পান করিবে। এই ক্ষার পান করিলে শ্লীপদ, অপচী, গলগণ্ড ও গ্রহণীদোষ নষ্ট হয়। আর ইহাতে অরুচি ও সর্ব্ব প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। আর এই সমস্ত দ্রব্যই তৈলসিদ্ধ করিয়া নস্য ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিতে হয়। তাহাতে ঐ সকল রোগই নষ্ট হইয়া থাকে এবং দুষ্টব্রণ সমস্তও নষ্ট হয়। ২৭। দ্রবন্তী, ত্রিবৃৎ, দন্তী, নীলী ("শারদফল বা শ্রীফলিকা"), শ্যামা (বৃদ্ধদারক), সপ্তলা ও শঙ্খিনী দগ্ধ করিয়া মূত্রের সহিত গালিত করিবে। পরে তাহাতে ত্রিফলার ক্বাথ দিয়া ক্ষারপাক-বিধানে সিদ্ধ করিবে। এই ক্ষার তলায় জমিলে সেবন করিতে হয়। ইহাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষারের তুল্যগুণ

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

ক্ষুদ্ররোগ।

অনন্তর আমরা ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। অপক্ব অজগল্লিকা জলৌকা প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। পরে তাহাতে শুক্তিক্ষার, সর্জ্জীক্ষার ও যবক্ষার কল্ক করিয়া লেপন করিবে। অথবা শ্যামা, লাঙ্গলকী ও আকনাদির কল্ক লেপন করিবে। অজগল্লিকা পক্ব হইলে যথোক্ত ব্রণবিধানে চিকিৎসা করিবে। ২। অন্ধালজী, যবপ্রখ্যা, পনসী, কচ্ছপী ও পাষাণগর্দ্দভ নামক ক্ষুদ্ররোগে প্রথমতঃ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ৩। পরে মনঃশিলা, হরিতাল, কুড় ও দেবদারুর কল্ক লেপন করিবে। পাকিয়া গেলে ভিন্ন করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৪। বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, ইরিবিল্লা, গন্ধনাম্নী, কক্ষা ও বিস্ফোটক পিত্তজ বীসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পক্ব হইলে, কাকোল্যাদি মধুর গণের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া, তদ্দ্বারা রোপণ করিবে। ৫। চিপ্পকে প্রথমে উষ্ণাম্বুযোগে সিক্ত করিবে। পরে উৎকর্ত্তিত করিয়া রক্তস্রাব করিবে। আর চক্রতৈলে অভ্যঙ্গ করিয়া সর্জ্জচূর্ণ বিচূর্ণন করিবে। আর ইহাতে বন্ধন প্রয়োগ করিবে। বন্ধন করিতে না পারিলে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। পরে মধুরৌষধ-সিদ্ধ তৈল দ্বারা রোপণ করিবে। ৬। কুনখেও এইরূপ নিয়মে চিকিৎসা করিতে হয়। ৭। বিদারিকা উত্তমরূপে অভ্যক্ত, স্বিন্ন ও বিম্লাপিত করিয়া নগবৃত্তিকা (জিঙ্গনী—কোন কোন মতে বৃশ্চিকালী), পুনর্নবা ও বিল্বমূল এই সকল দ্রব্যের সুপিষ্ট কল্ক লেপন করিবে। অনন্তর উহা ব্রণভাব প্রাপ্ত হইলে সংশোধন-পূর্ব্বক রোপণার্থ কষায় ও মধুর-বর্গের সহিত সিদ্ধ তৈল প্রয়োগ করিবে। ৮। অথবা পক্ব বিদারিকা প্রচ্ছান বা জলৌকা দ্বারা স্রাবিত করিয়া অজকর্ণ (সর্জ্জ) ও পলাশের (শটীর) মূলকল্ক লেপন করিবে। আর পক্ব হইলে

বদ্ধা চ ক্ষীরবৃক্ষস্য কষায়ৈঃ খদিরস্য চ।
ব্রণং প্রক্ষালয়েচ্ছুদ্ধস্ততস্তা রোপয়েৎ পুনঃ॥ ৯
মেদোঽর্ব্বুদবিধানেন সাধয়েচ্ছর্করার্ব্বুদম্॥ ১০
কচ্ছুং বিচর্চ্চিকাং পামাং কুষ্ঠবৎ সমুপাচরেৎ।
লেপশ্চ শস্যতে সিক্থশতাহ্বগৌরসর্ষপৈঃ॥
বচাদার্ব্বীসর্ষপৈর্বা তৈলং বা নক্তমালজম্।
সারতৈলমথাভ্যঙ্গে কুর্ব্বীত কটুকৈঃ শৃতম্॥ ১১
পাদদার্য্যাং শিরাং বিদ্ধা স্বেদাভ্যঙ্গৌ প্রযোজয়েৎ।
মধূচ্ছিষ্টবসামজ্জ-সর্জ্জচূর্ণৈর্ঘৃতৈঃ কৃতঃ।
যবাহ্বগৈরিকোন্মিশ্রৈঃ পাদলেপঃ প্রশস্যতে॥ ১২
পাদৌ সিক্তারণালেন লেপনং হ্যলসে হিতম্।
কম্বীকতৈর্নিম্বতিলকাসীসালৈঃ সসৈন্ধবৈঃ॥
লাক্ষারসোঽভয়া বাপি কার্য্যং স্যাদ্রক্তমোক্ষণম্॥
সিদ্ধং রসে কণ্টকার্য্যাস্তৈলং বা সার্ষপং হিতম্।
কাসীসরোচনশিলা চূর্ণৈর্বা প্রতিসারণম্॥ ১৩
উদ্ধৃত্য দগ্ধা স্নেহেন জয়েৎ কদরসংজ্ঞকম্॥ ১৪
ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং মূর্দ্ধ্নি স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ।
কল্কৈঃ সমরিচৈর্দিহ্যচ্ছিলাকাসীসতুত্থকৈঃ।
কুটন্নটাদারুকল্কৈর্লেপনং বা প্রশস্যতে॥
প্রচ্ছয়িত্বাবগাঢ়ং বা গুঞ্জাকল্কৈর্মুহুর্মুহুঃ।
লেপয়েদুপশান্ত্যর্থং কুর্য্যাদ্বাপি রসায়নম্॥
মালতীকরবীরাগ্নি-নক্তমালবিপাচিতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রালুপ্তাপহং পরম্॥ ১৫
অরুংষিকাং হৃতে রক্তে সেচয়েন্নিম্ববারিণা।
দিহ্যাৎ সৈন্ধবযুক্তেন বাজিবিষ্ঠারসেন তু॥
হরিতালনিশানিম্বকল্কৈর্বা সপটোলকৈঃ।
যষ্টীনীলোৎপলৈরণ্ডমার্কবৈর্বা প্রলেপয়েৎ॥ ১৬
শিরাং দারুণকে বিদ্ধা স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মূর্দ্ধনি।
অবপীড়ং শিরোবস্তিমভ্যঙ্গঞ্চ প্রযোজয়েৎ॥
ক্ষালনে কোদ্রবতৃণক্ষারতোয়ং প্রশস্যতে॥ ১৭
উপরিষ্টাৎ প্রবক্ষ্যামি বিধিং পলিতনাশনম্॥ ১৮
মসূরিকায়াং কুষ্ঠঘ্নলেপনাদিক্রিয়া হিতা।
পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্তা ক্রিয়া বা সংপ্রশস্যতে॥ ১৯
জতুমণিং সমুৎকৃত্য মশকং তিলকালকম্।
ক্ষারেণ প্রদহেদ্যুক্ত্যা বহ্নিনা বা শনৈঃ শনৈঃ॥ ২০
ন্যচ্ছে ব্যঙ্গে শিরামোক্ষো নীলিকায়াঞ্চ শস্যতে।
যথান্যায়ং যথাভ্যাসং লালাঢ্যাদিশিরাব্যধঃ॥
ঘৃষ্ট্বা দিহ্যাৎ ত্বচং পিষ্ট্বা ক্ষীরিণাং ক্ষীরসংযুতাম্।
বলাতিবলযষ্ট্যাহ্ব-রজনীর্বা প্রলেপনম্॥

শস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া পলতা, নিম্ব ও তিলের কল্ক ঘৃত-যোগে লেপন করিবে। পরে বন্ধন করিবে। আর ব্রণ বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের কষায় ও খদিরের কষায় দিয়া প্রক্ষালন করিবে। তাহাতে ব্রণ শুদ্ধ হইলে রোপণ করিবে। ৯। শর্করার্ব্বুদ মেদোর্ব্বুদ-বিধানে চিকিৎসা করিবে। ১০। কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামা কুষ্ঠবৎ চিকিৎসা করিবে। আর সিক্থ (মোম), শুলফা ও গৌর-সর্ষপের কল্ক লেপন করিবে। অথবা বচ, দার্ব্বী (দারুহরিদ্রা বা দেবদারু) ও শ্বেত-সর্ষপের সহিত সিদ্ধ তৈল বা করঞ্জ-তৈল বা সারতৈল (শিংশপা, অগুরু, সরল ও দেবদারু প্রভৃতি হইতে সমুদ্ধৃত তৈল। মতান্তরে সরল-তৈল অর্থাৎ টার্পিন তৈল।) মরিচাদি কটু ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। ১১। পাদদারী রোগে শিরা বিদ্ধ করিয়া স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। আর মোম, বসা, মজ্জা, সর্জ্জচূর্ণ, ঘৃত, যবক্ষার ও গৈরিক মিশ্রিত করিয়া পদে প্রলেপ দিবে। ১২। অলস-রোগে পাদদ্বয় কাঁজীতে সিক্ত করিয়া, নিম্ব, তিল, হিরাকস, হরিতাল ও সৈন্ধবের কল্ক লেপন করিতে হয়। অথবা লাক্ষারস (শিবদাস মতে লাক্ষা ও গন্ধরস) ও অভয়ার কল্ক লেপন করিতে হয়। অথবা রক্তমোক্ষণও আবশ্যক হইয়া থাকে। অথবা কণ্টকারীর রসে সিদ্ধ সার্ষপ তৈল হিতকর হয়। অথবা হিরাকস, গোরোচনা ও মনঃশিলার চূর্ণ প্রতিসারণ করিতে হয়। ১৩। কদর রোগ অস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া তৈল দ্বারা দগ্ধ করিবে। ১৪। ইন্দ্রলুপ্ত রোগে মস্তক স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন এবং মস্তকে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। আর মরিচ, মনঃশিলা, হিরাকস ও তুতের কল্ক লেপন করিবে। অথবা কুটন্নট (পত্তঙ্গ—কেশরাজ) ও দেবদারুর কল্ক লেপন করিবে। অথবা গাঢ়রূপে প্রচ্ছান করিয়া, গুঞ্জামূলের কল্ক লেপন করিবে। এই সকল চিকিৎসায় ইন্দ্রলুপ্ত শান্ত না হইলে, রসায়ন ঔষধ পর্য্যন্ত সেবন করিতে হয়। ইন্দ্রলুপ্ত-নিবারণার্থে মালতী (জাতী), করবীর, চিতা ও করঞ্জের সহিত পক্ব তৈল অভ্যঙ্গ করিতে হয়। ১৫। অরুংষিকা রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া নিম্বজল সেচন করিতে হয়। অনন্তর সৈন্ধবযুক্ত ঘোটকবিষ্ঠার রস লেপন করিতে হয়। অথবা হরিতাল, হরিদ্রা, নিমপাতা ও পলতার কল্ক লেপন করিতে হয়। অথবা যষ্টিমধু, নীলোৎপল, এরণ্ডমূল ও ভৃঙ্গ-রাজের কল্ক লেপন করিতে হয়। ১৬। দারুণক রোগে রোগীর মস্তক স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে। অনন্তর অবপীড়, শিরোবস্তি ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। আর কোদ্রব তৃণ দগ্ধ করিয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহার জল দিয়া দারুণক রোগ ক্ষালন করিতে হইবে। ১৭। ইহার পর পলিতনাশক ক্রিয়া বলিব। ১৮। বসন্ত রোগে কুষ্ঠনাশক লেপনাদি হিতকর। আর পিত্তশ্লেষ্মনাশক ও বিসর্প-নাশক ক্রিয়া হিতকর। ১৯। জতুমণি, মশক ও তিলকালক উৎপাটন করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক ক্ষার বা বহ্নি দ্বারা আস্তে আস্তে দগ্ধ করিবে। ২০। ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগে শিরামোক্ষ প্রশস্ত। আর যুক্তি ও প্রথানুসারে লালাঢ্য প্রভৃতি (লালাবাহিনী প্রভৃতি?) শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। আর রোগস্থান ঘর্ষণ করিয়া, ক্ষীরিবৃক্ষ-সমূহের ক্ষীর-

পয়স্যাগুরুকালীয়লেপনং বা সগৈরিকম্।
ক্ষৌদ্রাজ্যযুক্তয়া লিম্পেদ্দংষ্ট্রয়া শূকরস্য চ ॥
কপিত্থরাজাদনয়োঃ কল্কং বা হিতমুচ্যতে ॥ ২১
যৌবনে পিড়কাস্বেষ বিশেষাচ্ছর্দ্দনং হিতম্।
লেপনঞ্চ বচারোধ্রসৈন্ধবৈঃ সর্ষপান্বিতৈঃ ॥
কুস্তুম্বুরুবচালোধ্রকুষ্ঠৈর্ব্বা লেপনং হিতম্ ॥ ২২
পদ্মিনীকণ্টকে রোগে চ্ছর্দয়েন্নিম্ববারিণা।
তেনৈব সিদ্ধং সক্ষৌদ্রং সর্পিঃপানং প্রদাপয়েৎ ॥
নিম্বারগ্বধয়োঃ ক্বাথো হিত উৎসাদনে ভবেৎ ॥ ২৩
পরিবৃত্তিং ঘৃতাভ্যক্তাং সুস্বিন্নামুপনাহয়েৎ।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা বাতঘ্নৈঃ শাল্বণাদিভিঃ ॥
ততোঽভ্যজ্য শনৈশ্চর্ম্ম চানয়েৎ পীড়য়েন্মণিম্।
প্রবিষ্টে চ মণৌ চর্ম্ম স্বেদয়েদুপনাহনৈঃ ॥
দদ্যাদ্বাতহরান্ বস্তীন্ স্নিগ্ধান্নানি ভোজয়েৎ ॥ ২৪
বপাটিকাং জয়েদেবং যথাদোষং চিকিৎসকঃ ॥ ২৫
নিরুদ্ধ-প্রকশে নাড়ীং লৌহীমুভয়তোমুখীম্।
দারবীং বা জতুকৃতাং ঘৃতাভ্যক্তাং প্রবেশয়েৎ ॥
পরিষেকে বসামজ্জ শিশুমারবরাহয়োঃ।
চক্রতৈলং তথা যোজ্যং বাতঘ্নদ্রব্যসংযুতম্ ॥
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাৎ স্থূলতরাং সম্যঙ্নাড়ীং প্রবেশয়েৎ
স্রোতো বিবর্দ্ধয়েদেবং স্নিগ্ধমন্নঞ্চ ভোজয়েৎ।
ভিত্ত্বা বা সেবনীং মুক্তাং সদ্যঃক্ষতবদাচরেৎ ॥ ২৬
সন্নিরুদ্ধগুদং রোগং বল্মীকং বহ্নিরোহিণীম্।
প্রত্যাখ্যায় যথাযোগং চিকিৎসিতমথাচরেৎ ॥
বিসর্পোক্তেন বিধিনা সাধয়েদগ্নিরোহিণীম্।
সন্নিরুদ্ধগুদে যোজ্যা নিরুদ্ধ-প্রকশক্রিয়া ॥ ২৭
শস্ত্রেণোৎকৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ
বিধানেনার্ব্বুদোক্তেন শোধয়িত্বা চ রোপয়েৎ ॥
বল্মীকন্তু ভবেদ্যস্য নাতিবৃদ্ধমমর্ম্মজম্।
তত্র সংশোধনং কৃত্বা শোণিতং মোক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥
কুলত্থিকায়া মূলৈশ্চ গুডূচ্যা লবণেন চ।
আরেবতস্য মূলৈশ্চ দন্তীমূলৈস্তথৈব চ ॥
শ্যামামূলৈঃ সপললৈঃ শক্তুমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ।
সুস্নিগ্ধৈশ্চ সুখোষ্ণৈশ্চ ভিষক্ তমুপনাহয়েৎ ॥
পক্বং বা তদ্বিজানীয়ান্নাডীঃ সর্ব্বা যথাক্রমম্।
অভিজ্ঞায় ততশ্ছিত্ত্বা প্রদহেন্মতিমান্ ভিষক্ ॥
সংশোধ্য দুষ্টমাংসানি ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ।
ব্রণং বিশুদ্ধং বিজ্ঞায় রোপয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ॥
সুমনা গ্রন্থয়শ্চৈব ভল্লাতক-মনঃশিলে।

সংযুক্ত শূকরের কল্ক লেপন করিতে হয়। অথবা বলা, অতিবলা, যষ্টিমধু ও হরিদ্রার প্রলেপ দিতে হয়। অথবা পয়স্যা (অর্কপুষ্পী), অগুরু, কালীয় (পীতচন্দন) ও গৈরিক লেপন করিতে হয়। আর মধুঘৃতযুক্ত শূকর-দংষ্ট্রার চূর্ণ লেপন করিতে হয়। অথবা কপিত্থ ও রাজাদনের কল্ক হিতকর হইয়া থাকে। ২১। যৌবন-পিড়কাতেও এই বিধি। বিশেষতঃ বমন হিতকর। আর সর্ষপযুক্ত বচ, লোধ ও সৈন্ধবের প্রলেপ হিতকর। অথবা কুস্তুম্বুরু, বচ, লোধ ও কুড়ের প্রলেপ হিতকর। ২২। পদ্মিনীকণ্টক রোগে আকণ্ঠ নিম্ববারি পান করিয়া বমন করিবে। আর সেই নিম্ববারির সহিত সিদ্ধ ঘৃত মধুযুক্ত করিয়া পান করাইবে। নিম্ব ও আরগ্বধের ক্বাথ উৎসাদন করিলে হিতকর হয়। ২৩। পরিবৃত্তি রোগকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া সুস্বিন্ন করিবে এবং ত্রিরাত্র বা সপ্তরাত্র বাতঘ্ন শাল্বণাদিযোগে উপনাহ দিবে। অনন্তর অভ্যক্ত করিয়া চর্ম্ম কোমল হইলে মণিকে পীড়ন করিয়া চর্ম্মকে স্বস্থানে বসাইয়া দিবে। মণি চর্ম্মের অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলে উপনাহসমূহযোগে স্বিন্ন করিবে। রোগীকে বাতহর বস্তি দিবে ও স্নিগ্ধ অন্নসমূহ ভোজন করাইবে। ২৪। পরিবৃত্তির ন্যায় বপাটিকার চিকিৎসাও দোষানুসারে কর্ত্তব্য। [বপাটিকা অর্থাৎ অবপাটিকা; ইহাতেও স্নেহ, স্বেদ, উপনাহন ও পরে চর্ম্ম মৃদু হইলে তাহা যথাস্থানে আনয়ন করিয়া চিকিৎসা করিবে]। ২৫। নিরুদ্ধপ্রকশ রোগে লৌহনির্ম্মিত বা দারুকৃত বা জতুময় দ্বিমুখ নল ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া প্রবেশিত করিবে। আর শিশুমার ও বরাহের বসা ও মজ্জা পরিষেক করিবে। আর ইহাতে বাতঘ্নদ্রব্যসংযুক্ত চক্রতৈল প্রয়োগ করিবে। আর তিন তিন দিন অন্তর স্থূলতর নল সম্যক্প্রকারে প্রবেশিত করিবে। তাহাতে ছিদ্র বর্দ্ধিত হইবে। রোগীকে স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করাইবে। অথবা সেবনীশিরা পরিহারপূর্ব্বক নিরুদ্ধপ্রকাশ বিদীর্ণ করিয়া সদ্যোব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। [চক্রদত্তের সহিত ভাবার্থে মিলন থাকিলেও পাঠের প্রভেদ আছে]। ২৬। নিরুদ্ধগুদ, বল্মীক ও অগ্নিরোহিণী প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক যথাযোগ চিকিৎসা করিবে। তন্মধ্যে অগ্নিরোহিণীরোগে বিসর্পোক্তবিধানে চিকিৎসা করিবে। আর নিরুদ্ধগুদে নিরুদ্ধপ্রকশোক্ত চিকিৎসা করিবে। ২৭। বল্মীক শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিয়া ক্ষারাগ্নিযোগে অর্ব্বুদবিধানে চিকিৎসা করিবে। পরে সংশোধন করিয়া রোপণ করিবে। বল্মীক অতি বৃদ্ধ বা মর্ম্মজ না হইলে সংশোধন প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। আর কুলত্থমূল, গোলঞ্চ, সৈন্ধব, আরেবতমূল (সোঁদালমূল), দন্তীমূল, শ্যামামূল (তেউড়ী বা বৃদ্ধদারক, তিলচূর্ণ ও শক্তুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। আর উহাতে সুস্নিগ্ধ ও সুখোষ্ণ উপনাহ সকল প্রয়োগ করিবে। বল্মীক পক্বও হইতে পারে। আর উহাতে নালীও হইতে পারে। এরূপ স্থলে নালী সকল ছেদন করিয়া দগ্ধ করিয়া দিবে। আর দূষিত মাংস সকল সংশোধন করিয়া তদুপরি ক্ষার প্রতিসারণ করিবে। ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে জানিলে রোপণ করিবে। জাতীপল্লব, গ্রন্থি (গেঁঠেলা। চক্রদত্তের পাঠে নাই), ভেলা, মনঃশিলা, কালানুসারী (কালীয়ক

কালানুসারী শৈলেয়া চন্দনাগুরুণী তথা॥
এতৈঃ সিদ্ধং নিম্বতৈলং বল্মীকে রোপণং হিতম্।
পাণিপাদোপরিষ্টাৎ তু ছিদ্রৈর্বহুভিরাবৃতম্।
বল্মীকং যৎ সশোফং স্যাদ্ বর্জ্জ্যং তৎ তু বিজানতা ॥২৮
ধাত্র্যাঃ স্তন্যং শোধয়িত্বা বালে সাধ্যাহিপূতনা।
পটোলপত্রত্রিফলা-রসাঞ্জনবিপাচিতম্॥
পীতং ঘৃতং নাশয়তি কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাম্॥
ত্রিফলাকোলখদিরকষায়ং ব্রণরোপণম্।
কাসীসরোচনাতুত্থ-হরিতালরসাঞ্জনৈঃ॥
লেপোঽম্লপিষ্টো বদরীত্বগ্বা সৈন্ধবসংযুতা।
কপালতুত্থজং চূর্ণং চূর্ণকালে প্রযোজয়েৎ॥ ২৯
চিকিৎসন্ মুষ্ককচ্ছ্রুঞ্চাপ্যহিপূতনপানবৎ॥ ৩০
গুদভ্রংশে গুদং স্বিন্নং স্নেহাভ্যক্তং প্রবেশয়েৎ।
কারয়েদ্গোফণাবন্ধং মধ্যচ্ছিদ্রেণ চর্ম্মণা।
বিনির্গমার্থং বায়োশ্চ স্বেদয়েচ্চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৩১
ক্ষীরং মহাপঞ্চমূলং মূষিকাঞ্চান্ত্রবর্জ্জিতাম্।
ততস্তস্মিন্ পচেৎ তৈলং বাতঘ্নৌষধসংযুতম্।
গুদভ্রংশমিদং কৃচ্ছ্রং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ॥ ৩২
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে ক্ষুদ্ররোগ-
চিকিৎসিতং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

চক্রদত্ত-পাঠে নাই), ছোট এলাচ, রক্তচন্দন ও অগুরু এই সকল দ্রব্যের সহিত নিম্বতৈল সিদ্ধ করিয়া বল্মীকে প্রয়োগ করিলে রোপণ হয়। যদি বল্মীক পাণি ও পাদের উপরিভাগে হয় আর বহুছিদ্রবিশিষ্ট হয় অথচ শোথযুক্ত হয়, তবে পরিত্যাগ করিবে। ২৮। ধাত্রীর স্তন শোধন করিয়া বালকের অহিপূতনা রোগ চিকিৎসা করিবে। পলতা, ত্রিফলা ও রসাঞ্জনের সহিত সিদ্ধতৈল পান করিলে কষ্টসাধ্য অহিপূতনাও নষ্ট হয়। এই রোগে ত্রিফলা, কুলের ছাল ও খদিরের কষায় ব্রণরোপণ হয়। হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন কাঁজীর সহিত পিষ্ট করিয়া বা কুলের ছাল সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। আর বিচূর্ণন-যোগ্যকালে কপাল (খোলা) ও তুঁতের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ২৯। মুষ্ককচ্ছু রোগে অহিপূতনবৎ চিকিৎসা করিবে। ৩০। গুদভ্রংশ রোগে গুদকে স্বিন্ন ও স্নিগ্ধ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিবে। আর এই রোগে চর্ম্মের গোফণাবন্ধ (কৌপীন) ধারণ করিবে। যেন কৌপীনের মধ্যে ছিদ্র থাকে, তদ্দ্বারা বায়ু ও বিষ্ঠার নির্গম হইতে পারিবে। আর এই রোগে মুহুর্ম্মুহুঃ স্বেদ-প্রদান করা আবশ্যক। ৩১। দুগ্ধ, মহৎ পঞ্চমূল, অন্ত্রবর্জ্জিত মূষিক ও বাতঘ্ন ঔষধসমূহযোগে তৈল পাক করিয়া পান ও অভ্যঙ্গ করিলে কষ্টসাধ্য গুদভ্রংশ রোগ শান্ত হয়। ৩২

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শূকরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
সংলিখ্য সর্ষপীং সম্যক্ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ।
কষায়েষেব তৈলঞ্চ কুর্ব্বীত ব্রণরোপণম্॥ ২
অষ্ঠীলিকাং জলৌকোভির্গ্রাহয়েৎ কুশলো ভিষক্।
তথা চান্নুপশাম্যন্তীং কফগ্রন্থিবদুদ্ধরেৎ॥ ৩
স্বেদয়েদ্গ্রথিতং শশ্বান্নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ॥ ৪
কুম্ভীকাং পাকমাপন্নাং ভিন্দ্যাচ্ছুদ্ধাস্তু রোপয়েৎ।
তৈলেন ত্রিফলালোধ্র-তিন্দুকাম্রাস্থকেন তু॥ ৫
গ্রাহয়িত্বা জলৌকোভিরলজীং সেচয়েৎ ততঃ।
কষায়ৈস্তৈস্তু সিদ্ধঞ্চ তৈলং রোপণমিষ্যতে॥ ৬
বলাতৈলেন কোষ্ণেন মৃদিতং পরিষেচয়েৎ।
মধুরৈঃ সর্পিষা স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈরুপনাহয়েৎ॥ ৭
সংমূঢ়পিড়কাং ক্ষিপ্রং জলৌকোভিরুপাচরেৎ।
ভিন্নাং পর্য্যাগতাঞ্চাপি লেপয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥ ৮
অবমন্থে গতে পাকং ভিন্নে তৈলং বিধীয়তে।

একবিংশ অধ্যায়।

শূক-চিকিৎসা।

অনন্তর আমরা শূকরোগ-চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। শূক-দোষজাত সর্ষপী নামক পিড়কায় প্রথমে কর্কশ পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তদুপরি হরীতকী প্রভৃতি কষায়-দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ বিকীর্ণ করিবে। আর হরীতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণরোপণ হয়। ২। অষ্ঠীলা রোগে জলৌকা প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। তাহাতে উপশম না হইলে কফ-গ্রন্থির ন্যায় উৎপাটন করিবে। ৩। গ্রথিত নামক শূকদোষে সর্ব্বদা নাড়ীস্বেদ দিবে। আর সুখোষ্ণ ও সুস্নিগ্ধ উপনাহ সকল প্রয়োগ করিবে। ৪। কুম্ভীকা নামক শূকরোগ পাকপ্রাপ্ত হইলে বিদীর্ণ করিবে। পরে শুদ্ধ হইলে রোপণ করিবে। রোপণ-কর্ম্মে ত্রিফলা, লোধ, তিন্দুক ও আমড়ার ছালের সহিত পক্ব তৈল প্রয়োজনীয়। ৫। অলজী রোগে জলৌকা প্রয়োগ করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিফলাদির কষায় সেচন করিবে এবং উক্ত কষায়সমূহের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া রোপণকার্য্যে ব্যবহার করিবে। ৬। মৃদিত রোগে ঈষদুষ্ণ বলাতৈল সেচন করিবে। আর ঘৃতস্নিগ্ধ সুখোষ্ণ কাকোল্যাদি গণের উপনাহ দিবে। ৭। সংমূঢ়-পিড়কা রোগে শীঘ্র জলৌকা প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। আর পক্ব হইলে বিদীর্ণও করা যায়। বিদীর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত লেপন করিতে হয়। ৮। অবমন্থ পাকপ্রাপ্ত ও ভিন্ন হইলে ধব, অশ্বকর্ণ, পত্তঙ্গ, শল্লকী ও তিন্দুকের সহিত

ধবাশ্বকর্ণপত্তঙ্গ-সল্লকীতিন্দুকীকৃতম্ ॥ ৯
ক্রিয়াং পুষ্করিকায়াস্তু শীতাং সর্ব্বাং প্রযোজয়েৎ।
জলৌকোভির্হরেচ্ছাস্বক্ সর্পিষা চাবসেচয়েৎ ॥ ১০
স্পর্শহান্যাং হরেদ্রক্তং প্রদিহ্যান্মধুরৈরপি।
ক্ষীরেক্ষুরসসর্পির্ভিঃ সেচয়েচ্চ সুশীতলৈঃ ॥ ১১
পিড়কামুত্তমাখ্যাঞ্চ বড়িশেনোদ্ধরেদ্ভিষক্।
উদ্ধৃত্য মধুসংযুক্তৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ ॥ ১২
রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতে শতপোনকে।
পৃথক্‌পর্ণ্যাদিসিদ্ধঞ্চ দেয়ং তৈলমনন্তরম্ ॥ ১৩
ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ ভিষক্ প্রাজ্ঞস্ত্বক্‌পাকস্য বিসর্পবৎ ॥ ১৪
রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজেহর্ব্বুদে।
কষা কল্কসর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়া ॥
শোধনং রোপণঞ্চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ ॥
যথাস্বং সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনম্।
হিতঃ শোণিতমোক্ষশ্চ যচ্চাপি লঘু ভোজনম্ ॥ ১৫
অর্ব্বুদং মাংসপাকশ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ সম্যক্ প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ১৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে শূকরোগ-
চিকিৎসিতং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

পক্ব তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। ৯। পুষ্করিকাতে সর্ব্বপ্রকার শীতল-ক্রিয়া প্রযোগ করিবে। আর জলৌকা প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে ঘৃত-সেচন করিবে। ১০। স্পর্শহানিতে রক্ত হরণ করিয়া কাকোল্যাদি মধুর গণের প্রলেপ দিবে। আর সুশীতল দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও ঘৃত সেচন করিবে। ১১। উত্তমাপিড়কা বড়িশ দ্বারা উৎপাটন করিয়া মধুসংযুক্ত কষায়চূর্ণ অবচূর্ণন করিবে। ১২। শতপোনকে লেখন করিয়া রসক্রিয়া করিবে। অনন্তর পৃথক্‌পর্ণ্যাদিসিদ্ধ তৈল প্রয়োগ করিবে। ১৩। ত্বক্-পাকে বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ১৪। রক্তার্ব্বুদে রক্তবিদ্রধিবৎ চিকিৎসা করিবে। আর ইহাতে পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া কষায়, কল্ক, ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, রসক্রিয়া, শোধন ও রোপণ প্রয়োগ করিবে। আর ইহাতে যথাদোষ ঘৃতপান ও বিরেচন প্রশস্ত। আর রক্তমোক্ষণ ও লঘুভোজনও প্রশস্ত। ১৫। অর্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ১৬।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অথাতো মুখরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
চতুর্ব্বিধেন স্নেহেন মধূচ্ছিষ্টযুতেন চ।
বাতজেঽভ্যঞ্জনং কুর্য্যান্নাড়ীস্বেদঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ ২
মস্তিষ্কানোষ্ঠকোপে তু শাল্বণঞ্চোপনাহনে।
মস্তিষ্কে চৈব নস্যে চ তৈলং বাতহরং হিতম্ ॥ ৩
শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং সুরদারু সগুগ্‌গুলু।
যষ্টীমধুকচূর্ণস্তু বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম্ ॥ ৪
পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থং জলৌকোভিরুপাচরেৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষতঃ ॥ ৫
শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবল এব চ।
হৃতে রক্তে প্রযোক্তব্যমোষ্ঠকোপে কফাত্মকে ॥
ত্র্যূষণং সর্জ্জিকাক্ষারো যবক্ষারো বিড়ং তথা।
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যমেতচ্চ প্রতিসারণম্ ॥ ৬
মেদোজে স্বেদিতে ভিন্নে শোধিতে জ্বলনো হিতঃ।
প্রিয়ঙ্গুস্ত্রিফলালোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥ ৭
এতদোষ্ঠপ্রকোপাণাং সাধ্যানাং কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্।
দন্তমূলগতানান্তু রোগাণাং কর্ম্ম বক্ষ্যতে ॥ ৮
শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগরসর্ষপান্।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মুখরোগ।

[এই অধ্যায়টী চক্রদত্ত আনুপূর্ব্বিক স্বগ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন।]

অনন্তর আমরা মুখরোগ-চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। বাতজ মুখরোগে ঘৃত, বসা, মজ্জা, তৈল ও মোম একত্র করিয়া অভ্যঞ্জন করিবে। পরে নাড়ীস্বেদ দিবে। ২। বাতজ ওষ্ঠ-প্রকোপে শাল্বণ দ্বারা উপনাহন এবং ভদ্রদার্ব্বাদি বাতনাশক দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহিত পক্ব তৈল দ্বারা শিরোবস্তি ও নস্য প্রয়োগ করিবে। ৩। ওষ্ঠরোগে শ্রীবেষ্টক (সরলনির্য্যাস), ধুনা, দেবদারু, গুগ্‌গুলু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রতিসারণ দিবে। ৪। পিত্তরক্ত ও অভিঘাত জন্য ওষ্ঠরোগে (ওষ্ঠব্রণে) জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৫। কফজন্য ওষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শিরোবিরেচন, ধূমপান, স্বেদপ্রয়োগ ও কবল ধারণ করিবে এবং ত্রিকটু, সর্জ্জিকাক্ষার ও যবক্ষার পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রতিসারণ করিবে। ৬। মেদোজন্য ওষ্ঠপ্রকোপে স্বেদ, ভেদ ও শোধন প্রয়োগ করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আর প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রতিসারণ করিবে। ৭। যে সকল ওষ্ঠপ্রকোপ সাধ্য, তাহাদের চিকিৎসা বলা হইল। এক্ষণে দন্তমূলগত রোগসমূহের চিকিৎসা বলিতেছি। ৮। শীতাদ নামক দন্তমূলরোগে শুণ্ঠি,

হীনচ্ছেদাত্তবেচ্ছোফো লালা নিদ্রা ভ্রমস্তমঃ।
তস্মাদ্বৈদ্যঃ প্রযত্নেন দৃষ্টকর্ম্মা বিশারদঃ।
গলশুণ্ডীন্তু সংছিদ্য কুর্য্যাৎ প্রাপ্তমিমং ক্রমম্ ॥
মরিচাতিবিষাপাঠা-বচাকুষ্ঠকুটন্নটৈঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ সলবণৈস্তথাৎ প্রতিসারয়েৎ ॥
বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্।
নিঃক্বাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ ॥
ইঙ্গুদীকিণিহীদন্তী-সরলাসুরদারুভিঃ।
পঞ্চাঙ্গীং কারয়েৎ পিষ্টৈর্বর্ত্তিং গন্ধোত্তরাং শুভাম্ ॥
ততো ধূমং পিবেজ্জন্তুর্দ্বিরহ্নঃ কফনাশনম্ ॥
ক্ষারসিদ্ধেষু মুদ্গেষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ ॥ ৩৩
তুণ্ডিকের্য্যধ্রুষে কূর্ম্মে সংঘাতে তালুপুপ্পুটে।
এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মণি ॥ ৩৪
তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্ ॥ ৩৫
স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ।
কীর্ত্তিতং তালুজানাস্তু কণ্ঠ্যানাং কর্ম্ম বক্ষ্যতে ॥ ৩৬
সাধ্যানাং রোহিণীনান্তু হিতং শোণিতমোক্ষণম্।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্তকর্ম্ম চ ॥
বাতিকীন্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
সুখোষ্ণান্ স্নেহগণ্ডূষান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥

পতঙ্গশর্করাক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ।
দ্রাক্ষাপরূষকক্বাথৌ হিতৌ চ কবলগ্রহে ॥
আগারধূমকটুকৈঃ শ্লৈষ্মিকীং প্রতিসারয়েৎ।
শ্বেতাবিড়ঙ্গদন্তীষু তৈলং সিদ্ধং সসৈন্ধবম্ ॥
নস্তকর্ম্মণি যোক্তব্যং তথা কবলধারণে।
পিত্তবৎ সাধয়েদ্বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্ ॥ ৩৭
বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েৎ তুণ্ডিকেরিবৎ।
এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ ॥ ৩৮
উপজিহ্বিকবচ্চাপি সাধয়েদধিজিহ্বিকাম্ ॥ ৩৯
একবৃন্দন্তু বিস্রাব্য বিধিং শোধনমাচরেৎ ॥ ৪০
গিলায়ুশ্চাপি যো ব্যাধিস্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ ॥ ৪১
অমর্ম্মস্থং সুপক্কঞ্চ ভেদয়েদ্গলবিদ্রধিম্ ॥ ৪২
বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণৈর্লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবলনস্তয়োঃ ॥
ততোঽস্মৈ স্নৈহিকং ধূমমিমং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
শালরাজাদনৈরণ্ড-সারেঙ্গুদিমধূকজাঃ ॥
মজ্জানো গুগ্গুলুধ্যাম-মাংসীকালানুসারিবাঃ।
শ্রীসর্জ্জরসশৈলেয়-মধুচ্ছিষ্টানি বাহরেৎ ॥

অতিরিক্ত না হয় এবং হীনও না হয়, এইরূপে ত্রিভাগ সম্পূর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিবে। অতিরিক্ত ছেদন করিলে রক্তস্রাব হয়। তাহাতে মৃত্যুও হইতে পারে। হীন ছেদ হইলে শোথ, লালা, নিদ্রা, তম ও ভ্রম হইয়া থাকে। সেইজন্য দৃষ্টকর্ম্মা বিশারদ বৈদ্য প্রযত্ন সহকারে গলশুণ্ডী ছেদন করিয়া, যথাকালে এইরূপ ক্রিয়া করিবে;—মরিচ, আতইচ, আকনাদি, বচ, কুড় ও কৈবর্ত্তমুস্তক এই সকলের চূর্ণ মধু ও লবণযুক্ত করিয়া প্রতিসারণ করিবে। বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না ও নিমছালের কাথ কবল করিবে। ইঙ্গুদী, কিণিহী (কটভী), দন্তী, সরল, দেবদারু এই পাঁচ দ্রব্য পিষ্ট করিয়া, উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্যসমূহ সহকারে বর্ত্তি করিবে। অনন্তর দুই বেলা সেই বর্ত্তির ধূমপান করিবে। এই ধূম কফনাশক। ভোজনে যবক্ষারযুক্ত মুদ্গযূষ হিতকর। ৩৩। তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্ম, সঙ্ঘাত ও তালুপুপ্পুট রোগে এইরূপ চিকিৎসাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শস্ত্র-কর্ম্ম আবশ্যক [শিবদাস বলেন, তুণ্ডিকেরী ও তালুপুপ্পুট রোগে ভেদ্যকর্ম্ম এবং অধ্রুষ, কূর্ম্ম ও সঙ্ঘাতে ছেদ্যকর্ম্ম আবশ্যক]। ৩৪। তালুপাকে পিত্তনাশক বিধি আবশ্যক। ৩৫। তালুশোষে স্নেহ, স্বেদ ও অনিলনাশক বিধি আবশ্যক। তালুজ রোগসমূহের চিকিৎসা বলা হইল। এক্ষণে কণ্ঠজ রোগসমূহের চিকিৎসা বলা হইতেছে। ৩৮। সাধ্য রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ হিতকর এবং বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ ও নস্তকর্ম্ম হিতকর হইয়া থাকে। বাতপ্রধান রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব প্রতিসারণ করিবে এবং পুনঃপুনঃ ঈষদুষ্ণ তৈলের কবল ধারণ করিবে। পৈত্তিক রোহিণীতে রক্তচন্দন, শর্করা ও মধু প্রতিসারণ করিবে। আর দ্রাক্ষার কাথ ও ফলসা-ফলের কাথ কবল করিবে। শ্লৈষ্মিক রোহিণীতে আগারধূম (ভূসো) ও কট্কীর চূর্ণ প্রতিসারণ করিবে। শ্বেত অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব এই সকলের কল্ক একসের, দুগ্ধ ষোলসের ও তৈল চারিসের পাক করিয়া নস্ত ও কবল করিলে কফজন্য রোহিণী নষ্ট হয়। রক্তজ রোহিণীতে পিত্তজ রোহিণীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৩৭। কণ্ঠশালূক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। আর স্নিগ্ধ যবান্ন অল্প করিয়া একবেলা ভোজন করিবে। ৩৮। উপজিহ্বিকা রোগের ন্যায় অধিজিহ্বিকার চিকিৎসা করিবে [জিহ্বা উন্নমিত করিয়া অধিজিহ্বা বড়িশ দ্বারা আকর্ষণ করিবে এবং মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ-উষ্ণ কবলাদি ধারণ করিবে ইতি চক্রচণ্ড]। ৩৯। একবৃন্দ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বমনাদি শোধন প্রয়োগ করিবে। ৪০। গিলায়ু রোগে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। ৪১। গলবিদ্রধি মর্ম্মস্থানজাত না হইলে অথচ সুপক্ব হইলে ভিন্ন করিবে। ৪২। বাতজন্য সর্ব্বসের রোগে সৈন্ধবচূর্ণ প্রতিসারণ করিবে। আর বাতহরদ্রব্য-গণের সহিত সিদ্ধ তৈল কবল ও নস্ত করিবে। অনন্তর রোগীকে এই স্নৈহিক ধূমটী প্রয়োগ করিবে;—শালসার, রাজাদনের মজ্জা, এরণ্ডবীজের মজ্জা, ইঙ্গুদী-ফলের মজ্জা, মধুকসার, গুগ্গুলু, ধ্যাম, জটামাংসী ও কালানুসারিবা, অথবা শ্রীবেষ্টক (টীকাকার মতে শ্রী অর্থাৎ লবঙ্গ এবং সর্জ্জরসে (ধূনা),

তৎসর্ব্বং সুকৃতং চূর্ণং স্নেহেনালোড্য যুক্তিতঃ।
টুণ্টুকবৃন্তং সক্ষৌদ্রং মতিমাংস্তেন লেপয়েৎ ॥
এষ সর্ব্বসরে ধূমঃ প্রশস্তঃ স্নৈহিকো মতঃ।
কফঘ্নো মারুতঘ্নশ্চ মুখরোগবিনাশনঃ ॥
পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ।
সর্ব্বঃ পিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্মধুরশীতলঃ।
প্রতিসারণগণ্ডূষ-ধূমসংশোধনানি চ ॥
কফাত্মকে সর্ব্বসরে বিধিং কুর্য্যাৎ কফাপহম্।
পবেদতিবিষাং পাঠাং মুস্তঞ্চ সুরদারু চ
রোহিণীং কটুকাখ্যাঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ।
বাং মূত্রেণ মনুজো ভাগৈর্ধরণসম্মিতৈঃ ॥
এষ সর্ব্বান্ কফকৃতান্ রোগান্ যোগোঽপকর্ষতি ॥ ৪৩
ক্ষীরেক্ষুরসগোমূত্র-দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ।
বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈলঘৃতৈরপি ॥ ৪৪
রোগাণাং মুখজাতানাং সাধ্যানাং কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্।
অসাধ্যা অপি বক্ষ্যন্তে রোগা যে যত্র কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৫
ওষ্ঠপ্রকোপা বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্মাংস-রক্ত-ত্রিদোষজাঃ।
দন্তমূলেষু বর্জ্জ্যৌ তু ত্রিলিঙ্গগতিশৌষিরৌ ॥ ৪৬
দন্তেষু চ ন সিধ্যন্তি শ্যাবদালনভঞ্জনাঃ ॥ ৪৭
জিহ্বাগতেষলসঃ তালব্যেষর্ব্বুদং তথা।
স্বরঘ্নো বলয়ো বৃন্দো বলাসশ্চ বিদারিকা।
গলৌঘো মাংসতানশ্চ শতঘ্নী রোহিণী গলে ॥ ৪৮
অসাধ্যাঃ কীর্ত্তিতা হ্যেতে রোগা নব দশৈব চ।
তেষাঞ্চাপি ক্রিয়াং বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যায় সমাচরেৎ ॥ ৪৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে মুখরোগ-চিকিৎসিতং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সরল-নির্য্যাস), সর্জ্জরস, শৈলেয় ও মধুচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া চূর্ণিত ও মাত্রানুসারে স্নেহে আলোড়িত করিবে। অনন্তর ঐ দ্রব্য মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা শোনাগাছের একটী সরু ডাল লেপন করিবে। এই স্নৈহিক ধূম সর্ব্বসর রোগে প্রশস্ত। ইহা কফঘ্ন, মারুতঘ্ন ও মুখরোগ-বিনাশন। পিত্তাত্মক সর্ব্বসর রোগে রোগীকে বমনাদি শোধনযোগে শুদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রকার পিত্তহর মধুর-শীতল ক্রিয়া আচরণীয়। কফজন্য সর্ব্বসর রোগে যথাক্রমে কফনাশক প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও সংশোধন আচরণীয়। আতইচ, আকনাদি, মুতো, দেবদারু, কট্‌কী, ইন্দ্রযব এই সকল এক এক ধরণ (২৪ রতি) পরিমাণে গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফজন্য সমস্ত রোগই নষ্ট হইয়া থাকে। ৪৩। মুখরোগে দোষভেদে দুগ্ধ, ইক্ষু-রস, গোমূত্র, দধিমস্ত, অম্ল, কাঁজী, তৈল বা ঘৃতের কবল করিতে হয়। ৪৪। মুখজাত সাধ্য রোগসমূহের ক্রিয়া (চিকিৎসা) বলা হইল। সম্প্রতি যে সকল মুখরোগ অসাধ্য, তাহা বলা হইতেছে। ৪৫। মাংসরক্তজ ও ত্রিদোষজ ওষ্ঠপ্রকোপ (যেমন ওষ্ঠের ক্যান্সর) অসাধ্য। দন্ত-মূলজ রোগসমূহের মধ্যে ত্রিদোষজ গতি ও শৌষির রোগ অসাধ্য। ৪৬। দন্তরোগের মধ্যে শ্যাবদন্ত, দালন ও ভঞ্জন অসাধ্য। ৪৭। জিহ্বাগত রোগের মধ্যে অলাস-রোগ, তালুগত রোগের মধ্যে অর্ব্বুদ, গলরোগের মধ্যে স্বরঘ্নী, বলিসমূহ, বৃন্দ, বলাস, বিদারিকা, গলৌঘ, মাংস-তান, শতঘ্ন ও রোহিণী এই সকল রোগ অসাধ্য। ৪৮। এই যে উনিশটী রোগ অসাধ্য বলা হইল, তাহাদেরও চিকিৎসা করা উচিত। তবে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হয়। ৪৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শোফানাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

ষড়্‌বিধোঽবয়বসমুত্থঃ শোফোঽভিহিতো লক্ষণতঃ, প্রতীকারশ্চ। সর্ব্বসরস্তু পঞ্চবিধঃ। তদ্‌যথা—বাতপিত্ত-শ্লেষ্মসন্নিপাতবিষনিমিত্তঃ ॥ ২

তত্রাপি তর্পিতস্যাধ্বগমনাদতিমাত্রমভ্যবহরতো বা পিষ্টান্নহরিতকশাকলবণানি ক্ষীণস্য বাতিমাত্রমম্লমুপসেবমানস্য মৃৎপঙ্কলোষ্টকটশর্করানূপৌদকমাংসসেবনাদজীর্ণিনো বা গ্রাম্যধর্ম্মসেবনাদ্বিরুদ্ধাহারসেবনাদ্ধস্ত্যশ্বোষ্ট্ররথপদাতিসংক্ষোভণাদ্দোষা ধাতূন্ প্রদূষ্য শ্বয়থুমাপাদয়ন্ত্যখিলে শরীরে ॥ ৩

তত্র বাতশ্বয়থুররুণঃ কৃষ্ণো বা মৃদুরনবস্থিতঃ, তোদাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষাঃ ॥ ৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শোথচিকিৎসা।

অনন্তর আমরা শোথসমূহের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। অবয়বগত ষড়্‌বিধ শোথের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহাদের চিকিৎসাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বসর শোথের বিষয় বলা হইতেছে। উহা পঞ্চবিধ। যথা;—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও বিষজ। ২। আবার অবৈধ আহার-বিহারকেই সর্ব্বসর শোথের প্রধান কারণ বলা যায়। অবৈধ আহারাদি যথা;—সন্তর্পণের পর অতিভ্রমণ করিলে; পিষ্টান্ন, হরিতক, শাক, লবণ ও দুগ্ধ অতিশয় সেবন করিলে; ক্ষীণব্যক্তি অতিশয় অম্লসেবন করিলে; মৃত্তিকা, ইষ্টক, কটশর্করা (অগ্নিদগ্ধ শর্করা) আনূপমাংস ও জলজমাংস অতিসেবন করিলে; অজীর্ণরোগ হইলে; বা গ্রাম্য-ধর্ম্ম অতিসেবন করিলে; বা বিরুদ্ধ আহার সেবন করিলে; বা হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, রথ বা পদচারণ বশতঃ অতিশয় সংক্ষোভণ হইলে দোষ সকল ধাতুদিগকে দূষিত করিয়া সর্ব্বশরীরে শোথ উৎপাদন করে। ৩। তন্মধ্যে বাতশোথ অরুণ বা কৃষ্ণ, মৃদু ও অনবস্থিত হয়। আর তোদ প্রভৃতি বাতজ বেদনা

পিত্তশ্বয়থুঃ পীতো রক্তো বা শীঘ্রানুসারী, ওষচোষাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষাঃ ॥ ৫

শ্লেষ্মশ্বয়থুঃ পাণ্ডুঃ শুক্লো বা স্নিগ্ধঃ কঠিনঃ শীতো মন্দানুসারী, কণ্ড্বাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষাঃ ॥ ৬

সন্নিপাতশ্বয়থুঃ সর্ব্ববর্ণবেদনঃ ॥ ৭

বিষনিমিত্তস্তু গরোপযোগাদ্দুষ্টতোয়সেবনাৎ প্রকোথোদকাবগাহনাৎ সবিষসত্ত্বদিগ্ধচূর্ণেনাবচূর্ণনাদ্বা সবিষমূত্রপুরীষসশুক্রস্পৃষ্টানাং তৃণকাষ্ঠাদীনাং সংস্পর্শনাৎ। স তু মৃদুঃ ক্ষিপ্রোত্থানোঽবলম্বী চলো বা দাহপাকপ্রায়শ্চ ভবতি ॥ ৮

ভবন্তি চাত্র।

দোষাঃ শ্বয়থুমূর্দ্ধং হি কুর্ব্বন্ত্যামাশয়স্থিতাঃ।
পক্বাশয়স্থা মধ্যে চ বর্চ্চঃস্থানগতাস্ত্বধঃ॥
কৃৎস্নং দেহমনুপ্রাপ্তাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বসরং তথা॥ ৯
শ্বয়থুর্মধ্যদেশে যঃ স কষ্টঃ সর্ব্বগশ্চ যঃ॥ ১০
অর্দ্ধাঙ্গেঽরিষ্টভূতশ্চ যশ্চোর্দ্ধং পরিসর্পতি।
শ্বাসঃ পিপাসা দৌর্ব্বল্যং জ্বরশ্ছর্দ্দিররোচকঃ॥
হিক্কাতীসারকাসশ্চ শূনং সঙ্কর্ষয়ন্তি হি।
সামান্যতো বিশেষাচ্চ তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্॥ ১১

শোফিনঃ সর্ব্ব এব পরিহরেয়ুরম্ললবণদধিগুড়বসাপয়স্তৈলঘৃতপিষ্টময়গুরূণি॥ ১২

তত্র বাতশ্বয়থৌ ত্রৈবৃতমৈরণ্ডতৈলং বা মাসমর্দ্ধমাসং বা পায়য়েৎ। ন্যগ্রোধাদিকষায়সিদ্ধং সর্পিঃ পিত্তশ্বয়থৌ। আরগ্বধাদিসিদ্ধং শ্লেষ্মশ্বয়থৌ। সন্নিপাতশ্বয়থৌ সুহীক্ষীরপাত্রং দ্বাদশভিরম্লপাত্রৈঃ প্রতিসংসৃষ্টং দন্তীপ্রতিবাপং সর্পিঃ পাচয়িত্বা পায়য়েৎ। বিষনিমিত্তে কল্পেষু প্রতিকারঃ॥ ১৩

অথাতঃ সামান্যচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১৪

তিল্বকঘৃতচতুর্থানি যান্যুক্তান্যুদরেষু তু ততোঽন্যতমমুপযুজ্যমানং শ্বয়থুমপহন্তি। মূত্রবর্ত্তিক্রিয়াং বা সেবয়েৎ। নবায়সং বাহরহর্মধুনা। বিড়ঙ্গাতিবিষাকুটজফলভদ্রদারুনাগরমরিচচূর্ণং বা ধরণমুষ্ণাম্বুনা। ত্রিকটুক্ষারায়শ্চূর্ণানি বা ত্রিফলাকষায়েণ মূত্রং বা তুল্যক্ষীরং হরীতকীং বা তুল্যগুড়ামুপযুঞ্জীত। দেবদারু শুণ্ঠীং বা গুগ্গুলুং বা মূত্রেণ বর্ষাভূকষায়ানুপানং বা তুল্যগুড়ং শৃঙ্গবেরং বা বর্ষাভূকষায়ং মূলকল্কং বা সশৃঙ্গবেরং পয়োঽনুপানমহরহ-

সকল হইয়া থাকে। ৪। পিত্তজ শোথ পীত বা রক্ত ও শীঘ্রসঞ্চারী হয়। আর ওষ, চোষ প্রভৃতি পৈত্তিক বেদনা সকল হইয়া থাকে। ৫। শ্লেষ্মজ শোথ পাণ্ডু বা শুক্ল ও স্নিগ্ধ কঠিন শীতল ও মন্দসঞ্চারী হয়। আর কণ্ডূ প্রভৃতি শ্লেষ্মজ বেদনা সকল হইয়া থাকে। ৬। সন্নিপাতজ শোথে সর্ব্ববর্ণ ও বেদনা হইয়া থাকে। ৭। বিষজশোথ গরভক্ষণ, দুষ্টজলসেবন, প্রকোথজলে অবগাহন, লূতাদি-সবিষ-জন্তু-দিগ্ধ চূর্ণ দ্বারা (কেহ বলেন, সবিষ চূর্ণ অর্থাৎ বিছুতির গাছ) অবচূর্ণন বা সবিষ মূত্র পুরীষ ও শুক্র-স্পৃষ্ট তৃণ-কাষ্ঠাদির সংস্পর্শন হেতু ঘটিয়া থাকে। বিষজ শোথ মৃদু, শীঘ্রোত্থান, অবলম্বী ('নাছোড়') সচল এবং প্রায়ই দাহ-পাকযুক্ত হয়। ৮। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;—দোষসমূহ আমাশয়ে অবস্থিত হইলে শরীরের ঊর্দ্ধদেশে (হস্তাদিতে) শোথ হয়। দোষসমূহ পক্বাশয়স্থ হইলে শরীরের মধ্যদেশে শোথ হয়। আর দোষ সকল মলাশয়গত হইলে শরীরের অধোদেশে (পদাদিতে) শোথ হয়। [পক্বাশয় ও মলাশয় একার্থক হইলেও এস্থলে পক্বাশয় শব্দে ক্ষুদ্র অন্ত্র ও মলাশয় শব্দে স্থূলান্ত্র বুঝিতে হইবে]। দোষ সকল সর্ব্বদেহে অনুসৃত হইলে সর্ব্বসর বা সর্ব্বাঙ্গশোথ হইয়া থাকে। ৯। শরীরের মধ্যদেশে (অর্থাৎ উদরে) শোথ হইলে কষ্টসাধ্য হয়। আর সর্ব্বাঙ্গজ শোথও কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ১০। অর্দ্ধাঙ্গশোথ অরিষ্টভূত (অর্থাৎ মৃত্যুলক্ষণসূচক)। আর যে শোথ অধোদেশ হইতে ঊর্দ্ধমুখে বিসর্পিত হয়, তাহাও অরিষ্টভূত। শ্বাস, পিপাসা, দৌর্ব্বল্য, জ্বর, বমি, অরোচক, হিক্কা, অতিসার ও কাস শোথরোগীকে অবসন্ন করিয়া থাকে।

সামান্য ও বিশেষরূপে সেই সকল শোথের ঔষধ বলিতেছি। ১১। সর্ব্বপ্রকার শোথরোগীই অম্ল, লবণ, দধি, গুড়, বসা, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, পিষ্টময় ও গুরু ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিবে। ১২। বাতিক শোথে বাতব্যাধিকথিত ত্রৈবৃত তৈল বা এরণ্ডতৈল একমাস বা অর্দ্ধমাস পান করিবে। পিত্ত-শোথে বটাদি গণের কষায়ের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। শ্লৈষ্মিক শোথে আরগ্বধাদি-কষায়ের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। সান্নিপাতিক শোথে সুহীক্ষীর এক আঢ়ক, কাঞ্জীক দ্বাদশ আঢ়ক ও দন্তীর কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। বিষনিমিত্ত শোথের ঔষধ কল্পস্থানে বলা হইয়াছে। ১৩। অনন্তর আমরা শোথের সাধারণ চিকিৎসা বলিতেছি। ১৪। উদর-রোগে যে সকল ঘৃতের চতুর্থস্থলে তিল্বক-ঘৃত উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন একটী সেবন করিলে শোথ নষ্ট হয়। শোথ রোগে মূত্র সেবন বা বর্ত্তিক্রিয়া করিবে, বা সর্ব্বদা নবায়স-লৌহ সেবন করিবে। অথবা বিড়ঙ্গ, আতইচ, কুটজফল, ভদ্রদারু (দেবদারু), শুঁঠ ও মরিচ এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে চব্বিশ রতি পরিমাণে একত্র করিয়া উষ্ণাম্বুযোগে পান করিবে। অথবা ত্রিকটু, যবক্ষার ও লৌহের চূর্ণ ত্রিফলা-কষায়ের সহিত পান করিবে। অথবা দুগ্ধ ও মূত্র তুল্য-পরিমাণে পান করিবে [এস্থলে মূত্র জীর্ণ হইবার পর দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ কেবল দুগ্ধাশী হইয়া মূত্র পান করিতে থাকিবে]। অথবা হরীতকী ও গুড় তুল্য-পরিমাণে পান করিবে। অথবা দেবদারু ও শুণ্ঠীচূর্ণ বা গুগ্গুলু মূত্রের সহিত বা পুনর্নবা-ক্বাথের অনুপানে পান করিবে। অথবা গুড় ও আর্দ্রক তুল্য-পরিমাণে সেবন করিবে। অথবা একমাস দুগ্ধাশী হইয়া পুনর্নবা-কষায় বা পুনর্নবামূল-কল্ক আদার রসের

ন্মাসম্। ব্যোষবর্ষাভূকষায়সিদ্ধেন বা সর্পিষা মুদ্গোলুম্বান্ ভক্ষয়েৎ। পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকময়ূরবর্ষাভূসিদ্ধং বা ক্ষীরং পিবেৎ। মহৌষধমুরঙ্গীমূলসিদ্ধং বা ত্রিকটুকৈরণ্ডমূলশ্যামামূলসিদ্ধং বা, বর্ষাভূ শৃঙ্গবেরসহাদেবদারুসিদ্ধং বা তথালাবুবিভীতকফলকল্কং বা তণ্ডুলাম্বুনা ॥ ১৫

ক্ষারপিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাম্বুসিদ্ধেন চ মুদ্গযূষেণালবণেনাল্পস্নেহেন ভোজয়েদ্ যবান্নং গোধূমান্নং বা, বৃক্ষকার্কনক্তমালনিম্ববর্ষাভূকাথৈশ্চ পরিষেকঃ, সর্ষপসৌবর্চ্চলসৈন্ধবশার্ঙ্গেষ্টাভিশ্চ প্রদেহঃ কার্য্যঃ। যথাদোষঞ্চ বিরেচনাস্থাপনানি তীক্ষ্ণান্যজস্রমুপসেবেত স্নেহস্বেদোপনাহাংশ্চ, শিরাভিশ্চাভীক্ষ্ণং শোণিতমবসেচয়েদন্যত্রোপদ্রবশোফাদিতি ॥ ১৬

ভবতি চাত্র।

পিষ্টান্নমম্লং লবণানি মদ্যং
মৃদং দিবাস্বপ্নমজাঙ্গলঞ্চ।
স্ত্রিয়ো ঘৃতং তৈলপয়োগুরূণি
শোফং জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েৎ তু ॥ ১৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে শোফচিকিৎসিতং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

সহিত পান করিবে। অথবা ত্রিকটু ও পুনর্নবার কষায়ে সিদ্ধ ঘৃতের সহিত মুদ্গোলুম্বসমূহ (ভৃষ্ট মুদ্গসমূহ) ভক্ষণ করিবে। অথবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, (ময়ূর) অপামার্গ ও পুনর্নবার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। অথবা শুঁঠ ও মুরঙ্গীর (কাকমাচীর) মূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। অথবা ত্রিকটু, এরণ্ডমূল ও শ্যামামূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। অথবা পুনর্নবা, শুঁঠ, সহ (বেড়েলা) ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। অথবা তণ্ডুলজলের সহিত অলাবু ও বহেড়া-ফলের কল্ক পান করিবে। ১৫। যবক্ষার, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ এবং অল্প লবণ ও অল্প স্নেহের সহিত মুদ্গযূষ সিদ্ধ করিয়া, তাহার সহিত যবান্ন বা গোধূমান্ন সেবন করিবে। আর কুটজ, আকন্দ, করঞ্জ, নিম্ব ও পুনর্নবার কাথ শোথের উপর পরিষেক করিবে। আর সর্ষপ, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও শার্ঙ্গেষ্টার (গুঞ্জার) মূল পেষণ করিয়া লেপ দিবে। আর দোষানুসারে তীক্ষ্ণ বিরেচন ও আস্থাপন অজস্র গ্রহণ করিবে। আর স্নেহ, স্বেদ ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে। আর শিরামোক্ষণ করিয়া সচরাচর রক্তমোক্ষণ করিবে। কিন্তু শোথে জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে রক্তমোক্ষণ করিবে না। ১৬। উপসংহারে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—শোথরোগী পিষ্টান্ন, অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃদ্ভক্ষণ, দিবানিদ্রা, অজাঙ্গল মাংস, স্ত্রী, ঘৃত, তৈল-সেবন, দুগ্ধ ও গুরু আহার পরিত্যাগ করিবেন। ১৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়ং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

উত্থায়োত্থায় সততং স্বস্থেনারোগ্যমিচ্ছতা।
ধীমতা যদনুষ্ঠেয়ং তৎ সর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যতে ॥ ২
তত্রাদৌ দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্।
কনিষ্ঠিকাপরীণাহমৃজ্বগ্রথিতমব্রণম্ ॥
অযুগ্মগ্রন্থি যচ্চাপি প্রত্যগ্রং শস্তভূমিজম্।
অবেক্ষ্যর্ত্তুঞ্চ দোষঞ্চ রসং বীর্য্যঞ্চ যোজয়েৎ ॥
কষায়ং মধুরং তিক্তং কটুকং প্রাতরুত্থিতঃ।
নিম্বশ্চ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা।
মধূকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা ॥ ৩
ক্ষৌদ্রব্যোষত্রিবর্গাক্তং সতৈলং সৈন্ধবেন চ।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্ নিত্যং বিশোধয়েৎ ॥
একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন চ।
দন্তশোধনচূর্ণেন দন্তমাংসান্যবাধয়ন্ ॥
তদ্দৌর্গন্ধ্যোপদেহৌ তু শ্লেষ্মাণঞ্চাপকর্ষতি।
বৈশদ্যমন্নাভিরুচিং সৌমনস্যং করোতি চ ॥ ৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

অনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়।

অনন্তর আমরা অনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব [আবাধ অর্থাৎ পীড়া। যেরূপ আচরণ করিলে পীড়া না আসিতে পারে, এরূপ চিকিৎসাকে 'অনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়' বলা যায়]। ১। সুস্থ ব্যক্তি অরোগী হইতে হইতে ইচ্ছা করিলে, নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, যাহা যাহা করিবে, সম্প্রতি তাহা বলা হইতেছে। ২। প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া দন্তধাবন করিবে। দন্তধাবন-কাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলের ন্যায় পরিণাহবিশিষ্ট হওয়া উচিত। উহা ঋজু, গ্রন্থিহীন ও অক্ষত হওয়া উচিত। উহাতে যুগ্মগ্রন্থি না থাকে। উহা প্রত্যগ্র ও প্রশস্ত-ভূমিজাত হওয়া উচিত। আর উহার রস ও বীর্য্য, ঋতু ও দোষের অনুরূপ হওয়া উচিত। উহার রস কষায় বা মধুর বা তিক্ত বা কটু হওয়া উচিত। তিক্তের মধ্যে নিম্ব শ্রেষ্ঠ আর কষায়ের মধ্যে খদির শ্রেষ্ঠ। মধুরের মধ্যে মধুক (মউল) শ্রেষ্ঠ এবং কটুদিগের মধ্যে করঞ্জ (কাঠ-করঞ্জ) শ্রেষ্ঠ। ৩। মধু, ত্রিকটু ও ত্রিফলার চূর্ণ তৈল, সৈন্ধব ও চই-চূর্ণের সহিত ঘর্ষণ করিয়া নিত্য দন্তশোধন করিবে। দাঁত এক একটী করিয়া ঘষিতে হয়, আর যে কূর্চ্চক দ্বারা ঘষিতে হয়, তাহা মৃদু হওয়া উচিত। দন্তশোধন চূর্ণের দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিতে হয়। যেন দন্ত-মাংসে না লাগে। দন্ত-শোধন-চূর্ণে দন্তের দৌর্গন্ধ্য, উপদেহ (ময়লা) ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। আর

ন খাদেদ্গলতাল্বোষ্ঠ-জিহ্বারোগসমুদ্ভবে।
অথাস্যপাকে শ্বাসে চ কাসহিক্কাবমীষু চ॥
দুর্ব্বলোঽজীর্ণভক্তশ্চ মূর্চ্ছার্ত্তো মদপীড়িতঃ।
শিরোরুগার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ॥
অর্দ্দিতী কর্ণশূলী চ দন্তরোগী চ মানবঃ॥ ৫
জিহ্বানির্লেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণং বার্ক্ষমেব চ।
তন্মলাপহরং শস্তং মৃদু শ্লক্ষ্ণং দশাঙ্গুলম্।
মুখবৈরস্যদৌর্গন্ধ্য-শোফজাড্যহরং সুখম্॥ ৬
দন্তদার্ঢ্যকরং রুচ্যং স্নেহগণ্ডূষধারণম্॥ ৭
ক্ষীরবৃক্ষকষায়ৈর্ব্বা ক্ষীরেণ চ বিমিশ্রিতৈঃ।
তিল্লোদককষায়েণ তথৈবামলকস্য বা॥
প্রক্ষালয়েন্মুখং নেত্রে স্বস্থঃ শীতোদকেন বা।
নীলিকাং মুখশোষঞ্চ পিড়কাং ব্যঙ্গমেব চ॥
রক্তপিত্তকৃতান্ রোগান্ সদ্য এব বিনাশয়েৎ।
মুখং লঘু নিরীক্ষেত দৃঢ়ং পশ্যতি চক্ষুষা॥ ৮
মতং স্রোতোঽঞ্জনং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবম্।
দাহকণ্ডূমলঘ্নঞ্চ দৃষ্টিক্লেদরুজাপহম্।
অক্ষ্ণোরূপাবহঞ্চৈব সহতে মারুতাতপৌ॥ ৯
ন নেত্ররোগা জায়ন্তে তস্মাদঞ্জনমাচরেৎ॥ ১০
ভুক্তবান্ শিরসা স্নাতঃ শ্রান্তশ্ছর্দ্দনবাহনৈঃ।
রাত্রৌ জাগরিতশ্চাপি নাঞ্জ্যাজ্জ্বরিত এব চ॥ ১১
কর্পূরজাতিকঙ্কোল-লবঙ্গকটুকাহ্বয়ৈঃ।
সচূর্ণপূগৈঃ সহিতং পত্রং তাম্বূলজং শুভম্॥
মুখবৈশদ্যসৌগন্ধ্য-কান্তিসৌষ্ঠবকারকম্।
হনুদন্তস্বরমল-জিহ্বেন্দ্রিয়বিশোধনম্॥
প্রসেকশমনং হৃদ্যং গলাময়বিনাশনম্।
পথ্যং সুপ্তোত্থিতে ভুক্তে স্নাতে বান্তে চ মানবে॥
রক্তপিত্তক্ষতক্ষীণ-তৃষ্ণামূর্চ্ছাপরীতিনাম্।
রুক্ষদুর্ব্বলমর্ত্ত্যানাং ন হিতঞ্চাস্যশোষিণাম্॥ ১২
শিরোগতাংস্তথা রোগান্ শিরোঽভ্যঙ্গোঽপকর্ষতি।
কেশানাং মার্দ্দবং দৈর্ঘ্যং বহুত্বং স্নিগ্ধকৃষ্ণতাম্॥
করোতি শিরসস্তৃপ্তিং সুত্বকমপি চাননম্।
সন্তর্পণঞ্চেন্দ্রিয়াণাং শিরসঃ প্রতিপূরণম্॥ ১৩
মধুকং ক্ষীরশুক্লা চ সরলং দেবদারু চ।
ক্ষুদ্রকং পঞ্চনামানং সমভাগানি সংহরেৎ॥
তেষাং কল্ককষায়াভ্যাং চক্রতৈলং বিপাচয়েৎ।
সদৈব শীতলং জন্তোর্মূর্দ্ধ্নি তৈলং প্রদাপয়েৎ॥ ১৪
কেশপ্রসাধনী কেশ্যা রজোজন্তুমলাপহা॥ ১৫
হনুমন্যাশিরঃকর্ণশূলঘ্নং কর্ণপূরণম্॥ ১৬
অভ্যঙ্গো মার্দ্দবকরঃ কফবাতনিরোধনঃ।

বৈশদ্য, অন্নে অভিরুচি ও মনের সুখ হইয়া থাকে। ৪। গল-তালু-ওষ্ঠ-জিহ্বারোগ, মুখপাক, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও বমি-রোগ থাকিলে, দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। আর দুর্ব্বল, অজীর্ণী, মূর্চ্ছার্ত্ত, মদপীড়িত, শিরোরোগার্ত্ত, তৃষিত, শ্রান্ত, পানক্লমান্বিত (মদাত্যয়গ্রস্ত), অর্দ্দিতরোগী, কর্ণশূলরোগী ও দন্তরোগী দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। ৫। জিহ্বানির্লেখন (জিব-ছোলা) রৌপ্য, সুবর্ণ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত হওয়া উচিত। এইরূপ জিবছোলা দ্বারাই জিহ্বার মল পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা মৃদু, মসৃণ ও দশাঙ্গুল হওয়া উচিত। ইহাতে মুখের বৈরস্য, দৌর্গন্ধ্য, শোফ ও জড়তা নষ্ট হয়। ৬। অনন্তর তৈলগণ্ডূষ ধারণ করিতে হয়। তাহাতে দন্তের দৃঢ়তা হয় এবং মুখের রুচি হয়। ৭। গণ্ডূষধারণের পর বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের কষায় দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবে। অথবা লোধ্রকষায় বা আমলকীর কষায় দিয়া প্রক্ষালন করিবে। আর সুস্থ ব্যক্তি নেত্রে শীতল জল দিয়া ধৌত করিবে। এইরূপ করিলে নীলিকা, মুখশোষ, পিড়কা, ব্যঙ্গ এবং রক্তপিত্তকৃত যাবতীয় রোগ সদ্যই নষ্ট হয়। মুখ দেখিতে লঘু হয়, চক্ষুর দৃষ্টি দৃঢ় হয়। ৮। সিন্ধুনদীজাত স্রোতোঞ্জন বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। ইহা দাহ, কণ্ডু ও মল নাশ করে; দৃষ্টির ক্লেদ ও বেদনা নষ্ট করে; অক্ষিদ্বয়ের রূপ উৎপন্ন করে এবং বায়ু ও রৌদ্র সহ্য করায়। ৯। অঞ্জন গ্রহণ করিলে নেত্ররোগ সকল হইতে পায় না। এইজন্য নিত্য অঞ্জন গ্রহণ করিবে। ১০। ভোজনের পর, শিরঃস্নানের পর, বমন বা বাহনযোগে শ্রান্তির পর, রাত্রিজাগরণের পর এবং জ্বর হইবার পর অঞ্জন ব্যবহার নিষিদ্ধ। ১১। কর্পূর, জাতীফল, কঙ্কোল (কাঁকলা), লবঙ্গ, কটুক (কট্‌কী ?), চূর্ণ ও সুপারীর সহিত তাম্বূলপত্র শুভকর হয়। ইহা মুখের বৈশদ্য, সৌগন্ধ্য, কান্তি ও সৌষ্ঠব সম্পাদন করে এবং হনু, দন্ত, স্বর, মল, জিহ্বা ও ইন্দ্রিয়ের শোধন করিয়া থাকে। ইহা প্রসেকনিবারক, হৃদ্য ও গলরোগনাশক। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবার পর, ভোজনের পর, স্নানের পর ও বমির পর ইহা পথ্য। রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষীণ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছারোগে তাম্বূল পথ্য নহে। রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির তাম্বূল পথ্য নহে। মুখশোষীদিগের তাম্বূল পথ্য নহে। ১২। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে মস্তকের রোগ সকল দূর হয়। কেশসমূহের মৃদুতা হয়, দৈর্ঘ্য হয়, বহুত্ব হয়, স্নিগ্ধতা হয় ও কৃষ্ণতা হয়। মস্তকের তৃপ্তি হয়, ত্বক্‌সৌষ্ঠব হয়, মুখসৌন্দর্য্য হয়, ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তর্পণ হয়, মস্তকের শূন্যভাব দূর হয়। ১৩। যষ্টিমধু, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, সরল, দেবদারু ও ক্ষুদ্র পঞ্চমূল সমভাগে আহরণ করিয়া উহাদের কল্ক ও কষায়যোগে চক্রতৈল পাক করিবে। এই শীতল তৈল মস্তকে সর্ব্বদা দিবে। ১৪। কেশপ্রসাধনী (চিরুণী) কেশের পক্ষে হিতকর এবং ধূলি, কীট ও মল হরণ করিয়া থাকে। ১৫। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে হনু, মন্যা, মস্তক ও কর্ণের শূল নষ্ট হয়। ১৬। তৈলাভ্যঙ্গ শরীরের মৃদুতা সম্পাদন করে এবং কফবাত নিরোধ করিয়া থাকে। ইহা

ধাতূনাং পুষ্টিজননো মৃজাবর্ণবলপ্রদঃ ॥ ১৭
সেকঃ শ্রমঘ্নোঽনিলহৃদ্ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ।
ক্ষতাগ্নিদগ্ধাভিহত-বিঘৃষ্টানাং রুজাপহঃ ॥ ১৮
জলসিক্তস্য বর্দ্ধন্তে যথা মূলেঽঙ্কুরাস্তরোঃ।
তথা ধাতুবিবৃদ্ধির্হি স্নেহসিক্তস্য জায়তে ॥ ১৯
শিরামুখৈ-রোমকূপৈর্ধমনীভিশ্চ তর্পয়ন্।
শরীরবলমাধত্তে যুক্তঃ স্নেহোঽবগাহনে ॥ ২০
তত্র প্রকৃতিসাত্ম্যর্ত্তু-দেশদোষবিকারবিৎ।
তৈলং ঘৃতং বা মতিমান্ যুঞ্জ্যাদভ্যঙ্গসেকয়োঃ ॥ ২১
কেবলং সামদোষেষু ন কথঞ্চন যোজয়েৎ।
তরুণজর্য্যজীর্ণী চ নাভ্যক্তব্যৌ কথঞ্চন।
তথা বিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢ়ো যশ্চ মানবঃ ॥ ২২
পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতা ব্যাধেরসাধ্যত্বমথাপি বা।
শেষাণাং তদহঃ প্রোক্তা অগ্নিমান্দ্যাদয়ো গদাঃ। ২৩
সন্তর্পণসমুত্থানাং রোগাণাং নৈব কারয়েৎ ॥ ২৪
শরীরায়াসজননং কর্ম্ম ব্যায়ামসংজ্ঞিতম্।
তৎ কৃত্বা তু সুখং দেহং বিমৃদ্নীয়াৎ সমন্ততঃ ॥
শরীরোপচয়ঃ কান্তির্গাত্রাণাং সুবিভক্ততা।
দীপ্তাগ্নিত্বমনালস্যং স্থিরত্বং লাঘবং মৃজা ॥
শ্রমক্লমপিপাসোষ্ণ-শীতাদীনাং সহিষ্ণুতা।
আরোগ্যঞ্চাপি পরমং ব্যায়ামাদুপজায়তে ॥
ন চাস্তি সদৃশং তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষণম্।
ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যমর্দ্দয়ন্ত্যরয়ো ভয়াৎ ॥
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি।
স্থিরীভবতি মাংসঞ্চ ব্যায়ামাভিরতস্য চ ॥
ব্যায়ামক্ষুণ্ণগাত্রস্য পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্য চ।
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি সিংহং ক্ষুদ্রমৃগা ইব ॥
বয়োরূপগুণৈর্হীনমপি কুর্য্যাৎ সুদর্শনম্ ॥
ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনম্।
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে ॥
ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্।
স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ ॥
সর্ব্বেষ্বৃতুষ্বহরহঃ পুম্ভিরাত্মহিতৈষিভিঃ।
বলস্যার্দ্ধেন কর্ত্তব্যো ব্যায়ামো হন্ত্যতোঽন্যথা ॥
হৃদি স্থানস্থিতো বায়ুর্যদা বক্ত্রং প্রপদ্যতে।
ব্যায়ামং কুর্ব্বতো জন্তোস্তদ্বলার্দ্ধস্য লক্ষণম্ ॥
বয়োবলশরীরাণি দেশকালাশনানি চ।
সমীক্ষ্য কুর্য্যাদ্ ব্যায়ামমন্যথা রোগমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫
ক্ষয়তৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দি-রক্তপিত্তভ্রমক্লমাঃ।
কাসশোষজ্বরশ্বাসা অতিব্যায়ামসম্ভবাঃ ॥ ২৬

ধাতুদিগের পুষ্টিসাধন এবং শরীরের চাকৃচিক্য, বর্ণ ও বল সাধন করে। ১৭। স্নেহের পরিষেক শ্রমনাশক, বায়ু-নাশক, ভগ্নসন্ধিপ্রসাধক। আর ইহা ক্ষত, অগ্নিদগ্ধ, অভিহত ও বিঘৃষ্ট অঙ্গের বেদনা নাশ করিয়া থাকে। ১৮। যেমন তরুর মূলে জলসেক করিলে অঙ্কুর সকল বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শরীরে স্নেহসেক করিলে তাহাতে ধাতু-সমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৯। স্নেহে অবগাহন করিলে [যেমন যক্ষ্মারোগে] সেই স্নেহ শিরামুখ, রোমকূপ ও ধমনীসমূহ যোগে শরীরকে তর্পিত করিয়া বলাধান করে। ২০। প্রকৃতি, সাত্ম্য, ঋতু, দেশ, দোষ ও রোগ বিবেচনা করিয়া অভ্যঙ্গ ও পরিষেকে তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ২১। সাম-দোষে কেবল তৈল বা ঘৃত কখনই প্রয়োগ করিবে না। আর তরুণ জ্বরে ও অজীর্ণে কখনই অভ্যঙ্গ করিবে না। তথা বিরিক্ত, বান্ত ও নিরূঢ় হইবার পর তৈল অভ্যঙ্গ করিবে না। ২২। তরুণ জ্বর ও অজীর্ণে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে রোগের কষ্টসাধ্যতা বা অসাধ্যতা হয়। আর বিরিক্ত প্রভৃতি অবস্থায় অভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ সকল হইয়া থাকে। ২৩। সন্তর্পণ-সমুত্থিত রোগসমূহে তৈলাভ্যঙ্গ করাইবে না। ২৪। যে কর্ম্মে শরীরের আয়াস হয়, তাহাকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়ামের পর আস্তে আস্তে সর্ব্বশরীর মর্দ্দিত করিবে। তাহাতে শরীরের উপচয়, কান্তি, গাত্র-সমূহের সুবিভক্ততা, অগ্নির দীপ্তি, অজাড্য, দৃঢ়তা, লঘুতা, চাকৃচিক্য এবং শ্রম-ক্লম পিপাসা-উষ্ণ ও শীতাদির সহিষ্ণুতা হয়। আর ব্যায়াম হইতে পরম আরোগ্য (অরোগিতা) লাভ হয়। ব্যায়ামের ন্যায় স্থূলতাহারক উপায় আর নাই। আর ব্যায়ামী ব্যক্তিকে শত্রুরা ভয়ে আক্রমণ করে না। আর ইহাকে জরা সহসা আক্রমণ করিয়া অধিরোহণ করিতে পারে না। ব্যায়ামরত ব্যক্তির মাংস দৃঢ় হয়। যেমন ক্ষুদ্র মৃগেরা সিংহের নিকটে যায় না, ব্যায়ামের পর পদদ্বয় দ্বারা শরীরকে উন্মর্দ্দিত করিলে সেইরূপ তাহার কাছে রোগ সকল যাইতে পারে না। লোকে বয়োগুণ ও রূপগুণে হীন হইলেও ব্যায়াম তাহাকে সুদর্শন করিয়া থাকে। ব্যায়াম করিলে বিরুদ্ধ-ভোজনও সহ্য হয়, অন্ন বিদগ্ধই হউক আর অবিদগ্ধই হউক, নির্দ্দোষরূপে পরিপাক পায়। বলবান্ ও স্নিগ্ধ-ভোজীদিগের পক্ষে ব্যায়াম সর্ব্বদা পথ্য। বিশেষতঃ শীত ও বসন্তে অতিশয় পথ্য হইয়া থাকে। আত্মহিতৈষী লোকেরা সকল ঋতুতেই প্রত্যহ বলের অর্দ্ধেক পরিমাণে ব্যায়াম করিবে, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে নষ্ট হইতে পারে। বলার্দ্ধ ব্যায়ামের লক্ষণ যথা ;—ব্যায়াম করিতে করিতে হৃদয়স্থ বায়ু মুখকে প্রাপ্ত হইলে সেই ব্যায়ামকে বলার্দ্ধ ব্যায়াম বলা যায়। শরীরের বল, দেশ, কাল ও ভোজনের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম করিবে। নতুবা রোগ হইবে। ২৫। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লম, কাস, শোষ, জ্বর ও শ্বাস হইয়া থাকে। ২৬। রক্তপিত্তী, কৃশ, শোষী, শ্বাস-

রক্তপিত্তী কৃশঃ শোষী শ্বাসকাসক্ষতাতুরঃ।
ভুক্তবান্ স্ত্রীষু চ ক্ষীণো ভ্রমার্ত্তশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭
উদ্বর্ত্তনং বাতহরং কফমেদোবিলাপনম্।
স্থিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্‌প্রসাদকরং পরম্ ॥ ২৮
শিরামুখবিবিক্তত্বং ত্বক্‌স্থস্যাগ্নেশ্চ তেজনম্।
উদ্‌ঘর্ষণোৎসাদনাভ্যাং জায়েয়াতামসংশয়ম্ ॥ ২৯
উৎসাদনাদ্‌ভবেৎ স্ত্রীণাং বিশেষাৎ কান্তিমদ্বপুঃ।
প্রহর্ষসৌভাগ্যমৃজা-লাঘবাদিগুণান্বিতম্।
উদ্‌ঘর্ষণন্তু বিজ্ঞেয়ং কণ্ডুকোঠানিলাপহম্ ॥ ৩০
উর্ব্বোঃ সঞ্জনয়ত্যাশু ফেনকঃ স্থৈর্য্যলাঘবে।
কণ্ডূকোঠানিলস্তম্ভ-মলরোগাপহশ্চ সঃ ॥ ৩১
তেজনং ত্বগ্‌গতস্যাগ্নেঃ শিরামুখবিরেচনম্।
উদ্‌ঘর্ষণন্তিষ্টিকয়া কণ্ডুকোঠবিনাশনম্ ॥
নিদ্রাদাহশ্রমহরং স্বেদকণ্ডূতৃষাপহম্ ॥ ৩২
হৃদ্যং মলহরং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিশোধনম্ ॥
তন্দ্রাপাপোপশমনং তুষ্টিদং পুংস্ত্ববর্দ্ধনম্।
প্রসাদনঞ্চাপি স্নানমগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥ ৩৩
উষ্ণেন শিরসঃ স্নানমহিতং চক্ষুষঃ সদা।
শীতেন শিরসঃ স্নানং চক্ষুষ্যমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৪
শ্লেষ্মমারুতকোপে তু জ্ঞাত্বা ব্যাধিবলাবলম্।
কামমুষ্ণং শিরঃস্নানং ভৈষজ্যার্থং সমাচরেৎ ॥ ৩৫
অতিশীতাম্বু শীতে চ শ্লেষ্মমারুতকোপনম্ ॥ ৩৬
অত্যুষ্ণমুষ্ণকালে চ পিত্তশোণিতবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৭
তচ্চাতিসারজ্বরিত-কর্ণশূলানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানারোচকাজীর্ণ-ভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্ ॥ ৩৮
সৌভাগ্যদং বর্ণকরং প্রীত্যোজোবলবর্দ্ধনম্।
স্বেদদৌর্গন্ধ্যবৈবর্ণ্য-শ্রমঘ্নমনুলেপনম্ ॥
স্নানং যেষাং নিষিদ্ধন্তু তেষামপ্যনুলেপনম্ ॥ ৩৯
রক্ষোঘ্নমথ চৌজস্যং সৌভাগ্যকরমুত্তমম্।
সুমনোহম্বররত্নানাং ধারণং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪০
মুখালেপাদ্দৃঢ়ং চক্ষুঃ পীনগণ্ডং তথাননম্।
অব্যঙ্গপিড়কং কান্তং ভবত্যম্বুজসন্নিভম্ ॥ ৪১
পক্ষ্মলং বিশদং কান্তমমলোজ্জ্বলমণ্ডলম্।
নেত্রমঞ্জনসংযোগাদ্‌ভবেচ্চামলতারকম্ ॥ ৪২
যশস্যং স্বর্গ্যমায়ুষ্যং ধনধান্যবিবর্দ্ধনম্।
দেবতাতিথিবিপ্রাণাং পূজনং গোত্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৩
আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যোবলকৃদ্দেহধারকঃ।
আয়ুস্তেজঃসমুৎসাহ-স্মৃত্যোজোঽগ্নিবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৪
পাদপ্রক্ষালনং পাদমলরোগশ্রমাপহম্ ॥
চক্ষুঃপ্রসাদনং বৃষ্যং রক্ষোঘ্নং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৫
নিদ্রাকরো দেহসুখশ্চক্ষুষ্যঃ শ্রমসুপ্তিনুৎ।
পাদত্বঙ্‌মৃদুকারী চ পাদাভ্যঙ্গঃ সদা হিতঃ ॥ ৪৬
পাদরোগহরং বৃষ্যং রক্ষোঘ্নং প্রীতিবর্দ্ধনম্।

রোগী, কাসরোগী, ক্ষয়রোগী, ভুক্তবান্, স্ত্রীক্ষীণ ও ভ্রমার্ত্ত-রোগীরা ব্যায়াম করিবে না। ২৭। উদ্বর্ত্তন বায়ুনাশক, কফমেদোবিলয়কারক, অঙ্গসমূহের দৃঢ়ীকরণ এবং অতিশয় ত্বক্‌প্রসাদন। ২৮। উদ্‌ঘর্ষণ ও উৎসাদন দ্বারা শিরামুখের বিবিক্ততা এবং ত্বক্‌স্থ অগ্নির (ভ্রাজক পিত্তের) তেজন হয়। ২৯। উৎসাদন করিলে রমণীদিগের অঙ্গসৌন্দর্য্য বিশেষরূপে বাড়িয়া থাকে। উদ্‌ঘর্ষণ প্রহর্ষ, সৌভাগ্য (সৌন্দর্য্য,) মৃজা (চাকৃচিক্য) ও লাঘব-প্রভৃতি-গুণকারক। ইহা কণ্ডু, কোঠ ও বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে। ৩০। ফেনক (অর্থাৎ কাষ্ঠাদি দ্বারা ঘর্ষণ) উরুদ্বয়ের স্থৈর্য্য ও লাঘব উৎপন্ন করে। উহা কণ্ডু, কোঠ, বায়ু, স্তম্ভ ও মলরোগ (মলিনতা) নাশ করে। ৩১। ইষ্টিকা দ্বারা উদ্‌ঘর্ষণ করিলে ত্বক্‌স্থ অগ্নির তেজন হয়, শিরামুখের বিরেচন (উষ্ণতা-নিঃসরণ) হয়, কণ্ডূ ও কোঠ বিনষ্ট হয়, নিদ্রা দাহ ও শ্রম নষ্ট হয়, স্বেদ কণ্ডু ও তৃষ্ণা নষ্ট হয়। ৩২। স্নান হৃদ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মলহর, সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিশোধন, তন্দ্রানাশক, পাপনাশক, তুষ্টিকারক, পুংস্ত্ববর্দ্ধক, রক্তপ্রসাদন ও অগ্নিদীপন। ৩৩। মাথায় গরম জল দিবে না। তাহাতে চক্ষুর সর্ব্বথা অহিত হয়। শীতল জলে শিরঃস্নান চক্ষুর হিতকর হয়। ৩৪। কিন্তু বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে, ব্যাধির বলাবল বিবেচনা করিয়া, সম্পূর্ণরূপে উষ্ণশিরঃস্নান বিহিত। ৩৫। শীতকালে অতিশয় শীতল জলে স্নান করিলে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে। ৩৬। উষ্ণকালে অত্যুষ্ণ জলে স্নান করিলে রক্তপিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। ৩৭। স্নান অতিসার, জ্বর, কর্ণশূল, বায়ু-রোগ, আধ্মান, অরুচি ও অজীর্ণরোগে এবং ভোজনের পর গর্হিত [বাগ্‌ভট স্নানকে সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগে গর্হিত বলেন না। কেবল অর্দ্দিতরোগে গর্হিত বলেন]। ৩৮। অনুলেপন শ্রীসম্পাদক, বর্ণকারক, প্রীতিবর্দ্ধক, ওজোবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক এবং স্বেদ দৌর্গন্ধ্য বৈবর্ণ্য ও শ্রম-নাশক। স্নান যাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহাদের পক্ষে অনুলেপনও নিষিদ্ধ। ৩৯। পুষ্প, বস্ত্র ও রত্নধারণ করিলে রক্ষোনাশ হয়, ওজোবৃদ্ধি হয় এবং অতিশয় সৌন্দর্য্য হয়। ইহা প্রীতিকারক হইয়া থাকে। ৪০। মুখালেপ চক্ষুকে দৃঢ় করে, গণ্ড ও আননকে পীন করে, ব্যঙ্গ ও পিড়কা নাশ করে। ইহাতে মুখ কান্ত ও অম্বুজসন্নিভ হয়। ৪১। অঞ্জন দ্বারা নেত্র পক্ষ্মল, বিশদ, কান্ত, অমল, উজ্জ্বলমণ্ডল ও নির্ম্মল-তারক হয়। ৪২। দেবতা, অতিথি ও বিপ্রদিগের পূজা করিলে যশ, স্বর্গ, আয়ু ও ধনধান্য বৃদ্ধি হয়। আর বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৪৩। আহার প্রীণন, সদ্যোবল-কারক, দেহধারক এবং আয়ুঃ তেজঃ উৎসাহ স্মৃতি ওজঃ ও অগ্নির বর্দ্ধক। ৪৪। পাদপ্রক্ষালন পাদের মলিনতা ও শ্রম নাশ করে। ইহা চক্ষুঃপ্রসাদন, বৃষ্য, রক্ষোঘ্ন ও ৷ ৪৫। পাদাভ্যঙ্গ নিদ্রাকারক, দেহসুখকর, চক্ষুষ্য, শ্রমঘ্ন, সুপ্তিঘ্ন (জড়তানাশক); পাদত্বকের মৃদুতাকারী ও সদা হিতকর। ৪৬। পাদুকাধারণ পাদ-

সুখপ্রচারমোজস্যং সদা পাদত্রধারণম্ ॥ ৪৭
অনারোগ্যমনায়ুষ্যং চক্ষুষোরুপঘাতকৃৎ।
পাদাভ্যামনুপানদ্ভ্যাং সদা চংক্রমণং নৃণাম্ ॥ ৪৮
পাপোপশমনং কেশ-নখরোমাপমার্জ্জনম্।
হর্ষলাঘব-সৌভাগ্য-করমুৎসাহবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯
বাণবারং মৃজাবর্ণ-তেজোবলবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫০
পবিত্রং কেশ্যমুষ্ণীষং বাতাতপরজোঽপহম্ ॥ ৫১
বর্ষানিলরজোঘর্ম্ম হিমাদীনাং নিবারণম্।
বর্ণ্যং চক্ষুষ্যমোজস্যং শঙ্করং ছত্রধারণম্ ॥ ৫২
শুনঃ সরীসৃপব্যাল-বিষাণিভ্যো ভয়াপহম্।
শ্রমস্খলনদোষঘ্নং স্থবিরে চ প্রশস্যতে ॥
সত্ত্বোৎসাহবলস্থৈর্য্য ধৈর্য্যবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
অবষ্টম্ভকরঞ্চাপি ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণম্ ॥ ৫৩
আস্যা বর্ণকফস্থৌল্য-সৌকুমার্য্যকরী সুখা ॥ ৫৪
অধ্বা বর্ণকফস্থৌল্য-সৌকুমার্য্যবিনাশনঃ ॥ ৫৫
অত্যধ্বা বিপরীতোঽস্মাজ্জরাদৌর্ব্বল্যকৃচ্চ সঃ ॥ ৫৬
যত্তু চংক্রমণং নাতিদেহপীড়াকরং ভবেৎ।
তদায়ুর্বলমেধাগ্নি-প্রদমিন্দ্রিয়বোধনম্ ॥ ৫৭
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং পুষ্টিনিদ্রাধৃতিপ্রদম্।
সুখং শয্যাসনং দুঃখং বিপরীতগুণং মতম্ ॥ ৫৮
বালব্যজনমোজস্যং মাক্ষিকাদ্যপনোদনম্।
শোষদাহশ্রমস্বেদ-মূর্চ্ছাঘ্নো ব্যজনানিলঃ ॥ ৫৯
প্রীতিনিদ্রাকরং বৃষ্যং কফবাতশ্রমাপহম্।
সংবাহনং মাংসরক্তত্বক্প্রসাদকরং সুখম্ ॥ ৬০
প্রবাতং রৌক্ষ্যবৈবর্ণ্য-স্তম্ভকৃদ্দাহপক্তিনুৎ।
স্বেদমূর্চ্ছাপিপাসাঘ্নমপ্রবাতমতোঽন্যথা ॥ ৬১
সুখং বাতং প্রসেবেত গ্রীষ্মে শরদি মানবঃ।
নিবাতং হ্যায়ুষে সেব্যমারোগ্যায় চ সর্ব্বদা ॥ ৬২
আতপঃ পিত্ততৃষ্ণাগ্নি স্বেদমূর্চ্ছাভ্রমাস্রকৃৎ।
দাহবৈবর্ণ্যকারী চ চ্ছায়া চৈতানপোহতি ॥ ৬৩
অগ্নির্বাতকফস্তম্ভ-শীতবেপথুনাশনঃ।
আমাভিষ্যন্দজরণো রক্তপিত্তপ্রদূষণঃ ॥ ৬৪
পুষ্টিবর্ণবলোৎসাহমগ্নিদীপ্তিমতন্দ্রিতাম্।
করোতি ধাতুসাম্যঞ্চ নিদ্রা কালে নিষেবিতা ॥ ৬৫

তত্রাদিত এব নীচনখরোম্ণা শুচিনা শুক্লবাসসা লঘূষ্ণীষ-চ্ছত্রোপানৎকেন দণ্ডপাণিনা কালে হিতমিতমধুরপূর্ব্বাভিভাষিণা বন্ধুভূতেন ভূতানাঞ্চ গুরুবৃদ্ধানুমতেন সুসহায়েনানন্যমনসা খলূপচরিতব্যম্। তদপি ন রাত্রৌ, ন কেশাস্থি-

---

রোগনাশক, বৃষ্য, ধূলিনাশক, প্রীতিবর্দ্ধক, সুখে পাদচারণকারক এবং ওজঃকারক। ৪৭। পাদুকা বিনা সদা ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্যহানি, আয়ুঃক্ষয় এবং চক্ষুর্দ্বয়ের উপঘাত হইয়া থাকে। ৪৮। কেশ, নখ ও রোমের অপমার্জ্জন পাপনাশন, হর্ষকারক, লঘুতাকারক, সৌন্দর্য্যকারক এবং উৎসাহবর্দ্ধক (বলবর্দ্ধক)। ৪৯। বাণবার (বর্ম্ম) ধারণ করিলে শরীরের চাকচিক্য, বর্ণ, তেজ ও বল বৃদ্ধি হয়। ৫০। উষ্ণীষ পবিত্র, কেশ্য, বাতাতপনাশক ও ধূলিনাশক। ৫১। ছত্রধারণ বর্ষা, বায়ু, ধূলি, রৌদ্র ও হিমাদি নিবারণ করে। ইহা বর্ণকারক, চক্ষুষ্য, ওজঃকারক এবং শুভকারক। ৫২। দণ্ডধারণ কুক্কুর, সরীসৃপ, ব্যাল ও শৃঙ্গীদিগের ভয় নাশ করে। ইহা শ্রম-লাঘবকর এবং পাদস্খলন-নিবারক। ইহা বৃদ্ধদিগের পক্ষে প্রশস্ত। ইহা সত্ত্ব, উৎসাহ, বল, দার্ঢ্য, ধৈর্য্য ও বীর্য্য বর্দ্ধন করে। ইহা অবষ্টম্ভকারক (স্থিতিকারক) ও ভয়ঘ্ন। ৫৩। আস্যা [একস্থানে স্থির হইয়া থাকা] বর্ণকারক, কফকারক, স্থৌল্যকারক, সৌকুমার্য্যকারক ও সুখকারক। ৫৪। অধ্বা (পথভ্রমণ) বর্ণনাশক, কফনাশক, স্থৌল্যনাশক ও সৌকুমার্য্যনাশক। ৫৫। অতিশয় পথভ্রমণ ইহার বিপরীত। ইহাতে শীঘ্র জরা ও দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে। ৫৬। চংক্রমণে (পাদচারণে) শরীরের অধিক কষ্ট নাই। অথচ ইহা আয়ুঃ, বল, মেধা ও অগ্নি প্রদান করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বোধনকারক হয়। ৫৭। সুখশয্যা ও সুখাসন শ্রমনাশক, বায়ুনাশক, বৃষ্য, পুষ্টিপ্রদ, নিদ্রাকারক ও ধৃতিপ্রদ। কষ্টশয্যা ও কষ্টাসন ইহার বিপরীতগুণ। ৫৮। বাল-ব্যজন ওজস্কর ও মক্ষিকাদিনাশক। ব্যজনানিল শোষ, দাহ, শ্রম, স্বেদ ও মূর্চ্ছানাশক। ৫৯। সংবাহন (গা-টেপান) প্রীতিকারক, নিদ্রাকারক, বৃষ্য, কফবাতনাশক, শ্রমনাশক, মাংস রক্ত ও ত্বকের প্রসন্নতাকারক এবং সুখকারক। ৬০। প্রবাত (পূর্ব্ব-বায়ু বা বায়ুর অধিক প্রবাহ) রুক্ষতাকারক, বৈবর্ণ্যকারক, স্তম্ভকারক, দাহনাশক, পক্তিনাশক (অপাককারক), স্বেদ মূর্চ্ছা ও পিপাসা-নাশক। অপ্রবাত ইহার বিপরীতগুণ। ৬১। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে মন্দবায়ু সেবন করিবে। আয়ু ও জরাদি রোগ হইতে আরোগ্য, লাভের জন্য নিবাত-স্থান ভজনা করিবে। ৬২। আতপ পিত্তকারক, তৃষ্ণাকারক, অগ্নিকারক, স্বেদকারক, মূর্চ্ছাকারক, ভ্রমকারক, রক্তপ্রকোপক, দাহকারক এবং বৈবর্ণ্যকারক। আর ছায়া ঐ সকল নাশক। ৬৩। অগ্নিতাপ বাতকফ, স্তম্ভ, শীত, বেপথু, আম ও অভিষ্যন্দ নাশ করে। ইহা রক্তপিত্ত দূষিত করিয়া থাকে। ৬৪। নিদ্রা যথাকালে সেবিত হইলে পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ, অগ্নিদীপ্তি ও তন্দ্রা নাশ করে এবং বায়ু-পিত্ত-কফের সমতা রক্ষা করিয়া থাকে। ৬৫। লোকমাত্রেরই প্রথমতঃ নখ ও লোম অনুন্নত করা আবশ্যক, আর শুচি, শুক্লবাসা, লঘূষ্ণীষধারী, ছত্রধারী, পাদুকাধারী ও যথাকালে দণ্ডধারী হওয়া আবশ্যক। যথাকালে হিত ও পরিমিত মধুর ভাষণ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পূর্ব্বাভিভাষী হওয়া আবশ্যক [অর্থাৎ আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রথমেই অভ্যর্থনাদি করা আবশ্যক]। সর্ব্বজীবে বন্ধুভাব আবশ্যক। গুরু ও বৃদ্ধদিগের অনুমত হওয়া আবশ্যক। সহায়বান্ হওয়া আবশ্যক। অনন্যমনস্ক

কণ্টকাশ্মতুষভস্মোৎকরকপালাঙ্গারামেধ্যস্থানবলিভূমিষু, ন বিষমেন্দ্রকীলচতুষ্পথশ্বভ্রাণামুপরিষ্টাৎ॥ ৬৬

ন রাজদ্বিষ্টপরুষপৈশুন্যানৃতানি বদেৎ, ন দেবব্রাহ্মণপিতৃপরিবাদাংশ্চ। ন নরেন্দ্রদ্বিষ্টোন্মত্তপতিতক্ষুদ্রনীচাচারানুপাসীত॥ ৬৭

বৃক্ষপর্ব্বতপ্রপাতবিষমবল্মীকদুষ্টবাজিকুঞ্জরাদ্যধিরোহণানি পরিহরেৎ, পূর্ণনদীসমুদ্রাবিদিতপল্বলশ্বভ্রকূপাবতরণানি, ভিন্নশূন্যাগারশ্মশানবিজনারণ্যবাসাগ্নিসংভ্রমব্যালভুজঙ্গকীটসেবাগ্রামাঘাতকলহশস্ত্রসন্নিপাতাগ্নিসংভ্রমব্যালসরীসৃপশৃঙ্গিসন্নিকর্ষাংশ্চ॥ ৬৮

নাগ্নিগোগুরুব্রাহ্মণপ্রেঙ্খাদম্পত্যন্তরেণাভিযায়াৎ। ন শবমনুযায়াৎ। দেবগোব্রাহ্মণচৈত্যধ্বজরোগিপতিতপাপকারিণাঞ্চ চ্ছায়াং নাক্রমেত। নাস্তং গচ্ছন্তমুদ্যন্তং বাদিত্যং বীক্ষেত। গাং ধয়ন্তীং পরশস্যং বা চরন্তীং পরস্মৈ ন কস্মৈচিদাচক্ষীত, নচোল্কাপাতেন্দ্রধনূংষি। নাগ্নিং মুখেনোপধমেৎ। নাপো ভূমিং বা পাণিপাদেনাভিহন্যাৎ॥ ৬৯

ন বেগান্ ধারয়েৎ। ন বহির্ব্বেগান্ গ্রামনগরদেবতায়তনশ্মশানচতুষ্পথসলিলাশয়পথিসন্নিকৃষ্টানুৎসৃজেৎ, ন প্রকাশং, ন বায়্বগ্নিসলিলসোমার্কগোগুরুপ্রতিমুখম্॥ ৭০

ন ভূমিং বিলিখেৎ। নাসংবৃতমুখঃ সদসি জৃম্ভোদ্গারশ্বাসক্ষবথূনুৎসৃজেৎ। ন পর্য্যঙ্কিকাবষ্টম্ভপাদপ্রসারণানি গুরুসন্নিধৌ কুর্য্যাৎ॥ ৭১

ন বালকর্ণনাসাস্রোতোদশনবিবরাণ্যভিকুষ্ণীয়াৎ। ন বীজয়েৎ কেশমুখনখবস্ত্রগাত্রাণি। ন গাত্রনখবক্ত্রবাদিত্রং কুর্য্যাৎ। ন কাষ্ঠলোষ্টতৃণাদীনভিহন্যাচ্ছিন্দ্যাদ্বা॥ ৭২

ন প্রতিবাতাতপং সেবেত। ন ভুক্তমাত্রোঽগ্নিমুপাসীত। নোৎকুটকস্তিষ্ঠেৎ। নাল্পকষ্টাসনমধ্যাসীত। ন গ্রীবাং বিষমং ধারয়েৎ। ন বিষমকায়ঃ ক্রিয়াং ভজেদ্ভুঞ্জীত বা। ন প্রততমীক্ষেত বিশেষাজ্জ্যোতির্ভাস্করসূক্ষ্মচলভ্রান্তানি। ন ভারং শিরসা বহেৎ। ন স্বপ্নজাগরণশয়নাসনচংক্রমণযানবাহন-প্রধাবন-বন-লঙ্ঘন-প্লবন-প্রতরণ-হাস্যভাষ্যব্যবায়-ব্যায়ামাদীনুচিতানপ্যতিসেবেত॥ ৭৩

উচিতাদপ্যহিতাৎ ক্রমশো বিরমেৎ হিতমনুচিতমপ্যাসেবেত ক্রমশো ন চৈকান্ততঃ, পাদহীনাৎ॥ ৭৪

হওয়া উচিত নহে। রাত্রে বিচরণ করা উচিত নহে। আর কেশ, অস্থি, কণ্টক, প্রস্তর, তুষ, ভস্ম, উৎকর, কপাল, অঙ্গার, অমেধ্যস্থান ও বলিভূমির উপর দিয়া বিচরণ করা উচিত নহে। আর বিষমস্থান, ইন্দ্রকীল (পার্ব্বত্য দেশ), চতুষ্পথ ও গহ্বরের উপর ভ্রমণ করা উচিত নহে। ৬৬। রাজদ্বিষ্ট হইবে না। পরুষ হইবে না। পৈশুন্য ও অনৃত আচরণ করিবে না। দেব, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও পরিবারদিগকে অসম্মান করিবে না। রাজদ্বিষ্ট, উন্মত্ত, পতিত, ক্ষুদ্র ও নীচাচারদিগের উপাসনা করিবে না। ৬৭। বৃক্ষ, পর্ব্বতপ্রপাত (নির্ঝর), বিষমস্থান, বল্মীক, দুষ্ট ঘোটক, দুষ্ট হস্তী প্রভৃতিতে আরোহণ করিবে না। পূর্ণনদী, সমুদ্র, অবিদিত পল্বল (খাতগর্ত্ত), গহ্বর ও কূপে অবতরণ করিবে না। ভিন্নশূন্য (জনরহিত) আগার, শ্মশান, বিজন ও অরণ্যে বাস করিবে না। অগ্নিব্যাকুলিত স্থান, ব্যাল (ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু), ভুজঙ্গ ও কীট (বৃশ্চিকাদি) ইহাদিগের সংস্রব রাখিবে না। গ্রামাঘাত (মারীভয় জন্য গ্রামনাশ), কলহ, শস্ত্রসমূহ, অগ্নিব্যাকুলিত স্থান, ব্যাল, সরীসৃপ [কৃষ্ণসর্প ইতি টীকাকার] ও শৃঙ্গীদিগের সন্নিধানে গমন করিবে না। ৬৮। অগ্নি, গো, গুরু, ব্রাহ্মণ, প্রেঙ্খা (দোলা) ও দম্পতীর মধ্য দিয়া গমন করিবে না। শবের অনুগমন করিবে না। দেব, গো, ব্রাহ্মণ, চৈত্য (শ্মশানবৃক্ষ), ধ্বজ, রোগী, পতিত ও পাপকারীদিগের ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। অস্তগমন বা উদয়কালে আদিত্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিবে না। গাভীকে স্তনপান করিতে দেখিলে বা পরশস্যে (পরক্ষেত্রে) বিচরণ করিতে দেখিলে কাহাকে কহিবে না। উল্কাপাত বা ইন্দ্রধনু দেখিলে কাহাকে বলিবে না। আগুনে ফু দিবে না। জল বা ভূমিতে হাত বা পা দিয়া আঘাত করিবে না। ৬৯।

বেগসমূহ ধারণ করিবে না। গ্রাম, নগর, দেবালয়, শ্মশান, চতুষ্পথ, জলাশয় বা পথে বা উহাদের সন্নিধানে বহির্ব্বেগ (মলমূত্রাদি) পরিত্যাগ করিবে না। বা প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করিবে না। অথবা বায়ু, অগ্নি, সলিল, চন্দ্র, সূর্য্য বা গুরুজনের সম্মুখে পরিত্যাগ করিবে না। ৭০। ভূমিতে বিলিখন করিবে না। মুখ হস্ত দ্বারা সংবৃত না করিয়া সভামধ্যে জৃম্ভা, উদ্গার, শ্বাস ও ক্ষবথু পরিত্যাগ করিবে না। গুরুসন্নিধানে খট্টাগ্রহণ, অবষ্টম্ভ (বালিশ প্রভৃতিতে ঠেস দেওয়া) বা পাদপ্রসারণ করিবে না। ৭১। কেশ, কর্ণ, নাসা বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়পথ বা দশনবিবর খুঁটিবে না। কেশ, মুখ, নখ, বস্ত্র ও গাত্র বীজন (কম্পন) করিবে না। গাত্র, নখ বা মুখ বাদন করিবে না। কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, তৃণ প্রভৃতি অন্যমনস্কে অভিহনন বা ছেদন করিবে না। সম্মুখ হইয়া বায়ু বা সূর্য্যাতপ সেবন করিবে না। ভুক্তমাত্র অগ্নিসেবন করিবে না। উৎকটুক হইয়া বসিবে না। অল্প আসন বা কষ্ট আসনে বসিবে না। বিষমভাবে গ্রীবা স্থাপন করিবে না। বিষমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবে না বা ভোজন করিবে না। বিস্তৃত দৃষ্টে চাহিবে না, বিশেষতঃ জ্যোতিঃ, সূর্য্য, সূক্ষ্মদ্রব্য, চলদ্রব্য ও ভ্রান্তদ্রব্যে অধিক দৃষ্টিপাত করিবে না। মস্তক দ্বারা ভার বহিবে না। নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, আসন, চংক্রমণ, যান, বাহন, প্রধাবন, বন, লঙ্ঘন, প্লবন, প্রতরণ (বাহু দ্বারা নদী প্রভৃতি পার হওয়া), হাস্য, ভাষ্য, ব্যবায় ও ব্যায়ামাদি অভ্যস্ত হইলে অধিক সেবন করিবে না। ৭৩। অহিত আহারাদি অভ্যস্ত হইলেও ক্রমে তাহা হইতে বিরত হইবে। আর হিতকর আহারাদি অনভ্যস্ত হইলেও

নাবাক্‌শিরাঃ শয়ীত। ন ভিন্নপাত্রে নাঞ্জলিপুটেনাপঃ পিবেৎ। কালে হিতমিতস্নিগ্ধমধুরপ্রায়মাহারং বৈদ্যপ্রত্যবেক্ষিতমশ্নীয়াৎ। গ্রামগণগণিকাপণিকশত্রুশঠপতিতভোজনানি পরিহরেৎ; শেষাণ্যপি চানিষ্টরূপরসগন্ধস্পর্শশব্দমানসান্যন্যান্যেবংগুণান্যপি বা, সম্ভূয় দত্তানি তান্যপি মক্ষিকাব্যালোপহতানি। নাপ্রক্ষালিতপাণিপাদো ভুঞ্জীত, ন মূত্রোচ্চারপীড়িতঃ, ন সন্ধ্যয়োঃ, নাপাশ্রিতঃ, নাতীতকালং হীনমতিমাত্রঞ্চেতি ॥ ৭৫

-ন ভুঞ্জীতোদ্ধৃতস্নেহম্।
নোদকে পশ্যেদাত্মানং ন নগ্নঃ প্রবিশেজ্জলম্ ॥ ৭৬
ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন বাপ্যঘৃতশর্করম্।
নামুদ্গযূষং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণৈর্নামলকৈর্বিনা ॥
অন্যথা কুষ্ঠবীসর্পাদীন্ জনয়েৎ ॥ ৭৭
দ্যূতমদ্যাদিসেবাপ্রতিভূসাক্ষিত্বসমাহ্বানগোষ্ঠীবাদিত্রাণি ন সেবেত। স্রজং ছত্রোপানহৌ কনকমতীতবাসাংসি ন চান্যৈর্ধৃতানি ধারয়েৎ। ব্রাহ্মণমগ্নিং গাঞ্চ নোচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেৎ ॥ ৭৮

ভবন্তি চাত্র।
মুখমাত্রং সমাসেন সদ্বৃত্তস্যৈতদীরিতম্।
আরোগ্যমায়ুরর্থো বা নাসদ্ভিঃ প্রাপ্যতে নৃভিঃ ॥ ৭৯
যস্মিন্ যস্মিনৃতৌ যে যে দোষাঃ কুপ্যন্তি দেহিনাম্।
তেষু তেষু প্রদাতব্যা রসাস্তে তে বিজানতা ॥ ৮০
বর্ষাসু ন পিবেৎ তোয়ং পিবেচ্ছরদি মাত্রয়া।
বর্ষাসু চতুরো মাসান্ মাত্রাবৎ দকং পিবেৎ ॥
উষ্ণং হৈমে বসন্তে চ কামং গ্রীষ্মে তু শীতলম্।
হেমন্তে চ বসন্তে চ সীধ্বরিষ্টৌ পিবেন্নরঃ ॥
শৃতশীতং পিবেদ্ গ্রীষ্মে প্রাবৃট্‌কালে রসং পিবেৎ।
যূষং বর্ষতি নস্যান্তে প্রপিবেচ্ছীতলং জলম্ ॥ ৮১
স্বস্থ এবমতোঽন্যস্ত দোষাহারমতানুগঃ ॥ ৮২
স্নেহং সৈন্ধবচূর্ণেন পিপ্পলীভিশ্চ সংযুতম্।
পিবেদগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থং নচ বেগান্ বিধারয়েৎ ॥ ৮৩
অগ্নিদীপ্তিকরং নৃণাং রোগাণাং শমনং প্রতি।
প্রাবৃট্‌শরদ্‌বসন্তেষু সম্যক্ স্নেহাদিমাচরেৎ ॥ ৮৪

ক্রমে অভ্যাস করিবে, একবারে নহে। এস্থলে 'ক্রম' শব্দে চতুর্থ ভাগ করিয়া কমাইয়া বা বাড়াইয়া লইয়া পরিত্যাগ, বা অভ্যাস করিতে হইবে, এইরূপ বোঝা উচিত। ৭৪। নিম্নমস্তকে শয়ন করিবে না। ছিন্নপাত্রে বা অঞ্জলিপুটে জলপান করিবে না। যথাকালে হিতকর পরিমিত স্নিগ্ধ মধুরপ্রায় বৈদ্যসম্মত আহার ভোজন করিবে। গ্রামে (হাট প্রভৃতি শূন্যস্থানে), জনতার মধ্যে এবং গণিকা, পণিক (হোটেলওয়ালা), শত্রু, শঠ ও পতিত ব্যক্তির প্রদত্ত বা উহাদিগের সহিত বা উহাদিগের গৃহে আহার করিবে না। আর অন্যান্য আহারেরও যদি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মানস (?) বিদ্বিষ্ট হয় বা তদ্বৎ দোষযুক্ত হয়, তবে তাহাও পরিহার করিবে। আর সম্ভূয়-দত্ত (বহু জনের পরিবেশন করা) আহার পরিগ্রহ করিবে না। আবার যদি আহার্য-দ্রব্যসমূহ মক্ষিকা ও কেশ দ্বারা দূষিত হয়, তবে পরিত্যাগ করিবে। পাণি পাদ প্রক্ষালন না করিয়া ভোজন করিবে না। মূত্র ও বিষ্ঠার বেগ থাকিলে ভোজন করিবে না। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যায় আহার করিবে না। উপাশ্রিত না হইয়া (আসন গ্রহণ না করিয়া) ভোজন করিবে না। সময় অতীত করিয়া ভোজন করিবে না। হীন ভোজন বা অতিমাত্র ভোজন করিবে না। উদ্ধৃত-স্নেহ (নিঃস্নেহ) ভোজন করিবে না। জলে শরীরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে না। নগ্ন হইয়া জলে প্রবেশ করিবে না। ৭৬। রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। ৭৫। দধির সহিত ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত না করিয়া ভোজন করিবে না। অথবা মুদ্গযূষ মিশ্রিত না করিয়া দধি ভোজন করিবে না। অথবা মধু মিশ্রিত না করিয়া দধি ভোজন করিবে না। উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের সহিত দধি ভোজন করিবে না। অথবা আমলকীরসের সহিত মিশ্রিত না করিয়া দধি ভোজন করিবে না। দধি অন্যথা ভোজন করিলে কুষ্ঠ বিসর্পাদি জন্মিয়া থাকে। ৭৭

দ্যূতক্রীড়া, মদ্যের অতিসেবন, প্রতিভূ হওয়া, সাক্ষিরূপে আহূত হওয়া এবং সঙ্গীতসভা ও বাদিত্রে অতিশয় আসক্তি পরিহার করিবে। অন্যের পরিহিত মাল্য, ছত্র, পাদুকা, অলঙ্কার ও অতীত বসন পরিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গো স্পর্শ করিবে না। ৭৮। এইস্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—এইরূপে সংক্ষেপে সদ্বৃত্তের প্রধান প্রধানগুলির ব্যাখ্যা করা হইল। অসদ্বৃত্ত লোকের আরোগ্য, আয়ু বা অর্থ হয় না। ৭৯। যে যে ঋতুতে যে যে দোষ কুপিত হয়, তাহা জানিয়া সেই সেই ঋতুতে সেই প্রকার রস-সমুদায় সেবন করিতে হয়। ৮০। বর্ষাকালে একেবারেই জলপান করিবে না। শরৎকালে পরিমিতমাত্রায় পান করিবে। আর তৃষ্ণা অসহ্য হইলে বর্ষা চারিমাস পরিমিত মাত্রায় পান করিবে। শীত ও বসন্তে উষ্ণ-জল এবং গ্রীষ্মকালে শীতল-জল যথেষ্ট পান করিবে। হেমন্ত ও বসন্তে সীধু ও অরিষ্ট পান করিবে। গ্রীষ্মকালে সীধু প্রভৃতি পান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শুণ্ঠী প্রভৃতির ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিবে। প্রাবৃট্‌কালে মাংসরস পান করিবে। বর্ষাকালে মুদ্গাদি যূষ পান করিবে। নস্যান্তে শীতল জল পান করিবে। ৮১। উল্লিখিত নিয়ম সকল সুস্থের পক্ষে। অসুস্থ ব্যক্তি দোষানুরূপ আহারাদি করিবে। ৮২ অগ্নিবৃদ্ধির জন্য সৈন্ধব ও পিপ্পলচূর্ণের সহিত স্নেহপান করিবে। আর বেগ সকল ধারণ করিবে না। ৮৩। প্রাবৃট্ শরৎ ও বসন্তকালে অগ্নিদীপ্তিকর অথচ রোগশমন স্নেহাদি আচরণ করিবে। ৮৪। কফে বমন, পিত্তে বিরেচন ও

কফে প্রচ্ছর্দনং পিত্তে বিরেকো বস্তিরিষ্যতে।
শস্যতে ত্রিষপি সদা ব্যায়ামো দোষনাশনঃ॥ ৮৫
ভুক্তং বিরুদ্ধমপ্যন্নং ব্যায়ামান্ন প্রকুপ্যতি॥ ৮৬
উৎসর্গমৈথুনাহার-শোধনে স্যাৎ তু তন্মনাঃ॥ ৮৭
নেচ্ছেদ্রোগভয়াৎ প্রাজ্ঞঃ পীড়াং বা কায়মানসীম্॥ ৮৮
অতিস্ত্রীসংপ্রয়োগাচ্চ রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্।
শূলকাসজ্বরশ্বাস-কার্শ্যপাণ্ড্বাময়ক্ষয়াঃ॥
অতিব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদয়ঃ॥
আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্বর্ণবলান্বিতাঃ।
স্থিরোপচিতমাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥
ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভির্হি সমীয়াৎ প্রমদাং নরঃ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষু ঘর্ম্মেষু পক্ষাৎ পক্ষাদ্‌ব্রজেদ্‌বুধঃ॥
রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াং তথা।
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাম্॥
হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনি-দোষসমন্বিতাম্।
সগোত্রাং গুরুপত্নীঞ্চ তথা প্রব্রজিতামপি।
সন্ধ্যাপর্ব্বস্বগম্যাঞ্চ নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ॥
গোসর্গে চার্দ্ধরাত্রে চ তথা মধ্যন্দিনেষু চ।
লজ্জাসমাবহে দেশে বিবৃতেঽশুদ্ধ এব চ॥
ক্ষুধিতো ব্যাধিতশ্চৈব ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মানবঃ।
বাতবিণ্মূত্রবেগী চ পিপাসুরতিদুর্ব্বলঃ॥
তির্য্যগ্‌যোন্যবযোনৌ চ প্রাপ্তশুক্রবিধারণম্।
দুষ্টযোনৌ বিসর্গঞ্চ বলবানপি বর্জ্জয়েৎ॥
রেতসশ্চাতিমাত্রস্থ মূর্দ্ধাবরণমেব চ।
স্থিতাবুত্তানশয়নে বিশেষেণৈব গর্হিতম্।
ক্রীড়ায়ামপি মেধাবী হিতার্থী পরিবর্জ্জয়েৎ॥
রজস্বলাং প্রাপ্তবতো নরস্যানিয়তাত্মনঃ।
দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিরধর্ম্মশ্চ ততো ভবেৎ॥
লিঙ্গিনীং গুরুপত্নীঞ্চ সগোত্রামথ পর্ব্বসু।
বৃদ্ধাঞ্চ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো জীবিতক্ষয়ঃ॥
গর্ভিণ্যাং গর্ভপীড়া স্যাদ্ব্যাধিতায়াং বলক্ষয়ঃ॥
হীনাঙ্গীং মলিনাং দ্বেষ্যাং কামং বন্ধ্যামসংবৃতে।
দেশেঽশুদ্ধে চ শুক্রস্য মনসশ্চ ক্ষয়ো ভবেৎ॥
ক্ষুধিতঃ ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মধ্যাহ্নে তৃষিতোঽবলঃ।
স্থিতস্য হানিং শুক্রস্য বায়োঃ কোপঞ্চ বিন্দতি॥
অতিপ্রসঙ্গাদ্ভবতি শোষঃ শুক্রক্ষয়াবহঃ।
ব্যাধিতস্য রুজা প্লীহা মৃত্যুর্মূর্চ্ছা চ জায়তে॥
প্রত্যূষস্যর্দ্ধরাত্রে চ বাতপিত্তে প্রকুপ্যতঃ॥
তির্য্যগ্‌যোনাবযোনৌ চ দুষ্টযোনৌ তথৈব চ।
উপদংশস্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রস্য চ ক্ষয়ঃ॥
উচ্চারিতে মূত্রিতে চ রেতসশ্চ বিধারণে।
উত্তানে চ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রাশ্মর্য্যাস্তু সম্ভবঃ॥

বায়ুতে বস্তি প্রয়োগ করিবে। আর ব্যায়াম (শারীরিক পরিশ্রম), ত্রিদোষেই দোষনাশক বলিয়া প্রশস্ত হয়। ৮৫। বিরুদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া ফেলিলেও ব্যায়ামগুণে কুপিত হইতে পারে না। ৮৬। প্রস্রাবত্যাগ, মলত্যাগ, মৈথুন, আহার ও শোধন কালে তন্মনা হইয়া কার্য্য করিবে। ৮৭। শরীর বা মনকে ক্লেশ দিবে না। কেননা ক্লেশ না দিলে রোগ হইতে পারে না। ৮৮। অতিশয় স্ত্রীসেবন করিবে না। কেননা তাহাতে শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস কৃশতা, পাণ্ডুরোগ, ক্ষয় ও আক্ষেপক প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। স্ত্রী সম্বন্ধে সংযম থাকিলে মানুষ আয়ুষ্মান্, অকাল-জরা-বর্জ্জিত, বপুর্বর্ণ-বলান্বিত, দৃঢ়শরীর ও পুষ্ট-মাংস হইয়া থাকে। সকল ঋতুতেই তিন দিন অন্তর স্ত্রী-গমন করা যায়। গ্রীষ্মকালে এক পক্ষ অন্তর গমন করা উচিত। বর্ণবৃদ্ধা (যথা—শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণী), বয়োবৃদ্ধা, ব্যাধিপীড়িতা, হীনাঙ্গী, গর্ভিণী, যোনিদোষযুক্তা, সগোত্রা, গুরুপত্নী, প্রব্রজিতা বা অগম্যা স্ত্রীতে গমন করিবে না। সন্ধ্যাকালে বা পর্ব্বসময়ে স্ত্রীগমন করিবে না। গোসর্গে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যদিনে, লজ্জাবহ স্থানে, বিবৃত স্থানে (খোলা জায়গায়) ও অশুদ্ধ স্থানে স্ত্রীগমন করিবে না। ক্ষুধিত, ব্যাধিত ও ক্ষুব্ধচিত্ত অবস্থায় স্ত্রী-গমন করিবে না। বাত, বিষ্ঠা বা মূত্রের বেগ আসিলে, পিপাসু হইলে বা অতি দুর্ব্বল হইলে স্ত্রীগমন করিবে না। তির্য্যক্-যোনিতে বা অ-যোনিতে গমন করিবে না। শুক্র-বেগ উপস্থিত হইলে ধারণ করিবে না। বলবান্ ব্যক্তিও দুষ্ট যোনিতে রেতঃ ত্যাগ করিবে না। শুক্রের অতিশয় ধারণ ভাল নয়। সুরতকালে শিরোহৃদয় তাড়ন ভাল নয়। উত্তান শয়নে থাকিয়া স্ত্রীগমন করা অতিশয় গর্হিত। হিতার্থী ব্যক্তি ক্রীড়া স্থলেও এরূপ কার্য্য করিবে না। রজস্বলা গমন করিলে দৃষ্টি, আয়ু ও তেজের হানি হয় এবং অধর্ম্ম হইয়া থাকে। প্রব্রজিতা, গুরুপত্নী ও সগোত্রা স্ত্রীতে গমন, পর্ব্বকালে গমন, বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীতে গমন এবং প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে গমন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। গর্ভিণী গমন করিলে গর্ভিণীর গর্ভপীড়া হয়। ব্যাধিতা স্ত্রীতে গমন করিলে বলক্ষয় হয়। হীনাঙ্গী, মলিনা (রজস্বলা), বিদ্বিষ্টা বা বন্ধ্যা স্ত্রীতে গমন করিলে বা অসংবৃত স্থানে বা অশুদ্ধ স্থানে গমন করিলে শুক্র ও মনের ক্ষয় হয়। ক্ষুধিত বা ক্ষুব্ধচিত্ত অবস্থায় বা মধ্যাহ্নে বা তৃষিত ও দুর্ব্বল অবস্থায় গমন করিলে শুক্রক্ষয় ও বায়ুর প্রকোপ হয়। অতিশয় স্ত্রী-গমন করিলে শুক্র-ক্ষয় জন্য শোষ উপস্থিত হয়। ব্যাধিত ব্যক্তি স্ত্রীগমন করিলে রুজা (বেদনা), প্লীহা, মৃত্যু ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। প্রত্যূষে বা অর্দ্ধরাত্রে গমন করিলে বাতপিত্তের প্রকোপ হয়। তির্য্যক্-যোনি, অ-যোনি ও দুষ্ট যোনিতে গমন করিলে উপদংশ, বায়ুর প্রকোপ এবং শুক্রের ক্ষয় হইয়া থাকে। বিষ্ঠা ও মূত্রের বেগ আসিলে যদি স্ত্রী-গমন করা যায়, অথবা যদি শুক্রের বেগ ধারণ করা যায়, বা উত্তান

সর্ব্বং পরিহরেৎ তস্মাদেতল্লোকদ্বয়ে হিতম্।
শুক্রকোপস্থিতং মোহান্ন সন্ধার্য্যং কথঞ্চন॥
বয়োরূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং গুণান্বিতাম্
অভিকামোঽভিকামাস্ত হৃষ্টো হৃষ্টামলঙ্কৃতাম্
সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজীকরণবৃংহিতঃ॥
ভক্ষ্যাঃ সশর্করাঃ ক্ষীরং সসিতং রস এব চ।
স্নানং সব্যঞ্জনং স্বপ্নো ব্যবায়ান্তে হিতানি তু॥ ৮৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে-
ঽনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়চিকিৎসিতং
নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মিশ্রকচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
পাল্যাময়াস্ত বিস্রাব্যা ইত্যুক্তং প্রাগুনিবোধ তান্॥ ২
পরিপোটস্তথোৎপাত উন্মন্থো দুঃখবর্দ্ধনঃ।
পঞ্চমঃ পরিলেহী চ কর্ণপাল্যা গদাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩
সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎসৃষ্টে সহসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
কর্ণশোফো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্॥
কৃষ্ণারুণনিভঃ স্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ॥ ৪
গুর্ব্বাভরণসংযোগাৎ তাড়নাদ্ঘর্ষণাদপি।
শোফঃ পাল্যাং ভবেচ্ছ্যাবো দাহপাকরুগন্বিতঃ॥
রক্তো বা রক্তপিত্তাভ্যামুৎপাতঃ স গদো মতঃ॥ ৫
বলাদ্বর্দ্ধয়তঃ কর্ণং পাল্যাং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।
গৃহীত্বা সকফং কুর্য্যাচ্ছোফং তদ্বর্ণবেদনম্॥
উন্মন্থকঃ সকণ্ডুকো বিকারঃ কফবাতজঃ॥ ৬
বর্দ্ধমানে যদা কর্ণে কণ্ডুদাহরুগন্বিতঃ
শোফো ভবতি পাকশ্চ ত্বক্স্থোঽসৌ দুঃখবর্দ্ধনঃ॥ ৭
কফাসৃক্কৃময়ঃ কুর্য্যুঃ সর্ষপাভা বিকারিণীঃ।
স্রাবিণীঃ পিড়কাঃ পাল্যাং কণ্ডুদাহরুগন্বিতাঃ॥
কফাসৃক্কৃমিসম্ভূতঃ সবিসর্পান্বিতস্ততঃ।
লিহ্যাৎ সশষ্কুলীং পালীং পরিলেহীতি স স্মৃতঃ॥ ৮
পাল্যাময়া হ্যমী ঘোরা নরস্যাপ্রতিকারিণঃ।
মিথ্যাহারবিহারস্য পালীং হিংস্যুরুপেক্ষিতাঃ॥
তস্মাদাশু ভিষক্ তেষু স্নেহাদিক্রমমাচরেৎ।
তথাভ্যঙ্গপরীষেক-প্রদেহাসৃগ্বিমোক্ষণম্॥ ৯
সামান্যতো বিশেষাচ্চ বক্ষ্যাম্যভ্যঞ্জনং প্রতি॥ ১০
খরমঞ্জরিযষ্ট্যাহ্ব-সৈন্ধবামরদারুভিঃ।
সুপিষ্টৈঃ সাশ্বগন্ধৈশ্চ মূলকাবল্গুজৈঃ ফলৈঃ॥

থাকিয়া স্ত্রী গমন করা যায়, তবে শীঘ্র শুক্রাশ্মরী হয়। এইজন্য এ সকল পরিহার করা উচিত। তাহা হইলে ইহ-পরলোকে হিত হইয়া থাকে। উপস্থিত শুক্রবেগ ধারণ করিবে না। বয়ো-রূপ-গুণযুক্তা, সুশীলা, গুণান্বিতা, অভিকামা, হৃষ্টা ও অলঙ্কৃতা স্ত্রীতে অভিকাম, হৃষ্ট ও বাজীকরণ-যোগে বৃংহিত হইয়া গমন করিবে। ব্যবায়ান্তে শর্করাযুক্ত দ্রব্য বা চিনির সহিত দুগ্ধ বা মাংসরস, স্নান, ব্যঞ্জন ও নিদ্রা হিতকর। ৮৯

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মিশ্রক।

অনন্তর আমরা মিশ্রক-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। কর্ণপালীর রোগ সকল রক্তমোক্ষণ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ২। কর্ণপালীর এই কয়টী রোগ যথা;—পরিপোট, উৎপাত, উন্মন্থ, দুঃখবর্দ্ধন ও পরিলেহী। ৩। কর্ণপালী সুকুমার বলিয়া বহুকাল যাবৎ উপেক্ষিত হইলে, বায়ুর প্রকোপ বশতঃ সহসা কর্ণ-শোথ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; তাহাতে পালীতে বেদনার সহিত পরিপোটন হয়, আর শোথ কৃষ্ণ বা অরুণ-বর্ণ এবং স্তব্ধ হইয়া থাকে। ইহাকেই পরিপোটক কহে। ৪। গুরু আভরণের সংযোগ হেতু, কর্ণে তাড়নহেতু বা ঘর্ষণ-হেতু পালীতে এক প্রকার শোথ হয়। উহা শ্যাববর্ণ এবং দাহ-পাক ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে, অথবা রক্তপিত্তের আধিক্য বশতঃ রক্তবর্ণও হইতে পারে। এই রোগকে উৎপাত কহে। ৫। বলপূর্ব্বক কর্ণপালীকে বর্দ্ধিত করিলে, কর্ণপালীতে বায়ু কুপিত হয়। উহা কফের সহিত মিলিত হইয়া শোথ উৎপাদন করে। এই শোথের বর্ণ ও বেদনা বাত-কফের অনুরূপ হয়। এই কফবাতজ রোগের নাম উন্মন্থক, ইহা কণ্ডুয়নযুক্ত হইয়া থাকে। ৬। কর্ণকে বর্দ্ধিত করিলে কর্ণে কণ্ডু, দাহ ও বেদনার সহিত শোথ হইতে পারে, পাকও হইয়া থাকে। এই শোথ ত্বক্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার নাম দুঃখবর্দ্ধন। ৭। কর্ণপালীতে আর এক প্রকার শোথ হয়, তাহাকে পরিলেহী কহে। উহাতে কফ, রক্ত ও কৃমি মিলিত হইয়া, সর্ষপ-সদৃশী বিকারকারিণী ও স্রাবিণী পিড়কা সকল উৎপন্ন হয়। তাহাতে কণ্ডু, দাহ ও বেদনা হয়। ইহা কফ, রক্ত ও কৃমি হইতে উৎপন্ন হয় এবং বিসর্পযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা বাহ্যপালীর সহিত পালীকে ক্রমশঃ ক্ষয় করে। ৮। মানুষ প্রতিকার না করিলে, অথচ মিথ্যা আহার ও বিহারে রত থাকিলে, তাহার এই সকল ঘোর পালী-রোগ উপেক্ষিত হইয়া পালীকে নষ্ট করিয়া থাকে। এইজন্য ভিষক্ এই সকল রোগে শীঘ্র স্নেহাদি-চিকিৎসা আচরণ করিবে। আর অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও রক্তমোক্ষণ করিবে। ৯। সম্প্রতি সামান্য ও বিশেষরূপে কর্ণপালীর অভ্যঞ্জন-ক্রিয়া বলিতেছি। ১০। খরমঞ্জরি (আপাং), যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, অশ্বগন্ধা, মূলকবীজ-সোমরাজী-বীজ এই সকলের

সর্পিস্তৈলবসামজ্জ-মধূচ্ছিষ্টানি পাচয়েৎ।
সক্ষীরাণ্যথ তৈঃ পালীং প্রদিহ্যাৎ পরিপোটকে॥ ১১
মঞ্জিষ্ঠাতিলযষ্ট্যাহ্ব-সারিবোৎপলপদ্মকৈঃ।
সরোধ্রৈঃ সকদম্বৈশ্চ বলাজম্বাম্রপল্লবৈঃ।
সিদ্ধং ধান্যাম্লসংযুক্তং তৈলমুৎপাতনাশনম্॥ ১২
তালপত্র্যশ্বগন্ধার্ক-বাকুচীফলসৈন্ধবৈঃ।
তৈলং কুলীরগোধাভ্যাং বসয়া সহ পাচিতম্॥
সরলালাঙ্গলীভ্যাঞ্চ হিতমুন্মন্থনাশনম্।
তথাশ্মন্তকজম্ম্বাম্র পত্রক্বাথেন সেচনম্॥ ১৩
প্রপৌণ্ডরীকমধুক-মঞ্জিষ্ঠারজনীদ্বয়ৈঃ।
চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তনৈঃ পালীং তৈলাক্তামবচূর্ণয়েৎ॥ ১৪
লাক্ষাবিড়ঙ্গকল্কেন তৈলং পক্বাবচারয়েৎ।
স্বিন্নাং গোময়পিণ্ডেন প্রদিহ্যাৎ পরিলেহিকে॥
পিষ্টৈর্ব্বিড়ঙ্গৈরথবা ত্রিবৃচ্ছ্যামার্কসংযুতৈঃ।
করঞ্জেঙ্গুদিবীজৈর্ব্বা কুটজারগ্বধাযুতৈঃ॥
সর্ব্বৈর্ব্বা সার্ষপং তৈলং সিদ্ধং মরিচসংযুতম্।
সনিম্বপত্রৈরভ্যঙ্গে মধূচ্ছিষ্টান্বিতং হিতম্॥ ১৫
পালীষু ব্যাধিযুক্তাসু তন্বীষু কঠিনাসু চ।
পুষ্ট্যর্থং মার্দ্দবার্থঞ্চ কুর্য্যাদভ্যঞ্জনং হিতম্॥ ১৬

সহিত ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও মধূচ্ছিষ্ট পাক করিবে। পাককালে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ দিবে। পরিপোটক রোগে এই তৈলের প্রলেপ দিতে হয়। ১১। মঞ্জিষ্ঠা, তিল, যষ্টিমধু, সারিবা (অনন্তমূল), নীলোৎপল, পদ্ম (বা পদ্মকাষ্ঠ), লোধ্র, কদম্ব, বেড়েলা, জম্বুপল্লব ও আম্রপল্লব এই সকলের কল্ক ও ধান্যাম্লের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, উৎপাত রোগ নষ্ট হয়। ১২। তালপত্রী (মূষিকপর্ণী), অশ্বগন্ধা, আকন্দ, বাকুচীফল (সোমরাজী-বীজ) ও সৈন্ধব এবং কুলীরক ও গোধার বসা এই সকলের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে অথবা সরলা (ধূপকাষ্ঠ) ও লাঙ্গলীর সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে উন্মন্থ রোগ নষ্ট হয়। আর অশ্মকপত্র, জম্বুপত্র ও আম্রপত্রের ক্বাথ ইহাতে সেচন করিতে হয়। ১৩। কর্ণপালী তৈলাক্ত করিয়া তাহাতে প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ অবচূর্ণন করিবে। ১৪। পরিলেহিক রোগে লাক্ষা ও বিড়ঙ্গের কল্কে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। আর কর্ণপালীতে স্বেদ দিয়া গোময়পিণ্ডের প্রলেপ দিবে। অথবা বিড়ঙ্গ, ত্রিবৃৎ, শ্যামা (বৃদ্ধদারক) ও আকন্দের কল্ক প্রলেপ দিবে। অথবা করঞ্জবীজ, ইঙ্গুদীবীজ, কুড়চী ও সোঁদালের প্রলেপ দিবে। অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত মরিচ ও নিম্বপত্র যোগ করিয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিবে এবং মধূচ্ছিষ্টের সহিত মিলিত করিয়া কর্ণপালীতে অভ্যঙ্গ করিবে। ১৫। পালী ব্যাধিত, তনু বা কঠিন হইলে উহার পুষ্টির জন্য বা মৃদুতার জন্য অভ্যঞ্জন হিতকর। ১৬। অভ্যঞ্জনার্থ লোপাক

লোপাকানূপমজ্জানং বসাং তৈলং নবং ঘৃতম্।
পচেদ্দশগুণং ক্ষীরমাবাপ্য মধুরং গণম্॥
অপামার্গাশ্বগন্ধে চ তথা লাক্ষারসং শুভম্।
তৎসিদ্ধং পরিপূতঞ্চ স্বনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ॥
তেনাভ্যঞ্জ্যাৎ সদা পালীং সুস্বিন্নামতিমর্দ্দিতাম্।
এতেন পাল্যো বর্দ্ধন্তে নীরুজো নিরুপদ্রবাঃ।
মৃদ্ব্যঃ পুষ্টাঃ সমাঃ স্নিগ্ধা জায়ন্তে ভূষণক্ষমাঃ॥ ১৭
নীলীদলং ভৃঙ্গরজোঽর্জ্জুনত্বক্
পিণ্ডীতকং কৃষ্ণময়োরজশ্চ।
বীজোদ্ভবং সাহচরঞ্চ পুষ্পং
পথ্যাক্ষধাত্রীসহিতং বিচূর্ণ্য॥
একীকৃতং সর্ব্বমিদং প্রমায়
পঙ্কেন তুল্যং নলিনীভবেন।
সংযোজ্য পক্কং কলসে নিধায়
লৌহে ঘটে সদ্মনি সাপিধানে॥
অনেন তৈলং বিপচেদ্বিমিশ্রং
রসেন ভৃঙ্গত্রিফলাভবেন।
আসন্নপাকে চ পরীক্ষণার্থং
পত্রং বলাকাভবমাক্ষিপেচ্চ॥
ভবেদ্যদা তদ্ভ্রমরাঙ্গনীলং
তদা বিপক্বং বিনিধায় পাত্রম্।
কৃষ্ণায়সে মাসমবস্থিতং তদভ্যঙ্গযোগাৎ পলিতানি হন্যাৎ॥ ১৮

এবং আনূপ জন্তুর মজ্জা, বসা, তৈল ও নবঘৃত এবং ঐ সকলের দশগুণ দুগ্ধ আর মধুর-বর্গের কল্ক এবং অপামার্গ ও অশ্বগন্ধার কল্ক তথা উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ লাক্ষারস পাক করিয়া ছাঁকিয়া রাখিবে। তদ্দ্বারা সর্ব্বদা পালীতে অভ্যঞ্জন করিবে। অভ্যঞ্জনের পূর্ব্বে পালীকে সুস্বিন্ন ও উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিবে। ইহাতে পালী বর্দ্ধিত হয় এবং বেদনাহীন, নিরুপদ্রব, মৃদু, পুষ্ট, সম, স্নিগ্ধ ও ভূষণ-ধারণক্ষম হইয়া থাকে। ১৭। নীলের পাতা, ভীমরাজ, অর্জ্জুনছাল, পিণ্ডীতক (কৃষ্ণপুষ্প ময়নাগাছের ফল), কৃষ্ণলৌহ, বীজকপুষ্প (পীত-সালপুষ্প?), সহচরপুষ্প, হরীতকী, বিভীতকী ও আমলকী এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া, সমুদায় চূর্ণের সমান পদ্মমূলের কর্দ্দম মিলিত করিবে এবং গৃহের মধ্যে একপক্ষকাল আবৃত কলস বা লৌহঘটে স্থাপন করিবে। পক্ষান্তে ইহার সহিত ভৃঙ্গরাজ-রস ও ত্রিফলার ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া তৈল পাক করিবে। আসন্ন-পাকে পরীক্ষার জন্য বকের পালক নিক্ষেপ করিয়া দেখিবে যে, ভ্রমরাঙ্গের ন্যায় নীল হয় কি না। ঐরূপ নীল হইয়া উঠিলে বুঝিবে যে পাক সমাপ্ত হইয়াছে। তখন ঐ তৈল কৃষ্ণলৌহপাত্রে একমাস স্থাপন করিবে। একমাসের পর উহা অভ্যঙ্গ করিলে পলিত নষ্ট হয়। ১৮। ঝিণ্টী, জম্বু, অর্জ্জুন, কাশ্মরীজ (কুঙ্কুম), তিলপুষ্প,

শৈরীয়জম্বর্জ্জুনকাশ্মরীজং
পুষ্পং তিলান্ মার্কবচূতবীজে।
পুনর্নবা কর্দ্দমকণ্টকার্য্যৌ
কাসীসপিণ্ডীতকবীজসারম্॥
ফলত্রয়ং লৌহরজোঽঞ্জনঞ্চ
যষ্ট্যাহ্বয়ং নীরজসারিবে চ।
পিষ্ট্বাথ সর্ব্বং সহ মোদয়ন্ত্যা
সারাম্ভসা বীজকসম্ভবেন॥
সারাম্ভসঃ সপ্তভিরেব পশ্চাৎ
প্রস্থৈঃ সমালোড্য দশাহগুপ্তম্।
লৌহে সুপাত্রে বিনিধায় তৈল-
মক্ষোদ্ভবং তচ্চ পচেৎ প্রযত্নাৎ॥
পক্কঞ্চ লোহেঽভিনবে নিধায়
নস্যং বিদধ্যাৎ পরিশুদ্ধকায়ঃ।
অভ্যঙ্গযোগৈশ্চ নিযুজ্যমানং
ভুঞ্জীত মাষান্ কৃশরামথো বা॥
মাসোপরিষ্টাদ্ঘনকুঞ্চিতাগ্রাঃ
কেশা ভবন্তি ভ্রমরাঞ্জনাভাঃ।
কেশাস্তথান্যে খলতৌ ভবেয়ু-
র্জরা নচৈনং সহসাভ্যুপৈতি॥
বলং পরং সম্ভবতীন্দ্রিয়াণাং
ভবেচ্চ বক্ত্রং বলিভির্বিমুক্তম্
নাকামিনেঽনর্থিনি নাকৃতায়
নৈবারয়ে তৈলমিদং প্রদেয়ম্॥ ১৯
লাক্ষা রোধ্রং দ্বে হরিদ্রে শিলালে
কুষ্ঠং নাগং গৈরিকাবর্ণকাশ্চ।
মঞ্জিষ্ঠোগ্রা স্যাৎ সুরাষ্ট্রোদ্ভবা চ
পত্তঙ্গো বৈ রোচনাকাঞ্জনঞ্চ॥
হেমাঙ্গত্বক্ পাণ্ডুপত্রং বটস্য
কালীয়ং স্যাৎ পদ্মকং পদ্মমধ্যম্।
রক্তং শ্বেতং চন্দনং পারদঞ্চ
কাকোল্যাদিঃ ক্ষীরপিষ্টশ্চ বর্গঃ॥
মেদো মজ্জা সিক্থকং গোঘৃতঞ্চ
দুগ্ধং ক্বাথঃ ক্ষীরিণাঞ্চ ক্রমাণাম্।
এতৎ সর্ব্বং পক্বমেকধ্যতস্তু
বক্ত্রাভ্যঙ্গে সর্পিরুক্তং প্রধানম্॥
হন্যাদ্ব্যঙ্গং নীলিকাঞ্চাতিবৃদ্ধাং
বক্ত্রে জাতাঃ স্ফোটিকাশ্চাপি কাশ্চিৎ।
পদ্মাকারং নির্ব্বলীকঞ্চ বক্ত্রং
কুর্য্যাদেতৎ পীনগণ্ডং মনোজ্ঞম্॥
রাজ্ঞামেতদ্যোষিতাঞ্চাপি নিত্যং
কুর্য্যাদ্বৈদ্যস্তৎসমানাং নৃণাঞ্চ।
কুষ্ঠঘ্নং বৈ সর্পিরেতৎ প্রধানং
যেষাং পাদে সন্তি বৈপাদিকাশ্চ॥ ২০
হরীতকীচূর্ণমরিষ্টপত্রং
চূতত্বচং দাড়িমপুষ্পবৃন্তম্।
পত্রঞ্চ দদ্যান্মদয়ন্তিকায়া-
লেপাঙ্গরাগো নৃপদেবযোগ্যঃ॥ ২১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে মিশ্রক-
চিকিৎসিতং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫

ভৃঙ্গরাজ, আম্রবীজ, পুনর্নবা, কর্দ্দম (পদ্মমূলের কর্দ্দম), কণ্টকারী, হিরাকস, কৃষ্ণপুষ্প ময়না গাছের ফল, বীজসার (বিড়ঙ্গ), ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, অনন্তমূল, মোদয়ন্তী (মল্লিকাপুষ্প) এই সকলের কল্ক, বীজকসারের কাথ এবং সপ্তপ্রস্থ সারাম্বু একত্র আলোড়ন করিয়া দশাহ লৌহপাত্রে স্থাপন করিবে। পরে উহার সহিত বিভীতক তৈল পাক করিয়া অভিনব লৌহ পাত্রে স্থাপন করিবে। শুদ্ধকায় হইয়া এই তৈল নস্য, অভ্যঙ্গ ও পান করিতে হয়। আর আনুষঙ্গিক প্রচুর পরিমাণে মাষকলায় ও কৃশরা সেবন করিতে হয়। একমাস এইরূপ করিলে কেশ সকল ঘন, কুঞ্চিতাগ্র ভ্রমর ও অঞ্জনের সদৃশ হয়। এই তৈলে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হইয়া থাকে। আর জরা ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সমূহের বল হয়। মুখ বলিহীন হইয়া থাকে। যাহারা না চায়, তাহাদিগকে এই তৈল দিতে নাই। অকৃতী ব্যক্তিকে এ তৈল দিতে নাই। শত্রুকে এ তৈল দিতে নাই। [চক্রদত্তের মহানীল তৈল কতকটা এইরূপ]। ১৯। লাক্ষা, লোধ্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল, কুড়, নাগ (নাগকেশর), গৈরিক, বর্ণক (হরিতাল), মঞ্জিষ্ঠা, উগ্রা (বচ), সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, পত্তঙ্গ (বকম), গোরোচনা, রসাঞ্জন, চম্পক-ত্বক্, বটের পাণ্ডুপত্র, কালীয়ক, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মমধ্য, রক্ত ও শ্বেত চন্দন, পারদ (সূত্রস্থানে গণমধ্যে পারদ পঠিত হয় নাই) এবং ক্ষীরপিষ্ট কাকোল্যাদি বর্গ এই সকলের সহিত মেদ, মজ্জা, সিক্থ, গোঘৃত, দুগ্ধ ও ক্ষীরিগণের কাথ একত্র পাক করিবে। যত প্রকার মুখাভ্যঞ্জন আছে, তন্মধ্যে এই ঘৃত প্রধান। ইহাতে ব্যঙ্গ, অতিবৃদ্ধ নীলিকা ও মুখজাত স্ফোটিকাসমূহ নষ্ট হয়। মুখ পদ্মাকার, বলিরহিত, পীনগণ্ড ও মনোজ্ঞ হয়। ইহা রাজা ও রাজরাণী এবং তৎসদৃশ জনগণের জন্যই বৈদ্যের প্রয়োজনীয়। যাহাদের পাদে বিপাদিকা নামক কুষ্ঠ আছে ইহা তাহাদের প্রধান ঔষধ। ২০। হরীতকীচূর্ণ, নিম্বপত্র, আম্রত্বক্, দাড়িম-পুষ্পের বৃন্ত এবং মেদীর পাতা এই সকল বাঁটিয়া লেপ দিলে রাজার যোগ্য অঙ্গরাগ হয়। ২১

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষীণবলীয়ং বাজিকরণচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥১

বল্যস্তোদগ্রবয়সো বাজীকরণসেবিনঃ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষ্বহরহর্ব্যবায়ো ন নিবারিতঃ॥
স্থবিরাণাং বিরংসূনাং স্ত্রীণাং বাল্লভ্যমিচ্ছতাম্।
যোষিৎপ্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্পরেতসাম্॥
বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্।
নৃণাঞ্চ বহুভার্য্যাণাং যোগা বাজীকরা হিতাঃ॥
সেবমানো যদৌচিত্যাদ্বাজীবাত্যর্থবেগবান্।
নারীস্তর্পয়তে তেন বাজীকরণমুচ্যতে॥
ভোজনানি বিচিত্রাণি পানানি বিবিধানি চ।
বাচঃ শ্রোত্রানুগামিন্যস্ত্বচঃ স্পর্শসুখাস্তথা॥
যামিনী সেন্দুতিলকা কামিনী নবযৌবনা।
গীতং শ্রোত্রমনোহারি তাম্বূলং মদিরাঃ স্রজঃ।
মনসশ্চাপ্রতীঘাতো বাজীকুর্ব্বন্তি মানবম্॥
তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসোর্মনসি ক্ষতে।
দ্বেষ্যস্ত্রীসম্প্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্॥
কটুকাম্লোষ্ণলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ।
সৌম্যধাতুক্ষয়ো দৃষ্টঃ ক্লৈব্যং তদপরং স্মৃতম্॥
অতিব্যবায়শীলো যো নচ বাজীক্রিয়ারতঃ।
ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্॥
মহতা মেঢ্ররোগেণ মর্ম্মচ্ছেদেন বা পুনঃ।
ক্লৈব্যমেতচ্চতুর্থং স্যান্নৃণাং পুংস্ত্বোপঘাতজম্॥
জন্মপ্রভৃতি যঃ ক্লীবঃ ক্লৈব্যং তৎ সহজং স্মৃতম্॥
বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাদ্ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষষ্ঠং ক্লৈব্যং মতং তৎ তু স্থিরশুক্রনিমিত্তজম্॥
অসাধ্যং সহজং ক্লৈব্যং মর্ম্মচ্ছেদাচ্চ যদ্ভবেৎ।
সাধ্যানামিতরেষান্তু কার্য্যো হেতুবিপর্য্যয়ঃ॥
বিধির্বাজিকরো যস্তু তং প্রবক্ষ্যামতঃ পরম্॥ ২
তিলমাষবিদারীণাং শালীনাং চূর্ণমেব বা।
পৌণ্ড্রকেক্ষুরসেনার্দ্রং মর্দ্দিতং সৈন্ধবান্বিতম্॥
বরাহমেদসা যুক্তাং ঘৃতেনোৎকারিকাং পচেৎ।
তাং ভক্ষয়িত্বা পুরুষো গচ্ছেৎ তু প্রমদাশতম্॥ ৩
বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃৎ তিলান্।
শিশুমারবসাপক্বাঃ শষ্কুল্যস্তৈস্তিলৈঃ কৃতাঃ।
যঃ খাদেৎ স পুমান্ গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ॥ ৪
পিপ্পলীলবণোপেতং বস্তাণ্ডং ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতং ভক্ষয়েদ্যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্॥ ৫
পিপ্পলীমাষশালীনাং যবগোধূময়োস্তথা।
চূর্ণভাগৈঃ সমৈস্তৈস্তু ঘৃতে পূপালিকাং পচেৎ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ।

অনন্তর আমরা ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব।১। সুস্থ, তরুণবয়স্ক ও বাজীকরণসেবী ব্যক্তির অহরহঃ স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ নহে। যাহারা স্থবির অথচ রিরংসু, যাহারা স্ত্রীদিগের বল্লভতা ইচ্ছা করে, যাহারা স্ত্রীপ্রসঙ্গ বশতঃ ক্ষীণকায়, যাহারা ক্লীব বা অল্পরেতা, যাহারা বিলাসী অর্থবান্ ও রূপযৌবনশালী এবং যে সকল মানুষ বহু-ভার্য্য, তাহাদের পক্ষে বাজীকরণ যোগ সকল হিতকর। যেহেতু এই সকল যোগ সেবমান হইলে পুরুষ বাজীর ন্যায় অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া নারীগমন করিতে পারে, এইজন্য ইহাদের নাম বাজীকরণ। বিচিত্র ভোজনসমূহ, নানাবিধ পান, শ্রোত্রসুখকর বাক্যসমূহ, স্পর্শসুখকর ত্বক্-সমূহ, চন্দ্রতিলক-ভূষণা যামিনী, নবযৌবনা কামিনী, শ্রোত্রমনোহারী গীত, তাম্বূল, মদিরা, মালা এবং মনের অপ্রতিঘাত এই সকল পুরুষের পক্ষে স্বভাবতই বাজী-করণ। আবার ঐ সকল ভাব অহৃদ্য হইলে রিরংসু ব্যক্তির মন আহত হওয়াতে অথবা বিদ্বিষ্ট স্ত্রীর প্রসঙ্গ করাতে এক প্রকার ক্লৈব্য উপস্থিত হয়; ইহাকে মানস-ক্লৈব্য বলা যায়। কটু, অম্ল, উষ্ণ, লবণ অতিমাত্র সেবন করাতে সৌম্য ধাতুর ক্ষয় হয়, তাহাতে আর একপ্রকার ক্লৈব্য হইয়া থাকে। আবার অতিব্যবায়শীল ব্যক্তি বাজীকরণ-ক্রিয়ারত না হইলে শুক্রক্ষয়-হেতুক ধ্বজভঙ্গ প্রাপ্ত হয়। আবার উৎকট মেঢ্ররোগ বা মর্ম্মস্থানের ছেদ বশতঃ পুংস্ত্ব নষ্ট হওয়াতে চতুর্থ প্রকার ক্লৈব্য হয়। যে ব্যক্তি জন্ম হইতে ক্লীব, তাহার সেই ক্লৈব্যকে সহজাত ক্লৈব্য বলা যায়। বলবান্ ব্যক্তির মনের স্থৈর্য্য বা ব্রহ্মচর্য্য বশতঃ ষষ্ঠ প্রকার ক্লৈব্য রোগ হইয়া থাকে, ইহা শুক্রের অচলতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। সহজ ক্লৈব্য অসাধ্য আর মর্ম্মচ্ছেদজ ক্লৈব্যও অসাধ্য। অন্যান্য ক্লৈব্য সাধ্য। তাহাদের চিকিৎসা করিতে হইলে, যে কারণে তাহারা উৎপন্ন, সেই কারণের বিপর্য্যয় করা উচিত। অনন্তর বাজীকরণ-বিধি বলিতেছি।২। তিল, মাষ, ভূমি-কুষ্মাণ্ড ও শালি এই সমূহের চূর্ণ পৌণ্ড্রক ইক্ষুর রসে আর্দ্র ও সৈন্ধবের সহিত মর্দ্দিত করিবে। অনন্তর বরাহ-মেদের সহিত সংযুক্ত করিয়া ঘৃতের সহিত উৎকারিকা পাক করিবে। এই উৎকারিকা ভক্ষণ করিয়া পুরুষ প্রমদা-শত গমন করিতে পারে।৩। ছাগাণ্ডের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধে তিল সকল বহুবার ভাবনা দিবে। অনন্তর ঐ সকল তিলে শষ্কুলী নির্ম্মাণ করিয়া শিশুমারের বসার সহিত পাক করিবে। এই সকল শষ্কুলী ভক্ষণ করিলে পুরুষ অক্লান্তের ন্যায় স্ত্রীশত গমন করিতে পারে।৪। পিপ্পলী ও লবণ-যুক্ত ছাগাণ্ড দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে পুরুষ প্রমদাশত গমন করিতে পারে।৫। পিপুল, মাষ ও শালিতণ্ডুলের চূর্ণ, তথা যব ও গোধূমের চূর্ণ সমান সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পূপালিকা করিয়া ঘৃতে পাক

তাং ভক্ষয়িত্বা পীত্বা তু শর্করামধুরং পয়ঃ।
নরশ্চটকবদ্গচ্ছেদ্দশ বারান্ নিরন্তরম্ ॥ ৬
চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
সর্পির্মধুযুতং লীঢ্বা দশ স্ত্রীরধিগচ্ছতি ॥ ৭
এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
শর্করামধুসর্পির্ভির্যুক্তং লিঢ্বা পয়ঃ পিবেৎ ॥
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতি ॥ ৮
পিপ্পলীলবণোপেতে বস্তাণ্ডে ঘৃতসাধিতে।
শিশুমারস্য বা খাদেৎ তে তু বাজীকরে ভৃশম্ ॥
কুলীরকূর্ম্মনক্রাণামণ্ডান্যেবন্তু ভক্ষয়েৎ।
মহিষর্ষভবস্তানাং পিবেচ্ছুক্রাণি বা নরঃ ॥ ৯
অশ্বত্থফলমূলত্বক্-শুঙ্গাসিদ্ধং পয়ো নরঃ।
পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি ॥ ১০
বিদারিমূলকল্কন্তু ঘৃতেন পয়সা নরঃ।
উডুম্বরসমং পীত্বা বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ ১১
মাষাণাং পলমেকন্তু সংযুক্তং ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
অবলিহ্য পয়ঃ পীত্বা তেন বাজীভবেন্নরঃ ॥ ১২
ক্ষীরপক্কাংস্তু গোধূমানাত্মগুপ্তাফলৈঃ সহ।
শীতান্ ঘৃতযুতান্ খাদেৎ ততঃ পশ্চাৎ পয়ঃ পিবেৎ ॥ ১৩
নক্রমূষিকমণ্ডুক-চটকাণ্ডকৃতং ঘৃতম্।
পাদাভ্যঙ্গেন কুরুতে বলং ভূমিন্তু ন স্পৃশেৎ ॥

করিবে। এই পূপালিকা সেবন করিয়া শর্করা-মধুর দুগ্ধ পান করিলে মানুষ চটকের ন্যায় নিরন্তর দশবার স্ত্রীগমন করিতে পারে। ৬। ভূমিকুষ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরসে ভাবনা দিবে। ইহা ঘৃত ও মধুযোগে লেহন করিলে পুরুষ দশস্ত্রী গমন করিতে পারে। ৭। এইরূপ আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া শর্করা, মধু ও ঘৃতের সহিত লেহনপূর্ব্বক দুগ্ধ অনুপান করিলে অশীতি বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিও যুবার ন্যায় হৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮। পিপ্পলী ও লবণযোগে ছাগাণ্ড বা শিশুমারের অণ্ড ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে উত্তম বাজীকরণ হয়। এইরূপে কুলীরক, কূর্ম্ম ও নক্রের অণ্ডও সেবন করিতে হয়। অথবা মানুষ মহিষ, ঋষভ ও ছাগের শুক্র পান করিবে। ৯। অশ্বত্থের ফল মূল ত্বক্ ও শুঙ্গার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ শর্করা ও মধুর সহিত পান করিলে পুরুষ চটকের ন্যায় হৃষ্ট হয়। ১০। ভূমিকুষ্মাণ্ডের কল্ক ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে বৃদ্ধও তরুণবৎ হয়। ১১। এক পল মাষকলায় মধু ও ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া অবলেহন ও দুগ্ধ অনুপান করিলে পুরুষ ঘোটকের ন্যায় বলবান্ হয়। ১২। গোধূম সকল আলকুশী-ফলের সহিত দুগ্ধপক্ক করিয়া শীতল হইলে সেবন করিবে এবং পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিবে। ১৩। নক্র, মূষিক ও চটকের অণ্ড ঘৃত পাক করিয়া পাদে অভ্যঙ্গ করিলে বল হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থায় ভূমি স্পর্শ করিতে নাই। যতক্ষণ ভূমি

যাবৎ স্পৃশতি নো ভূমিং তাবদ্গচ্ছেন্নিরন্তরম্ ॥ ১৪
স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োঃ ফলচূর্ণং সশর্করম্
ধারোষ্ণেন নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৫
উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমিষ্যতে ॥ ১৬
শতাবর্য্যুচ্চটামূলং পেয়মেবং বলার্থিনা।
স্বয়ংগুপ্তাফলৈর্যুক্তং মাষসূপং পিবেন্নরঃ ॥ ১৭
গুপ্তাফলং গোক্ষুরকাচ্চ বীজং তথোচ্চটাং গোপয়সা বিপাচ্য
খজাহতং শর্করয়া চ যুক্তং পীত্বা নরো হৃষ্যতি সর্ব্বরাত্রম্ ॥ ১৮
মাষান্ বিদারীমপি সোচ্চটাঞ্চ ক্ষীরে গবাং ক্ষৌদ্রঘৃতোপপন্নাম্
পীত্বা নরঃ শর্করয়া সুযুক্তাং কুলিঙ্গবদ্ধৃষ্যতি সর্ব্বরাত্রম্ ॥ ১৯
গৃষ্টীনাং বৃদ্ধবৎসানাং মাষপর্ণভৃতাং গবাম্।
যৎ ক্ষীরং তৎ প্রশংসন্তি বলকামেষু জন্তুষু ॥
ক্ষীরমাংসগণঃ সর্ব্বঃ কাকোল্যাদিশ্চ পূজিতঃ।
বাজীকরণহেতোর্হি তস্মাৎ তৎ তু প্রযোজয়েৎ ॥
এতে বাজীকরা যোগাঃ প্রীত্যপত্যবলপ্রদাঃ।
সেব্যা বিশুদ্ধোপচিতদেহৈঃ কালাদ্যপেক্ষয়া ॥ ২০
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে ক্ষীণবলীয়-বাজীকরণচিকিৎসিতং নাম ষড্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

স্পর্শ না করিবে, ততক্ষণ নিরন্তর স্ত্রীগমন করিতে পারিবে। ১৪। আলকুশী ও কোকিলাক্ষের ফলের চূর্ণ শর্করাযুক্ত ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কখনই শুক্রক্ষয় হয় না। ১৫। উচ্চটার ("উচ্চটা—শ্বেত দূর্ব্বারিকা—স্বল্পবিটপ বৃক্ষ, প্রায়ই নদীতীরে দৃষ্ট হয়"।) মূলের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও উত্তম বল হয়। [উচ্চটা আমলকী, নতু "ভুই আমলা" ইতি চক্রদত্তে শিবদাস। কিন্তু ডল্বন যে অর্থ করিলেন, তাহাতে এস্থলে আমলকী বোধ হয় না। পর-প্রকরণে উচ্চটামূলের উল্লেখ আছে] ১৬। বলার্থী ব্যক্তি এইরূপে শতমূলী ও উচ্চটার মূল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। আর নিরন্তর আলকুশী-ফলের সহিত মাষসূপ পান করিবে। ১৭। আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ ও উচ্চটামূলের চূর্ণ গোদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া খলে পিষিয়া শর্করার সহিত পান করিলে মানুষ সর্ব্বরাত্র (সপ্তরাত্র ইতি পাঠান্তর) হৃষ্ট থাকে। ১৮। মাষ, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও উচ্চটামূল গোদুগ্ধে পাক করিয়া মধু, ঘৃত ও শর্করার সহিত পান করিলে মানুষ চটকের ন্যায় সর্ব্বরাত্র (সপ্তরাত্র ইতি পাঠান্তর) হৃষ্ট হইতে পারে। ১৯। প্রথম-প্রসূত গাভীর বৎসের বয়স এক বৎসর হইলে সেই গাভীকে মাষপর্ণী খাওয়াইয়া পুষ্ট করিতে হয়। এই গাভীর দুগ্ধ পান করিলে পুরুষের বল হইয়া থাকে। বাজীকরণজন্য দুগ্ধ ও মাংস গণ এবং কাকোল্যাদি গণ সেবন করা প্রশস্ত এইজন্য এ সকল প্রয়োগ করিবে। এই সকল বাজীকরণ যোগ প্রীতি, অপত্য ও বল প্রদান করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ দেহে যথাকালে ঐ সকল সেবন করিতে হয়। ২০

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বোপঘাতশমনীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা মনুষ্যস্য রসায়নম্।
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞ স্নিগ্ধশুদ্ধতনোঃ সদা॥
নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবাহিতঃ॥ ২
শরীরস্যোপঘাতা যে দোষজা মানসাস্তথা।
উপদিষ্টাঃ প্রদেশেষু তেষাং বক্ষ্যামি বারণম্॥ ৩
শীতোদকং পয়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্পিরিত্যেকশো দ্বিশঃ।
ত্রিশঃ সমস্তমথবা প্রাক্ পীতং স্থাপয়েদ্বয়ঃ॥ ৪

তত্র বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণমাহৃত্য যষ্টীমধুযুক্তং যথাবলং শীততোয়েনোপযুঞ্জীত, শীততোয়ঞ্চানু পিবেৎ, এবমহরহর্ম্মাসম্; তদেবং মধুযুক্তং ভল্লাতককাথেন বা, মধুদ্রাক্ষাকাথযুক্তং বা, মধ্বামলকরসাভ্যাং বা, গুড়ুচীকাথেন বা। এবমেতে পঞ্চ প্রয়োগা ভবন্তি। জীর্ণে মুদ্গামলকযূষেণালবণেনাল্পস্নেহেন ঘৃতবন্তমোদনমশ্নীয়াৎ। এতে খল্বর্শাংসি ক্ষপয়ন্তি, কৃমীনুপঘ্নন্তি, গ্রহণধারণশক্তিং জনয়ন্তি, মাসে মাসে প্রয়োগে বর্ষশতমায়ুষোঽভিবৃদ্ধির্ভবতি॥ ৫

বিড়ঙ্গতণ্ডুলানাং দ্রোণং পিষ্টপচনে পিষ্টবচ্চুৎস্বেদ্য বিগতকষায়ং স্বিন্নমবতার্য্য দৃষদি পিষ্টমায়সে দৃঢ়ে কুম্ভে মধূদকোত্তরং প্রাবৃষি ভস্মরাশাবন্তর্গৃহে চতুরো মাসান্ নিদধ্যাৎ, বর্ষাভিগমে চোদ্ধৃত্যোপসংস্কৃতশরীরঃ সহস্রসম্পাতাভিহুতং কৃত্বা প্রাতঃপ্রাতর্যথাবলমুপযুঞ্জীত। জীর্ণে মুদ্গামলকযূষেণালবণেনাল্পস্নেহেন ঘৃতবন্তমোদনমশ্নীয়াৎ, পাংশুশয্যায়াং শয়ীত, তস্য মাসাদূর্দ্ধং সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ কৃময়ো নিষ্ক্রামন্তি, তাননুতৈলেনাভ্যক্তস্য বংশবিদলেনাপহরেৎ। দ্বিতীয়ে পিপীলিকাস্তৃতীয়ে যূকাস্তথৈবাপহরেৎ। চতুর্থে দন্তনখরোমাণ্যবশীর্য্যন্তে। পঞ্চমে প্রশস্তগুণলক্ষণানি জায়ন্তে;—অমানুষঞ্চাদিত্যপ্রকাশং বপুরধিগচ্ছতি, দূরাচ্ছ্রবণানি দর্শনানি চাস্য ভবন্তি, রজস্তমসী চাপোহ্য সত্ত্বমধিতিষ্ঠতি। শ্রুতিনিগাদ্যপূর্ব্বোৎপাদী গজবলোঽশ্বজবঃ পুনর্যুবাষ্টৌ বর্ষশতান্যায়ুরবাপ্নোতি। তস্যানুতৈলমভ্যঙ্গার্থে, অজকর্ণকষায়মুৎসাদনার্থে সোশীরং, কূপোদকং স্নানার্থে, চন্দনমুপলেপনার্থে; ভল্লাতকবিধানবদাহারঃ পরিহারশ্চ॥ ৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সর্ব্বোপঘাতশমনীয় রসায়ন।

অনন্তর আমরা সর্ব্বোপঘাতশমনীয় রসায়ন ব্যাখ্যা করিব। ১। প্রথম বা মধ্য বয়সে রসায়ন সেবন করা যায়। রসায়ন সেবন করিতে হইলে স্নিগ্ধ ও শুদ্ধ হইতে হয়। অশুদ্ধ-শরীরে রসায়ন সেবন করিতে নাই। কেননা মলিন বস্ত্রে রং ধরে না। ২। বায়ু-পিত্ত-কফের বিকৃতি হইতে যে সকল শারীরিক উপঘাত (বিঘ্ন) হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ মানসিক উপঘাতসমূহও বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ সকল উপঘাতের নিবারণ-উপায় ও ঔষধ সকল বলিতেছি। ৩। শীতল জল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত ইহাদের এক একটী, বা দুই দুইটী, বা তিন তিনটী, বা সমস্ত একত্র পীত হইলে বয়ঃস্থাপক হয়। ৪। তন্মধ্যে বিড়ঙ্গ-তণ্ডুলের চূর্ণ আহরণ করিয়া যষ্টীমধুর সহিত যথাবল শীতল জলের সহিত পান করিবে এবং পরে শীতল জল আবার পান করিবে। এইরূপে অহরহঃ এক মাস সেবন করিবে। অথবা ঐ বিড়ঙ্গ-চূর্ণই মধুযোগে ভল্লাতক-কাথের সহিত বা মধু ও দ্রাক্ষা-কাথের সহিত বা মধু ও আমলকী-রসের সহিত বা গোলঞ্চ-কাথের সহিত পান করিবে। এইরূপে পাঁচ প্রকার প্রয়োগ হইতেছে। এই সকল প্রয়োগ জীর্ণ হইলে আমলকযুক্ত মুদ্গযূষের সহিত অলবণ, অল্পস্নেহযুক্ত ও বহুঘৃতযুক্ত অন্ন আহার করিবে। এই সকল যোগ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শ নষ্ট হয়, কৃমি সকল নষ্ট হয়, গ্রহণ ও ধারণা-শক্তি জন্মিয়া থাকে। এক একমাস প্রয়োগ করিলে এক একশত করিয়া আয়ুবৃদ্ধি হয়। ৫। বিড়ঙ্গতণ্ডুল একদ্রোণ পিষ্টক-পাক-পাত্রে পিষ্টকের ন্যায় উৎস্বিন্ন করিবে। পরে উহার কষায় অপগত হইলে স্বিন্ন করিয়া নামাইবে। পরে প্রস্তরে পেষণ করিয়া লৌহময় দৃঢ় কুম্ভে মধু ও বিড়ঙ্গ-কাথের সহিত প্রাবৃটকালে ভস্মরাশির অন্তরালে গৃহের মধ্যে রাখিবে। চারিমাস এইরূপে স্থাপন করিবে। বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইলে উদ্ধার করিয়া শুদ্ধ শরীরে সহস্রবার ইষ্টমন্ত্র জপপূর্ব্বক প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবল সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে মুদ্গযুক্ত আমলকযূষের সহিত অলবণ অল্পস্নেহ বহুঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ধূলিশয্যায় শয়ন করিবে। একমাসের পর সর্ব্বাঙ্গ হইতে কৃমি সকল নিষ্ক্রান্ত হইবে। শরীর অনুতৈলে অভ্যক্ত করিয়া ঐ সকল কৃমি বাঁশের চেওয়াড়ী দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। দ্বিতীয় মাসে পিপীলিকা সকল তুলিয়া ফেলিতে হয়। তৃতীয় মাসে যূক সকল তুলিয়া ফেলিতে হয়। চতুর্থ মাসে দন্ত, নখ ও লোম সকল বিশীর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু পঞ্চম মাসে প্রশস্ত গুণ ও লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়। শরীর অমানুষ ও সূর্য্যসদৃশ হয়। দূর হইতে শ্রবণ ও দর্শনশক্তি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। রজঃ ও তমোগুণ তিরোহিত হইয়া সত্ত্বগুণ অধিষ্ঠিত হয়। মানুষ বেদভাষী হয়, অপূর্ব্ব ব্যাপার সকল উৎপাদন করিয়া থাকে, গজের ন্যায় বলবান্ ও অশ্বের ন্যায় বেগবান্ হয়, পুনর্ব্বার যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং অষ্টশত বৎসর আয়ুঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্যক্তির অভ্যঙ্গার্থে অনুতৈল, উৎসাদনার্থে উশী ও অজকর্ণের কষায়, স্নানার্থে কূপোদক, অনুলেপনার্থে রক্তচন্দন বা শ্বেতচন্দন এবং আহার ও পরিহার ভল্লাতকবিধির ন্যায় হওয়া আবশ্যক। ৬। উক্ত বিড়ঙ্গকল্পের ন্যায় গাম্ভারী-

কার্শ্বর্য্যাণাং নিষ্কুলীকৃতানামেষ এব কল্পঃ পাংশুশয্যা-ভোজনবর্জ্জ্যম্। অত্র হি পয়সা শৃতেন ভোক্তব্যম্। আশিষশ্চ পূর্ব্বেণ সমানাঃ। শোণিতপিত্তনিমিত্তেষু বিকারেষ্বেতেষামুপযোগঃ॥ ৭

যথোক্তমাগারং প্রবিশ্য বলামূলার্দ্ধপলং পলং বা পয়সালোড্য পিবেৎ। জীর্ণে পয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং দ্বাদশরাত্রমুপযুজ্য দ্বাদশ বর্ষাণি বয়স্তিষ্ঠতি। এবং দিবসশতমুপযুজ্য বর্ষশতং বয়স্তিষ্ঠতি। এবমেবাতিবলানাগবলাবিদারী-শতাবরীণামুপযোগঃ। বিশেষতস্ত্বতিবলামুদকেন, নাগবলাচূর্ণং মধুনা, বিদারীচূর্ণং বা ক্ষীরেণ শতাবরীমপ্যেবম্। পূর্ব্বেণাস্তং সমানমাশিষশ্চ সমাঃ। এতাস্তোষধয়ো বলকামানাং শোণিতং চ্ছর্দ্দয়তাং বিরিচ্যমানানাঞ্চোপদিশ্যন্তে॥ ৮

বারাহীমূলতুলাচূর্ণং কৃত্বা ততো মাত্রাং মধুযুক্তাং পয়সালোড্য পিবেৎ। জীর্ণে পয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। প্রতিষেধোঽত্র পূর্ব্ববৎ। ক্রিয়াপ্রয়োগমুপসেবমানো বর্ষশতমায়ুরবাপ্নোতি স্ত্রীষু চাক্ষয়তাম্। এতেনৈব চূর্ণেন পয়োঽবচূর্ণ্য শৃতশীতমভিমথ্যাজ্যমুৎপাদ্য মধুযুতমুপযুঞ্জীত সায়ংপ্রাতঃ, এককালং বা। জীর্ণে পয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং মাসমুপযুজ্য বর্ষশতমায়ুর্ভবতি। জীর্ণে পয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ॥ ৯

চক্ষুঃকামঃ প্রাণকামো বা বীজকসারাগ্নিমন্থমূলং নিঃক্বাথ্য মাষপ্রস্থং সাধয়েৎ। তস্মিন্ সিধ্যতি চিত্রকমূলানামক্ষমাত্রং কল্কং দদ্যাদামলকরসচতুর্থভাগম্। ততঃ স্বিন্নমবতার্য্য সহস্রসম্পাতাভিহুতং কৃত্বা শীতীভূতং মধুসর্পির্ভ্যাং সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত যথাবলম্। লবণং পরিহরন্ ভক্ষয়েৎ। জীর্ণে মুদ্গামলকযূষেণালবণেন ঘৃতবন্তমোদনমশ্নীয়াৎ পয়সা বা। মাসত্রয়মেবমাভ্যাং প্রয়োগাভ্যাং চক্ষুঃ সৌপর্ণবদ্ভবতি, অনল্পবলো বলবান্ স্ত্রীষু চাক্ষয়ো বর্ষশতায়ুর্ভবতীতি॥ ১০

ভবতি চাত্র।

পয়সা সহ সিদ্ধানি নরঃ শণফলানি যঃ।
ভক্ষয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং বয়স্তস্য ন জীর্য্যতে॥ ১১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে সর্ব্বোপশমনীয়ং-রসায়নং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

ফলের শাঁস লইয়াও কল্প কল্পনা করা যায়। কিন্তু বিড়ঙ্গকল্পের ন্যায় ধূলিশয্যা ও ভোজন পরিগ্রহ করিতে হয় না। এস্থলে আহার দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিতে হয়। গুণ সকল বিড়ঙ্গকল্পের সমানই হয়। রক্তপিত্তনিমিত্ত রোগসমূহেই এই সকল কল্পের প্রয়োগ হয়। ৭। পূর্ব্বে যেরূপ গৃহের বিষয় বলা হইয়াছে, সেইরূপ গৃহে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধপল বা একপল বলামূলচূর্ণ দুগ্ধে, আলোড়ন করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ঘৃত ও অন্ন আহার করিবে। এইরূপে দ্বাদশরাত্র বলামূল সেবন করিলে দ্বাদশ বৎসর বয়স স্থাপিত হয়। এইরূপে শত দিবস সেবন করিলে শত বর্ষ বয়স স্থাপিত হয়। এইরূপে অতিবলা, নাগবলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলীর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অতিবলা জলের সহিত, নাগবলাচূর্ণ মধুর সহিত, বিদারীচূর্ণ দুগ্ধের সহিত এবং শতাবরী দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে হয়। গুণ সকল সমানই হইয়া থাকে। আর এই সকল ঔষধ বললিপ্সু, রক্তবমনকারী ও বিরিচ্যমান ব্যক্তিদিগের উপযোগী। ৮। বারাহীমূলের চূর্ণ সাড়ে বার সের করিয়া রাখিবে এবং প্রতিদিন মাত্রানুসারে, মধুযুক্ত ও দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন আহার করিবে। এস্থলে আহারাদির প্রতিষেধ পূর্ব্ববৎ। এই যোগ সেবন করিলে বর্ষশত আয়ুঃ হইয়া থাকে এবং অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গেও শুক্রের ক্ষীণতা হয় না। আবার এই চূর্ণই দুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া জ্বাল দিবে। শীতল হইলে মন্থন করিয়া ঘৃত উদ্ধার করিবে। এই ঘৃত মধুযোগে প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে কিংবা কেবল একবেলা ভোজন করিবে। জীর্ণ হইলে আহার দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন। এইরূপে একমাস সেবন করিলে বর্ষশত আয়ু হইয়া থাকে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ঘৃত ও অন্ন আহার করিতে হয়। ৯। মানুষ দৃষ্টিশক্তি বা আয়ুর বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে একপল বীজকসার ও গণিয়ারী-মূল এক আঢ়ক জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই জলে ষোড়শ পল মাষকলায় সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার সময় চিতার মূলের কল্ক দুই তোলা ও আমলক-রস মাষকলায়ের চতুর্থ ভাগ ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর মাষকলায় সিদ্ধ হইলে পর নামাইয়া শীতল হইলে সহস্র ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া মধু-ঘৃত-যোগে যথাবল সেবন করিবে। আর লবণ পরিহার করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে আমলক-সিদ্ধ মুদ্গযূষের সহিত অলবণ বহুঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। অথবা দুগ্ধের সহিত মাষত্রয় অন্ন ভোজন করিবে। এই দুই যোগ সেবন করিলে চক্ষু গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ হয়, বল প্রভূত হয়, স্ত্রীগমনে অতিশয় শক্তি হয় এবং বর্ষশত আয়ু হইয়া থাকে। ১০। এইস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—যে ব্যক্তি দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ শণ-ফল সকল দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করে, তাহার বয়স কখন গলিত হয় না। ১১

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মেধায়ুষ্কামীয়ং রসায়নং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

মেধায়ুঃকামঃ শ্বেতাবল্গুজফলান্যাতপপরিশুষ্কাণ্যাদায় সূক্ষ্মচূর্ণানি কৃত্বা গুড়েন সহ সমালোড্য স্নেহকুম্ভে সপ্তরাত্রং ধান্যরাশৌ নিদধ্যাৎ। সপ্তরাত্রাদুদ্ধৃত্য হৃতদোষস্য যথাবলং পিণ্ডং প্রযচ্ছেদনুদিতে সূর্য্যে, উষ্ণোদকঞ্চানুপিবেৎ। ভল্লাতকবিধানবচ্চাগারপ্রবেশঃ। জীর্ণৌষধশ্চাপরাহ্ণে হিমাভিরদ্ভিঃ পরিষিক্তগাত্রঃ শালীনাং ষষ্টিকানাঞ্চ পয়সা শর্করামধুরেণৌদনমশ্নীয়াৎ। এবং ষণ্মাসানুপযুজ্য বিগতপাপ্মা বলবর্ণোপেতঃ শ্রুতিনিগাদী স্মৃতিমানরোগী বর্ষশতায়ুর্ভবতি। কুষ্ঠিনং পাণ্ডুরোগিণমুদরিণং বা কৃষ্ণায়া গোর্মূত্রেণালোড্যার্দ্ধপলিকং পিণ্ডং বিগতলৌহিত্যে সবিতরি পায়য়েত, পরাহ্ণে চালবণেনামলকযূষেণ সর্পিষ্মন্তমোদনমশ্নীয়াৎ। এবং মাসমুপযুজ্য স্মৃতিমানরোগো বর্ষশতায়ুর্ভবতি। এষ এবোপযোগশ্চিত্রমূলানাং, রজন্যাং চিত্রকমূলে বিশেষো দ্বিপলিকং পিণ্ডং পরং প্রমাণম্। শেষং পূর্ব্ববৎ ॥ ২

হৃতদোষ এব প্রতিসংসৃষ্টভক্তো যথাক্রমমাগারং প্রবিশ্য মণ্ডূকপর্ণীস্বরসমাদায় সহস্রসম্পাতাভিহুতং কৃত্বা যথাবলং পয়সালোড্য পিবেৎ পয়োঽনুপানং বা। তস্মাৎ জীর্ণায়াং যবান্নং পয়সোপযুঞ্জীত তিলৈর্বা সহ ভক্ষয়িত্বা ত্রীন্ মাসান্ পয়োঽনুপানম্; জীর্ণে পয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবমুপযুঞ্জানো ব্রহ্মবর্চ্চসী শ্রুতনিগাদী ভবতি, বর্ষশতমায়ুরবাপ্নোতি। ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চ ত্রিরাত্রমেনাং ভক্ষয়েৎ। ত্রিরাত্রাদূর্দ্ধং পয়ঃ সর্পিরিতি চোপযুঞ্জীত। বিল্বমাত্রং পিণ্ডং বা পয়সালোড্য পিবেৎ। এবং দশরাত্রমুপযুজ্য মেধাবী বর্ষশতায়ুর্ভবতি ॥ ৩

হৃতদোষ এবাগারং প্রবিশ্য প্রতিসংসৃষ্টভক্তো ব্রাহ্মীস্বরসমাদায় সহস্রসম্পাতাভিহুতং কৃত্বা যথাবলমুপযুঞ্জীত। জীর্ণে ঔষধশ্চাপরাহ্ণে যবাগূমলবণাং পিবেৎ, ক্ষীরসাত্ম্যো বা পয়সা ভুঞ্জীত। এবং সপ্তরাত্রমুপযুজ্য ব্রহ্মবর্চ্চসী মেধাবী ভবতি। দ্বিতীয়ং সপ্তরাত্রমুপযুজ্য গ্রন্থমীপ্সিতমুৎপাদয়তি, নষ্টঞ্চাস্য প্রাদুর্ভবতি। তৃতীয়ং সপ্তরাত্রমুপযুজ্য দ্বিরুচ্চারিতং শতমপ্যবধারয়তি। এবমেকবিংশতিরাত্রমুপযুজ্যালক্ষ্মীরপক্রামতি, মূর্ত্তিমতী চৈনং বাগদেব্যনুপ্রবিশতি, সর্ব্বাশ্চৈনং শ্রুতয় উপতিষ্ঠন্তি। শ্রুতধরঃ পঞ্চবর্ষশতায়ুর্ভবতি ॥ ৪

ব্রাহ্মীস্বরসপ্রস্থদ্বয়ে ঘৃতপ্রস্থং, বিড়ঙ্গতণ্ডুলানাং কুড়বং,

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

মেধায়ুষ্কামীয় রসায়ন।

অনন্তর আমরা মেধায়ুষ্কামীয় রসায়ন-চিকিৎসা বর্ণন করিব। ১। যে ব্যক্তি মেধা ও আয়ুঃ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি আতপশুষ্ক শ্বেত-সোমরাজী-বীজ সকল সংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে এবং গুড়ের সহিত সমালোড়িত করিয়া স্নেহভাবিত কুম্ভে সপ্তরাত্র ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। সপ্তরাত্রের পর উদ্ধার করিয়া, বিশুদ্ধ-শরীরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যথাবল সেবন করিবে এবং উষ্ণোদক অনুপান করিবে। এই রসায়নসেবনকালে ভল্লাতক-বিধানে গৃহপ্রবেশ করিতে হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে, অপরাহ্ণে হিমজলে পরিসিক্ত হইয়া, শালি বা ষষ্টিকের অন্ন শর্করামধুর দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। এইরূপে ছয় মাস সেবন করিলে, মানুষ বিগতপাপ, বলবর্ণযুক্ত, বেদালাপী, স্মৃতিমান্ ও অরোগী হইয়া, বর্ষশত আয়ু লাভ করে। কুষ্ঠী, পাণ্ডুরোগী বা উদর-রোগীকে কৃষ্ণ-সোমরাজীবীজ গোমূত্রে আলোড়িত করিয়া, অর্দ্ধপল পরিমাণে, সূর্য্যের অরুণভাব অপগত হইবার পর পান করাইবে। আর অপরাহ্ণে আমলক-যূষের সহিত অলবণ বহুঘৃতযুক্ত অন্ন সেবন করাইবে। এইরূপে এক মাস সেবন করিলে, স্মৃতিমান্, অরোগী এবং শতবর্ষায়ুঃ হওয়া যায়। চিত্রকমূল-সেবনেরও এই বিধি। বিশেষ এই যে, হরিদ্রা ও চিত্রকমূলের উচ্চ পরিমাণ দুই পল। অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্ববৎ [টীকাকার-মতে এস্থলে কৃষ্ণপুষ্প চিতার মূল গ্রাহ্য]। ২। বিশুদ্ধ-দেহে অভুক্ত অবস্থায় যথানিয়মে গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস, সহস্রবার ইন্দ্রমন্ত্র জপ করিয়া, দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া যথাবল পান করিবে এবং দুগ্ধ অনুপান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, দুগ্ধের সহিত যবান্ন ভোজন করিবে। অথবা তিন মাস তিলের সহিত ঔষধ ভোজন করিবে এবং দুগ্ধ অনুপান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন আহার করিবে। এইরূপে সেবন করিলে ব্রহ্মতেজা ও বেদালাপী হইয়া, বর্ষশত আয়ু লাভ করা যায়। এই রসায়ন ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া, ত্রিরাত্র সেবন করিতে হয়। ত্রিরাত্রের পর দুগ্ধ ঘৃতও সেবন করিবে। অথবা মণ্ডূকপর্ণীর বিল্ব পরিমিত (একপল) কল্ক দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। দশরাত্র এইরূপ পান করিলে, শতবর্ষ আয়ুঃ হয়। ৩। শুদ্ধদেহে কুটীপ্রবেশপূর্ব্বক অভুক্ত অবস্থায় ব্রাহ্মীর স্বরস গ্রহণ করিয়া, সহস্রবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া, যথাবল সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে অপরাহ্ণে অলবণ যবাগূ পান করিবে। দুগ্ধ সাত্ম্য হইলে, দুগ্ধ ভোজন করিবে। এইরূপে সপ্তরাত্র সেবন করিলে, ব্রহ্মতেজা ও মেধাবী হওয়া যায়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে, ইচ্ছানুরূপ গ্রন্থ লিখিতে পারা যায় এবং নষ্টস্মৃতির পুনরুদ্ধার হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে, দুই বার উচ্চারণে একশত কথা পর্য্যন্ত মনে রাখা যায়। এইরূপ একুশ দিন সেবন করিলে অলক্ষ্মী দূর হয়, আর বাগ্দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া ইহাতে আবির্ভূতা হন। আর সমস্ত শ্রুতি ইহার আয়ত্ত হইয়া থাকে। এ ব্যক্তি শ্রুতধর হইয়া পঞ্চশতবর্ষ আয়ু লাভ করিয়া থাকে। ৪। ব্রাহ্মীর স্বরস দুই প্রস্থ

দ্বে দ্বে পলে বচাত্রিবৃতয়োঃ, দ্বাদশ হরীতক্যামলকবিভীতকানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টান্যাবাপ্যোৎকথ্যং সাধয়িত্বা স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্ববিধানেন মাত্রাং যথাবলমুপযুঞ্জীত। জীর্ণে পয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এতেনোর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ক্রিময়ো নিষ্ক্রামন্তি, অলক্ষ্মীরপক্রামতি, পুষ্করকর্ণঃ স্থিরবয়াঃ শ্রুতনিগাদী ত্রিবর্ষশতায়ুর্ভবতি। এতদেব কুষ্ঠবিষমজ্বরাপস্মারোন্মাদবিষভূতগ্রহেষন্যেষু চ মহাব্যাধিষু চ সংশোধনমাদিশন্তি ॥ ৫ ॥

হৃতদোষ এব'গারং প্রবিশ্য হৈমবত্যা বচায়াঃ পিণ্ডমামলকমাত্রমভিহুতং পয়সালোড্য পিবেৎ। জীর্ণে পয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং দ্বাদশরাত্রমুপযুঞ্জীত। ততোঽস্য শ্রোত্রং বিব্রিয়তে। দ্বিরভ্যাসাৎ স্মৃতিমান্ ভবতি। ত্রিরভ্যাসাচ্ছ্রুতমাদত্তে। চতুর্দ্দশরাত্রমুপযুজ্য সর্ব্বং তরতি কিল্বিষং, তার্ক্ষ্যদর্শনমুৎপদ্যতে, শতায়ুশ্চ ভবতি। দ্বে দ্বে পলে ইতরস্যা বচায়া নিঃকাথ্য পিবেৎ পয়সা। সমানং ভোজনং, সমাঃ পূর্ব্বেণাশিষশ্চ ॥ ৬

বচাশতপাকং বা সর্পির্দ্রোণমুপযুজ্য পঞ্চবর্ষশতায়ুর্ভবতি, গলগণ্ডাপচীশ্লীপদস্বরভেদাংশ্চাপহন্তীতি ॥ ৭

অথায়ুষ্কামীয়ং বক্ষ্যামঃ ॥ ৮

মন্ত্রৌষধসমাযুক্তং সংবৎসরফলপ্রদম্।
"বিল্বস্য চূর্ণং পুষ্পে তু হুতং বারান্ সহস্রশঃ ॥"
শ্রীসূক্তেন নরঃ কল্যে সম্ভূর্ণং দিনে দিনে।
সর্পির্মধুযুতং লিহ্যাদলক্ষ্মীনাশনং পরম্ ॥
ত্বচং বিল্বস্য মূলস্য মূলকাথং দিনে দিনে।
প্রাশ্নীয়াৎ পয়সা সার্দ্ধং স্নাত্বা হুত্বা সমাহিতঃ
দশসাহস্রমায়ুষ্যং স্মৃতং যুক্তরথং ভবেৎ ॥ ৯
হুত্বা বিসানাং কাথন্তু মধুলাজৈশ্চ সংযুতম্।
অমোঘং শতসাহস্রং যুক্তং যুক্তরথং স্মৃতম্ ॥
সুবর্ণপদ্মবীজানি মধুলাজাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ।
গব্যেন পয়সা পীতমলক্ষ্মীং প্রতিষেধয়েৎ ॥ ১০
নীলোৎপলদলকাথো গব্যেন পয়সা শৃতঃ।
সসুবর্ণতিলৈঃ সার্দ্ধমলক্ষ্মীনাশনঃ স্মৃতঃ ॥ ১২
গব্যং পয়ঃ সুবর্ণঞ্চ মধূচ্ছিষ্টঞ্চ মাক্ষিকম্।
পীতং শতসহস্রাভিহুতং যুক্তরথং স্মৃতম্ ॥ ১৩
বচাঘৃতসুবর্ণঞ্চ বিল্বচূর্ণমিতি ত্রয়ম্।
মেধ্যমায়ুষ্যমারোগ্যপুষ্টিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৪
বাসামূলতুলাকাথে তৈলমাবাপ্য সাধিতম্।
হুত্বা সহস্রমশ্নীয়াৎ মেধ্যমায়ুষ্যমুচ্যতে ॥ ১৫
যাবকাংস্তাবকান ভক্ষেদভিভূয় যবাংস্তথা।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তান্ শিক্ষাচরণবদ্ভবেৎ ॥ ১৬

(আট সের), ঘৃত এক প্রস্থ, বিড়ঙ্গতণ্ডুল এক কুড়ব, বচ ও ত্রিবৃৎ দুই দুই পল এবং হরীতকী, আমলকী ও বিভীতকী প্রত্যেকে বারটী সূক্ষ্ম পিষ্ট করিয়া একত্র পাক করিবে এবং পাক-সমাপ্তে নিভৃতস্থানে রাখিবে। অনন্তর পূর্ব্ববিধানে মাত্রানুসারে যথাবল পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন আহার করিবে। ইহাতে ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্স্থিত ক্রিমি সকল নিষ্ক্রান্ত হয়। অলক্ষ্মী অপগত হয় এবং পুষ্করকর্ণ (তীক্ষ্ণশ্রুতি ?), স্থিরবয়া, বেদালাপী এবং ত্রিশত-বৎসর-পরমায়ুঃ হওয়া যায়। আর ইহা কুষ্ঠ, বিষম জ্বর, অপস্মার, উন্মাদ, বিষ, ভূত, গ্রহ ও অন্যান্য মহাব্যাধির প্রধান ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। ৫। শুদ্ধশরীরে কুটী প্রবেশ করিয়া, শ্বেতবচের কল্ক একটী আমলকীর আকৃতির পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, ইষ্টমন্ত্র পাঠের পর দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন আহার করিবে। এইরূপে দ্বাদশরাত্র সেবন করিবে। তাহাতে শ্রবণশক্তি বর্দ্ধিত হইবে। দুইবার অভ্যাস করিলে স্মৃতিমান্ হওয়া যায়; তিনবার অভ্যাস করিলে, শত বাক্য একবারে ধারণ করা যায়; চতুর্দ্দশরাত্র সেবন করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি হয় এবং শতবর্ষ আয়ুঃ হয়। অন্য প্রকার বচেরও দুই দুই পল কাথ করিয়া, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ভোজন ও গুণ সকল পূর্ব্ববৎ। ৬। বচের সহিত শতপাক ঘৃত প্রস্তুত করিয়া দ্রোণ-পরিমাণে সেবন করিলে, পঞ্চশত বৎসর পরমায়ু হয় এবং গলগণ্ড, অপচী, শ্লীপদ ও স্বরভঙ্গ নষ্ট হইয়া থাকে। ৭। অনন্তর আয়ুঃকামীয় অধ্যায়াংশ বলিতেছি। ৮। ঋগ্বেদোক্ত "হিরণ্যবর্ণা হরিণী সুবর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগে বিল্বপুষ্পে হোম করিয়া, সুবর্ণচূর্ণের সহিত ঘৃত-মধুযুক্ত বিল্বচূর্ণ দিন দিন প্রাতঃকালে পান করিবে। এই ঔষধে মন্ত্র ও ঔষধ উভয়েরই গুণ আছে। ইহা সংবৎসর ফল প্রদান করে। ইহা অলক্ষ্মীনাশক। স্নান করিয়া ও হোম করিয়া বিল্বমূলের ত্বক্ ও বিল্বমূলের কাথ দুগ্ধের সহিত পান করিবে। তাহাতে দশ সহস্র বৎসর আয়ু হয় এবং রসায়ন-সামর্থ্য হইয়া থাকে। ৯। মৃণালসমূহের কাথ মধু ও লাজের সহিত সেবন করিলে, নিশ্চয়ই শতসহস্র বৎসর রসায়নসামর্থ্য হয়। ১০। সুবর্ণ, পদ্মবীজ, মধু, লাজ ও প্রিয়ঙ্গু গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে, অলক্ষ্মী নাশ হয়। ১১। নীলোৎপল-পত্রের কাথ গব্য দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া, সুবর্ণ ও তিলের সহিত সেবন করিলে, অলক্ষ্মী নাশ হয়। ১২। গব্য দুগ্ধ, সুবর্ণ, মধূচ্ছিষ্ট ও ভ্রামর মধু একত্র করিয়া, শত সহস্রবার ইষ্টমন্ত্র জপের সহিত পান করিলে রসায়ন হয়। ১৩। বচ, সুবর্ণ ও বিল্বচূর্ণ এই তিনটী দ্রব্য ঘৃতের সহিত পান করিলে, মেধ্য, আয়ুষ্য, আরোগ্য, পুষ্টি ও সৌভাগ্য হয়। ১৪। বাসকের মূল এক তুলা পরিমাণে কাথ করিয়া, তাহার সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল সহস্র মন্ত্রের সহিত পান করিলে, মেধ্য ও আয়ুষ্য হয়। ১৫। এক তুলা ওজনে যত যব হইবে, তত যবকে একবারে কুট্টিত করিয়া পিপ্পলী ও মধুসংযোগে

মধ্বামলকচূর্ণানি সুবর্ণমিতি চ ত্রয়ম্।
প্রাশ্যারিষ্টগৃহীতোঽপি মুচ্যতে প্রাণসংশয়াৎ॥ ১৭
শতাবরী ঘৃতং সম্যগুপযুক্তং দিনে দিনে।
সক্ষৌদ্রং সসুবর্ণঞ্চ নরেন্দ্রং স্থাপয়েদ্বশে॥ ১৮
গোচন্দনা মোহনিকা মধুকং মাক্ষিকং মধু।
সুবর্ণমিতি সংযোগঃ পেয়ঃ সৌভাগ্যমিচ্ছতা॥ ১৯
পদ্মনীলোৎপলক্বাথে যষ্টীমধুকসংযুতে।
সর্পির্বাসাদিতং গব্যং সসুবর্ণং সদা পিবেৎ॥
পয়শ্চানুপিবেৎ সিদ্ধং তেষামেব সমুদ্ভবে।
অলক্ষ্মীঘ্নং সদায়ুষ্যং রাজ্যায় সুভগায় চ॥
যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষ্বেতেষু সাধনে।
শস্তিতা তত্র সর্ব্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদা ভবেৎ॥
পাপ্মানং নাশয়ন্ত্যেতা দদ্যুশ্চৌষধয়ঃ শ্রিয়ম্।
কুর্য্যুর্নাগবলঞ্চাপি মনুষ্যমমরোপমম্॥
সততাধ্যয়নং বাদঃ পরতন্ত্রাবলোকনম্।
তদ্বিদ্যাচার্য্যসেবা চ বুদ্ধিমেধাকরো গণঃ॥
আয়ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধারণম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনম্॥ ২০
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে মেধায়ুষ্কামীয়-রসায়নং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বভাবব্যাধিপ্রতিষেধনীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
ব্রহ্মাদয়োঽসৃজন্ পূর্ব্বমমৃতং সোমসংজ্ঞিতম্।
জরামৃত্যুবিনাশায় বিধানং তস্য বক্ষ্যতে॥ ২
এক এব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্ব্বিংশতিধা ভিদ্যতে॥ ৩
তদ্‌যথা—
অংশুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ।
দূর্ব্বাসোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ॥
প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোঽংশবানপি।
স্বয়ম্প্রভো মহাসোমো যশ্চাপি গরুড়াহৃতঃ॥
গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাঙ্‌ক্তো জাগতঃ শাঙ্করস্তথা।
অগ্নিষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোক্ত ইতিসংজ্ঞিতঃ॥
গায়ত্র্যা ত্রিপদা যুক্তো যশ্চোড়ুপতিরুচ্যতে।
এতে সোমাঃ সমাখ্যাতা বেদোক্তৈর্নামভিঃ শুভৈঃ॥
সর্ব্বেষামেব চৈতেষামেকো বিধিরুপাসনে।
সর্ব্বে তুল্যগুণাশ্চৈব বিধানং তেষু বক্ষ্যতে॥ ৪
অতোঽনুতমং সোমমুপযুযুক্ষুঃ সর্ব্বোপকরণপরিচারকোপেতঃ প্রশস্তদেশে ত্রিবৃতমাগারং কারয়িত্বা হৃতদোষঃ প্রতিসংসৃষ্টভক্তঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু অংশুমন্ত-

---

ক্রমশঃ ভক্ষণ করিলে, শাস্ত্রাভ্যাসের ন্যায় মেধা ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ১৬। মধু, আমলকচূর্ণ ও সুবর্ণ এই দ্রব্য সেবন করিলে, অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিও প্রাণসংশয় হইতে বিমুক্ত হয়। ১৭। শতাবরী ও ঘৃত দিন দিন যথাপরিমাণে সেবন করিলে, অথবা মধু ও সুবর্ণচূর্ণ সেবন করিলে, রাজাকেও বশীভূত করা যায়। ১৮। গোচন্দনা (প্রিয়ঙ্গু), মোহনিকা (পুত্রঞ্জীব বা অবাক্‌পুষ্পী), যষ্টিমধু, ভ্রামর-মধু ও সুবর্ণ একত্র পান করিলে সৌভাগ্য (সৌন্দর্য্য প্রভৃতি) বৃদ্ধি হয়। ১৯। পদ্ম ও নীলোৎপলের ক্বাথ যষ্টিমধুর সহিত পান করিবে। আর গব্য ঘৃত ও সুবর্ণ সদা পান করিবে। পরে উহাদেরই ক্বাথে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া অনুপান করিবে। এই যোগ অলক্ষ্মীঘ্ন, আয়ুষ্য, রাজ্যপ্রদ, সৌভাগ্যপ্রদ। এই সকল যোগের মধ্যে কোনটীতে মন্ত্র উচ্চারণ করা না হইয়া থাকিলে, সেস্থলে ত্রিপদী গায়ত্রী জপ করিলেই হইবে। এই সকল যোগ পাপ নাশ করে, শ্রী হয়, হস্তীর ন্যায় বল করে এবং মনুষ্যত্বকে অমরত্বে পরিণত করে। সতত অধ্যয়ন, বাদ, পরতন্ত্র-সমালোচন (ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতির আলোচনা), তদ্বিদ্যা (নিজের জাতির বা ব্যবসায়ের অনুরূপ বিদ্যা) ও আচার্য্য-সেবা, বুদ্ধির বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জীর্ণে ভোজন ও বেগ-সমূহের বিধারণ, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এবং সাহস-বর্জ্জন আয়ুর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ২০

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষুৎ-পিপাসা-জরাদি-প্রতিষেধক রসায়ন

অনন্তর আমরা ক্ষুৎপিপাসা জরা প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাধিগণের প্রতিষেধক রসায়ন ব্যাখ্যা করিব। ১। ব্রহ্মাদি স্রষ্টৃগণ জরামৃত্যু-বিনাশের জন্য পূর্ব্বে সোম নামক অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার বিধান বর্ণনা করিতেছি। ২। ভগবান্ সোম এক হইয়াই স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্য্যভেদে চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে ভিন্ন হইয়া থাকেন। ৩। যথা;—অংশুমান্, মুঞ্জবান্, চন্দ্রমা, রজতপ্রভ, দূর্ব্বাসোম, কনীয়ান্, শ্বেতাক্ষ, কনকপ্রভ, প্রতানবান্, তালবৃন্ত, করবীর, অংশবান্, স্বয়ম্প্রভ, মহাসোম, গরুড়াহৃত, গায়ত্র্য, ত্রৈষ্টুভ, পাঙ্‌ক্ত, জাগত, শাঙ্কর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, সোম ও উড়ুপতি। এই চব্বিশপ্রকার সোমই ত্রিপদ্‌-গায়ত্রী প্রতিপাদিত। এই সকল সোম বেদোক্ত নামসমূহ যোগে সমাখ্যাত। ইহাদিগের সকলেরই উপাসনায় একই বিধি। ইহারা সকলেই তুল্যগুণ। সম্প্রতি ইহাদের বিধান বলা হইতেছে। ৪। এই সকল সোমের মধ্যে অংশুমান্ নামক সোম সেবন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার উপকরণ ও পরিচারকগণে সমন্বিত হইয়া প্রশস্তস্থানে ত্রিকোষ্ঠ কুটীর মধ্যে বিশুদ্ধশরীরে ও অভুক্ত অবস্থায় প্রশস্ত তিথি-করণ-মুহূর্ত্ত-নক্ষত্রে উহাকে যজ্ঞকল্পে অভ্যুত, অভিষুত (মন্ত্রপূত) ও অভিহুত করিয়া কুটীর মধ্যে মঙ্গলাচরণান্তে

ঈদায়াম্বরকল্পেনাহৃতমভিযুতমভিহুতং চান্তরাগারে কৃতমঙ্গলঃ সোমকন্দং সুবর্ণসূচ্যা বিদার্য্য পয়ো গৃহ্ণীয়াৎ সৌবর্ণে পাত্রে। অঞ্জলিমাত্রং ততঃ সকৃদেবোপযুঞ্জীত নাস্বাদয়ন্। তত উপস্পৃশ্য শেষমপ্স্ববসাদ্য যমনিয়মাভ্যামাত্মানং সংযোজ্য বাগ্যতোঽভ্যন্তরতঃ সুহৃদ্ভিরুপাস্যমানো বিহরেৎ॥ ৫

রসায়নং পীতবাংস্তু নিবাতে তন্মনাঃ শুচিঃ।
আসীত তিষ্ঠেৎ ক্রামেচ্চ ন কথঞ্চন সংবিশেৎ॥ ৬

সায়ং বা ভুক্তবান্ শ্রুতশান্তিঃ কুশশয্যায়াং কৃষ্ণাজিনোত্তরায়াং সুহৃদ্ভিরুপাস্যমানঃ শয়ীত, তৃষিতো বা শীতোদকমাত্রাং পিবেৎ। ততঃ প্রাতরুত্থায়োপশ্রুতশান্তিঃ কৃতমঙ্গলো গাং স্পৃষ্ট্বা তথৈবাসীত। তস্য জীর্ণে সোমে চ্ছর্দ্দিরুপপদ্যতে, ততঃ শোণিতাক্তং কৃমিব্যামিশ্রং ছর্দিতবতঃ সায়ং শৃতশীতং ক্ষীরং বিতরেৎ। ততস্তৃতীয়েঽহনি কৃমিব্যামিশ্রমতিসার্য্যতে, স তেনানিষ্টপ্রতিগ্রহভুক্তপ্রভৃতিভির্বিশেষৈর্মুক্তঃ শুদ্ধতনুর্ভবতি; ততঃ সায়ং স্নাতস্য পূর্ব্ববদেব ক্ষীরং বিতরেৎ, ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়াঞ্চৈনং শয্যায়াং শায়য়েত। ততশ্চতুর্থেঽহনি তস্য শ্বয়থুরুৎপদ্যতে, ততঃ সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ ক্রিময়ো নিষ্ক্রামন্তি। তদহশ্চ শয্যায়াং পাংশুভিরবকীর্য্যমাণঃ শয়ীত। ততঃ সায়ং পূর্ব্বদেব ক্ষীরং বিতরেৎ। এবং পঞ্চমষষ্ঠয়োর্দিবসয়োর্বর্ত্তেত, কেবলমুভয়কালমস্মৈ ক্ষীরং বিতরেৎ। ততঃ সপ্তমেঽহনি নির্মাংসস্ত্বগস্থিভূতঃ কেবলং সোমপরিগ্রহাদেবোচ্ছ্বসিতি। তদহশ্চ ক্ষীরেণ সুখোষ্ণেন পরিষিচ্য তিলমধুকচন্দনানুলিপ্তদেহং পয়ঃ পায়য়েৎ। ততোঽষ্টমেঽহনি প্রাতরেব ক্ষীরপরিষিক্তং চন্দনপ্রদিগ্ধগাত্রং পয়ঃ পায়য়িত্বা পাংশুশয্যাং সমুৎসৃজ্য ক্ষৌমাস্তৃতায়াং শায়য়েৎ; ততো মাংসমাপ্যায়তে, ত্বক্ চাবদলতি, দন্তনখরোমাণি চাস্য পতন্তি। তস্য নবমদিবসাৎ প্রভৃত্যনুতৈলাভ্যঙ্গঃ সোমবল্ককষায়পরিষেকঃ। ততো দশমেঽহন্যেতদেব বিতরেৎ, ততোঽস্য ত্বক্ স্থিরতামুপৈতি। এবমেকাদশদ্বাদশয়োর্বর্ত্তেত। তত্র ত্রয়োদশাৎ প্রভৃতি সোমবল্ককষায়পরিষেকঃ। এবমা ষোড়শাদ্বর্ত্তেত। ততঃ সপ্তদশাষ্টাদশয়োর্দিবসয়োর্দশনা জায়ন্তে শিখরিণঃ স্নিগ্ধবজ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকনিকাশাঃ সমাঃ স্থিরাঃ সহিষ্ণবঃ। তদাপ্রভৃতি চানবৈঃ শালিতণ্ডুলৈঃ ক্ষীরযবাগূমুপসেবেত যাবৎ পঞ্চবিংশতিরিতি। ততোঽস্মৈ দদ্যাচ্ছাল্যোদনং মৃদুভয়কালং পয়সা, ততোঽস্য

সুবর্ণসূচী দ্বারা উহার কন্দ বিদারণ করিয়া ক্ষীর বাহির করিবে এবং সুবর্ণপাত্রে অঞ্জলিমাত্র (আধসের) ক্ষীর গ্রহণ করিয়া একবারেই সমস্ত পান করিবে। অবশিষ্ট সোমরস আস্বাদন না করিয়া, আচমনপূর্ব্বক, জলে নিক্ষেপ করিয়া আত্মাকে যমনিয়মযোগে সংযত করিবে এবং মৌনী হইয়া পরিচারকগণে উপাস্যমান হইবে ও বিহার করিতে থাকিবে। [বিহার চারিপ্রকার;—গমন, চংক্রমণ, স্থিতি ও আসন]। ৫। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—রসায়ন সেবন করিয়া নির্ব্বাতস্থানে তন্মনা ও শুচি হইয়া থাকিবে এবং ভ্রমণ করিবে। কিন্তু কদাপি দিবানিদ্রা যাইবে না। ৬। অথবা সন্ধ্যাকালে আহার করিয়া মঙ্গলপাঠ শ্রবণ করিবার পর কৃষ্ণাজিনাস্তৃত কুশশয্যায় সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক পরিচারিত হইতে হইতে শয়ন করিবে। অথবা তৃষিত হইলে মাত্রানুযায়ী শীতল জল পান করিবে। আর প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া মঙ্গলপাঠ-শ্রবণ বা মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক গো স্পর্শ করিয়া সেই স্থানেই থাকিয়া যাইবে। সোম জীর্ণ হইলে বমি হয়। এরূপস্থলে শোণিতাক্ত কৃমিমিশ্রিত বমন হইবার পর সন্ধ্যাকালে শৃতশীতল ক্ষীর পান করিবে। অনন্তর তৃতীয় দিনে কৃমিমিশ্রিত অতিসার হইবে। তাহাতে সর্ব্ববিধ অনিষ্ট ও গ্রহ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধদেহ হওয়া যাইবে। অনন্তর সায়ংকালে স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ ক্ষীরভোজন করিতে হইবে। আর উহাকে ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃত শয্যাতে শয়ন করাইতে হইবে। অনন্তর চতুর্থ দিনে উহার শোথ হইবে। তখন সর্ব্বাঙ্গ হইতে কৃমিসমূহ নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকিবে এবং উহাকে সেই দিন শয্যাতে ধূলি দ্বারা অবকীর্য্যমাণ হইয়া শয়ন করিতে হইবে। অনন্তর সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ববৎ ক্ষীরভোজন করিতে হইবে। এইরূপে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবস যাপন করিতে হইবে এবং দুই বেলাই দুগ্ধ পান করিতে হইবে। অনন্তর সপ্তম দিবসে মাংস ও ত্বক্‌গত হইয়া কেবল অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তখন কেবল সোম-পরিগ্রহ-গুণেই উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে। সেই দিন উহাকে সুখোষ্ণ দুগ্ধে পরিষিক্ত করিয়া উহার দেহ তিল যষ্টীমধু ও চন্দনে অনুলিপ্ত করিতে হইবে এবং উহাকে দুগ্ধ পান করাইবে। অনন্তর অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালেই দুগ্ধে পরিষিক্ত করিয়া চন্দনলিপ্ত গাত্রে পয়ঃপান করাইতে হইবে এবং পাংশুশয্যা পরিত্যাগ করাইয়া ক্ষৌমাস্তৃত শয্যায় শয়ন করাইতে হইবে। ইহাতে উহার মাংস আপ্যায়িত হয়। তদনন্তর উহার ত্বক্ অবদলিত (বিদীর্ণ) হয় এবং দন্ত, নখ ও লোম সকল পতিত হইয়া থাকে। নবম দিবস হইতে অনুতৈল অভ্যঙ্গ করিতে হয় এবং সোমবল্কের (খদিরের বা সোমলতার বল্কলের) কষায় পরিষেক করিতে হয়। অনন্তর দশম দিবসে এইরূপই করিতে হয়। তাহাতে ইহার ত্বক্ দৃঢ় হইয়া থাকে। একাদশ ও দ্বাদশ দিবসও এইরূপে কাটাইতে হইবে। ত্রয়োদশ দিবসে সোমবল্কের কষায় পরিষেক করিতে হইবে। ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত এইরূপে থাকিবে। অনন্তর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দিবসে দন্ত সকল উৎপন্ন হইবে। ঐ সকল দন্ত শ্রেণীবদ্ধ, স্নিগ্ধ, বজ্রবৎ, বৈদূর্য্যবৎ ও স্ফটিকের ন্যায় শোভমান হইবে এবং সমান, স্থির ও সহিষ্ণু হইবে। সেই সময় হইতে উহাকে পুরাতন্ন শালিতণ্ডুল, দুগ্ধ ও যবাগূ সেবন করাইবে। পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ করিবে। অনন্তর ইহাকে কোমল শাল্যন্ন দুইবেলা দুগ্ধের সহিত দিবে। তাহাতে নখ সকল উৎপন্ন

নখা জায়ন্তে বিক্রমেন্দ্রগোপকতরুণাদিত্যপ্রকাশাঃ স্থিরাঃ স্নিগ্ধা লক্ষণসম্পন্নাঃ, কেশাশ্চ জায়ন্তে, ত্বক্ চ নীলোৎপলা-তসীপুষ্পবৈদূর্য্যপ্রকাশা। ঊর্দ্ধং মাসাৎ কেশান্ বাপয়েৎ, বাপয়িত্বা চোশীরচন্দনকৃষ্ণতিলকল্কৈঃ শিরঃ প্রদিহ্যাৎ, পয়সা বা স্নাপয়েৎ। ততোহস্যানন্তরং সপ্তরাত্রাৎ কেশা জায়ন্তে ভ্রমরাঞ্জননিভাঃ কুঞ্চিতাঃস্নিগ্ধাঃ। ততস্ত্রিরাত্রাৎ প্রথমপরি-সরান্নিষ্ক্রম্য মুহূর্ত্তং স্থিত্বা পুনরেবান্তঃ প্রবিশেৎ। ততোহস্য বলাতৈলমভ্যঙ্গার্থেহবচার্য্যং, যবপিষ্টমুদ্বর্ত্তনার্থে, সুখোষ্ণং পয়ঃ পরিষেকার্থে, অজকর্ণকষায়মুৎসাদনার্থে, সোশীরং কূপোদকং স্নানার্থে, চন্দনমনুলেপনার্থে, আমলকরস-বিমিশ্রাশ্চাস্য যূষসূপবিকল্পাঃ, ক্ষীরমধুকসিদ্ধঞ্চ কৃষ্ণতিলমব-চারণার্থে। এবং দশরাত্রম্। ততোহন্যদ্দশরাত্রং দ্বিতীয়ে পরিসরে বর্ত্তেত। ততস্তৃতীয়ে পরিসরে স্থিরীকুর্ব্বন্নাত্মান-মন্যদ্দশরাত্রমাসীত, কিঞ্চিদাতপপবনান্ বা সেবেত, পুনশ্চান্তঃ প্রবিশেৎ। ন চাত্মানমাদর্শেষু বা নিরীক্ষেত রূপশালিত্বাৎ। ততোহন্যদ্দশরাত্রং ক্রোধাদীন্ পরিহরেৎ। এবং সর্ব্বেষামুপযোগঃ। বিশেষতস্তু বল্লীপ্রতানক্ষুপাদয়ঃ সোমা ভক্ষয়িতব্যাঃ। তেষাস্তু প্রমাণমর্দ্ধচতুর্থমুষ্টয়ঃ॥ ৭

অংশবন্তং সৌবর্ণে পাত্রেঽভিষুণুয়াৎ। চন্দ্রমসং রাজতে চোপযুজ্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যমবাপ্যেশানং দেবমনুপ্রবিশতি। শেষাংস্তু তাম্রময়ে মৃন্ময়ে বা রোহিতে বা চর্ম্মণি বিততে। শূদ্রবর্জ্জং ত্রিভির্বর্ণৈঃসোমা উপযোক্তব্যাঃ। ততশ্চতুর্থে মাসে পৌর্ণমাস্যাং শুচৌ দেশে ব্রাহ্মণানর্চ্চয়িত্বা কৃতমঙ্গলো নিষ্ক্রম্য যথোক্তং ব্রজেদিতি॥ ৮

ওষধীনাং পতিং সোমমুপযুজ্য বিচক্ষণঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি নবাং ধারয়তে তনুম্॥
নাগ্নির্ন তোয়ং ন বিষং ন শস্ত্রং নাস্ত্রমেব চ।
তস্যালমায়ুঃক্ষপণে সমর্থাশ্চ ভবন্তি হি॥
ভদ্রাণাং ষষ্টিবর্ষাণাং প্রক্রুতানামনেকধা।
কুঞ্জরাণাং সহস্রস্য বলং সমধিগচ্ছতি॥
ক্ষীরোদং শক্রসদনমুত্তরাংশ্চ কুরূনপি।
যত্রেচ্ছতি স গচ্ছেৎ বা তত্রাপ্রতিহতা গতিঃ॥
কন্দর্প ইব রূপেণ কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ।
প্রহ্লাদয়তি ভূতানাং মনাংসি স মহাদ্যুতিঃ॥
সাঙ্গোপাঙ্গাংশ্চ নিখিলান্ বেদান্ বিন্দতি তত্ত্বতঃ।
চরত্যমোঘসঙ্কল্পো দেববচ্চাখিলং জগৎ॥ ৯
সর্ব্বেষামেব সোমানাং পত্রাণি দশ পঞ্চ চ।

হইবে। এই সকল নখ বিক্রম, ইন্দ্রগোপ ও তরুণ আদিত্যের ন্যায় শোভমান হইবে এবং স্থির স্নিগ্ধ ও সর্ব্ব লক্ষণ-সম্পন্ন হইবে। কেশ সকল উৎপন্ন হইবে। ত্বক্ও সম্পূর্ণ হয়: আর কেশের বর্ণ নীলোৎপল, অতসীপুষ্প ও বৈদূর্য্যের ন্যায় হইয়া থাকে। আর এক মাসের পরও কেশ উৎপন্ন হইতে পারে। কেশ উৎপন্ন হইলে পর উশীর, চন্দন ও কৃষ্ণতিলের কল্কে মস্তক লিপ্ত করিবে বা দুগ্ধে স্নান করিবে। অনন্তর সপ্তরাত্রের পর ইহার কেশ সকল ভ্রমর ও অঞ্জনের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং কুঞ্চিত ও স্নিগ্ধ হইবে। অনন্তর ত্রিরাত্রের পর প্রথম গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল থাকিয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিবে। অনন্তর ইহাকে অভ্যঙ্গার্থে বলাতৈল প্রয়োগ করিবে। উদ্বর্ত্তনার্থে যবপিষ্ট প্রদান করিবে। পরিষেকার্থে ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। উৎসাদ-নার্থে অজকর্ণ-সালের কষায় প্রয়োগ করিবে। স্নানার্থে উশীরযুক্ত কূপোদক ও অনুলেপনার্থে চন্দন প্রয়োগ করিবে। আর ইহাকে, আমলকী-রসযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যূষ ও সূপ প্রদান করিবে। অবচারণার্থে (খাদনার্থে) দুগ্ধ ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ কৃষ্ণতিল প্রয়োগ করিবে। এইরূপ দশরাত্র কাটাইতে হইবে। অনন্তর দ্বিতীয় দশরাত্র দ্বিতীয় গৃহে যাপন করিবে। অনন্তর স্থির হইয়া তৃতীয় গৃহে অন্য দশরাত্র যাপন করিবে। আর কিঞ্চিৎ আতপ ও বায়ুও সেবন করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কখনই আদর্শে আত্মদর্শন করিবে না। কেননা রূপের আতিশয্য হওয়াতে দৃষ্টির ব্যাঘাত হইতে পারে। অনন্তর অন্য দশরাত্রে ক্রোধাদি পরিহার করিয়া থাকিবে। সর্ব্ব প্রকার সোমেরই এইরূপে উপযোগ (সেবন) করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রতানবান্ প্রভৃতি সোম সেবন করা আবশ্যক। উহাদের মাত্রা অর্দ্ধ চতুর্থ মুষ্টি (এক মুষ্টি আট তোলা)। ৭। অংশবান্ সোম পান করিতে হইলে সুবর্ণপাত্রে পীড়ন করিয়া রস বাহির করিবে। চন্দ্রমা সোম রাজতপাত্রে পীড়ন করিবে। তাহাতে অণিমা লঘিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঈশান-দেবের আবির্ভাব হয়। অন্যান্য সোম তাম্রময় পাত্রে বা মৃন্ময়-পাত্রে বা বিস্তৃত লোহিতচর্ম্মে পীড়ন করিতে হয়। শূদ্র ভিন্ন আর তিন বর্ণ সোম পান করিবে। অনন্তর চতুর্থমাসে পৌর্ণমাসীতে শুচিদেশে ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া মঙ্গলাচরণপুরঃসর নির্গত হইয়া যথোক্ত আচরণ করিতে পারিবে।৮। বিচক্ষণ ব্যক্তি ওষধিপতি সোমের রস পান করিলে নূতন দশবর্ষ সহস্রকাল তনুধারণ করিতে পারে। না অগ্নি, না জল, না বিষ, না শস্ত্র এবং না 'অস্ত্র' তাহার আয়ুনাশ করিতে সমর্থ হয়। উৎকৃষ্ট যষ্টিবর্ষদেশীয় এবং অনেকধা মদস্রাবী সহস্র কুঞ্জরের বল প্রাপ্ত হইতে পারে। সে ক্ষীরসাগর, ইন্দ্রসদন বা উত্তরকুরু, যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারে, তাহার গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। সে রূপে কন্দর্পের ন্যায় এবং কান্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় মহাদ্যুতিশরীরে জীবদিগকে উল্লাসিত করিতে থাকে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিখিল বেদ অবগত হয়। সে অমোঘসঙ্কল্প ও দেববৎ হইয়া অখিল জগৎ ভ্রমণ করিতে পারে। ৯। সকল সোমেরই পত্র পঞ্চদশ হইয়া থাকে। তাহারা এক একটী

তানি শুক্লে চ কৃষ্ণে চ জায়ন্তে নিপতন্তি চ ॥
একৈকং জায়তে পত্রং সোমস্যাহরহস্তদা।
শুক্লস্য পৌর্ণমাস্যান্তু ভবেৎ পঞ্চদশচ্ছদঃ ॥
শীর্য্যতে পত্রমেকৈকং দিবসে দিবসে পুনঃ।
কৃষ্ণপক্ষক্ষয়ে চাপি লতা ভবতি কেবলা ॥ ১০
অংশুমানাজ্যগন্ধস্তু কন্দবান্ রজতপ্রভঃ।
কদল্যাকারকন্দস্তু মুঞ্জবাল্লশুনচ্ছদঃ ॥
চন্দ্রমাঃ কনকাভাসো জলে চরতি সর্ব্বদা।
গরুড়াহৃতনামা চ শ্বেতাক্ষশ্চাপি পাণ্ডুরৌ।
সর্পনির্ম্মোকসদৃশৌ তৌ বৃক্ষাগ্রাবলম্বিনৌ ॥ ১১
তথান্যৈর্ম্মণ্ডলৈশ্চিত্রৈশ্চিত্রিতা ইব ভান্তি তে।
সর্ব্ব এব তু বিজ্ঞেয়াঃ সোমাঃ পঞ্চদশচ্ছদাঃ।
ক্ষীরকন্দলতাবন্তঃ পত্রৈর্নানাবিধৈঃ স্মৃতাঃ ॥
হিমবত্যর্ব্বুদে সহ্যে মহেন্দ্রে মলয়ে তথা।
শ্রীপর্ব্বতে দেবগিরৌ গিরৌ দেবসহে তথা।
পারিপাত্রে চ বিন্ধ্যে চ দেবসুন্দে হ্রদে তথা ॥
উত্তরেণ বিতস্তায়াঃ প্রবৃদ্ধা যে মহীধরাঃ।
পঞ্চ তেষামধো মধ্যে সিন্ধুনামা মহানদঃ।
হংসবৎ প্লবতে তত্র চন্দ্রমা সোমসত্তমঃ ॥
তস্যোদ্দেশেষু বাপ্যস্তি মুঞ্জবানংশুমানপি ॥
কাশ্মীরেষু সরো দিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসম্ ॥
গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাংক্তো জাগতঃ শাঙ্করস্তথা।

অত্র সন্ত্যপরে চাপি সোমাঃ সোমসমপ্রভাঃ ॥
ন তান্ পশ্যন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ।
ভেষজদ্বেষিণশ্চাপি ব্রাহ্মণদ্বেষিণস্তথা ॥ ১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে স্বভাবব্যাধিপ্রতিষেধনীয়রসায়নং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নিবৃত্তসন্তাপীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
যথা নিবৃত্তসন্তাপা মোদন্তে দিবি দেবতাঃ।
তথৌষধীরিমাঃ প্রাপ্য মোদন্তে ভুবি মানবাঃ ॥ ২

অথ সপ্ত পুরুষা রসায়নং নোপযুঞ্জীরন্। তদ্যথা—অনাত্মবানলসো দরিদ্রঃ প্রমাদী ব্যসনী পাপকৃদ্ভেষজাপমানী চেতি। সপ্তভিরেব কারণৈর্ন সম্পদ্যতে—অজ্ঞানাদনারম্ভাদস্থিরচিত্তত্বাদ্দারিদ্র্যাদনায়ত্তত্বাদধর্ম্মাদৌষধালাভাচ্চেতি ॥ ৩

অথৌষধীর্ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্বেতকাপোতী কৃষ্ণকাপোতী গোনসী বারাহী কন্যা ছত্রাতিচ্ছত্রা করেণুরজা চক্রকা অদিত্যপর্ণিনী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা শ্রাবণী মহাশ্রাবণী গোলোমী

করিয়া শুক্লপক্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণপক্ষে এক একটী করিয়া পতিত হয়। এইরূপে শুক্লপক্ষের পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ পত্র সম্পূর্ণ হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষের অবসানে পত্র সকল গলিত হইয়া কেবল লতামাত্র অবশিষ্ট থাকে। ১০। অংশুমান্ সোম ঘৃতগন্ধি, কন্দবান্ ও রজতপ্রভ। মুঞ্জবান্ সোমের কন্দের আকার কদলীর ন্যায়। ইহার পত্র লশুনের ন্যায়। চন্দ্রমা স্বর্ণের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা জলে চরণ করে। গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ নামক সোম পাণ্ডুরবর্ণ, সর্পনির্ম্মোক সদৃশ এবং বৃক্ষের অগ্রে ঝুলিয়া থাকে। ১১। সোম সকল চিত্রিত মণ্ডলসমূহে চিত্রিত। সকল সোমেরই পঞ্চদশ পত্র। সকলেরই ক্ষীর ও কন্দ আছে। সকলেই লতা। সকলেরই পত্র নানাবিধ। হিমালয়, অর্ব্বুদ, সহ্য, মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, দেবসহ-পর্ব্বত, পারিপাত্র, বিন্ধ্য এবং দেবসুন্দ হ্রদ সোমদিগের জন্মস্থান। বিতস্তা নদীর উত্তরে যে পাঁচটী বৃহৎ পর্ব্বত আছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নদেশে সিন্ধুনামা মহানদ প্রবাহিত। ঐ নদে সোমোত্তম চন্দ্রমা দ্রুতবেগে সন্তরণ দিয়া থাকেন। ঐ স্থানেই মুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ সোম পাওয়া যায়। কাশ্মীরদেশে ক্ষুদ্রমানস নামক একটী দিব্য সরোবর আছে। তাহাতে গায়ত্র্য, ত্রৈষ্টুভ, পাঙক্ত, জাগত ও শাঙ্কর নামক সোম সকল অবস্থান করে এবং তাহাতে

অপরাপর সোমপ্রভ সোমসমূহও অবস্থান করিয়া থাকে। অধর্ম্মিষ্ঠ বা কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা উহাদের দর্শন পায় না। বৈদ্যদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষীরাও উহাদের দর্শন পায় না। ১২

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

নিবৃত্তসন্তাপীয় রসায়ন।

অনন্তর আমরা নিবৃত্তসন্তাপীয় রসায়ন ব্যাখ্যা করিব। ১। যেমন স্বর্গে দেবতারা নিবৃত্তসন্তাপ হইয়া আমোদে আছেন, সেইরূপ মানবেরা এই সকল ওষধি প্রাপ্ত হইলে, সদা আমোদে থাকিতে পারেন। ২। সপ্তপ্রকার পুরুষ রসায়ন সেবন করিবে না। যথা;—অনাত্মবান্ (অধীর), অলস, দরিদ্র, প্রমাদী, ব্যসনী, পাপকারী ও ঔষধের অবমাননাকারী। সাতটী কারণে ইহাদের প্রতি রসায়নের গুণ হয় না। যথা;—অজ্ঞান, অনারম্ভ (অনুদ্যোগ), অস্থিরচিত্ততা, দরিদ্রতা, অনায়ত্ততা, অধর্ম্ম ও ঔষধাভাব। ৩। অনন্তর ওষধি সকল বলিতেছি। যথা;—শ্বেতকাপোতী, কৃষ্ণকাপোতী, গোনসী, বারাহী, কন্যা, ছত্রা, অতিচ্ছত্রা, করেণু, অজা, চক্রকা, আদিত্যপর্ণিনী, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, গোলোমী, অজলোমী, মহাবেগবতী এই অষ্টাদশ ঔষধ [গণনায় সপ্তদশ হইতেছে। বোধ হয় ভ্রমক্রমে অজগরী ধরা হয় নাই। ১০ প্রকরণ দেখ] সোমের সমানবীর্য্য। ইহাদিগকে মহৌষধি কহে। এই সকল মহৌষধির সোমবৎ ক্রিয়া, গুণ ও

চাজলোমী মহাবেগবতী চেত্যষ্টাদশ সোমসমবীর্য্যা মহৌষধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। তাসাং সোমবৎ ক্রিয়াশীঃস্তবয়ঃ শাস্ত্রেঽভিহিতাঃ। তাসামাগারেঽভিহুতানাং যা ক্ষীরবত্য-স্তাসাং ক্ষীরকুড়বং সকৃদেবোপযুঞ্জীত ॥ ৪

যাস্ত্বক্ষীরা মূলবত্যস্তাসাং প্রদেশিনীপ্রমাণানি ত্রীণি কাণ্ডানি প্রমাণমুপযোগে। শ্বেতকাপোতী সমূলপত্রা ভক্ষয়িতব্যা। গোনসাজগরীকৃষ্ণকাপোতীনাং সনখমুষ্টিং খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বা ক্ষীরেণ বিপাচ্য পরিস্রাবিতমভিহুতঞ্চ সকৃদেবোপযুঞ্জীত। চক্রকায়াঃ পয়ঃ সকৃদেব। ব্রহ্মসুবর্চ্চলা সপ্তরাত্রমুপযোক্তব্যা ॥ ৫

ভক্ষ্যকল্পেন শেষাণাং পঞ্চ পলানি ক্ষীরাঢ়কক্বথিতানি প্রস্থেঽবশিষ্টেঽবতার্য্য পরিস্রাব্য সকৃদেবোপযুঞ্জীত। সোমবদাহারবিহারৌ ব্যাখ্যাতৌ, কেবলস্ত নবনীতমভ্য-ঙ্গার্থে। শেষং সোমবদা নির্গমাদিতি ॥ ৬

ভবন্তি চাত্র।

যুবানং সিংহবিক্রান্তং কান্তং শ্রুতনিগাদিনম্।
কুর্য্যুরেতাঃ ক্রমেণৈব দ্বিসাহস্রায়ুষং নরম্
অঙ্গদী কুণ্ডলী মৌলী দিব্যস্রকৃচন্দনাম্বরঃ
চরত্যমোঘসঙ্কল্পো নভস্যুদদুর্গমে ॥

স্তুতিসমূহ শাস্ত্রে অভিহিত আছে। গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক এবং অভিহবনপূর্ব্বক এই সকল মহৌষধির মধ্যে যেগুলি বহুক্ষীরবিশিষ্ট, তাহাদের এককুড়ব (আধসের) ক্ষীর একবারেই পান করিবে। ৪। আর যাহাদের ক্ষীর নাই অথচ স্থূলমূল আছে, তাহাদের তিনটী কাণ্ড প্রদেশিনী-অঙ্গুলির প্রমাণে প্রত্যেকটী গ্রহণ করিলে তাহাই সেবনের উপযুক্ত মাত্রা হয়। শ্বেতকাপোতী মূল ও পত্র-সমেত ভক্ষণ করিতে হয়। গোনসী, অজগরী [৪ প্রকরণে অজগরী নাই, অজলোমী আছে] এবং কৃষ্ণকাপোতীর একমুষ্টি (এক মুটো) খণ্ডসমূহ গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিবে এবং ছাঁকিয়া লইয়া মন্ত্রপূত করিবে। পরে একবারেই সেবন করিবে। চক্রকার ক্ষীর একবারেই পান করিবে। ব্রহ্মসুবর্চ্চলা সপ্তরাত্র সেবন করা উচিত। ৫। অন্যান্য মহৌষধির পঞ্চপল এক আঢ়ক পরিমিত দুগ্ধে ক্বথিত করিয়া এক প্রস্থ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একবারেই পান করিবে। আর সোমপান করিয়া যেরূপ আহার-বিহার করিতে হয়, সেইরূপ করিতে হইবে। অভ্যঙ্গার্থে নবনীত ব্যবহার করিবে। নখকেশাদির নির্গম না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য নিয়ম সোমের ন্যায় পালন করিতে হইবে। ৬। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলিয়া উপ-সংহার করা হইতেছে;—এই সকল সেবন করিলে মানুষ যুবা, সিংহবিক্রম, কান্ত ও বেদপারগ হয় এবং তাহার দ্বি-সহস্র বৎসর আয়ুঃ হইয়া থাকে। আর অঙ্গদধারী, কুণ্ডলধারী, মাল্যধারী, দিব্যমাল্য-চন্দন-বসনধারী ও অমোঘসঙ্কল্প হইয়া মেঘদুর্গম গগনে ভ্রমণ করিতে

ব্রজন্তি পক্ষিণো যেন জললম্বাশ্চ তোয়দাঃ।
গতিঃ সৌষধিসিদ্ধস্য সোমসিদ্ধগতিঃ পরা ॥ ৭
অথ বক্ষ্যামি বিজ্ঞানমোষধীনাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮
মণ্ডলৈঃ কপিলৈশ্চিত্রৈঃ সর্পাভা পঞ্চপর্ণিনী।
পঞ্চারত্নিপ্রমাণা বা বিজ্ঞেয়াজগরী বুধৈঃ ॥
নিষ্পত্রা কনকাভাসা মূলে দ্ব্যঙ্গুলসম্মিতা।
সর্পাকারা লোহিতান্তা শ্বেতকাপোতিরুচ্যতে ॥
দ্বিপর্ণিনীং মূলভবামরুণাং কৃষ্ণমণ্ডলাম্।
দ্ব্যরত্নিমাত্রাং জানীয়াৎ গোনসীং গোনসাকৃতিম্ ॥
সক্ষীরাং রোমশাং মৃদ্বীং রসেনেক্ষুরসোপমাম্।
এবংরূপরসাঞ্চাপি কৃষ্ণকাপোতিমাদিশেৎ ॥
কৃষ্ণসর্পস্বরূপেণ বারাহী কন্দসম্ভবা।
একপত্রা মহাবীর্য্যা ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভা।
ছত্রাতিচ্ছত্রকে বিদ্যাদ্রক্ষোঘ্নে কন্দসম্ভবে।
জরামৃত্যুনিবারিণ্যৌ শ্বেতকাপোতিসংস্থিতে।
কান্তৈর্দ্বাদশভিঃ পত্রৈর্ময়ূরাঙ্গরুহোপমৈঃ।
কন্দজা কাঞ্চনক্ষীরী কন্যা নাম মহৌষধী ॥
করেণুঃ সুবহুক্ষীরা কন্দেন গজরূপিণী।
হস্তিকর্ণপলাশস্য তুল্যপর্ণা দ্বিপর্ণিনী ॥
অজাস্তনাভকন্দা তু সক্ষীরা ক্ষুপরূপিণী।
অজা মহৌষধী জ্ঞেয়া শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরা ॥
শ্বেতাং বিচিত্রকুসুমাং কাকাদন্যাসমাং ক্ষুপাম্।
চক্রকামোষধীং বিদ্যাজ্জরামৃত্যুনিবারিণীম্ ॥
মূলিনী পঞ্চভিঃ পত্রৈঃ সুরক্তাংশুককোমলৈঃ।

পারে—যে পথে পক্ষিগণ ও জললম্ব তোয়দগণ ভ্রমণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ওষধিসিদ্ধ, তাহার গতি সোমসিদ্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ৭। অনন্তর ওষধিদিগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি। ৮। অজগরী কপিলবর্ণ বিচিত্র মণ্ডলসমূহে শোভমান, সর্পসদৃশ, পঞ্চপর্ণবিশিষ্ট এবং পঞ্চ অরত্নির (অরত্নি—বদ্ধমুষ্টি কর) পরিমাণ বিশিষ্ট। শ্বেতকাপোতী পত্রহীন, কনকবর্ণ, মূলে দুই অঙ্গুল পরিমিত, সর্পাকার ও লোহিতাভ। গোনসী দ্বিপত্র, মূলসমুদ্ভব, অরুণবর্ণ, কৃষ্ণমণ্ডল, দুই অরত্নি-পরিমিত এবং গোনসা-কৃতি। কৃষ্ণকাপোতী ক্ষীরযুক্ত, রোমশ, মৃদু, ইক্ষুরসের ন্যায় রসযুক্ত এবং তদ্বৎ রূপবিশিষ্ট। বারাহী কৃষ্ণসর্পাকৃতি, কন্দ-সমুদ্ভব, একপত্র, মহাবীর্য্য এবং ভিন্নাঞ্জন-সমপ্রভ। ছত্রা ও অতিচ্ছত্রা রক্ষোঘ্ন এবং কন্দসম্ভব। শ্বেতকাপোতী ও সংস্থিতা জরামৃত্যু নিবারণ করে। কন্যা ময়ূরাঙ্গ-রুহোপম মনোহর দ্বাদশ পত্রে রঞ্জিত। ইহা কন্দজ এবং স্বর্ণবর্ণক্ষীর-বিশিষ্ট। করেণু বহুক্ষীরযুক্ত, গজাকৃতি-কন্দ-বিশিষ্ট, হস্তিকর্ণ পলাশের তুল্য পত্রবিশিষ্ট এবং দ্বিপত্র। অজার কন্দ অজাস্তনের ন্যায়, উহা ক্ষীরযুক্ত ক্ষুপ। উহা শঙ্খ কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় ধবল। চক্রকা শ্বেতবর্ণ বিচিত্র-কুসুম, কাকাদনীর ন্যায় ক্ষুপ এবং জরামৃত্যু নিবারণ করে।

আদিত্যপর্ণিনী জ্ঞেয়া সদাদিত্যানুবর্ত্তিনী ॥
কনকাভা জলান্তেষু সর্ব্বতঃ পরিসর্পতি।
সক্ষীরা পদ্মিনীপ্রখ্যা দেবী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥
অরত্নিমাত্রক্ষুপকা পত্রৈর্দ্ব্যঙ্গুলসম্মিতৈঃ।
পুষ্পৈর্নীলোৎপলাকারৈঃ ফলৈশ্চাঞ্জনসন্নিভৈঃ।
শ্রাবণী মহতী জ্ঞেয়া কনকাভা পয়স্বিনী ॥
শ্রাবণী পাণ্ডুরাভাসা মহাশ্রাবণিলক্ষণা ॥
গোলোমী চাজলোমী চ রোমশে কন্দসম্ভবৈঃ।
হংসপাদীব বিচ্ছিন্নৈঃ পত্রৈর্মূলসমুদ্ভবৈঃ ॥
অথবা শঙ্খপুষ্পী চ সমানা সর্ব্বরূপতঃ ॥
বেগেন মহতাবিষ্টা সর্পনির্ম্মোকসন্নিভা।
এষা বেগবতী নাম জায়তে হ্যম্বুদক্ষয়ে ॥ ১০
সপ্তাদৌ সর্ব্বরূপিণ্যো যা হ্যৌষধ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তাসামুদ্ধরণং কার্য্যং মন্ত্রেণানেন সর্ব্বদা ॥
মহেন্দ্ররামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ ॥
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ সর্ব্বানপ্যভিমন্ত্রয়েৎ।
অশ্রদ্দধানৈরলসৈঃ কৃতঘ্নৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ।
নৈবাস্বাদয়িতুং শক্যাঃ সোমাঃ সোমসমাস্তথা ॥
পীতাবশেষমমৃতং দেবৈর্ব্রহ্মপুরোগমৈঃ।
নিহিতং সোমবীর্য্যাসু সোমে চাপ্যোষধীপতৌ ॥
দেবসুন্দে হ্রদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে।
দৃশ্যতে চ জলান্তেষু মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥
আদিত্যপর্ণিনী জ্ঞেয়া তথৈব হি হিমক্ষয়ে।
দৃশ্যতেঽজগরী নিত্যং গোনসী চাম্বুদাগমে ॥
কাশ্মীরেষু সরো দিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসম্।
করেণুস্তত্র কন্যা চ ছত্রাতিচ্ছত্রকে তথা ॥
গোলোমী চাজলোমী চ মহতী শ্রাবণী তথা।
বসন্তে কৃষ্ণসর্পাখ্যা গোনসী চ প্রদৃশ্যতে ॥
কৌশিকীং সরিতং তীর্ত্বা সঞ্জয়ন্ত্যাস্তু পূর্ব্বতঃ।
ক্ষিতিপ্রদেশো বল্মীকৈরাচিতো যোজনত্রয়ম্ ॥
বিজ্ঞেয়া তত্র কাপোতী শ্বেতা বল্মীকমূর্দ্ধসু।
মলয়ে নলসেতৌ চ বেগবত্যোষধী ধ্রুবা ॥
কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ভক্ষয়েৎ তামুপোষিতঃ।
সোমবচ্চাত্র বর্দ্ধেত ফলং তানচ্চ কীর্ত্তিতম্ ॥
সর্ব্বা বিচেনাস্ত্বোষধ্যঃ সোমশ্চাপার্ব্বুদে গিরৌ।
স শৃঙ্গৈর্দেব...তিরম্বুদানীকভেদিভিঃ।
ব্যাপ্তস্তীর্থৈশ্চ বিখ্যাতৈঃ সিদ্ধর্ষিসুরসেবিতৈঃ ॥
গুহাভির্ভীমরূপাভিঃ সিংহোন্নাদিতকুক্ষিভিঃ।
গজালোড়িততোয়াভিরাপগাভিঃ সমন্ততঃ।
বিবিধৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বত্রৈবোপশোভিতঃ ॥ ১১
নদীষু শৈলেষু সরঃসু চাপি পুণ্যেষ্বরণ্যেষু তথাশ্রমেষু।
সর্ব্বত্র সর্ব্বাঃ পরিমার্গিতব্যাঃ সর্ব্বত্র ভূমির্হি বসূনি ধত্তে ॥ ১২
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

আদিত্যপর্ণিনী স্থূল-মূলযুক্ত, অরুণ ও কোমল পক্বপত্রে শোভিত এবং সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকে। দেবী ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা স্বর্ণবর্ণা। সর্ব্বদা জলপ্রান্তে বিসর্পণ করেন এবং ক্ষীরবিশিষ্টা। ইহার আর একটী নাম পদ্মিনী। মহাশ্রাবণী একটী অরত্নি পরিমিত ক্ষুপ। ইহার পত্রগুলি দ্ব্যঙ্গুল-পরিমিত। পুষ্প সকল নীলোৎপলাকার। ফল সকল অঞ্জনসন্নিভ। ইহা স্বর্ণবর্ণ এবং ক্ষীরবিশিষ্ট। শ্রাবণী শ্বেতবর্ণ এবং মহাশ্রাবণীর ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট। গোলোমী ও অজলোমী রোমশ ও কন্দসমুদ্ভব। উহা হংসপাদীর ন্যায় মূলোদ্ভব বিচ্ছিন্ন পত্রসমূহে আবৃত। অথবা উহা সর্ব্বরূপেই শঙ্খপুষ্পীর সমান। বেগবতী মহাবেগ-বিশিষ্ট, সর্পনির্ম্মোকসন্নিভ এবং শরৎকালে জন্মিয়া থাকে। ১০। প্রথমে যে সর্ব্বরূপিণী সপ্ত ওষধি বর্ণিত হইল, তাহাদের উদ্ধরণ-কালে নিম্নলিখিত "মহেন্দ্ররাম-কৃষ্ণাদি" মন্ত্রপাঠ আবশ্যক হয়। এই মন্ত্রে সর্ব্বদা অভি-মন্ত্রণ করিতে হইবে। অশ্রদ্ধাকারী, অলস, কৃতঘ্ন ও পাপকর্ম্মা লোকেরা সোম বা সোমতুল্য মহৌষধি সকল প্রাপ্ত হইতে পারে না। পুরাকালে ব্রহ্মপুরঃসর দেবতা-দিগের পীতাবশিষ্ট অমৃত সৌমবীর্য্য মহৌষধিসমূহে এবং ওষধিপতি সোমে নিহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা দেবসুন্দ হ্রদে এবং সিন্ধুমহানদে, জলপ্রান্তে ও মধ্যে দৃষ্ট হয়। আদিত্যপর্ণিনী বসন্তকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অজগরী নিত্য দৃষ্ট হয়। গোনসী বর্ষাগমে দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরদেশে ক্ষুদ্রমানস নামে দিব্য সরোবর আছে। তথায় করেণু, কন্যা, ছত্রা, অতিচ্ছত্রা, গোলোমী, অজলোমী, মহাশ্রাবণী এবং কৃষ্ণসর্পাখ্যা গোনসী বসন্তকালে দৃষ্ট হয়। আর কৌশিকনদী পার হইয়া পূর্ব্বদিকেও তাহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে স্থানে ভূমিভাগ ক্রমাগত যোজনত্রয় পরিমাণে বল্মীকসমূহে আচিত, তথায় বল্মীক সমূহের শিরোদেশে শ্বেতকাপোতী জন্মিয়া থাকে। মলয় ও নলসেতুতে বেগবতী উৎপন্ন হয়। উপবাসী থাকিয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ঐ সকল মহৌষধি ভক্ষণ করিতে হয়। আর সোমপানের বিধি সকল পালন করিতে হয়। তাহাতে সোমপানের ফল হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার মহৌষধি ও সোম সকল অর্ব্বুদ গিরিতে চয়ন করা যাইতে পারে। সেই অর্ব্বুদ-গিরি দেববিচারিত অভ্রভেদী শৃঙ্গসমূহ এবং সিদ্ধর্ষিসুর-সেবিত বিখ্যাত তীর্থসমূহে ব্যাপ্ত। উহা সিংহনাদ-ধ্বনিতোদর ভীমরূপ গুহাসমূহ এবং সমন্ততঃ হস্তিদলিত-জলা নদীতে পরিব্যাপ্ত। বিবিধ ধাতুসমূহে উহার সর্ব্বত্র শোভিত। ১১। নদী, শৈল, সরোবর, পুণ্য অরণ্য ও আশ্রমসমূহ সর্ব্বত্রই ঐ সকল মহৌষধি ও সোম অনু-সন্ধান করা উচিত। কারণ ধরণী সর্ব্বত্রই বসু সকল ধারণ করিয়া থাকেন। ১২। ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্নেহোপযোগিকং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥১

স্নেহসারোঽয়ং পুরুষঃ, প্রাণাশ্চ স্নেহভূয়িষ্ঠাঃ স্নেহসাধ্যাশ্চ ভবন্তি স্নেহো হি পানানুবাসনমস্তিষ্কশিরোবস্ত্যুত্তরবস্তিনস্যকর্ণপূরণগাত্রাভ্যঙ্গভোজনেষূপযোজ্যঃ॥২

তত্র দ্বিযোনিশ্চতুর্ব্বিকল্পোঽভিহিতঃ স্নেহঃ, গুণাশ্চ, তত্র জঙ্গমেভ্যো গব্যং ঘৃতং প্রধানং, স্থাবরেভ্যস্তিলতৈলং প্রধানমিতি॥৩

অত ঊর্দ্ধং যথাপ্রয়োজনং যথাবিধানঞ্চ স্থাবরস্নেহানুপদেক্ষ্যামঃ॥৪

তত্র তিল্বকৈরণ্ডকোশাম্রদন্তীদ্রবন্তীসপ্তলাশঙ্খিনীপলাশবিষাণিকাগবাক্ষীকম্পিল্লকসম্পাকনীলিনীস্নেহা বিরেচয়ন্তি। জীমূতককুটজকৃতবেধনেক্ষ্বাকুধামার্গবমদনস্নেহা বাময়ন্তি। বিড়ঙ্গখরমঞ্জরীমধুশিগ্রুসূর্য্যবল্লীপীলুসিদ্ধার্থকজ্যোতিষ্মতীস্নেহাঃ শিরো বিরেচয়ন্তি॥৫

করঞ্জপূতিককৃতমালমাতুলুঙ্গেঙ্গুদীকিরাততিক্তকস্নেহা দুষ্টব্রণেষূপযুজ্যন্তে॥৬

তুবরককপিত্থকম্পিল্লকভল্লাতকপটোলস্নেহা মহাব্যাধিষু। ত্রপুসৈর্ব্বারুককর্কারুকতুম্বীকুষ্মাণ্ডস্নেহা মূত্রসঙ্গেষু। কপোতবঙ্কাবল্গুজহরীতকীস্নেহাঃ শর্করাশ্মরীষু। কুসুম্ভসর্ষপাতসীপিচুমর্দ্দাতিমুক্তকভাণ্ডীকটুতুম্বীকটভীস্নেহাঃ প্রমেহেষু। তাল-নারিকেল-পনসমোচপিয়ালবিল্বমধূকশ্লেষ্মাতকাম্রাতকফলস্নেহাঃ পিত্তসংসৃষ্টে বায়ৌ। বিভীতকভল্লাতকপিণ্ডীতকস্নেহাঃ কৃষ্ণীকরণে। শ্রবণকঙ্গুকটুণ্টুকস্নেহাঃ পাণ্ডুকরণে। শিংশপাগুরুসারস্নেহা দদ্রুকুষ্ঠকিটিমেষু॥৭

সর্ব্ব এব স্নেহা বাতমুপঘ্নন্তি। তৈলগুণশ্চ সমাসেন ব্যাখ্যাতঃ॥৮

অত ঊর্দ্ধং কষায়স্নেহপাকক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ॥৯

তত্র কেচিদাহুস্ত্বক্পত্রমূলাদীনাং ভাগস্তচ্চতুর্গুণজলমাবাপ্য চতুর্ভাগাবশেষং নিঃক্বাথ্যাপহরেদিত্যেষ কষায়পাককল্পঃ। স্নেহপ্রসৃতেষু ষট্সু চতুর্গুণং দ্রবমাবাপ্য চতুরশ্চাক্ষসমান্ ভেষজপিণ্ডানীত্যেষ স্নেহপাককল্পঃ। এতৎ তু ন সম্যক্। কস্মাৎ? আগমাসিদ্ধত্বাৎ। পলকুড়বাদীনামতো মানস্য ব্যাখ্যাস্যামঃ॥১০

তত্র দ্বাদশ ধান্যমাষা মধ্যমাঃ সুবর্ণমাষকঃ। তে ষোড়শ সুবর্ণম্। অথ মধ্যমনিষ্পাবা বা একোনবিংশতির্ধরণম্। তান্যর্দ্ধতৃতীয়ানি কর্ষঃ। ততশ্চোর্দ্ধং চতুর্গুণমভিবর্দ্ধয়ন্তঃ

একত্রিংশ অধ্যায়

স্নেহোপযোগিক।

অনন্তর আমরা স্নেহোপযোগিক চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব।১। স্নেহই পুরুষের সার আর প্রাণসমূহ স্নেহভূয়িষ্ঠ এবং স্নেহযোগে সাধনীয় হইয়া থাকে। স্নেহসমূহ পান, অনুবাসন, মস্তিষ্ক-শিরোবস্তি, উত্তরবস্তি, নস্য, কর্ণপূরণ, গাত্রাভ্যঙ্গ ও ভোজনে প্রয়োজনীয়।২। স্নেহের দ্বিবিধ যোনি এবং চারি প্রকার ভেদ ['স্নেহগুণাশ্চ' অর্থ বোঝা গেল না। টীকার পাঠে 'স্নেহগণশ্চ']। জঙ্গম অর্থাৎ প্রাণিজ স্নেহসমূহের মধ্যে ঘৃত প্রধান। স্থাবর স্নেহসমূহের মধ্যে তিলতৈল প্রধান।৩। অনন্তর যথাপ্রয়োজন ও যথাবিধান স্থাবর স্নেহসমূহ বলিতেছি।৪। তন্মধ্যে তিল্বক, এরণ্ড, কোশাম্র, দন্তী, দ্রবন্তী, সপ্তলা ("ষবতিক্তাভেদ। শঙ্খিনীও ষবতিক্তাভেদ"), শঙ্খিনী, পলাশ, বিষাণিকা (মেষশৃঙ্গী), গবাক্ষী ("দ্রবকর্ণী"), কম্পিল্লক, সোঁদাল, নীলিনী এই সকলের স্নেহ বিরেচক। জীমূত, কুটজ, কৃতবেধন, ইক্ষ্বাকু, ধামার্গব ও মদনফল এই সকলের স্নেহ বমনকারক। বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, মধুশিগ্রু, সূর্য্যবল্লী, পীলু, সর্ষপ ও জ্যোতিষ্মতী এই সকলের স্নেহ শিরোবিরেচক।৫। করঞ্জ (ডহরকরঞ্জ) পূতিক (নাটাকরজ), কৃতমাল (সোঁদাল), মাতুলুঙ্গ, ইঙ্গুদী, চিরেতা এই সকলের স্নেহ দুষ্ট ব্রণসমূহে প্রয়োগ করা যায়।৬। তুবরক, কপিত্থ, কম্পিল্ল, ভল্লাতক ও পটোলের স্নেহ মহাব্যাধিসমূহে প্রয়োগ করা যায়। ত্রপুস, এর্ব্বারু, কর্কারু, তুম্বী, কুষ্মাণ্ড এই সকলের স্নেহ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে প্রয়োগ করা যায়। কপোতবঙ্ক, সোমরাজী, হরীতকী এই সকলের স্নেহ শর্করা ও অশ্মরী রোগে প্রয়োগ করা যায়। কুসুম্ভ, সর্ষপ, অতসী, নিম্ব, অতিমুক্তক (তিন্দুক), ভাণ্ডী, কটুতুম্বী ও কটভী এই সকলের স্নেহ প্রমেহ রোগে প্রয়োগ করা যায়। তাল, নারিকেল, পনস, মোচ, পিয়াল, বিল্ব, মধূক, শ্লেষ্মাতক ও আম্রাতক-ফলের স্নেহ পিত্তসংসৃষ্ট বায়ুতে প্রয়োগ করা যায়। বিভীতক, ভল্লাতক ও মদনফলের স্নেহ ব্রণের কৃষ্ণীকরণে প্রয়োগ করা যায়। শ্রবণ, কঙ্গুক ও টুণ্টুকের স্নেহ পাণ্ডুকরণে প্রয়োগ করা যায়। শিংশপা ও অগুরু ইহাদিগের সার হইতে যে স্নেহ উৎপন্ন হয়, তাহা দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিমে প্রয়োগ করা যায়।৭। সর্ব্বস্নেহই বায়ুনাশক। অনন্তর তৈলগুণ সংক্ষেপে বলিতেছি।৮। অনন্তর কষায় ও স্নেহপাকের ক্রম বলিতেছি।৯। কেহ কেহ বলেন যে, কষায় প্রস্তুত করিতে হইলে ত্বক্, পত্র ও মূলাদি এক ভাগ ও জল চতুর্গুণ সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশেষে নামাইতে হয়। আর স্নেহ ছয় প্রসৃত (প্রসৃত শব্দের অর্থ এস্থলে "সংযুক্তপকাঙ্গুলি ঈষৎ বিস্তৃত পাণি") ক্বাথ চারিগুণ এবং কল্ক চারি অক্ষ পরিমাণে লইয়া স্নেহ পাক করিতে হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। কেননা ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। এইজন্য পল কুড়ব প্রভৃতির পরিমাণ বলিতেছি।১০। ১২টী মধ্যম (মধ্যম প্রমাণ) ধান্য বা মাষে ১ সুবর্ণমাষক হয়। ১৬ সুবর্ণ মাষায় ১ সুবর্ণকর্ষ হয়। একোনবিংশতি মধ্যম প্রমাণ রাজমাষে এক ধরণ হয়। সার্দ্ধ তৃতীয় ধরণে এক কর্ষ হয়। অনন্তর চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া গণনা

পলকুড়বপ্রস্থাঢ়কদ্রোণা ইত্যভিনিষ্পদ্যন্তে। তুলা পলশতং, তানি বিংশতির্ভারঃ। শুষ্কাণামিদং মানমার্দ্রদ্রবাণাঞ্চ দ্বিগুণমিতি ॥ ১১

তত্রান্যতমপরিমাণসম্মিতানাং যথাযোগং ত্বক্‌পত্রমূলাদীনামাতপপরিশোষিতানাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যান্যণুশো ভেদয়িত্বাবকুট্ট্যাষ্টগুণেন ষোড়শগুণেন বাম্ভসাভিষিচ্য স্থাল্যাং চতুর্ভাগাবশিষ্টং ক্বাথয়িত্বাপহরেদিত্যেষ কষায়পাককল্পঃ ॥ ১২

স্নেহাচ্চতুর্গুণো দ্রবঃ, স্নেহচতুর্থাংশো ভেষজকল্কঃ, তদেকধ্যং সংসৃজ্য বিপচেদিত্যেষ স্নেহপাককল্পঃ ॥ ১৩

অথবা তত্রোদকদ্রোণে ত্বক্‌পত্রমূলাদীনাং তুলামাবাপ্য চতুর্ভাগাবশিষ্টং নিঃক্বাথ্যাপহরেদিত্যেষ কষায়পাককল্পঃ। স্নেহকুড়বে ভেষজপলং পিষ্টং কল্কং চতুর্গুণং দ্রবমাবাপ্য বিপচেদিত্যেষ স্নেহপাককল্পঃ ॥ ১৪

ভবতশ্চাত্র।

স্নেহভেষজতোয়ানাং প্রমাণং যত্র নেরিতম্‌।
তত্রায়ং বিধিনাস্নেহো নির্দ্দিষ্টে তত্তদেব তু ॥
অনুক্তদ্রবকার্য্যে তু সর্ব্বত্র সলিলং মতম্‌।
কল্কক্বাথাবনির্দ্দেশে গণাৎ তস্মাৎ প্রযোজয়েৎ ॥ ১৫

অত ঊর্দ্ধং স্নেহপাকক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ। স তু ত্রিবিধঃ; তদযথা—মৃদুর্মধ্যমঃ খর ইতি। তত্র স্নেহৌষধিবিবেকমাত্রং যত্র ভেষজং, স মৃদুরিতি। মধূচ্ছিষ্টমিব বিশদমবিলেপি যত্র ভেষজং, স মধ্যমঃ। কৃষ্ণমবসন্নমীষদ্বিশদং চিক্কণঞ্চ যত্র ভেষজং, স খর ইতি। অত ঊর্দ্ধং দগ্ধস্নেহো ভবতি। তং পুনঃ সাধু সাধয়েৎ। তত্র পানাভ্যবহারয়োর্মৃদুঃ। নস্যাভ্যঙ্গয়োর্মধ্যমঃ। বস্তিকর্ণপূরণয়োস্তু খর ইতি ॥ ১৬

ভবতশ্চাত্র।

শব্দস্যোপশমে প্রাপ্তে ফেনস্যোপরমে তথা।
গন্ধবর্ণরসাদীনাং সম্পত্তৌ সিদ্ধিমাদিশেৎ ॥
ঘৃতস্যৈবং বিপক্বস্য জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্‌।
ফেনোঽতিমাত্রং তৈলস্য শেষং ঘৃতবদাদিশেৎ ॥ ১৭

অত ঊর্দ্ধং স্নেহপানক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ। অথ লঘুকোষ্ঠায়াতুরায় কৃতমঙ্গলস্বস্তিবাচনায়োদয়গিরিশিখরসংস্থিতে প্রতপ্তকনকনিকরপীতলোহিতে সবিতরি যথাবলং তৈলস্য

করিতে হইবে। অর্থাৎ চারি কর্ষে এক পল, চারি পলে এক কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢ়ক এবং চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়। একশত পলে এক তুলা হয়। বিংশতি পলে এক ভার হয়। এই মান শুষ্ক দ্রব্য সম্বন্ধে। দ্রবদ্রব্যের সম্বন্ধে দ্বিগুণ মান হইবে [অর্থাৎ এক প্রস্থ জল বলিলে দুই প্রস্থ জল বুঝিতে হইবে]। ১১। উপরে যে সকল পরিমাণ কথিত হইল, তন্মধ্যে কোন পরিমাণে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ক্বাথ করিতে হইলে, সেই দ্রব্যের ত্বক্‌, পত্র, মূলাদি 'আতপে পরিশুষ্ক' করিয়া, ছেদ্য হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন এবং ভেদ্য হইলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে ভেদন করিবে। পরে কুট্টিত করিয়া স্থালীতে অষ্টগুণ বা ষোড়শগুণ জলে পাক করিবে এবং চতুর্থভাগাবশেষে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। ইহাই কষায়পাকের কল্প [সুশ্রুত-মতে দ্রব্য মাত্রকেই আতপে শুষ্ক করিয়া ক্বাথ করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন গাছই কাঁচা লওয়া হইবে না]। ১২। ক্বাথ স্নেহের চতুর্গুণ এবং কল্ক স্নেহের চতুর্থাংশ হইবে। এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে হয় [অতএব যাঁহারা বলেন যে, কল্কের পাক আগে করিয়া শেষে ক্বাথাদির পাক করিতে হয়, তাঁহাদের মত অযুক্ত]। ইহাই স্নেহপাকের কল্প। ১৩। ত্বক্‌ পত্র মূলাদি এক তুলা (১২।০ সের) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ক্বাথ করিতে হইলে, এক দ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থ ভাগ (ষোল সের) থাকিতে নামাইবে। ইহাই তুলা-পরিমিত দ্রব্যের কষায়পাককল্প। এক কুড়ব-পরিমিত স্নেহে এক পল ভেষজ-কল্ক নিক্ষেপ করিয়া, চতুর্গুণ দ্রব্যের সহিত পাক করিবে। ইহাও স্নেহপাকের একটী কল্প। ১৪। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—স্নেহ, ওষধি ও জলের পরিমাণ অনুক্ত থাকিলে ঐরূপ পরিমাণেই স্নেহাদি গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করা থাকে, তবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। দ্রবকার্য্য অনুক্ত থাকিলে, সর্ব্বত্রই জল দিতে হইবে। কল্ক ও ক্বাথের অনুল্লেখ থাকিলে যে দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহারই কল্ক ও ক্বাথ দিয়া পাক করিতে হইবে। ১৫। অনন্তর স্নেহপাকের ক্রম বলিতেছি। উহা ত্রিবিধ; যথা;—মৃদু, মধ্যম ও খর। তন্মধ্যে যেস্থলে ভেষজ অর্থাৎ কল্ক, স্নেহ ও ওষধির পৃথক্‌ভাব মাত্র (?), তাহাকে মৃদুপাক বলা যায়। তৈলের কল্ক মধূচ্ছিষ্টের ন্যায় বিশদ ও অবিলেপী (অঙ্গুলিতে অলিপ্ত) থাকিলে, তাহাকে মধ্যম পাক বলে। তৈলের কল্ক কৃষ্ণ, অবসন্ন (ভূষ্টপ্রায়), ঈষৎ বিশদ ও চিক্কণ হইলে খর পাক বলা যায়। ইহার অতিরিক্ত পাক হইলে, স্নেহ দগ্ধ হইয়া থাকে। সেরূপ স্নেহকে পুনর্ব্বার ভাল করিয়া পাক করিবে। তন্মধ্যে পান-ভোজনে মৃদুপাকের তৈল, নস্য ও অভ্যঙ্গে মধ্যম পাকের তৈল এবং বস্তিতে ও কর্ণপূরণে খরপাকের তৈল ব্যবহার্য্য। ১৬। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—শব্দ বিগত হইলে, ফেন নিবৃত্ত হইলে এবং গন্ধ বর্ণ ও রসাদির উৎকৃষ্টতা হইলে তৈলের পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে বলা যায়। ঘৃতের পাকও এইরূপ হইলে সিদ্ধ হয় জানিবে। প্রভেদ এই যে, তৈলপাক নিষ্পন্ন হইবার সময় তৈলে অতিশয় ফেনোদ্গম হয়। অন্যান্য লক্ষণ ঘৃতের ন্যায়। ১৭

অনন্তর স্নেহপানের ক্রম বলিতেছি। লঘুকোষ্ঠ রোগীকে মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তিবাচন করাইয়া, সবিতা উদয়-গিরিশিখর-সংস্থিত ও প্রতপ্তকনকনিকর-পীতলোহিতবর্ণ

ঘৃতস্য বা মাত্রাং পাতুং প্রযচ্ছেৎ। শীতমাত্রে চোষ্ণো দকেনোপস্পৃশ্য সোপানৎকো যথাসুখং বিহরেৎ ॥ ১৮

রুক্ষক্ষতবিষার্ত্তানাং বাতপিত্তবিকারিণাম্।
হীনমেধাস্মৃতীনাঞ্চ সর্পিঃপানং প্রশস্যতে ॥
কৃমিকোষ্ঠানিলাবিষ্টাঃ প্রবৃদ্ধকফমেদসঃ।
পিবেয়ুস্তৈলসাত্ম্যাশ্চ তৈলং দার্ঢ্যার্থিনশ্চ যে ॥
ব্যায়ামকর্শিতাঃ শুষ্করেতোরক্তা মহারুজঃ।
মহাগ্নিমারুতপ্রাণা বসাযোগ্যা নরাঃ স্মৃতাঃ ॥
ক্রূরাশয়াঃ ক্লেশসহা বাতার্ত্তা দীপ্তবহ্নয়ঃ।
মজ্জানমাপ্নুয়ুঃ সর্ব্বে সর্পির্বা স্বৌষধান্বিতম্ ॥
কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্বাতিকে লবণান্বিতম্।
দেয়ং বহুকফে চাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতম্ ॥
দোষাণামল্পভূয়স্ত্বং সংসর্গং সমবেক্ষ্য চ।
সুস্থ্যাৎ ত্রিষষ্টিধাভিন্নৈঃ সমাসব্যাসতো রসৈঃ ॥
স্নেহসাত্ম্যাঃ ক্লেশসহাঃ কালে নাত্যুষ্ণশীতলে।
অচ্ছমেব পিবেৎ স্নেহমচ্ছপানং হি পূজিতম্ ॥
শীতকালে দিবা স্নেহমুষ্ণকালে পিবেন্নিশি।
বাতপিত্তাধিকে রাত্রৌ বাতশ্লেষ্মাধিকে দিবা ॥
বাতপিত্তাধিকস্যোষ্ণে তৃণ্মূর্চ্ছোন্মাদকারকঃ।
শীতে বাতকফার্ত্তস্য গৌরবারুচিশূলকৃৎ ॥
স্নেহপীতস্য চেৎ তৃষ্ণা পিবেদুষ্ণোদকং নরঃ।
এবঞ্চানুপশাম্যন্ত্যাং স্নেহমুষ্ণাম্বুনা বমেৎ ॥
দিহ্যাচ্ছীতৈঃ শিরঃ শীতং তোয়ঞ্চাপ্যবগাহয়েৎ।
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেত চতুর্ভাগগতেঽহনি।
সা মাত্রা দীপনীয়াগ্নিমন্দদোষে চ পূজিতা ॥
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেত তথার্দ্ধদিবসে গতে।
সা বৃষ্যা বৃংহণী চৈব মধ্যদোষে চ পূজিতা ॥
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেত চতুর্ভাগাবশেষিতে।
স্নেহনীয়া চ সা মাত্রা বহুদোষে চ পূজিতা ॥
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেৎ তু তথা পরিণতেঽহনি।
গ্লানিমূর্চ্ছামদান্ হিত্বা সা মাত্রা পূজিতা ভবেৎ ॥
অহোরাত্রাদসন্দুষ্টা যা মাত্রা পরিজীর্য্যতি।
সা তু কুষ্ঠবিষোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশিনী ॥
যথাগ্নি প্রথমাং মাত্রাং পায়য়েত বিচক্ষণঃ।
পীতো হ্যতিবহুস্নেহো জনয়েৎ প্রাণসংশয়ম্ ॥
মিথ্যাচারাদ্ বহুত্বাদ্বা যস্য স্নেহো ন জীর্য্যতি।
বিষ্টভ্য চাপি জীর্য্যেৎ তং বারিণোষ্ণেন বাময়েৎ ॥
জীর্ণাজীর্ণবিশঙ্কায়াং স্নেহস্যোষ্ণোদকং পিবেৎ।
তেনোদ্গারো ভবেচ্ছুদ্ধো ভক্তং প্রতি রুচিস্তথা ॥
স্যুঃ পচ্যমানে তৃড়্দাহ-ভ্রমসাদারতিক্লমাঃ ॥
পরিষচ্যাদ্ভিরুষ্ণাভির্জীর্ণস্নেহং ততো নরম্।
যবাগূং পায়য়েচ্চোষ্ণাং কামং ক্লিন্নাল্পতণ্ডুলাম্ ॥

হইলে, যথাবল তৈল বা ঘৃতের মাত্রা পান করাইবে। শীতমাত্রে উষ্ণোদকে আচমন করিয়া পাদুকা পরিধান-পূর্ব্বক যথাসুখ বিহরণ করিবে। ১৮। রুক্ষ, ক্ষত, বিষার্ত্ত, বাতপিত্তরোগী ও হীনমেধাস্মৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে ঘৃতপান প্রশস্ত। কৃমিকোষ্ঠ, বাতাধিক, প্রবৃদ্ধকফমেদা ও দার্ঢ্যার্থী ব্যক্তিরা তৈলপান করিবে। ব্যায়ামকর্ষিত, শুষ্করেতাঃ, শুষ্করক্ত, মহাবেদনাগ্রস্ত, মহাগ্নি, মহাবায়ু ও মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা বসাযোগ্য। ক্রূরাশয়, ক্লেশসহ, বাতার্ত্ত ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিরা মজ্জা পান করিবে। অথবা সর্ব্বপ্রকার লোকেই ওষধিযুক্ত ঘৃত পান করিতে পারে। পৈত্তিকে কেবল ঘৃত (চরকমতে বিরুদ্ধ), বাতিকে লবণান্বিত ঘৃত এবং বহুকফে ত্রিকটু ও যবক্ষারযুক্ত ঘৃতপান করিবে। দোষসমূহের অল্পতা বা আধিক্য ও দ্বিদোষের সংসর্গ পরীক্ষা করিয়া ঘৃত ভিন্ন ভিন্ন রসের সহিত সমাস ও ব্যাস-ক্রমে ত্রিষষ্টি প্রকারে প্রয়োগ করা যায় [যেহেতু রস-বিকল্প ত্রিষষ্টি প্রকার]। স্নেহসাত্ম্য ও ক্লেশসহ ব্যক্তিরা নাতি উষ্ণ ও নাতি শীতলকালে অচ্ছস্নেহই পান করিবে। কারণ অচ্ছপানই প্রশস্ত। শীতকালে দিবসে ও গ্রীষ্মকালে নিশাতে স্নেহ পান করিবে। বাতপিত্তাধিকে রাত্রে পান করিবে। বাতশ্লেষ্মাধিকে দিবসে পান করিবে। বাত-পিত্তাধিক ব্যক্তি উষ্ণকালে স্নেহপান করিলে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও উন্মাদ হয়। বাতকফার্ত্ত ব্যক্তি শীতে স্নেহপান করিলে গৌরব, অরুচি ও শূল হয়। পীতস্নেহ ব্যক্তির তৃষ্ণা হইলে উষ্ণ জল পান করিবে। তাহাতেও তৃষ্ণার উপশম না হইলে উষ্ণাম্বুযোগে বমন করিবে [কেবল উষ্ণাম্বুযোগে বমন না হইতে পারে; গলায় আঙ্গুল দিতেও হয়]। মস্তকে শীতল জল দিবে এবং শীতল জলে অবগাহন করিবে। যে মাত্রা সেবন করিলে দিবসের চতুর্থভাগ গতে জীর্ণ হইতে পারে, স্নেহের সেই মাত্রাই অগ্নিদীপক এবং অল্পদোষ রোগীকে প্রযোজ্য। যে মাত্রা অর্দ্ধ দিবস গতে জীর্ণ হয়, তাহাই বৃষ্য ও বৃংহণ এবং মধ্যদোষে প্রযোজ্য। যে মাত্রা দিবসের চতুর্থ ভাগ শেষ থাকিতে জীর্ণ হয়, তাহাই স্নেহনীয় মাত্রা এবং তাহা বহুদোষে প্রযোজ্য। আর যে মাত্রা সারাদিন গত হইলে জীর্ণ হয়, গ্লানি মূর্চ্ছা ও মদ (মত্ততা বা মদাত্যয়) না থাকিলে তাহাই প্রশস্ত। যে মাত্রা কোনরূপ দোষ উৎপাদন না করিয়া অহোরাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাই প্রকৃষ্টমাত্রা। এই মাত্রা কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মারে প্রযোজ্য। বিচক্ষণ ব্যক্তি স্নেহের প্রথমা মাত্রা যথাগ্নি পান করিবেন। অতিবহু স্নেহ পান করিলে প্রাণ-সংশয় হইতে পারে। মিথ্যাচার বশতঃ বা বহুত্ব বশতঃ যাহার স্নেহ জীর্ণ না হয় বা বিষ্টব্ধ হইয়া জীর্ণ হয়, তাঁহাকে উষ্ণ-বারিযোগে বমন করাইতে হইবে। স্নেহ জীর্ণ হইয়াছে কিনা এরূপ সন্দেহ হইলে উষ্ণজল পান করিবে। ইহাতে উদ্গার শুদ্ধ হয় ও ভাতে রুচি হয়। স্নেহ পচ্যমান হইলে তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, অবসাদ, অস্থিরতা

দেয়ৌ যূষরসৌ বাপি সুগন্ধী স্নেহবর্জ্জিতৌ।
রূক্ষৌ বাত্যল্পসর্পিষ্কৌ যবাগূর্ব্বা বিধীয়তে॥
পিবেৎ ত্র্যহং চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হং তথা।
সপ্তরাত্রাৎ পরং স্নেহঃ সাত্ম্যীভবতি সেবিতঃ॥
সুকুমারং কৃশং বৃদ্ধং শিশুং স্নেহদ্বিষং তথা।
তৃষ্ণার্ত্তমুষ্ণকালে চ সহ ভক্তেন পায়য়েৎ॥
পিপ্পল্যো লবণং স্নেহাশ্চত্বারো দধিমস্তকঃ।
পীতমেকত্র্যমেতদ্ধি সদ্যঃস্নেহনমুচ্যতে॥
ভৃষ্টমাংসরসে স্নিগ্ধা যবাগূঃ সূপকল্পিতা।
সক্ষৌদ্রা পীয়মানা তু সদ্যঃস্নেহনমুচ্যতে॥
সর্পিষ্মতী পয়ঃসিদ্ধা যবাগূঃ স্বল্পতণ্ডুলা।
সুখোষ্ণা সেব্যমানা তু সদ্যঃস্নেহনমুচ্যতে॥
শর্করাচূর্ণসংসৃষ্টে দোহনস্থে ঘৃতে তু গাম্।
দুগ্ধ্বা ক্ষীরং পিবেদ্রূক্ষঃ সদ্যঃস্নেহনমুচ্যতে॥
যবকোলকুলত্থানাং ক্বাথো ভাগত্রয়ান্বিতঃ।
পয়োদধি-সুরাক্ষীর-ঘৃতভাগৈঃ সমন্বিতঃ॥
সিদ্ধমেতৈর্ঘৃতং পীতং সদ্যঃস্নেহনমুত্তমম্।
রাজ্ঞে রাজসমেভ্যো বা দেয়মেতদ্‌ঘৃতোত্তমম্॥
বলহীনেষু বৃদ্ধেষু মৃদ্বগ্নিস্ত্রীমহাত্মসু।
অল্পদোষেষু যোজ্যাঃ স্যুর্যে যোগাঃ সম্যগীরিতাঃ॥
বিবর্জ্জয়েৎ স্নেহপানমজীর্ণী চোদরী জ্বরী।
দুর্ব্বলোঽরোচকী স্থূলো মূর্চ্ছার্ত্তো মদপীড়িতঃ॥
ছর্দ্দ্যর্দ্দিতঃ পিপাসার্ত্তঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ।
দত্তবস্তির্বিরিক্তশ্চ বান্তো যশ্চাপি মানবঃ॥
অকালে দুর্দ্দিনে চৈব নচ স্নেহং পিবেন্নরঃ।
অকালে চ প্রসূতা স্ত্রী স্নেহপানং বিবর্জ্জয়েৎ॥
স্নেহপানাদ্ভবন্ত্যেষাং নৃণাং নানাবিধা গদাঃ।
গদা বা কৃচ্ছ্রতাং যান্তি ন সিধ্যন্ত্যথবা পুনঃ॥
গর্ভাশয়ে সশেষাঃ স্যু রক্তক্লেদমলাস্ততঃ।
স্নেহং জহ্যাল্লিষেবেত পাচনং রূক্ষমেব চ।
দশরাত্রাৎ ততঃ স্নেহং যথাবদবচারয়েৎ॥ ১৯
পুরীষং গ্রথিতং রূক্ষং কৃচ্ছ্রাদন্নং বিপচ্যতে।
উরো বিদহতে বায়ুঃ কোষ্ঠাদুপরি ধাবতি।
দুর্ব্বর্ণো দুর্ব্বলশ্চৈব রূক্ষো ভবতি মানবঃ॥ ২০
গ্লানিঃ সদনমঙ্গানামধস্তাৎ স্নেহদর্শনম্।
সম্যক্স্নিগ্ধস্য লিঙ্গানি স্নেহ-দ্বেষস্তথৈব চ॥ ২১
ভক্তদ্বেষো মুখস্রাবো গুদদাহঃ প্রবাহিকা।
পুরীষাতিপ্রবৃত্তিশ্চ ভৃশস্নিগ্ধস্য লক্ষণম্॥ ২২
রূক্ষস্য স্নেহনং স্নেহৈরতিস্নিগ্ধস্য রূক্ষণম্।
শ্যামাককোরদূষান্ন-তক্রপিণ্যাকশক্তুভিঃ॥ ২৩

দীপান্তরগ্নিঃ পরিশুদ্ধকোষ্ঠঃ
প্রত্যগ্রধাতুর্বলবর্ণযুক্তঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ো মন্দজরঃ শতায়ুঃ
স্নেহোপযোগী পুরুষো ভবেত্তু॥

এবং ক্লান্তি হয়। অতএব জীর্ণস্নেহ ব্যক্তিকে উষ্ণজলে সিক্ত করিয়া উষ্ণ যবাগূ যথেষ্ট পান করাইবে। এরূপ স্থলে যবাগূ ক্লিন্ন ও অল্পতণ্ডুলযোগে প্রস্তুত করা আবশ্যক। অথবা সুগন্ধি ও স্নেহবর্জ্জিত যূষ ও মাংসরস দেওয়া যাইতে পারে। অথবা অত্যল্প ঘৃতযুক্ত সংস্কৃত যবাগূ দেওয়া যাইতে পারে। স্নেহ ক্রমাগত তিন, চারি, পাঁচ বা ছয় দিন পান করা যায়। সপ্তরাত্রের পর স্নেহ সাত্ম্য হইয়া যায়। সুকুমার, কৃশ, বৃদ্ধ, শিশু ও স্নেহদ্বেষী ব্যক্তিকে ভক্তের সহিত স্নেহ পান করাইবে। আর তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকেও ভক্তের সহিত পান করাইবে। আর উষ্ণকালেও ভক্তের সহিত পান করাইবে। পিপুল, লবণ, স্নেহ-চতুষ্টয় ও দধিমস্ত একত্র করিয়া সেবন করিলে সদ্যঃস্নেহন হয়। ভৃষ্টমাংসরস ও সূপের সহিত কল্পিত স্নিগ্ধযবাগূ মধুর সহিত পান করিলে সদ্যঃস্নেহন হয়। ঘৃতযুক্ত দুগ্ধসিদ্ধ স্বল্পতণ্ডুল যবাগূ সুখোষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে সদ্যঃস্নেহন হয়। দোহন-পাত্রে শর্করাচূর্ণ-মিশ্রিত ঘৃত রাখিয়া গোদুগ্ধ দোহন করিবে। উহা পান করিলে সদ্যঃস্নেহন হয়। যব, কুল ও কুলত্থের ক্বাথ সর্ব্বসমেত তিন ভাগ এবং দুগ্ধ দধি সুরা ক্ষীর ও ঘৃত এক এক ভাগ একত্র সিদ্ধ করিয়া পান করিলে সদ্যঃস্নেহন হয়। এই উৎকৃষ্ট ঘৃত রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিবে। বলহীন, বৃদ্ধ, মৃদ্বগ্নি, স্ত্রী, মহাত্মগণ ও অল্পদোষদিগকে যে সমস্ত যোগ প্রদান করা উচিত, তাহা সম্যক্‌রূপে বলা হইয়াছে। অজীর্ণরোগী, উদররোগী, জ্বররোগী, দুর্ব্বল, অরোচকগ্রস্ত রোগী, স্থূল, মূর্চ্ছার্ত্ত, মদপীড়িত (মত্ত); বমনার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত, শ্রান্ত, পান-ক্লমান্বিত (মদাত্যয়ার্ত্ত), দত্তবস্তি, বিরিক্ত ও বান্ত ব্যক্তি স্নেহ পরিত্যাগ করিবে। অকালে ও দুর্দ্দিনে স্নেহ পান করিবে না। অকালে প্রসূতা স্ত্রী স্নেহ পান করিবে না। এই সকল ব্যক্তি স্নেহ পান করিলে তাহাদের নানাবিধ রোগ হয়। অথবা রোগ সকল কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য হইয়া থাকে। গর্ভাশয়ে রক্ত, ক্লেদ ও মলের শেষ থাকিতে স্নেহ পান করিবে না। তখন কেবল রূক্ষ-পাচন সেবন করিবে। অনন্তর দশরাত্র পরে যথাবিধি স্নেহ আচরণ করিবে। ১৯। মানুষ রূক্ষ হইলে পুরীষ গ্রথিত ও রূক্ষ হয়। অন্ন কষ্টে পরিপাক পায়, বুক জ্বালা করে, বায়ু কোষ্ঠের উপরি ধাবিত হয় এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে। ২০। মানুষ সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে গ্লানি, অঙ্গসমূহের অবসাদ, অধোমার্গে স্নেহের দর্শন এবং স্নেহে বিদ্বেষ হয়। ২১। ভক্তদ্বেষ (ভাতে অরুচি), মুখস্রাব, গুদদাহ, প্রবাহিকা, পুরীষের অতিশয় নির্গম এই কয়েকটী অতিশয় স্নিগ্ধের লক্ষণ। ২২। মানুষ রূক্ষ হইলে তাহাকে স্নেহ-সমূহ দ্বারা স্নিগ্ধ এবং অতিস্নিগ্ধ হইলে তাহাকে শ্যামাক ও কোরদূষের অন্ন এবং তক্র পিণ্যাক ও শক্তু সেবন করাইয়া রূক্ষ করিতে হয়। ২৩। স্নেহসেবী পুরুষ দীপ্তাগ্নি,

স্নেহো হিতো দুর্ব্বলবহ্নিদেহ-
সন্ধুক্ষণে ব্যাধিনিপীড়িতস্য ॥ ২৪
বলান্বিতো ভোজনদোষজাতৈঃ
প্রমর্দ্দিতুং তৌ সহসা ন সাধ্যৌ ॥ ২৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে স্নেহোপযৌগিক-
চিকিৎসিতং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বেদাবচারণীয়ং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

চতুর্ব্বিধঃ স্বেদঃ। তদ্‌যথা—তাপস্বেদ উষ্মস্বেদ উপনাহ-স্বেদো দ্রবস্বেদ ইতি। অত্র সর্ব্বস্বেদবিকল্পাবরোধঃ ॥ ২

তত্র তাপস্বেদঃ পাণিকাংস্যকন্দুকপালবালুকাবস্ত্রৈঃ প্রযুজ্যতে শয়ানস্য চাঙ্গতাপো বহুশঃ খাদিরাঙ্গারৈরিতি ॥ ৩

উষ্মস্বেদস্তু কপালপাষাণেষ্টকালোহপিণ্ডানগ্নিবর্ণানদ্ভি-রাসিক্তৈদম্লদ্রব্যৈর্ব্বা, তৈরার্দ্রৈরলক্তকপরিবেষ্টিতমঙ্গপ্রদেশং স্বেদয়েৎ। মাংসরসপয়োদধিধান্যাম্লবাতহরপত্রভঙ্গক্বাথপূর্ণাং

বিশুদ্ধকোষ্ঠ, পুষ্টধাতু, বলবর্ণযুক্ত, দৃঢ়েন্দ্রিয়, মন্দজরা (যাহাকে জরা শীঘ্র ধরে না) ও শতবর্ষায়ু হয়। ২৪। ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তির দুর্ব্বল অগ্নি ও দুর্ব্বল দেহের পুষ্টির জন্য স্নেহ হিতকর। অগ্নি ও শরীর এইরূপে বলান্বিত হইলে ভোজনের দোষেও মানুষকে সহসা ফেলিতে পারে না। ২৫

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

স্বেদাবচারণীয়।

অনন্তর আমরা স্বেদাবচারণীয় চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। স্বেদ চতুর্ব্বিধ। যথা;—তাপস্বেদ, উষ্মস্বেদ (বাষ্পস্বেদ), উপনাহস্বেদ ও দ্রবস্বেদ। (প্রস্তরস্বেদ, অশ্মঘন-স্বেদ, নাড়ীস্বেদ, কুম্ভীস্বেদ ও ভূস্বেদ উষ্মস্বেদের অন্তর্গত; আর পরিষেক ও অবগাহ দ্রবস্বেদের অন্তর্গত)। ২। ত মধ্যে তাপস্বেদ দিতে হইলে পাণি, পাংশু, কন্দুক (কড়াই), কপাল (খোলা) ও বালুকা উষ্ণ করিয়া দিতে হয়। এই তাপ রোগীকে শয়ন করাইয়া উত্তমরূপে দিতে হয়। আর ঐ সকল দ্রব্য খদিরকাষ্ঠের অঙ্গারে তপ্ত করিয়া লইলে ভাল হয়। ৩। উষ্মস্বেদ দিতে হইলে কপাল, পাষাণ, ইষ্টক ও লৌহপিণ্ড অগ্নিতাপে অগ্নিবর্ণ করিয়া তাহাতে জলসেচন করিতে হয়। অথবা পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জীক প্রভৃতি অম্লদ্রব্য সকল উত্তপ্ত করিয়া যে উষ্মা উঠিয়া থাকে, তদ্দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে রোগীর গাত্রপ্রদেশ আর্দ্র অলক্তকে পরিবেষ্টিত করিয়া স্বেদ দিতে হয়। অথবা মাংসরস দুগ্ধ, দধি, ধান্যাম্ল বা বায়ুনাশক পত্রসমূহের ক্বাথে

বা কুম্ভীমনুতপ্তাং প্রাবৃত্যোষ্মাণং গৃহ্ণীয়াৎ। পার্শ্ব ছিদ্রেণ বা কুম্ভেনাধোমুখেন তস্য মুখমভিসন্ধায় তস্মিন্ ছিদ্রে হস্তিশুণ্ডাকারাং নাড়ীং প্রণিধায় তং স্বেদয়েৎ ॥ ৪

সুখোপবিষ্টং স্বভ্যক্তং গুরুপ্রাবরণাবৃতম্।
হস্তিশুণ্ডিকয়া নাড্যা স্বেদয়েদ্বাতরোগিণম্ ॥
সুখা সর্ব্বাঙ্গগা হ্যেষা ন চ ক্লিশ্নাতি মানবম্।
ব্যামার্দ্ধমাত্রা ত্রির্বক্রা হস্তিহস্তসমাকৃতিঃ ॥
স্বেদনার্থে হিতা নাড়ী কৈলিঞ্জী হস্তিশুণ্ডিকা ॥ ৫
পুরুষায়ামমাত্রাঞ্চ ভূমিমুৎকীর্য্য খাদিরৈঃ।
কাষ্ঠৈর্দগ্ধ্বা তথাভ্যুক্ষ্য ক্ষীরধান্যাম্লবারিভিঃ ॥
পত্রভঙ্গৈরবচ্ছাদ্য শয়ানং স্বেদয়েৎ ততঃ।
পূর্ব্ববৎ স্বেদয়েদ্দগ্ধ্বা ভস্মাপোহ্যাপি বা শিলাম্ ॥ ৬

পূর্ব্ববৎ কুটীং বা চতুর্দ্বারাং কৃত্বা তস্যামুপবিষ্টস্যান্তশ্চতু-র্দ্বারেঽঙ্গারানুপসন্ধায় তং স্বেদয়েৎ। ধান্যানি বা সম্যগুপ-স্বেদ্যাস্তীর্য্য কিলিঞ্জেঽস্মিন্ বা তৎপ্রতিরূপকে শয়ানং

কুম্ভী পূর্ণ করিয়া তাহা তপ্ত করিতে হয় এবং রোগীর গাত্র কম্বলাদি দ্বারা আবৃত করিয়া উষ্মা গ্রহণ করাইতে হয়। অথবা অন্য কোন কুম্ভের পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া এবং তাহা অধোমুখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কুম্ভে ঢাকা দিতে হয়। সেই ছিদ্রে হস্তিশুণ্ডাকার একটী নল পুরাইয়া তদ্দ্বারা রোগীকে স্বেদ দিতে হয়। [একখানি বেত্রাসনের নিম্নে উষ্মপূর্ণ কুম্ভ বসাইয়া তদুপরি রোগীকে বস্ত্রাবৃত করিয়া বসাইলে স্বেদ দিবার উত্তম সুবিধা হয়। হোমিওপ্যাথ-রডক্ বলেন যে, কুম্ভীস্বেদ কুক্কুরদষ্ট রোগীদিগের চরম অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। তাঁহার মতে জলস্বেদ। কিন্তু শিরীষ প্রভৃতি বিষনাশক পত্রসমূহের ক্বাথ আরও উপযোগী হইতে পারে। "হস্তিশুণ্ডাকার নল" বলিবার প্রয়োজন এই যে, নলটী বাঁকা হওয়া উচিত, নতুবা স্বেদ তীক্ষ্ণ হইতে পারে]। ৪। বাতরোগীকে সুখোপবিষ্ট, উত্তমরূপে অভ্যক্ত ও গুরু-প্রাবরণে আবৃত করিয়া হস্তিশুণ্ডাকার নল দ্বারা উষ্মস্বেদ দিতে হয়। এই তাপ সুখকর, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী এবং রোগীর ক্লেশকর নহে। ইহা ব্যামার্দ্ধ-পরিমিত, ত্রিমুখ ও হস্তিশুণ্ডাকৃতি। স্বেদনার্থে কুশকাশাদি-নির্ম্মিত ও হস্তি-শুণ্ডাকৃতি নল ভাল। ৫। রোগীর দৈর্ঘ্যের পরিমাণে ভূখণ্ড নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে খদিরকাষ্ঠের আগুন জ্বালাইয়া দিবে। ভূমি দগ্ধ হইলে তদুপরি দুগ্ধ ও কাঞ্জীক ঢালিয়া দিবে। অনন্তর বায়ুনাশক পত্রসমূহে আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইবে। ইহাতে উত্তম বাষ্পস্বেদ হয়। এইরূপে শিলা তপ্ত করিয়াও স্বেদ দেওয়া যায়। ৬। অথবা পূর্ব্ববৎ চতুর্দ্বারা কুটী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রোগীকে উপবিষ্ট করিবে এবং চতুর্দ্বারের অভ্যন্তরে জলন্ত অঙ্গারসমূহ স্থাপন করিয়া স্বেদ দিবে। অথবা ধান্য সকল স্বিন্ন ও একখানি তক্তা বা তদ্রূপ অন্য কোন দ্রব্যের উপর আস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর

প্রাবৃত্য স্বেদয়েৎ। এবং পাংশু-গোশকৃত্তুষবুষপলালোষ্মভিঃ স্বেদয়েৎ ॥ ৭

উপনাহস্বেদস্তু বাতহরমূলকল্কৈরম্লপিষ্টৈর্লবণপ্রগাঢ়ৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ প্রদিহ্য স্বেদয়েৎ। এবং কাকোল্যাদিভিঃ সুরসাদিভিস্তিলাতসীসর্ষপকল্কৈঃ কৃশরাপায়সোৎকারিকাভির্বেশবারৈঃ শাল্বণৈর্বা তনুবস্ত্রাবনদ্ধৈঃ স্বেদয়েৎ ॥ ৮

দ্রবস্বেদস্তু বাতহরদ্রব্যক্বাথপূর্ণে কোষ্ণকটাহে দ্রোণ্যাং বাবগাহ্য স্বেদয়েৎ। এবং পয়োমাংসরসযূষতৈলধান্যাম্লঘৃতবসামূত্রেষবগাহেত। সুখোষ্ণৈঃ কষায়ৈঃ পরিষিঞ্চেদিতি ॥ ৯

তত্র তাপোষ্মস্বেদৌ বিশেষতঃ শ্লেষ্মঘ্নৌ। উপনাহস্বেদো বাতঘ্নঃ। অন্যতরস্মিন্ পিত্তসংসৃষ্টে দ্রবস্বেদ ইতি। কফমেদোঽন্বিতে বায়ৌ নিবাতাতপগুরুপ্রাবরণনিযুদ্ধাধ্বব্যায়ামভারাহরণামর্ষৈঃ স্বেদমুৎপাদয়েদিতি ॥ ১০

ভবন্তি চাত্র।

চতুর্ব্বিধো যোঽভিহিতো দ্বিধা স্বেদঃ প্রযুজ্যতে।
সর্ব্বস্মিন্নেব দেহে তু দেহস্যাবয়বে তথা ॥
যেষাং নস্যং বিধাতব্যং বস্তিশ্চৈব হি দেহিনাম্।
শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পূর্ব্বং স্বেদ্যাস্তু তে মতাঃ ॥
পশ্চাৎ স্বেদ্যা হৃতে শল্যে মূঢ়গর্ভানুপদ্রবা।
সম্যক্ প্রজাতা কালে যা পশ্চাৎ স্বেদ্যা বিজানতা ॥
স্বেদ্যাং পূর্ব্বঞ্চ পশ্চাচ্চ ভগন্দর্য্যর্শসস্তথা।
অশ্মর্য্যা চাতুরো জন্তুঃ শেষান্ শাস্ত্রে প্রচক্ষ্মহে ॥ ১১
নানভ্যক্তে নাপি চাস্নিগ্ধদেহে
স্বেদো যোজ্যঃ স্বেদবিদ্ভিঃ কথঞ্চিৎ।
দৃষ্টং লোকে কাষ্ঠমস্নিগ্ধমাশু
গচ্ছেদ্ভঙ্গং স্বেদযোগৈর্গৃহীতম্ ॥
অগ্নের্দীপ্তিং মার্দ্দবং ত্বক্প্রসাদং
ভক্তশ্রদ্ধাং স্রোতসাং নির্ম্মলত্বম্।
কুর্য্যাৎ স্বেদো হন্তি নিদ্রাং সতন্দ্রাং
সন্ধীন্ স্তব্ধাংশ্চেষ্টয়েদাশু যুক্তঃ ॥
স্নেহক্লিন্না ধাতুসংস্থাশ্চ দোষাঃ
স্বস্থানস্থা যে চ মার্গেষু লীনাঃ।
সম্যক্ স্বেদৈর্যোজিতৈস্তে দ্রবত্বং
প্রাপ্তাঃ কোষ্ঠং যান্তি দেহাদশেষাৎ ॥
স্বেদাস্রাবো ব্যাধিহানির্লঘুত্বং
শীতার্থিত্বং মার্দ্দবঞ্চাতুরস্য।
সম্যক্স্বিন্নে লক্ষণং প্রাহুরেত-
ন্মিথ্যাস্বিন্নে ব্যত্যয়েনৈতদেব ॥
স্বিন্নেঽত্যর্থং সন্ধিপীড়া বিদাহঃ
স্ফোটোৎপত্তিঃ পিত্তরক্তপ্রকোপঃ।
মূর্চ্ছা ভ্রান্তির্দাহতৃষ্ণে ক্লমশ্চ
কুর্য্যাৎ তূর্ণং তত্র শীতং বিধানম্ ॥ ১১

আবৃত পাত্রে শয়ন করাইবে। এইরূপ পাংশু, গোশকৃৎ, তুষ, বুষ (তুচ্ছধান্য—আগড়া) বা পলালের (খড়ের) উষ্মা দ্বারা এইরূপে স্বেদ দিবে। ৭। উপনাহ-স্বেদ দিতে হইলে বাতহর ঔষধসমূহের মূল কাঞ্জীর সহিত কল্কিত ও প্রচুর লবণ-সংযুক্ত এবং সুস্নিগ্ধ ও সুখোষ্ণ করিয়া লেপন করিবে। তাহাতেই স্বেদের কার্য্য হইবে। এইরূপ কাকোল্যাদি, সুরসাদি বা তিল, অতসী ও সর্ষপের কল্ক বা কৃশরা পায়স ও উৎকারিকা বা বেশবার বা শাল্বণ তনু বস্ত্রে আবৃত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। ৮। দ্রবস্বেদ দিতে হইলে বাতহর দ্রব্যসমূহের সুখোষ্ণ ক্বাথে কটাহ বা দ্রোণী পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিবে। এইরূপ দুগ্ধ, মাংসরস, যূষ, তৈল, ধান্যাম্ল, ঘৃত, বসা ও গোমূত্র সুখোষ্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিবে। এইরূপ বাতঘ্ন কষায় সকল সুখোষ্ণ করিয়া অঙ্গে সেচন করিবে। ৯। তন্মধ্যে তাপস্বেদ ও বাষ্পস্বেদ বিশেষরূপে শ্লেষ্মা নাশ করে। উপনাহস্বেদ বাতঘ্ন। আর বাত বা শ্লেষ্মা পিত্তসংসৃষ্ট হইলে দ্রবস্বেদ প্রশস্ত। বায়ু কফমেদোযুক্ত হইলে নির্ব্বাত, আতপ, গুরু আবরণ, নিযুদ্ধ (কুস্তি), অধ্বভ্রমণ, ব্যায়াম, ভারবহন ও ক্রোধোৎপাদন দ্বারা স্বেদ দিবে। ১০। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;—যে চতুর্ব্বিধ স্বেদ বর্ণিত হইল, তাহা দুই প্রকারে প্রয়োগ করা হয়,—সর্ব্বদেহে এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্গে। "যাহাদের পক্ষে নস্য বা বস্তি বা শোধনীয় ব্যবস্থা করা হয়, তাহাদিগকে প্রথমেই সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দেওয়া উচিত। মূঢ়গর্ভার শল্য হৃত হইলে ও উপদ্রব সকল রহিত হইলে পশ্চাৎ স্বেদ দিবে। আর সুপ্রসূতা স্ত্রীও যথাসময়ে পশ্চাৎ স্বেদনীয়।" ["" এই চিহ্নের অন্তর্গত পাঠ ঋষিপঠিত নহে। ডল্বণাচার্য্য বলেন যে, গয়দাস এই পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমিও করিলাম।] ভগন্দর ও অর্শে প্রথমে ও শেষে দুইবারই স্বেদ দিতে হয়। অশ্মরীতেও এইরূপ। অন্যান্য স্বেদ যখন যাহা আবশ্যক, তাহা যথাসময়ে কহিব।" তৈলাভ্যক্ত ও অন্তরে স্নিগ্ধ না হইয়া স্বেদ গ্রহণ করিবে না। দেখ, অস্নিগ্ধ কাষ্ঠে স্বেদ দিলে নমিত হয় না, পরন্তু ভাঙ্গিয়া যায়। স্বেদ অগ্নির দীপ্তি, দেহের মার্দ্দব, ত্বকের প্রসন্নতা, ভক্তে শ্রদ্ধা ও স্রোতঃসমূহের নির্ম্মলতা করে আর নিদ্রা ও তন্দ্রা হরণ করিয়া থাকে। আর স্তব্ধ সন্ধিসমূহের ক্রিয়া উৎপাদন করে। যে সকল দোষ স্নেহক্লিন্ন, যাহারা ধাতুস্থ, যাহারা স্বীয় স্থানে অবস্থিত এবং যাহারা স্রোতঃসমূহে বিলীন, স্বেদ দ্বারা ব্যাজিত হইলে তাহারা দেহ হইতে বহির্গত হইবার জন্য কোষ্ঠে গমন করে। মানুষ সম্যক্ স্বিন্ন হইলে ঘর্ম্মের সম্যক্ স্রাব, রোগমুক্তি, শরীরের লঘুতা, শীতেচ্ছা ও শরীরের মার্দ্দব হয়। মিথ্যা স্বিন্ন হইলে ইহার বিপরীত লক্ষণ সকল হয়। অত্যন্ত স্বিন্ন হইলে সন্ধিপীড়া, বিদাহ, স্ফোটোৎপত্তি, পিত্তরক্তের প্রকোপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি হয়; এরূপ স্থলে শৈত্য-

পাণ্ডুর্মেহী পিত্তরক্তী ক্ষয়ার্ত্তঃ
ক্ষামোঽজীর্ণী চোদরার্ত্তো বিষার্ত্তঃ।
তৃট্‌ছর্দ্দ্যার্ত্তো গর্ভিণী পীতমদ্যো
নৈতে স্বেদ্যা যশ্চ মর্ত্ত্যোঽতিসারী ॥
স্বেদাদেষাং যান্তি দেহা বিনাশ-
মসাধ্যত্বং যান্তি চৈষাং বিকারাঃ ॥ ১২
এতেষাং স্বেদসাধ্যা যে ব্যাধয়স্তেষু বুদ্ধিমান্।
মৃদূন্ স্বেদান্ প্রযুঞ্জীত তথা হৃন্মুষ্কদৃষ্টিষু ॥ ১৩
সর্ব্বান্ স্বেদান্ নিবাতে চ জীর্ণান্নস্যাবচারয়েৎ।
স্নেহাভ্যক্তশরীরস্য শীতৈরাচ্ছাদ্য চক্ষুষী।
স্বিদ্যমানস্য চ মুহুর্হৃদয়ং শীতলৈঃ স্পৃশেৎ ॥ ১৪
সম্যক্‌স্বিন্নং বিমৃদিতং স্নাতমুষ্ণাম্বুভিঃ শনৈঃ।
স্বভ্যক্তং প্রাবৃতাঙ্গঞ্চ নিবাতশরণস্থিতম্।
ভোজয়েদনভিষ্যন্দি সর্ব্বং বাচারমাদিশেৎ ॥ ১৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে স্বেদাবচারণীয়-চিকিৎসিতং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

প্রয়োগ করিবে। ১১। পাণ্ডুরোগী, মেহী, পিত্তরক্তরোগী, ক্ষয়রোগী, ক্ষাম, অজীর্ণরোগী, উদররোগী, বিষার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, বমনার্ত্ত, গর্ভিণী, পীত-মদ্য ও অতিসাররোগী স্বেদ-যোগ্য নহে। ইহাদিগকে স্বেদ দিলে ইহাদের দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয় অথবা রোগ সকল অসাধ্য হইয়া থাকে। ১২। ঐ সকল রোগীর স্বেদসাধ্য ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইলে, সেই সকল রোগে মৃদুস্বেদ প্রয়োগ করিবে। আর হৃদয়, মুষ্ক ও নয়নে মৃদুস্বেদ দিবে। ১৩। সর্ব্ব প্রকার স্বেদই নিবাতে (বায়ুহীন স্থানে) দিবে। আর অন্ন জীর্ণ হইবার পর স্বেদ দিবে। সর্ব্বশরীর স্নেহে অভ্যক্ত করিয়া পরে স্বেদ দিবে। সর্ব্বশরীরে স্বেদ দিবার সময় চক্ষুর্দ্বয় শীতলদ্রবে আচ্ছাদিত করিবে। আর স্বিদ্যমান ব্যক্তির হৃদয়ে বারবার শীতস্পর্শ করাইবে। ১৪। রোগী সম্যক্ স্বিন্ন ও কোমলাঙ্গ হইলে উষ্ণাম্বুযোগে অল্পে অল্পে সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিবে এবং শরীর বসনে আবৃত করিয়া নিবাত গৃহে রাখিবে। আর অনভিষ্যন্দি ভোজন করাইবে এবং সর্ব্ব প্রকার পালনীয় পালন করাইবে। ১৫

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বমনবিরেচনসাধ্যোপদ্রবচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

দোষাঃ ক্ষীণা বৃংহয়িতব্যাঃ, কুপিতাঃ প্রশময়িতব্যাঃ, বৃদ্ধা নির্হর্ত্তব্যাঃ, সমাঃ পরিপাল্যা ইতি সিদ্ধান্তঃ। প্রাধান্যেন বমনবিরেচনে বর্ত্তেতে নির্হরণে দোষাণাম্। তস্মাৎ তয়োর্বিধানমুচ্যমানমুপধারয় ॥ ২

তথাতুরং স্নিগ্ধং স্বিন্নমভিষ্যন্দিভিরাহারৈরনববদ্ধদোষমবলোক্য শ্বো বমনং পায়য়িতাস্মীতি সম্ভোজয়েৎ তীক্ষ্ণাগ্নিং বলবন্তং বহুদোষং মহাব্যাধিপরীতং বমনসাত্ম্যঞ্চ ॥ ৩

ভবতি চাত্র।

পেশলৈর্বিবিধৈরন্নৈর্দোষানুৎক্লেশ্য দেহিনঃ।
স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪

অথাপরেদ্যুঃ পূর্ব্বাহ্ণে সাধারণে কালে বমনদ্রব্যকষায়-কল্কচূর্ণস্নেহানামন্যতমস্য মাত্রাং পায়য়িত্বা বাময়েৎ। যথাযোগং কোষ্ঠবিশেষমবেক্ষ্যাতিবীভৎসদুর্গন্ধদুর্দর্শনানি চ বমনানি বিদধ্যাৎ। অতো বিপরীতানি বিরেচনানি ॥ ৫

তত্র সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুং বা বমন-

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বমন-বিরেচন।

অনন্তর আমরা বমন-বিরেচন-সাধ্য উপদ্রবসমূহের চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। ক্ষীণ-দোষে বৃংহণ, কুপিত-দোষে প্রশমন, বৃদ্ধ-দোষে নির্হরণ (বিরেচনাদি দ্বারা দোষ-নিঃসারণ) এবং সমদোষে পরিপালন (স্বাস্থ্য-রক্ষণ) কর্ত্তব্য; ইহাই সিদ্ধান্ত। দোষের নির্হরণ পক্ষে বমন ও বিরেচনই প্রধান। সেইজন্য বমন ও বিরেচনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। রোগী তীক্ষ্ণাগ্নি, বলবান্, বহুদোষ, মহারোগ-পীড়িত ও বমনসাত্ম্য হইলে, তাহাকে বমন দিবে। বমনের পূর্ব্বে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া, বদ্ধমূল দোষকে স্বস্থান হইতে বিচলিত করিবে এবং আগামী কল্য বমন দিতে হইলে, অদ্য অভিষ্যন্দী আহার সকল ভোজন করাইবে। ৩। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—নানাপ্রকার পেশল অন্ন আহার করাইয়া দোষদিগকে উৎক্লেশিত করিবে এবং স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া বমন দিবে। এইরূপে বমন দিলে বমন সম্যক্ হইয়া থাকে। ৪। অনন্তর পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে, সাধারণ কালে, বমন-দ্রব্যের কষায়, কল্ক, চূর্ণ বা স্নেহ মাত্রানুযায়ী পান করাইয়া বমন করাইবে। ভিন্ন ভিন্ন কোষ্ঠ পরীক্ষা করিয়া, যথাযোগ বমন দ্রব্য সকল অসাত্ম্য, বীভৎস, দুর্গন্ধ ও দুর্দর্শন করিয়া দিতে হয়। কিন্তু বিরেচন-দ্রব্য সকল ইহার বিপরীত হওয়া আবশ্যক। ৫। রোগী সুকুমার, কৃশ, বালক, বৃদ্ধ বা ভীরু হইলে, অথচ রোগ বমন-সাধ্য

সাধ্যেষু বিকারেষু ক্ষীরদধিতক্রযবাগূনামন্যতমমাকণ্ঠং পায়য়েৎ। পীতৌষধঞ্চ পাণিভিরগ্নিতপ্তৈঃ প্রতপ্যমানং মুহূর্ত্তমুপেক্ষেত ॥ ৬

তস্য চ স্বেদপ্রাদুর্ভাবেণ শিথিলতামাপন্নং স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যঃ প্রচলিতং কুক্ষিমনুসৃতং জানীয়াৎ, ততঃ প্রবৃত্তহৃল্লাসং জ্ঞাত্বা জানুমাত্রাসনোপবিষ্টমাপ্তৈর্ললাটে পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োঃ কণ্ঠে চ পাণিভিঃ সুপরিগৃহীতমঙ্গুলীগন্ধর্ব্বহস্তোৎপলনালানামন্যতমেন কণ্ঠমভিস্পৃশন্তং বাময়েৎ তাবদ্‌, যাবৎ সম্যগ্‌বান্তলিঙ্গানীতি ॥ ৭

ভবতশ্চাত্র।

কফপ্রসেকং হৃদয়াবিশুদ্ধিং কণ্ডূঞ্চ দুশ্ছর্দ্দিতলিঙ্গমাহুঃ।
পিত্তাতিযোগঞ্চ বিসংজ্ঞতাঞ্চ হৃৎকণ্ঠপীড়ামপি চাতিবান্তে ॥
পিত্তে কফস্যানুসুখং প্রবৃত্তে শুদ্ধেষু হৃৎকণ্ঠশিরঃসু চাপি।
লঘৌ চ দেহে কফসংস্রবে চ স্থিতে সুবান্তং পুরুষং ব্যবস্যেৎ ॥

সম্যগ্বান্তঞ্চৈনমভিসমীক্ষ্য স্নেহনবিরেচনশমনানাং ধূমানামন্যতমং সামর্থ্যতঃ পায়য়িত্বাচারিকমাদিশেৎ ॥ ৯

ভবন্তি চাত্র।

ততোঽপরাহ্নে শুচিশুদ্ধদেহমুষ্ণাভিরদ্ভিঃ পরিষিক্তগাত্রম্।
কুলত্থমুদ্গাঢ়কিজাঙ্গলানাং যূষৈ রসৈর্বাপ্যুপভোজয়েৎ তু ॥ ১০
কাসোপলেপস্বরভেদনিদ্রা-তন্দ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যবিষোপসর্গাঃ।
কফপ্রসেকগ্রহণীপ্রদোষা ন সন্তি জন্তোর্বমতঃ কদাচিৎ ॥ ১১
ছিন্নে তরৌ পুষ্পফলপ্ররোহা যথা বিনাশং সহসা ব্রজন্তি।
তথা হৃতে শ্লেষ্মণি শোধনেন তজ্জা বিকারাঃ প্রশমং প্রয়ান্তি ॥

ন-বাময়েৎ তৈমিরিকোর্দ্ধবাত-গুল্মোদরপ্লীহকৃমিপ্রমার্ত্তান্।
স্থূলক্ষতক্ষীণকৃশাতিবৃদ্ধ-মূত্রাতুরান্ কেবলবাতরোগান্ ॥ ১৩
স্বরোপঘাতাধ্যয়নপ্রসক্ত-দুশ্ছর্দ্দিদুঃকোষ্ঠতৃড়ার্ত্তবালান্।
ঊর্দ্ধাস্রপিত্তিক্ষুধিতাতিরুক্ষ-গর্ভিণ্যুদাবর্ত্তিনিরূহিতাংশ্চ ॥ ১৪
অবম্যবমনাদ্রোগাঃ কৃচ্ছ্রতাং যান্তি দেহিনাম্।
অসাধ্যতাং বা গচ্ছন্তি নৈতে বাম্যাস্ততঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৫
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে চ বিষাতুরাঃ।
অতীব চোল্বণকফাস্তে চ স্যুর্মধুকাম্বুনা ॥ ১৬

বাম্যাস্তু বিষশোষস্তন্যদোষবিষমমন্দাগ্ন্যুন্মাদাপস্মারশ্লীপদার্ব্বুদবিদারিকামেদোমেহগরজ্বরারুচ্যপচ্যামাতীসারহৃদ্রোগচিত্তবিভ্রমবিসর্পবিদ্রধ্যজীর্ণমুখপ্রসেকহৃল্লাসশ্বাসকাস-পীনস-পূতিনাস-কণ্ঠৌষ্ঠ-বক্ত্রপাককর্ণস্রাবাধিজিহ্বোপজিহ্বিকাগলশুণ্ডিকাধঃশোণিতপিত্তিনঃ কফস্থানজেষু বিকারেষন্যেষু কফব্যাধিপরীতেষ্বিতি ॥ ১৭

বিরেচনমপি স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় চ দেয়ম্। অথাতুরং

হইলে, তাহাকে দুগ্ধ, দধি, তক্র বা যবাগূ আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন-ঔষধ পান করাইবে। ঔষধ-পানের পর পাণিসমূহ অগ্নিতপ্ত করিয়া, তাহাকে তাপ দিবে এবং মুহূর্ত্ত কাল উপেক্ষা করিবে। ৬। এইরূপে স্বেদ দেওয়াতে রোগীর দোষ শিথিলতা প্রাপ্ত, স্বস্থান হইতে প্রচলিত এবং উদরে আগত হইয়াছে জানিবে। পরে বমনেচ্ছা উপস্থিত হইয়াছে জানিলে, উহাকে জানুর সমান উচ্চ আসনে উপবিষ্ট করাইবে এবং আত্মীয়েরা উহার ললাট, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় ও কণ্ঠ হাত দিয়া উত্তমরূপে ধরিয়া থাকিবে। আর অঙ্গুলী, গন্ধর্ব্বহস্ত-নাল (এরণ্ডের ডাঁটা) বা উৎপল-নাল কণ্ঠে স্পর্শ করাইয়া বমন করাইবে। যতক্ষণ সম্যক্ বান্তের লক্ষণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ বমন করাইবে। ৭। এই স্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে;—বমন সম্যক্ না হইলে কফপ্রসেক, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি ও গাত্রে কণ্ডূ হইয়া থাকে। বমন অতিরিক্ত হইলে পিত্তের অতিনির্গম, বিসংজ্ঞতা এবং হৃদয় ও কণ্ঠের পীড়া হয়। বমন সম্যক্ হইলে কফদর্শনের পর সুখে পিত্ত নির্গত হয়, হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তক শুদ্ধ হয়, দেহ লঘু হয় এবং কফসংস্রব স্থিত (স্থগিত) হয়। ৮। রোগী সম্যক্ বান্ত হইলে উহাকে সামর্থ্যানুসারে স্নেহন, বিরেচন বা শমন-ধূম পান করাইবে এবং পথ্য পালন করাইবে। ৯। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে;—অনন্তর অপরাহ্নে শুচি ও শুদ্ধদেহে উষ্ণজলে গাত্র পরিষিক্ত করিয়া কুলত্থ, মুদ্গ বা অড়হরের যূষ বা জাঙ্গল-মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে। ১০। উক্ত নিয়মে বমন করিলে জন্তুর কাস, হৃদয়োপলেপ, স্বরভেদ, নিদ্রা, তন্দ্রা, মুখদৌর্গন্ধ্য ও বিষপানজ উপসর্গ সকল থাকিতে পারে না। যেমন তরুমূল ছিন্ন হইলে পুষ্প, ফল ও প্ররোহ সকল সহসা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শোধনযোগে শ্লেষ্মা হৃত হইলে তজ্জাত বিকার সকল প্রশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১।১২। তিমির, ঊর্দ্ধবাত, গুল্ম, উদর, প্লীহা, কৃমি ও ভ্রমার্ত্তরোগী তথা স্থূল, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, অতিবৃদ্ধ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীকে বমন দিবে না। আর কেবল-বাতরোগেও বমন দিবে না। ১৩। স্বরভঙ্গরোগী, অধ্যয়নপ্রসক্ত, দুর্ব্বান্ত (যাহাদের বমি করিতে কষ্ট হয়), দুষ্কোষ্ঠ, তৃষ্ণার্ত্ত, বালক, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তী, ক্ষুধিত, অতিরুক্ষ, গর্ভিণী, উদাবর্ত্তরোগী ও নিরূঢ় ব্যক্তিকে বমন দিবে না। ১৪। ঐ সকল অবম্য ব্যক্তিকে বমন দিলে উহাদের রোগ সকল কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে বা অসাধ্য হইয়া পড়ে এইজন্য উহাদিগকে বমন দিতে নাই। ১৫। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ অজীর্ণরোগে পীড়িত হইলে বা বিষ পান করিলে বা অতিশয় উল্বণ কফে আক্রান্ত হইলে উহাদিগকে যষ্টিমধুর ক্বাথ দিয়া বমন করাইতে হইবে। ১৬। বিষ, শোষ, স্তন্যদোষ, বিষমাগ্নি, মন্দাগ্নি, উন্মাদ, অপস্মার, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, বিদারিকা, মেদ, মেহ, জ্বর, অরুচি, অপচী, আম, অতিসার, হৃদ্রোগ, চিত্তবিভ্রম, বিসর্প, বিদ্রধি, অজীর্ণ, মুখপ্রসেক, হৃল্লাস, শ্বাস, কাস, পীনস, পূতিনাসা, কণ্ঠপাক, ওষ্ঠপাক, মুখপাক, কর্ণস্রাব, অধিজিহ্বা, উপজিহ্বা, গলশুণ্ডিকা, অধোগত রক্তপিত্ত, কফস্থানগত রোগসমূহ এবং অন্যান্য কফরোগসমূহে বমন দিতে হয়। ১৭। বিরেচন দিতে হইলেও রোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিতে হয়। আর

যো বিরেচনং পায়য়িতাস্মীতি লঘু ভোজয়েৎ, ফলাম্ল-মুষ্ণোদকঞ্চৈনমনুপায়য়েৎ। অথাপরেহহনি বিগতশ্লেষ্মাণ-মাতুরোপক্রমণীয়াদবেক্ষ্যাতুরমথাস্মৈ ঔষধমাত্রাং পাতুং প্রযচ্ছেত ॥ ১৮

তত্র মৃদুঃ ক্রূরো মধ্য ইতি ত্রিবিধঃ কোষ্ঠো ভবতীতি। তত্র বহুপিত্তো মৃদুঃ, স দুগ্ধেনাপি বিরিচ্যতে। বহুবাতশ্লেষ্মা ক্রূরঃ, স দুর্ব্বিরেচ্যঃ। সমদোষো মধ্যমঃ, স সাধারণ ইতি। তত্র মৃদৌ মাত্রা মৃদ্বী, তীক্ষ্ণা ক্রূরে, মধ্যে মধ্যা কর্ত্তব্যেতি। পীতৌষধশ্চ তন্মনাঃ শয্যাভ্যাশে বিরিচ্যতে॥ ১৯

বিরেচনং পীতবাংস্তু ন বেগান্ ধারয়েদ্বুধঃ।
নিবাতশায়ী শীতাম্বু ন স্পৃশেন্ন প্রবাহয়েৎ ॥ ২০

যথা চ বমনে প্রসেকৌষধকফপিত্তানিলাঃ ক্রমেণ গচ্ছন্তি, এবং বিরেচনে মূত্রপুরীষপিত্তৌষধকফা ইতি ॥ ২১

ভবন্তি চাত্র।

স্যাদ্দুর্ব্বিরিক্তে কফপিত্তকোপো
দাহোহরুচির্গৌরবমগ্নিসাদঃ।
হৃৎকুক্ষ্যশুদ্ধিঃ পরিদাহকণ্ডূ-
বিণ্মূত্রসঙ্গাশ্চ ন সদ্বিরিক্তে ॥
মূর্চ্ছাগুদভ্রংশকফাতিযোগাঃ
শূলোদ্গমশ্চাতিবিরিক্তলিঙ্গম্।
গতেষু দোষেষু কফান্বিতেষু
নাভ্যা লঘুত্বে মনসশ্চ তুষ্টৌ ॥
গতেঽনিলে চাপ্যনুলোমভাবং
সম্যগ্বিরিক্তং মনুজং ব্যবস্যেৎ।
মন্দাগ্নিমক্ষীণমসদ্বিরিক্তং
ন পায়য়েত্তাহনি তত্র পেয়াম্ ॥
ক্ষীণং তৃষার্ত্তং সুবিরেচিতঞ্চ
তন্বীমশীতাং লঘু পায়য়েত।
বুদ্ধেঃ প্রসাদং বলমিন্দ্রিয়াণাং
ধাতুস্থিরত্বং বলমগ্নিদীপ্তিম্।
চিরাচ্চ পাকং বয়সঃ করোতি
বিরেচনং সম্যগুপাস্যমানম্ ॥
যথোদকানামুদকেঽপনীতে
চরস্থিরাণাং ভবতি প্রণাশঃ।
পিত্তে হৃতে ত্বেবমুপদ্রবাণাং
পিত্তাত্মকানাং ভবতি প্রণাশঃ ॥
মন্দাগ্ন্যতিস্নেহিতবালবৃদ্ধ-
স্থূলাঃ ক্ষতক্ষীণভয়োপতপ্তাঃ।
শ্রান্তস্তৃড়ার্ত্তোঽপরিজীর্ণভক্তো
গর্ভিণ্যধো গচ্ছতি যস্য চাসৃক্।
নবপ্রতিশ্যায়মদাত্যয়ী চ
নবজ্বরী যা চ নবপ্রসূতা।
শল্যার্দ্দিতাশ্চাপ্যবিরেচনীয়াঃ
স্নেহাদিভির্যে ত্বনুপস্কৃতাশ্চ ॥

কোন ব্যক্তিকে বমন ও বিরেচন উভয়ই দিতে হইলে প্রথমে বমন দিয়া পরে বিরেচন দিতে হয়। বিরেচন দিতে হইলে রোগীকে বলিয়া রাখিতে হয় যে, তোমাকে কল্যবিরেচন দিব। অনন্তর উঁহাকে লঘু-ভোজন করাইয়া দাড়িমাদি ফলাম্ল ও উষ্ণোদক অনুপান করাইতে হয়। অনন্তর ঐরূপ আহার দ্বারা পরদিন রোগী বিগত-শ্লেষ্মা হইলে উহাকে 'আতুরোপক্রমণীয়' অধ্যায়োক্ত ব্যবস্থার অনুরূপ ঔষধমাত্রা পান করাইবে। ১৮। কোষ্ঠ তিন প্রকার;—মৃদু, ক্রূর ও মধ্য। কোষ্ঠ পিত্তাধিক হইলে মৃদু হয়। এরূপ কোষ্ঠে দুগ্ধসেবনেও বিরিক্ত হইতে পারে। কোষ্ঠ বাতশ্লেষ্মাধিক হইলে ক্রূর ও দুর্ব্বিরেচ্য হইয়া থাকে। কোষ্ঠ সমদোষ হইলে মধ্যম হইয়া থাকে, উহাই সাধারণ। মৃদুকোষ্ঠে মৃদু মাত্রা, ক্রূরকোষ্ঠে তীক্ষ্ণ মাত্রা এবং মধ্যম কোষ্ঠে মধ্যম মাত্রা ব্যবস্থেয়। ঔষধপানের পর তন্মনা ও শয্যায় অবস্থিত হইয়া বিরিক্ত হইবে। ১৯। বিরেচন পান করিয়া বেগ ধারণ করিবে না; নিবাতে শয়ান থাকিবে। শীতাম্বু স্পর্শ করিবে না এবং কোঁত দিবে না। [ইচ্ছাভেদী রস প্রভৃতি তান্ত্রিক বিরেচনে শীতল জল পান করিবার ব্যবস্থা আছে]। ২০। যেমন বমনে প্রথম লালাপ্রসেক, পরে পীত ঔষধের বমন, পরে কফ, পরে পিত্ত এবং পরে বায়ুর নিঃসরণ হয়, সেইরূপ বিরেচনে প্রথম মূত্র, পরে পুরীষ, পরে পিত্ত, পরে পীত ঔষধ এবং পরে কফ নিঃসৃত হয়। ২১। এইরূপ কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে। অসম্যক্ বিরেচন হইলে কফপিত্তের প্রকোপ, দাহ, অরুচি, গৌরব ও অগ্নিসাদ হয়। বিরেচন ভাল হইলে হৃদয় ও কুক্ষির অশুদ্ধি, দাহ, কণ্ডূ এবং বিষ্ঠা ও মূত্রের বিবন্ধ থাকে না। অতি-বিরেচন হইলে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ ও কফের অতিনিঃসার এবং শূলোদ্গম হইয়া থাকে। কফদোষ সকল গত হইলে, নাভিপ্রদেশের লঘুতা হইলে, মনের তুষ্টি হইলে, বায়ু অপগত ও অনুলোম হইলে সম্যক্-বিরেচন বলা যায়। বিরেচনের পর অগ্নিমান্দ্য থাকিলে বা শরীর ক্ষীণবোধ না হইলে এবং জোলাপ ভাল না খুলিলে পেয়া পান করাইবে না (অর্থাৎ উপবাস করাইবে)। বিরেচনের পর ক্ষীণবোধ হইলে ও তৃষ্ণা হইলে এবং জোলাপ ভাল করিয়া খুলিলে পাতলা ও গরম এবং লঘু পেয়া পান করাইবে। বিরেচন সম্যক্‌রূপে উপাসিত হইলে বুদ্ধির প্রসাদ, ইন্দ্রিয়সমূহের বল, ধাতুসমূহের স্থিরতা, বল ও অগ্নিদীপ্তি হয় এবং বিলম্বে বয়সের পরিণতি হইয়া থাকে। যেমন জল অপনীত হইলে জলচর ও জলজগণের বিনাশ হয়, সেইরূপ পিত্ত হৃত হইলে পিত্তাত্মক উপদ্রবসমূহের বিনাশ হয়। মন্দাগ্নি, অতিস্নিগ্ধ, বালক, বৃদ্ধ, স্থূল, ক্ষত-ক্ষীণ, ভীত, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, জীর্ণান্ন, গর্ভিণী, অধোগতরক্ত-রোগী, নূতনপ্রতিশ্যায়রোগী (?), মদাত্যয়রোগী, নবজ্বরী,

অত্যর্থপিত্তাভিপরীতদেহান্‌
বিরেচয়েৎ তানপি মন্দবীর্য্যৈঃ।
বিরেচনৈর্যান্তি নরা বিনাশ-
মজ্ঞপ্রযুক্তৈরবিরেচনীয়াঃ ॥ ২২

বিরেচ্যাস্তু জ্বরগরারুচ্যর্শোহর্ব্বুদোদরগ্রন্থিবিদ্রধিপাণ্ডু-রোগাপস্মার-হৃদ্রোগ-বাতরক্তভগন্দরচ্ছর্দ্দিযোনিরোগ-বিসর্প-গুল্মপক্বাশয়রুগ্‌বিবন্ধ-বিসূচিকালসকমূত্রাঘাত-কুষ্ঠ-বিস্ফোটক-প্রমেহানাহপ্লীহশোফবৃদ্ধিশস্ত্রক্ষতক্ষারাগ্নিদগ্ধদুষ্টব্রণাক্ষিপাক-কাচতিমিরাভিষ্যন্দশিরঃকর্ণাক্ষিনাসাস্যগুদমেঢ্রদাহোর্দ্ধ-রক্ত-পিত্তকৃমিকোষ্ঠিনঃ পিত্তস্থানজেষু বিকারেষন্যেষু চ পৈত্তিক-ব্যাধিপরীতা ইতি ॥ ২৩

সরত্বসৌক্ষ্ম্যতৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্য-বিকাশিত্বৈর্বিরেচনম্‌।
বমনন্তু হরেদ্দোষং প্রকৃত্যাগতমন্যথা ॥ ২৪
যাত্যধো দোষমাদায় পচ্যমানং বিরেচনম্‌।
গুণোৎকর্ষাদ্‌ব্রজত্যূর্দ্ধমপক্বং বমনং পুনঃ ॥
মৃদুকোষ্ঠস্য দীপ্তাগ্নেরতিতীক্ষ্ণং বিরেচনম্‌।
ন সম্যঙ্‌নির্হরেদ্দোষানতিবেগপ্রধাবিতান্‌ ॥ ২৫
পীতং যদৌষধং প্রাতর্ভুক্তপাকসমে ক্ষণে।
পক্তিং গচ্ছতি দোষাংশ্চ নির্হরেৎ তৎ প্রশস্যতে ॥ ২৬

দুর্ব্বলস্য চলান্‌ দোষানল্পানল্পান্‌ পুনঃ পুনঃ।
হরেৎ প্রভূতানল্পাংস্তু শময়েৎ প্রচ্যুতানপি ॥
হরেদ্দোষাংশ্চলান্‌ পক্বান্‌ বলিনো দুর্ব্বলস্য চ।
চলা হ্যপেক্ষিতা দোষাঃ ক্লেশয়েয়ুশ্চিরং নরম্‌ ॥
মন্দাগ্নিং ক্রূরকোষ্ঠঞ্চ সক্ষারলবণৈর্ঘৃতৈঃ।
সন্ধুক্ষিতাগ্নিং স্নিগ্ধঞ্চ স্বিন্নঞ্চৈব বিরেচয়েৎ ॥
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য ভৈষজ্যৈর্দোষস্তূৎক্লেশিতো বলাৎ।
বিলীয়তে ন মার্গেষু স্নিগ্ধে ভাণ্ড ইবোদকম্‌ ॥ ২৭
ন চাতিস্নেহপীতস্তু পিবেৎ স্নেহবিরেচনম্‌।
দোষাঃ প্রচলিতাঃ স্থানাদ্‌ভূয়ঃ শ্লিষ্যন্তি বর্ত্মসু ॥ ২৮
বিষাভিঘাতপিড়কা-শোফপাণ্ডুবিসর্পিণঃ।
নাতিস্নিগ্ধা বিশোধ্যাঃ স্যুস্তথা কুষ্ঠপ্রমেহিণঃ ॥ ২৯
বিরূক্ষ্য স্নেহসাত্ম্যস্তু ভূয়ঃ সংস্নেহ্য শোধয়েৎ।
তেন দোষা হৃতাস্তস্য ভবন্তি বলবর্দ্ধনাঃ ॥ ৩০
প্রাগপীতং নরং শোধ্যং পায়য়েদৌষধং মৃদু।
ততো বিজ্ঞাতকোষ্ঠস্য কার্য্যং সংশোধনং পুনঃ ॥
সুখং দৃষ্টফলং হৃদ্যমল্পমাত্রং মহাগুণম্‌।

নবপ্রসূতা ও শল্যার্দ্দিত ব্যক্তিরা বিরেচনযোগ্য নহে। আর যাহাদের প্রতি স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করা না হইয়াছে, তাহারাও বিরেচনযোগ্য নহে। অতিশয় পিত্তাভিভূত ব্যক্তিকে মন্দবীর্য্য ঔষধসমূহযোগে বিরেচন দিবে। অবিরেচনীয় ব্যক্তিদিগকে বিরেচন দিলে তাহাদের বিনাশ হইতে পারে। ২২। জ্বর, গরদোষ, অরুচি, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, উদর, গ্রন্থি, বিদ্রধি, পাণ্ডুরোগ, অপস্মার, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, ভগন্দর, বমি, যোনিরোগ, বিসর্প, গুল্ম, পক্বাশয়রোগ, বিবন্ধ, বিসূচিকা, অলসক, মূত্রাঘাত, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, প্রমেহ, আনাহ, প্লীহা, শোথ, বৃদ্ধি, শস্ত্রক্ষত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, দুষ্টব্রণ, অক্ষিপাক, কাচ, তিমির, অভিষ্যন্দ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ, নাসারোগ, গুদরোগ, মেঢ্রদাহ, ঊর্দ্ধরক্তপিত্ত, কৃমিকোষ্ঠ এবং পিত্তস্থানগত বিকারসমূহে এবং অন্যান্য পৈত্তিক রোগসমূহে বিরেচন ব্যবস্থেয়। ২৩। সরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, তীক্ষ্ণত্ব, উষ্ণত্ব ও বিকাসিত্ব বশতঃ বিরেচন-দ্রব্যের ক্রিয়া হয়। বমন-ঔষধ ঐ সকল গুণে বিরেচনের সমান হইলেও প্রভাব বশতঃ অন্য প্রকারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ২৪। বিরেচন-ঔষধ পচ্যমান হইয়া দোষকে গ্রহণ করিয়া অধোগত হয়। বমন-ঔষধ গুণোৎকর্ষ বশতঃ অপক্ক হইয়াই ঊর্দ্ধগমন করে। অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন মৃদু-কোষ্ঠ ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির দোষ সকল নির্হরণ করিতে পারে না, পরন্তু দোষ সকল বেগে প্রধাবিত হয়। ২৫। অন্যান্য ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পাইতে যত সময় লাগে; বিরে-চন-দ্রব্য পীত হইলেও সেই সময়ের মধ্যে পরিপাক পাওয়া উচিত। আর বিরেচন-দ্রব্য প্রাতঃকালে সেবন করা উচিত। বিরেচন এরূপ হওয়া উচিত, যেন তাহাতে সমস্ত দোষ নির্হৃত হয়। ২৬। দুর্ব্বল ব্যক্তির দোষ যদি চলিত হইয়া অল্পে অল্পে নির্গত হইতে থাকে, তবে তাহা শোধন দ্বারা একবারে বাহির করা ভাল। আবার উহার দোষ প্রভূত হইলেও শোধন দ্বারা নিঃসৃত করা উচিত। অল্প দোষ চলিত হইলেও শমন-চিকিৎসাই ভাল। বলবানই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, দোষ চলিত ও পক্ব হইলে নিঃসৃত করিতে হইবে। চলিত দোষ উপেক্ষিত হইলে মানুষকে চিরকাল কষ্ট দেয়। মন্দাগ্নি ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে যবক্ষার ও লবণযুক্ত ঘৃত সেবন করাইয়া দীপ্তাগ্নি ও স্নিগ্ধ করিবে। পরে স্বিন্ন করিয়া বিরেচন দিবে। রোগী স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইবার পর যদি তাহার দোষকে বল-পূর্ব্বক উৎক্লেশিত করা যায়, তবে আর তাহা স্রোতোমধ্যে মগ্ন হইতে পারে না—যেমন স্নিগ্ধভাণ্ডে জল রাখিলে তাহা আর চুষিয়া যায় না। ২৭। যে ব্যক্তি অতিশয় স্নেহপান করিয়াছে, সে যেন আর স্নেহ-বিরেচন পান না করে। কারণ এরূপ করিলে, তাহার দোষ সকল স্বস্থান হইতে চলিত হইয়া পুনর্ব্বার স্রোতোমধ্যে আসক্ত হয়। ২৮। বিষ, অভিঘাত, পিড়কা, শোথ, পাণ্ডু, বিসর্প, কুষ্ঠ ও প্রমেহ-রোগীকে অনতিস্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে। ২৯। স্নেহ-সাত্ম্য ব্যক্তিকে প্রথমে রূক্ষ করিতে হইবে, পরে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ করিয়া শোধন করিবে। ইহাতে তাহার দোষ সকল হৃত হয় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩০। যদি শোধনীয় ব্যক্তি পূর্ব্বে আর কখন শোধন না লইয়া থাকে, তবে তাহাকে মৃদু শোধন প্রয়োগ করিবে। অনন্তর উহার কোষ্ঠ পরিজ্ঞাত হইলে পুনশ্চ যথানুরূপ শোধন দিবে। রাজারা উৎকট পীড়াতেও সুখকর, দৃষ্টফল, হৃদ্য, অল্পমাত্র, মহাগুণ

ব্যাপৎস্বল্পাত্যয়ঞ্চাপি পিবেন্ন পতিরৌষধম্ ॥ ৩১
স্নেহস্বেদাবনভ্যস্য যস্তু সংশোধনং পিবেৎ।
দারুশুষ্কমিবানামে দেহস্তস্য বিশীর্য্যতে ॥
স্নেহস্বেদপ্রচলিতা রসৈঃ স্নিগ্ধৈরুদীরিতাঃ।
দোষাঃ কোষ্ঠগতা জন্তোঃ সুখা হর্তুং বিশোধনৈঃ ॥ ৩২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে
বমনবিরেচনসাধ্যোপদ্রবচিকিৎসিতং
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বমন-বিরেচনব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১

বৈদ্যাতুরনিমিত্তং বমনং বিরেচনঞ্চ পঞ্চদশধা ব্যাপদ্যতে। তত্র বমনস্যাধোগতিরূর্দ্ধং বিরেচনস্যেতি পৃথক্। সামান্যমুভয়োঃ সাবশেষৌষধত্বং, জীর্ণৌষধত্বং, হীনাধিকদোষাপহৃতত্বং, বাতশূলম্, অযোগাতিযোগৌ, জীবাদানম্, আধ্মানং, পরিকর্ত্তিকা, পরিস্রাবঃ, প্রবাহিকা, হৃদয়োপসরণং বিবন্ধ ইতি ॥ ২

তত্র বুভুক্ষাপীড়িতস্যাতিতীক্ষ্ণাগ্নের্মৃদুকোষ্ঠস্য চাবতিষ্ঠমানং দুর্ব্বলস্য বা গুণসামান্যভাবাদ্বমনমধো গচ্ছতি। তত্রেপ্সিতানবাপ্তির্দোষোৎকর্ষশ্চ। তমাশু স্নেহয়িত্বা ভূয়স্তীক্ষ্ণতরৈর্ব্বাময়েৎ ॥ ৩

অপরিশুদ্ধামাশয়স্যোৎকৃষ্টশ্লেষ্মণঃ সশেষান্নস্য বাহহৃদ্যমতিপ্রভূতবিরেচনং পীতমূর্দ্ধং গচ্ছতি। তত্রাশুদ্ধামাশয়মুল্বণশ্লেষ্মাণমাশু বাময়িত্বা ভূয়স্তীক্ষ্ণতরৈর্বিরেচয়েৎ। আমান্বয়ে ত্বামবৎ সংবিধানম্। অহৃদ্যেঽতিপ্রভূতে চ হৃদ্যং প্রমাণং যুক্তঞ্চ। অত ঊর্দ্ধমুত্তিষ্ঠত্যৌষধে ন তৃতীয়ং পায়য়েৎ। ততস্তেনং মধুঘৃতফাণিত-যুক্তৈর্লেহৈর্বিরেচয়েৎ ॥ ৪

দোষবিগ্রথিতমল্পমৌষধমবস্থিতমূর্দ্ধভাগিকমধোভাগিকং বা ন স্রংসয়তি দোষান্। তত্র তৃষ্ণা পার্শ্বশূলং ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা পর্ব্বভেদো হৃল্লাসারত্যুদ্গারাবিশুদ্ধিশ্চ ভবতি। তমুষ্ণাভিরদ্ভিরাশু বাময়েৎ। সাবশেষৌষধমতিপ্রধাবিতদোষমতিবলমসম্যগ্বিরিক্তমপ্যেবং বাময়েৎ। ক্রূরকোষ্ঠস্যাতিতীক্ষ্ণাগ্নেরল্প-

---

এবং অল্পাত্যয় [যাহাতে বিপদের সম্ভাবনা অল্প, এরূপ] ঔষধ পান করিবেন। ৩১। যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে আনত করিলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ স্নেহস্বেদ প্রয়োগ না করিয়া সংশোধন দিলে শরীর নষ্ট হয়। দোষ সকল স্নেহস্বেদ দ্বারা প্রচলিত এবং স্নিগ্ধরস-পান দ্বারা উদীরিত হইয়া কোষ্ঠে গমন করে; তখন সংশোধনযোগে অনায়াসে নির্গত হইয়া থাকে। ৩২

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

বমন-বিরেচনব্যাপচ্চিকিৎসিত।

অনন্তর আমরা বমন-বিরেচন-ব্যাপৎ-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। বৈদ্য ও রোগীর দোষে বমন ও বিরেচন পঞ্চদশ প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করে। তন্মধ্যে বমনের অধোগতি ও বিরেচনের ঊর্দ্ধগতি প্রধান। তদ্ভিন্ন এই ত্রয়োদশ প্রকার বিঘ্ন বমন ও বিরেচন উভয়েরই সাধারণ। যথা;—পীত ঔষধের অবশেষ থাকিয়া যাওয়া, ঔষধ জীর্ণ হইয়া যাওয়া, অল্প বা অধিক দোষ অপহৃত হওয়া, বাতশূল, অযোগ, অতিযোগ, জীবাদান, আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা, পরিস্রাব, প্রবাহিকা, হৃদয়োপসরণ ও বিবন্ধ। ২। তন্মধ্যে ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তির পীত বমন ঔষধ অধোগমন করে। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির পীত ঔষধ পাক প্রাপ্ত হয়। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির পীত ঔষধ কোষ্ঠের মৃদুতা হেতু অধোগত হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির উদরে ঔষধ অবস্থিত হইয়া পাকপ্রাপ্ত হয়। এই এই কারণেই ঐ ঐ ব্যক্তির পীত বমন অধোগত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বমন-দ্রব্য উহাদিগের কোষ্ঠের গুণতুল্যতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অভীষ্টের অপ্রাপ্তি ও দোষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে শীঘ্র স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণতর ঔষধসমূহ দ্বারা বমন করাইবে। ৩। যাহার আমাশয় অশুদ্ধ, শ্লেষ্মা অধিক এবং আমাশয়ে অন্নের শেষ আছে (অর্থাৎ অন্ন সম্পূর্ণ জীর্ণ হয় নাই), তাহাকে বিরেচন দিলে বিরেচনের ঊর্দ্ধগতি হয়। আবার বিরেচন-দ্রব্য অহৃদ্য (বমনেচ্ছাকারক) ও অতি প্রভূত হইলেও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। আমাশয় অশুদ্ধ ও শ্লেষ্মা উল্বণ থাকিলে শীঘ্র বমন করাইয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে। আমের সংস্রব থাকিলে আমের ন্যায় প্রতিকার করিবে। বিরেচন-দ্রব্য অহৃদ্য ও অতি প্রভূত হইলে হৃদ্য ও প্রমাণযুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পরও যদি ঔষধ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, তবে আর তৃতীয়বার ঔষধ পান করিবে না। তখন ইহাকে মধু, ঘৃত ও ফাণিতযুক্ত লেহ সকল প্রয়োগ করিয়া বিরেচন দিবে। ৪। ঔষধ দোষের সহিত মিলিত বা অল্প বা আমাশয়ে স্থিরীভূত হইলে, উহা ঊর্দ্ধ-বিরেচন বা অধোবিরেচনই হউক, দোষদিগকে নির্গত করিতে পারে না। এরূপ স্থলে তৃষ্ণা, পার্শ্বশূল, বমি, মূর্চ্ছা, পর্ব্বভেদ, হৃল্লাস, অরতি (অস্থিরতা) ও উদ্গারের অবিশুদ্ধি হয়। এরূপ স্থলে রোগীকে উষ্ণজল পান করাইয়া [গলায় অবশ্য অঙ্গুলি দিতে হইবে] বমন করাইবে। ঔষধ আমাশয়ে অবশিষ্ট থাকিলে বা দোষ বহির্গত না হইয়া প্রধাবিত হইতে থাকিলে এবং রোগী অতিবল ও অসম্যক্ বিরিক্ত হইলে, এইরূপে বমন করাইতে হয়। ক্রূরকোষ্ঠ ও অতি তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির অল্প ঔষধ অল্পগুণ হয় বা ভক্তের ন্যায় (ভাতের মত) পাক

ম্যৌষধমল্পগুণং বা ভক্তবৎ পাকমুপৈতি; তত্র সমুদীর্ণা দোষা যথাকালমনির্হ্রিয়মাণা ব্যাধিং বলবিভ্রমঞ্চাপাদয়ন্তি। তমনল্পমমন্দমৌষধঞ্চ পায়য়েৎ। অস্নিগ্ধস্বিন্নেনাল্পগুণং বা ভেষজমুপযুক্তমল্পান্ দোষান্ হন্তি॥ ৫

তত্র বমনে দোষশেষো গৌরবমুৎক্লেশং হৃদয়াবিশুদ্ধিং ব্যাধিবৃদ্ধিং করোতি। তত্র যথাযোগং পায়য়িত্বা বাময়েদ্ দৃঢ়তরম্। বিরেচনে গুদপরিকর্তনমাধ্মানং শিরোগৌরবমনিঃসরণং বা বায়োর্ব্যাধিবৃদ্ধিং করোতি। তমুপপাদ্য ভূয়ঃ স্নেহস্বেদাভ্যাং বিরেচয়েদ্ দৃঢ়তরম্। দৃঢ়ং বহুপ্রচলিতদোষং বা তৃতীয়ে দিবসেহল্পগুণঞ্চেতি॥ ৬

অস্নিগ্ধস্বিন্নেন রুক্ষমৌষধমুপযুক্তমব্রহ্মচারিণা বা বায়ুং কোপয়তি। তত্র বায়ুঃ প্রকুপিতঃ পার্শ্বপৃষ্ঠশ্রোণীমন্যামর্ম্মশূলং মূর্চ্ছাং ভ্রমং সংজ্ঞানাশঞ্চ করোতি। তমভ্যজ্য ধান্যস্বেদেন স্বেদয়িত্বা যষ্টিমধুকবিপক্বেন তৈলেনানুবাসয়েৎ। স্নেহস্বেদাভ্যামবিভাবিতশরীরেণাল্পমৌষধমল্পগুণং বা পীতমূর্দ্ধমধো বা নাভ্যেতি দোষাংশ্চোৎক্লিশ্য তৈঃ সহ বলক্ষয়মাপদয়তি। তত্রাধ্মানং হৃদয়গ্রহস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা দাহশ্চ ভবতি। তমযোগমিত্যাচক্ষতে। তমাশু বাময়েন্মদনফললবণাম্বুভিবিরেচয়েৎ তীক্ষ্ণতরৈঃ কষায়ৈশ্চ। দুর্ব্বান্তস্য তু সমুৎক্লিষ্টা দোষা ব্যাপ্য শরীরং কণ্ডূশ্বয়থুকুষ্ঠপিড়কাজ্বরাঙ্গমর্দ্দনিস্তোদানি কুর্ব্বন্তি। ততস্তানবশেষান্ মহৌষধেনাপহরেৎ। অস্নিগ্ধস্বিন্নস্য মৃদুবিরিক্তস্যাধো নাভেঃ স্তব্ধপূর্ণোদরতা শূলং বাতপুরীষসঙ্গঃ কণ্ডূমণ্ডলপ্রাদুর্ভাবো ভবতি; তমাস্থাপ্য পুনঃসংস্নেহ্য বিরেচয়েৎ তীক্ষ্ণেন। নাতিবর্ত্তমানে তিষ্ঠতি বা দুষ্টসংশোধনে তৎসন্তেজনার্থমুষ্ণোদকং পায়য়েত, পাণিতাপৈশ্চ পার্শ্বোদরমুপস্বেদয়েৎ। ততঃ প্রবর্ত্তন্তে দোষাঃ। অনুপ্রবৃত্তে চাল্পদোষে জীর্ণে ঔষধং বহুদোষমহঃশেষং বলঞ্চাবেক্ষ্য ভূয়ো মাত্রাং বিদধ্যাৎ। অপ্রবৃত্তদোষং দশরাত্রাদূর্দ্ধমুপসংস্কৃতদেহং স্নেহস্বেদাভ্যাং ভূয়ঃ শোধয়েৎ। দুর্ব্বিরেচ্যমাস্থাপ্য পুনঃ সংস্নেহ্য বিরেচয়েৎ॥ ৭

হ্রীভয়লোভৈর্বেগাঘাতশীলাঃ প্রায়শঃ স্ত্রিয়ো রাজসমীপস্থা বণিজঃ শ্রোত্রিয়াশ্চ ভবন্তি। তস্মাদেতে দুর্ব্বিরেচ্যা বহুবাতত্বাৎ। অত এব তান্ অতিস্নিগ্ধান্ স্বেদোপপন্নান্ শোধয়েৎ; স্নিগ্ধস্বিন্নস্যাতিমাত্রমতিমৃদুকোষ্ঠস্য বা তীক্ষ্ণাধিকদত্তমৌষধমতিযোগং কুর্য্যাৎ॥ ৮

তত্র বমনাতিযোগে পিত্তাতিপ্রবৃত্তির্বলবিভ্রংশো বাতকোপশ্চ বলবান্ ভবতি। তং ঘৃতেনাভ্যজ্যাবগাহ্য শীতা-

প্রাপ্ত হয়। আবার উদীর্ণ দোষ সকল যথাকালে অনিঃসারিত হইলে ব্যাধি ও বলবিভ্রম উৎপাদন করে। উহাকে অনল্প অতীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন করাইবে। অথবা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন না হইয়া অল্পগুণ ঔষধ সেবন করিলে অল্প দোষ সকল নষ্ট করিয়া থাকে। ৫। বমনে দোষের শেষ থাকিয়া গেলে গুরুত্ব, উৎক্লেশ, হৃদয়ের অশুদ্ধি ও ব্যাধিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যথাযোগ দৃঢ়তর ঔষধ পান করাইয়া বমন করাইবে। বিরেচনে দোষের শেষ থাকিয়া গেলে গুদপরিকর্ত্তন, আধ্মান, শিরোগৌরব, বায়ুর অনিঃসরণ ও ব্যাধিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রোগীকে পুনশ্চ স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া দৃঢ়তর বিরেচন দিবে। দৃঢ়দেহ ও বহুদোষ ব্যক্তির দোষ স্নেহযোগে স্বস্থান হইতে বিচলিত করিয়া তৃতীয় দিবসে বমন বা বিরেচন দিবে। ৬। স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন না হইয়া অথবা আহার-বিহারে সংযত না হইয়া রুক্ষ শোধন সেবন করিলে বায়ুকোপ হয়। তন্মধ্যে বায়ু কুপিত হইলে পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, শ্রোণী, মন্যা ও হৃদয়ে শূল উৎপন্ন করে এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সংজ্ঞানাশ করিয়া থাকে। ঐরূপ রোগীকে অভ্যক্ত করিয়া ধান্যস্বেদযোগে স্বিন্ন করিবে এবং যষ্টিমধু-সিদ্ধ তৈলে অনুবাসন দিবে। শরীরকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন না করিয়া অল্প ঔষধ বা অল্পগুণ ঔষধ পান করিলে ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিকেই যায় না। পরন্তু দোষসমূহকে উৎক্লিষ্ট করিয়া উহাদের সহিত মিলিত হয় এবং বলক্ষয় উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে আধ্মান, হৃদ্গ্রহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ হয়। ইহাকেই ঔষধের অযোগ কহে। এরূপ রোগীকে মদনফল ও লবণাম্বুযোগে আশু বমন করাইবে এবং তীক্ষ্ণতর কষায়সমূহ যোগে বিরেচন দিবে। অসম্যক্ বান্ত হইলে দোষ সকল সমুৎক্লিষ্ট হইয়া শরীর-ব্যাপ্ত হয় এবং কণ্ডূ, শোথ, কুষ্ঠ, পিড়কা, জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ ও নিস্তোদ উপস্থিত করে। এই সকল অবশেষ দোষকে তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা অপহৃত করিবে। স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন না করিয়া বিরেচন দিলে বিরেচন অসম্যক্ হয় এবং নাভির নিম্নে স্তব্ধ-পূর্ণোদরতা, শূল, বাত ও পুরীষের বিবন্ধ, কণ্ডূ ও মণ্ডলসমূহের প্রাদুর্ভাব হয়। এরূপ রোগীকে আস্থাপন দিয়া পুনশ্চ সংস্নিগ্ধ করিতে হয় এবং তীক্ষ্ণ বিরেচন দিতে হয়। সংশোধন দূষিত হইলে যথেষ্ট খোলে না অথবা একবারেই খোলে না। ঐরূপ সংশোধনকে উত্তেজিত করিবার জন্য উষ্ণোদক পান করাইতে হয় এবং পার্শ্ব ও উদরে পাণিতাপ দিতে হয়। তাহা হইলেই দোষ সকল নির্গত হয়। বহুদোষ ব্যক্তির ঔষধ জীর্ণ হওয়াতে যদি অল্প দোষ পশ্চাৎ নির্গত হয়, তবে সেই দিনই উহার বল পরীক্ষা করিয়া পুনশ্চ শোধন দিবে। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে আস্থাপন দিয়া পুনশ্চ স্নিগ্ধ করিতে হইবে। পরে বিরেচন দিবে। ৭। স্ত্রীলোক ও রাজসমীপস্থ ব্যক্তিরা লজ্জা ও ভয়ে মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়া থাকে। বণিকেরা লোভ বশতঃ বেগ ধারণ করে। শ্রোত্রিয়েরাও কার্য্য বশতঃ বেগ ধারণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের বায়ু কুপিত হয় এবং ইহারা দুর্ব্বিরেচ্য হইয়া থাকে। অতিমাত্র স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইলে বা মৃদুকোষ্ঠ হইলে তীক্ষ্ণ ও অধিক-দত্ত ঔষধ অতিযোগ করিয়া থাকে। ৮। বমনের অতিযোগ হইলে পিত্তের অতিনির্গম, বলবিধ্বংস ও অতিশয় বায়ুকোপ হইয়া থাকে

স্বপ্সু শর্করামধুমিশ্রৈর্লেহৈরুপচরেদ্‌যথাস্বম্‌। বিরেচনাতিযোগে কফস্থাতিপ্রবৃত্তিস্ততরকালঞ্চ সরক্তস্য; তত্রাপি বলবিভ্রংসো বাতকোপশ্চ বলবান্ ভবতি। তমতিশীতাম্বুভিঃ পরিষিচ্যাবগাহ্য বা শীতৈস্তণ্ডুলাম্বুভির্মধুমিশ্রৈশ্ছর্দ্দয়েৎ। পিচ্ছাবস্তিঞ্চাস্মৈ দদ্যাৎ, ক্ষীরসর্পিষা চৈনমনুবাসয়েৎ, প্রিয়ঙ্গ্বাদি চাস্মৈ তণ্ডুলাম্বুনা পাতুং প্রযচ্ছেৎ। ক্ষীররসয়োশ্চান্যতরেণ ভোজয়েৎ॥ ৯

তস্মিন্নেব বমনাতিযোগে প্রবৃদ্ধে শোণিতং ষ্ঠীবতি ছর্দ্দয়তি বা; তত্র জিহ্বানিঃসরণমক্ষোর্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহননং তৃষ্ণা হিক্কা জ্বরো বৈসংজ্ঞ্যমিত্যুপদ্রবা ভবন্তি। তমজাসৃক্‌চন্দনোশীরাঞ্জনলাজচূর্ণৈঃ সশর্করোদকৈর্মন্থং পায়য়েৎ। ফলরসৈর্বা সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করৈঃ শুঙ্গাভির্বা বটাদীনাং পেয়াং সিদ্ধাং সক্ষৌদ্রাং বর্চ্চোগ্রাহিভির্বা পয়সা জাঙ্গলরসেন বা ভোজয়েৎ। অতিস্রুতশোণিতবিধানেনোপচরেৎ॥ ১০

জিহ্বামতিসর্পিতাং ত্রিকটুকলবণচূর্ণপ্রঘৃষ্টাং তিলদ্রাক্ষাপ্রলিপ্তাং বা পীড়য়েৎ। প্রবিষ্টায়ামম্লমন্যে তস্য পুরস্তাৎ স্বাদয়েয়ুঃ। ব্যাবৃত্তে চাক্ষিণী ঘৃতাভ্যক্তে পীড়য়েৎ। হনুসংহননে বাতশ্লেষ্মহরং নস্যং স্বেদাংশ্চ বিদধ্যাৎ। তৃষ্ণাদিষু চ যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত। বিসংজ্ঞে বেণুবীণাগীতস্বনং শ্রাবয়েৎ॥ ১১

বিরেচনাতিযোগে চ সচন্দ্রকং সলিলমধঃ স্রবতি। ততো মাংসধাবনপ্রকাশমুক্তরকালং জীবশোণিতঞ্চ। ততো গুদনিঃসরণং বেপথুর্বমনাতিযোগোপদ্রবাশ্চাস্য ভবন্তি। তমপি নিস্রুতশোণিতবিধানেনোপচরেৎ। নিঃসর্পিতগুদস্য গুদমভ্যজ্য পরিস্বেদ্যান্তঃ পীড়য়েৎ, ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসিতং বা বীক্ষেত। বেপথৌ বাতব্যাধিবিধানং কুর্ব্বীত। জিহ্বানিঃসরণাদিষূক্তঃ প্রতীকারঃ। অতিপ্রবৃত্তে বা জীবশোণিতে কাশ্মরীফলবদরীদূর্ব্বোশীরৈঃ শৃতেন পয়সা ঘৃতমণ্ডাঞ্জনযুক্তেন সুশীতেনাস্থাপয়েৎ। ন্যগ্রোধাদিকষায়ক্ষীরেক্ষুরসঘৃতশোণিতসংসৃষ্টৈশ্চৈনং বস্তিভিরুপাচরেৎ। শোণিতষ্ঠীবনে রক্তপিত্তরক্তাতীসারক্রিয়াশ্চাস্য বিদধ্যাৎ। ন্যগ্রোধাদিঞ্চাস্য বিদধ্যাৎ পানভোজনেষু॥ ১২

জীবশোণিতরক্তপিত্তয়োশ্চ জিজ্ঞাসার্থং তস্মিন্ পিচুপ্লোতং বা ক্ষিপেৎ। যদ্যুষ্ণোদকপ্রক্ষালিতমপি বস্ত্রং

এরূপ স্থলে রোগীকে ঘৃতাভ্যক্ত ও শীতজলে অবগাহন করাইয়া শর্করা-মধু-মিশ্রিত লেহ যোগে যথাদোষ চিকিৎসা করিবে। বিরেচনের অতিযোগ হইলে কফের অতিশয় নির্গম হয়। ক্রমশঃ সেই কফ রক্তের সহিত নির্গত হইতে পারে। তাহাতে বলের বিধ্বংস ও অতিশয় বাতকোপ হয়। তখন রোগীকে অতিশয় শীতাম্বুযোগে পরিষেচন ও অবগাহন করাইয়া মধুমিশ্রিত শীতল তণ্ডুলজলের সহিত বমন করাইবে। আর ইহাকে পিচ্ছাবস্তি দিবে। আর দুগ্ধ ও ঘৃতযোগে অনুবাসন করাইবে। আর ইহাকে তণ্ডুলাম্বুযোগে প্রিয়ঙ্গ্বাদিচূর্ণ পান করাইবে। আর দুগ্ধ কিংবা মাংসরস ভোজন করিতে দিবে। ৯। বমনের অতিযোগ হইলে শোণিত-নিষ্ঠীবন হয় বা শোণিত বমন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে জিহ্বানিঃসরণ, অক্ষিদ্বয়ের ব্যাবৃত্তি (চোখ উল্টিয়া যাওয়া), হনু-সংহনন (হনু বসিয়া যাওয়া), তৃষ্ণা, হিক্কা, জ্বর, বিংসজ্ঞতা এই সকল উপদ্রব হয়। এরূপ স্থলে রোগীকে অজরক্ত, চন্দন, উশীর, রসাঞ্জন ও লাজচূর্ণ চিনির জলে গুলিয়া পান করাইবে। অথবা ঘৃত, মধু ও শর্করার সহিত দাড়িম্বাদি ফলের রস পান করাইবে। অথবা বটাদির শুঙ্গার সহিত পেয়া সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করাইবে। অথবা বর্চ্চোগ্রাহী (বিষ্ঠাধারক) দ্রব্যসমূহের সহিত পেয়া সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। আর দুগ্ধ বা জাঙ্গলরস পান করাইবে। আর রক্তের অতিস্রাব হইলে যে নিয়মে থাকিতে হয়, তাহাই পালন করিবে। ১০। জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িলে ত্রিকটু ও লবণচূর্ণ সহযোগে ঘর্ষণ করিয়া এবং তিলকল্ক ও দ্রাক্ষাকল্ক যোগে প্রলিপ্ত করিয়া পীড়ন করিবে। জিহ্বা প্রবিষ্ট হইলে পর তাহার সম্মুখে অন্যেরা অম্ল আস্বাদন করিবে। চোখ উল্টাইয়া গেলে ঘৃতে অভ্যক্ত করিয়া পীড়ন করিবে। হনু বসিয়া গেলে বাতশ্লেষ্মহর নস্য ও স্বেদ সকল প্রয়োগ করিবে। আর তৃষ্ণাদিতে সেই সেই রোগের অনুরূপ ঔষধ দিবে। বিসংজ্ঞতা হইলে বেণু, বীণা ও গীতের শব্দ শ্রবণ করাইবে। ১১। বিরেচনের অতিযোগ হইলে সচন্দ্রক (চিক্‌চিকে) সলিল অধোগত হয়। অনন্তর মাংসধাবনজলের ন্যায় জল বাহির হয়। পরে জীবশোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অনন্তর গুদ নিঃসরণ হয় এবং বেপথু হইয়া থাকে। আর বমনের অতিযোগ হইলে যে সকল উপদ্রব হয়, তাহাও ইঁহার হইয়া থাকে। ইহাকেও রক্তস্রাব-বিধানে চিকিৎসা করিতে হয়। গুদ নির্গত হইলে উহা অভ্যক্ত ও পরিস্বিন্ন করিয়া অভ্যন্তরে পীড়ন করিবে। অথবা ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসাধিকারে গুদনির্গমের যে চিকিৎসা আছে, তাহাই করিবে। বেপথু হইলে বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে। জিহ্বা নিঃসরণাদি স্থলেও উক্তরূপ চিকিৎসা করিবে। জীবশোণিত অতিশয় নির্গত হইলে কাশ্মরীফল (গাম্ভারী-ফল), কুল, দূর্ব্বা ও উশীরের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ ও শীতল করিয়া ঘৃতমণ্ড ও অঞ্জনের (স্রোতোঞ্জনের) সহিত আস্থাপন দিবে। আর ইহাকে বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষের কষায়, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, ঘৃত ও অজরক্তমিশ্রিত বস্তিসমূহযোগে চিকিৎসা করিবে। রক্তষ্ঠীবনে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের চিকিৎসাও করিবে। আর ইহার পান ও ভোজনে ন্যগ্রোধাদিও প্রয়োগ করিবে। ১২। "ইহা জীবশোণিত না রক্তপিত্ত?" এরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে সেই রক্তে আকন্দের তুলা নিক্ষেপ করিবে। যদি ঐ রক্তাক্ত তুলা উষ্ণোদকে প্রক্ষালন করিলে রক্ত ধুইয়া

রঞ্জয়তি তজ্জীবশোণিতমবগন্তব্যম্। স ভক্তঞ্চ শুনে দদ্যাৎ শক্তুসংমিশ্রং বা স যদ্যুপভুঞ্জীত তজ্জীবশোণিতমবগন্তব্যম্॥ ১৩

সশেষান্নেন বহুদোষেণ রুক্ষেণানিলপ্রায়কোষ্ঠেনারুক্ষমস্নিগ্ধং বা পীতমৌষধমাধ্মাপয়তি। তত্রানিলমূত্রপুরীষসঙ্গঃ সমুন্নতোদরতা পার্শ্বভঙ্গো গুদবস্তিনিস্তোদনং ভক্তারুচিশ্চ ভবতি, তমাধ্মানমিত্যাচক্ষতে তমুপস্বেদ্যানাহবর্ত্তিদীপনবস্তিক্রিয়াভিরুপচরেৎ॥ ১৪

ক্ষামেণাতিমৃদুকোষ্ঠেন মন্দাগ্নিনা রুক্ষেণ বাতিতীক্ষ্ণোষ্ণাতিলবণমতিরুক্ষং বা পীতমৌষধং পিত্তানিলৌ প্রদূষ্য পরিকর্ত্তিকামাপাদয়তি। তত্র গুদনাভিমেঢ্রবস্তিশিরঃসু পরিকর্ত্তনমনিলসঙ্গো বায়ুবিষ্টম্ভো ভক্তারুচিশ্চ ভবতি। তত্র পিচ্ছাবস্তির্যষ্টিমধুককৃষ্ণতিলকল্কমধুঘৃতযুক্তঃ। শীতাম্বুপরিষিক্তঞ্চৈনং পয়সা ভুক্তবন্তং ঘৃতমণ্ডেন যষ্টীমধুকসিদ্ধেন তৈলেন বানুবাসয়েৎ॥ ১৫

ক্রূরকোষ্ঠস্যাতিপ্রভূতদোষস্য মন্দৌষধমবচারিতং সমুৎক্লিশ্য দোষান্ ন নিঃশেষানপহরতি, ততস্তে দোষাঃ পরিস্রাবমাপাদয়ন্তি। তত্র দৌর্ব্বল্যোদরবিষ্টম্ভারুচিগাত্রসদনানি ভবন্তি। সবেদনৌ চাস্য পিত্তশ্লেষ্মাণৌ পরিস্রবতস্তং পরিস্রাবমিত্যাচক্ষতে। তমজকর্ণধবতিনিশপলাশকষায়ৈর্মধুসংযুক্তৈরাস্থাপয়েৎ। উপশান্তদোষং স্নিগ্ধস্ত ভূয়ঃ সংশোধয়েৎ॥ ১৬

অতিরুক্ষেঽতিস্নিগ্ধে বা ভেষজমবচারিতমপ্রাপ্তং বা বাতবর্চ্চ উদীরয়েৎ, বেগাঘাতেন বা প্রবাহিকা ভবতি; তত্র সবাতং সদাহং সশূলং সশ্বেতং সপিচ্ছিলং কৃষ্ণং রক্তং বা ভৃশং প্রবাহমাণঃ কফমুপবিশতি। তং পরিস্রাববিধানেনোপচরেৎ॥ ১৭

যস্যূর্দ্ধমধো বা ভেষজবেগং প্রবৃত্তমজ্ঞত্বাদ্বিহন্তি, তস্যোপসরণং হৃদি কুর্ব্বন্তি দোষাঃ। তত্র প্রধানমর্ম্মসন্তাপাদ্বেদনাভিরত্যর্থং পীড্যমানো দন্তান্ কিটকিটায়তে, উদ্ভ্রান্তাক্ষো জিহ্বাং খাদতি, প্রতাম্যত্যচেতাশ্চ; ভবতি তং পরিবর্জ্জয়ন্তি মূর্খাঃ। তমভ্যজ্য ধান্যস্বেদেন স্বেদয়েৎ, যষ্টিমধুকসিদ্ধেন চ তৈলেনানুবাসয়েৎ। শিরোবিরেচনঞ্চাস্মৈ তীক্ষ্ণং বিদধ্যাৎ। ততো যষ্টিমধুকমিশ্রেণ তণ্ডুলাম্বুনা ছর্দ্দয়েৎ, যথাদোষোচ্ছ্রায়েণ চৈনং বস্তিভিরুপচরেৎ॥ ১৮

যস্যূর্দ্ধমধো বা প্রবৃত্তদোষঃ শীতাগারমুদকমনিলমন্যদ্বা

যায়, তবে ঐ রক্ত জীবশোণিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অথবা ঐ রক্ত ভাত বা ছাতুর সহিত কুকুরকে খাইতে দিবে। যদি কুকুর তাহা খায়, তবে তাহা জীবশোণিত জানিবে। ১৩। যাহার কোষ্ঠে অন্নশেষ আছে, যাহার কোষ্ঠ বহুদোষ, রুক্ষ ও বায়ুবহুল, তাঁহাকে অরুক্ষ বা অস্নিগ্ধ ঔষধ পান করাইলে সে ঔষধে আধ্মাপন হয়। এরূপ স্থলে বায়ু, মূত্র ও পুরীষের বিবন্ধ হয়, উদর সমুন্নত হয়, পার্শ্বভঙ্গ হয়, গুদ ও বস্তিতে নিস্তোদ হয়, ভক্তে অরুচি হয়। ইহাকেই আধ্মান কহে। আধ্মান-রোগীকে উপস্বিন্ন করিয়া আনাহ, বর্ত্তি ও দীপন বস্তিক্রিয়া যোগে চিকিৎসা করিবে। ১৪। কৃশ, অতি মৃদুকোষ্ঠ, মন্দাগ্নি বা রুক্ষ ব্যক্তি অতিতীক্ষ্ণোষ্ণ, অতিলবণ বা অতিরুক্ষ ঔষধ পান করিলে পিত্ত ও বায়ুকে দূষিত করিয়া পরিকর্ত্তিকা উপস্থিত করে। এরূপ স্থলে গুদ, নাভি, মেঢ্র, বস্তি ও মস্তকে পরিকর্ত্তন (কামড়ানী); বায়ু-বিবন্ধ, বায়ু-বিষ্টম্ভ ও ভাতে অরুচি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যষ্টীমধু ও কৃষ্ণতিলের কল্ক এবং মধু ও ঘৃতের সহিত পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। আর ইহাকে শীতাম্বুপরিষিক্ত করিয়া দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে এবং যষ্টিমধুর সহিত ঘৃতমণ্ড সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বা তৈল দ্বারা অনুবাসন দিবে। ১৫। ক্রূরকোষ্ঠ ও অতিপ্রভূত-দোষযুক্ত ব্যক্তিকে মৃদু ঔষধ দিলে দোষ ও অন্নশেষকে উৎক্লিষ্ট করে মাত্র, কিন্তু অপহরণ করিতে পারে না। অনন্তর ঐ সকল দোষ পরিস্রাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে দৌর্ব্বল্য, উদর বিষ্টম্ভ, অরুচি ও গাত্রসাদ হয়। আর উহার পিত্ত ও শ্লেষ্মা বেদনার সহিত স্রাবিত হইতে থাকে ইহাকেই পরিস্রাব কহে। এরূপ স্থলে রোগীকে অজকর্ণ, ধব, তিনিশ ও পলাশের কষায় মধুযুক্ত করিয়া আস্থাপন দিবে। দোষ উপশান্ত হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সংশোধন দিবে। ১৬। রোগী অতি রুক্ষ বা অতি স্নিগ্ধ হইলে প্রদত্ত ঔষধ অপ্রাপ্তবেগ হইয়াই বাত ও বিষ্ঠা উদীর্ণ করে। তাহাতে প্রবাহিকা হয়। অথবা বেগ ধারণ করিলেও প্রবাহিকা হইতে পারে। এরূপ স্থলে বায়ু, দাহ, শূল, শ্বেত ও পিচ্ছিলতার সহিত কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ কফ প্রবাহণের সহিত নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহাকে প্রবাহিকা কহে। প্রবাহিকার চিকিৎসা পরিস্রাবের ন্যায়। ১৭। অজ্ঞতা বশতঃ ঔষধের বেগ ঊর্দ্ধ বা অধোদেশ দিয়া নিঃসৃত হয়। তাহাতে দোষবশে হৃদয়ে হৃদয়োপসরণ নামক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। আর হৃদয় প্রধান মর্ম্ম অথচ সেই মর্ম্মের সন্তাপ হয় বলিয়া রোগী বেদনাসমূহযোগে অতিশয় পীড়িত হয়। সে দন্ত সকল কিড়মিড় করিতে থাকে। উহার চক্ষু উদ্ভ্রান্ত হয়। সে জিহ্বা দংশন করিতে থাকে। মোহ প্রাপ্ত হয় এবং অচেতন হইয়া পড়ে। অজ্ঞেরা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপ রোগীকে অভ্যক্ত করিয়া ধান্যস্বেদ-সহকারে স্বেদ দিবে। আর যষ্টিমধু-সিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন দিবে। আর ইহাকে তীক্ষ্ণ অনুবাসন দিবে। অনন্তর যষ্টিমধুমিশ্রিত তণ্ডুলজল পান করাইয়া বমন করাইবে এবং যথাদোষ বস্তিসমূহ প্রয়োগ করিবে। ১৮। যাহার দোষ ঊর্দ্ধ বা অধঃ দিয়া নির্গত হয়, সে যদি শীতল আগার বা জল বা বায়ু সেবন করে, তবে তাহার দোষ সকল স্রোতঃসমূহে নিমগ্ন হইয়া ঘনীভাব প্রাপ্ত হয় এবং

সেবেত, তস্ত দোষাঃ স্রোতঃস্বলীয়মানাঃ ঘনীভাবমাপন্না বাতমূত্রশকৃদ্গ্রহমাপাদ্য বিবধ্যন্তে। তস্মাটোপো দাহো জ্বরো বেদনাশ্চ তীব্রা ভবন্তি; তমাশু বাময়িত্বা প্রাপ্তকালাং ক্রিয়াং কুর্ব্বীত। অধোভাগে ত্বধোভাগহরদ্রব্যসৈন্ধবাম্লমূত্র-সংসৃষ্টং বিরেচনং পায়য়েৎ, আস্থাপনমনুবাসনঞ্চ যথাদোষং বিদধ্যাৎ, যথাদোষমাহারক্রমঞ্চ। উভয়তো ভাগে তূপদ্রব-বিশেষান্ যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত ॥ ১৯

যা তু বিরেচনে গুদপরিকর্ত্তিকা তদ্বমনে কণ্ঠক্ষণনম্। যদধঃ পরিস্রবণং স ঊর্দ্ধভাগে শ্লেষ্মপ্রসেকঃ। যা ত্বধঃ প্রবাহিকা সা তূর্দ্ধং শুষ্কোদ্গারা ইতি ॥ ২০

ভবতি চাত্র।

যাস্ত্বেতা ব্যাপদঃ প্রোক্তা দশ পঞ্চ চ তত্ত্বতঃ।
এতা বিরেকাতিযোগদুর্যোগাযোগজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে বমনবিরেচন ব্যাপচ্চিকিৎসিত নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নেত্রবস্তিপ্রমাণপ্রবিভাগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

তত্র স্নেহাদীনাং কর্ম্মণাং বস্তিকর্ম্ম প্রধানতমমাহুরাচার্য্যাঃ। কস্মাৎ? অনেককর্ম্মকরত্বাদ্বস্তেঃ। ইহ বস্তির্নানাবিধদ্রব্য-সংযোগাদ্দোষাণাং সংশোধনসংশমনসংগ্রহণানি করোতি, ক্ষীণশুক্রং বাজীকরোতি, কৃশং বৃংহতি, স্থূলং কর্ষয়তি, চক্ষুঃ প্রীণয়তি, বলীপলিতমুপহন্তি, বয়ঃ স্থাপয়তি। শরীরোপচয়ং বর্ণবলমারোগ্যমায়ুষঃ পরিবৃদ্ধিঞ্চ করোতি বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ; তথা জ্বরাতীসারতিমিরপ্রতিশ্যায়-শিরোরোগাধিমন্থার্দ্দিতাক্ষেপকপক্ষাঘাতৈকাঙ্গ-সর্ব্বাঙ্গরোগা-ধ্মানোদরশর্করাশূলবৃদ্ধ্যুপদংশানাহমূত্রকৃচ্ছ্রগুল্মবাতশোণিত-বাতমূত্র-পুরীষোদাবর্ত্ত-শুক্রার্ত্তব-স্তন্যনাশহৃদ্‌হনুমন্যাগ্রহার্শো-হশ্মরীমূঢ়গর্ভপ্রভৃতিষু চাত্যর্থমুপযুজ্যতে ॥ ২

ভবতি চাত্র।

বস্তির্বাতে চ পিত্তে চ কফে রক্তে চ শস্যতে।
সংসর্গে সন্নিপাতে চ বস্তিরেব হিতঃ সদা ॥ ৩

তত্র সাংবৎসরিকাষ্টদ্বিরষ্টবর্ষাণাং ষড়ষ্টদশাঙ্গুল-প্রমাণানি কনিষ্ঠিকানামিকামধ্যমাঙ্গুলিপরিণাহান্যগ্রেঽধ্যর্দ্ধাঙ্গুলার্দ্ধতৃতীয়াঙ্গুলসন্নিবিষ্টকর্ণিকানি কঙ্কশ্যেনবর্হিপত্র-নাড়ীতুল্যপ্রবেশানি মুদ্গমাষকলায়মাত্রস্রোতাংসি বিদধ্যাৎ

বাত মূত্র ও বিষ্ঠার রোধ উৎপাদন করে। তখন তাহার আটোপ, দাহ, জ্বর ও তীব্র বেদনা সকল উৎপন্ন হয়। উহাকে আশু বমন করাইয়া তৎকালোপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। আর যদি বিরেচন বন্ধ হয়, তবে বিরেচক-দ্রব্যের সহিত সৈন্ধব, অম্ল ও মূত্র মিশিত করিয়া বিরেচন দিবে। আর যথাদোষ আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। আর যথাদোষ আহার-বিধি পালন করাইবে। বিরেচন ও বমন উভয়ই বন্ধ হইলে, যথানুরূপ প্রতীকার করিবে। ১৯। বিরেচনে যাহা গুদ-পরিকর্ত্তিকা, তাহাই বমনে কণ্ঠক্ষণন। বিরেচনে যাহা পরিস্রবণ, তাহাই ঊর্দ্ধ-ভাগে শ্লেষ্মপ্রসেক। আর যাহা অধোভাগে প্রবাহিকা, তাহাই ঊর্দ্ধভাগে শুষ্কোদ্গার বলা যায়। ২০। এইস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—বিরেকের অতিযোগ, দুর্যোগ ও অযোগ বশতঃ যে পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপৎ হইয়া থাকে, তাহা বর্ণিত হইল। ২১।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

নেত্রবস্তির পরিমাণ।

অনন্তর আমরা নেত্রবস্তির পরিমাণ, বিভাগ ও তৎ-সম্বন্ধীয় চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। আচার্য্যেরা বলেন যে, স্নেহাদি কর্ম্মের মধ্যে বস্তিকর্ম্ম প্রধান। কেননা বস্তি বহুবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে। বস্তি নানাবিধ দ্রব্য ও সংযোগ বশতঃ সংশোধন, সংশমন ও সংগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ক্ষীণ শুক্রকে বাজীকৃত করে, কৃশকে বৃংহিত করে, স্থূলকে কর্ষিত করে, চক্ষুকে প্রীত করে, বলিপলিত নাশ করে এবং বয়ঃস্থাপন করে। বস্তি সম্যক্ উপাসিত হইলে শরীরের উপচয়, বর্ণ বল ও আরোগ্য এবং আয়ুর পরিবৃদ্ধি করে। আর জ্বর, অতীসার, তিমির, প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ, অধিমন্থ, অর্দ্দিত, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, আধ্মান, উদর, শর্করা, শূল, বৃদ্ধি, উপদংশ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বাত-রক্ত, বাতমূত্র ও পুরীষের উদাবর্ত্ত, শুক্র আর্ত্তব ও স্তন্যের নাশ, হৃদয় হনু ও মন্যার গ্রহ, অর্শ, অশ্মরী ও মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি রোগে অত্যন্ত উপযোগী হয়। ২। এই স্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে :—বস্তি বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই চারিতেই প্রশস্ত। দোষদ্বয়ের সংসর্গ বা দোষত্রয়ের সন্নি-পাতেও বস্তি সদা হিতকর। ৩। বস্তি নেত্র একবর্ষবয়স্ক, অষ্টবর্ষবয়স্ক ও ষোড়শবর্ষবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে যথাক্রমে ছয় অঙ্গুল, আট অঙ্গুল ও দশ অঙ্গুল পরিমিত অথচ যথাক্রমে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির সমান পরিণাহবিশিষ্ট এবং অগ্রভাগে যথাক্রমে সার্দ্ধাঙ্গুল, দ্ব্যঙ্গুল ও অর্দ্ধতৃতীয় অঙ্গুল অন্তরে কর্ণিকাযুক্ত হওয়া উচিত। উহার প্রবেশমূল কঙ্ক, শ্যেন বা ময়ূরের পাখার নলের তুল্য হওয়া উচিত। উহার স্রোতঃ মুদ্গ, মাষ বা স্বিন্ন কলায়ের সমান পরিণাহযুক্ত হওয়া উচিত। আর বস্তিদ্রব্যের পরিমাণ যথাক্রমে রোগীর হস্তের দুই, চারি ও আট প্রসৃত হওয়া উচিত। [অর্থাৎ এক বৎসরের রোগীর পক্ষে

নেত্রাণি। তেষু আস্থাপনদ্রব্যপ্রমাণমাতুরহস্তসম্মিতেন প্রসৃতেন সম্মিতৌ প্রসৃতৌ দ্বৌ চত্বারোঽষ্টৌ বিধেয়াঃ॥ ৪।

ভবতি চাত্র।

বর্ষোত্তরেষু নেত্রাণাং বস্তিমানস্য চৈব হি।
বয়োবলশরীরাণি সমীক্ষ্য বর্দ্ধয়েদ্বিধিম্॥ ৫

পঞ্চবিংশতেরূর্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলং মূলেঽঙ্গুষ্ঠোদরপরিণাহমগ্রে কনিষ্ঠিকোদরপরিণাহমগ্রে ত্র্যঙ্গুলসন্নিবিষ্টকর্ণিকং গৃধ্রপত্রনাড়ীতুল্যপ্রবেশং কোলাস্থিমাত্রং ছিদ্রং, ক্লিন্নকলায়মাত্রং ছিদ্রমিত্যেকে। সর্ব্বাণি মূলে বস্তিনিবন্ধনার্থং দ্বিকর্ণিকানি। আস্থাপনদ্রব্যপ্রমাণঞ্চ বিহিতা দ্বাদশ প্রসৃতাঃ। সপ্ততেরূর্দ্ধং নেত্রপ্রমাণমেতদেব, দ্রব্যপ্রমাণন্তু দ্বিরষ্টবর্ষবৎ॥ ৬

তত্র নেত্রাণি সুবর্ণরজততাম্রায়োরীতিদন্তশৃঙ্গমণিতরুসারময়াণি শ্লক্ষ্ণানি দৃঢ়ানি গোপুচ্ছাকৃতীন্যৃজূনি গুটিকামুখানি। বস্তয়শ্চাবৃদ্ধানাং মৃদবো নাতিবহলা দৃঢ়াঃ প্রমাণবন্তো গোমহিষবরাহাজোরভ্রাণাম্॥ ৭

নেত্রালাভে হিতা নাড়ী নলবংশাস্থিসম্ভবা।
বস্ত্যলাভে হিতং চার্ম্মং সূক্ষ্মং বা তান্তবং ঘনম্॥
নস্তিং নিরুপদিগ্ধঞ্চ শুদ্ধং সুপরিমার্জ্জিতম্।
মৃদ্বনুদ্ধতহীনঞ্চ মুহুঃ স্নেহৈর্বিমর্দ্দিতম্॥ ৮
নেত্রমূলে প্রতিষ্ঠাপ্য ন্যুব্জস্য বিবৃতাননম্।
বদ্ধা লোহেন তপ্তেন চর্ম্মস্রোতসি নির্দ্দহেৎ॥
পরিবর্ত্ত্য ততো বস্তিং বদ্ধা গুপ্তং নিধাপয়েৎ।
আস্থাপনঞ্চ তৈলঞ্চ যথাবৎ তেন দাপয়েৎ॥
মৃদুর্ব্বস্তিঃ প্রযোক্তব্যো বিশেষাদ্ বালবৃদ্ধয়োঃ॥
তয়োস্তীক্ষ্ণঃ প্রযুক্তস্তু বস্তির্হিংস্যাদ্বলায়ুষী॥ ৯

তত্র দ্বিবিধো বস্তিঃ—নৈরূহিকঃ স্নৈহিকশ্চ। আস্থাপনং নিরূহ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্য বিকল্পো মাধুতৈলিকঃ। তস্য পর্য্যায়শব্দো যাপনো যুক্তরথঃ সিদ্ধবস্তিরিতি। স দোষনির্হরণাচ্ছরীররোগহরণাদ্বা নিরূহঃ, বয়ঃস্থাপনাদায়ুঃস্থাপনাদ্বাস্থাপনম্। মাধুতৈলিকবিধানঞ্চ নিরূহক্রমচিকিৎসিতে বক্ষ্যামঃ॥ ১০

তত্র যথাপ্রমাণগুণবিহিতঃ স্নেহবস্তিবিকল্পোঽনুবাসনঃ পাদাবকৃষ্টঃ অনুবসন্নপি ন দুষ্যত্যনুদিবসং বা দীয়ত

তাহার হাতের দুই প্রসৃত, অষ্টবর্ষীয় রোগীর পক্ষে চারি প্রসৃত এবং ষোড়শবর্ষীয় রোগীর পক্ষে আট প্রসৃত হওয়া উচিত। "এস্থলে প্রসৃত শব্দে কুঞ্চিতাঙ্গুলি পাণি বুঝিতে হইবে। পলদ্বয় (অর্থাৎ এক পুয়া) বুঝাইবে না" ইতি গয়দাস। অন্যেরা কহেন যে, রোগীর হস্ত বলাতে মধ্যমবয়স্ক পুরুষের হস্ত বুঝাইবে; তবেই প্রসৃতশব্দে দুই পল হইতেছে। কিন্তু দুই পল অর্থ হইলে ষোড়শবর্ষীয়কে এক সের দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়। তাহা অতিরিক্ত বোধ হয়]। ৪। এইস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে;—বল ও বয়স যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, বস্তিনেত্র ও বস্তিদ্রব্যের পরিমাণও সেইরূপ বৃদ্ধি হইবে। ৫। পঞ্চবিংশতি বয়সের ঊর্দ্ধে বস্তিনেত্র দ্বাদশ অঙ্গুল, মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠোদরের সমান পরিণাহবিশিষ্ট, অগ্রভাগে কনিষ্ঠাঙ্গুলির উদরের সমান পরিণাহবিশিষ্ট এবং অগ্রভাগে তিন অঙ্গুল অন্তরে কর্ণিকাযুক্ত হওয়া উচিত। উহার প্রবেশমূল গৃধ্রের পাখার নলের তুল্য, ছিদ্র কুলের আঁঠীর তুল্য—কেহ কেহ বলেন যে, স্বিন্ন কলায়ের তুল্য হওয়া উচিত। নলের সহিত বস্তির বন্ধনজন্য বন্ধনস্থলে দুইটী কর্ণিকা থাকা উচিত। আস্থাপন-দ্রব্যের পরিমাণ দ্বাদশ প্রসৃত। সপ্ততি বর্ষের ঊর্দ্ধে নলের পরিমাণ এইরূপই। আর দ্রব্যের পরিমাণ ষোড়শ বর্ষের ন্যায়। ৬। বস্তির নল সুবর্ণ, রজত, তাম্র, লৌহ, পিত্তল, দন্ত, শৃঙ্গ, মণি বা বৃক্ষসার হইতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক এবং শ্লক্ষ্ণ, দৃঢ়, গোপুচ্ছাকৃতি ও ঋজু হওয়া উচিত। আর উহার মুখ অতীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। আর বস্তি অবৃদ্ধ গো, মহিষ, বরাহ, অজ বা মেষের বস্তি হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। উহা মৃদু, নাতিবহল (অতিশয় পুরু না হয়), দৃঢ় ও প্রমাণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ৭। সুবর্ণাদিনির্ম্মিত নলের অভাবে নলগাছ, বাঁশ বা অস্থি হইতে নির্ম্মিত নল ব্যবহার্য্য। বস্তির অভাবে সূক্ষ্মচর্ম্ম বা তন্তুজ ঘন বস্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তি মাংসাদি-লিপ্ত না হয়। উহা কষায়রঞ্জিত, সুপরিমার্জ্জিত, মৃদু, অনুদ্ধত, অহীন ও বারবার স্নেহসহকারে মর্দ্দিত হওয়া আবশ্যক। ৮। বস্তিকে অধোমুখ ও বিবৃতমুখ করিয়া নেত্রমূলে স্থাপিত করিবে। পরে উহাকে নলের সহিত বদ্ধ করিয়া তপ্ত লৌহশলাকাযোগে চর্ম্মস্রোতের অভ্যন্তরে দগ্ধ করিবে। অনন্তর বস্তিকে উল্টাইয়া লইয়া বন্ধনপূর্ব্বক গুপ্তস্থানে রাখিবে এবং আবশ্যক হইলে তদ্দ্বারা আস্থাপন ও তৈল যথাবৎ প্রয়োগ করিবে। বালক ও বৃদ্ধকে বিশেষতঃ মৃদুবস্তি দিবে। কারণ উহাদিগকে তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করিলে বল ও আয়ুঃ নষ্ট হয়। ৯। বস্তি দ্বিবিধ;—নিরূহবস্তি ও স্নেহবস্তি। আস্থাপন ও নিরূহ এই দুইটী কথা একার্থক। আস্থাপনেরই এক প্রকার বিকল্প মাধুতৈলিক। যাপন, যুক্তরথ ও সিদ্ধবস্তি উহারই পর্য্যায়শব্দ। দোষের নির্হরণ ও শরীররোগের হরণ করে বলিয়া ইহাকে নিরূহ কহে। বয়ঃস্থাপন ও আয়ুঃস্থাপন হেতু ইহার নাম আস্থাপন। নিরূহক্রম-চিকিৎসিত স্থানে মাধুতৈলিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করিব। ১০। স্নেহ-বস্তি বিশেষকে অনুবাসন বলে। নিরূহের যে প্রমাণ ও গুণ বলা হইয়াছে, অনুবাসনের প্রমাণ ও গুণ তাহার চতুর্থাংশ [অর্থাৎ যেস্থলে নিরূহের মাত্রা প্রকুঞ্চ, সেস্থলে অনুবাসনের মাত্রা কর্ষ ইত্যাদি]। অনুবাস (?) করে অথচ দূষিত করে না, এইজন্য ইহাকে অনুবাসন কহে। অথবা অনুদিবস প্রয়োগ করা যায় বলিয়া অনুবাসন কহে। ইহারই বিকল্প মাত্রাবস্তি।

ইত্যনুবাসনঃ। তস্যাপি বিকল্পোঽর্দ্ধার্দ্ধমাত্রাবকৃষ্টোঽপরিহার্য্যো মাত্রাবস্তিরিতি॥ ১১

নিরূহঃ শোধনো লেখী স্নেহনো বৃংহণো মতঃ।
নিরূহশোধিতান্ মার্গান্ সম্যক্ স্নেহোঽনুগচ্ছতি॥
অপেতসর্ব্বদোষাসু নাড়ীষিব বহজ্জলম্।
সর্ব্বদোষহরশ্চাসৌ শরীরস্য চ জীবনঃ॥
তস্মাদ্বিশুদ্ধদেহস্য স্নেহবস্তির্বিধীয়তে॥ ১২

তত্রোন্মাদভয়শোকপিপাসারোচকাজীর্ণার্শঃপাণ্ডুরোগ-ভ্রম-মদ-মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠ মেহোদরস্থৌল্যশ্বাস কাসকণ্ঠশোষ-শোফোপসৃষ্টক্ষতক্ষীণচতুস্ত্রিমাসগর্ভিণীদুর্ব্বলাগ্ন্যসহা বাল-বৃদ্ধৌ চ বাতরোগাদৃতে ক্ষীণা নানুবাস্যা নাস্থাপয়িতব্যাঃ॥ ১৩

উদরী চ প্রমেহী চ কুষ্ঠী স্থূলশ্চ মানবঃ।
অবশ্যং স্থাপনীয়াশ্চ নানুবাস্যাঃ কথঞ্চন॥
অসাধ্যতা বিকারাণাং স্যাদেষামনুবাসনাৎ।
অসাধ্যত্বেঽপি ভূয়িষ্ঠং গাত্রাণাং সদনং ভবেৎ॥ ১৪

পক্বাশয়ে তথা শ্রোণ্যাং নাভ্যধস্তাচ্চ সর্ব্বতঃ।
সম্যক্ প্রণিহিতো বস্তিঃ স্থানেষেতেষু তিষ্ঠতি॥
পক্বাশয়াদ্বস্তিবীর্য্যং খৈর্দ্দেহমুপসর্পতি।
বৃক্ষমূলে নিষিক্তানামপাং বীর্য্যমিব দ্রুমম্॥

স চাপি সহসা বস্তিঃ কেবলঃ সমলোঽপি বা।
প্রত্যেতি তুনিলৈর্বীর্য্যমপানাদ্যৈর্বনীয়তে॥
বীর্য্যেণ বস্তিরাদত্তে দোষানা পাদমস্তকাৎ।
পক্বাশয়স্থোঽম্বরগো ভূমেরর্কো রসানিব॥
স কটীপৃষ্ঠকোষ্ঠস্থান্ বীর্য্যেণালোড্য সঞ্চয়ান্।
উৎখাতমূলান্ হরতি দোষাণাং সাধুযোজিতঃ॥
দোষত্রয়স্য যস্মাচ্চ প্রকোপে বায়ুরীশ্বরঃ।
তস্মাৎ তস্যাতিবৃদ্ধস্য শরীরমভিনিঘ্নতঃ॥
বায়োর্বিষহতে বেগং নান্যা বস্তেঋর্তে ক্রিয়া।
পবনাবিদ্ধতোয়স্য বলাবেগমিবোদধেঃ॥
শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ।
কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ॥ ১৫

অত ঊর্দ্ধং ব্যাপদো বক্ষ্যামঃ। তত্র নেত্রং চলিতং বিবর্ত্তিতং পার্শ্বাবপীড়িতমত্যুৎক্ষিপ্তমবসন্নং তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তমিতি ষট্ প্রণিধানদোষাঃ। অতিস্থূলং কর্কশমবনতমণুভিন্নং সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টকর্ণিকং সূক্ষ্মাতিচ্ছিদ্রমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যেকাদশ নেত্রদোষাঃ। বহুলতাল্পতা সচ্ছিদ্রতা প্রস্তীর্ণতা দুর্ব্বদ্ধত্বেতি পঞ্চ বস্তিদোষাঃ। অতিপীড়িততা শিথিলপীড়িততা ভূয়োভূয়োঽবপীড়নং কালাতিক্রম ইতি চত্বারঃ পীড়নদোষাঃ। আমতা হীনতাতিমাত্রতাতি

মাত্রাবস্তির মাত্রা অনুবাসনের অর্দ্ধার্দ্ধ। ইহাতে আহারাদির কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ১১। নিরূহ চারি প্রকার;—শোধন, লেখন, স্নেহন ও বৃংহণ। নিরূহযোগে মলমার্গ শোধিত হইলে স্নেহ সম্যক্‌রূপে অনুসরণ করে। যেমন জলনালীর আভ্যন্তরিক দোষ সকল অপহৃত হইলে জল তন্মধ্যে অনায়াসে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ-শরীরে স্নেহবস্তির সম্যক্ সঞ্চার হয়। ইহা শরীরের সর্ব্বদোষ হরণ করে এবং জীবন হইয়া থাকে। এইজন্য বিশুদ্ধদেহ ব্যক্তিরই স্নেহবস্তি বিহিত। ১২। তন্মধ্যে উন্মাদ, ভয়, শোক, পিপাসা, অরোচক, অজীর্ণ, অর্শ, পাণ্ডু, ভ্রম, মদ, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, মেহ, উদর, শ্বাস, কাস, কণ্ঠশোষ, শোফ, ক্ষতক্ষীণ, সপ্ত মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী, দুর্ব্বলাগ্নি, অসহ, বাল, বৃদ্ধ এবং বায়ুরোগ ভিন্ন অন্য রোগে ক্ষীণ ব্যক্তি, এই সকলের পক্ষে, অনুবাসন ও আস্থাপন বিহিত নহে। ১৩। উদররোগী, প্রমেহরোগী, কুষ্ঠী ও স্থৌল্যরোগী অবশ্যই স্থাপনীয়, কিন্তু কখনই অনুবাসনীয় নহে। ইহাদিগকে অনুবাসন দিলে ইহাদের রোগ সকল অসাধ্য হইয়া পড়ে। কেবল রোগ সকল অসাধ্য নহে গাত্র সকল অবসন্ন হয়। ১৪। বস্তি সম্যক্ প্রবিষ্ট হইলে পক্বাশয়, শ্রোণী ও নাভির অধোভাগে সর্ব্বতঃ অবস্থিত হয় [এ স্থলে পক্বাশয় শব্দে স্থূলান্ত্র]। অনন্তর বস্তিবীর্য্য পক্বাশয় হইতে ছিদ্রসমূহযোগে সর্ব্বদেহে চারিত হয়; যেমন বৃক্ষমূলে নিষিক্ত জলসমূহের বীর্য্য বৃক্ষের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বস্তি কেবলই হউক বা মলের সহিতই হউক, সহসা ফিরিয়া আসে। আর অপানাদি বায়ুতে বস্তির বীর্য্য শরীরের সর্ব্বত্র নীত করে। বস্তি বীর্য্য দ্বারাই পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গের দোষসমূহ হরণ করে; যেমন অম্বরস্থ সূর্য্য ভূমির রস সমস্ত গ্রহণ করে। বস্তি সম্যক্-যোজিত হইলে প্রভাব দ্বারা কটী-পৃষ্ঠ-কোষ্ঠস্থ দোষ-সঞ্চয়সমূহকে আলোড়িত ও উৎখাত করিয়া হরণ করে। যেহেতু ত্রিদোষেরই প্রকোপ-পক্ষে বায়ুই কর্ত্তা, সেইহেতু বায়ু অতিশয় বৃদ্ধ হইলে শরীরকে নষ্ট করিয়া থাকে। সেই বায়ুর বেগ বস্তির ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না—যেমন পবন-তাড়িত-সলিল জলধির বেগ বেলা ভিন্ন আর কিছুতে সহ্য করিতে পারে না। বস্তি সম্যক্ উপাসিত হইলে শরীরের উপচয়, বর্ণ, বল, আরোগ্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ১৫। অনন্তর বস্তির ব্যাপদ্ (বিঘ্ন) সমূহ বলিতেছি। তন্মধ্যে বস্তিপ্রেরণের দোষ ছয় প্রকার, যথা;—বস্তিনল চলিত, বিবর্ত্তিত, পার্শ্বাবপীড়িত, অত্যুৎক্ষিপ্ত, অবসন্ন ও তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত এই ছয় প্রকার হইতে পারে। বস্তিনলের দোষ একাদশ প্রকার;—অতিস্থূল, কর্কশ, অবনত; অণু, ভিন্ন, সন্নিকৃষ্টকর্ণিক বা বিপ্রকৃষ্টকর্ণিক, সূক্ষ্ম, অতিচ্ছিদ্র, অতিদীর্ঘ ও অতিহ্রস্ব। বহুলতা, অল্পতা, সচ্ছিদ্রতা, প্রস্তীর্ণতা ও দুর্ব্বদ্ধতা এই পাঁচটী বস্তিপুটকের দোষ। অতিপীড়ন, শিথিলপীড়ন, ভূয়োভূয়ঃ অবপীড়ন ও কালাতিক্রম এই চারিটী বস্তিপীড়নের দোষ। আমতা (অপক্বস্নেহতা),

শীততাত্যুষ্ণতাতিতীক্ষ্ণতাতিমৃদুতাতিস্নিগ্ধতাতিরুক্ষতাতিসান্দ্রতাতিদ্রবতেত্যেকাদশ দ্রব্যদোষাঃ। অবাক্শীর্ষোচ্ছীর্ষন্যুব্জোত্তানসঙ্কুচিতদেহস্থিতদক্ষিণপার্শ্বশায়িনঃ প্রদানমিতি সপ্ত শয্যাদোষাঃ। এবমেতাশ্চতুশ্চত্বারিংশদ্ব্যাপদো বৈদ্যনিমিত্তাঃ। আতুরনিমিত্তাঃ পঞ্চদশ আতুরোপদ্রবচিকিৎসিতে বক্ষ্যন্তে॥ ১৬

স্নেহস্ত্বষ্টাভিঃ কারণৈঃ প্রতিহতো ন প্রত্যাগচ্ছতি ;—ত্রিভির্দোষৈরশনাভিভূতো মলব্যামিশ্রো দূরানুপ্রবিষ্টোঽস্বিন্নস্যানুষ্ণোঽল্পোঽভুক্তবতোঽল্পাশনস্য চেতি বৈদ্যাতুরনিমিত্তা ভবন্তি। অযোগস্তূভয়োরাধ্মানং পরিকর্ত্তিকা পরিস্রাবঃ প্রবাহিকা হৃদয়োপসরণমঙ্গগ্রহোঽতিযোগো জীবাদানমিতি নব ব্যাপদো বৈদ্যনিমিত্তা ভবন্তি॥ ১৭

ভবতি চাত্র।

ষট্‌সপ্ততিঃ সমাসেন ব্যাপদঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং বক্ষ্যামি বিজ্ঞানং সিদ্ধিঞ্চ তদনন্তরম্॥ ১৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে নেত্রবস্তিপ্রমাণপ্রবিভাগচিকিৎসিতং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

হীনতা, অতিমাত্রতা, অতিশীততা, অত্যুষ্ণতা, অতিতীক্ষ্ণতা, অতিমৃদুতা, অতিস্নিগ্ধতা, অতিরুক্ষতা, অতিসান্দ্রতা ও অতিদ্রবতা এই একাদশটী বস্তিদ্রব্যের দোষ। অবাক্‌শীর্ষ, উচ্ছীর্ষ, ন্যুব্জদেহ (অধোমুখ), উত্তানদেহ, সঙ্কুচিতদেহ, উপবিষ্ট ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ান হইয়া বস্তি গ্রহণ করিলে শয্যাদোষ হয়। এইরূপ চুয়াল্লিশটী ব্যাপৎ বৈদ্যনিমিত্তক। আতুরনিমিত্তক পঞ্চদশ দোষ আতুরোপদ্রব চিকিৎসিতে ব্যাখ্যা করিব। ১৬। স্নেহ অষ্টকারণে প্রতিহত হওয়াতে প্রত্যাগত হয় না। প্রথমতঃ ত্রিদোষকর্ত্তৃক প্রতিহত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভুক্ত অন্নকর্ত্তৃক অভিভূত হইলে প্রতিহত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ মলের সহিত মিশ্রিত হইলে প্রতিহত হইতে পারে। চতুর্থতঃ দূরপ্রবিষ্ট হইলেও প্রতিহত হইতে পারে। পঞ্চমতঃ রোগী অস্বিন্ন হইলেও ঐরূপ হইতে পারে। ষষ্ঠতঃ স্নেহ অনুষ্ণ হইলেও ঐরূপ হইতে পারে। সপ্তমতঃ স্নেহ অল্প হইলেও ঐরূপ হইতে পারে। আবার রোগী অভুক্তবান্ বা অল্পাশন অবস্থায় স্নেহ গ্রহণ করিলেও স্নেহ ঐরূপ হইতে পারে এই সকল উপদ্রব বৈদ্য ও আতুর-নিমিত্ত বলিতে হইবে। নিরূহ ও অনুবাসনের অযোগ, আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা, পরিস্রাব, প্রবাহিকা, হৃদয়োপসরণ, অঙ্গগ্রহ, অতিযোগ ও জীবশোণিতাদান এই নয়টী বিপদ্ বৈদ্যনিমিত্ত। ১৭। এইস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে;—৭৬টী বিপদ্ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। উহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা ইহার পর বলিব। ১৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নেত্রবস্তিব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

অথ নেত্রে বিচলিতে তথা চৈব বিবর্ত্তিতে।
গুদে ক্ষতং রুজা বা স্যাৎ তত্র সদ্যঃ ক্ষতক্রিয়া॥
অত্যুৎক্ষিপ্তেঽবসন্নে চ নেত্রে পায়ৌ ভবেদ্রুজা।
বিধিরত্রাপি পিত্তঘ্নঃ কার্য্যঃ স্নেহৈশ্চ সেচনম্॥
তির্য্যক্‌প্রণিহিতে নেত্রে তথা পার্শ্বাবপীড়িতে।
মুখস্যাবরণাদ্বস্তির্ন সম্যক্ প্রতিপদ্যতে॥
ঋজুনেত্রং বিধেয়ং স্যাৎ তত্র সম্যগ্বিজানতা॥
অতিস্থূলে কর্কশে চ নেত্রে চাবনতে তথা।
গুদে ভবেৎ ক্ষতং রুক্ চ সাধনং পূর্ব্ববৎ স্মৃতম্॥
আসন্নকর্ণিকে নেত্রে ভিন্নেঽণৌ স্যাৎপ্যপার্থকঃ।
অবসেকো ভবেদ্বস্তেস্তস্মাদ্দোষান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
প্রকৃষ্টকর্ণিকে রক্তং গুদমর্ম্মপ্রপীড়নাৎ।
ক্ষরত্যত্রাপি পিত্তঘ্নো বিধির্বস্তিশ্চ পিচ্ছিলঃ॥
হ্রস্বে স্থূলস্রোতসি চ ক্লেশো বস্তিশ্চ পূর্ব্ববৎ।
প্রত্যাগচ্ছংস্ততঃ কুর্য্যাদ্রোগান্ বস্তিবিঘাতজান্॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নেত্রবস্তিব্যাপচ্চিকিৎসা।

অনন্তর আমরা নেত্রবস্তি-ব্যাপৎসমূহের চিকিৎসা বলিব। ১। বস্তির নল বিচলিত, (বিশেষরূপে কম্পিত) অথবা বিবর্ত্তিত (অতিশয় ঘোটিত) হইলে পায়ুতে ক্ষত বা বেদনা হইতে পারে; এরূপ স্থলে সদ্যঃক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে [বেলপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলের সেক দিলে সদ্যঃ সদ্যঃ উপকার হয়। ইহা চরকোক্ত ও দৃষ্টফল]। বস্তিনল অতিশয় উৎক্ষিপ্ত (ঊর্দ্ধগত) বা অবসন্ন (নিম্নগত) হইলে পায়ুতে বেদনা হয়। এস্থলেও পিত্তঘ্ন বিধি কার্য্য এবং স্নেহসেবন আবশ্যক। বস্তিনল তির্য্যক্‌প্রেরিত বা পার্শ্বাবপীড়িত হইলে উহার মুখ আবৃত হয় বলিয়া বস্তি সম্যক্ প্রবিষ্ট হয় না। এইজন্য বস্তির নল ঋজু হওয়া আবশ্যক। বস্তির নল অতিস্থূল, কর্কশ বা অবনত হইলে পায়ুতে ক্ষত হয় এবং ব্যথা হইয়া থাকে; এস্থলেও পূর্ব্ববৎ চিকিৎসা বিধেয়। বস্তি নলের কর্ণিকা আসন্ন (নিকটস্থ) হইলে অথবা বস্তিনল ভিন্ন (ফাটা) বা অণু (সূক্ষ্ম) হইলে ব্যর্থ হইয়া থাকে। তখন বস্তি দ্রব্যের ক্ষরণ হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ সকল দোষ পরিহার করিবে। বস্তিনলের কর্ণিকা দূরস্থ হইলে গুদমর্ম্মের পীড়ন বশতঃ রক্ত ক্ষরিত হয়। এরূপ স্থলেও পিত্তঘ্ন বিধি আবশ্যক। আর এস্থলে পিচ্ছিল বস্তিও আবশ্যক হইয়া থাকে। বস্তিনেত্র হ্রস্ব বা সূক্ষ্মস্রোত হইলে পূর্ব্ববৎ ক্লেশ হইয়া থাকে এবং বস্তি প্রত্যাগত হয়। তাহার পর বস্তিপ্রতিঘাতজ রোগসমূহ হইয়া থাকে।

দীর্ঘে মহাস্রোতসি চ জ্ঞেয়মত্যবপীড়বৎ।
প্রস্তীর্ণে বহলে চাপি বস্তৌ দুর্ব্বদ্ধদোষবৎ॥
বস্ত্যাবস্নেহল্পতা বাপি দ্রব্যস্যাল্পগুণা মতাঃ।
দুর্ব্বদ্ধে চাণুভিন্নে চ বিজ্ঞেয়ং ভিন্ননেত্রবৎ॥
অতিপ্রপীড়িতো বস্তিঃ প্রয়াত্যামাশয়ং ততঃ।
বাতেরিতো নাসিকাভ্যাং মুখতো বা প্রপদ্যতে॥
তত্র তূর্ণং গলাপীড়ং কুর্য্যাচ্চাপ্যবধূননম্।
শিরঃকায়বিরেকৌ চ তীক্ষ্ণৌ সেকাংশ্চ শীতলান্॥
শনৈঃ প্রপীড়িতো বস্তিঃ পক্বাধানং ন গচ্ছতি।
ন চ সম্পাদয়ত্যর্থং তস্মাদ্যুক্তং প্রপীড়য়েৎ॥
ভূয়োভূয়োঽবপীড়েন বায়ুরন্তঃ প্রপীড্যতে।
তেনাধ্মানং রুজস্তোগ্রা যথাস্বং তত্র বস্তয়ঃ॥
কালাতিক্রমণাৎ ক্লেশো ব্যাধিশ্চাভিপ্রবর্দ্ধতে।
তত্র ব্যাধিবশাদ্যুক্তং ভূয়ো বস্তিং নিধাপয়েৎ॥
গুদোপদেহশোফৌ তু স্নেহোঽপক্বঃ করোতি হি।
তত্র সংশোধনো বস্তিৰ্হিতশ্চাপি বিরেচনম্॥
হীনমাত্রাবুভৌবস্তী নাতিকার্য্যকরৌ মতৌ।
অতিমাত্রৌ তথানাহ-ক্লমাতীসারকারকৌ॥
মূর্চ্ছাদাহমতীসারং পিত্তঞ্চাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণকৌ।
মৃদুশীতাবুভৌ বাতবিবন্ধাধ্মানকারকৌ॥
তত্র হীনাদিষু হিতঃ প্রত্যনীকঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
তত্র সান্দ্রে তনুং বস্তিং তনৌ সান্দ্রঞ্চ দাপয়েৎ॥ ২
স্নিগ্ধোঽতিজাড্যকৃদ্রুক্ষঃ স্তম্ভাধ্মানকৃদুচ্যতে।
বস্তিং রুক্ষমতিস্নিগ্ধে স্নিগ্ধং রুক্ষে চ দাপয়েৎ॥
অতিপীড়িতবদ্দোষান্ বিধিঞ্চাপ্যবশীর্ষকে।
উচ্ছীর্ষকে সমুন্নাহং বস্তিঃ কুর্য্যাচ্চ মেহনম্॥ ৩
তত্রোত্তরো হিতো বস্তিঃ সুস্বিন্নস্য সুখাবহঃ।
ন্যুব্জস্য বস্তির্নাপ্নোতি পক্বাধানং বিমার্গগঃ॥
হৃদ্গুদং বাধতে চাত্র বায়ুঃ কোষ্ঠমথাপি চ॥
উত্তানস্যাবৃতে মার্গে বস্তির্নান্তঃ প্রপদ্যতে।
নেত্রসংবেজনভ্রান্তো বায়ুশ্চান্তঃ প্রকুপ্যতি॥ ৪
দেহে সঙ্কুচিতে দত্তঃ সক্থ্নোরপ্যুভয়োস্তথা।
ন সম্যগনিলাবিষ্টো বস্তিঃ প্রত্যেতি দেহিনঃ॥
স্থিতস্য বস্তির্দত্তস্য ক্ষিপ্রমায়াত্যবাঙ্মুখঃ।
ন চাশয়ং তর্পয়তি তস্মান্নার্থকরো হি সঃ॥

বস্তিনল দীর্ঘ ও মহাচ্ছিদ্র হইলে অতি পীড়নবৎ উপদ্রব হয়। বস্তি পুটক প্রস্তীর্ণ, বহল বা দুর্ব্বদ্ধ হইলে একই প্রকার দোষ হয়। বস্তিপুটক অল্প (ছোট) হইলে বা বস্তিদ্রব্যের অল্পতা হইলে অল্প গুণ দর্শিয়া থাকে। বস্তি-পুটক দুর্ব্বদ্ধ (অসম্যক্ বদ্ধ) হইলে বা অণুভিন্ন (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট) হইলে ভিন্ন-নেত্রের ন্যায় দোষ সকল ঘটিয়া থাকে। বস্তি দ্রব্য অতিশয় পীড়িত হইলে আমাশয়ে গমন করে এবং বায়ুপ্রেরিত হইয়া নাসিকা বা মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শীঘ্র গলাপীড়ন ও অবধূনন আবশ্যক হয়; তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন ও কায়বিরেচন এবং শীতল সেক আবশ্যক হয়। বস্তি শনৈঃপীড়িত হইলে পক্বাশয়ে গমন করিতে পারে না, আর অভিপ্রেত সাধন করিতে পারে না। অতএব বস্তির উপযুক্ত পীড়ন আবশ্যক। বার বার পীড়ন করিলে বায়ু অন্তরে প্রপীড়িত হয়। তাহাতে আধ্মান ও উগ্র বেদনা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে দোষানুসারে তত্তদ্-দোষনাশক বস্তি প্রয়োগ করা উচিত। বস্তিনল অধিকক্ষণ পায়ুমার্গে অবস্থিত হইলে ক্লেশ ও ব্যাধিবৃদ্ধি হয়। এরূপ স্থলে তদ্ব্যাধিনাশক বস্তি পুনশ্চ প্রয়োগ করিবে। বস্তিস্নেহ অপক্ব হইলে পায়ুর উপলেপ ও শোথ হয়। এরূপ স্থলে সংশোধন বস্তি ও বিরেচন হিতকর। নিরূহ ও অনুবাসন উভয় বস্তিই হীন-মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অনতিকার্য্যকর্ হইয়া থাকে। অতিমাত্রায় প্রয়োগ করিলে আনাহ, ক্লম ও অতিসার হয়। নিরূহ ও অনুবাসন অতিশয় উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, অতিসার ও পিত্তপ্রকোপ হইয়া থাকে। মৃদু ও শীতল হইলে বাতবিবন্ধ ও আধ্মান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে হীন প্রভৃতি স্থলে প্রত্যনীক (বিপরীত) চিকিৎসা-বিধি হিতকর। অর্থাৎ সান্দ্রস্থলে তনুবস্তি এবং তনুস্থলে সান্দ্রবস্তি প্রয়োগ করিবে। ২। স্নিগ্ধবস্তি অতিশয় জড়তাকারক। রুক্ষবস্তি স্তম্ভ ও আধ্মান উৎপাদন করে। অতিস্নিগ্ধে রুক্ষবস্তি এবং রুক্ষে স্নিগ্ধবস্তি দিবে। রোগী নিম্নশিরা হইয়া বস্তিগ্রহণ করিলে অতিপীড়িত বস্তির ন্যায় দোষ ঘটিয়া থাকে। সেস্থলে চিকিৎসাও তদ্বৎ। রোগী উর্দ্ধশিরা হইয়া বস্তিগ্রহণ করিলে মেহন ("মেঢ্রের সমুন্নাহ") হয়। এরূপ স্থলে সমুন্নাহ "সম্যক্ উন্নাহ") আবশ্যক [মেহন শব্দের অর্থ মেঢ্রের স্তব্ধভাব না মেহরোগ বুঝাইতে পারে। তন্মধ্যে টীকাকার যে 'মেঢ্রসমুন্নাহ' অর্থ করিয়াছেন, তাহাই মেঢ্রের স্তব্ধভাব বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়স্থলে সমুন্নাহ শব্দের অর্থ 'মস্তকের সম্যক্ উন্নতি' বোধ হয় অর্থাৎ উর্দ্ধশিরা ব্যক্তিকে উর্দ্ধশিরা না রাখিয়া যথানুরূপ উন্নত মস্তকে রাখিবে—এইরূপ অর্থ বোধ হয়]। ৩। মেহন হইলে রোগীকে সুস্বিন্ন করিয়া সুখাবহ উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। ন্যুব্জদেহে অবস্থান করিয়া বস্তিগ্রহণ করিলে বস্তি বিমার্গগামী হয় এবং পক্বাশয়ে উপস্থিত হইতে পারে না। আর বায়ু হৃদয় ও গুদদেশে বাধা (পীড়া) প্রদান করে এবং কোষ্ঠেও বাধা উপস্থিত করিয়া থাকে। উত্তান হইয়া বস্তিগ্রহণ করিলে মার্গ আবৃত হয় ও বস্তি অন্তরে প্রবেশ করে না এবং বস্তিনলের উদ্বেজন বশতঃ বায়ু ভ্রান্ত হইয়া অন্তরে কুপিত হয়। ৪। সঙ্কুচিতদেহে বস্তিগ্রহণ করিলে অথবা উভয় সক্থি সঙ্কুচিত করিয়া বস্তিগ্রহণ করিলে বস্তি বায়ু দ্বারা সম্যক্ আবিষ্ট না হওয়াতে প্রত্যাগমন করে। উপবিষ্ট হইয়া বস্তিগ্রহণ করিলে বস্তি

নাপ্নোতি বস্তির্দত্তস্তু কৃৎস্নং পক্বাশয়ং পুনঃ।
দক্ষিণাশ্রিতপার্শ্বস্য বামপার্শ্বানুগো হিতঃ॥
ন্যুব্জাদীনাং প্রদানঞ্চ বস্তের্নৈব প্রশস্যতে।
পশ্চাদনিলকোপোঽত্র যথাস্বং তত্র কারয়েৎ॥ ৫
ব্যাপদঃ স্নেহবস্তেস্তু বক্ষ্যন্তেঽত্র চিকিৎসিতে।
অযোগাদ্যাস্তু বক্ষ্যামি ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ॥ ৬
অনুষ্ণোঽল্পৌষধো হীনো বস্তির্নৈতি প্রযোজিতঃ।
বিষ্টম্ভাধ্মানশূলৈশ্চ তময়োগং প্রচক্ষতে॥
তত্র তীক্ষ্ণো হিতো বস্তিস্তীক্ষ্ণঞ্চাপি বিরেচনম্॥ ৭
অশেষান্নে তথা ভুক্তে বহুদোষে চ যোজিতঃ।
অত্যাশিতস্যাতিবহুর্বস্তির্মন্দোষ্ণ এব চ॥
অনুষ্ণলবণস্নেহো হৃতিমাত্রোঽথবা পুনঃ।
তথা বহুপুরীষঞ্চ ক্ষিপ্রমাধ্মাপয়েন্নরম্॥
হৃৎকটীপার্শ্বপৃষ্ঠেষু শূলং তত্রাতিদারুণম্॥
তত্র তীক্ষ্ণতরো বস্তির্হিতশ্চাপ্যনুবাসনম্॥ ৮
অতিতীক্ষ্ণোষ্ণলবণো রুক্ষো বস্তিঃ প্রযোজিতঃ॥
সপিত্তং কোপয়েদ্বায়ুং কুর্য্যাচ্চ পরিকর্ত্তিকাম্।
নাভিবস্তিগুদং তত্র ছিন্নতীবাতিদেহিনঃ॥
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র স্নেহশ্চ মধুরৈঃ শৃতঃ॥ ৯

শীঘ্র নিম্নমুখে ফিরিয়া আসে। সুতরাং উহা পক্বাশয়কে তর্পিত করিতে পারে না এবং কার্য্যকর হয় না। রোগী দক্ষিণপার্শ্বে স্থিত হইয়া বস্তিগ্রহণ করিলে সমস্ত পক্বাশয়ে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। বামপার্শ্বে স্থিত হইয়া বস্তিগ্রহণ করিলেই তাহা হিতকর হয়। ন্যুব্জ প্রভৃতিকে বস্তি দিতেই নাই। আবার বস্তিদানের পর বায়ুপ্রকোপ হইলে যথাদোষ চিকিৎসা করিবে। ৫। স্নেহবস্তির ব্যাপৎ-সমূহ এই চিকিৎসিতেই বলা হইবে। সম্প্রতি অযোগাদির ব্যাপৎ ও চিকিৎসা বলিতেছি। ৬। অনুষ্ণ, অল্পৌষধ ও হীন বস্তি প্রযোজিত হইলে ফিরিয়া আসে না এবং বিষ্টম্ভ, আধ্মান ও শূল হইয়া থাকে। ইহাকেই অযোগ কহে। এরূপ স্থলে তীক্ষ্ণবস্তি হিতকর এবং তীক্ষ্ণ-বিরেচনও প্রয়োগ করা যায়। ৭। আমাশয়ে অন্নের শেষ থাকিতে কিংবা অভুক্ত থাকিতে কিংবা বহুদোষ থাকিতে যদি বস্তি দেওয়া যায় কিংবা যদি অতিভুক্ত অবস্থায় বস্তি দেওয়া যায় বা যদি বস্তি বহু হয় বা মন্দোষ্ণ হয় কিংবা অনুষ্ণ, অলবণ, অস্নেহ বা অতিমাত্র হয় কিংবা যদি বহু পুরীষ থাকিতে বস্তি দেওয়া যায়, তবে শীঘ্র আধ্মান উপস্থিত করে এবং হৃদয়, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে শূল হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে তীক্ষ্ণতর বস্তি হিতকর এবং অনুবাসনও হিত হইয়া থাকে। ৮। অতি তীক্ষ্ণোষ্ণ-লবণ রুক্ষ বস্তি প্রয়োগ করিলে পিত্তের সহিত বায়ুকে কুপিত করিয়া থাকে এবং পরিকর্ত্তিকা উপস্থিত হয়। মনে হয় যেন নাভি বস্তি ও গুদ ছিঁড়িয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে, পিচ্ছাবস্তি এবং মধুরগণসিদ্ধ স্নেহ হিতকর। ৯। অত্যম্ল,

অত্যম্ললবণস্তীক্ষ্ণঃ পরিস্রাবায় কল্পতে।
দৌর্ব্বল্যমঙ্গসাদশ্চ জায়তে তত্র দেহিনঃ॥
পরিস্রবেৎ ততঃ পিত্তং দাহং সঞ্জনয়েদ্‌গুদে।
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র বস্তিঃ ক্ষীরঘৃতস্য চ॥ ১০
প্রবাহিকা ভবেৎ তীক্ষ্ণান্নিরূহাৎ সানুবাসনাৎ।
সদাহ-শূলং কৃচ্ছ্রেণ বাঙ্‌ক্ তত্রোপবেশ্যতে॥
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র পয়সা চৈব ভোজনম্।
সর্পির্মধুরকৈঃ সিদ্ধং তৈলঞ্চাপ্যনুবাসনম্॥ ১১
অতিতীক্ষ্ণো নিরূহো বা সবাতে চানুবাসনঃ।
হৃদয়স্যোপসরণং কুরুতে চাঙ্গপীড়নম্॥
দোষৈস্তত্র রুজস্তাস্তা মদো মূর্চ্ছাঙ্গগৌরবম্।
সর্ব্বদোষহরং বস্তিং শোধনং তত্র দাপয়েৎ॥ ১২
রুক্ষস্য বহুবাতস্য তথা দুঃশয়িতস্য চ।
বস্তিরঙ্গগ্রহং কুর্য্যাদ্রুক্ষো মৃদ্বল্পভেষজঃ॥
তত্রাঙ্গসাদঃ স্তম্ভো জৃম্ভোদ্বেষ্টনবেপকাঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ তত্রেষ্টাঃ স্বেদাভ্যঞ্জনবস্তয়ঃ॥
অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণোঽতিবহুর্দত্তোঽতিস্বেদিতস্য চ।
অল্পদোষস্য বা বস্তিরতিযোগায় কল্পতে॥
বিরেচনাতিযোগেন সমানং তচ্চিকিৎসিতম্।
পিচ্ছাবস্তিপ্রয়োগশ্চ তত্র শীতঃ সুখাবহঃ॥
অতিযোগাৎ পরং যত্র জীবাদানং বিরিক্তবৎ।

অতিলবণ ও তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করিলে পরিস্রাব হইয়া থাকে। তখন দৌর্ব্বল্য ও অঙ্গসাদ হয়। অনন্তর পিত্ত পরিস্রুত হইতে থাকে এবং পায়ুতে দাহ উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে পিচ্ছাবস্তি হিতকর। আর দুগ্ধ ও ঘৃতের বস্তিও হিতকর হইয়া থাকে। ১০। তীক্ষ্ণ নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিলে প্রবাহিকা হয়। তাহাতে দাহ, শূল এবং কষ্টকর রক্ত উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে পিচ্ছাবস্তি হিতকর এবং দুগ্ধের সহিত ভোজন আবশ্যক হয়। আর মধুর গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও তৈলের অনুবাসন হিতকর। ১১। বাতযুক্ত ব্যাধিতে অতি তীক্ষ্ণ নিরূহ, বা অতি তীক্ষ্ণ অনুবাসন হৃদয়ের উপসরণ ও অঙ্গপীড়ন করে। তাহাতে সেই সেই দোষে সেই সেই বেদনা এবং মদ, মূর্চ্ছা ও অঙ্গগৌরব হয়। এরূপ স্থলে সর্ব্বদোষহর শোধনবস্তি দিবে। ১২। রুক্ষ, বহুবাত ও দুঃশয়িত ব্যক্তিকে রুক্ষ, মৃদু ও অল্পভেষজ বস্তি প্রয়োগ করিলে অঙ্গগ্রহ হয় এবং অঙ্গসাদ, স্তম্ভ, জৃম্ভা, উদ্বেষ্টন, বেপন ও পর্ব্বভেদ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে স্বেদ, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রশস্ত। যদি রোগী অতি স্বেদিত বা অল্পদোষ হয় এবং যদি তাহাকে অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও অতিবহু বস্তি দেওয়া যায়, তবে অতিযোগ হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা বিরেচনের অতিযোগের ন্যায়। আর এরূপ স্থলে শীতল ও সুখাবহ পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। আবার বিরেচনের অতিযোগের ন্যায় বস্তির অতিযোগে জীব-

দেয়স্তত্র হিতশ্চাপি পিচ্ছাবস্তিঃ সশোণিতঃ ॥ ১৩
নবৈতা ব্যাপদো যাস্ত নিরূহং প্রত্যুদাহৃতাঃ।
স্নেহবস্তিষপি হি তা বিজ্ঞেয়া কুশলৈরিহ ॥ ১৪
ইত্যুক্তা ব্যাপদঃ সর্ব্বাঃ সলক্ষণচিকিৎসিতাঃ।
ভিষজা চ তথা কার্য্যং যথৈতা ন ভবন্তি হি ॥ ১৫
পক্ষাদ্বিরেকো বাস্তস্ত ততশ্চাপি নিরূহণম্।
সদ্যোনিরূঢ়োঽনুবাস্যঃ সপ্তরাত্রাদ্বিরেচিতঃ ॥ ১৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে নেত্রবস্তিব্যাপচ্চিকিৎসিত নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽনুবাসনোত্তরবস্তিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
বিরেচনাৎ সপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় চ
কৃতান্নায়ানুবাস্যায় সম্যগ্দেয়োঽনুবাসনঃ ॥
যথাবয়ো নিরূহাণাং যা মাত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
পাদাবকৃষ্টাস্তাঃ কার্য্যাঃ স্নেহবস্তিষু দেহিনাম্ ॥
উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রে নরে বস্তিং বিধাপয়েৎ
এতৈর্হি বিহতঃ স্নেহো নৈবান্তঃ প্রতিপদ্যতে ॥
স্নেহবস্তিাবধেয়স্ত নাবিশুদ্ধস্য দেহিনঃ ॥
স্নেহবীর্য্যং তথা দত্তে দেহঞ্চানুবিসর্পতি ॥ ২
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি তৈলানীহ যথাক্রমম্ ॥
পানান্বাসননস্যেষু যানি হন্যুর্গদান্ বহূন্।
শটীপুষ্করকৃষ্ণাহ্বা-মদনামরদারুভিঃ।
শতাহ্বাকুষ্ঠযষ্ট্যাহ্ব-বচাবিল্বহুতাশনৈঃ ॥
সুপিষ্টৈর্দ্বিগুণং ক্ষীরং তৈলং তোয়চতুর্গুণম্।
পক্বা বস্তৌ বিধাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমানাহং বিষমজ্বরম্।
কট্যূরুপৃষ্ঠকোষ্ঠস্থান্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ৩
বচাপুষ্করকুষ্ঠৈলা-মদনামরসিন্ধুজৈঃ ॥
কাকোলীদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব-মেদাযুগ্মনরাধিপৈঃ ॥
পাঠাজীবকজীবন্তী-ভার্গীচন্দনকট্‌ফলৈঃ।
সরলাগুরুবিল্বাম্বু-বাজিগন্ধাগ্নিবৃদ্ধিভিঃ ॥
বিড়ঙ্গারগ্বধশ্যামা-ত্রিবৃন্মাগধিকর্দ্ধিভিঃ।
পিষ্টৈস্তৈলং পচেৎ ক্ষীরং পঞ্চমূলরসান্বিতম্ ॥
গুল্মানাহাগ্নিষঙ্গার্শো গ্রহণীমূত্রসঙ্গিনা
অন্বাসনবিধৌ যুক্তং শস্যতেঽনিলরোগিণাম্ ॥ ৪
চিত্রকাতিবিষাপাঠা-দন্তীবিল্ববচামিষৈঃ।
সবলাংশুমতীরাস্না-নীলিনীচতুরঙ্গুলৈঃ ॥
চব্যাজমোদকাকোলী-মেদাযুগ্মসুরদ্রুমৈঃ।

শোণিত-নির্গত হইতে থাকিলে শোণিতযুক্ত পিচ্ছাবস্তি হিতকর। ১৩। নিরূহের যে নয়টী ব্যাপৎ কথিত হইল, স্নেহবস্তিতেও সেই সকল ব্যাপৎ ঘটিয়া থাকে জানিবে। ১৪। এইরূপে সমস্ত ব্যাপদের লক্ষণ ও চিকিৎসা বলা হইল। চিকিৎসক এরূপ করিয়া চলিবেন, যেন এ সকল আপদ্ না হয়। ১৫। রোগীকে শুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে বমন দিতে হয়। বমনের এক পক্ষ পরে বিরেচন ও তৎপরে নিরূহ দিতে হয়। বিরেচনের এক সপ্তাহ পরে রোগীকে নিরূঢ় করিয়া সদ্য সদ্য অনুবাসন দেওয়া উচিত। ১৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অনুবাসন ও উত্তরবস্তি।

অনন্তর আমরা অনুবাসন ও উত্তরবস্তি-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। বিরেচনের পর এক সপ্তাহ গত হইলে এবং রোগী বল প্রাপ্ত হইলে যদি সে অনুবাসনের যোগ্য হয়, তবে তাহাকে সম্যক্‌রূপে অনুবাসন দিবে। যে যে বয়সে যে যে মাত্রা নিরূহ দিতে হয়, সে সে বয়সে সেই সে মাত্রার চতুর্থাংশ মাত্রায় অনুবাসন প্রযোজ্য। রোগীকে বায়ু বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করাইয়া বস্তি বিধান করিবে। কারণ বায়ু, বিষ্ঠা ও মূত্রকর্ত্তৃক স্নেহ প্রতিহত হইলে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না। রোগীকে শোধন না করিয়া স্নেহবস্তি দিতে নাই। শোধিত শরীরে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে স্নেহের বীর্য্য দেহের সর্ব্বত্র বিসর্পিত হয়। ২। যে সকল স্নেহ পান, অনুবাসন ও নস্যকর্ম্মে যোজিত হইলে বহুরোগ হরণ করিয়া থাকে, অতঃপর সেই সকল তৈল যথাক্রমে বলিতেছি। শটী, পুষ্করমূল, কৃষ্ণা (পিপুল), ময়নাফল, দেবদারু, শতাহ্বা (শুলফা), কুড়, যষ্টিমধু, বচ, বেলছাল, চিতা এই সকল কল্কিত করিয়া তাহার সহিত দ্বিগুণ দুগ্ধ ও জল চতুর্গুণ পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন দিলে মূঢ় বাতের অনুলোমন হয়। আর অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, আনাহ, বিষমজ্বর, কটী, ঊরু, পৃষ্ঠ ও কোষ্ঠস্থ বাতরোগসমূহ নষ্ট হয়। ৩। বচ, পুষ্করমূল, কুড়, এলা, ময়না, দেবদারু, সৈন্ধব, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, নরাধিপ (রাজবৃক্ষ—সোঁদাল), আকনাদি, জীবক, জীবন্তী, বামনহাটী, রক্তচন্দন, কট্‌ফল, সরল, অগুরু, বেলছাল বা বেলফল, মুতো, অশ্বগন্ধা, অগ্নি (চিতা), বৃদ্ধি, বিড়ঙ্গ, আরগ্বধ (সোঁদাল), শ্যামা (বৃদ্ধদারক), ত্রিবৃৎ, মাগধিকা (পিপুল) ও ঋদ্ধি এই সকলের কল্ক, তিলতৈল, দুগ্ধ ও পঞ্চমূলের কাথ একত্র পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন গ্রহণ করিলে বাতপ্রধান গুল্ম, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী ও মূত্রসঙ্গ নষ্ট হয়। ৪। চিতা, আতইচ, আকনাদি, দন্তী, বিল্ব, বচ, আমিষ (গুগুলু), সরল, অংশুমতী (শালপাণী), রাস্না, নীলিনী, আরগ্বধ, চই, অজমোদা, কাকোলী, মেদা, মহামেদা,

জীবকর্ষভবর্ষাভূ-বস্তগন্ধাশতাহ্বয়ৈঃ।
রেণ্বশ্বগন্ধামঞ্জিষ্ঠা শঠীপুষ্করতস্করৈঃ॥
সক্ষীরং বিপচেৎ তৈলং মারুতাময়নাশনম্॥
গৃধ্রসীখঞ্জকুব্জাঢ্য-মূত্রোদাবর্ত্তরোগিণাম্।
শস্ততেঽল্পবলাগ্নীনাং বস্তাবাশু নিযোজিতম্॥ ৫
ভূতিকৈরণ্ডবর্ষাভূ-রাস্নাবৃষকরোহিষৈঃ।
দশমূলসহাভার্গী-ষড়্গ্রন্থামরদারুভিঃ॥
বলানাগবলামূর্ব্বা-বাজিগন্ধামৃতার্দ্ধয়ৈঃ।
সহাচরবরীবিশ্বা-কাকনাসাবিদারিভিঃ॥
যবমাষাতসীকোল-কুলথৈঃ ক্বথিতৈঃ শৃতম্।
জীবনীয়প্রতীবাপং তৈলং ক্ষীরচতুর্গুণম্॥
জঙ্ঘোরুত্রিকপার্শ্বাংস-বাহুমন্যাশিরঃস্থিতান্।
হন্যাদ্বাতবিকারাংস্ত বস্তিযোগৈর্নিষেবিতম্॥ ৬
জীবন্ত্যতিবলামেদা-কাকোলীদ্বয়জীবকৈঃ।
ঋষভাতিবিষাকৃষ্ণা-কাকনাসাবচামরৈঃ॥
রাস্নামদনযষ্ট্যাহ্ব-সরলাভীরুচন্দনৈঃ।
স্বয়ংগুপ্তাশটীশৃঙ্গী-কলসীসারিবাহ্বয়ৈঃ॥
পিষ্টৈস্তৈলঘৃতং পক্বং ক্ষীরেণাষ্টগুণেন তু।
তস্মাদনুবাসনে দেয়ং শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্॥
বৃংহণং বাতপিত্তঘ্নং গুল্মানাহহরং পরম্।
নস্যে পানে চ সংযুক্তমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥ ৭
মধুকোশীরকাশ্মর্য্য-কটুকোৎপলচন্দনৈঃ।
শ্যামাপদ্মকজীমূত-শক্রাহ্বাতিবিষাম্বুভিঃ॥
তৈলপাদং পচেৎ সর্পিঃ পয়সাষ্টগুণেন চ।
ন্যগ্রোধাদিগণকাথযুক্তং বস্তিষু যোজিতম্॥
দাহাসৃগ্দরবীসর্প-বাতশোণিত-বিদ্রধীন্।
পিত্তরক্তজ্বরাদ্যাংশ্চ হন্যাৎ পিত্তকৃতান্ গদান্॥ ৮
মৃণালোৎপলশালূক-সারিবাদ্বয়কেশরৈঃ।
চন্দনদ্বয়ভূনিম্ব পদ্মবীজকশেরুকৈঃ।
পটোলকটুকারক্তা-গুন্দ্রাপর্পটবাসকৈঃ।
পিষ্টৈস্তৈলমিদং পক্বং তৃণমূলরসেন চ॥
ক্ষীরদ্বিগুণসংযুক্তং বস্তিকর্ম্মণি যোজিতম্।
নস্যেঽভ্যঞ্জনপানে বা হন্যাৎ পিত্তগদান্ বহূন্॥ ৯
ত্রিফলাতিবিষামূর্ব্বা-ত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধষড়্গ্রন্থা-সপ্তপর্ণনিশাদ্বয়ৈঃ॥
গুড়ূচীন্দ্রসুরাকৃষ্ণা-কুষ্ঠসর্ষপনাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং সুরসাদিরসাপ্লুতম্॥
পানাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-নস্যবস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতালস্যকণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥ ১০
পাঠাজমোদাশার্ঙ্গষ্টা-পিপ্পলীদ্বয়নাগরৈঃ।
সরলাগুরুকালীয়-ভার্গীচব্যামরদ্রুমৈঃ॥

দেবদারু, জীবক, ঋষভ, পুনর্নবা, অজগন্ধা, শতাহ্বা, রেণুকা (টীকাকার-মতে পর্পটক), অশ্বগন্ধা, মঞ্জিষ্ঠা, শটী, পুষ্করমূল, চোরক এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধ ও তৈল পাক করিয়া অনুবাসন করিলে বায়ুরোগ নষ্ট হয়। আর ইহাতে গৃধ্রসী, খঞ্জ, কুব্জ, আঢ্যবাত, মূত্ররোগ ও উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। ইহা বস্তিতে প্রয়োগ করিলে মন্দাগ্নিদিগের উপকার হয়। ৫। ভূতিক (যমানী), এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, রাস্না, বৃষক (বাসক), রোহিষ, দশমূল, সহা (মুদ্গপর্ণী), বামনহাটী, বচ, দেবদারু, বেড়েলা, নাগবলা, মূর্ব্বা (মুগরো), অশ্বগন্ধা, গোলঞ্চ, ঝিণ্টী, শতমূলী, শুঁঠ, কাকনাসা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যব, মাষ, তিসী, কুল ও কুলথ এই সকলের ক্বাথ, জীবনীয় গণের কল্ক, তৈল ও চতুর্গুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া অনুবাসন দিলে জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, অংস, বাহু, মন্যা ও মস্তকের বায়ুরোগ সকল হরণ করে। ৬। জীবন্তী, অতিবলা, মেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, আতইচ, পিপুল, কাকনাসা, বচ, দেবদারু, রাস্না, ময়না, যষ্টিমধু, সরল, অভীরু (শতমূলী), রক্তচন্দন, আলকুশীবীজ, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কলসী (শালপাণী), অনন্তমূল এই সকলের কল্ক, মিলিত তৈল-ঘৃত এবং তৈল-ঘৃতের অষ্টগুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া অনুবাসন দিলে শুক্র, অগ্নি ও বলের বৃদ্ধি হয়। ইহা বৃংহণ, বাত-পিত্তনাশক, গুল্ম ও আনাহনাশক। ইহা নস্য ও পানে ব্যবহার করিলে মূর্দ্ধগত ও জত্রুগত রোগ নষ্ট হয়। ৭। যষ্টিমধু, বেণার মূল, গাম্ভারী, কটকী, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু), পদ্মকাষ্ঠ, জীমূত (টীকাকার-মতে মুতো), কুড়চী, আতইচ, অম্বু (বালা) এই সকল দ্রব্যের কল্ক এক সের, তৈল এক সের, ঘৃত চারি সের, দুগ্ধ ষোল সের এবং ন্যগ্রোধাদি গণের ক্বাথ ষোল সের একত্র পাক করিবে। এই স্নেহ বস্তিতে প্রয়োগ করিলে দাহ, রক্তপ্রদর, বীসর্প, বাতরক্ত, বিদ্রধি, পিত্তরক্ত ও জ্বরাদি এবং পিত্তকৃত রোগ সকল নষ্ট হয়। ৮। মৃণাল, উৎপল, শালূক, অনন্তমূল, শ্যামালতার মূল, নাগকেশর, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, চিরেতা, পদ্মবীজ, কেশুর, পলতা, কটকী, রক্তা (মঞ্জিষ্ঠা), গুন্দ্রা (গোলক), পর্পট (ক্ষেতপাবড়া) ও বাসকছাল এই সকলের কল্ক, তৈল, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ এবং তৈলের দ্বিগুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া বস্তিকর্ম্মে যোজিত করিবে। এই তৈল নস্য, অভ্যঙ্গ বা পান করিলে বহু প্রকার পিত্তরোগ হরণ করে। ৯। ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বা (মুগরো), ত্রিবৃৎ, চিত্রক (চিতা), বাসক, নিমছাল, আরগ্বধ, বচ, ছাতিম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোলঞ্চ, ইন্দ্রসুরা (ইন্দ্রবারুণী), পিপুল, কুড়, সর্ষপ, শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কল্ক, তৈল ও সুরসাদি গণের ক্বাথ একত্র পাক করিয়া পান, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, নস্য ও বস্তিতে প্রয়োগ করিলে স্থূলত্ব, আলস্য, কণ্ডু প্রভৃতি এবং কফকৃত রোগ সকল হরণ করে। ১০। আকনাদী, অজমোদা, শার্ঙ্গষ্টা (মহাকরঞ্জ বা গুঞ্জা), পিপ্পলীদ্বয় (পিপুল ও

মরিচৈলাভয়াকট্বী-শটীগ্রন্থিককট্ফলৈঃ।
তৈলমেরণ্ডতৈলং বা প্রকমেভিঃ সমাবৃতম্ ॥
বল্লীকণ্টকমূলাভ্যাং ক্বাথেন দ্বিগুণেন চ।
হন্যাদস্যাসনৈর্দত্তং সর্ব্বান্ কফকৃতান্ গদান্ ॥ ১১
বিড়ঙ্গোদীচ্যসিন্ধূত্থ-শটীপুষ্করচিত্রকৈঃ।
কট্ফলাতিবিষাভার্গী-বচাকুষ্ঠসুরাহ্বয়ৈঃ ॥
মেদামদনযষ্ট্যাহ্ব-শ্যামানিচুলনাগরৈঃ।
শতাহ্বানীলিনীরাস্না-কদলীবৃষরেণুভিঃ ॥
বিল্বাজমোদকৃষ্ণাহ্বা-দন্তীচব্যনরাধিপৈঃ।
তৈলমেরণ্ডতৈলং বা মুষ্ককাদিরসাপ্লুতম্ ॥
প্লীহোদাবর্ত্তবাতাসৃগ্গুল্মানাহকফাময়ান্।
প্রমেহশর্করার্শাংসি হন্যাদাশ্বনুবাসনাৎ ॥
অশুদ্ধমপি বা তেন কেবলেনাতিপীড়িতম্।
অহোরাত্রস্য কালেষু সর্ব্বেষ্বেবানুবাসয়েৎ ॥
রুক্ষস্য বহুবাতস্য দ্বৌ ত্রীনপ্যনুবাসনম্।
দত্ত্বা স্নিগ্ধতনুং জ্ঞাত্বা ততঃ পশ্চান্নিরূহয়েৎ ॥
অস্নিগ্ধমপি বা তেন কেবলেনাতিপীড়িতম্।
স্নেহপ্রগাঢৈর্মতিমান্ নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ ॥
অথ সম্যঙ্ নিরূঢ়স্য বাতাদিষনুবাসয়েৎ।
বিল্বষষ্ঠ্যাহ্বমদন-ফলতৈলৈর্যথাক্রমম্ ॥ ১২
রাত্রৌ বস্তিং ন দদ্যাত্তু দোষোৎক্লেশো হি রাত্রিজঃ।
স্নেহো বীর্য্যযুতঃ কুর্য্যাদাধ্মানং গৌরবং জ্বরম্ ॥
অহ্নি স্থানস্থিতে দোষে বহ্নৌ চান্নরসান্বিতে।
স্ফুটস্রোতোমুখে দেহে স্নেহৌজঃ পরিসর্পতি ॥
পিত্তেঽধিকে কফে ক্ষীণে রুক্ষে বাতরুগর্দ্দিতে।
নরে রাত্রৌ চ দাতব্যং কালে চোষ্ণেঽনুবাসনম্ ॥
উষ্ণে পিত্তাধিকে বাপি দিবা দাহাদয়ো গদাঃ।
সম্ভবন্তি যতস্তস্মাৎ প্রদোষে যোজয়েদ্ভিষক্ ॥ ১৩
শীতে বসন্তে চ দিবা গ্রীষ্মে প্রাবৃড়্ঘনাত্যয়ে।
স্নেহো দিনান্তে পানোক্তান্ দোষান্ পরিজিহীর্ষতা।
অহোরাত্রেষু কালেষু সর্ব্বেষ্বেবানিলাধিকম্ ॥ ১৪
তীব্রায়াং রুজি জীর্ণান্নং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
ন বাভুক্তবতঃ স্নেহঃ প্রণিধেয়ঃ কথঞ্চন।
শুদ্ধত্বাচ্ছূন্যকোষ্ঠস্য স্নেহ ঊর্দ্ধমথোৎপতেৎ ॥
সদানুবাসয়েচ্চাপি ভোজয়িত্বার্দ্রপাণিনম্।
জ্বরং বিদগ্ধভুক্তস্য কুর্য্যাৎ স্নেহঃ প্রযোজিতঃ ॥
ন চাতিস্নিগ্ধমশনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
মদং মূর্চ্ছাঞ্চ জনয়েদ্দ্বিধা স্নেহঃ প্রযোজিতঃ ॥

মরিচ), শুঁঠ, সরল, অগুরু, কালীয়, বামনহাটী, চই, দেবদারু, মরিচ, এলা, অভয়া, কটকী, শটী, বচ, কট্ফল এই সকলের কল্ক, তিলতৈল বা এরণ্ডতৈল এবং বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূলের ক্বাথ তৈলের দ্বিগুণ একত্র পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন দিলে সর্ব্ব প্রকার কফকৃত রোগ নষ্ট হয়। ১১। বিড়ঙ্গ, বালা, সৈন্ধব, শটী, পুষ্করমূল, চিতা, কট্ফল, আতইচ, বামনহাটী, বচ, কুড়, দেবদারু, মেদা, ময়না, যষ্টিমধু, শ্যামা (বৃদ্ধদারক), নিচুল (জলবেতস), শুঁঠ, শতপুষ্পা, নীলিনী, রাস্না, কদলী, বাসক, রেণু (টীকাকার-মতে পর্পটক), বিল্ব, অজমোদা, পিপুল, চই, রাজবৃক্ষ এই সকলের কল্ক, তিলতৈল বা এরণ্ডতৈল এবং মুষ্ককাদি গণের ক্বাথ একত্র পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন গ্রহণ করিলে প্লীহা, উদাবর্ত্ত, বাতরক্ত, গুল্ম, আনাহ, কফরোগসমূহ, প্রমেহ, শর্করা ও অর্শ নষ্ট হয়। রোগী কেবল-বায়ুতে অতি-পীড়িত হইলে, অশোধিত অবস্থাতেও অহোরাত্রের মধ্যে সর্ব্বকালেই অনুবাসন দিবে [রোগী জীর্ণান্ন হইলে, তাহাকে কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া অনুবাসন দিবে]। রুক্ষ ও বহুবাত ব্যক্তিকে দুই তিন অনুবাসন দিবে। অনুবাসনের পর রোগী স্নিগ্ধতনু হইলে পশ্চাৎ নিরূহ দিবে। আর কেবল-বায়ু পীড়িত রোগী ঈষৎ স্নিগ্ধ হইলেও তাহাকে এরূপ অনুবাসনের পর নিরূহ দেওয়া যায়। এরূপ স্থলে নিরূহ-দ্রব্যে স্নেহ অতিশয় অধিক থাকা উচিত। অনন্তর সম্যক্ নিরূহের পর বাতাদি রোগে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি, যষ্ট্যাহ্বাদি ও মদন-ফলাদি তৈলের অনুবাসন দিবে। ১২। রাত্রিতে বস্তি দিবে না, কেননা রাত্রিতে দোষের উৎক্লেশ হয়; তৎকালে স্নেহ স্ববীর্য্যবশে আধ্মান, গৌরব ও জ্বর উপস্থিত করে। দিবসে দোষ স্বস্থানে স্থিত হয় এবং অগ্নি অন্নরসাশ্রিত থাকে। দেহস্থ স্রোতঃসমূহের মুখ স্ফুট হয় এবং স্নেহের ওজঃ সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইয়া থাকে। যদি পিত্ত অধিক হয়, যদি কফ ক্ষীণ হয়, যদি রোগী রুক্ষ ও বাতরোগে পীড়িত হয়, তবে রাত্রেও দেওয়া যায়। আর এরূপ অবস্থায় উষ্ণ কালেও অনুবাসন দেওয়া যাইতে পারে। পিত্তাধিক রোগী উষ্ণকালে দিবাভাগে অনুবাসন গ্রহণ করিলে দাহাদি রোগ সকল জন্মিয়া থাকে; সেই হেতু ওরূপ স্থলে প্রদোষকালে অনুবাসন দিতে হয়। ১৩। স্নেহপানের দোষ সকল পরিহার করিতে ইচ্ছা করিলে স্নেহ শীতে ও বসন্তে দিবাভাগে এবং গ্রীষ্ম, প্রাবৃট্ ও শরতে দিনান্তে পান করা উচিত। বাতাধিক ব্যক্তিকে অহোরাত্রের মধ্যে সর্ব্বসময়েই স্নেহপ্রয়োগ করা যায়। ১৪। তীব্ররোগে জীর্ণান্নরোগীকে ভোজন করাইয়া অনুবাসন দিবে। অভুক্তবান্ ব্যক্তিকে কদাপি স্নেহ-বস্তি দিবে না। শুদ্ধত্ব বশতঃ রোগী শূন্যকোষ্ঠ হইবার পর যদি তাহাকে স্নেহবস্তি দেওয়া যায়, তবে স্নেহ ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইয়া থাকে। ভোজনের পর রোগী আর্দ্রপাণি থাকিতে থাকিতেই তাহাকে অনুবাসন দিবে। কিন্তু বিদগ্ধান্ন-রোগীকে স্নেহপ্রয়োগ করিলে জ্বর হয়। আবার অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া অনুবাসন দিবে না। স্নেহ দ্বিধা প্রযোজিত হইলে মদ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে ॥

রুক্ষং ভুক্তবতো হ্যন্নং বলং বর্ণঞ্চ হাপয়েৎ।
যুক্তস্নেহমতো জন্তুং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ॥
যূষক্ষীররসৈস্তস্মাদ্যথা ব্যাধিমবেক্ষ্য বা।
যথোচিতাৎ পাদহীনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ॥ ১৫
অথানুবাস্যং স্বভ্যক্তমুষ্ণাম্বুস্বেদিতং শনৈঃ।
ভোজয়িত্বা যথাশাস্ত্রং কৃতচংক্রমণং ততঃ॥
বিসর্জ্জ্য চ শকৃন্মূত্রং যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা।
প্রণিধানবিধানন্তু নিরূহে চ প্রবক্ষ্যতে॥ ১৬
ততঃ প্রণিহিতে স্নেহ উত্তানো বাক্‌শতং ভবেৎ।
প্রসারিতৈঃ সর্ব্বগাত্রৈস্তথা বীর্য্যং বিসর্পতি॥
তাড়য়েৎ তলয়োরেনং ত্রীংস্ত্রীন্ বারান্ শনৈঃ শনৈঃ।
স্ফিচোশ্চৈনং ততঃ শয্যাং ত্রীন্ বারানুৎক্ষিপেৎ ততঃ॥১
এবং প্রণিহিতে বস্তৌ মন্দায়াসোহথ মন্দবাক্।
স্বাস্তীর্ণে শয়নে কামমাসীতাচারিকে রতঃ॥ ১৮
স তু সৈন্ধবচূর্ণেন শতাহ্বেন চ যোজিতঃ।
দেয়ঃ সুখোষ্ণশ্চ তথা নিরেতি সহসা সুখম্॥ ১৯
যস্যানুবাসনো দত্তঃ সকৃদবক্ষমাত্রজেৎ।
অত্যৌষ্ণ্যাদতিতৈক্ষ্ণ্যাদ্বা বায়ুনা বা প্রপীড়িতঃ॥
সবাতোহধিকমাত্রো বা গুরুত্বাদ্বা সভেষজঃ।
তস্যান্যোহন্যতরো দেয়ো ন হি স্নিহ্যত্যতিষ্ঠতি॥ ২০
বিষ্টব্ধানিলবিণ্মূত্রঃ স্নেহহীনোহনুবাসনঃ।
দাহক্লমপ্রবাহার্ত্তিকরশ্চাত্যনুবাসনঃ॥ ২১
সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্নেহঃ প্রত্যেতি যস্য তু।
ওষচোষৌ বিনা শীঘ্রং স সম্যগনুবাসিতঃ॥ ২২
জীর্ণান্নমথ সায়াহ্নে স্নেহে প্রত্যাগতে পুনঃ।
লঘ্বন্নং ভোজয়েৎ কামং দীপ্তাগ্নিস্তু নরো যদি॥
প্রাতিরুষ্ণোদকং দেয়ং ধান্যনাগরসাধিতম্।
তেনাস্য দীপ্যতে বহ্নির্ভক্তাকাঙ্ক্ষা চ জায়তে॥ ২৩
স্নেহবস্তিক্রমেষেব বিধিমাহুর্মনীষিণঃ।
অনেন বিধিনা ষড়্‌বা সপ্ত বাষ্টৌ নবৈব বা।
বিধেয়া বস্তয়স্তেষামন্তরা তু নিরূহণম্॥
দত্তস্তু প্রথমো বস্তিঃ স্নেহয়েদ্বস্তিবঙ্ক্ষণৌ।
সম্যগ্দত্তো দ্বিতীয়স্তু মূর্দ্ধস্থমনিলং জয়েৎ॥
জনয়েদ্বলবর্ণৌ চ তৃতীয়স্তু প্রযোজিতঃ।
রসং চতুর্থো রক্তন্তু পঞ্চমঃ স্নেহয়েৎ তথা॥
ষষ্ঠস্তু স্নেহয়েন্মাংসং মেদঃ সপ্তম এব চ।
অষ্টমো নবমশ্চাস্থি মজ্জানঞ্চ যথাক্রমম্।
এবং শুক্রগতান্ দোষান্ দ্বিগুণঃ সাধু সাধয়েৎ॥ ২৪
অষ্টাদশাষ্টাদশকান্ বস্তীনাং যো নিষেবতে।
যথোক্তেন বিধানেন পরিহারক্রমেণ তু॥

রুক্ষ ব্যক্তি অন্নভোজনের পর অনুবাসন গ্রহণ করিলেই বল ও বর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য অল্পস্নেহ ব্যক্তিকেই ভোজনানন্তর অনুবাসন দিবে। আর ব্যাধিবল পরীক্ষা করিয়া মুদ্গাযূষ, দুগ্ধ বা মাংসরস বা অন্য কোন ভোজ্য ভোজন করাইয়া অনুবাসন দিতে হয়। যে পরিমাণের ভোজন যাহার অভ্যস্ত, তাহাকে তাহার পাদহীন মাত্রায় ভোজন করাইয়া অনুবাসন দিবে। ১৫। আবার রোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত ও উষ্ণাম্বুযোগে শনৈঃ শনৈঃ স্বেদিত করিয়া, যথাশাস্ত্র ভোজন করাইয়া, চংক্রমণ করাইয়া এবং পরে মলমূত্র বিসর্জ্জন করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। স্নেহবস্তির প্রণিধানের প্রকরণ নিরূহে বলা হইবে। ১৬। অনন্তর স্নেহ প্রণিহিত হইলে উত্তান হইয়া বাক্‌শতকাল অপেক্ষা করিবে। এইরূপে সর্ব্বগাত্র প্রসারিত করিয়া অবস্থান করিলে স্নেহের বীর্য্য বিসর্পিত হয়। অনুবাসনের পর রোগীর উভয় কটীতলে তিন তিন বার আস্তে আস্তে তাড়না করিবে। অনন্তর ইহার স্ফিক্‌দ্বয় ও শয্যা তিন তিন বার আস্তে আস্তে উৎক্ষিপ্ত করিবে। ১৭। এইরূপে বস্তি প্রণিহিত হইলে মন্দায়াস ও মন্দবাক্ হইয়া থাকিবে। সুখাস্তীর্ণ শয়নে অবস্থান করিবে এবং সম্পূর্ণরূপে পথ্য পালন করিবে। ১৮। নিরূহবস্তি সৈন্ধবচূর্ণ ও শুল্‌ফার সহিত সংযুক্ত ও সুখোষ্ণ হইলে সহসা অনায়াসে নির্গত হয়। ১৯। অত্যৌষ্ণ্য বা অতিতৈক্ষ্ণ্য বশতঃ বা বায়ুর পীড়ন বশতঃ যাহার অনুবাসন দত্ত মাত্রে সহসা নিষ্ক্রান্ত হয় বা বায়ুযুক্ত হওয়াতে বা অধিকমাত্র হওয়াতে বা ঔষধ গুরু হওয়াতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহাকে অন্য একটী অন্যতর বস্তি দেওয়া আবশ্যক। রোগী স্নিগ্ধ থাকিলে তাহাতে বস্তি তিষ্ঠিতে পারে। ২০। হীনস্নেহ অনুবাসন বায়ু, বিষ্ঠা ও মূত্রের বিবন্ধ উৎপাদন করে। অত্যনুবাসন দাহ, ক্লম ও প্রবাহিকা উৎপাদন করিয়া থাকে। ২১। যাহার স্নেহ ওষ ও চোষ উৎপাদন না করিয়া বায়ু ও পুরীষের সহিত শীঘ্র প্রত্যাগমন করে, তাহাকে সম্যক্ অনুবাসিত বলা যায়। ২২। স্নেহ প্রত্যাগত হইবার পর রোগী সায়াহ্নে জীর্ণান্ন হইলে, যদি সে ব্যক্তি দীপ্তাগ্নি হয়, তবে তাহাকে লঘু অন্ন তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। আর প্রাতঃকালে ধনে ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ উষ্ণ জল দিবে। তাহাতে ইহার অগ্নি দীপ্ত হয় এবং ভক্তের আকাঙ্ক্ষা হয়। ২৩। এইরূপে স্নেহবস্তির বিধি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ নিয়মে ছয় বা সাত বা আট বা নয় স্নেহবস্তি দিবে এবং তাহাদের অন্তরা অন্তরা নিরূহ দিবে। প্রথম বস্তি দেওয়া হইলে পর বস্তি ও বঙ্ক্ষণ স্নিগ্ধ করিবে। দ্বিতীয় বস্তি সম্যক্ দত্ত হইলে মূর্দ্ধস্থ বায়ু জয় করে। তৃতীয় বস্তি প্রযোজিত হইলে বল ও বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্থ বস্তি রস ও পঞ্চম বস্তি রক্তকে স্নিগ্ধ করে। ষষ্ঠ বস্তি মাংসকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে এবং সপ্তম বস্তি মেদকে স্নিগ্ধ করে। অষ্টম ও নবম বস্তি যথাক্রমে অস্থি ও মজ্জাকে দূষিত করিয়া থাকে। এইরূপে দ্বিগুণ বস্তি (অষ্টাদশ বস্তি) প্রয়োগ করিলে শুক্রগত দোষ সকল নষ্ট হয়। ২৪। যে ব্যক্তি অষ্টাদশ ও অষ্টাদশ বস্তি (অষ্টাদশ স্নেহ ও

স কুঞ্জরবলোঽশ্বস্য জবেস্তুল্যোঽমরপ্রভঃ।
বীতপাপ্মা শ্রুতিধরঃ সহস্রায়ুর্নরো ভবেৎ ॥ ২৫
স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ।
স্নেহাদগ্নিবধোৎক্লেশৌ নিরূহাৎ পবনাদ্ভয়ম্ ॥
তস্মান্নিরূঢোঽনুবাস্যো নিরূহশ্চানুবাসিতঃ।
নৈব পিত্তকফোৎক্লেশৌ স্যাতাং ন পবনাদ্ভয়ম্ ॥
রুক্ষায় বহুবাতায় স্নেহবস্তিং দিনে দিনে।
দদ্যাদ্বৈদ্যস্ততোঽন্যেষামগ্ন্যাবাধভয়াৎ ত্র্যহাৎ ॥
স্নেহোঽল্পমাত্রো রুক্ষাণাং সর্ব্বকালমনত্যয়ঃ।
তথা নিরূহঃ স্নিগ্ধানাং স্বল্পমাত্রঃ প্রশস্যতে ॥ ২৬
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ব্যাপদঃ স্নেহবস্তিজাঃ।
বলবন্তো যদা দোষাঃ কোষ্ঠে স্যুরনিলাদয়ঃ ॥
অল্পবীর্য্যং তদা স্নেহমভিভূয় পৃথগ্বিধান্।
কুর্ব্বন্ত্যুপদ্রবান্ স্নেহঃ স চাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ২৭
তত্র বাতাভিভূতে তু স্নেহে মুখকষায়তা।
জৃম্ভা বাতরুজস্তাস্তা বেপথুর্বিষমজ্বরঃ ॥
পিত্তাভিভূতে স্নেহে তু মুখস্য কটুতা ভবেৎ।
দাহস্তৃষ্ণা জ্বরঃ স্বেদো নেত্রমূত্রাঙ্গপীততা ॥ ২৮
শ্লেষ্মাভিভূতে স্নেহে তু প্রসেকো মধুরাস্যতা।
গৌরবং ছর্দ্দিরুচ্ছ্বাসঃ কৃচ্ছ্রঃ শীতজ্বরোঽরুচিঃ ॥ ২৯
তত্র দোষাভিভূতে তু স্নেহে বস্তিং নিধাপয়েৎ।
যথাস্বং দোষশমনান্যুপযোজ্যানি যানি চ ॥ ৩০
অত্যাশিতেঽন্নাভিভবাৎ স্নেহো নৈতি যদা তদা।
গুরুরামাশয়ঃ শূলং বায়োশ্চাপ্রতিসঞ্চরঃ ॥
হৃৎপীড়া মুখবৈরস্যং শ্বাসো মূর্চ্ছা ভ্রমোঽরুচিঃ।
তত্রাপতর্পণস্যান্তে দীপনো বিধিরিষ্যতে ॥ ৩১
অশুদ্ধস্য মলোন্মিশ্রঃ স্নেহো নৈতি যদা পুনঃ।
তদাঙ্গসদনাধ্মানৈঃ শ্বাসঃ শূলঞ্চ জায়তে ॥
পক্বাশয়গুরুত্বঞ্চ তত্র দদ্যান্নিরূহণম্।
অতিতীক্ষ্ণৌষধৈরেবং সিদ্ধঞ্চাপ্যনুবাসনম্ ॥ ৩২
শুদ্ধস্য দূরানুগতে স্নেহে স্নেহস্য দর্শনম্।
গাত্রেষু সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুপলেপোঽবসাদনম্ ॥
স্নেহগন্ধি মুখং তত্র কাসশ্বাসাবরোচকম্।
অতিপীড়িতবৎ তত্র বিধিরাস্থাপনং তথা ॥
অস্বিন্নস্যাবিশুদ্ধস্য স্নেহোঽল্পঃ সম্প্রযোজিতঃ।
শীতো মৃদুশ্চ নাভ্যেতি ততো মন্দং প্রবাহয়েৎ ॥
বিবন্ধগৌরবাধ্মান-শূলাঃ পক্বাশয়ং প্রতি।
তত্রাস্থাপনমেবাশু প্রযোজ্যং সানুবাসনম্ ॥
অল্পং ভুক্তবতোঽল্পো হি স্নেহো মন্দগুণস্তথা।
দত্তো নৈতি ক্লমোৎক্লেশৌ ভৃশং বাঽরতিমাবহেৎ ॥

অষ্টাদশ নিরূহবস্তি) যথোক্ত বিধানে গ্রহণ করে এবং পরিহার-নিয়ম সকল পালন করে, সে কুঞ্জরের ন্যায় বলবান্, অশ্বের ন্যায় বেগবান্ এবং অনলের ন্যায় প্রভাবান্ হয়। সে বীতপাপ, শ্রুতিধর ও সহস্রায়ু হয়। ২৫। স্নেহবস্তি বা নিরূহ অতিশয় অভ্যাস করিবে না। কারণ স্নেহহেতু অগ্নিবধ ও উৎক্লেশ হইয়া থাকে আর নিরূহ হেতু বায়ুর ভয় হইয়া থাকে। এইজন্য নিরূঢ় ব্যক্তি অনুবাসনীয় এবং অনুবাসিত ব্যক্তি নিরূহণীয় হয়। তাহাতে পিত্ত-কফের উৎক্লেশ বা বায়ুর ভয় হয় না। রুক্ষ ও বহুবাত ব্যক্তিকেই উপর্য্যুপরি দিন দিন অনুবাসন দেওয়া যায়। অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে, অগ্নিনাশের ভয়ে, তিন দিন অন্তর বস্তি দিতে হয়। রুক্ষদিগকে স্নেহ অল্পমাত্রায় সর্ব্বকালেই দেওয়া যায়, তাহাতে অপকার হইতে পারে না। এইরূপে স্নিগ্ধদিগকে স্বল্পমাত্র নিরূহ সর্ব্বকালেই দেওয়া যাইতে পারে। ২৬। অতঃপর স্নেহবস্তিজ ব্যাপৎসমূহ বলিতেছি। যৎকালে কোষ্ঠে অনিলাদি দোষ সকল বলবান্ হয়, তৎকালে অল্পবীর্য্য স্নেহ প্রযোজিত হইলে তাহা অভিভূত হইয়া থাকে এবং পৃথক্ পৃথক্ উপদ্রব সকল উৎপন্ন হয় এবং স্নেহ আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না। ২৭। এরূপ স্থলে বায়ুকর্ত্তৃক অভিভূত হওয়াতে মুখের কষায়তা হয় এবং জৃম্ভা, বাতবেদনা, বেপথু ও বিষমজ্বর হয়। স্নেহ পিত্তাভিভূত হইলে মুখের কটুতা হয় এবং দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, স্বেদ এবং নেত্র মূত্র ও অঙ্গের পীততা হইয়া থাকে। ২৮। স্নেহ শ্লেষ্মাভিভূত হইলে প্রসেক ও মধুরাস্যতা হইয়া থাকে এবং গৌরব, বমি, উচ্ছ্বাস, কষ্টকর শীতজ্বর ও অরুচি হয়। ২৯। এইরূপে স্নেহ দোষকর্ত্তৃক অভিভূত হইলে বস্তি দিবে। যেরূপ বস্তি যেরূপ দোষের শমন করে, সেইরূপ বস্তিই দেওয়া উচিত। ৩০। অতিভুক্ত ব্যক্তির স্নেহ অন্নকর্ত্তৃক অভিভূত হওয়াতে যদি স্নেহ প্রত্যাগত না হয়, তবে গুরুতর আমাশয়, শূল, বায়ুর বিবন্ধ, হৃৎপীড়া, মুখবৈরস্য, শ্বাস, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও অরুচি হয়। এরূপ স্থলে অপতর্পণ করিয়া পরে দীপনক্রিয়া করিতে হয়। ৩১। অশুদ্ধ অবস্থায় স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে স্নেহ মলের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে যদি প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তবে অঙ্গসাদ, আধ্মান, শ্বাস ও শূল হয় এবং পক্বাশয়ের গুরুত্ব হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে নিরূহ দিবে এবং অতিতীক্ষ্ণ ঔষধসমূহের সহিত সিদ্ধ অনুবাসনও প্রয়োগ করা যায়। ৩২। শুদ্ধশরীরে স্নেহবস্তি গ্রহণ করিলে অতিমাত্রা বশতঃ স্নেহ দূরে গমন করে এবং মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলেপ হয় এবং অবসাদ হইয়া থাকে। মুখ স্নেহগন্ধি হয় এবং কাস, শ্বাস ও অরুচি হয়। এরূপ স্থলে অতিপীড়িত বস্তির ন্যায় বিধি ও আস্থাপন আবশ্যক। অস্বিন্ন ও অবিশুদ্ধ অবস্থায় অল্প শীতল ও মৃদু স্নেহ গ্রহণ করিলে প্রত্যাগত হয় না। পরে আস্তে আস্তে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং পক্বাশয়ে বিবন্ধ, গৌরব, আধ্মান ও শূল হয়। এরূপ স্থলে শীঘ্র আস্থাপন ও অনুবাসন প্রযোজ্য। অল্পভুক্ত ব্যক্তির অল্প ও মৃদুবীর্য্য স্নেহ

তত্রৈবাস্থাপনং কার্য্যং শোধনীয়েন বস্তিনা ।
অথাসনঞ্চ স্নেহেন শোধনীয়েন শস্যতে ॥ ৩৩
অহোরাত্রাদপি স্নেহঃ প্রত্যাগচ্ছন্ন দুষ্যতি ।
কুর্য্যাদ্বস্তিগুণাংশ্চাপি জীর্ণস্ত্বল্পগুণো ভবেৎ ॥
যস্য নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবস্তিরনিঃসৃতঃ ।
সর্ব্বোহল্পো বা বৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষ্যঃ স বিজানতা ॥৩৪
অনায়ান্তন্ত্বহোরাত্রাৎ স্নেহং সংশোধনৈর্হরেৎ ।
স্নেহবস্তাবনায়াতে নান্যঃ স্নেহো বিধীয়তে ॥
ইত্যুক্তা ব্যাপদঃ সর্ব্বাঃ সলক্ষণচিকিৎসিতাঃ ॥ ৩৫
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য বিধিং বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং নেত্রমাতুরাঙ্গুলসম্মিতম্ ॥
মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রং ছিদ্রং সর্ষপনির্গমম্ ।
মেঢ্রায়ামসমং কেচিদিচ্ছন্তি খলু তদ্বিদঃ ॥
স্নেহপ্রমাণং পরমং কুঞ্চশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ ।
পঞ্চবিংশাদধো মাত্রাং বিদধ্যাদ্ বুদ্ধি-কল্পিতাম্ ॥
নিবিষ্টকর্ণিকং মধ্যে নারীণাং চতুরঙ্গুলে ।
মূত্রস্রোতঃপরীণাহং মুদ্গবাহি দশাঙ্গুলম্ ॥ ৩৬
তাসামপত্যমার্গে তু নিদধ্যাচ্চতুরঙ্গুলম্ ।
দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে তু কন্যানান্ত্বেকমঙ্গুলম্ ॥

বিধেয়কাঙ্গুলং তাসাং বিধিবদ্বক্ষ্যতে যথা ।
স্নেহস্য প্রসৃতঞ্চাত্র স্বাঙ্গুলীমূলসংমিতম্ ।
দেয়ং প্রমাণং পরমমর্ব্বাগ্‌বুদ্ধিবিকল্পিতম্ ॥ ৩৬
ঔরভ্রঃ শৌকরো বাপি বস্তিরাজশ্চ পূজিতঃ ।
তদলাভে প্রযুঞ্জীত গলচর্ম্ম তু পক্ষিণাম্ ॥
অপ্যালাভে দৃতেঃ পাদো মৃদুচর্ম্ম ততোহপি বা ॥ ৩৮
অথাতুরমুপস্নিগ্ধং সুস্বিন্নং প্রথিতাশয়ম্ ।
যবাগূং সঘৃতক্ষীরাং পীতবন্তং যথাবলম্ ।
নিষণ্ণমাজানুসমে পীঠে স্থানাশ্রিয়ে সমে ॥
স্বভ্যক্তবস্তিমূর্দ্ধানং তৈলেনোষ্ণেন মানবম্ ।
ততঃ সমং স্থাপয়িত্বা নালমস্য প্রহর্ষিতম্ ॥
পূর্ব্বং শলাকয়ান্বিষ্য ততো নেত্রমনন্তরম্ ।
শনৈঃ শনৈর্ঘৃতাভ্যক্তং বিদধ্যাদঙ্গুলানি ষট্ ॥
ততোহবপীড়য়েদ্বস্তিং শনৈর্নেত্রঞ্চ নির্হরেৎ ।
ততঃ প্রত্যাগতস্নেহমপরাহ্নে বিচক্ষণঃ ॥
ভোজয়েৎ পয়সা মাত্রাং যূষেণাথ রসেন বা ।
অনেন বিধিনা দদ্যাদ্বস্তিং স্ত্রীংশ্চতুরোহপি বা ॥ ৩৯
উর্দ্ধজানৈ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাদুত্তানায়ৈ বিচক্ষণঃ ।
কন্যেতরস্যৈ কন্যায়ৈ দদ্যাৎ সুমৃদু পীড়িতম্ ॥ ৪০

প্রত্যাগত হয় না। পরন্তু ক্লম ও উৎক্লেশ হয় এবং অতিশয় অরতি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শোধনীয় আস্থাপন প্রয়োগ করিতে হয়। আর শোধনীয় স্নেহ-বস্তি প্রয়োগ করা যায়। ৩৩। স্নেহ অহোরাত্রের মধ্যে প্রত্যাগত হইলেও দোষ উৎপাদন করে না এবং বস্তির গুণ উৎপাদন করে। জীর্ণ হইলে অল্পই গুণ করিয়া থাকে। স্নেহবস্তি অনিঃসৃত হইলেও যদি উপদ্রব না করে, তবে উপেক্ষণীয় হয়। যদি সমস্ত অথবা অল্প আবৃত হয় অথচ যদি রোগী রুক্ষ হয়, তাহা হইলেও উপেক্ষণীয়। ৩৪। দিবারাত্রের মধ্যে স্নেহবস্তি আগত না হইলে অন্য স্নেহ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে সমস্ত ব্যাপৎ ও তৎসমুদায়ের চিকিৎসা বলা হইল। ৩৫। অতঃপর উত্তরবস্তির চিকিৎসা বলিতেছি। উত্তরবস্তির নল রোগীর অঙ্গুলির পরিমাণের চতুর্দ্দশাঙ্গুল হওয়া আবশ্যক। ইহার অগ্র মালতীপুষ্পের বৃন্তের ন্যায় হওয়া উচিত। ছিদ্র এরূপ হওয়া উচিত, যেন তাহা দিয়া একটা সর্ষপ নির্গত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, নল মেঢ্রের দৈর্ঘ্যের সমান হওয়া উচিত। এস্থলে স্নেহের উচ্চ পরিমাণ এক কুঞ্চ। পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সের কম হইলে বুদ্ধি দ্বারা কল্পনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। নলের মধ্যে কর্ণিকা থাকা আবশ্যক। স্ত্রীদিগের নলে চারি অঙ্গুল অন্তরে কর্ণিকা থাকা আবশ্যক। উহার পরিণাহ মূত্রস্রোতের অনুরূপ হওয়া উচিত। অগ্রচ্ছিদ্র মুদ্গ-প্রমাণ হওয়া উচিত। আর নল দশাঙ্গুল হওয়া উচিত। ৩৬। স্ত্রীদিগের অপত্যমার্গে চারি অঙ্গুল প্রবিষ্ট করিবে। মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুল এবং বালিকাদিগের মূত্রমার্গে এক অঙ্গুল নির্দ্দিষ্ট। আর উহাদের জন্য যেরূপ অঙ্গুল বিধেয়, তাহা বিধিপূর্ব্বক বলা হইবে। এস্থলে এক প্রসৃত স্নেহ উৎকৃষ্ট মাত্রা। এস্থলে যে প্রসৃত বলা হইল, তাহা রোগীর নিজের অঙ্গুলীমূলের পরিমাণে হইবে। স্নেহের নিম্নতর মাত্রা বুদ্ধি দ্বারা কল্পনা করিয়া লইবে। ৩৭। উত্তর-বস্তির পুটক মেষজ, শূকরজ (টীকাকার-মতে বন্যশূকরজ) বা ছাগজ হওয়া উচিত। তদভাবে পক্ষীদিগের গলচর্ম্ম প্রযোজ্য। তদভাবে ভিস্তীর পাদ (অংশ) এবং তদভাবে মৃদুচর্ম্ম ব্যবহার্য্য। ৩৮। উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে রোগীকে উপস্নিগ্ধ, সুস্বিন্ন ও শুদ্ধাশয় করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত যথাবল যবাগূ পান করাইবে। পরে উহাকে জানুসমান উচ্চ সমতল স্থানাশ্রয় (একস্থানে স্থিত—অচঞ্চল ?) পীঠে উপবেশন করাইবে। উহার বস্তি ও মূর্দ্ধা উষ্ণ তৈলে উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিবে। অনন্তর উহাকে সমানরূপে স্থাপন করিয়া উহার শিশ্ননাল প্রহর্ষিত করিবে। প্রথমে শলাকা দ্বারা অন্বেষণ করিবে, অনন্তর নল প্রণিধান করিবে। নলকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া আস্তে আস্তে ছয় অঙ্গুল পরিমাণে প্রবিষ্ট করাইবে। অনন্তর বস্তি অবপীড়িত করিবে এবং আস্তে আস্তে নল বাহির করিয়া লইবে। অনন্তর স্নেহ প্রত্যাগত হইলে অপরাহ্নে দুগ্ধ, যূষ বা মাংসরসের সহিত মাত্রা ভোজন করাইবে। এইরূপে তিন বা চারি বস্তি দিবে। ৩৯। অধিকবয়স্কা স্ত্রীলোককে উর্দ্ধজানু ও উত্তান করিয়া উত্তরবস্তি দিবে। বালিকাকে বস্তি দিতে হইলে অতিশয় মৃদুরূপে পীড়ন করিবে। ৪০।

ত্রিকর্ণিকেন নেত্রেণ দদ্যাদ্যোনিমুখং প্রতি।
গর্ভাশয়বিশুদ্ধ্যর্থং স্নেহেন দ্বিগুণেন তু॥ ৪১
অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষগ্ বস্তাবুত্তরসংজ্ঞিতে।
ভূয়ো বস্তিং বিদধ্যাত্তু সংযুক্তং শোধনৈর্গণৈঃ॥
গুদে বর্ত্তিং নিদধ্যাদ্বা শোধনদ্রব্যসংভৃতাম্॥ ৪২
প্রবেশয়েদ্বা মতিমান্ বস্তিদ্বারমথৈষণীম্।
পীড়য়েদ্বাপ্যধো নাভের্বলেনোত্তরমুষ্টিনা॥
আরগ্বধস্য পত্রেষু নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেষু চ।
কুর্য্যাদ্গোমূত্রপিষ্টেষু বর্ত্তীর্বাপি সসৈন্ধবাঃ॥
মুদ্গৈলাসর্ষপসমাঃ প্রবিভজ্য বয়াংসি তু।
বস্তেরাগমনার্থায় তা নিদধ্যাচ্ছলাকয়া॥ ৪৩
আগারধূমবৃহতী-পিপ্পলীফলসৈন্ধবৈঃ।
কৃতা বা শুক্তগোমূত্র-সুরাপিষ্টৈঃ সনাগরৈঃ॥
অনুবাসনসিদ্ধিঞ্চ বীক্ষ্য কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ।
শর্করামধুমিশ্রেণ শীতেন মধুকাম্বুনা॥
দহ্যমানে তদা বস্তৌ দদ্যাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন চ॥ ৪৪
শুক্রং দুষ্টং শোণিতঞ্চাঙ্গনানাং
পুষ্পোদ্রেকং তস্য নাশঞ্চ কষ্টম্।
মূত্রাঘাতাম্মূত্রদোষান্ প্রবৃদ্ধান্
যোনিব্যাধিং সংস্থিতিঞ্চাপরায়াঃ॥
শুক্রোৎসেকং শর্করামশ্মরীঞ্চ
শূলং বস্তৌ বঙ্ক্ষণে মেহনে চ।
ঘোরানন্যান্ বস্তিজাংশ্চাপি রোগান্
হিত্বা স্নেহানুত্তরো হন্তি বস্তিঃ॥ ৪৫
সম্যগ্দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রম এব চ।
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য সমানং স্নেহবস্তিনা॥ ৪৬
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানেঽনুবাসনোত্তরবস্তিচিকিৎসিতং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

যোনিমুখের প্রতি বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে ত্রি-কর্ণিক নেত্র প্রয়োগ করিবে। গর্ভাশয়বিশুদ্ধির জন্য দ্বিগুণ স্নেহ প্রয়োগ করিবে। ৪১। উত্তরবস্তি প্রত্যাগত না হইলে বৈদ্য পুনর্ব্বার শোধনগণ-সংযুক্ত বস্তি প্রদান করিবে। অথবা শোধন-দ্রব্যসংযুক্ত বর্ত্তি গুদে নিহিত করিবে। ৪২। অথবা বস্তির দ্বারে এষণী প্রেরণ করিবে। অথবা নাভির নীচে বলপূর্ব্বক উত্তর-মুষ্টি দ্বারা (মুষ্টির উপরিভাগ দ্বারা অর্থাৎ মুষ্টির অভ্যন্তর দ্বারা নহে) পীড়ন করিবে। অথবা আরগ্বধের পত্র, নির্গুণ্ডীর স্বরস, গোমূত্র ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। অথবা রোগীর বয়স বিবেচনা করিয়া মুগ, এলাচ ও সর্ষপ সমানভাগে পেষণ করিয়া শলাকাযোগে প্রয়োগ করিবে। ৪৩। গৃহধূম, বৃহতী, পিপ্পলী, মদনফল, সৈন্ধব, শুক্ত, গোমূত্র ও সুরা পেষণ করিয়া প্রণিধান করিবে। আর অনুবাসনব্যাপদের যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে কর্ম্ম করিবে। বস্তি দহ্যমান হইতে থাকিলে যষ্টিমধুর ক্বাথ শীতল ও শর্করা-মধু-মিশ্রিত করিয়া প্রণিধান করিবে। আর বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের কষায় শীতল করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিবে। ৪৪। পুরুষের দুষ্ট শুক্র, স্ত্রীলোকদিগের দুষ্ট শোণিত ও রজোনাশ হেতু কষ্ট, মূত্রাঘাত, প্রবৃদ্ধ মূত্রদোষ, যোনিরোগ, অমরার অপতন, শুক্রোৎসেক, শর্করা, অশ্মরী, বস্তিশূল, বঙ্ক্ষণশূল, মেহনশূল এবং স্নেহ ভিন্ন অন্যান্য ঘোর বস্তিজ রোগসমূহ উত্তরবস্তি নাশ করিয়া থাকে। ৪৫। সম্যক্ দত্ত উত্তরবস্তির লক্ষণসমূহ, উত্তরবস্তির ব্যাপৎ ও ক্রম স্নেহবস্তির সমান। ৪৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নিরূহোপক্রমচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

অথানুবাসিতমাস্থাপয়েৎ। স্বভ্যক্তস্বিন্নশরীরমুৎসৃষ্টবহির্ব্বেগমপ্রবাতে শুচৌ বেশ্মনি মধ্যাহ্নে প্রততায়াং শয্যায়ামধঃসুপরিগ্রহায়াং শ্রোণিপ্রদেশব্যূঢ়ায়ামনুপধানায়াং বামপার্শ্ব-শায়িনমাকুঞ্চিত-দক্ষিণসক্থমিতর প্রসারিত-সক্থং সুমনসং জীর্ণান্নং বাগ্যতং সুনিষণ্ণদেহং বিদিত্বা ততো বামপাদস্যোপরি নেত্রং কৃত্বেতরপাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভ্যাং কর্ণিকামুপরি নিষ্পীড্য সব্যপাণিকনিষ্ঠিকানামিকাভ্যাং বস্তেমুখার্দ্ধং সঙ্কোচ্য মধ্যমাপ্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠৈরর্দ্ধঞ্চ বিবৃতাস্যং কৃত্বা বস্তাবৌষধং প্রক্ষিপ্য দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিনীভ্যা-

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

নিরূহোপক্রমচিকিৎসা।

অনন্তর আমরা নিরূহোপক্রম-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। অনুবাসিত ব্যক্তিকে আস্থাপন দিবে। আস্থাপন দিবার পূর্ব্বে রোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত, স্বিন্নশরীর ও মল-মূত্রাদির বেগ বিসর্জ্জন করাইবে। আর অপ্রবাতে, শুচি গৃহে ও মধ্যাহ্নে শয্যায় বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া আস্থাপন দিবে। শয্যা নিম্নদেশে উত্তমরূপে ধৃত হওয়া উচিত (অর্থাৎ যেন না নড়ে)। উহা শ্রোণির সমান উচ্চ হওয়া উচিত। উহাতে যেন উপাধান না থাকে। আস্থাপন দিবার সময় রোগী দক্ষিণ সক্থি আকুঞ্চিত রাখিবে। বাম সক্থি প্রসারিত রাখিবে। উহার মন সুস্থ থাকা আবশ্যক। অন্ন জীর্ণ হইবার পর আস্থাপন দেওয়া উচিত। রোগীর বাগ্-যত থাকা (অর্থাৎ কথা না কহা) উচিত। রোগীর দেহ উত্তমরূপে নিষণ্ণ থাকা উচিত। অনন্তর বামপাদের উপর নল স্থাপন ও অপর পাদের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণিকাকে উপরিভাগে নিষ্পীড়ন করিয়া বামপাণির কনিষ্ঠিকা ও অনামিকা দ্বারা বস্তির মুখার্দ্ধ সঙ্কুচিত করিবে। এবং মধ্যমা প্রদেশিনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বস্তিকে অর্দ্ধ বিবৃতাস্য করিয়া বস্তির মধ্যে ঔষধ প্রক্ষিপ্ত করিবে আর দক্ষিণ হস্তে,

ক্লাঙ্গুষ্ঠমনুষিক্তমনায়তমবুদ্বুদমসঙ্কুচিতমবাতমৌষধাসন্নমুপসংগৃহ্য পুনরিতরেণ গৃহীত্বা দক্ষিণেনাবসিঞ্চেৎ, ততঃ সূত্রেণৌষধান্তে দ্বিস্ত্রির্বাবেষ্ট্য বধ্নীয়াৎ। অথ দক্ষিণেনোত্তানেন পাণিনা বস্তিং গৃহীত্বা বামহস্তমধ্যমাঙ্গুলিপ্রদেশিনীভ্যাং নেত্রমুপসংগৃহ্যাঙ্গুষ্ঠেন নেত্রদ্বারং পিধায় ঘৃতাভ্যক্তাগ্রনেত্রং ঘৃতাক্তগুদায় প্রযচ্ছেদনুপৃষ্ঠবংশং সমমুন্মুখমাকর্ণিকং নেত্রং প্রণিধৎস্বেতি ব্রূয়াৎ ॥ ২

বস্তিং সব্যে করে কৃত্বা দক্ষিণেনাবপীড়য়েৎ।
একেনৈবাবপীড়েন ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্ ॥ ৩

ততো নেত্রমপনীয় ত্রিংশন্মাত্রাঃ পীড়নকালাদুপেক্ষ্যোত্তিষ্ঠেত্যাতুরং ব্রূয়াৎ। আতুরমুপবেশয়েদুৎকটুকং বস্ত্যাগমনার্থম্। নিরূহপ্রত্যাগমনকালস্তু মুহূর্ত্তো ভবতি ॥ ৪

অনেন বিধিনা বস্তিং দদ্যাদ্বস্তিবিশারদঃ।
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা যথার্থতঃ ॥
সম্যঙ্নিরূঢ়লিঙ্গে তু প্রাপ্তে বস্তিং নিবারয়েৎ।
অপি হীনক্রমং কুর্য্যান্ন তু কুর্য্যাদতিক্রমম্ ॥
বিশেষাৎ সুকুমারাণাং হীন এব ক্রমো হিতঃ ॥ ৫
যস্য স্যাদ্বস্তিরত্যল্পবেগো হীনমলানিলঃ।
দুর্নিরূঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো মূত্রার্ত্ত্যরুচিজাড্যবান্ ॥
যান্যেব প্রাক্ প্রযুক্তানি লিঙ্গান্যতিবিরেচিতে।
তান্যেবাতিনিরূঢ়েঽপি বিজ্ঞেয়ানি বিপশ্চিতা ॥
যস্য ক্রমেণ গচ্ছন্তি বিট্পিত্তকফবায়বঃ।
লাঘবঞ্চোপজায়েত সুনিরূঢ়ং তমাদিশেৎ ॥
সুনিরূঢ়ং ততো জন্তুং স্নানবন্তং ভোজয়েৎ।
পিত্তশ্লেষ্মানিলাবিষ্টং ক্ষীরযূষরসৈঃ ক্রমাৎ ॥
সর্ব্বং বা জাঙ্গলরসৈর্ভোজয়েদবিকারিভিঃ।
ত্রিভাগহীনমর্দ্ধং বা হীনমাত্রমথাপি বা ॥
যথাগ্নিদোষং মাত্রৈবং ভোজনস্য বিধীয়তে।
অনন্তরং ততো যুঞ্জ্যাদ্যথাস্বং স্নেহবস্তিনা ॥
বিবিক্ততা মনস্তুষ্টিঃ স্নিগ্ধতা ব্যাধিনিগ্রহঃ।
আস্থাপনস্নেহবস্ত্যোঃ সম্যগ্দানে তু লক্ষণম্ ॥
তদহস্তস্য পবনাদ্ভয়ং বলবদিষ্যতে।
রসৌদনস্তেন শস্তস্তদহশ্চানুবাসনম্ ॥
পশ্চাদগ্নিবলং মত্বা পবনস্য চ চেষ্টিতম্।
অন্নোপস্তম্ভিতে কোষ্ঠে স্নেহবস্তির্বিধীয়তে ॥
অনায়ান্তং মুহূর্ত্তাৎ তু নিরূহং শোধনৈর্হরেৎ।
তীক্ষ্ণৈর্নিরূহৈর্মতিমান্ ক্ষারমূত্রাম্লসংযুতৈঃ ॥
দ্বিগুণানিলবিষ্টম্ভং চিরং তিষ্ঠন্নিরূহণম্।
শূলারতিজ্বরানাহং মরণং বা প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৬

অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনী দ্বারা বস্তিকে উপসংগৃহীত করিবে। যেন বস্তি অনুষিক্ত (উৎসেচন-বিহীন), অনায়ত (অদীর্ঘ), বুদ্বুদ-রহিত, অসঙ্কুচিত, অবাত (বায়ুহীন) ও ঔষধাসন্ন (ঔষধযুক্ত) হয়। অনন্তর বস্তি বাম করে ধরিয়া দক্ষিণকরে অবসিঞ্চন করিবে। অনন্তর সূত্র দ্বারা বস্তিকে ঔষধান্তে দুই তিনটী বেষ্টন দিয়া বাঁধিবে (নতুবা চাপ দিবার সময় বস্তি ফাটিয়া যাইতে পারে)। অনন্তর দক্ষিণ পাণি উত্তান করিয়া বস্তি গ্রহণ করিবে এবং বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলি ও প্রদেশিনী দ্বারা নলকে উপসংগৃহীত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নলের দ্বার আচ্ছাদিত করিবে। আর নলের অগ্রভাগ ঘৃতাক্ত করিয়া ঘৃতাক্ত পায়ুতে প্রবেশিত করিবে। যেন নল পৃষ্ঠবংশের অভিমুখে থাকে। যেন সমান ও উন্মুখ থাকে। নল কর্ণিকা পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করিবে। ২। বস্তি বাম করে ধরিয়া দক্ষিণ করে অবপীড়ন করিবে। একবার পীড়নেই কর্ম্ম সমাধা করা চাই। দ্রুতও না হয়, বিলম্বেও না হয়। ৩। অনন্তর নল অপনীত করিয়া পীড়নকাল হইতে ত্রিংশৎ মাত্রা অপেক্ষা করিবে এবং আতুরকে উত্থান করিতে কহিবে। রোগীকে উৎকটুক ভাবে উপবেশন করাইবে। তাহা হইলে বস্তি প্রত্যাগমন করিবে। নিরূহের প্রত্যাগমন-কাল এক মুহূর্ত্ত। ৪। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তি দিতে হয়। নিরূঢ়ের সম্যক্ লক্ষণ হইলে বস্তি আর দিবে না। বরং হীন ক্রম করা ভাল, তথাপি অতি ক্রম করা ভাল নয়। বিশেষতঃ সুকুমারদিগের পক্ষে হীন ক্রমই ভাল। ৫। যাহার বস্তি অত্যল্পবেগ, হীনমল ও হীনবায়ু (সম্যক্ রূপে বায়ু নিঃসারণ করিতে না পারে) হয়, তাহাকে দুর্নিরূঢ় বলা যায়। তাহার মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি ও জাড্য হইয়া থাকে। আর ইতিপূর্ব্বে অতিবিরিক্তের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, অতিনিরূঢ়েরও সেই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। যাহার বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ ও বায়ু যথাক্রমে নিঃসৃত হয় এবং শরীরের লঘুতা হইয়া থাকে, তাহাকে সুনিরূঢ় বলা যায়। জন্তু সুনিরূঢ় হইলে তাহাকে স্নান করাইয়া ভোজন করাইবে। আর পিত্ত শ্লেষ্মা ও বায়ু-প্রধান রোগীকে যথাক্রমে দুগ্ধ, যূষ ও মাংসরস পান করাইবে। অথবা সকলকেই জাঙ্গলরস পান করাইবে, কেননা জাঙ্গলরস অপকার করে না। অগ্নিবল ও দোষ বিবেচনা করিয়া ত্রিচতুর্থাংশ বা অর্দ্ধ বা হীনমাত্রায় ভোজন করাইবে। অনন্তর রোগীর দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুবাসন দিবে। আস্থাপন ও স্নেহবস্তি সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে বিবিক্ততা, মনস্তুষ্টি, স্নিগ্ধতা ও ব্যাধিনিগ্রহ হয়। আস্থাপনের দিন বায়ুপ্রকোপের বিশেষ ভয় থাকে। এইজন্য সেদিন মাংসরসের সহিত অন্ন দিতে হয়। আর সেই দিন অনুবাসন দিতে হয়। আস্থাপনের পর অগ্নিবল ও বায়ুর গতিক বুঝিয়া অন্নসংযুক্ত কোষ্ঠে স্নেহবস্তি দিতে হয়। মুহূর্ত্তের পর নিরূহ প্রত্যাগত না হইলে ক্ষার-মূত্রাম্লসংযুক্ত তীক্ষ্ণ শোধন-নিরূহসমূহ যোগে সেই নিরূহ হরণ করিবে। নিরূহ দেহমধ্যে অধিকক্ষণ থাকিলে বায়ু বিগুণ হয় ও বিষ্টম্ভ উপস্থিত হয় এবং শূল, অরতি, জ্বর, আনাহ ও মরণ হইয়া থাকে। ৬।

ন তু ভুক্তবতে দেয়মাস্থাপনমিতি স্থিতিঃ।
বিসূচিকাং বা জনয়েচ্ছর্দ্দিং বাপি সুদারুণম্।
কোপয়েৎ সর্ব্বদোষান্ বা তস্মাদ্ দদ্যাদভোজিতে॥
জীর্ণান্নস্যাশয়ে দোষাঃ পুংসঃ প্রব্যক্তিমাগতাঃ।
নিঃশেষাঃ সুখমায়ান্তি ভোজনেনাপ্রপীড়িতাঃ॥
ন বাস্থাপনবিক্ষিপ্তমন্নমগ্নিঃ প্রধাবতি।
তস্মাদাস্থাপনং দেয়ং নিরাহারায় জানতা॥
আবশ্যিকং ক্রমঞ্চাপি মত্বা কার্য্যং নিরূহণম্॥ ৭
মলেঽপকৃষ্টে দোষাণাং বলবত্ত্বং ন বিদ্যতে॥ ৮
ক্ষীরাণ্যম্লানি মূত্রাণি স্নেহাঃ ক্বাথা রসাস্তথা।
লবণানি ফলক্ষৌদ্রং শতাহ্বা সর্ষপং বচা॥
এলা ত্রিকটুকং রাস্না সরলং দেবদারু চ।
রজনী মধুকং হিঙ্গু কুষ্ঠং সংশোধনানি চ॥
কটুকা শর্করা মুস্তমুশীরং চন্দনং শটী।
মঞ্জিষ্ঠা মদনং চণ্ডা ত্রায়মাণা রসাঞ্জনম্॥
বিল্বমধ্যং যমানী চ ফলিনী শক্রজা যবাঃ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকাবুভৌ॥
তথা মেদা মহামেদা ঋদ্ধির্বৃদ্ধির্মধূলিকা।
নিরূহেষু যথালাভমেষ বর্গো বিধীয়তে॥ ৯
স্বস্থে ক্বাথস্য চত্বারো ভাগাঃ স্নেহস্য পঞ্চমঃ।
ক্রুদ্ধেঽনিলে চতুর্থস্তু ষষ্ঠঃ পিত্তে কফেঽষ্টমঃ॥
সর্ব্বেষু চাষ্টমো ভাগঃ কল্কানাং লবণং পুনঃ।
ক্ষৌদ্রঞ্চ মূত্রং ফলং ক্ষীরমম্লং মাংসরসং তথা।
যুক্ত্যা প্রকল্পয়েদ্ধীমান্ নিরূহে কল্পনা স্থিরম্॥ ১০
কল্কস্নেহকষায়াণামবিবেক ভিষগ্বরৈঃ।
বস্তিস্তু কল্পিতঃ সম্যক্ তস্যাদানং যথার্থকৃৎ॥
দত্ত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতদ্বয়ম্।
পাত্রে তলেন মথ্নীয়াদ্দদ্যাৎ স্নেহং শনৈঃ শনৈঃ॥
সম্যক্ সুমথিতে দদ্যাৎ ফলকল্কমতঃ পরম্।
ততো যথোচিতান্ কল্কান্ ভাগৈঃ স্বৈঃ শ্লক্ষ্ণপেষিতান্॥
গম্ভীরে ভাজনেঽন্যস্মিন্ মথ্নীয়াৎ তং খজেন চ।
যথা চ সাধু মন্যেত ন সান্দ্রো ন তনুঃ সমঃ॥
কষায়প্রসৃতান্ পঞ্চ সুপূতাংস্তত্র দাপয়েৎ।
রসক্ষীরাম্লমূত্রাণাং দোষাবস্থামবেক্ষ্য তু॥ ১১
অত ঊর্দ্ধং দ্বাদশ প্রসৃতান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।
দত্ত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতিদ্বয়ম্।
বিনির্মথ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্য প্রসৃতিত্রয়ম্॥
একীভূতে ততঃ স্নেহে কল্কস্য প্রসৃতিং ক্ষিপেৎ।
সংমূর্চ্ছিতে কষায়ন্তু চতুঃপ্রসৃতিসম্মিতম্॥
বিতরেচ্চ তদাবাপমন্তে দ্বিপ্রসৃতোন্মিতম্।
এবং প্রকল্পিতো বস্তির্দ্বাদশপ্রসৃতো ভবেৎ॥
জ্যেষ্ঠায়াঃ খলু মাত্রায়াঃ প্রমাণমিদমীরিতম্।
অপহ্রাসে ভিষক্ কুর্য্যাৎ তদ্বৎ প্রসৃতিহাপনম্॥

ইহা সিদ্ধান্তই আছে যে, ভুক্তবান্‌কে নিরূহ দিতে নাই। তাহাতে বিসূচিকা বা সুদারুণ বমি হইয়া থাকে। অথবা সমস্ত দোষ কুপিত হইতে পারে। অতএব অভুক্ত ব্যক্তিকেই নিরূহ দিবে। জীর্ণান্ন ব্যক্তির আশয়ে দোষ সকল স্ফুটতা প্রাপ্ত হয় এবং ভোজন দ্বারা প্রপীড়িত না হওয়াতে নিঃশেষে ও অনায়াসে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। আর পাচকাগ্নি আস্থাপন-বিক্ষিপ্ত অন্নের অনুসরণ করিতে পারে না। অতএব নিরাহার ব্যক্তিকেই আস্থাপন দিবে। আর আবশ্যিক নিয়ম সকল মনে রাখিয়া নিরূহণ করিতে হইবে। ৭। মল অপহৃত হইলে দোষদিগের বলবত্তা থাকে না। ৮। দুগ্ধসমূহ, অম্লসমূহ, মূত্রসমূহ, স্নেহসমূহ, ক্বাথসমূহ, মাংসরসসমূহ, লবণসমূহ, ফল (ত্রিফলা), মধু, শুলফা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, এলা, ত্রিকটু, রাস্না, সরল, দেবদারু, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, হিঙ্গু, কুড়, সংশোধন গণ, কটকী, শর্করা, মুতো, বেণা, রক্তচন্দন, শটী, মঞ্জিষ্ঠা, ময়নাফল, চণ্ডা (গেঁঠেলাভেদ), ত্রায়মাণা, রসাঞ্জন, বেলশাঁস, যোয়ান, ফলিনী (প্রিয়ঙ্গু), ইন্দ্রযব, যব, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক ও ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও মধূলিকা (ক্ষুদ্র গোধুম) এই সকল যথালাভ নিরূহে প্রয়োগ করিতে হয়। ৯। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্বাথ চারিভাগ ও স্নেহ একভাগ। বায়ুপ্রকোপে ক্বাথ তিনভাগ ও স্নেহ একভাগ। পিত্তপ্রকোপে ক্বাথ পাঁচভাগ ও স্নেহ একভাগ। কফপ্রকোপে ক্বাথ সাতভাগ ও স্নেহ একভাগ। সর্ব্বত্রই কল্ক অষ্টমভাগ। আর লবণ, মধু, মূত্র, ত্রিফলা, দুগ্ধ, অম্ল ও মাংসরসের মাত্রা যুক্তিপূর্ব্বক স্থির করিবে। নিরূহে এইরূপ কল্পনা নির্দিষ্ট আছে। ১০। কল্ক, স্নেহ ও কষায় মিশ্রিত করিয়া সম্যক্ রূপে বস্তি দিলে তাহা যথার্থকৃৎ হয়। প্রথমে সৈন্ধব দুই তোলা মিশ্রিত করিবে। পরে মধু দুই প্রসৃত মিশ্রিত করিবে। পরে উহাতে তৈল মন্থন করিবে। সম্যক্ মথিত হইলে ত্রিফলাকল্ক (কোন কোন মতে মদনফলের কল্ক) দিবে। অনন্তর অন্যান্য যথোচিত কল্ক সকল শ্লক্ষ্ণ-পেষিত করিয়া স্ব স্ব ভাগে গভীর খলে মন্থন করিবে। আর যেমন ভাল বুঝিবে সেই মত করিবে। যেন ঘনও না হয়, পাতলাও না হয় অর্থাৎ যেন সমান হয়। ইহাতে পাঁচ প্রসৃত কষায় উত্তমরূপে বস্ত্রপূত করিয়া দিবে। আর দোষের অবস্থা দেখিয়া মাংসরস, ক্ষীর, অম্ল ও মূত্র মিশ্রিত করিবে। ১১। ইহার পর দ্বাদশ প্রসৃত ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে সৈন্ধব দুই তোলা ও মধু দুই প্রসৃত মন্থনপূর্ব্বক তিন প্রসৃত স্নেহ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মিশ্রিত দ্রব্য একীভূত হইলে কল্ক এক প্রসৃত নিক্ষেপ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য মিলিত হইলে চারি প্রসৃত কষায় ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর প্রক্ষেপ-দ্রব্য দুই প্রসৃত দিবে। এইরূপে প্রকল্পিত বস্তি দ্বাদশ-প্রসৃত হইবে। ইহাই উৎকৃষ্ট মাত্রার পরিমাণ। সেইরূপ

যথাবয়ো নিরূহাণাং কল্পনেয়মুদাহৃতা।
সৈন্ধবাদিদ্রবান্তানাং সিদ্ধিকামৈর্ভিষগ্বরৈঃ ॥ ১২
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যন্তে বস্তয়োঽত্র বিভাগশঃ।
যথাদোষং প্রযুক্তা যে হন্যুর্নানাবিধান্ গদান্ ॥
সম্পাকোরুবুবর্ষাভূ-বাজিগন্ধানিশাচ্ছদৈঃ।
পঞ্চমূলীবলারাস্না-গুড়ূচীসুরদারুভিঃ ॥
ক্বথিতৈঃ পালিকৈরেভির্মদনাষ্টকসংযুতৈঃ।
কল্কৈর্মাগধিকাম্ভোদ-হপুষামিসিসৈন্ধবৈঃ ॥
বৎসাহ্বযপ্রিয়ঙ্গূগ্রা-যষ্ট্যাহ্বয়রসাঞ্জনৈঃ।
দদ্যাদাস্থাপনং কোষ্ণং ক্ষৌদ্রাদ্যৈরভিসংস্কৃতম্ ॥
পৃষ্ঠোরুত্রিকশূলাশ্মবিণ্মূত্রানিলসঙ্গিনাম্।
গ্রহণীমরুতার্শোঘ্নং রক্তমাংসবলপ্রদম্ ॥ ১৩
গুড়ূচীত্রিফলারাস্না-দশমূলবলাপলৈঃ।
ক্বথিতৈঃ প্রকপিষ্টৈস্তু প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনসৈন্ধবৈঃ ॥
শতপুষ্পাবচাকৃষ্ণা-যমানীকুষ্ঠবিল্বজৈঃ।
সগুডৈরক্ষমাত্রৈস্তু মদনার্দ্ধপলান্বিতৈঃ ॥
ক্ষৌদ্রতৈলঘৃতক্ষীর-শুক্তকাঞ্জিকমস্তুভিঃ।
সমালোড্য চ মূত্রেস্তু দদ্যাদাস্থাপনং পরম্ ॥

তেজোবর্ণবলোৎসাহ-বীর্য্যাগ্নিপ্রাণবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বমারুতরোগঘ্নং বয়ঃস্থাপনমুত্তমম্ ॥ ১৪
কুশাদিপঞ্চমূলাব্দ-ত্রিফলোৎপলবাসকৈঃ।
সারিবোশীরমঞ্জিষ্ঠা-রাস্নারেণুপরূষকৈঃ ॥
পালিকৈঃ ক্বথিতৈঃ সম্যগ্‌দ্রব্যৈরেভিশ্চ পেষিতৈঃ।
শৃঙ্গাটকাত্মগুপ্তেভ-কেশরাগুরুচন্দনৈঃ ॥
বিদারীমিসিমঞ্জিষ্ঠা-শ্যামেন্দ্রযবসিন্ধুজৈঃ।
কমলপদ্মকযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষৌদ্রক্ষীরঘৃতাপ্লুতৈঃ ॥
দত্তমাস্থাপনং শীতমম্লহীনৈস্তথা দ্রবৈঃ।
দাহাসৃগ্দরপিত্তাসৃক্-পিত্তগুল্মজ্বরান্ জয়েৎ ॥ ১৫
রোধ্রচন্দনমঞ্জিষ্ঠা-রাস্নানন্তাবলর্দ্ধিভিঃ।
সারিবাবৃষকাশ্মর্য্য-মেদামধুকপদ্মকৈঃ ॥
স্থিরাদিতৃণমূলৈশ্চ ক্বাথৈঃ কর্ষত্রয়োন্মিতৈঃ।
পিষ্টৈর্জীবককাকোলী-যুগর্দ্ধিমধুকোৎপলৈঃ ॥
প্রপৌণ্ডরীকজীবন্তী মেদারেণুপরূষকৈঃ।
অভীরুমিসিসিন্ধূত্থ-বৎসকোশীরপদ্মকৈঃ ॥
কশেরুশর্করাম্বুকৈঃ সর্পির্মধুপয়ঃপ্লুতৈঃ।
দ্রবৈস্তীক্ষ্ণাম্লবর্জ্জ্যৈশ্চ দত্তো বস্তিঃ সুশীতলঃ ॥
গুল্মাসৃগ্দরহৃৎপাণ্ডু-রোগান সবিষমজ্বরান।
অসৃক্‌পিত্তাতিসারৌ চ হন্যাৎ পিত্তকৃতান্ গদান ॥ ১৬
ভদ্রানিম্বকুলত্থার্ক-কোশাতক্যমৃতাম্বুরৈঃ।

অপহ্রাস (নিম্নতর মাত্রা ?) আবশ্যক হইলে প্রসৃতি হ্রাস করিয়া দিবে। ১১। এইরূপে বয়োনুসারে সৈন্ধবাদি ও দ্রবান্ত নিরূহসমূহের কল্পনা বলা হইল। ১২। ইহার পর ভিন্ন ভিন্ন বস্তিসমূহ বলিতেছি। উহারা যথাদোষ প্রযোজিত হইলে নানাবিধ রোগ হরণ করে। আরগ্বধ, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, নিশাচ্ছদ (শটী), পঞ্চমূলী, বেড়েলা, রাস্না, গুড়ূচী ও দেবদারু এই সকলের ক্বাথ এক পল করিয়া সমুদায়ে চৌদ্দ পল এবং মদনফল আটটী অর্থাৎ দুই পল, অতএব সমুদায়ে ষোড়শ পল দ্রব্য একত্র করিয়া ১২৮ পল জলে ক্বাথ করিবে। বিংশতি পল থাকিতে নামাইয়া পিপুল, মুস্তা, হপুষা, মিসি (মৌরী), সৈন্ধব, কুড়চী, প্রিয়ঙ্গু, বচ, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনের কল্ক মিশ্রিত করিবে এবং ঈষদুষ্ণ অবস্থায় মধু প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া আস্থাপন দিবে [টীকাকার বলেন, ক্বাথ তাম্রপাত্রে রাখিয়া টঙ্কত্রয় পরিমিত সৈন্ধব, পলত্রয় পরিমিত মধু এবং স্নেহ দুগ্ধ কাঁজী মূত্র ও মাংসরস প্রভৃতি সাকল্যে এক পল এবং তৈল পরে পরে মিশ্রিত করিতে হয়]। এই আস্থাপন পৃষ্ঠ, উরু ও ত্রিকদেশের শূল, অশ্মরী, বিষ্ঠা মূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ, গ্রহণী ও বাতার্শ নাশ করে এবং রক্ত মাংস ও বল প্রদান করিয়া থাকে। ১৩। গোলঞ্চ, ত্রিফলা, রাস্না, দশমূল ও বেড়েলা এই যোলটী দ্রব্য এক এক পল ক্বাথ করিয়া তাহার সহিত প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন, সৈন্ধব, শুলফা, বচ, পিপুল, যমানী, কুড়, বেলশুঁঠ ও গুড় প্রত্যেকে দুই তোলা, মদনফল আধপল এবং মধু, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, শুক্ত, কাঞ্জীক ও মস্তু এবং গোমূত্র একত্র সমালোড়িত করিয়া আস্থাপন দিবে। ইহাতে তেজ, বর্ণ, বল, উৎসাহ, বীর্য্য, অগ্নি ও প্রাণ হয়। ইহা সর্ব্ববায়ুনাশক ও উত্তম বয়ঃস্থাপন। ১৪। কুশাদি পঞ্চমূল, অব্দ (মুতো), ত্রিফলা, নীলোৎপল, বাসক, অনন্তমূল, বেড়েলা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, রেণু (পর্পটক), পরূষকফল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক পল একত্র ক্বাথ করিবে। এই ক্বাথে পাণিফল, আলকুশী, নাগকেশর, অগুরু, চন্দন ভূমিকুষ্মাণ্ড মৌরী, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু), ইন্দ্রযব, সৈন্ধব, মদনফল, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু এই সমুদায়ের কাথ এবং মধু, ক্ষীর ও ঘৃত একত্র করিয়া আস্থাপন দিবে। এই আস্থাপন অম্লহীন ও দ্রব হইবে। ইহা শীতল হওয়া উচিত। ইহা দাহ, রক্তপ্রদর, পিত্তরক্ত, পিত্তগুল্ম ও জ্বর নষ্ট করে। ১৫। লোধ, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, অনন্তমূল, বলা (বেড়েলা), ঋদ্ধি, সারিবা (শ্যামালতা), বাসক, গাম্ভারীফল, মেদা, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল ও তৃণপঞ্চমূল এই সকলের কাথ; জীবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, প্রপৌণ্ডরীক, জীবন্তী, মেদা রেণু (পর্পটক), পরূষকফল, শতমূলী, মৌরী, সৈন্ধব, কুড়চী, বেণা, পদ্মকাষ্ঠ, কশেরু, শর্করা এই সকলের কাথ এবং ঘৃত, মধু ও দুগ্ধ একত্র করিয়া আস্থাপন দিবে। এই আস্থাপন তীক্ষ্ণাম্লবর্জ্জিত, দ্রব ও শীতল হওয়া আবশ্যক। ইহাতে গুল্ম, রক্তপ্রদর, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত, অতিসার এবং পিত্তকৃত রোগ সকল নষ্ট হয়। ১৬। মুতো, নিমছাল, কুলত্থ, অর্ক (আকন্দ), কোশাতকী, অমৃত (গোলঞ্চ),

সারিবাবৃহতীপাঠা-মূর্ব্বারগ্বধবৎসকৈঃ ॥
ক্বাথঃ কল্কস্তু কর্ত্তব্যো বলামদনসর্ষপৈঃ।
সৈন্ধবামরকুষ্ঠৈলা-পিপ্পলীবিশ্বনাগরৈঃ ॥
কটুতৈলমধুক্ষার-মূত্রতৈলাম্বুসংযুতৈঃ।
কার্য্যমাস্থাপনং তূর্ণং কামলাপাণ্ডুমেহিনাম্ ॥
মেদস্বিনামনগ্নীনাং কফরোগাশনদ্বিষাম্
গলগণ্ডগরগ্লানি-শ্লীপদোদররোগিণাম্ ॥ ১৭
দশমূলীনিশাবিল্ব-পটোলত্রিফলামরৈঃ।
ক্বাথৈতৈঃ কল্কপিষ্টৈস্তু মুস্তসৈন্ধবদারুভিঃ ॥
পাঠামাগধিকেন্দ্রাহ্বৈস্তৈলক্ষারমধুপ্লুতৈঃ।
কুর্য্যাদাস্থাপনং সম্যগ্ মূত্রাম্লফলযোজিতম্ ॥
কফপাণ্ডুমদালস্য-মূত্রমারুতসঙ্গিনাম্।
আমাটোপাপচীশ্লেষ্ম-গুল্মকৃমিবিকারিণাম্ ॥ ১৮
বৃষাশ্মভেদবর্ষাভূ-ধান্যগন্ধর্ব্বহস্তকৈঃ।
দশমূলবলামূর্ব্বা-যবকোলনিশাচ্ছদৈঃ ॥
কুলত্থবিল্বভূনিম্বৈঃ ক্বথিতৈঃ পলসম্মিতৈঃ!
কল্কৈর্মদনযষ্ট্যাহ্ব যড়ুগ্রস্তামরসর্ষপৈঃ ॥
পিপ্পলীমূলসিন্ধূত্থ-যমানীমিসিবৎসকৈঃ।
ক্ষৌদ্রেক্ষুক্ষীরগোমূত্র-সর্পিস্তৈলরসপ্লুতৈঃ ॥
তূর্ণমাস্থাপনং কার্য্যং সংসৃষ্টবহুরোগিণাম্।
গৃধ্রসীশর্করাষ্ঠীলা-তূণীগুল্মগদাপহম্ ॥ ১৯
রাস্নারগ্বধবর্ষাভূ-কটুকোশীরবারিদৈঃ।
ত্রায়মাণামৃতারক্তা-পঞ্চমূলবিভীতকৈঃ ॥
সবলঃ পালিকৈঃ ক্বাথঃ কল্কস্তু মদনান্বিতৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বমিসিসিন্ধূত্থ-ফলিনীন্দ্রযবাহ্বয়ৈঃ ॥
রসাঞ্জনরসক্ষৌদ্র দ্রাক্ষাসৌবীরসংযুতৈঃ।
যুক্তো বস্তিঃ সুখোষ্ণোঽয়ং মাংসশুক্রবলৌজসাম্ ॥
আয়ুষোঽগ্নেশ্চ সংকর্ত্তা হন্তি চাশু গদানিমান্।
গুল্মাসৃগ্দরবীসর্প-মূত্রকৃচ্ছ্রক্ষতক্ষয়ান্ ॥
বিষমজ্বরমর্শাংসি গ্রহণীং বাতকুণ্ডলীম্।
জানুজঙ্ঘাশিরোবস্তি-গ্রহোদাবর্ত্তমারুতান্ ॥
বাতাসৃক্শর্করাষ্ঠীলা কুক্ষিশূলোদরারুচীঃ।
রক্তপিত্তকফোন্মাদ-প্রমেহাধ্মানহৃদ্গ্রহান্ ॥ ২০
বাতঘ্নৌষধনিঃক্বাথাঃ সৈন্ধবত্রিবৃতাযুতাঃ।
সাম্লাঃ সুখোষ্ণা যোজ্যাঃ স্যুর্বস্তয়ঃ কুপিতেঽনিলে ॥ ২১
ন্যগ্রোধাদিগণক্বাথাঃ কাকোল্যাদিসমাযুতাঃ।
বিধেয়া বস্তয়ঃ পিত্তে সসর্পিষ্কাঃ সশর্করাঃ। ২২
আরগ্বধাদিনিঃক্বাথাঃ পিপ্পল্যাদিসমাযুতাঃ।
সক্ষৌদ্রমূত্রা দেয়াঃ স্যুর্বস্তয়ঃ কুপিতে কফে ॥ ২৩
শর্করেক্ষুরসক্ষীর ঘৃতযুক্তাঃ সুশীতলাঃ।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়াঢ্যা বস্তয়ঃ শোণিতে হিতাঃ ॥ ২৪
শোধনদ্রব্যনিঃক্বাথাস্তৎকল্কস্নেহসৈন্ধবৈঃ।

অমর (অমর শব্দের অর্থ নানা। এস্থলে টীকাকার কোন অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। অতএব গোলঞ্চ দুইভাগ গ্রহণ করা ভাল), সারিবা, বৃহতী, পাঠা, মূর্ব্বা (মুগরো), আরগ্বধ, বৎসক (ইন্দ্রযব) এই সকলের ক্বাথ; বেড়েলা, ময়নাফল, সর্ষপ, সৈন্ধব, অমর (অমরদারু ?), কুড়, এলা, পিপুল, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ এই সকলের কল্ক এবং কটুতৈল, মধু, যবক্ষার, গোমূত্র, তৈল ও জল এই সকল একত্র করিয়া বস্তি দিবে। এই আস্থাপন শীঘ্র কামলা, পাণ্ডু, মেহ, মেদ, অগ্নিমান্দ্য, কফরোগ, অরুচি, গলগণ্ড, গর, গ্লানি, শ্লীপদ ও উদর নষ্ট করে। ১৭। দশমূল, হরিদ্রা, বিল্ব, পলতা, ত্রিফলা, অমর (অমরদারু) এই সকলের ক্বাথ; মুতো, সৈন্ধব, দেবদারু, আকনাদি, পিপুল, ইন্দ্রযব এবং তৈল ক্ষার ও মধু একত্র করিয়া বস্তি দিবে। এই আস্থাপনে গোমূত্র ও অম্লফল যোজনা করিতে হয়। ইহাতে কফ, পাণ্ডু, মদ, আলস্য, মূত্রবায়ুর বিবন্ধ, আম, আটোপ, অপচী, শ্লেষ্মা, গুল্ম ও ক্রিমিবিকার নষ্ট হয়। ১৮। বাসক, পাষাণভেদী, পুনর্নবা, ধনে, এরণ্ডমূল, দশমূল, বেড়েলা, মুগরো, যব, কুল, শটী, কুলত্থ, বিল্ব, ভূনিম্ব প্রত্যেকে এক পল লইয়া ক্বাথ করিবে। আর মদনফল, যষ্টিমধু, বচ, দেবদারু, সর্ষপ, পিপুলমূল, সৈন্ধব, যমানী, মৌরী ও ইন্দ্রযবের কল্ক এবং মধু, ইক্ষু, দুগ্ধ, গোমূত্র, ঘৃত, তৈল ও মাংসরস একত্র করিয়া আস্থাপন দিবে। এই আস্থাপনে সংসৃষ্ট রোগ সকল আরাম হয়। ইহাতে গৃধ্রসী, শর্করা, অষ্ঠীলা, তূণী ও গুল্মরোগ আরাম হইয়া থাকে। ১৯। রাস্না, আরগ্বধ, পুনর্নবা, কট্কী, বেণা, মুতো, ত্রায়মাণা, গোলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, পঞ্চমূল, বিভীতক ও বলা প্রত্যেকে এক পল লইয়া ক্বাথ করিবে। আর মদনফল, যষ্টিমধু, মৌরী, সৈন্ধব, প্রিয়ঙ্গু ও ইন্দ্রযব এই সকলের কল্ক দিবে এবং তাহাতে রসাঞ্জন, মাংসরস, মধু, দ্রাক্ষা ও সৌবীর যোগ করিবে। আর এই বস্তি সুখোষ্ণ করিয়া দিতে হয়। ইহা মাংস, শুক্র, বল ও ওজঃ বৃদ্ধি করে। ইহা আয়ু ও অগ্নির সংকর্ত্তা। আর এই সকল রোগকে শীঘ্র হরণ করিয়া থাকে, যথা;—গুল্ম, রক্তপ্রদর, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষত, ক্ষয়, বিষমজ্বর, অর্শ, গ্রহণী, বাতকুণ্ডলী, জানু জঙ্ঘা মস্তক ও বস্তির বেদনা, উদাবর্ত্তবায়ু, বাতরক্ত, শর্করা, অষ্ঠীলা, কুক্ষিশূল, উদর, অরুচি, রক্তপিত্ত, কফ, উন্মাদ, প্রমেহ, আধ্মান ও হৃদ্গ্রহ দূর করে। ২০। কুপিত বায়ুতে বাতঘ্ন ঔষধসমূহের ক্বাথ সৈন্ধব ও ত্রিবৃৎ-কল্কের সহিত সংযুক্ত এবং অম্লযুক্ত ও সুখোষ্ণ করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ২১। পিত্তে ন্যগ্রোধাদি গণের ক্বাথ কাকোল্যাদি-কল্ক এবং ঘৃত ও শর্করার সহিত সংযুক্ত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ২২। কুপিত কফে আরগ্বধাদির ক্বাথ, পিপ্পল্যাদি গণের কল্ক এবং মধু ও গোমূত্রের বস্তি দিতে হয়। ২৩। কুপিত রক্তে শর্করা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও ঘৃত সুশীতল করিয়া ক্ষীরবৃক্ষ-কষায়ের সহিত বস্তি দিতে হয়। ২৪। শোধন-দ্রব্যসমূহের ক্বাথ ও

যুক্তাঃ খজেন মথিতা বস্তয়ঃ শোধনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫
ত্রিফলাক্বাথগোমূত্রক্ষৌদ্রক্ষারসমাযুতাঃ।
উষকাদিপ্রতীবাপা বস্তয়ো লেখনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৬
বৃংহণদ্রব্যনিঃক্বাথাঃ কল্কৈর্মধুরকৈর্যুতাঃ।
সর্পির্মাংসরসোপেতা বস্তয়ো বৃংহণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭
চটকাণ্ডোচ্চটাক্বাথাঃ সক্ষীরঘৃতশর্করাঃ।
আত্মগুপ্তাফলাবাপাঃ স্মৃতা বাজীকরা নৃণম্ ॥ ২৮
বিদার্য্যৈরাবতীশেলু-শাল্মলীধম্বনাঙ্কুরাঃ।
ক্ষীরসিদ্ধাঃ ক্ষৌদ্রযুতাঃ সাস্রাঃ পিচ্ছিলসংজ্ঞিতাঃ ॥ ২৯
বারাহমাহিষৌরভ্র-বৈড়ালৈণেয়কৌক্কুটম্।
সদ্যস্কমস্গণ্ডং বা দেয়ং পিচ্ছিলবস্তিষু ॥ ৩০
প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণক্বাথা অম্বষ্ঠাদ্যেন সংযুতাঃ।
সক্ষৌদ্রাঃ সঘৃতাশ্চৈব গ্রাহিণো বস্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
এতেষেব চ যোগেষু স্নেহাঃ সিদ্ধাঃ পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তেষথ বা সম্যগ্বিধেয়াঃ স্নেহবস্তয়ঃ ॥ ৩২
বন্ধ্যানাং শতপাকেন শোধিতানাং যথাক্রমম্।
বলাতৈলেন দেয়াঃ স্যুর্বস্তয়স্ত্রৈবৃতেন চ ॥ ৩৩
নরস্যোত্তমসত্ত্বস্য তীক্ষ্ণং বস্তিং নিধাপয়েৎ।
মধ্যমং মধ্যসত্ত্বস্য বিপরীতস্য বৈ মৃদুম্ ॥
এবং কালং বলং দোষং বিকারঞ্চ বিকারবিৎ।
বস্তিদ্রব্যবলঞ্চৈব বীক্ষ্য বস্তীন্ প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৪
দদ্যাদুৎক্লেশনং পূর্ব্বং মধ্যে দোষহরং পুনঃ।
পশ্চাৎ সংশমনীয়ঞ্চ দদ্যাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫
এরণ্ডবীজং মধুকং পিপ্পলী সৈন্ধবং বচা।
হবুষাফলকল্কশ্চ বস্তিরুৎক্লেশনঃ স্মৃতঃ ॥
শতাহ্বা মধুকং বীজং কৌটজং ফলমেব চ।
সকাঞ্জিকঃ সগোমূত্রো বস্তির্দোষহরঃ স্মৃতঃ ॥
প্রিয়ঙ্গু মধুকং মুস্তা তথৈব চ রসাঞ্জনম্।
সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্দোষাণাং শমনঃ পরঃ ॥ ৩৬
নৃপাণাং তৎসমানানাং তথা সুমহতামপি।
নারীণাং সুকুমারাণাং শিশুস্থবিরয়োরপি ॥
দোষনির্হরণার্থায় বলবর্ণোদয়ায় চ।
সমাসেনোপদক্ষ্যামি বিধানং মাধুতৈলিকম্ ॥
যানস্ত্রীভোজ্যপানেষু নিয়মশ্চাত্র নোচ্যতে।
ফলঞ্চ বিপুলং দৃষ্টং ব্যাপদাঞ্চাপ্যসম্ভবঃ ॥
যোজ্যস্ততঃ সুখেনৈব নিরূহক্রমমিচ্ছতা।
যদেচ্ছতি তদৈবৈষ প্রযোক্তব্যো বিপশ্চিতা ॥ ৩৭
মধুতৈলে সমে স্যাতাং ক্বাথশ্চৈরণ্ডমূলজঃ।
পলার্দ্ধং শতপুষ্পায়াস্ততোঽর্দ্ধং সৈন্ধবস্য চ ॥
ফলেনৈকেন সংযুক্তঃ খজেন চ বিলোড়িতঃ।
দেয়ঃ সুখোষ্ণো ভিষজা মাধুতৈলিকসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩৮
বচামধুকতৈলঞ্চ ক্বাথঃ সরসসৈন্ধবঃ।
পিপ্পলীফলসংযুক্তো বস্তির্যুক্তরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯

কল্ক আর স্নেহ ও সৈন্ধব খলে মর্দ্দন করিয়া শোধন বস্তি প্রস্তুত করিতে হয়। ২৫। ত্রিফলার ক্বাথ, গোমূত্র, মধু ও যবক্ষার এবং উষকাদি গণের কল্ক একত্র করিলে লেখন বস্তি হয়। ২৬। বৃংহণ দ্রব্যসমূহের ক্বাথ, মধুরগণের কল্ক এবং ঘৃত ও মাংসরস একত্র করিলে বৃংহণ বস্তি হয়। ২৭। চটকের অণ্ড, উচ্চটার (টীকাকার-মতে ঘুর্ঘুর। ঘুঘু?) ক্বাথ, দুগ্ধ, ঘৃত ও শর্করা এবং আলকুশীর কল্ক একত্র করিলে বাজীকরণ বস্তি হয়। ২৮। বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), ঐরাবতী (নাগবলা) এবং শেলু (শ্লেষ্মাতক), শাল্মলী ও ধন্বনের অঙ্কুর দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। অনন্তর তাহাতে মধু ও রক্ত সংযুক্ত করিতে হয়। ইহাকেই পিচ্ছিল বস্তি কহে। ২৯। বরাহ, মহিষ, মেষ, বিড়াল, এণ ও কুক্কুট ইহাদের সদ্যোরক্ত বা ডিম্ব পিচ্ছিল-বস্তিসমূহে দেওয়া উচিত। ৩০। প্রিয়ঙ্গ্বাদি গণের ক্বাথ, অম্বষ্ঠাদি গণের কল্ক, মধু ও ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিলে সংগ্রাহক বস্তি হয়। ৩১। আর এই সকল যোগের সহিত স্নেহ সকল পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধ করিয়া অথবা সমস্ত যোগের সহিত সিদ্ধ করিয়া স্নেহ-বস্তি প্রস্তুত করা যায়। ৩২। বন্ধ্যাদিগকে শোধন করিয়া যথাক্রমে শতপাক বলাতৈল ও ত্রৈবৃত স্নেহ-বস্তি দিবে। ৩৩। বলবান্ মানুষকে তীক্ষ্ণ বস্তি দিবে। মধ্যমবলকে মধ্যমবীর্য্য ও দুর্ব্বলকে মৃদু বস্তি দিতে হয়। এইরূপে কাল, বল, দোষ ও বিকার এবং বস্তিদ্রব্যের বল বিবেচনা করিয়া বস্তি দিতে হয়। ৩৪। প্রথমে উৎক্লেশন বস্তি, পরে দোষহর বস্তি এবং পরে সংশমনীয় বস্তি দিতে হয়। ৩৫। এরণ্ডবীজ, যষ্টিমধু, পিপুল, সৈন্ধব, বচ, হপুষা ও মদনফলের কল্ক উৎক্লেশন বস্তি বলিয়া অভিহিত হয়। শতপুষ্পা, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, ফল (ত্রিফলা), কাঞ্জিক ও গোমূত্র এই সকলের বস্তি দোষহর। প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুতো, রসাঞ্জন ও দুগ্ধ এই সকলের বস্তি দোষশমন। ৩৬। এক্ষণে সংক্ষেপে মাধুতৈলিক বস্তি বলিতেছি। ইহা রাজা, রাজতুল্য ব্যক্তিগণ, মহাজন, নারী, সুকুমার, শিশু ও স্থবিরদিগের উপযোগী। ইহাতে দোষের নির্হরণ এবং বল ও বর্ণের উদয় হইয়া থাকে। এই বস্তি গ্রহণ করিয়া যান, স্ত্রী, ভোজন ও পানের কঠিন নিয়ম সকল পালন করিতে হয় না। ইহার বিপুল ফল দেখা গিয়াছে, অথচ ইহাতে কোন ব্যাপৎ হয় না। যে ব্যক্তি সুখকর নিরূহ-চিকিৎসা ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে এই নিরূহ প্রযোজ্য। ইহা যখন ইচ্ছা দেওয়া যায়। ৩৭। মধু, তৈল ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ সমান সমান, শতপুষ্পার কল্ক অর্দ্ধপল, সৈন্ধব দুই তোলা এবং মদনফল একটী খলে আলোড়িত করিবে। এই বস্তি সুখোষ্ণ করিয়া দিতে হয়। ইহাকে মাধুতৈলিক বলে [টীকাকার মতে এই বস্তি সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রস্থ হওয়া উচিত]। ৩৮। বচ, যষ্টিমধু, তৈল, মাংসরস, সৈন্ধব, পিপুল ও মদনফলের বস্তিকে যুক্তরথ মাধুতৈলিক বলে। ৩৯।

সুরদারু বরা রাস্না শতপুষ্পা বচা মধু।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তো বস্তির্দোষহরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০
পঞ্চমূলীকষায়ঞ্চ তৈলং মাগধিকা মধু।
বস্তিরেষ বিধাতব্যঃ সশতাহ্বঃ সসৈন্ধবঃ ॥ ৪১
যবকোলকুলত্থানাং ক্বাথো মাগধিকা মধু।
সসৈন্ধবঃ সমধুকঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪২
মুস্তাপাঠামৃতাতিক্তা-বলারাস্নাপুনর্নবাঃ।
মঞ্জিষ্ঠারগ্বধোশীর-ত্রায়মাণাখ্যগোক্ষুরান্ ॥
পালিকান্ পঞ্চমূলাভ্যাসহিতান্ মদনাষ্টকম্।
জলাঢ়কে পচেৎ ক্বাথং পাদশেষং পুনঃ পচেৎ ॥
ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুক্তং ক্ষীরশেষং পরিস্রুতম্।
পাদেন জাঙ্গলরসস্তথা মধু ঘৃতং সমম্ ॥
শতাহ্বাফলিনীযষ্টি-বৎসকৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
কার্ষিকৈঃ সৈন্ধবযুতৈঃ কল্কৈর্বস্তিঃ প্রযোজিতঃ ॥
বাতাসৃঙ্মেহশোফার্শো-গুল্মমূত্রবিবন্ধনুৎ।
বিসর্পজ্বরবিড়্ভঙ্গ-রক্তপিত্তবিনাশনঃ ॥
বল্যঃ সঞ্জীবনো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যঃ শূলনাশনঃ।
আস্থাপনানামগ্র্যঃ বা ভো বস্তির্মুস্তাদিকো মতঃ ॥ ৪৩
অবেক্ষ্য ভেষজং বুদ্ধ্যা বিকারঞ্চ বিকারবিৎ।
বীজেনানেন মতিমান্ কুর্য্যাদ্বস্তিশতান্যপি ॥ ৪৪
অজীর্ণে ন প্রযুঞ্জীত দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
আহারাচারিকং শেষমন্যদ্যুক্তং সমাচরেৎ ॥ ৪৫
যস্মান্মধু চ তৈলঞ্চ প্রাধান্যেন প্রদীয়তে।
মাধুতৈলিক ইত্যেবং ভিষগ্ভির্বস্তিরুচ্যতে ॥
রথেষ্বপি চ যুক্তেষু হস্ত্যশ্বে চাপি কল্পিতে।
যস্মান্ন প্রতিষিদ্ধোঽয়মতো যুক্তরথঃ স্মৃতঃ ॥
বলোপচয়বর্ণানাং যস্মাদ্ব্যাধিশতস্য চ।
ভবত্যেতেন সিদ্ধিস্তু সিদ্ধবস্তিরতো মতঃ ॥
সুখিনামল্পদোষাণাং নিত্যং স্নিগ্ধাশ্চ যে নরাঃ।
মৃদুকোষ্ঠাশ্চ যে তেষাং বিধেয়া মাধুতৈলিকাঃ ॥
মৃদুত্বাৎ পাদহীনত্বাদকৃৎস্নবিধিসেবনাৎ।
একবস্তিপ্রদানাচ্চ সিদ্ধবস্তিষ্বযন্ত্রণা ॥ ৪৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে নিরূহোপক্রম-চিকিৎসিতং নামাষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাত আতুরোপদ্রবচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
স্নেহপীতস্য বান্তস্য বিরিক্তস্য রুতাহ্নজঃ।
নিরূঢ়স্য চ কায়াগ্নির্মন্দো ভবতি দেহিনঃ ॥
সোঽন্নৈরত্যর্থগুরুভিরুপযুক্তৈঃ প্রশাম্যতি।
অল্পো মহদ্ভির্বহুভিশ্ছাদিতোঽগ্নিরিবেন্ধনৈঃ ॥

দেবদারু, বরা (ত্রিফলা), রাস্না, শতপুষ্পা, বচ, মধু, হিঙ্গু ও সৈন্ধব এই সকলের বস্তি দোষহর। ৪০। পঞ্চমূলীর কষায়, তৈল, মাগধিকা (পিপুল), মধু, শতপুষ্পা ও সৈন্ধবের বস্তিও উপযোগী। ৪১। যব, কুল, কুলত্থ ইহাদের ক্বাথ, পিপুল, মধু, সৈন্ধব ও যষ্টিমধু এই সকলের বস্তিকে সিদ্ধ বস্তি কহে। ৪২। মুতো, আকনাদি, গোলঞ্চ, তিক্তা, বেড়েলা, রাস্না, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, আরগ্বধ, বেণা, ত্রায়মাণ, গোক্ষুর ও পঞ্চমূল প্রত্যেকে একপল এবং মদনফল আটটী এক আঢ়ক জলে পাক করিয়া পাদশেষে নামাইবে। অনন্তর সেই পাদশেষ পাচন এক প্রস্থ দুগ্ধের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং দুগ্ধশেষে নামাইবে। অনন্তর উহার চতুর্থাংশ জাঙ্গলরস ও জাঙ্গলরসের সমান মধুঘৃত সংযুক্ত করিবে। আর উহাতে শতপুষ্পা, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন ও সৈন্ধবের কল্ক এক এক কর্ষ মিশ্রিত করিবে। এই বস্তি প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত, মেহ, শোথ, অর্শ, গুল্ম, মূত্রবিবন্ধ, বিসর্প, জ্বর, বিষ্ঠাবন্ধ ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ইহা বল্য, সঞ্জীবন, বৃষ্য, চক্ষুষ্য ও শূলনাশক। ইহার নাম মুস্তাদি বস্তি। ইহা আস্থাপনদিগের শ্রেষ্ঠ। ৪৩। বস্তি সম্বন্ধে যে বীজমাত্র উপদেশ দেওয়া গেল, তদ্দৃষ্টে চিকিৎসক বুদ্ধিচালনা ও রোগ বিচার করিয়া শতশত বস্তি প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ৪৪। অজীর্ণে বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। বস্তিগ্রহণের পর দিবাস্বপ্ন পরিত্যাগ করিবে এবং অন্যান্য উপযুক্ত আহার ও আচারিক পরিগ্রহ করিবে। ৪৫। যেহেতু এই সমস্ত বস্তিতে মধু ও তৈল প্রধানরূপে প্রয়োগ করা যায়, এইজন্য ইহাকে মাধুতৈলিক বস্তি বলা হইয়া থাকে। ভ্রমণার্থ রথ, হস্তী ও অশ্ব সজ্জিত থাকিলেও যেহেতু এই বস্তি গ্রহণ করা যায়, এইজন্য ইহাকে যুক্ত-রথ বস্তি কহে। যেহেতু ইহাতে বল, পুষ্টি ও বর্ণের উপচয় হয় এবং শত শত ব্যাধির সিদ্ধি হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে সিদ্ধ-বস্তি কহে। এই সকল মাধুতৈলিক বস্তি সুখী, অল্পদোষ, স্নিগ্ধ ও মৃদুকোষ্ঠদিগের পক্ষে উপযোগী। সিদ্ধ-বস্তি মৃদু ও পাদহীন (অর্থাৎ অন্যান্য বস্তির তৃতীয়াংশ) বলিয়া অথচ ইহাতে বমনাদি-বিধি সমস্ত পালন করিতে হয় না বলিয়া এবং একবার প্রয়োগেই কার্য্য হয় বলিয়া ইহাতে কঠিন নিয়ম সমস্ত পালন করিতে হয় না। ৪৬।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

আতুরোপদ্রবচিকিৎসা।

অনন্তর আমরা আতুরোপদ্রব-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। স্নেহপীত, বান্ত, বিরিক্ত, মুক্তরক্ত ও নিরূঢ় ব্যক্তির পাচকাগ্নি মন্দ হইয়া থাকে। উহা গুরু অন্নে আচ্ছন্ন হইলে নির্ব্বাণ হয়। যেমন অল্প অগ্নি মহান্ ও

স চাল্পৈর্লঘুভিশ্চান্নৈরুপযুক্তৈর্বিবর্দ্ধতে।
কাষ্ঠৈরণুভিরল্পৈশ্চ সন্ধুক্ষিত ইবানলঃ॥ ২
হৃতদোষপ্রমাণেন সদাহারবিধিঃ স্মৃতঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রমাণানি প্রস্থোঽর্দ্ধাঢ়কমাঢ়কম্॥
তত্রাবরং প্রস্থমাত্রং দ্বে শেষে মধ্যমোত্তমে॥ ৩
প্রস্থে পরিস্রুতে দেয়া যবাগূঃ স্বল্পতণ্ডুলা।
দ্বে চৈবার্দ্ধাঢ়কে দেয়ে তিস্রশ্চাপ্যাঢ়কে গতে॥ ৪
বিলেপীমুচিতাত্তক্তাচ্চতুর্থাংশকৃতাং ততঃ।
দদ্যাদ্যুক্তেন বিধিনা ক্লিন্নসিক্থামপিচ্ছিলাম্॥
অস্নিগ্ধলবণাং স্বচ্ছমুদ্গযূষযুতাং ততঃ॥ ৫
অংশদ্বয়প্রমাণেন দদ্যাৎ সুস্নিগ্ধমোদনম্।
ততঃ সঘৃতমণ্ডেন হৃদ্যেনেন্দ্রিয়বোধিনা॥ ৬
ত্রীনংশান্ বিতরেদ্ভোক্তুম তুরায়ৌদনং মৃদুম্।
ততো যথোচিতং ভক্তং ভোক্তুমস্মৈ বিচক্ষণঃ।
লাবণৈর্হরিণাদীনাং রসৈর্দদ্যাৎ সুসংস্কৃতৈঃ॥ ৭
হীনমধ্যোত্তমেষেব বিরেকেষু বিধিঃ স্মৃতঃ।

বহু ইন্ধনে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। আবার সেই অগ্নি অল্প ও লঘু অন্ন সেবন করিলে বর্দ্ধিত হয়। যেমন অগ্নি ক্ষুদ্র ও অল্প কাষ্ঠ দ্বারা সন্ধুক্ষিত হইয়া থাকে। ২। অপহৃত দোষের পরিমাণ অনুসারে আহারবিধি সচরাচর কল্পিত হইয়া থাকে। এস্থলে পরিমাণ তিন প্রকার ;—এক প্রস্থ, অর্দ্ধ আঢ়ক ও এক আঢ়ক। তন্মধ্যে একপ্রস্থ অবর মাত্রা, অর্দ্ধাঢ়ক মধ্যম মাত্রা এবং এক আঢ়ক উৎকৃষ্ট মাত্রা। ৩। একপ্রস্থ পরিমিত দোষ পরিস্রুত হইলে রোগীকে স্বল্পতণ্ডুল যবাগূ পান করাইবে। [এস্থলে স্বল্পতণ্ডুল বলাতে যে পরিমাণ তণ্ডুলের অন্ন রোগী সুস্থ অবস্থায় সেবন করিয়া থাকে, তাহার চতুর্থাংশ তণ্ডুলের যবাগূ অর্থ করা যাইতে পারে]। অর্দ্ধাঢ়ক দোষ পরিস্রুত হইলে যবাগূ দুইবার পান করাইবে। আর এক আঢ়ক দোষ পরিস্রুত হইলে যবাগূ তিনবার পান করাইবে। ৪। অনন্তর রোগীর অভ্যস্ত তণ্ডুলের চতুর্থাংশ পরিমাণ তণ্ডুল লইয়া তাহাতে বিলেপী প্রস্তুত করিবে। এই বিলেপীর সিক্থ ক্লিন্ন অথচ অপিচ্ছিল হওয়া উচিত। এই বিলেপী রোগীকে যথানিয়মে প্রদান করিবে। ইহা অস্নিগ্ধ ও অলবণ হওয়া আবশ্যক এবং স্বচ্ছ মুদ্গযূষের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। ৫। অনন্তর রোগীর অভ্যস্ত তণ্ডুলের অর্দ্ধেক পরিমাণ তণ্ডুল লইয়া তাহাতে অন্ন প্রস্তুত করিবে। এই অন্ন হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর ঘৃতমণ্ডযোগে সুস্নিগ্ধ করিয়া রোগীকে দিবে। ৬। অনন্তর রোগীর অভ্যস্ত তণ্ডুল চারি অংশ করিয়া তাহা হইতে তিন অংশ গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে মৃদু অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইবে। অনন্তর ইহাকে যথাভ্যস্ত অন্ন ভোজন করাইবে এবং আনুষঙ্গিক হরিণাদি জাঙ্গলমাংসের রস লবণযুক্ত ও সুসংস্কৃত করিয়া দিবে। ৭।

একদ্বিত্রিগুণঃ সম্যগাহারস্ত ক্রমো হিতঃ॥ ৮
কফপিত্তাধিকান্ মদ্যনিত্যান্ হীনবিশোধিতান্।
পেয়াভিষ্যন্দয়েৎ তেষাং তর্পণাদিক্রমো হিতঃ॥ ৯
বেদনালাভনিয়ম-শোকবৈচিত্ত্যহেতুভিঃ।
নরানুপোষিতাংশ্চাপি বিরিক্তবদুপাচরেৎ॥ ১০
আঢ়কার্দ্ধাঢ়কপ্রস্থসংখ্যা হ্যেষা বিরেচনে।
একো বিরেকঃ শ্লেষ্মান্তো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চন॥
বলং যৎ ত্রিবিধং প্রোক্তমতস্তত্র ক্রমস্ত্রিধা।
তত্রাদ্যক্রমমেকন্তু বলস্থঃ সকৃদাচরেৎ॥
দ্বিরাচরেন্মধ্যবলস্ত্রীন্ বারান্ দুর্ব্বলস্তথা।
কেচিদেবং ক্রমং প্রাহুর্মন্দমধ্যোত্তমাগ্নিষু॥ ১১
সংসর্গেণ বিবৃদ্ধেঽগ্নৌ দোষকোপভয়াত্তজেৎ।
প্রাক্ স্বাদুতিক্তৌ স্নিগ্ধাম্ললবণান্ কটুকং ততঃ॥
স্বাদ্বম্ললবণান্ ভূয়ঃ স্বাদুতিক্তাবতঃ পরম্।
স্নিগ্ধরূক্ষান্ রসাংশ্চৈব ব্যত্যাসাৎ স্বস্থবৎ ততঃ॥ ১২
কেবলং স্নেহপীতো বা বান্তো যশ্চাপি কেবলম্।
স সপ্তরাত্রং মনুজো ভুঞ্জীত লঘু ভোজনম্॥
কৃতঃ শিরাব্যধো যস্য কৃতং যস্য শোধনম্।
স না পরিহরেন্মাসং যাবদ্বা বলবান্ ভবেৎ॥

হীন, মধ্যম ও উত্তম বিরেচনের পর এইরূপ এক, দুই ও ত্রিগুণ আহারক্রম সম্যক্‌রূপে হিতকর হইয়া থাকে। ৮। যাহারা কফপিত্তাধিক, মদ্যনিত্য বা হীন-সংশোধিত, পেয়া তাহাদিগকে অভিষ্যন্দিত করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে তর্পণাদি ক্রম হিতকর। ৯। বেদনা, অলাভ (প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রাপ্তি ?), নিয়ম (ব্রতাদি), শোক ও বৈচিত্ত্য এই সকল কারণেও লোকে কর্শিত হইয়া থাকে। উহাদিগকেও বিরিক্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ১০। বিরেচনের উত্তম, মধ্যম ও অধমসংখ্যা এইরূপে আঢ়ক, অর্দ্ধাঢ়ক ও একপ্রস্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্বে যে তিন প্রকার বল উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে এস্থলে তিন প্রকার সংসর্জ্জনক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বলবান্ ব্যক্তি একবারই ক্রম পালন করিবে [৪ প্রকরণ দেখ], মধ্যবল ব্যক্তি দুইবার পালন করিবে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি তিনবার পালন করিবে। কোন কোন মতে এইরূপ ক্রম যথাক্রমে মন্দ, মধ্য ও উত্তম অগ্নির সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ১১। এইরূপ সংসর্জ্জনক্রম পালন করিলে অগ্নি বিবৃদ্ধ হয়। পাছে দোষের প্রকোপ হয়, এই ভয়ে বিবৃদ্ধাগ্নি ব্যক্তি প্রথমতঃ স্বাদু ও তিক্ত, পরে স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণ এবং তৎপরে কটু ভোজন করিবে। আবার ব্যত্যাস-ক্রমে স্বাদু অম্ল ও লবণ এবং স্বাদু তিক্ত ভোজন করিবে। এইরূপে ব্যত্যাস-ক্রমে স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ভোজন করিবে। অনন্তর সুস্থের ন্যায় আহার বিহার করিবে। ১২। কেবল স্নেহপান বা কেবল বমনের পর সপ্তরাত্র লঘুভোজন করিতে হয়। যাহার শিরাব্যধ করা হইয়াছে এবং যাহার শোধন (বিরেচন) করা হইয়াছে

একৈকস্মিন্ পরিহরেদ্বস্তৌ বস্তৌ ত্র্যহং ত্র্যহম্।
তৃতীয়ে তু পরীহারে যথাযোগং সমাচরেৎ॥ ১৩
তৈলপূর্ণমিমৃদ্ভাণ্ড-সধর্ম্মাণো ব্রণাতুরাঃ।
স্নিগ্ধশুদ্ধাক্ষিরোগার্ত্তা জ্বরাতীসারিণশ্চ যে॥ ১৪
ক্রুধ্যতঃ কুপিতং পিত্তং কুর্য্যাৎ তাংস্তানুপদ্রবান্।
আয়াস্যতঃ শোচতো বা চিত্তং বিভ্রমমৃচ্ছতি॥
মৈথুনোপগমাদ্ঘোরান্ ব্যাধীনাপ্নোতি দুর্ম্মতিঃ।
আক্ষেপকং পক্ষঘাতমঙ্গপ্রগ্রহমেব চ॥
গুহ্যপ্রদেশে শ্বয়থুং কাসশ্বাসৌ চ দারুণৌ।
শুক্রবচ্চাপি রুধিরং সরক্তকং প্রবর্ত্ততে॥
লভতে চ দিবাস্বপ্নাৎ তাংস্তান ব্যাধীন্ কফাত্মকান্।
প্লীহোদরং প্রতিশ্যায়ং পাণ্ডুতাং শ্বয়থুং জ্বরম্।
মোহং সদনমঙ্গানামবিপাকং তথারুচিম্॥
তমসা চাভিভূতস্তু স্বপ্নমেবাভিনন্দতি॥
উচ্চৈঃসম্ভাষণাদ্বায়ুঃ শিরস্তাপাদয়েদ্রুজম্।
আন্ধ্যং জাড্যমজিঘ্রত্বং বাধির্য্যং মূকতাং তথা॥
হনুমোক্ষমধীমন্থমর্দ্দিতঞ্চ সুদারুণম্।
নেত্রস্তম্ভং নিমেষং বা তৃষ্ণাং কাসং প্রজাগরম্।
লভতে দন্তচালঞ্চ তাংস্তাংশ্চান্যানুপদ্রবান্॥

যানযানাৎ তু লভতে ছর্দ্দিমূর্চ্ছাভ্রমক্লমান্ঃ
তথৈবাঙ্গগ্রহং ঘোরমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ বিভ্রমম্॥
চিরাসনাৎ তথা স্নানাচ্ছ্রোণ্যাং ভবতি বেদনা॥
অতিচংক্রমণাদ্বায়ুর্জঙ্ঘয়োঃ কুরুতে রুজঃ।
সক্থিপ্রশোষং শোফং বা পাদহর্ষমথাপি বা॥
শীতসম্ভোগতোয়ানাং সেবা মারুতবৃদ্ধয়ে।
ততোহঙ্গমর্দ্দবিষ্টম্ভ-শূলাধ্মানপ্রবেপকাঃ॥
বাতাতপাভ্যাং বৈবর্ণ্যং জ্বরঞ্চাপি সমাপ্নুয়াৎ।
বিরুদ্ধাধ্যশনান্মৃত্যুং ব্যাধিং বা ঘোরমৃচ্ছতি॥
অসাত্ম্যভোজনং হন্যাদ্ বলবর্ণমসংশয়ম্॥
অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ ভুঞ্জতে যেহপ্রমাণতঃ।
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥ ১৫
ব্যাপদাং কারণং বীক্ষ্য ব্যাপৎস্বেতাসু বুদ্ধিমান্।
প্রযতেতাতুরারোগ্যে প্রত্যনীকেন হেতুনা॥ ১৬
বিরিক্তবান্তৈর্হরিণৈণলাবকাঃ শশশ্চ সেব্যঃ সময়ূরতিত্তিরিঃ।
সষষ্টিকাশ্চৈব পুরাণশালয়স্তথৈব মুদ্গা লঘু যচ্চ কীর্ত্তিতম্॥ ১৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে আতুরোপদ্রব-
চিকিৎসিতং নামৈকোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

তাহার পক্ষে এক মাস বা সে বলবান্ না হওয়া পর্য্যন্ত বক্ষ্যমাণ ক্রোধাদি পরিহার করিবে। আর এক এক বস্তির পর তিন তিন দিন পরিহার করিবে। তৃতীয় পরিহারের পর যথাযোগ আহারাদি সেবন করিবে। ১৩। ব্রণরোগীদিগকে তৈলপূর্ণ কাঁচা মৃদ্ভাণ্ডের ন্যায় মনে করা যায়। স্নিগ্ধ, শুদ্ধ অক্ষিরোগার্ত্ত ও জ্বরাতিসাররোগীদিগকেও ঐরূপ মনে করিতে হয়। সুতরাং উহাদিগকে সাবধানে পরিহার-বিধি পালন করিতে হয়। ১৪। ঐ সকল অবস্থায় কুপিত হইলে কুপিত পিত্ত দাহ পিপাসা প্রভৃতি পিত্তজনিত উপদ্রব সকল উৎপাদন করে। আয়াসকারী বা শোককারীর চিত্ত বিভ্রম প্রাপ্ত হয়। মৈথুন প্রাপ্ত হইলে ঘোর ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, অঙ্গগ্রহ, গুহ্যদেশে শোথ (ভগন্দর) দারুণ শ্বাস-কাস, শুক্রক্ষরণ ও সরক্ত রক্ত (রক্তপ্রদর) হইতে পারে। আর এরূপ রোগী দিবানিদ্রা প্রাপ্ত হইলে কফাত্মক ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়; প্লীহোদর, প্রতিশ্যায়, পাণ্ডুতা, শোথ, জ্বর, মোহ, অঙ্গাবসাদ, অবিপাক ও অরুচি হইয়া থাকে এবং রোগী তমোভিভূত হইয়া কেবল নিদ্রারই অভিনন্দন করে। এরূপ রোগী উচ্চসম্ভাষণ করিলে বায়ু মস্তকে বেদনা উৎপাদন করে এবং অন্ধতা, জাড্য, অজিঘ্রতা (ঘ্রাণশক্তির হীনতা), বাধির্য্য, মূকতা, হনুমোক্ষ, অধিমন্থ, সুদারুণ অর্দ্দিত, নেত্রস্তম্ভ, নিমেষ বা তৃষ্ণা, কাস, নিদ্রাভাব ও দন্তচাল এবং বায়ুজনিত অন্যান্য ব্যাধি হইয়া থাকে। ওরূপ রোগী যানভ্রমণ করিলে বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও ক্লম হইয়া থাকে। আর অঙ্গগ্রহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ঘোর বিভ্রম উপস্থিত হয়। ওরূপ রোগী চিরাসন (সর্ব্বদা বসিয়া থাকা) বা স্নান করিলে শ্রোণিতে বেদনা হয়। অতি চংক্রমণ করিলে বায়ু জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা উৎপাদন করে; এমন কি, সক্থি-বেদনা, শোফ ও পাদহর্ষ পর্য্যন্ত উপস্থিত করে। ওরূপ রোগী শীতসম্ভোগ বা জলসেবা করিলে বায়ুবৃদ্ধি হয়; তাহাতে অঙ্গমর্দ্দ, বিষ্টম্ভ, শূল, আধ্মান ও বেপন হইয়া থাকে। বাতাতপ সেবন করিলে বৈবর্ণ্য ও জ্বর হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ ভোজন করিলে মৃত্যু বা ঘোর ব্যাধি উৎপন্ন হয়। অসাত্ম্য ভোজন করিলে নিশ্চয়ই বল ও বর্ণ নষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল অসংযত ব্যক্তি পশুবৎ প্রমাণাধিক ভোজন করিয়া থাকে, তাহারা সমস্ত রোগের মূল অজীর্ণকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। এই সকল ব্যাপদ্ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য ব্যাপদ্দিগের কারণ বুঝিয়া প্রত্যনীক ঔষধ দ্বারা রোগীর আরোগ্যে যত্নবান্ হইবেন। ১৬। বিরিক্ত ও বান্ত হইবার পর হরিণ, এণ, লাব, শশ, ময়ূর ও তিত্তিরির মাংসযূষ সেবন করিবে। আর ষষ্টিক-তণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুদ্গ ও আর আর লঘুদ্রব্য সকল ভোজন করা যায়। ১৭।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ধূমনস্যকবলগ্রহচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

ধূমঃ পঞ্চবিধো ভবতি। তদ্যথা—প্রায়োগিকঃ স্নেহনো বৈরেচনঃ কাসঘ্নো বামনীয়শ্চেতি॥ ২

তত্রৈলাদিনা কুষ্ঠতগরবর্জ্জেন শ্লক্ষ্ণপিষ্টেন দ্বাদশাঙ্গুলং শরকাণ্ডং ক্ষৌমেণাষ্টাঙ্গুলং বেষ্টয়িত্বা লেপয়েৎ, এষা বর্ত্তিঃ প্রায়োগিকে। স্নেহফলসারমধূচ্ছিষ্টসর্জ্জরসগুগ্গুলুপ্রভৃতিভিঃ স্নেহমিশ্রৈঃ স্নেহনে। শিরোবিরেচনদ্রব্যৈর্বৈরেচনে। বৃহতী-কণ্টকারিকা-ত্রিকটুক-কাসমর্দ্দহিঙ্গিস্নুদী-ত্বঙ্মনঃশিলা-ছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীপ্রভৃতিভিঃ কাসহরৈশ্চ কাসঘ্নে। স্নায়ুচর্ম্মখুরশৃঙ্গকর্কটকাস্থিশুষ্কমৎস্যবল্লূরকৃমিপ্রভৃতিভির্বামনীয়ৈশ্চ বামনীয়ে॥ ৩

তত্র বস্তিনেত্রদ্রব্যৈর্ধূমনেত্রদ্রব্যাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি॥ ৪

ধূমনেত্রন্তু কনিষ্ঠিকাপরিণাহম্, অগ্রে কলায়মাত্রং স্রোতঃ, মূলেঽঙ্গুষ্ঠপরিণাহং, ধূমবর্ত্তিপ্রবেশস্রোতঃ, অঙ্গুলান্যষ্টচত্বারিংশৎ প্রায়োগিকে। দ্বাত্রিংশৎ স্নেহনে। চতুর্ব্বিংশতির্বৈরেচনে। ষোড়শাঙ্গুলং কাসঘ্নে বামনীয়ে চ। এতে অপি কোলাস্থিমাত্রচ্ছিদ্রে ভবতঃ। ব্রণনেত্রমষ্টাঙ্গুলং ব্রণধূপনার্থং কলায়পরিমণ্ডলং কুলত্থবাহিস্রোত ইতি॥ ৫

অথ সুখোপবিষ্টঃ সুমনা ঋজ্বধোদৃষ্টিরতন্দ্রিতঃ স্নেহোক্তাং প্রদীপ্তাগ্রাং বর্ত্তিং নেত্রস্রোতসি প্রণিধায় ধূমং পিবেৎ॥ ৬

মুখেন তং পিবেৎ পূর্ব্বং নাসিকাভ্যাং ততঃ পিবেৎ।
মুখপীতং মুখেনৈব বমেৎ পীতঞ্চ নাসয়া॥
মুখেন ধূমমাদায় নাসিকাভ্যাং ন নির্হরেৎ।
তেন হি প্রতিলোমেন দৃষ্টিস্তত্র নিহন্যতে॥ ৭

বিশেষতস্তু প্রায়োগিকং ঘ্রাণেনাদদীত, স্নেহনং মুখনাসাভ্যাং, নাসিকয়া বৈরেচনং, মুখেনৈবেতরৌ॥ ৮

তত্র প্রায়োগিকে বর্ত্তিং ব্যপগতশরকাণ্ডাং নিবাতাতপশুষ্কামঙ্গারেষ্বদীপ্য নেত্রমূলস্রোতসি প্রযুজ্য ধূমমাহরেতি ব্রূয়াৎ। এবং স্নেহনং বৈরেচনিকঞ্চ কুর্য্যাদিতি। ইতরয়োর্ব্যপেতধূমোদ্গারে স্থিরে সমাহিতে শরাবে প্রক্ষিপ্য বর্ত্তিং

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ধূম-নস্য-কবলগ্রহ।

অনন্তর আমরা ধূম, নস্য ও কবল গ্রহণের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। ধূম পঞ্চবিধ যথা;—প্রায়োগিক, স্নেহন, বৈরেচন, কাসঘ্ন ও বামনীয়। ২। তন্মধ্যে কুড় ও তগর ভিন্ন এলাদি গণ শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রে লেপন করিবে এবং তদ্দ্বারা একটী দ্বাদশাঙ্গুল শরকাণ্ডের অষ্টাঙ্গুল বেষ্টন করিয়া শুষ্ক করিবে। এই বর্ত্তি প্রায়োগিক ধূমে ব্যবহৃত হয়। স্নেহফলের সার, মধূচ্ছিষ্ট, সর্জ্জরস ও গুগ্গুল প্রভৃতি দ্রব্য স্নেহমিশ্রিত করিয়া স্নেহন ধূমের বর্ত্তি করিবে। বৈরেচন ধূমের বর্ত্তি শিরোবিরেচন দ্রব্যে প্রস্তুত করা যায়। কাসঘ্ন ধূমবর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে বৃহতী, কণ্টকারিকা, ত্রিকটু, কাসমর্দ্দ, হিঙ্গু ইঙ্গুদীত্বক্, মনঃশিলা, ছিন্নরুহা ও কর্কটশৃঙ্গী প্রভৃতি কাসহর দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। আর স্নায়ু, চর্ম্ম, খুর, শৃঙ্গ, কাঁকড়ার অস্থি, শুষ্ক মৎস্য, শুষ্ক মাংস ও কৃমি প্রভৃতি বামনীয় দ্রব্যে বামনীয় ধূমবর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়। ৩। ধূমবর্ত্তি একটী নলের মধ্যে পরাইয়া অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক ধূমপান করিতে হয়। যে সকল দ্রব্যে বস্তিনল প্রস্তুত হইয়া থাকে, ধূমবর্ত্তির নলও সেই সকল দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪। প্রায়োগিক ধূমে ধূমবর্ত্তির শর রোগীর কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় পরিণাহবিশিষ্ট হওয়া উচিত। উহার অগ্রভাগের ছিদ্র কলায়মাত্র এবং মূলের ছিদ্র অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় পরিণাহযুক্ত হওয়া আবশ্যক। উহার ছিদ্র এরূপ হওয়া উচিত, যেন উহার মধ্যে ধূমবর্ত্তি প্রবেশ করিতে পারে। আর প্রায়োগিক ধূমে নলের পরিমাণ অষ্টচত্বারিংশৎ অঙ্গুল হওয়া উচিত। স্নেহন ধূমে দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল, বৈরেচন ধূমে চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল এবং কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূমে ষোড়শ অঙ্গুল হওয়া আবশ্যক। এই সকলের ছিদ্রও কুলের আঁঠির ন্যায় সূক্ষ্ম হওয়া উচিত। ব্রণধূপনার্থে যে ব্রণনেত্র কল্পিত হইয়া থাকে, তাহার বেষ্টন কলায়পরিমিত ও ছিদ্র কুলত্থের ন্যায় হওয়া উচিত। ৫। ধূমপান করিতে হইলে রোগী সুখোপবিষ্ট, সুমনাঃ, ঋজু, অধোদৃষ্টি ও অতন্দ্রিত হইয়া স্নেহোক্ত ও প্রদীপ্তাগ্র (যাহার অগ্রভাগ অগ্নিযুক্ত করা হইয়াছে) বর্ত্তি নলের ছিদ্রে প্রণিহিত করিয়া ধূমপান করিবে। ৬। প্রথমে মুখ দ্বারা ধূমপান করিতে হইবে। পরে নাসিকাদ্বয়ে পান করিবে। মুখপীত ধূম মুখ দ্বারাই বহির্গত করিবে। আর নাসাপীত ধূম নাসা দ্বারাই নির্গত করিবে। মুখ দ্বারা ধূমগ্রহণ করিয়া নাসিকাদ্বয়ে নির্গত করিবে না। কেননা সেই ধূম প্রতিলোম হওয়াতে দৃষ্টিহানি হয়। ৭। বিশেষতঃ প্রায়োগিক ধূম ঘ্রাণ দ্বারা গ্রহণ করিবে। স্নেহন ধূম মুখ ও নাসা দ্বারা গ্রহণ করিবে। বৈরেচন ধূম নাসা দ্বারা এবং কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূম মুখ দ্বারা পান করিতে হয়। ৮। প্রায়োগিক ধূম পান করিতে হইলে বর্ত্তিকে শরকাণ্ড হইতে অপসৃত এবং নিবাত ও নিরৌদ্রে শুষ্ক করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে দীপ্ত করিবে এবং নলমূলের ছিদ্রে যোজনা করিয়া ধূমপান করিবে। রোগীকে এইরূপ উপদেশ দিতে হয়। স্নেহ ও বৈরেচনিক ধূমও এইরূপে পান করিতে হয়। অপর দুই ধূম পান করিতে হইলে একটী দৃঢ় শরাবে বর্ত্তি অগ্নির সহিত স্থাপন করিতে হয়। অনন্তর শরাবের ধূমোদ্গারণ অপগত হইলে উহাকে আর একটী শরাব দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। যেন দ্বিতীয় শরাবে একটী ছিদ্র

মূলচ্ছিদ্রেণাস্তেন শরাবেণ পিধায় তস্মিংশ্ছিদ্রে নেত্রমূলং সংযোজ্য ধূমমাসেবেত। প্রশান্তে ধূমে বর্ত্তিমবশিষ্টাং প্রক্ষিপ্য পুনরপি ধূমং পায়য়েদা দোষবিশুদ্ধেঃ। এষ ধূমপানোপায়বিধিঃ॥ ৯

তত্র শোকশ্রমভয়ামর্যৌষ্ণ্যবিষরক্তপিত্ত-মদমূর্চ্ছা-দাহ-পিপাসা-পাণ্ডুরোগতালুশোষ-চ্ছর্দ্দিশিরোঽভিঘাতোদ্গারাপতর্পিততিমির-প্রমেহোদরাধ্মানোর্দ্ধবাতার্ত্তা বাল-বৃদ্ধ-দুর্ব্বল-বিরিক্তাস্থাপিতজাগরিতগর্ভিণীরুক্ষক্ষীণক্ষতোরস্কমধুঘৃত দধি-দুগ্ধমৎস্যমদ্যযবাগূপীতাল্পকফাশ্চ ন ধূমমাসেবেরন॥ ১০

অকালপীতঃ কুরুতে ভ্রমমূর্চ্ছাশিরোরুজঃ।
ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বানামুপঘাতঞ্চ দারুণম্॥ ১১

আদ্যাস্তু ত্রয়ো ধূমা দ্বাদশসু কালেষূপাদেয়াঃ। তদ্যথা,—ক্ষুত-দন্তপ্রক্ষালন-নস্যস্নানভোজনদিবাস্বপ্নমৈথুনচ্ছর্দ্দিমূত্রোচ্চাররুষিতশস্ত্রকর্ম্মান্তেষ্বিতি। তত্র মূত্রোচ্চারক্ষবথুরুষিতমৈথুনান্তেষু স্নৈহিকঃ। স্নানচ্ছর্দনদিবাস্বপ্নান্তেষু বৈরেচনঃ। দন্তপ্রক্ষালননস্যস্নানভোজনশস্ত্রকর্ম্মান্তেষু প্রায়োগিক ইতি॥ ১২

তত্র স্নেহনো বাতং শময়তি স্নেহাদুপলেপাচ্চ। বৈরেচনঃ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশ্যাপকর্ষতি রৌক্ষ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাদৌষ্ণ্যাদ্বৈশদ্যাচ্চ প্রায়োগিকঃ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশয়তি, উৎক্লিষ্টঞ্চাপকর্ষতি সাধারণত্বাৎ পূর্ব্বাভ্যামিতি॥ ১৩

ভবতি চাত্র।

নরো ধূমোপযোগাচ্চ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনাঃ।
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রুঃ সুগন্ধিবিশদাননঃ॥ ১৪

কাসশ্বাসারোচকাস্যোপলেপস্বরভেদমুখাস্রাববমথু-তন্দ্রা-নিদ্রাহনুমন্যাস্তম্ভ-পীনসশিরোরোগ-কর্ণাক্ষি-শূল-বাত-কফ-নিমিত্তাশ্চাস্য মুখরোগা ন ভবন্তি॥ ১৫

তস্য যোগাতিযোগৌ বিজ্ঞাতব্যৌ। তত্র যোগো রোগ-প্রশমনঃ, অতিযোগো রোগাপ্রশমনঃ। তালুগলশোষপরি-দাহপিপাসামূর্চ্ছা-ভ্রম-মদ-কর্ণাক্ষিদৃষ্টি-নাসারোগ-দৌর্ব্বল্যা-নীত্যযোগো জনয়তি॥ ১৬

প্রায়োগিকং ত্রীংস্ত্রীনুচ্ছ্বাসানদদীত, মুখনাসিকাভ্যাঞ্চ পর্য্যায়াংস্ত্রীংশ্চতুরো বেতি। স্নৈহিকং যাবদশ্রু-প্রবৃত্তিঃ। বৈরেচনিকমা দোষদর্শনাৎ। তিলতণ্ডুলযবাগূপীতেন পাতব্যো বামনীয়ঃ। গ্রাসান্তরেষু কাসঘ্ন ইতি। ব্রণধূমং শরাবসম্পুটোপনীতেন নেত্রেণ ব্রণমানয়েৎ, ধূপনাদ্বেদনোপশমো ব্রণবৈশদ্যমাস্রাবোপশমশ্চ ভবতি॥ ১৭

থাকে। ঐ ছিদ্রে নলের মূল সংযুক্ত করিয়া ধূমপান করিবে। প্রথম বর্ত্তির ধূম নিবৃত্ত হইলে অবশিষ্ট বর্ত্তি শরাবে স্থাপন করিয়া পুনশ্চ ধূমপান করিতে হয়। যতক্ষণ দোষ শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃপুনঃ পান করিতে হইবে। ৯। এই সকল অবস্থায় ও এই সকল রোগে ধূমপান নিষিদ্ধ, যথা;—শোক, শ্রম, ভয়, অমর্ষ, উষ্ণতা, বিষ, রক্তপিত্ত, মদ, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, পাণ্ডুরোগ, তালুশোষ, বমি, শিরোঽভিঘাত (মস্তকে আঘাত), উদ্গার, অপতর্পিত, তিমির, প্রমেহ, উদর, আধ্মান ও ঊর্দ্ধবাত। আর বাল, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, বিরিক্ত, আস্থাপিত, জাগরিত, গর্ভিণী, রুক্ষ, ক্ষীণ, ক্ষতোরস্ক, মধুপীত, ঘৃতপীত, দধিপীত, দুগ্ধপীত, মৎস্যভক্ষিত, মদ্যপীত, যবাগূপীত ও অল্পকফ ব্যক্তিরা ধূমপান করিবে না। ১০। ধূম অকালে পান করিলে ভ্রম, মূর্চ্ছা ও শিরোরোগ হয় এবং ঘ্রাণ, শ্রোত্র, অক্ষি ও জিহ্বার দারুণ উপঘাত হইয়া থাকে। ১১। প্রথম তিন প্রকার ধূম নিম্নোক্ত দ্বাদশ কালে গ্রহণ করিবে। যথা;—হাঁচী, দন্তপ্রক্ষালন, নস্য, স্নান, ভোজন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, বমি, মূত্র, উচ্চার (বিষ্ঠাত্যাগ), রুষিত (ক্রোধ) ও শস্ত্রকর্ম্ম এই সকলের অন্তে। তন্মধ্যে মূত্র, উচ্চার, হাঁচি, রোষ ও মৈথুনের পর স্নৈহিক-ধূমপান করিতে হয় এবং স্নান, বমন ও দিবানিদ্রার পর বৈরেচন-ধূম পান করিতে হয়; আর দন্তপ্রক্ষালন, নস্য, স্নান, ভোজন ও শস্ত্রকর্ম্মের পর প্রায়োগিক ধূমপান করিবে। ১২। তন্মধ্যে স্নেহন ধূম বায়ু শমন করে। বৈরেচন ধূম স্নেহপানজ ও উপলেপজ (মুখের লিপ্ততাবৎ ভাবকে উপলেপ বলে) শ্লেষ্মাকে উৎক্লিষ্ট করিয়া অপসারিত করে; কারণ ইহা রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিশদ। প্রায়োগিক ধূম শ্লেষ্মাকে উৎক্লিষ্ট করে এবং উৎক্লিষ্ট কফকে অপসারিত করে; কারণ ইহা পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ধূম হইতে সাধারণ। ১৩। এস্থলে একটী শ্লোক বলা হইতেছে। যথা;—ধূমপান করিলে মানুষের ইন্দ্রিয়, বাক্ ও মন প্রসন্ন হয়; কেশ, দন্ত, শ্মশ্রু, দৃঢ় এবং মুখ সুগন্ধি ও বিশদ হয়। ১৪। আর উহার কাস, শ্বাস, অরুচি, মুখোপলেপ, স্বরভেদ, মুখস্রাব, বমথু, তন্দ্রা, নিদ্রা, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, পীনস, শিরোরোগ, কর্ণশূল, অক্ষিশূল এবং বাতকফ নিমিত্ত মুখরোগ সকল হইতে পায় না। ১৫। ধূমের সম্যক্ যোগ, অতিযোগ ও অযোগ হইতে পারে ইহা জানা উচিত। তন্মধ্যে সম্যক্ যোগ হইলে রোগের প্রশমন, অতিযোগ হইলে রোগের অপ্রশমন এবং অযোগ হইলে তালুশোষ, গলশোষ, পরিদাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদ, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ, দৃষ্টি-রোগ, নাসারোগ ও দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে। ১৬। প্রায়োগিক ধূম তিন তিন উচ্ছ্বাস পান করিবে। অথবা মুখ ও নাসিকা দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে তিন ও চারি বার পান করিবে। অশ্রুনির্গম না হওয়া পর্য্যন্ত স্নৈহিক ধূম পান করিবে। দোষদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত বৈরেচনিক ধূম পান করিবে। বামনীয় ধূম তিল, তণ্ডুল ও যবাগূ পানের পর পান করিবে। কাসঘ্ন ধূম ভোজনের পর পান করিবে। ব্রণধূপন-ধূম শরাবসম্পুটলগ্ন নল দ্বারা ব্রণে প্রদান করিবে। এইরূপ ধূপন করিলে বেদনার উপশম, ব্রণের বিশদতা, আস্রাব ও উপশম হয়। ১৭। এইরূপে আমি

বিধিরেষ সমাসেন ধূমস্যাভিহিতো ময়া।
নস্যস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং নিরবশেষতঃ॥ ১৮

ঔষধমৌষধসিদ্ধো বা স্নেহো নাসিকাভ্যাং দীয়ত ইতি নস্যম্। তদ্দ্বিবিধম্—শিরোবিরেচনং স্নেহনঞ্চ। তদ্দ্বিবিধমপি পঞ্চধা। তদ্যথা—নস্যং, শিরোবিরেচনং, প্রতিমর্শঃ, অবপীড়ঃ, প্রধমনঞ্চ। তেষু নস্যং প্রধানং শিরোবিরেচনঞ্চ। নস্যবিকল্পঃ প্রতিমর্শঃ, শিরোবিরেচনবিকল্পোঽবপীড়ঃ প্রধমনঞ্চ। ততো নস্যশব্দঃ পঞ্চধা নিপাতিতঃ। তত্র যঃ স্নেহনার্থং শূন্যশিরসাং গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বলজননার্থং দৃষ্টিপ্রসাদজননার্থং বা স্নেহো বিধীয়তে তস্মিন্ বৈশেষিকো নস্যশব্দঃ। তত্তু নস্যং দেয়ং বাতাভিভূতে শিরসি দন্তকেশশ্মশ্রুপ্রপাত দারুণকর্ণশূলকর্ণক্ষ্বেড়তিমিরস্বরোপঘাতনাসারোগাস্যশোষাপবাহুকাকালজবলীপলিতপ্রাদুর্ভাবদারুণপ্রবাধেষু বাতপৈত্তিকেষু মুখরোগেষন্যেষু চ বাতপিত্তহরদ্রব্যসিদ্ধেন স্নেহেনেতি॥ ১৯

শিরোবিরেচনং শ্লেষ্মণাভিব্যাপ্তে তালুকণ্ঠশিরসামরোচকশিরোগৌরবশূলপীনসার্দ্ধাবভেদককৃমিপ্রতিশ্যায়াপস্মারগন্ধাজ্ঞানেষন্যেষু চোর্দ্ধজত্রুগতেষু কফজেষু বিকারেষু শিরোবিরেচনদ্রব্যৈস্তৎসিদ্ধেন বা স্নেহেনেতি॥ ২০

তত্রৈতদ্দ্বিবিধমভুক্তবতোঽন্নকালে, পূর্ব্বাহ্ণে শ্লেষ্মরোগিণাং মধ্যাহ্নে পিত্তরোগিণাম্, অপরাহ্নে বাতরোগিণাম্॥ ২১

অথ পুরুষায় শিরোবিরেচনীয়ায় দন্তকাষ্ঠধূমপানাভ্যাং বিশুদ্ধবক্ত্রস্রোতসে পাণিতাপপরিস্বিন্নমৃদিতগলকপোলললাটপ্রদেশায় বাতাতপরজোহীনবেশ্মন্যুত্তানশায়িনে প্রসারিতকরচরণায় কিঞ্চিৎ প্রবিলম্বিতশিরসে বস্ত্রাচ্ছাদিতনেত্রায় বামহস্তপ্রদেশিন্যগ্রোন্নমিতনাসাগ্রায় বিশুদ্ধস্রোতসি দক্ষিণহস্তেন স্নেহমুষ্ণানুতপ্তং রজতসুবর্ণতাম্রমৃৎপাত্রশুক্তীনামন্যতমস্থং শুক্ত্যা পিচুনা বা সুখোষ্ণং স্নেহমদ্রুতমাসিঞ্চেদব্যবচ্ছিন্নধারং যথা নেত্রে ন প্রাপ্নোতি॥ ২২

স্নেহেঽবসিচ্যমানে তু শিরো নৈব প্রকম্পয়েৎ।
ন কুপ্যেন্ন প্রভাষেচ্চ ন ক্ষুয়ান্ন হসেৎ তথা॥
এতৈর্হি বিহতঃ স্নেহো ন সম্যক্ প্রতিপদ্যতে।
ততঃ কাসপ্রতিশ্যায়-শিরোঽক্ষিগদসম্ভবঃ॥ ২৩

তস্য প্রমাণমষ্টৌ বিন্দবঃ প্রদেশিনীপর্ব্বদ্বয়নিঃসৃতাঃ প্রথমমাত্রা, দ্বিতীয়া শুক্তিঃ, তৃতীয়া পাণিশুক্তিরিত্যেতাস্তিস্রো মাত্রা যথাবলং প্রযোজ্যাঃ। স্নেহনস্যং নচোপগিলেৎ কথঞ্চিদপি॥ ২৪

শৃঙ্গাটকমভিপ্লাব্য নিরেতি বদনাদ্যথা।
কফোৎক্লেশভয়াচ্চৈব নিষ্ঠীবেদবিধারয়ন্॥ ২৫

সংক্ষেপে ধূমবিধি বলিলাম। অনন্তর নিরবশেষে নস্যবিধি ব্যাখ্যা করিতেছি। ১৮। ঔষধ বা ঔষধসিদ্ধ স্নেহ নাসিকাদ্বয়ে প্রদান করিলে তাহাকে নস্য কহিয়া থাকে। নস্য দ্বিবিধ;—শিরোবিরেচন ও স্নেহন। ইহা দ্বিবিধ হইলেও পঞ্চপ্রকার হইয়া থাকে। যথা;—নস্য, শিরোবিরেচন, প্রতিমর্শ, অবপীড় ও প্রধমন। ইহাদের মধ্যে নস্য ও শিরোবিরেচন প্রধান। প্রতিমর্শ নস্যের এবং অবপীড় ও প্রধমন শিরোবিরেচনের বিকল্প (প্রভেদ) মাত্র। অতএব নস্য শব্দের পঞ্চপ্রকার নিপাতি হইতেছে। তন্মধ্যে যে স্নেহ শূন্যশিরা ব্যক্তিদিগের স্নেহনার্থ বা গ্রীবা স্কন্ধ ও বক্ষের বলজননার্থ বা দৃষ্টিপ্রসাদনার্থ নস্যরূপে দেওয়া যায়, তাহাই বৈশেষিক নস্যশব্দ। এই নস্য বাতাভিভূত-মস্তক ব্যক্তিদিগকে এবং দন্ত কেশ ও শ্মশ্রুর পতন আর দারুণ কর্ণশূল, কর্ণনাদ, তিমির, স্বরভঙ্গ, নাসারোগ, মুখশোষ, অপবাহুক, অকালজ বলি ও পলিত, বাতপৈত্তিক দারুণ রোগসমূহ এবং অন্যান্য মুখরোগে বাতপিত্তহর-দ্রব্যসমূহযোগে সিদ্ধ স্নেহসহকারে দিবে।১৯। শিরোবিরেচন শ্লেষ্মাভিব্যাপ্ত তালু কণ্ঠ ও মস্তক এবং অরুচি, শিরোগৌরব, শিরঃশূল, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কৃমি, প্রতিশ্যায়, অপস্মার, গন্ধাজ্ঞান ও অন্যান্য ঊর্দ্ধজত্রুগত কফজ বিকারসমূহে শিরোবিরেচন-দ্রব্য-সিদ্ধ স্নেহ যোগে দিতে হয়।২০। এই দুই প্রকার নস্য অভুক্ত ব্যক্তিকে অন্নকালে, শ্লেষ্মরোগীদিগকে পূর্ব্বাহ্নে, পিত্তরোগীদিগকে মধ্যাহ্নে এবং বাতরোগীদিগকে অপরাহ্নে দিবে। ২১। যাহাকে শিরোবিরেচন দিতে হইবে, অগ্রে তাহার মুখস্রোতঃ দন্তধাবন ও ধূমপান দ্বারা বিশুদ্ধ করিতে হইবে। আর পাণিতল দ্বারা গল, কপোল ও ললাট পরিস্বিন্ন ও মর্দিত করিতে হইবে। আর তাহাকে বাতাতপরজোবিহীন গৃহে উত্তানভাবে শয়ান করাইতে হইবে। তাহার কর-চরণ প্রসারিত রাখিতে হইবে। মস্তক কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত রাখিতে হইবে। নেত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে। বামহস্তের প্রদেশিনী দ্বারা নাসাগ্র উন্নমিত করিতে হইবে। নাসাস্রোত বিশুদ্ধ করিতে হইবে। অনন্তর দক্ষিণ-হস্তে রজত, সুবর্ণ, তাম্র বা মৃৎপাত্রে বা শুক্তি দ্বারা উষ্ণানুতপ্ত (?) বা সুখোষ্ণ স্নেহ গ্রহণ করিয়া শুক্তি বা পিচু দ্বারা অদ্রুতভাবে অনবচ্ছিন্ন ধারায়, চক্ষে না পড়ে এইরূপ সাবধানে নাসিকার মধ্যে আসিঞ্চ করিবে। ২২। স্নেহসেচনকালে মস্তক কম্পিত করিবে না, কুপিত হইবে না, কথা কহিবে না, হাঁচিবে না বা হাসিবে না। কারণ এরূপ করিলে স্নেহ বিহত হওয়াতে সম্যক্ গত হয় না। তাহাতে কাস, প্রতিশ্যায় এবং মস্তক ও চক্ষুর পীড়া হইয়া থাকে। ২৩। স্নেহ-নস্যের পরিমাণ প্রত্যেক নাসাপুটে আট বিন্দু। প্রদেশিনী অঙ্গুলীর দুইটী পর্ব্ব হইতে যে মাত্রা পতিত হয়, তাহাই এক এক বিন্দু। ইহাই প্রথম মাত্রা। দ্বিতীয় মাত্রা এক শুক্তি এবং তৃতীয় মাত্রা এক পাণিশুক্তি। এই তিন মাত্রাই যথাবল প্রয়োগ করা যায়। স্নেহনস্য কখন গলাধঃকরণ করিও না। ২৪। স্নেহনস্য শৃঙ্গাটক নামক প্রদেশকে

দত্তে চ পুনরপি সংস্বেদ্য গলকপোলাদীন্ ধূমমাসেবেত্। ভোজয়েচ্চৈনমভিষ্যন্দি, ততোঽস্যাচারিকমাদিশেৎ। রজো-ধূমস্নেহাতপমদ্যদ্রবপানশিরঃস্নানাতিযানক্রোধাদীনি চ পরি-হরেৎ॥ ২৬

তস্য যোগাতিযোগানাং বিজ্ঞানং ভবতি।
লাঘবং শিরসো যোগে সুখস্বপ্নপ্রবোধনম্।
বিকারোপশমঃ শুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাং মনঃসুখম্॥
কফপ্রসেকঃ শিরসো গুরুতেন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
লক্ষণং মূর্দ্ধ্যতিস্নিগ্ধে রুক্ষং তত্রাবচারয়েৎ॥
অযোগে চৈব বৈগুণ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ রুক্ষতা।
রোগাশান্তিশ্চ তত্রেষ্টং ভূয়ো নস্যং প্রযোজয়েৎ॥ ২৭
চত্বারো বিন্দবঃ ষড়্‌বা তথাষ্টৌ বা যথাবলম্।
শিরোবিরেকস্নেহস্য প্রমাণমভিনির্দ্দিশেৎ॥ ২৮
নস্যে ত্রীন্যুপদিষ্টানি লক্ষণানি প্রয়োগতঃ।
শুদ্ধহীনাতিসংজ্ঞানি বিশেষাচ্ছাস্ত্রচিন্তকৈঃ॥
লাঘবং শিরসঃ শুদ্ধিঃ স্রোতসাং ব্যাধিনির্জ্জয়ঃ।
চিত্তেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ শিরসঃ শুদ্ধিলক্ষণম্॥
কণ্ডূপদেহৌ গুরুতা স্রোতসাং কফসংস্রবঃ।
মূর্দ্ধ্নি হীনবিশুদ্ধে তু লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥
মস্তুলুঙ্গাগমো বাতবৃদ্ধিরিন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
শূন্যতা শিরসশ্চাপি মূর্দ্ধ্নি গাঢ়বিরেচিতে॥ ২৯
হীনাতিশুদ্ধে শিরসি কফবাতঘ্নমাচরেৎ
সম্যগ্বিশুদ্ধে শিরসি সর্পির্নস্যং নিষেচয়েৎ॥
একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা সপ্তাহং বা পুনঃপুনঃ।
একবিংশতিরাত্রং বা যাবদ্বা সাধু মন্যতে॥
মারুতেনাভিভূতস্য বাত্যন্তং যস্য দেহিনঃ।
দ্বিকালঞ্চাপি দাতব্যং নস্যং তস্য বিজানতা॥ ৩০

অবপীড়স্তু শিরোবিরেচনবদভিষ্যন্দসর্পদষ্টবিসংজ্ঞেভ্যো দদ্যাচ্ছিরোবিরেচনদ্রব্যাণামন্যতমমবপীড্যাবপিষ্য। চেতো-বিকারকৃমিবিষাভিপন্নানাং চূর্ণং প্রধমেৎ। শর্করেক্ষু-রসক্ষীরঘৃতমাংসরসানামন্যতমং ক্ষীণানাং শোণিতপিত্তে চ নিদধ্যাৎ॥ ৩১

কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং সুকুমারস্য যোষিতাম্।
শৃতাঃ স্নেহাঃ শিরঃশুদ্ধ্যৈ কল্কস্তেভ্যো যথা হিতঃ॥ ৩২

নস্যেন পরিহর্ত্তব্যো ভুক্তবানপতর্পিতোঽত্যর্থতরুণপ্রতি-শ্যায়ী গর্ভিণী পীতস্নেহোদকমদ্যদ্রবোঽজীর্ণী দত্তবস্তিঃ ক্রুদ্ধো গরাত্তস্তৃষিতঃ শোকাভিভূতঃ শ্রান্তো বালো বৃদ্ধো বেগাব-রোধিতঃ শিরঃ স্নাতুকামশ্চেতি। অনার্ত্তবে চাভ্রে নস্য-

অভিপ্লুত করিয়া মুখ দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, আর উহাতে কফের উৎক্লেশ হইতে পারে। এইজন্য উহা ধারণ না করিয়া নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিবে। [শৃঙ্গাটক নাসা, কর্ণ, অক্ষি ও জিহ্বার পোষণকারিণী শিরাদিগের মধ্যে অবস্থিত]। ২৫। স্নেহনস্য দেওয়া হইলে পরও গল ও কপোলাদি সম্যক্ স্বিন্ন করিয়া ধূমসেবন করিবে। আর রোগীকে অভিষ্যন্দী দ্রব্য ভোজন করাইবে। অনন্তর ইহাকে উপযুক্ত আহার দিবে। স্নেহনস্য গ্রহণ করিয়া রজঃ, ধূম, স্নেহ, আতপ, মদ্য, দ্রবপান, শিরঃস্নান, অতি-যান ও ক্রোধাদি পরিহার করিবে। ২৬। স্নেহনস্যের সম্যক্‌যোগ ও অতিযোগ এইরূপে জানা যায়;—সম্যক্-যোগ হইলে মস্তকের লঘুতা, সুখনিদ্রা, সুখজাগরণ, বিকারের উপশম, ইন্দ্রিয়দিগের শুদ্ধি ও মনের সুখ হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা অতিস্নিগ্ধ হইলে কফপ্রসেক, মস্তকের গুরুতা ও ইন্দ্রিয়বিভ্রম হয়। এরূপ স্থলে রুক্ষক্রিয়া আবশ্যক। স্নেহনস্যের অযোগ হইলে ইন্দ্রিয়গণের বৈগুণ্য ও রুক্ষতা হইয়া থাকে এবং রোগের অশান্তি হয়। এরূপ স্থলে পুনর্ব্বার নস্য দিবে। ২৭। শিরো-বিরেচন-স্নেহের প্রমাণ বলানুসারে চারি, ছয় বা আট বিন্দু হইয়া থাকে। ২৮। প্রয়োগ দ্বারা নস্যের তিনটী লক্ষণ জানা গিয়াছে। যথা;—শুদ্ধ, হীন ও অতি। মস্তকের লঘুতা, স্রোতঃসমূহের শুদ্ধি, ব্যাধির উপশম, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের প্রসাদ এইগুলি মস্তকের শুদ্ধিলক্ষণ। কণ্ডূ, উপলেপ, স্রোতঃসমূহের গুরুতা ও কফসংস্রব এইগুলি হীনবিশুদ্ধ মস্তকের লক্ষণ। মস্তুলুঙ্গের নির্গম, বাতবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়বিভ্রম ও মস্তকের শূন্যতা এইগুলি অতিবিরিক্ত মস্তকের লক্ষণ। ২৯। মস্তক হীন বা অতিশুদ্ধ হইলে কফবাতঘ্ন ক্রিয়া করিবে। আর সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলে ঘৃতনস্য গ্রহণ করিবে। একদিন অন্তর বা দুইদিন অন্তর বা এক সপ্তাহ পুনঃপুনঃ এইরূপ করিবে। অথবা একুশ দিন এইরূপ করিবে। অথবা যতদিন ভাল বোধ করিবে, ততদিন এইরূপ করিবে। যে রোগী অতিশয় বাতার্ত্ত, তাহাকে দুই বেলাই নস্য দেওয়া যায়। ৩০। অবপীড় নস্য শিরোবিরেচনের ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা অভিষ্যন্দ-রোগী, সর্পদষ্ট ও সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিদিগকে প্রয়োগ করা যায়। শিরোবিরেচন গণের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কোন দ্রব্য অবপীড়ন ও অবপেষণ করিয়া নস্য দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে অবপীড় কহে। চেতোবিকার (উন্মাদ ও অপস্মার), কৃমি ও বিষরোগীদিগকে চূর্ণ-নস্যের প্রধমন করিতে হয়। রক্তপিত্তরোগে ও ক্ষীণদিগকে শর্করা, ইক্ষুরস, ক্ষীর, ঘৃত বা মাংসরসের নস্য দেওয়া যাইতে পারে। ৩১। কৃশ, দুর্ব্বল, ভীরু, সুকুমার ও যোষিৎদিগকে শিরঃশুদ্ধির জন্য পক্কস্নেহ দেওয়া যায়। অথবা শিরঃশুদ্ধিকারক স্নেহসমূহের কল্কও দেওয়া যাইতে পারে। ৩২। ভুক্তবান্, অপতর্পিত, অত্যন্ত তরুণ-প্রতিশ্যায়-রোগী, গর্ভিণী, পীতস্নেহ, পীতজল, পীতমদ্য, পীতদ্রব, অজীর্ণরোগী, দত্তবস্তি, ক্রুদ্ধ, গররোগী, তৃষ্ণার্ত্ত, শোকাভিভূত, শ্রান্ত, বাল, বৃদ্ধ, বেগাবরোধিত ও শিরঃস্নান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নস্য লইবে না। অনুপযুক্ত ঋতুতে ও মেঘোদয়ে নস্য

ধূমৌ পরিহরেৎ। তত্র হীনাতিমাত্রাতিশীতোষ্ণসহসা-প্রদানাতিপ্রবিলম্বিতশিরস উচ্ছিঙ্ঘতো বিচলতোঽভ্যব-হরতো বা প্রতিষিদ্ধপ্রদানাচ্চ ব্যাপদো তৃষ্ণোদ্গারাদয়ো দোষনিমিত্তাঃ ক্ষয়জাশ্চ ॥ ৩৩

ভবতশ্চাত্র।

নস্যে শিরোবিরেকে চ ব্যাপদো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
দোষোৎক্লেশাৎ ক্ষয়াচ্চৈব বিজ্ঞেয়াস্তা যথাক্রমম্ ॥ ৩৪
দোষোৎক্লেশনিমিত্তাস্তু জয়েচ্ছমনশোধনৈঃ।
অথ ক্ষয়নিমিত্তাস্তু যথাস্বং বৃংহণং হিতম্ ॥ ৩৫

প্রতিমর্শশ্চতুর্দশস্বু কালেষূপাদেয়ঃ। তদ্যথা—তল্পোত্থিতেন প্রক্ষালিতদন্তেন গৃহান্নির্গচ্ছতা ব্যায়ামব্যবায়া-ধ্বপরিশ্রান্তেন মূত্রোচ্চারকবলাঞ্জনান্তে ভুক্তবতা ছার্দিতবতা দিবাস্বপ্নোত্থিতেন সায়ঞ্চেতি ॥ ৩৬

তত্র তল্পোত্থিতেনাসেবিতঃ প্রতিমর্শো রাত্রাবুপচিত-নাসাস্রোতোগতং মলমুপহন্তি মনঃপ্রসাদঞ্চ করোতি প্রক্ষালিতদন্তেনাসেবিতো দন্তানাং দৃঢ়তাং বদনসৌগন্ধ্য-ঞ্চাপাদয়তি। গৃহান্নির্গচ্ছতাসেবিতো নাসাস্রোতসঃ ক্লিন্ন-তয়া রজো ধূমো বা নাবাধতে। ব্যায়ামমৈথুনাচ্চ পরি-শ্রান্তেনাসেবিতঃ শ্রমমুপহন্তি। মূত্রোচ্চারান্তে বা সেবিতো দৃষ্টের্গুরুত্বমপনয়তি। কবলাঞ্জনান্তে সেবিতো দৃষ্টিং প্রসাদয়তি। অভুক্তবতাসেবিতঃ স্রোতসাং বিশুদ্ধিং লঘুতা-ঞ্চাপাদয়তি। বান্তেনাসেবিতঃ স্রোতোবিলগ্নং শ্লেষ্মাণ-মপোহ্য ভক্তকাঙ্ক্ষামাপাদয়তি। দিবাস্বপ্নোত্থিতেনাসেবিতো নিদ্রাশেষং গুরুত্বং মলঞ্চাপোহ্য চিত্তৈকাগ্র্যং জনয়তি। সায়ঞ্চাসেবিতঃ সুখনিদ্রাপ্রবোধঞ্চেতি ॥ ৩৭

ঈষদুচ্ছিঙ্ঘতঃ স্নেহো যাবদ্বক্ত্রং প্রপদ্যতে।
নস্যে নিষিক্তং তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্শং প্রমাণতঃ ॥ ৩৮
নস্যেন রোগাঃ শাম্যন্তি নরাণামূর্দ্ধজত্রুজাঃ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ বৈমল্যং কুর্য্যাদাস্যং সুগন্ধি চ ॥
হনুদন্তশিরোগ্রীবা-ত্রিকবাহূরসাং বলম্।
বলীপলিতখালিত্যব্যঙ্গানাঞ্চাপ্যসম্ভবঃ ॥ ৩৯
তৈলং কফে সবাতে স্যাৎ কেবলং পবনে বসাম্।
দদ্যাৎ সর্পিঃ সদা পিত্তে মজ্জানঞ্চ সমারুতে ॥
চতুর্ব্বিধস্য স্নেহস্য বিধিরেব প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্লেষ্মস্থানাবিরোধিত্বাৎ তেষু তৈলং বিধীয়তে ॥ ৪০
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কবলগ্রহণে বিধিম্।
চতুর্দ্ধা কবলঃ স্নেহী প্রসাদী শোধিরোপণৌ ॥ ৪১
স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নেহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ।
পিত্তে কটুম্ললবণৈ রূক্ষোষ্ণৈঃ শোধনঃ কফে ॥
কষায়তিক্তমধুরৈঃ কটূষ্ণৈ রোপণো ব্রণে।
চতুর্ব্বিধস্য চৈবাস্য বিশেষোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪২

লইবে না। আর হীন বা অতিমাত্র নস্য লইলে বা অতি-শীত বা অত্যুষ্ণকালে নস্য লইলে বা সহসা নস্য লইলে বা অতিশয় প্রবিলম্বিত মস্তকে নস্য লইলে বা শিকনী তুলিবার কালে নস্য লইলে বা বিচলিত হইয়া নস্য লইলে বা আহা-রের পর নস্য লইলে বা নিষিদ্ধ স্থলসমূহে নস্য লইলে তৃষ্ণা উদ্গার প্রভৃতি দোষজ বা ক্ষয়জ উপদ্রব সকল ঘটিয়া থাকে।৩৩। এইস্থলে দুইটী শ্লোক বলা হইতেছে, যথা;—নস্য ও শিরোবিরেচনের দুইটী ব্যাপদ্ কথিত আছে। একটী ব্যাপদ্ দোষজ, অন্যটী ক্ষয়জ।৩৪। তন্মধ্যে দোষোৎ-ক্লেশজন্য ব্যাপদ্দিগকে শমন ও শোধন দ্বারা জয় করিবে। আর ক্ষয়জন্য ব্যাপদ্দিগকে অবস্থানুসারে বৃংহণ দ্বারা প্রতিকৃত করিবে। ৩৫। প্রতিমর্শ-নস্যের চতুর্দশ কাল। যথা;—শয্যা হইতে উত্থানের পর, দন্তপ্রক্ষালনের পর, গৃহ হইতে নির্গমের পর, ব্যায়াম ব্যবায় ও পথশ্রান্তির পর, মূত্র উচ্চার কবল ও অঞ্জনের পর, অভুক্ত অবস্থা, বমির পর, দিবানিদ্রার পর ও সন্ধ্যাকাল। ৩৬। তন্মধ্যে শয্যা হইতে উত্থানের পর প্রতিমর্শ সেবন করিলে রাত্রিকালের সঞ্চিত নাসাবিবরগত মল নষ্ট হয় এবং মনের প্রসাদ হইয়া থাকে। দন্তপ্রক্ষালনের পর সেবন করিলে দন্ত-দিগের দৃঢ়তা ও বদনের সৌগন্ধ্য হয়। গৃহ হইতে নিষ্ক্রমের পর সেবন করিলে, নাসাস্রোত ক্লিন্ন থাকে বলিয়া রজঃ ও ধূম বাধা করিতে পারে না। ব্যায়াম ও মৈথুনের পরি-শ্রান্তির পর সেবন করিলে শ্রমনাশ হয়। মূত্র ও উচ্চারের পর সেবন করিলে দৃষ্টির গুরুতা নষ্ট হয়। কবল ও অঞ্জনের পর সেবন করিলে দৃষ্টির প্রসাদন হয়। অভুক্ত অবস্থায় সেবন করিলে স্রোতঃসমূহের বিশুদ্ধি ও লঘুতা হয়। বমির পর সেবন করিলে স্রোতোলগ্ন শ্লেষ্মাকে অপোহিত করিয়া অন্নে আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করে। দিবানিদ্রার পর সেবন করিলে নিদ্রাশেষ (নিদ্রার অবশিষ্ট ভাগ), গুরুতা ও মল অপহৃত করিয়া চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন করে। সন্ধ্যাকালে সেবিত হইলে সুখনিদ্রা ও সুখজাগরণ হয়। ৩৭। স্নেহের যে মাত্রা নস্যরূপে গৃহীত হইলে ঈষৎ উচ্ছিঙ্ঘন (শিকনী নিঃসরণ) হয় এবং স্নেহ মুখের ভিতর গমন করে, তাহাকেই প্রতিমর্শের প্রমাণ বলা যায়। ৩৮। নস্য দ্বারা মানুষদিগের ঊর্দ্ধজত্রুজ রোগ সকল শান্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণের বৈমল্য হয়। আস্য সুগন্ধি হয়। হনু, দন্ত, মস্তক, গ্রীবা, ত্রিক, বাহু ও বক্ষের বল হয় এবং বলী, পলিত, খালিত্য ও ব্যঙ্গ উৎপন্ন হইতে পারে না। ৩৯। বাতকফে তৈল, কেবল বায়ুতে বসা, পিত্তে সর্ব্বদা ঘৃত এবং বাতপিত্তে মজ্জা গ্রহণ করিবে। চতুর্ব্বিধ স্নেহের বিধি এই বর্ণিত হইল। শ্লেষ্মস্থানের অবিরোধী বলিয়া ঐ সকল রোগে তৈল বিহিত আছে। ৪০। অনন্তর কবলগ্রহণের বিধি বলিতেছি। কবল চারি প্রকার;—স্নেহকবল, প্রসাদকবল, শোধনকবল ও রোপণকবল। ৪১। বাতরোগে স্নিগ্ধোষ্ণ-দ্রব্যযোগে স্নৈহিক কবল, পিত্তে স্বাদুশীতল-দ্রব্যযোগে প্রসাদন কবল, কফে কটু অম্ল লবণ রূক্ষ ও উষ্ণযোগে শোধন কবল এবং ব্রণে কষায় তিক্ত

ত্রিকটুকবচাসর্ষপহরীতকীকল্কমালোড্য তৈলশুক্ত-সুরামূত্রক্ষারমধুনামন্ততমেন সলবণমভিপ্রতপ্তমুপস্বিন্নমৃদিত-গল্লকপোললাটপ্রদেশো ধারয়েৎ ॥ ৪৩

সুখং সঞ্চার্য্যতে যা তু মাত্রা সা কবলে স্মৃতা।
অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৪

তাবচ্চ ধারয়িতব্যোঽনন্যমনসোন্নতদেহেন যাবদ্দোষ-পরিপূর্ণকপোলত্বং নাসাস্রোতোনয়নপরিপ্লাবশ্চ ভবতি। তদা বিভোক্তব্যঃ পুনশ্চান্যো গ্রহীতব্য ইতি ॥ ৪৫

এবং স্নেহপয়ঃক্ষৌদ্র-রসমূত্রাম্লসংভৃতাঃ
কষায়োষ্ণোদকাভ্যাঞ্চ কবলা দোষতো হিতাঃ ॥ ৪৬
ব্যাধেরপচয়স্তুষ্টির্বৈশদ্যং বক্ত্রলাঘবম্।
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদশ্চ কবলে শুদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ৪৭
হীনে জাড্যকফোৎক্লেশাবরসজ্ঞানমেব চ।
অতিযোগান্মুখে পাকঃ শোষতৃষ্ণারুচিক্লমাঃ।
শোধনীয়বিশেষেণ ভবন্ত্যেবং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ।
সক্ষৌদ্রো দগ্ধবক্ত্রস্য গণ্ডূষো দাহনাশনঃ ॥ ৪৯
কবলস্য বিধির্হ্যেষ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫০
বিভজ্য ভেষজং বুদ্ধ্যা কুর্ব্বীত প্রতিসারণম্।
কল্কো রসক্রিয়া ক্ষৌদ্রং চূর্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্ ॥
অঙ্গুল্যগ্রপ্রণীতন্তু যথাস্বং মুখরোগিণাম্।
তস্মিন্ যোগমযোগঞ্চ কবলোক্তং বিভাবয়েৎ ॥
তানেব শময়েদ্ব্যাধীন্ কবলো যানপোহতি।
দোষঘ্নমনভিষ্যন্দি ভোজয়েচ্চ তথা নরম্ ॥ ৫১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং চিকিৎসিতস্থানে ধূমনস্যকবলগ্রহ-চিকিৎসিতং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীসুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়াং
চিকিৎসিতস্থানং সমাপ্তম্ ॥ ৪ ॥

মধুর ও কটূষ্ণযোগে রোপণ কবল প্রশস্ত। এইরূপে চতুর্ব্বিধ কবলের প্রভেদ বলা হইল। ৪২। কবল ধারণ করিতে হইলে গল, কপোল ও ললাট-প্রদেশ উপস্বিন্ন করিতে হয়। ত্রিকটু, বচ, সর্ষপ ও হরীতকীর কল্ক আলোড়িত করিয়া তৈল, শুক্ত, সুরা, মূত্র, ক্ষার বা মধুযোগে লবণের সহিত মুখে ধারণ করিলে শোধন কবল হয়। ৪৩। যে মাত্রা মুখে ধারণ করিলে মুখের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চারণ করা যায়, তাহাকে কবল কহে। কবল যদি এত অধিক হয় যে, মুখের মধ্যে সঞ্চারণ করা না যায়, তবে তাহাকে গণ্ডূষ কহে। ৪৪। কবল ও গণ্ডূষ অনন্যমনা ও উন্নতদেহ হইয়া ধারণ করিতে হয় এবং তাবৎকাল ধারণ করিতে হয়—যাবৎকাল দোষ সকল কপোলদেশে আগত না হয় এবং নাসাস্রোত ও নয়নের পরিস্রাব না হয়। ঐরূপ হইলে কবল বা গণ্ডূষ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পুনশ্চ অন্য কবল বা গণ্ডূষ গ্রহণ করিতে হয়। ৪৫। এইরূপ দোষভেদে স্নেহ, দুগ্ধ, মধু, মাংস-রস, মূত্র ও অম্ল ক্বাথ ও উষ্ণোদকের সহিত সংযুক্ত করিয়া কবল করা যায়। ৪৬। কবল দ্বারা শুদ্ধি হইলে ব্যাধির অপচয়, তুষ্টি, বৈশদ্য, বক্ত্রের লঘুতা ও ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রসাদ এই সকল লক্ষণ হয়। ৪৭। কবলে হীনশুদ্ধি হইলে জড়তা, কফোৎক্লেশ ও অরসজ্ঞতা হইয়া থাকে। কবলের অতিযোগ হইলে মুখে পাক, শোষ, তৃষ্ণা, অরুচি ও ক্লম হয়। শোধনীয়-দ্রব্যভেদে এইরূপ নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। ৪৮। তিল, নীলোৎপল, সর্পিঃ, শর্করা ও দুগ্ধ মধুর সহিত গণ্ডূষ করিলে দগ্ধ বক্ত্রের দাহ নাশ করে। ৪৯। কবলের বিধি এইরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ৫০। বুদ্ধিপূর্ব্বক ভেষজ নির্ণয় করিয়া প্রতিসারণ করিতে হয়। ইহা চারি প্রকার;—কল্ক, রসক্রিয়া, মধু ও চূর্ণ। মুখরোগীরা অবস্থানুসারে অঙ্গুলির অগ্র দ্বারা এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া প্রতিসারণ করিবে। প্রতিসারণের সম্যক্ যোগ ও অযোগের ফল কবলের সম্যক্‌যোগ ও অযোগের ন্যায়। কবল সম্যক্ যুক্ত হইলে যে সকল ব্যাধি হরণ করে, প্রতিসারণও সেই সকল ব্যাধি হরণ করিয়া থাকে। কবল ও প্রতিসারণের পর দোষঘ্ন ও অনভিষ্যন্দী ভোজন করিতে হয়। ৫১।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

চিকিৎসিতস্থান সমাপ্ত ॥ ৪

কল্পস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽন্নপানরক্ষাকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
ধন্বন্তরিঃ কাশিপতিস্তপোধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
সুশ্রুতপ্রভৃতীন্ শিষ্যান্ শশাসাহতশাসনঃ ॥ ২
রিপবো বিক্রমাক্রান্তা যে চ স্বে কৃত্যতাং গতাঃ।
সিসৃক্ষবঃ ক্রোধবিষং বিবরং প্রাপ্য তাদৃশম্ ॥
বিষৈর্নিহন্যুর্নিপুণং নৃপতিং দুষ্টচেতসঃ।
স্ত্রিয়ো বা বিবিধান্ যোগান্ কদাচিৎ সুভগেচ্ছয়া ॥
বিষকন্যোপযোগাদ্বা ক্ষণাজ্জহ্যাদসূন্ নরঃ।
তস্মাদ্বৈদ্যেন সততং বিষাদ্রক্ষ্যো নরাধিপঃ ॥ ৩
যস্মাচ্চ চেতোঽনিত্যত্বমশ্ববৎ প্রথিতং নৃণাম্।
ন বিশ্বসেৎ ততো রাজা কদাচিদপি কস্যচিৎ ॥ ৪
কুলীনং ধার্ম্মিকং স্নিগ্ধং সুভৃতং সততোত্থিতম্।
অলুব্ধমশঠং ভক্তং কৃতজ্ঞং প্রিয়দর্শনম্ ॥
ক্রোধপারুষ্যমাৎসর্য্য-মদালস্যবিবর্জ্জিতম্
জিতেন্দ্রিয়ং ক্ষমাবন্তং শুচিং শীলদয়ান্বিতম্ ॥
মেধাবিনমসংশ্রান্তমনুরক্তং হিতৈষিণম্।
পটুং প্রগল্ভং নিপুণং দক্ষং মায়াবিবর্জ্জিতম্ ॥
পূর্ব্বোক্তৈশ্চ গুণৈর্যুক্তং নিত্যং সন্নিহিতাগদম্।
মহানসে প্রযুঞ্জীত বৈদ্যং তদ্বিদ্যপূজিতম্ ॥ ৫
প্রশস্তদিগ্‌দেশকৃতং শুচিভাণ্ডং মহচ্ছুচি।
সজালকং গবাক্ষাঢ্যমাপ্তবর্গনিষেবিতম্ ॥
বিকক্ষস্পৃষ্টসংসৃষ্টং সবিতানং কৃতার্চ্চনম্।
পরীক্ষিতস্ত্রীপুরুষং ভবেচ্চাপি মহানসম্ ॥
তত্রাধ্যক্ষং নিযুঞ্জীত প্রায়ো বৈদ্যগুণান্বিতম্।
শুচয়ো দক্ষিণা দক্ষা বিনীতাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥
সংবিভক্তাঃ সুমনসো নীচকেশনখাঃ স্থিরাঃ।
স্নাতা দৃঢ়ং সংযমিনঃ কৃতোষ্ণীষাঃ সুসংযুতাঃ।
তস্য চাজ্ঞাবিধেয়াঃ স্যুর্বিবিধাঃ পরিকর্ম্মিণঃ ॥
আহারস্থিতয়শ্চাপি ভবন্তি প্রাণিনো যতঃ
তস্মান্মহানসে বৈদ্যঃ প্রমাদরহিতো ভবেৎ ॥
মাহানসিকবোঢ়ারঃ সৌপৌদনিক-পৌপিকাঃ

প্রথম অধ্যায়।

অন্নপানরক্ষা।

অনন্তর আমরা অন্নপানরক্ষাকল্প ব্যাখ্যা করিব। ১। তপস্বী ও ধার্ম্মিকদিগের শ্রেষ্ঠ, অপ্রতিহতশাসন, কাশিপতি ধন্বন্তরি সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ২। বিক্রমশালী রিপুগণ ও বিপক্ষতাপ্রাপ্ত ভৃত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া, ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে বিষ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করে। সেই দুষ্টচেতারা রাজাকে বিষপ্রয়োগপূর্ব্বক হত্যা করিয়া থাকে। কখন কখন স্ত্রীরাও প্রেয়সী হইবার অভিপ্রায়ে বিবিধ বিষযোগ প্রয়োগ করিয়া থাকে। মানুষ বিষকন্যা সম্ভোগ করিলেও ক্ষণমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে পারে। অতএব বৈদ্য রাজাকে বিষ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। ৩। রাজাদিগের চিত্ত অশ্বের ন্যায় নিয়ত ভ্রাম্যমাণ [অর্থাৎ নানাবিষয়ে ব্যস্ত]। অতএব রাজারা হঠাৎ কাহাকে বিশ্বাস করিবেন না। ৪। রাজা এইরূপ বৈদ্যকে পাকশালার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন, যথা;— প্রশস্তকুলোদ্ভব, ধার্ম্মিক, স্নিগ্ধ (মিত্রভাবাপন্ন), সুভৃত (যাহাকে প্রচুর বেতন দেওয়া হয়), সতত তৎপর, অলুব্ধ, অশঠ, ভক্ত, কৃতজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, ক্রোধ-পরুষতা-মাৎসর্য্যমদ-আলস্যবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান্, শুচি, সুশীল, দয়ান্বিত, মেধাবী, অশ্রান্ত, অনুরক্ত, হিতৈষী, পটু, প্রগল্ভ, নিপুণ, দক্ষ ও মায়াবর্জ্জিত। রাজার বৈদ্য এই সকল গুণে গুণী হওয়া উচিত। তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ঔষধ থাকা উচিত। তিনি এরূপ গুণী হওয়া উচিত, যেন অন্যান্য বৈদ্যেরা তাঁহার পূজা করে। ৫। রাজার রন্ধনশালা প্রশস্তদিকে ও প্রশস্তদেশে স্থাপিত হওয়া উচিত। উহা শুচিভাণ্ড, বিশাল, শুচি, জালযুক্ত-গবাক্ষবিশিষ্ট, আত্মীয়বর্গনিষেবিত, বিগততৃণ, বিতান-সহিত; কৃতাগ্নিপূজন এবং পরীক্ষিতস্ত্রীপুরুষগণে সেবিত হওয়া উচিত। পাকশালার অধ্যক্ষতায় উল্লিখিত বৈদ্য-গুণান্বিত ব্যক্তিকেই প্রায় নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী পরিচারকগণ শুচি, দাক্ষিণ্যযুক্ত, দক্ষ, বিনীত, প্রিয়দর্শন, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত, সুমনাঃ, নীচকেশ, নীচনখ, স্থির, স্নাত, দৃঢ়সংযত, উষ্ণীষযুক্ত এবং আয়ত্তপরিকর হওয়া আবশ্যক। যেহেতু আহারই প্রাণীদিগের স্থিতিমূলক, অতএব বৈদ্য প্রমাদরহিত হইয়া রন্ধনশালার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। রন্ধনশালায় নিযুক্ত ব্যঞ্জনাদি, পাচক, অন্নপাচক ও পূপপাচকেরা এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বৈদ্যের বশীভূত

ভক্ষয়ুর্বৈদ্যবশগা যে চাপ্যন্যে তু কেচন ॥
ইঙ্গিতজ্ঞো মনুষ্যাণাং বাক্‌চেষ্টামুখবৈকৃতৈঃ।
বিদ্যাদ্বিষস্য দাতারমেভির্লিঙ্গৈশ্চ বুদ্ধিমান্ ॥
ন দদাত্যুত্তরং পৃষ্টো বিবক্ষন্ মোহমেতি চ।
অপার্থং বহু সঙ্কীর্ণং ভাষতে চাপি মূঢ়বৎ ॥
স্ফোটয়ত্যঙ্গুলীর্ভূমিমকস্মাদ্বিলিখেদ্‌বসেৎ।
বেপথুর্জ্জায়তে তস্য ত্রস্তশ্চান্যোন্যমীক্ষতে ॥
ক্ষামো বিবর্ণবক্ত্রশ্চ নখৈঃ কিঞ্চিচ্ছিনত্ত্যপি।
আলভেতাসকৃদ্দীনঃ করেণ চ শিরোরুহান্ ॥
নির্যিযাসুরপদ্বারৈর্বীক্ষতে চ পুনঃপুনঃ ॥
বর্ত্ততে বিপরীতস্তু বিষদাতা বিচেতনঃ ॥ ৭
কেচিদ্‌ভয়াৎ পার্থিবস্য ত্বরিতা বা তদাজ্ঞয়া।
অসতামপি সন্তোহপি চেষ্টাং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ ॥ ৮
তস্মাৎ পরীক্ষণং কার্য্যং ভৃত্যানামাদিতো নৃপৈঃ।
অন্নে পানে দন্তকাষ্ঠে তথাহভ্যঙ্গেহবলেখনে ॥
উৎসাদনে কষায়ে চ পরিষেকেহনুলেপনে।
স্রক্ষু বস্ত্রেষু শয্যাসু কবচাভরণেষু চ ॥
পাদুকাপাদপীঠেষু পৃষ্ঠেষু গজবাজিনাম্।
বিষজুষ্টেষু চান্যেষু নস্যধূমাঞ্জনাদিষু ॥ ৯
লক্ষণানি প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসামপ্যনন্তরম্।
নৃপভক্তাদ্বলিং ন্যস্তং সবিষং ভক্ষয়ন্তি যে।
তত্রৈব তে বিনশ্যন্তি মক্ষিকাবায়সাদয়ঃ ॥
হুতভুক্তেন চান্নেন ভৃশং চটচটায়তে।
ময়ূরকণ্ঠপ্রতিমো জায়তে চাপি দুঃসহঃ।
ভিন্নার্চ্চিস্তীক্ষ্ণধূমশ্চ ন চিরাচ্চোপশাম্যতি ॥
চকোরস্যাক্ষিবৈরাগ্যং জায়তে ক্ষিপ্রমেব তু।
দৃষ্টান্নং বিষসংসৃষ্টং ম্রিয়ন্তে জীবজীবকাঃ ॥
কোকিলঃ স্বরবৈকৃত্যং ক্রৌঞ্চস্তু মদমৃচ্ছতি।
হৃষ্যেন্ময়ূর উদ্বিগ্নঃ ক্রোশতঃ শুকসারিকে ॥
হংসঃ ক্ষ্বেড়তি চাত্যর্থং ভৃঙ্গরাজস্তু কূজতি।
পৃষতো বিসৃজত্যশ্রু বিষ্ঠাং মুঞ্চতি মর্কটঃ ॥
সন্নিকৃষ্টাংস্ততঃ কুর্য্যাদ্রাজ্ঞস্তান্ মৃগপক্ষিণঃ।
বেশ্মনোহথ বিভূষার্থং রক্ষার্থঞ্চাত্মনঃ সদা ॥ ১০
উপক্ষিপ্তস্য চান্নস্য বাষ্পেণোর্দ্ধং প্রসর্পতা।
হৃৎপীড়া ভ্রান্তনেত্রত্বং শিরোদুঃখঞ্চ জায়তে ॥
তত্র নস্যাঞ্জনে কুষ্ঠং রামঠং নলদং মধু।
কুর্য্যাচ্ছিরীষরজনীচন্দনৈশ্চ প্রলেপনম্।
হৃদি চন্দনলেপস্তু তথা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১
পাণিপ্রাপ্তং পাণিদাহং নখশাতং করোতি চ।

হইবে। ৬। যিনি মনুষ্যদিগের বাক্য চেষ্টা ও মুখবিকৃতি দ্বারা তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, তিনিই এই সকল লক্ষণ দ্বারা বিষদাতাকে জানিতে পারেন;—বিষদাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না; কথা কহিতে গেলে মোহ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ কথা জড়াইয়া যায়)। আর মূঢ়ের ন্যায় অপার্থক ও বহু সঙ্কীর্ণ ভাষা বলিয়া থাকে। সে অঙ্গুলি মটকাইয়া থাকে, অকস্মাৎ ভূমিতে লিখন করে এবং বসিয়া পড়ে। তাহার কম্প হইয়া থাকে এবং সে ত্রস্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। সে ক্ষাম ও বিবর্ণমুখ হয় এবং কোন একটী দ্রব্য নখে ছেদন করিতে থাকে। সে দীনভাবে বার বার মস্তকের কেশ স্পর্শ করিয়া থাকে। অমার্গ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে চায়; পুনঃপুনঃ অবলোকন করে। বিষদাতা বিচেতন ও বিপরীতস্বভাব হইয়া থাকে। ৭। কিন্তু সংলোকেও কখন কখন রাজার ভয়ে বা রাজাজ্ঞায় বিভ্রান্ত হইয়া ঐরূপ অসতের ন্যায় চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ৮। এই সকল কারণে সমস্ত কার্য্যেই রাজারা ভৃত্যদিগকে পরীক্ষা করিবেন। কি অন্নে কি পানে কি দন্তকাষ্ঠে কি অভ্যঙ্গে কি অবলেখনে (কেশপ্রসাদনে) কি উৎসাদনে কি কষায়রঞ্জনে কি পরিষেকে কি অনুলেপনে কি মাল্যে কি বস্ত্রে কি শয্যাতে কি কবচে কি আভরণে কি পাদুকায় কি পাদপীঠে কি গজবাজিগণের পৃষ্ঠে কি নস্য ধূমে ও অঞ্জনে সর্ব্বত্রই বিষপ্রয়োগ সম্ভব [অতএব সর্ব্বত্রই ভৃত্যদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে]। ৯। বিষজুষ্ট অন্নাদির লক্ষণ বলিতেছি। অনন্তর চিকিৎসাও বলিব। রাজার অন্ন বিষাক্ত কিনা তাহা জানিবার জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন কাকাদিকে বলি দিতে হয়। মক্ষিকা বায়স প্রভৃতি যে যে জন্তু সেই সবিষ অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারা সেই স্থানেই মরিয়া যায়। বিষাক্ত অন্ন অগ্নিতে দিলে চট্‌চট্ শব্দ হইয়া থাকে এবং অগ্নি ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভাত হয় এবং দুঃসহ হইয়া থাকে। অগ্নিশিখা ভিন্ন হইয়া থাকে এবং ধূম তীক্ষ্ণ হয় আর বিলম্বেও নির্ব্বাণ হয় না। বিষাক্ত অন্ন নিরীক্ষণ করিলে চকোরের অক্ষি শীঘ্র অবসন্ন হয়। জীবঞ্জীবকেরা বিষসংসৃষ্ট দৃষ্টান্ন নিরীক্ষণ করিলে মরিয়া যায়, কোকিলের স্বর বিকৃত হয়, ক্রৌঞ্চ মত্ত হইয়া থাকে। ময়ূর উদ্বিগ্ন ও হৃষ্ট [হৃষ্টলোমা] হইয়া থাকে। শুক ও সারিকা চীৎকার করিতে থাকে। হংস নিনাদ করে এবং ভৃঙ্গরাজ অত্যন্ত কূজন করিয়া থাকে। পৃষত নামক হরিণ অশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং মর্কট বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব রাজারা এই সকল মৃগপক্ষীদিগকে নিকটে রাখিবেন। তাহাতে বাটীর শোভা হয় অথচ আত্মার রক্ষা হয়। ১০। বিষাক্ত অন্নের বাষ্প উর্দ্ধে গমন করাতে হৃদয়ের ভ্রান্তনেত্রতা ও মস্তকের ক্লেশ হয়। এরূপ স্থলে নস্য, অঞ্জন, কুড়, হিঙ্গু, বেণার মূল ও মধু নস্য করা উচিত। আর শিরীষ, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন লেপন করা উচিত। আর হৃদয়ে যথাসুখ চন্দন লেপন করা উচিত। ১১। বিষ পাণিপ্রাপ্ত ও নখগত হইলে পাণিদাহ ও নখশাতন করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে শ্যামা (শ্যামালতা। মতান্তরে

অত্র প্রলেপঃ শ্যামেন্দ্রগোপসোমোৎপলানি চ॥ ১২
স চেৎ প্রমাদান্মোহাদ্বা তদন্নমুপসেবতে।
অষ্ঠীলাবৎ ততো জিহ্বা ভবত্যরসবেদিনী॥
তুদ্যতে দহ্যতে চাপি শ্লেষ্মা চাস্যাৎ প্রসিচ্যতে।
তত্র বাষ্পেরিতং কর্ম্ম যচ্চ স্যাদ্দান্তকাষ্ঠিকম্॥ ১৩
মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিমতীসারমাধ্মানং দাহবেপথু।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ বৈকৃত্যং কুর্য্যাদামাশয়ং গতম্॥
তত্রাশু মদনালাবু-বিম্বীকোশাতকীফলৈঃ।
ছর্দ্দনং দধ্যুদশ্বিত্যামথবা তণ্ডুলাম্বুনা॥ ১৪
দাহং মূর্চ্ছামতীসারং নৃণামিন্দ্রিয়বৈকৃতম্।
আটোপপাণ্ডুতাং কার্শ্যং কুর্য্যাৎ পক্বাশয়ং গতম্॥
বিরেচনং সসর্পিষ্কং তত্রোক্তং নীলিনীফলম্।
দধ্না দূষীবিষারিশ্চ পেয়ো বা মধুসংযুতঃ॥ ১৫
দ্রবদ্রব্যেষু সর্ব্বেষু ক্ষীরমদ্যোদকাদিষু।
ভবন্তি বিবিধা রাজ্যঃ ফেনবুদ্বুদজন্ম চ॥
ছায়াশ্চাত্র ন দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে যদি বা পুনঃ।
ভবন্তি যমলাশ্ছিদ্রাস্তন্ব্যো বা বিকৃতাস্তথা॥ ১৬
শাকসূপান্নমাংসানি ক্লিন্নানি বিরসানি চ।
সদ্যঃ পর্য্যুষিতানীব বিগন্ধানি ভবন্তি চ॥ ১৭

গন্ধবর্ণরসৈর্হীনাঃ সর্ব্বে ভক্ষ্যাঃ ফলানি চ।
পক্বান্যাশু বিশীর্য্যন্তে পাকমামানি যান্তি চ॥ ১৮
বিশীর্য্যতে কূর্চ্চকস্তু দন্তকাষ্ঠগতে বিষে।
জিহ্বাদন্তৌষ্ঠমাংসানাং শ্বয়থুশ্চোপজায়তে॥ ১৯
অথাস্য ধাতকীপুষ্প পথ্যাজম্বুফলাস্থিভিঃ।
সক্ষৌদ্রৈঃ প্রচ্ছিতে শোফে কর্ত্তব্যং প্রতিসারণম্॥
অথবাঙ্কোঠমূলানি ত্বচঃ সপ্তচ্ছদস্য বা।
শিরীষমাষকা বাপি সক্ষৌদ্রাঃ প্রতিসারণম্॥ ২০
জিহ্বানির্লেখকবলৌ দন্তকাষ্ঠবদাদিশেৎ॥ ২১
পিচ্ছিলো বহুলোঽভ্যঙ্গো বিবর্ণো বা বিষান্বিতঃ।
স্ফোটজন্মরুজাস্রাবত্বক্পাকঃ স্বেদনং জ্বরঃ॥
দরণঞ্চাপি মাংসানামভ্যঙ্গে বিষসংযুতে।
তত্র শীতাম্বুসিক্তস্য কর্ত্তব্যমনুলেপনম্॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমুশীরং বেণুপত্রিকা।
সোমবল্ল্যমৃতা শ্বেতা পদ্মং কালীয়কং ত্বচম্।
কপিত্থরসমূত্রাভ্যাং পানমেতচ্চ যুজ্যতে॥ ২২
উৎসাদনে পরীষেকে কষায়ে চানুলেপনে।
শয্যাবস্ত্রতনুত্রেষু জ্ঞেয়মভ্যঙ্গলক্ষণৈঃ॥ ২৩
কেশশাতঃ শিরোদুঃখং খেভ্যশ্চ রুধিরাগমঃ
গ্রন্থিজন্মোত্তমাঙ্গেষু বিষজুষ্টে তু লেপনে॥

প্রিয়ঙ্গু), ইন্দ্র (ইন্দ্রবারুণী), গোপ (অনন্তমূল। মতান্তরে —ইন্দ্রগোপ শব্দে ইন্দ্রগোপ কীট), সোমা (গুড়ূচী। মতান্তরে সোমলতা) এবং উৎপল (নীলোৎপল) এই সকলের প্রলেপ দেওয়া উচিত। ১২। যদি সে ব্যক্তি প্রমাদ বা মোহক্রমে সেই অন্ন সেবন করে, তবে তাহার জিহ্বা অষ্ঠীলার (প্রস্তরখণ্ডের) ন্যায় অ-রসজ্ঞ হয় এবং তোদযুক্ত ও দহ্যমান হইতে থাকে। আর মুখ হইতে শ্লেষ্মার স্রাব হয়। এরূপ স্থলে একাদশপ্রকরণোক্ত বাষ্পোদ্গমের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আর দন্ত-কাষ্ঠোক্ত কর্ম্ম সকল অর্থাৎ প্রতিসারণ কবল ও গণ্ডূষ করা কর্ত্তব্য। ১৩। বিষ আমাশয়স্থ হইলে বমি, অতি-সার, আধ্মান, দাহ ও বেপথু উৎপাদন করে আর ইন্দ্রিয়-সমূহের বিকৃতি করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে মদনফল, তিক্ত অলাবু, তেলাকুচো ও কোশাতকীফলের চূর্ণ বা কল্ক দধি উদশ্বিৎ বা তণ্ডুলজলের সহিত পান করিয়া বমন করিতে হয়। ১৪। বিষ পক্বাশয়গত হইলে দাহ, মূর্চ্ছা, অতিসার, ইন্দ্রিয়বিকৃতি, আটোপ, পাণ্ডুতা ও কৃশতা উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে ঘৃতযুক্ত নীলিনীফল প্রয়োগ করিয়া বিরেচন দেওয়া উচিত। অথবা বক্ষ্যমাণ দূষীবিষের ঔষধ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিবে।১৫। বিষমিশ্রিত হইলে ক্ষীর মদ্য জলাদি সর্ব্ব প্রকার দ্রবদ্রব্যেই বিবিধ প্রকার বর্ণের রেখা এবং ফেন ও বুদ্বুদ জন্মিয়া থাকে। উহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না। আর যদিই পড়ে, তবে যমল, শুষির, তনু ও বিকৃত হইয়া থাকে। ১৬। শাক সূপ অন্ন ও মাংস বিষাক্ত হইলে ক্লেদযুক্ত ও বিরস হয় এবং সদ্যঃ পর্য্যুষিতের ন্যায় বিগন্ধ হইয়া থাকে। ১৭। সর্ব্ব প্রকার ভক্ষ্য ও ফলই, বিষাক্ত হইলে, আশু পক্ব ও গলিত হয়। আর কাঁচা ফলও পাকিয়া যায়। ১৮। দন্তকাষ্ঠ বিষাক্ত হইলে উহার কূর্চ্চক সকল খসিয়া পড়ে। এবং জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ ও মাংসে শোথ হইয়া থাকে। ১৯। এইরূপ 'প্রচ্ছিত' শোথে ধাইফুল, হরীতকী ও জামের আঁঠির শাঁস মধুর সহিত প্রতিসারণ করা কর্ত্তব্য। অথবা আঁকোড়ের মূল অথবা ছাতিমের ছাল অথবা শিরীষের বীজ মধুর সহিত প্রতিসারণ করা কর্ত্তব্য। ২০। জিহ্বানির্লেখন ও কবল বিষাক্ত হইলে দন্তকাষ্ঠের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ২১। অভ্যঙ্গ বিষাক্ত হইলে উহা পিচ্ছিল, বহুল (পুরু) ও বিবর্ণ হইয়া থাকে। স্ফোটক জন্মে, বেদনা হয়, স্রাব হয়, ত্বক্পাক হয়, স্বেদ হয় ও জ্বর হয়। অভ্যঙ্গ বিষসংযুত হইলে মাংস সকল বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রোগীকে শীতাম্বুসিক্ত করিয়া অনুলেপন করিবে। আর রক্তচন্দন, তগর, কুড়, বেণার মূল, বেণুপত্রিকা (বাঁশ-পাতা। মতান্তরে বাঁশপাতার সদৃশ পত্রবিশিষ্ট দ্রব্যান্তর), সোমবল্লী (টীকাকার-মতে গোলঞ্চ), অমৃতা (গোলঞ্চ। দুইবার উল্লিখিত বলিয়া দুইভাগ), শ্বেতা (কটভী বা বচ), পদ্ম, কালীয়কত্বক্ (দারুহরিদ্রার ত্বক্) কপিত্থ-রস ও মূত্রের সহিত পান করা উচিত। ২২। উৎসাদন, কষায়, অনুলেপন, শয্যা, বস্ত্র ও তনুত্রাণ বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত অভ্যঙ্গের ন্যায় লক্ষণসমূহ হয়। ২৩। লেপন বিষজুষ্ট হইলে কেশপাত, শিরঃক্লেশ, লোমকূপসমূহ হইতে

প্রলেপো বহুশস্তত্র ভাবিতাঃ কৃষ্ণমৃত্তিকাঃ।
ঋষ্যপিত্তঘৃতশ্যামা-পালিন্দীতণ্ডুলীয়কৈঃ॥
গোময়স্বরসো বাপি হিতো বা মালতীরসঃ।
রসো মূষিকপর্ণ্যা বা ধূমো বাগারসম্ভবঃ॥ ২৪
শিরোঽভ্যঙ্গঃ শিরস্ত্রাণং স্নানমুষ্ণীষমেব চ।
স্রজশ্চ বিষসংসৃষ্টাঃ সাধয়েদনুলেপবৎ॥ ২৫
মুখলেপে মুখং শ্যাবং যুক্তমভ্যঙ্গলক্ষণৈঃ।
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈঃ কণ্টকৈশ্চোপচীয়তে॥
তত্র ক্ষৌদ্রঘৃতং পানং প্রলেপশ্চন্দনং ঘৃতম্।
পয়স্যা মধুকং ফঞ্জী বন্ধুজীবপুনর্নবা॥ ২৬
অস্বাস্থ্যং কুঞ্জরাদীনাং লালাস্রাবোঽক্ষিরক্ততা।
স্ফিক্‌পায়ুমেঢ্রমুষ্কেষু যুক্তেষু স্ফোটসম্ভবঃ॥
তত্রাভ্যঙ্গবদেবেষ্টা যাত্ত্ব হনয়োঃ ক্রিয়া॥ ২৭
শোণিতাগমনং খেভ্যঃ শিরোরুক্‌ কফসংস্রবঃ।
নস্যধূমগতে লিঙ্গমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ বৈকৃতম্॥
তত্র দুগ্ধৈর্গবাদীনাং সর্পিঃ সাতিবিষৈঃ শৃতম্।
পানে নস্যে চ সংশ্বেতং হিতং সমদয়ন্তিকম্॥ ২৮
গন্ধহানির্বিবর্ণত্বং পুষ্পাণাং ম্লানতা ভবেৎ।
জিঘ্রতশ্চ শিরোদুঃখং বারিপূর্ণে চ লোচনে॥

তত্র বাষ্পেরিতং কর্ম্ম মুখালেপে চ যৎ স্মৃতম্॥ ২৯
কর্ণ তৈলগতে শ্রোত্রবৈগুণ্যং শোফবেদনে।
কর্ণস্রাবশ্চ তত্রাশু কর্ত্তব্যং প্রতিপূরণম্॥
স্বরসো বহুপুত্রায়াঃ সঘৃতঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
সোমবল্করসশ্চাপি সুশীতো হিত ইষ্যতে॥ ৩০
অশ্রুপদেহো দাহশ্চ বেদনা দৃষ্টিবিভ্রমঃ।
অঞ্জনে বিষসংসৃষ্টে ভবেদান্ধ্যমথাপি বা॥
তত্র সদ্যোঘৃতং পেয়ং তর্পণঞ্চ সমাগধম্।
অঞ্জনং মেষশৃঙ্গস্য নির্যাসো বরুণস্য চ॥
মুষ্ককস্যাজকর্ণস্য ফেনো গোপিত্তসংযুতঃ।
কপিত্থমেষশৃঙ্গ্যোশ্চ পুষ্পং ভল্লাতকস্য বা।
একৈকং কারয়েৎ পুষ্পং বন্ধুকাঙ্কোঠয়োরপি॥ ৩১
শোফঃ স্রাবস্তথা স্বাপঃ পাদয়োঃ স্ফোটজন্ম চ।
ভবন্তি বিষজুষ্টাভ্যাং পাদুকাভ্যামসংশয়ম্॥
উপানৎপাদপীঠানি পাদুকাবৎ প্রসাধয়েৎ॥
ভূষণানি হতার্চ্চীংষি ন বিভান্তি যথা পুরা।
স্বানি স্থানানি হন্যুশ্চ দাহপাকাবদারণৈঃ॥
পাদুকাভূষণে যুক্তমভ্যঙ্গবিধিমাচরেৎ॥ ৩২
বিষোপসর্গো বাষ্পাদির্ভূষণান্তো য ঈরিতঃ।
সমীক্ষ্যোপদ্রবাংস্তস্য বিদধীত চিকিৎসিতম্॥

রক্তপাত ও মস্তকে গ্রন্থিসমূহের উৎপত্তি হয়। এরূপ স্থলে হরিণের পিত্ত (ডল্লনাচার্য্য বলেন, 'যকৃৎসংলগ্ন নলিকার অন্তর্গত লালজলকে পিত্ত কহে'), ঘৃত, শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু), পালিন্দী (তেউড়ী) ও তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটে। মতান্তরে চাঁপানটে), এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে। কিংবা গোময়ের স্বরস বা মালতীরস (জাতীরস) বা দ্রবন্তীর রস বা গৃহধূমের প্রলেপ দিবে। ২৪। শিরোভ্যঙ্গ, শিরস্ত্রাণ, স্নান, উষ্ণীষ ও মাল্য বিষসংসৃষ্ট হইলে অনুলেপবৎ চিকিৎসা আবশ্যক। ২৫। মুখলেপ বিষাক্ত হইলে মুখ শ্যাববর্ণ হয়, বিষাক্ত অভ্যঙ্গের ন্যায় লক্ষণসমূহ হয় আর পদ্মিনীকণ্টক নামক কণ্টকসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ক্ষীরঘৃত পান এবং চন্দন, ঘৃত, পয়স্যা (অর্কপুষ্পী), মধুক (যষ্টিমধু), ফঞ্জী (বামনহাটী), বন্ধুজীব ও পুনর্নবার প্রলেপপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। ২৬। কুঞ্জর প্রভৃতি বিষাক্ত হইলে তাহাদের অস্বাস্থ্য, লালাস্রাব ও অক্ষির রক্ততা হয় এবং স্ফিক্ পায়ু মেঢ্র ও মুষ্ক বিষযুক্ত হইলে স্ফোটক জন্মিয়া থাকে। গন্তা ও বাহন বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত অভ্যঙ্গের ন্যায় ক্রিয়া আবশ্যক। ২৭। নস্য ও ধূম বিষাক্ত হইলে লোমকূপ দিয়া রক্ত নির্গম, শিরোবেদনা ও কফসংস্রব হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিকৃতি হয়। এরূপ স্থলে গবাদির দুগ্ধ, আতইচ, শ্বেতা (বচ বা কটভী) ও মদয়ন্তিকা (মল্লিকা) পানে ও নস্যে ব্যবহার করিবে। ২৮। পুষ্প সকল বিষাক্ত হইলে গন্ধহানি, বিবর্ণতা ও ম্লানতা হয় এবং আঘ্রাণ করিলে শিরোদুঃখ ও লোচন বারিপূর্ণ হয়। এরূপ স্থলে একাদশপ্রকরণোক্ত বাষ্প এবং বিষাক্ত মুখালেপের চিকিৎসা করিবে। ২৯। বিষ কর্ণতৈলগত হইলে শ্রোত্রের শক্তিহানি, শোথ, বেদনা ও কর্ণস্রাব হয়। এরূপ স্থলে শতমূলীর রস ঘৃত ও মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিবে। আর সোমকল্কের ('শ্বেতখদিরের') রসও শীতল করিয়া দেওয়া যায়। ৩০। অঞ্জন বিষজুষ্ট হইলে অশ্রু, উপদেহ (লিপ্ততা), দাহ, বেদনা, দৃষ্টিবিভ্রম, এমন কি অন্ধত্বও হইতে পারে। এরূপ স্থলে সদ্যোঘৃত পান করা উচিত। আর আবর্ত্তিত দুগ্ধে সিদ্ধ পিপ্পলীর কল্কে ঘৃতপাক করিয়া অক্ষিতর্পণ করিবে। মেষশৃঙ্গীর আঠা ও বরুণের রস অঞ্জন করিবে। ঘণ্টাপারুল ও অজকর্ণের রস অঞ্জন করিবে। আর সমুদ্রফেন গোপিত্তসংযুক্ত করিয়া অঞ্জন করিবে। এইরূপ কপিত্থ মেষশৃঙ্গী বা ভল্লাতকের পুষ্প বা বন্ধুক বা আঁকোড়ের পুষ্প (পুষ্পরস) অঞ্জন করিবে। ৩১। পাদুকাদ্বয় বিষজুষ্ট হইলে পাদদ্বয়ে শোথ, স্রাব, সুপ্ততা ও স্ফোটক হয়। উপানৎ ও পাদপীঠ বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত পাদুকার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। ভূষণ সকল বিষাক্ত হইলে উহাদের জ্যোতিঃ অপগত হয় এবং পূর্ব্বে যেরূপ আভা করিত, এখন আর সেরূপ করে না। আর স্ব স্ব স্থানে দাহ পাক ও অবদারণ করিয়া থাকে। পাদুকা ও ভূষণ বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত অভ্যঙ্গের চিকিৎসা করিবে। ৩২। একাদশপ্রকরণোক্ত বাষ্প হইতে দ্বাত্রিংশত্তমপ্রকরণোক্ত ভূষণ পর্য্যন্ত বিষের যে উপসর্গ বলা হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিবে। আর ইহার

মহাসুগন্ধিমগদং যং প্রবক্ষ্যামি তং ভিষক্।
পানালেপননস্তেষু বিদধীতাঞ্জনেষু চ ॥ ৩৩
বিরেচনানি তীক্ষ্ণানি কুর্য্যাৎ প্রচ্ছর্দ্দনানি চ।
শিরাশ্চ ব্যধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রাপ্তং বিস্রাবণং যদি ॥ ৩৪
মূষিকাজরুহা বাপি হস্তে বদ্ধা তু ভূপতেঃ।
করোতি নির্ব্বিষং সর্ব্বমন্নং বিষসমাযুতম্ ॥
হৃদয়াবরণং নিত্যং কুর্য্যাচ্চ মিত্রমধ্যগঃ ॥
পিবেদ্ঘৃতমজেয়াখ্যমমৃতাখ্যঞ্চ বুদ্ধিমান্।
সর্পির্দধি পয়ঃ ক্ষৌদ্রং পিবেদ্বা শীতলং জলম্ ॥
ময়ূরান্ নকুলান্ গোধাঃ পৃষতান্ হরিণানপি।
সততং ভক্ষয়েচ্চাপি রসাংস্তেষাং পিবেদপি ॥
গোধানকুলমাংসেষু হরিণস্য চ বুদ্ধিমান্।
দদ্যাৎ সুপিষ্টাং পালিন্দীং মধুকং শর্করাং তথা ॥
শর্করাতিবিষে দেয়ে মায়ূরে সমহৌষধে।
পার্ষতে চাপি দেয়াঃ স্যুঃ পিপ্পল্যঃ সমহৌষধাঃ ॥
সক্ষৌদ্রঃ সঘৃতশ্চৈব শিখীযূষো হিতঃ সদা।
বিষঘ্নানি চ সেবেত ভক্ষ্যভোজ্যানি বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৫
পিপ্পলীমধুকক্ষৌদ্র-শর্করেক্ষুরসাম্বুভিঃ।
ছর্দ্দয়েৎ গুপ্তহৃদয়ো ভক্ষিতং যদিবা বিষম্ ॥ ৩৬
ইতি কল্পস্থানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

পর মহাসুগন্ধি নামক যে অগদ বর্ণনা করিব, বৈদ্য তাহা পান, আলেপন, নস্য ও অঞ্জনে ব্যবহার করিবেন। ৩৩। রোগী বিষাক্ত অন্নাদি সেবন করিয়া বিষাক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন দিবে। আর রক্তমোক্ষণ উপযুক্ত হইলে শীঘ্র শিরাবেধ করিবে। ৩৪। রাজা হস্তে মূষিকা বা অজরুহা নামক দ্রব্য বন্ধন করিয়া অন্ন সেবন করিলে সেই অন্ন বিষাক্ত হইলেও নির্ব্বিষ হয়। রাজা সর্ব্বদা বিষনাশক দ্রব্য ধারণ করিয়া হৃদয় রক্ষা করিবেন। সর্ব্বদা মিত্রবর্গের মধ্যে অবস্থান করিবেন। অজেয় নামক ও অমৃত নামক ঘৃত সর্ব্বদা পান করিবেন। ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, শীতলজল, ময়ূরমাংস, অম্লবর্গ, গোধামাংস, পৃষতমাংস ও হরিণমাংস সর্ব্বদা সেবন করিবেন এবং ঐ সকল মাংসের রসও সেবন করিবেন। গোধা নকুল ও হরিণের মাংসে তেঁতুড়ী ও যষ্টিমধু সুপিষ্ট করিয়া বাটনা দিবে। আর তাহাতে শর্করা যোগ করিবে। ময়ূরমাংসে শুঁঠ, শর্করা ও আতইচ যোগ করিবে। পৃষতমাংসে পিপুল ও শুঁঠের বাটনা দিবে। 'শিখীযূষ' মধু ও ঘৃতের সহিত পান করিলে সর্ব্বদা হিতকর হয়। এইরূপে বিষঘ্ন ভোজ্য ও ভক্ষ্য সকল সর্ব্বদা সেবন করিতে হয়। ৩৫। বিষঘ্ন দ্রব্য সর্ব্বদা হৃদয় রক্ষা করিবে। আর বিষ ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে পিপুল, যষ্টিমধু, শর্করা, ইক্ষুরস ও জল পান করিয়া বমন করিবে [ঐ সকল আকণ্ঠ পান করিয়া গলায় অঙ্গুলি দিলে বমন হইতে পারে। অথবা ঐ সকলের সহিত মদনচূর্ণ পান করিলেও বমন হইতে পারে]। ৩৬। প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্থাবরবিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
দশাধিষ্ঠানমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং ষোড়শাশ্রয়ম্ ॥ ২
মূলং পত্রং ফলং পুষ্পং ত্বক্ ক্ষীরং সার এব চ।
নির্যাসো ধাতবশ্চৈব কন্দশ্চ দশমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩
তত্র ক্লীতকাশ্বমারগুঞ্জাসুবন্ধগর্গরককরঘাটবিদ্যুচ্ছিখা-বিজয়ানীত্যষ্টৌ মূলবিষাণি ॥ ৪
বিষপত্রিকালম্বাবরদারুককরম্ভমহাকরম্ভাণি পঞ্চ পত্র-বিষাণি ॥ ৫
কুমুদ্বতীরেণুকাকরম্ভমহাকরম্ভকর্কোটকরেণুকখদ্যোতক-চর্ম্মরীভগন্ধাসর্পঘাতিনন্দনসারপাকানীতি দ্বাদশ ফলবিষাণি ॥
বেত্রকাদম্ববল্লিজকরম্ভমহাকরম্ভাণি পঞ্চ পুষ্পবিষাণি ॥৭
অন্ত্রপাচককর্ত্তরীয়সৌরীয়ককরঘাটকরম্ভনন্দনবরাটকানি সপ্ত ত্বক্সারনির্যাসবিষাণি ॥ ৮
কুমুদঘ্নীস্নুহীজালক্ষীর্য্যাণি ত্রীণি ক্ষীরবিষাণি ॥ ৯
ফেনাশ্মভস্ম হরিতালঞ্চ দ্বে ধাতুবিষে ॥ ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্থাবরবিষবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা স্থাবরবিষবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। বিষ দুই প্রকার ;—স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর বিষের অধিষ্ঠান দশ। জঙ্গম বিষের ষোড়শ আশ্রয়। ২। মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্, ক্ষীর, সার, নির্যাস, ধাতু ও কন্দ এই দশটী স্থাবর বিষের অধিষ্ঠান। ৩। ক্লীতক, অশ্বমার, গুঞ্জা, সুবন্ধ, গর্গরক, করঘাট, বিদ্যুচ্ছিখা ও বিজয় এই আটটী মূলবিষ [টীকাকার বলেন যে, "অনেক যত্ন করিয়াও সুশ্রুতোক্ত মূলাদি বিষের স্বরূপ জানিতে পারি নাই।" অতএব এস্থলে অশ্বমার শব্দে করবীর, গুঞ্জা শব্দে কুঁচ ইত্যাদি অর্থ করা উচিত নহে।] ৪। বিষপত্রিকা, লম্বা, বরদারুক, করম্ভ, মহাকরম্ভ এই পাঁচটী পত্র বিষ। ৫। কুমুদ্বতী, রেণুকা, করম্ভ, মহাকরম্ভ, কর্কোট, করেণুক, খদ্যোত, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, নন্দন ও সারপাক এই দ্বাদশটী ফল বিষ। ৬। বেত্র, কাদম্ব, বল্লিজ, করম্ভ ও মহাকরম্ভ এই পাঁচটী পুষ্প বিষ। ৭। অন্ত্রপাচক, কর্ত্তরীয়, সৌরীয়ক, করঘাট, করম্ভ, নন্দন ও বরাটক এই সাতটী ত্বক্ বিষ, সার বিষ ও নির্যাস বিষ। ৮। কুমুদঘ্নী, স্নুহী ও জাল এই তিনটী বৃক্ষের ক্ষীর ক্ষীর-বিষ বলিয়া কথিত হয়। ৯। ফেনাশ্মভস্ম [শেঁকো] ও হরিতাল এই দুইটী ধাতু বিষ [কেহ কেহ কহেন যে, এক প্রকার বৃশ্চিক আছে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্তরে দংশন করিলে মুখ দিয়া ফেন নির্গত হয়, তাহাতে প্রস্তর (অশ্ম) ভস্ম হইয়া থাকে। এই ভস্মকেই শেঁকো কহে]। ১০। কালকূট, বৎসনাভ,

কালকূটবৎসনাভসর্ষপকপালক-কর্দ্দমকবৈরাটকমুস্তক-শৃঙ্গীবিষ-প্রপৌণ্ডরীক-মূলকহালাহল-মহাবিষ-কর্কটকানীতি ত্রয়োদশ কন্দবিষাণি। ইত্যেবং পঞ্চপঞ্চাশৎ স্থাবরবিষাণি ভবন্তি ॥ ১১

চত্বারি বৎসনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
ষট্ চৈব সর্ষপাণ্যাহুঃ শেষাণ্যেকৈকমেব তু ॥ ১২
উদ্বেষ্টনং মূলবিষৈঃ প্রলাপো মোহ এব চ।
জৃম্ভাঙ্গোদ্বেষ্টনশ্বাসা জ্ঞেয়াঃ পত্রবিষেণ তু ॥
মুষ্কশোফঃ ফলবিষৈর্দাহোঽন্নদ্বেষ এব চ।
ভবেৎ পুষ্পবিষৈশ্ছর্দ্দিরাধ্মানং মোহ এব চ ॥
ত্বক্‌সারনির্যাসবিষৈরুপযুক্তৈর্ভবন্তি হি
আস্যদৌর্গন্ধ্যপারুষ্য-শিরোরুক্‌কফসংস্রবাঃ ॥
ফেনাগমঃ ক্ষীরবিষে বিড়্ভেদো জিহ্মজিহ্বতা ॥ ১৩
হৃৎপীড়নং ধাতুবিষৈর্মূর্চ্ছা দাহশ্চ তালুনি।
প্রায়েণ কালঘাতীনি বিষাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১৪
কন্দজানি তু তীক্ষ্ণানি তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্।
স্পর্শাজ্ঞানং কালকূটে বেপথুঃ স্তম্ভ এব চ ॥
গ্রীবাস্তম্ভো বৎসনাভে পীতবিণ্মূত্রনেত্রতা ॥
সর্ষপে তালুবৈগুণ্যমানাহো গ্রন্থিজন্ম চ।
গ্রীবাদৌর্ব্বল্যবাক্‌সঙ্গৌ পালকেঽনুমতাবিহ ॥
প্রসেকঃ কর্দ্দমাখ্যে তু বিড়্ভেদো নেত্রপীততা।
বৈরাটকেনাঙ্গদুঃখং শিরোরোগশ্চ জায়তে ॥
গাত্রস্তম্ভো বেপথুশ্চ জায়তে মুস্তকেন তু।
শৃঙ্গীবিষেণাঙ্গসাদ-দাহোদরবিবৃদ্ধয়ঃ ॥
পুণ্ডরীকেণ রক্তত্বমক্ষ্ণোর্বৃদ্ধিস্তথোদরে।
বৈবর্ণ্যং মূলকৈশ্ছর্দ্দির্হিক্কাশোফপ্রমূঢ়তাঃ ॥
চিরেণোচ্ছ্বসিতি শ্যাবো নরো হালাহলেন বৈ।
মহাবিষেণ হৃদয়ে গ্রন্থিশূলোদ্গমৌ ভৃশম্।
কর্কটেনোৎপতত্যূর্দ্ধং হসন্ দন্তান্ দশত্যপি ॥ ১৫
কন্দজান্যুগ্রবীর্য্যাণি প্রযুক্তানি ত্রয়োদশ।
সর্ব্বাণি কুশলৈর্জ্ঞেয়ান্যেতানি দশভির্গুণৈঃ ॥
রুক্ষমুষ্ণং তথা তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মমাশু ব্যবায়ি চ।
বিকাশি বিশদঞ্চৈব লঘ্বপাকি চ তৎ স্মৃতম্ ॥
তদ্রৌক্ষ্যাৎ কোপয়েদ্বায়ুমৌষ্ণ্যাৎ পিত্তং সশোণিতম্।
মানসং মোহয়েৎ তৈক্ষ্ণ্যাদঙ্গবন্ধাংশ্ছিনত্ত্যপি ॥
শরীরাবয়বান্ সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রবিশেদ্বিকরোতি চ।
আশুত্বাদাশু তদ্ধন্তি ব্যবায়াৎ প্রকৃতিং ভজেৎ ॥
ক্ষপয়েচ্চ বিকাশিত্বাদ্দোষান্ ধাতুমলানপি।
বৈশদ্যাদতিরিচ্যেত দুশ্চিকিৎস্যঞ্চ লাঘবাৎ।
দুর্জ্জরঞ্চাবিপাকিত্বাৎ তস্মাৎ ক্লেশয়তে চিরম্ ॥ ১৬
স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ কৃত্রিমং চাপি তদ্বিষম্।
সদ্যো ব্যাপাদয়েৎ তত্তু জ্ঞেয়ং দশগুণান্বিতম্ ॥ ১৭
যৎ স্থাবরং জঙ্গমকৃত্রিমং বা
দেহাদশেষং যদনির্গতং তৎ

সর্ষপ, পালক, কর্দ্দমক, বৈরাটক, মুস্তক, শৃঙ্গীবিষ, প্রপৌণ্ডরীক, মূলক, হালাহল, মহাবিষ ও কর্কটক এই ত্রয়োদশটী কন্দবিষ। এইরূপে পঞ্চান্নটী স্থাবর বিষ কথিত হইল। ১১। বৎসনাভ চারি প্রকার। মুস্তক বিষ দুই প্রকার। সর্ষপ বিষ ছয় প্রকার। অন্যান্য বিষ এক এক প্রকার। ১২। মূল বিষ পান করিলে উদ্বেষ্টন, প্রলাপ ও মোহ হয়। পত্র বিষে জৃম্ভা, উদ্বেষ্টন ও শ্বাস হইয়া থাকে। ফল বিষে মুষ্কশোথ, দাহ ও অন্নদ্বেষ হয়। পুষ্প বিষে বমি, আধ্মান ও মোহ হয়। ত্বক্, সার ও নির্যাস বিষ সেবন করিলে মুখদৌর্গন্ধ্য, পারুষ্য, শিরোবেদনা ও কফসংস্রব হয়। ক্ষীর বিষে ফেনবমন, বিষ্ঠাভেদ ও বক্রজিহ্বতা হইয়া থাকে। ১৩। ধাতু বিষ পান করিলে হৃৎপীড়া, মূর্চ্ছা ও তালুদাহ হইয়া থাকে। অন্যান্য বিষ প্রহরকালে প্রাণনাশ করিয়া থাকে। ১৪। কন্দ বিষ সকল তীক্ষ্ণ। তাহাদের বিষয় সবিস্তরে বলিতেছি। কালকূট পান করিলে স্পর্শাজ্ঞান, বেপথু ও স্তম্ভ হয়। বৎসনাভ পান করিলে গ্রীবাস্তম্ভ এবং বিষ্ঠা মূত্র ও নেত্রের পীততা হইয়া থাকে। সর্ষপ বিষে তালুর বিকলতা, আনাহ ও গ্রন্থির উদ্ভব হয়। পালক বিষে গ্রীবাদৌর্ব্বল্য ও বাক্‌সঙ্গ হয়। কর্দ্দম বিষে প্রসেক, বিষ্ঠাভেদ ও নেত্রের পীততা হয়। বৈরাটক বিষে অঙ্গক্লেশ ও শিরোরোগ হয়। মুস্তক বিষে গাত্রস্তম্ভ ও বেপথু হয়। শৃঙ্গী বিষে অঙ্গসাদ, দাহ ও উদরবিবৃদ্ধি (উদরী) হয়। পুণ্ডরীক বিষে অক্ষিদ্বয়ের রক্ততা ও উদরের বৃদ্ধি হয়। মূলক বিষে বৈবর্ণ্য, বমি, হিক্কা, শোথ ও মোহ হয়। হালাহল বিষে নর শ্যাববর্ণ হইয়া দীর্ঘ উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করে। মহাবিষ নামক বিষে হৃদয়ে গ্রন্থি ও অতিশয় শূল হয়। কর্কট বিষে মানব ঊর্দ্ধে লম্ফিত হয় আর হাসিতে হাসিতে দন্তদংশন করে। ১৫। ত্রয়োদশ কন্দ বিষই উগ্রবীর্য্য। সাধারণতঃ উহাদের এই দশটী গুণ আছে;—উহারা রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু (আশুকারী), ব্যবায়ী (সর্ব্বদেহব্যাপী), বিকাশী, বিশদ, লঘু ও অপাকী (পাচকাগ্নি ইহাকে পাক করিতে পারে না)। ইহারা রুক্ষতা হেতু বায়ুকোপক, উষ্ণতা হেতু পিত্তকোপক ও রক্তকোপক, তীক্ষ্ণতা হেতু মনোমোহকারী ও অঙ্গবন্ধের ছেদনকারী, সূক্ষ্মতা হেতু শরীরাবয়বে প্রবেশকারী ও বিকারকারী, আশুতা হেতু শীঘ্রবধকারী, ব্যবায়িত্ব হেতু সর্ব্বদেহব্যাপ্তিকারী, বিকাশিত্ব হেতু দোষ ধাতু ও মলসমূহের ক্ষয়কারী, বৈশদ্য হেতু অতিরেককারী (অর্থাৎ কোন স্থানে সংলগ্ন হয় না), লঘুতা হেতু দুশ্চিকিৎস্য এবং অপাকিত্ব হেতু দুর্জ্জর বলিয়া চিরক্লেশকারী। ১৬। স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম এই তিন প্রকার বিষই সদ্যঃপ্রাণহারী এবং দশগুণান্বিত। ১৭। যে স্থাবর, বা জঙ্গম বা কৃত্রিম বিষ দেহ হইতে নিঃশেষে নিষ্ক্রান্ত না হয় অথচ বিষঘ্ন ঔষধ কর্ত্তৃক জারিত বা আহত কিংবা

জীর্ণং বিষঘ্নৌষধিভির্হতং বা
দাবাগ্নিবাতাতপশোষিতং বা ॥
স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং
বিষং হি দূষীবিষতামুপৈতি।
বীর্য্যাল্পভাবান্ন নিপাতয়েৎ তৎ
কফাবৃতং বর্ষগণানুবন্ধি ॥ ১৮
তেনার্দ্দিতো ভিন্নপুরীষবর্ণো
বিগন্ধবৈরস্যমুখঃ পিপাসী।
মূর্চ্ছন্ বমন্ গদ্গদবাগ্ বিপন্নো
ভবেচ্চ দূষ্যোদরলিঙ্গজুষ্টঃ ॥ ১৯
আমাশয়স্থে কফবাতরোগী,
পক্বাশয়স্থেঽনিলপিত্তরোগী।
ভবেন্নরো ধ্বস্তশিরোরুহাঙ্গো
বিলূনপক্ষস্তু যথা বিহঙ্গঃ ॥ ২০
স্থিতং রসাদিষথবা যথোক্তান্
করোতি ধাতুপ্রভবান্ বিকারান্।
কোপঞ্চ শীতানিলদুর্দ্দিনেষু
যাত্যাশু পূর্ব্বং শৃণু তত্র রূপম্ ॥ ২১
নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজৃম্ভণঞ্চ
বিশ্লেষহর্ষাবথবাঙ্গমর্দ্দঃ।
ততঃ করোত্যন্নমদাবিপাকা-
বরোচকং মণ্ডলকোঠমোহান্ ॥
ধাতুক্ষয়ং পাদকরাস্যশোফং
দকোদরং ছর্দ্দিমথাতিসারম্।
বৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাবিষমজ্বরান্ বা
কুর্য্যাৎ প্রবৃদ্ধাং প্রবলাং তৃষাং বা ॥
উন্মাদমন্যজ্জনয়েৎ তথাহন্য-
দানাহমন্যৎ ক্ষপয়েচ্চ শুক্রম্।
গাদ্গদ্যমন্যজ্জনয়েচ্চ কুষ্ঠং
তাংস্তান্ বিকারাংশ্চ বহুপ্রকারান্ ॥ ২২
দূষিতং দেশকালান্নদিবাস্বপ্নৈরভীক্ষ্ণশঃ।
যস্মাদ্দূষয়তে ধাতূন্ তস্মাৎ দূষীবিষং স্মৃতম্ ॥ ২৩
স্থাবরস্যোপযুক্তস্য বেগে তু প্রথমে নৃণাম্।
শ্যাবা জিহ্বা ভবেৎ স্তব্ধা মূর্চ্ছা শ্বাসশ্চ জায়তে ॥
দ্বিতীয়ে বেপথুঃ স্বেদো দাহঃ কণ্ডূ রুজস্তথা।
বিষমামাশয়প্রাপ্তং কুরুতে হৃদি বেদনাম্ ॥
তালুশোষং তৃতীয়ে তু শূলঞ্চামাশয়ে ভৃশম্।
দুর্ব্বর্ণে হরিতে শূনে জায়েতে চাস্য লোচনে ॥
পক্বাশয়গতে তোদো হিক্কা কাসোহন্ত্রকূজনম্।
চতুর্থে জায়তে বেগে শিরসশ্চাতিগৌরবম্ ॥
কফপ্রসেকো বৈবর্ণ্যং পর্ব্বভেদশ্চ পঞ্চমে।
সর্ব্বদোষপ্রকোপশ্চ পক্বাধানে চ বেদনা ॥
ষষ্ঠে প্রজ্ঞাপ্রণাশশ্চ ভৃশং বাপ্যতিসার্য্যতে।
স্কন্ধপৃষ্ঠকটীভঙ্গঃ সন্নিরোধশ্চ সপ্তমে ॥ ২৪
প্রথমে বিষবেগে তু বান্তং শীতাম্বুসেবিতম্।
অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং পায়য়েত সমাযুতম্ ॥

দাবাগ্নি বায়ু বা আতপ কর্ত্তৃক শোষিত হওয়াতে তেজোহীন বা স্বভাবতঃ তেজোহীন হয়, তাহাকে দূষীবিষ (গরবিষ) কহে। উহা অল্পবীর্য্য হওয়াতে বিনাশসাধন করে না। উহা কফাবৃত হওয়াতেও উক্তাদিগুণহীন হয়, সুতরাং বিনাশসাধন করে না। পরন্তু চিরকালানুবন্ধী হইয়া থাকে। ১৮। মানুষ গরবিষে আক্রান্ত হইলে উহার পুরীষভেদ ও বর্ণহানি হয়, মুখ দুর্গন্ধ ও বিরস হয়, পিপাসা হয়, মূর্চ্ছা হয়, বমি হয়, বাক্য গদ্গদ হয় এবং সে বিপন্ন হইয়া থাকে। আর ইহার লক্ষণ সকল দূষ্যোদরের ন্যায় হয়। ১৯। দূষীবিষ আমাশয়স্থ হইলে কফবাত দূষিত হয় এবং পক্বাশয়স্থ হইলে বাতপিত্ত দূষিত হয়। উহার কেশ সকল ধ্বস্ত হইয়া থাকে এবং অঙ্গ বিকল হয়। সে বিলূনপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২০। দূষীবিষ রসাদি ধাতুতে অবস্থিত হইলে সেই সেই ধাতুর বিকার উৎপাদন করে। দূষীবিষ শীত, বাত ও দুর্দ্দিনে প্রকুপিত হইয়া থাকে। প্রকুপিত দূষীবিষের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ২১। দূষীবিষ কুপিত হইলে নিদ্রাধিক্য, বিজৃম্ভণ, অঙ্গসন্ধির বিশ্লেষ, হর্ষণ ও অঙ্গমর্দ্দ হয়। অনন্তর 'অন্নমদ', অবিপাক, অরোচক, মণ্ডল, কোঠ ও মোহ হইয়া থাকে। ধাতুক্ষয়, পাদ কর ও মুখে শোথ, জলোদর, বমি, অতিসার, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, বিষমজ্বর এবং প্রবৃদ্ধ ও প্রবল তৃষ্ণা উৎপাদন করিয়া থাকে। কোন কোন দূষীবিষ উন্মাদ, কোন কোন দূষীবিষ আনাহ এবং কোন কোন দূষীবিষ শুক্রধ্বংস করে। আবার কোন কোন দূষীবিষ গদ্গদতা ও কুষ্ঠ এবং পূর্ব্বোক্ত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। ২২। যেহেতু আনূপ দেশ, প্রভৃত বায়ু ও শীতবর্ষার দেশ এবং দিবানিদ্রা এই সকল হেতু পুনঃপুনঃ ধাতুদিগকে দূষিত করে, এইজন্য ইহার নাম দূষীবিষ হইয়াছে। ২৩। স্থাবর বিষ ভক্ষণ করিলে প্রথম বেগে মানুষদিগের জিহ্বা শ্যাব ও স্তব্ধ হয় এবং মূর্চ্ছা ও শ্বাস হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে বেপথু, স্বেদ, দাহ, কণ্ডূ ও বেদনা হয় এবং বিষ আমাশয়ে থাকিলে হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত করে। তৃতীয় বেগে তালুশোষ ও আমাশয়ে অতিশয় শূল হয় এবং লোচনদ্বয় দুর্ব্বর্ণ হরিত শোথযুক্ত হয়। স্থাবর বিষ পক্বাশয়গত হইলে তোদ, হিক্কা, কাস ও অন্ত্রকূজন হয়। চতুর্থ বেগে মস্তকের অতিগুরুতা হয়। পঞ্চম বেগে কফপ্রসেক, বৈবর্ণ্য, পর্ব্বভেদ, সর্ব্বদোষের প্রকোপ এবং পক্বাশয়ে বেদনা হয়। ষষ্ঠ বেগে প্রজ্ঞানাশ বা অতিশয় অতিসার হয়। আর সপ্তম বেগে স্কন্ধ পৃষ্ঠ ও কটি ভগ্ন এবং উচ্ছ্বাসের সম্যক্ নিরোধ হয়। ২৪। প্রথম বিষবেগে বমি করাইবে, শীতল জল সেবন করাইবে এবং মধু-ঘৃত

দ্বিতীয়ে পূর্ব্ববদ্বান্তং পায়য়েৎ তু বিরেচনম্।
তৃতীয়েঽগদপানস্তু হিতং নস্যং তথাঞ্জনম্॥
চতুর্থে স্নেহসংমিশ্রং পায়য়েত্তাগদং ভিষক্।
পঞ্চমে ক্ষৌদ্রমধুক-ক্বাথযুক্তং প্রদাপয়েৎ॥
ষষ্ঠেঽতীসারবৎ সিদ্ধিরবপীড়শ্চ সপ্তমে।
মূর্দ্ধ্নি কাকপদং কৃত্বা সাসৃগ্বা পিশিতং ক্ষিপেৎ॥
বেগান্তরে ত্বন্ততমে কৃতে কর্ম্মণি শীতলাম্।
যবাগূং সঘৃতক্ষৌদ্রামিমাং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ২৫
কোষাতক্যোঽগ্নিকঃ পাঠাসূর্য্যবল্ল্যমৃতাভয়াঃ॥
শিরীষঃ কিণিহী শেলু গির্য্যাহ্বা রজনীদ্বয়ম্॥
পুনর্নবে হরেণুশ্চ ত্রিকটুঃ সারিবে বলা।
এষাং যবাগূর্নিক্বাথে কৃতা হন্তি বিষদ্বয়ম্॥
মধুকং তগরং কুষ্ঠং ভদ্রদারুহরেণবঃ।
পুন্নাগৈলৈলবালূনি নাগোপুষ্পোৎপলং সিতা॥
বিড়ঙ্গং চন্দনং পত্রং প্রিয়ঙ্গুধ্যামকং তথা।
হরিদ্রে দ্বে বৃহত্যৌ চ সারিবে চ স্থিরা সহা॥
কল্কৈরেষাং ঘৃতং সিদ্ধমজেয়মিতি বিশ্রুতম্।
বিষাণি হন্তি সর্ব্বাণি শীঘ্রমেবাজিতং ক্বচিৎ॥ ২৬
দূষীবিষার্ত্তং সুস্বিন্নমূর্দ্ধ্বাধশ্চ শোধিতম্।
পায়য়েত্তাগদং নিত্যমিমং দূষীবিষাপহম্॥
পিপ্পল্যো ধ্যামকং মাংসী সাবরঃ পরিপেলবম্।
সুবর্চ্চিকা সসূক্ষ্মৈলা তোয়ং কনকগৈরিকম্॥
ক্ষৌদ্রযুক্তোঽগদো হ্যেষ দূষীবিষমপোহতি।
এষ নাম্না বিষারিস্তু ন চান্যত্রাপি বার্য্যতে॥ ২৭
জ্বরে দাহে চ হিক্কায়ামানাহে শুক্রসংক্ষয়ে।
শোফেঽতিসারে মূর্চ্ছায়াং হৃদ্রোগে জঠরেঽপি বা॥
উন্মাদে বেপথৌ চৈব যে চান্যে স্যুরুপদ্রবাঃ।
যথাস্বং তেষু কুর্ব্বীত বিষঘ্নৈরৌষধৈঃ ক্রিয়াম্॥ ২৮
সাধ্যমাত্মবতঃ সদ্যো যাপ্যং সংবৎসরোত্থিতম্।
দূষীবিষমসাধ্যন্তু ক্ষীণস্যাহিতসেবিনঃ॥ ২৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং কল্পস্থানে স্থাবরবিষবিজ্ঞানীয়ো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

যোগে অগদ পান করাইবে। দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্ববৎ বমি করাইবে এবং বিরেচন দিবে। তৃতীয় বেগে অগদপান, নস্য ও অঞ্জন হিতকর। চতুর্থ বেগে স্নেহসংমিশ্র অগদ পান করাইবে। পঞ্চম বেগে মধু ও যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইবে। ষষ্ঠ বেগে অতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সপ্তমে অবপীড় করিবে। অথবা মস্তকে কাকপদের আকারে অস্ত্রপাত করিয়া রক্ত বা মাংস তুলিয়া ফেলিবে। উভয় বেগের অন্তরে পূর্ব্ব বা পরবেগের চিকিৎসা করিয়া শীতল যবাগূ ঘৃত ও ক্ষৌদ্র যোগে পান করাইবে। ২৫। শিরীষছাল, কিণিহী (কটভী—অপরাজিতা), শেলু (চালিদা), গিরিহ্বা (শ্বেত অপরাজিতা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, হরেণু, ত্রিকটু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বেড়েলা এই সকলের ক্বাথে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে দুই প্রকার বিষ (স্থাবর ও জঙ্গম) নষ্ট হয়। যষ্টিমধু, তগর, কুড়, ভদ্রদারু (দেবদারু বা সরল কাষ্ঠ), হরেণু, পুন্নাগ, এলবালুকা, নাগপুষ্প (নাগকেশর), উৎপল, সিতা (দূর্ব্বা), বিড়ঙ্গ, চন্দন, পত্র (তেজপাতা), প্রিয়ঙ্গু, রোহিষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শালপর্ণী, সহা (বেড়েলা) এই সকলের কল্কের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া 'অজেয়' নামক বিষনাশক ঔষধ প্রস্তুত করা যায়। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষ নাশ করে। ইহা কুত্রাপি পরাস্ত হয় না। ২৬। বিষে বেদাদি উক্তক্রিয়া নিষিদ্ধ হইলেও দূষীবিষার্ত্ত ব্যক্তিকে সুস্বিন্ন করিয়া বমন ও বিরেচন করাইতে হয়। অনন্তর নিয়োক্ত দূষীবিষনাশক অগদ পান করাইতে হয়। পিপুল, ধ্যামক, জটামাংসী, সাবরলোধ, পরিপেলব (মুস্তক), সুবর্চ্চিকা, ছোটএলাচ, দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ সুবর্ণগৈরিকতোয় এই সকল মধুর সহিত সংযুক্ত করিলে অগদ হয়। ইহা দূষীবিষ নাশ করে। ইহার নাম বিষারি। ইহা কোথাও পরাস্ত হয় না। ২৭। বিষে জ্বর, দাহ, হিক্কা, আনাহ, শুক্রক্ষয়, শোথ, অতিসার, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, জঠর, উন্মাদ বা কম্প হইলে তত্তন্নাশক বিষঘ্ন ক্রিয়া করিবে। ২৮। সংযমী ব্যক্তির সদ্যোভূত দূষীবিষ সাধ্য, সংবৎসরের হইলে যাপ্য, পরন্তু ক্ষীণ ও অহিতসেবীর দূষীবিষ অসাধ্য। ২৯।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জঙ্গমবিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
জঙ্গমস্য বিষস্যোক্তান্যধিষ্ঠানানি ষোড়শ।
সমাসেন ময়া যানি বিস্তরস্তেষু বক্ষ্যতে॥ ২
তত্র দৃষ্টিনিশ্বাসদংষ্ট্রানখ-মূত্রপুরীষ-শুক্রলালার্ত্তব-মুখসন্দংশবিশর্দ্ধিতগুদাস্থিপিত্তশূকশবানীতি॥ ৩

তৃতীয় অধ্যায়।

জঙ্গমবিষবিজ্ঞানীয়

অনন্তর আমরা জঙ্গমবিষবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। জঙ্গম বিষের আশ্রয় ষোড়শ। তাহা আমি সংক্ষেপে বলিয়াছি। এক্ষণে সবিস্তরে বলিতেছি। ২। তন্মধ্যে দৃষ্টি, নিশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, মুখসন্দংশ, বিশর্দ্ধিত (বাতকর্ম্ম), গুদ, অস্থি, পিত্ত, শূক (শুঁয়া) ও শব এই ষোলটী বিষের আশ্রয়। ৩।

তত্র দৃষ্টিনিশ্বাসবিষাস্তু দিব্যাঃ সর্পাঃ। ভৌমাস্তু দংষ্ট্রাবিষাঃ। মার্জ্জারশ্ববানরমকরমণ্ডূক-পাকমৎস্যগোধা-শম্বূকপ্রচলাকগৃহগোধিকাচতুষ্পাদকীটাস্তথান্যে দংষ্ট্রানখবিষাঃ॥ ৪

চিপিটপিচ্চটককষায়বাসিকসর্ষপবাসিকতোটকবর্চ্চঃকীটকৌণ্ডিল্যকাঃ শকৃন্মূত্রবিষাঃ॥ ৫

মূষিকাঃ শুক্রবিষাঃ। লূতাস্তু লালামূত্রপুরীষমুখসন্দংশনখশুক্রার্ত্তববিষাঃ॥ ৬

বৃশ্চিকবিশ্বম্ভররাজীবমৎস্যোচ্চিটিঙ্গাঃ সমুদ্রবৃশ্চিকাশ্চ লালাবিষাঃ॥ ৭

চিত্রশিরঃসরাবকুর্দ্দিশতদারুকারিমেদকশারিকামুখা মুখসন্দংশবিশর্দ্ধিতমূত্রপুরীষবিষাঃ। মক্ষিকাকণভজলায়ুকা মুখসন্দংশবিষাঃ॥ ৮

বিষহতাস্থি সর্পকণ্টকবরটীমৎস্যাস্থি চেত্যস্থিবিষাণি। শকুলীমৎস্যরক্তরাজীচরকীমৎস্যাশ্চ পিত্তবিষাঃ॥ ৯

সূক্ষ্মতুণ্ডোচ্চিটিঙ্গবরটীশতপদীশূকবলভিকাশৃঙ্গীভ্রমরাঃ শূকতুণ্ডবিষাঃ॥ ১০

কীটসর্পদেহা গতাসবঃ শববিষাঃ। শেষাস্ত্বনুক্তা মুখসন্দংশবিষেষ্বেব গণয়িতব্যাঃ॥ ১১

ভবন্তি চাত্র।

রাজ্ঞোঽহরিদেশে রিপবস্তৃণাম্বু-মার্গান্নধূমশ্বসনান্ বিষেণ।
সংদূষয়ন্ত্যেভিরতিপ্রদুষ্টান্ বিজ্ঞায় লিঙ্গৈরভিশোধয়েচ্চ॥

দিব্য সর্পদিগের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ থাকে। ভৌম সর্পদিগের দংষ্ট্রায় বিষ থাকে। মার্জ্জার, বানর, মকর, মণ্ডুক, পাকমৎস্য (কীটবিশেষ), গোধা, শম্বুক, প্রচলাক নামক কীট, গৃহগোধা এবং অন্যান্য চতুষ্পাদ ও কীটদিগের দংষ্ট্রা ও নখে বিষ থাকে। ৪। চিপিট, পিচ্চটক, কষায়বাসিক, সর্ষপবাসিক, তোটক, বর্চ্চঃকীট ও কৌণ্ডিল্যক এই সকল কীটের শকৃৎ ও মূত্রে বিষ থাকে। ৫। মূষিকদিগের শুক্রে বিষ থাকে। আর লূতাদিগের লালা, মূত্র, পুরীষ, মুখসন্দংশ, নখ, শুক্র ও আর্ত্তবে বিষ থাকে। ৬। বৃশ্চিক, বিশ্বম্ভর, রাজীবমৎস্য, উচ্চিটিঙ্গ ও সমুদ্রবৃশ্চিক ইহাদের লালে বিষ আছে। ৭। চিত্রশিরাঃ, সরাব, কুর্দ্দিশত, দারুক, অরিমেদক, শারিকামুখ ইহাদের মুখসন্দংশ, বিশর্দ্ধিত, মূত্র ও পুরীষে বিষ আছে। মক্ষিকা, কণভ, ও জলায়ুক ইহাদের মুখসন্দংশে বিষ আছে। ৮। বিষদূষিত অস্থি, সর্পকণ্টক, বরটী মৎস্যের অস্থি এই সকলকে অস্থিবিষ বলা যায়। শকুলী মৎস্য, রক্তরাজী ও চরকী মৎস্যের পিত্তে বিষ আছে। ৯। সূক্ষ্মতুণ্ড, উচ্চিটিঙ্গ, বরটী, শতপদী, শূক, বলভিকা, শৃঙ্গী ও ভ্রমর ইহাদিগের শূক ও তুণ্ডে বিষ আছে। ১০। কীট ও সর্পের দেহ গতাসু হইলে গরবিষ হইয়া থাকে। অন্যান্য অনুক্ত বিষধরদিগকে মুখসন্দংশবিষ বলিয়াই গণনা করিবে। ১১। এই স্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে। রাজার

দুষ্টং জলং পিচ্ছিলমুগ্রগন্ধি ফেনান্বিতং রাজিভিরাবৃতঞ্চ।
মণ্ডূকমৎস্যং ম্রিয়তে বিহঙ্গা মত্তাশ্চ সানূপচরা ভ্রমন্তি॥
মজ্জন্তি যে চাত্র নরাশ্বনাগাস্তে ছর্দ্দিমোহজ্বরদাহশোফান্।
গচ্ছন্তি তেষামপহৃত্য দোষান্ দুষ্টং জলং শোধয়িতুং যতেত॥
ধবাশ্বকর্ণাসনপারিভদ্রাঃ সপাটলাঃ সিন্ধুকমোক্ষকৌ চ।
দগ্ধাঃ সরাজদ্রুমসোমবল্কাস্তদ্ভস্ম শীতং বিতরেৎ সরঃসু॥
ভস্মাঞ্জলিঞ্চাপি ঘটে নিধায় বিশোধয়েদীপ্সিতমেবমম্ভঃ।
ক্ষিতিপ্রদেশং বিষদূষিতন্তু শিলাস্থলীং তীর্থমথেরিণং বা॥
স্পৃশন্তি গাত্রেণ তু যেন যেন গোবাজিনাগোষ্ট্রখরা নরা বা।
তচ্ছূনতাং যাত্যথ দহ্যতে চ বিশীর্য্যতে রোমনখাস্তথৈব॥
তত্রাপ্যনন্তাং সহ সর্ব্বগন্ধৈঃ পিষ্ট্বা সুরাভির্বিনিযোজ্য মার্গম্
সিঞ্চেৎ পয়োভিস্তু মৃদন্বিতৈস্তং বিড়ঙ্গপাঠাকটভীজলৈর্বা॥
তৃণেষু ভক্ষ্যেষু চ দূষিতেষু সীদন্তি মূর্চ্ছন্তি বমন্তি চান্যে।
বিড়ভেদমৃচ্ছন্ত্যথবা ম্রিয়ন্তে তেষাং চিকিৎসাং প্রণয়েদ্যথোক্তাম্
বিষাপহৈর্বাপ্যগদৈর্বিলিপ্য বাদ্যানি চিত্রাণ্যপি বাদয়েত।
তারঃ সুতারঃ সসুরেন্দ্রগোপঃ সর্ব্বৈশ্চ তুল্যঃ কুরুবিন্দভাগঃ॥

শত্রুদেশে শত্রুরা তৃণ, জল, মার্গ, অন্ন, ধূম ও শ্বসন (বায়ু) বিষ দ্বারা দূষিত করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য অতিশয় প্রদুষ্ট হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা জানিয়া শোধন করিবে। জল দূষিত হইলে পিচ্ছিল, উগ্রগন্ধি, ফেনান্বিত ও রাজিসমূহে আবৃত হয়; মণ্ডূক ও মৎস্য মরিয়া যায় এবং অনূপচর বিহঙ্গ সকল মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। যে সকল নর, অশ্ব বা নাগ এই জলে মজ্জন করে, তাহাদের বমি, মোহ, জ্বর, দাহ ও শোথ হইয়া থাকে। উহাদের দোষ সকল অপহরণ করিতে হয় আর দূষিত জল শোধিত করিতে হয়। ধব, অশ্বকর্ণ, অসন, পারিভদ্র, পাটল (পারুল), সিন্ধুক (নিসিন্দে), মোক্ষক (পারুল), রাজবৃক্ষ ও সোমবল্ক (খদির) এই সকলের ভস্ম শীতল করিয়া সরোজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়। আর এক অঞ্জলি (আধসের) ভস্ম জলপূর্ণ ঘটে নিক্ষেপ করিলে দ্রোণপরিমিত জল অভীষ্টানুরূপ বিশোধিত হয়। ক্ষিতিপ্রদেশ বা শিলাতল বা তীর্থ বা ইরিণ (ঊষরভূমি) বিষদুষ্ট হইলে গো, বাজী, নাগ, উষ্ট্র, খর বা মানুষ যে যে অঙ্গ দ্বারা তাহা স্পর্শ করে, সেই সেই অঙ্গ শূনতা (শোথ) প্রাপ্ত হয়, দগ্ধ হইতে থাকে এবং রোম ও নখ গলিত হইতে থাকে। এরূপ দূষিত স্থানে সর্ব্বগন্ধ ও সুরার সহিত অনন্তমূল পেষণ করিয়া প্রয়োগপূর্ব্বক মৃত্তিকাযুক্ত জলসিঞ্চন করিবে অথবা বিড়ঙ্গ আকনাদ ও অপরাজিতার কাথে ধৌত করিবে। তৃণ ও ভক্ষ্য দূষিত হইলে তদ্ভক্ষকেরা অবসন্ন ও মূর্চ্ছিত হয় এবং বমি করিয়া থাকে। কাহার বা বিড়্ভেদ হয়, কেহ বা মরিয়া যায়। এরূপ স্থলে যথোক্ত চিকিৎসা করিবে। অথবা বিষাপহ অগদে বিচিত্র বাদ্য সকল বিলিপ্ত করিয়া বাদন করিবে। তার (রূপ্য), সুতার (পারদ), ইন্দ্রগোপ কীট, কুরুবিন্দ

পিত্তেন যুক্তৈঃ কপিলাম্নয়েন বাদ্যপ্রলেপো বিহিতঃ প্রশস্তঃ।
বাদ্যস্য শব্দেন হি যান্তিনাশং বিষাণি ঘোরাণ্যপি যানি সন্তি
ধূমেঽনিলে বা বিষসম্প্রযুক্তে খগাঃ শ্রমার্ত্তাঃ প্রপতন্তি ভূমৌ
কাসপ্রতিশ্যায়শিরোরুজশ্চ ভবন্তি তীব্রা নয়নাময়াশ্চ॥
লাক্ষাহরিদ্রাতিবিষাভয়াব্দ-হরেণুকৈলাদলবল্ককুষ্ঠম্।
প্রিয়ঙ্গুকাঞ্চাপ্যনলে নিধায় ধূমানিলৌ চাপি বিশোধয়েত॥১২

প্রজামিমামাত্মযোনেব্রহ্মণঃ সৃজতঃ কিল।
অকরোদসুরো বিঘ্নং কৈটভো নাম দর্পিতঃ॥
ততঃ ক্রুদ্ধস্য বৈ বক্ত্রাদ্ ব্রহ্মণস্তেজসো নিধেঃ।
ক্রোধো বিগ্রহবান্ ভূত্বা নিপপাতাথ দারুণঃ॥
স তং দদাহ গর্জ্জন্তমন্তকাভমহাবলম্।
ততোঽসুরং ঘাতয়িত্বা তত্তেজোঽবর্দ্ধতাদ্ভুতম্॥
ততো বিষাদো দেবানামভবৎ তং নিরীক্ষ্য বৈ।
বিষাদজননত্বাচ্চ বিষমিত্যভিধীয়তে॥
ততঃ সৃষ্ট্বা প্রজাঃ শেষং তদা তং ক্রোধমীশ্বরঃ।
বিন্যস্তবান্ স ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ॥
যথাব্যক্তরসং তোয়মন্তরীক্ষান্মহীগতম্।
তেষু তেষু প্রদেশেষু রসত্বং তং নিযচ্ছতি॥
এবমেবং বিষং যদ্যদ্দ্রব্যং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে।
স্বভাবাদেব তং তস্য রসং সমনুবর্ত্ততে॥
বিষে যস্মাদ্গুণাঃ সর্ব্বে তীক্ষ্ণাঃ প্রায়েণ সন্তি হি।
বিষং সর্ব্বময়ো জ্ঞেয়ং সর্ব্বদোষপ্রকোপণম্॥
তে তু বৃত্তিং প্রকুপিতা জহতি স্বাং বিষার্দ্দিতাঃ।
নোপযাতি বিষং পাকমতঃ প্রাণান্ রুণদ্ধি চ॥
শ্লেষ্মণাবৃতমার্গত্বাদুচ্ছ্বাসোঽস্য নিরুধ্যতে।
বিসংজ্ঞঃ সতি জীবেঽপি তস্মাৎ তিষ্ঠতি মানবঃ॥
শুক্রবৎ সর্ব্বসর্পাণাং বিষং সর্ব্বশরীরগম্।
ক্রুদ্ধানামেতি চাঙ্গেভ্যঃ শুক্রং নির্ম্মন্থনাদিব॥
তেষাং বড়িশবদ্দংষ্ট্রাস্তাসু সজ্জতি চাগতম্।
অনুদ্বৃত্তা বিষং তস্মান্ন মুঞ্চন্তি চ ভোগিনঃ॥
যস্মাদত্যর্থমুষ্ণঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ পঠিতং বিষম্।
অতঃ সর্ব্ববিষেষূক্তঃ পরিষেকস্তু শীতলঃ॥
মন্দং কীটেষু নাত্যুষ্ণং বহুবাতকফং বিষম্।
অতঃ কীটবিষে চাপি স্বেদো ন প্রতিষিধ্যতে॥
কীটৈর্দষ্টানুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাচরেৎ॥
স্বভাবাদেব তিষ্ঠেৎ তু প্রহারাদংসয়োর্বিষম্।
ব্যাপ্য সাবয়বং দেহং দিগ্ধবিদ্ধাহিদষ্টয়োঃ॥
লৌল্যাদ্বিষান্বিতং মাংসং যঃ খাদেন্মৃতমাত্রয়োঃ।
যথা বিষং স রোগেণ ক্লিশ্যতে ম্রিয়তেঽপি বা॥
অতশ্চাপানয়োর্মাংসমভক্ষ্যং মৃতমাত্রয়োঃ।
মুহূর্ত্তাৎ তদুপাদেয়ং প্রহারাদংসবর্জ্জিতম্॥ ১৩
সবাতং গৃহধূমাভং পুরীষং যোঽতিসার্য্যতে।
আধ্মাতোঽত্যর্থমুষ্ণাস্রো বিবর্ণঃ সাদপীড়িতঃ।

(সাদিবা) ও গোপিত্ত এই সকল দ্বারা বাদ্যপ্রলেপ হিতকর। বাদ্যের শব্দে ঘোর বিষও নষ্ট হয়। ধূম বা অনিল বিষযুক্ত হইলে খগেরা শ্রান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হয় এবং কাস, প্রতিশ্যায়, শিরোবেদনা ও তীব্র নেত্রবেদনা হইয়া থাকে। লাক্ষা, হরিদ্রা, আতইচ, হরীতকী, মুতা, হরেণু, এলা, দলবল্কল ('তমালবল্কল'), কুড় ও প্রিয়ঙ্গু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূম ও বায়ু শোধিত হয়। ১২। আত্মযোনি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার সময় কৈটভ নামক অসুর দর্পিত হইয়া বিঘ্ন করিয়াছিল। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলে, তিনি তেজোনিধি বলিয়া, তাহা হইতে নিদারুণ শরীরী ক্রোধ পতিত হইল। অনন্তর সেই তেজ গর্জ্জনকারী অন্তকাভ মহাবল অসুরকে দগ্ধ করিল। অনন্তর অসুরকে নিপাতিত করিয়া অদ্ভুতরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাহাকে দেখিয়া দেবতাদের বিষাদ উৎপন্ন হইল। বিষাদ উৎপন্ন করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম বিষ হইয়াছে। অনন্তর প্রজাদিগকে নিঃশেষে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর সেই ক্রোধকে স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণে স্থাপন করিলেন। যেমন অব্যক্তরস জল অন্তরীক্ষ হইতে মহীতে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রস প্রদান করে; সেইরূপ বিষ যে দ্রব্য ব্যাপিয়া অবস্থান করে, স্বভাবতই তাহার সেই রসের অনুবর্ত্তী হয়। যেহেতু বিষে সমস্ত তীক্ষ্ণ গুণই প্রায় অবস্থিত, এইজন্য বিষ সর্ব্বদোষপ্রকোপণ জানিবে। বাতাদিগণ বিষার্দ্দিত হইলে স্ব স্ব বৃত্তি পরিহার করিয়া কুপিত হয়। এইজন্য বিষ পাক প্রাপ্ত হয় না এবং প্রাণ সকল রুদ্ধ করিয়া থাকে। শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃতমার্গ হওয়াতে ইহার উচ্ছ্বাস নিরুদ্ধ হয়। এইজন্য জীবন থাকিতেও মানব বিসংজ্ঞ হয়। সর্পসমূহের বিষ শুক্রের ন্যায় সর্ব্বশরীরগত, আর শুক্র যেরূপ নির্ম্মন্থন হেতু অঙ্গসমূহ হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ সর্প সকল ক্রুদ্ধ হইলে তাহাদের শরীর হইতে বিষ নির্গত হইয়া থাকে। সর্পদিগের বড়িশবৎ বক্র যে সকল দন্ত আছে, বিষ আগত হইয়া সেই সকল দন্তে লগ্ন হয়, এইজন্য সর্পেরা উদ্বৃত্ত না হইয়া বিষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। যেহেতু বিষ অত্যন্ত উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ, এইজন্য সর্ব্ব বিষেই শীতল পরিষেক আবশ্যক। কীটের বিষ নাত্যুষ্ণ ও বহুবাত-কফ হইয়া থাকে, অতএব কীটবিষে স্বেদও নিষিদ্ধ নহে। উগ্রবিষ কীট দংশন করিলে সর্পবৎ চিকিৎসা করিবে। দিগ্ধ শরে বিদ্ধ ও সর্পদষ্টদিগের বিষ সাবয়ব দেহে ব্যাপ্ত হইয়া প্রহার হেতু স্বভাবতঃ অংসদ্বয়ে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি দিগ্ধবিদ্ধ ও সর্পদষ্টের বিষাক্ত মাংস মৃতমাত্র ভক্ষণ করে, সে বিষভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লিষ্ট ও মৃত হইয়া থাকে। এইজন্য দিগ্ধবিদ্ধ ও সর্পদষ্টের মাংস মৃতমাত্র অভক্ষ্য হয়। মুহূর্ত্ত পরে 'প্রহার হেতু' অংসদ্বয় ভিন্ন অবশিষ্ট অঙ্গের মাংস উপাদেয় হয়। ১৩। যে ব্যক্তি বাতযুক্ত ও গৃহধূম

উদ্বমত্যপি ফেনঞ্চ যদ্বিষপীতং তমাদিশেৎ ॥
ন চাস্য হৃদয়ং বহ্নির্বিষজুষ্টং দহত্যপি।
তদ্ধি স্থানং চেতনায়াঃ স্বভাবাদ্ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪
অশ্বত্থদেবায়তনশ্মশান-বল্মীকসন্ধ্যাসু চতুষ্পথেষু।
যাম্যে সপিত্রে পরিবর্জনীয়া ঋক্ষে নরা মর্ম্মসু যে চ দষ্টাঃ॥১৫
দর্ব্বীকরাণাং বিষমাশুঘাতি সর্ব্বাণি চোষ্ণে দ্বিগুণীভবন্তি।
অজীর্ণপিত্তাতপপীড়িতেষু বালপ্রমেহিষ্বথ গর্ভিণীষু॥
বৃদ্ধাতুরক্ষীণবুভুক্ষিতেষু রুক্ষেষু ভীরুষ্বথ দুর্দ্দিনেষু ॥ ১৬
শস্ত্রক্ষতে যস্য ন রক্তমুস্তি রাজ্যো লতাভিশ্চ ন সম্ভবন্তি।
শীতাভিরদ্ভিশ্চ ন রোমহর্ষো বিষাভিভূতং পরিবর্জ্জয়েৎ তম্ ॥
জিহ্বা সিতা যস্য চ কেশশাতো নাসাবভঙ্গশ্চ সকণ্ঠভঙ্গঃ।
কৃষ্ণঃ সরক্তঃ শ্বয়থুশ্চ দংশে হন্বোঃ স্থিরত্বঞ্চ স বর্জ্জনীয়ঃ॥
বর্ত্তির্ঘনা যস্য নিরেতি বক্ত্রাদ্রক্তং স্রবেদূর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
দংষ্ট্রানিপাতাঃ সকলাশ্চ যস্য তঞ্চাপি বৈদ্যঃ পরিবর্জ্জয়েত্তু ॥
উন্মত্তমত্যর্থমুপদ্রুতং বা হীনস্বরং বাপ্যথ বা বিবর্ণম্।
সারিষ্টমত্যর্থমবেগিনঞ্চ জহ্যাচ্চ তং কর্ম্ম ন তত্র কুর্য্যাৎ ॥১৭

ইতি কল্পস্থানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সদৃশ পুরীষ অতিসার করে এবং আধ্মাত, অত্যন্ত উষ্ণাশ্রু, বিবর্ণ ও অবসন্ন হয় আর ফেন উদ্বমন করে, সে বিষপান করিয়াছে জানিবে। সে মরিলে তাহার বিষজুষ্ট হৃদয় অগ্নিও দগ্ধ করিতে পারে না। হৃদয়ই চেতনার স্থান। বিষ উহাকে ব্যাপ্ত করিয়া স্বভাবতঃ অবস্থান করে। ১৪। অশ্বত্থবৃক্ষ, দেবালয়, শ্মশান, বল্মীক, সন্ধ্যাকাল, চতুষ্পথ, ভরণীনক্ষত্র, মঘানক্ষত্র এই সকল দেশ কাল ও ক্ষণে সর্প-দষ্ট হইলে বর্জ্জনীয়। আর মর্ম্মস্থানে দষ্ট হইলেও বর্জ্জনীয়। ১৫। দর্ব্বীকর (গোক্ষুরাদি ফণাবিশিষ্ট) সর্পদিগের বিষ আশুঘাতী। আর উষ্ণকালে বিষমাত্রেই দ্বিগুণ বল হয়। অজীর্ণরোগী, পিত্তাধিক ব্যক্তি, রৌদ্র-পীড়িত, বাল, প্রমেহী, গর্ভিণী, বৃদ্ধ, আতুর, ক্ষীণ, বুভুক্ষিত, রুক্ষ, ভীরু ইহাদের বিষ প্রবল হয়। দুর্দ্দিনে বিষ প্রবল হইয়া থাকে। ১৬। শস্ত্র দ্বারা ক্ষত হইলে যাহার রক্ত বাহির না হয় বা লতা দ্বারা আঘাত করিলে শরীরে দাগ না পড়ে, শরীরে শীতলজল পরিষেক করিলে লোমহর্ষ না হয় এরূপ দষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, কেশ খসিয়া পড়িতেছে, নাসা ভগ্ন হইয়াছে, কণ্ঠভগ্ন হইয়াছে, দংশস্থানে কৃষ্ণবর্ণ সরক্ত শোথ হইয়াছে এবং হনুদ্বয় স্থির হইয়াছে, তাহাকেও বর্জ্জন করিবে। যাহার মুখ হইতে ঘন কফবর্ত্তি নির্গত হইতেছে, রক্ত ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ দিয়া নির্গত হইতেছে এবং যাহাতে সম্পূর্ণরূপে দংষ্ট্রাপাত হইয়াছে, তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। বিষবেগে অতিশয় উন্মত্ত, উপদ্রুত, হীনস্বর, বিবর্ণ, অরিষ্টযুক্ত এবং অ-বেগী (লহরী-বর্জ্জিত—স্পন্দনহীন) হইলেও তাহার আর চিকিৎসা করিবে না। ১৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
ধন্বন্তরিং মহাপ্রাজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
পাদয়োরুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥
সর্পসংখ্যাং বিভাগঞ্চ দষ্টলক্ষণমেব চ।
জ্ঞানঞ্চ বিষবেগানাং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাব্রবীদ্ ভিষজাং বরঃ।
অসংখ্যা বাসুকিমুখা বিখ্যাতাস্তক্ষকাদয়ঃ।
মহীধরাশ্চ নাগেন্দ্রা হুতাগ্নিসমতেজসঃ ॥
যে চাপ্যজস্রং গর্জ্জন্তি বর্ষন্তি চ তপন্তি চ।
সসাগরা গিরিদ্বীপা যৈরিয়ং ধার্য্যতে মহী ॥
ক্রুদ্ধা নিশ্বাসদৃষ্টিভ্যাং যে হন্যুরখিলং জগৎ।
নমস্তেভ্যোঽস্তি নো তেষাং কার্য্যং কিঞ্চিচ্চিকিৎসয়া ॥
যে তু দংষ্ট্রাবিষা ভৌমা যে দশন্তি চ মানুষান্
তেষাং সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥
অশীতিস্ত্বেব সর্পাণাং ভিদ্যতে পঞ্চধা তু সা।
দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথৈব চ।
নির্ব্বিষা বৈকরঞ্জাশ্চ ত্রিবিধাস্তে পুনঃ স্মৃতাঃ ॥
দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তশ্চ পন্নগাঃ।
তেষু দর্ব্বীকরা জ্ঞেয়া বিংশতিঃ ষট্ চ পন্নগাঃ ॥
দ্বাবিংশতির্মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথা দশ।

চতুর্থ অধ্যায়।

সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয় ব্যাখ্যা করিব। ১। মহাপ্রাজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধন্বন্তরির পাদ গ্রহণ করিয়া সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! সর্প-দিগের সংখ্যা, বিভাগ, দষ্টলক্ষণ ও বিষবেগসমূহের জ্ঞান বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক। সুশ্রুতের সেই বচন শুনিয়া ভিষগ্বর ধন্বন্তরি কহিলেন, বাসুকিপ্রমুখ তক্ষকাদি সর্প অসংখ্য। মহীধর নাগেন্দ্রগণ হুতাগ্নির সমান তেজস্বী। তাহারা অজস্র গর্জ্জন, বর্ষণ ও তাপ প্রদান করে এবং সসাগরা, সপর্ব্বতা ও সদ্বীপা মহী ধারণ করিয়া থাকে। উহারা ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্বাস ও দৃষ্টিযোগে সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিতে পারে। উহাদিগকে নমস্কার। উহাদের চিকিৎসায় আর কাজ নাই। যে সকল দংষ্ট্রাবিষ ভৌম সর্প মানুষ-দিগকে দংশন করিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি। ঐ সকল সর্প অশীতি প্রকার। সেই অশীতি প্রকার আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা;— দর্ব্বীকর (ফণাযুক্ত), মণ্ডলী (ফণাহীন), রাজিমান্ (রেখাযুক্ত), নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ (সঙ্করজাতি)। ইহারাও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ;—দর্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজিমান্। তন্মধ্যে দর্ব্বীকর ছাব্বিশ প্রকার, মণ্ডলী

নির্ব্বিষা দ্বাদশ জ্ঞেয়া বৈকরঞ্জাস্ত্রয়স্তথা ॥
বৈকরঞ্জোদ্ভবাঃ সপ্ত চিত্রা মণ্ডলিরাজিলাঃ ॥
পদাভিমৃষ্টা দুষ্টা বা ক্রুদ্ধা গ্রাসার্থিনোঽপি বা।
তে দশন্তি মহাক্রোধাস্তদ্ধি ত্রিবিধমুচ্যতে ॥
সর্পিতং রদিতং বাপি তৃতীয়মথ নির্ব্বিষম্।
সর্পাঙ্গাভিহতং কেচিদিচ্ছন্তি খলু তদ্বিদঃ ॥
পদানি যত্র দন্তানামেকং দ্বে বা বহূনি চ।
নিমগ্নান্যল্পরক্তানি যান্যুদ্বৃত্য করোতি হি ॥
চঞ্চুমালকযুক্তানি বৈকৃত্যকরণানি চ।
সজ্ঞিপ্তানি সশোফানি বিদ্যাৎ তৎ সর্পিতং ভিষক্ ॥
রাজ্যঃ সলোহিতা যত্র নীলাঃ পীতাঃ সিতাস্তথা।
বিজ্ঞেয়ং রদিতং তত্তু জ্ঞেয়মল্পবিষঞ্চ তৎ ॥
অশোফমল্পদুষ্টাসৃক্ প্রকৃতিস্থস্য দেহিনঃ।
পদং পদানি বা বিদ্যাদবিষং তচ্চিকিৎসকঃ ॥
সর্পস্পৃষ্টস্য ভীরোর্হি ভয়েন কুপিতোঽনিলঃ।
কস্যচিৎ কুরুতে শোফং সর্পাঙ্গাভিহতন্তু তৎ ॥
ব্যাধিতোদ্বিগ্নদষ্টানি জ্ঞেয়ান্যল্পবিষাণি চ।
তথাতিবৃদ্ধবালাতি-দষ্টমল্পবিষং স্মৃতম্ ॥
সুবর্ণদেবব্রহ্মর্ষি-যক্ষসিদ্ধনিষেবিতে।

(যেমন বোড়া) বাইশ প্রকার এবং রাজিমান্ দশ প্রকার। নির্ব্বিষের সংখ্যা দ্বাদশ। আর বৈকরঞ্জের প্রকার তিন। বৈকরঞ্জ সাত প্রকার; কতকগুলি নানা বর্ণযুক্ত, কতকগুলি মণ্ডলী এবং কতকগুলি রাজিমান্। সর্পেরা পদ দ্বারা মর্দ্দিত বা স্বভাবতঃ দুষ্ট বা ক্রুদ্ধ বা গ্রাসার্থী হইয়া মহাক্রোধে দংশন করিয়া থাকে। দংশন তিন প্রকার;—সর্পিত, রদিত এবং তৃতীয়তঃ নির্ব্বিষ। সর্পবিৎ বৈদ্যেরা কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, সর্পের অঙ্গ দ্বারাও এক প্রকার আঘাত হইয়া থাকে। যে দংশনে দন্তের পদ এক, দুই বা ততোধিক হয় এবং নিমগ্ন ও অল্পরক্ত হইয়া থাকে, যে দংশনে সর্পেরা উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে, যে দংশনে চঞ্চুমালিকা (অর্থাৎ সর্পদষ্টস্থানের পার্শ্বে বটাঙ্কুরের অগ্রের ন্যায় বিষাঙ্কুর) সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহাতে বিকৃতি শীঘ্র উৎপন্ন হয় এবং যে দংশনে পদ সকল সংক্ষিপ্ত ও স-শোথ হইয়া থাকে, তাহাকে সর্পিত দংশন বলে। যে দংশনে ঈষৎ লোহিত নীল পীত ও শ্বেত রাজী সকল উৎপন্ন হয়, তাহাকে রদিত বলে; তাহা অল্পবিষ জানিবে। যে দংশনে শোথ নাই, যাহাতে রক্ত অল্প দুষ্ট হয় এবং দেহী প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা অবিষ বলিয়া জানিবে। ভীরু ব্যক্তি সর্পস্পৃষ্ট হইলে ভয়ে তাহার বায়ু কুপিত হয় এবং স্পৃষ্টস্থানে শোথ হইয়া থাকে, ইহাকে সর্পাঙ্গাভিঘাত বলা যায়। ব্যাধিত বা উদ্বিগ্ন সর্পের দংশন অল্পবিষ হয় আর অতিবৃদ্ধ ও অতিশয় শিশু সর্পের দংশনও অল্পবিষ হইয়া থাকে। সুবর্ণ বা দেব বা ব্রহ্মর্ষি বা যক্ষ বা সিদ্ধগণের নিষেবিত প্রদেশে

বিষঘ্নৌষধযুক্তে চ দেশে ন ক্রমতে বিষম্ ॥ ২
রথাঙ্গলাঙ্গলচ্ছত্র-স্বস্তিকাঙ্কুশধারিণঃ।
জ্ঞেয়া দর্ব্বীকরাঃ সর্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিনঃ ॥
মণ্ডলৈর্বিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবো মন্দগামিনঃ।
জ্ঞেয়া মণ্ডলিনঃ সর্পা জ্বলনার্কসমপ্রভাঃ ॥
স্নিগ্ধা বিবিধবর্ণাভিস্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ রাজিভিঃ।
চিত্রিতা ইব যে ভান্তি রাজিমন্তস্ত তে স্মৃতাঃ ॥
মুক্তারূপ্যপ্রভা যে চ কপিলা যে চ পন্নগাঃ।
সুগন্ধিনঃ সুবর্ণাভাস্তে জাত্যা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥
ক্ষত্রিয়াঃ স্নিগ্ধবর্ণাস্তু পন্নগা ভৃশকোপনাঃ।
সূর্য্যচন্দ্রাকৃতিচ্ছত্র-লক্ষ্ম তেষাং তথাম্বুজম্ ॥
কৃষ্ণা বজ্রনিভা যে চ লোহিতা বর্ণতস্তথা।
ধূম্রাঃ পারাবতাভাশ্চ বৈশ্যাস্তে পন্নগাঃ স্মৃতাঃ ॥
মহিষদ্বীপিবর্ণাভাস্তথৈব পরুষত্বচঃ।
ভিন্নবর্ণাশ্চ যে কেচিচ্ছূদ্রাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩
কোপয়ন্ত্যনিলং জন্তোঃ ফণিনঃ সর্ব্ব এব তু।
পিত্তং মণ্ডলিনশ্চাপি কফঞ্চানেকরাজয়ঃ ॥
অপত্যমসবর্ণাভ্যাং দ্বিদোষকরলক্ষণম্।
জ্ঞেয়ো দোষৈশ্চ দম্পত্যোর্বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে ॥
রজন্যাঃ পশ্চিমে যামে সর্পাশ্চিত্রাশ্চরন্তি হি।
শেষেষুক্তা মণ্ডলিনো দিবা দর্ব্বীকরাঃ স্মৃতাঃ ॥

এবং বিষঘ্নৌষধযুক্ত দেশে বিষ প্রভাব করিতে পারে না। ২। ফণীদিগের ফণায় চক্র, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিকা ও অঙ্কুশের ন্যায় চিহ্ন সকল থাকে। উহারা দ্রুতগামী হয়। মণ্ডলী সর্পদিগের বিবিধ প্রকার বিচিত্র মণ্ডল থাকে। উহারা স্থূল ও মন্দগামী হয়। উহাদের প্রভা অগ্নি ও অর্কের সমান হইয়া থাকে। রাজিমান্ সর্প দেখিতে স্নিগ্ধ এবং তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাগে বিবিধবর্ণ রাজিসমূহ যোগে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হয়। যে সকল সর্প মুক্তা ও রজতের ন্যায় প্রভাবান্ এবং যাহারা কপিল, সুগন্ধি ও সুবর্ণাভ, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ক্ষত্রিয়েরা স্নিগ্ধবর্ণ, অতিশয় কোপন, চন্দ্র-সূর্য্যাকৃতি, ছত্রাঙ্কিত ও পদ্মাঙ্কিত। বৈশ্যজাতীয় সর্পেরা কৃষ্ণবর্ণ, বজ্রবর্ণ (হীরকবর্ণ), লোহিতবর্ণ, ধূম্রবর্ণ এবং পারাবতবর্ণ হইয়া থাকে। শূদ্রজাতীয় সর্পেরা মহিষ ও দ্বীপীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, উহাদের ত্বক্ কর্কশ হয় এবং উহারা পরস্পর ভিন্নবর্ণ হইয়া থাকে। ৩। দর্ব্বীকর সর্পে দংশন করিলে বায়ু কুপিত হয়, মণ্ডলী সর্পে দংশন করিলে পিত্ত কুপিত হয় এবং রাজিমান্ সর্পে দংশন করিলে কফ কুপিত হইয়া থাকে। অসবর্ণ সর্প ও সর্পী যে বৈকরঞ্জ সন্তান উৎপন্ন করে, তাহার দংশনে দ্বিদোষ কুপিত হইয়া থাকে। দোষের লক্ষণ দৃষ্টে বৈকরঞ্জ সর্পের পিতা মাতার জাতি জানা যায়। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে রাজিমান্ সর্পেরা বিচরণ করে, রাত্রিশেষে মণ্ডলীরা বিচরণ করে এবং

দর্ব্বীকরাস্তু তরুণা বৃদ্ধা মণ্ডলিনস্তথা।
রাজিমন্তো বয়োমধ্যা জায়ন্তে মৃত্যুহেতবঃ॥
নকুলাকুলিতা বালা বারিবিপ্রহতাঃ কৃশাঃ।
বৃদ্ধা মুক্তত্বচো ভীতাঃ সর্পাস্ত্বল্পবিষাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪

তত্র দর্ব্বীকরাঃ—কৃষ্ণসর্পো মহাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণোদরঃ শ্বেতকপোতো মহাকপোতো বলাহকো মহাসর্পঃ শঙ্খপালো লোহিতাক্ষো গবেধুকঃ পরিসর্পঃ খণ্ডফণঃ ককুদঃ পদ্মো মহাপদ্মো দর্ভপুষ্পো দধিমুখঃ পুণ্ডরীকো ভ্রুকুটীমুখো বিষ্কিরঃ পুষ্পাভিকীর্ণো গিরিসর্প ঋজুসর্পঃ শ্বেতোদরো মহাশিরা অলগর্দ্দ আশীবিষ ইতি॥ ৫

মণ্ডলিনস্তু—আদর্শমণ্ডলঃ শ্বেতমণ্ডলো রক্তমণ্ডলশ্চিত্রমণ্ডলঃ পৃষতো রোধ্রপুষ্পো মিলিন্দকো গোনসো বৃদ্ধগোনসঃ পনসো মহাপনসো বেণুপত্রকঃ শিশুকো মদনঃ পালিংহিরঃ পিঙ্গলস্তন্তুকাপুষ্পপাণ্ডুঃ ষড়ঙ্গোঽগ্নিকো বভ্রুঃ কষায়ঃ কলুষঃ পারাবতো হস্তাভরণশ্চিত্রক এণীপদ ইতি॥ ৬

রাজিমন্তস্তু—পুণ্ডরীকো রাজিচিত্রোঽঙ্গুলরাজির্বিন্দুরাজিঃ কর্দ্দমকস্তৃণশোষকঃ সর্ষপকঃ শ্বেতহনুর্দর্ভপুষ্পশ্চক্রকো গোধূমকঃ কিকৃসাদ ইতি॥ ৭

নির্ব্বিষাস্তু—গলগোলী শুকপত্রোঽজগরো দিব্যকো বর্ষাহিকঃ পুষ্পশকলী জ্যোতীরথঃ ক্ষীরিকঃ পুষ্পকোঽহিপতাকোঽন্ধাহিকো গৌরাহিকো বৃক্ষেশয় ইতি॥ ৮

বৈকরঞ্জাস্তু ত্রয়াণাং দর্ব্বীকরাদীনাং ব্যতিকরাজ্জাতাঃ। তদ্‌যথা—মাকুলিঃ পোটগলঃ স্নিগ্ধরাজিরিতি। তত্র কৃষ্ণসর্পেণ গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতো মাকুলিঃ। রাজিলেন গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ পোটগলঃ। কৃষ্ণসর্পেণ রাজিমত্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ স্নিগ্ধরাজিরিতি। তেষামাদ্যস্য পিতৃবদ্বিষোৎকর্ষঃ, দ্বয়োর্মাতৃবদিত্যেকে॥ ৯

ত্রয়াণাং বৈকরঞ্জানাং পুনর্দ্দিব্যেলকরোধ্রপুষ্পকরাজিচিত্রকাঃ পোটগলঃ পুষ্পাভিকীর্ণো দর্ভপুষ্পো বেল্লিতকঃ সপ্ত। তেষামাদ্যাস্ত্রয়ো রাজিলবৎ, শেষা মণ্ডলিবৎ। এবমেতেষাং সর্পাণামশীতিরিতি॥ ১০

তত্র মহানেত্রজিহ্বাস্যশিরসঃ পুমাংসঃ। সূক্ষ্মনেত্রজিহ্বাস্যশিরসঃ স্ত্রিয়ঃ। উভয়লক্ষণমন্দবিষা অক্রোধা নপুংসকা ইতি॥ ১১

তত্র সর্ব্বেষাং সর্পাণাং সামান্যত এব দষ্টলক্ষণং বক্ষ্যামঃ॥ ১২

কিং কারণং বিষং হি নিশিতনিস্ত্রিংশাশনিহুতবহদেশ্যমাশুকারি মুহূর্ত্তমপ্যুপেক্ষিতমাতুরমতিপাতয়তি? ন চাবকাশোঽস্তি বাক্‌সমূহমনুসর্ত্তুম্॥ ১৩

প্রত্যেকমপি দষ্টলক্ষণেঽভিহিতে সর্ব্বত্রৈবিধ্যং ভবতি, তস্মাৎ ত্রৈবিধ্যমেব বক্ষ্যামঃ। এতদ্ধ্যাতুরহিতমসম্মোহকরঞ্চ। অপি চাত্রৈব সর্ব্বসর্পব্যঞ্জনাবরোধঃ॥ ১৪

তত্র দর্ব্বীকরবিষেণ ত্বঙ্নয়ননখদশনমূত্রপুরীষদংশকৃষ্ণত্বং

দিবাভাগে দর্ব্বীকর সর্পেরা বিচরণ করে। দর্ব্বীকর তরুণবয়স্ক হইলে, মণ্ডলী বৃদ্ধ হইলে এবং রাজিমান্ মধ্যবয়স্ক হইলে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। নকুলের ভয়ে আকুলিত, শিশু, বন্যাদি জলপ্রবাহে আহত, কৃশ, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্ ও ভীত সর্পেরা অল্পবিষ হইয়া থাকে। ৪। দর্ব্বীকর যথা;—কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণ, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রূকুটীমুখ, বিষ্কির, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশিরা, অলগর্দ্দ ও আশীবিষ। ৫। মণ্ডলী সর্প যথা;—আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, পৃষত, রোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রু, কষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক ও এণীপদ। ৬। রাজিমান্ যথা;—পুণ্ডরীক, রাজচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দমক, তৃণশোষক, সর্ষপক, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্রক, গোধূমক ও কিকৃসাদ। ৭। নির্বিষগণ যথা;—গলগোলী, শুকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, জ্যোতীরথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিপতাক, অন্ধাহিক, গৌরাহিক ও বৃক্ষেশয়। ৮। বৈকরঞ্জ দর্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজিমান্ এই তিন প্রকারের মিশ্রণে জাত হইয়া থাকে। যথা;—মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজি। তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সঙ্গমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসের সঙ্গমে পোটগল এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজিমানের সঙ্গমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মাকুলির বিষ পিতৃবংশের ন্যায় এবং পোটগল ও স্নিগ্ধরাজির বিষ মাতৃবৎ হইয়া থাকে। ৯। আবার তিন প্রকার বৈকরঞ্জের ভেদ যথা;—দিব্যেলক, রোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্রক, পোটগল, পুষ্পাভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প ও বেল্লিতক। তাহাদের আদ্য তিনটী রাজিমানের ন্যায়, অবশিষ্ট গুলি মণ্ডলীর ন্যায়। এইরূপ এই সকল সর্পের আশীপ্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইল। ১০। তন্মধ্যে পুমান্ সর্পেরা মহানেত্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ ও মহাশিরা। স্ত্রী সর্পেরা সূক্ষ্মনেত্র, সূক্ষ্মজিহ্ব, সূক্ষ্মমুখ ও সূক্ষ্মশিরাঃ। নপুংসক উভয়লক্ষণ অথচ মন্দবিষ অথচ অক্রোধ। ১১। এক্ষণে সমস্ত সর্পের সাধারণতঃ দষ্টলক্ষণ বলিতেছি। ১২। কি কারণে বিষ শাণিত নিস্ত্রিংশ অশনি ও হুতবহের ন্যায় আশুকারী এবং মুহূর্ত্ত উপেক্ষিত হইলেও রোগীকে নিপাতিত করে? এমন কি, হয় ত কথা বলিবারও অবকাশ থাকে না? ১৩। দষ্ট-লক্ষণ প্রত্যেকে অভিহিত হইলেও সর্ব্বত্র ত্রিবিধতাই হইয়া থাকে। অতএব উহাদের ত্রিবিধতাই বর্ণনা করিব। তাহাতেই রোগীর উপকার হইবে অথচ বুঝিবার গোল হইবে না। আর এই ত্রিবিধ ব্যক্তিতেই সর্ব্ব সর্পের অভিব্যক্তি আছে। ১৪। তন্মধ্যে দর্ব্বীকরবিষে ত্বক্ নয়ন নখ দশন

রৌক্ষ্যং শিরসো গৌরবং সন্ধিবেদনা কটীপৃষ্ঠগ্রীবাদৌর্ব্বল্যং জৃম্ভণং বেপথুঃ স্বরাবসাদো ঘুর্ঘুরকো জড়তা শুষ্কোদ্গারঃ কাসশ্বাসৌ হিক্কা বায়োরূর্দ্ধগমনং শূলোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা লালাস্রাবঃ ফেনাগমনং স্রোতোঽবরোধস্তাস্তাশ্চ বাতবেদনা ভবন্তি ॥ ১৫

মণ্ডলিবিষেণ ত্বগাদীনাং পীতত্বং শীতাভিলাষঃ পরিধূপনং দাহস্তৃষ্ণা মদো মূর্চ্ছা জ্বরঃ শোণিতাগমনমূর্দ্ধমধশ্চ মাংসানামবশাতনং শ্বয়থুর্দংশকোথঃ পীতরূপদর্শনমাশুকোপস্তাস্তাশ্চ পিত্তবেদনা ভবন্তি ॥ ১৬

রাজিমদ্বিষেণ শুক্লত্বং ত্বগাদীনাং শীতজ্বরো রোমহর্ষঃ স্তব্ধত্বং গাত্রাণামাদংশশোফঃ সান্দ্রকফপ্রসেকশ্ছর্দ্দিরভীক্ষ্মক্ষ্ণোঃ কণ্ডূঃ কণ্ঠে শ্বয়থুর্ঘুর্ঘুরকঃ উচ্ছ্বাসনিরোধস্তমঃপ্রবেশস্ত স্তাশ্চ কফবেদনা ভবন্তি ॥ ১৭

পুরুষাভিদষ্ট ঊর্দ্ধং প্রেক্ষতে, অধস্তাৎ স্ত্রিয়া, শিরাশ্চোত্তিষ্ঠন্তি ললাটে। নপুংসকাভিদষ্টস্তির্য্যক্প্রেক্ষী ভবতি। গর্ভিণ্যা পাণ্ডুমুখো ধ্মাতশ্চ। সূতিকয়া শূলার্ত্তো রুধিরং মেহত্যুপজিহ্বিকা চাস্য ভবতি। গ্রাসার্থিনান্নং কাঙ্ক্ষতি। বৃদ্ধেন মন্দা বেগাশ্চ। বালেনাশু মৃদবশ্চ। নির্ব্বিষেণাবিষলিঙ্গম্। অন্ধাহিকেনান্ধত্বমিত্যেকে। গ্রসনাদজগরঃ শরীরপ্রাণহরঃ, ন বিষাৎ। তত্র সদ্যঃপ্রাণহরাহিদষ্টঃ পততি শস্ত্রাশনিনিহত ইব ভূমৌ, স্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি ॥ ১৮

তত্র সর্ব্বেষাং সর্পাণাং বিষস্য সপ্ত বেগা ভবন্তি। তত্র দর্ব্বীকরাণাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি, তৎ প্রদুষ্টং কৃষ্ণতামুপৈতি; তেন কার্ষ্ণ্যং পিপীলিকাপরিসর্পণমিব চাঙ্গে ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি; তেনাত্যর্থং কৃষ্ণতা শোফো গ্রন্থয়শ্চাঙ্গে ভবন্তি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি; তেন দংশক্লেদঃ শিরোগৌরবং স্বেদশ্চক্ষুর্গ্রহণঞ্চ। চতুর্থে কোষ্ঠমনুপ্রবিশ্য কফপ্রধানান্ দোষান্ দূষয়তি; তেন তন্দ্রাপ্রসেকসন্ধিবিশ্লেষা ভবন্তি। পঞ্চমেঽস্থীন্যনুপ্রবিশতি, প্রাণমগ্নিঞ্চ দূষয়তি; তেন পর্ব্বভেদো হিক্কা দাহশ্চ ভবতি। ষষ্ঠে মজ্জানমনুপ্রবিশতি, গ্রহণীঞ্চাত্যর্থং দূষয়তি; তেন গাত্রাণাং গৌরবমতিসারো হৃৎপীড়া মূর্চ্ছা চ ভবতি। সপ্তমে শুক্রমনুপ্রবিশতি, ব্যানঞ্চাত্যর্থং কোপয়তি, কফঞ্চ সূক্ষ্মস্রোতোভ্যঃ প্রচ্যাবয়তি; তেন শ্লেষ্মবর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবঃ পৃষ্ঠভঙ্গশ্চ সর্ব্বচেষ্টাবিঘাতো লালাস্বেদয়োরতিপ্রবৃত্তিরুচ্ছ্বাসনিরোধশ্চ ভবতি ॥ ১৯

তত্র মণ্ডলিনাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি, তৎ তত্র প্রদুষ্টং শীততামুপৈতি; তত্র পরিদাহঃ পীতাব-

মূত্র পুরীষ ও দংশস্থানের রুক্ষতা, রুক্ষতা, শিরোগৌরব, সন্ধিবেদনা, কটী পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভন, বেপথু, স্বরাবসাদ, ঘুর্ঘুরক, জড়তা, শুষ্কোদ্গার, কাস, শ্বাস হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, শূল, উদ্বেষ্টন, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেনোদ্গম, স্রোতোরোধ এবং পূর্ব্বোক্ত বাতবেদনা সকল হয়। ১৫। মণ্ডলীদিগের বিষে ত্বক্ প্রভৃতির পীততা, শীতাভিলাষ, পরিধূপন, দাহ, তৃষ্ণা, মদ, মূর্চ্ছা, জ্বর, ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ দিয়া শোণিতোদ্গম, মাংসসমূহের অবশাতন (খসিয়া পড়া), শোথ, দংশস্থানের কোথ, পীতরূপ দর্শন ও দোষসমূহের আশু কোপ এবং পূর্ব্বোক্ত পিত্তবেদনা সকল হয়। ১৬। রাজিমান্‌দিগের বিষে ত্বক্ প্রভৃতির শুক্লত্ব, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, গাত্রসমূহের স্তব্ধতা, দংশের চারিদিকে শোথ, ঘন কফের প্রসেক, চক্ষুর্দ্বয়ে সর্ব্বদা কণ্ডূয়ন কণ্ঠে শোথ, ঘুর্ঘুরক (ঘুর্ঘুর শব্দ), উচ্ছ্বাসনিরোধ, তমঃপ্রবেশ এবং পূর্ব্বোক্ত কফবেদনা সকল হয়। ১৭। পুরুষসর্পে দংশন করিলে রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি, স্ত্রীসর্পে দংশন করিলে অধোদৃষ্টি হয় এবং ললাটে শিরা সকল উত্থিত হয়। নপুংসক সর্পে দংশন করিলে তির্য্যক্‌দৃষ্টি হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পে দংশন করিলে পাণ্ডুমুখ ও 'ধ্মাত' হয়। সূতিকা সর্পে দংশন করিলে শূলার্ত্ত হয়, রক্তমূত্র হইয়া থাকে এবং উপজিহ্বিকা হয়। গ্রাসার্থী সর্পে দংশন করিলে অন্ন ইচ্ছা করে। বৃদ্ধ সর্পে দংশন করিলে বেগ সকল মন্দ হয়। বাল সর্পে দংশন করিলে বেগ সকল আশু অথচ মৃদু হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ সর্পে দংশন করিলে অবিষ লক্ষণ হয়। কেহ কেহ কহেন যে, অন্ধসর্পে দংশন করিলে অন্ধতা হইয়া থাকে। অজগর গ্রাস দ্বারা শরীর ও প্রাণ নাশ করে, বিষ দ্বারা করে না। সদ্যঃপ্রাণহর সর্পে দংশন করিলে মানুষ শস্ত্রবজ্রহতের ন্যায় ভূমিতে পতিত হয় এবং স্রস্তাঙ্গ হইয়া নিদ্রাগমন করে। ১৮। সর্ব্বপ্রকার সর্পেরই বিষের সাতটী বেগ আছে। তন্মধ্যে দর্ব্বীকরবিষের প্রথম বেগে বিষ শোণিতকে দূষিত করে। শোণিত দূষিত হইলে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া থাকে এবং অঙ্গে পিপীলিকাপ্রসরণের ন্যায় হয়। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত করে, তাহাতে অতিশয় কৃষ্ণতা, শোথ ও অঙ্গে গ্রন্থিসমূহ হয়। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত করে, তাহাতে দংশ ক্লেদ, শিরোগৌরব, স্বেদ ও চক্ষুর গ্রহণ (পীড়া) হয়। চতুর্থ বেগে কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কফপ্রধান দোষসমূহকে দূষিত করে। তাহাতে তন্দ্রা, প্রসেক ও সন্ধিবিশ্লেষ হয়। পঞ্চম বেগে অস্থিতে প্রবেশ করে এবং প্রাণ ও অগ্নিকে দূষিত করে; তাহাতে পর্ব্বভেদ, হিক্কা ও দাহ হয়। ষষ্ঠ বেগে মজ্জাতে প্রবেশ করে এবং গ্রহণীকে অতিশয় দূষিত করিয়া থাকে; তাহাতে গাত্রসমূহের গৌরব, অতিসার, হৃৎপীড়া ও মূর্চ্ছা হয়। সপ্তম বেগে শুক্রে প্রবেশ করে এবং ব্যানবায়ুকে কুপিত করিয়া থাকে, আর সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহ হইতে কফকে প্রচ্যুত করে। তাহাতে শ্লেষ্মবর্ত্তির প্রাদুর্ভাব হয় (গোটা লাল ভাঙ্গে)। তখন কটি ও পৃষ্ঠ ভগ্ন, সর্ব্ব চেষ্টার বিঘাত, লালা ও স্বেদের অতি নির্গম এবং উচ্ছ্বাসনিরোধ হইয়া থাকে। ১৯। মণ্ডলীদিগের প্রথম বেগে বিষ শোণিতকে দূষিত করে। শোণিত দূষিত হইলে শীতলতা প্রাপ্ত হয়।

ভাসতা চাঙ্গানাং ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি ; তেনাত্যর্থং পীততাপরিদাহৌ দংশে শ্বয়থুশ্চ ভবতি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি, তেন পূর্ব্ববচ্চক্ষুর্গ্রহণং তৃষ্ণা দংশে ক্লেদঃ স্বেদশ্চ। চতুর্থে কোষ্ঠমনুপ্রবিশ্য জ্বরমাপাদয়তি। পঞ্চমে পরিদাহং সর্ব্বগাত্রেষু করোতি। ষষ্ঠসপ্তময়োঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ২০

রাজিমতাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি, তৎ প্রদুষ্টং পাণ্ডুতামুপৈতি ; তেন রোমহর্ষঃ শুক্লাবভাসশ্চ পুরুষো ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি; তেন পাণ্ডুতাত্যর্থং জাড্যং শিরঃশ্বোফশ্চ ভবতি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি ; তেন চক্ষুর্গ্রহণং দন্তক্লেদঃ স্বেদো ঘ্রাণাক্ষিস্রাবশ্চ ভবতি। চতুর্থে কোষ্ঠমনুপ্রবিশ্য মন্যাস্তম্ভং শিরোগৌরবঞ্চাপাদয়তি। পঞ্চমে বাক্‌সঙ্গং শীতজ্বরঞ্চ করোতি। ষষ্ঠসপ্তময়োঃ পূর্ব্ববদিতি ॥ ২১

ভবন্তি চাত্র।

ধাত্বন্তরেষু যাঃ সপ্ত কলাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাস্বেকৈকামতিক্রম্য বেগং প্রকুরুতে বিষম্‌ ॥ ২২

যেনান্তরেণ হি কলাং কালকল্পং ভিনত্তি হি।
সমীরণেনোহ্যমানং তত্তু বেগান্তরং স্মৃতম্‌ ॥ ২৩
শূনাঙ্গঃ প্রথমে বেগে পশুর্ধ্যায়তি দুঃখিতঃ।
লালাস্রাবো দ্বিতীয়ে তু কৃষ্ণাঙ্গঃ পীড্যতে হৃদি ॥
তৃতীয়ে চ শিরোদুঃখং কণ্ঠগ্রীবঞ্চ ভজ্যতে।
চতুর্থে বেপতে মূঢ়ঃ খাদন্‌ দন্তান্‌ জহাত্যসূন্‌ ॥ ২৪
কেচিদ্বেগত্রয়ং প্রাহুরন্তশ্চৈতেষু তদ্বিদঃ ॥ ২৫
ধ্যায়তি প্রথমে বেগে পক্ষী মুহ্যত্যতঃ পরম্‌।
দ্বিতীয়ে বিহ্বলঃ প্রোক্তস্তৃতীয়ে মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥
কেচিদেকং বিহঙ্গেষু বিষবেগমুশন্তি হি ॥ ২৬
মার্জ্জারনকুলাদীনাং বিষং নাতিপ্রবর্ত্ততে ॥ ২৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং কল্পস্থানে সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়ো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্পদষ্টকল্পচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

সর্ব্বৈরেবাদিতঃ সর্পৈঃ শাখাদষ্টস্য দেহিনঃ।
দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চতুরঙ্গুলে ॥
প্লোতচর্ম্মান্তবল্কানাং মৃদুনান্যতমেন চ।

তাহাতে পরিদাহ ও অঙ্গসমূহের পীতবর্ণতা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত করে। তাহাতে অত্যন্ত পীততা ও পরিদাহ এবং দংশে শোথ হয়। তৃতীয় বেগে মেদকে দূষিত করে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিষের ন্যায় চক্ষুর গ্রহণ, তৃষ্ণা দংশের ক্লেদ ও স্বেদ হয়। চতুর্থ বেগে কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চম বেগে সর্ব্বগাত্রে পরিদাহ উৎপাদন করিয়া থাকে। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ দর্ব্বীকরবিষের ন্যায় উপদ্রব হয়)। ২০। রাজিমান্‌দিগের প্রথম বেগে বিষ শোণিতকে দূষিত করে। শোণিত প্রদুষ্ট হইলে পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয়। তাহাতে লোমহর্ষ ও শুক্লবর্ণ হয়। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত করে। তাহাতে পাণ্ডুতা, অত্যন্ত জড়তা ও শিরঃশোথ হইয়া থাকে। তৃতীয় বেগে মেদকে দূষিত করে। তাহাতে চক্ষুর গ্রহণ, দন্তের ক্লেদ, স্বেদ এবং ঘ্রাণ ও অক্ষির স্রাব হয়। চতুর্থ বেগে কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া মন্যাস্তম্ভ ও শিরোগৌরব উৎপন্ন করে। পঞ্চম বেগে বাক্‌সঙ্গ ও শীতজ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে। ২১। এইস্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে। পূর্ব্বে গর্ভব্যাকরণ পরিচ্ছেদে যে সপ্তপ্রকার কলা বর্ণিত হইয়াছে, বিষ তাহাদের এক একটীকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাতটী বেগ ধারণ করে [অর্থাৎ রস ও রক্তের অন্তরস্থ কলাকে অতিক্রম করিয়া প্রথম বেগ হয়। রক্ত ও মাংসের অন্তরস্থ কলাকে অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বেগ, মাংস ও মেদের অন্তরস্থ কলাকে অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বেগ, মেদ ও কফের অন্তরস্থ কলাকে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বেগ, কফ ও পুরীষের অন্তরস্থ কলাকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বেগ, পুরীষ ও পিত্তের অন্তরস্থ কলাকে অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বেগ এবং পিত্ত ও শুক্রের অন্তরস্থ কলাকে অতিক্রম করিয়া সপ্তম বেগ হইয়া থাকে]। ২২। কালকল্প বিষ বায়ুকর্ত্তৃক উহ্যমান হইয়া যে সময়ের মধ্যে কোন কলাকে ভেদ করে, তাহাকে বেগান্তর কহিয়া থাকে। ২৩। পশু সর্পদষ্ট হইলে বিষের প্রথম বেগে শূনাঙ্গ হইয়া দুঃখযুক্ত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বেগে লালাস্রাব হয়, অঙ্গ কৃষ্ণ ও হৃৎপীড়া হইয়া থাকে। তৃতীয় বেগে মস্তকের ক্লেশ এবং কণ্ঠগ্রীবা ভগ্ন হয়। চতুর্থ বেগে মুগ্ধ ও কম্পিত হইয়া থাকে, দাঁত কিড়মিড় করে এবং প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ২৪। কেহ কেহ বলেন যে, পশুদিগের সম্বন্ধে বিষের তিন বেগ হয়। ২৫। পক্ষী বিষের প্রথম বেগে ধ্যান করে, অনন্তর মুগ্ধ হয়। দ্বিতীয়ে বিহ্বল হয় এবং তৃতীয়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, বিহঙ্গসমূহে বিষের একই বেগ হয়। ২৬। মার্জ্জার নকুল প্রভৃতি জন্তুকে বিষ বড় লাগে না। ২৭।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

সর্পদষ্টকল্পচিকিৎসা।

অনন্তর আমরা সর্পদষ্টকল্পচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব। ১। যে কোন সর্পেই দংশন করুক না, যদি হস্তাদি শাখায় দংশন করে, তবে দংশনের উপর চারি অঙ্গুল রাখিয়া অরিষ্টা [অর্থাৎ মন্ত্রপূত বসনাদি দ্বারা] বন্ধন দিবে। বস্ত্র, চর্ম্মান্ত (চামের টুকরো) বা বল্কল মধ্যাদি সহকারে

ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভির্নিবারিতম্
দহেদ্দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে।
আচূষণচ্ছেদদাহাঃ সর্ব্বত্রৈব তু পূজিতাঃ॥
প্রতিপূর্য্য মুখং বস্ত্রৈর্হিতমাচূষণং ভবেৎ॥ ২
স দষ্টব্যোহথ বা সর্পো লোষ্টো বাপি হি তৎক্ষণম্॥ ৩
অথ মণ্ডলিনা দষ্টং ন কথঞ্চন দাহয়েৎ।
স পিত্তবিষবাহুল্যাদ্দংশো দাহাদ্বিসর্পতি॥ ৪
অরিষ্টামপি মন্ত্রৈশ্চ বধ্নীয়ান্মন্ত্রকোবিদঃ।
সা তু রজ্জ্বাদিভির্বদ্ধা বিষপ্রতিকরী মতা॥
দেবব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তা মন্ত্রাঃ সত্যতপোময়াঃ।
ভবন্তি নান্যথা ক্ষিপ্রং বিষং হন্যুঃ সুদুস্তরম্॥
বিষং তেজোময়ৈর্মন্ত্রৈঃ সত্যব্রহ্মতপোময়ৈঃ।
যথা নিবার্য্যতে ক্ষিপ্রং প্রযুক্তৈর্ন তথৌষধৈঃ॥
মন্ত্রাণাং গ্রহণং কার্য্যং স্ত্রীমাংসমধুবর্জ্জিনা।
জিতাহারেণ শুচিনা কুশাস্তরণশায়িনা॥
গন্ধমাল্যোপহারৈশ্চ বলিভিশ্চাপি দেবতাঃ।
পূজয়েন্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং জপহোমৈশ্চ যত্নতঃ॥
মন্ত্রাস্তু বিধিনা প্রোক্তা হীনা বা স্বরবর্ণতঃ।
যস্মান্ন সিদ্ধিমায়ান্তি তস্মাদ্ যোজ্যোহগদক্রমঃ॥ ৫
সমন্ততঃ শিরা দংশাদ্বিধ্যেৎ তু কুশলো ভিষক্।
শাখাগ্রে বা ললাটে বা বেধ্যাস্তাঃ বিসৃতে বিষে॥
রক্তে নির্হ্রিয়মাণে তু কৃৎস্নং নির্হ্রিয়তে বিষম্।
তস্মাদ্বিস্রাবয়েদ্রক্তং সা হ্যস্য পরমা ক্রিয়া॥
সমন্তাদগদৈর্দংশং প্রচ্ছয়িত্বা প্রলেপয়েৎ।
চন্দনোশীরযুক্তেন বারিণা পরিষেচয়েৎ॥
পায়য়েতাগদাংস্তাংস্তান্ ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতাদিভিঃ।
তদলাভে হিতা বা স্যাৎ কৃষ্ণা বল্মীকমৃত্তিকা॥
কোবিদারশিরীষার্ক-কটভীর্বাপি ভক্ষয়েৎ।
ন পিবেৎ তৈলকৌলত্থ মদ্যসৌবীরকাণি চ॥
দ্রবমন্যত্তু যৎ কিঞ্চিৎ পীত্বা পীত্বা তদুদ্বমেৎ।
প্রায়ো হি বমনেনৈব সুখং নির্হ্রিয়তে বিষম্॥ ৬
ফণিনাং বিষবেগে তু প্রথমে শোণিতং হরেৎ।
দ্বিতীয়ে মধুসর্পির্ভ্যাং পায়য়েতাগদং ভিষক্॥
নস্যকর্ম্মাঞ্জনে যুঞ্জ্যাৎ তৃতীয়ে বিষনাশনে।
বান্তং চতুর্থে পূর্ব্বোক্তাং যবাগূমথ দাপয়েৎ॥
শীতোপচারং কৃত্বাদৌ ভিষক্ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ।
দাপয়েচ্ছোধনং তীক্ষ্ণং যবাগূঞ্চাপি কীর্ত্তিতাম্॥
সপ্তমে ত্ববপীড়েন শিরস্তীক্ষ্ণেন শোধয়েৎ।
তীক্ষ্ণমেবাঞ্জনং দদ্যাৎ তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ মূর্দ্ধ্নি চ।
কুর্য্যাৎ কাকপদং চর্ম্ম সাসৃগ্বা পিশিতং ক্ষিপেৎ॥ ৭

বন্ধন করিলে বিষ আর শরীরে উঠে না। অনন্তর দংশকে ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে [মণ্ডলী সর্পে দংশন করিলে দগ্ধ করিবে না] যেখানে বন্ধন আছে, সেখানে ছেদন করিবে না। আচূষণ, ছেদ ও দাহ সর্ব্বস্থলেই প্রশস্ত। মুখ বস্ত্র দ্বারা পূর্ণ করিয়া আচূষণ করা উচিত ["বস্ত্রৈঃ" স্থলে "বস্তেঃ" পাঠান্তর]। ২। যে সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহাকে হস্ত দ্বারা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ দংশন করা ভাল; তদভাবে লোষ্ট্রে দংশন করা ভাল। ৩। মণ্ডলী সর্পে দংশন করিলে কখন দষ্টস্থান দগ্ধ করিবে না। কেননা মণ্ডলীর বিষে পিত্ত কুপিত করে, সুতরাং বিষদাহ হেতু বিসর্পিত হয়। ৪। মন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা মন্ত্রের সহিত অরিষ্টাও বন্ধন করিবে। সেই অরিষ্টা রজ্জু প্রভৃতির সহিত বদ্ধ হইলে বিষের প্রতিকরী হয়। দেব ও ব্রহ্মর্ষিদিগের প্রোক্ত মন্ত্র সকল সত্যময় ও তপোময়। সে সকল মন্ত্র অন্যথা হয় না, পরন্তু শীঘ্র সুদুস্তর বিষ নষ্ট করে। তেজোময় সত্যব্রহ্মতপোময় মন্ত্রসমূহে যেরূপ শীঘ্র বিষ নষ্ট করে, ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেরূপ হয় না। স্ত্রী, মাংস ও মধু বর্জ্জন করিয়া এবং জিতাহার, শুচি ও কুশাস্তরণে শয়ান হইয়া মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করিবে। গন্ধ, মাল্য, উপহার ও বলিসমূহ যোগে এবং জপহোম সহকারে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পূজা করিবে। মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক প্রোক্ত হইলেও, অথবা স্বরবর্ণতঃ হীন হওয়াতে যদি সিদ্ধি না হয়, তবে অগদচিকিৎসা করিবে। ৫। অগদক্রম যথা;— দংশের চারিদিকে শিরা সকল বিদ্ধ করিবে। বিষ প্রসৃত হইয়া পড়িলে হস্তাগ্রে বা পদাগ্রে বা ললাটে শিরাবেধ করিবে। রক্ত নির্গত হইলে সমস্ত বিষ নির্গত হইয়া যায়। অতএব রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণই বিষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। দংশস্থানকে চিরিয়া সমন্তাৎ অগদ নামক দুই তোলা পরিমাণে ঔষধ লেপন করিবে। আর চন্দন ও বেণার মূলের ক্বাথ পরিষেচন করিবে। আর দুগ্ধ মধু ঘৃত দধি বা তক্র যোগে পূর্ব্বোক্ত অগদ সকল পান করাইবে। তদভাবে কৃষ্ণবর্ণ বল্মীকমৃত্তিকা লেপন ও পান করাইবে। অথবা কোবিদার, শিরীষ, অর্ক ও কটভীর (শ্বেত অপরাজিতার) কল্ক বা ক্বাথ পান করাইবে। দষ্ট ব্যক্তি তৈল, কুলত্থযূষ, মদ্য ও সৌবীরক পান করিবে না। অন্য যাহা কিছু দ্রবদ্রব্য পুনঃপুনঃ পান করিয়া বমন করিবে। প্রায়ই বমন দ্বারা বিষ অনায়াসে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। ৬। সর্পবিষের প্রথম বেগে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিবে। দ্বিতীয় বেগে মধু ঘৃত যোগে অগদ পান করাইবে। তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্য কর্ম্ম ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চতুর্থ বেগে বমি করাইবে। অনন্তর স্থাবরবিষাধিকারোক্ত কোশাতক্যাদিদ্রব্যকৃত যবাগূ পান করাইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেগে প্রথমে শীতল ক্রিয়া করিয়া, পরে তীক্ষ্ণ শোধন করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত যবাগূ প্রদান করিবে। সপ্তমে তীক্ষ্ণ অবপীড়ন প্রয়োগ করিয়া শিরঃশোধন করিবে। আর তীক্ষ্ণ অঞ্জনই দিবে। আর তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা মস্তকে কাকপদের ন্যায় অঙ্কন করিবে। অথবা ঐ স্থান হইতে রক্তের সহিত

পূর্ব্বে মণ্ডলিনাং বেগে দর্ব্বীকরবদাচরেৎ
অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং দ্বিতীয়ে পায়য়েত চ।
বাময়িত্বা যবাগূঞ্চ পূর্ব্বোক্তামথ দাপয়েৎ॥
তৃতীয়ে শোধিতং তীক্ষ্ণৈর্যবাগূং পায়য়েদ্ধিতাম্।
চতুর্থে পঞ্চমে বাপি দর্ব্বীকরবদাচরেৎ॥
কাকোল্যাদির্হিতঃ ষষ্ঠে পয়শ্চ মধুরো গণঃ।
হিতোঽবপীড়ে স্বগদঃ সপ্তমে বিষনাশনঃ॥ ৮
অথ রাজিমতাং বেগে প্রথমে শোণিতং হরেৎ।
অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং সংযুক্তং পায়য়েত চ॥
বান্তং দ্বিতীয়ে ত্বগদং পায়য়েদ্বিষনাশনম্।
তৃতীয়াদিষু ত্রিষেব বিধির্দার্ব্বীকরো হিতঃ।
ষষ্ঠেঽঞ্জনং তীক্ষ্ণতমমবপীড়শ্চ সপ্তমে॥ ৯
গর্ভিণীবালবৃদ্ধানাং শিরাব্যধবিবর্জ্জিতম্।
বিষার্ত্তানাং যথোদ্দিষ্টং বিধানং শস্যতে মৃদু॥ ১০
রক্তাবসেকাঞ্জনানি নরতুল্যান্যজাবিকে।
গবাশ্বয়োশ্চ দ্বিগুণং ত্রিগুণং মহিষোষ্ট্রয়োঃ॥
চতুর্গুণন্তু নাগানাং কেবলং সর্ব্বপক্ষিণাম্।
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ সুশীতানবচারয়েৎ॥ ১১
মাষকস্ত্বঞ্জনস্যেষ্টং দ্বিগুণং নস্যতো হিতম্।
পানে চতুর্গুণং পথ্যং বমনেঽষ্টগুণং পুনঃ॥ ১২
দেশপ্রকৃতিসাত্ম্যর্ত্তু-বিষবেগবলাবলম্।
প্রধার্য্য নিপুণং বুদ্ধ্যা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ১৩
বেগানুপূর্ব্ব্যমিত্যেতৎ কৃৎস্নোক্তং বিষনাশনম্।
কর্ম্মাবস্থাবিশেষেণ বিষয়োরুভয়োঃ শৃণু॥
বিবর্ণে কঠিনে শূনে সরুজেঽঙ্গে বিষার্দ্দিতে।
তূর্ণং বিস্রাবণং কার্য্যমুক্তেন বিধিনা ততঃ॥
ক্ষুধার্ত্তমনিলপ্রায়ং তদ্বিষার্ত্তং সমাহিতঃ।
পায়য়েদ্দধি তক্রং বা সর্পিঃ ক্ষৌদ্রং তথা রসম্॥
তৃড়্দাহঘর্ম্মসংমোহে পৈত্তং পৈত্তে বিষাতুরম্।
শীতৈঃ সংবাহনস্নান-প্রদেহৈঃ সমুপাচরেৎ॥
শীতে শীতপ্রসেকার্ত্তং শ্লৈষ্মিকং কফকৃদ্বিষম্।
বাময়েদ্বমনৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা মূর্চ্ছামদান্বিতম্॥
কোষ্ঠদাহরুজাধ্মান-মূত্রসঙ্গরুগন্বিতম্।
বিরেচয়েচ্ছকৃদ্বায়ুসঙ্গপিত্তাতুরং নরম্॥
শূনাক্ষিকূটং নিদ্রার্ত্তং বিবর্ণাবিললোচনম্।
বিবর্ণঞ্চাপি পশ্যন্তমঞ্জনৈঃ সমুপাচরেৎ॥
শিরোরুগ্গৌরবালস্য-হনুস্তম্ভগলগ্রহে।
শিরো বিরেচয়েৎ ক্ষিপ্রং মন্যাস্তম্ভে চ দারুণে॥
নষ্টসংজ্ঞং বিবৃত্তাক্ষং ভগ্নগ্রীবং বিরেচনৈঃ।
চূর্ণৈঃ প্রধমনৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিষার্ত্তং সমুপাচরেৎ॥
তাড়য়েচ্চ শিরাঃ ক্ষিপ্রং তস্য শাখাললাটজাঃ॥

মাংস তুলিয়া ফেলিবে। ৭। মণ্ডলিবিষের প্রথম বেগে দর্ব্বীকরবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। দ্বিতীয় বেগে মধুঘৃত যোগে অগদ পান করাইবে এবং বমন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত যবাগূ প্রদান করিবে। তৃতীয় বেগে রোগীকে তীক্ষ্ণ শোধন-যোগে শোধিত করিয়া হিতকর যবাগূ পান করাইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম বেগেও দর্ব্বীকরবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ষষ্ঠ বেগে কাকোল্যাদি মধুর গণ ও দুগ্ধ হিতকর। সপ্তমে অবপীড়প্রয়োগের পর বিষনাশন অগদ প্রয়োগ করিবে। ৮। রাজিলবিষের প্রথম বেগে শোণিত হরণ করিবে। আর মধুঘৃতসংযুক্ত অগদ পান করাইবে। দ্বিতীয় বেগে বিষনাশন অগদ পান করাইবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে দর্ব্বীকরবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ষষ্ঠ বেগে তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমে অবপীড় আবশ্যক। ৯। গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধকে শিরাব্যধ ভিন্ন চিকিৎসা সকল করিবে। উহারা বিষার্ত্ত হইলে ক্রিয়া সকল মৃদুরূপে করাই আবশ্যক। ১০। ছাগ ও মেষ বিষার্ত্ত হইলে উহাদের রক্তাবসেক ও অঞ্জনের পরিমাণ মানুষের তুল্য। গো ও অশ্বের পরিমাণ দ্বিগুণ। মহিষ ও উষ্ট্রের পরিমাণ ত্রিগুণ। নাগদিগের পরিমাণ চতুর্গুণ। পক্ষীদিগকে কেবল সুশীতল পরিষেক ও প্রলেপ দিবে। ১১। বিষার্ত্তের সম্বন্ধে অঞ্জনের মাত্রা একমাষা। নস্যের মাত্রা দ্বিগুণ। পানমাত্রা চতুর্গুণ এবং বমন ঔষধের মাত্রা অষ্টগুণ। ১২। দেশ, প্রকৃতি, সাত্ম্য, ঋতু, বিষবেগ ও রোগীর বলাবল অবধারণ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ১৩। এইরূপে বেগানুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষনাশক চিকিৎসা বলা হইল। সম্প্রতি চিকিৎসা ও অবস্থাভেদে স্থাবর ও জঙ্গম উভয় বিষের বিবরণ শ্রবণ কর। বিষার্ত্ত ব্যক্তি বিবর্ণ, কঠিন, শোথযুক্ত ও সবেদন হইলে শীঘ্র উক্ত বিধিক্রমে বিস্রাবণ করিবে। বিষার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত ও বাতাধিক হইলে দধি, তক্র বা সর্পিঃ, মধু ও মাংসরস পান করাইবে। তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম [টীকাকার-মতে গ্রীষ্মকালে] ও মোহ থাকিলে পিত্তাধিক্য জানিবে। পিত্তাধিক্যে শীতল সংবাহন, স্নান ও প্রলেপযোগে চিকিৎসা করিবে। শীতবোধ হইলে [টীকাকার-মতে শীতকালে], বা শীতল প্রসেক [লালাস্রাব] হইতে থাকিলে বা রোগী শ্লৈষ্মিক হইয়া উঠিলে বা বিষ কফকারক হইলে তীক্ষ্ণ বমন দ্বারা বমন করাইবে। আবার রোগী মূর্চ্ছামদান্বিত এবং কোষ্ঠদাহ কোষ্ঠবেদনা আধ্মান মূত্রবদ্ধ ও যাতনা এবং বিষ্ঠাবদ্ধ বায়ুবদ্ধ ও পিত্তাধিক্যে কাতর হইলে বিরেচন দিবে। যাহার অক্ষিকূট শোথযুক্ত, যে ব্যক্তি নিদ্রার্ত্ত বিবর্ণ ও আবিললোচন এবং সকল বস্তু বিবর্ণ দর্শন করে, তাহাকে অঞ্জনযোগে চিকিৎসা করিবে। মস্তকে বেদনা, গৌরব, আলস্য, হনুস্তম্ভ ও গলগ্রহ থাকিলে শীঘ্র শিরোবিরেচন দিবে। আবার নিদারুণ মন্যাস্তম্ভেও এইরূপ শিরোবিরেচন দিবে। নষ্টসংজ্ঞ, বিবৃত্তাক্ষ ও ভগ্নগ্রীব বিষার্ত্ত ব্যক্তিকেও শিরোবিরেচন তীক্ষ্ণ প্রধমন চূর্ণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আর উহার শাখা

তাস্বপ্রসিচ্যমানাসু মূর্দ্ধ্নি শস্ত্রেণ শস্ত্রবিৎ।
কুর্য্যাৎ কাকপদাকারং ব্রণমেবং স্রবন্তি তাঃ॥
সরক্তং চর্ম্ম মাংসং বা নিষ্কিপেচ্চাস্য মূর্দ্ধ্নি চ।
চর্ম্মবৃক্ষকষায়ং বা চূর্ণং বা কুশলো ভিষক্॥
বাদয়েচ্চাগদৈর্লিপ্তা দুন্দুভীস্তস্য পার্শ্বয়োঃ।
লব্ধসংজ্ঞং পুনশ্চৈনমূর্দ্ধ্বাধশ্চ শোধয়েৎ॥
নিঃশেষং নির্হরেচ্চৈব বিষং পরমদুর্জ্জয়ম্।
অল্পমপ্যবশিষ্টং হি ভূয়ো বেগায় কল্পতে॥
কুর্য্যাদ্বা সাদবৈবর্ণ্যে জ্বরকাসশিরোরুজঃ।
শোফশোষপ্রতিশ্যায়-তিমিরারুচিপীনসান্॥
তেষু চাপি যথাদোষং প্রতিকর্ম্ম প্রযোজয়েৎ।
বিষার্ত্তোপদ্রবাংশ্চাপি যথাস্বং সমুপাচরেৎ॥ ১৪
অথারিষ্টাং বিমোচ্যাশু প্রচ্ছিদ্যাঙ্কিতং তথা।
দিহ্যাৎ তত্র বিষং স্কন্নং ভূয়ো বেগায় কল্পতে॥ ১৫
এবং ক্রিয়াক্রমৈর্মন্ত্রৈরোষধীভিশ্চ যত্নতঃ।
বিষে হৃতগুণে দেহাদ্‌যদা দোষঃ প্রকুপ্যতি॥
তদা পবনমুদ্‌বৃত্তং স্নেহাদ্যৈঃ সমুপাচরেৎ।
তৈলমৎস্যকুলত্থাম্লবর্জ্জৈর্বাতহরাশনৈঃ॥
পিত্তজ্বরহরৈঃ পিত্তং কষায়ৈঃ স্নেহবস্তিভিঃ॥
কফমারগ্বধাদ্যেন সক্ষৌদ্রেণ গণেন তু॥

শ্লেষ্মঘ্নৈরগদৈশ্চাপি তিক্তৈ রুক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ॥ ১৬
বৃক্ষপ্রপাতবিষমপতিতং মৃতমম্ভসি।
উদ্‌বৃত্তকং মৃতং সদ্যশ্চিকিৎসেন্নষ্টসংজ্ঞবৎ॥ ১৭
গাঢ়ং বদ্ধেহরিষ্টয়া প্রচ্ছিন্নেঽপি
তীক্ষ্ণৈর্লেপৈস্তদ্বিধৈর্বা বিশেষৈঃ।
শূনে গাত্রে ক্লিন্নমত্যর্থপূতি
স্রৈয়ং মাংসং তদ্বিষাৎ পূতিকষ্টম্॥
সদ্যোবিদ্ধং নিস্রবেৎ কৃষ্ণরক্তং
পাকং যায়াদ্দহ্যতে চাপ্যভীক্ষ্ণম্।
কৃষ্ণীভূতং ক্লিন্নমত্যর্থপূতি
শীর্ণং মাংসং যাত্যজস্রং ক্ষতাচ্চ॥
তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রান্তিদাহৌ জ্বরশ্চ
যস্য স্যুস্তং দিগ্ধবিদ্ধং ব্যবস্যেৎ॥ ১৮
পূর্ব্বোদ্দিষ্টং লক্ষণং সর্ব্বমেত-
জ্জুষ্টং যস্মাৎ বিষেণ ব্রণাঃ স্যুঃ।
লূতাদষ্টা দিগ্ধবিদ্ধা বিষৈর্বা
জুষ্টা যে স্যুর্যে ব্রণাঃ পূতিমাংসাঃ॥
তেষাং যুক্ত্যা পূতিমাংসান্যপোহ্য
বার্য্যোকোভিঃ শোণিতস্রাপহৃত্য।
হৃত্বা দোষান্ ক্ষিপ্রমূর্দ্ধ্বস্তথাধশ্চ
সম্যক্ সিঞ্চেৎ ক্ষীরিণাং ত্বক্কষায়ৈঃ॥
অন্তর্ব্বস্ত্রং দাপয়েচ্চ প্রদেহান্
শীতৈর্দ্রব্যৈরাজ্যযুক্তৈর্বিষঘ্নৈঃ॥

ও ললাটের শিরা সকল শীঘ্র ভিন্ন করিবে। ঐ সকল শিরা হইতে রক্তপাত না হইলে মস্তকে শীঘ্র শস্ত্রপাত করিয়া কাকপদাকার ব্রণ করিবে। তাহাতে রক্তস্রাব হইবে। আবশ্যক বোধ হইলে রক্তের সহিত চর্ম্ম ও মাংস তুলিয়া ফেলিবে। আর দুন্দুভি সকল অগদ ঔষধে লিপ্ত করিয়া উহার দুই পার্শ্বে বাদন করিবে এবং সে সংজ্ঞালাভ করিলে পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধ ও অধঃশোধন করিবে। বিষ পরম দুর্জ্জয়, সুতরাং উহাকে নিঃশেষে নির্গত করা উচিত। কারণ অল্পমাত্র বিষ অবশিষ্ট থাকিলেও পুনর্ব্বার বেগ করিয়া থাকে। অথবা অবসাদ, বৈবর্ণ্য, জ্বর, কাস, শিরোবেদনা, শোথ, শোষ, প্রতিশ্যায়, তিমির, অরুচি ও পীনস উৎপাদন করে। উহাদের সম্বন্ধেও দোষানুসারে প্রতিকার করিবে। বিষার্ত্তের অন্যান্য উপদ্রবসমূহও তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে। ১৪। বন্ধনমোচনের পর যেখানে বন্ধনের অঙ্ক (দাগ) পড়িয়াছে তাহা চিরিয়া অগদযোগে প্রলিপ্ত করিবে। নতুবা সেখানে বিষ স্ত্যানীভূত হইয়া পুনর্ব্বার বেগ করিয়া থাকে। ১৫। এইরূপ চিকিৎসাক্রম, মন্ত্র ও ওষধিযোগে যত্নপূর্ব্বক বিষ হৃতগুণ হইলেও, যদি শারীর দোষ প্রকুপিত হয়, তবে সেস্থলে কুপিত বায়ুকে স্নেহাদি বায়ুনাশক দ্রব্যযোগে চিকিৎসা করিবে। কিন্তু তৈল, মৎস্য, কুলত্থ ও অম্ল প্রয়োগ করিবে না। পিত্ত কুপিত হইলে পিত্তজ্বরনাশক কষায় ও স্নেহবস্তিযোগে চিকিৎসা করিবে। কফ কুপিত হইলে মধুযুক্ত আরগ্বধাদি গণের দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

আর শ্লেষ্মনাশক অগদসমূহ এবং তিক্ত ও রুক্ষযোগে চিকিৎসা করিবে। ১৬। বৃক্ষ হইতে পতিত, নিম্নোন্নত স্থান হইতে পতিত, জলে মগ্ন হওয়াতে মৃত, উদ্‌বৃত্তমৃত (উদ্বন্ধন হেতু মৃত) এবং সদ্যোমৃত ইহাদের চিকিৎসা নষ্টসংজ্ঞের ন্যায় [এ সকল স্থলে মৃত শব্দের অর্থ মৃতবৎ মনে করিতে হইবে]। ১৭। দংশস্থানের বন্ধন গাঢ় বা অরিষ্টা দ্বারা দংশস্থান ছিন্নভিন্ন বা তীক্ষ্ণপ্রলেপযোগে গাত্র শূন হইলে বা তদ্বিধ অন্যান্য কারণে ঐরূপ হইলে বিষ-হেতু মাংস অত্যন্ত ক্লিন্ন ও পূতি হইয়াছে জানিবে। ইহাকে পূতিনামক উপদ্রব বলে। ইহা কষ্টসাধ্য। দিগ্ধ শরাদি দ্বারা সদ্যোবিদ্ধ হইলে কৃষ্ণরক্ত নিঃসৃত হয়, পরে সেইস্থান পাকপ্রাপ্ত হয়, সর্ব্বদা দহমান হইতে থাকে। পরে কৃষ্ণীভূত, ক্লিন্ন, অত্যন্ত পূতি ও গলিত মাংস ক্ষত হইতে নির্গত হইতে থাকে। আর তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর হয়। ১৮। পূর্ব্বকথিত বিষলক্ষণ ও ক্ষত সকল উপস্থিত হইলে বা রোগী লূতাদষ্ট বা দিগ্ধবিদ্ধ হইলে এবং পূতিমাংস ব্রণ সমস্ত হইলে যুক্তিপূর্ব্বক জলৌকা দ্বারা রক্তপাত করিয়া পূতিমাংসসমূহ উদ্ধৃত করিবে। এইরূপে দোষ অপহৃত হইলে ব্রণের ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বটাদিত্বকের কষায় সেচন করিবে। আর শীতল ও শতধৌতঘৃতমিশ্রিত বিষঘ্ন দ্রব্যের প্রলেপ বস্ত্রের মধ্যে করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ভিন্নেঽস্থি বৈ দুষ্টজাতেন কার্য্যঃ
পূর্ব্বো মার্গঃ পৈত্তিকে যো বিষে চ ॥ ১৯
ত্রিবৃদ্বিশল্যে মধুকং হরিদ্রে
রক্তা নরেন্দ্রো লবণশ্চ বর্গঃ।
কটুত্রিকঞ্চৈব বিচূর্ণিতানি
শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি।
এষোঽগদো হন্তি বিষং প্রযুক্তঃ
পানাঞ্জনাভ্যঞ্জননস্যযোগৈঃ।
অবার্য্যবীর্য্যো বিষবেগহন্তা
মহাগদো নাম মহাপ্রভাবঃ ॥ ২০
বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাজমোদা-
হিঙ্গূনি চক্রং ত্রিকটূনি চৈব।
সর্ব্বশ্চ বর্গো লবণশ্চ সূক্ষ্মঃ
সচিত্রকঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ ॥
শৃঙ্গে গবাং শৃঙ্গময়েন চৈব
প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ।
এষোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং
জেতা বিষাণামজিতো হি নাম্না ॥ ২১
প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু মুস্তা
কালানুসার্য্যা কটুরোহিণী চ।
স্থৌণেয়কং ধ্যামকপদ্মকানি
পুন্নাগতালীশসুবর্চ্চিকাশ্চ ॥
কুটন্নটৈলাসিতসিন্ধুবারাঃ
শৈলেয়কুষ্ঠে তগরং প্রিয়ঙ্গুঃ।
রোধ্রং জলং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ
সমাগধং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ ॥
সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি সমানি কৃত্বা
শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি।
এষোঽগদস্তার্ক্ষ্য ইতি প্রদিষ্টো
বিষং নিহন্যাদপি তক্ষকস্য ॥ ২২
মাংসীহরেণুত্রিফলামুরঙ্গী-
রক্তালতাযষ্টিকপদ্মকানি।
বিড়ঙ্গতালীশসুগন্ধিকৈলা-
ত্বক্কুষ্ঠপত্রাণি সচন্দনানি ॥
ভার্গী পটোলং কিণিহী সপাঠা
মৃগাদনী কর্কটিকা পুরঞ্চ।
পালিন্দ্যশোকৌ ক্রমুকং সুরস্যাঃ
প্রসূনমারুষ্করজঞ্চ পুষ্পম্ ॥
চূর্ণান্যথৈষাং নিহিতানি শৃঙ্গে
ন্যসেচ্চ পিত্তানি সমাক্ষিকাণি।
বরাহগোধাশিখিশল্লকানাং
মার্জ্জারজং পার্ষতনাকুলে চ ॥
যস্যাগদোঽয়ং সুকৃতো গৃহে
স্যান্নাম্নর্ষভো নাম নরর্ষভস্য।
ন তত্র সর্পাঃ কুত এব কীটাঃ
ত্যজন্তি বীর্য্যাণি বিষাণি চৈব ॥
এতেন ভের্য্যঃ পটহাশ্চ দিগ্ধা
নানদ্যমানা বিষমাশু হন্যুঃ।
দিগ্ধাঃ পতাকাশ্চ নিরীক্ষ্য সদ্যো
বিষাভিভূতা হবিষা ভবন্তি ॥ ২৩
লাক্ষাহরেণুর্নলদং প্রিয়ঙ্গুঃ
শিগ্রুদ্বয়ং যষ্টিকপৃথ্বিকাশ্চ।

দূষিত জন্তুর অস্থি শক্রৎ মূত্র শুক্র প্রভৃতি যোগে শরীরের কোন স্থান দূষিত হইলে পূর্ব্বোক্ত পুতিমাংসের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। আর পৈত্তিক বিষে যে চিকিৎসা বিহিত আছে, তাহাও করিবে।১৯। ত্রিবৃৎ, বিশল্যা ("কাঠপারুল"), যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সোঁদাল, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু এই সকল চূর্ণ করিয়া মধু যোগে শৃঙ্গের মধ্যে স্থাপন করিবে। এই অগদ পান, অঞ্জন, 'অভ্যঙ্গ' ও নস্যযোগে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা অবার্য্যবীর্য্য, বিষবেগহন্তা ও মহাপ্রভাব। ইহার নাম মহা-অগদ।২০। বিড়ঙ্গ, আকনাদি, ত্রিফলা, অজমোদা, হিঙ্গু, চক্র (তগর), ত্রিকটু, পঞ্চলবণ ও চিতা এই সকলের চূর্ণ মধুযোগে গোশৃঙ্গে স্থাপন করিয়া শৃঙ্গময় দ্রব্য দ্বারাই আচ্ছাদিত করিবে এবং এক পক্ষ রাখিয়া দিবে। এই অগদ স্থাবর ও জঙ্গম বিষসমূহের জেতা। ইহার নাম অজিত।২১। প্রপৌণ্ডরীক, দেবদারু, মুস্তা, তগর, কটকী, গেঁঠেলা, স্নেহিষ, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, তালীশ, সুবর্চ্চিকা, কুটন্নট (শ্যোনাক), এলা, সিতসিন্ধুবারি (শ্বেতনিসিন্দা), শৈলেয়, কুড়, তগর, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, জল (বালা), স্বর্ণ-গৈরিক, পিপুল, রক্তচন্দন ও সৈন্ধব এই সকলের সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ মধুর সহিত গোশৃঙ্গে স্থাপন করিবে। এই অগদ তার্ক্ষ্য নাম অভিহিত। ইহা তক্ষকের বিষও নষ্ট করে।২২। জটামাংসী, হরেণু, ত্রিফলা, মুরঙ্গী (শোভাঞ্জনক), মঞ্জিষ্ঠা, সুগন্ধিকা ('সর্পগন্ধিকা'), এলা, দারুচিনি, কুড়, তেজপাতা, রক্তচন্দন, ব্রামনহাটী, পলতা, কিণিহী (কটভী), আকনাদি, মৃগাদনী, (ইন্দ্রবারুণী), কর্কটী, গুগ্গুলু, পালিন্দী (তেউড়ী), অশোক, সুপারী, তুলসীপুষ্প এই সকলের চূর্ণ এবং বরাহ, গোধা, শিখী, শল্লক, মার্জ্জার, পৃষত ও নকুল এই সকলের পিত্ত একত্র করিয়া মধুসহযোগে গোশৃঙ্গে স্থাপন করিবে। এই অগদ ঋষভ নামে অভিহিত হয়। ইহা রাজার যোগ্য। কীট দূরে থাকুক, এই অগদ গৃহে থাকিলে সর্পেরাও বীর্য্য ও বিষত্যাগ করে না। এতদ্দ্বারা ভেরী ও পটহ সকল লিপ্ত হইলে তাহাদের নাদে বিষ শীঘ্র নিহত হয়। এই অগদে লিপ্ত পতাকা সকল নিরীক্ষণ করিলে বিষাভিভূত ব্যক্তিরা সদ্য অ-বিষ হয়।২৩। লাক্ষা, হরেণু, নলদ (বেণার মূল), প্রিয়ঙ্গু, সজিনা, রক্তসজিনা, যষ্টিক, পৃথ্বিকা

চূর্ণীকৃতোঽয়ং রজনীবিমিশ্রো
বর্গো বিধেয়ো মধুসর্পিষাক্তঃ ॥
শৃঙ্গে গবাং পূর্ব্ববদাপিধান-
স্ততঃ প্রযোজ্যোঽঞ্জননস্যপানৈঃ।
সঞ্জীবনো নাম গতাসুকল্প-
মেষোঽগদো জীবয়তীহ মর্ত্ত্যম্ ॥ ২৪
শ্লেষ্মাতকঃ কটফলমাতুলুঙ্গঃ
শ্বেতা গিরিহ্বা কিণিহী সিতা চ।
সতণ্ডুলীয়োঽগদ এষ মুখ্যো
বিষেষু দর্ব্বীকররাজিলানাম্ ॥ ২৫
দ্রাক্ষা সুগন্ধা নগবৃত্তিকা চ
পিষ্টা সমঙ্গা সমভাগযুক্তা।
দেয়ো দ্বিভাগঃ সুরসাচ্ছদস্ত
কপিত্থবিল্বাদপি দাড়িমাচ্চ ॥
তথার্দ্ধভাগোঽসিতসিন্ধুবারা-
দঙ্কোঠমূলাদপি গৈরিকাচ্চ।
এষোঽগদঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিহন্তি
বিশেষতো মণ্ডলিনাং বিষাণি ॥ ২৬
বংশত্বগার্দ্রামলকং কপিত্থং
কটুত্রিকং হৈমবতী সকুষ্ঠা।
করঞ্জবীজং তগরং শিরীষ-
পুষ্পঞ্চ গোপিত্তযুতং নিহন্তি ॥
বিষাণি লূতোন্দুরুপন্নগানাং
কৈটঞ্চ লেপাঞ্জননস্যযোগৈঃ।
পুরীষমূত্রানিলগর্ভসঙ্গান্
নিহন্তি বর্ত্ত্যাঞ্জননাভিলেপৈঃ।
কাচার্ম্মকোথান্ পটলাংশ্চ ঘোরান্
পুষ্পঞ্চ হন্ত্যঞ্জননস্যযোগৈঃ ॥ ২৭
সমূলপুষ্পাঙ্কুরবল্কবীজাৎ
ক্বাথঃ শিরীষাৎ ত্রিকটুপ্রগাঢ়ঃ।
সলাবণঃ ক্ষৌদ্রযুতোঽথ পীতো
বিশেষতঃ কীটবিষং নিহন্তি ॥ ২৮
কুষ্ঠং ত্রিকটুকং দার্ব্বী মধুকলবণদ্বয়ম্।
মালতী নাগপুষ্পঞ্চ সর্ব্বাণি মধুরাণি চ ॥
কপিত্থরসপিষ্টোঽয়ং শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
বিষং হন্ত্যগদঃ সর্ব্বং মূষিকাণাং বিশেষতঃ ॥ ২৯
সোমরাজীফলং পুষ্পং কটভী সিন্ধুবারকঃ।
চোরকো বরুণঃ কুষ্ঠং সর্পগন্ধা সসপ্তলা ॥
পুনর্নবা শিরীষস্য পুষ্পমারগ্বধার্কজম্।
শ্যামাম্বষ্ঠাবিড়ঙ্গানি তথাম্রাশ্মন্তকানি চ ॥
ভূমী কুরবকশ্চৈব গণ একসরঃ স্মৃতঃ।
একশো দ্বিস্ত্রিশো বাপি প্রযোক্তব্যো বিষাপহঃ ॥ ৩০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং কল্পস্থানে সর্পদষ্টকল্পচিকিৎ-
সিতং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

(এলাচ) ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য মধু ও ঘৃতের সহিত গোশৃঙ্গে পূর্ব্ববৎ আচ্ছাদিত রাখিবে এবং অঞ্জন, নস্য ও পানে প্রয়োগ করিবে। ২৪। এই সঞ্জীবন নামক অগদ মৃতবৎ ব্যক্তিকেও জীবিত করে। চালিতা, কট্‌ফল (কায়ফল), মাতুলুঙ্গমূল, শ্বেতা গিরিহ্বা (শ্বেত অপরাজিতা), কিণিহী (নীল অপরাজিতা), সিতা (শর্করা) এবং তণ্ডুলীয় (নটে) এই সকলের চূর্ণ অগদ হইয়া থাকে। ইহা দর্ব্বীকর ও রাজিলদিগের বিষে প্রয়োগ করা যায়। ২৫। দ্রাক্ষা, সুগন্ধা (নাকুলী), নগবৃত্তিকা (শল্লকী) ও সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা) সমভাগে সংযুক্ত করিয়া পেষণ করিবে, তাহাতে তুলসীর পাতা দুইভাগ, কপিত্থ দুইভাগ, বিল্ব দুইভাগ, দাড়িম দুইভাগ, সিতা (চিনি) অর্দ্ধভাগ, সিন্ধুবার (নিসিন্দা) অর্দ্ধভাগ, অঙ্কোঠমূল অর্দ্ধভাগ ও গৈরিক অর্দ্ধভাগ সংযুক্ত করিবে। এই অগদ মধুযোগে প্রয়োগ করিলে মণ্ডলী সর্পের বিষ বিশেষরূপে হরণ করে। ২৬। কাঁচা বাঁশের ছাল, আমলক, কপিত্থ, ত্রিকটু, হৈমবতী, কুড়, করঞ্জবীজ, তগর, শিরীষপুষ্প ও গোপিত্ত মিশ্রিত করিলে যে অগদ প্রস্তুত হয়, তাহাতে লূতা, উন্দুরু, সর্প ও কীটের বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা লেপ, অঞ্জন ও নস্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আর বর্ত্তি অঞ্জন ও নাভিতে লেপন করিলে পুরীষ, মূত্র, বায়ু ও মূঢ়গর্ভ নষ্ট হয়। আর ইহার অঞ্জন ও নস্যে কাচ, অর্ম্ম, চক্ষুর কোথ, ঘোরতর পটল ও পুষ্প নষ্ট হয়। ২৭। শিরীষের মূল, পুষ্প অঙ্কুর, বল্কল ও বীজের ক্বাথ ত্রিকটুচূর্ণযোগে অতিশয় গাঢ় করিতে হয়, পরে লবণযুক্ত ও মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে বিশেষরূপে কীটবিষ নষ্ট করে। ২৮। কুড়, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চল, জাতী, নাগকেশর ও মধুরগণ কপিত্থরসে পিষ্ট এবং শর্করা ও মধুযুক্ত করিয়া অগদ প্রস্তুত করিলে তাহাতে সর্ব্ববিষ বিশেষতঃ মূষিকবিষ নষ্ট হয়। ২৯। সোমরাজীর ফল ও পুষ্প, কটভী (অপরাজিতা), নিসিন্দা, চোরক (গেঁঠেলা ভেদ), বরুণ, কুড়, নাকুলী, সপ্তলা, পুনর্নবা, শিরীষের পুষ্প, আরগ্বধ, অর্কজক-তুলসী, শ্যামালতা, অম্বষ্ঠা (আকনাদি), বিড়ঙ্গ, আম্র ও অশ্মন্তক (টীকাকার-মতে "অম্লোটকের ন্যায় বৃক্ষ—আউতেতি লোকে"), কৃষ্ণমৃত্তিকা ও কুরবক এই গণকে একসর কহে। ইহা এক, দুই বা তিন বার প্রয়োগ করা উচিত। ইহা বিষনাশক। ৩০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূষিককল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

পূর্ব্বমুক্তাঃ শুক্রবিষা মূষিকা যে সমাসতঃ।
নামলক্ষণভৈষজ্যৈরষ্টাদশ নিবোধ তান্॥
লালনঃ পুত্রকঃ কৃষ্ণো হংসিরশ্চিক্কিরস্তথা।
ছুছুন্দরোঽলসশ্চৈব কষায়দশনোঽপি চ॥
কুলিঙ্গশ্চাজিতশ্চৈব চপলঃ কপিলস্তথা।
কোকিলোঽরুণসংজ্ঞশ্চ মহাকৃষ্ণস্তথোন্দুরঃ॥
শ্বেতেন মহতা সার্দ্ধং কপিলেনাখুনা তথা।
মূষিকশ্চ কপোতাভস্তথৈবাষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥
শুক্রং পততি যত্রৈষাং শুক্রদৃষ্টৈঃ স্পৃশন্তি বা।
নখদন্তাদিভিস্তস্মিন্ গাত্রে রক্তং প্রদুষ্যতি॥
জায়ন্তে গ্রন্থয়ঃ শোফাঃ কর্ণিকা মণ্ডলানি চ।
পিড়কোপচয়শ্চোগ্রা বিসর্পাঃ কিটিভানি চ॥
পর্ব্বভেদো রুজস্তীব্রা জরো মূর্চ্ছা চ দারুণা।
দৌর্ব্বল্যমরুচিঃ শ্বাসো বেপথুর্লোমহর্ষণম্॥ ২
দষ্টরূপং সমাসোক্তমেতচ্চ ব্যাসতঃ শৃণু।
লালাস্রাবো লালনেন হিক্কা চ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে।
তণ্ডুলীয়ককল্কন্তু লিহ্যাৎ তত্র সমাক্ষিকম্॥
পুত্রকেণাঙ্গসাদশ্চ পাণ্ডুবর্ণশ্চ জায়তে।
চীয়তে গ্রন্থিভিশ্চাঙ্গমাখুশাবকসন্নিভৈঃ।
শিরীষেঙ্গুদকল্কন্তু লিহ্যাৎ তত্র সমাক্ষিকম্॥
কৃষ্ণেনাসৃক্ ছর্দ্দয়তি দুর্দ্দিনেষু বিশেষতঃ।
শিরীষফলকুষ্ঠঞ্চ পিবেৎ কিংশুকভস্মনা॥
হংসিরেণান্নবিদ্বেষো জৃম্ভা লোমাঞ্চহর্ষণম্।
পিবেদারগ্বধাদিন্তু সুবান্তস্তত্র মানবঃ॥
চিক্কিরেণ শিরোদুঃখং শোফো হিক্কা বমী তথা।
জালিনীমদনাঙ্কোট-কষায়ৈর্বাময়েত্তু তম্॥
ছুছুন্দরেণ বিড়ভঙ্গো গ্রীবাস্তম্ভো বিজৃম্ভণম্॥
যবনালর্ষভক্ষারং বৃহত্যাশ্চাত্র দাপয়েৎ॥
গ্রীবাস্তম্ভোঽলসেনোর্দ্ধবায়ুর্দংশে রুজা জরঃ।
মহাগদং সসর্পিষ্কং লিহ্যাৎ তত্র সমাক্ষিকম্॥
নিদ্রা কষায়দন্তেন হৃচ্ছোষঃ কার্শ্যমেব চ।
ক্ষৌদ্রোপেতাঃ শিরীষস্য লিহ্যাৎসারফলত্বচঃ॥
কুলিঙ্গেন রুজঃ শোফো রাজ্যশ্চ দংশমণ্ডলে।
সহে সসিন্ধুবারে চ লিহ্যাৎ তত্র সমাক্ষিকে॥
অজিতেন বমী মূর্চ্ছা হৃদ্‌গ্রহঃ কৃষ্ণনেত্রতা।
তত্র সুহীক্ষীরপিষ্টাং পালিন্দীং মধুনা লিহেৎ॥
চপলেন ভবেচ্ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা চ সহ তৃষ্ণয়া।
সভদ্রকাষ্ঠাং সজটাং ক্ষৌদ্রেণ ত্রিফলাং লিহেৎ
কপিলেন ব্রণে কোথো জরো গ্রন্থ্যুদ্গমস্তথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মূষিককল্প।

অনন্তর আমরা মূষিককল্প ব্যাখ্যা করিব। ১। পূর্ব্বে যে শুক্রবিষ মূষিকদিগের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, নাম, লক্ষণ ও ভৈষজ্যভেদে তাহারা অষ্টাদশ প্রকার। উহাদের নাম যথা ;—লালন, পুত্রক, কৃষ্ণ, হংসির, চিক্কির, ছুছুন্দর, অলস, কষায়দশন, কলিঙ্গ, অজিত, চপল, কপিল, কোকিল, অরুণসংজ্ঞ, মহাকৃষ্ণ, মহাশ্বেত, মহাকপিল এবং কপোতাভ মূষিক এই অষ্টাদশ প্রকার। যে অঙ্গে ইহাদের শুক্র পতিত হয় বা যে অঙ্গ শুক্র-দুষ্ট নখদন্তাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহাতে রক্ত দূষিত হইয়া থাকে এবং গ্রন্থি, শোথ, কর্ণিকা, মণ্ডলসমূহ, পিড়কাসমূহের উপচয়, বিসর্প, কিটিভ, পর্ব্বভেদ, তীব্র বেদনা, জর, দারুণ মূর্চ্ছা, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, শ্বাস, বেপথু ও লোমহর্ষণ হয়। ২। ঐ সকল মূষিক দংশন করিলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। লালনে দংশন করিলে লালাস্রাব, হিক্কা ও বমি হয়। এরূপ স্থলে তণ্ডুলীয়ককল্ক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। পুত্রকে দংশন করিলে অঙ্গের অবসাদ ও পাণ্ডুবর্ণ হয় ; আর ইন্দুরশাবকসদৃশ গ্রন্থি সকল উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে শিরীষ ও ইঙ্গুদীর কল্ক মধুর সহিত সেবন করিবে। কৃষ্ণ মূষিকে দংশন করিলে রক্তবমন হয়, বিশেষতঃ দুর্দ্দিনে ঐরূপ বমন অধিক হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শিরীষফল ও কুড়, কিংশুক-পুষ্পভস্ম-জলের সহিত পান করিবে। হংসিরে দংশন করিলে অন্নবিদ্বেষ, জৃম্ভা, লোমাঞ্চ ও হর্ষণ হয়। এরূপ স্থলে রোগী উত্তমরূপ বমন করিয়া আরগ্বধাদির ক্বাথ পান করিবে। চিক্কিরে দংশন করিলে শিরোদুঃখ, শোথ, হিক্কা ও বমি হয়। এরূপ রোগীকে জালিনী (কোশাতকী), মদনফল ও আঁকোড়ের কষায় পান করাইয়া বমন করাইবে। ছুছুন্দরে দংশন করিলে বিড়ভঙ্গ, গ্রীবাস্তম্ভ ও বিজৃম্ভণ হয়। এস্থলে যবনাল ও ঋষভের [কেহ বলেন, ঋষভীর অর্থাৎ আলকুশীর] ক্ষার ও বৃহতীর ক্ষার দিবে। অলসে দংশন করিলে গ্রীবাস্তম্ভ, ঊর্দ্ধবায়ু, দংশে বেদনা ও জর হয়। এরূপ স্থলে সর্পির সহিত মহাগদ মধুযোগে পান করিবে। কষায়দন্তে দংশন করিলে নিদ্রা, হৃদয়ের শোষ ও কৃশতা হয়। এরূপ স্থলে শিরীষের সার, ফল ও ত্বক্ মধুযোগে লেহন করিবে। কুলিঙ্গে দংশন করিলে বেদনা, শোথ এবং দংশমণ্ডলে রাজী সকল উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী ও নিসিন্দা মধুর সহিত লেহন করিবে। অজিতে দংশন করিলে বমি, মূর্চ্ছা, হৃদ্‌গ্রহ ও কৃষ্ণনেত্রতা হয়। এরূপ স্থলে সুহীক্ষীরপিষ্ট পালিন্দী (তেউড়ী) মধুর সহিত লেহন করিবে। চপলে দংশন করিলে বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা হয়। এরূপ স্থলে দেবদারু, জটামাংসী ও ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে কপিলে দংশন করিলে ব্রণে কোথ, জর ও গ্রন্থির উদ্গম

ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ ত্রিফলাং শ্বেতাঞ্চাপি পুনর্নবাম্।
গ্রন্থয়ঃ কোকিলেনোগ্রা জ্বরো দাহশ্চ দারুণঃ।
বর্ষাভূনীলিনীকাথসিদ্ধং তত্র ঘৃতং পিবেৎ॥
অরুণেনানিলঃ ক্রুদ্ধো বাতজান্ কুরুতে গদান্।
মহাকৃষ্ণেন পিত্তঞ্চ শ্বেতেন কফ এব চ॥
মহতা কপিলেনাসৃক্ কপোতেন চতুষ্টয়ম্।
ভবন্তি চৈষাং দংশেষু গ্রন্থিমণ্ডলকর্ণিকাঃ॥
পিড়কোপচয়াশ্চোগ্রাঃ শোফশ্চ ভৃশদারুণঃ।
দধিক্ষীরঘৃতপ্রস্থাস্ত্রয়ঃ প্রত্যেকশো মতাঃ॥
করঞ্জারগ্বধব্যোষ-বৃহত্যংশুমতীস্থিরাঃ।
নিঃকাথ্য চৈষাং কাথস্য চতুর্থাংশঃ পুনর্ভবেৎ॥
ত্রিবৃত্তিলামৃতাচক্র-সর্পগন্ধা সমঞ্জিকা।
কপিত্থদাড়িমত্বক্ চ সুপিষ্টানি তু দাপয়েৎ॥
তৎ সর্বমেকতঃ কৃত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পঞ্চানামরুণাদীনাং বিষমেতদ্ব্যপোহতি॥
কাকাদনীকাকমাচী-স্বরসেঽথবা কৃতম্।
শিরাশ্চ স্রাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সংশোধনানি চ॥
সর্বেষাঞ্চ বিধিঃ কার্য্যো মূষিকাণাং বিষেষয়ম্।
দগ্ধ্বা বিস্রাবয়েদ্দংশং প্রচ্ছিতঞ্চ প্রলেপয়েৎ॥
শিরীষরজনীকুষ্ঠ-কুঙ্কুমৈরমৃতাযুতৈঃ।
ছর্দনং জালিনীকাথৈঃ শুকাখ্যাঙ্কোঠয়োরপি॥
শুকাখ্যাকোষবত্যোশ্চ মূলং মদন এব চ।
দেবদালীফলঞ্চৈব দধ্না পীত্বা বিষং বমেৎ॥
ফলং বচা দেবদালী কুষ্ঠং গোমূত্রপেষিতম্।
পূর্ব্বকল্পেন যোজ্যাঃ স্যুঃ সর্বোন্দুরবিষচ্ছিদঃ॥
বিরেচনে ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলাকল্ক ইষ্যতে।
শিরোবিরেচনে সারঃ শিরীষফলমেব চ॥
কটুত্রিকাদ্যশ্চ হিতো গোময়স্বরসোঽঞ্জনে।
কপিত্থগোময়রসঃ সক্ষৌদ্রো লেহ ইষ্যতে॥
রসাঞ্জনহরিদ্রেন্দ্রযবকটুকীষু বা কৃতম্।
কল্কং সাতিবিষং প্রাতর্লিহ্যাচ্চ ক্ষৌদ্রসংযুতম্॥
তণ্ডুলীয়কমূলেষু সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেন্নরঃ।
আস্ফোতমূলসিদ্ধং বা পঞ্চকাপিত্থমেব বা॥ ৩
মূষিকাণাং বিষং প্রায়ঃ কুপ্যত্যভ্রেষু নির্হৃতম্।
তত্রাপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো যশ্চ দূষীবিষাপহঃ॥
স্থিরাণাং রুজতাং বাপি ব্রণানাং কর্ণিকা ভিষক্।
পাটয়িত্বা যথাদোষং ব্রণবচ্চাপি শোধয়েৎ॥ ৪
শৃগালশ্বতরক্ষৃক্ষ-ব্যাঘ্রাদীনাং যদানিলঃ।
শ্লেষ্মপ্রদুষ্টো মুষ্ণাতি সংজ্ঞাং সংজ্ঞাবহাশ্রিতঃ॥
তদা প্রস্রস্তলাঙ্গুল-হনুস্কন্ধোঽতিলালবান্।

হয়। এরূপ স্থলে মধুর সহিত ত্রিফলা, শ্বেতাপরাজিতা ও পুনর্নবা সেবন করিবে। কোকিল মূষিকে দংশন করিলে উগ্র গ্রন্থিসমূহ, জ্বর ও নিদারুণ দাহ হয়। এরূপ স্থলে পুনর্নবা ও নীলিনীর কাথে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। অরুণে দংশন করিলে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া বাতজ রোগ সকল উৎপন্ন করে। মহাকৃষ্ণে দংশন করিলে পিত্ত কুপিত হয় এবং শ্বেতে দংশন করিলে কফ কুপিত হইয়া থাকে। মহাকপিলে দংশন করিলে রক্ত কুপিত হয় এবং কপোতে দংশন করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত চারিটীই কুপিত হইয়া থাকে। আর ইহাদের দংশসমূহে গ্রন্থিমণ্ডল ও কর্ণিকা হইয়া থাকে। আর উগ্র পিড়কা ও ভৃশদারুণ শোথ উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে দধি ক্ষীর ও ঘৃত প্রত্যেকে এক প্রস্থ এবং করঞ্জ, আরগ্বধ, ত্রিকটু, বৃহতী, অংশুমতী (শালপাণী), স্থিরা (পৃশ্নিপর্ণী) ইহাদের চতুর্থাংশাবশিষ্ট কাথ আর ত্রিবৃৎ, তিল, অমৃতা (গোলঞ্চ), চক্র (তগর) সর্পগন্ধা, কৃষ্ণমৃত্তিকা, কপিত্থ ও দাড়িমের ত্বক্ ইহাদের কল্ক মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে অরুণাদি পঞ্চ-মূষিকের বিষ নষ্ট হয়। অথবা কাকাদনী ও কাকমাচীর স্বরসে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। আর শিরা সকল স্রাবিত করিবে। আর সংশোধনসমূহও প্রয়োগ করিবে। সকল প্রকার মূষিকবিষেই এই বিধি করিবে অর্থাৎ দংশকে দগ্ধ করিয়া স্রাবিত করিবে। আর প্রচ্ছিত করিয়া প্রলেপ দিবে। শিরীষছাল, হরিদ্রা, কুড়, কুঙ্কুম ও গোলঞ্চের কল্কের সহিত কোশাতকীর কাথ মিশ্রিত করিয়া বমন দিবে। অথবা শুকজিহ্বা ("শুয়াঠুটী ইতি ভাষা") ও আঁকোড়ের কাথ ঐরূপ করিয়া বমন দিবে। শুকজিহ্বা ও কোশবতীর মূল, মদনফল ও ঘোষাফল দধির সহিত পান করিলে বিষবমি হয়। মদনফল, বচ, ঘোষা ও কুড় পূর্ব্ববৎ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্দুরুবিষ নষ্ট হয়। ইন্দুরের বিষে বিরেচন দিতে হইলে তেউড়ী, দন্তী ও ত্রিফলার কল্ক ভাল। শিরোবিরেচনে শিরীষের সার ও ফল ভাল। অঞ্জনে ত্রিকটুকাদির সহিত ("টীকাকার-মতে ত্রিকটুকোৎকট") গোময়রস প্রয়োগ করিবে। আর কপিত্থ ও গোময়রস মধুযোগে লেহ করিবে। অথবা রসাঞ্জন, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব ও কটকার কল্ক আতইচূর্ণ ও মধুর সহিত প্রাতঃকালে লেহন করিবে। তণ্ডুলীয়কমূলের কাথ ও কল্কে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। আস্ফোতমূলের (হাপরমালীর) কাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া বা কপিত্থের ফল, মূল, পুষ্প, ত্বক্ ও পত্রের কল্ককষায়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। ৩। মূষিকদিগের বিষ নির্হৃত হইলেও মেঘোদয়ে কুপিত হইয়া থাকে। সেস্থলেও উক্ত বিধি আচরণীয়। আর দূষীবিষনাশক বিধিও আচরণীয়। দৃঢ় ও বেদনাযুক্ত ব্রণসমূহের কর্ণিকা সকল পাটন করিয়া ব্রণবৎ শোধন করিবে। ৪। শৃগাল, কুকুর, তরক্ষু, (নেকড়ে), ভল্লুক ও ব্যাঘ্রাদির বায়ু শ্লেষ্মদূষিত হইয়া যৎকালে সংজ্ঞাবহ ধমনীসমূহ অবলম্বনপূর্ব্বক সংজ্ঞা বিকৃত করে, তখন তাহাদের লাঙ্গুল, হনু ও স্কন্ধ, প্রস্রস্ত হয় এবং লালা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অত্যর্থবধিরোহন্ধশ্চ সোহন্যোন্যমভিধাবতি ॥
তেনোন্মত্তেন দষ্টস্য দংষ্ট্রিণা সবিষেণ তু।
সুপ্ততা জায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্চাতিস্রবত্যসৃক্।
দিগ্ধবিদ্ধস্য লিঙ্গেন প্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ ॥
যেন চাপি ভবেদ্দষ্টস্তস্য চেষ্টাং রুতং নরঃ।
বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণঃ ক্রিয়াহীনো বিনশ্যতি ॥
দংষ্ট্রিণা যেন দষ্টশ্চ তদ্রূপং যদি পশ্যতি ॥
অপ্সু বা যদিবাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ ॥
ত্রস্যত্যকস্মাদ্ যোহভীক্ষ্ণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাপি বা জলম্।
জলত্রাসন্তু বিদ্যাৎ তং রিষ্টং তমপি কীর্ত্তিতম্ ॥
অদষ্টো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি।
প্রসুপ্তোহথোত্থিতো বাপি স্বস্থস্ত্রস্তো ন সিধ্যতি ॥ ৫
বিস্রাব্য দংশং তৈর্দষ্টে সর্পিষা পরিদাহিতম্।
প্রদিহ্যাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েৎ ॥
অর্কক্ষীরযুতঞ্চাস্য দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম্।
শ্বেতাং পুনর্নবাঞ্চাস্য দদ্যাদ্ধুস্তূরকাযুতম্ ॥
পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়ো গুড়ঃ।
নিহন্তি বিষমালর্কং মেঘবৃন্দমিবানিলঃ ॥
মূলস্য শরপুঙ্খায়াঃ কর্ষং ধুস্তূরকার্ষিকম্।
তণ্ডুলোদকমাদায় পেষয়েৎ তণ্ডুলৈঃ সহ ॥
উন্মত্তকস্য পত্রৈস্তু সংবেষ্ট্যাপূপকং পচেৎ।
খাদেদৌষধকালে তদলর্কবিষদূষিতঃ ॥
করোত্যন্যান্ বিকারাংস্তু তস্মিন্ জীর্ণাতি চৌষধে।
বিকারাঃ শিশিরে যাপ্যা গৃহে বারিবিবর্জ্জিতে ॥
ততঃ শান্তবিকারস্তু স্নাত্বা চৈবাপরেহহনি।
শালিষষ্টিকয়োর্ভক্তং ক্ষীরেণোষ্ণেণ ভোজয়েৎ ॥
দিনত্রয়ে পঞ্চমে বা বিধিরেষোহর্দ্ধমাত্রয়া।
কর্ত্তব্যো ভিষজাবশ্যমলর্কবিষনাশনঃ ॥
কুপ্যেৎ স্বয়ং বিষং যস্য ন স জীবতি মানবঃ।
তস্মাৎ প্রকোপয়েদাশু স্বয়ং যাবন্ন কুপ্যতি ॥
বীজরত্নৌষধীগর্ভৈঃ কুম্ভৈঃ শীতাম্বুপূরিতৈঃ।
স্নাপয়েৎ তং নদীতীরে মন্ত্রৈর্বা চতুষ্পথে ॥
বলিং নিবেদ্য তত্রাপি পিণ্যাকপললং দধি।
মাল্যানি চ বিচিত্রাণি মাংসং পক্বামকং তথা ॥
অলকাধিপতে যক্ষ সারমেয়গণাধিপ।
অলর্কজুষ্টমেতন্মে নির্ব্বিষং কুরু মাচিরাৎ ॥
দদ্যাৎ সংশোধনং তীক্ষ্ণমেবং স্নাতস্য দেহিনঃ।
অশুদ্ধস্য সুরূঢ়েহপি ব্রণে কুপ্যতি তদ্বিষম্ ॥
শ্বাদয়োহভিহিতা ব্যালা বাতপিত্তপ্রকোপণাঃ।
অতঃ করোতি দষ্টস্ত তেষাং চেষ্টাং রুতং নরঃ ॥
বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণো ন চিরান্ম্রিয়তে চ সঃ ॥

তখন তাহারা অত্যন্ত বধির ও অন্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়। ঐ সকল দংষ্ট্রী জন্তু এইরূপে উন্মত্ত হইলে সবিষ হইয়া থাকে। তাহাতে দংশস্থানে সুপ্ততা হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ রক্ত অতিশয় স্রাবিত হইতে থাকে। সেই দংশের লক্ষণ সকল প্রায়ই দিগ্ধবিদ্ধের ন্যায় উপলক্ষিত হয়। আর যে জন্তুতে দংশন করে, রোগী তাহারই ন্যায় চেষ্টা ও শব্দ করিতে থাকে। পরে ক্রিয়াহীন ও বিনষ্ট হয়। আর যে দংষ্ট্রীকর্ত্তৃক দষ্ট হয়, যদি তাহার রূপ জলে বা দর্পণে দর্শন করে, তবে অরিষ্টলক্ষণ বলা যায়। আর যে দষ্ট ব্যক্তি জলের নাম শুনিলে বা জল দেখিলে অকস্মাৎ অতিশয় ভীত হইয়া থাকে, তাহার সেই জলত্রাসকে অরিষ্ট কহিয়া থাকে। আবার অদষ্ট ব্যক্তিও জলত্রাসী হইলে বাঁচে না। সুস্থ ব্যক্তি প্রসুপ্ত বা জাগ্রৎ অবস্থায় জলত্রস্ত হইলে বাঁচে না। [কফ কুপিত হইলে কখন কখন এইরূপ জলত্রাস হইয়া থাকে]। ৫। দংষ্ট্রীতে দংশন করিলে দংশ বিস্রাবিত করিয়া ঘৃতযোগে দগ্ধ করিবে। অনন্তর অগদসহকারে পুরাতন ঘৃত লেপন ও পান করাইবে। আর শিরোবিরেচন দ্রব্য আকন্দের ক্ষীরের সহিত যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। আর শ্বেতপুনর্নবা ধুস্তূরবীজের বা ধুস্তূরমূলের সহিত পান করাইবে। অনিল যেমন মেঘবৃন্দকে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ পলল ('খইল'), তিলতৈল, আকন্দের ক্ষীর ও গুড় অলর্কের (পাগলা কুকুরের) বিষ নষ্ট করে। শরপুঙ্খার মূল দুই তোলা এবং ধুস্তূরমূল এক তোলা তণ্ডুলজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তণ্ডুলের সহিত পেষণ করিবে। ঐ পিষ্টক ধুস্তূরের পত্রে সংবেষ্টন করিয়া পাক করিবে। ইহা ঔষধরূপে পান করিলে অলর্ক-বিষ নষ্ট হয়। আবার 'ঐ ঔষধ জীর্ণ হইলে সেই বিষ অন্য প্রকার বিকার উৎপাদন করে'। শীতকালে উক্ত বিষকৃত বিকার সকল বারিবিবর্জ্জিত গৃহে থাকিয়া শান্ত করিবে। অনন্তর রোগী শান্তবিকার হইলে পরদিন স্নান করিয়া শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের ভাত উষ্ণ দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবে। তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে উক্ত পুনর্নবাদি ঔষধ অর্দ্ধ মাত্রায় অবশ্য সেবন করিবে। যাহার বিষ অন্তস্থ থাকিয়া স্বয়ং কুপিত হয়, সে আর বাঁচে না। এইজন্য বিষ স্বয়ং কুপিত না হইতে হইতে উহাকে আশু কুপিত করিতে হয়। কুম্ভ সকল বীজরত্ন, ওষধি ও শীতল জলে পূর্ণ করিয়া উহাকে নদীতীরে বা চতুষ্পথে মন্ত্রের সহিত স্নান করাইবে। এস্থলেও পিণ্যাক, পলল (তৈল-মিশ্রিত খইল) ও দধি, বিচিত্র মাল্যসমূহ এবং পক্ক ও আম মাংস বলি দিতে হয়। মন্ত্র যথা;—অলকাধিপতে ইত্যাদি। এইরূপে স্নান করা হইলে তীক্ষ্ণ সংশোধন দিবে। কেননা অশুদ্ধ ব্যক্তির ব্রণ সুরূঢ় হইলেও পুনর্ব্বার বিষ কুপিত হয়। কুকুর প্রভৃতি দংষ্ট্রীগণ বাতপিত্তপ্রকোপক বলিয়া দষ্ট ব্যক্তি উহাদের অনুরূপ চেষ্টা ও শব্দ করিয়া থাকে। বহুরূপে প্রতিকার করিলে সে আর শীঘ্র মরে না। ঐ

নখদন্তক্ষতং ব্যালৈর্যৎ কৃতং তদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
সিঞ্চেৎ তৈলেন কোষ্ণেন তে হি বাতপ্রকোপজাঃ॥
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং কল্পস্থানে মূষিককল্পো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দুন্দুভিস্বনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

ধবাশ্বকর্ণতিনিশপলাশপিচুমর্দ্দপাটলিপারিভদ্রকাম্রোড়ুম্বরকরহাটকার্জ্জুন-ককুভসর্জ্জকপীতনশ্লেষ্মাতকাঙ্কোঠামলকপ্রগ্রহকুটজশমীকপিত্থাশ্মন্তকার্কচিরবিল্ব-মহাবৃক্ষারুষ্করারলুমধুক-মধুশিগ্রু-শাক-গোজীমূর্ব্বা-তিল্বকেক্ষুরক-গোপঘণ্টারিমেদানাং ভস্মান্যাহৃত্য গবাং মূত্রেণ ক্ষারকল্পেন পরিস্রাব্য বিপচেৎ; দদ্যাচ্চাত্র পিপ্পলীমূল-তণ্ডুলীয়ক-বরাঙ্গচোচক-মঞ্জিষ্ঠাকরঞ্জিকাহস্তিপিপ্পলী-মরীচোৎপলসারিবা-বিড়ঙ্গ-গৃহধূমানন্তাসোমসরলাবাহ্লীকগুহাকোশাম্রশ্বেতসর্ষপবরুণলবণ-প্লক্ষনিচুলকবর্দ্ধমানবঞ্জুলপুত্রশ্রেণীসপ্তপর্ণদণ্ডকৈলবালুকনাগদন্ত্যতিবিষাভয়াভদ্রদারুকুষ্ঠহরিদ্রাবচাচূর্ণানি লোহানাঞ্চ সমভাগানি। ততঃ ক্ষারবদাগতপাকমবতার্য্য লোহকুম্ভে নিদধ্যাৎ॥ ২

অনেন দুন্দুভিং লিম্পেৎ পতাকাতোরণানি চ।
শ্রবণাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ বিষাৎ সম্প্রতিমুচ্যতে॥
এষ ক্ষারাগদো নাম শর্করাস্বশ্মরীষু চ।
অর্শঃসু বাতগুল্মেষু কাসশূলোদরেষু চ॥
অজীর্ণে গ্রহণীদোষে ভক্তদ্বেষে চ দারুণে।
শোফে সর্ব্বসরে চাপি দেয়ঃ শ্বাসে চ দারুণে॥
এষ সর্ব্ববিষার্ত্তানাং সর্ব্বথৈবোপযুজ্যতে।
তথা তক্ষকমুখ্যানাময়ং দর্পাঙ্কুশোঽগদঃ॥ ৩
বিড়ঙ্গত্রিফলাদন্তী-ভদ্রদারুহরেণবঃ।
তালীশপত্রমঞ্জিষ্ঠা-কেশরোৎপলপদ্মকম্॥
দাড়িমং মালতীপুষ্পং রজন্যৌ সারিবে স্থিরে।
প্রিয়ঙ্গুস্তগরং কুষ্ঠং বৃহত্যৌ চৈলবালুকম্।
সচন্দনগবাক্ষীভিরেতৈঃ সিদ্ধং বিষাপহম্॥
সর্পিঃ কল্যাণকং হ্যেতদ্‌গ্রহাপস্মারনাশনম্
পাণ্ড্বাময়গরশ্বাস-মন্দাগ্নিজ্বরকাসনুৎ।
শোষিণাং স্বল্পশুক্রাণাং বন্ধ্যানাঞ্চ প্রশস্যতে॥ ৪
অপামার্গস্য বীজানি শিরীষস্য তথৈব চ।
শ্বেতে দ্বে কাকমাচীঞ্চ গবাং মূত্রেণ পেষয়েৎ।

সকল হিংস্র জন্তুর নখ ও দন্তের ক্ষত বিমর্দ্দন করিয়া তাহাতে কোষ্ণতৈল সেচন করিবে। কারণ উহারা বাতপ্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। ৬।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

দুন্দুভিস্বনীয়।

অনন্তর আমরা দুন্দুভিস্বনীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।১। ধব, অশ্বকর্ণ, পলাশ, পিচুমর্দ্দ (নিম্ব), পাটলি (পারুল), পারিভদ্রক (পালিদামাদার), আম্র, উডুম্বর, করহাটক (মদন বৃক্ষ), অর্জ্জুন, বরুণ, সর্জ্জ, কপীতন, শ্লেষ্মাতক, অঙ্কোট, আমলক, প্রগ্রহ (সোঁদাল), কুটজ, শমী, কপিত্থ, অশ্মন্তক, অর্ক, চিরবিল্ব, মহাবৃক্ষ (মনসা), অরুষ্কর (ভেলা), অরলু (শ্যোণাক), যষ্টিমধু, মধুশিগ্রু, শাক (শেগুন), গোজী, মূর্ব্বা, তিল্বক, ইক্ষুরক, গোপঘণ্টা ও অরিমেদ ইহাদের ভস্মসমূহ আহরণ করিয়া গোমূত্র দ্বারা ক্ষারবিধানে পরিস্রাবিত করিয়া পাক করিবে। পরে উহাতে পিপুলমূল, তণ্ডুলীয়ক, বরাঙ্গ (গুড়ত্বক্), চোচক (তেজপাতা), মঞ্জিষ্ঠা, করঞ্জিকা (করঞ্জ), গজপিপুল, মরিচ, উৎপলসারিবা (শ্যামালতা), বিড়ঙ্গ, গৃহধূম (ঝুল), অনন্তমূল, সোম (খদির), সরলা, বাহ্লীক (কুঙ্কুম), গুহা (শালপাণী বা চাকুলে), কোশাম্র, শ্বেতসর্ষপ, বরুণ, সৈন্ধব, প্লক্ষ (পর্কটী), নিচুল (জলবেতস), বর্দ্ধমান (এরণ্ড), বঞ্জুল (বেতস), পুত্রশ্রেণী (দ্রবন্তী), সপ্তপর্ণ (ছাতিম), দণ্ডক (শ্যোণাক), এলবালুক, নাগদন্তী (বৃহদ্দন্তী। টীকাকার-মতে ইন্দ্রবারুণী), আতইচ, হরীতকী, ভদ্রদারু (দেবদারু), কুড়, হরিদ্রা ও বচ এই সকলের চূর্ণ ও সমভাগ লৌহচূর্ণ সর্ব্বসমেত ক্ষারজলের ত্রিংশত্তম-ভাগ-ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ক্ষারবিধি ক্রমে পাক করিয়া লৌহকুম্ভে স্থাপন করিবে।২। এই ঔষধে দুন্দুভি এবং পতাকা ও তোরণ সকল লিপ্ত করিবে। ঐ সকল দুন্দুভি প্রভৃতি শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শন করিলে বিষ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষারাগদ নামক ঔষধ শর্করা, অশ্মরী, অর্শঃ, বাতগুল্ম, কাস, শূল, উদর, অজীর্ণ, গ্রহণীদোষ, দারুণ অন্নদ্বেষ, সর্ব্বসর শোথ এবং দারুণ শ্বাসে দিবে। এই ঔষধ সর্ব্ববিষার্ত্তরোগীর সর্ব্বথা উপযোগী। আর এই অগদ তক্ষকপ্রমুখ সর্পদিগের দর্পাঙ্কুশ।৩। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দন্তী, দেবদারু, হরেণু, তালীশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, নাগকেশর, উৎপল, পদ্ম, দাড়িম, জাতীপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শালপাণী, চাকুলে, প্রিয়ঙ্গু, তগর, কুড়, বৃহতী, কণ্টিকারী, এলবালুক, রক্তচন্দন, রাখালশসা এই সকলের ক্বাথ ও কল্কে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে বিষ নষ্ট হয়। আর এই কল্যাণক নামক ঘৃত গ্রহ, অপস্মার, পাণ্ডুরোগ, গর, শ্বাস, মন্দাগ্নি, জ্বর, কাস, শোষ, ক্ষীণশুক্রতা ও বন্ধ্যাদোষ নাশ করে।৪। অপামার্গবীজ, শিরীষবীজ, দুই প্রকার শ্বেতা ("শ্বেত অপরাজিতা ও শ্বেতবচ"। টীকাকার-মতে কটভীদ্বয় অর্থাৎ শ্বেতাপরাজিতা ও জ্যোতিষ্মতী) ও কাকমাচী

সর্পিরেতৈস্তু সংসিদ্ধং বিষসংশমনং পরম্।
অমৃতং নাম বিখ্যাতমপি সঞ্জীবয়েন্মৃতম্॥ ৫
চন্দনাগুরুণী কুষ্ঠং তগরং তিলপর্ণিকম্।
প্রপৌণ্ডরীকং নলদং সরলং দেবদারু চ।
ভদ্রশ্রিয়ং যবফলাং ভার্গীং নীলীং সুগন্ধিকাম্॥
কালেয়কং পদ্মকঞ্চ মধুকং নাগরং জটাম্।
পুন্নাগৈলৈলবালূনি গৈরিকং ধ্যামকং বলাম্॥
তোয়ং সর্জ্জরসং মাংসীং সিতপুষ্পাং হরেণুকাম্।
তালীশপত্রং ক্ষুদ্রৈলাং প্রিয়ঙ্গুং সকুটন্নটাম্॥
শৈলপুষ্পং সশৈলেয়ং পত্রং কালানুসারিবাম্।
কটুত্রিকং শীতশিবং কাশ্মর্য্যং কটুরোহিণীম্॥
সোমরাজিমতিবিষাং পৃথ্বিকামিন্দ্রবারুণীম্।
উশীরং বরুণং মুস্তং নখং কুস্তুম্বুরুং তথা॥
শ্বেতে হরিদ্রে স্থৌণেয়ং লাক্ষাঞ্চ লবণানি চ।
কুমুদোৎপলপদ্মানি পুষ্পঞ্চাপি তথার্কজম্॥
চম্পকাশোকসুমনস্তিলকপ্রসবানি চ।
পাটলীশাল্মলীশেলু-শিরীষাণাং তথৈব চ॥
সুরসাস্তৃণশূল্যাশ্চ সিন্ধুবারস্য যানি চ।
ধবাশ্বকর্ণয়োশ্চাপি পুষ্পাণি তিনিশস্য চ॥
গুগ্‌গুলং কুঙ্কুমং বিম্বী সর্পাক্ষীং গন্ধনাকুলীম্।
এতৎ সস্কৃত্য সম্ভারং সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥
গোপিত্তমধুসর্পির্ভির্যুক্তং শৃঙ্গে নিধাপয়েৎ॥

গোমূত্রে পেষণ করিবে। এই কল্কের সহিত সর্পিঃ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে উৎকৃষ্ট বিষনাশন হয়। ইহার নাম অমৃত। ইহা মৃতকেও জীবন দান করে। ৫। রক্তচন্দন, অগুরু, কুড়, তগর, তিলপর্ণিক ("কোবরক-হলুদগণ" ইতি লোকে), প্রপৌণ্ডরীক, বেণা, সরল, দেবদারু, ভদ্রশ্রী (শ্বেতচন্দন), যবফলা (তুম্বিকা), বামনহাটী, নীলী, সুগন্ধিকা (সর্পগন্ধা), কালেয়ক (পীতচন্দন) পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, শুঁঠ, জটামাংসী, পুন্নাগ, এলবালুকা, গৈরিক, রোহিষ, বেড়েলা, বালা, সর্জ্জরস জটামাংসী, সিতপুষ্প (তগরমূল), হরেণু, তালীশপত্র, ছোট এলাচ, প্রিয়ঙ্গু, শোণাক, শৈলপুষ্প (পুষ্পকাসীস), শৈলেয়, তেজপাতা, তগরপাদুকা, ত্রিকটু, শীতশিব (শমী), গাম্ভারী-ফল, কটকী, সোমরাজী, আতইচ, পৃথ্বিকা (শ্যামবর্ণ স্থূলজীরক), ইন্দ্রবারুণী, বেণা, বরুণ, মুস্ত, নখী, কুস্তুম্বুরু, শ্বেতাদ্বয় (অপরাজিতা ও শ্বেতবচ), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গেঁঠেলা, লাক্ষা, পঞ্চলবণ, কুমুদ, উৎপল, পদ্ম, আকন্দের পুষ্প, চম্পক, অশোকপুষ্প, তিলপুষ্প, পারুল, শিমুল, শেলু (চালিদা), শিরীষ, সুরসীপুষ্প ('তুলসীপুষ্প'), তৃণশূলী (কেতকীপুষ্প), নিসিন্দাপুষ্প, ধব, অশ্বকর্ণ ও তিনিশের (আবলুসের) ফুল, গুগ্‌গুল, কুঙ্কুম, বিম্বী, (তেলাকুচো), সর্পাক্ষী ("রক্তপুষ্পা পূর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধা"). গন্ধনাকুলী (সুগন্ধিমূলা রাস্না) এই সকল সূক্ষ্মচূর্ণ

ভগ্নস্কন্ধং বিবৃত্তাক্ষং মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতম্।
অনেনাগদমুখ্যেন মনুষ্যং পুনরাহরেৎ॥
এষোঽগ্নিকল্পং দুর্ব্বারং ক্রুদ্ধস্যামিততেজসঃ।
বিষং নাগপতের্হন্যাৎ প্রসভং বাসুকেরপি॥
মহাসুগন্ধিনামায়ং পঞ্চাশীত্যঙ্গযোজিতঃ।
রাজ্ঞঽগদানাং সর্ব্বেষাং রাজ্ঞো হস্তে ভবেৎ সদা॥
তেনানুলিপ্তস্য নৃপো ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
ভ্রাজিষ্ণুতাঞ্চ লভতে শত্রুমধ্যগতোঽপি সন্॥ ৬
উষ্ণবর্জ্জো বিধিঃ কার্য্যো বিষার্ত্তানাং বিজানতা।
মুক্ত্বা কীটবিষং তদ্ধি শীতেনাভিপ্রবর্দ্ধতে॥ ৭
অন্নপানবিধাবুক্তমুপধার্য্য শুভাশুভম্।
শুভং দেয়ং বিষার্ত্তেভ্যো বিরুদ্ধেভ্যশ্চ বারয়েৎ॥
ফাণিতং শিগ্রু সৌবীরমজীর্ণাধ্যশনং তথা।
বর্জ্জয়েচ্চ সমাসেন নবধান্যাদিকং গণম্॥
দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং ক্রোধমাতপম্।
সুরাতিলকুলত্থাংশ্চ বর্জ্জয়েদ্ধি বিষাতুরঃ॥ ৮
প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থধাতুমন্নাভিকাঙ্ক্ষং সমমূত্রজিহ্বম্।
প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়চিত্তচেষ্টং বৈদ্যোঽবগচ্ছেদবিষং মনুষ্যম্॥ ৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং কল্পস্থানে দুন্দুভিস্বনীয়ো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

করিবে। আর গোপিত্ত মধু ও ঘৃত যোগে শৃঙ্গের মধ্যে স্থাপন করিবে সর্পদষ্ট ব্যক্তি ভগ্নস্কন্ধ, বিবৃত্তাক্ষ ও মৃত্যুর দংষ্ট্রান্তরে গত হইলেও এই অগদে পুনর্জীবিত হয়। এই অগদ ক্রুদ্ধ অমিততেজা নাগপতি বাসুকিরও অগ্নি-কল্প দুর্ব্বার বিষ তৎক্ষণাৎ হরণ করে। ইহার নাম মহা-সুগন্ধি অগদ। ইহা পঞ্চাশীতি দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। ইহা সমস্ত অগদের রাজা। ইহা সর্ব্বদা রাজাদিগের নিকটে থাকা উচিত। রাজা ইহাতে অনুলেপন করিলে সর্ব্ব-জনপ্রিয় হইয়া থাকেন এবং শত্রুদিগের মধ্যগত হইলেও ভ্রাজিষ্ণুতা দীপ্তি) লাভ করেন। ৬। বিষার্ত্ত-দিগকে উষ্ণবর্জ্জ্য চিকিৎসা করিবে। কেবল কীটবিষে উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। কীটবিষ শীতল ক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায়। ৭। অন্নপান অধ্যায়ে হিতাহিত দ্রব্য সকল বিবৃত হই-য়াছে। সে সকল আলোচনা করিয়া বিষার্ত্ত ব্যক্তিকে হিত দ্রব্যই প্রদান করিবে এবং বিরুদ্ধ দ্রব্য হইতে বারণ করিবে। ফাণিত, শিগ্রু (সজিনা), সৌবীর, অজীর্ণ, অধ্যশন এবং সমাসতঃ নবধান্যাদি গণ বর্জ্জন করিবে। দিবাস্বপ্ন, ব্যবায়, ব্যায়াম, ক্রোধ, আতপ সুরা, তিল ও কুলত্থ বর্জ্জন করিবে। ৮। দষ্ট ব্যক্তি প্রসন্নদোষ, প্রকৃতিস্থ-ধাতু, অন্নাভিকাঙ্ক্ষী, সমমূত্র (প্রকৃতিস্থমূত্র), সমজিহ্ব (যাহার জিহ্বায় রসজ্ঞান হইয়াছে), প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত ও প্রসন্নচেষ্টা হইলে তাহাকে নির্ব্বিষ বলিয়া বুঝিবে। ৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কীটকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

সর্পাণাং শুক্রবিণ্মূত্র-শবপূত্যণ্ডসম্ভবাঃ।
বায়্বগ্ন্যম্বুপ্রকৃতয়ঃ কীটাস্তু বিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
সর্ব্বদোষপ্রকৃতিভির্যুক্তাস্তে পরিণামতঃ।
কীটত্বেঽপি সুঘোরাস্তে সর্ব্ব এব চতুর্ব্বিধাঃ॥ ২
কুম্ভীনসস্তুণ্ডিকেরী শৃঙ্গী শতকুলীরকঃ।
উচ্চিটিঙ্গোঽগ্নিনামা চ চিচ্চিটিঙ্গো ময়ূরিকা॥
আবর্ত্তকস্তথোরভ্রঃ সারিকামুখবৈদলৌ।
শরাবকুর্দ্দোঽভীরাজী পরুষশ্চিত্রশীর্ষকঃ॥
শতবাহুশ্চ যশ্চাপি রক্তরাজিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অষ্টাদশেতি বায়ব্যাঃ কীটাঃ পবনকোপনাঃ।
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগা বাতনিমিত্তজাঃ॥ ৩
কৌণ্ডিল্যকঃ কণভকো বরটী পত্রবৃশ্চিকঃ।
বিনাসিকা ব্রহ্মণিকা বিন্দুলো ভ্রমরস্তথা॥
বাহ্যকী পিচ্চিটঃ কুম্ভী বর্চ্চঃকীটোঽরিমেদকঃ।
পদ্মকীটো দুন্দুভিকো মকরঃ শতপাদকঃ।
পঞ্চালকঃ পাকমৎস্যঃ কৃষ্ণতুণ্ডোঽথ গর্দ্দভী।
ক্লীতঃ কৃমিসরারী চ যশ্চাপ্যুৎক্লেশকঃ স্মৃতঃ॥
এতে হ্যগ্নিপ্রকৃতয়শ্চতুর্ব্বিংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগাঃ পিত্তনিমিত্তজাঃ॥ ৪
বিশ্বম্ভরঃ পঞ্চশুক্লঃ পঞ্চকৃষ্ণোঽথ কোকিলঃ।
সৈরেয়কঃ প্রচলকো বলভঃ কিটিমস্তথা॥
সূচীমুখা কৃষ্ণগোধা যশ্চ কাষায়বাসিকঃ।
কীটগর্দ্দভকশ্চৈব তথা ত্রোটক এব চ॥
ত্রয়োদশৈতে সৌম্যাঃ স্যুঃ কীটাঃ শ্লেষ্মপ্রকোপণাঃ।
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগাঃ কফনিমিত্তজাঃ॥ ৫
তুঙ্গীনাসো বিচিলকস্তালকো বাহকস্তথা।
কোষ্ঠাগারী ক্রিমিকরো যশ্চ মণ্ডলপুচ্ছকঃ॥
তুঙ্গনাভঃ সর্ষপিকোঽবল্গুলী-শম্বুকস্তথা।
অগ্নিকীটাশ্চ ঘোরাঃ স্যুর্দ্বাদশ প্রাণনাশনাঃ॥
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং বেগজ্ঞানানি সর্পবৎ।
তাস্তাশ্চ বেদনাস্তীব্রা রোগা বৈ সান্নিপাতিকাঃ॥
ক্ষারাগ্নিদগ্ধবদ্দংশো রক্তপীতসিতারুণঃ।
জ্বরাঙ্গমর্দ্দরোমাঞ্চবেদনাভিঃ সমন্বিতঃ॥
ছর্দ্দ্যতীসারতৃষ্ণাশ্চ দাহো মোহবিজৃম্ভিকা।
বেপথুশ্বাসহিক্কাশ্চ দাহঃ শীতঞ্চ দারুণম্॥
পিড়কোপচয়ঃ শোফো গ্রন্থয়ো মণ্ডলানি চ।
দদ্রবঃ কর্ণিকাশ্চৈব বিসর্পাঃ কিটিভানি চ।
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং যথাস্বঞ্চাপ্যুপদ্রবাঃ॥ ৬
যেঽন্যে তেষাং বিশেষাস্তু তূর্ণং তেষাং সমাদিশেৎ।

অষ্টম অধ্যায়

কীটকল্প

অনন্তর আমরা কীটকল্প ব্যাখ্যা করিব। ১। সর্পদিগের শুক্র, বিষ্ঠা, মূত্র, শব পূতি ও অণ্ড হইতে বিবিধ কীট জন্মিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি ও জল উহাদের প্রকৃতি (অর্থাৎ উহারা বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকোপ করে)। আর উহাদের বিষ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বদোষই প্রকোপ করিয়া থাকে। সেই চতুর্ব্বিধ [বায়ুপ্রকৃতি, অগ্নিপ্রকৃতি, জলপ্রকৃতি এবং বায়ুগ্নি-জলপ্রকৃতি] জীব কীট হইলেও সুঘোর হইয়া থাকে। ২। কুম্ভীনস, তুণ্ডিকেরী, শৃঙ্গী, শতকুলীরক, (বা শবকুলীরক), উচ্চিটিঙ্গ, অগ্নিনামা, চিচ্চিটিঙ্গ, ময়ূরিকা, আবর্ত্তক, উরভ্র, সারিকামুখ, বৈদল, শরাবকুর্দ্দ, অভীরাজী, পরুষ, চিত্রশীর্ষক, শতবাহু এবং রক্তরাজি এই অষ্টাদশ কীট বায়ব্য। ইহারা বায়ুপ্রকোপণ। ইহাদের দংশনে বাতজ রোগ সকল হয়। [কুম্ভীনসাদির মধ্যে শৃঙ্গী, চিচ্চিটিঙ্গ, শরাবকুর্দ্দ ও চিত্রশীর্ষক ভিন্ন শেষ চতুর্দ্দশটী মুখ সন্দংশ বিষ]। ৩। কৌণ্ডিল্যক, কণভক, বরটী (বোলতা), পত্রবৃশ্চিক, বিনাসিকা, ব্রহ্মণিকা, বিন্দুল, (কোন কোন মতে বিন্দুল), ভ্রমর, বাহ্যকী, পিচ্চিট, কুম্ভী, বর্চ্চঃকীট, অরিমেদক, পদ্মকীট, দুন্দুভিক, মকর, শতপাদক, পঞ্চালক, পাকমৎস্য, কৃষ্ণতুণ্ড, গর্দ্দভী, ক্লীত, কৃমিসরার এবং উৎক্লেশক এই চতুর্ব্বিংশতি কীট অগ্নিপ্রকৃতিক। ইহারা দংশন করিলে পিত্তজ রোগ সকল হয়। [কৌণ্ডিল্যক, বরটী, ভ্রমর, পিচ্চিট, বর্চ্চঃকীট, মকর, শতপদ, পঞ্চালক, পাকমৎস্য ও কৃষ্ণতুণ্ড ভিন্ন শেষ চতুর্দ্দশটী মুখ-সন্দংশবিষ]। ৪। বিশ্বম্ভর, পঞ্চশুক্ল, পঞ্চকৃষ্ণ, কোকিল, সৈরেয়ক, প্রচলক, বলভ, কিটিম, সূচীমুখা, কৃষ্ণগোধা, কাষায়বাসিক, কীটগর্দ্দভক, ত্রোটক এই ত্রয়োদশ কীট সৌম্যপ্রকৃতিক। ইহারা শ্লেষ্মপ্রকোপক। ইহারা দংশন করিলে কফজ রোগ সকল হয়। [বিশ্বম্ভর, প্রচলক, কৃষ্ণগোধা ও কাষায়বাসিক এই চারিটী ভিন্ন অবশিষ্ট নয়টী মুখ-দংশ-বিষ]। ৫। তুঙ্গীনাস, বিচেলক, তালক, বাহক, কোষ্ঠাগারী, ক্রিমিকর, মণ্ডলপুচ্ছক, তুঙ্গনাভ, সর্ষপিক, অবল্গুলী, শম্বুক ও অগ্নিকীট এই দ্বাদশ কীট প্রাণনাশন। ইহারা দংশন করিলে সর্পদংশনবৎ বেগ সকল হইয়া থাকে এবং সান্নিপাতিক তীব্র বেদনা সকল উৎপন্ন হয়। দংশ ক্ষারাগ্নিদগ্ধের ন্যায় রক্ত, পীত, সিত ও অরুণ হইয়া থাকে এবং জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, বেদনা, বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, বিজৃম্ভিকা, বেপথু, শ্বাস, হিক্কা, দাহ, দারুণ শীত, পিড়কার উপচয়, শোফ, গ্রন্থি, মণ্ডল, দদ্রু, কর্ণিকা, বিসর্প, কিটিভ এবং দোষের প্রাধান্যানুসারে অন্যান্য উপদ্রব হইয়া থাকে। [বাহক, সর্ষপ ও শম্বুক ভিন্ন অন্যান্য নয়টী কীট মুখ-দংশ-বিষ]। ৬। ঐ সকল তীক্ষ্ণবিষ কীটের দংশনে অন্য যে সকল উপদ্রব হয়, তাহা সত্বর বলিতে পারা যায়।

দূষীবিষপ্রকোপাচ্চ তথৈব বিষলেপনাৎ ॥ ৭
লিঙ্গং তীক্ষ্ণবিষেষেতচ্ছৃণু মন্দবিষেষতঃ।
প্রসেকোঽরোচকশ্ছর্দ্দিঃ শিরোগৌরবশীততা ॥
পিড়কাকোঠকণ্ডূনাং জন্মদোষবিভাগতঃ।
যোগৈর্নানাবিধৈরেষাং চূর্ণানি গরমাদিশেৎ ॥
দূষীবিষপ্রকারাণাং তথৈবাপ্যনুলেপনাৎ ॥ ৮
একজাতীনতুর্দ্ধং কীটান্ বক্ষ্যামি ভেদতঃ।
সামান্যতো দষ্টলিঙ্গৈঃ সাধ্যাসাধ্যক্রমেণ চ ॥
ত্রিকণ্টকঃ কুণী চাপি হস্তিকক্ষোঽপরাজিতঃ।
চত্বার এতে কণভা ব্যাখ্যাতাস্তীব্রবেদনাঃ।
তৈর্দষ্টস্য শ্বয়থুরঙ্গমর্দ্দো গুরুতা গাত্রাণাং দংশঃ কৃষ্ণশ্চ ভবতি ॥ ৯

প্রতিসূর্য্যঃ পিঙ্গভাসো বহুবর্ণো মহাশিরাঃ।

কেননা উহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দূষীবিষ প্রকোপ করিয়া থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিষহর ঔষধে উপশমিত হয়। ৭। তীক্ষ্ণবিষের লক্ষণ সমস্ত বলা হইল। সম্প্রতি মন্দবিষের লক্ষণ সকল শ্রবণ কর। প্রসেক, অরুচি, বমি, শিরোগৌরব, শীতলতা, পিড়কা, কোঠ, কণ্ডূ এই সকল উপদ্রব দোষভেদে উৎপন্ন হয়। কেবল দংশ দ্বারাই যে বিষের প্রাদুর্ভাব হয় এরূপ নহে। পরন্তু আহার, চূর্ণ ও অনুলেপনে উহাদের লালাদিসংস্রব হইলেও দূষীবিষলক্ষণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে [লাড্যায়ন কীটবিজ্ঞান সাধারণতঃ এইরূপ কহিয়াছেন, যথা ;—কটু ('দুর্গন্ধ'), বিন্দু, রেখা, পক্ষ, পাদ, মুখ, নখ, শূক, কণ্টক, লাঙ্গুল, পক্ষ, রোম, স্বন, প্রমাণ (দেহের পরিমাণ), সংস্থান (আকৃতি) এবং শরীরগ লক্ষণ ও বিষবীর্য্য দ্বারা কীটদিগের স্বরূপ জানা যায়। শরকুলীরক নামক কীট অজা সদৃশ, শূকহীন, অরোমশ ও শ্বেতবর্ণ। কৌণ্ডিল্যক কীট গৈরিকবর্ণ, বৃহৎ, পক্ষযুক্ত, মার্জ্জিতোদর, খেচর ও গুহ্যদেশে শূকযুক্ত। কোষ্ঠাগারী নামক কীট কুরণ্ডপুষ্পবর্ণ, পক্ষযুক্ত, মার্জ্জিতোদর এবং 'কুণ্ডশূকবিষ'। খদ্যোত নামক কীট লাক্ষারুধিরবর্ণ, শ্বেতবিন্দু, বিচিত্র, সূক্ষ্ম, অগ্নিসঙ্কাশ এবং রাত্রিকালে অগ্নির ন্যায় আভান্ত হয়। খদ্যোতে দংশন করিলেও জ্বালা হইয়া থাকে। শম্বুক নামক কীট দংষ্ট্রাবিষ, শ্বেতবিন্দু, পক্ষযুক্ত, হঠচুংথক, 'কালক' ও 'সপ্তমণ্ডল'। কৃকলাস (গিরগিটে) চতুষ্পাদ, দীর্ঘমূত্র, উন্নতললাট, বহুসন্তান, বৃক্ষবাসী ও দন্তবিষ। ত্রিকণ্টক এক প্রকার গিরগিটে। উহা চন্দ্রসঙ্কাশ] ।৮। ইহার পর এক এক জাতীয় কীটদিগের দষ্টলক্ষণ ও সাধ্যাসাধ্যভেদে বর্ণনা করিতেছি। ত্রিকণ্টক, কুণী, হস্তিকক্ষ ও অপরাজিত এই চারিটী কণভজাতীয়। ইহারা দংশন করিলে তীব্র বেদনা, শোথ, অঙ্গভেদ, গাত্রসমূহের গুরুতা ও দংশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৯। প্রতিসূর্য্য, পিঙ্গভাস, বহুবর্ণ, মহাশিরাঃ এবং নিরুপম এই পাঁচ

তথা নিরুপমশ্চাপি পঞ্চ গোধেরকাঃ স্মৃতাঃ ॥
তৈর্দষ্টস্যেহ দষ্টানাং বেগজ্ঞানানি সর্পবৎ।
রুজশ্চ বিবিধাকারা গ্রন্থয়শ্চ সুদারুণাঃ ॥ ১০

গলগোলী শ্বেতকৃষ্ণা রক্তরাজী রক্তমণ্ডলা সর্ব্বশ্বেতা সর্ষপিকেত্যেবং ষট্ তাভির্দষ্টে সর্ষপিকাবর্জ্জং দাহশোফক্লেদা ভবন্তি। সর্ষপিকয়া হৃদয়পীড়াতিসারশ্চ ॥ ১১

শতপদ্যস্তু—পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিকা পীতিকা রক্তা শ্বেতা অগ্নিপ্রভা ইত্যষ্টৌ। তাভির্দষ্টে শোফো বেদনা দাহশ্চ হৃদয়ে। শ্বেতাগ্নিপ্রভাভ্যামেতদেব, দাহো মূর্চ্ছা চাতিমাত্রং শ্বেতপিড়কোৎপত্তিশ্চ ॥ ১২

মণ্ডূকাঃ—কৃষ্ণঃ সারঃ কুহকো হরিতো রক্তো যববর্ণাভো ভৃকুটী কোটিকশ্চেত্যষ্টৌ। তৈর্দষ্টস্য দংশকণ্ডূর্ভবতি পীতফেনাগমশ্চ বক্ত্রাৎ। ভৃকুটীকোটিকাভ্যামেতদেব, দাহশ্ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা চাতিমাত্রম্ ॥ ১৩

বিশ্বম্ভরাভির্দষ্টে দংশঃ সর্ষপাকারাভিঃ পিড়কাভিশ্চীয়তে, শীতজ্বরার্ত্তশ্চ পুরুষো ভবতি ॥ ১৪

অহিণ্ডুকাভির্দষ্টে তোদদাহকণ্ডূশ্বয়থবো মোহশ্চ। কণ্ডূমকাভির্দষ্টে পীতাঙ্গশ্ছর্দ্দ্যতীসারজ্বরাদিভিরভিহন্যতে। শূকবৃন্তাদিভির্দষ্টে কণ্ডূকোঠাঃ প্রবর্দ্ধন্তে শূকঞ্চাত্র লক্ষ্যতে ॥১৫

প্রকার গোধেরক আছে। উহারা দংশন করিলে সর্পদংশনের ন্যায় বেগ বোধ হয় এবং বিবিধাকার বেদনা ও সুদারুণ গ্রন্থি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। [তন্ত্রান্তরে যথা ;—"কৃষ্ণসর্পেণ গোধায়াং ভবেদ্‌যস্তু চতুষ্পদঃ। সর্পো গোধেরকো নাম তেন দষ্টো ন জীবতি"]। ১০। গলগোলী, শ্বেতকৃষ্ণা, রক্তরাজী, রক্তমণ্ডলা, সর্ব্ব-শ্বেতা ও সর্ষপিকা ইহারা একজাতীয়। সর্ষপিকা ভিন্ন অপর পাঁচটী দংশন করিলে দাহ, শোফ ও ক্লেদ হয়। সর্ষপিকার দংশনে হৃৎপীড়া ও অতিসার হয় ["সর্ষপিকা প্রাণহরী" ইতি টীকাকার]। ১১। শতপদী (বৃশ্চিক) আট প্রকার ;—পরুষা, কৃষ্ণা, চিত্রা, কপিলিকা, পীতিকা, রক্তা, শ্বেতা ও অগ্নিপ্রভা। উহারা দংশন করিলে শোফ, বেদনা ও হৃদয়ে দাহ হয়। শ্বেতা ও অগ্নিপ্রভায় দংশন করিলে এইরূপই দাহ, মূর্চ্ছা এবং অতিশয় শ্বেত পিড়কা উৎপন্ন হয়। ১২। মণ্ডূক আটপ্রকার ;—কৃষ্ণ, সার, কুহক, হরিত, রক্ত, যববর্ণাভ, ভৃকুটী ও কোটিক। উহারা দংশন করিলে দংশে কণ্ডূ হয় এবং মুখ হইতে পীত ফেনা বাহির হইয়া থাকে। ভৃকুটী ও কোটিক দংশন করিলেও এই সকল লক্ষণ হয়, বিশেষতঃ অতিমাত্র দাহ, বমি ও মূর্চ্ছা হয়। ১৩। বিশ্বম্ভর দংশন করিলে দংশ সর্ষপাকার পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হয় এবং রোগী শীতজ্বরার্ত্ত হইয়া থাকে। ১৪। অহিণ্ডুকে দংশন করিলে ভেদ, দাহ, কণ্ডূ, শ্বয়থু ও মোহ হয়। কণ্ডূমকে দংশন করিলে অঙ্গ পীতবর্ণ, বমি, অতিসার ও জ্বরাদি হয় এবং কণ্ডূ, কোঠ বর্দ্ধিত ও শূক লক্ষিত

পিপীলিকাঃ—স্থূলশীর্ষা সংবাহিকা ব্রাহ্মণিকাঙ্গুলিকা কপিলিকা চিত্রবর্ণেতি ষট্। তাভির্দষ্টে দংশে শ্বয়থুরগ্নিস্পর্শবদ্দাহশোফৌ ভবতঃ॥ ১৬

মক্ষিকাঃ—কান্তারিকা কৃষ্ণা পিঙ্গলিকা মধূলিকা কাষায়ী স্থালিকেত্যেবং ষট্। তাভির্দষ্টস্ত দাহশোফৌ ভবতঃ। স্থালিকাকাষায়ীভ্যামেতদেব, পিড়কাশ্চ সোপদ্রবা ভবন্তি॥ ১৭

মশকাঃ—সামুদ্রঃ পরিমণ্ডলো হস্তিমশকঃ কৃষ্ণঃ পার্ব্বতীয় ইতি পঞ্চ। তৈর্দষ্টস্ত তীব্রকণ্ডুর্দংশশোফশ্চ। পার্ব্বতীয়স্ত কীটৈঃ প্রাণহরৈস্তুল্যলক্ষণঃ। নখাবকৃষ্টেহত্যর্থং পিড়কাঃ সদাহপাকা ভবন্তি। জলৌকসাং দষ্টলক্ষণমুক্তং চিকিৎসিতঞ্চ॥ ১৮

ভবন্তি চাত্র।

গোধেরকঃ স্থালিকা চ যে চ শ্বেতাগ্নিসংপ্রভে।
ভৃকুটী কোটিকশ্চৈব ন সিধ্যন্ত্যেকজাতিত্॥ ১৯
শবমূত্রপুরীষৈস্ত সবিষৈরবমর্ষণাৎ।
স্যুঃ কণ্ডূদাহকোঠারুঃ-পিড়কাতোদবেদনাঃ॥
প্রক্লেদবাংস্তথাস্রাবো ভৃশং সম্পাচয়েৎ ত্বচম্।
দিগ্ধবিদ্ধক্রিয়াস্তত্র যথাবদবচারয়েৎ॥ ২০
নাবসন্নং ন চোৎসন্নমতিসংরম্ভবেদনম্।
দংশাদৌ বিপরীতার্ত্তি কীটদষ্টং সুবাধকম্॥ ২১
কীটৈর্দষ্টানুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাচরেৎ।
ত্রিবিধানান্তু সর্পাণাং ত্রৈবিধ্যেন ক্রিয়া হিতা॥ ২২
স্বেদমালেপনং সেকঞ্চোষ্ণমত্রাবচারয়েৎ।
অন্যত্র মূর্চ্ছিতাদ্দংশাৎ পাককোথপ্রপীড়িতাৎ।
বিষঘ্নঞ্চ বিধিং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সংশোধনানি চ॥ ২৩
শিরীষকটুকং কুষ্ঠং বচারজনিসৈন্ধবৈঃ।
ক্ষীরমজ্জাবসাসর্পিঃ-শুণ্ঠীপিপ্পলিদারুষু॥
উৎকারিকা হিরাদৌ বা সুকৃতা স্বেদনে হিতা॥ ২৪
ন স্বেদয়েৎ তথা দংশং ধূমং বক্ষ্যামি বৃশ্চিকে॥ ২৫
অগদানেকজাতীয়ু প্রবক্ষ্যামি পৃথক্ পৃথক্॥ ২৬
কুষ্ঠং চক্রং বচা বিল্বমূলং পাঠা সুবর্চ্চিকা।
গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে ত্রিকণ্টকবিষে হিতাঃ॥ ২৭
আগারধূমরজনীচক্রং কুষ্ঠং পলাশজম্।
গলগোলিকদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ॥ ২৮
কুঙ্কুমং তগরং শিগ্রু পদ্মকং রজনীদ্বয়ম্।
অগদো জলপিষ্টোঽয়ং শতপদ্বিষনাশনঃ॥ ২৯
মেষশৃঙ্গী বচা পাঠা নিচুলো রোহিণী জলম্।
সর্ব্বমণ্ডূকদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ॥ ৩০
বচাশ্বগন্ধাতিবলা-বলাসাতিগুহাগুহাঃ।

হয়। ১৫। পিপীলিকা ছয় প্রকার;—স্থূলশীর্ষা, সংবাহিকা, ব্রাহ্মণিকা, অঙ্গুলিকা, কপিলিকা ও চিত্রবর্ণা। উহারা দংশন করিলে দংশে শোথ, অগ্নিস্পর্শবৎ দাহ এবং শোথ হইয়া থাকে। ১৬। মক্ষিকা ছয় প্রকার;—কান্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা, মধূলিকা, কাষায়ী ও স্থালিকা। উহারা দংশন করিলে দাহ ও শোফ হয়। স্থালিকা ও কাষায়ীর দংশনেও ঐ সকল লক্ষণ হয়। বিশেষতঃ উপদ্রবযুক্ত পিড়কা সকল জন্মিয়া থাকে। ১৭। মশক পাঁচ প্রকার;—সামুদ্র, পরিমণ্ডল, হস্তিমশক, কৃষ্ণ ও পার্ব্বতীয়। উহারা দংশন করিলে তীব্র কণ্ডু ও দংশে শোফ হয়। পার্ব্বতীয় মশকে দংশন করিলে প্রাণহর কীটদিগের তুল্য লক্ষণ সকল হয়। নখ দ্বারা কোন স্থান ছিঁড়িয়া গেলে পিড়কা, দাহ ও পাক হইয়া থাকে। জলৌকা দংশন করিলে যে যে লক্ষণ হয়, তাহা ও তাহার চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ১৮। এইস্থলে কতকগুলি শ্লোক বলা হইতেছে;—একজাতির মধ্যে গোধেরক, স্থালিকা, শ্বেতা, অগ্নিপ্রভা ভৃকুটী এবং কোটিক ইহারা দংশন করিলে সাধ্য হয় না। ১৯। মৃত শৃগালদিগের মূত্র ও পুরীষ সবিষ হইলে তৎসংস্পর্শে কণ্ডু, দাহ, কোঠ, অরুঃ (ক্ষত), পিড়কা তোদ ও বেদনা হয়, ক্লেদ ও আস্রাব হইয়া থাকে এবং অতিশয় উৎকট ত্বক্‌পাক হয়। এরূপ স্থলে দিগ্ধবিদ্ধের চিকিৎসা যথাবৎ অবচারণ করিবে। ২০। অবসন্নও (নিম্নও) নয় অথচ উৎসন্নও (উন্নতও) নয় অথচ অতিশয় শোথ ও বেদনাযুক্ত আর দংশের প্রারম্ভে অল্প-ক্লেশযুক্ত এরূপ কীটদষ্ট কৃচ্ছ্রসাধ্য। ২১। উগ্রবিষ কীটে দংশন করিলে সর্পবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দর্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজিল এই ত্রিবিধ সর্পের শুক্রাদি হইতে ত্রিবিধ কীট উৎপন্ন হয়। সেই সকল কীটের দংশলক্ষণও বলা হইয়াছে। তদনুসারে উগ্রবিষ কীটদষ্টের চিকিৎসা করিবে। ২২। ঐ সকল কীটের দংশ মূর্চ্ছিত (ব্যাপ্ত) এবং পাকপীড়িত ও কোথযুক্ত হইলে বর্জ্জন করিবে। নতুবা স্বেদ, আলেপন, পরিষেক ও উষ্ণক্রিয়া করিবে। আর সর্ব্বপ্রকার বিষঘ্ন বিধি ও সংশোধন করিবে। ২৩। শিরীষ, মরিচ, কুড়, বচ, হরিদ্রা, সৈন্ধব, দুগ্ধ, মজ্জা, বসা, ঘৃত, শুঁঠ, পিপুল, দেবদারু ও শালপর্ণ্যাদি গণের উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া স্বেদ দিলে ভাল হয়। ২৪। বৃশ্চিকবিষে দংশে স্বেদ দিবে না। সেস্থলে ধূম প্রয়োগ করিবে। ২৫। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত একজাতিদিগের পৃথক্ পৃথক্ অগদ বলিতেছি। ২৬। ত্রিকণ্টক-বিষে কুড়, চক্র (তগর), সুবর্চ্চিকা (সর্জ্জিকাক্ষার), গৃহধূম, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা হিতকর অগদ হইয়া থাকে। ২৭। গৃহধূম, হরিদ্রা, চক্র (তগর), কুড়, পলাশ এই সকল দ্রব্যের যোগ গলগোলিকাবিষের অগদ। ২৮। কুঙ্কুম, তগর, সজিনা, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা জলে পেষণ করিলে শতপদবিষের অগদ হয়। ২৯। মেষশৃঙ্গী, বচ, আকনদ, নিচুল (জলবেতস), কটকী ও বালা সর্ব্বপ্রকার মণ্ডূকবিষের অগদ। ৩০। বচ, অশ্বগন্ধা, অতিবলা, বলা,

বিশ্বম্ভরাভিদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ ॥ ৩১
শিরীষং তগরং কুষ্ঠং হরিদ্রেদ্বেংশুমতী সহে।
অহিণ্ডুকাভিদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ ॥ ৩২
কণ্ডূমকাভির্দষ্টানাং রাত্রৌ শীতাঃ ক্রিয়া হিতাঃ।
দিবা তে নৈব সিধ্যন্তি সূর্য্যরশ্মিবলার্দ্দিতাঃ ॥ ৩৩
চক্রং কুষ্ঠমপামার্গঃ শুকবৃন্তবিষেহগদঃ।
ভৃঙ্গস্বরসপিষ্টা বা কৃষ্ণবল্মীকমৃত্তিকা ॥ ৩৪
পিপীলিকাভির্দষ্টানাং মক্ষিকামশকৈস্তথা।
গোমূত্রেণ যুতো লেপঃ কৃষ্ণবল্মীকমৃত্তিকা ॥ ৩৫
প্রতিসূর্য্যকদষ্টানাং সর্পদষ্টবদাচরেৎ ॥ ৩৬
ত্রিবিধা বৃশ্চিকাঃ প্রোক্তা মন্দমধ্যমহাবিষাঃ ॥
গোশকৃৎকোথজা মন্দা মধ্যাঃ কাষ্ঠেষ্টিকোদ্ভবাঃ।
সর্পকোথোদ্ভবাস্তীক্ষ্ণা যে চান্যে বিষসম্ভবাঃ ॥ ৩৭
মন্দা দ্বাদশ মধ্যাস্তু ত্রয়ঃ পঞ্চদশোত্তমাঃ।
দশবিংশতিরিত্যেতে সংখ্যয়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৮
কৃষ্ণঃ শ্যাবঃ কর্ব্বুরঃ পাণ্ডুবর্ণো
গোমূত্রাভঃ কর্কশো মেচকশ্চ।
শ্বেতো রক্তো রোমশঃ শাদ্বলাভো
রক্তশ্চৈতে মন্দবীর্য্যা মতাস্তু ॥
এভির্দষ্টে বেদনা বেপথুশ্চ
গাত্রস্তম্ভঃ কৃষ্ণরক্তাগমশ্চ।
শাখাদষ্টে বেদনা চোর্দ্ধমেতি
দাহস্বেদৌ দংশশোফো জ্বরশ্চ ॥ ৩৯
রক্তঃ পীতঃ কপিলেনোদরেণ
সর্ব্বে ধূম্রাঃ পর্ব্বভিশ্চ ত্রিভিঃ স্যুঃ।
এতে মূত্রোচ্চারপূত্যণ্ডজাতা
মধ্যা জ্ঞেয়াস্ত্রিপ্রকারোরগাণাম্ ॥
যস্তেষামন্বয়াদৃষঃ প্রসূতো
দোষোৎপত্তিং তৎস্বরূপশ্চ কুর্য্যাৎ।
জিহ্বাশোফো ভোজনস্যাবরোধো
মূর্চ্ছা চোগ্রা মধ্যবীর্য্যাভিদষ্টে ॥ ৪০
শ্বেতশ্চিত্রঃ শ্যামলো লোহিতাভো
রক্তঃ শ্বেতো রক্তনীলোদরৌ চ।
পীতো রক্তো নীলপীতোঽপরস্তু
রক্তো নীলো নীলশুক্লস্তথা চ ॥
রক্তো বভ্রুঃ পূর্ব্ববচ্চৈকপর্ব্বা
যশ্চাপর্ব্বা পর্ব্বণী দ্বে চ যস্তু।
নানারূপা বর্ণতশ্চাপি ঘোরা
জ্ঞেয়াশ্চৈতে বৃশ্চিকাঃ প্রাণচৌরাঃ ॥
জন্মৈতেষাং সর্পকোথাৎ প্রদিষ্টং
দেহেভ্যো বা ঘাতিতানাং বিষেণ।
এভির্দষ্টে সর্পবেগপ্রবৃত্তিঃ
স্ফোটোৎপত্তির্ভ্রান্তিদাহৌ জ্বরশ্চ ॥
খেভ্যঃ কৃষ্ণং শোণিতঞ্চাপি তীব্রং
তস্মাৎ প্রাণৈস্ত্যজ্যতে শীঘ্রমেব ॥ ৪০

অতিগুহা (শালপাণী) ও গুহা (পৃশ্নিপর্ণী) বিশ্বম্ভরবিষের অগদ। ৩১। শিরীষ, তগর, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অংশুমতী (শালপাণী), সহাদ্বয় (বলা ও অতিবলা) অহিণ্ডুকবিষের অগদ। ৩২। কণ্ডূমকে দংশন করিলে রাত্রিকালে শীতল ক্রিয়া হিতকর হয়। দিবসে সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে পরাভূত হওয়াতে ঐ সকল ক্রিয়া হিতকর হয় না। ৩৩। চক্র (তগর), কুড় ও অপামার্গ শুকবৃন্তবিষের অগদ। অথবা ভৃঙ্গের (ভীমরাজের) স্বরসে কৃষ্ণবল্মীকমৃত্তিকা পেষণ করিয়া দিলেও অগদ হয়। ৩৪। পিপীলিকা, মক্ষিকা ও মশককে দংশন করিলে কৃষ্ণবল্মীকমৃত্তিকা গোমূত্রযোগে লেপন করিবে। ৩৫। প্রতিসূর্য্যে দংশন করিলে সর্পদষ্টের ন্যায় আচরণ করিবে। ৩৬। বৃশ্চিক তিন প্রকার ;—মন্দবিষ, মধ্যবিষ ও মহাবিষ। তন্মধ্যে যাহারা গোময়পূতি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা মন্দবিষ ; যাহারা কাষ্ঠ ও ইষ্টক হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা মধ্যবিষ এবং যাহারা সর্পকোথ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা তীক্ষ্ণবিষ হইয়া থাকে। ৩৭। মন্দবিষ বৃশ্চিক দ্বাদশ প্রকার, মধ্যবিষ তিনপ্রকার এবং তীক্ষ্ণবিষ পঞ্চদশ প্রকার। সমুদায়ে বৃশ্চিকসংখ্যা ত্রিংশপ্রকার হইতেছে। ৩৮। মন্দবিষ বৃশ্চিকেরা কৃষ্ণ, শ্যাব, কর্ব্বুর, পাণ্ডুবর্ণ, গোমূত্রাভ, কর্কশ, মেচকবর্ণ, শ্বেত, রক্ত, রোমশ, শাদ্বলবর্ণ ও রক্তবর্ণ এই কয়েক প্রকার হয়। ইহারা দংশন করিলে বেদনা, বেপথু, গাত্রস্তম্ভ ও কৃষ্ণরক্ত স্রাব হইয়া থাকে। হস্ত পদে দংশন করিলে বেদনা ঊর্দ্ধে গমন করে, দাহ ও স্বেদ হয়, দংশে শোফ এবং জ্বর হয়। ৩৯। মধ্যবিষ বৃশ্চিকেরা রক্ত, পীত ও কপিল হইয়া থাকে। সকলেরই উদর ধূম্রবর্ণ এবং সকলেই তিনটী পর্ব্বে বিভক্ত। এই মধ্যবিষ বিশ্চিকেরা সকলেই পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সর্পের মূত্র, উচ্চার, পূতি ও অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল সর্পের যে জাতি হইতে যে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়, তদনুসারে উহার দোষোৎপাদকতা ও স্বরূপ হইয়া থাকে। মধ্যবীর্য্য বৃশ্চিকেরা দংশন করিলে জিহ্বাতে শোথ, ভোজনের অবরোধ এবং উৎকট মূর্চ্ছা হয়। ৪০। তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিকেরা শ্বেত, চিত্র, শ্যামল, লোহিত, রক্ত-শ্বেত, রক্তনীলোদর, পীতরক্ত, নীলপীত, রক্তনীল, নীলশুক্ল ও রক্তকপিল। ইহারা একপর্ব্ব (অর্থাৎ ত্রিপর্ব্ববিশিষ্ট নহে), পর্ব্বহীনও হয় আবার দ্বিপর্ব্ববিশিষ্টও হয়। ইহারা নানারূপ ও নানাবর্ণ, ভয়ঙ্কর ও প্রাণনাশক। ইহাদের জন্ম সর্পকোথ হইতে হয় অথবা বিষহত ব্যক্তিদিগের দেহ হইতে হয়। ইহাদের দংশনে সর্পবিষের ন্যায় বেগ হয় এবং স্ফোটোৎপত্তি, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। ইহার

উগ্রমধ্যবিষৈর্দষ্টং চিকিৎসেৎ সর্পদষ্টবৎ।
দংশং মন্দবিষাণাস্তু চক্রতৈলেন সেচয়েৎ॥
বিদার্য্যাদিসুসিদ্ধেন সুখোষ্ণেনাথবা পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চোৎকারিকাস্বেদং বিষঘ্নৈরুপনাহনৈঃ॥
আদংশং স্বেদিতং চূর্ণৈঃ প্রচ্ছিতং প্রতিসারয়েৎ।
রজনীসৈন্ধবব্যোষ-শিরীষফলপুষ্পজৈঃ॥
মাতুলুঙ্গাম্লগোমূত্র-পিষ্টঞ্চ সুরসাগ্রজম্।
লেপে স্বেদে সুখোষ্ণঞ্চ গোময়ং হিতমিষ্যতে॥
পানে ক্ষৌদ্রযুতং সর্পিঃ ক্ষীরং বা বহুশর্করম্।
গুড়োদকং বা সুহিমং চাতুর্জ্জাতকবাসিতম্॥
পানমস্মৈ প্রদাতব্যং ক্ষীরঞ্চ বা সগুড়ং হিমম্॥
শিখিকুক্কুটবর্হাণি সৈন্ধবং তৈলসর্পিষী।
ধূপো হন্তি প্রযুক্তোহয়ং শীঘ্রং বৃশ্চিকজং বিষম্॥
কুসুম্ভপুষ্পং রজনী নিশা বা কৌদ্রবং তৃণম্।
এভির্ঘৃতাক্তৈর্ধূপস্তু পায়ুদেশে প্রযোজিতঃ।
নাশয়েদাশু কীটোত্থং বৃশ্চিকস্য চ যদ্বিষম্॥ ৪২
লূতাবিষং ঘোরতমং দুর্ব্বিজ্ঞেয়তমন্তু তৎ।
দুশ্চিকিৎস্যতমং বাপি ভিষগ্‌ভির্মন্দবুদ্ধিভিঃ॥
সবিষং নির্ব্বিষঞ্চৈতদিত্যেবং পরিশঙ্কিতে।
বিষঘ্নমেব কর্ত্তব্যমবিরোধি যদৌষধম্॥
অগদানাং হি সংযোগো বিষজুষ্টস্য যুজ্যতে।
নির্ব্বিষে মানবে যুক্তোহগদঃ সম্পদ্যতেহসুখম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বঃ প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যো বিষনিশ্চয়ঃ।
অজ্ঞাত্বা বিষসদ্ভাবং ভিষগ্‌ব্যাপাদয়েন্নরম্॥ ৪৩
প্ররোহিদ্যমানস্তু যথাঙ্কুরেণ
ন ব্যক্তজাতিঃ প্রবিভাতি বৃক্ষঃ।
তদ্বদ্দুরালক্ষ্যতমং হি তাসাং
বিষং শরীরে প্রবিকীর্ণমাত্রম্॥
ঈষচ্চ কণ্ডূঃ প্রচলং সকোঠ-
মব্যক্তবর্ণং প্রথমেহহনি স্যাৎ।
অন্তেষু শূনং পরিনিম্নমধ্যং
প্রব্যক্তরূপঞ্চ দিনে দ্বিতীয়ে॥
ত্র্যহেণ সন্দর্শয়তীহ দংশং
বিষং চতুর্থেহহনি কোপমেতি।
অতোহধিকেহহ্নি প্রকরোতি জন্তো-
র্বিষপ্রকোপপ্রভবান্ বিকারান্॥
ষষ্ঠে দিনে বিপ্রসৃতঞ্চ সর্ব্বান্
মর্ম্মপ্রদেশান্ ভৃশমাবৃণোতি।
তৎ সপ্তমেহত্যর্থপরীতগাত্রং
ব্যাপাদয়েন্মর্ত্ত্যমতিপ্রবৃদ্ধম্॥ ৪৪
যাস্তীক্ষ্ণচণ্ডোগ্রবিষা হি লূতা-
স্তাঃ সপ্তরাত্রেণ বিনাশয়ন্তি।
অতোঽধিকেনাপি নিহন্ত্যরন্যা
যাসাং বিষং মধ্যমবীর্য্যমুক্তম্॥
যাসাং কনীয়ো বিষবীর্য্যমুক্তং
তাঃ পক্ষমাত্রেণ বিনাশয়ন্তি।

লোমকূপ হইতে তীব্র কৃষ্ণরক্ত নিঃসৃত হয়। সেইজন্য শীঘ্র প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। ৪১। তীক্ষ্ণবিষ ও মধ্যবিষ বৃশ্চিকে দংশন করিলে সর্পদষ্টবৎ চিকিৎসা করিবে। মন্দবিষ বৃশ্চিকের দংশে চক্রতৈল সেচন করিবে। অথবা তাহার পর বিদার্য্যাদি গণের সহিত সুসিদ্ধ সুখোষ্ণ বিষনাশন উপনাহযোগে উৎকারিকাস্বেদ প্রয়োগ করিবে। দংশস্থান স্বেদিত ও ছেদিত করিয়া এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে ;—হরিদ্রা, সৈন্ধব, ত্রিকটু, শিরীষফল ও শিরীষপুষ্প। মাতুলুঙ্গরস, অম্ল ও গোমূত্রে তুলসীর পত্র (কোন কোন মতে মল্লিকাকুসুম) অথবা গোময় সুখোষ্ণ করিয়া লেপে ও স্বেদে প্রয়োগ করিবে। পানে মধুযুক্ত ঘৃত বা বহুশর্করার দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে। পেষণ করিয়া অথবা সুশীতল চাতুর্জাতকসুবাসিত গুড়োদক পান করিবে। অথবা ইহাকে গুড়যুক্ত সুশীতল দুগ্ধ পান করিতে দিবে। শিখী ও কুক্কুটের বর্হ, সৈন্ধব, তৈল ও ঘৃতের ধূপ শীঘ্র বৃশ্চিকবিষ নাশ করে। কুসুম্ভপুষ্প, রজনী (দারুহরিদ্রা), নিশা (হরিদ্রা) ও কোদ্রব তৃণ ঘৃতাক্ত করিয়া পায়ুদেশে ধূপ দিলে কীটবিষ ও বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র নাশ করে। ৪২। লূতাবিষ ঘোরতম এবং দুর্ব্বিজ্ঞেয়তম। আর চিকিৎসক অল্পবুদ্ধি হইলে দুশ্চিকিৎস্যতম হইয়া থাকে। সবিষ কি নির্ব্বিষ এরূপ সন্দেহ হইলে বিষঘ্ন অথচ অবিরুদ্ধ চিকিৎসাই করিবে। বিষজুষ্ট হইলে অগদসমূহের প্রয়োগই ভাল। আবার নির্ব্বিষ ব্যক্তিকে অগদ প্রয়োগ করিলে অসুখ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বিষের নিশ্চয় করা আবশ্যক। বিষের অস্তিত্ব না জানিলে চিকিৎসক রোগীকে বিপন্ন করিতে পারেন। ৪৩। যেমন অঙ্কুর দেখিয়া বৃক্ষের জাতি স্থির করা যায় না; সেইরূপ বিষ শরীরে প্রবিকীর্ণ হইবামাত্র বিষের জাতি স্থির হয় না। বিষ প্রথম দিনে ঈষৎ-কণ্ডু ও ঈষৎ প্রচলনশীল, কোঠযুক্ত ও অব্যক্তবর্ণ হয়। সীমাদেশে শোথযুক্ত এবং মধ্যে নিম্ন হয়। দ্বিতীয় দিনে ব্যক্তরূপ হইয়া থাকে। তৃতীয় দিবসে দংশ দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্থ দিনে বিষ কুপিত হইয়া থাকে। ইহার পর যতই দিন যায়, ততই বিষপ্রকোপজন্য বিকারসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে। ষষ্ঠ দিনে বিষ বিশেষরূপে প্রসৃত হইয়া সমস্ত মর্ম্মপ্রদেশকে অতিশয় আবৃত করে। সপ্তম দিবসে গাত্রে অতিশয় ব্যাপ্ত ও অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া জীবন নষ্ট করিয়া থাকে। ৪৪। যে সকল লূতা তীক্ষ্ণ, চণ্ড ও উগ্রবিষ, তাহারা সপ্তরাত্রেই বিনাশ করিয়া থাকে। যাহাদের বিষ মধ্যম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারা ইহার অপেক্ষা অধিকদিনে প্রাণনাশ করে। যাহা-

তস্মাৎ প্রযত্নং ভিষগত্র কুর্য্যা-
দ্বা দংশপাতাদ্বিষঘাতিযোগৈঃ॥
বিষন্তু লালানখমূত্রদংষ্ট্রা-
রজঃপুরীষৈরথ চেন্দ্রিয়েণ।
সপ্তপ্রকারং বিসৃজন্তি লূতা-
স্তদুগ্রমধ্যাবরবীর্য্যযুক্তম্॥
সকণ্ডুকোঠং স্থিরমল্পমূলং
লালাকৃতং মন্দরুজং বদন্তি।
শোফশ্চ কণ্ডুশ্চ পুলানিকা চ
ধূমায়নঞ্চৈব নখাগ্রদংশে॥
দংশস্তু মূত্রেণ সকৃষ্ণমধ্যং
সরক্তপর্য্যন্তমবেহি দীর্ণম্।
দংষ্ট্রাভিরুগ্রং কঠিনং বিবর্ণং
জানীহি দংশং স্থিরমণ্ডলঞ্চ॥
রজঃপুরীষেন্দ্রিয়জং হি বিদ্ধি
স্ফোটং বিপক্বামলপীলুপাণ্ডুম্॥ ৪৫
এতাবদেতৎ সমুদাহৃতন্তু
বক্ষ্যামি লূতাপ্রভবং পুরাণম্।
সামান্যতো দষ্টমসাধ্যসাধ্যং
চিকিৎসিতঞ্চাপি যথাবিশেষম্॥ ৪৬
বিশ্বামিত্রো নৃপবরঃ কদাচিদৃষিসত্তমম্।
বশিষ্ঠং কোপয়ামাস গত্বাশ্রমপদং কিল॥
কুপিতস্য মুনেস্তস্য ললাটাৎ স্বেদবিন্দবঃ।
অপতন্ দর্শনাদেবমধস্তাৎ তীক্ষ্ণবর্চ্চসঃ।
লূনে তৃণে মহর্ষীণাং ধেন্বর্থং সংভৃতেঽপি চ॥
ততো জাতাস্ত্বিমা ঘোরা নানারূপা মহাবিষাঃ।
অপকারায় বর্ত্তন্তে নৃপসাধনবাহনে॥
যস্মাল্লূনং তৃণং প্রাপ্তা মুনেঃ প্রস্বেদবিন্দবঃ।
তস্মাল্লূতেতি ভাষ্যন্তে সংখ্যয়া তাশ্চ ষোড়শ॥
কৃচ্ছ্রসাধ্যাস্তথাঽসাধ্যা লূতাস্তু দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
তাসামষ্টৌ কৃচ্ছ্রসাধ্যা বর্জ্জ্যাস্তাবত্য এব তু॥
ত্রিমণ্ডলা তথা শ্বেতা কপিলা পীতিকা তথা।
আলমূত্রবিষা রক্তা কসনা চাষ্টমী স্মৃতাঃ॥
তাভির্দষ্টে শিরোদুঃখং কণ্ডুর্দংশে চ বেদনা।
ভবন্তি চ বিশেষেণ গদাঃ শ্লৈষ্মিকবাতিকাঃ॥
সৌবর্ণিকা লাজবর্ণা জালিন্যেণীপদী তথা।
কৃষ্ণাগ্নিবর্ণা কাকাণ্ডা মালাগুণাষ্টমী স্মৃতা॥
তাভির্দষ্টে দংশকোথঃ প্রবৃত্তিঃ ক্ষতজস্য চ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ গদাঃ স্যুশ্চ ত্রিদোষজাঃ॥
পিড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ।
শোফা মহান্তো মৃদবো রক্তাঃ শ্যাবাশ্চলাস্তথা॥
সামান্যং সর্ব্বলূতানামেতদ্দাদংশলক্ষণম্।
বিশেষলক্ষণং তাসাং বক্ষ্যামি সচিকিৎসিতম্॥
ত্রিমণ্ডলায়া দংশেঽসৃক্ কৃষ্ণং স্রবতি দীর্য্যতে।
বাধির্য্যং কলুষা দৃষ্টিস্তথা দাহশ্চ নেত্রয়োঃ॥

দের বিষবীর্য্য মন্দ, তাহারা পক্ষমাত্রে বিনষ্ট করে। অতএব দংশপাত হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বিষনাশক যোগসমূহযোগে চিকিৎসা করিবে। লূতা সপ্ত প্রকারে বিষ পরিত্যাগ করে, যথা;—লালা দ্বারা, নখ দ্বারা, মূত্র দ্বারা, দংষ্ট্রা দ্বারা, রজ দ্বারা, পুরীষ দ্বারা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা। উহার বিষ তিন প্রকার;—তীক্ষ্ণ, মধ্য ও মন্দবীর্য্য। লালাকৃত বিষ কণ্ডু ও শোথকারক, দৃঢ়, অল্পমূল ও মন্দবেদন। নখকৃত বিষ শোথ, কণ্ডু, 'পুলানিকা' ও ধূমায়ন উৎপাদন করে। মূত্রকৃত বিষে দংশের মধ্যভাগ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও পর্য্যন্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় এবং বিদীর্ণ হইয়া থাকে। দংষ্ট্রাকৃত বিষ দংশকে উগ্র, কঠিন, বিবর্ণ ও স্থিরমণ্ডল করিয়া থাকে। রজঃকৃত, পুরীষকৃত ও ইন্দ্রিয়কৃত বিষে স্ফোট সকল, পরিপক্ব আমলক ও পীলুফলের ন্যায়, পাণ্ডুবর্ণ হয়। ৪৫। এইরূপে লূতাবিষের উপদ্রবসমূহ বর্ণিত হইল। এক্ষণে লূতাবিষের অসাধ্যত্ব ও সাধ্যত্ব বর্ণনা করিব। আর প্রাচীনকাল হইতে ইহার যে চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও বর্ণনা করিব। ৪৬। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কোন সময়ে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠের আশ্রমপদে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কুপিত করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়াই সেই তীক্ষ্ণবর্চ্চা কুপিত মুনির ললাট হইতে স্বেদবিন্দু সকল পতিত হইয়াছিল। মহর্ষিরা ধেনুদিগের জন্য যে তৃণসমূহ ছিন্ন ও সম্ভৃত করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠের স্বেদবিন্দু তাহাতেই পতিত হইয়াছিল। তাহা হইতে এই সকল ঘোর নানারূপ মহাবিষ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল মহাবিষ রাজাদিগের সাধন ও বাহনসমূহের অপকার করিয়া থাকে। বশিষ্ঠের স্বেদবিন্দুসমূহ সেই লূন তৃণসমূহে আশ্রিত হইয়া লূতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ষোড়শ। ইহারা দ্বিবিধ;—তন্মধ্যে কতকগুলি কৃচ্ছ্রসাধ্য ও কতকগুলি অসাধ্য। আট প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অপর আট প্রকার অসাধ্য। ত্রিমণ্ডলা, শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, আলবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও কসনা এই আট প্রকার লূতায় দংশন করিলে শিরোদুঃখ, কণ্ডু ও দংশে বেদনা হয় এবং শ্লৈষ্মিক ও বাতিক রোগসমূহ হইয়া থাকে। সৌবর্ণিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এণীপদী, কৃষ্ণবর্ণা, অগ্নিবর্ণা, কাকাণ্ডা ও মালাগুণা এই আট প্রকার লূতার দংশনে কোথ, ক্ষত হইতে রক্তের প্রবৃত্তি, জ্বর, দাহ, অতিসার এবং ত্রিদোষজ রোগসমূহ হয়। আর বিবিধাকার পিড়কা, বৃহৎ মণ্ডলসমূহ, এবং বৃহৎ মৃদু রক্ত শ্যাব ও চল শোথ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকার লূতারই সাধারণতঃ দংশলক্ষণ এইরূপ। সম্প্রতি উহাদের বিশেষ লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিতেছি। ত্রিমণ্ডলার দংশনে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হয় এবং

তত্রার্কমূলং রজনী নাকুলী পৃশ্নিপর্ণিকা।
নস্তকর্ম্মণি শস্তন্তে পানাভ্যঙ্গাঞ্জনেষু চ ॥ ৪৭
শ্বেতায়াঃ পিড়কা দংশে শ্বেতা কণ্ডূমতী ভবেৎ।
দাহমূর্চ্ছাজ্বরবতী বিসর্পক্লেদরুক্করী ॥
তত্র চন্দনরাস্নৈলা-হরেণুনলবঞ্জুলাঃ।
কুষ্ঠং লামজ্জকং চক্রং নলদঞ্চাগদো হিতঃ ॥
আদংশে পিড়কা তাম্রা কপিলায়াঃ স্থিরা ভবেৎ।
শিরসো গৌরবং দাহস্তিমিরং ভ্রম এব চ ॥
তত্র পদ্মককুষ্ঠৈলা-করঞ্জককুভত্বচঃ।
স্থিরার্কপর্ণ্যপামার্গ-দূর্ব্বাব্রাহ্মীবিষাপহাঃ ॥
আদংশে পীতিকায়াস্তু পিড়কা জায়তে স্থিরা।
তথা চ্ছর্দ্দিজ্বরঃ শূলং রক্তে স্যাতাঞ্চ লোচনে ॥
তত্রেষ্টাঃ কুটজোশীর-তুঙ্গপদ্মকবঞ্জুলাঃ।
শিরীষকিণিহী-শেলু-কদম্বককুভত্বচঃ ॥
রক্তমণ্ডনিভে দংশে পিড়কাঃ সর্ষপা ইব।
জায়ন্তে তালুশোষশ্চ দাহশ্চালবিষান্বিতে ॥
তত্র প্রিয়ঙ্গুহ্রীবেরং কুষ্ঠং লামজ্জবঞ্জুলাঃ।
অগদঃ শতপুষ্পা চ সপিপ্পলবটাঙ্কুরাঃ ॥
পূতিমূত্রবিষাদংশো বিসর্পী কৃষ্ণশোণিতঃ।
কাসশ্বাসবমীমূর্চ্ছা-জ্বরদাহসমন্বিতঃ ॥

মনঃশিলালমধুক-কুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ।
মধুমিশ্রৈঃ সলামজ্জৈরগদস্তত্র কীর্ত্তিতঃ ॥
দংশশ্চ পাণ্ডুপিড়কো দাহক্লেদসমন্বিতঃ।
রক্তায়া রক্তপর্য্যন্তো বিজ্ঞেয়ো রক্তসংযুতঃ ॥
কার্য্যস্তত্রাগদস্তোয়-চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ।
তথৈবার্জ্জুনশেলুভ্যাং ত্বগ্‌ভিরাম্রাতকস্য চ ॥
পিচ্ছিলং কসনাদংশাদ্রুধিরং শীতলং স্রবেৎ।
কাসশ্বাসৌ চ তত্রোক্তং রক্তলূতা-চিকিৎসিতম্ ॥
পুরীষগন্ধিরল্পাসৃক্ কৃষ্ণায়া দংশ এব তু।
জ্বরমূর্চ্ছাবমীদাহ-কাসশ্বাসসমন্বিতঃ ॥
তত্রৈলাচক্রসর্পাক্ষী-গন্ধনাকুলিচন্দনৈঃ।
মহাসুগন্ধিসহিতৈঃ প্রত্যাখ্যায়াগদঃ স্মৃতঃ ॥
দংশে দাহোঽগ্নিবর্ণায়াঃ স্রাবোঽত্যর্থং জ্বরস্তথা।
চোষকণ্ডূ রোমহর্ষো দাহশ্চ স্ফোটজন্ম চ ॥
কৃষ্ণাপ্রশমনঞ্চাত্র প্রত্যাখ্যায় প্রযোজয়েৎ ॥ ৪৮
সারিবোশীরযষ্ট্যাহ্ব-চন্দনোৎপলপদ্মকম্।
সর্ব্বাসামেব যুঞ্জীত বিষে শ্লেষ্মাতকত্বচম্ ॥
ভিষক্ সর্ব্বপ্রকারেষু তথাচ ক্ষীরপিপ্পলম্ ॥ ৪৯
কৃচ্ছ্রসাধ্যবিষা হ্যষ্টৌ প্রোক্তা দ্বে চ যদৃচ্ছয়া।
অবার্য্যবিষবীর্য্যাণাং লক্ষণানি নিবোধ মে ॥

দংশ বিদীর্ণ হয়। বধিরতা হয়, দৃষ্টিকলুষ হয় এবং নেত্রদ্বয়ের দাহ হয়। এরূপ স্থলে আকন্দমূল, হরিদ্রা, নাকুলী ও চাকুলে নস্তকর্ম্মে, পানে, অভ্যঙ্গে ও অঞ্জনে প্রশস্ত। ৪৭। শ্বেতার দংশনে শ্বেত ও কণ্ডূযুক্ত পিড়কা হয় এবং দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, বিসর্প, ক্লেদ ও যাতনা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রক্তচন্দন, রাস্না, এলা, হরেণু, নল, বঞ্জুল (বেতস), কুড়, লামজ্জক (বেণা), চক্র (তগর) ও নলদ (বেণা) অগদ হইয়া থাকে। কপিলার দংশনে তাম্রবর্ণ দৃঢ় পিড়কা সকল উৎপন্ন হয় এবং শিরোগৌরব, দাহ, তিমির ও ভ্রম হয়। এরূপ স্থলে পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, এলাচ, করঞ্জ ও ককুভের ত্বক্, শালপাণী, অর্কপর্ণী (ঈশের মূল), আপাং, দূর্ব্বা ও ব্রাহ্মী বিষনাশক হইয়া থাকে। পীতিকার দংশে দৃঢ় পিড়কা হইয়া থাকে। আর বমি, জ্বর, শূল ও রক্তলোচন হয়। এরূপ স্থলে কুড়চী, বেণা, তুঙ্গ (পুন্নাগ), পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), বঞ্জুল, শিরীষ, কিণিহী (কটভী), শেলু (চালিদা), কদম্ব ও ককুভের ত্বক্ হিতকর। আলবিষ লূতায় দংশন করিলে দংশে সর্ষপের ন্যায় পিড়কা সকল হয় এবং তালুশোষ ও দাহ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রিয়ঙ্গু, হ্রীবের (বালা), কুড়, লামজ্জক, বঞ্জুল (জলবেতস), শতপুষ্পা (শুলফা), পিপুল ও বটের অঙ্কুর অগদ হইয়া থাকে। পূতিমূত্রবিষা লূতায় দংশন করিলে দংশ বিসর্পযুক্ত ও কৃষ্ণশোণিতবিশিষ্ট হয় এবং কাস শ্বাস, বমি, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ ও লামজ্জক (বেণা) মধুমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অগদ হয়। রক্তা লূতার দংশনে দংশে পাণ্ডুবর্ণ পিড়কা, দাহ ও ক্লেদ হইয়া থাকে। পর্য্যন্তভাগ রক্তবর্ণ ও রক্তসংযুক্ত হয়। এরূপ স্থলে জল (বালা), রক্তচন্দন, বেণা ও পদ্মকাষ্ঠ তথা অর্জ্জুন, শেলু ও আমড়ার ত্বক্ অগদ হইয়া থাকে। কসনার দংশনে পিচ্ছিল ও শীতল রক্ত স্রাবিত হয় এবং কাস ও শ্বাস হইয়া থাকে। "কসনার চিকিৎসা রক্তলূতার চিকিৎসার ন্যায়"। কৃষ্ণা লূতার দংশনে দংশ পুরীষগন্ধি ও অল্পরক্ত হয় এবং জ্বর, মূর্চ্ছা, বমি, দাহ, কাস ও শ্বাস হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে এলা, চক্র (তগর), সর্পাক্ষী (লোহিতপুষ্প শঙ্খপুষ্পীভেদ), গন্ধনাকুলী (রাস্না), রক্তচন্দন ও মহাসুগন্ধি ("দুন্দুভিস্বনীয়োক্ত অগদ") এই সকল একত্র করিয়া অগদ করিবে এবং প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। অগ্নিবর্ণার দংশনে দংশে দাহ, অত্যন্ত স্রাব, জ্বর, চোষ, কণ্ডূ, লোমহর্ষ, দাহ ও স্ফোট হয়। এস্থলে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক কৃষ্ণাবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৪৮। সর্ব্বপ্রকার লূতাবিষেই সারিবা, বেণা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, পদ্ম এই সকল দ্রব্য ও শ্লেষ্মাতকের ("বহুবারের") ত্বক্ সকল বিষেই প্রয়োগ করিবে। সর্ব্ব বিষেই ক্ষীরপিপ্পল প্রয়োগ করিবে। ৪৯। যে আট প্রকার লূতাবিষ কষ্টসাধ্য, তাহা বলা হইয়াছে। আবার অনিবার্য্য বিষদিগের মধ্যেও দুই প্রকার বলা হইল।

আঘ্রাতঃ সৌবর্ণিকাদংশঃ সফেনো মৎস্যগন্ধকঃ।
কাসশ্বাসৌ জ্বরস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা চাত্র সুদারুণা॥
আদংশে লাজবর্ণায়া আমং পূতি স্রবেদসৃক্।
দাহো মূর্চ্ছাতিসারশ্চ শিরোদুঃখঞ্চ জায়তে॥
ঘোরদংশস্তু জালিন্যা রাজিমানবদীর্য্যতে।
স্তম্ভঃ শ্বাসস্তমোবৃদ্ধিস্তালুশোষশ্চ জায়তে॥
এণীপদ্যাস্তথা দংশো ভবেৎ কৃষ্ণতিলাকৃতিঃ।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাজ্বরচ্ছর্দ্দি-কাসশ্বাসসমন্বিতঃ॥
দংশঃ কাকাণ্ডকাদষ্টে পাণ্ডুরক্তোঽতিবেদনঃ॥
রক্তো মালাগুণাদংশো ধূমগন্ধোঽতিবেদনঃ।
বিদীর্য্যতে চ বহুধা দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতঃ॥ ৫০
অসাধ্যানাং ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসিতম্।
দোষোচ্ছ্রায়বিশেষেণ চ্ছেদকর্ম্মবিবর্জ্জিতম্॥
সাধ্যাভিরপি লূতাভির্দষ্টমাত্রস্য দেহিনঃ।
বৃদ্ধিপত্রেণ মতিমান্ সম্যগাদংশমুদ্ধরেৎ।
জম্বোষ্ঠেনাগ্নিতপ্তেন দহেদাকরবারণাৎ॥
অমর্ম্মণি বিধানজ্ঞো বর্জ্জিতস্য জ্বরাদিভিঃ।
দংশস্যোৎকর্ত্তনং কুর্য্যাদল্পশ্বয়থুকস্য চ॥
মধুসৈন্ধবসংযুক্তৈরগদৈর্লেপয়েৎ ততঃ।
প্রিয়ঙ্গুরজনীকুষ্ঠ-সমঙ্গামধুকৈস্তথা॥
সারিবামধুকং দ্রাক্ষাং পয়স্যাং ক্ষীরমোরটম্।
বিদারীগোক্ষুরক্ষৌদ্রমধুকং পায়য়েত বা॥
ক্ষীরিণাং ত্বক্কষায়েণ সুশীতেন চ সেচয়েৎ।
উপদ্রবান্ যথাদোষং বিষঘ্নৈশ্চ প্রসাধয়েৎ॥
নস্যাঞ্জনাভ্যঞ্জনপানধূমং
তথাবপীড়ং কবলগ্রহঞ্চ।
সংশোধনঞ্চোভয়তঃ প্রযুঞ্জ্যা-
দ্রক্তং হরেচ্চাপি জলায়ুকাভিঃ॥ ৫১
কীটদুষ্টব্রণান্ সর্ব্বানহিদষ্টব্রণানপি।
আদংশপাকং যত্নেন চিকিৎসেৎ সর্পদষ্টবৎ॥
বিনিবৃত্তে ততঃ শোফে কর্ণিকাপাতনং হিতম্।
নিম্বপত্রং ত্রিবৃদ্দন্তী কুসুম্ভং রজনী মধু॥
গুগ্গুলুঃ সৈন্ধবং কিণ্বং বর্চ্চঃ পারাবতস্য চ।
বিষবৃদ্ধিকরঞ্চান্নং হিত্বা সম্ভোজনং হিতম্॥
বিষেভ্যঃ খলু সর্ব্বেভ্যো কর্ণিকামরুজাং স্থিরাম্।
প্রচ্ছয়িত্বা মধুযুতৈঃ শোধনীয়ৈরুপাচরেৎ॥
সপ্তষষ্ঠস্য কীটানাং শতস্যৈতদ্বিভাগশঃ।
দষ্টলক্ষণমাখ্যাতং চিকিৎসা চাপ্যনন্তরম্॥ ৫২
সবিংশমধ্যায়শতমেতদুক্তং বিভাগশঃ।
ইহোদ্দিষ্টাননির্দ্দিষ্টান্ সর্ব্বান্ বক্ষ্যাম্যথোত্তরে॥ ৫৩
সনাতনত্বাদ্ বেদানামক্ষরত্বাৎ তথৈব চ।

সম্প্রতি অবশিষ্ট ছয় প্রকার বিষের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। সৌবর্ণিকা লূতার দংশ আঘ্রাত (দগ্ধ ইষ্টকাদির সমানবর্ণ), ফেনযুক্ত ও মৎস্যগন্ধি হয় এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, তৃষ্ণা ও সুদারুণ মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। লাজবর্ণার দংশে আম ও পূতি রক্তের স্রাব হয় এবং দাহ, মূর্চ্ছা, অতিসার ও শিরোদুঃখ জন্মে। জালিনীর দংশ ঘোর, রাজিযুক্ত ও অবদীর্ণ হয় এবং স্তম্ভ, শ্বাস, তমোবৃদ্ধি ও তালুশোষ হইয়া থাকে। এণীপদীর দংশ কৃষ্ণতিলাকৃতি হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, বমি, কাস ও শ্বাস হয়। কাকাণ্ডকা লূতার দংশ পাণ্ডুরক্ত ও অতিবেদন হয়। মালাগুণা লূতার দংশ রক্ত, ধূমগন্ধ ও অতিবেদন হয়। ইহা বহুধা বিদীর্ণ হইয়া থাকে এবং দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর উৎপন্ন করে। ৫০। প্রাজ্ঞ ভিষক্ দোষের অবস্থাভেদে অসাধ্য দংশেরও চিকিৎসা করিবে। কিন্তু অসাধ্যস্থলে ছেদক্রিয়া করিবে না। সাধ্য লূতায় দংশন করিবামাত্র বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র দ্বারা সম্যক্রূপে দংশ উদ্ধার করিবে এবং জম্বোষ্ঠ নামক শস্ত্র অগ্নিতপ্ত করিয়া 'আকর-বারণহেতু' দগ্ধ করিবে। কিন্তু মর্ম্মস্থান দগ্ধ করিবে না। আর জ্বরাদি রোগ থাকিলে দগ্ধ করিবে না। দংশ অল্পশোথ হইলে উৎকর্ত্তন করিবে এবং মধুসৈন্ধবযুক্ত অগদযোগে লেপন করিবে। আর প্রিয়ঙ্গু, রজনী (হরিদ্রা), কুড়, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা) ও যষ্টিমধুযোগেও লেপন করিবে। সারিবা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পয়স্যা (অর্কপুষ্পী), ক্ষীরমোরট, বিদারী, গোক্ষুর, মধু ও যষ্টিমধু পান করাইবে। আর ক্ষীরিগণের ত্বকের কষায় শীতল করিয়া সেচন করিবে। আর উপদ্রব সকল দোষানুসারে বিষঘ্ন ঔষধযোগে চিকিৎসা করিবে। নস্য, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, ধূমপান, অবপীড়, কবলগ্রহ ও অধ-ঊর্দ্ধের শোধন, এমন কি জলৌকা দ্বারা রক্তহরণ পর্য্যন্ত করিবে। ৫১। কীটদূষিত ব্রণসমূহ এবং সর্পদষ্ট ব্রণসমূহের দংশপাক না হওয়া পর্য্যন্ত সর্পদষ্টের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অনন্তর শোথ নিবৃত্ত হইলে কর্ণিকা সকল ছেদন করিয়া ফেলিবে। নিম্বপত্র, ত্রিবৃৎ দন্তী, কুসুম্ভ, হরিদ্রা, মধু, গুগ্গুলু, সৈন্ধব, কিণ্ব ও পারাবতের বিষ্ঠা কর্ণিকাপাতন। আর বিষবৃদ্ধিকর নবান্নাদি সেবন করিবে না। সর্ব্বপ্রকার বিষেই বেদনাহীন দৃঢ় কর্ণিকা সকল প্রচ্ছানের পর, মধুযুক্ত শোধনসমূহযোগে উপাচরণ করিবে। এইরূপে সপ্তষষ্ঠশত (১৬৭) প্রকার কীটের বিভাগক্রমে সংক্ষেপতঃ লক্ষণ বলা হইল। পরে চিকিৎসাও বলা হইয়াছে। ৫২।

এইরূপে বিভাগক্রমে একশত বিংশ অধ্যায়ে পূর্ব্বতন্ত্র বর্ণিত হইল। আর এই সকল অধ্যায়ে শালাক্যাদি যে সকল অধ্যায় নামমাত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে অথচ বর্ণিত হয় নাই, তাহা উত্তরতন্ত্রে বর্ণনা করিব। ৫৩। বেদ সকল সনাতন, অক্ষর, দৃষ্টফল, দেহীদিগের হিতকর এবং বাক্যসমূহ ও অর্থসমূহের বিস্তার হেতু দেহীদিগের পূজিত।

তথা দৃষ্টফলত্বাচ্চ হিতত্বাদপি দেহিনাম্ ॥
বাক্‌সমূহার্থবিস্তারাৎ পূজিতত্বাচ্চ দেহিভিঃ।
চিকিৎসিতাৎ পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি সুশ্রুমঃ ॥
ঋষেরিন্দ্রপ্রভাবস্যামৃতযোনের্ভিষগ্‌গুরোঃ।
ধারয়িত্বা তু বিমলং মতং পরমসম্মতম্।
উক্তাহারসমাচার ইহ প্রেত্য চ মোদতে ॥ ৫৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়াং কল্পস্থানে কীটকল্পো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীসুশ্রুতাচার্য্যবিরচিতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়াং

কল্পস্থানং সমাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

চিকিৎসাশাস্ত্র সেই সকল বেদের অন্তর্গত। ইহার অপেক্ষা পুণ্যতম আর কোন শাস্ত্রের বিষয় শোনা যায় নাই। ইন্দ্র-প্রভাব অমৃতযোনি বৈদ্যগুরু ঋষি ধন্বন্তরির পরম সম্মত বিমল মত অবধারণ করিয়া রোগমুক্তির উপায়, স্বাস্থ্যবিধি এবং আহার ও আচারের অনুসরণ করিলে ইহপরলোকে আনন্দে থাকা যায়। ৫৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

কল্পস্থান সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সুশ্রুতসংহিতা।

উত্তরতন্ত্রম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত ঔপদ্রবিকমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

অধ্যায়ানাং শতে বিংশে যদুক্তমসকৃন্ময়া।
বক্ষ্যামি বহুধা সম্যগুত্তরেঽর্থানিমানিতি ॥
ইদানীং তৎ প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রমুত্তরমুত্তমম্।
নিখিলেনোপদিশ্যন্তে যত্র রোগাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥
শালাক্যশাস্ত্রাভিহিতা বিদেহাধিপকীর্ত্তিতাঃ।
যে চ বিস্তরতো দৃষ্টাঃ কুমারাবাধহেতবঃ ॥
ষট্‌সু কায়চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ
উপসর্গাদয়ো রোগা যে চাপ্যাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥
ত্রিষষ্টী রসসংসর্গাঃ স্বস্থবৃত্তং তথৈব চ
যুক্তার্থা যুক্তয়শ্চৈব দোষভেদাস্তথৈব চ ॥
যত্রোক্তা বিবিধা অর্থা রোগসাধনহেতবঃ ॥ ২
মহতস্তস্য তন্ত্রস্য দুর্গাধস্যাম্বুধেরিব।
আদাবেবোত্তমাঙ্গস্থান্ রোগানভিদধাম্যহম্।
সংখ্যয়া লক্ষণৈশ্চাপি সাধ্যাসাধ্যক্রমেণ চ ॥ ৩
বিদ্যাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলবাহল্যং স্বাঙ্গুষ্ঠোদরসম্মিতম্।
দ্ব্যঙ্গুলং সর্ব্বতঃ সার্দ্ধং ভিষঙ্‌নয়নবুদ্বুদম্।
সুবৃত্তং গোস্তনাকারং সর্ব্বভূতগুণোদ্ভবম্ ॥
পলং ভুবোঽগ্নিতো রক্তং বাতাৎ কৃষ্ণং সিতং জলাৎ।
আকাশাদশ্রুমার্গাশ্চ জায়ন্তে নেত্রবুদ্বুদে ॥ ৪
দৃষ্টিকাত্র তথা বক্ষ্যে যথা ব্রূয়াদ্বিশারদঃ।
নেত্রায়মত্রিভাগন্তু কৃষ্ণমণ্ডলমুচ্যতে।
কৃষ্ণাৎ সপ্তমমিচ্ছন্তি দৃষ্টিং দৃষ্টিবিশারদাঃ ॥ ৫
মণ্ডলানি চ সন্ধীংশ্চ পটলানি চ লোচনে
যথাক্রমং বিজানীয়াৎ পঞ্চ ষট্ চ ষড়েব চ ॥ ৬
পক্ষ্মবর্ত্মশ্বেতকৃষ্ণদৃষ্টীনাং মণ্ডলানি তু।

প্রথম অধ্যায়।

ঔপদ্রবিক।

অনন্তর আমরা 'ঔপদ্রবিক অধ্যায়' ব্যাখ্যা করিব। ১। পূর্ব্বতন্ত্রের এক শত বিংশ অধ্যায়ে আমি যাহার কথা অনেক বার বলিয়াছি, এক্ষণে সেই উত্তরতন্ত্র বিস্তারপূর্ব্বক কহিব। এই তন্ত্রে পৃথগ্-বিধ রোগ সকল বিস্তারপূর্ব্বক কহিতেছি। শালাক্যতন্ত্রে যে সকল রোগ অভিহিত আছে, বিদেহাধিপ জনক যে ষট্‌সপ্ততি নেত্ররোগের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, বালরোগকারক যে সকল স্কন্দগ্রহ, প্রভৃতি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, ঋষিপ্রবর অগ্নিবেশ প্রভৃতির বর্ণিত ছয় প্রকার কায়চিকিৎসাতে যে সকল উপসর্গাদি ও আগন্তুক রোগ দৃষ্ট হইয়াছে এবং ছয় রসের উপসর্গে যে ত্রিষষ্টি প্রকার রসের উদয় হইয়া থাকে, তাহা এই উত্তরতন্ত্রে বর্ণিত হইল। তদ্ভিন্ন ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি, প্রমাণসংগ্রহ, তন্ত্রযুক্তি, দোষত্রয়ের বিভেদ এবং রোগনাশের উপায়ভূত বিবিধ অর্থ বর্ণিত হইল। ২। অগাধ সমুদ্রের ন্যায় এই মহান্ তন্ত্রের প্রারম্ভে উত্তমাঙ্গের রোগ সকল বর্ণনা করিব। অর্থাৎ উহাদের সংখ্যা, লক্ষণ ও সাধ্যাসাধ্যত্ব বর্ণনা করিব। ৩।

নেত্ররোগ।

নয়নবুদ্বুদের বেধ ('স্থূলতা' ইতি ভাবমিশ্র) নিজের অঙ্গুষ্ঠের পরিমাণের দুই অঙ্গুল। আর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুল ("অর্দ্ধ-তৃতীয়াঙ্গুল" ইতি টীকাকার)। ইহা সুবৃত্ত, গোস্তনাকার এবং পাঞ্চভৌতিক ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইহার মাংস ক্ষিতি হইতে, রক্ত অগ্নি হইতে, কৃষ্ণভাগ বায়ু হইতে, শ্বেতভাগ জল হইতে এবং অশ্রুমার্গসমূহ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। ৪। পূর্ব্বাচার্য্যেরা দৃষ্টিমণ্ডলের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহাই কহিতেছি। কৃষ্ণমণ্ডল নেত্রদৈর্ঘ্যের তৃতীয়ভাগ। আর দৃষ্টিমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলের সপ্তমভাগ। ৫। নয়নে মণ্ডল পাঁচটী, সন্ধি ছয়টী এবং পটল ছয়টী। ৬। পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্মমণ্ডল (চোখের পাতা), শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল এবং দৃষ্টিমণ্ডল এই পাঁচটী

অনুপূর্ব্বন্তু তে মধ্যাশ্চত্বারোঽন্ত্যা যথোত্তরম্‌ ॥ ৭
পক্ষ্মবর্ত্মগতঃ সন্ধির্বর্ত্মশুক্লগতোঽপরঃ।
শুক্লকৃষ্ণগতস্তন্যঃ কৃষ্ণদৃষ্টিগতোঽপরঃ ॥
ততঃ কনীনকগতঃ ষষ্ঠশ্চাপাঙ্গগঃ স্মৃতঃ ॥ ৮
দ্বে বর্ত্মপটলে বিদ্যাচ্চত্বার্য্যন্যানি চাক্ষিণি।
জায়ন্তে তিমিরং যেষু ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ ॥
তেজোজলাশ্রিতং বাহ্যং তেষ্বন্যৎ পিশিতাশ্রিতম্‌।
মেদস্তৃতীয়ং পটলমাশ্রিতন্ত্বস্থি চাপরম্‌ ॥
পঞ্চমাংশসমং দৃষ্টেস্তেষাং বাহুল্যমিষ্যতে ॥ ৯
শিরাণাং কণ্ডরাণাঞ্চ মেদসঃ কৃষ্ণবন্ধনে।
গুণাঃ কালাৎ পরঃ শ্লেষ্মা বন্ধনেঽক্ষ্ণোঃ শিরাযুতঃ ॥
শিরানুসারিভির্দোষৈর্বিগুণৈরূর্দ্ধমাগতৈঃ।
জায়ন্তে নেত্রভাগেষু রোগাঃ পরমদারুণাঃ ॥ ১০
তত্রাবিলং সসংরম্ভমশ্রুপূর্ণোপদেহবৎ।
গুরুষাচোষরাগাদ্যৈর্জুষ্টঞ্চাব্যক্তলক্ষণৈঃ ॥

মণ্ডলের মধ্যে দৃষ্টিমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যে, কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতমণ্ডলের মধ্যে, শ্বেতমণ্ডল বর্ত্মমণ্ডলের মধ্যে এবং বর্ত্মমণ্ডল পক্ষ্মমণ্ডলের মধ্যে। আর বর্ত্মমণ্ডলের পর শ্বেতমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডলের পর কৃষ্ণমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডলের পর দৃষ্টিমণ্ডল অবস্থিত বলা যায়। ৭। সন্ধি ছয়টী বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে পক্ষ্ম ও বর্ত্মের-সন্ধি একটী। বর্ত্ম ও শ্বেতের সন্ধি একটী। শ্বেত ও কৃষ্ণের সন্ধি একটী। কৃষ্ণ ও দৃষ্টির সন্ধি একটী। কনীনিকাগত সন্ধি একটী (কনীনিকা শব্দের অর্থ নাসা ও নয়নের সন্ধিস্থল) এবং অপাঙ্গগত সন্ধি একটী। ৮। পটল (স্তর) ছয়টী বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্মপটল দুইটী। আর চারিটী পটল চক্ষুর মধ্যে। সেই চারিটী পটল বিকৃত হইলে পরম দারুণ তিমির রোগ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে বাহ্য পটল অক্ষিগোলকের প্রথম পটল; উহা তেজ ও রস ধাতুর আশ্রয়। দ্বিতীয় পটল মাংসাশ্রিত। তৃতীয় পটল মেদকে এবং চতুর্থপটল অস্থিকে আশ্রয় করিয়া আছে। পটলদিগের মিলিত স্থূলতা দৃষ্টিমণ্ডলের পঞ্চমাংশ। [এস্থলে তেজঃ শব্দের অর্থ রক্ত ইতি ভাবমিশ্র]। ৯। শিরাসমূহ (শিরা ও ধমনী), কণ্ডরাসমূহ (স্নায়ুসমূহ) ও মেদ কৃষ্ণভাগের বন্ধন-স্বরূপ [অর্থাৎ প্রধান অবলম্বন] আর শিরাযুক্ত শ্লেষ্মা শুক্লভাগের বন্ধন-স্বরূপ। দোষ সকল বিগুণ হইয়া শিরাপথে ঊর্দ্ধগত হইলেই নেত্রভাগে পরম দারুণ রোগ সকল উৎপন্ন হয়। ১০। অক্ষিরোগের পূর্ব্বরূপ বলা হইতেছে;—নয়ন আবিল হয়, ঈষৎ শোথ-যুক্ত হয়, লিপ্ত হয় (অথবা মলবৃদ্ধি হয়) এবং নেত্রে গুরুতা, ওষ, চোষ ও রাগাদি হইয়া থাকে [এস্থলে বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই চতুষ্টয়ের প্রকোপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইল]। বর্ত্মে ঈষৎ বেদনা এবং বর্ত্ম শূকপূর্ণের ন্যায় বোধ হওয়া বর্ত্ম-প্রকোপের পূর্ব্বরূপ। অথবা

সশূলং বর্ত্মকোপেষু শূকপূর্ণাভমেব চ।
বিহন্যমানং রূপে বা ক্রিয়াস্বক্ষি যথা পুরা ॥ ১১
দৃষ্ট্বৈব ধীমান্‌ বুধ্যেত দোষেণাধিষ্ঠিতঞ্চ তৎ।
তত্র সম্ভবমাসাদ্য যথাদোষং ভিষগ্‌জিতম্‌।
বিদধ্যান্নেত্রজা রোগা বলবন্তঃ স্যুরন্যথা ॥ ১২
সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদানপরিবর্জ্জনম্‌।
বাতাদীনাং প্রতীঘাতঃ প্রোক্তো বিস্তরতঃ পুনঃ ॥ ১৩
উষ্ণাভিতপ্তস্য জলপ্রবেশাদ্দূরেক্ষণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
প্রসক্তসংরোদনশোককোপ-ক্লেশাভিঘাতাদতিমৈথুনাচ্চ ॥
শুক্তারণালাম্লকুলত্থমাষ নিষেবণাদ্বেগবিনিগ্রহাচ্চ।
স্বেদাদ্রজোধূমনিষেবণাচ্চ ছর্দ্দের্বিঘাতাদ্বমনাতিযোগাৎ।
বাষ্পগ্রহাৎসূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চনেত্রেবিকারানূজনয়ন্তি দোষাঃ॥১৪
বাতাদ্দশ তথা পিত্তাৎ কফাচ্চৈব ত্রয়োদশ।
রক্তাৎ ষোড়শ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বজাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
তথা বাহ্যৌ পুনর্দ্বৌ চ রোগাঃ ষট্‌সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৫
হতাধিমন্থো নিমিষো দৃষ্টির্গম্ভীরিকা চ যা।
যচ্চ বাতহতং বর্ত্ম ন তে সিধ্যন্তি বাতজাঃ ॥

অক্ষির নিমেষাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত ও অযথা রূপ-দর্শন অক্ষিরোগের পূর্ব্বরূপ। ১১। অক্ষি যে দোষে অধিষ্ঠিত, তাহা চক্ষু দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। অক্ষিরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। কেননা নেত্রজ রোগ সকল বলবান্‌ হইয়া থাকে। ১২। অক্ষিরোগের পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট হইবামাত্রেই সংক্ষেপতঃ এইরূপ চিকিৎসা বিহিত হয়। যথা;—যে কারণে রোগের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা পরিহার করিতে হয়। আর বাতাদি দোষের যেরূপে প্রতীকার করিতে হয়, তাহা চিকিৎসিতস্থানে সবিস্তার বলা হইয়াছে। ১৩। উষ্ণতপ্ত হইয়া জলে প্রবেশ করিলে, দূরস্থ বস্তু নিরীক্ষণ করিলে, দিবানিদ্রা বা রাত্রি-জাগরণ করিলে, অনবরত রোদন, শোক, কোপ বা ক্লেশ হইলে, আঘাত পাইলে, অতি মৈথুন করিলে, শুক্ত আরণাল অম্ল কুলত্থ ও মাষ অধিক সেবন করিলে, বেগ ধারণ করিলে, অতিরিক্ত স্বেদ গ্রহণ করিলে, বমিবেগ ধারণ করিলে, বমনের অতিযোগ হইল, অশ্রুবেগ ধারণ করিলে এবং সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ করিলে দোষ সকল কুপিত হইয়া নেত্রে রোগ সকল উৎপাদন করে। [ভাব-প্রকাশের পাঠ ;—"প্রসক্তসংরোদনশোকতাপাৎ শিরোভি-ঘাতাদতিশীঘ্রযানাৎ। তথা ঋতূনাঞ্চ বিপর্য্যয়েণ" ইত্যাদি]। ১৪। বাত হইতে দশ; পিত্ত হইতে দশ, কফ হইতে ত্রয়োদশ, রক্ত হইতে ষোড়শ আর সন্নিপাত হইতে পঁচিশটী নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়। আর বাহ্য কারণে দুইটী নেত্ররোগ হয়। তবেই সর্ব্বশুদ্ধ নেত্ররোগসংখ্যা ৭৬টী হইতেছে। [এ স্থলে বাহ্য কারণ দুইটী ;—আঘাত ও দেবতাদি দর্শনহেতু শক্তি হনন]। ১৫। হতাধিমন্থ, নিমিষ, গম্ভীরিকা দৃষ্টি এবং বাতহত বর্ত্ম এই সকল

যাপ্যোঽথ তন্ময়ঃ কাচঃ সাধ্যাঃ স্যুঃ শুষ্কমারুতাঃ।
শুষ্কাক্ষিপাকাধিমন্থ-স্যন্দমারুতপর্য্যয়াঃ॥ ১৬
অসাধ্যো হ্রস্বজাড্যো যো জলস্রাবশ্চ পৈত্তিকঃ।
পরিম্লায়ী চ নীলশ্চ যাপ্যঃ কাচোঽথ তন্ময়ঃ॥
অভিষ্যন্দোঽধিমন্থোঽম্লাধ্যুষিতং শুক্তিকাহ্বয়া।
দৃষ্টিঃ পিত্তবিদগ্ধা চ পোথক্যো লগণশ্চ যঃ॥ ১৭
অসাধ্যঃ কফজঃ স্রাবো যাপ্যঃ কাচোঽথ তন্ময়ঃ।
অভিষ্যন্দাঽধিমন্থশ্চ বলাসগ্রথিতঞ্চ যৎ॥
দৃষ্টিঃ শ্লেষ্মবিদগ্ধা চ পোথক্যো লগণশ্চ যঃ।
ক্রিমিগ্রন্থিপরিক্লিন্ন-বর্ত্ম শুক্লার্ম্মপিষ্টকাঃ॥
শ্লেষ্মোপনাহঃ সাধ্যাস্তু কথিতাঃ শ্লেষ্মজেষু তু॥ ১৮
রক্তস্রাবোঽজকাজাতং শোণিতার্শোঽবলম্বিতম্।
শুক্রং ন সাধ্যং কাচশ্চ যাপ্যস্তজ্জঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মন্থস্যন্দৌ ক্লিষ্টবর্ত্ম হর্ষোৎপাতৌ তথৈব চ।
শিরাজাবঞ্জনাখ্যা চ শিরাজালঞ্চ যৎ স্মৃতম্॥
পর্ব্বণ্যথাব্রণং শুক্রং শোণিতার্শ্মার্জ্জুনশ্চ যঃ।
এতে সাধ্যা বিকারেষু রক্তজেষু ভবন্তি হি॥ ১৯
পূয়স্রাবো নাকুলান্ধ্যমক্ষিপাকাত্যয়োঽলজী।
অসাধ্যাঃ সর্ব্বজা যাপ্যাঃ কাচঃ কোপশ্চ পক্ষ্মণঃ॥
বর্ত্মবিবন্ধো যো ব্যাধিঃ শিরাসু পিড়কা চ যা।
প্রস্তার্য্যর্ম্মাধিমাংসার্ম্ম স্নায়ুর্ম্মোৎসঙ্গিনী চ যা॥
পূয়ালসশ্চার্ব্বুদঞ্চ শ্যাবকর্দ্দমবর্ত্মনী।
তথার্শোবর্ত্ম শুক্রার্শঃ শর্করাবর্ত্ম যচ্চ বৈ॥
সশোফশ্চাপ্যশোফশ্চ পাকো বহলবর্ত্ম চ।
অক্লিন্নবর্ত্ম কুম্ভীকা বিসবর্ত্ম চ সিধ্যতি॥ ২০
সনিমিত্তোঽনিমিত্তশ্চ দ্বাবসাধ্যৌ তু বাহ্যজৌ॥ ২১
ষট্‌সপ্ততিবিকারাণামেষা সংগ্রহকীর্ত্তনা॥ ২২
নব সন্ধ্যাশ্রয়াস্তেষু বর্ত্মজাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
শুক্রভাগে দশৈকশ্চ চত্বারঃ কৃষ্ণভাগজাঃ॥
সর্ব্বাশ্রয়া সপ্তদশ দৃষ্টিজা দ্বাদশৈব তু।
বাহ্যজৌ দ্বৌ সমাখ্যাতৌ রোগৌ পরমদারুণৌ॥
ভূয় এতান্ প্রবক্ষ্যামি সংখ্যারূপচিকিৎসিতৈঃ॥ ২৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে ঔপদ্রবিকো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সন্ধিগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
পূয়ালসঃ সোপনাহঃ স্রাবাঃ পর্ব্বণিকালজী।
কৃমিগ্রন্থিশ্চ বিজ্ঞেয়া রোগাঃ সন্ধিগতা নব॥ ২॥
পক্বঃ শোফঃ সন্ধিজঃ সংস্রবেদ্‌যঃ
সান্দ্রং পূয়ং পূতিপূয়ালসঃ সঃ।
গ্রন্থির্নাল্পো দৃষ্টিসন্ধাবপাকঃ
কণ্ডুপ্রায়ো নীরুজস্তূপনাহঃ॥

বাতজ রোগ অসাধ্য। বাতজ কাচরোগ যাপ্য। শুষ্ক, অক্ষিপাক, অধিমন্থ, স্যন্দ ও মারুতরোগ সাধ্য, ইহারাও বাতজ। ১৬। পিত্তজ হ্রস্বজাড্য ও জলস্রাব রোগ অসাধ্য। আর পিত্তজ পরিম্লায়ী, নীল ও কাচরোগ যাপ্য। পিত্তজ অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, অম্লাধ্যুষিত, শুক্তিকা এবং পিত্তজ পোথক্য ও লগণ সাধ্য। ১৭। কফজ স্রাব অসাধ্য। কফজ কাচ যাপ্য। কফজ অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, বলাসগ্রথিত, পোথক্য, লগণ, ক্রিমিগ্রন্থি, ক্লিন্নবর্ত্ম, শুক্ল অর্ম্ম, পিষ্টক ও শ্লেষ্মোপনাহ সাধ্য। ১৮। রক্তস্রাব, অজকা, শোণিতার্শ ও ক্ষতশুক্রক এই চারিটী রক্তজ রোগ অসাধ্য। রক্তজ কাচ যাপ্য। আর মন্থ, স্যন্দ, ক্লিষ্টবর্ত্ম, হর্ষোৎপাত, শিরাজদ্বয়, অঞ্জন, পর্ব্বমধ্যে শিরাজাল, অব্রণশুক্র, শোণিতার্ম্ম ও অর্জ্জুন এই একাদশটী সাধ্য। ১৯। সান্নিপাতিক নেত্ররোগের মধ্যে পূয়স্রাব, নকুলান্ধতা, অক্ষিপাক ও অলজী এই চারিটী অসাধ্য। কাচ ও পক্ষ্মকোপ যাপ্য। বর্ত্মাববন্ধ, শিরাসমূহে পিড়কা, প্রস্তারি অর্ম্ম, অধিমাংস অর্ম্ম, স্নায়ুর্ম্ম, উৎসঙ্গিনী, পূয়ালস, অর্ব্বুদ, শ্যাববর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম, অর্শোবর্ত্ম, শুক্রার্শ, শর্করাবর্ত্ম, শোথযুক্ত পাক, শোথহীন পাক, বহলবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, কুম্ভীকা, বিসবর্ত্ম এই উনিশটী রোগ সাধ্য। ২০। আঘাত জন্য ও দেবাদি সাক্ষাৎকারহেতু দৃষ্টিহননজন্য দুই প্রকার বাহ্য নেত্ররোগ অসাধ্য। ২১। এইরূপে ৭৬ প্রকার রোগের সংগ্রহ বর্ণিত হইল। ২২। সন্ধিরোগ নয়টী। বর্ত্মজ রোগ একুশটী। শুক্রভাগে এগারটী। কৃষ্ণভাগে চারিটী। সর্ব্বনেত্রগত সতরটী। দৃষ্টিজ বারটী। এবং পরম-দারুণ বাহ্যজ রোগ দুইটী। পুনর্ব্বার ইহাদের সংখ্যা, রূপ ও চিকিৎসা বর্ণনা করিব। ২৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সন্ধিগতরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা সন্ধিগতরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। সন্ধিগত রোগ নয়টী। যথা;—পূয়ালস, উপনাহ, চারি প্রকার স্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী ও কৃমিগ্রন্থি। ২। কনীনিকাসন্ধিতে যে শোথ পক্ব হইয়া পূতি ঘন পূয স্রাব করিতে থাকে, তাহাকে পূয়ালস কহে (ইহা সান্নিপাতিক)। কৃষ্ণ ও দৃষ্টির সন্ধিতে যে অনল্প (বৃহৎ), ঈষৎপাকী, কণ্ডুপ্রায় ও ঈষৎ বেদনাযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপনাহ কহে। কুপিত দোষ সকল অশ্রুবাহী শিরাপথে সন্ধিসমূহে গমন করিয়া স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত চারি প্রকার স্রাব উৎপন্ন করে। তাহাতে বেদনা থাকে না। কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনালী কহিয়া

গত্বা সন্ধীনক্রমার্গেণ দোষাঃ
কুর্য্যুঃ স্রাবান্ রুগিহীনান্ সলিঙ্গান্।
তান্ বৈ স্রাবান্ নেত্রনাড়ীমথৈকে
তস্যা লিঙ্গং কীর্ত্তয়িষ্যে চতুর্দ্ধা॥
(ক) পাকঃ সন্ধৌ সংস্রবেদ্‌যশ্চ পূয়ং
পূয়াস্রাবো নৈকরূপঃ প্রদিষ্টঃ॥
(খ) শ্বেতং সান্দ্রং পিচ্ছিলং যঃ স্রবেচ্চ
শ্লেষ্মাস্রাবো নীরুজঃ স প্রদিষ্টঃ॥
(গ) রক্তাস্রাবঃ শোণিতোত্থঃ সরক্তং
কোষ্ণং নাল্পং সংস্রবেন্নাতিসান্দ্রম্॥
(ঘ) পীতাভাসং নীলমুষ্ণং জলাভং
পিত্তস্রাবঃ সংস্রবেৎ সন্ধিমধ্যাৎ॥ ৩
তাম্রা তন্বী দাহশূলোপপন্না
রক্তাজ্জ্ঞেয়া পর্ব্বণী বৃত্তশোফা।
জাতা সন্ধৌ কৃষ্ণশুক্লেহলজী স্যাৎ
তস্মিন্নেবাখ্যাপিতা পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ॥ ৪
জন্তুগ্রন্থির্বর্ত্মনঃ পক্ষ্মণশ্চ
কণ্ডুং কুর্য্যুর্জন্তবঃ সন্ধিজাতাঃ।
নানারূপা বর্ত্মশুক্লস্য সন্ধৌ
চরন্তোহন্তর্নয়নং দূষয়ন্তি॥ ৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে সন্ধিগতরোগ-
বিজ্ঞানীয়ো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ॥ ২॥

থাকেন। এই সকল স্রাবের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ যথা;—(ক) কনীনিকা-সন্ধির মধ্যে শোথ পক হইয়া পূযস্রাব করে। এই পূয সান্নিপাতিক হওয়াতে ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ হয় না [ভাবপ্রকাশের উদ্ধৃত পাঠ যথা;—"শোথঃ সন্ধৌ সংস্রবেদ্ যস্ত পক্বঃ পূয়ং স্রাবঃ সর্ব্বজঃ স্মৃতঃ স্যাৎ"]। (খ) সন্ধি হইতে শ্বেত সান্দ্র পিচ্ছিল ও বেদনাহীন স্রাব নির্গত হইতে থাকিলে তাহাকে শ্লেষ্মজ স্রাব বলা যায়। (গ) রক্তকোপ জন্য রক্তস্রাব ঈষৎ রক্তবর্ণ, ঈষৎ উষ্ণ; অনল্প ও অনতিসান্দ্র। [ভাবপ্রকাশের পাঠ যথা;—"রক্তস্রাবঃ শোণিতাদ্ যো বিকারো গচ্ছেদুষ্ণং তত্র রক্তং প্রভূতম্"]। (ঘ) পিত্তস্রাব সন্ধিমধ্য হইতে পীতবর্ণ, নীল, উষ্ণ বা জলবর্ণ স্রাব করিয়া থাকে। ৩। কৃষ্ণ ও শুক্লের সন্ধিস্থানে তাম্রবর্ণ দাহপাকযুক্ত গোলাকার শোথ রক্ত হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে পর্ব্বণী বলা যায়। আর সেই সন্ধিতেই অলজী নামক শোথ উৎপন্ন হয়। "রক্তা সিতা স্ফোটচিতা দারুণা ত্বলজী ভবেৎ"]। ৪। বর্ত্ম ও পক্ষ্মের সন্ধিস্থলে কৃমিগ্রন্থি জন্মিয়া থাকে। ইহা কৃমিজাত ও কণ্ডুযুক্ত। এই সকল ক্রিমি নানারূপ। ইহারা বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থানে বিচরণ করে এবং অভ্যন্তরে ভক্ষণ করিয়া নয়নকে দূষিত করিয়া থাকে। ৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

অথাতো বর্ত্মগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

পৃথগ্দোষাঃ সমস্তাশ্চ যদা বর্ত্মব্যপাশ্রয়াঃ।
শিরা ব্যাপ্যাবতিষ্ঠন্তে বর্ত্মস্বধিকমূর্চ্ছিতাঃ॥
বিবর্দ্ধ্য মাংসং রক্তঞ্চ তদা বর্ত্মব্যপাশ্রয়ান্।
বিকারান্ জনয়ন্ত্যাশু নামতস্তান্ নিবোধত॥
উৎসঙ্গিন্যথ কুম্ভীকা পোথক্যো বর্ত্মশর্করা।
তথার্শোবর্ত্ম শুষ্কার্শস্তথৈবাঞ্জননামিকা॥
বহলং বর্ত্ম যচ্চাপি ব্যাধির্বর্ত্মাববন্ধকঃ।
ক্লিষ্টকর্দ্দমবর্ত্মাখ্যৌ শ্যাববর্ত্ম তথৈব চ॥
প্রক্লিন্নমপরিক্লিন্নং বর্ত্ম বাতহতঞ্চ যৎ।
অর্ব্বুদং নিমিষশ্চাপি শোণিতার্শশ্চ যৎ স্মৃতম্॥
লগণো বিসনামা চ পক্ষ্মকোপস্তথৈব চ।
একবিংশতিরিত্যেতে বিকারা বর্ত্মসংশ্রয়াঃ॥ ২
নামভিস্তে সমুদ্দিষ্টা লক্ষণৈস্তান্ প্রচক্ষ্মহে।
পিড়কাভ্যন্তরমুখী বাহ্যোহধোবর্ত্মসংশ্রয়া।
বিজ্ঞেয়োৎসঙ্গিনী নাম তদ্রূপপিড়কান্বিতা॥ ৩

তৃতীয় অধ্যায়।

বর্ত্মগতরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা বর্ত্মগতরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় বর্ণনা করিব। ১। দোষ সকল পৃথক্ পৃথক্ বা সমস্ত এককালে অতিশয় কুপিত হইয়া বর্ত্মে আশ্রয়পূর্ব্বক বর্ত্মমধ্যগত শিরাসমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে। তাহাতে মাংস ও রক্ত বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ত্মাশ্রিত রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। যথা,—উৎসঙ্গিনী, কুম্ভীকা, পোথক্য, বর্ত্মশর্করা, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অঞ্জননামিকা (ভাবপ্রকাশের পাঠ—অঞ্জনদূষিকা), বহলবর্ত্ম, বর্ত্মাববন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, বর্ত্মার্ব্বুদ, নিমিষ, রক্তার্শঃ, লগণ, বিসবর্ত্ম ও পক্ষ্মকোপ (ভাবপ্রকাশের পাঠ 'পক্ষ্মকোপ' স্থানে 'কুঞ্চন') এই একবিংশতি প্রকার বর্ত্মরোগ। ২। উহাদের নাম বলা হইল। এক্ষণে লক্ষণ বলা হইতেছে। যে পিড়কার মুখ বর্ত্মের অভ্যন্তরে, অথচ যাহা উন্নত বলিয়া বহির্ভবের ন্যায় বোধ হয়, যাহা বর্ত্মের অধোভাগে আশ্রিত, তাহাকে উৎসঙ্গিনী বলে। ইহা বর্ত্মের ক্রোড়স্থ পিড়কার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। [ভাবপ্রকাশের পাঠ যথা;—"অভ্যন্তরমুখী তাম্রা বাহ্যতো বর্ত্মসংশ্রয়া। সোৎসঙ্গোৎসঙ্গপিড়কা সর্ব্বজা স্থূলকণ্ডুরা"। অর্থ যথা;—ইহার মুখ বর্ত্মের অভ্যন্তরে। বর্ত্মের বহির্দ্দেশে ইহার বর্ণ তাম্র। ইহা উৎসঙ্গযুক্ত অর্থাৎ অন্তঃপূয। ইহা উৎসঙ্গপিড়কা অর্থাৎ ইহার ক্রোড়ে বহুসংখ্যক পিড়কা থাকে। ইহা সান্নিপাতিক, স্থূল ও কণ্ডুযুক্ত। ইহা নিম্নবর্ত্মে জন্মিয়া থাকে ইতি বিদেহ]। ৩।

কুম্ভীকবীজপ্রতিমাঃ পিড়কাঃ পক্ষ্মবর্ত্মনোঃ।
আধ্মায়ন্তে তু ভিন্না যাঃ কুম্ভীকপিড়কাস্তু তাঃ॥ ৪
কণ্ডূস্রাবান্বিতা গুর্ব্ব্যো রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ।
পিড়কাশ্চ রুজাবত্যঃ পোথক্য ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥ ৫
পিড়কাভিঃ সসূক্ষ্মাভির্ঘনাভিরভিসংবৃতা।
পিড়কা যা খরা স্থূলা সা জ্ঞেয়া বর্ত্মশর্করা॥ ৬
এর্ব্বারুবীজপ্রতিমাঃ পিড়কা মন্দবেদনাঃ
সূক্ষ্মাঃ খরাশ্চ বর্ত্মস্থাস্তদর্শোবর্ত্ম কীর্ত্ত্যতে॥ ৭
দীর্ঘোঽঙ্কুরঃ খরঃ স্তব্ধো দারুণো বর্ত্মসম্ভবঃ।
ব্যাধিরেষ সমাখ্যাতঃ শুষ্কার্শ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ ৮
দাহতোদবতী তাম্রা পিড়কা বর্ত্মসম্ভবা।
মৃদ্বী মন্দরুজা সূক্ষ্মা জ্ঞেয়া সাঽঞ্জননামিকা॥ ৯
বর্ত্মোপচীয়তে যস্য পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ।
সবর্ণাভিঃ সমাভিশ্চ বিদ্যাদ্বহলবর্ত্ম তৎ॥ ১০
কণ্ডূমতাল্পতোদেন বর্ত্মশোফেন যো নরঃ।
ন সমং ছাদয়েদক্ষি ভবেদ্বন্ধঃ স বর্ত্মনঃ॥ ১১
মৃদ্বল্পবেদনং তাম্রং যদ্বর্ত্ম সমমেব চ।
অকস্মাচ্চ ভবেদ্রক্তং ক্লিষ্টবর্ত্ম তদাদিশেৎ॥ ১২
ক্লিষ্টং পুনঃ পিত্তযুক্তং বিদহেচ্ছোণিতং যদা।
তদা ক্লিন্নত্বমাপন্নমুচ্যতে বর্ত্মকর্দ্দমম্‌॥ ১৩
যদ্বর্ত্ম বাহ্যতোঽন্তশ্চ শ্যাবং শূনং সবেদনম্‌।
দাহকণ্ডূপরিক্লেদি শ্যাববর্ত্মেতি তন্মতম্‌॥ ১৪
অরুজং বাহ্যতঃ শূনমন্তঃক্লিন্নং স্রবত্যপি।
কণ্ডূনিস্তোদভূয়িষ্ঠং ক্লিন্নবর্ত্ম তদুচ্যতে॥ ১৫
যস্য ধৌতানি ধৌতানি সম্বধ্যন্তে পুনঃপুনঃ।
বর্ত্মান্যপরিপক্কানি বিদ্যাদক্লিন্নবর্ত্ম তৎ॥ ১৬
বিমুক্তসন্ধি নিশ্চেষ্টং বর্ত্ম যস্য নিমীল্যতে।
এতদ্বাতহতং বিদ্যাৎ সরুজং যদিবাঽরুজম্‌॥ ১৭
বর্ত্মান্তরস্থং বিষমং গ্রন্থিভূতমবেদনম্‌।
বিজ্ঞেয়মর্ব্বুদং পুংসাং সরক্তমবলম্বিতম্‌॥ ১৮
নিমেষিণীঃ শিরা বায়ুঃ প্রবিষ্টো বর্ত্মসংশ্রয়াঃ।
চালয়েদতি বর্ত্মানি নিমেষঃ স গদো মতঃ॥ ১৯
ছিন্নাশ্ছিন্না বিবর্দ্ধন্তে বর্ত্মস্থা মৃদবোঽঙ্কুরাঃ।
দাহকণ্ডূরুজোপেতাস্তেঽর্শঃ শোণিতসম্ভবম্‌॥ ২০
অপাকঃ কাঠিনঃ স্থূলো গ্রন্থির্বর্ত্মভবোঽরুজঃ।
সকণ্ডূঃ পিচ্ছিলঃ কোলপ্রমাণো লগণস্তু সঃ॥ ২১
শূনং যদ্বর্ত্ম বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্বিতম্‌।
বিসমন্তর্জলমিব বিসবর্ত্মেতি তন্মতম্‌॥ ২২
পক্ষ্মাশয়গতা দোষাস্তীক্ষ্ণাগ্রাণি খরাণি চ।
নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি পক্ষ্মাণি তৈর্জুষ্টঞ্চাক্ষি দূয়তে॥

যাহা দেখিতে কুম্ভীক (দাড়িমাকার ফল) বীজের ন্যায়, যাহা পক্ষ্ম ও বর্ত্মের মধ্যে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা ভিন্ন হইলে আধ্মাত হয়, তাহাকে কুম্ভীক কহে। [ভাবপ্রকাশের পাঠ—"বর্ত্মান্তে পিড়কা ধ্মাতা ভিদ্যন্তে চ স্রবন্তি চ, কুম্ভীকবীজসদৃশাঃ কুম্ভীকাঃ সন্নিপাতজাঃ"]।৪। কণ্ডূস্রাবযুক্ত, গুরু, রক্তসর্ষপ সদৃশ ও বেদনাযুক্ত পিড়কাদিগকে পোথকী কহে। ৫। বর্ত্মমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন পিড়কায় পরিবৃত স্থূল ও খর (তীক্ষ্ণাগ্র) পিড়কাকে বর্ত্মশর্করা কহে। ৬। দেখিতে কাঁকুড়বীজের ন্যায়; অথচ অল্প বেদনাযুক্ত, মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র পিড়কাকে অর্শোবর্ত্ম কহে। ৭। শুষ্কার্শ বর্ত্মের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। ইহা দীর্ঘাঙ্কুর, খর, স্তব্ধ ও অতিশয় ক্লেশকর। ৮। অঞ্জন নামক বর্ত্মজ পিড়কা দাহ ও তোদযুক্ত হয়। ইহা তাম্রবর্ণ, মৃদু, অল্পবেদন ও সূক্ষ্ম। ৯। সমান বর্ণ ও সমান পিড়কাসমূহে বর্ত্ম সমন্তাৎ ব্যাপ্ত হইলে, বহলবর্ত্ম কহে। ১০। যে বর্ত্মশোথ কণ্ডূযুক্ত ও অল্প তোদযুক্ত হয় এবং যাহা উৎপন্ন হইলে চক্ষু সমানভাবে বোজা যায় না, তাহাকে বর্ত্মবন্ধ কহে। ১১। বর্ত্মদ্বয় যুগপৎ মৃদু, অল্পবেদন, তাম্রবর্ণ ও অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম কহে। ১২। ক্লিষ্টবর্ত্ম রোগ পিত্তাধিক হইলে রক্ত বিদগ্ধ হয় এবং ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে বর্ত্মকর্দ্দম কহে। ১৩। যে বর্ত্ম বাহ্য ও অন্তর উভয়তই শ্যাববর্ণ, শোথযুক্ত ও বেদনাযুক্ত হয় এবং দাহ কণ্ডূ ও ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে; তাহাকে শ্যাববর্ত্ম কহে। ১৪। অল্পবেদন, বাহ্যতঃ শূন (শোথযুক্ত), অন্তরে আর্দ্রভাবাপন্ন, এমন কি স্রাবও করিয়া থাকে, অথচ অতিশয় কণ্ডূ ও তোদযুক্ত হয়, এরূপ বর্ত্মকে ক্লিন্নবর্ত্ম কহে। ১৫। পুনঃপুনঃ ধৌত হইলেও পুনঃপুনঃ বদ্ধ হয় অথচ পাকে না, এরূপ বর্ত্মদ্বয়কে অক্লিন্নবর্ত্ম কহে। ১৬। যে রোগে বর্ত্মসন্ধি বিশ্লিষ্ট হওয়াতে নিমেষ-উন্মেষ-রহিত হয় এবং চক্ষু নিমীলিত হয় না, তাহাকে বাতহতবর্ত্ম কহে। ইহাতে বেদনা থাকে, নাও থাকে। ১৭। বর্ত্মের অভ্যন্তরে অবর্ত্তুল, গ্রন্থিভূত (কঠিন), অল্পবেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ ও অপ্রস্ত পিড়কা হইলে তাহাকে অর্ব্বুদ কহে। ১৮। বায়ু বর্ত্মস্থ নিমেষিণী শিরা সকলকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্মদ্বয়কে অতিশয় চালিত করিলে, তাহাকে নিমেষ রোগ কহে। ১৯। যে বর্ত্মস্থ মৃদু অঙ্কুর সকল বারবার ছিন্ন হইলেও বর্দ্ধিত হয় এবং যাহাতে দাহ, কণ্ডূ ও বেদনা থাকে, তাহাকে শোণিতার্শ কহে। ২০। যাহা পাকে না, যাহা কঠিন স্থূল অল্পবেদন কণ্ডূযুক্ত পিচ্ছিল ও কুলের মত বড়, বর্ত্মে এইরূপ গ্রন্থি জন্মিলে তাহাকে লগণ (বা নগণ) কহে। ২১। যে শোথযুক্ত বর্ত্ম জলমধ্যস্থ মৃণালের ন্যায় বহু সূক্ষ্মচ্ছিদ্রে পরিবৃত, তাহাকে বিসবর্ত্ম কহে। ২২। দোষ সকল পক্ষ্মাশয়ে আশ্রিত হইয়া তীক্ষ্ণাগ্র ও খরস্পর্শ পক্ষ্ম সকল উৎপন্ন করে। তাহাতে অক্ষির অতিশয় ক্লেশ হয়। ঐ সকল পক্ষ্ম উৎপাটিত হইলে পুনর্ব্বার শান্তি

উৎপাটিতৈঃ পুনঃ শান্তিঃ পক্ষ্মভিশ্চোপজায়তে।
বাতাতপানলদ্বেষী পক্ষ্মকোপঃ স উচ্যতে ॥ ২৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে বর্ত্মগতরোগবিজ্ঞানীয়ো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শুক্লগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

প্রস্তারিশুক্লক্ষতজাধিমাংস-
স্নায়ুর্মসংজ্ঞাঃ খলু পঞ্চ রোগাঃ।
স্যুঃ শুক্তিকা চার্জ্জুনপিষ্টকৌ চ
জালং শিরাণাং পিড়কাশ্চ যাঃ স্যুঃ ॥
রোগা বলাসগ্রথিতেন সার্দ্ধ-
মেকাদশাক্ষ্ণোঃ খলু শুক্লভাগে ॥ ২
প্রস্তারি প্রথিতমিহার্ম্ম শুক্লভাগে
বিস্তীর্ণং তনু রুধিরপ্রভং সনীলম্।
শুক্লাখ্যং মৃদু কথয়ন্তি শুক্লভাগে
সশ্বেতং সমমিহ বর্দ্ধতে চিরেণ ॥
যন্মাংসং প্রচয়মুপৈতি শুক্লভাগে
পদ্মাভং তদুপদিশন্তি লোহিতার্ম্ম ॥
বিস্তীর্ণং মৃদু বহলং যকৃৎপ্রকাশং
শ্যাবং বা তদধিকমাংসজার্ম্ম বিদ্যাৎ।
শুক্লে যৎ পিশিতমুপৈতি বৃদ্ধিমেতৎ
স্নায়্বর্ম্মেত্যভিপঠিতং খরং প্রপাণ্ডু ॥
শ্যাবাঃ স্যুঃ পিশিতনিভাস্তু বিন্দবো
যে শুক্তির্বা সিতনয়নে স শুক্তিসংজ্ঞঃ।
একো যঃ শশরুধিরোপমস্তু বিন্দুঃ
শুক্লস্থো ভবতি তমর্জ্জুনং বদন্তি ॥
উৎসন্নঃ সলিলনিভোঽথ পিষ্টশুক্লো
বিন্দুর্যঃ সভবতি পিষ্টকঃ সুবৃত্তঃ।
জালাভঃ কঠিনশিরো মহান্ সরক্তঃ
সন্তানঃ স্মৃত ইহ জালসংজ্ঞিতস্তু ॥
শুক্লস্থাঃ সিতপিড়কাঃ শিরাবৃতা যা-
স্তা বিদ্যাদসিতসমীপজাঃ শিরাজাঃ
কাংস্যাভো ভবতি শিরাবৃতঃ সিতে যো
বিন্দুর্বা স তু নিরুজো বলাসকাখ্যঃ ॥ ৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শুক্লগতরোগবিজ্ঞানীয়ো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কৃষ্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

যৎ সব্রণং শুক্রমথাব্রণং বা
পাকাত্যয়শ্চাপ্যজকা তথৈব।
চত্বার এতেঽভিহিতা বিকারাঃ
কৃষ্ণাশ্রয়াঃ সংগ্রহতঃ পুরস্তাৎ ॥ ২

হয়। এই রোগে চক্ষুতে বায়ু, আতপ, অগ্নি ভাল লাগে না। ইহাকেই পক্ষ্মকোপ কহে। ২৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শুক্লগতরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা শুক্লগতরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। শুক্লভাগের রোগ একাদশ। যথা :—প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, ক্ষতজার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম ও স্নায়ূর্ম্ম এই পাঁচটী অর্ম্ম। আর শুক্তিকা, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপিড়কা ও বলাসগ্রন্থি এই ছয়টী রোগ। ২। শুক্লভাগে বিস্তীর্ণ তনু রক্তবর্ণ ঈষৎ নীল মাংসসঞ্চয়কে প্রস্তারিমাংস কহে। শুক্লভাগে ঈষৎ শ্বেত কোমল সমতল মাংসসঞ্চয়কে শুক্লার্ম্ম কহে। ইহা বিলম্বে বৃদ্ধি পায়। শুক্লভাগে পদ্মবর্ণ (অরুণবর্ণ) অর্ম্ম হইলে তাহাকে লোহিতার্ম্ম (রক্তার্ম্ম বা ক্ষতজ অর্ম্ম) কহে। শুক্লভাগে বিস্তীর্ণ কোমল বহল (পুরু), যকৃদ্বর্ণ বা শ্যাববর্ণ মাংসসঞ্চয়কে অধিমাংসার্ম্ম কহে। শুক্লভাগে যে তীক্ষ্ণাগ্র ও অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ মাংসসঞ্চয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্নায়ূর্ম্ম কহে। শুক্লভাগে শ্যাববর্ণ বা মাংসসদৃশ বা শুক্তিবর্ণ বিন্দু সকল উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে শুক্তি কহে। শুক্লভাগে শশকের রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ একটী মাত্র বিন্দু উৎপন্ন হইলে তাহাকে অর্জ্জুন কহে। শুক্লভাগে উন্নত জলসদৃশ বা পিষ্টকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ সুগোল বিন্দু উৎপন্ন হইলে তাহাকে পিষ্টক কহে। জালসদৃশ কঠিন শিরাযুক্ত বৃহৎ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ শিরাসন্ততিকে শিরাজাল কহে। কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী, শুক্লভাগে উৎপন্ন, শ্বেতবর্ণ, শিরাবৃত ও শিরাজাত পিড়কাদিগকে শিরাপিড়কা কহে। শুক্লভাগে শ্বেতবর্ণ শিরাবৃত ও বেদনা-বিহীন বিন্দু উৎপন্ন হইলে তাহাকে বলাসগ্রথিত কহে। [ভাবপ্রকাশের পাঠ—"কাংস্যাভোঽমৃদুরথ বারিবিন্দুকল্পো বিজ্ঞেয়ো নয়নসিতে বলাসসংজ্ঞঃ]।৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কৃষ্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা কৃষ্ণগতরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। সব্রণ শুক্র, অব্রণ শুক্র, অক্ষিপাকাত্যয় এবং

নিম্নরূপং হি ভবেত্তু কৃষ্ণে
সূচ্যেব বিদ্ধং প্রতিভাতি যদ্বৈ।
স্রাবং স্রবেদুষ্ণমতীব রুক্ চ
তৎ সব্রণং শুক্রমুদাহরন্তি॥
দৃষ্টেঃ সমীপে ন ভবেত্তু যচ্চ
ন চাবগাঢ়ং ন চ সংস্রবেদ্ধি।
অবেদনাবন্ন চ যুগ্মশুক্রং
তৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি কদাচিদেব॥
স্থিতং যদা ভাত্যসিতপ্রদেশে
স্যন্দাত্মকং নাতিরুগশ্রুযুক্তম্।
বিহায়সীবাভ্রদলানুকারি
তদব্রণং সাধ্যতমং বদন্তি॥
গম্ভীরজাতং বহলঞ্চ শুক্রং
চিরোত্থিতঞ্চাপি বদন্তি কৃচ্ছ্রম্॥
বিচ্ছিন্নমধ্যং পিশিতাবৃতং বা
চলং শিরাসক্তমদৃষ্টিকৃচ্চ।
দ্বিত্বগ্‌গতং লোহিতমন্ততশ্চ
চিরোত্থিতঞ্চাপি বিবর্জনীয়ম্॥
উষ্ণাশ্রুপাতঃ পিড়কা চ কৃষ্ণে
যস্মিন্ ভবেন্মুদ্গনিভঞ্চ শুক্রম্।
তদপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি কেচি-
দন্যচ্চ যৎ তিত্তিরিপক্ষতুল্যম্॥
সংছাদ্যতে শ্বেতনিভেন সর্ব্ব-
দোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলঞ্চ।
তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপ-
সমুত্থিতং তীব্ররুজং বদন্তি॥
অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্
সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রঃ।
বিদার্য্য কৃষ্ণং প্রচয়োঽভ্যুপৈতি
তঞ্চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ॥ ৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে কৃষ্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

অজকা কৃষ্ণমণ্ডলে এই চারি প্রকার রোগ হয় বলা হইয়াছে। ২। নিমগ্ন (অন্তঃপ্রবিষ্টের ন্যায় ঈষৎ দৃশ্যরূপ), সূচীর ন্যায় গোল, সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনাযুক্ত, সর্ব্বক্ষণ উষ্ণস্রাবী ও অতিশয় বেদনাযুক্ত শুক্রকে সব্রণ (ক্ষতযুক্ত) শুক্র কহে। যে সব্রণ শুক্র দৃষ্টির সমীপে না হয়, অধিক মগ্ন না হয়, অতিশয় স্রাব না করে, অতিশয় বেদনাযুক্ত না হয় এবং যুগ্ম না হয়, তাহা কদাচিৎ সাধ্য হইয়া থাকে। যে অব্রণ শুক্র অভিষ্যন্দহেতু জাত, অনতিবেদনাবিশিষ্ট, অশ্রুযুক্ত এবং যাহা আকাশস্থ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণমণ্ডলে প্রকাশ পায়, তাহা সাধ্যতম। গম্ভীরজাত, বহল (পুরু) ও বহুকালজ শুক্র কৃচ্ছ্রসাধ্য। যদি অব্রণ শুক্র, মাংস বিদীর্ণ হওয়াতে মধ্যে নিম্ন বা সচ্ছিদ্রের ন্যায় হয়, যদি মাংসাঙ্কুরসমূহে আবৃত হয়, যদি সচলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, যদি শিরাসক্ত হয়, যদি দর্শনশক্তির লোপকারী হয়, যদি দুই পটলে ব্যাপ্ত হয়, যদি প্রান্তে লোহিতবর্ণ হয় এবং চিরজাত হয়, তবে অসাধ্য। আর যে শুক্ররোগে কৃষ্ণমণ্ডলে উষ্ণাশ্রুপাত ও পিড়কা হয় এবং যাহা মুদ্গসদৃশ, তাহাও অসাধ্য। আর যে শুক্র তিত্তির পক্ষীর পক্ষের ন্যায় আচ্ছাদনবিশিষ্ট, তাহাও অসাধ্য। সর্ব্বদোষ কুপিত হওয়াতে যদি কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতবর্ণে আচ্ছন্ন হয়, তবে তাহাকে অক্ষিপাক কহে। ইহা অক্ষিকোপ হইতে উৎপন্ন হয় এবং তীব্রবেদন হইয়া থাকে। যে মেদঃসঞ্চয় উন্নত হইয়া উঠে, যাহা দেখিতে শুষ্ক অজাপুরীষের ন্যায়, যাহা বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিত এবং যাহাতে লোহিত পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হয় আর যাহা কৃষ্ণমণ্ডলকে বিদীর্ণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে অজকাজাত কহে। ৩।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

স্যন্দাস্তু চত্বার ইহোপদিষ্টাস্তাবন্ত এবেহ তথাধিমন্থাঃ।
শোফান্বিতোঽশোফযুতশ্চ পাকাবিত্যেবমেতে দশ সম্প্রদিষ্টাঃ
হতাধিমন্থোঽনিলপর্য্যয়শ্চ শুষ্কাক্ষিপাকোঽন্যত এব বাতঃ।
দৃষ্টিস্তথাম্লাধ্যুষিতা শিরাণামুৎপাতহর্ষাবপি সর্ব্বভাগাঃ॥
প্রায়েণ সর্ব্বে নয়নাময়াস্তে ভবন্ত্যভিষ্যন্দনিমিত্তমূলাঃ।
তস্মাদভিষ্যন্দমুদীর্য্যমাণমুপাচরেদাশু হিতায় ধীমান্॥ ২
নিস্তোদনং স্তম্ভনরোমহর্ষ-সঙ্ঘর্ষপারুষ্যশিরোঽভিতাপাঃ।
বিশুষ্কভাবাঃ শিশিরাশ্রুতা চ বাতাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

সর্ব্বগতরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা সর্ব্বগতরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [সর্ব্বগত রোগ অর্থাৎ সমস্ত নেত্রগত রোগ]। ১। অভিষ্যন্দ চারি প্রকার বলা হইয়াছে। অধিমন্থও চারি প্রকার বলা হইয়াছে। শোথযুক্ত অক্ষিপাক ও শোথহীন অক্ষিপাকও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নেত্ররোগ দশ প্রকার। হতাধিমন্থ, অনিলপর্য্যায়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিত দৃষ্টি, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ এই সাতটী রোগও সর্ব্বনেত্রগত। প্রায়ই সমস্ত নেত্ররোগ অভিষ্যন্দ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অভিষ্যন্দ উদীর্য্যমাণ হইলে রোগীর হিতার্থ আশু চিকিৎসা বিধেয়। ২। নিস্তোদ, স্তম্ভ, রোমহর্ষ, সংঘর্ষ (কর্কর্ করা), পারুষ্য, শিরোব্যথা,

দাহপ্রপাকৌ শিশিরাভিনন্দা ধূমায়নং বাষ্পসমুচ্ছ্রয়শ্চ।
উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতা চ পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥
উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোফঃ কণ্ডূপদেহৌ সিততাতিশৈত্যম্
স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥
তাম্রাশ্রুতা লোহিতনেত্রতা চ রাজ্যঃ সমন্তাদতিলোহিতাশ্চ।
পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥৩

বৃদ্ধৈরেতৈরভিষ্যন্দৈর্নরাণামক্রিয়াবতাম্।
তাবন্তস্ত্বধিমন্থাঃ স্যুর্নয়নে তীব্রবেদনাঃ ॥
উৎপাট্যত ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্মথ্যতে তথা।
শিরসোঽর্দ্ধঞ্চ তং বিদ্যাদধিমন্থং স্বলক্ষণৈঃ ॥
নেত্রমুৎপাট্যত ইব মথ্যতেঽরণিবচ্চ যৎ।
সঙ্ঘর্ষতোদনির্ভেদ-মাংসসংরব্ধমাবিলম্ ॥
কুঞ্চনাস্ফোটনাধ্মান-বেপথুব্যথনৈর্যুতম্।
শিরসোঽর্দ্ধঞ্চ যেন স্যাদধিমন্থঃ স মারুতাৎ ॥ ৪
রক্তরাজিচিতং স্রাবি বহ্নিনেবাবদহ্যতে।
যকৃৎপিণ্ডোপমং দাহি ক্ষারেণাক্তমিব ক্ষতম্ ॥
প্রপক্বোচ্ছূনবর্ত্মান্তং সস্বেদং পীতদর্শনম্।
মূর্চ্ছাশিরোদাহযুতং পিত্তেনাক্ষ্যধিমন্থিতম্ ॥ ৫
শোফবন্নাতিসংরব্ধং স্রাবকণ্ডূসমন্বিতম্।
শৈত্যগৌরবপৈচ্ছিল্যদূষিকাহর্ষণান্বিতম্ ॥
রূপং পশ্যতি দুঃখেন পাংশুপূর্ণমিবাবিলম্।
নাসাধ্মানশিরোদুঃখযুতং শ্লেষ্মাভিমন্থিতম্ ॥ ৬
বন্ধুজীবপ্রতীকাশং তাম্যতি স্পর্শনাক্ষমম্।
রক্তাস্রাবং সনিস্তোদং পশ্যত্যগ্নিনিভা দিশঃ ॥
রক্তমগ্নারিষ্টবচ্চ কৃষ্ণভাগশ্চ লক্ষ্যতে।
যদ্দীপ্তং রক্তপর্য্যন্তং তদ্রক্তেনাভিমন্থিতম্ ॥ ৭
হন্যাদ্দৃষ্টিং সপ্তরাত্রাৎ কফোত্থো-
ঽধীমন্থোঽস্রক্সম্ভবঃ পঞ্চরাত্রাৎ।
ষড়্রাত্রাদ্বা মারুতোত্থো নিহন্যা-
ন্মিথ্যাচারাৎ পৈত্তিকঃ সদ্য এব ॥ ৮
কণ্ডূপদেহাশ্রুযুতঃ পক্বোডুম্বরসন্নিভঃ।
দাহসংহর্ষতাম্রত্ব-শোফনিস্তোদগৌরবৈঃ ॥
জুষ্টো মুহুঃ স্রবেদ্বাস্রমুষ্ণশীতাম্বু পিচ্ছিলম্।
সংরম্ভী পচ্যতে যশ্চ নেত্রপাকঃ স শোফজঃ ॥
শোফহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোফজে ॥ ৯
অন্তঃশিরাণাং শ্বসনঃ স্থিতো দৃষ্টিং প্রতিক্ষিপন্।
হতাধিমন্থং জনয়েৎ তমসাধ্যং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০
পক্ষ্মদ্বয়াক্ষিভ্রুবমাশ্রিতস্তু যত্রানিলঃ সঞ্চরতি প্রদুষ্টঃ।
পর্য্যায়শশ্চাপি রুজঃ করোতি তং বাতপর্য্যায়মুদাহরন্তি ॥ ১১

বিশুষ্কভাব এবং অশ্রুজলের শীতলতা বাতজ অভিষ্যন্দের লক্ষণ। দাহ, পাক, শীতলপ্রিয়তা, ধূমায়ন (ধূমোদ্গমের ন্যায় বোধ), বাষ্পসমুচ্ছ্রয় (অশ্রুবাহুল্য), উষ্ণাশ্রুতা ও পীতনেত্রতা পিত্তজ অভিষ্যন্দের লক্ষণ। উষ্ণপ্রিয়তা, গুরুতা, অক্ষিশোথ, কণ্ডূ, উপলিপ্ততা, শ্বেততা, অতি শৈত্য এবং মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব কফাভিষ্যন্দের লক্ষণ। অশ্রুজলের তাম্রবর্ণতা, লোহিতনেত্রতা, সমন্তাৎ অতি লোহিত রাজিসমূহ এবং পিত্তের অন্যান্য লক্ষণসমূহ রক্তাভিষ্যন্দের লক্ষণ। ৩। এই সকল অভিষ্যন্দ চিকিৎসার অভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নয়নে ঐ কয় প্রকার তীব্রবেদন অধিমন্থ হয়। অধিমন্থের সামান্য লক্ষণ যথা ;—যেন নেত্র অতিশয় উৎপাটিত হইতে থাকে, যেন মস্তকের অর্দ্ধাংশ নির্মথিত হয় [এই দুই লক্ষণ অভিষ্যন্দে থাকে না]। অনন্তর বাতপিত্তাদি ক্রমে উহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে। ৪। যেন নেত্র উৎপাটিত হইতে থাকে, যেন অরণির ন্যায় মথিত হইতে থাকে, নয়নে সঙ্ঘর্ষ (করকরাণি) উপস্থিত হয়, সূচিভেদবৎ যাতনা হইতে থাকে, শস্ত্রভেদবৎ যাতনা হইতে থাকে, মাংস ফুলিয়া উঠে, নেত্র আবিল হয় এবং মস্তকে কুঞ্চন, আস্ফোটন, আধ্মান, বেপথু ও ব্যথা হয়। বাতিক অধিমন্থের এই সকল লক্ষণ। ৪। পৈত্তিক অধিমন্থের লক্ষণ যথা ;—চক্ষু রক্তরাজিতে ব্যাপ্ত হয়, স্রাব হইতে থাকে, যেন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকে। চক্ষু দেখিতে যকৃৎপিণ্ডের ন্যায় হয়, ক্ষারাক্ত ক্ষতের ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে, অতিশয় পাকযুক্ত, স্ফীত, 'বর্ত্মান্ত', স্বেদযুক্ত ও পীতদর্শন হয় এবং মূর্চ্ছা ও শিরোদাহ হইয়া থাকে। ৫। শ্লৈষ্মিক অধিমন্থের লক্ষণ যথা ;—নেত্র শোথযুক্ত, অনতিসংরব্ধ (অনতিস্ফীত) স্রাবকণ্ডূসংযুক্ত, শৈত্যযুক্ত, গৌরবযুক্ত, পিচ্ছিলতাযুক্ত, দূষিকাযুক্ত (পিচুটীযুক্ত) এবং হর্ষণযুক্ত হয়। দৃশ্য বস্তু কষ্টে দৃষ্ট হয়, চক্ষু পাংশুপূর্ণের ন্যায় আবিল হয়। নাসা আধ্মাত এবং মস্তক বেদনাযুক্ত হয়। ৬। রক্তজ অধিমন্থের লক্ষণ যথা ;—নেত্রমণ্ডল দেখিতে বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায় হয়, ক্লেশিত হয়, স্পর্শাসহ হয়। রক্তস্রাব হইতে থাকে, সূচীভেদনবৎ অনুভব হয়, দিক্‌সমূহ অগ্নিসদৃশ হয়, কৃষ্ণভাগ রক্তমগ্ন অরিষ্টফলের ন্যায় লক্ষিত হয় এবং প্রদীপ্ত হইয়া থাকে আর পর্য্যন্ত ভাগসমূহ রক্তবর্ণ হয়। ৭। রোগী মিথ্যাচারপরায়ণ হইলে শ্লৈষ্মিক অধিমন্থ রোগে এক সপ্তাহে দৃষ্টি নষ্ট করে। রক্তজ অধিমন্থে পঞ্চরাত্রে দৃষ্টি নষ্ট করে। বাতিক অধিমন্থে ছয়রাত্রে এবং পৈত্তিক অধিমন্থে সদ্যই নষ্ট করে। ৮। যে রোগে নেত্রে কণ্ডূ ও উপলিপ্ততা হয়, নেত্র পক্ব উডুম্বরের ন্যায় দৃষ্ট হয় ; নেত্রে দাহ, হর্ষণ, তাম্রতা, শোথ, নিস্তোদ ও গুরুতা হয় ; মুহুর্মুহুঃ উষ্ণ শীতল ও পিচ্ছিল অশ্রুনিঃসৃত হয় এবং নেত্র শোথযুক্ত হয়, তাহাকে শোথজ অক্ষিপাক কহে। অক্ষিপাক শোথজ না হইলে তাহাতে শোথ থাকে না ; পরন্তু অন্যান্য লক্ষণ থাকে। ৯। বায়ু শিরাসমূহে আশ্রয় করিয়া দৃষ্টিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করে। ইহাকে হতাধিমন্থ কহে। ইহা অসাধ্য [কেহ কেহ 'বহির্নিক্ষিপ্ত' না বলিয়া 'শুষ্ক' বলেন]। ১০। প্রদুষ্ট বায়ু কখন পক্ষ্মদ্বয়ে, কখন অক্ষিতে, কখন বা ভ্রূতে আশ্রয় করিয়া বেদনা

যৎ কূণিতং দারুণরুক্ষবর্ত্ম বিলোকনে বাবিলদর্শনং যৎ।
সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ শুষ্কাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি ১২
যস্যাবটুকর্ণশিরোহনুস্থো মন্যাগতো বাপ্যনিলোঽন্যতো বা।
কুর্য্যাদ্রুজোঽতি ভ্রুবি লোচনে বা তমন্যতোবাতমুদাহরন্তি ১৩
অম্লেন ভুক্তেন বিদাহিনা চ সঞ্ছাদ্যতে সর্ব্বত এব নেত্রম্।
শোফান্বিতং লোহিতকৈঃ সনীলৈরেতাদৃগম্লাধ্যুষিতং বদন্তি ১৪

অবেদনা বাপি সবেদনা বা
যস্যাক্ষিরাজ্যো হি ভবন্তি তাম্রাঃ।
মুহুর্ব্বিরজ্যন্তি চ তাঃ সমন্তা-
দ্ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ॥ ১৫
মহাক্ষিরোৎপাত উপেক্ষিতস্তু
জায়েত রোগস্তু শিরাপ্রহর্ষঃ।
তাম্রাচ্ছমস্রং স্রবতি প্রগাঢ়ং
তথা ন শক্নোত্যভিবীক্ষিতুঞ্চ॥ ১৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে সর্ব্বগতরোগ-
বিজ্ঞানীয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

উৎপাদন করে। ইহাকেই বাতপর্য্যায় কহে। ১১। শুষ্কাক্ষিপাকে নেত্র নিমীলিত হয়, বর্ত্ম কঠিন ও রুক্ষ হইয়া থাকে, চাহিতে গেলে দৃষ্টি আবিল হয় এবং উন্মেষ অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। ১২। অন্যতোবাত রোগে বায়ু অবটু (ঘাড়), কর্ণ, মস্তক, হনু বা মন্যাতে অবস্থিত হইয়া ভ্রূ বা লোচনে অতিশয় বেদনা উপস্থিত করে। ইহাকেই অন্যতোবাত কহে [যেহেতু বায়ু একস্থানে থাকিয়া অন্যস্থানে বেদনা উপস্থিত করে, এইজন্য ইহাকে অন্যতোবাত কহে]। ১৩। অম্ল বা বিদাহী দ্রব্য অতিশয় সেবন করিলে নেত্র সর্ব্বস্থলে ঈষৎ নীলবর্ণ রক্তিমাজালে আচ্ছন্ন হয় এবং শোথযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাকেই অম্লাধ্যুষিত কহে। ১৪। বেদনা থাকুক আর নাই থাকুক, যাহার অক্ষিরাজীসমূহ তাম্রবর্ণ হয় অথচ সর্ব্বত্র মুহুর্মুহুঃ প্রকৃতবর্ণবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহাকে শিরোৎপাত কহে। ১৫। শিরোৎপাত রোগ অধিক হইয়া উঠিলে অথচ উপেক্ষিত হইলে শিরাপ্রহর্ষ রোগ জন্মিয়া থাকে। তাহাতে চক্ষু হইতে তাম্রবর্ণ অচ্ছ অথচ প্রগাঢ় অশ্রু নির্গত হইতে থাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৬।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দৃষ্টিগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

মসূরদলমাত্রান্তু পঞ্চভূতপ্রসাদজাম্।
খদ্যোতবিস্ফুলিঙ্গাভ্যাং সিদ্ধাং তেজোভিরব্যয়ৈঃ॥
আবৃতাং পটলেনাক্ষ্ণোর্বাহ্যেন বিবরাকৃতিম্।
শীতসাত্ম্যাং নৃণাং দৃষ্টিমাহুর্নয়নচিন্তকাঃ॥
রোগাংস্তদাশ্রয়ান্ ঘোরান্ ষট্ চ ষট্ চ প্রচক্ষ্মহে।
পটলানুপ্রবিষ্টস্য তিমিরস্য চ লক্ষণম্॥ ২
শিরাভিরভিসম্প্রাপ্য বিগুণোঽভ্যন্তরে ভৃশম্।
প্রথমে পটলে দোষো যস্য দৃষ্টৌ ব্যবস্থিতঃ॥
অব্যক্তানি স রূপাণি সর্ব্বাণ্যেব প্রপশ্যতি॥ ৩
দৃষ্টির্ভৃশং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে।
মক্ষিকান্ মশকান্ কেশান্ জালকানি চ পশ্যতি॥
মণ্ডলানি পতাকাশ্চ মরীচীঃ কুণ্ডলানি চ।
পরিপ্লবাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষমভ্রং তমাংসি বা॥
দূরস্থান্যপি রূপাণি মন্যতে চ সমীপতঃ।
সমীপস্থানি দূরে চ দৃষ্টের্গোচরবিভ্রমাৎ॥
যত্নবানপি চাত্যর্থং সূচীপাশং ন পশ্যতি॥ ৪

সপ্তম অধ্যায়।

দৃষ্টিগতরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা দৃষ্টিগতরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। দৃষ্টির প্রমাণ মসূর-দলের ন্যায়। উহা পঞ্চভূতের সার হইতে উৎপন্ন হয়। উহা খদ্যোতের ন্যায় স্ফুলিঙ্গসম্পন্ন এবং অব্যয়তেজোবিশিষ্ট। উহা অক্ষির বাহ্য পটল দ্বারা আবৃত, দেখিতে বিবরাকৃতি [কিন্তু বাস্তবিক ছিদ্র নহে]। উহা শীতসাত্ম্য। এক্ষণে আমরা দৃষ্ট্যাশ্রিত দ্বাদশ রোগের বিবরণ কহিতেছি। আর আনুষঙ্গিক পটলানুগত তিমির রোগেরও লক্ষণ কহিতেছি। [দৃষ্টি ও পটল পরস্পর সংশ্রিত বলিয়া এবং রূপদর্শনে পটলেরও সামর্থ্য আছে বলিয়া উভয়গত রোগ একত্র বর্ণিত হইতেছে]। ২। বিগুণ দোষ শিরাসমূহযোগে অতিশয় অভ্যন্তরে আগত হইয়া দৃষ্টির প্রথম পটলে (কালকাস্থিতে) আশ্রিত হইলে সমস্ত রূপই অব্যক্তরূপে (ঝাঁপসা) দৃষ্ট হইয়া থাকে [ভাবমিশ্রমতে রূপ সকল কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত দৃষ্ট হয়]। ৩। প্রদুষ্ট দোষ দ্বিতীয় পটলে গত হইলে দৃষ্টি অতিশয় বিহ্বল হয়। এইরূপ বিহ্বল হওয়াতে মক্ষিকা, মশক, কেশ ও জালের ন্যায় পদার্থ সকল সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর মণ্ডলসমূহ, পতাকাসমূহ, মরীচিসমূহ, কুণ্ডলসমূহ, বিবিধাকৃতি নক্ষত্রগতি, বর্ষণ, মেঘ ও অন্ধকার দৃষ্ট হয়। দূরস্থ রূপ সকল সমীপস্থ বলিয়া মনে হয় এবং দৃষ্টিভ্রম হেতু সমীপস্থদিগকে দূরস্থ বোধ হইয়া থাকে। যত্ন করিলেও সূচীর ছিদ্র দেখা যায় না। ৪।

ঊর্দ্ধং পশ্যতি নাধস্তাৎ তৃতীয়ং পটলং গতে।
মহান্ত্যপি চ রূপাণি চ্ছাদিতানীব বাসসা॥
কর্ণনাসাক্ষিযুক্তানি বিপরীতানি বীক্ষতে।
যথাদোষঞ্চ রজ্যেত দৃষ্টির্দোষে বলীয়সি॥
অধঃস্থিতে সমীপস্থং দূরস্থঞ্চোপরিস্থিতে।
পার্শ্বস্থিতে তথা দোষে পার্শ্বস্থানি ন পশ্যতি॥
সমন্ততঃ স্থিতে দোষে সঙ্কুলানি চ পশ্যতি।
দৃষ্টিমধ্যগতে দোষে স একং মন্যতে দ্বিধা।
দ্বিধাস্থিতে ত্রিধা পশ্যেদ্বহুধা চানবস্থিতে॥ ৫
তিমিরাখ্যঃ স বৈ দোষশ্চতুর্থপটলং গতঃ।
রুণদ্ধি সর্ব্বতো দৃষ্টিং লিঙ্গনাশঃ স উচ্যতে॥
তস্মিন্নপি তমোভূতে নাতিরূঢ়ে মহাগদে
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রাবন্তরিক্ষে চ বিদ্যুতঃ॥
নির্ম্মলানি চ তেজাংসি ভ্রাজিষ্ণূনি চ পশ্যতি।
স এব লিঙ্গনাশস্তু নীলিকাকাচসংজ্ঞিতঃ॥ ৬
তত্র বাতেন রূপাণি ভ্রমন্তীব স পশ্যতি।
আবিলান্যরুণাভানি ব্যাবিদ্ধানি চ মানবঃ॥
পিত্তেনাদিত্যখদ্যোত-শক্রচাপতড়িদ্গুণান্।
শিখিবর্হবিচিত্রাণি নীলকৃষ্ণানি পশ্যতি॥ ৭
গৌরচামরগৌরাণি শ্বেতাভ্রপ্রতিমানি চ।
পশ্যেদসূক্ষ্মাণ্যত্যর্থং ব্যভ্রে চৈবাভ্রসংপ্লবম্॥
সলিলপ্লাবিতানীব পরিজাড্যানি মানবঃ।
কফেন পশ্যেদ্রূপাণি স্নিগ্ধানি চ সিতানি চ॥ ৮
তথা রক্তেন রক্তানি তমাংসি বিবিধানি চ।
হরিতশ্যাবকৃষ্ণানি ধূমধূম্রাণি চেক্ষতে॥ ৯
সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানীব পশ্যতি।
বহুধা বা দ্বিধা বাপি সর্ব্বাণ্যেব সমন্ততঃ।
হীনাধিকাঙ্গান্যথবা জ্যোতীংষ্যপি চ পশ্যতি॥ ১০
পিত্তং কুর্য্যাৎ পরিম্লায়ি মূর্চ্ছিতং রক্ততেজসা।
পীতা দিশস্তথোদ্যন্তম দিত্যমিব পশ্যতি।
বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব চ॥ ১১
বক্ষ্যামি ষড়্বিধং রাগৈর্লিঙ্গনাশমতঃ পরম্॥ ১২
রাগোঽরুণো মারুতজঃ প্রদিষ্টঃ
পিত্তাৎ পরিম্লায্যথবাপি নীলঃ।

দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রিত হইলে ঊর্দ্ধদিকে দর্শন হয়, অধোদিকে দর্শন হয় না। ঊর্দ্ধদিকে স্থূলাকার পদার্থ সকল বস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ হয়। প্রাণীদিগের কর্ণ নাসা ও অক্ষি সকল বিপরীত [ছিন্ন বা হীন] দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে দোষের বলবত্তা থাকে, তদনুসারে রূপসমূহের বর্ণ হয় [অর্থাৎ বায়ুর প্রবলতা থাকিলে শ্যাব বা অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে ইত্যাদি]। দোষ পটলের অধোদেশে অবস্থিত হইলে সমীপস্থ বস্তু দৃষ্ট হয় না, পটলের উপরিস্থিত হইলে দূরস্থ বস্তু দৃষ্ট হয় না, পার্শ্বস্থিত হইলে পার্শ্বস্থ বস্তু দৃষ্ট হয় না। দোষ দৃষ্টির মধ্যগত হইলে একই বস্তুকে দুইটী মনে হয়। দোষ পটলের সর্ব্বত্র থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সকল মিলিতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। দোষ দ্বিধাস্থিত হইলে বস্তু ত্রিধা দৃষ্ট হয় এবং দোষ অনবস্থিত (এক স্থানে না থাকিয়া চঞ্চল) হইলে বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে। [ভাবপ্রকাশের পাঠ যথা ;—"দৃষ্টিমধ্যস্থিতে দোষে মহদ্‌হ্রস্বঞ্চ পশ্যতি। দোষে দৃষ্টিস্থিতে তির্য্যগেকং বা মন্যতে দ্বিধা। দ্বিধা স্থিতে ত্রিধা পশ্যেৎ বহুধা চানবস্থিতে"] ৫। দোষ চতুর্থপটলগত হইলে, তাহাকে তিমির বলিয়া থাকে। এই তমোদর্শন রোগ দৃষ্টিকে সর্ব্বতঃ রোধ করিলে তাহাকে লিঙ্গনাশ কহে [এস্থলে লিঙ্গ শব্দের অর্থ দৃষ্টিশক্তি]। এই তমোভূত লিঙ্গনাশ নামক মহারোগ অনতিরূঢ় হইলে অন্তরীক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ এবং নির্ম্মল ভ্রাজিষ্ণু তেজ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার লিঙ্গনাশকে নীলিকা বা কাচ বলা যায়। ৬। তিমির রোগে বাতাধিক্য থাকিলে রূপ সকল ঘূর্ণমান দেখা যায় এবং আবিল, অরুণবর্ণ ও বক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিমির রোগে পিত্তাধিক্য থাকিলে সূর্য্য, খদ্যোত ও বিদ্যুতের ন্যায় পদার্থ সকল দৃষ্ট হয় এবং বস্তু সকল শিখিবর্হের ন্যায় বিচিত্র নীলকৃষ্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে [ভাবপ্রকাশের পাঠ ;—"পিত্তেনাদিত্যখদ্যোতশক্রচাপতড়িদ্‌গুণান্। নৃত্যতশ্চৈব শিখিনঃ সর্ব্বং নীলঞ্চ পশ্যতি॥" অর্থাৎ আদিত্য প্রভৃতির রূপ নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়]। ৭। তিমির রোগে কফাধিক্য থাকিলে রূপ সকল গৌরচামরবর্ণ, শ্বেতমেঘ-প্রতিম ও অত্যন্ত স্থূল দৃষ্ট হয়। মেঘ না থাকিলেও মেঘদিগের ইতস্ততঃ গমন দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্র সলিলপ্লাবের ন্যায় বোধ হয়। আর রূপ সকল স্নিগ্ধ ও শ্বেত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮। তিমির রোগে রক্তাধিক্য থাকিলে রূপ সকল রক্তবর্ণ, বিবিধ তমোবর্ণ এবং হরিত শ্যাব কৃষ্ণ ও ধূমবৎ ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। ৯। তিমির রোগ সান্নিপাতিক হইলে রূপ সকল বিচিত্র ও বিপরীত দৃষ্ট হয় এবং বহুধা বা দ্বিধা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি, সমস্তাৎ জ্যোতিঃসমূহ (তারকা সকল) হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ দৃষ্ট হয়। ১০। রক্তপিত্ত একদা কুপিত হইলে পরিম্লায়ী রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে দিক্ সকল পীতবর্ণ ও উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় বোধ হয় এবং বৃক্ষ সকল খদ্যোত ও তেজঃপুঞ্জে বিকীর্য্যমাণ বোধ হইয়া থাকে। [এই পরিম্লায়ী রোগ রাগপ্রাপ্ত না হইলে তিমির নামে অভিহিত হয় এবং রাগপ্রাপ্ত হইলে কাচ নাম প্রাপ্ত হয়। আবার দর্শনশক্তি কিঞ্চিৎ নষ্ট করিলে লিঙ্গনাশ নামে অভিহিত হয় ইতি টীকাকার]। ১১। অনন্তর অরুণাদি ষড়্বিধ রাগের সহিত ষড়্বিধ লিঙ্গনাশ ব্যাখ্যা করিতেছি। ১২। লিঙ্গনাশ রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ, পিত্তের আধিক্য থাকিলে পরিম্লায়ী বা নীলবর্ণ, কফের আধিক্য থাকিলে শ্বেতবর্ণ,

কফাৎ সিতঃ শোণিতজস্তু রক্তঃ
সমস্তদোষে২থ বিচিত্ররূপঃ ॥ ১৩
রক্তজং মণ্ডলং দৃষ্টৌ স্থূলকাচারুণপ্রভম্।
পরিম্লায়িনি রোগে স্যান্ম্লানাখ্যানীলকং মণ্ডলম্।
দোষক্ষয়াৎ কদাচিৎ স্যাৎ স্বয়ংতত্র চ দর্শনম্ ॥ ১৪
অরুণং মণ্ডলং বাতাচ্চঞ্চলং পরুষং তথা।
পিত্তান্মণ্ডলমানীলং কাংস্যাভং পীতমেব বা।
শ্লেষ্মণা বহলং স্নিগ্ধং শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরম্ ॥
চলৎপদ্মপলাশস্থঃ শুক্লবিন্দুরিবাম্ভসঃ।
মৃদ্যমানে চ নয়নে মণ্ডলং তদ্বিসর্পতি ॥ ১৫
প্রবালপদ্মপত্রাভং মণ্ডলং শোণিতাত্মকম্ ॥ ১৬
দৃষ্টিরাগো ভবেচ্চিত্রো লিঙ্গনাশে ত্রিদোষজে।
যথাস্বদোষলিঙ্গানি সর্ব্বেষ্বেব ভবন্তি হি ॥ ১৭
ষড়্লিঙ্গনাশাঃ ষড়িমে চ রাগা
দৃষ্ট্যাশ্রয়াঃ ষট্ চ ষড়েব চ স্যুঃ।
তথা নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ
কফেন চান্যস্তথ ধূমদর্শী।
যো হ্রস্বজাত্যো নকুলান্ধতা চ
গম্ভীরসংজ্ঞা চ তথৈব দৃষ্টিঃ ॥ ১৮
পিত্তেন দুষ্টেন গতেন দৃষ্টিং
পীতা ভবেদ্ যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
পীতানি রূপাণি চ মন্যতে যঃ
স মানবঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ।
প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলন্তু দোষে
দিবা ন পশ্যেন্নিশি বীক্ষতে চ ॥ ১৯
তথা নরঃ শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি-
স্তান্যেব শুক্লানি হি মন্যতে তু ॥
ত্রিষু স্থিতো২ল্পঃ পটলেষু দোষো
নক্তান্ধ্যমাপাদয়তি প্রসহ্য।
দিবা স সূর্য্যানুগৃহীতদৃষ্টি-
বীক্ষেত রূপাণি কফাল্পভাবাৎ ॥ ২০
শোকজ্বরায়াসশিরো২ভিতাপৈ-
রভ্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
স ধূমকান্ পশ্যতি সর্ব্বভাবাং-
স্তং ধূমদর্শীতি বদন্তি রোগম্ ॥ ২১
স হ্রস্বজাত্যো দিবসেষু কৃচ্ছ্রাদ্
হ্রস্বানি রূপাণি চ যো ন পশ্যেৎ।
রাত্রৌ স শীতানুগৃহীতদৃষ্টিঃ
পিত্তাল্পভাবাদপি তানি পশ্যেৎ ॥ ২২
বিদ্যোততে যেন নরস্য দৃষ্টি-
র্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বৎ।
চিত্রাণি রূপাণি দিবা স পশ্যেৎ
স বৈ বিকারো নকুলান্ধ্যসংজ্ঞঃ ॥ ২৩
দৃষ্টির্বিরূপা শ্বসনোপসৃষ্টা
সঙ্কুচ্যতে২ভ্যন্তরতশ্চ যাতি।

রক্তের আধিক্য থাকিলে রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বদোষের আধিক্য থাকিলে বিচিত্রবর্ণ হয়। ১৩। রক্তজ দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল স্থূল লোহিতবর্ণ কাচের ন্যায় লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয়। পরিম্লায়ী রোগে ম্লান ও নীল হয়। এই রোগে দোষের ক্ষয় হেতু কখন কখন দৃষ্টি স্বয়ং প্রত্যাগত হইয়া থাকে। ১৪। লিঙ্গনাশ রোগে বাতাধিক্য থাকিলে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণ, চঞ্চল ও রুক্ষ হয়। পিত্তাধিক্য থাকিলে আনীল, কাংস্যবর্ণ বা পীতবর্ণ হয়। কফাধিক্য থাকিলে বহল, স্নিগ্ধ এবং শঙ্খ কুন্দ বা ইন্দুর ন্যায় ধবল হইয়া থাকে। আর নয়ন মৃদ্যমান হইলে চলৎপদ্মপলাশস্থ শুক্ল বারিবিন্দুর ন্যায় দৃষ্টিমণ্ডল বিসর্পিত হয়। ১৫। রক্তের আধিক্য থাকিলে মণ্ডল প্রবাল ও রক্তপদ্মের ন্যায় লোহিত হয়। ১৬। ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে দৃষ্টিরাগ নানাবিধ হইয়া থাকে। সর্ব্বস্থলেই দোষানুরূপ বেদনাদি হইয়া থাকে। ১৭। ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ বর্ণিত হইল। এক্ষণে পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি প্রভৃতি আর ছয় প্রকার দৃষ্টিরোগ বর্ণিত হইতেছে। যথা, পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, কফদুষ্টদৃষ্টি, ধূম্রদর্শনদৃষ্টি, হ্রস্বজাত্য, নকুলান্ধতা ও গম্ভীরিকা। ১৮। দূষিত পিত্ত দৃষ্টিগত হইলে যদি দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রূপ সকল পীতবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি বলা যায়। দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে (পিত্তের আধিক্য বশতঃ) দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু (পিত্তের উপশম বশতঃ) রাত্রিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯। শ্লেষ্মকর্ত্তৃক দৃষ্টি বিদগ্ধ হইলে ঐ সকল রূপই শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয়। অল্প দোষ (শ্লেষ্মা) তিন পটলেই অবস্থিত হইলে বলপূর্ব্বক রাত্র্যন্ধতা উৎপাদন করে। রাত্র্যন্ধ রোগী দিবসে সূর্য্যের প্রভাবে রূপ সকল দর্শন করে, কেননা তখন কফের অল্পতা থাকে। ২০। শোক, জ্বর, আয়াস ও মস্তকে আঘাত এই সকল কারণে মানুষ সকল বস্তুই ধূম (ধুঁয়া) দেখিয়া থাকে। এরূপ রোগীকে ধূমদর্শী কহে। ২১। যে ব্যক্তি দিবসে অতি কষ্টেও ক্ষুদ্র রূপ সকল দেখিতে পায় না এবং রাত্রে দেখিতে পায়, তাহাকে হ্রস্বজাত্য কহে। রাত্রে দেখিতে পাইবার কারণ এই যে রাত্রির শীতলতা হেতু ও রাত্রিতে পিত্তের অল্পতা হেতু দৃষ্টি পোষিত হয় [ভাবপ্রকাশের পাঠ যথা ;—"যো বাসরে পশ্যতি কষ্টতো২থ রূপং মহচ্চাপি নিরীক্ষতে২ল্পম্। রাত্রৌ পুনর্যঃ প্রকৃতানি পশ্যেৎ স হ্রস্বজাত্যো মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ ॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিবসে অতি কষ্টে দেখিতে পায় এবং বৃহৎ বস্তুও ক্ষুদ্র দেখিয়া থাকে অথচ রাত্রে প্রকৃত রূপ সকল দেখিতে পায়, তাহাকে হ্রস্বজাড্য কহে]। ২২। যে রোগে দূষিত দৃষ্টি নকুলের দৃষ্টির ন্যায় দীপিত হয় এবং দিবসে চিত্র রূপ সকল দেখা যায়, তাহাকে নকুলান্ধ্য কহে। ২৩। দৃষ্টি বায়ুকর্ত্তৃক উপদ্রুত ও বিরূপীকৃত হইয়া সঙ্কুচিত হয় এবং অভ্যন্তরে

কৃষ্ণাবগাঢ়া চ তমক্ষিরোগং
গম্ভীরিকেতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥ ২৪
বাহ্যৌ পুনর্দ্বাবিহ সম্প্রদিষ্টৌ
নিমিত্ততশ্চাপ্যনিমিত্ততশ্চ।
নিমিত্ততস্তত্র শিরোঽভিতাপাজ্-
জ্ঞেয়স্ত্বভিষ্যন্দনিদর্শনৈশ্চ॥

সুরর্ষিগন্ধর্ব্বমহোরগাণাং
সন্দর্শনেনাপি চ ভাস্বরাণাম্।
হন্যেত দৃষ্টির্মনুজস্য যস্য
স লিঙ্গনাশস্ত্বনিমিত্তসংজ্ঞঃ॥
তত্রাক্ষি বিস্পষ্টমিবাবভাতি
বৈদূর্য্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ।
বিদীর্য্যতে সীদতি হীয়তে বা
নৃণামভীঘাতহতা তু দৃষ্টিঃ॥ ২৫
ইত্যেতে নয়নগতা মহাবিকারাঃ
সংখ্যাতাঃ পৃথগিহ ষট্ চ সপ্ততিশ্চ॥
এতেষাং পৃথগিহ বিস্তরেণ সর্ব্বং
বক্ষ্যেঽহং তদনু চিকিৎসিতঞ্চ তাবৎ॥ ২৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে দৃষ্টিগতরোগ-
বিজ্ঞানীয়ো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

প্রবেশ করে আর গাঢ় বেদনাযুক্ত হয়। ইহাকেই গম্ভীরিকা রোগ কহে। ২৪। বাহ্যকারণে দৃষ্টিহানি হয় বলা হইয়াছে। উহা দুই প্রকার;—নিমিত্ত ও অনিমিত্ত। তন্মধ্যে মস্তকাভিতাপ (বিষপুষ্প প্রভৃতির সম্পর্ক) নৈমিত্তিক কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহাতে অভিষ্যন্দের লক্ষণ হয়। অনিমিত্ত কারণ যথা;—সুরর্ষি, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ ও বিদ্যুৎপাত প্রভৃতি ভাস্বর দ্রব্যের দর্শন। শেষোক্ত কারণে দৃষ্টিহানি হইলে তাহাকে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ কহে। এরূপস্থলে দৃষ্টি বিশেষরূপে প্রসন্ন হইয়া থাকে এবং শ্যামবর্ণ ও নির্ম্মল হয়। অথচ দর্শনশক্তি থাকে না। বিষপুষ্পঘ্রাণাদিজন্য দৃষ্টি বিদীর্ণ, অবসন্ন বা হীন হয়। ২৫। এইরূপে এই সকল নয়নগত মহারোগ ষট্সপ্ততি সংখ্যক হইতেছে। ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তাহার চিকিৎসা বর্ণনা করিব। ২৬

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অথাতশ্চিকিৎসিতপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
ষট্সপ্ততির্যেঽভিহিতা ব্যাধয়ো নামলক্ষণৈঃ।
চিকিৎসিতমিদং তেষাং সমাসব্যাসতঃ শৃণু॥
ছেদ্যাস্তেষু দশৈকশ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভেদ্যাঃ পঞ্চ বিকারাঃ স্যুর্ব্যধ্যাঃ পঞ্চদশৈব তু॥
দ্বাদশাঃ শস্ত্রকৃত্যাশ্চ যাপ্যাঃ সপ্ত ভবন্তি হি।
রোগা বর্জ্জয়িতব্যাশ্চ দশ পঞ্চ চ জানতা।
অসাধ্যৌ বা ভবেতাস্তু যাপ্যৌ বাগন্তুসংজ্ঞিতৌ॥ ২
অর্শোঽন্বিতং ভবতি যচ্চ বর্ত্ম তু যৎ তথার্শঃ
শুষ্কং তথার্ব্বুদমথো পিড়কাঃ শিরাজাঃ।
জালং শিরাজমপি পঞ্চবিধং তথার্ম্ম
ছেদ্যা ভবন্তি সহ পর্ব্বণিকাময়েন॥ ৩
উৎসঙ্গিনী বহলকর্দ্দমবর্ত্মনী চ
শ্যাবঞ্চ যচ্চ পঠিতস্ত্বিহ বদ্ধবর্ত্ম।
ক্লিষ্টঞ্চ পোথকিযুতং খলু যচ্চ বর্ত্ম
কুম্ভীকিনী চ সহ শর্করয়া চ লেখ্যাঃ॥ ৪
শ্লেষ্মোপনাহলগণৌ চ বিসঞ্চ ভেদ্যাঃ
গ্রন্থিশ্চ যঃ কৃমিকৃতোঽঞ্জননামিকা চ॥ ৫
আদৌ শিরা নিগদিতাশ্চ যয়োঃ প্রয়োগে
পাকৌ চ যৌ নয়নয়োঃ পবনোঽন্যতশ্চ।
পূয়ালসানিলবিপর্য্যয়মন্থসংজ্ঞাঃ
স্যন্দাস্তু যান্ত্যুপশমং হি শিরাব্যধেন॥ ৬

অষ্টম অধ্যায়।

চিকিৎসিতপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা চিকিৎসিতপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয় [ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার বিজ্ঞাপক] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। যে ষট্সপ্ততি নেত্ররোগের নাম ও লক্ষণ কথিত হইল, তাহাদের চিকিৎসা সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহাদের মধ্যে এগারটী রোগ ছেদনযোগ্য। নয়টী রোগ লেখনযোগ্য। পাঁচটী রোগ ভেদনযোগ্য। পনরটী ব্যধনযোগ্য। বারটী রোগ শস্ত্রকৃত্য। সাতটী রোগ স্নেহাদি-ক্রিয়া সহকারে যাপ্য। পনরটী রোগ অসাধ্য। আর বাহ্যরোগ দুইটী অসাধ্যও হইতে পারে, যাপ্যও হইতে পারে। ২। অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অর্ব্বুদ, শিরাজ, শিরাজাল; পঞ্চবিধ অর্ম্ম ও পর্ব্বণিকা এই এগারটী ছেদনীয়। ৩। উৎসঙ্গিনী, বহলবর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম, শ্যাববর্ত্ম, বদ্ধবর্ত্ম, ক্লিষ্টবর্ত্ম, পোথকী, কুম্ভিকিনী ও শর্করা এই নয়টী রোগ লেখ্য। ৪। শ্লেষ্মোপনাহ, লগণ, বিসবর্ত্ম, কৃমিগ্রন্থি ও অঞ্জননামিকা এই পাঁচটী রোগ ভেদ্য। ৫। শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, অক্ষিপাক, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, পূয়ালস, অনিলবিপর্য্যয়, চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ ও

শুষ্কাক্ষিপাককফপিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি-
ধূমাধ্যশুক্রসহিতার্জ্জুনপিষ্টকেষু।
অক্লিন্নবর্ত্ম হুতভুগ্ধ্বজদর্শিশুক্তি-
প্রক্লিন্নবর্ত্মসু তথৈব বলাসসংজ্ঞে।
আগন্তুনাময়যুগেন চ দূষিতায়াং
দৃষ্টৌ ন শস্ত্রপতনং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৭
সম্পশ্যতঃ ষড়পি যেঽভিহিতাস্ত কাচা-
স্তে পক্ষকোপসহিতাস্ত ভবন্তি যাপ্যাঃ ॥ ৮
চত্বার এব পবনপ্রভবাস্ত্বসাধ্যা
দ্বৌ পিত্তজৌ কফনিমিত্তজ এক এব।
অষ্টার্দ্ধিকা রুধিরজাশ্চ গদাস্ত্রিদোষা-
স্তাবন্ত এব গদিতাবপি বাহ্যজৌ দ্বৌ ॥ ৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে চিকিৎসিতপ্রবিভাগ-
বিজ্ঞানীয়ো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
পুরাণসর্পিষা স্নিগ্ধৌ স্যন্দাধীমন্থপীড়িতৌ।
স্বেদয়িত্বা যথান্যায়ং শিরামোক্ষেণ যোজয়েৎ ॥
সম্পাদয়েদ্বস্তিভিশ্চ সম্যক্‌স্নেহবিরেচিতৌ।
তর্পণৈঃ পুটপাকৈশ্চ ধূমৈরাশ্চ্যোতনৈস্তথা ॥
নস্যস্নেহপরীষেকৈঃ শিরোবস্তিভিরেব চ।
বাতঘ্নানূপজলজ-মাংসাম্লক্বাথসেচনৈঃ ॥
স্নেহৈশ্চতুর্ভিরুষ্ণৈশ্চ তৎপীতাম্বরধারণৈঃ।
পয়োভির্বেশবারৈশ্চ সাল্বণৈঃ পায়সৈস্তথা ॥
ভিষক্ সম্পাদয়েদেতানুপনাহৈশ্চ পূজিতৈঃ।
তথাচোপরি ভুক্তস্য সর্পিষ্পানং প্রশস্যতে ॥
ত্রিফলাক্বাথসংসিদ্ধং কেবলং জীর্ণমেব বা।
সিদ্ধং বাতহরৈঃ ক্ষীরং প্রথমেন গণেন বা ॥
স্নেহাস্তৈলাদ্বিনা সিদ্ধা বাতঘ্নৈস্তর্পণে হিতাঃ।
স্নৈহিকঃ পুটপাকশ্চ ধূমো নস্যঞ্চ তদ্বিধম্ ॥
নস্যাদিষু স্থিরাক্ষীরমধুরৈস্তৈলমিষ্যতে ॥
এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি বাজং পয়ঃ শৃতম্।
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্ ॥
সৈন্ধবোদীচ্যযষ্ট্যাহ্ব-পিপ্পলীভিঃ শৃতং পয়ঃ।
হিতমর্দ্ধোদকং সেকে তথাশ্চ্যোতনমেব চ ॥
হ্রীবেরচক্রমঞ্জিষ্ঠোডুম্বরত্বক্ষু সাধিতম্।
সাজং চাজং পয়ো বাপি শূলাশ্চ্যোতনমুত্তমম্ ॥
মধুকং রজনীং পথ্যাং দেবদারু চ পেষয়েৎ।
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনম্ ॥
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণাং নাগরঞ্চ যথোত্তরম্।

চারি প্রকার অভিষ্যন্দ এই পনরটী রোগ শিরাবেধ-যোগ্য। ৬। শুষ্কাক্ষিপাক, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, পিত্তবিদগ্ধ-দৃষ্টি, অম্লাধ্যুষিত, শুক্লরোগ, অর্জ্জুন, পিষ্টক, অক্লিন্ন-বর্ত্ম, ধূমদর্শী, শুক্তি, প্রক্লিন্নবর্ত্ম ও বলাস এই বারটী রোগ শস্ত্রপাতনযোগ্য। আর আগন্তু রোগদ্বয় সাধ্য হইলেও শস্ত্রপাতনাযোগ্য। ৭। ছয়প্রকার কাচ ও পক্ষকোপ এই সাতটী রোগ যাপ্য। ৮। হতাধিমন্থ, নিমিষ, গম্ভীরদৃষ্টি ও বাতহতবর্ত্ম এই চারিপ্রকার বাতজ রোগ; হ্রস্বজাত্য ও 'জলস্রাব' এই দুইপ্রকার পিত্তজ রোগ; কফস্রাব এই একপ্রকার কফজ রোগ; রক্তস্রাব, অজকাজাত, শোণিতার্শ ও ব্রণশুক্র এই চারিপ্রকার রক্তজ রোগ; পূয়স্রাব, নকুলান্ধ্য, অক্ষিপাকাত্যয় ও অলজী এই চারিপ্রকার সান্নিপাতিক রোগ এবং বাহ্যজ দুইপ্রকার রোগ অসাধ্য। ৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

বাতাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা বাতাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ রোগে দৃষ্টির সমীপস্থ অঙ্গ পুরাণ ঘৃতে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া যথাশাস্ত্র নাসা-সমীপস্থ শিরা মোক্ষণ করিবে। রোগীকে বস্তিপ্রয়োগ করিবে। সম্যক্‌রূপে স্নেহবিরেচন দিবে এবং তর্পণ, পুটপাক, ধূম ও আশ্চ্যোতন ব্যবস্থা করিবে। নস্য, স্নেহ, পরিষেক, শিরোবস্তি, বাতঘ্ন দ্রব্য এবং আনূপ ও জলজ মাংস আর অম্লদ্রব্য ইহাদের ক্বাথের সেচন; চতুঃপ্রকার উষ্ণ স্নেহ ও চক্ষুর উপরি তদ্‌যুক্ত বস্ত্র-ধারণ; দুগ্ধ, বেশবার, শাল্বণ ও পায়স এবং বাতঘ্ন উপনাহ-সমূহও প্রয়োগ করিতে হয়। আর আহারের পর ঘৃত-পান প্রশস্ত। ত্রিফলাক্বাথসিদ্ধ ঘৃত বা কেবল পুরাতন ঘৃত, বাতহরগণ-সিদ্ধ দুগ্ধ বা বিদারিগন্ধাদিগণসিদ্ধ দুগ্ধ পান করা ভাল। তৈল ভিন্ন অন্যান্য স্নেহ বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া তর্পণ কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়। স্নৈহিক পুটপাক, স্নৈহিক ধূম ও স্নৈহিক নস্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। নস্যাদি কর্ম্মে শালপাণী, দুগ্ধ ও মধুরগণের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা এরণ্ডের পল্লব, মূল ও ত্বক্ এই সকলের সহিত ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সুখোষ্ণ অবস্থায় সেচন করিবে। অথবা কণ্টকারীমূলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেচন করিবে। সৈন্ধব, বালা, যষ্টিমধু ও পিপুলের সহিত সিদ্ধ অর্দ্ধ-জল দুগ্ধ শীতল করিয়া সেক ও আশ্চ্যোতন করিবে। অথবা বালা, তগর, মঞ্জিষ্ঠা ও উডুম্বর এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ অর্দ্ধোদক ছাগদুগ্ধ শূলযুক্ত নয়নে আশ্চ্যোতন করিবে। যষ্টিমধু, হরিদ্রা, হরীতকী ও দেবদারু ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া অভিষ্যন্দে অঞ্জন দিলে উত্তম হয়। গৈরিক, সৈন্ধব, পিপুল ও শুঁঠ

দ্বিগুণং পরমাঞ্জনং গুটিকাঞ্জনমিষ্যতে ॥
স্নেহাঞ্জনং হিতঞ্চাত্র বক্ষ্যতে তদ্‌যথাবিধি ॥ ২
রোগো যশ্চান্যতোবাতো যশ্চ মারুতপর্য্যয়ঃ।
অনেনৈব বিধানেন ভিষক্ তাবপি সাধয়েৎ ॥
পূর্ব্বভক্তং হিতং সর্পিঃ ক্ষীরং বাপ্যথ ভোজনে ॥
বৃক্ষাদন্যাং কপিত্থে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি।
সক্ষীরং কর্কটরসে সিদ্ধঞ্চাত্র ঘৃতং পিবেৎ ॥
সিদ্ধং বা হিতমত্রাহুঃ পত্তুরার্ত্তগলাগ্নিকৈঃ।
সক্ষীরং মেষশৃঙ্গ্যা বা সর্পির্বীরতরেণ বা ॥ ৩
সৈন্ধবং দারু শুণ্ঠী চ মাতুলুঙ্গরসে ঘৃতম্।
স্তন্যোদকাভ্যাং কর্ত্তব্যং শুষ্কপাকে তদঞ্জনম্ ॥
পূজিতং সর্পিষশ্চাত্র পানমক্ষ্ণোশ্চ তর্পণম্।
ঘৃতেন জীবনীয়েন নস্যং তৈলেন চাণুনা ॥
পরিষেকে হিতশ্চাত্র পয়ঃ শীতং সসৈন্ধবম্।
রজনীদারুসিদ্ধং বা সৈন্ধবেন সমাযুতম্ ॥
সর্পির্যুতং স্তন্যযুষ্টমঞ্জনঞ্চ মহৌষধম্ ॥
বসা বানূপজলজা সৈন্ধবেন সমাযুতা।
নাগরোন্মিশ্রিতা কিঞ্চিচ্ছুষ্কপাকে তদঞ্জনম্ ॥ ৪

যথোত্তর দ্বিগুণ করিয়া জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক বটিকা করিবে। ইহাও অভিষ্যন্দের উত্তম অঞ্জন। অভিষ্যন্দ রোগে স্নেহাঞ্জনও হিতকর। তাহা যথাবিধি ব্যাখ্যা করা হইবে। ২। অন্যতোবাত ও বাতপর্য্যায় রোগেও এই বিধানে চিকিৎসা করিবে। এস্থলে পৌর্ব্বভক্তিক ঘৃতপান প্রশস্ত এবং ভোজনে দুগ্ধও প্রশস্ত। বৃক্ষাদনী (পরগাছা), কপিত্থ ও মহৎ পঞ্চমূল এই সকলের কষায় এবং দুগ্ধ ও কর্কটরসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে পান করিতে হয়। অথবা পত্তুর (শালিঞ্চশাক), আর্ত্তগল (বরুণছাল) ও অগ্নিক (অজমোদা) এই সকলের কষায় ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। অথবা মেষশৃঙ্গীর কাথ ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। অথবা শরমূল ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। ৩। সৈন্ধব, দেবদারু ও শুণ্ঠী এই সকলের কল্ক এবং মাতুলুঙ্গমূলের কাথ, ঘৃত, স্ত্রীস্তন্য ও জল একত্র করিয়া রসক্রিয়া করিবে এবং শুষ্কাক্ষিপাকে অঞ্জন দিবে। এস্থলে জীবনীয় ঘৃতপান ও অক্ষিতর্পণ প্রশস্ত। জীবনীয় ঘৃতের নস্য ও অণু-তৈলের নস্যও প্রশস্ত। আর সৈন্ধবযুক্ত শীতল দুগ্ধের পরিষেক প্রশস্ত। অথবা হরিদ্রা ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত করিয়া পরিষেক করিলে প্রশস্ত হয়। অথবা সেই দুগ্ধ ঘৃত ও নারীস্তন্যের সহিত পাথরে মাড়িয়া অঞ্জন করিলে প্রশস্ত হয়। আনূপ ও জলজ জন্তুর বসা সৈন্ধবযুক্ত ও কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীমিশ্রিত করিয়া শুষ্কপাকে অঞ্জন দিবে। ৪। বাতজ যে কোন

পবনপ্রভবা রোগা যে কেচিদ্‌দৃষ্টিনাশনাঃ।
বীজেনানেন মেধাবী তেষু কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ ॥ ৫
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে বাতাভিষ্যন্দপ্রতিষেধো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

অথাতঃ পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
পিত্তস্যন্দে পৈত্তিকে চাধিমন্থে
রক্তস্রাবঃ স্রংসনঞ্চাপি কার্য্যম্।
অক্ষ্ণোঃ সেকালেপনস্যাঞ্জনানি
পৈত্তে চ স্যাদ্‌যদ্বিসর্পে বিধানম্ ॥ ২
গুন্দ্রাং শালিং শৈবলং শৈলভেদং
দার্ব্বীমেলামুৎপলং রোধ্রমভ্রম্।
পদ্মাৎ পত্রং শর্করা দর্ভমিক্ষুং
তালং রোধ্রং বেতসং পদ্মকঞ্চ ॥
দ্রাক্ষাং ক্ষৌদ্রং চন্দনং যষ্টিকাহ্বং
যোষিৎক্ষীরং রাত্র্যনন্তে চ পিষ্ট্বা।
সর্পিঃসিদ্ধং তর্পণে সেকনস্যে
শস্তং ক্ষীরং সিদ্ধমেতেষু বাজম্ ॥
যোজ্যো বর্গো ব্যস্ত এষোঽন্যথা বা
সম্যক্ স্নেহষ্টার্দ্ধসন্ধ্যোঽপি নিত্যম্।

দৃষ্টিনাশক রোগেই এই চিকিৎসা-বীজের সম্প্রসারণ করিয়া চিকিৎসা করা যাইতে পারে। ৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। পৈত্তিক অভিষ্যন্দ ও পৈত্তিক অধিমন্থ রোগে রক্তস্রাব ও বিরেচন আবশ্যক। আর অক্ষিতে সেক, আলেপ এবং নস্য ও অঞ্জন আবশ্যক। আর পিত্তবিসর্পের ক্রিয়া আবশ্যক। ২। গুন্দ্রা (হোগলা বা গুরেধুক), শালি, শৈবাল, পাষাণভেদী, দারুহরিদ্রা, এলা, উৎপল, লোধ, মুতো, পদ্মপত্র, শর্করা, দর্ভ, ইক্ষু, তাল, লোধ, বেতস, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, মধু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, নারীদুগ্ধ, হরিদ্রা ও অনন্তমূল এই সকলের কল্ক ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া তর্পণ, সেক ও নস্যে প্রয়োগ করিবে। অথবা এই সকলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঐরূপ করিবে। এই সকল দ্রব্য এক একটী বা সমস্ত বা চারিটী একত্র করিয়া নিত্য নস্যে প্রয়োগ করিবে। আর সর্ব্ব প্রকার পিত্তহরী ক্রিয়া প্রশস্ত। আর তিন দিন

ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ পিত্তহর্য্যঃ প্রশস্তা-
স্ত্র্যহাচ্চোর্দ্ধং ক্ষীরসর্পিশ্চ নস্যম্॥
পালাশং স্যাচ্ছোণিতকাঞ্জনার্থে
শল্লক্যা বা শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তম্।
রসক্রিয়াং শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তাং
পালিন্দ্যাং বা মধুকে বাপি কুর্য্যাৎ॥
মুস্তা ফেনঃ সাগরস্যোৎপলঞ্চ
কৃমিঘ্নৈলাধাত্রিবীজাত্রসশ্চ।
তালীশৈলাগৈরিকোশীরশঙ্খৈ-
রেবং যুঞ্জ্যাদঞ্জনং স্তন্যপিষ্টৈঃ॥
চূর্ণং কুর্য্যাদঞ্জনার্থে রসো বা
স্তন্যোপেতো ধাতকীস্যন্দনাভ্যাম্।
যোষিৎস্তন্যং শাতকুম্ভং বিঘৃষ্টং
ক্ষৌদ্রোপেতং কৈংশুকঞ্চাপি পুষ্পম্॥
রোধ্রং দ্রাক্ষাং শর্করামুৎপলঞ্চ
নার্য্যাঃ ক্ষীরে যষ্টিকাহ্বং বচাঞ্চ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরে বর্ণকস্য ত্বচং বা
তোয়োন্মিশ্রে চন্দনোডুম্বরে চ॥
কার্য্যঃ ফেনঃ সাগরস্যাঞ্জনার্থে
নারীস্তন্যে মাক্ষিকে চাপি ঘৃষ্টঃ॥
যোষিৎস্তন্যে স্থাপিতং যষ্টিকাহ্বং
রোধ্রং দ্রাক্ষাং শর্করামুৎপলঞ্চ।
ক্ষৌমাবদ্ধং পথ্যমাশ্চ্যোতনে বা
সর্পির্ঘৃষ্টং যষ্টিকাহ্বং সরোধ্রম্॥

তোয়োন্মিশ্রাঃ কাশ্মরীধাত্রিপথ্যা-
স্তদ্বচ্চাহুঃ কট্ফলকাম্বুনৈবম্॥ ৩
এবোহম্লাধ্যুষিতে শুক্তৌ
কার্য্যঃ সর্ব্বঃ স্যাৎ শিরামোক্ষবর্জ্জ্যঃ।
সর্পিঃ পেয়ং ত্রৈফলং তৈল্বকং বা
পেয়ং বা স্যাৎ কেবলং যৎ পুরাণম্॥ ৪
দোষেহধস্তাচ্ছুক্তিকায়ামপাস্তে
শীতৈর্দ্রব্যৈরঞ্জনং কার্য্যমাশু॥
বৈদূর্য্যং যৎ স্ফাটিকং বৈদ্রুমঞ্চ
মৌক্তং শাঙ্খ্যং রাজতং শাতকুম্ভম্।
চূর্ণং সূক্ষ্মং শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তং
শুক্তিং হন্যাদঞ্জনঞ্চৈতদাশু॥ ৫
যুঞ্জ্যাৎ সর্পির্ধূমদর্শী নরস্তু
শেষং কুর্য্যাদ্রক্তপিত্তে বিধানম্।
যচ্চৈবান্যৎ পিত্তহৃচ্চাপি সর্ব্বং
যদ্বীসর্পে পৈত্তিকে বৈ বিধানম্॥ ৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধো নাম দশমোহধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোহধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শ্লেষ্মাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
স্যন্দাধিমন্থৌ কফজৌ প্রবৃদ্ধৌ
জয়েচ্ছিরাণামথ মোক্ষণেন।

অন্তর দুগ্ধ ঘৃতের নস্যও প্রশস্ত। পলাশের গঁদ বা শল্লকীর রস শর্করা ও মধুর সহিত রসক্রিয়া করিবে। অথবা পালিন্দীর কাথ বা যষ্টিমধুর কাথ শর্করা ও মধুর সহিত রসক্রিয়া করিবে। মুস্তা, সমুদ্রফেন, উৎপল, বিড়ঙ্গ, এলা, আমলকী ও বীজকের কাথ এবং তালীশ, এলা, গৈরিক, উশীর ও শঙ্খ এই সকলের চূর্ণ নারীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। অথবা ধাতকী ও স্যন্দনের কাথ নারীদুগ্ধের সহিত ঘন করিয়া অঞ্জন দিবে। নারীস্তন্য, স্বর্ণচূর্ণ ও মধু একত্র ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। অথবা কিংশুকপুষ্প, লোধ, দ্রাক্ষা, শর্করা, উৎপল, যষ্টিমধু ও বচ নারীক্ষীরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। অথবা বর্ণক বৃক্ষের ত্বক্ (বর্ণক—বোচনিকা বা কর্ণিকার) দুগ্ধপিষ্ট করিয়া অঞ্জন করিবে। অথবা রক্তচন্দন ও উডুম্বরের চূর্ণ জলযুক্ত ও বস্ত্রপূত করিয়া অঞ্জন দিবে। অঞ্জনার্থে সমুদ্রফেন নারীস্তন্য বা মধুর সহিত ঘর্ষণ করা যায়। নারীস্তন্যে যষ্টিমধু, লোধ, দ্রাক্ষা, শর্করা ও উৎপলচূর্ণ স্থাপিত করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রে আবৃত করিবে এবং তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে। এইরূপ যষ্টিমধু ও লোধ ঘৃতের সহিত ঘৃষ্ট করিয়া আশ্চ্যোতন করা যায়। এইরূপ গাম্ভারীফল, আমলকী ও হরীতকী জলমিশ্রিত বা কট্ফল জলমিশ্রিত করিয়া আশ্চ্যোতন করা যায়। ৩। অম্লাধ্যুষিত ও শুক্তি রোগেও এইরূপ চিকিৎসা হিতকর। কেবল শিরামোক্ষ হিতকর নহে। আর এই দুই রোগে ত্রিফলাঘৃত বা তিল্বকঘৃত পান করিতে হয় অথবা কেবল পুরাতন ঘৃত পান করিলেও হয়। ৪। শুক্তিক রোগে 'দোষ অধস্তাৎ নির্গত হইলে' সত্বর শীতল দ্রব্যের অঞ্জন করিবে। বৈদূর্য্য, স্ফটিক, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ, রৌপ্য ও স্বর্ণ এই সকলের সূক্ষ্মচূর্ণ শর্করা ও মধুযোগে অঞ্জন করিলে শুক্তিকা আশু নষ্ট হয়। ৫। ধূমদর্শী রোগী এই অধিকারের ঘৃত সকল প্রয়োগ করিবে। আর রক্তাভিষ্যন্দোক্ত চিকিৎসা করিবে। আর পিত্তনাশক ক্রিয়া সকল করিবে। আর পৈত্তিকবিসর্পোক্ত চিকিৎসারও অনুসরণ করিবে। ৬।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

শ্লেষ্মাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা শ্লেষ্মাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। কফজ অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ প্রবৃদ্ধ হইলে শিরামোক্ষণ

স্বেদাবপীড়াঞ্জনধূমসেক-
প্রলেপযোগৈঃ কবলগ্রহৈশ্চ।
রুক্ষৈস্তথাশ্চ্যোতনসংবিধানৈ-
স্তথৈব রুক্ষৈঃ পুটপাকযোগৈঃ ॥ ২
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাচ্চাপ্যপতর্পণান্তে
প্রাতস্তয়োস্তিক্তঘৃতং প্রশস্তম্।
তদন্নপানঞ্চ সমাচরেদ্ধি
যৎ শ্লেষ্মণো নৈব করোতি বৃদ্ধিম্ ॥ ৩
কুটন্নটাস্ফোতফণিজ্ঝবিল্ব-
পত্তূরপিল্বর্ককপিত্থভঙ্গৈঃ।
স্বেদং বিদধ্যাদথবাস্য লেপং
বর্হিষ্ঠশুণ্ঠীসুরকাষ্ঠকুষ্ঠৈঃ ॥
সিন্ধুত্থহিঙ্গুত্রিফলামধূক-
প্রপৌণ্ডরীকাঞ্জনতুত্থতাম্রৈঃ।
পিষ্টৈর্জলেনাঞ্জনবর্ত্তয়ঃ স্যুঃ
পথ্যাহরিদ্রামধুকাঞ্জনৈর্বা ॥
ত্রীণ্যূষণানি ত্রিফলাহরিদ্রা-
বিড়ঙ্গসারশ্চ সমানি চ স্যুঃ।
বর্হিষ্ঠকুষ্ঠামরকাষ্ঠশঙ্খ-
পাঠানলব্যোষমনঃশিলাশ্চ।
পিষ্টাম্বুনা বা কুসুমানি জাতী-
করঞ্জশোভাঞ্জনজানি যুঞ্জ্যাৎ ॥
ফলং প্রকীর্য্যাদথবাপি শিগ্রোঃ
পুষ্পঞ্চ তুল্যং বৃহতীদ্বয়স্য।

রসাঞ্জনং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ
মনঃশিলালে লশুনঞ্চ তুল্যম্।
পিষ্টাঞ্জনার্থং কফজেষু বীমান্
বর্ত্তীর্বিদধ্যান্নয়নাময়েষু ॥ ৪
রোগে বলাসগ্রথিতেঽঞ্জনজ্ঞৈঃ
কর্ত্তব্যমেতৎ সুবিশুদ্ধকায়ে ॥ ৫
নীলান্ যবান্ গব্যপয়োঽনুপীতান্
শলাকিনঃ শুষ্কতনূন্ বিদহ্য।
তথার্জ্জকাস্ফোতকপিত্থবিল্ব-
নির্গুণ্ডিজাতীকুসুমানি চৈব ॥
তৎক্ষারবৎ সৈন্ধবতুত্থরোচনং
পক্বং বিদধ্যাদথ লোহনাড্যা।
এতদ্বলাসগ্রথিতেঽঞ্জনং
স্যাদেষোঽনুকল্পস্তু ফণিজ্ঝকাদৌ ॥ ৬
মহৌষধং মাগধিকাঞ্চ মুস্তাং
সসৈন্ধবং যমরিচঞ্চ শুক্লম্।
তন্মাতুলুঙ্গস্বরসেন পিষ্টং
নেত্রাঞ্জনং পিষ্টকমাশু হন্যাৎ ॥
ফলং বৃহত্যা মগধোদ্ভবানা-
মাদায় কল্কং ফলপাককালে।
স্রোতোজযুক্তং খলু সপ্তরাত্রাৎ-
তদুদ্ধৃতং স্যাত্তু তথৈব পথ্যম্ ॥
বার্ত্তাকুশিগ্রুসুরসাপটোল-
কিরাততিক্তামলকীফলেষু ॥ ৭

দ্বারা প্রতিকার করিবে। আর স্বেদ, অবপীড়, অঞ্জন, ধূম, সেক, প্রলেপ, কবল, রুক্ষ আশ্চ্যোতনসমূহ ও রুক্ষ পুটপাকসমূহও প্রয়োগ করিতে হয়। ২। শিরামোক্ষণের পূর্ব্বে ছয়দিন অপতর্পণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে তিক্তঘৃত পান করিয়া স্নিগ্ধ হইতে হয়। আর এরূপ অন্নপান করিতে হয়, যাহাতে শ্লেষ্মবৃদ্ধি না হয়। ৩। কফজ অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থে নেত্রপার্শ্বে স্বেদ গ্রহণ করিতে হয়। স্বেদন দ্রব্য যথা;—কুটন্নট ("তগর"), আস্ফোত ফণিজ্ঝক তুলসী (বা নির্গুণ্ডী), বিল্ব, পত্তূর (শালিঞ্চ), পীলু, আকন্দ ও কপিত্থ এই সকলের পল্লব সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিতে হয়। পরে স্বিন্নস্থান বালা, শুঁঠ, দেবদারু, কুড়, সৈন্ধব, হিঙ্গু, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক, রসাঞ্জন, তুঁতে ও তাম্রচূর্ণ সহকারে লেপন করিতে হয়। অথবা হরীতকী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জন জলে পেষণ করিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও বিড়ঙ্গসার সমানভাগে জলে পেষণ করিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়। বর্হিষ্ঠ (বালা), কুড়, দেবদারু, শঙ্খচূর্ণ, আকনাদি, চিতা, ত্রিকটু ও মনঃশিলা জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়। জাতী, করঞ্জ ও সজিনার পুষ্প জলে পিষিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রয়োগ করা যায়। কাটকরঞ্জের ফল ও সজিনার পুষ্প সমান সমান ভাগ জলে পিষিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়। রসাঞ্জন, রক্তচন্দন, সৈন্ধব, মনছাল, হরিতাল ও রসুন সমান সমান ভাগে জলে পিষিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়। কফজ নয়নরোগসমূহে এই সকল বর্ত্তি প্রয়োগ করা যায়। ৪। বলাসগ্রথিত নামক রোগে শিরাবিরেকের পর বক্ষ্যমাণ ক্ষারাঞ্জন গ্রহণ করিবে। ৫। শলাকাযুক্ত (শূকযুক্ত) নীল যবসমূহ গব্যদুগ্ধে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া শুষ্ক ও দগ্ধ করিবে। আর তুল্যপরিমাণ অর্জ্জক তুলসী, আস্ফোত, কপিত্থ, বিল্ব, নিসিন্দা ও জাতিকুসুমের ভস্ম গ্রহণ করিবে। অনন্তর সমস্ত ভস্ম উষ্ণোদকের সহিত মিলিত করিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষারজল দ্বাত্রিংশৎ ভাগ এবং সৈন্ধব, তুঁতে ও রোচনা এক এক ভাগ মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়। এই অঞ্জন বলাসগ্রথিতে লৌহনল দ্বারা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ফণিজ্ঝকাদির ক্ষারেও অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। ৬। শুঁঠ, পিপুল, মুতো, সৈন্ধব ও সজিনাবীজ মাতুলুঙ্গমূলের রসে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে পিষ্টক নষ্ট হয়। ফলপাককালে কণ্টকারীর ফল ও পিপুল কল্কিত করিয়া স্রোতোঞ্জনের সহিত পেষণ করিবে। সপ্তরাত্রের পর এই অঞ্জন পিষ্টক রোগে ব্যবহার করিলে

কাসীসসামুদ্ররসাঞ্জনানি
জাত্যাস্তথা কোরকমেব চাপি।
প্রক্লিন্নবর্ত্মন্যুপদিশ্যতে তু
যোগাঞ্জনং তন্মধুনাবঘৃষ্টম্ ॥ ৮
নাদেয়মগ্র্যং মরিচঞ্চ শুক্লং
নেপালজাতা চ সমপ্রমাণা।
সমাতুলুঙ্গদ্রব এষ যোগঃ
কণ্ডুং নিহন্যাৎ সকৃদঞ্জনেন ॥
সশৃঙ্গবেরং সুরদারু মুস্তং
সিন্ধুপ্রসূতং মুকুলানি জাত্যাঃ।
সুরাসুপিষ্টস্ত্বিদমঞ্জনং হি
কণ্ডাঞ্চ শোফে চ হিতং বদন্তি ॥ ৯
স্যন্দাধিমন্থক্রমমাচরেচ্চ
সর্ব্বেষু চৈতেষু সদাপ্রমত্তঃ ॥ ১০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শ্লেষ্মাভিষ্যন্দপ্রতিষেধো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রক্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
মন্থং স্যন্দং শিরোৎপাতং শিরাহর্ষঞ্চ রক্তজম্ ॥
একৈকেন বিধানেন চিকিৎসেচ্চতুরো গদান্।
ব্যাধ্যাত্তাংশ্চতুরোঽপ্যেতান্ স্নিগ্ধান্ কৌম্ভেন সর্পিষা।
রসৈরুদারৈরথবা শিরামোক্ষেণ যোজয়েৎ ॥
বিরিক্তানাং প্রকামঞ্চ শিরাংস্যেষাং বিশোধয়েৎ।
বৈরেচনিকসিদ্ধেন সিতাযুক্তেন সর্পিষা ॥
ততঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি
নস্যানি ধূমাশ্চ যথাস্বমেব।
আশ্চ্যোতনাভ্যঞ্জনতর্পণানি
স্নিগ্ধাশ্চ কার্য্যাঃ পুটপাকযোগাঃ ॥
নীলোৎপলোশীরকটঙ্কটেরী-
কালীয়যষ্টীমধুমুস্তরোধ্রৈঃ।
সপদ্মকৈর্ধৌতঘৃতপ্রদিগ্ধৈ-
রক্ষ্ণোঃ প্রলেপং পরিতঃ প্রকুর্য্যাৎ ॥
রুজায়াঞ্চাপ্যতিভৃশং স্বেদাশ্চ মৃদবো হিতাঃ।
অক্ষ্ণোঃ সমন্ততঃ কার্য্যং পাতনঞ্চ জলৌকসাম্ ॥
ঘৃতস্য মহতী মাত্রা পীতা চার্ত্তিং নিযচ্ছতি।
পিত্তাভিষ্যন্দশমনো বিধিশ্চাপ্যুপপাদিতঃ ॥
কসেরুমধুকাভ্যাং বা চূর্ণমম্বরসংবৃতম্।
ন্যস্তমপ্স্বান্তরিক্ষাসু হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ ॥
পাটল্যর্জ্জুনশ্রীপর্ণী-ধাতকীধাত্রিবিল্বতঃ।
পুষ্পাণ্যথ বৃহত্যোশ্চ বিম্বীলোটাচ্চ তুল্যশঃ ॥
সমঞ্জিষ্ঠানি মধুনা পিষ্টানীক্ষুরসেন বা।
রক্তাভিষ্যন্দশান্ত্যর্থমেতদঞ্জনমিষ্যতে ॥
চন্দনং কুমুদং পত্রং শিলাজতু সকুঙ্কুমম্।
অয়স্তাম্ররজস্তুথং নিম্বনির্য্যাসমঞ্জনম্ ॥

উত্তম হয়। বার্ত্তাকু, সজিনাফুল, ইন্দ্রবারুণী, পলতা, চিরতা ও আমলকী এই সকল পেষণ করিয়াও অঞ্জন দেওয়া যায়। ৭। প্রক্লিন্নবর্ত্মে হিরাকস, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন ও জাতীপুষ্প মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিতে হয়। ইহার নাম যোগাঞ্জন। ৮। সৈন্ধব, সজিনাবীজ ও মনঃশিলা সমান সমান, মাতুলুঙ্গমূলের রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর কণ্ডু নষ্ট হয়। শুঁঠ, দেবদারু, মুতো, সৈন্ধব ও জাতীমুকুল সুরাপিষ্ট করিয়া অঞ্জন দিলে কণ্ডু ও শোথে হিতকর হয়। ৯। বলাসগ্রথিত, পিষ্টক ও প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগে সর্ব্বদা অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ১০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

রক্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা রক্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। রক্তজ অধিমন্থ, অভিষ্যন্দ, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ এই চারিটী রোগ একই বিধানে চিকিৎসা করিবে। এই চারি রোগীকে দশবৎসরের পুরাতন ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। অথবা প্রচুরস্নেহযুক্ত মাংসরস পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে শিরামোক্ষণ করিবে। অনন্তর বিরিক্ত করিয়া শিরোবিরেচনদ্রব্যসিদ্ধ শর্করাযুক্ত ঘৃত দ্বারা শিরঃশোধন করিবে। অনন্তর যথাদোষ প্রলেপ, পরিষেক, নস্য ও ধূমসমূহ প্রয়োগ করিবে এবং আশ্চ্যোতন, অভ্যঞ্জন, তর্পণ ও স্নিগ্ধ পুটপাক ব্যবস্থা করিবে। আর নীলোৎপল, বেণা, দারুহরিদ্রা, কালীয়ক, যষ্টিমধু, মুতো, লোধ ও পদ্মকাষ্ঠ ধৌতঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিবে। অত্যন্ত অধিক বেদনা থাকিলে মৃদু স্বেদ হিতকর। আর চক্ষুর চারিদিকে জলৌকা প্রয়োগ করিবে। ঘৃতের উৎকৃষ্ট মাত্রা পান করিলেও বেদনানিবৃত্তি হয়। আর এস্থলে পিত্তাভিষ্যন্দনাশক বিধি সকলও হিতকর। কসেরু ও যষ্টিমধুর চূর্ণ বস্ত্রাবৃত করিয়া আন্তরিক্ষ জলে (তদভাবে তদ্গুণভূয়িষ্ঠ ভৌম জলে) নিক্ষিপ্ত করিয়া আশ্চ্যোতন দিবে। পারুল, অর্জ্জুন, গাম্ভারী, ধাইফুল, আমলকী, বৃহতী ও কণ্টকারীর পুষ্প, বিম্বীলোটা নামক হিমাদ্রিজ বৃক্ষের ত্বক্ ও মঞ্জিষ্ঠা তুল্যভাগে গ্রহণ করিয়া মধু বা ইক্ষুরসের সহিত পেষণপূর্ব্বক রক্তাভিষ্যন্দের শান্তির জন্য অঞ্জন করিবে। রক্তচন্দন, কুমুদ, তেজপাতা (পত্রক), শিলাজতু ও কুঙ্কুম, লোহচূর্ণ, তাম্রচূর্ণ ও

ত্রপু কাংস্যমলঞ্চাপি পিষ্ট্বা পুষ্পরসেন তু।
বিপুলা বাঃ কৃতা বর্ত্তাঃ পূজিতাশ্চাঞ্জনে সদা॥ ২
স্যাদঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং শিরোৎপাতস্য ভেষজম্।
তদ্বৎ সৈন্ধবকাসীসং স্তন্যঘৃষ্টঞ্চ পূজিতম্॥
মধুনা শঙ্খনৈপালী-তুত্থদার্ব্ব্যঃ সসৈন্ধবাঃ।
রসঃ শিরীষপুষ্পাচ্চ সুরামরিচমাক্ষিকৈঃ।
যুক্তস্তু মধুনা বাপি গৈরিকং হিতমঞ্জনম্॥ ৩
শিরাহর্ষেঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতম্॥
মধুনা তার্ক্ষ্যজং বাপি কাসীসং বা সসৈন্ধবম্।
বেত্রাম্লং স্তন্যসংযুক্তং ফাণিতস্ত সসৈন্ধবম্॥ ৪
পৈত্তং বিধিমশেষেণ কুর্য্যাদর্জ্জুনশান্তয়ে।
ইক্ষুক্ষৌদ্রসিতাস্তন্য-দার্ব্বীমধুকসৈন্ধবৈঃ॥
সেকাঞ্জনঞ্চাত্র হিতমম্লৈরাশ্চ্যোতনং তথা॥ ৫
সিতামধুককট্‌ফঙ্গ-মস্তক্ষৌদ্রাম্লসৈন্ধবৈঃ।
বীজপূরককোলাম্ল-দাড়িমাম্লৈশ্চ যুক্তিতঃ।
একশো বা দ্বিশো বাপি যোজিতং বা ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥
স্ফাটিকং বিদ্রুমং শঙ্খো মধুকং মধু চৈব হি।
শঙ্খক্ষৌদ্রসিতাযুক্তঃ সামুদ্রঃ ফেন এব চ।
দ্বাবিমৌ বিহিতৌ যোগাবঞ্জনেঽর্জ্জুননাশনৌ॥
সৈন্ধবক্ষৌদ্রকতকাঃ সক্ষৌদ্রং বা রসাঞ্জনম্।
কাসীসং মধুনা বাপি যোজ্যমত্রাঞ্জনে সদা॥
লৌহচূর্ণানি সর্ব্বাণি ধাতবো লবণানি চ।
রত্নানি দন্তাঃ শৃঙ্গাণি গণশ্চাপ্যবসাদনঃ॥
কুক্কুটাণ্ডকপালানি লশুনং কটুকত্রয়ম্।
করঞ্জবীজমেলাশ্চ লেখ্যাঞ্জনমিদং স্মৃতম্॥
পুটপাকাবসানেন রক্তবিস্রাবণাদিনা।
সম্পাদিতস্য বিধিনা কৃৎস্নেন স্যন্দঘাতিনা॥
অনেনাপহরেচ্ছুক্রমব্রণং কুশলো ভিষক্।
উত্তানমবগাঢ়ং বা কর্কশং বাপি সব্রণম্॥
শিরীষবীজমরিচ-পিপ্পলীসৈন্ধবৈরপি।
শুক্রস্য ঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন তু॥
কুর্য্যাৎ তাম্ররজঃশঙ্খ-শিলামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অন্ত্যাদ্ দ্বিগুণিতৈরেভিরঞ্জনং শুক্রনাশনম্॥
কুর্য্যাদঞ্জনযোগৌ বা সম্যক্‌শ্লোকার্দ্ধকাবিমৌ।
শঙ্খকোলাস্থিকতক-দ্রাক্ষামধুকমাক্ষিকৈঃ॥
ক্ষৌদ্রদন্তার্ণবমল-শিরীষকুসুমৈরপি।
ক্ষারাঞ্জনং বা বিতরেদ্ বলাসগ্রথিতাপহম্॥
মুদ্গান্ বা নিস্তুষান্ ভৃষ্টান্ শঙ্খক্ষৌদ্রসিতাযুতান্।
মধূকসারং মধুনা যোজয়েচ্চাঞ্জনে সদা॥
বিভীতকাস্থিমজ্জা বা সক্ষৌদ্রঃ শুক্রনাশনঃ॥
শঙ্খশুক্তিমধুদ্রাক্ষা-মধূককতকানি চ।
দ্বিত্বগ্‌গতে সশূলে বা বাতঘ্নং তর্পণং হিতম্॥

নিম্বনির্যাস মধু বা ইক্ষুরসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। ত্রপু (সীসক) ও কাংস্যমল একত্র করিয়া স্থূলবর্ত্তি করিবে। ইহার অঞ্জন প্রশস্ত। ২। রসাঞ্জন, ঘৃত ও মধু অথবা সৈন্ধব, হিরাকস ও নারীদুগ্ধ অথবা মধু, শঙ্খচূর্ণ, মনঃশিলা, তুঁতে, দেবদারু ও সৈন্ধব অথবা শিরীষপুষ্পের রস, সুরা, মরিচ (কোন কোন মতে শ্বেত মরিচ) ও মধু অথবা মধু ও গৈরিক শিরোৎপাতের হিতকর অঞ্জন হয়। ৩। শিরাহর্ষরোগে ফাণিত ও মধুর অঞ্জন করিবে। অথবা মধুর সহিত রসাঞ্জনের অঞ্জন করিবে। অথবা হিরাকস ও সৈন্ধবের অঞ্জন করিবে। অথবা অম্লবেতস, ফাণিত ও সৈন্ধবের অঞ্জন করিবে। ৪। অর্জ্জুনশান্তির জন্য নিঃশেষে পৈত্তিকক্রিয়া করিবে। আর এস্থলে ইক্ষুরস, মধু, চিনি, নারীদুগ্ধ, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব দ্বারা সেকাঞ্জন করিবে। আর অম্লদ্রব্য সহকারে পরিষেচন করিবে। ৫। চিনি, যষ্টিমধু, শোণাক, মস্ত, অম্ল (কাঞ্জীক) ও সৈন্ধব; অথবা বীজপূরক (গোঁড়া-নেবু), কুল, অম্লদাড়িম ও কাঁজী দ্বারা একবার বা দুইবার বা তিন তিনবার আশ্চ্যোতন দিবে। স্ফটিক, বিদ্রুম, শঙ্খ, যষ্টিমধু ও মধু এবং শঙ্খ মধু, চিনি ও সমুদ্রফেন এই দুইটী যোগও অর্জ্জুননাশক। সৈন্ধব, মধু ও কতকফল অথবা মধু ও রসাঞ্জন অথবা হিরাকস ও মধু অঞ্জন করিবে। অনন্তর লেখ্যাঞ্জন বলা হইতেছে যথা;—

সর্ব্বপ্রকার লৌহ (ত্রপু, সীসক, তাম্র, রজত কৃষ্ণলৌহ), ও ধাতুসমূহ (মনঃশিলা গৈরিক প্রভৃতি), লবণসমূহ, রত্নসমূহ, দন্তসমূহ, শৃঙ্গসমূহ এবং মিশ্রকোক্ত কাসীসাদি অবসাদন গণ লেখ্য অঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। কুক্কুটাণ্ডের খোসা, রসোন, ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও এলা ইহারাও লেখ্যাঞ্জন। রক্তমোক্ষণ হইতে পুটপাক পর্য্যন্ত যে সকল অভিষ্যন্দ-নাশক বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্ত আচরণ করিবে। ৬। আর অব্রণ শুক্র উত্তানই হউক বা অবগাঢ়ই (পটলদ্বয়াশ্রিতই) হউক আর কর্কশই হউক, তাহা এই লেখ্যচিকিৎসা দ্বারাই অপহরণ করিবে। শিরীষবীজ, মরিচ (কোন কোন মতে শ্বেত মরিচ), পিপুল ও সৈন্ধব ইহাদের দ্বারা শুক্রের ঘর্ষণ করিবে। অথবা কেবল সৈন্ধব দ্বারাই ঘর্ষণ করিবে। তাম্রচূর্ণ, শঙ্খ, মনঃশিলা, মরিচ ও সৈন্ধব যথাপূর্ব্ব দ্বিগুণ করিয়া শুক্রনাশক অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। অথবা অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে লিখিত এই দুইটী যোগ অঞ্জন করিবে, যথা;— শঙ্খ, কুলের আঁঠী, কতকফল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও মধু। অথবা মধু, দন্ত, সমুদ্রফেন ও শিরীষফুল। অথবা বলাসগ্রথিত-নাশক ক্ষারাঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অথবা নিস্তুষ মুদ্গ সকল ভৃষ্ট করিয়া শঙ্খচূর্ণ, মধু ও চিনির সহিত সর্ব্বদা অঞ্জন করিবে। অথবা মৌলফুলের সার মধুর সহিত অঞ্জন করিবে। বহেড়ার আঁঠীর শাস মধুর সহিত ঘষিয়া অঞ্জন করিলে শুক্রনাশক হয়। শুক্র দ্বিপটলাশ্রিত হইলে বা শূলযুক্ত হইলে বাতঘ্ন তর্পণ হিতকর। এরূপ স্থলে শঙ্খ, শুক্তি, মধু, দ্রাক্ষা, মৌলফুল ও কতকফলের অঞ্জন হিতকর

বংশজারুষ্করৌ তালং নারিকেলঞ্চ দাহয়েৎ।
বিস্রাব্য ক্ষারবচ্চূর্ণং ভাবয়েৎ করভাস্থিজম্
বহুশোহঞ্জনমেতৎ স্যাচ্ছুক্রবৈবর্ণ্যনাশনম্ ॥ ৭
অজকাং পার্শ্বতো বিদ্ধাং সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকম্।
ব্রণং গোমাংসচূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ।
বহুশোঽবলিখেচ্চাপি বর্ত্মান্তোপগতং যদি ॥
সশোফশ্চাপ্যশোফশ্চ দ্বৌ পাকৌ যৌ প্রকীর্ত্তিতৌ
স্নেহস্বেদোপপন্নস্য তত্র বিদ্ধা শিরাং ভিষক্।
সেকাশ্চ্যোতননস্যানি পুটপাকাংশ্চ কারয়েৎ ॥
সর্ব্বতশ্চাপি শুদ্ধস্য কর্ত্তব্যমিদমঞ্জনম্।
তাম্রপাত্রস্থিতং মাংসং সর্পিঃসৈন্ধবসংযুতম্ ॥
মৈরেয়ং বাপি দধ্যেবং দধ্যুত্তরকমেব চ।
ঘৃতং কাংস্যমলোপেতং স্তন্যং বাপি সসৈন্ধবম্ ॥
মধূকসারং মধুনা তুল্যাংশং গৈরিকেণ বা।
সর্পিঃসৈন্ধবতাম্রাণি যোষিৎস্তন্যযুতানি চ ॥ ৮

দাড়িমারেবতাশ্মন্ত-কোলাম্লৈশ্চ সসৈন্ধবম্।
রসক্রিয়াং বা বিতরেৎ সম্যক্ পাকজিঘাংসয়া ॥
মাংসং সৈন্ধবসংযুক্তং স্থিতং সর্পিষি নাগরম্।
আশ্চ্যোতনাঞ্জনং যোজ্যমবলাক্ষীরসংযুতম্ ॥
জাত্যাঃ পুষ্পং সৈন্ধবং শৃঙ্গবেরং
কৃষ্ণাবীজং কীটশত্রোশ্চ সারম্।
এতৎ পিষ্টং নেত্রপাকেঽঞ্জনার্থং
ক্ষৌদ্রোপেতং নির্ব্বিশঙ্কং প্রযোজ্যম্ ॥ ৯
পূয়ালসে শোণিতমোক্ষণঞ্চ
হিতং তথৈবাপ্যুপনাহনঞ্চ।
কৃৎস্নো বিধিশ্চেক্ষণপাকঘাতী
যথাবিধানং ভিষজা প্রযোজ্যঃ ॥
কাসীসসিন্ধুপ্রভবার্দ্রকৈস্তু
হিতং ভবেদঞ্জনমেব চাত্র।
ক্ষৌদ্রান্বিতৈরেভিরথোপযুঞ্জ্যা-
দন্যত্তু তাম্রায়সচূর্ণযুক্তৈঃ ॥ ১০
স্নেহাদিনা সম্যগপাস্য দোষাং-
স্তৃপ্তং বিধায়াথ যথাস্বমেব।
প্রক্লিন্নবর্ত্মানমুপক্রমেত
সেকাঞ্জনাশ্চ্যোতননস্যধূমৈঃ ॥
মুস্তাহরিদ্রামধুকং প্রিয়ঙ্গু-
সিদ্ধার্থরোধ্রোৎপলসারিবাভিঃ।
ক্ষুণ্ণাভিরাশ্চ্যোতনমেব কার্য্য-
মত্রাঞ্জনঞ্চাঞ্জনমাক্ষিকং স্যাৎ ॥

হয়। বাঁশের কোঁড় ভেলা, তাল ও নারিকেল প্রদীপের শীষে দগ্ধ করিবে এবং সেই ক্ষারজলে করভাস্থির চূর্ণ ভাবিত করিবে। ইহা বহুবার অঞ্জন দিলে শুক্রবৈবর্ণ্য নষ্ট হয় [এই চূর্ণ ক্ষারভাবিত ও শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে এবং মধুযুক্ত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ বা শলাকা দ্বারা শুক্রভাগমাত্রে ঘর্ষণ করিবে, অনন্তর ত্রিফলা-জলে অক্ষি ধৌত করিবে। ইহাতে শুক্র নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু শুক্রের কৃষ্ণতা হয়]। ৭। সূচী দ্বারা অজকার পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া জল বাহির করিবে এবং গোমাংসচূর্ণ ঘৃতযুক্ত করিয়া ক্ষত পূরণ করিবে। আর যদি অজকার বর্ত্মমুখ উন্নত হয়, তবে ইহাকে বহুবার অবলিখন করিবে। অনন্তর সান্নিপাতিক অভিষ্যন্দসমূহের চিকিৎসা বলা হইতেছে। সশোথ ও অশোথ এই দুইপ্রকার নেত্ররোগ বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইপ্রকার নেত্ররোগে অক্ষিপার্শ্ব স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শিরাবেধ করিবে এবং পরিষেক, আশ্চ্যোতন, নস্য ও পুটপাকসমূহ আচরণ করিবে। আর রোগীকে অন্তঃপরিমার্জ্জন ও বহিঃপরিমার্জ্জন করাইয়া এই অঞ্জনটী দিবে ;—তাম্রপাত্রে (১) মাংস ঘৃত ও সৈন্ধব স্থাপন করিবে অথবা (২) মৈরেয় (সুরা ও আসবের সন্ধান) ও দধি স্থাপন করিবে অথবা (৩) দধির সর স্থাপন করিবে এবং যে তাম্রমল উৎপন্ন হইবে তদ্দ্বারা অঞ্জন দিবে। অথবা (৪) মধুকসার তুল্যভাগ গৈরিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিবে। অথবা (৫) ঘৃত, সৈন্ধব ও তাম্রমল নারীস্তন্য-সংযুক্ত করিয়া অঞ্জন দিবে [টীকাকারমতে ১ম অঞ্জনটী স্নেহাঞ্জন ; অক্ষিপাক রক্তাপকর্ষণাদি কারণে বাতোল্বণ হইলে এই অঞ্জনটী দিতে হয়। ২য় অঞ্জনটী পিত্তোল্বণ পাকে দিতে হয়। ৩য় অঞ্জনটী অনতিরুক্ষ অক্ষিপাকে প্রয়োগ করিতে হয়। আর রক্তস্রাবাদি-সম্পাদিত শোথযুক্ত অক্ষিপাকে ৫ম অঞ্জনটী দিতে হয়]। ৮। অক্ষিপাক সমধিক হইয়া পড়িলে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য দাড়িম, আরেবত (অরগ্বধ), আশ্মন্তক (অম্ললোটক) ও কুলের অম্ল একত্র করিয়া রসক্রিয়া করিবে। আর মাংস, সৈন্ধব ও পিপুল ঘৃতের সহিত একত্র স্থাপিত করিয়া এবং পুনশ্চ নারীস্তন্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া আশ্চ্যোতন ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। জাতীর ফুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুলের দানা ও বিড়ঙ্গের সার মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া নেত্রপাকে অঞ্জন দিবে। ৯। পূয়ালস রোগে শোণিতমোক্ষণ হিতকর। অনন্তর উপনাহন হিতকর। আর অক্ষিপাক রোগের যে সকল প্রতীকার বলা হইয়াছে, তাহাও সম্যক্ প্রয়োগ করা উচিত। আর এস্থলে হিরাকস, সৈন্ধব ও আর্দ্রক-রসের অঞ্জন হিতকর। আর এই সকল দ্রব্য, মধু, তাম্রচূর্ণ ও লৌহচূর্ণসহযোগে দ্বিতীয় প্রকার অঞ্জন হইয়া থাকে। ১০। প্রক্লিন্নবর্ত্মে প্রথমতঃ স্নেহপ্রয়োগ, শিরাব্যধ, বিরেচন, শিরোবিরেচন ও আস্থাপনযোগে দোষ হরণ করিবে। পরে রোগীকে যথাদোষ তর্পণ দিবে। অনন্তর সেক, অঞ্জন, আশ্চ্যোতন, নস্য ও ধূম প্রয়োগ করিবে। মুস্তা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, লোধ ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। আর রসাঞ্জন ও মধুর অঞ্জন করিবে।

পত্রং ফলঞ্চামলকস্য পক্বা
ক্রিয়াং বিদধ্যাদথবাঞ্জনার্থে।
বংশস্য মূলেন রসক্রিয়াং বা
বর্ত্তীকৃতাং তাম্রকপালপক্বাম্ ॥
রসক্রিয়াং বা ত্রিফলাবিপক্বাং
পলাশপুষ্পৈঃ খরমঞ্জরৈর্বা ॥ ১১
পিষ্ট্বা চ্ছগল্যাঃ পয়সা মলং বা
কাংসস্য দগ্ধ্বা সহ তান্তবেন।
প্রত্যঞ্জনে তন্মরিচৈরুপেতং
চূর্ণেন তাম্রস্য সহোপযোজ্যম্ ॥ ১২
সমুদ্রফেনং লবণোত্তমঞ্চ
শঙ্খোঽথ মুদ্গো মরিচঞ্চ শুক্লম্।
চূর্ণাঞ্জনং যোজ্যমথাপি কণ্ডু-
মক্লিন্নবর্ত্মান্যুপহন্তি শীঘ্রম্ ॥ ১৩
প্রক্লিন্নবর্ত্মস্বপি চৈত এব
যোগাঃ প্রযোজ্যাশ্চ সমীক্ষ্য দোষান্।
সুকজ্জলং তাম্রঘটে চ ঘৃষ্টং
সর্পির্যুতং তুত্থকমঞ্জনঞ্চ ॥ ১৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে রক্তাভিষ্যন্দপ্রতি-
ষেধো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

আমলকীর পত্র ও ফল পাক করিয়া রসক্রিয়া করিবে। অথবা ঐ রসক্রিয়াকে তাম্রপাত্রে পক্ব করিয়া বর্ত্তীকৃত করিবে [ঘনীভূত ক্বাথকে রসক্রিয়া কহে। রসক্রিয়া আরও ঘনীভূত হইলে বর্ত্তীকৃত হইতে পারে]। অথবা ত্রিফলা পাক করিয়া রসক্রিয়া করিবে। অথবা পলাশ-পুষ্পের রসক্রিয়া করিবে। অথবা খরমঞ্জরীর (আপাঙ্গের) রসক্রিয়া করিবে। ১১। তীক্ষ্ণ অঞ্জন অতিরিক্ত প্রয়োগ করিলে নয়নের দুর্ব্বলতা হয়। এরূপ স্থলে প্রত্যঞ্জন দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যঞ্জন যথা;—কাংস্যমল কার্পাস-বস্ত্রের সহিত দগ্ধ করিয়া শ্বেত মরিচ ও তাম্রচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রত্যঞ্জন দিবে। ১২। সমুদ্রফেন, সৈন্ধব, শঙ্খ, মুগ ও শ্বেত মরিচ একত্র করিয়া চূর্ণাঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অক্লিন্ন বর্ত্মের কণ্ডু শীঘ্র নষ্ট হয়। ১৩। আর ঐ সকল যোগ কফাধিক প্রক্লিন্ন বর্ত্মেও প্রয়োগ করা যায়। তুত্থক ও কজ্জল তুল্যভাগ ঘৃতের সহিত তাম্রপাত্রে ঘষিয়া এই রোগের অঞ্জন করা যায়। ১৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো লেখ্যরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
নব যেঽভিহিতা লেখ্যাঃ সামান্যস্তেষ্বয়ং বিধিঃ।
স্নিগ্ধবান্তবিরিক্তস্য নিবাতাতপসদ্মনি ॥
সুখোদকপ্রতপ্তেন বাসসা সুসমাহিতঃ।
স্বেদয়েদ্বর্ত্ম নির্ভুজ্য বামাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিস্থিতম্ ॥
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠকাভ্যাঞ্চ নির্ভুগ্নং বর্ত্ম যত্নতঃ।
প্লোতান্তরীকৃতং নৈব চলতি স্রংসতেঽপি বা ॥
ততঃ প্রমৃজ্য প্লোতেন বর্ত্ম শস্ত্রপদাঙ্কিতম্।
লিখেচ্ছস্ত্রেণ পত্রৈর্বা ততো রক্তে স্থিতে পুনঃ ॥
স্বিন্নং মনোহ্বাকাসীস ব্যোষাঞ্জনকসৈন্ধবৈঃ।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সমাক্ষীকৈঃ প্রতিসার্য্যোষ্ণবারিণা ॥
প্রক্ষাল্য হবিষা সিক্তং ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ।
স্বেদাবপীড়প্রভৃতীংস্ত্র্যহাদূর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ ॥
ব্যাসতস্তে সমুদ্দিষ্টং বিধানং লেখ্যকর্ম্মণি ॥ ২
অসৃগাস্রাবরহিতং কণ্ডুশোফবিবর্জ্জিতম্।
সমং নখনিভং বর্ত্ম লিখিতং সম্যগিষ্যতে ॥ ৩
রক্তমক্ষি স্রবেৎ স্বল্পং ক্ষতাচ্ছস্ত্রকৃতাদ্ধ্রুবম্।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

লেখ্যরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা লেখ্যরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। পূর্ব্বে যে নয় প্রকার লেখ্য রোগের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের সাধারণ চিকিৎসা এই;—অন্তর্ব্বর্ত্মগ রোগসমূহে রোগীকে স্নিগ্ধ, বান্ত ও বিরিক্ত করিয়া নির্ব্বাত ও নীরৌদ্র স্থানে স্থাপিত করিবে। পরে বামাঙ্গুষ্ঠের উপর রোগীর বর্ত্ম চিৎ করিয়া (উল্টা করিয়া) ধরিয়া ঈষৎ উষ্ণ জলে তপ্ত বসন দ্বারা স্বিন্ন করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী বস্ত্র-বেষ্টিত করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্মকে চিৎ করিয়া এরূপ যত্নে ধরিতে হয় যেন বর্ত্ম চলিত বা স্খলিত না হয়। অনন্তর বস্ত্র দ্বারা বর্ত্ম প্রমার্জ্জিত করিবে এবং যতদূর লিখন করিতে হইবে, ততদূর শস্ত্রপদ চিহ্নিত করিয়া শস্ত্র বা পত্র দ্বারা লিখন করিতে হইবে। রক্ত বন্ধ হইলে মনঃশিলা, কাসীস, ত্রিকটু, রসাঞ্জন ও সৈন্ধব মধুর সহিত শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিতে হয়। পরে উষ্ণ বারিযোগে প্রক্ষালন করিয়া ঘৃত সিক্ত করিতে হয় এবং ব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হয়। স্বেদ ও অবপীড় প্রভৃতি তিন দিন অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপে সবিস্তারে লেখ্যকর্ম্মের বিধান বলা হইল। ২। বর্ত্ম রক্তস্রাবরহিত, কণ্ডুশোথবিবর্জ্জিত, সম (নিম্নোন্নত রহিত) ও নখের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে উহাকে সম্যক্ লিখিত বলিয়া জানিবে। ৩। বর্ত্ম দুর্লিখিত হইলে অক্ষি শস্ত্রকৃত ক্ষত হইতে স্বল্প (অল্প) রক্ত স্রাব করে এবং বর্ত্ম রাগ,

রাগশোফপরিস্রাবাস্তিমিরং ব্যাধ্যনির্জ্জয়ঃ ॥
বর্ত্ম শ্যাবং গুরু স্তব্ধং কণ্ডূহর্ষোপদেহবৎ।
নেত্রপাকমুদীর্ণং বা কুর্য্যাদপ্রতিকারিণঃ।
এতদ্দুর্লিখিতং জ্ঞেয়ং স্নেহয়িত্বা পুনর্লিখেৎ ॥ ৪
ব্যাবর্ত্ততে যদা বর্ত্ম পক্ষ্ম চাপি বিমুঞ্চতি।
স্যাৎ সরুক্ স্রাববৃদ্ধিষ্টং তদতিস্রাবিতং বিদুঃ।
স্নেহস্বেদাদিরিষ্টঃ স্যাৎ ক্রমস্তত্রানিলাপহঃ ॥ ৫
বর্ত্মাববন্ধং ক্লিষ্টঞ্চ বহলং যচ্চ কীর্ত্তিতম্।
পোথকীশ্চাপ্যবলিখেৎ প্রচ্ছয়িত্বাগ্রতঃ শনৈঃ ॥ ৬
সমং লিখেত্তু মেধাবী শ্যাবকর্দ্দমবর্ত্মনী ॥ ৭
কুম্ভীকিনীং শর্করাঞ্চ তথৈবোৎসঙ্গিনীমপি।
কর্ত্তয়িত্বা তু শস্ত্রেণ লিখেৎ পশ্চাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৮
ভবেয়ুর্বর্ত্মসু চ যাঃ পিড়কাঃ কঠিনা ভৃশম্।
হ্রস্বাস্তাম্রাশ্চ তাঃ পক্কা ভিন্দ্যাদ্ভিত্ত্বা লিখেদপি ॥
তরুণীশ্চাল্পসংবস্থা পিড়কা বাহ্যবর্ত্মজাঃ।
বিদিত্বৈতাঃ প্রশময়েৎ স্বেদালেপনশোধনৈঃ ॥ ৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে লেখ্যরোগপ্রতি-
ষেধো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শোফ ও পরিস্রাব হয়; তিমির রোগ হয় এবং রোগ অনুপশমিত হইয়া থাকে। বর্ত্ম শ্যাব, গুরু, স্তব্ধ, কণ্ডুযুক্ত, হর্ষযুক্ত ও উপলেপযুক্ত হয়। প্রতীকার না করিলে উৎকট নেত্রপাক হইয়া থাকে। এইরূপ দুর্লিখিত বর্ত্মকে পুনশ্চ স্নিগ্ধ করিয়া লেখন করিবে। ৪। বর্ত্ম অতিস্রাবিত হইলে ব্যাবর্ত্তিত হয়, পক্ষ্ম খসিয়া পড়ে, বেদনাযুক্ত হয় এবং অতিশয় স্রাব হয়। এরূপ স্থলে স্নেহ-স্বেদাদি বায়ুনাশক চিকিৎসা হিতকর। ৫। বর্ত্মবন্ধ, ক্লিষ্টবর্ত্ম, বহলবর্ত্ম ও পোথকী অগ্রভাগে শনৈঃ শনৈঃ প্রচ্ছন্ন করিয়া অবলিখন করিবে। ৬। শ্যাববর্ত্ম ও কর্দ্দমবর্ত্ম সমান লিখন করিবে [সমান শব্দে কেহ কেহ "একবারে" এইরূপ অর্থ করেন]। ৭। কুম্ভীকিনী, শর্করা ও উৎসঙ্গিনী শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পশ্চাৎ লিখন করিবে। ৮। বর্ত্মে যে সকল অতি কঠিন, হ্রস্বাকৃতি ও তাম্রবর্ণ পিড়কা হয়, তাহারা পক্ক হইলে ভেদ করিবে এবং ভেদ করিয়া লিখন করিবে। নূতন অল্পশোথ বাহ্যবর্ত্মজ পিড়কা সকল স্বেদ, আলেপন ও শোধন দ্বারা প্রশমিত করিবে। ৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভেদ্যরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
স্বেদয়িত্বা বিসগ্রন্থিং ছিদ্রাণ্যস্য নিরাশ্রয়ম্।
পক্কং ভিত্ত্বা তু শস্ত্রেণ সৈন্ধবেনাবচূর্ণয়েৎ ॥
কাসীসমাগধীপুষ্প-নৈপাল্যেলাযুতেন তু।
ততঃ ক্ষৌদ্রঘৃতং দত্ত্বা সম্যগ্‌বন্ধমুপাচরেৎ ॥ ২
রোচনাক্ষারতুত্থানি পিপ্পল্যঃ ক্ষৌদ্রমেব চ।
প্রতিসারণমেকৈকং ভিন্নে লগণ ইষ্যতে ॥
মহত্যপি চ যুঞ্জীত ক্ষারাগ্নিবিধিকোবিদঃ ॥ ৩
স্বিন্নাং ভিন্নাং বিনিষ্পীড্য ভিষগঞ্জননামিকাম্।
শিলৈলানতসিন্ধূত্থৈঃ সক্ষৌদ্রৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥
রসাঞ্জনমধুভ্যাং বা ভিন্নাং বা শস্ত্রকর্ম্মবিৎ।
প্রতিসার্য্যাঞ্জয়েদ্যুক্ত্যা উষ্ণৈর্দীপশিখোদ্ভবৈঃ ॥ ৪
সম্যক্‌স্বিন্নে কৃমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণম্।
ত্রিফলাতুত্থকাসীস-সৈন্ধবৈস্তু রসক্রিয়াম্ ॥
ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্পলীমধুসৈন্ধবৈঃ।
লেখয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ সমন্তাৎ প্রচ্ছয়েদপি ॥
সংস্বেদ্য পত্রভঙ্গৈশ্চ স্বেদয়িত্বা যথাসুখম্ ॥ ৫
অপাকাদ্বিধিনোক্তেন পক্কং ভেদ্যানুপাচরেৎ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভেদ্যরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা ভেদ্যরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বিসগ্রন্থি পক্ক হইলে স্বিন্ন করিয়া উহার ছিদ্র সকল নিরাশ্রয়রূপে [কোন প্রকার চিহ্ন না থাকে এরূপে] ভেদ করিবে। অনন্তর হিরাকস, পিপুল পুষ্পাঞ্জন ও মনঃশিলাযুক্ত সৈন্ধব লবণ অবচূর্ণন করিবে। অনন্তর মধু ও ঘৃত দিয়া সম্যক্ বন্ধন আচরণ করিবে। ২। লগণ অল্প হইলে ভিন্ন করিয়া উহাতে একে একে রোচনা, ক্ষার, তুত্থ, পিপুল ও মধু প্রতিসারণ করিবে। লগণ বড় হইলে ক্ষার ও অগ্নিযোগে দগ্ধ করিবে। অনন্তর ক্ষারাগ্নি-দগ্ধবৎ চিকিৎসা ও পরে সামান্যব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। ৩। অঞ্জননামিকা স্বিন্ন ও ভিন্ন করিয়া নিষ্পেষিত করিবে। পরে মনঃশিলা, এলা, তগর, সৈন্ধব ও মধুযোগে প্রতিসারণ করিবে। স্বয়ং ভিন্ন হইলে রসাঞ্জন ও মধুযোগে প্রতিসার করিয়া দীপশিখা-সমুদ্ভূত উষ্ণ কজ্জল প্রয়োগ করিবে। ৪। কৃমিগ্রন্থি সম্যক্ স্বিন্ন ও ভিন্ন হইলে ত্রিফলা, তুত্থ, কাসীস ও সৈন্ধবের রসক্রিয়া প্রতিসারণ করিবে। কফজ কৃমিগ্রন্থি ভিন্ন করিয়া পিপুল, মধু ও সৈন্ধবযোগে উপনাহ দিবে। আর ইহাকে মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা লেখন এবং সমন্তাৎ প্রচ্ছনও করা যায়। লেখন ও প্রচ্ছানের পূর্ব্বে স্নিগ্ধ করিয়া পল্লবসমূহযোগে যথাসুখ স্বিন্ন করিতে হয়। ৫।

সর্ব্বেষ্বেতেষু বিহিতং বিধানং স্নেহপূর্ব্বকম্।
সম্পক্বে প্রযতো ভূত্বা কুর্ব্বীত ব্রণরোপণম্॥ ৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে ভেদ্যরোগপ্রতিষেধো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্ছেদ্যরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নমুপবিষ্টস্য যত্নতঃ।
সংরোষয়েত্তু নয়নং ভিষক্ চূর্ণৈস্তু লাবণৈঃ॥
ততঃ সংরোষিতং তূর্ণং সুস্বিন্নং পরিঘট্টিতম্।
অর্ম্ম যত্র বলীজাতং তত্রৈতত্তুগয়েদ্ভিষক্॥
অপাঙ্গং প্রেক্ষমাণস্য বড়িশেন সমাহিতঃ।
মুচুণ্ড্যা গৃহ্য মেধাবী সূচীসূত্রেণ বা পুনঃ॥
ন চোত্থাপয়তা ক্ষিপ্রং কার্য্যমত্যুন্নতঞ্চ তৎ।
শস্ত্রপাতভয়াচ্চাস্য বর্ত্মনী গ্রাহয়েদ্দৃঢ়ম্॥
ততঃ প্রশিথিলীভূতং ত্রিভিরেব বিলম্বিতম্।
উল্লিখন্ মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেন পরিশোধয়েৎ॥
বিমুক্তং সর্ব্বতশ্চাপি কৃষ্ণাচ্ছুক্লাচ্চ মণ্ডলাৎ।
নীত্বা কনীনকোপান্তং ছিন্দ্যান্নাতি কনীনকম্॥
চতুর্ভাগস্থিতে মাংসে নাক্ষি ব্যাপত্তিমর্হতি।
কনীনকবধাদস্রং নাড়ী চাপ্যুপজায়তে॥
হীনচ্ছেদাৎ পুনর্বৃদ্ধিং শীঘ্রমেবাধিগচ্ছতি॥ ২
অর্ম্ম যজ্জালবচ্চাপি তদপ্যুন্মার্জ্জলম্বিতম্।
ছিন্দ্যাদ্বক্রেণ শস্ত্রেণ বর্ত্মশুক্লান্তমাশ্রিতম্॥
প্রতিসারণমক্ষোস্তু ততঃ কার্য্যমনন্তরম্।
যবনালস্য চূর্ণেন ত্রিকটোর্লবণস্য চ॥
স্বেদয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্বদ্ধীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
দেশর্ত্তুবলকালজ্ঞঃ স্নেহং দত্ত্বা যথাহিতম্॥
ব্রণবৎ সংবিধানন্তু তস্য কুর্য্যাদতঃ পরম্।
ত্র্যহান্মুক্ত্বা করস্বেদং দত্ত্বা শোধনমাচরেৎ॥ ৩
করঞ্জবীজামলক-মধুকৈঃ সাধিতং পয়ঃ।
হিতমাশ্চ্যোতনং শূলে দ্বিরহ্নঃ ক্ষৌদ্রসংযুতম্॥
মধুকোৎপলকিঞ্জল্ক-দূর্ব্বাকল্কৈশ্চ মূর্দ্ধনি।
প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীতঃ ক্ষীরপিষ্টঃ প্রশস্যতে॥ ৪
লেখ্যাঞ্জনৈরপহরেদর্ম্মশেষং ভবেদ্যদি॥ ৫
অর্ম্ম চাল্পং দধিনিভং নীলং রক্তমথাপি বা।

ভেদ্য রোগ সকল পক্ব না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত নিয়মে চিকিৎসা করিবে। সকল প্রকার ভেদ্য রোগেই স্নেহ-বিধি অগ্রে প্রয়োক্তব্য। পক্ব হইলে সাবধানে ব্রণ-রোপণ করিতে হয়। ৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ছেদ্যরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা ছেদ্যরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। রোগীকে ভোজন করাইয়া উপবিষ্ট করিবে এবং নয়নকে স্নিগ্ধ করিয়া সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা সাবধানে সংরোষিত করিবে। অনন্তর ছেদনীয় অর্ম্ম সংরোষিত, সুস্বিন্ন ও পরিচালিত হইলে, যেস্থানে অর্ম্মের বলি থাকে, সেইস্থানে অর্ম্মে বড়িশ সংলগ্ন করিবে। রোগী এই সময়ে অপাঙ্গে দৃষ্টি-পাত করিয়া থাকিবে। অনন্তর সেই বড়িশ সন্দংশ বা সূচীসূত্র দ্বারা গ্রহণ করিয়া অর্ম্মকে তুলিয়া ধরিবে; কিন্তু এতদূর তুলিবে না যে ছিঁড়িয়া যায়। শস্ত্রপাতভয়ে বর্ত্মদ্বয় চঞ্চল হইতে পারে, এইজন্য দৃঢ় করিয়া ধরিতে হয়। একটী বড়িশ দ্বারা তুলিয়া ধরিলে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, এইজন্য তিনটী বড়িশ সংলগ্ন করিতে হয়। অনন্তর অর্ম্ম শিথিলীভূত হইলে উহাকে তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র দ্বারা উল্লিখিত করিয়া সর্ব্বতঃ উন্মূলন করিবে এবং অর্ম্ম কৃষ্ণ ও শুক্ল মণ্ডল হইতে সর্ব্বতঃ বিমুক্ত হইলে, উহাকে কনীনিকাসমীপে নীত করিয়া ছেদন করিবে। কিন্তু কনীনিকা আহত না হয়, এইজন্য উহার অতি সমীপে ছেদন করা অকর্ত্তব্য। 'মাংসের চতুর্থভাগ থাকিতে ছিন্ন হইলে' অক্ষির বিঘ্ন হয় না। অতিচ্ছেদ হইলে কনীনিকার বধ হয়, রক্তপাত হয় এবং নালী হইয়া থাকে। আবার হীনচ্ছেদ হইলে অর্ম্মের শীঘ্রই পুনর্বৃদ্ধি হয়। ২। উপরে যে অর্ম্মের বিষয় বলা হইল, উহা প্রস্তার্য্যমাণ অর্ম্ম। অর্থাৎ উহা বর্ত্মদ্বয়সমীপস্থ সমস্ত শুক্লাবয়ব ব্যাপিয়া থাকে এবং বলীভাব হয়। যে অর্ম্ম বলীভাব না হয় এবং যাহা মৎস্যবন্ধনজালসদৃশ বর্ত্ম-সমীপে শুক্লাবয়বে ব্যাপনশীল হয়, তাহাও সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা উন্মার্জ্জিত করিয়া শিথিলীভূত করিতে হয় এবং বড়িশ দ্বারা ধরিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে হয় [কেহ কেহ বলেন যে, জালার্ম্ম শব্দে স্নায়ুর্ম্ম বুঝায়]। ছেদন কর্ম্মের পর যবনাল, ত্রিকটু ও সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা অক্ষিদ্বয়ের প্রতিসারণ করিবে। অনন্তর যবনালাদি দ্বারাই স্বেদন করিয়া দেশ, ঋতু, বল ও কাল অনুসারে যথাহিত ঘৃতাদি স্নেহ প্রদানপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। অনন্তর ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। তিন দিন পরে বন্ধন খুলিয়া করস্বেদ দিবে এবং শোধন করিবে। ৩। আবশ্যিক শূল হইলে করঞ্জবীজ, আমলক ও যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধুযোগে দুই বেলা আশ্চ্যোতন করিবে। আর যষ্টিমধু, নীলোৎপলকিঞ্জল্ক ও দূর্ব্বার কল্ক ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মাথায় শীতল প্রলেপ দিবে। ৪। অর্ম্মের শেষ থাকিয়া গেলে লেখ্যাঞ্জনযোগে অপহৃত করিবে। ৫। যে অর্ম্ম অল্প, দধিনিভ, নীল বা রক্ত বা

ধূসরং তনু যচ্চাপি শুক্রবৎ তদুপাচরেৎ ॥ ৬
চর্ম্মাভং বহলং যত্তু স্নায়ুমাংসঘনাবৃতম্।
ছেদ্যমেব তদর্শ্মঃ স্যাৎ কৃষ্ণমণ্ডলগঞ্চ যৎ ॥ ৭
বিশুদ্ধবর্ণমক্লিষ্টং ক্রিয়াস্বক্ষি গতক্লমম্।
ছিন্নেঽর্ম্মণি ভবেৎ সম্যক্ যথাস্বমনুপদ্রবম্ ॥ ৮
শিরাজালে শিরা যাস্তু কঠিনাস্তাশ্চ বুদ্ধিমান্।
উল্লিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ বড়িশেনাবলম্বিতাঃ ॥
শিরাসু পিড়কা জাতা যা ন সিধ্যন্তি ভেষজৈঃ।
অর্শ্মবন্মণ্ডলাগ্রেণ তাসাং ছেদনমিষ্যতে ॥
রোগয়োশ্চৈতয়োঃ কার্য্যমর্শ্মোক্তং প্রতিসারণম্।
বিধিশ্চাপি যথাদোষং লেখনদ্রব্যসংস্কৃতঃ ॥ ৯
সন্ধৌ সংস্বেদ্য শস্ত্রেণ পর্ব্বণীকাং বিচক্ষণঃ।
উত্তরে চ ত্রিভাগে চ বড়িশেনাবলম্বিতাম্ ॥
ছিন্দ্যাৎ ততোঽর্দ্ধমগ্রে স্যাদশ্রুনাড়ী হ্যতোঽন্যথা।
প্রতিসারণমত্রাপি সৈন্ধবক্ষৌদ্রমিষ্যতে ॥
লেখনীয়ানি চূর্ণানি ব্যাধিশেষস্য ভেষজম্ ॥ ১০
শঙ্খং সমুদ্রফেনঞ্চ মণ্ডূকীঞ্চ সমুদ্রজাম্।
স্ফটিকং কুরুবিন্দঞ্চ প্রবালাশ্মন্তকং তথা ॥
বৈদূর্য্যোপলকং মুক্তাময়স্তাম্ররজাংসি চ।
সমভাগানি সম্পিষ্য সার্দ্ধং স্রোতোঽঞ্জনেন তু ॥
চূর্ণাঞ্জনং কারয়িত্বা ভাজনে মেষশৃঙ্গজে।
সংস্থাপ্যোভয়তঃ কালমঞ্জয়েৎ সততং বুধঃ ॥

যাহা ধূসর, তাহার শুক্রবৎ চিকিৎসা করিবে। ৬। যে অর্শ্ম চর্ম্মাভ, বহল, স্নায়ুমাংসে ঘন আবৃত, তাহা ছেদ্য। যে অর্শ্ম কৃষ্ণমণ্ডলগত, তাহাও ছেদ্য। ৭। অর্শ্ম সম্যক্ ছিন্ন হইলে অক্ষি বিশুদ্ধবর্ণ, অক্লিষ্ট ও ক্রিয়াক্ষম হয় এবং উহাতে হীনচ্ছেদ বা অতিচ্ছেদের উপদ্রব থাকে না। ৮। শিরাজাল রোগে কঠিন শিরা সকল বড়িশ দ্বারা তুলিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা উল্লিখন করিবে। আর শিরাজাত যে সকল পিড়কা ঔষধে সারে না, তাহাদিগকেও মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা অর্শ্মের মত ছেদন করিবে। আর এই দুই রোগে অর্শ্মোক্ত প্রতিসারণ করিবে। আর যথাদোষ সেচনদ্রব্যসংস্কারে চিকিৎসা করিবে। ৯। পর্ব্বণিকা রোগে কৃষ্ণশুক্লসন্ধিতে সম্যক্ স্বেদ দিয়া উপরিতন তৃতীয় ভাগে বড়িশ দিয়া তুলিয়া ধরিবে এবং ছেদন করিয়া ফেলিবে। আর মূল ও অগ্রে ভিন্ন করিয়া মধ্যে ছেদন করিয়া ফেলিবে। নতুবা 'অশ্রুপথে নালী' হইতে পারে। এ স্থলেও সৈন্ধব ও মধু প্রতিসারণ করিতে হয়। আর ব্যাধির শেষ থাকিলে লেখনীয় চূর্ণ সকল প্রয়োগ করিবে। ১০। শঙ্খ, সমুদ্রফেন, সমুদ্রজা মণ্ডূকী (শুক্তি), স্ফটিক, কুরুবিন্দ (পদ্মরাগ), প্রবাল, অশ্মন্তক (মণিবিশেষ), বৈদূর্য্য, মুক্তা, লৌহরজ, তাম্ররজ ও স্রোতোঞ্জন সমভাগে পেষণ করিয়া চূর্ণাঞ্জন করিবে এবং মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করিবে। এই অঞ্জন দুই বেলা প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে অর্শ্মসমূহ, পিড়কা ও শিরাজালসমূহ নষ্ট হইয়া থাকে। আর বর্ত্মার্শ, শুষ্কার্শ ও অর্ব্বুদ নষ্ট হয়। ১১। বর্ত্মের অভ্যন্তরে ঐ সকল রোগ জন্মিলে তাহাদের চিকিৎসা বলা হইতেছে ;—বর্ত্মকে স্বিন্ন ও ব্যাবর্ত্তিত করিয়া সূচী দ্বারা সাবধানে উৎক্ষিপ্ত করিবে। অনন্তর তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা মূলদেশে ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। অনন্তর সৈন্ধব, কাসীস ও পিপুলচূর্ণ দিয়া প্রতিসারণ করিবে। রক্ত থামিলে শলাকামুখে ক্ষার দিয়া বর্ত্ম দগ্ধ করিবে। আর রোগের শেষ থাকিলে অবলেখন করিবে। অনন্তর তীক্ষ্ণ শোধনযোগে ঊর্দ্ধাধঃ শোধন করিবে। আর যথাদোষ অভিষ্যন্দের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। শস্ত্রক্রিয়া শেষ হইলেও একমাস নিয়মে থাকিবে। ১১।

অর্শাংসি পিড়কাং হন্যাচ্ছিরাজালানি তেন বৈ।
অর্শস্তথা যচ্চ নাম্না শুষ্কার্শোঽর্ব্বুদমেব চ ॥
অভ্যন্তরং বর্ত্মগানাং বিধানং তেষু বক্ষ্যতে ॥
বর্ত্মোপস্বেদ্য নির্ভুজ্য সূচ্যোৎক্ষিপ্য প্রযত্নতঃ।
মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেন মূলে ছিন্দ্যাদ্ভিষগ্বরঃ ॥
ততঃ সৈন্ধবকাসীস-কৃষ্ণাভিঃ প্রতিসারয়েৎ।
স্থিতে চ রুধিরে বর্ত্ম দহেৎ সম্যক্ শলাকয়া ॥
ক্ষারেণাবলিখেচ্চাপি ব্যাধিশেষো ভবেদ্‌যদি।
তীক্ষ্ণৈরুভয়তো ভাগৈস্ততো দোষমধিক্ষিপেৎ ॥
বিতরেচ্চ যথাদোষমভিষ্যন্দক্রিয়াবিধিম্।
শস্ত্রকর্ম্মণ্যুপরতে মাসঞ্চ স্যাৎ সুযন্ত্রিতঃ ॥ ১১
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে ছেদ্যরোগপ্রতিষেধো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পক্ষ্মকোপপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

যাপ্যস্তু যো বর্ত্মভবো বিকারঃ
পক্ষ্মপ্রকোপোঽভিহিতঃ পুরস্তাৎ।
তত্রোপবিষ্টস্য নরস্য চর্ম্ম
বর্ত্মোপরিষ্টাদনুতির্য্যগেব ॥
ভ্রুবোরধস্তাৎ পরিমুচ্য ভাগৌ
পক্ষ্মাশ্রিতৈকৈকমতোঽবকৃন্তেৎ।

ষোড়শ অধ্যায়।

পক্ষ্মকোপপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা পক্ষ্মকোপপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। পূর্ব্বে পক্ষ্মকোপ নামক যে বর্ত্মরোগ যাপ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শস্ত্র, অগ্নি, ক্ষার ও ঔষধ এই চারিটিই প্রয়োগ করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শস্ত্রকর্ম্ম বলা

কনীনকাপাঙ্গসমং সমন্তাদ্-
যবাকৃতি স্নিগ্ধতনোর্নরস্য॥
উৎকৃত্য শস্ত্রেণ যবপ্রমাণং
বালেন সীব্যেত্ত্বিবগপ্রমত্তঃ।
দত্ত্বা চ সর্পির্মধুনাবশেষং
কুর্য্যাদ্বিধানং বিদিতং ব্রণে যৎ॥
ললাটদেশে চ নিবদ্ধপট্টং
প্রাকৃস্যুতমন্ত্রাপ্যপরঞ্চ বদ্ধা।
স্থৈর্য্যং গতে চাপাথ শস্ত্রমার্গে
বালান্ বিমুঞ্চেৎ কুশলোঽভিবীক্ষ্য॥ ২
এবং নচেচ্ছাম্যতি তস্য বর্ত্ম
নির্ভুজ্য দোষোপহতাং বলিঞ্চ।
ততোঽগ্নিনা বা প্রতিসারয়েৎ তাং
ক্ষারেণ বা সম্যগবেক্ষ্য ধীরঃ॥ ৩
ছিত্ত্বা সমং বাপ্যুপপক্ষ্মমালাং
সম্যগ্‌গৃহীত্বা বড়িশৈস্ত্রিভিশ্চ।
পথ্যাফলেন প্রতিসারয়েৎ তু
পিষ্টেন বা তৌবরকেণ সম্যক্॥ ৪
চত্বার এতে বিধয়ো বিহন্তুং
পক্ষ্মোপরোধং পৃথগেব শস্তাঃ।
বিরেচনাশ্চ্যোতননস্যধূম-
লেপাঞ্জনস্নেহরসক্রিয়াশ্চ॥ ৫
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে পক্ষ্মকোপপ্রতি-
ষেধো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

হইতেছে। রোগীকে স্নিগ্ধ ও উপবিষ্ট করাইয়া ভ্রূর নিম্নে দুইভাগ ও পক্ষ্মাশ্রিত চর্ম্ম একভাগ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্মের উপরি হইতে কনীনিকা ও অপাঙ্গের মধ্যস্থ সমপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া সেই ভাগের চর্ম্ম শস্ত্র দ্বারা সমন্তাৎ যবপ্রমাণ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর অশ্বকেশ দ্বারা সাবধানে সেলাই করিয়া দিবে। পরে তদুপরি মধু ও সর্পিঃ প্রয়োগ করিয়া পট্টবস্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধনকেশের দুই প্রান্ত দ্বারা পুনর্ব্বার ললাটদেশে বন্ধন করিবে। অনন্তর শস্ত্রপথ কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে কেশ সকল পরিত্যাগ করিবে। ২। যদি ইহাতেও বর্ত্ম উপশমিত না হয়, তাহা হইলে বর্ত্মকে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া দূষিত বলি যথাশাস্ত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ বা ক্ষার দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। ৩। দোষ সকল পক্ষ্মাশয়গত হইলে বর্ত্মকে বড়িশত্রয়ে উত্থিত করিয়া উপপক্ষ্মসমূহ এককালে ছেদন করিয়া ফেলিবে। পরে হরীতকী বা তুবরফল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। ৪। এই চারিটী বিধিই প্রত্যেকে পক্ষ্মোপরোধ নষ্ট করিতে সমর্থ। আর ইহাতে বিরেচন, আশ্চ্যোতন, নস্য, ধূম, লেপ, অঞ্জন, স্নেহ ও রসক্রিয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। ৫।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অথাতো দৃষ্টিগতরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
ত্রয়ঃ সাধ্যাস্ত্রয়োঽসাধ্যা যাপ্যাঃ ষট্ চ ভবন্তি হি॥ ২
তত্রৈকস্য প্রতীকারঃ কীর্ত্তিতো ধূমদর্শিনঃ।
দৃষ্টৌ পিত্তবিদগ্ধায়াং বিদগ্ধায়াং কফেন চ।
পিত্তশ্লেষ্মহরং কুর্য্যাদ্বিধিং শস্ত্রক্ষতাদৃতে।
নস্যসেকাঞ্জনালেপ-পুটপাকৈঃ সতর্পণৈঃ॥
আদ্যে তু ত্রৈফলং পেয়ং সর্পিস্ত্রৈবৃতমুত্তরে।
তৈল্বকক্ষৌভয়োঃ পথ্যং কেবলং জীর্ণমেব বা॥
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা গোদন্তস্য মসী তথা।
গোমাংসং মরিচং বীজং শিরীষস্য মনঃশিলা॥
বৃন্তং কপিত্থাস্মধুনা স্বরংগুপ্তাফলানি চ।
চত্বার এতে যোগাঃ স্যুরুভয়োরঞ্জনে হিতাঃ॥ ৩
কুব্জকাশোকশালাম্র-প্রিয়ঙ্গুনলিনোৎপলৈঃ।
পুষ্পৈর্হরেণুকৃষ্ণাহ্বা-পথ্যামলকসংযুতৈঃ॥
সাপর্মধুযুতৈশ্চূর্ণৈর্বেণুনাড্যামবস্থিতৈঃ।
অঞ্জয়েদুভাবপি ভিষক্ পিত্তশ্লেষ্মবিভাবিতৌ॥ ৪
আম্রজম্বুভবং পুষ্পং তদ্রসেন হরেণুকাম্।

সপ্তদশ অধ্যায়।

দৃষ্টিগতরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা দৃষ্টি-গতরোগ-প্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। দৃষ্টিরোগের মধ্যে ধূমদর্শী, পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি ও শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি সাধ্য। হ্রস্বজাত্য, নাকুলান্ধ্য ও গম্ভীরিক এই তিন প্রকার রোগ অসাধ্য। অন্য ছয়টী যাপ্য। ২। তন্মধ্যে ধূমদর্শীর ঔষধ বলা হইয়াছে। পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিতে পিত্তাভিষ্যন্দনাশক ক্রিয়া ও শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টিতে শ্লেষ্মাভিষ্যন্দনাশক ক্রিয়া আবশ্যক। আর তত্তদ্দোষনাশক নস্য, পরিষেক, অঞ্জন, আলেপ, পুটপাক ও তর্পণ হিতকর। আর পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিতে ত্রিফলাঘৃত এবং শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টিতে ত্রৈবৃত ঘৃত পান করিতে হয়। আর উভয় রোগেই তিল্বক-ঘৃত নূতন বা পুরাতন পথ্য। আর উভয়েরই অঞ্জনে এই চারিটী যোগ হিতকর যথা;—(১) গৈরিক, সৈন্ধব, পিপুল ও গোদন্তের মসী। (২) গোমাংস, শ্বেত মরিচ, শিরীষ-বীজ ও মনঃশিলা। (৩) কপিত্থের বৃন্ত ও মধু। (৪) আলকুশীর ফল ও মধু। [কোন কোন মতে পিত্তবিদগ্ধ-দৃষ্টিতে রাত্রিতে ও শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টিতে দিবসে অঞ্জন দেওয়া ভাল]। ৩। কুব্জক (পুষ্পবৃক্ষবিশেষ), অশোক, শাল, আম্র, প্রিয়ঙ্গু, নলিন ও নীলোৎপল এই সকল পুষ্পের চূর্ণ এবং হরেণু, পিপুল, হরীতকী ও আমলকী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতমধুযোগে বংশনলের মধ্যে স্থাপিত করিবে। এই ঘৃত উক্ত প্রকার রোগেই অঞ্জন করা যায়। ৪। আম্রপুষ্প ও জম্বুপুষ্পের রস এবং চতুর্থাংশ হরেণুকাচূর্ণ

পিষ্ট্বা ক্ষৌদ্রাজ্যসংযুক্তাং প্রযোজ্যমথবাঞ্জনম্ ॥
নলিনোৎপলকিঞ্জল্ক-গৈরিকৈর্গোশকৃদ্রসৈঃ।
গুড়িকাঞ্জনমেতদ্বা দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্ ॥ ৫
রসাঞ্জনরসক্ষৌদ্র-তালীশস্বর্ণগৈরিকম্।
গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে ॥ ৬
শীতং সৌবীরকং বাপি পিষ্ট্বার্থ রসভাবিতম্।
কূর্ম্মপিত্তেন মতিমান্ ভাবয়েদ্রোহিতেন বা ॥
চূর্ণাঞ্জনমিদং নিত্যং প্রযোজ্যং পিত্তশান্তয়ে ॥ ৭
কাশ্মরীপুষ্পমধুক-দার্ব্বীরোধ্ররসাঞ্জনৈঃ।
সক্ষৌদ্রমঞ্জনং তদ্বর্ত্তিতং নেত্রামযে সদা ॥ ৮
স্রোতোজং সৈন্ধবং কৃষ্ণাং রেণুকাঞ্চাপি পেষয়েৎ।
অজমূত্রেণ তা বর্ত্ত্যঃ ক্ষণদান্ধাঞ্জনে হিতাঃ ॥
কালানুসারিবাং কৃষ্ণাং নাগরং মধুকং তথা।
তালীশপত্রং ক্ষণদে গাঙ্গেয়ঞ্চ শকৃদ্রসে।
কৃতাস্তা বর্ত্তয়ঃ পিষ্টাশ্ছায়াশুষ্কাঃ সুখাবহাঃ ॥
মনঃশিলাভয়াব্যোষ-বলাকালানুসারিবাঃ।
সফেনা বর্ত্তয়ঃ পিষ্টাশ্ছাগক্ষীরসমন্বিতাঃ ॥ ৯
গোমূত্রপিত্তমদিরা-শকৃদ্ধাত্রীরসে পচেৎ।
ক্ষুদ্রাঞ্জনং রসে চাপ্যদ্যকৃতত্রৈফলেঽপি বা ॥

গোমূত্রাজ্যার্ণবমল-পিপ্পলীক্ষৌদ্রকট্‌ফলম্।
সৈন্ধবোপহিতং মুগ্ধ্যান্নিহিতং বেণুগহ্বরে ॥ ১০
মেদোযকৃদ্ঘৃতঞ্চাজং পিপ্পল্যঃ সৈন্ধবং মধু।
রসমামলকঞ্চাপি পক্বং সম্যঙ্নিধাপয়েৎ ॥
কোশে খদিরনির্ম্মাণে তদ্বৎ ক্ষুদ্রাঞ্জনং হিতম্ ॥ ১১
হরেণুমগধাজাস্থি-মজ্জৈলাযকৃদন্বিতম্।
শকৃদ্রসেনাঞ্জনং বা শ্লেষ্মোপহতদৃষ্টয়ে ॥ ১২
বিপাচ্য গোধাযকৃদর্দ্ধপাটিতং
সুপূরিতং মাগধিকাভিরগ্নিনা।
নিষেবিতং তৎ সকৃদঞ্জনেন
নিহন্তি নক্তান্ধ্যমসংশয়ং খলু ॥
তথা যকৃচ্ছাগভবং হুতাশনে
বিপাচ্য সম্যঙ্মগধাসমন্বিতম্।
প্রযোজিতং পূর্ব্ববদাশ্বসংশয়ং
জয়েৎ ক্ষপান্ধ্যং সকৃদঞ্জনান্নৃণাম্ ॥
প্লীহা যকৃচ্চাপ্যপভক্ষিতে উভে
প্রকল্প্য শূল্যে ঘৃততৈলসংযুতম্।
তে সার্ষপস্নেহসমাযুতেঽঞ্জনং
নক্তান্ধ্যমাশ্বেব হতঃ প্রযোজিতে ॥ ১৩
নদীজশিষ্মীকটুকাঞ্জনাঞ্জন-
মনঃশিলা দ্বে চ নিশে যকৃদ্রসে।
সচন্দনেয়ং গুটিকাথবাঞ্জনং
প্রশস্যতে বৈ দিবসেঽথপশ্যতাম্ ॥ ১৪

একত্র পেষণ করিয়া মধুঘৃতযোগে পিত্তশ্লেষ্মবিদাহজনিত দিনান্ধ্য ও রাত্র্যন্ধ্য রোগে অঞ্জন করিবে। অথবা নলিন, উৎপলকিঞ্জল্ক ও গৈরিক গোময়রসে পেষণ করিয়া গুটিকাঞ্জন করিবে। ৫। পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিতে রসাঞ্জন, রস (জাতীপত্র বা আমলকীপত্রের রস ইতি টীকাকার। মাংসরস বলিলেও দোষ হয় না) গোময়রসের সহিত মিলিত করিয়া চূর্ণাঞ্জন দিবে। ৬। শীত (রসাঞ্জন বা কর্পূর) ও সৌবীরক (সৌবীরাঞ্জন) পেষণ করিয়া চতুষ্পদ জন্তুর মাংসরসে ভাবিত করিবে এবং তদ্দ্বারা পিত্তদগ্ধ-দৃষ্টিতে চূর্ণাঞ্জন করিবে। এই চূর্ণাঞ্জন কূর্ম্মপিত্তে বা রোহিতপিত্তে ভাবিত করিয়া পিত্তশান্তির জন্য নিত্য প্রয়োগ করিবে। ৭। গাম্ভারীপুষ্প, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, লোধ ও রসাঞ্জন মধুর সহিত নেত্র-রোগে সদা অঞ্জন দিবে। ৮। স্রোতোঞ্জন, সৈন্ধব ও রেণুকা অজমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্ত্যঞ্জন রাত্র্যন্ধের পক্ষে হিতকর। কালানুসারিবা (তগর), পিপুল, শুঁঠ, যষ্টিমধু, তালীশপত্র, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও গাঙ্গেয় ("মুস্তাদি") গোময়রসে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা একটী সুখাবহ বর্ত্ত্যঞ্জন। মনঃশিলা, হরীতকী, ত্রিকটু, বেড়েলা, কালানুসারিবা (তগর) ও সমুদ্রফেন ছাগক্ষীরে পেষণ করিয়া রাত্র্যন্ধ্যের জন্য বর্ত্তি করিবে। ৯। গোমূত্র, অজাদির পিত্ত, মদিরা ও গোময়রস হরিদ্রার ক্বাথের সহিত ঘন করিয়া পাক করিবে। এই ক্ষুদ্রাঞ্জন (রস-ক্রিয়া) রাত্র্যন্ধের পক্ষে হিতকর। গোমূত্রাদির সহিত অজাদি জন্তুর যকৃতের রস বা ত্রিফলার রস পাক করিয়াও ক্ষুদ্রাঞ্জন করা যায়। গোমূত্র, ঘৃত, সমুদ্রফেন, পিপুল, মধু ও কট্‌ফল সৈন্ধবের সহিত বংশনলের মধ্যে নিহিত করিবে। ইহাও রাত্র্যন্ধ্যের উত্তম অঞ্জন। ১০। ছাগলের মেদ, যকৃৎ ও ঘৃত, পিপুল, সৈন্ধব ও মধু এবং আমলকীর রস পাক করিয়া খদিরনির্ম্মিত কোষে সম্যক্ স্থাপিত করিবে। এই ক্ষুদ্রাঞ্জন রাত্র্যন্ধের পক্ষে হিতকর। ১১। হরেণু, পিপুলবীজ, এলা ও যকৃৎ গোময়রসে পিষ্ট করিয়া শ্লেষ্মোপহতদৃষ্টির অঞ্জন করিবে। ১২। গোধাযকৃৎ অর্দ্ধ বিপাটিত করিয়া তন্মধ্যে পিপুল পুরিয়া দিবে। পরে উহা মৃত্তিকাবেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। সেই স্বিন্ন পিপুল মধুর সহিত বাটিয়া অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধতা একবারে নিশ্চয় নষ্ট হয়। এইরূপ ছাগযকৃতে পিপুল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলেও রাত্র্যন্ধতা একেবারে নিশ্চয় নষ্ট হয়। গোধা বা ছাগের প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই খণ্ড খণ্ড করিয়া শূল্য পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ঘৃত-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই দ্রব্য সর্ষপতৈল-সংযুক্ত করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা শীঘ্রই নিশ্চয় নষ্ট হয়। ১৩। সৈন্ধব, শিম্বী (হরিত মুদ্গ), কটুক (মরিচ), সৌবীরাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এবং রক্তচন্দন যকৃৎ-রসে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই গুটিকাঞ্জন

ভবন্তি যাপ্যাঃ খলু যে ষড়াময়া
হরেদসৃক্ তেষু শিরাবিমোক্ষণৈঃ।
বিরেচয়েচ্চাপি পুরাণসর্পিষা
বিরেচনাঙ্গোপহিতেন সর্ব্বদা॥ ১৫
পয়োবিমিশ্রং পবনোদ্ভবে হিতং
বদন্তি পঞ্চাঙ্গুলতৈলমেব তু।
ভবেদ্ঘৃতং ত্রৈফলমেব শোধনং
বিশেষতঃ শোণিতপিত্তরোগয়োঃ॥ ১৬
ত্রিবৃদ্বিরেকঃ কফজে প্রশস্যতে
ত্রিদোষজে তৈলমুশন্তি তৎকৃতম্।
পুরাণসর্পিস্তিমিরেষু সর্ব্বতো
হিতং ভবেদায়সভাজনস্থিতম্॥
হিতঞ্চ বিদ্যাৎ ত্রিফলাঘৃতং সদা
কৃতঞ্চ যন্মেষবিষাণনামভিঃ॥ ১৭
সদাবলিহ্যাৎ ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং
ঘৃতপ্রগাঢ়াং তিমিরেঽথ পিত্তজে।
সমীরজে তৈলযুতাং কফাত্মকে
মধুপ্রগাঢ়ং বিদধীত যুক্তিতঃ॥ ১৮
গবাং শকৃৎকাথবিপকমুত্তমং
হিতন্তু তৈলং তিমিরেষু নাবনম্।
হিতং ঘৃতং কেবলমেব পৈত্তিকে
হজাবিকং যন্মধুরৈর্বিপাচিতম্॥

তৈলং স্থিরাদৌ মধুরে চ যদ্গণে
তথাণুতৈলং পবনাস্রজয়োঃ।
সহাশ্বগন্ধাতিবলাবরীশৃতং
হিতঞ্চ নস্যে ত্রিবৃতং যদীরিতম্॥
জলোদ্ভবানূপজমাংসসংস্কৃতাদ্
ঘৃতং বিধেয়ং পয়সো যদুত্থিতম্॥ ১৯
সসৈন্ধবঃ ক্রব্যভুগেণমাংসয়ো-
র্হিতঃ সসর্পিঃ সমধুঃ পুটাহ্বয়ঃ।
বসাথ গৃধ্রোরগতাম্রচূড়জা
সদা প্রশস্তা মধুকান্বিতাঞ্জনে॥ ২০
প্রত্যঞ্জনং স্রোতসি যৎ সমুত্থিতং
ক্রমাদ্রসক্ষীরঘৃতেষু ভাবিতম্।
স্থিতং দশাহত্রয়মেতদঞ্জনং
কৃষ্ণোরগাস্যে কুশসংপ্রবেষ্টিতে॥
তন্মালতীক্ষারকসৈন্ধবাযুতং
সদাঞ্জনং স্যাৎ তিমিরেঽথ রাগিণি।
সুভাবিতং বা পয়সা দিনত্রয়ং
কাচাপহং শাস্ত্রবিদঃ প্রচক্ষতে॥ ২১
হবির্হিতং ক্ষীরভবন্তু পৈত্তিকে
বদন্তি নস্যং মধুরৌষধৈঃ কৃতম্।
তৎ তর্পণে চৈব হিতং প্রযোজিতং
সজাঙ্গলস্তেষু চ যঃ পুটাহ্বয়ঃ॥ ২২

দিনান্ধদিগের পক্ষে প্রশস্ত। ১৪। অনন্তর যাপ্যরোগ-সমূহের চিকিৎসা বলা হইতেছে। যে ছয়টী রোগকে যাপ্য বলা হইয়াছে, সেই সকল রোগের মধ্যে মোক্ষণযোগ্য রোগসমূহে শিরামোক্ষণ করিয়া রক্তস্রাব করিবে। আর বিরেচনদ্রব্যসংস্কৃত পুরাণ ঘৃতযোগে সর্ব্বথা বিরেচন দিবে। ১৫। যাপ্য রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে দুগ্ধ-মিশ্রিত এরণ্ডতৈল সেবন করিবে। তিমিররোগসমূহে ত্রিফলাঘৃত বিশেষ হিতকর। অথবা এই ঘৃত রক্তপিত্ত রোগমাত্রেই হিতকর। ১৬। তিমিররোগসমূহে কফের প্রাবল্য থাকিলে ত্রিবৃৎঘৃতের বিরেচন হিতকর। ত্রিদোষের প্রাবল্য থাকিলে ত্রিবৃৎসংস্কৃত তৈলের বিরেচন হিতকর হয়। সমস্ত তিমির রোগেই লৌহপাত্রস্থিত পুরাতন ঘৃত হিতকর হয়। আর ত্রিফলাঘৃত সর্ব্বদাই হিতকর। আর মেষশৃঙ্গীফলের ঘৃতও হিতকর। ১৭। পিত্তজ তিমিরে সুচূর্ণিত ত্রিফলাঘৃত প্রগাঢ় করিয়া পান করিবে। বাতজ তিমিরে তৈলাক্ত ত্রিফলাচূর্ণ এবং কফজ তিমিরে মধুপ্রগাঢ় ত্রিফলাচূর্ণ যুক্তিপূর্ব্বক পান করিবে। ১৮। তিমির রোগে গোময়কাথে তৈলপাক করিয়া নস্য করিবে। পিত্তজ তিমিরে ছাগ ও মেষের ঘৃত মধুর গণের সহিত পাক করিয়া নস্য করিবে। অথবা কেবল সেই ঘৃতই নস্য করিবে। বাতরক্তজ তিমিরে বিদারিগন্ধাদি তথা কাকোল্যাদি গণের সহিত সিদ্ধ তৈল তথা অণুতৈল নস্য করিবে। বাতজ তিমিরে মুদ্গপর্ণী, অশ্বগন্ধা, অতিবলা ("মুদ্গপর্ণীভেদ") ও শতাবরীর সহিত সিদ্ধ তৈল নস্য করিবে। আর মহাবাতব্যাধিচিকিৎসিতে যে ত্রি-বৃত (ঘৃত বসা মজ্জার সহিত কৃত) তৈল উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও নস্য করা যায়। আর জলচর ও কূলচরদিগের মাংসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা মন্থন করিলে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহাও নস্য করিবে। ১৯। সৈন্ধব, গৃধ্রাদি মাংসভুক্ জন্তু ও কৃষ্ণসার মৃগের মাংস পুটপাক করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অঞ্জন করিবে। অথবা গৃধ্র, কৃষ্ণসর্প ও কুক্কুট এই সকলের বসা যষ্টিমধু ও মধুসংযোগে অঞ্জন করিবে। ২০। চক্ষু অঞ্জনে জড়ীভূত হইলে প্রত্যঞ্জন দিতে হয়। স্রোতোঞ্জন যথাক্রমে মাংসরস, দুগ্ধ ও ঘৃতে ভাবিত করিবে এবং বাতজ তিমিরে প্রত্যঞ্জন দিবে। [মৃদু অঞ্জনে চক্ষুর বিকার হইলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন দিতে হয় আর তীক্ষ্ণ অঞ্জনে চক্ষুর পীড়া হইলে মৃদু অঞ্জন দিতে হয়। ইহারই নাম প্রত্যঞ্জন]। স্রোতোঞ্জন কৃষ্ণসর্পের মুখে পুরিয়া কুশ বেষ্টনপূর্ব্বক একমাস রাখিবে। অনন্তর উহা জাতীকুসুমের ক্ষার ও সৈন্ধবযোগে বাতজ কাচে প্রয়োগ করিতে হয়। অথবা উহা দুগ্ধে দিনত্রয় ভাবিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও হয়। ২১। পৈত্তিক তিমিরে মধুর গণের সহিত সিদ্ধদুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য হিতকর আর ঐ ঘৃত তর্পণেও হিতকর। আর স্নেহনার্থ কৃষ্ণসারমাংসযুক্ত

রসাঞ্জনক্ষৌদ্রসিতা মনঃশিলা
ক্ষুদ্রাঞ্জনং তম্মধুকেন সংযুতম্।
সমাঞ্জনং বা কনকাকরোদ্ভবং
সুচূর্ণিতং শ্রেষ্ঠমুশন্তি তদ্বিদঃ॥
ভিল্লোটগন্ধোদককেকসেবিতং
প্রত্যঞ্জনকাত্র হিতঞ্চ তুত্থকম্।
সমেষশৃঙ্গাঞ্জনভাগসম্মিতং
জলোদ্ভবং কাচমলং ব্যপোহতি॥
পলাশরোহীতমধূকজা রসাঃ
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তা মদিরাগ্রমিশ্রিতাঃ॥ ২৩
উশীরলোধ্রত্রিফলাপ্রিয়ঙ্গুভিঃ
পচেৎ তু নস্যং কফরোগশান্তয়ে।
বিড়ঙ্গপাঠাকিণিহীঙ্গুদীত্বচঃ
প্রযোজয়েদ্ধূমমমুশীরসংযুতম্॥
বনস্পতিক্বাথবিপাচিতং ঘৃতং
হিতং হরিদ্রানলদেহবতর্পণে।
সমাগধো মাক্ষিকসৈন্ধবাঢ্যঃ
সজাঙ্গলঃ স্যাৎ পুটপাক এব চ॥
মনঃশিলাত্র্যূষণশঙ্খমাক্ষিকৈঃ
সসিন্ধুকাসীসরসাঞ্জনৈঃ ক্রিয়াঃ।
হিতে চ কাসীসরসাঞ্জনে তথা
বদন্তি পথ্যে গুড়নাগরৈর্যুতে॥

তদঞ্জনং বা বহুশো নিষেবিতং
সমূত্রবর্গে ত্রিফলোদকে শৃতে।
নিশাচরাস্থিস্থিতমেতদঞ্জনং
ক্ষিপেচ্চ মাসং সলিলেহস্থিরে পুনঃ॥
মেষস্য পুষ্পৈর্মধুকেন সংযুতং
তদঞ্জনং সর্ব্বকৃতে প্রযোজয়েৎ॥ ২৪
ক্রিয়াশ্চ সর্ব্বাঃ ক্ষতজোদ্ভবে হিতাঃ
ক্রমঃ পরিম্লায়িনি চাপি পিত্তহৃৎ।
ক্রমো হিতঃ স্যন্দহরঃ প্রযোজিতঃ
সমীক্ষ্য দোষেষু যথাস্বমেব চ॥
দোষোদয়েনৈব চ বিপ্লুতিং গতে
দ্রব্যাণি নস্যাদিষু যোজয়েদ্বুধঃ।
পুনশ্চ কল্পেহঞ্জনবিস্তরঃ শুভঃ
প্রবক্ষ্যতেহন্যত্তমপীহ যোজয়েৎ॥ ২
ঘৃতং পুরাণং ত্রিফলাং শতাবরীং
পটোলমুদ্গামলকং যবানপি।
নিষেবমাণস্য নরস্য যত্নতো
ভয়ং সুঘোরাৎ তিমিরান্ন বিদ্যতে॥
শতাবরীপায়স এব কেবল-
স্তথা কৃতো বামলকেষু পায়সঃ।

পুটপাক হিতকর হইয়া থাকে। ২২। রসাঞ্জন, মধু, চিনি, মনঃশিলা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের রসক্রিয়া পিত্তজ তিমিরে হিতকর। অথবা তুল্যভাগ সৌবীরাঞ্জনের সহিত তুত্থকচূর্ণ উত্তম প্রত্যঞ্জন হইয়া থাকে। ভিল্লোট ("হিমালয়সমীপস্থ বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফল ককুভফলের ন্যায়") ও গন্ধগণ (এলাদিগণোক্ত) ইহাদের কষায়ে ভাবিত তুত্থকচূর্ণ হিতকর হইয়া থাকে। মেষশৃঙ্গফল ও সৌবীরাঞ্জন সর্ব্বসমেত দুইভাগ ও জলোদ্ভব (শঙ্খ) দুইভাগ অঞ্জন করিলে পিত্তকাচ নষ্ট হইয়া থাকে। কিংশুক, রোহীতক বৃক্ষ ও মধুক বৃক্ষ ইহাদের রস সমভাগ মধু ও মদিরামণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া রসক্রিয়া করিবে। ইহাতে পিত্তকাচ নষ্ট হয়। ২৩। এক্ষণে কফতিমিরের নস্য বলা হইতেছে। বেণা, লোধ, ত্রিফলা ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত তিল-তৈল পাক করিয়া কফরোগশান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে। বিড়ঙ্গ, আকনাদি, অপামার্গ, ইঙ্গুদীর ত্বক্ ও বেণার ধূম কফজ তিমিরে প্রয়োগ করিবে। বনস্পতিসমূহের কাথ, হরিদ্রা ও বেণার কল্ক এবং ঘৃত পাক করিয়া কফজ তিমিরে অপতর্পণ করিবে। পিপুল, মধু, সৈন্ধব ও কৃষ্ণসারমাংস পুটপাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা, ত্রিকটু, শঙ্খ, মধু, সৈন্ধব, হিরাকস ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্যের রসক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। হিরাকস ও রসাঞ্জন গুড় ও শুঁঠের সহিত রসক্রিয়া করিবে। অষ্টমূত্রের সহিত ত্রিফলা পাক করিয়া সেই জলে স্রোতোঞ্জন বহুবার ভাবনা দিবে এবং তাহা অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। গৃধ্রাদি নিশাচর জন্তুর নলকাস্থি মজ্জহীন করিয়া তন্মধ্যে স্রোতোঞ্জন নিহিত করিবে এবং স্রোতোজলে এক মাস রাখিয়া দিবে। অনন্তর সেই অঞ্জন মেষশৃঙ্গীর পুষ্প ও যষ্টিমধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক তিমিরে সর্ব্বপ্রকার তিমিরেরই চিকিৎসা করিবে। ২৪। ক্ষতজোদ্ভব ও পরিম্লায়ী রোগে পিত্তহারক চিকিৎসা আবশ্যক। আর দোষের বলাবল ও প্রসার বিবেচনা করিয়া স্যন্দনাশক চিকিৎসাও প্রয়োগ করিবে [অর্থাৎ বাতজ তিমিরে বাতাভিষ্যন্দনাশক এবং পিত্ততিমিরে পিত্তাভিষ্যন্দনাশক চিকিৎসা করিবে]। কিন্তু দোষোদয় মাত্রেই অভিষ্যন্দনাশক চিকিৎসা করিবে না। আবার দোষ সমস্ত নয়নে ব্যাপ্ত হইলেও ঐরূপ চিকিৎসা করিবে না। এরূপ স্থলে লঙ্ঘন, বিরেচন, নিরূহ, অনুবাসন ও শিরোবিরেচন প্রভৃতি দ্বারা শোধন করিয়া পশ্চাৎ অভিষ্যন্দোক্ত নস্যাদি দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। পুনশ্চ ক্রিয়াকল্প অধ্যায়ে অষ্ট প্রকার হিতকর অঞ্জনসমূহও বিবৃত হইবে। তাহাও এস্থলে প্রয়োগ করিবে। ২৫। পুরাতন ঘৃত, ত্রিফলা, শতমূলী, পলতা, মুগ, আমলক ও যব এই সকল দ্রব্য পথ্য করিলে ঘোরতর তিমির রোগের ভয় থাকে না। শতমূলীর পায়স (শতাবরীমূল ঘৃত ও দুগ্ধ একত্র পাক করিলে পায়স হয়) অথবা

প্রভূতসর্পিস্ত্রিফলোদকোত্তরো
যবৌদনো বা তিমিরং ব্যপোহতি ॥
জীবন্তিশাকং সুনিষণ্ণকঞ্চ
সতণ্ডুলীয়ং বরবাস্তুকঞ্চ।
চিল্লী তথা মূলকপোতিকা চ
দৃষ্টের্হিতং শাকুনজাঙ্গলঞ্চ ॥
পটোলকর্কোটককারবেল্ল-
বার্ত্তাকুতর্কারিকরীরজানি।
শাকানি শিগ্রার্ত্তগলানি চৈব
হিতানি দৃষ্টের্ঘৃতসাধিতানি ॥ ২৬
বিবর্জ্জয়েচ্ছিরামোক্ষং তিমিরে রাগমাগতে।
যন্ত্রেণোৎপীড়িতো দোষো নিহন্যাদাশু দর্শনম্ ॥ ২৭
অরাগি তিমিরং সাধ্যমাদ্যং পটলমাশ্রিতম্।
কৃচ্ছ্রং দ্বিতীয়ে রাগি স্যাৎ তৃতীয়ে যাপ্যমুচ্যতে॥
রাগপ্রাপ্তেষ্বপি হিতাস্তিমিরেষু তথা ক্রিয়াঃ।
যাপনার্থং যথোদ্দিষ্টাঃ সেব্যাশ্চাপি জলৌকসঃ ॥ ২৮
শ্লৈষ্মিকে লিঙ্গনাশে তু কর্ম্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে।
নচেদর্দ্ধেন্দুঘর্ম্মাম্বু-বিন্দুমুক্তাকৃতিঃ স্থিরঃ ॥
বিষমো বা তনুর্মধ্যে রাজিমান্ বা বহুপ্রভঃ।
দৃষ্টিস্থো লক্ষ্যতে দোষঃ সরুজো বা সুলোহিতঃ ॥
স্নিগ্ধস্বিন্নস্য তস্যাথ কালে নাত্যুষ্ণশীতলে।
যন্ত্রিতস্যোপবিষ্টস্য স্বাং নাসাং পশ্যতঃ সমম্ ॥
মতিমান্ শুক্লভাগৌ দ্বৌ কৃষ্ণান্মুক্ত্বা হ্যপাঙ্গতঃ।
উন্মীল্য নয়নে সম্যক্ শিরাজালবিবর্জ্জিতে॥
নাধো নোর্দ্ধঞ্চ পার্শ্বাভ্যাং ছিদ্রে দৈবকৃতে ততঃ।
শলাকয়া প্রযত্নেন বিশ্বস্তং যববক্ত্রয়া ॥
মধ্যপ্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠৈঃ স্থিরহস্তগৃহীতয়া।
দক্ষিণেন ভিষক্ সব্যং বিধ্যেৎ সব্যেন চেতরৎ ॥ ২৯
বারিবিন্দ্বাগমঃ সম্যগ্ ভবেচ্ছব্দস্তথা ব্যধে ॥ ৩০
সংসিচ্য বিদ্ধমাত্রন্তু যোষিৎস্তন্যেন কোবিদঃ।
স্থিরে দোষে চলে বাপি স্বেদয়েদক্ষি বাহ্যতঃ ॥
সম্যক্ শলাকাং সংস্থাপ্যাভঙ্গৈরনিলনাশনৈঃ।
শলাকাগ্রেণ তু ততো নির্লিখেদ্দৃষ্টিমণ্ডলম্ ॥
বিধ্যতো যোঽন্যপার্শ্বেঽক্ষ্ণস্তং রুদ্ধা নাসিকাপুটম্।
উচ্ছিঙ্ঘনেন হর্ত্তব্যো দৃষ্টিমণ্ডলজঃ কফঃ ॥
নিরভ্র ইব ঘর্ম্মাংশুর্যদা দৃষ্টিঃ প্রকাশতে।
তদাসৌ লিখিতা সম্যক্ জ্ঞেয়া যা চাপি নির্ব্যথা।
ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ ॥ ৩১
ঘৃতেনাভ্যজ্য নয়নং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ ॥

শতাবরীর স্বরসে যবাগূ পাক করিলে তাহাকেও পায়স বলে। ইতি মতদ্বয়), অথবা আমলকীর পায়স, অথবা ত্রিফলাজলে যবান্ন পাক করিয়া প্রভূত ঘৃতসহকারে পান করিলে তিমির নষ্ট হয়। জীবন্তী শাক, শুসুণী শাক, তণ্ডুলীয়ক শাক, ক্ষেত্রবাস্তুক শাক, চিল্লী শাক, বালমূলক শাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস ও এণাদি জাঙ্গল মাংস চক্ষুর হিতকর। পলতা, কর্কোটক শাক, করলা শাক, বার্ত্তাকু-শাক, তর্কারি ("অরুণিকা") শাক ও করীর শাক এবং শিম্বী ও নীল ঝাঁটী চক্ষুর হিতকর। ২৬। তিমির রোগে চক্ষুর রক্তিমা থাকিলে শিরামোক্ষণ করিবে না। কিন্তু এরূপ স্থলে যন্ত্র দ্বারা দোষ উদ্বেজিত হইতে পারে। তাহাতে দৃষ্টি আশু নষ্ট হয়। ২৭। প্রথমপটলাশ্রিত অরাগী তিমির রোগ সাধ্য, দ্বিতীয়পটলাশ্রিত রাগী তিমির কৃচ্ছ্রসাধ্য আর তৃতীয়পটলগত রাগী তিমির যাপ্য। আর যাপ্য দৃষ্টিরোগসমূহের যে সকল চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা রাগপ্রাপ্ত তিমিরসমূহেও প্রয়োগ করিবে। ২৮। শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশের শস্ত্রচিকিৎসা বলিতেছি। যদি ঐ লিঙ্গনাশ অর্দ্ধেন্দু-সদৃশ, ঘর্ম্মবিন্দুসদৃশ, মুক্তাকৃতি, দৃঢ়, বি-ষম (নিম্নোন্নত) বা মধ্যে তনু বা রাজিমান্ বা বহুপ্রভাবিশিষ্ট না হয়, যদি দৃষ্টিস্থ দোষ বেদনাযুক্ত বা অতিশয় লোহিত না হয়, তবে রোগীকে নাত্যুষ্ণ ও নাতিশীতলকালে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া যন্ত্রিত ও উপবিষ্ট করিবে। রোগী নিজের নাসার দিকে সমান-ভাবে চাহিয়া থাকিবে। অনন্তর মতিমান্ বৈদ্য শুক্ল-ভাগদ্বয়কে কৃষ্ণভাগ হইতে মুক্ত করিয়া অপাঙ্গসমীপে বিদ্ধ করিবে। বিদ্ধ করিবার সময় নয়নকে নাতিপ্রসা-সারিত ও নাতিসঙ্কোচিতভাবে উন্মীলিত রাখিবে। আর দৈবকৃত ছিদ্রে (দৃষ্টির যে স্থান ছিদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হয় সেই স্থানে) বিদ্ধ করিবে। যে স্থানে শিরাজাল নাই, সেই স্থানে বিদ্ধ করিবে। না অধঃ, না ঊর্দ্ধ এরূপ স্থানে পার্শ্বদ্বয় হইতে বিদ্ধ করিবে। যববক্ত্রা শলাকা দ্বারা বিশ্বস্ত-ভাবে (অসংন্যস্তভাবে) যত্নপূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে হয়। শলাকা মধ্যমাঙ্গুলি, প্রদেশিনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্থিরহস্তে গ্রহণ করিতে হয়। বাম নেত্র দক্ষিণ হস্তে এবং দক্ষিণ নেত্র বাম হস্তে বিদ্ধ করিতে হয়। ২৯। ব্যধ সম্যক্ হইলে বারিবিন্দু নির্গত হয় এবং শব্দ হয়। অসম্যক্ হইলে রক্তনির্গম ও শব্দাভাব হয়। ৩০। বিদ্ধমাত্র নয়ন নারীস্তন্যে সিক্ত করিতে হয়। আর দোষ অচলই হউক্ আর চলই হউক, শলাকাকে সম্যক্‌রূপে নিশ্চলীকৃত রাখিয়া অক্ষির বাহিরে পল্লব-সমূহ-যোগে স্বেদ দিবে। অনন্তর শলাকার অগ্র দ্বারা দৃষ্টিমণ্ডল নির্লিখিত করিবে। যে অক্ষি বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার অন্যপার্শ্বস্থ নাসিকাপুট রুদ্ধ করিয়া উচ্ছিঙ্ঘন দ্বারা দৃষ্টিমণ্ডলের কফ নিঃসারিত করিবে। দৃষ্টি মেঘহীন সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল ও ব্যথাহীন হইলে নির্লেখন সম্যক্ হইয়াছে বলা যায়। তখন রূপ সকল সম্যক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় শলাকা আস্তে আস্তে নিষ্ক্রান্ত করিতে হয়। ৩১। অনন্তর নয়ন ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া বস্ত্রপট্টে বেষ্টিত করিবে। পরে সুখকর

উদ্গারকাসক্ষবথু-ষ্ঠীবনোজ্জৃম্ভণানি চ।
তৎকালং নাচরেদূর্দ্ধং বিধিশ্চ স্নেহপীতবৎ॥
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাচ্চ ধাবেত কষায়ৈরনিলাপহৈঃ।
বায়োর্ভয়াৎ ত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ॥
দশাহমেবং সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্।
পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া॥ ৩২
শিরাব্যধবিধৌ পূর্ব্বং নরা যে চ বিবর্জ্জিতাঃ।
ন তেষাং নীলিকাং বিধ্যেদন্যত্রাভিহিতাদ্বিষকৃৎ॥ ৩৩
পূর্য্যতে শোণিতেনাক্ষি শিরাবেধাদ্বিসর্পতা।
তত্র স্ত্রীস্তন্যষষ্ট্যাহ্বপক্বং সেকে হিতং ঘৃতম্॥
অপাঙ্গাসন্নবিদ্ধে তু শোফশূলাশ্রুরক্ততাঃ।
তত্রোপনাহং ভ্রূমধ্যে কুর্য্যাচ্চোষ্ণাজ্যসেচনম্॥
ব্যধেনাসন্নকৃষ্ণেন ভাগঃ কৃষ্ণশ্চ পীড্যতে।
তত্রাধঃ শোধনং সেকঃ সর্পিষা রক্তমোক্ষণম্॥
অথাপ্যুপরি বিদ্ধে তু কষ্টা রুক্ সংপ্রবর্ত্ততে।
তত্র কোষ্ণেন হবিষা পরিষেকঃ প্রশস্যতে॥
শূলাশ্রুরাগাস্ত্বত্যর্থমধোবিদ্ধে ভবন্তি হি।
বিদধীত ভিষগ্ধীমাংস্তত্র পূর্ব্বচিকিৎসিতম্॥
রাগাশ্রুবেদনাস্তম্ভহর্ষাশ্চাতিবিঘট্টিতে।

গৃহে উত্তান হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। শলাকা নেত্রের মধ্যে যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উদ্গার, কাস, ক্ষবথু, ষ্ঠীবন ও উজ্জৃম্ভণ করিবে না। পরে স্নেহপীতের ন্যায় নিয়ম সকল পরিপালন করিবে। তিন তিন দিন অন্তর এরণ্ডমূলাদি বায়ুনাশক চক্ষুষ্য দ্রব্যের সহিত দুগ্ধজল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে। প্রক্ষালনের পর পাছে-বায়ু কুপিত হয় এই ভয়ে তিন দিন পরে চক্ষুর বাহিরে স্বেদ দিবে। এইরূপে দশ দিন সংযত থাকিয়া দৃষ্টিপ্রসাদন নস্য, তর্পণ, শিরোবস্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। আর মাত্রানুসারে লঘু অন্ন ভোজন করিবে। ৩২। পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তির পক্ষে শিরাব্যধবিধি নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাদের লিঙ্গনাশ বিদ্ধ করিবে না। আর পূর্ব্বোক্ত দৈবকৃত ছিদ্র ভিন্ন অন্য স্থানে বিদ্ধ করিবে না। ৩৩। শিরাবেধ হেতু রক্ত বিসর্পিত হওয়াতে চক্ষু রক্তে পূর্ণ হয়। এরূপ স্থলে নারীদুগ্ধ ও যষ্টিমধুর সহিত পক্ব ঘৃত পরিষেক করা ভাল। অপাঙ্গের অতি সমীপে বিদ্ধ করিলে শোথ, শূল, অশ্রু ও রক্ততা হয়। এরূপ স্থলে ভ্রূমধ্যে উপনাহ এবং উষ্ণ ঘৃত সেচন করিবে। কৃষ্ণ মণ্ডলের আসন্ন স্থান বিদ্ধ হইলে কৃষ্ণভাগ পীড়িত হয়। এরূপ স্থলে অধঃশোধন, ঘৃতপরিষেচন ও রক্তমোক্ষণ বিধেয়। ঊর্দ্ধে বিদ্ধ হইলে কষ্টকর বেদনা হয়। এরূপ স্থলে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের পরিষেক হিতকর। অধোদেশে বিদ্ধ হইলে অতিশয় শূল, অশ্রু ও রক্তিমা হয়। এরূপ স্থলে পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ নারীদুগ্ধ ও যষ্টিমধুর সহিত পক্ব ঘৃতের পরিষেক করিয়া) চিকিৎসা করিবে। নেত্র অতিশয় বিঘট্টিত (ঘাঁটা)

স্নেহস্বেদৌ হিতৌ তত্র হিতং বাপ্যনুবাসনম্॥
দোষস্তথোপকৃষ্টোঽপি তরুণঃ পুনরূর্দ্ধগঃ।
কুর্য্যাচ্ছুক্রারুণং তত্তু তীব্ররুঙ্নষ্টদর্শনম্॥
মধুরৈস্তত্র সিদ্ধেন ঘৃতেনাক্ষ্ণঃ প্রসেচনম্।
শিরোবস্তিঞ্চ তেনৈব দদ্যান্মাংসৈশ্চ ভোজনম্॥ ৩৪
দোষস্তু সঞ্জাতবলো ঘনঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
প্রাপ্য নশ্যেচ্ছলাকাগ্রং তথাভ্রমিব মারুতম্॥
মূর্দ্ধাভিঘাতব্যায়াম-ব্যবায়বমিমূর্চ্ছনৈঃ।
দোষঃ প্রত্যেতি কোপাচ্চ বিদ্ধোঽতিতরুণশ্চ যঃ॥ ৩৫
শলাকা কর্কশা শূলং খরা দোষপরিপ্লুতিম্।
ব্রণং বিশালং স্থূলাগ্রা তীক্ষ্ণা হিংস্যাদনেকধা॥ ৩৬
জলাস্রাবন্তু বিষমা ক্রিয়াসঙ্গমথাস্থিরা।
করোতি বর্জ্জিতা দোষৈস্তস্মাদেভির্হিতা ভবেৎ॥ ৩৭
অষ্টাঙ্গুলায়তা মধ্যে সূত্রেণ পরিবেষ্টিতা।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বসমিতা বক্ত্রয়োর্মুকুলাকৃতিঃ।
তাম্রায়সী শাতকৌম্ভী শলাকা স্যাদনিন্দিতা॥ ৩৮
রাগঃ শোফোঽর্ব্বুদঞ্চোষো বুদ্বুদং শূকরাক্ষিতা।

হইলে রক্তিমা, অশ্রু, বেদনা, স্তম্ভ ও হর্ষ হয়। এরূপ স্থলে স্নেহ ও স্বেদ হিতকর এবং অনুবাসনও হিতকর হইয়া থাকে। এই 'উপকৃষ্ট' দোষ তরুণ হইলে (অর্থাৎ লিঙ্গনাশ প্রাপ্ত না হইলে) পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধগত হয়। তাহাতে তীব্রবেদন নষ্টদর্শন শুক্রারুণ উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে মধুরৌষধসিদ্ধ ঘৃতে অক্ষির পরিষেচন আবশ্যক। আর সেই ঘৃতেই শিরোবস্তি দিতে হয় এবং মাংস-ভোজন আবশ্যক হয়। ৩৪। দোষ বদ্ধমূল, ঘন ও সম্পূর্ণ-মণ্ডল হইলে শলাকার অগ্রভাগকে নষ্ট করিয়া থাকে; যেমন মারুত অভ্র মেঘকে নষ্ট করিয়া থাকে [এস্থলে মারুত শব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে। বোধ হয়, লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ এরূপ হইয়া থাকিবে]। দোষ বিদ্ধ হইলে পর মস্তকে আঘাত, ব্যায়াম, ব্যবায়, বমি ও মূর্চ্ছন (উত্তেজনা) বশতঃ কুপিত হয় এবং প্রত্যা-গত হইয়া থাকে। আর অতি তরুণ দোষ বিদ্ধ হইলেও প্রত্যাগত হয়। ৩৫। শলাকা কর্কশ হইলে শূল উৎ-পাদন করে। খর হইলে দোষের পরিপ্লুতি হয়। স্থূলাগ্র হইলে ব্রণ বিশাল হয় এবং তীক্ষ্ণ হইলে অনেক প্রকার ক্ষত করিয়া থাকে। ৩৬। শলাকা বিষমা হইলে জল স্রাব করে। অস্থির হইলে ক্রিয়া রোধ করে। অতএব শলাকার ঐ সকল দোষ থাকা উচিত নহে। ৩৭। যে শলাকা অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ, যাহা মধ্যে সূত্র দ্বারা বেষ্টিত, যাহা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বের ন্যায় স্থূল, যাহার দুই মুখ মুকুলাকৃতি এবং যাহা তাম্র লৌহ বা স্বর্ণে নির্ম্মিত, তাহাই প্রশংসনীয়। ৩৮। ব্যধদোষে চক্ষুর রক্তিমা, শোথ, অর্ব্বুদ, ওষ (উষ্ণতা), বুদ্বুদ, শূকরাক্ষিতা (অধিদৃষ্টি—অধিকদৃষ্টি) এবং অধি-মন্থাদি অন্যান্য রোগ হয়। আর ব্যধের পর অপথ্য-

অধিমন্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্ব্যধদোষজাঃ।
অহিতাচারতো বাপি যথাস্বং তানুপাচরেৎ ॥ ৩৯
রুজায়ামক্ষিরোগে বা যোগান্ ভূয়ো নিবোধ মে।
গৈরিকং সারিবা দূর্ব্বা যবপিষ্টং ঘৃতং পয়ঃ।
সুখালেপঃ প্রযোজ্যোঽয়ং বেদনারাগশান্তয়ে ॥
মৃদুভৃষ্টৈস্তিলৈর্বাপি সিদ্ধার্থকসমাযুতৈঃ।
মাতুলুঙ্গরসোপেতৈঃ সুখালেপস্তদর্থকৃৎ ॥
পয়স্যাসারিবাপত্র-মঞ্জিষ্ঠামধুকৈরপি।
অজাক্ষীরান্বিতৈর্লেপঃ সুখোষ্ণঃ পথ্য উচ্যতে ॥
দারুপদ্মকশুণ্ঠীভিরেবমেব কৃতোঽপি বা ॥
দ্রাক্ষামধুককুষ্ঠৈর্বা তদ্বৎ সৈন্ধবসংযুতৈঃ।
সসৈন্ধবৈঃ শৃতং ক্ষীরং রুজারাগনিবর্হণম্ ॥
শতাবরীপৃথক্‌পর্ণী-মুস্তামলকপদ্মকৈঃ।
সাজক্ষীরৈঃ শৃতং সর্পির্দাহশূলনিবর্হণম্ ॥
বাতঘ্নসিদ্ধে পয়সি সিদ্ধং সর্পিশ্চতুর্গুণে।
কাকোল্যাদিপ্রতীবাপং তদ্‌যুঞ্জ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪০
শাম্যত্যেবং নচেচ্ছূলং স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ।
ততঃ শিরাং দহেদ্বাপি মতিমান্ কীর্ত্তিতং তথা ॥ ৪১
দৃষ্টেরতঃ প্রসাদার্থমঞ্জনে শৃণু মে শুভে ॥ ৪২

দাষেও এই সকল উপসর্গ হইতে পারে। দোষানুসারে এই সকল উপসর্গের চিকিৎসা করিবে। ৩৯। বেদনা বা অক্ষির রক্তিমা হইলে যে সকল যোগ আবশ্যক হয়, তাহা পুনর্ব্বার বলিতেছি। গৈরিক, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, যবপিষ্ট ঘৃত এবং দুগ্ধ এই সকলের সুখোষ্ণ আলেপ প্রয়োগ করিলে বেদনা ও রক্তিমা শান্ত হয়। তিল মৃদুভর্জ্জন করিয়া শ্বেতসর্ষপের সহিত সংযুক্ত করিবে। ইহা মাতুলুঙ্গরসের সহিত সুখোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা ও রক্তিমা নষ্ট হয়। ক্ষীরকাকোলী (বা অর্কপুষ্পী), অনন্তমূল, পত্র (শালিঞ্চশাক ?), মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু অজাদুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া সুখোষ্ণ প্রলেপ দিলে ঐরূপ হয়। দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ ও শুঁঠ অজাদুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া সুখোষ্ণ প্রলেপ দিলে ঐরূপ হয়। দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও কুড় সৈন্ধবসংযুক্ত ও অজাদুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া সুখোষ্ণ প্রলেপ দিলে ঐরূপ হয়। শতমূলী, পৃশ্নিপর্ণী, মুস্তা, আমলকী, পদ্মকাষ্ঠ ও সৈন্ধবের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বেদনা ও রক্তিমা নষ্ট করে। ঐ সকল দ্রব্য ও অজাদুগ্ধের সহিত স্নিগ্ধ, ঘৃত দাহ ও শূল নষ্ট করে। বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ চতুর্গুণ, ঘৃত এক গুণ এবং কাকোল্যাদি গণের কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ একত্র পাক করিয়া সর্ব্বকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। ৪০। উক্ত সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াতেও শূল নিবৃত্ত না হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শিরামোক্ষণ করিবে। তাহার পর আবশ্যক হইলে শিরা দগ্ধও করা যায়। ৪১। অনন্তর দৃষ্টিপ্রসাদন জন্য দুইটী অঞ্জন বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪২।

মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি শিরীষধবয়োরপি।
সুমনায়াশ্চ পুষ্পাণি মুক্তা বৈদূর্য্যমেব চ ॥
অজাক্ষীরেণ সম্পিষ্য তাম্রে সপ্তাহমাবপেৎ।
প্রবিধায় চ তদ্বর্ত্তীর্যোজয়েচ্চাঞ্জনে ভিষক্ ॥
স্রোতোজং বিদ্রুমং ফেনং সাগরস্য মনঃশিলাম্।
মরিচানি চ তদ্বর্ত্তীঃ কারয়েচ্চাপি পূর্ব্ববৎ।
দৃষ্টিস্থৈর্য্যার্থমেতত্তু বিদধ্যাদঞ্জনে হিতম্ ॥ ৪৩
ভূয়ো বক্ষ্যামি মুখ্যানি বিস্তরেণাঞ্জনানি চ।
কল্পে নানাপ্রকারাণি তান্যপীহ প্রয়োজয়েৎ ॥ ৪৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে দৃষ্টিগতরোগপ্রতিষেধো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্রিয়াকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞস্তপোদৃষ্টিরুদারধীঃ।
বৈশ্বামিত্রং শশাসাথ শিষ্যং কাশিপতির্মুনিঃ ॥ ২
তর্পণং পুটপাকশ্চ সেক আশ্চ্যোতনাঞ্জনে।
তত্র তত্রোপদিষ্টানি তেষাং ব্যাসং নিবোধ মে ॥ ৩
সংশুদ্ধদেহশিরসো জীর্ণান্নস্য শুভে দিনে।
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে বা কার্য্যমক্ষ্ণোশ্চ তর্পণম্ ॥

মেষশৃঙ্গ, শিরীষ, ধব ও জাতীর পুষ্প, মুক্তা ও বৈদূর্য্য অজাক্ষীরে পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে সপ্তাহ রাখিবে। অনন্তর উহা বর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ স্রোতোঞ্জন, বিদ্রুম, সমুদ্রফেন, মনঃশিলা ও মরিচ পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বর্ত্তি করিবে। দৃষ্টির স্থিরতা স্থাপন করিবার জন্য এই অঞ্জন হিতকর। ৪৩। ইহার পর ক্রিয়াকল্পে নানাপ্রকার প্রধান প্রধান অঞ্জন পুনর্ব্বার সবিস্তারে কহিব। ঐ সকল অঞ্জনও এ স্থলে প্রয়োগ করিবে। ৪৪

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ক্রিয়াকল্প।

অনন্তর আমরা ক্রিয়াকল্প ব্যাখ্যা করিব। ১। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, উদারবুদ্ধি কাশিপতি মুনি ধন্বন্তরি নিজ শিষ্য বিশ্বামিত্র-তনয়কে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ২। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে তর্পণ, পুটপাক, সেক, আশ্চ্যোতন ও অঞ্জনের বিষয় বলা হইয়াছে। সম্প্রতি বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩। রোগীকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধদেহ করিয়া অন্নভোজনান্তে অন্ন জীর্ণ হইলে শুভদিনে পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে অক্ষিদ্বয়ের তর্পণ

বাতাতপরজোহীনে বেশ্মন্যুত্তানশায়িনঃ।
আধারৌ মাষচূর্ণৈঃ ক্লিন্নেন পরিমণ্ডলৌ ॥
সমৌ দৃঢ়াবসম্বাধৌ কর্ত্তব্যৌ নেত্রকোশয়োঃ।
পূরয়েদ্ঘৃতমণ্ডস্য বিলীনস্য সুখোদকৈঃ ॥
আ পক্ষ্মাগ্রাৎ ততঃ স্থাপ্যং পঞ্চ তদ্বাক্শতানি চ।
স্বস্থে কফে ষট্ পিত্তেঽষ্টৌ দশ বাতে তদুত্তমম্ ॥
রোগস্থানবিশেষেণ কেচিৎ কালং প্রচক্ষতে।
যথাক্রমোপদিষ্টেষু ত্রীণ্যেকং পঞ্চ সপ্ত চ ॥
দশ দৃষ্ট্যামথাষ্টৌ চ বাক্শতানি বিভাবয়েৎ।
ততশ্চাপাঙ্গতঃ স্নেহং স্রাবয়িত্বাক্ষি শোধয়েৎ ॥
স্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যেরিতং ততঃ।
যথাস্বং ধূমপানেন কফমস্য বিশোধয়েৎ ॥
একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহঞ্চেষ্যতে পরম্ ॥ ৪
তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যেমানি লক্ষয়েৎ।
সুখস্বপ্নাববোধত্বং বৈশদ্যং বর্ণপাটবম্।
নির্ব্বৃতির্ব্যাধিবিধ্বংসঃ ক্রিয়ালাঘবমেব চ ॥
গুর্ব্বাবিলমতিস্নিগ্ধমশ্রুকণ্ডূপদেহবৎ।
জ্ঞেয়ং দোষসমুৎক্লিষ্টং নেত্রমত্যর্থতর্পিতম্ ॥
রুক্ষমাবিলমস্রাঢ্যমসহং রূপদর্শনে।
ব্যাধিবৃদ্ধিশ্চ তজ্জ্ঞেয়ং হীনতর্পিতমক্ষি চ ॥

অনয়োর্দোষবাহুল্যাৎ প্রযতেত চিকিৎসিতে।
ধূমনস্যাঞ্জনৈঃ সেকৈ রুক্ষৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ যোগবিৎ ॥
তাম্যত্যতিবিশুষ্কঞ্চ যচ্চ রুক্ষাতিদারুণম্।
শীর্ণপক্ষ্মাবিলং জিহ্মং রোগক্লিষ্টঞ্চ যদ্ভৃশম্।
তদক্ষি তর্পণাদেব লভেতোর্জ্জামসংশয়ম্ ॥
দুর্দ্দিনাত্যুষ্ণশীতেষু চিন্তায়াং সম্ভ্রমেষু চ।
অশান্তোপদ্রবে চাক্ষি তর্পণং ন প্রশস্যতে ॥
পুটপাকস্তথৈতেষু নস্যং যেষু চ গর্হিতম্।
তর্পণার্হা ন যে প্রোক্তাঃ স্নেহপানাক্ষমাশ্চ যে ॥ ৫
ততঃ প্রশান্তদোষেষু পুটপাকক্ষমেষু চ।
পুটপাকঃ প্রযোক্তব্যো নেত্রেষু ভিষজা ভবেৎ ॥
স্নেহনো লেখনীয়শ্চ রোপণীয়শ্চ স ত্রিধা ॥
হিতঃ স্নিগ্ধোঽতিরুক্ষস্য স্নিগ্ধস্যাপি চ লেখনঃ।
দৃষ্টের্বলার্থমিতরঃ পিত্তাসৃগ্‌ব্রণবাতনুৎ ॥ ৬
স্নেহমাংসবসামজ্জ-মেদঃস্বাদ্বৌষধৈঃ কৃতঃ।
স্নেহনঃ পুটপাকস্তু ধার্য্যো দ্বে বাক্শতে তু সঃ ॥
জাঙ্গলানাং যকৃন্মাংসৈর্লেখনদ্রব্যসংভৃতৈঃ।
কৃষ্ণলোহরজস্তাম্র-শঙ্খবিদ্রুমসিন্ধুজৈঃ ॥
সমুদ্রফেনকাসীস-স্রোতোজদধিমস্তুভিঃ।
লেখনো বাকশতং তস্য পরং ধারণমুচ্যতে ॥

করিবে। উহাকে বাতাতপরজোবিহীন গৃহে উত্তানভাবে শয়ন করাইবে। অনন্তর সিদ্ধ মাষকলায়ের দুইটী গোলাকার ঠুলি করিয়া নেত্রকোষের চারিদিকে পরিহিত করাইবে। যেন ঠুলি দুইটী সমান দৃঢ় ও অসম্বাধ (অবাধাজনক) হয়। অনন্তর সুখোষ্ণ জলে ঘৃতমণ্ড গলাইয়া ঠুলির মধ্যে পূরণ করিবে। যেন পক্ষ্মের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মগ্ন হয়। আর পঞ্চশত বাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় আবশ্যক হয়, সুস্থব্যক্তি তত সময় এই ঔষধ ধারণ করিবে। কফে ছয়শত, পিত্তে আটশত এবং বাতে দশশত বাক্যোচ্চারণকাল ধারণ করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, রোগস্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন কাল ধারণ করিবে। অর্থাৎ সন্ধিতে তিনশত বাক্যোচ্চারণ কাল, বর্ত্মে একশত, শুক্লে পঞ্চশত, কৃষ্ণে সপ্তশত এবং দৃষ্টিতে দশ বা দশাষ্ট (আঠার) শত কাল ধারণ করিবে। অনন্তর মাষকলায়ের আলবাল শলাকা দ্বারা ছিন্ন করিয়া অপাঙ্গপথে স্নেহ গালিত করিবে। পরে স্বিন্ন যবপিষ্ট দ্বারা অক্ষি মুছিয়া ফেলিবে। এইরূপে স্নেহ অপনীত হইলে কফনাশক ধূমপান করাইয়া কফশোধন করিবে। একদিন বা তিনদিন বা পাঁচদিন ধূমপান করিলেই যথেষ্ট। ৪। তর্পণ দ্বারা অক্ষি তৃপ্ত হইলে তাহার এই সকল লক্ষণ হয়;—সুখনিদ্রা, সুখজাগরণ, বিশদতা, বর্ণপটুতা, নির্ব্বৃতি, ব্যাধিনাশ ও ক্রিয়ালাঘব হয়। নেত্র অত্যন্ত তর্পিত হইলে দোষ উৎক্লিষ্ট হয় এবং রুক্ষ, আবিল, অশ্রুযুক্ত ও রূপদর্শনে অসমর্থ হইয়া থাকে। তর্পণ হীন হইলে রোগের বৃদ্ধি হয়। তর্পণ অতিরিক্ত ও হীন হইলে যথাক্রমে রুক্ষ ও স্নিগ্ধ ধূম নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অক্ষি অতি বিশুষ্ক (অশ্রুহীন), রুক্ষ, অতিদারুণ (কঠিন), শীর্ণপক্ষ্ম, আবিল, রূপদর্শনে অকুশল ও অতিশয় রোগক্লিষ্ট হইলে তর্পণ দ্বারাই বলপ্রাপ্ত হয়। দুর্দ্দিনে, অত্যুষ্ণকালে, শীতকালে, চিন্তার সময়ে, সম্ভ্রমের সময়ে এবং উদীর্ণ বেদনাদি উপদ্রব সময়ে অক্ষিতর্পণ করিবে না। আর নস্য যাহাদের পক্ষে গর্হিত, পুটপাকও তাহাদের পক্ষে গর্হিত হইয়া থাকে। আর যাহারা তর্পণযোগ্য বা স্নেহপানযোগ্য না হয়, তাহারা পুটপাকযোগ্যও হয় না। ৫। অক্ষির দোষসমূহ প্রশান্ত হইলে অথচ অক্ষি পুটপাকসহিষ্ণু হইলে পুটপাক প্রয়োগ করা যায়। পুটপাক ত্রিবিধ, যথা;—স্নেহন, লেখনীয় ও রোপণীয়। নেত্র অতিরুক্ষ হইলে উহার পক্ষে স্নিগ্ধ পুটপাক, স্নিগ্ধ হইলে লেখন পুটপাক এবং দৃষ্টির বলার্থ রোপণীয় পুটপাক আবশ্যক, ইহা রক্তপিত্ত, ব্রণ ও বায়ু নাশ করে। ৬। স্নেহন পুটপাক স্নেহ, মাংস, বসা, মজ্জা, মেদ ও মধুর গণ যোগে কল্পিত হয়। উহা দুই বাক্শত কাল ধারণীয়। লেখন পুটপাক জাঙ্গল জন্তুর যকৃৎ, মাংস ও লেখনদ্রব্যসমূহযোগে কল্পিত হয় আর কৃষ্ণলোহচূর্ণ, তাম্রচূর্ণ, শঙ্খচূর্ণ, বিদ্রুম, সৈন্ধব, সমুদ্রফেন, হিরাকস, স্রোতোঞ্জন এবং দধিমস্তুযোগে কল্পিত হইয়া থাকে। লেখন পুটপাক বাক্শতকাল ধারণ করিলেই উৎকৃষ্ট মাত্রা বলা যায়। রোপণ পুটপাক নারীস্তন্য, জাঙ্গলরস, মধু, ঘৃত, এবং

স্বস্থজাঙ্গলমধ্বাজ্য-তিক্তদ্রব্যবিপাচিতৈঃ।
লেখনাৎ ত্রিগুণো ধার্য্যঃ পুটপাকস্তু রোপণঃ॥ ৭
বিতরেৎ তর্পণোক্তস্তু ধূমং হিত্বা তু রোপণম্।
স্নেহস্বেদৌ দ্বয়োঃ কার্য্যৌ কার্য্যৌ নৈব চ রোপণে॥ ৮
একাহং বা দ্ব্যহং বাপি ত্র্যহং বাপ্যবচারণম্।
যন্ত্রণাস্তু ক্রিয়াকালাদ্‌দ্বিগুণং কালমিষ্যতে॥ ৯
তেজাংস্যনিলমাকাশমাদর্শং ভাস্বরাণি চ।
নেক্ষেত তর্পিতে নেত্রে পুটপাককৃতে তথা॥
মিথ্যোপচারাদনয়োর্যো ব্যাধিরুপজায়তে।
অঞ্জনাশ্চ্যোতনস্বেদৈর্যথাস্বং তমুপাচরেৎ॥ ১০
প্রসন্নবর্ণং বিশদং বাতাতপসহং লঘু।
সুখস্বপ্নাববোধ্যক্ষি পুটপাকগুণান্বিতম্॥
অতিযোগাদ্রুজঃ শোফঃ পিড়কাস্তিমিরোদ্গমঃ।
পাকোঽশ্রু হর্ষণঞ্চাপি হীনে দোষোদ্গমস্তথা॥ ১১
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পুটপাকপ্রসাধনম্।
দ্বৌ বিল্বমাত্রৌ শ্লক্ষ্ণস্য পিণ্ডৌ মাংসস্য পেষিতৌ॥
দ্রব্যাণাং বিল্বমাত্রন্তু দ্রবাণাং কুড়বো মতঃ।
তদৈকত্র সমালোড্য পত্রৈঃ সুপরিবেষ্টিতম্॥
কাশ্মরীকুমুদৈরণ্ড-পদ্মিনীকদলীভবৈঃ।
মৃদাবলিপ্তমঙ্গারৈঃ খাদিরৈরবকূলয়েৎ॥
কতকাশ্মন্তকৈরণ্ড-পাটলাবৃষবাদরৈঃ।
সক্ষীরদ্রুমকাষ্ঠৈর্বা গোময়ৈর্বাপি যুক্তিতঃ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রসমাদায় তং নৃণাম্।
তর্পণোক্তেন বিধিনা যথাবদবচারয়েৎ॥ ১২
কনীনকে নিষেচ্যঃ স্যান্নিত্যমুত্তানশায়িনঃ।
রক্তে পিত্তে চ তৌ শীতৌ কোষ্ণৌ বাতকফাপহৌ॥
অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণৌ সততং দাহপাককরৌ স্মৃতৌ।
আপ্লুতৌ শীতলৌ চাশ্রুস্তম্ভরুগ্‌ঘর্ষকারকৌ॥
অতিমাত্রৌ কষায়ত্ব-সঙ্কোচস্ফুরণাবহৌ।
হীনপ্রমাণৌ দোষাণামুৎক্লেশজননৌ ভৃশম্॥
যুক্তৌ কৃতৌ দাহশোফ-রুগ্‌ঘর্ষস্রাবনাশনৌ।
কণ্ডূপদেহদূষীকা-রক্তরাজিবিনাশনৌ॥
যস্মাৎ পরিহরেদ্দোষান্ বিদধ্যাৎ তৌ সুখাবহৌ॥ ১৩
ব্যাপদশ্চ যথাদোষং নস্যধূমাঞ্জনৈর্জয়েৎ॥ ১৪
আদ্যন্তয়োশ্চাপ্যনয়োঃ স্বেদমুষ্ণাম্বুচৈলিকঃ।
তথাহিতোঽবসানে চ ধূমঃ শ্লেষ্মসমুচ্ছ্রিতৌ॥ ১৫

তিক্তদ্রব্যে কল্কিত হইয়া থাকে। ইহা লেখন পুটপাকের ত্রিগুণ কাল ধারণ করিতে হয়। ৭। রোপণ ভিন্ন অন্য দুই পুটপাকে তর্পণোক্ত ধূম প্রয়োগ করিবে। আর ঐ দুই পুটপাকে স্নেহস্বেদও আবশ্যক। কিন্তু রোপণ পুটপাকে স্নেহস্বেদ আবশ্যক নাই। ৮। শ্লৈষ্মিক নেত্ররোগে পুটপাকের অবচারণ একদিন, পৈত্তিক নেত্ররোগে দুইদিন এবং বাতিক নেত্ররোগে তিনদিন আবশ্যক। পুটপাকের ক্রিয়াকাল যে কয়েক দিন, পথ্যপালনকাল তাহার দ্বিগুণ সময়। ৯। নেত্র তর্পিত বা পুটপাকপ্রাপ্ত হইলে তেজঃপদার্থ, অনিল, আকাশ আদর্শ বা ভাস্বর পদার্থসমূহ দর্শন করিবে না। তর্পণ ও পুটপাককালে ঐরূপ মিথ্যা উপচার করিলে রোগ উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্জন, আশ্চ্যোতন ও স্বেদ উপচার করিবে। ১০। পুটপাকের গুণ বর্ত্তিলে অক্ষি প্রসন্নবর্ণ, বিশদ, বাতাতপসহ ও লঘু হয় এবং সুখনিদ্রা ও জাগরণ হইয়া থাকে। পুটপাকের অতিযোগ হইলে বেদনা, শোথ, পিড়কা ও তিমিরোদ্গম হয়। পুটপাক হীন হইলে পাক, অশ্রু, হর্ষণ ও দোষের পুনরুদ্গম হয়। ১১। অনন্তর যেরূপে পুটপাকের প্রসাধন করিতে হয় তাহা বলিতেছি। শ্লক্ষ্ণপিষ্ট মাংসের দুইটী বিল্বপরিমাণ পিণ্ড গ্রহণ করিতে হয় [টীকাকারের মতে এস্থলে বিল্ব শব্দের অর্থ "বিল্বফল" বা এক পল]। শুষ্কদ্রব্যের মাত্রা এক বিল্ব। দ্রবের মাত্রা এক কুড়ব [এস্থলে স্নৈহন পুটপাকের পেষণ ও আলোড়নার্থ মাংসরস, কষায় ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিতে হয়। লেখন পুটপাকের পেষণ ও আলোড়নার্থ মধু মস্তু ও ত্রিফলাকাথ আবশ্যক হয়। রোপণ পুটপাকের পেষণ ও আলোড়নার্থ তিক্তকষায় দ্রব্যের কাথ আবশ্যক হয়]। শুষ্ক ও দ্রব একত্র মিশ্রিত করিয়া গাম্ভারী, কুমুদ, এরণ্ড, পদ্মিনী বা কদলীর পত্রে বেষ্টন করিবে। অনন্তর উহা মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া খদিরের অঙ্গারে পাক করিবে। অথবা কতক, অশ্মন্তক, এরণ্ড, পারুল, বাসক ও বদর কাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিবে। অথবা ক্ষীরিগণের কাষ্ঠ বা গোময়ের অগ্নিতে পাক করিবে। মৃত্তিকাপিণ্ড অগ্নিতাপে শুষ্ক বা অগ্নিবর্ণ হইলেই পাক সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনন্তর স্বিন্ন ঔষধ বাহির করিয়া নিষ্পীড়নপূর্ব্বক রস গ্রহণ করিবে। এবং তর্পণোক্ত নিয়মে যথাবৎ প্রয়োগ করিবে। ১২। কনীনকে তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করিতে হইলে রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে। রক্ত ও পিত্তে শীতল করিয়া এবং বাতকফে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পুটপাক বা তর্পণ অত্যুষ্ণ ও তীক্ষ্ণ হইলে দাহকর ও পাককর হয়। আপ্লুত (অপ্লুত) ও শীতল হইলে অশ্রুস্তম্ভ ও বেদনা উৎপাদন করে। অতিমাত্র হইলে কষায়তা (রাগ), সঙ্কোচ ও স্ফুরণ উৎপাদন করে। হীনপ্রমাণ হইলে অতিশয় দোষোৎক্লেশক হয় এবং যুক্তিপূর্ব্বক কৃত হইলে দাহ, শোথ, বেদনা, ঘর্ষ ও স্রাব নাশ করে। আর কণ্ডূ, উপদেহ, দূষীকা (নেত্রমল) এবং রক্তরাজিসমূহ বিনাশ করিয়া থাকে। তর্পণ ও পুটপাক সুখোষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে দোষপরিহারক হয়। ১৩। তর্পণ ও পুটপাকের ব্যাপৎসমূহ নস্য, ধূম ও অঞ্জন দ্বারা জয় করিবে। ১৪। পুটপাকের আদিতে ও অন্তে উষ্ণজলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা স্বেদ

যথাদোষোপযুক্তস্তু নাতিপ্রবলমোজসা।
রাগমশ্চ্যোতনং হন্তি সেকস্তু বলবত্তরম্ ॥ ১৬
তৌ ত্রিধৈবোপযুজ্যেতে রোগেষু পুটপাকবৎ।
লেখনে সপ্ত চাষ্টৌ বা বিন্দবঃ স্নৈহিকে দশ ॥
আশ্চ্যোতনে প্রযোক্তব্যা দ্বাদশৈব তু রোপণে।
সেকস্তু দ্বিগুণঃ কালঃ পুটপাকাৎ পরো মতঃ ॥ ১৭
অথবা কার্য্যনির্ব্বৃত্তেরুপযোগো যথাক্রমম্।
পূর্ব্বাপরাহ্নে মধ্যাহ্নে রুজাকালেষু চোভয়োঃ ॥ ১৮
যোগাযোগান্ স্নেহসেকে তর্পণোক্তান্ প্রচক্ষতে ॥ ১৯
রোগাংশ্চিরসি সম্ভূতান্ হত্বাতিপ্রবলান্ গুণান্।
করোতি শিরসো বস্তিরুক্তা যে মূর্দ্ধিতৈলকাঃ ॥ ২০
শুদ্ধদেহস্য সায়াহ্নে যথাব্যাধ্যশিতস্য তু।
ঋজ্বাসীনস্য বধ্নীয়াদ্ বস্তিকোশং ততো দৃঢ়ম্ ॥
যথাব্যাধি শৃতস্নেহপূর্ণং সংযম্য ধারয়েৎ।
তর্পণোক্তং দশগুণং যথাদোষং বিধানবিৎ ॥ ২১
ব্যক্তরূপেষু দোষেষু শুদ্ধকায়স্য কেবলে।
নেত্র এব স্থিতে দোষে প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ।
লেখনং রোপণঞ্চাপি প্রসাদনমথাপি বা ॥ ২২
তত্র পঞ্চ রসান্ ব্যস্তানাদ্যৈকরসবর্জ্জিতান্।
পঞ্চধা লেখনং যুঞ্জ্যাদ্ যথাদোষমতন্দ্রিতঃ ॥
নেত্রবর্ত্মশিরাকোষ-স্রোতঃশৃঙ্গাটকাশ্রিতম্।
মুখনাসাক্ষিভির্দোষমোজসা স্রাবয়েৎ তু তৎ ॥ ২৩
কষায়তিক্তকঞ্চাপি সস্নেহং রোপণং মতম্।
তৎ স্নেহশৈত্যাদ্বর্ণ্যং স্যাদ্দৃষ্টেশ্চ বলবর্দ্ধনম্ ॥ ২৪
মধুরং স্নেহসম্পন্নমঞ্জনঞ্চ প্রসাদনম্।
দৃষ্টিদোষপ্রসাদার্থং স্নেহনার্থঞ্চ তদ্ধিতম্ ॥ ২৫
যথাদোষং প্রযোজ্যানি তানি দোষবিশারদৈঃ।
অঞ্জনানি যথোক্তানি প্রাহ্ণসায়াহ্নরাত্রিষু ॥ ২৬
গুটিকারসচূর্ণানি ত্রিবিধান্যঞ্জনানি তু।
যথাপূর্ব্বং বলং তেষাং শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ২৭
হরেণুমাত্রা বর্ত্তিঃ স্যাল্লেখনস্য প্রমাণতঃ।
প্রসাদনস্য চাধ্যর্দ্ধা দ্বিগুণা রোপণস্য চ।

দিবে। আর শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে শেষে ধূমপান হিতকর। ১৫। বাতাদি দোষে তত্তদ্দোষহর দ্রব্য সিদ্ধ আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিলে উহা অনতিপ্রবল রাগকে বলপূর্ব্বক নষ্ট করে। পরিষেক বলবত্তর রোগকে নষ্ট করিয়া থাকে। ১৬। আশ্চ্যোতন ও সেক পুটপাকের ন্যায় তিন প্রকার যথা;—লেখন, স্নৈহিক ও রোপণ এবং সর্ব্ব প্রকারে পুটপাকের ন্যায় প্রযোজ্য। লেখন আশ্চ্যোতনে সাত বা আট বিন্দু, স্নৈহিক আশ্চ্যোতনে দশ বিন্দু এবং রোপণ আশ্চ্যোতনে দ্বাদশ বিন্দু প্রয়োগ করিতে হয়। পরিষেকের উৎকৃষ্ট মাত্রা পুটপাকের দ্বিগুণকাল [পুটপাকোক্ত দ্রব্য সকলই আশ্চ্যোতন ও পরিষেকে প্রয়োগ করা যায়। উহাদের সম্যক্‌যোগ, হীনযোগ ও মিথ্যাযোগ পুটপাকের ন্যায়। আশ্চ্যোতনের ধারণকাল পুটপাকের ন্যায়]। ১৭। অথবা আশ্চ্যোতন ও পুটপাক কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শনৈঃ শনৈঃ প্রয়োগ করিবে। কফজ ব্যাধিতে পূর্ব্বাহ্নে লেখন আশ্চ্যোতন ও লেখন সেক প্রয়োগ করিতে হয়। বাতজ ব্যাধিতে অপরাহ্নে স্নেহন আশ্চ্যোতন ও সেক প্রয়োগ করিতে হয়। রক্তপিত্তে মধ্যাহ্নে রোপণ আশ্চ্যোতন ও সেক প্রয়োগ করিতে হয়। আর বেদনাকালে দোষানুসারে যে কোন আশ্চ্যোতন বা সেক প্রয়োগ করিতে হয়। ১৮। ঘৃত-পরিষেকে সম্যক্‌যোগ, হীনযোগ, মিথ্যাযোগ ও অতিযোগ হইলে তর্পণোক্ত লক্ষণসমূহের ন্যায় লক্ষণ হয়। ১৯। মস্তকে তৈলসংযোগে শিরোবস্তি প্রয়োগ করিলে তাহার গুণে মস্তক হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত অবয়বের অতি প্রবল রোগ সকল নষ্ট হয়। ২০। ঐরূপ শিরোবস্তি সন্ধ্যাকালে প্রয়োগ করিতে হয়। শিরোবস্তি প্রদান করিতে হইলে রোগীকে শুদ্ধদেহ ও যথারোগ ভোজন করাইয়া ঋজুভাবে আসীন করিতে হয়। আর যথারোগ স্নেহ পাক করিয়া ও সেই স্নেহে বস্তিকোষ পূর্ণ করিয়া কেশান্ত পর্য্যন্ত মস্তকে দৃঢ়বন্ধন করিবে। শিরোবস্তি অক্ষিতর্পণের দশগুণ কাল ধারণ করিতে হয়। ২১। নেত্রের দোষ ব্যক্তরূপ হইলে অথচ নেত্র দোষান্তরসংসৃষ্ট না হইলে এবং দোষ অক্ষিগোলকের ত্বক্‌-মাত্রে অবস্থিত হইলে উপযুক্ত অঞ্জন অর্থাৎ লেখন, রোপণ বা প্রসাদন অঞ্জন ব্যবহার করিবে। ২২। লেখন অঞ্জনে স্বাদুরস থাকিবে না। অন্য পাঁচটী রস দোষভেদে এক একটী করিয়া গ্রহণ করা যায়। যথা;—বাতে অম্ল ও লবণ; পিত্তে কষায়; শ্লেষ্মায় কটু তিক্ত কষায়; রক্তে পিত্তবৎ এবং সন্নিপাতে দুই বা তিনটী রস একত্র প্রয়োগ করিতে হয়। লেখন অঞ্জন নেত্র ও বর্ত্মের শিরা, কোষ ও স্রোতঃসমূহ এবং শৃঙ্গাটক হইতে মুখ, নাসা ও অক্ষি দিয়া বলপূর্ব্বক দোষ স্রাব করে। ২৩। রোপণ অঞ্জন কষায় ও তিক্ত এবং অল্প ঘৃত সংযোগে কল্পিত হয়। উহা ঘৃতের শীতলতাপ্রভাবে বর্ণকারক এবং দৃষ্টির বলবর্দ্ধক হয়। ২৪। প্রসাদন অঞ্জন মধুর দ্রব্য ও ঘৃতযোগে কল্পিত হয়। ইহা দৃষ্টিদোষনাশক ও স্নেহন। ২৫। ঐ সকল অঞ্জন দোষভেদে পূর্ব্বাহ্ণ সায়াহ্ন ও রাত্রিকালে প্রয়োগ করিতে হয়। ২৬। অঞ্জন তিন প্রকার;—গুটিকা, রস ও চূর্ণ। তন্মধ্যে চূর্ণের অপেক্ষা রসের এবং রসের অপেক্ষা গুটিকার বল অধিক। [রস অর্থাৎ রসক্রিয়া। রোগ বলবান্ হইলে গুটিকাঞ্জন, তদপেক্ষা হীনবল হইলে রসক্রিয়া এবং তদপেক্ষা হীনবল হইলে চূর্ণ ব্যবহার করিবে]। ২৭। লেখন অঞ্জনের বর্ত্তি পরিমাণে 'বর্ত্তুলকলায়ের সদৃশ'; প্রসাদনের মাত্রা মাষকলায়প্রমাণ এবং রোপণের মাত্রা দ্বিকলায়প্রমাণ। রসক্রিয়ার মাত্রা যথাস্ব বর্ত্তিপ্রমাণ অর্থাৎ

রসাঞ্জনস্ত মাত্রা তু পিণ্ডবর্ত্তিমিতা মতা ॥ ২৮
দ্বিত্রিচতুঃশলাকাশ্চ চূর্ণস্থাপ্যানুপূর্ব্বশঃ ॥ ২৯
তেষাং তুল্যগুণান্যেব বিদধ্যাদ্ভাজনান্যপি।
সৌবর্ণ্যং রাজতং শার্ঙ্গং তাম্রং বৈদূর্য্যকাংস্যজম্ ॥
আয়সানি চ যোজ্যানি শলাকাশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩০
বক্ত্রয়োর্মুকুলাকারা কলায়পরিমণ্ডলা।
অষ্টাঙ্গুলা তনুর্মধ্যে সুকৃতা সাধুনিগ্রহা।
ঔড়ুম্বর্য্যশ্মজাতাপি শারীরী বা হিতা ভবেৎ ॥ ৩১
বামেনাক্ষি বিনির্ভুজ্য হস্তেন সুসমাহিতঃ।
শলাকয়া দক্ষিণেন ক্ষিপেৎ কানীনমঞ্জনম্ ॥
আপাঙ্গং বা যথাযোগ্যং কুর্য্যাচ্চাপি গতাগতম্।
বর্ত্মোপলেপি বা যৎ তদঙ্গুল্যৈব প্রযোজয়েৎ ॥ ৩২
অক্ষি নাত্যন্তয়োরঞ্জ্যাদ্বাধমানোঽপি বা ভিষক্।
ন বা নির্ব্বান্তদোষেঽক্ষি ধাবনং সম্প্রযোজয়েৎ ॥
দোষঃ প্রতিনিবৃত্তঃ সন্ হন্যাদ্দৃষ্টের্বলং তথা।

লেখন রসক্রিয়ার মাত্রা লেখন বর্ত্তির ন্যায়, রোপণ রসক্রিয়ার মাত্রা রোপণ বর্ত্তির ন্যায় এবং প্রসাদন রসক্রিয়ার মাত্রা প্রসাদন বর্ত্তির ন্যায়। ২৮। চূর্ণাঞ্জনের মাত্রা অনুপূর্ব্বক্রমে দুই তিন ও চারি শলাকা। অর্থাৎ লেখন চূর্ণের মাত্রা শলাকাদ্বয়, রোপণচূর্ণের মাত্রা শলাকাত্রয় এবং প্রসাদনের মাত্রা শলাকাচতুষ্টয়। ২৯। যে অঞ্জন যেরূপ গুণবিশিষ্ট, তাহার পাত্রও সেইরূপ গুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত। অর্থাৎ সুবর্ণপাত্রে মধুর, রজতপাত্রে অম্ল, মেষশৃঙ্গময় পাত্রে লবণ, তাম্র বা লৌহময় পাত্রে কষায়, বৈদূর্য্যপাত্রে কটু এবং কাংস্যপাত্রে তিক্ত অঞ্জন স্থাপন করা ভাল। শলাকা সকলও অঞ্জনের তুল্যগুণ হওয়া আবশ্যক। ৩০। শলাকার দুই মুখ মুকুলাকার এবং মুখাগ্র কলায় পরিমিত (অ-তীক্ষ্ণ) হওয়া উচিত। উহা পরিমাণে অষ্টাঙ্গুল, মধ্যে তনু, সুকৃত (উত্তমরূপে নির্ম্মিত) ও সুনিগ্রহ (যাহা ভাল করিয়া ধরা যায়) হওয়া উচিত। শলাকা উড়ুম্বরনির্ম্মিত (তাম্রনির্ম্মিত), প্রস্তরনির্ম্মিত, বা শারীরদ্রব্যনির্ম্মিত (শৃঙ্গাদিনির্ম্মিত) হওয়া আবশ্যক [এইরূপ সুবর্ণপ্রভৃতিদ্রব্যনির্ম্মিত হওয়াও আবশ্যক]। ৩১। বামহস্তে অক্ষিকে বক্রীকৃত করিয়া দক্ষিণহস্তে সাবধানে শলাকা দ্বারা কনীনকপ্রদেশ হইতে অপাঙ্গ পর্য্যন্ত এবং অপাঙ্গ হইতে কনীনক পর্য্যন্ত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এইরূপ প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত অঞ্জন দুই চারি বার গতাগত করিলেও হানি নাই। যে অঞ্জন বর্ত্মে লেপন করিতে হয়, তাহা অঙ্গুলি দ্বারা দিলেও চলিতে পারে। ৩২। কনীনক প্রদেশে অক্ষিকে অতিশয় অঞ্জিত করিবে না [তাহাতে ঐ স্থানে ক্ষত হইতে পারে]। আর চিকিৎসক অঞ্জন দিবার সময় যেন অক্ষির বাধা (পীড়া) উৎপাদন না করেন। আর অক্ষির দোষ সম্যক্ রূপে নির্বান্ত হইতে থাকিলে অক্ষি প্রক্ষালন করিবে না।

গতদোষমপেতাশ্রু পশ্চাদ্ যৎ সম্যগঞ্জসা।
প্রক্ষাল্যাক্ষি যথাদোষং কার্য্যং প্রত্যঞ্জনং ততঃ ॥ ৩৩
শ্রমোদাবর্ত্তরুদিত-মদ্যক্রোধভয়জ্বরৈঃ।
বেগাঘাতশিরাদোষৈশ্চার্ত্তানাং নেষ্যতেঽঞ্জনম্ ॥ ৩৪
রাগরুক্তিমিরাস্রাব-শূলসংরম্ভসম্ভ্রমান্।
নিদ্রাক্ষয়ে ক্রিয়াশক্তিং প্রবাতে দৃগ্বলক্ষয়ম্ ॥
রজোধূমহতে রাগস্রাবধীমন্থসম্ভবম্।
সংরম্ভশূলৌ নস্যান্তে শিরোরুজি শিরোরুজম্ ॥
শিরঃস্নাতেঽতিশীতে চ রবাবনুদিতেঽপি চ।
দোষস্থৈর্য্যাদপার্থং স্যাদদোষোৎক্লেশং করোতি চ ॥
অজীর্ণেঽপ্যেবমেব স্যাৎ স্রোতোমার্গাবরোধনাৎ।
দোষবেগোদয়ে দত্তং কুর্য্যাৎ তাংস্তানুপদ্রবান্ ॥
তস্মাৎ পরিহরন্ দোষানঞ্জনং সাধু যোজয়েৎ।
লেখনস্য বিশেষেণ কাল এষ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৫
ব্যাপদশ্চ জয়েদেতাঃ সেকাশ্চ্যোতনলেপনৈঃ।
যথাস্বং ধূমকবলৈর্নস্যৈশ্চাপি সমুত্থিতাঃ ॥ ৩৬
বিশদং লঘু নাস্রাবি ক্রিয়াপটু সুনির্ম্মলম্।
সংশান্তোপদ্রবং নেত্রং বিরিক্তং সম্যগাদিশেৎ ॥ ৩৭

কেননা তাহাতে দোষ প্রত্যাগত হইয়া দৃষ্টির বল নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু দোষ গত ও অশ্রু গত হইলে যখন দৃষ্টি সম্যক্ পরিষ্কৃত হইবে, তখন জল দ্বারা অক্ষি-ধাবন করিয়া প্রত্যঞ্জন আবশ্যক হইলে যথাদোষ প্রত্যঞ্জন করিবে। ৩৩। শ্রম, উদাবর্ত্ত, রুদিত, মদ্য, ক্রোধ, ভয়, জ্বর, বেগাগম, আঘাত ও শিরোদোষে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে অঞ্জন দিবে না। ৩৪। নিদ্রাক্ষয়ে অক্ষিতে রাগ, বেদনা, তিমির, স্রাব, শূল, সংরম্ভ (স্ফীতি) ও সম্ভ্রম হইয়া থাকে। অঞ্জন এরূপ স্থলে দৃষ্টিকে ক্রিয়াশক্তি প্রদান করিয়া থাকে [এরূপও অর্থ হয় যে, নিদ্রাক্ষয়ে অঞ্জন দিলে ঐ সকল উৎপাত এবং দৃষ্টির বাধা হয়]। প্রবাতে অঞ্জন দিলে দৃষ্টিবলের ক্ষয় হয়। রজোধূমদূষিত নেত্রে অঞ্জন দিলে, রাগ, স্রাব ও অধিমন্থ হইয়া থাকে। নস্যান্তে অঞ্জন দিলে অক্ষিতে সংরম্ভ ও শূল হয়। শিরোবেদনা কালে অঞ্জন দিলে শিরোবেদনা বৃদ্ধি পায়। শিরঃস্নানের পর বা অতিশীতে বা রবির অপ্রকাশে অঞ্জন দিলে তাহা তত্তৎকালে দোষের অচলতা বশতঃ ব্যর্থ হয় এবং দোষের উৎক্লেশ করিয়া থাকে। অজীর্ণে অঞ্জন দিলেও এইরূপ উপদ্রব সকল উৎপন্ন হয়, কেননা তৎকালে স্রোতোমার্গের অবরোধ থাকে। আবার দোষের বেগ উপস্থিত হইবার পর অঞ্জন দিলেও ঐ সকল উপদ্রব হয়। এইজন্য দোষ শোধন করিয়া অঞ্জন দিতে হয়। লেখন অঞ্জনেরই ঐ সকল প্রতিষেধকাল বলা হইল। ৩৫। আর ঐ সকল ব্যাপৎ উপস্থিত হইলে সেক, আশ্চ্যোতন ও লেপন এবং যথাদোষ ধূম, কবল ও নস্যযোগে জয় করিবে। ৩৬। অক্ষি বিশদ, লঘু, অ-স্রাবি, ক্রিয়াপটু,

জিহ্মং দারুণরূক্ষবর্ণং স্রস্তং রূক্ষমতীব চ।
নেত্রং বিরেকাতিযোগে স্যন্দতে চাতিমাত্রশঃ॥
তত্র সন্তর্পণং কার্য্যং বিধানঞ্চানিলাপহম্॥ ৩৮
অক্ষি মন্দবিরিক্তং স্যাদুদগ্রতরদোষবৎ।
ধূমনস্যাঞ্জনৈস্তত্র হিতং দোষাবসেচনম্॥ ৩৯
স্নেহবর্ণবলোপেতং প্রসন্নং দোষবর্জ্জিতম্।
জ্ঞেয়ং প্রসাদনে সম্যগুপযুক্তেঽক্ষি নির্বৃতম্॥ ৪০
কিঞ্চিদ্দীনবিকারং স্যাৎ তর্পণাদ্বিকৃত্যাদতি।
তত্র দোষহরং রুক্ষং ভেষজং শস্যতে মৃদু॥ ৪১
সাধারণমপি জ্ঞেয়মেবং রোপণলক্ষণম্।
প্রসাদনবদাচষ্টে তস্মিন্ যুক্তেঽতিভেষজম্॥ ৪২
স্নেহনং রোপণং বাপি হীনং যুক্তমপার্থকম্।
কর্ত্তব্যং মাত্রয়া তস্মাদঞ্জনং সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৪৩
পুটপাকক্রিয়াদ্যাসু ক্রিয়াস্বেকৈব কল্পনা।
সহস্রশশ্চাঞ্জনেষু বীজেনোক্তেন পূজিতাঃ॥ ৪৪
দৃষ্টের্বলবিবৃদ্ধ্যর্থং বাপ্যরোগক্ষয়ায় চ।
রাজার্হাণ্যঞ্জনাগ্র্যাণি নিবোধৈতান্যতঃ পরম্॥
অষ্টৌ ভাগানঞ্জনস্য নীলোৎপলসমত্বিষঃ।
ঔডুম্বরং শাতকুম্ভং রাজতঞ্চ সমাসতঃ॥

সুনির্ম্মল ও শান্তোপদ্রব হইলে সম্যক্ বিরিক্ত হইয়াছে জানিবে। ৩৭। বিরেকের অতিযোগ হইলে নেত্র জিহ্ম (বক্র), দারুণ (কঠিন), দুর্ব্বর্ণ, স্রস্ত ও অতীব রুক্ষ হয় এবং অতিশয় অভিষ্যন্দিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সন্তর্পণ ও বায়ুনাশক বিধান কর্ত্তব্য। ৩৮। অক্ষি মন্দ বিরিক্ত হইলে দোষ উদগ্রতর হয়। এরূপ স্থলে ধূম, নস্য ও অঞ্জনযোগে দোষের অবসেচন করা উচিত। ৩৯। প্রসাদন সম্যক্ হইলে অক্ষি স্নেহ বর্ণ ও বলযুক্ত হয়, প্রসন্ন ও দোষবর্জ্জিত হয় এবং চক্ষু নির্ব্বৃত হইয়া থাকে (জুড়াইয়া থাকে)। ৪০। তর্পণের অতিযোগ হইলে চক্ষুর যে অতি বিকার উপস্থিত হয়, প্রসাদনের অতিযোগ হইলে বিকৃতি তদপেক্ষা হীন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে মৃদুবীর্য্য কফহর রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ৪১। রোপণ অঞ্জনের সম্যক্‌যোগ ও অতিযোগের লক্ষণ সাধারণতঃ প্রসাদনাঞ্জনের সম্যক্‌যোগ ও অতিযোগের ন্যায় হইয়া থাকে। রোপণের অতিযোগ হইলে প্রসাদনের অতিযোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ৪২। প্রসাদনই হউক আর রোপণই বা হউক, হীন হইলে ব্যর্থ হইয়া থাকে। এইজন্য আরোগ্যেচ্ছুক ব্যক্তি অঞ্জন উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিবেন। ৪৩। পুটপাক, সেক ও আশ্চ্যোতনের প্রক্রিয়া বীজমাত্র বর্ণিত হইলেও, লেখন, রোপণ ও প্রসাদনের ন্যায় উহার সহস্র প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে। ৪৪। অনন্তর দৃষ্টির বলবৃদ্ধি ও বাপ্যরোগ জয়ের জন্য রাজযোগ্য প্রধান প্রধান অঞ্জন সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। নীলোৎপলসমপ্রভ রসাঞ্জনের ভাগ আট এবং

একাদশৈতান্ ভাগাংস্তু যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্।
মূষাক্ষিপ্তং তদাধ্মাতমাবৃতং জাতবেদসি॥
খদিরাশ্মন্তকাঙ্গারৈর্গোশকৃদ্ভিরথাপি বা।
গবাং শকৃদ্রসে মূত্রে দধ্নি সর্পিষি মাক্ষিকে॥
তৈলমদ্যবসামজ্জ-সর্ব্বগন্ধোদকেষু চ।
দ্রাক্ষারসেক্ষুত্রিফলারসেষু সুহিমেষু চ॥
সারিবাদিকষায়ে চ কষায়ে চোৎপলাদিকে।
নিষেচয়েৎ পৃথক্ চৈনং ধ্মাতং ধ্মাতং পুনঃপুনঃ॥
ততোঽন্তরীক্ষে সপ্তাহং প্লোতবদ্ধং স্থিতং জলে।
বিশোষ্য চূর্ণয়েন্মুক্তাং স্ফটিকং বিদ্রুমং তথা॥
কালানুসারিবাঞ্চৈব শুচিরাবাপ্য যোগতঃ।
এতচ্চূর্ণাঞ্জনং শ্রেষ্ঠং নিহিতং ভাজনে শুভে॥
দন্তস্ফটিকবৈদূর্য্য-শঙ্খশৈলাসনোদ্ভবে।
শাতকুম্ভেঽথ শার্ঙ্গে বা রাজতে বা সুসংস্কৃতে॥
সহস্রপাদবৎ পূজাং কৃত্বা রাজ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ।
তেনাঞ্জিতাক্ষো নৃপতির্ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং দৃষ্টিরোগবিবর্জ্জিতঃ। ৪৫
কুষ্ঠঞ্চন্দনমেলাশ্চ পত্রং মধুকমঞ্জনম্।
মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি চক্রং রত্নানি সপ্ত চ॥
উৎপলস্য বৃহত্যোশ্চ পদ্মস্যাপি চ কেশরম্।
নাগপুষ্পমুশীরাণি পিপ্পলীতুত্থমুত্তমম্॥

তাম্র স্বর্ণ ও রৌপ্য এই সকলের ভাগ সর্ব্বশুদ্ধ একাদশ একত্র করিয়া মূষার মধ্যে ক্ষিপ্ত, আবৃত ও খদির কাষ্ঠ বা অশ্মন্তকের (কোবিদারের) অঙ্গারে বা গোময়ের অগ্নিতে আধ্মাত করিবে। পুনঃপুনঃ আধ্মাত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গোময়রসে, গোমূত্রে, দধিতে, ঘৃতে, মধুতে, তৈলে, মদ্যে, বসাতে, মজ্জাতে, সর্ব্বগন্ধের জলে; দ্রাক্ষারসে, ইক্ষুরসে, ত্রিফলাজলে, সুশীতল সারিবাদিকষায়ে ও উৎপলাদিকষায়ে নির্ব্বাণ করিবে। অনন্তর সপ্তাহ শিক্যার উপর আন্তরীক্ষ বা তদ্‌গুণবিশিষ্ট ভৌম জলে বস্ত্রবদ্ধ করিয়া স্থাপিত করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া তাহাতে শুচিভাবে মুক্তা, স্ফটিক, বিদ্রুম ও তগরমূলচূর্ণ এই শ্রেষ্ঠ চূর্ণাঞ্জন উৎকৃষ্ট পাত্রে রক্ষা করিবে। পাত্রটী স্বর্ণময়, শৃঙ্গময়, রৌপ্যময় ও সুসংস্কৃত হওয়া উচিত। এই অঞ্জনকে শঙ্খনির্ঘোষাদি সহকারে সহস্রপাদ বিষ্ণুর ন্যায় পূজা করিয়া পরে রাজাকে প্রদান করিবে। ইহাতে নয়ন অঞ্জিত করিলে নৃপতি সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্বভূতের অধৃষ্য এবং দৃষ্টিরোগবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। ৪৫। কুড়, রক্তচন্দন, এলা, পত্র (তেজপাতা), যষ্টিমধু, রসাঞ্জন, মেষশৃঙ্গীর পুষ্প, চক্র (তগর), সপ্তপ্রকার রত্ন (পদ্মরাগ, মরকত, নীল, বৈদূর্য্য, মুক্তা, প্রবাল ও হেম), নীলোৎপলপুষ্প, বৃহতী ও কণ্টিকারীর পুষ্প, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, বেণার মূল, পিপুল, উৎকৃষ্ট তুঁতে (কেহ বলেন, ময়ূরতুত্থ

কুক্কুটাণ্ডকপালানি দার্ব্বীং পথ্যাং সগোচনাম্।
মরিচান্যক্ষমজ্জানং তুল্যাঞ্চ গৃহগোধিকাম্॥
কৃত্বা সূক্ষ্মং শুচিশ্চূর্ণং ন্যসেদভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ।
এতদ্‌ভদ্রোদয়ং নাম সদৈবার্হতি ভূমিপঃ॥ ৪৬
চক্রং সমরিচঞ্চৈব মাংসী শৈলেয়মেব চ।
তুল্যাংশানি সমানৈস্তৈঃ সমগ্রৈশ্চ মনঃশিলা॥
পত্রস্য ভাগাশ্চত্বারো দ্বিগুণং সর্ব্বতোঽঞ্জনম্।
তাবচ্চ যষ্টিমধুকং পূর্ব্ববচ্চৈতদঞ্জনম্॥ ৪৭
মনঃশিলা দেবকাষ্ঠং রজন্যৌ ত্রিফলোষণম্।
লাক্ষালশুনমঞ্জিষ্ঠা-সৈন্ধবৈল্যাঃ সমাক্ষিকাঃ॥
রোধ্রং সাবরকং চূর্ণমায়সং তাম্রমেব চ॥
কালানুসারিবাঞ্চৈব কুক্কুটাণ্ডদলানি চ॥
তুল্যানি পয়সা পিষ্ট্বা গুটিকাং কারয়েদ্‌বুধঃ।
কণ্ডুতিমিরশুক্রার্ম্ম-রক্তরাজ্যুপশান্তয়ে॥ ৪৮
কাংস্যাপমার্জ্জনমসী মধুকং সৈন্ধবং নতম্।
এরণ্ডমূলঞ্চ সমং বৃহত্যাংশদ্বয়ান্বিতম্॥
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা তাম্রপাত্রং প্রলেপয়েৎ॥
সপ্তকৃত্বস্তু তা বর্ত্ত্যশ্ছায়াশুষ্কা রুজাপহাঃ॥ ৪৯
পথ্যাতুত্থকযষ্ট্যাহ্ব-স্তুল্যৈর্মরিচষোড়শঃ।
পথ্যা সর্ব্ববিকারেষু বর্ত্তী শীতাম্বুপেষিতা॥ ৫০

রসাক্রিয়াবিধানেন যথোক্তবিধিকোবিদঃ।
পিণ্ডাঞ্জনানি কুর্ব্বীত যথাযোগমতন্দ্রিতঃ॥ ৫১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে, ক্রিয়াকল্পো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
অভ্যাহতে তু নয়নে বহুধা নরাণাং
সংরম্ভরাগতুমুলাসু রুজাসু ধীমান্।
নস্যপ্রলেপপরিষেচনতর্পণাদ্য-
মুক্তং পুনঃ ক্ষতজপিত্তজশূলপথ্যম্॥
দৃষ্টিপ্রসাদজননং বিধিমাশু কুর্য্যাৎ
স্নিগ্ধৈর্হিমৈশ্চ মধুরৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ॥ ২
স্বেদাগ্নিধূমভয়শোকরুজাভিঘাতৈ-
রভ্যাহতামপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎসেৎ।
সদ্যোহতে নয়ন এষ বিধিস্তদূর্দ্ধং
স্যন্দেরিতো ভবতি দোষমবেক্ষ্য কার্য্যঃ॥ ৩
অভ্যাহতং নয়নমীষদথাস্য বাষ্প-
সংস্বেদিতং ভবতি তন্নিরুজং ক্ষণেন॥ ৪
সাধ্যং ক্ষতং পটলমেকমুভে তু কৃচ্ছ্রে
ত্রীণি ক্ষতানি পটলানি বিবর্জ্জয়েৎ তু॥ ৫

ভুথ), কুক্কুটাণ্ডের খোসা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, গোরোচনা, মরিচ, বিভীতকীর মজ্জা এবং গৃহগোধিকা তুল্যপরিমাণে গ্রহণ করিয়া শ্লক্ষ্ণচূর্ণ করিবে এবং পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া শুভভাণ্ডে স্থাপিত করিবে। এই ভদ্রোদয় নামক অঞ্জন সর্ব্বদাই রাজার যোগ্য। ৪৬। চক্র (তগর), মরিচ, জটামাংসী ও শৈলেয় সমান সমান এক এক ভাগ এবং মনঃশিলা সর্ব্বসমান, পত্রের ('তেজপাতার') ভাগ চারি, রসাঞ্জন সকলের দ্বিগুণ এবং যষ্টিমধু রসাঞ্জনের তুল্য (কোন কোন মতে যষ্টিমধু সর্ব্বদ্রব্যের সমান) একত্র করিয়া পূর্ব্ববৎ অঞ্জন করিবে। ৪৭। মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, মরিচ, লাক্ষা, লশুন, মঞ্জিষ্ঠা, সৈন্ধব, এলা, মধু, সাবরলোধ, লৌহচূর্ণ, তাম্রচূর্ণ, তগরপাদ্রিকা ও কুক্কুটাণ্ডের খোসা তুল্যভাগে দুগ্ধে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। ইহাতে কণ্ডু, তিমির, শুক্র, অর্ম্ম ও রক্তরাজী উপশমিত হয়। ৪৮। কাংস্যাপমার্জ্জনের মসী ('কাংস্য পাত্রের মসী'), যষ্টিমধু, সৈন্ধব, তগর ও এরণ্ডমূল সমান সমান এবং বৃহতী দুই ভাগ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে লেপন করিবে। সাতবার এইরূপ লেপন করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা বেদনানাশক। ৪৯। হরীতকী, তুঁতে, যষ্টিমধু সমান সমান এক এক ভাগ ও মরিচ ষোড়শ ভাগ শীতাম্বু যোগে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি সর্ব্বরোগে প্রশস্ত। ৫০। পূর্ব্বে রসক্রিয়ার যে বিধান কথিত হইয়াছে, তদনুসারে যথাযোগ অতন্দ্রিতভাবে বর্ত্ত্যঞ্জন সকল কল্পনা করিবে। ৫১

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব।১। নয়ন দণ্ডাদি দ্বারা বহুপ্রকারে আহত হইতে পারে, তাহাতে মানবদিগের নানা প্রকার শোথরোগসহকৃত বেদনা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে নস্য, প্রলেপ, পরিষেক ও তর্পণাদি আবশ্যক আর রক্তপিত্তাভিষ্যন্দের চিকিৎসা করা এবং স্নিগ্ধ হিম ও মধুর যোগে দৃষ্টি-প্রসাদকারক চিকিৎসা করা আবশ্যক।২। নয়ন স্বেদ, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক, ব্যথা ও অন্যান্য প্রকার আঘাতেও আহত হইতে পারে। তাহাতেও পূর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা করিবে। সদ্য আহত নয়নেই এই প্রকার চিকিৎসা। সপ্তাহের পর বাতাভিষ্যন্দোক্ত চিকিৎসা করা আবশ্যক।৩। নয়ন ঈষৎ আহত হইলে, মুখ-ফুৎকারজ বাষ্পের স্বেদেই অল্পক্ষণ মধ্যে নির্ব্বেদন হইতে পারে।৪। একটী পটল ক্ষত হইলে সাধ্য হয়। উভয় পটল ক্ষত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হয় এবং তিন পটল ক্ষত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।৫।

স্যাৎ পিচ্ছিতঞ্চ নয়নং হৃতি চাবসন্নং
স্রস্তং চ্যুতঞ্চ হতদৃক্ চ ভবেৎ তু যাপ্যম্।
বিস্তীর্ণদৃষ্টি তনুরাগমসৎপ্রদর্শি
সাধ্যং যথাস্থিতমনাবিলদর্শনঞ্চ ॥ ৬
প্রাণোপরোধবমনক্ষবকণ্ঠরোধৈ-
রুন্নম্য মাশু নয়নং যদতিপ্রবিষ্টম্।
নেত্রে বিলম্বিনি বিধির্বিহিতঃ পুরস্তাৎ
তুচ্ছিজ্জনং শিরসি বার্য্যবসেচনঞ্চ ॥ ৭
ষট্সপ্ততির্নয়নজা য ইমে প্রদিষ্টা
রোগা ভবন্ত্যমহতাং মহতাঞ্চ তেভ্যঃ।
স্তন্যপ্রকোপকফমারুতপিত্তরক্তৈ-
র্বালাক্ষিবর্ত্মভব এব কুকূণকোঽন্যঃ ॥
মৃদ্নাতি নেত্রমতিকণ্ডুমথাক্ষিকূট-
নাসাললাটমপি তেন শিশুঃ স নিত্যম্।
সূর্য্যপ্রভাং ন সহতে স্রবতি প্রবৃদ্ধং
তস্যাহরেদ্রুধিরমাশু বিনির্লিখেচ্চ ॥ ৮
ক্ষৌদ্রাযুতৈশ্চ কটুভিঃ প্রতিসারয়েৎ তু
মাতুঃ শিশোরভিহিতঞ্চ বিধিং বিদধ্যাৎ ॥
তং বাময়েৎ তু মধুসৈন্ধবসম্প্রযুক্তৈঃ
পীতং পয়ঃ খলু ফলৈঃ খরমঞ্জরীণাম্।
স্যাৎ পিপ্পলীলবণমাক্ষিকসংযুতৈর্বা
নৈনং বমন্তমপি বাময়িতুং যতেত ॥
দত্ত্বা বচামশনদুগ্ধভুজে প্রযোজ্য-
মূর্দ্ধং ততঃ ফলযুতং বমনং বিধিজ্ঞৈঃ ॥ ৯
জম্ব্বাম্রধাত্র্যশ্বদলৈঃ পরিধাবনার্থং
কার্য্যং কষায়মবসেচনমেব চাপি।
আশ্চ্যোতনে চ হিতমত্র ঘৃতং গুডূচী-
সিদ্ধং তথাহুরপি চ ত্রিফলাবিপক্বম্ ॥
নেপালজামরিচশঙ্খরসাঞ্জনানি
সিন্ধুপ্রসূতগুড়মাক্ষিকসংযুতানি
স্যাদঞ্জনং মধুরসামধুতাম্রকৈর্বা
কৃষ্ণায়সং ঘৃতপয়োমধু বাপি দগ্ধম্ ॥
ব্যোষং পলাণ্ডু মধুকং লবণোত্তমঞ্চ
লাক্ষাঞ্চ গৈরিকযুতাং গুটিকাঞ্জনং বা।
নিম্বচ্ছদং মধুকদার্ব্বি সতাম্রলোধ্র-
মিচ্ছন্তি চাত্র ভিষজোঽঞ্জনমংশতুল্যম্ ॥
স্রোতোজশঙ্খদধিসৈন্ধবমর্দ্ধপক্ষং
শুক্রং শিশোর্নুদতি ভাবিতমঞ্জনেন।
স্কন্দে কফাদভিহিতং ক্রমমাচরেচ্চ
বালস্য রোগকুশলোঽক্ষিগদং জিঘাংসুঃ ॥ ১০
সমুদ্র ইব গম্ভীরং নৈব শক্যং চিকিৎসিতম্।
বক্তুং নিরবশেষেণ শ্লোকানামযুতৈরপি ॥

নয়ন পিচ্ছিত, অতিশয় মগ্ন, স্রস্ত, চ্যুত (বাহির হইয়া পড়া) এবং হতদৃষ্টি হইলে যাপ্য হইতে পারে। আর বিস্তীর্ণ মণ্ডল, তনুরাগ (অল্পরক্তিমযুক্ত) ও অসৎপ্রদর্শী (যাহাতে ঠিক্ দেখা যায় না) হইলেও যাপ্য হইয়া থাকে। নয়ন যথাস্থিত (অচলিত) ও অনাবিল হইলে সাধ্য হয়। ৬। নয়ন অতিপ্রবিষ্ট হইলে নিশ্বাস বন্ধ, বমন, ক্ষবথু ও কণ্ঠরোধ করাইয়া আশু উন্নত করিয়া দেওয়া উচিত। নেত্র অতিনির্গত হইলে সম্মুখে উচ্ছিজ্জন ও মস্তকে শীতল বারিষেক কর্তব্য। ৭। যে ৭৬টী নেত্র-রোগের বিষয় বলা হইল, তাহা বালক ও অধিকবয়স্ক উভয়েরই সম্ভব। বালকদিগের ককূণক নামক আর একটী রোগ হইতে পারে। উহা দূষিতস্তন্যপান এবং কফ বাত পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ হেতু অক্ষিবর্ত্মে উৎপন্ন হয়। ঐ রোগ উৎপন্ন হইলে বালক নেত্রকে মর্দ্দন করিতে থাকে, নেত্রে অতিশয় কণ্ডূ হয় এবং বালক অক্ষি-কূট, নাসা ও ললাটও সর্ব্বদা মর্দ্দন করিতে থাকে। উহার অক্ষি সূর্য্যপ্রভা সহ্য করিতে পারে না। এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে স্রাব হয়। এরূপ স্থলে জলৌকা প্রয়োগ করিয়া আশু রক্তমোক্ষণ ও শেফালিকাপত্র দ্বারা লেখন করিবে। পরে মধুযুক্ত ত্রিকটু যোগে প্রতিসারণ করিবে। ৮। শিশু স্তন্যদোষে পীড়িত হইলে, শিশুর ন্যায় মাতারও চিকিৎসা করা উচিত। শিশু দূষিত স্তন্য পান করিলে, উহাকে মধুসৈন্ধবসংযুক্ত অপামার্গফলচূর্ণ পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা পিপুল, সৈন্ধব ও মধু সংযুক্ত অপামার্গফলচূর্ণ দ্বারা বমন করাইবে। কিন্তু শিশু স্বয়ং বমন করিলে, তাহাকে আর বমন দিবে না। শিশু দুগ্ধান্ন-ভোজী হইলে, তাহাকে বচচূর্ণ পান করাইয়া বমন করাইবে। তদপেক্ষা অধিক বয়সের শিশুকে মদনফলযুক্ত বমন দিবে। ৯। ককূণক রোগে বর্ত্মের প্রক্ষালনার্থ জাম, আম, আমলকী ও অশ্বত্থপত্রের কষায় সেচন করিবে। আশ্চ্যোতনে গুড়ূচীসিদ্ধ ঘৃত বা ত্রিফলাসিদ্ধ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অঞ্জনে মনঃশিলা, মরিচ, শঙ্খ, রসাঞ্জন, সৈন্ধব, গুড় ও মধু একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা মূর্ব্বা, মধু ও তাম্রের অঞ্জন দিবে। অথবা কৃষ্ণলৌহ, ঘৃত, দুগ্ধ ও মধু দগ্ধ করিয়া চূর্ণাঞ্জন দিবে। অথবা ত্রিকটু, পলাণ্ডু, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, লাক্ষা ও গৈরিক একত্র করিয়া গুটিকাঞ্জন দিবে। নিম্বপত্র, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, তাম্রচূর্ণ ও লোধ তুল্যাংশে একত্র করিয়া অঞ্জন দিবে। গব্য দধিযোগে শঙ্খচূর্ণ ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া তাহা অর্দ্ধ-পক্ষকাল রসাঞ্জনে লেপন করিবে। অনন্তর সেই রসাঞ্জন পেষণ করিয়া কার্পাসযোগে বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে শিশুর শুক্র নষ্ট হয়। বালকের অক্ষিরোগে সচরাচর কফাভিষ্যন্দের চিকিৎসা করিবে। ১০। সমুদ্রের ন্যায় গভীর নেত্রচিকিৎসার বিবরণ অযুতশ্লোকেও শেষ করা যায় না। আবার অল্পমতি, তর্কশক্তিরহিত, গ্রন্থার্থবোধহীন, অপণ্ডিত নরকে সহস্র কথাতেও বোঝান যায় না।

সহস্রৈরপি চ প্রোক্তমর্থমল্পমতির্নরঃ।
তর্কগ্রন্থার্থরহিতো নৈব গৃহ্ণাত্যপণ্ডিতঃ ॥
তদিদং বহুগূঢ়ার্থং চিকিৎসাবীজমীরিতম্।
কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভিপ্ররোহতি ॥
তস্মান্মতিমতা নিত্যং নানাশাস্ত্রার্থদর্শিনা।
সর্ব্বমূহ্যমগাধার্থং শাস্ত্রমাগমবুদ্ধিনা ॥ ১১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধো নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কর্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
কর্ণশূলং প্রণাদশ্চ বাধির্য্যং ক্ষ্বেড় এব চ।
কর্ণস্রাবঃ কর্ণকণ্ডূঃ কর্ণগূথস্তথৈব চ ॥
কৃমিকর্ণপ্রতীনাহৌ বিদ্রধির্দ্বিবিধস্তথা।
কর্ণপাকঃ পূতিকর্ণস্তথৈবার্শশ্চতুর্ব্বিধম্ ॥
তথার্ব্বুদং সপ্তবিধং শোফশ্চাপি চতুর্ব্বিধঃ।
এতে কর্ণগতা রোগা অষ্টাবিংশতিরীরিতাঃ ॥ ২
সমীরণঃ শ্রোতগতোঽন্যথাচরঃ
সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ।
করোতি দোষৈশ্চ যথাস্বমাবৃতঃ
স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ ॥ ৩
যদা তু নাড়ীষু বিমার্গমার্গতঃ
স এব শব্দাভিবহাসু তিষ্ঠতি।
শৃণোতি শব্দান্ বিবিধাংস্তদা নরঃ
প্রণাদমেনং কথয়ন্তি চাময়ম্ ॥ ৪
স এব শব্দাভিবহাঃ যদা শিরাঃ
কফানুযাতো ব্যনুসৃত্য তিষ্ঠতি।
তদা নরস্যাপ্রতিকারসেবিনো
ভবেৎ তু বাধির্য্যমসংশয়ং খলু ॥ ৫
শ্রমাৎ ক্ষয়াদ্রুক্ষকষায়ভোজনাৎ
সমীরণঃ শব্দপথে ব্যবস্থিতঃ।
বিরিক্তশীর্ষস্য চ শীতসেবিনঃ
করোতি হি ক্ষ্বেড়মতীব কর্ণয়োঃ ॥ ৬
শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো
জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ।
স্রবেৎ তু পূয়ং শ্রবণোঽনিলাবৃতঃ
স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
কফেন কণ্ডূঃ প্রচিতেন কর্ণয়ো-
র্ভৃশং ভবেৎ শ্রোতসি কর্ণসংজ্ঞিতে ॥ ৮
বিশোষিতে শ্লেষ্মণি পিত্ততেজসা
নৃণাং ভবেৎ শ্রোতসি কর্ণগূথকঃ ॥ ৯
স কর্ণগূথো দ্রবতাং যদাগতো
বিলায়িতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে।
তদা স কর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো
ভবেদ্বিকারঃ শিরসোঽভিতাপনঃ ॥ ১০
যদা তু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ
সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ।
তদঞ্জনত্বাৎ শ্রবণো নিরুচ্যতে
ভিষগ্‌ভিরাদ্যৈঃ কৃমিকর্ণকস্তু সঃ ॥ ১১

এইজন্য এই বহু গূঢ়ার্থ চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইল। পণ্ডিতের নিকট এই অল্পই বিস্তর হইবে। অতএব মতিমান্ নানাশাস্ত্রার্থদর্শী আগমবুদ্ধি পণ্ডিতের নিকট এই অগাধ শাস্ত্রের অধিকাংশই উহ্য থাকিল। ১১

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

কর্ণরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা কর্ণরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। কর্ণরোগ অষ্টাবিংশতি প্রকার। যথা;—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, ক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডূ, কর্ণগূথ, কৃমিকর্ণ, প্রতিনাহ, দুই প্রকার বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চতুর্ব্বিধ কর্ণার্শঃ, সপ্তবিধ অর্ব্বুদ ও চতুর্ব্বিধ শোথ। ২। কর্ণগত বায়ু বিমার্গগামী ও কফপিত্তরক্তে আবৃত হইয়া কর্ণদ্বয়ের মধ্যে সমন্তাৎ অতীব শূল উৎপাদন করে। ইহাকেই কর্ণশূল বলে। ইহা দুঃসাধ্য। ৩। যখন সেই বায়ু শব্দবহ নাড়ীসমূহে বিমার্গমার্গে অবস্থান করে, তখন বিবিধ শব্দ শোনা যায়, এই রোগকে কর্ণনাদ কহে। ৪। সেই বায়ু কফাবৃত হইয়া শব্দবহ শিরাসমূহে অধিষ্ঠিত হইলে যদি মানুষ তাহার প্রতীকার না করে, তবে নিশ্চয়ই বাধির্য্য হয়। ৫। শ্রমহেতু, ক্ষয়হেতু, রুক্ষভোজনহেতু ও কষায়ভোজনহেতু বায়ু শব্দপথে অবস্থিত হইয়া কর্ণদ্বয়ে অতীব ক্ষ্বেড় উৎপাদন করে। আর শীর্ষ-বিরেচনের পর শীতসেবন করিলেও কর্ণদ্বয়ে ক্ষ্বেড় হইয়া থাকে। ৬। মস্তকে অভিঘাত, জলমজ্জন বা কর্ণমধ্যে বিদ্রধির প্রপাক বশতঃ কর্ণ বায়ুকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া পূয়স্রাব করে। ইহাকেই কর্ণস্রাব কহে। ৭। কর্ণ নামক স্রোতে কফ আশ্রয় করিলে কর্ণের মধ্যে কণ্ডূ হইয়া থাকে। ৮। পিত্ত-তেজে শ্লেষ্মা শোষিত হইলে মানুষের কর্ণস্রোতে কর্ণগূথক ('কর্ণবর্চ্চঃ') নামক রোগ হয়। ৯। কর্ণগূথ দ্রবতা প্রাপ্ত ও বিলায়িত হইলে ঘ্রাণ ও মুখ দিয়া নির্গত হয়। ইহাকে কর্ণপ্রতীনাহ কহে। ইহা মস্তকের রোগ উৎপাদন করে। ১০। মাংসকোষজ কৃমি সকল কর্ণমধ্যে উপস্থিত হইয়া সূক্ষ্ম কৃমিসমূহ বা মক্ষিকাসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগ কৃমিলজ্জন বলিয়া সে কালের ভিষকেরা [বিদেহ প্রভৃতি] ইহাকে কৃমিকর্ণক কহিয়া থাকেন। [বিদেহ বলেন, এই রোগ সান্নিপাতিক]। ১১। একপ্রকার

ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধি-
র্ভবেৎ তথা দোষকৃতোঽপরঃ পুনঃ।
স রক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ
প্রতোদধূমায়নদাহচোষবান্ ॥ ১২
ভবেৎ প্রপাকঃ খলু পিত্তকোপতো
বিকোথবিক্লেদকরশ্চ কর্ণয়োঃ ॥ ১৩
স্থিতে কফে স্রোতসি পিত্ততেজসা
বিলাপ্যমানে ভৃশসম্প্রতাপনাৎ।
অবেদনো বাপ্যথবা সবেদনো
ঘনং স্রবেৎ পূতি স পূতিকর্ণকঃ ॥ ১৪
প্রদিষ্টলিঙ্গান্যর্শাংসি তত্ত্বত-
স্তথৈব শোফার্ব্বুদলিঙ্গমীরিতম্।
ময়া পুরস্তাৎ প্রসমীক্ষ্য যোজয়ে-
দিহৈব তানি প্রযতো ভিষগ্বরঃ ॥ ১৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে কর্ণগতরোগ-
বিজ্ঞানীয়ো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কর্ণগতরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
সামান্যং কর্ণরোগেষু ঘৃতপানং রসায়নম্।
অব্যায়ামোঽশিরঃস্নানং ব্রহ্মচর্য্যমকথনম্ ॥ ২

বিদ্রধি, ক্ষত বা আঘাত হইতে এবং দ্বিতীয়প্রকার বাতাদি দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। বিদ্রধি হইতে রক্ত, পীত ও অরুণবর্ণ রক্ত নির্গত হয় এবং তোদ, ধূমায়ন, দাহ ও চোষ হইয়া থাকে। ১২। পিত্তকোপহেতু কর্ণপাক হয় এবং কর্ণদ্বয়ে কোথ ও ক্লেদ হইয়া থাকে। ১৩। কর্ণস্রোতে কফ থাকিলে এবং পিত্ততেজে অতিশয় সন্তপ্ত হওয়াতে বিলাপ্যমান হইলে (গলিয়া গেলে) পূতিকর্ণ রোগ হয়। ইহাতে বেদনা নাও থাকে, থাকিতেও পারে। ইহাতে পূতিগন্ধ ঘনস্রাব হয়। ১৪। আমি অর্শঃসমূহের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইরূপ শোথ ও অর্ব্বুদের লক্ষণও বলিয়াছি। বৈদ্য প্রযত হইয়া সেই সকল উপদেশ এস্থলে যোজনা করিবেন। ১৫।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

কর্ণগতরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা কর্ণগতরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। কর্ণরোগে সাধারণতঃ ঘৃতপান ও রসায়ন (কোন কোন পাঠে 'রসাশন') প্রশস্ত। আর ইহাতে ব্যায়াম বা শিরঃস্নান প্রশস্ত নহে। কর্ণরোগে ব্রহ্মচর্য্য ও অকথন

কর্ণশূলে প্রণাদে চ বাধির্য্যক্ষ্বেড়য়োরপি।
চতুর্ণামপি রোগাণাং সামান্যং ভেষজং শৃণু ॥
স্নিগ্ধং বাতহরৈঃ স্বেদৈর্নরং স্নেহবিরেচিতম্।
নাড়ীস্বেদৈরুপচরেৎ পিণ্ডস্বেদৈস্তথৈব চ ॥
বিল্বৈরণ্ডার্কবর্ষাভূ-দধিত্থোন্মত্তশিগ্রুভিঃ।
বস্তগন্ধাশ্বগন্ধাভ্যাং তর্কারীযববেণুভিঃ ॥
আরণালৈঃ শৃতৈরেভির্নাড়ীস্বেদঃ প্রযোজিতঃ।
কফবাতসমুত্থানং কর্ণশূলং নিরস্যতি ॥
মীনকুক্কুটলাবানাং মাংসজৈঃ পয়সাপি বা।
পিণ্ডৈঃ স্বেদঞ্চ কুর্ব্বীত কর্ণশূলনিবারণম্ ॥
অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্।
তৈলাক্তমস্তুসম্পূর্ণং নিদধ্যাচ্ছ্রবণোপরি ॥
যৎ তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারসাধিতাৎ।
তৎ প্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাম্ ॥
ক্ষৌমগুগ্‌গুল্বগুরুভিঃ সঘৃতৈর্ধূপয়েচ্চ তম্।
ভক্তোপরি হিতং সর্পির্বস্তিকর্ম্ম চ পূজিতম্ ॥ ৩
নিরন্নো নিশি তৎ সর্পিঃ পীত্বোপরি পয়ঃ পিবেৎ
মূর্দ্ধবস্তিষু নস্যে চ মস্তিষ্কে পরিষেচনে।
শতপাকং বলাতৈলং প্রশস্তঞ্চাপি ভোজনে ॥ ৪
কণ্টকারীমজাক্ষীরে পক্ত্বা ক্ষীরেণ তেন চ।
বিপচেৎ কুক্কুটবসাং কর্ণয়োস্তৎ প্রপূরণম্ ॥ ৫

(বহু ভাষণ না করা) প্রশস্ত। ২। কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও ক্ষ্বেড় এই চারি রোগের সাধারণ ঔষধ বলিতেছি শ্রবণ কর। রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া বাতহর স্বেদ দিবে। পরে স্নেহবিরেচন, নাড়ীস্বেদ ও পিণ্ডস্বেদ প্রদান করিবে। বিল্ব, এরণ্ড, অর্ক, পুনর্নবা, কপিত্থ, ধুস্তূর, শোভাঞ্জন, বস্তগন্ধা (বনযমানী), অশ্বগন্ধা, গণিয়ারী, যব ও বেণু এই সকল আরণালযোগে সিদ্ধ করিয়া নাড়ীস্বেদ দিবে। ইহাতে কফবাতজ কর্ণশূল নষ্ট হয়। মৎস্য, কুক্কুট, লাব ইহাদের মাংসপিণ্ড অথবা ঘনকৃত দুগ্ধপিণ্ড দ্বারা স্বেদ দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। বহুসংখ্যক অশ্বত্থপত্রের ঠুলি করিয়া তন্মধ্যে তৈল বা ঘৃতযুক্ত দধিমস্তু পূরণ করিবে। এই ঠুলি কর্ণের উপর স্থাপিত করিবে। আর উক্ত স্নেহযুক্ত দধিমস্তু অঙ্গারে তপ্ত করিবে। সেই স্নেহ কর্ণের মধ্যে টোসা টোসা করিয়া পড়িতে থাকিলে সদ্য সদ্য বেদনা নষ্ট হয়। কর্ণে ঘৃতযুক্ত ক্ষৌম, গুগ্‌গুল ও অগুরুর ধূপ দিবে। ভাতের উপর ঘৃতপান করিবে। এই সকল রোগে বস্তিকর্ম্ম ও প্রয়োজনীয়। ৩। অথবা নিরন্ন পুরুষ রাত্রিকালে ভাতের উপর ঘৃত পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। শিরোবস্তি, নস্য, মস্তিষ্ক (শিরোবস্তিবিশেষ), পরিষেচন ও ভোজনে শতপাক বলাতৈল প্রশস্ত। ৪। চারিপল কণ্টকারী বত্রিশপল অজাদুগ্ধ ও চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করিবে। পরে সেই দুগ্ধেই কুক্কুটবসা পাক করিবে। অনন্তর সেই দুগ্ধে কর্ণপূরণ

তণ্ডুলীয়কমূলানি ফলমস্ফোটজং তথা।
অহিংস্রাকেন্দ্রকামূলং সরলং দেবদারু চ॥
লশুনং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা বংশাবলেখনম্।
কল্কৈরেষাং তথাম্লৈশ্চ পচেৎ স্নেহং চতুর্ব্বিধম্॥
বেদনায়াঃ প্রশান্ত্যর্থং হিতং তৎ কর্ণপূরণম্॥ ৬
লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং মুরুঙ্গ্যা মূলকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥ ৭
শৃঙ্গবেররসঃ ক্ষৌদ্রং সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দেয়মেতদ্বা বেদনাপহম্॥ ৮
বংশাবলেখসংযুক্তে মূত্রে চাজাবিকে ভিষক্।
সর্পিঃ পচেৎ তেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ॥ ৯
মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডমষ্টাদশাঙ্গুলম্।
ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েৎ ততঃ॥
যৎ তৈলং চ্যবতে তেভ্যো স্বত্তেভ্যো ভোজনোপরি।
জ্ঞেয়ং তদ্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাম্॥ ১০
কুর্য্যাদেবং ভদ্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে।
মতিমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূলনিবর্হণম্॥ ১১
অর্কাঙ্কুরানম্লপিষ্টাংস্তৈলাক্তান্ লবণান্বিতান্।
সন্নিদধ্যাৎ স্নুহীকাণ্ডে কোরিতে তচ্ছদাবৃতে॥
পুটপাকক্রমস্বিন্নান্ পীড়য়েদা রসাগমাৎ।
সুখোষ্ণং তদ্রসং কর্ণে দাপয়েচ্ছূলশান্তয়ে॥ ১২
কপিত্থমাতুলুঙ্গাম্ল-শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং তচ্ছূলবিনিবৃত্তয়ে॥ ১৩
কর্ণং কোষ্ণেন চুক্রেণ পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ॥ ১৪
সমুদ্রফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণয়েৎ॥ ১৫
অষ্টানামিহ মূত্রাণাং মূত্রেণান্যতমেন বা।
কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥ ১৬
মূত্রেষম্লেষু বাতঘ্নে গণে চ কথিতে ভিষক্।
পচেচ্চতুর্ব্বিধং স্নেহং পূরণং তচ্চ কর্ণয়োঃ॥ ১৭
এতা এব ক্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ পিত্তঘ্নৈঃ পিত্তসংযুতে॥ ১৮
কাকোল্যাদৌ দশক্ষীরং তিক্তকাত্র হিতং হবিঃ॥ ১৯
ক্ষীরবৃক্ষপ্রবালেষু মধুকে চন্দনে তথা।
কল্কক্বাথে পরং পক্বং শর্করামধুকৈঃ সরৈঃ॥ ২০
ইঙ্গুদীসর্ষপস্নেহৌ সকফে পূরণে হিতৌ।
তিক্তৌষধানাং যূষাশ্চ স্বেদাশ্চ কফনাশনাঃ॥ ২১
সুরসাদৌ কৃতং তৈলং পঞ্চমূলে মহত্যপি॥ ২২
মাতুলুঙ্গরসঃ শুক্তং লশুনার্দ্রকয়ো রসঃ।
একৈকঃ পূরণে পথ্যস্তৈলং তেষথবা কৃতম্॥ ২৩

করিবে। ৫। তণ্ডুলীয়কমূল, আঁকড়ের ফল, অহিংস্রা (কালওকড়া), 'কেন্দ্রকামূল', সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, লশুন, শৃঙ্গবের (আর্দ্রক) ও বাঁশের চেয়াড়ী এই সকলের কল্ক এবং দধি, তক্র, সুরা, চুক্র ও মাতলুঙ্গরসের সহিত চতুর্ব্বিধ স্নেহ পাক করিবে। ইহাতে কর্ণপূরণ করিলে বেদনার উপশম হয় [এস্থলে কল্কদ্রব্য অষ্টপল, অম্লদ্রব্য একশত আটাইশপল এবং চতুঃস্নেহ বত্রিশপল লইতে হয়]। ৬। লশুন, আর্দ্রক, মধুশিগ্রু, মুরঙ্গী (দ্বিতীয় প্রকার শিগ্রু), মূলক ও কদলীর স্বরস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া দিলে উৎকৃষ্ট কর্ণপূরণ হয়। ৭। অথবা আদার রস, মধু, সৈন্ধব ও তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনা নষ্ট হয়। ৮। বাঁশের চেয়াড়ী, অজা ও মেষের মূত্র এবং ঘৃত পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নষ্ট হয়। ৯। বৃহৎ পঞ্চমূলের কাষ্ঠ অষ্টাদশাঙ্গুল দীর্ঘ গ্রহণ করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রে বেষ্টিত করিবে এবং তাহাতে তৈল সেচন করিয়া দীপ্ত করিবে। অনন্তর উহা অধোমুখ করিয়া ধরিলে উষ্ণতৈল কর্ণে চ্যুত হইতে থাকিবে। ইহার নাম দীপিকাতৈল। ইহা সদ্য সদ্য কর্ণশূল নিবারণ করে। 'ভোজনের পর ঘৃতপান করিয়া এই তৈল গ্রহণ করিতে হয়।' ১০। এইরূপ দীপিকাতৈল দেবদারু, কুড় ও সরলকাষ্ঠেও করা যাইতে পারে। তাহাতে কর্ণশূল নিবৃত্ত হয়। ১১। অর্কবৃক্ষের অঙ্কুর সকল অম্লপিষ্ট, তৈলাক্ত ও সৈন্ধবযুক্ত করিয়া স্নুহীকাণ্ডের বিবরে নিহিত করিবে এবং সেই স্নুহীকাণ্ড স্নুহীপত্রে বেষ্টিত করিয়া পুটপাকক্রমে স্বিন্ন করিবে। অনন্তর উহা পীড়ন করিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা সুখোষ্ণ অবস্থায় কর্ণে পূরণ করিলে শূলশান্তি হইয়া থাকে [টীকাকার বলেন যে, নিবন্ধকার ১১ ও ১২ পাঠের অনাদর করেন বলিয়া আমিও গ্রাহ্য করিলাম না]। ১২। উৎকৃষ্ট কপিত্থরস, মাতুলুঙ্গরস ও আদার রস সুখোষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্ত হয়। ১৩। কর্ণশূলীর কর্ণ ঈষদুষ্ণ চুক্রে পূরণ করিলে ভাল হয়। ১৪। অথবা সমুদ্রফেনচূর্ণ কর্ণের মধ্যে যুক্তিপূর্ব্বক অবচূর্ণন করিবে। ১৫। অষ্টপ্রকার মূত্রের যে কোন মূত্র ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্ত হয়। ১৬। বায়ুনাশক গণ (বিদারীগন্ধাদি গণ) মূত্রবর্গ ও অম্লবর্গে ("সুরা-মস্তু আরণাল") সিদ্ধ করিয়া সেই জলে চতুর্ব্বিধ স্নেহ পাক করিবে এবং তাহাতে কর্ণপূরণ করিবে। ১৭। পিত্তজ কর্ণশূলে পিত্তঘ্নদ্রব্যযোগে ঐ সকল ক্রিয়াই করিবে। ১৮। পিত্তজ কর্ণশূলে কাকোল্যাদি গণের সহিত দশগুণ দুগ্ধ ও ঘৃত সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে। তিক্তদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত ঘৃতও হিতকর। ১৯। ক্ষীরিবৃক্ষের প্রবাল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শর্করা, যষ্টিমধু ও বিরেচন দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পিত্তজ শূলে প্রয়োগ করিবে। ২০। কফজ কর্ণশূলে ইঙ্গুদী ও সর্ষপের তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। তিক্ত ঔষধসমূহের ক্বাথ এবং কফনাশক স্বেদসমূহও হিতকর। ২১। সুরসাদি গণের সহিত বা মহৎ পঞ্চমূলের সহিত পক্ব তৈল কফজ শূলে হিতকর। ২২। মাতুলুঙ্গের রস, শুক্ত, লশুনের রস ও আর্দ্রকের রস এক একটী করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্ত হয়। অথবা উহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলেও

তীক্ষ্ণা মূর্দ্ধবিরেকাশ্চ কবলাশ্চাত্র পূজিতাঃ ॥ ২৪
কর্ণশূলবিধিঃ কৃৎস্নঃ পিত্তঘ্নঃ শোণিতাবৃতে ॥ ২৫
শূলপ্রণাদবাধির্য্য-ক্ষ্বেড়ানাস্ত প্রকীর্ত্তিতম্।
সামান্যতো বিশেষেণ বাধির্য্যে পূরণং শৃণু ॥ ২৬
গবাং মূত্রেণ বিল্বানি পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সজলঞ্চ সদুগ্ধঞ্চ বাধির্য্যে কর্ণপূরণম্ ॥ ২৭
সিতামধুকবিম্বীভিঃ সিদ্ধং বাজেপয়স্তথ।
সিদ্ধং বা বিল্বনিঃক্বাথে শীতীভূতং তদুদ্ধৃতম্ ॥
পুনঃ পচেদ্দশক্ষীরং সিতামধুকচন্দনৈঃ ॥
বিল্বাম্বুগাঢ়ং তৎ তৈলং বাধির্য্যে কর্ণপূরণম্ ॥ ২৮
বক্ষ্যতে যঃ প্রতিশ্যায়ে বিধিঃ সোঽপ্যত্র পূজিতঃ ॥ ২৯
বাতব্যাধিষু যশ্চোক্তো বিধিঃ স চ হিতো ভবেৎ ॥ ৩০
কর্ণস্রাবে পূতিকর্ণে তথৈব কৃমিকর্ণকে।
সমানং কর্ম্ম কুর্ব্বীত যোগান্ বৈশেষিকানপি ॥
শিরোবিরেচনঞ্চৈব ধূপনং পূরণং তথা।
প্রমার্জ্জনং ধাবনঞ্চ বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ ॥ ৩১
রাজবৃক্ষাদিতোয়েন সুরসাদিগণেন বা।
কর্ণপ্রক্ষালনং কার্য্যং চূর্ণৈরেষাঞ্চ পূরণম্ ॥
চূর্ণং পঞ্চকষায়োত্থং কপিত্থরসযোজিতম্।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ ॥ ৩২
সর্জ্জত্বক্চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজো রসঃ।
যোজিতো মধুনা বাপি কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে।
লাক্ষাসর্জ্জরসৌ বাপি চূর্ণিতৌ কর্ণপূরণম্ ॥
সশৈবলমহাবৃক্ষ-জম্ব্বাম্রপ্রসবাযুতম্।
কুলীরশৃঙ্গ্যৌদ্রমণ্ডূকীসিদ্ধং তৈলঞ্চ পূজিতম্ ॥
তিন্দুকান্যভয়া রোধ্রং সমঙ্গামলকং মধু।
পূরণঞ্চাত্র পথ্যং স্যাৎ কপিত্থরসযোজিতম্ ॥
রসমাম্রকপিত্থানাং মধুকধবশালজম্।
পূরণার্থং প্রশংসন্তি তৈলং বা তৈর্বিপাচিতম্ ॥
প্রিয়ঙ্গুমধুকাম্বষ্ঠা-ধাতকীশীতপর্ণিভিঃ।
মঞ্জিষ্ঠালোধ্রলাক্ষাভিঃ কপিত্থস্য রসেন বা।
পচেৎ তৈলং তদাস্রাবমবগৃহ্ণাতি পূরণাৎ ॥
ঘৃষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
প্রশস্যতে চিরোত্থেঽপি সাস্রাবে পূতিকর্ণকে ॥
নির্গুণ্ডীস্বরসে তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ।
পূরণঃ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ ॥ ৩৩
কৃমিকর্ণকনাশার্থং কৃমিঘ্নং যোজয়েদ্বিধিম্।
বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সার্ষপস্নেহ এব চ।
কৃমিঘ্নং হরিতালেন গবাং মূত্রযুতেন চ ॥ ৩৪

ঐ ফল হয়। ২৩। কফজ শূলে পিপ্পল্যাদি দ্বারা তীক্ষ্ণ মূর্দ্ধবিরেক দিবে এবং তীক্ষ্ণ কবল গ্রহণ করিবে। ২৪। রক্তাবৃত কর্ণশূলে সমগ্র পিত্তঘ্ন কর্ণশূলবিধি হিতকর। ২৫। এইরূপে কর্ণশূলে, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও ক্ষ্বেড় এই সকলের চিকিৎসা সামান্যতঃ বলা হইল। অনন্তর বাধির্য্য রোগের কর্ণপূরণ শ্রবণ কর। ২৬। গোমূত্রে বিল্বফল পেষণ করিয়া কল্ক করিবে এবং জল ও দুগ্ধ যোগ করিবে। এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া বাধির্য্য রোগে কর্ণপূরণ করিবে। ২৭। চিনি, যষ্টিমধু ও বিম্বী এই সকলের কল্ক ও অজাদুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণপূরণ করিবে। অথবা বিল্বক্বাথের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। অনন্তর উহা দশগুণ দুগ্ধ, বিল্বক্বাথ এবং চিনি, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দনের সহিত পাক করিবে। বাধির্য্য রোগে কর্ণে পূরণ করিতে হয়। ২৮। ইহার পর প্রতিশ্যায় রোগের যে চিকিৎসা বলা হইবে, তাহাও এই রোগে প্রয়োগ করিবে। ২৯। আর বাতব্যাধিচিকিৎসাও বাধির্য্য রোগে প্রয়োগ করিবে। ৩০। কর্ণস্রাব, পূতিকর্ণ ও কৃমিকর্ণে কর্ণরোগোক্ত সাধারণ চিকিৎসা ও বৈশেষিক যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। আর শিরোবিরেচন, ধূপন ও পূরণ করিবে এবং দেখিয়া শুনিয়া বার বার প্রমার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিবে। ৩১। আরগ্বধাদির ক্বাথে ও সুরসাদি গণের ক্বাথে কর্ণ প্রক্ষালন ও ইহাদের চূর্ণে কর্ণপূরণ কর্ত্তব্য। পঞ্চকষায়ের চূর্ণ কপিত্থরসসংযুক্ত করিয়া কর্ণস্রাবে মধুর সহিত পূরণ করিবে [কেহ বলেন, এস্থলে পঞ্চকষায়—তিন্দুক, অভয়া, লোধ, সমঙ্গা ও আমলক। কেহ বলেন আরগ্বধ, শিরীষ, জম্বু, সর্জ্জ ও অশ্বকর্ণ]। ৩২। সর্জ্জত্বকের চূর্ণ ও বনকার্পাসীফলের রস মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া কর্ণস্রাবে প্রয়োগ করিবে। অথবা লাক্ষা ও ধুনার চূর্ণ কর্ণে পূরণ করিবে। শৈবল, মনসা, জম্বু ও আম্রের পল্লব এবং কর্কটশৃঙ্গী, মধু ও মণ্ডূকী (ব্রাহ্মীভেদ) ইহাদের সহিত সিদ্ধ তৈল কর্ণস্রাবে প্রশস্ত। তিন্দুক, অভয়া, লোধ, সমঙ্গা (কোন মতে মঞ্জিষ্ঠা। কোন মতে বরাহক্রান্তা।), আমলক ও মধু কপিত্থরসের সহিত কর্ণে পূরণ করিবে। আম্র, কপিত্থ, মধুক (যষ্টিমধু বা মৌলফুল), ধব ও শালের স্বরস একৈক বা সমস্ত কর্ণে পূরণ করিবে। অথবা ঐ সকলের সহিত পক্ব তিলতৈল পূরণ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, অম্বষ্ঠা (আকনাদি) ধাতকী ও শীতপর্ণী, অথবা মঞ্জিষ্ঠা, লোধ ও লাক্ষার সহিত কপিত্থরসযোগে তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে স্রাব বন্ধ হয়। নারীদুগ্ধে রসাঞ্জন ঘষিয়া মধুর সহিত পূরণ করিলে বহুকালের স-স্রাব কর্ণপূতিও নষ্ট হয়। নির্গুণ্ডীর স্বরস, তৈল, সিন্ধুধূমচূর্ণ ('সমুদ্রফেনচূর্ণ') ও গুড় একত্র পাক করিয়া মধুসংযোগে পূতিকর্ণে পূরণ করিবে। ৩৩। কৃমিকর্ণনাশার্থ কৃমিঘ্ন বিধি আচরণ করিবে। আর ইহাতে শুষ্ক-বার্ত্তাকুর ধূম পান ও কর্ণে প্রয়োগ হিতকর। আর সার্ষপ স্নেহে কর্ণপূরণ প্রশস্ত। গোমূত্রযুক্ত হরিতাল কর্ণে পূরণ করিলে কৃমি নষ্ট হয়। ৩৪।

গুগ্‌গুলুঃ কর্ণদৌর্গন্ধ্যে ধূপনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ কবড়স্য চ ধারণম্ ॥ ৩৫
কর্ণক্ষ্বেড়ে হিতং তৈলং সার্ষপঞ্চৈব পূরণম্ ॥ ৩৬
বিদ্রধৌ বাপি কুর্ব্বীত বিদ্রধ্যুক্তং চিকিৎসিতম্ ॥ ৩৭
প্রক্লেদ্য ধীমাংস্তৈলেন স্বেদেন প্রবিলাপ্য চ।
শোধয়েৎ কর্ণবিট্‌কন্তু ভিষক্ সম্যক্ শলাকয়া ॥ ৩৮
নাড়ীস্বেদোঽথ বমনং ধূমো মূর্দ্ধবিরেচনম্।
বিধিশ্চ কফহৃৎ সর্ব্বঃ কর্ণকণ্ডূমপোহতি ॥ ৩৯
অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহস্বেদৌ প্রযোজয়েৎ।
ততোঽতিরিক্তশিরসঃ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ ॥ ৪০
কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ পিত্তবিসর্পবৎ ॥ ৪১
কর্ণচ্ছিদ্রে বর্ত্তমানং কীটং ক্লেদমলাদি বা।
শৃঙ্গেণাপহরেদ্ধীমানথবাপি শলাকয়া ॥ ৪২
শেষাণাঞ্চ বিকারাণাং প্রাক্ চিকিৎসিতমীরিতম্ ॥ ৪৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে কর্ণরোগপ্রতিষেধো নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নাসাগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অপীনসঃ পূতিনস্যং নাসাপাকস্তথৈব চ।
তথা শোণিতপিত্তঞ্চ পূয়শোণিতমেব চ ॥
ক্ষবথুর্ভ্রংশথুর্দীপ্তো নাসানাহঃ পরিস্রবঃ।
নাসাশোষেণ সহিতা দশৈকাশ্চেরিতা গদাঃ ॥
চত্বার্য্যর্শাংসি চত্বারঃ শোফাঃ সপ্তার্ব্বুদানি চ।
প্রতিশ্যায়াশ্চ যে পঞ্চ বক্ষ্যন্তে সচিকিৎসিতাঃ।
একত্রিংশন্মিতাস্তে তু নাসারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২
আনহ্যতে যস্য বিধূপ্যতে চ
পাপচ্যতে ক্লিদ্যতি চাপি নাসা।
ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তু-
র্জুষ্টং ব্যবস্যেৎ তমপীনসেন।
তঞ্চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং
ব্রূয়াৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গম্ ॥ ৩
দোষৈর্বিদগ্ধৈর্গলতালুমূলে
সংবাসিতো যস্য সমীরণস্তু।
নিরেতি পূতির্মুখনাসিকাভ্যাং
তং পূতিনস্যং প্রবদন্তি রোগম্ ॥ ৪
ঘ্রাণাশ্রিতং পিত্তমরূংষি কুর্য্যাদ্
যস্মিন্ বিকারে বলবাংশ্চ পাকঃ।
তং নাসিকাপাকমিতি ব্যবস্যেৎ
বিক্লেদকোথাবপি যত্র দৃষ্টৌ ॥ ৫
চতুর্ব্বিধং দ্বিপ্রভবং দ্বিমার্গং
বক্ষ্যামি ভূয়ঃ খলু রক্তপিত্তম্ ॥ ৬
দোষৈর্বিদগ্ধৈরথবাপি জন্তো-
র্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তু।
নাসাস্রবেৎ পূয়মসৃগ্‌বিমিশ্রং
তং পূয়রক্তং প্রবদন্তি রোগম্ ॥ ৭

কর্ণদৌর্গন্ধে গুগ্‌গুলুর ধূপন শ্রেষ্ঠ। আর ইহাতে বমন, ধূমপান ও কবলধারণ আবশ্যক। ৩৫। কর্ণক্ষ্বেড়ে সার্ষপ তৈলের পূরণ হিতকর। ৩৬। কর্ণবিদ্রধিতে বিদ্রধির চিকিৎসা করিবে। ৩৭। কর্ণমল তৈল দ্বারা ক্লিন্ন করিয়া স্বেদযোগে প্রবিলাপিত করিতে হয়। পরে শলাকা দ্বারা সম্যক্‌রূপে শোধন করিতে হয়। ৩৮। নাড়ীস্বেদ, বমন, ধূমপ্রয়োগ, মূর্দ্ধবিরেচন এবং কফনাশক বিধি সকল কর্ণকণ্ডূ নাশ করিয়া থাকে। ৩৯। কর্ণপ্রতিনাহে স্নেহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে মস্তকের 'অতিরেক' (অভিতাপ) হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। ৪০। কর্ণপাকের ঔষধ পিত্ত বিসর্পের ন্যায়। ৪১। কর্ণচ্ছিদ্রে বর্ত্তমান কীট ক্লেদ বা মলাদি শৃঙ্গ বা শলাকা দ্বারা অপনীত করিতে হয়। ৪২। অন্যান্য কর্ণরোগের চিকিৎসা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৪৩

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নাসাগতরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা নাসাগতরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। অপীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, রক্তপিত্ত, পূয়রক্ত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্ত, নাসানাহ, পরিস্রব, নাসাশোষ এই একাদশ রোগ, চারি প্রকার অর্শঃ, চারি প্রকার শোথ, সাত প্রকার অর্ব্বুদ এবং পঞ্চ প্রকার প্রতিশ্যায়, সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিংশৎ প্রকার নাসারোগ কথিত আছে। পঞ্চ প্রকার প্রতিশ্যায় ও তাহার চিকিৎসা পরে বলা হইবে। ২। যাহার নাসা আনাহযুক্ত হয়, বিধূমায়মান হয়, পুনঃপুনঃ পাকযুক্ত হয় এবং আর্দ্রীভূত হয় আর যে ব্যক্তি গন্ধাঘ্রাণে অসমর্থ হয়, তাহার অপীনস হইয়াছে জানিবে। এই রোগ বাতশ্লেষ্মভব এবং ইহার লক্ষণ প্রতিশ্যায়ের ন্যায়। ৩। রক্তাদি দোষ গলতালুমূলে বিদগ্ধ হওয়াতে যাহার মুখবায়ু দুর্গন্ধ হইয়া মুখ নাসিকা দ্বারা নির্গত হয়, তাহাকে পূতিনস্য কহে। ৪। যে রোগে ঘ্রাণাশ্রিত পিত্ত নাসিকামার্গে ব্রণ উৎপাদন করে এবং অতিশয় পাক উপস্থিত হয়, তাহাকে নাসাপাক বলে। এই রোগে নাসার ক্লিন্নতা ও পূতিভাবও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৫। রক্তপিত্ত চতুর্ব্বিধ (বাতপিত্তকফসন্নিপাতজ)। উহার উৎপত্তি স্থান দুই (প্লীহা ও যকৃৎ) এবং ঊর্দ্ধগ ও অধোগ-ভেদে দ্বিমার্গগ। ইহার বিষয় পরে বলা হইবে। ৬। রক্তাদি দোষ বিদগ্ধ হইলে, অথবা ললাটদেশ অভিহত হইলে, নাসা রক্তমিশ্রিত পূয় স্রাব করে। ইহাকেই পূয়রক্ত কহিয়া

ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি সম্প্রদুষ্টে
যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেতি।
কফানুযাতো বহুশঃ সশব্দ-
স্তং রোগমাহুঃ ক্ষবথুং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৮
তীক্ষ্ণোপযোগাদতিজিঘ্রতো বা
ভাবান কটূনর্কনিরীক্ষণাদ্বা।
সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থিমর্ম্ম-
ণ্যুদ্ঘাটিতে যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি ॥ ৯
প্রভ্রশ্যতে নাসিকয়ৈব যশ্চ
সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণঃ কফস্তু।
প্রাক্ সঞ্চিতো মূর্দ্ধ্নি চ পিত্ততপ্তং
প্রভ্রংশথুং ব্যাধিমুদাহরন্তি ॥ ১০
ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু
বিনিঃসরেদ্ধূম ইবেহ বায়ুঃ।
নাসা প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তো-
র্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তমুদাহরন্তি ॥ ১১
কফাবৃতো বায়ুরুদানসংজ্ঞো
যদা স্বমার্গে বিগুণঃ স্থিতঃ স্যাৎ।
ঘ্রাণং বৃণোতীব তদা স রোগো
নাসাপ্রতীনাহ ইতি প্রদিষ্টঃ ॥ ১২
অজস্রমচ্ছং সলিলপ্রকাশং
যস্যাবিবর্ণং স্রবতীহ নাসা।
রাত্রৌ বিশেষেণ হি তং বিকারং
ন্যাসাপরিস্রাবমিতি ব্যবস্যেৎ ॥ ১৩
ঘ্রাণাশ্রিতে শ্লেষ্মণি মারুতেন
পিত্তেন গাঢ়ং পরিশোষিতে চ।
সমুচ্ছ্বসিত্যূর্দ্ধমধশ্চ কৃচ্ছ্রাদ্
যস্তস্য নাসাপরিশোষ উক্তঃ ॥ ১৪
দোষৈস্ত্রিভিস্তৈঃ পৃথগেকশশ্চ
ব্রূয়াৎ তথার্শাংসি তথৈব শোফান্ ॥ ১৫
শালাক্যসিদ্ধান্তমবেক্ষ্য বাপি
সর্ব্বাত্মকং সপ্তমমর্ব্বুদন্তু ॥ ১৬
রোগঃ প্রতিশ্যায় ইহ প্রদিষ্টঃ
স বক্ষ্যতে পঞ্চবিধঃ পুরস্তাৎ ॥ ১৭
শোফাশ্চ শোফবিজ্ঞানে নাসাস্রোতোব্যবস্থিতাঃ।
নিদানেহর্শাংসি নির্দ্দিষ্টান্যেবং তানি বিভাবয়েৎ ॥ ১৮
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে নাসাগতরোগবিজ্ঞানীয়ো নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

থাকে। ৭। ঘ্রাণাশ্রিত বায়ু অতিশয় দুষ্ট হইলে নাসিকা দ্বারা বায়ু নির্গত হয়। ঐ বায়ু কফানুগত হইয়া থাকে। উহা বহু প্রকারে সশব্দে নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে ক্ষবথু বলে। ৮। তীক্ষ্ণ বস্তুর আঘ্রাণ, কটু দ্রব্যের ঘ্রাণ অথবা সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থি মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইলেও ক্ষবথু নির্গত হয়। ৯। যে ঘন বিদাহযুক্ত ও লবণাস্বাদ কফ নাসিকা হইতে সর্ব্বদা নির্গত হইতে থাকে, তাহাকে প্রভ্রংশথু কহে। এই রোগে দোষ মস্তকে প্রাক্‌সঞ্চিত হয় এবং পিত্তযোগে তপ্ত হইয়া থাকে। ১০। যদি ঘ্রাণ অতিশয় দাহযুক্ত হয়, যেন বায়ু ধূমের ন্যায় নিঃসৃত হইতে থাকে এবং যেন নাসিকা প্রদীপ্তের ন্যায় বোধ হয়, তবে তাহাকে দীপ্ত রোগ বলা যায়। ১১। উদান নামক বায়ু কফাবৃত হওয়াতে যদি স্বীয় মার্গে দ্বিগুণভাবে অবস্থান করে এবং যেন ঘ্রাণ আবৃতের ন্যায় হয়, তবে তাহাকে নাসাপ্রতীনাহ (নাকবন্ধ) কহে। ১২। অজস্র অচ্ছ সলিল-সদৃশ অবিবর্ণ স্রাব নাসা হইতে নির্গত হইতে থাকিলে, তাহাকে নাসাস্রাব কহে। বিশেষতঃ রাত্রিতে স্রাব অধিক হয়। ১৩। ঘ্রাণাশ্রিত কফ বাতপিত্ত কর্তৃক গাঢ়রূপে পরিশোষিত হইলে, উচ্ছ্বাস, উর্দ্ধ ও অধোদিকে কষ্টে নির্গত হয়। এই রোগকে নাসাপরিশোষ কহে। ১৪। অর্শ ও শোফ ত্রিদোষজন্য তিন তিন প্রকার এবং সন্নিপাত জন্য এক এক প্রকার; সর্ব্ব শুদ্ধ চারি চারি প্রকার হইয়া থাকে। ১৫। শালাক্য তন্ত্রে সপ্ত প্রকার অর্ব্বুদ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্তম প্রকার অর্ব্বুদ সান্নিপাতিক। ১৬। পঞ্চ প্রকার প্রতিশ্যায় রোগ ইহার পর বলা হইবে। ১৭। শোথপরিচ্ছেদে নানাস্রোতঃস্থ শোথসমূহ বিবৃত হইয়াছে। নিদানস্থানে অর্শঃসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল এই স্থানে ভাবিয়া লইবে। ১৮

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

অথাতো নাসাগতরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
পূর্ব্বোদ্দিষ্টে পূতনস্যে চ জন্তোঃ
স্নেহস্বেদৌ ছর্দ্দনং স্রংসনঞ্চ।
যূষঃ ভক্তং তীক্ষ্ণমল্পং লঘু স্যা
দুষ্ণং তোয়ং ধূমপানঞ্চ কালে ॥
হিঙ্গু ব্যোষং বৎসকাখ্যং শিবাটী
লাক্ষা বীজং সৌরভং কটূফলঞ্চ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নাসাগতরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা নাসাগতরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। অপীনস ও পূতিনস্যে স্নেহস্বেদ বমন ও স্রংসন আবশ্যক। আর ইহাতে তীক্ষ্ণদ্রব্যমিশ্রিত অল্প ও লঘু অন্ন ভোজন করিবে। উষ্ণজল পান করিবে। ধূম-পানের নির্দ্দিষ্টকালে ধূম পান করিবে। হিঙ্গু, ত্রিকটু,

উগ্রা কুষ্ঠং তীক্ষ্ণগন্ধা বিড়ঙ্গং
শ্রেষ্ঠং নিত্যঞ্চাবপীড়ে করঞ্জম্ ॥
এতৈর্দ্রব্যৈঃ সর্ষপং মূত্রযুক্তং
তৈলং ধীমান্ নস্যহেতোঃ পচেচ্চ ॥ ২
নাসাপাকে পিত্তঘ্নং সংবিধানং
কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ।
হৃত্বা রক্তং ক্ষীরবৃক্ষত্বচশ্চ
সাজ্যাঃ সেকা যোজনীয়াশ্চ লেপাঃ ॥ ৩
বক্ষ্যাম্যূর্দ্ধং রক্তপিত্তোপশান্তিং
নাড়ীবৎ স্যাৎ পূয়রক্তে চিকিৎসা।
বান্তে সম্যক্ চাবপীড়ং বদন্তি
তীক্ষ্ণং ধূমং শোধনঞ্চাত্র নস্যম্ ॥ ৪
ক্ষেপ্যং নস্যং মূর্দ্ধবৈরেচনীয়ৈ-
র্নাড্যা চূর্ণং ক্ষবথৌ ভ্রংশথৌ চ।
কুর্য্যাৎ স্বেদান্ মূর্দ্ধ্নি বাতাময়ঘ্নান্
স্নিগ্ধান্ ধূমান্ যদ্‌যদন্যদ্ধিতঞ্চ ॥ ৫
দীপ্তে রোগে পৈত্তিকং সংবিধানং
কুর্য্যাৎ সর্ব্বং স্বাদু যচ্ছীতলঞ্চ ॥ ৬
নাসানাহে স্নেহপানং প্রধানং
স্নিগ্ধা ধূমা মূর্দ্ধবস্তিশ্চ নিত্যম্।
বলাতৈলং সর্ব্বথৈবোপযোজ্যং
বাতব্যাধাবন্যদুক্তঞ্চ যদ্‌যৎ ॥ ৭
নাসাস্রাবে ঘ্রাণতশ্চূর্ণমুক্তং
নাড্যা দেয়ং যোঽবপীড়শ্চ তীক্ষ্ণঃ।
তীক্ষ্ণং ধূমং দেবদার্ব্বগ্নিকাভ্যাং
মাংসং বাজং যুক্তমত্রাদিশন্তি ॥ ৮
নাসাশোষে ক্ষীরসর্পিঃ প্রধানং
সিদ্ধং তৈলঞ্চানুকল্পে চ নস্যে।
সর্পিঃপানং ভোজনং জাঙ্গলৈশ্চ
স্নেহঃ স্বেদঃ স্নৈহিকশ্চাপি ধূমঃ ॥ ৯
শেষান্ রোগান্ ঘ্রাণজান্ সন্নিযচ্ছে-
দুক্তং তেষাং যদ্‌যথা সংবিধানম্ ॥ ১০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে নাসাগতরোগপ্রতি-
ষেধো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

বৎসক (কুড়চী), শিবাটী (শ্বেত পুনর্নবা বা শেফালিকা), লাঙ্গল, সুরভিবীজ, কটফল, বচ, কুড়, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও করঞ্জফল এই দুই রোগের শ্রেষ্ঠ অবপীড়। এই সকল দ্রব্যের সহিত সর্ষপতৈল গোমূত্রযোগে পাক করিয়া নস্য প্রস্তুত করিতে হয়। ২। নাসাপাকে সর্ব্বপ্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পিত্তনাশক বিধান করিবে। আর রক্তমোক্ষণ করিয়া ক্ষীরবৃক্ষের ত্বক্ ঘৃতের সহিত পরিষেক ও প্রলেপে ব্যবহার করিবে। ৩। ইহার পর রক্তপিত্তের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। পূয়রক্তের চিকিৎসা নালীব্রণের ন্যায়। আর এরূপ স্থলে রোগীকে সম্যক্ বান্ত করিয়া অবপীড়, তীক্ষ্ণধূম ও শোধন নস্য দিবে। ৪। ক্ষবথু ও ভ্রংশথু রোগে মূর্দ্ধবিরেচন দ্রব্যের চূর্ণ প্রধমন দিবে। কফ ক্ষীণ ও বায়ু বৃদ্ধ হইলে মস্তকে বায়ুনাশক স্বেদ এবং স্নেহন ধূম সকল প্রয়োগ করিবে। আর অন্য যাহা যাহা হিতকর, তাহাও করিবে। ৫। দীপ্ত রোগে পৈত্তিক ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার স্বাদু ও শীতল প্রয়োগ করিবে। ৬। নাসাপ্রতীনাহে স্নেহপান প্রধান ঔষধ। এই রোগে সতত স্নিগ্ধ ধূম ও শিরোবস্তি দিবে। আর বলাতৈল ও বাতব্যাধিপরিচ্ছেদোক্ত অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৭। নাসাস্রাবে ঘ্রাণমার্গে নাড়ীযোগে প্রধমন ও তীক্ষ্ণ অবপীড় দিবে। আর এ স্থলে দেবদারু ও অগ্নিকের (চিতা বা অজমোদার) তীক্ষ্ণ ধূম দিবে এবং ভোজনে ছাগমাংস প্রয়োগ করিবে। ৮। নাসাশোষে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রধান ঔষধ। বাতব্যাধিপরিচ্ছেদোক্ত অনুতৈলের বিধানে তৈল পাক করিয়া নস্য করিবে। ভাতের সহিত ঘৃতপান ও জাঙ্গলমাংস ভোজন করিবে। আর এস্থলে স্নেহস্বেদ ও স্নৈহিক ধূম প্রশস্ত। ৯। অর্শঃশোথাদি অন্যান্য নাসারোগ সেই সেই রোগের ন্যায় চিকিৎসনীয়। উহাদের চিকিৎসা স্ব স্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রতিশ্যায়প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

নারীপ্রসঙ্গঃ শিরসোঽভিতাপো
ধূমো রজঃ শীতমতিপ্রতাপঃ।
সন্ধারণং মূত্রপুরীষয়োশ্চ
সদ্যঃ প্রতিশ্যায়নিদানমুক্তম্ ॥ ২
চয়ং গতা মূর্দ্ধনি মারুতাদয়ঃ
পৃথক্ সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতম্

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

প্রতিশ্যায়প্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা প্রতিশ্যায়প্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। [প্রতি শব্দের অর্থ বায়ুর অভিমুখে। শ্যায় শব্দের অর্থ প্রাপ্তশ্যায়ের অর্থ সান্দ্র]। ১। অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মস্তকে আঘাত, ধূম, রজঃ, শীত, অতিশয় তাপ এবং মূত্রপুরীষের বেগধারণ প্রতিশ্যায়ের সদ্যঃকারণ বলা যায়। ২। বাতাদি দোষ ও রক্ত স্ব স্ব স্থানে পৃথক্ পৃথক্ বা সমস্ত সঞ্চিত হইয়া বিবিধ প্রকোপক কারণে প্রকুপিত হয় এবং

প্রকোপ্যমাণা বিবিধৈঃ প্রকোপনৈ-
নৃণাং প্রতিশ্যায়করা ভবন্তি হি ॥ ৩
শিরোগুরুত্বং ক্ষবথোঃ প্রবর্ত্তনং
তথাঙ্গমর্দ্দঃ পরিহৃষ্টরোমতা।
উপদ্রবাশ্চাপ্যপরে পৃথগ্বিধা
নৃণাং প্রতিশ্যায়পুরঃসরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪
আনদ্ধা পিহিতা নাসা তনুস্রাবপ্রবর্ত্তিনী।
গলতাল্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা।
স্বরোপঘাতশ্চ ভবেৎ প্রতিশ্যায়েঽনিলাত্মকে ॥
উষ্ণঃ সপীতকঃ স্রাবো ঘ্রাণাৎ স্রবতি পৈত্তিকে।
কৃশোঽতিপাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেৎ তৃষ্ণাভিপীড়িতঃ।
সধূমং সহসা বহ্নিং বমতীব চ মানবঃ ॥
কফঃ কফকৃতে ঘ্রাণাচ্ছুক্লঃ শীতঃ স্রবেন্মুহুঃ।
শুক্লাবভাসঃ শূনাক্ষো ভবেদ্‌গুরুশিরোমুখঃ ॥
শিরোগলৌষ্ঠতালূনাং কণ্ডূয়নমতীব চ ॥
ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যোঽকস্মাদ্বিনিবর্ত্ততে।
সম্পক্কো বাপ্যপক্কো বা স সর্ব্বপ্রভবঃ স্মৃতঃ ॥
লিঙ্গানি চৈব সর্ব্বেষাং পীনসানাঞ্চ সর্ব্বজে ॥
রক্তজে তু প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে।
তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুরুরোঘাতপ্রপীড়িতঃ ॥
দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবদনস্তথা গন্ধান্ ন বেত্তি চ।
মূর্চ্ছন্তি চাত্র কৃময়ঃ শ্বেতাঃ কৃষ্ণাস্তথাণবঃ।
কৃমিমূর্দ্ধবিকারেণ সমানঞ্চাস্য লক্ষণম্ ॥ ৫

প্রক্লিদ্যতি পুনর্নাসা পুনশ্চ পরিশুষ্যতি।
মুহুরানহ্যতে চাপি মুহুর্বিব্রিয়তে তথা ॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসদৌর্গন্ধ্যং তথা গন্ধান্ ন বেত্তি চ।
এবং দুষ্টপ্রতিশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধনম্ ॥ ৬
সর্ব্ব এব প্রতিশ্যায়া নরস্যাপ্রতিকারিণঃ।
কালেন রোগজননা জায়ন্তে দুষ্টপীনসাঃ ॥
বাধির্য্যমান্ধ্যমঘ্রাণং ঘোরাংশ্চ নয়নাময়ান্।
কাসাগ্নিসাদশোফাংশ্চ বৃদ্ধাঃ কুর্ব্বন্তি পীনসাঃ ॥ ৭
নবং প্রতিশ্যায়মপাস্য সর্ব্ব-
মুপাচরেৎ সর্পিষ এব পানৈঃ।
স্বেদৈর্বিচিত্রৈর্ব্বমনৈশ্চ যুক্তৈঃ
কালোপপন্নৈরবপীড়নৈশ্চ ॥ ৮
অপচ্যমানস্য হি পাচনার্থং
স্বেদো হিতোঽম্লৈরহিমঞ্চ ভোজ্যম্ ।
নিষেব্যমাণং পয়সার্দ্রকং বা
সম্পাচয়েদিক্ষুবিকারযোগৈঃ ॥
পক্কং ঘনঞ্চাপ্যবলম্বমানং
শিরোবিরেকৈরপকর্ষয়েৎ তম্ ।
বিরেচনাস্থাপনধূমপানৈ-
রবেক্ষ্য দোষান্ কবলগ্রহৈশ্চ ॥
নিবাতশয্যাসনচেষ্টনানি
মূর্দ্ধ্নো গুরূষ্ণঞ্চ তথৈব বাসঃ।
তীক্ষ্ণা বিরেকাঃ শিরসঃ সধূমা
রুক্ষং পলান্নং বিজয়া চ সেব্যা ॥ ৯

মস্তকে প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। ৩। শিরোগৌরব, ক্ষবথুর উদ্গাম, অঙ্গমর্দ্দ, লোমহর্ষ ও অন্যান্য পৃথগ্বিধ উপদ্রব প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপ [পৃথগ্বিধ উপদ্রব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন উপদ্রব]। ৪। বাতাত্মক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা আনদ্ধ (পূরিতের ন্যায়), পিহিত (ধূলিপূর্ণ) ও তনুস্রাবযুক্ত হয়। গল, তালু ও ওষ্ঠের শোষ হইয়া থাকে। শঙ্খদ্বয়ে নিস্তোদ হয়। পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ে ঘ্রাণ হইতে উষ্ণ ও ঈষৎ পীত-স্রাব হয়। রোগী কৃশ, অতিপাণ্ডু, তাপযুক্ত ও তৃষ্ণাপীড়িত হয়। আর যেন নাসা হইতে ধূমযুক্ত বহ্নির উদ্গাম হইতে থাকে। কফজ প্রতিশ্যায়ে ঘ্রাণ হইতে মুহুর্মুহুঃ শুক্ল শীতস্রাব হইতে থাকে। রোগী শুক্লবর্ণ ও শূননয়ন হয়। মস্তক ও মুখ ভারী হইয়া থাকে। মস্তক, গল, ওষ্ঠ ও তালু অতিশয় সড় সড় করে। যে প্রতিশ্যায় অকস্মাৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় এবং অকস্মাৎ বিনিবৃত্ত হয় আর কখন সম্পক্ক, কখন বা অপক্ক হইয়া থাকে, তাহাকে সর্ব্বজ কহিয়া থাকে। সর্ব্বজ পীনসে সর্ব্ব দোষের লক্ষণ হইয়া থাকে। রক্তজ প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাব হয়। রোগী তাম্রাক্ষ হয় এবং উরঃক্ষতে পীড়িত হইয়া থাকে। রোগীর বদন হইতে দুর্গন্ধ উচ্ছ্বাস নির্গত হয়। সে গন্ধাঘ্রাণে অশক্ত হইয়া থাকে। আর ইহাতে শ্বেত, কৃষ্ণ ও সূক্ষ্ম কৃমি সকল পতিত হয়। ইহার লক্ষণ কৃমিমস্তকলক্ষণের ন্যায়। ৫। যদি নাসা পুনঃপুনঃ ক্লিন্ন ও পুনঃপুনঃ শুষ্ক, মুহুর্মুহুঃ আনাহযুক্ত ও পুনঃপুনঃ বদ্ধ হয়, যদি নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, যদি গন্ধাঘ্রাণ না থাকে, তবে উহাকে দুষ্ট প্রতিশ্যায় কহে। উহা কষ্টসাধ্য। ৬। প্রতিকার না করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায় কালে রোগজনক ও দুষ্টপীনসরূপে পরিণত হয়। দুষ্টপীনস বর্দ্ধিত হইলে বাধির্য্য, অন্ধতা, গন্ধাঘ্রাণের অভাব, ঘোরতর নয়নরোগ, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও শোথ হইয়া থাকে। ৭। নূতন প্রতিশ্যায় ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়েই ঘৃতপান করিবে। সর্ব্ব প্রকার প্রতিশ্যায়ই বিবিধ প্রকার স্বেদ ও বমনের যোগ্য এবং সময়ে সময়ে অবপীড়নের উপযুক্ত। ৮। নব প্রতিশ্যায়ের পাকার্থ স্বেদ হিতকর আর অম্লযুক্ত উষ্ণ ভোজন হিতকর। অথবা দুগ্ধের সহিত আর্দ্রকরস (কোন কোন মতে শুঁঠচূর্ণ) সেবন করিতে হয়। অথবা গুড়াদি ইক্ষুবিকার সকল সেবন করিতে হয়। প্রতিশ্যায় পক্ক, ঘন ও অবলম্বমান হইলে, শিরোবিরেক যোগে অপকর্ষণ করিতে হয়। দোষভেদে বিরেচন, আস্থাপন, ধূমপান ও কবলগ্রহ করিতে হয়; নিবাতে শয্যা, আসন ও ক্রীড়নাদি করিতে হয়, আর মস্তকে গুরু ও উষ্ণবাস আরোপণ

শীতাম্বুযোষিচ্ছিরাবগাহ-চিন্তাতিরুক্ষাশনবেগরোধান্।
শোকঞ্চ মদ্যানি নবানি চৈব বিবর্জ্জয়েৎ পীনসরোগজুষ্টঃ॥
ছর্দ্দ্যঙ্গসাদজ্বরগৌরবার্ত্তমরোচকারত্যতিসারযুক্তম্।
বিলঙ্ঘনৈঃ পাচনদীপনীয়ৈরুপাচরেৎ পীনসিনং যথাবৎ॥১০
বহুদ্রবৈর্বাতকফোপসৃষ্টং প্রচ্ছর্দ্দয়েৎ পীনসিনং বয়ঃস্থম্।
উপদ্রবাংশ্চাপি যথোপদেশং স্বৈর্ভেষজৈর্ভোজনসংবিধানৈঃ।
জয়েদ্বিদিত্বা মৃদুতাং গতেষু প্রাগ্লক্ষণেষূক্তমথাদিশেচ্চ॥১১
বাতিকে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎ সর্পির্যথাক্রমম্।
পঞ্চভির্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ॥
নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষেতার্দ্দিতেরিতম্।
পিত্তরক্তোত্থয়োঃ পেয়ং সর্পির্মধুরকৈঃ শৃতম্॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ কুর্য্যাদপি চ শীতলান্।
শ্রীসর্জ্জরসপত্তঙ্গ-প্রিয়ঙ্গুমধুশর্করাঃ॥
দ্রাক্ষামধূলিকাগোজী-শ্রীপর্ণীমধুকৈস্তথা।
যুজ্যন্তে কবলাশ্চাত্র বিরেকো মধুরৈরপি॥
ধবত্বক্ত্রিফলাশ্যামা-তিল্বকৈর্মধুকেন চ।
শ্রীপর্ণীরজনীমিশ্রৈঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ॥
তৈলং কালোপপন্নং তন্নস্যং স্যাদনয়োর্হিতম্॥১২
কফজে সর্পিষা স্নিগ্ধং তিলমাষবিপক্কয়া।
যবাগ্বা বাময়েদ্ বান্তঃ কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ॥
উভে বলে বৃহত্যৌ চ বিড়ঙ্গং সত্রিকণ্টকম্।
শ্বেতামূলং সহাং ভদ্রাং বর্ষাভূঞ্চাত্র সংহরেৎ।
তৈলমেভির্বিপক্কন্তু নস্যমস্যোপকল্পয়েৎ॥১৩
সরলাকিণিহীদারু-নিকুম্ভেঙ্গুদিভিঃ কৃতাঃ।
বর্ত্তয়শ্চোপযোজ্যাঃ স্যুর্ধূমপানে যথাবিধি॥১৪
সর্পীংষি কটুতিক্তানি তীক্ষ্ণা ধূমাঃ কটূনি চ।
ভেষজান্যুপযুক্তানি হন্যুঃ সর্ব্বপ্রকোপজম্॥১৫
রসাঞ্জনে সাতিবিষে মুস্তায়াং ভদ্রদারুণি।
তৈলং বিপক্কং নস্যার্থে বিদধ্যাচ্চাত্র বুদ্ধিমান্॥১৬
মুস্তা তেজোবতী পাঠা কট্ফলং কটুকা বচা।
সর্ষপাঃ পিপ্পলীমূলং পিপ্পল্যঃ সৈন্ধবাগ্নিকৌ॥
তুত্থং করঞ্জবীজঞ্চ লবণং ভদ্রদারু চ।
এতৈঃ কৃতং কষায়ন্তু কবলে সংপ্রযোজয়েৎ।
হিতং মূর্দ্ধবিরেকেণ তৈলমেভির্বিপাচিতম্॥১৭
ক্ষীরমর্দ্ধজলে কাথ্যং জাঙ্গলৈর্মৃগপক্ষিভিঃ।
পুষ্পৈর্বিমিশ্রং জলজৈর্বাতঘ্নৈরৌষধৈরপি॥
হিমে ক্ষীরাবশিষ্টেঽস্মিন্ ঘৃতমুৎপাদ্য যত্নতঃ।

করিতে হয়। তীক্ষ্ণ শিরোবিরেকসমূহ, ধূমপান, রুক্ষ পলান্ন ও বিজয়া (হরীতকী) সেবন করিতে হয়। ৯। পীনসরোগী শীতাম্বু, যোষিৎ, শীতল অবগাহ, চিন্তা, অতি রুক্ষ ভোজন, বেগরোধ, শোক ও নূতন মদ্যসমূহ পরিত্যাগ করিবে। পীনসরোগী বমি, অবসাদ, জ্বর, গৌরব, অরুচি ও অতিসারে পীড়িত হইলে, উহাকে লঙ্ঘন পাচন ও দীপন যোগে চিকিৎসা করিবে। ১০। বাতকফোপসৃষ্ট পীনসরোগী তরুণবয়স্ক হইলে, উহাকে বহু-দ্রবযুক্ত বমন যোগে বমন করাইবে। আর ভিন্ন ভিন্ন উপদ্রব সকল তদুপযোগী ভেষজসমূহ যোগে নিবারণ করিবে এবং উপযুক্ত ভোজনসমূহ ব্যবস্থা করিবে। পীনস মৃদুতা প্রাপ্ত হইলে আমপ্রতিশ্যায়োক্ত চিকিৎসা করিবে। ১১। বাতিক প্রতিশ্যায়ে নিয়মানুসারে ঘৃতপান করিবে। ঐ ঘৃত পঞ্চলবণ ও বিদারিগন্ধাদির সহিত সিদ্ধ হওয়া উচিত। আর নস্যাদি কর্ম্মে অর্দ্দিতচিকিৎসোক্ত সমগ্র বিধি আচরণ করিবে। রক্তপিত্তজ প্রতিশ্যায়ে মধুর গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। আর শীতল পরিষেক ও প্রলেপ সকল গ্রহণ করিবে। শ্রীবেষ্টক (গুগ্গুলু), সর্জ্জরস, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন), প্রিয়ঙ্গু, মধু, শর্করা, দ্রাক্ষা, মধূলিকা (গুড়ুচী। মর্কটতৃণ ইতি মতান্তরে), গোজী, শ্রীপর্ণী গাম্ভারী ও যষ্টিমধু এই সকলের কবল গ্রহণ করিবে। আর মধুর দ্রব্য (দ্রাক্ষারস, আরগ্বধ, মধু, শর্করা প্রভৃতি) সহকৃত বিরেচন গ্রহণ করিবে। ধববৃক্ষের ত্বক্, ত্রিফলা, শ্যামা ত্রিবৃৎ, তিল্বক, যষ্টিমধু, গাম্ভারী ও হরিদ্রার কল্ক এবং দশগুণ ক্ষীরের, সহিত তৈল পাক করিবে। রক্তপিত্তজ প্রতিশ্যায়ের নিরামকালে এই তৈলের নস্য করিতে হয়। ১২। কফজ প্রতিশ্যায়ে রোগীকে ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে তিল ও মাষের সহিত বিপক্ক এবং বামনীয় দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ যবাগূ পান করাইয়া বমন করাইবে। বমির পর কফঘ্ন সংসর্জ্জন ক্রম আচরণ করাইবে। বলা, অতিবলা, বৃহতী, কণ্টিকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকণ্টক (গোক্ষুর), শ্বেতার মূল ('অপরাজিতামূল'), সহা (বলা বা মুদ্গপর্ণী), ভদ্রা (গাম্ভারী) ও পুনর্নবা আহরণ করিয়া তৈল পাক করিবে। কফজ প্রতিশ্যায়ে এই যোগের নস্য করিতে হয়। ১৩। কফজ প্রতিশ্যায়ে সরল কাষ্ঠ, কিণিহী (অপামার্গ বা অপরাজিতা), দেবদারু, নিকুম্ভ (দন্তী) ও ইঙ্গুদী এই সকল দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূমপানে যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। ১৪। সর্ব্বদোষজ প্রতিশ্যায়ে কটু ও তিক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃতসমূহ, তীক্ষ্ণ ধূমসমূহ এবং কটু ভেষজ সমূহ প্রয়োগ করিবে। [বিদেহমতে সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায় অসাধ্য]। ১৫। রসাঞ্জন, আতইচ, মুতা ও দেবদারুর সহিত তৈল পাক করিয়া নস্য করিবে। ১৬। মুস্তা, তেজোবতী ('কাকমর্দ্দনিকা'), আকনাদি, কট্ফল, কটুকী, বচ, সর্ষপ, পিপুলমূল, সৈন্ধব, অজমোদা, তুঁতে, করঞ্জবীজ, সৈন্ধব এবং দেবদারু এই এই সকলের কষায় কবল করিবে। আর এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া মূর্দ্ধবিরেচন দিবে। ১৭। জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস, অষ্টগুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের অর্দ্ধ ('বা সমান') জল, জলজপুষ্পসমূহ ও বাতঘ্ন ঔষধসমূহ একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষে হিম হইলে তাহা হইতে ঘৃত

সর্ব্বগন্ধা সিতানন্তা মধুকং চন্দনং তথা।
আবাপ্য বিপচেদ্ভূয়ো দশক্ষীরস্ত তদ্ঘৃতম্।
নস্তপ্রযুক্তমুদ্রিক্তান্ প্রতিশ্যায়ান্ ব্যপোহতি ॥ ১৮
যথাস্বং দোষশমনৈস্তৈলং কুর্য্যাচ্চ যত্নতঃ ॥ ১৯
সমূত্রপিত্তাস্তূদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়া ক্রিমিষু যোজয়েৎ।
যাপনার্থং কৃমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্ ॥ ২০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে প্রতিশ্যায়প্রতিষেধো নাম চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শিরোরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
শিরো রুজতি মর্ত্ত্যানাং বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ।
সন্নিপাতেন রক্তেন ক্ষয়েণ কৃমিভিস্তথা ॥
সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাতার্দ্ধাবভেদকশঙ্খকৈঃ।
একাদশপ্রকারস্য লক্ষণং সংপ্রবক্ষ্যতে ॥ ২
যস্যানিমিত্তং শিরসো রুজশ্চ
ভবন্তি তীব্রা নিশি চাতিমাত্রম্।
বন্ধোপতাপৈশ্চ ভবেদ্বিশেষঃ
শিরোহভিতাপঃ স সমীরণেন ॥ ৩
যস্যোষ্ণমঙ্গারচিতং যথৈব
ভবেচ্ছিরো ধূমবতী চ নাসা।
শীতেন রাত্রৌ চ ভবেদ্বিশেষঃ
শিরোহভিতাপঃ স তু পিত্তকোপাৎ ॥ ৪
শিরোগলং যস্য কফোপদিগ্ধং
গুরু প্রতিষ্টব্ধমথো হিমঞ্চ।
শূনাক্ষিকূটং বদনঞ্চ যস্য
শিরোহভিতাপঃ স কফপ্রকোপাৎ ॥
শিরোহভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃত্তে
সর্ব্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি ॥ ৬
রক্তাত্মকঃ পিত্তসমানলিঙ্গঃ
স্পর্শাসহত্বং শিরসো ভবেচ্চ।
বসাবলাসক্ষতসম্ভবানাং
শিরোগতানামিহ সংক্ষয়েণ।
ক্ষয়প্রবৃত্তঃ শিরসোহভিতাপঃ
কষ্টো ভবেদুগ্ররুজোহতিমাত্রম্ ॥ ৮
সংস্বেদনচ্ছর্দ্দনধূমনস্য-
রসৃগ্বিমোক্ষৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি।
নিস্তুদ্যতে যস্য শিরোহতিমাত্রং
সন্তক্ষ্যমাণং স্ফুরতীব চান্তঃ ॥
ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছেৎ সলিলং সরক্তং
শিরোহভিতাপঃ কৃমিভিঃ স ঘোরঃ ॥ ৯
সূর্য্যোদয়ং বা প্রতি মন্দমন্দ-
মক্ষিভ্রুবং রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ম্।
বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব
সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ ॥

উৎপাদন করিবে। অনন্তর সেই ঘৃতে সর্ব্বগন্ধা, শর্করা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই সকলের কল্ক ও ঘৃতের দশগুণ দুগ্ধ দিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত নস্য করিলে উদ্রিক্ত প্রতিশ্যায়সমূহ নষ্ট হয়। ১৮। দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়ে প্রয়োগ করিবে। ১৯। কৃমিচিকিৎসার ঔষধসমূহ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ সকল ঔষধ গোমূত্র ও গোপিত্ত সহকারে মিশ্রিত করিয়া কৃমিজ প্রতিশ্যায়ে প্রয়োগ করিবে। আর কৃমিঘ্ন ভেষজ সকল ব্যবস্থা করিবে। তাহা হইলে এইরোগ যাপনীয় হয়। ২০

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শিরোরোগবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা শিরোরোগবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। মানুষের মস্তক একাদশ কারণে ব্যথিত হয়। যথা ;—বাত, পিত্ত, কফ, সন্নিপাত, রক্ত, ক্ষয়, ক্রিমি, সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক। এই একাদশ প্রকারের লক্ষণ বলিতেছি। ২। যাহার মস্তকের যাতনা অনিমিত্ত হয় অথচ তীব্র হইয়া থাকে, আর রাত্রিতেই অধিক হয় এবং বন্ধন ও তাপ দ্বারা যাতনার উপশম হয়, তাহার শিরোরোগ বাতজন্য। ৩। যাহার মস্তক অঙ্গারচিতের ন্যায় উষ্ণ, নাসা ধূমবতী এবং রাত্রিতে যাতনার বিশেষ হয়, তাহার শিরোরোগ পিত্তজন্য। ৪। যাহার মস্তক ও গল কফলিপ্ত, গুরু, প্রতিষ্টব্ধ (অচলবৎ) ও শীতল এবং অক্ষিকূট শোথযুক্ত, তাহার শিরোরোগ কফজন্য। ৫। ত্রিদোষজন্য শিরোরোগে ত্রিদোষের লক্ষণ হয়। ৬। রক্তজ শিরোরোগে পিত্তের সমান লক্ষণ হয় এবং মস্তকের স্পর্শাসহতা হইয়া থাকে। ৭। শিরঃস্থ বসা, শ্লেষ্মা ও মেদঃ প্রভৃতির ক্ষয় বশতঃ যে শিরোরোগ হয়, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ইহা কষ্টকর ও অতিশয়-উগ্রবেদনাযুক্ত। ৮। যে শিরোরোগ স্বেদ, বমন, ধূম, নস্য ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধি পায়, যাহাতে মস্তক সূচীভেদনবৎ পীড়ায় অতিশয় পীড়িত হয়, বোধ হয় যেন মস্তকের ভিতর খাইয়া ফেলিতেছে, যাহাতে মস্তক স্ফুরিত হইতে থাকে এবং ঘ্রাণ হইতে সরক্ত সলিল নির্গত হয়, সেই ঘোর শিরোরোগ কৃমিজাত। ৯। সূর্য্যোদয় হইতে অক্ষি ও ভ্রূতে মন্দ মন্দ বেদনা হয়। সূর্য্যের তাপ যতই বৃদ্ধি হয়, যাতনা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সূর্য্যের নিবৃত্তি হইলে যাতনারও নিবৃত্তি হয়। এই রোগ

শীতেন শান্তিং লভতে কদাচি-
দুষ্ণেন জন্তুঃ সুখমাপ্নুয়াচ্চ ॥
তং ভাস্করাবর্ত্তমুদাহরন্তি
সর্ব্বাত্মকং কষ্টতমং বিকারম্ ॥ ১০
দোষাস্ত দুষ্টাস্ত্রয় এব মন্যাং
সংপীড্য ঘাটাং সুরুজাং সুতীব্রাম্।
কুর্ব্বন্তি সাক্ষিক্রবশঙ্খদেশে
স্থিতিং করোত্যাশু বিশেষতস্তু ॥
গণ্ডস্য পার্শ্বেষু করোতি কম্পং
হনুগ্রহং লোচনজাংশ্চ রোগান্ ॥
অনন্তবাতং তমুদাহরন্তি
দোষত্রয়োত্থং শিরসো বিকারম্ ॥ ১১
যস্যোত্তমাঙ্গার্দ্ধমতীব জন্তোঃ
সম্ভেদতোদভ্রমশূলজুষ্টম্।
পক্ষাদ্দশাহাদথবাপ্যকস্মাৎ
তস্যার্দ্ধভেদং ত্রিতয়াদ্ব্যবস্যেৎ ॥ ১২
শঙ্খাশ্রিতো বায়ুরুদীর্ণবেগঃ
কৃতানুযাত্রঃ কফপিত্তরক্তৈঃ।
রুজঃ সুতীব্রাঃ প্রতনোতি মূর্দ্ধ্নি
বিশেষতশ্চাপি হি শঙ্খয়োস্তু ॥
সুকষ্টমেনং খলু শঙ্খকাখ্যং
মহর্ষয়ো বেদবিদঃ পুরাণাঃ।
ব্যাধিং বদন্ত্যাশুগতমৃত্যুকল্পং
ভিষক্‌সহস্রৈরপি দুর্নিবারম্ ॥ ১৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শিরোরোগবিজ্ঞানীয়ো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

শীতযোগে শান্ত হয়। ইহার বিপর্য্যয়ে কদাচিৎ আর এক প্রকার রোগ হইয়া থাকে। তাহা উষ্ণে নিবৃত্ত ও শীতে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত রোগকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে। ইহা সন্নিপাতিক ও কষ্টতম। ১০। সর্ব্বদোষ কুপিত হইয়া প্রথমতঃ মন্যাকে পীড়ন করে এবং ঘাড়ে সুতীব্র বেদনা উৎপাদন করে। পরে বেদনা অক্ষি, ভ্রূ ও শঙ্খ-দেশে অবস্থান করে। বিশেষতঃ গণ্ডপার্শ্বে কম্পন, হনুগ্রহ ও নেত্ররোগসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগের নাম অনন্তবাত। ইহা ত্রিদোষজ। ১১। যে রোগে উত্তমাঙ্গের অর্দ্ধভাগে অতীব ভেদতোদযুক্ত, ভ্রমযুক্ত ও শূলযুক্ত হয়, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক কহে। ইহা পক্ষান্তর বা দশদিন অন্তর ঘটে; আবার অনিয়-মিত সময়েও হয়। ইহা 'ত্রিদোষজনিত'। ১২। শঙ্খাশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া কফপিত্তরক্তকর্ত্তৃক অনুগত হইলে মস্তকে বিশেষতঃ শঙ্খদ্বয়ে সুতীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে শঙ্খক রোগ কহে। ইহা অতিশয় কষ্টজনক। এই ব্যাধি আগত মৃত্যুর ন্যায় এবং সহস্র ঔষধেও নিবৃত্ত হয় না। ১৩

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শিরোরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
বাতব্যাধিবিধিঃ কার্য্যঃ শিরোরোগেঽনিলাত্মকে।
পয়োঽনুপানং সেবেত ঘৃতং তৈলমথাপি বা ॥
মুদ্গান্ কুলত্থান্ মাষাংশ্চ খাদেচ্চ নিশি কেবলান্।
কটূষ্ণাংশ্চ সসর্পিষ্কানুষ্ণঞ্চানু পয়ঃ পিবেৎ ॥
পিবেদ্বা পয়সা তৈলং তৎকল্কং বাপি মানবঃ।
বাতঘ্নসিদ্ধৈঃ ক্ষীরৈশ্চ সুখোষ্ণৈঃ সেকমাদিশেৎ ॥
তৎসিদ্ধৈঃ পায়সৈর্বাপি সুখোষ্ণৈর্লেপয়েচ্ছিরঃ।
স্বিন্নৈর্বা মৎস্যপিশিতৈঃ কৃশরৈর্বা সসৈন্ধবৈঃ।
চন্দনোৎপলকুষ্ঠৈর্বা সুশ্লক্ষ্ণৈর্মগধাযুতৈঃ ॥
স্নিগ্ধস্য তৈলং নস্যং স্যাৎ কুলীররসসাধিতম্।
বরুণাদৌ গণে ক্ষুণ্ণে ক্ষীরমর্দ্ধোদকং পচেৎ ॥
ক্ষীরশেষঞ্চ তন্মধ্যাৎ শীতং সারমুপাহরেৎ।
ততো মধুরকৈঃ সিদ্ধং নস্যে তৎ পূজিতং হবিঃ ॥ ২
তস্মিন্ বিপক্বে ক্ষীরে চ পেয়ং সর্পিঃ সশর্করম্।
ধূমঞ্চাস্য যথাকালং স্নৈহিকং যোজয়েদ্ভিষক্ ॥
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বস্তিকর্ম্মণি সেচনে।
বিদধ্যাৎ ত্রৈবৃতং ধীমান্ বলাতৈলমথাপি বা ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

শিরোরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা শিরোরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বাতাত্মক শিরোরোগে বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে। আর ঘৃতপান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। অথবা তৈল সেবন করিবে। রাত্রিকালে কেবল মুদ্গ, কুলত্থ ও মাষ ভক্ষণ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য কটূষ্ণদ্রব্যসংস্কৃত ও ঘৃত-যুক্ত হওয়া উচিত। ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। অথবা দুগ্ধের সহিত তৈল পান করিবে অথবা দুগ্ধের সহিত তিলকল্ক [কোন কোন মতে মুদ্গকল্ক] পান করিবে। আর বাতঘ্নদ্রব্যসিদ্ধ সুখোষ্ণ দুগ্ধ পরিষেক করিবে। অথবা বাতঘ্নসিদ্ধ দুগ্ধপায়স সুখোষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক লেপন করিবে। অথবা সিদ্ধ মৎস্য মাংস বা কৃশরা বা রক্তচন্দন, নীলোৎপল, কুড় ও পিপুলসৈন্ধবযোগে লেপন করিবে। রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া কুলীরকর্কটরসে সিদ্ধ তৈল নস্য করাইবে। বরুণাদি গণের কল্ক ও অর্দ্ধজল দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধশেষে নামাইবে। অনন্তর সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উদ্ধার করিয়া মধুর গণের সহিত সিদ্ধ করিবে। এই ঘৃত বাতিক শিরোরোগের উৎকৃষ্ট নস্য। আর বরুণাদি গণ ও দুগ্ধের সহিত ঘৃতপাক করিয়া শর্করাযোগে পান করিবে। আর রোগীকে যথাকালে স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে। পান, অভ্যঙ্গ, নস্য, বস্তিকর্ম্ম ও পরিষেকে ত্রৈবৃত ঘৃত বা

ভোজয়েচ্চ রসৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পয়োভির্বা সুসংস্কৃতৈঃ ॥ ৩

পিত্তরক্তসমুত্থানৌ শিরোরোগৌ নিবারয়েৎ।
শিরোলেপৈঃ সসর্পিষ্কৈঃ পরিষেকৈশ্চ শীতলৈঃ।
ক্ষীরেক্ষুরসধান্যাম্ল-মস্তুক্ষৌদ্রসিতাজলৈঃ।
নলবঞ্জুলকহ্লার-চন্দনোৎপলপদ্মকৈঃ।
শঙ্খশৈবলযষ্ট্যাহ্ব-মুস্তাম্ভোরুহসংযুতৈঃ ॥
শিরঃপ্রলেপঃ সঘৃতৈর্বিসর্পৈশ্চ তথাবিধৈঃ।
মধুরৈশ্চ সুখালেপৈর্নস্যকর্ম্মভিরেব চ ॥
আস্থাপনৈর্বিরেকৈশ্চ পথ্যৈশ্চ স্নেহবস্তিভিঃ।
ক্ষীরসর্পির্হিতং নস্যং বসা বা জাঙ্গলা শুভা ॥
উৎপলাদিবিপক্বেন ক্ষীরেণাস্থাপনং হিতম্।
ভোজনং জাঙ্গলরসৈঃ সর্পিষা চানুবাসনম্ ॥
মধুরৈঃ ক্ষীরসর্পিস্তু স্নেহনে চ সশর্করম্।
পিত্তরক্তঘ্নমুদ্দিষ্টং যচ্চান্যদপি তদ্ধিতম্ ॥ ৪

কফোত্থিতং শিরোরোগং জয়েৎ কফনিবারণৈঃ।
শিরোবিরেকৈর্বমনৈস্তীক্ষ্ণৈর্গণ্ডুষধারণৈঃ ॥
অচ্ছঞ্চ পায়য়েৎ সর্পিঃ স্বেদয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
শিরো মধুকসারেণ স্নিগ্ধঞ্চাপি বিরেচয়েৎ ॥
ইঙ্গুদস্য ত্বচা বাপি মেষশৃঙ্গ্যা চ বা ভিষক্।
আভ্যামেব কৃতা বর্ত্তীর্ধূমপানে প্রযোজয়েৎ।
ঘ্রেয়ং কট্ফলচূর্ণঞ্চ কবলাশ্চ কফাপহাঃ ॥

সরলাকুষ্ঠশার্ঙ্গষ্টা-দেবদারুষ্টৈঃ সরোহিষৈঃ।
ক্ষারপিষ্টৈঃ সলবণৈঃ সুখোষ্ণৈর্লেপয়েচ্ছিরঃ ॥
যবষষ্টিকয়োশ্চাম্লং-ব্যোষক্ষারসমন্বিতম্।
পটোলমুদ্গকৌলত্থৈর্মাত্রাবদ্ভোজয়েদ্রসৈঃ ॥ ৫

শিরোরোগে ত্রিদোষোত্থে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ।
সর্পিঃপানং বিশেষেণ পুরাণং বা দিশন্তি হি ॥ ৬

ক্ষয়জে ক্ষয়মাসাদ্য কর্ত্তব্যো বৃংহণো বিধিঃ।
পানে নস্যে চ সর্পিঃ স্যাদ্ বাতঘ্নমধুরৈঃ শৃতম্।
ক্ষয়কাসাপহঞ্চাত্র সর্পিঃ পথ্যতমং বিদুঃ ॥ ৭

কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণস্য দক্ষ্যন্তে শিরসঃ ক্রিয়াঃ।
নস্যং হি শোণিতং দদ্যাৎ তেন মূর্চ্ছন্তি জন্তবঃ ॥
মত্তাঃ শোণিতগন্ধেন সমায়ান্তি যতস্ততঃ।
তেষাং নির্হরণং কার্য্যং ততো মূর্দ্ধবিরেচনৈঃ ॥
হ্রস্বশিগ্রুকবীজৈর্বা কাংস্যনীলীসমাযুতৈঃ।
কৃমিঘ্নৈরবপীড়ৈশ্চ মূত্রপিষ্টৈরুপাচরেৎ ॥
পূতিমৎস্যযুতান্ ধূমান্ কৃমিঘ্নাংশ্চ প্রযোজয়েৎ
ভোজনানি কৃমিঘ্নানি পানানি বিবিধানি চ ॥ ৮

সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদি ভেষজম্।
ভোজনং জাঙ্গলপ্রায়ং, ক্ষীরান্নবিকৃতৈর্ঘৃতম্ ॥ ৯

তথার্দ্ধভেদকে ব্যাধৌ প্রাপ্তমন্যচ্চ যত্নবেৎ।

বলাতৈল প্রয়োগ করিবে। স্নিগ্ধ মাংসরস বা সুসংস্কৃত দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। ৩। পিত্তজ ও রক্তজ শিরোরোগে ঘৃতযুক্ত শিরোলেপ, শীতল পরিষেক অর্থাৎ দুগ্ধ, ইক্ষুরস, ধান্যাম্ল, মস্তু, ক্ষৌদ্র ও শর্করাজলের পরিষেক প্রয়োগ করিবে। নল, বেতস, কহ্লার, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, পদ্মকাঠ, শঙ্খ, শৈবল, যষ্টিমধু, মুতা ও পদ্ম ঘৃতযুক্ত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। রক্তপিত্তজ বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কাকোল্যাদির সুখোষ্ণ প্রলেপ দিবে। মধুরদ্রব্যসংস্কৃত স্নেহের নস্য দিবে। আস্থাপন, বিরেচন ও উপযুক্ত স্নেহবস্তি সহকারে চিকিৎসা করিবে। আর দুগ্ধঘৃত বা বিশুদ্ধ জাঙ্গল বসার নস্য দিবে। উৎপলাদি গণের সহিত পক্ব দুগ্ধের আস্থাপন দিবে। জাঙ্গলরস সহকারে ভোজন ও ঘৃতের অনুবাসন ব্যবস্থা করিবে। মধুর গণের সহিত দুগ্ধঘৃত সিদ্ধ করিয়া শর্করাযোগে প্রয়োগ করিলে রোগী স্নিগ্ধ হইবে। আর রক্তপিত্তের অন্যান্য যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাও করিবে। ৪। কফজ শিরোরোগ কফনিবারক ঔষধ দ্বারা জয় করিবে। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ শিরোবিরেক, বমন ও গণ্ডূষ প্রয়োগ করিবে। রোগীকে বমনের পূর্ব্বে বা বমনান্তর অচ্ছ ঘৃত পান করাইবে, আর পুনঃপুনঃ স্বেদ দিবে। মস্তক স্নিগ্ধ করিয়া মধুকসারযোগে শিরোবিরেচন দিবে। ইঙ্গুদীর ত্বক্ বা মেষশৃঙ্গীর দ্বারা বা উভয় দ্বারা বর্ত্তি করিয়া ধূমপানে প্রয়োগ করিবে। কট্ফলের চূর্ণ নস্য এবং কফনাশক কবল সকল গ্রহণ করিতে হইবে। সরলকাষ্ঠ, কুড়, শার্ঙ্গষ্টা, দেবদারু ও রোহিষ ক্ষারজল ও সৈন্ধবের সহিত পিষ্ট ও সুখোষ্ণ করিয়া মস্তকে লেপন করিবে। যব ও ষষ্টিকের অম্ল ত্রিকটু ও যবক্ষারের সহিত সংযুক্ত করিয়া পটোল, মুগ, কুলথ ও জাঙ্গল রসের সহিত মাত্রানুসারে ভোজন করিবে। ৫। সান্নিপাতিক শিরোরোগে ত্রিদোষনাশক বিধি হিতকর। ইহাতে পুরাতন ঘৃত বিশেষ পথ্য। ৬। ক্ষয়জ শিরোরোগে ক্ষয়ের প্রকৃতি অবধারণ করিয়া বৃংহণ বিধি আচরণ করিবে। পান ও নস্যে বাতঘ্ন ও মধুর গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত হিতকর। আর ক্ষয়কাসনাশক ঘৃতও এস্থলে পথ্যতম। ৭। মস্তক কৃমিভক্ষিত হইলে তাহার চিকিৎসা বলা হইতেছে। রক্তের নস্য করিলে কৃমি সকল মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। যেহেতু উহারা রক্তের গন্ধে মত্ত হইয়া নির্গত হয়। মস্তক হইতে নির্গত হইলে মূর্দ্ধবিরেচনযোগে উহাদের নির্হরণ করা উচিত। সজিনাবীজ ও কাংস্যনীলীর (নীলতুথের) চূর্ণ অথবা অন্যান্য কৃমিনাশক অবপীড় মূত্রপিষ্ট করিয়া প্রয়োগ করিবে। পূতি মৎস্যের ধূম কৃমিঘ্ন। আর এরূপ স্থলে কৃমিঘ্ন অন্নপান সমূহ ভোজন করিবে। ৮। সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে নস্য কর্ম্ম, প্রলেপ, পরীষেক, কবলগ্রহ ও শিরোবস্তি প্রভৃতি আচরণ করিবে [কোন্ কোন মতে নস্যকর্ম্ম, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন]। ভোজনে জাঙ্গল মাংসের ভাগ অধিক থাকিবে। দুগ্ধান্ন ও ঘৃত ভোজন করিবে। ৯। অর্দ্ধাবভেদক রোগেও

শিরীষমূলকফলৈরবপীড়োঽনয়োর্হিতঃ ॥
বংশমূলককর্পূরৈরবপীড়ং প্রযোজয়েৎ।
অবপীড়ো হিতশ্চাত্র বচামাগধিকাযুতঃ ॥
মধুকেনাবপীড়ো বা মধুনা সহ সংযুতঃ।
মনঃশিলাবপীড়ো বা মধুনা চন্দনেন বা ॥
তেষামন্তে হিতং নস্যং সর্পির্মধুরসাধিতম্।
সারিবোৎপলকুষ্ঠানি মধুকঞ্চাম্লপেষিতম্ ॥
সর্পিস্তৈলযুতো লেপো দ্বয়োরপি সুখাবহঃ ॥ ১০
এষ এব প্রযোক্তব্যঃ শিরোরোগে কফাত্মকে ॥ ১১
অনন্তবাতে কর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তেরিতো বিধিঃ।
শিরাব্যধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাতপ্রশান্তয়ে ॥
আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ।
মধুমস্তকসংযাব-ঘৃতপূরৈশ্চ ভোজনৈঃ ॥ ১২
ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্যে পানে চ শঙ্খকে।
জাঙ্গলানাং রসৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারশ্চাত্র শস্যতে ॥
শতাবরীং তিলান্ কৃষ্ণান্ মধুকং নীলমুৎপলম্।
দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চৈব লেপে সাধ্ববচারয়েৎ ॥
মহাসুগন্ধামথবা পালিন্দীঞ্চাম্লপেষিতাম্।
শীতাংশ্চাত্র পরীষেকান্ প্রদেহানত্র যোজয়েৎ ॥
অবপীড়শ্চ দেয়োঽত্র সূর্য্যাবর্ত্তনিবারণঃ ॥ ১৩

রূপ চিকিৎসা ও পথ্যাদি করিবে। আর অন্যান্য পযুক্ত চিকিৎসাও করিবে। সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক ই উভয় রোগেই শিরীষমূল ও ফলের নস্য করিবে। শমূল ও কর্পূরের অবপীড় করিবে। আর বচ ও পুলের নস্যও হিতকর। অথবা যষ্টিমধুচূর্ণ ও মধু বপীড় করিবে। অথবা মনঃশিলাচূর্ণ মধু বা চন্দনের সহিত অবপীড় করিবে। ঐ সকল কর্ম্মের পর মধুরসাধিত (কাকোল্যাদিসিদ্ধ। মতান্তরে মূর্ব্বাসিদ্ধ) ঘৃতের নস্য হিতকর। অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজীতে পেষণ করিবে, পরে ঘৃত ও তৈলের সহিত সংযুক্ত করিয়া সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদকে প্রলেপ দিবে। ১০। ঐ শেষোক্ত প্রলেপ কফাত্মক (মতান্তরে 'ক্ষয়াত্মক') শিরোরোগে প্রয়োগ করিবে। ১১। অনন্তবাতে সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা আবশ্যক। আর ইহাতে শিরাব্যধ কর্ত্তব্য। বাতপিত্তবিনাশক আহার কর্ত্তব্য। মধুমস্তক ('খজুক'), সংযাব ও ঘৃতপূরসমূহ ভোজন করা আবশ্যক। ১২। শঙ্খক রোগে নস্য ও পানে দুগ্ধ ঘৃত প্রশস্ত। আর স্নিগ্ধ জাঙ্গল রসের সহিত আহারও প্রশস্ত। শতমূলী, কৃষ্ণ তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবার প্রলেপ উপকারী। আর ইহাতে মহাসুগন্ধা (অনন্তমূল। মতান্তরে সর্ব্বগন্ধা) অথবা পালিন্দী (শ্যামা লতা) কাঁজীতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে এবং শীতল পরিষেক ও প্রলেপ সকল প্রয়োগ করিবে। আর সূর্য্যাবর্ত্তনিবারক অবপীড় প্রয়োগ করিবে। ১৩। কৃমিকৃত ও ক্ষয়কৃত শিরোরোগ

কৃমিক্ষয়কৃতৌ হিত্বা শিরোরোগেষু বুদ্ধিমান্।
মধুতৈলসমাযুক্তৈঃ শিরাংস্যতিবিরেচয়েৎ।
পশ্চাৎ সর্ষপতৈলেন ততো নস্যং প্রযোজয়েৎ ॥ ১৪
ন চেচ্ছান্তিং ব্রজন্ত্যেবং স্নিগ্ধস্বিন্নাংস্ততো ভিষক্।
পশ্চাদুপাচরেৎ সম্যক্ শিরাণামথ মোক্ষণৈঃ ॥ ১৫
ষট্‌সপ্ততির্নেত্ররোগা দশাষ্টাদশ কর্ণজাঃ।
একত্রিংশদ্‌ঘ্রাণগতাঃ শিরস্যেকাদশেহ তু ॥
ইতি বিস্তরতো দৃষ্টাঃ সলক্ষণচিকিৎসিতাঃ।
সংহিতায়ামভিহিতাঃ সপ্তষষ্টির্মুখাময়াঃ ॥
এতাবন্তো যথাস্থূলমুত্তমাঙ্গগতা গদাঃ ॥
অস্মিন্ শাস্ত্রে নিগদিতাঃ সম্যগ্রূপচিকিৎসিতৈঃ ॥ ১৬

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শিরোরোগপ্রতিষেধো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি সুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়া-মুত্তরতন্ত্রে শালাক্যতন্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নবগ্রহাকৃতিবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
বালগ্রহাণাং বিজ্ঞানং সাধনঞ্চাপ্যনন্তরম্।
উৎপত্তিং কারণঞ্চৈব সুশ্রুতৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২
স্কন্দগ্রহস্তু প্রথমঃ স্কন্দাপস্মার এব চ।
শকুনী রেবতী চৈব পূতনা চান্ধপূতনা ॥

ভিন্ন অন্যান্য শিরোরোগে মধুতৈলসংযুক্ত শিরোবিরেচন-দ্রব্যসহকারে মস্তককে অতিশয় বিরেচিত করিবে। পশ্চাৎ সর্ষপতৈলের নস্য দিবে। ১৪। ঐ সকল উপায়ে শিরোরোগ শান্ত না হইলে রোগীদিগকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শিরামোক্ষণপূর্ব্বক সম্যক্ চিকিৎসা করিবে। ১৫। এই শালাক্যতন্ত্রে ছিয়াত্তরটী নেত্ররোগ, আটাশটী কর্ণরোগ, একত্রিশটী নাসারোগ ও এগারটী শিরোরোগ এবং তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা সবিস্তার বর্ণনা করা হইল। আর সংহিতার মধ্যে সাতষট্টিটী মুখরোগ বর্ণনা করা হইয়াছে। এতাবৎসংখ্যক মস্তকগত রোগ এবং তাহাদের রূপ ও চিকিৎসা এই শাস্ত্রে স্থূলভাবে বর্ণিত হইল। ১৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

শালাক্যতন্ত্র সমাপ্ত ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নবগ্রহাকৃতিবিজ্ঞানীয়।

অনন্তর আমরা নবগ্রহাকৃতিবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। হে সুশ্রুত! বালগ্রহদিগের বিজ্ঞান, চিকিৎসা, উৎপত্তি ও কারণ একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ২। স্কন্দগ্রহ প্রধান। তৎপরে যথাক্রমে স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা,

পূতনা শীতনামা চ তথৈব মুখমণ্ডিকা।
নবমো নৈগমেষশ্চ যঃ পিতৃগ্রহসংজ্ঞিতঃ॥ ৩
ধাত্রীমাত্রোঃ প্রাক্ প্রদিষ্টাপচারা-
চ্ছৌচভ্রষ্টান্ মঙ্গলাচারহীনান্।
ত্রস্তান্ হৃষ্টাংস্তর্জ্জিতান্ ক্রন্দিতান্ বা
পূজাহেতোর্হিংস্যুরেতে কুমারান্॥
ঐশ্বর্য্যস্থাস্তে ন শক্যা বিশন্তো
দেহং দ্রষ্টুং মানুষৈর্বিশ্বরূপাঃ।
আপ্তং বাক্যং তৎসমীক্ষ্যাভিধাস্যে
লিঙ্গান্যেষাং যানি দেহে ভবন্তি॥ ৪
শূনাক্ষঃ ক্ষতজসগন্ধিকঃ স্তনদ্বিড়্
বক্রাস্যো হতচলিতৈকপক্ষ্মনেত্রঃ।
উদ্বিগ্নঃ সুললিতচক্ষুরস্ররোদী
স্কন্দার্ত্তো ভবতি চ গাঢ়মুষ্টিবর্চ্চাঃ॥ ৫
নিঃসংজ্ঞো ভবতি পুনর্ভবেৎ সসংজ্ঞঃ
সংরব্ধঃ করচরণৈশ্চ নৃত্যতীব।
বিণ্মূত্রে সৃজতি বিনদ্য জৃম্ভমাণঃ
ফেনঞ্চ প্রসৃজতি তৎসখাভিপন্নঃ॥ ৬
ত্রস্তাঙ্গো ভয়চকিতো বিহঙ্গগন্ধিঃ
সংস্রাবিব্রণপরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ।
স্ফোটৈশ্চ প্রততনুঃ সদাহপাকৈ-
র্বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্যা॥ ৭
রক্তাস্যো হরিতমলোঽতিপাণ্ডুদেহঃ
শ্যাবো বা জ্বরমুখপাকবেদনার্ত্তঃ।
রেবত্যা ব্যথিততনুশ্চ কর্ণনাসং
মৃদ্নাতি ধ্রুবমভিপীড়িতঃ কুমারঃ॥ ৮
স্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি সুখং দিবা ন রাত্রৌ
বিড়্ভিন্নং সৃজতি চ কাকতুল্যগন্ধিঃ।
ছর্দ্যার্ত্তো হৃষিততনূরুহঃ কুমার-
স্তৃষ্ণালুর্ভবতি চ পূতনাগৃহীতঃ॥ ৯
যো দ্বেষ্টি স্তনমতিসারকাসহিক্কা-
চ্ছর্দীভির্জ্বরসহিতাভিরর্দ্দ্যমানঃ।
দুর্ব্বর্ণঃ সততমধঃশয়োঽম্লগন্ধি-
স্তং ব্রূয়ুর্ভিষজ ইহান্ধপূতনার্ত্তম্॥ ১০
উদ্বিগ্নো ভৃশমতিবেপতে প্ররুদ্যাৎ
সংলীনঃ স্বপিতি চ যস্য চান্ত্রকূজঃ।
বিস্রাঙ্গো ভৃশমতিসার্য্যতে চ যস্তং
জানীয়াদ্ ভিষগিহ শীতপূতনার্ত্তম্॥ ১১
ম্লানাঙ্গঃ সুরুচিরপাণিপাদবক্ত্রো
বহ্বাশী কলুষশিরাবৃতোদরো যঃ।
সোদ্বেগো ভবতি চ মূত্রতুল্যগন্ধিঃ
স জ্ঞেয়ঃ শিশুরথ বক্ত্রমণ্ডিকার্ত্তঃ॥ ১২
যঃ ফেনং বমতি বিনম্যতে চ মধ্যে
সোদ্বেগং বিলপতি চোর্দ্ধমীক্ষমাণঃ।
জ্বর্য্যেত প্রততমথো বসাসগন্ধি-
র্নিঃসংজ্ঞো ভবতি হি নৈগমেষজুষ্টঃ॥ ১৩

অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা এবং নবম নৈগমেষ; ইহাকে পিতৃগ্রহ বলে। ৩। ধাত্রী ও মাতার পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট আচরণসমূহের অপচার বশতঃ কুমারেরা শৌচভ্রষ্ট, মঙ্গলাচারবিহীন, ত্রস্ত, হৃষ্ট, তর্জ্জিত ও ক্রন্দিত হইলে এই সকল গ্রহের পূজার ব্যতিক্রম হয়। তজ্জন্য ইঁহারা কুমারদিগের হিংসা করিয়া থাকেন। সেই বিশ্বরূপ পিতৃগ্রহ সকল ঐশ্বরত্ব হেতু দেহপ্রবেশকালে মানুষের দৃষ্ট হন না। এইজন্য আপ্তবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক, মানবদেহে অবস্থানকালীন ইঁহাদের লক্ষণ সমস্ত বলিতেছি। ৪। বালক স্কন্দগ্রহে পীড়িত হইলে শূনাক্ষ, রুধিরগন্ধ, স্তনবিদ্বেষী, বক্রাস্য, উদ্বিগ্ন, সুলুলিতচক্ষু, অস্ররোদী, গাঢ়মুষ্টি ও গাঢ়বর্চ্চা (কঠিনবিষ্ঠাযুক্ত) হয়। আর উহার নেত্রের এক পক্ষ্ম হত ও চলিত হইয়া থাকে। ৫। বালক স্কন্দাপস্মার গ্রহে পীড়িত হইলে অজ্ঞান হয়, পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। আর সম্যক্ কম্পিত হইয়া যেন করচরণে নৃত্য করিতে থাকে। বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করে। শব্দ করিতে থাকে, জৃম্ভমাণ হয় এবং ফেন বমন করিয়া থাকে। ৬। বালক শকুনী গ্রহে পীড়িত হইলে ত্রস্তাঙ্গ, ভয়চকিত, বিহঙ্গের ন্যায় গন্ধযুক্ত, সর্ব্বশরীরে স্রাবযুক্ত ব্রণে পরিপীড়িত, স্ফোটয়্যাপ্তশরীর ও দাহপাকযুক্ত হয়। ৭। বালক রেবতী গ্রহে পীড়িত হইলে রক্তাস্য, হরিতমল, অতিপাণ্ডুদেহ বা শ্যাববর্ণ, জ্বরযুক্ত, মুখপাকগ্রস্ত ও বেদনার্ত্ত হয় এবং সে কর্ণ ও নাসা মর্দ্দন করিতে থাকে। ৮। বালক পূতনা গ্রহে পীড়িত হইলে স্রস্তাঙ্গ হইয়া দিবসে সুখনিদ্রা প্রাপ্ত হয়, রাত্রিতে নিদ্রা যায় না, উহার বিড়্ভেদ হয়, শরীরে কাকের ন্যায় গন্ধ হয়, বমি হয়, লোমহর্ষণ হয় এবং অতিশয় তৃষ্ণা হয়। ৯। যে বালক স্তন-দ্বেষ করে, অতিসার, কাস, হিক্কা, বমি ও জ্বরে কাতর হয়, দুর্ব্বর্ণ হয়, অধোমুখে শয়ন করে এবং অম্লগন্ধি (যাহার শরীর হইতে অম্লগন্ধ বাহির হয়) হয়; তাহাকে অন্ধপূতনাগ্রস্ত বলিয়া জানিবে। ১০। বালক শীতপূতনা গ্রহে পীড়িত হইলে উদ্বিগ্ন ও অতিশয় কম্পিত হয়, রোদন করে, অতিশয় লীন হয়, নিদ্রা যায়, উহার অন্ত্রকূজন হইতে থাকে, গাত্র দুর্গন্ধ হয় এবং অতিশয় অতিসার হয়। ১১। বালক মুখমণ্ডিকা গ্রহে পীড়িত হইলে ম্লানাঙ্গ হয় অথচ উহার পাণি পাদ ও মুখের বর্ণ উত্তম হয়, সে বহুভোক্তা হয়, উহার উদর কলুষ ও শিরাজালে আবৃত হয়, সে উদ্বেগযুক্ত হয় এবং উহার শরীরে মূত্রের গন্ধ প্রকাশ পায়। ১২। যে বালক ফেন বমন করে, যাহার মধ্য শরীর নমিয়া যায়, যে উদ্বেগযুক্ত হইয়া বিলাপ করে, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, সর্ব্বদা জ্বরযুক্ত থাকে, যাহার শরীরে বসাগন্ধ নির্গত হয় এবং অজ্ঞান হয়, সে

প্রস্তব্ধো যঃ স্তনদ্বেষী মুহ্যতে চাবিশন্ মুহুঃ।
তং বালং ন চিরাদ্ধন্তি গ্রহঃ সম্পূর্ণলক্ষণঃ॥ ১৪
বিপরীতমতঃ সাধ্যং চিকিৎসেদচিরার্দ্দিতম্।
গৃহে পুরাণহবিষাভ্যজ্য বালং শুচৌ শুচিঃ॥
সর্ষপান্ প্রকিরেৎ তেষাং তৈলৈর্দীপঞ্চ কারয়েৎ।
সদা সন্নিহিতঞ্চাপি জুহুয়াদ্ধব্যবাহনম্॥
সর্ব্বগন্ধৌষধীবীজৈর্গন্ধমাল্যৈরলঙ্কৃতম্।
অগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যশ্চ স্বাহা স্বাহেতি সংস্মরন্॥
নমঃ স্কন্দায় দেবায় গ্রহাধিপতয়ে নমঃ।
শিরসা ত্বাভিবন্দেঽহং প্রতিগৃহ্ণীষ মে বলিম্॥
নিরুজো নির্ব্বিকারশ্চ শিশুর্মে জায়তাং ধ্রুবম্॥ ১৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে নবগ্রহাকৃতিবিজ্ঞানীয়ো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্কন্দগ্রহপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
স্কন্দগ্রহোপসৃষ্টানাং কুমারাণাঞ্চ শস্যতে।
বাতঘ্নদ্রুমপত্রাণাং নিঃক্কাথঃ পরিষেচনে॥
তেষাং মূলেষু সিদ্ধঞ্চ তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্।
সর্ব্বগন্ধসুরামণ্ড কৈটর্য্যাবাপমিষ্যতে॥ ২

দেবদারুণি রাস্নায়াং মধুরেষু দ্রুমেষু চ।
সিদ্ধং সর্পিশ্চ সক্ষীরং পানমস্মৈ প্রযোজয়েৎ॥
সর্ষপাঃ সর্পনির্ম্মোকো বচা কাকাদনী ঘৃতম্।
উষ্ট্রাজাবিগবাঞ্চৈব রোমাণ্যুদ্ধূপনং শিশোঃ॥
সোমবল্লীমিন্দ্রবল্লীং শমীং বিল্বস্য কণ্টকান্।
মৃগাদন্যাশ্চ মূলানি গ্রথিতান্যেব ধারয়েৎ॥ ৩
রক্তানি মাল্যানি তথা পতাকা রক্তাশ্চ গন্ধা বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যাঃ
ঘণ্টা চ দেবায় বলির্নিবেদ্যঃ সুকুক্কুটঃ স্কন্দগৃহে হিতায়॥
স্নানং ত্রিরাত্রং নিশি চত্বরেষু কুর্য্যাৎ পুনঃ শালিযবৈর্নবৈস্তু।
অদ্ভিশ্চ গায়ত্র্যভিমন্ত্রিতাভিঃ প্রজ্বালনঞ্চাহুতিভিশ্চ বহ্নেঃ॥ ৪
রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীম্।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যা যা ভিষগ্‌ভিরতন্দ্রিতৈঃ॥
তপসাং তেজসাঞ্চৈব যশসাং বপুষাং তথা।
নিধানং যোঽব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
গ্রহসেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতির্বিভুঃ।
দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥
দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু।
রক্তমাল্যাম্বরঃ শ্রীমান্ রক্তচন্দনভূষিতঃ।
রক্তদিব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥ ৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে স্কন্দগ্রহপ্রতিষেধো নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

নৈগমেষ গ্রহে পীড়িত জানিবে। ১৩। যে বালক অতিশয় স্তব্ধ ও স্তনদ্বেষী হয়, বারংবার মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ আবিষ্ট হয়, তাহার গ্রহ সম্পূর্ণলক্ষণ হইয়াছে। সে অচিরাৎ নষ্ট হয়। ১৪। ইহার বিপরীত হইলে সাধ্য হয়। এরূপ বালকের শীঘ্র চিকিৎসা আবশ্যক। বালককে শুচি গৃহে পুরাণঘৃতযোগে অভ্যক্ত করিয়া সেই গৃহে সর্ষপ ছড়াইয়া দিবে আর সর্ষপতৈলের প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে। অগ্নি সর্ব্বদা কাছে রাখিবে। আর সেই অগ্নিতে সর্ব্বগন্ধা ও যবাদি ওষধিবীজ প্রদান করিয়া হোম করিবে। আর গন্ধমাল্যযোগে অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবে। আর "কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা স্বাহা" বলিবে। আর এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা;—"নমঃ স্কন্দায় দেবায়" ইত্যাদি। ১৫

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

স্কন্দগ্রহপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা স্কন্দগ্রহপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। স্কন্দগ্রহগ্রস্ত কুমারদিগকে বাতঘ্ন বৃক্ষপত্রসমূহের কাথ পরিষেচন করিবে। ঐ সকল বৃক্ষের মূলের কাথ আর সর্ব্বগন্ধ, সুরামণ্ড ও কৈটর্য্য (গুড়ুচী বা নিম্ব) এই সকলের কল্ক ও তিলতৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। ২। দেবদারু, রাস্না ও মধুর গণ এবং দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে। সর্ষপ, সর্পনির্ম্মোক, বচ, কাকাদনী (কাকজঙ্ঘা), ঘৃত এবং উষ্ট্র ছাগ ও গাভীর লোম ধূপন করিবে। সোমবল্লী (গোলঞ্চ), ইন্দ্রবল্লী (অশ্মন্তক), শমী, বেলকাঁটা ও রাখালশসার মূল গ্রথিত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিবে। ৩। বৈদ্য নিশাকালে ত্রিরাত্র স্নান করিয়া ত্রিপথে বালকের উপকারার্থ স্কন্দ দেবতাকে রক্ত মাল্য, রক্ত পতাকা, রক্তবর্ণ গন্ধ দ্রব্য [কুঙ্কুমাদি], বিবিধপ্রকার ভক্ষ্য ও ঘণ্টা এবং একটী কুক্কুট নিবেদন করিবে। আর নূতন শালি ও যব, গায়ত্রী-মন্ত্রিত জল ও আহুতিযোগে অগ্নিপূজা করিবে। ৪। অনন্তর বালকের পাপনাশন রক্ষাবিধি বর্ণনা করিতেছি। ঐ সকল বিধি অতন্দ্রিত হইয়া ভিষকের পক্ষে নিত্য আচরণ করা উচিত। ভিষক্ এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"তপসামিত্যাদি"। ৫

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
বিল্বঃ শিরীষো গোলোমী সুরসাদিশ্চ যো গণঃ।
পরিষেকে প্রযোক্তব্যঃ স্কন্দাপস্মারশান্তয়ে॥
সর্ব্বগন্ধবিপক্বন্তু তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়ে চ কাকোল্যাদৌ গণে তথা॥
বিপক্তব্যং ঘৃতে বাপি পানীয়ং পয়সান্বিতম্।
উৎসাদনং বচাহিঙ্গুযুক্তং স্কন্দগ্রহে হিতম্॥
গৃধ্রোলূকপুরীষাণি কেশা হস্তিনখা ঘৃতম্।
বৃষভস্য চ রোমাণি যোজ্যান্যুদ্ধূপনেঽপি চ॥
অনন্তাং কুক্কুটীং বিম্বীং মর্কটীঞ্চাপি ধারয়েৎ।
পক্বাপক্বানি মাংসানি প্রসন্নং রুধিরং পয়ঃ॥
ভূতৌদনো নিবেদ্যশ্চ স্কন্দাপস্মারিণেঽশ্বটে॥
চতুষ্পথে চ কর্ত্তব্যং স্নানমস্য যতাত্মনা।
স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোঽস্তু বিকৃতাননঃ॥ ২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বেলছাল, শিরীষছাল, গোলোমী (দূর্ব্বা) ও সুরসাদি গণের ক্বাথ পরিষেক করিলে স্কন্দাপস্মার শান্ত হয়। সর্ব্বগন্ধের সহিত পক্ব তৈল অভ্যঙ্গে হিতকর। ক্ষীরবৃক্ষের কষায় ও কাকোল্যাদি গণ এবং দুগ্ধ ও ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। বচ ও হিঙ্গু উৎসাদন করিবে। গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, কেশ, হস্তিনখ, ঘৃত ও বৃষভের রোমসমূহ ধূপন করিবে। অনন্তমূল, কুক্কুটী ("কুক্কুটীশরীরবং কুসুম"), বিম্বী ও মর্কটী অঙ্গে ধারণ করিবে। গর্ত্তের মধ্যে পক্বাপক্ব মাংস, প্রসন্ন রুধির ও দুগ্ধ এবং ভূতের উপযোগী অন্ন স্কন্দাপস্মাররোগীর উদ্দেশে বলি দিতে হইবে। রোগীকে চতুষ্পথে স্নান করাইতে হইবে। স্নানের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা;—"স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো" ইত্যাদি। ২

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শকুনীপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
শকুন্যভিপরীতস্য কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা।
বেতসাম্রকপিত্থানাং নিঃক্বাথঃ পরিষেচনে॥
কষায়মধুরৈস্তৈলং কার্য্যমভ্যঞ্জনে শিশোঃ।
মধুকোশীরহ্রীবের-সারিবোৎপলপদ্মকৈঃ॥
রোধ্রপ্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠা-গৈরিকৈঃ প্রদিহেচ্ছিশুম্॥
ব্রণেষূক্তানি চূর্ণানি পথ্যানি বিবিধানি চ।
স্কন্দগ্রহে ধূপনানি তানীহাপি প্রযোজয়েৎ॥
শতাবরীমৃগের্ব্বারু-নাগদন্তীনিদিগ্ধিকাঃ।
লক্ষ্মণাং সহদেবাঞ্চ বৃহতীঞ্চাপি ধারয়েৎ॥
তিলতণ্ডুলকং মাল্যং হরিতালং মনঃশিলা।
বলিরেষ করঞ্জেষু নিবেদ্যো নিয়তাত্মনা॥
নিকুঞ্জে চ প্রযোক্তব্যং স্নানমস্য যথাবিধি।
স্কন্দগ্রহোপশমনং ঘৃতং তচ্চেহ পূজিতম্॥
কুর্য্যাচ্চ বিবিধাং পূজাং শকুন্যাঃ কুসুমৈঃ শুভৈঃ।
অন্তরীক্ষচরা দেবী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
অধোমুখী তীক্ষ্ণতুণ্ডা শকুনী তে প্রসীদতু॥
দুর্দ্দর্শনা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বরা।
লম্বোদরী শঙ্কুকর্ণী শকুনী তে প্রসীদতু॥ ২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শকুনীপ্রতিষেধো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

শকুনীপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা শকুনীপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বালক শকুনীগ্রহে পীড়িত হইলে বেতস, আম্র ও কপিত্থের ক্বাথ সেচন করিবে। কষায় ও মধুর গণের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করাইবে। যষ্টিমধু, উশীর, বালা, অনন্তমূল, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা ও গৈরিক প্রলেপ দিবে। দ্বিব্রণীয় অধ্যায়ে যে সকল চূর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল চূর্ণ এই রোগের ব্রণসমূহে প্রয়োগ করিবে। আর সেই সকল ধূপনও প্রয়োগ করিবে। শতমূলী, ইন্দ্রবারুণী, হস্তিদন্তী, নিদিগ্ধিকা (কণ্টিকারী), লক্ষ্মণামূল, সহদেবা (পীতপুষ্প বলা) ও বৃহতী অঙ্গে ধারণ করিবে। তিলতণ্ডুল, মাল্য, হরিতাল, মনঃশিলা ও করঞ্জ এই সকল দ্রব্য নিকুঞ্জসমূহে বলি দিবে। আর যথাবিধি নিকুঞ্জের মধ্যে স্নান করাইবে। স্কন্দ গ্রহের উপশমার্থ যে ঘৃত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও প্রয়োগ করিবে। পবিত্র কুসুমসমূহ সহকারে শকুনীগ্রহের বিবিধপ্রকার পূজা করিবে। আর "অন্তরীক্ষচরা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রেবতীপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অশ্বগন্ধাজশৃঙ্গী চ সারিবা সপুনর্নবা।
সহে বিদারী চ তথা কষায়াঃ সেচনে হিতাঃ ॥
তৈলমভ্যঞ্জনে কার্য্যং কুষ্ঠে সর্জ্জরসেঽপি বা।
ধবাশ্বকর্ণককুভ-ধাতকীতিন্দুকীষু চ।
কাকোল্যাদিগণে চৈব পানীয়ং সর্পিরিষ্যতে।
কুলখাঃ শঙ্খচূর্ণঞ্চ প্রদেহাঃ সর্ব্বগন্ধিকাঃ ॥
গৃধ্রোলূকপুরীষাণি যবা যবফলো ঘৃতম্।
সন্ধ্যয়োরুভয়োঃ কার্য্যমেতদ্ধূপনং শিশোঃ ॥
বরুণারিষ্টকময়ং রুচকং সেন্দুকং তথা ॥
সততং ধারয়েচ্চাপি কৃতং বা পৌত্রজীবিকম্।
শুক্লাঃ সুমনসো লাজাঃ পয়ঃ শাল্যোদনং তথা ॥
বলির্নিবেদ্যো গোতীর্থে রেবত্যৈ প্রযতাত্মনা।
সঙ্গমে চ ভিষক্ স্নানং কুর্য্যাদ্ধাত্রীকুমারয়োঃ ॥
নানাবস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা।
চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদতু ॥
লম্বা করালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা।
রেবতী সততং মাতা সা তে দেবী প্রসীদ তু ॥ ২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে রেবতীপ্রতিষেধো নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

রেবতীপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা রেবতীপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী (কর্কটশৃঙ্গী), অনন্তমূল, পুনর্নবা, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী ও বিদারী এই সকলের কষায় সেচন করিবে। কুষ্ঠ ও সর্জ্জরসের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করাইবে। ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন ও তিন্দুকের কাথ আর কাকোল্যাদি গণের কল্ক এবং ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। কুলথ, শঙ্খচূর্ণ ও সর্ব্বগন্ধ এই সকলের কল্ক লেপন করিবে। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে গৃধ্র ও উল্লুকের পুরীষ, যব, যবফল (বংশ) ও ঘৃতের ধূপ দিবে। বরুণ বা নিম্বকাষ্ঠ বা নির্গুণ্ডীকাষ্ঠ বা পুত্রঞ্জীবকের গ্রীবাভরণ প্রস্তুত করিয়া সতত ধারণ করিবে। শুক্ল পুষ্পসমূহ, লাজসমূহ, দুগ্ধ ও শালিতণ্ডুলের অন্ন এই সকল দ্বারা গোয়াল ঘরের ভিতর রেবতীর পূজা করিবে। আর নদীসঙ্গমে ধাত্রী ও কুমারকে স্নান করাইবে এবং স্নানকালে এই মন্ত্র পাঠ করিবে;—"নানাবস্ত্রধরা দেবী" ইত্যাদি। ২

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পূতনাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
কপোতবঙ্কাঽরলুকো বরুণঃ পারিভদ্রকঃ।
আস্ফোতা চৈব যোজ্যাঃ স্যুর্বালানাং পরিষেচনে ॥ ২
বচা বয়ঃস্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থে বর্গ ইষ্যতে ॥
হিতং ঘৃতং তুগাক্ষীর্য্যাং সিদ্ধং মধুরকেষু চ।
কুষ্ঠতালীশখদিরং চন্দনস্যন্দনে তথা ॥
দেবদারু বচা হিঙ্গু কুষ্ঠং গিরিকদম্বকঃ।
এলাহরেণবশ্চাপি যোজ্যা উদ্ধূপনে সদা ॥
গন্ধনাকুলির্কুম্ভীকা মজ্জানো বদরস্য চ।
কর্কটাস্থি ঘৃতঞ্চৈব ধূপনং সর্ষপৈঃ সহ ॥
কাকাদনীং চিত্রফলাং বিম্বীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েৎ।
মৎস্যৌদনঞ্চ কুর্ব্বীত কৃশরাং পললং তথা ॥
শরাবসম্পুটে কৃত্বা বলিং শূন্যগৃহে হরেৎ।
উচ্ছিষ্টেনাভিষেকেণ শিরসি স্নানমিষ্যতে ॥
পূজ্যা চ পূতনা দেবী বলিভিঃ সোপহারকৈঃ ॥
মলিনাম্বরসংবীতা মলিনা রুক্ষমূর্দ্ধজা।
শূন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

পূতনাপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা পূতনাপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। কপোতবঙ্কা ("কবড়বঙ্কা" ইতি লোকে। আধুনিক কোন মতে ব্রাহ্মী), অবলুক (শ্যোণাক), বরুণ, পারিভদ্রক (পালিদামাদার) এবং আস্ফোতা (সারিবা) এই সকলের কাথ পূতনাপীড়িত বালকের গাত্রে পরিষেক করিবে। ২। বচ, বয়ঃস্থা (ব্রাহ্মী বা গুড়ূচী), গোলোমী (দূর্ব্বা), হরিতাল, মনঃশিলা, কুড় ও সর্জ্জরস এই সকলের কল্কে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। বংশলোচন ও কাকোল্যাদির কল্কে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। কুড়, তালীশপত্র, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও স্যন্দন (তিনিশ) এই সকলের কাথ ও কল্কে ঘৃত পাক করিয়া পান করান যায়। দেবদারু, বচ, হিঙ্গু, কুড়, গিরিকদম্বক (কেলিকদম্ব), এলা ও হরেণু এই সকলের ধূপন হিতকর। গন্ধনাকুলী (সুগন্ধরাস্না), পানা, কুলের আঁঠির শাঁস, কাঁকড়ার দাড়া, ঘৃত ও সর্ষপের ধূমও হিতকর। কাকাদনী (কাকতিন্দুক), চিত্রফলা (ইন্দ্রবারুণী), বিম্বী ও গুঞ্জা অঙ্গে ধারণ করাইবে। মৎস্য, অন্ন, কৃশরা ও মাংস শরাবসম্পুটে আবদ্ধ করিয়া শূন্যগৃহে বলি প্রদান করিবে। উচ্ছিষ্টজলে (আঁচানজলে) শিরঃস্নান করাইবে।

দুর্দর্শনা সুদুর্গন্ধা করালা মেঘকালিকা।
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেবী দারকং পাতু পূতনা॥ ৩
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে পূতনাপ্রতিষেধো
নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽন্ধপূতনাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
তিক্তকদ্রুমপত্রাণাং কার্য্যঃ ক্বাথোঽবসেচনে।
সুরা সৌবীরকঞ্চ কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা॥
তথা সর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থমুপদিশ্যতে।
পিপ্পল্যঃ পিপ্পলীমূলং বর্গো মধুরকো মধু॥
শালপর্ণী বৃহত্যৌ চ ঘৃতার্থমুপদিশ্যতে॥
সর্ব্বগন্ধৈঃ প্রদেহশ্চ গাত্রেঘক্ষ্ণোশ্চ শীতলৈঃ॥
পুরীষং কৌক্কুটং কেশাংশ্চর্ম্ম সর্পত্বচং তথা।
জীর্ণাঞ্চ ভিক্ষুসঙ্ঘাটীং ধূপনায়োপকল্পয়েৎ॥
কুক্কুটীং মর্কটীং শিম্বীমনন্তাঞ্চাপি ধারয়েৎ॥
মাংসমামং তথা পক্কং শোণিতঞ্চ চতুষ্পথে।
নিবেদ্যমন্তশ্চ গৃহে শিশো রক্ষানিমিত্ততঃ॥
শিশোশ্চ স্নপনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বগন্ধাদিকৈঃ শুভৈঃ॥
করালা পিঙ্গলা মুণ্ডা কষারাম্বরবাসিনী।
দেবী বালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপূতনা॥ ২
ইত্যুত্তরতন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

আর পূতনা দেবীকে সোপহার বলিযোগে পূজা করিবে। আর "মলিনা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ৩

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অন্ধপূতনাপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা অন্ধপূতনাপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বালক পূতনা গ্রহে আক্রান্ত হইলে তিক্তরস বৃক্ষপত্রসমূহের ক্বাথ পরিষেচন করিবে। সুরা, সৌবীরক, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা ও সর্জ্জরসের কল্কে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, মধুর বর্গ, শালপর্ণী ও বৃহতীর ক্বাথ ও কল্কে ঘৃত পাক করিয়া মধুসহযোগে পান করাইবে। সর্ব্বগন্ধের প্রলেপ গাত্রে দিবে। অক্ষিদ্বয়ে শীতলরস দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। কুক্কুটের পুরীষ, কেশ, চর্ম্ম, সাপের খোলস এবং ভিক্ষুকের জীর্ণবস্ত্র ধূপন করিবে। কুক্কুটী ("কুক্কুটীশরীরবৎকুসুমা বিচিত্রবল্লী"), মর্কটী (আলকুশী), শিম ও অনন্তমূল শরীরে ধারণ করিবে। আম ও পক্ক মাংস এবং শোণিত চতুষ্পথে ও গৃহের মধ্যে শিশুর রক্ষার্থ বলি দিবে। পবিত্র সর্ব্বগন্ধজলে শিশুকে স্নান করাইবে। আর "করালা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। ২

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শীতপূতনাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
কপিত্থং সুবহাং বিম্বীং তথা বিল্বং প্রচীবলম্।
নন্দীং ভল্লাতকীঞ্চাপি পরিষেকে প্রযোজয়েৎ॥
বস্তমূত্রং গবাং মূত্রং মুস্তঞ্চ সুরদারু চ।
কুষ্ঠঞ্চ সর্ব্বগন্ধাঞ্চ তৈলার্থমবচারয়েৎ॥
রোহিণীসর্জ্জখদির-পলাশককুভত্বচঃ।
নিঃক্বাথ্য তস্মিন্ নিঃক্বাথে সক্ষীরঞ্চ বিপাচিতম্॥
গৃধ্রোলূকপুরীষাণি বস্তগন্ধামহেস্ত্বচঃ।
নিম্বপত্রাণি মধুকং ধূপনার্থে প্রযোজয়েৎ॥
ধারয়েদপি লম্বাঞ্চ গুঞ্জাং কাকাদনীং তথা।
নদ্যাং মুদ্গাকৃতৈশ্চান্নৈস্তর্পয়েচ্ছীতপূতনাম্॥
দেব্যৈ দেয়শ্চোপহারো বারুণী রুধিরং তথা।
জলাশয়ান্তে বালস্য স্নপনঞ্চোপদিশ্যতে॥
মুদ্গৌদনাশনা দেবী সুরাশোণিতপায়িনী।
জলাশয়ালয়া দেবী পাতু ত্বাং শীতপূতনা॥ ২
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শীতপূতনাপ্রতিষেধো
নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শীতপূতনাপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা শীতপূতনাপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। কপিত্থ, রাস্না, বিম্বী, বিল্ব, 'প্রাচীবল', নন্দী (বট) ও "ভল্লাতকী" এই সকলের ক্বাথ পরিষেক করিবে। ছাগমূত্র, গোমূত্র, মুথো, দেবদারু, কুড় ও সর্ব্বগন্ধ এই সকলের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করাইবে। রোহিণী (কট্‌কী), সর্জ্জ, খদিরকাষ্ঠ, পলাশ ও অর্জ্জুনের ত্বক্ ইহাদের ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, বস্তগন্ধা (বনযমানী), সাপের খোলস, নিমপাতা ও যষ্টিমধুর ধূপ দিবে। তিত লাউ, গুঞ্জা ও কাকজঙ্ঘা অঙ্গে ধারণ করাইবে। বৈদ্য নদীতে মুদ্গান্নযোগে শীতপূতনার তর্পণ করিবে। দেবীকে বারুণী ও রুধির উপহার দিবে। জলাশয়-তীরে বালককে স্নান করাইবে। আর এই মন্ত্রপাঠ করিবে;—"মুদ্গৌদনা" ইত্যাদি। ২

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মুখমণ্ডিকাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
কপিত্থবিল্বতর্কারী-বাংশীগন্ধর্ব্বহস্তকাঃ।
কুবেরাক্ষী চ যোজ্যাঃ স্যুর্ব্বালানাং পরিষেচনে ॥
স্বরসৈর্ভৃঙ্গবৃক্ষাণাং তথাজহরিগন্ধয়োঃ।
তৈলং বসাঞ্চ সংযোজ্য পচেদভ্যঞ্জনে শিশোঃ ॥
মধূলিকায়াং পয়সি তুগাক্ষীর্য্যাং গণে তথা।
মধুরে পঞ্চমূলে চ কনীয়সি ঘৃতং পচেৎ ॥
বচা সর্জ্জরসঃ কুষ্ঠং সর্পিশ্চোদ্ধূপনে হিতম্।
ধারয়েদপি জিহ্বাশ্চ চাষচীরল্লিসর্পজাঃ ॥
বর্ণকং চূর্ণকং মাল্যমঞ্জনং পারদং তথা।
মনঃশিলাঞ্চোপহরেদ্ গোষ্ঠমধ্যে বলিং তথা ॥
পায়সং সপুরোডাশং বল্যর্থমুপহারয়েৎ।
মন্ত্রপূতাভিরদ্ভিশ্চ তত্রৈব স্নপনং হিতম্ ॥
অলঙ্কৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী।
গোষ্ঠমধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা ॥ ২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে মুখমণ্ডিকাপ্রতিষেধো নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মুখমণ্ডিকাপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা 'মুখমণ্ডিকাপ্রতিষেধ' ব্যাখ্যা করিব। ১। কপিথ, বিল্ব, তর্কারী (গণিয়ারী), বাংশী (বংশলোচন), গন্ধর্ব্বহস্তক (এরণ্ড) ও কুবেরাক্ষী (পারুল) এই সকলের ক্বাথ পরিষেক করিবে। ভৃঙ্গপত্রের স্বরস অজগন্ধা (যমানী) ও অগগন্ধার ক্বাথ, বসা ও তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করাইবে। মধূলিকার (মূর্ব্বার) ক্বাথ, তুগাক্ষীর্য্যাদি গণের কল্ক ও দুগ্ধ অথবা মধুর গণের কল্ক ও স্বল্পপঞ্চমূলের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। বচ, সর্জ্জরস, কুড়, ঘৃতের ধূপন হিতকর। চাষপক্ষী, 'চীরল্লী' ও সর্পের জিহ্বা ধারণ করিবে। দেবীকে বর্ণক (রোচনা), চূর্ণক ('আবীর'), মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও মনঃশিলা গোষ্ঠমধ্যে বলি দিবে। পায়স ও বৃষ বলিস্বরূপ উপহার দিবে। বালককে মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইবে। আর এই মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা;—'অলঙ্কৃতা' ইত্যাদি। ২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নৈগমেষপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
বিল্বাগ্নিমন্থপূতীকাঃ কার্য্যাঃ স্যুঃ পরিষেচনে।
সুরাসৌবীরধান্যাম্লৈঃ পরিষেকশ্চ শস্যতে ॥
প্রিয়ঙ্গুসরলানন্তা-শতপুষ্পাকুটন্নটৈঃ ॥
পচেৎ তৈলং সগোমূত্রৈর্দধিমস্তুম্লকাঞ্জিকৈঃ ॥
পঞ্চমূলদ্বয়ক্বাথে ক্ষীরে মধুরকেষু চ।
পচেদ্ঘৃতঞ্চ মেধাবী খর্জ্জুরীমস্তকেঽপি চ ॥
বচাং বয়ঃস্থাং গোলোমীং জটিলাং বাপি ধারয়েৎ।
উৎসাদনং হিতঞ্চাত্র স্কন্দাপস্মারনাশনম্ ॥
সিদ্ধার্থকবচাহিঙ্গু-কুষ্ঠভল্লাতকৈঃ সহ।
ভল্লাতকাজমোদাশ্চ হিতমুদ্ধূপনং শিশোঃ ॥
মর্কটোলূকগৃধ্রাণাং পুরীষাণি নবগ্রহে।
ধূপঃ সুপ্তে জনে কার্য্যো বালস্য হিতমিচ্ছতা ॥
তিলতণ্ডুলকং মাল্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধানপি।
কুমারপিতৃমেষায় বৃক্ষমূলে নিবেদয়েৎ ॥
অধস্তাদ্বটবৃক্ষস্য স্নপনঞ্চোপদিশ্যতে।
বলিং ন্যগ্রোধবৃক্ষেষু তিথৌ ষষ্ঠ্যাং নিবেদয়েৎ ॥
অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ।
বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেষোঽভিরক্ষতু ॥ ২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে নৈগমেষপ্রতিষেধো নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

নৈগমেষপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা নৈগমেষপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বিল্ব, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), পুতিক (পুতিকরঞ্জ) এই সকলের ক্বাথ পরিষেক করিবে। সুরা, সৌবীর ও ধান্যাম্লের পরিষেকও প্রশস্ত। প্রিয়ঙ্গু, শুক্লত্রিবৃৎ, অনন্তমূল, শুল্‌ফা, কুটন্নট (তগর) এই সকলের কল্ক এবং গোমূত্র, দধিমস্তু ও কাঞ্জীক আর তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করাইবে। দশমূল ও যষ্টিমধুর ক্বাথ দুই ভাগ, দুগ্ধ এক ভাগ, ঘৃত এক ভাগ এবং খেজুরমাথী চতুর্থাংশ পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। বচ, বয়ঃস্থা (গুড়ুচী বা ব্রহ্মী), গোলোমী (দূর্ব্বা) বা জটিলা (জটামাংসী) অঙ্গে ধারণ করাইবে। স্কন্দাপস্মারের যে উৎসাদন বলা হইয়াছে, তাহা এই রোগে হিতকর। শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, কুড়, অক্ষভ (খই), ভল্লাতক ও অজমোদার ধূপন হিতকর। রাত্রিকালে জনতা সুপ্ত হইলে মর্কট, উলুক ও গৃধ্রের পুরীষ বালকের কল্যাণার্থ ধূপ দিবে। তিলতণ্ডুল, মাল্য ও বিবিধ ভক্ষ্য নৈগমেষ দেবতাকে বৃক্ষমূলে বলি দিবে। বট বৃক্ষের নিম্নে বালককে স্নান করাইবে। 'ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে ষষ্ঠী তিথিতে বলি দিবে। আর "অজাননঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ২

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গ্রহোৎপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
নব স্কন্দাদয়ঃ প্রোক্তাঃ বালানাং য ইমে গ্রহাঃ।
শ্রীমন্তো দিব্যবপুষো নারীপুরুষবিগ্রহাঃ ॥
এতে গুহস্য রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নিশূলিভিঃ।
সৃষ্টাঃ শরবণস্থস্য রক্ষিতস্যাত্মতেজসা ॥
স্ত্রীবিগ্রহা গ্রহা যে তু নানারূপা মযেরিতাঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ তে ভাগা রাজসা মতাঃ ॥
নৈগমেষস্তু পার্ব্বত্যা সৃষ্টো মেষাননো গ্রহঃ।
কুমারধারী দেবস্য গুহস্যাত্মসমঃ সখা ॥
স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ সোঽগ্নিনাগ্নিসমদ্যুতিঃ।
স চ স্কন্দসখা নাম বিশাখ ইতি চোচ্যতে ॥
স্কন্দঃ সৃষ্টো ভগবতা দেবেন ত্রিপুরারিণা।
বিভর্ত্তি চাপরাং সংজ্ঞাং কুমার ইতি স গ্রহঃ ॥
বাললীলাধরো যোঽয়ং দেবো রুদ্রাগ্নিসম্ভবঃ।
মিথ্যাচারেষু ভগবান্ স্বয়ং নৈষ প্রবর্ত্ততে ॥
কুমারঃ স্কন্দসামান্যাদত্র কেচিদপণ্ডিতাঃ।
গৃহ্ণাতীত্যল্পবিজ্ঞানা ব্রুবতে দেহচিন্তকাঃ ॥ ২
ততো ভগবতি স্কন্দে সুরসেনাপতৌ কৃতে।
উপতস্থুর্গ্রহাঃ সর্ব্বে দীপ্তশক্তিধরং গুহম্ ॥
উচুঃ প্রাঞ্জলয়শ্চৈনং বৃত্তিং নঃ সংবিধৎস্ব বৈ।
তেষামর্থে ততঃ স্কন্দঃ শিবং দেবমচোদয়ৎ ॥
ততো গ্রহাংস্তানুবাচ ভগবান্ ভগনেত্রহৃৎ।
তির্য্যগ্যোনিং মানুষঞ্চ দৈবঞ্চ ত্রিতয়ং জগৎ ॥
পরস্পরোপকারেণ বর্ত্ততে ধার্য্যতেঽপি চ ॥
দেবা মনুষ্যান্ প্রীণন্তি তৈর্য্যগ্যোনীংস্তথৈব চ।
বর্ত্তমানৈর্যথাকালং শীতবর্ষোষ্ণমারুতৈঃ ॥
ইজ্যাঞ্জলিনমস্কার-জপহোমব্রতাদিভিঃ।
নরাঃ সম্যক্ প্রযুক্তৈশ্চ প্রীণন্তি ত্রিদিবেশ্বরান্ ॥
ভাগধেয়ং বিভক্তঞ্চ শেষং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
তদ্যুষ্মাকং শুভা বৃত্তির্বালেষ্বেব ভবিষ্যতি ॥
কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোঽতিথয়স্তথা ॥
নিবৃত্তাচারশৌচেষু পরপাকোপভোজিষু।
উচ্ছিন্নবলিভিক্ষেষু ভিন্নকাংস্যোপভোজিষু ॥
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্ গৃহ্ণীধ্বমশঙ্কিতাঃ ॥
তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পূজা চৈব ভবিষ্যতি ॥
এবং গ্রহাঃ সমুৎপন্না বালান্ গৃহ্ণন্তি চাপ্যতঃ ॥
গ্রহোপসৃষ্টা বালাস্তু দুশ্চিকিৎস্যতমা মতাঃ ॥
বৈকল্যং মরণঞ্চাশু ধ্রুবং স্কন্দগ্রহে মতম্ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রহোৎপত্তি।

অনন্তর আমরা গ্রহোৎপত্তি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। বালকদিগের স্কন্দাদি যে নয় প্রকার গ্রহ বলা হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীমান্ ও দিব্যশরীর এবং কেহ বা নারীদেহ, কেহ বা পুরুষদেহ। কৃত্তিকা, উমা, অগ্নি ও শূলপাণি শরবণে কুমার কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার্থ ইঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় স্বীয় তেজেই রক্ষিত হইতেছিলেন। আমি যে সকল নানারূপ স্ত্রীবিগ্রহ গ্রহের বিষয় বলিলাম, তাঁহারা কেহ গঙ্গার, কেহ উমার, কেহ বা কৃত্তিকার রাজস অংশ। নৈগমেষ গ্রহ পার্ব্বতীর সৃষ্ট ও মেষানন। স্কন্দাপস্মার নামক গ্রহ কুমারপালক এবং কার্ত্তিকেয়ের আত্মসম সখা। অগ্নি হইতে তাঁহার উৎপত্তি এবং অগ্নির সমান দ্যুতি। স্কন্দগ্রহের নাম বিশাখ। স্কন্দ ভগবান্ ত্রিপুরারি দেবের সৃষ্ট। ইঁহার অপর নাম কুমার। সেই রুদ্রাগ্নিসম্ভূত দেব বালকের ন্যায় লীলাপরায়ণ। ইনি স্বয়ং কখন মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হন না। কোন কোন অপণ্ডিত, স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের একটী নাম বলিয়া, স্কন্দগ্রহ শব্দে কার্ত্তিকেয়কেই বালকের অন্যতম গ্রহ বলিয়া থাকে। ২। অনন্তর ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সুরগণের সেনাপতি নিযুক্ত হইলে গ্রহেরা সকলে মিলিত হইয়া দীপ্তশক্তিধর কার্ত্তিকেয়কে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাঞ্জলি হইয়া কহিলেন যে, আপনি আমাদের বৃত্তি (প্রাণযাত্রার উপায়) বিধান করুন। তৎপরে স্কন্দ দেবতাদের জন্য শিবকে বলিলেন। অনন্তর সেই সকল গ্রহকে ভগবান্ শিব কহিলেন যে, তীর্য্যক্‌যোনি মানুষ ও দেবতা এই তিন লইয়া জগৎ। ইহারা পরস্পরের উপকার করিয়া পরস্পরকে বর্ত্তন ও ধারণ করে। দেবতারা মনুষ্যদিগকে পোষণ করেন, মানুষেরা তির্য্যক্‌যোনিকেও পোষণ করিয়া থাকেন। দেবতারা যথাকালে শীত, বর্ষা, উষ্ণ ও বায়ু বিতরণ করিয়া মনুষ্যদিগের বর্ত্তন সাধন করেন। এইরূপ মানুষেরা অঞ্জলিকর্ম্ম, নমস্কার, জপ হোম ও ব্রতাদিযোগে দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে দেবতার যে যজ্ঞভাগ প্রাপ্য আছে, তাহা তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্টই আছে। কিছুই অবশিষ্ট নাই। তোমাদের শুভবৃদ্ধি বালকদিগের রক্ষার্থ হউক। কিন্তু যে সকল কুলে দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করা হয় না, ব্রাহ্মণ ও সাধু এবং গুরু ও অতিথিগণের পূজা করা হয় না, যে সকল কুলে আচার ও শৌচ নিবৃত্ত হইয়াছে, যাহারা স্বপাক ভক্ষণ না করিয়া পরপাক ভক্ষণ করিয়া থাকে, যাহারা উচ্ছিষ্ট বলিদ্রব্যে অভিলাষ করিয়া থাকে, যাহারা ভিন্ন কাংস্যপাত্রে ভোজন করিয়া থাকে, তাহাদের গৃহে যে সকল বালক থাকে, সেই সকল বালককে তোমরা আক্রমণ করিতে পার। সেই সকল গৃহে তোমাদের বিপুলা বৃত্তি ও পূজা হইবে। এই কারণেই গ্রহেরা বালকদিগকে আক্রমণ করে। গ্রহগ্রস্ত বালকেরা অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য

স্কন্দগ্রহোহত্যুগ্রতমঃ সর্ব্বেষেব যতঃ স্মৃতঃ ॥
অন্যো বা সর্ব্বরূপস্তু ন সাধ্যো গ্রহ উচ্যতে ॥ ৩.

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে গ্রহোৎপত্তি-
র্নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ

অথাতো যোনিব্যাপৎপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
প্রবৃদ্ধলিঙ্গং পুরুষং যাহত্যর্থমুপসেবতে।
রুক্ষদুর্ব্বলবালায়াস্তস্যা বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ॥
স দুষ্টো যোনিমাসাদ্য যোনিরোগায় কল্পতে।
ত্রয়াণামপি দোষাণাং যথাস্বং লক্ষণেন তু ॥
বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে ॥
মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ।
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্ ॥
উদাবর্ত্তা তথা বন্ধ্যা বিপ্লুতা চ পরিপ্লুতা।
বাতলা চেতি বাতোত্থা পিত্তোত্থা রুধিরক্ষরা ॥
বামিনী স্রংসিনী বাপি পুত্রঘ্নী পিত্তলা চ যা।
অত্যানন্দা চ যা যোনিঃ কর্ণিনী চরণাদ্বয়ম্ ॥
শ্লৈষ্মিকী সকফা জ্ঞেয়া ষণ্ডী চ ফলিনী তথা।
মহতী সূচিবক্ত্রা চ সর্ব্বজেতি ত্রিদোষজা ॥ ২

সফেনিলমুদাবর্ত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণ মুঞ্চতি ॥ ৩
বন্ধ্যাং নষ্টার্ত্তবাং বিদ্যাদ্বিপ্লুতাং নিত্যবেদনাম্ ॥ ৪
পরিপ্লুতায়াং ভবতি গ্রাম্যধর্ম্মে রুজা ভৃশম্ ॥ ৫
বাতলা কর্কশা স্তব্ধা শূলনিস্তোদপীড়িতা ॥ ৬
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু ভবন্ত্যনিলবেদনাঃ ॥ ৭
সদাহং ক্ষরিতাসৃক্ যস্যাঃ সা লোহিতক্ষরা ॥ ৮
সবাতমুদ্গিরেদ্বীজং বামিনী রজসা যুতম্ ॥ ৯
প্রস্রংসিনী স্পন্দতে তু ক্ষোভিতা দুঃপ্রসূশ্চ যা ॥ ১০
স্থিতং স্থিতং হন্তি গর্ভং পুত্রঘ্নী রক্তসংস্রবাৎ ॥ ১১
অত্যর্থং পিত্তলা যোনির্দাহপাকজ্বরান্বিতা ॥ ১২
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু পিত্তলিঙ্গোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ ॥ ১৩
অত্যানন্দা ন সন্তোষং গ্রাম্যধর্ম্মেণ গচ্ছতি ॥ ১৪
কর্ণিন্যাং কর্ণিকাযোনৌ শ্লেষ্মাসৃগ্ভ্যাঞ্চ জায়তে ॥ ১৫
মৈথুনাচরণাৎ পূর্ব্বং পুরুষাদতিরিচ্যতে ॥ ১৬
বহুশশ্চাতিচরণাদস্যা বীজং ন বিন্দতি ॥ ১৭
শ্লেষ্মলা পিচ্ছিলা যোনিঃ কণ্ডূযুক্তাতিশীতলা ॥ ১৮
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু শ্লেষ্মলিঙ্গোচ্ছ্রিতির্ভবেৎ ॥ ১৯
অনার্ত্তবস্তনা ষণ্ডী খরস্পর্শা চ মৈথুনে ॥ ২০
অতিকায়গৃহীতায়াস্তরুণ্যাঃ ফলিনী ভবেৎ ॥ ২১
বিবৃতাতিমহাযোনিঃ ——— ——— ॥ ২২

হয়। স্কন্দ গ্রহ আক্রমণ করিলে বৈকল্য ও মরণ আশু হয়। কেননা সর্ব্ব গ্রহের মধ্যে স্কন্দ গ্রহ অতিশয় উগ্র। আবার অন্য গ্রহও সর্ব্বরূপে আক্রমণ করিলে সাধ্য হয় না। ৩

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

যোনিব্যাপৎপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা যোনিব্যাপৎপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব।১। যে নারী প্রবৃদ্ধলিঙ্গ পুরুষকে অতি সেবন করে, সে রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে এবং তাহার বায়ু কুপিত হয়। সেই দুষ্ট বায়ু যোনিগত হওয়াতে যোনিরোগ হয়। আবার ত্রিদোষের স্ব স্ব লক্ষণ সহকারে বিংশতি প্রকার যোনিরোগ হইয়া থাকে। সেই বিংশতিপ্রকার যোনি-ব্যাপৎ স্ত্রীদিগের মিথ্যাচার, দুষ্ট আর্ত্তব, পুরুষের বীজ-দোষ এবং দৈব বশতও হইয়া থাকে। ঐ সকল রোগ পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যথা;—উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, পরিপ্লুতা, বাতলা, রক্তক্ষরা, বামিনী, স্রংসিনী, পুত্রঘ্নী, পিত্তলা, অত্যানন্দা, কর্ণিনী, চরণা, অতিচরণা, শ্লৈষ্মিকা, ষণ্ডী, ফলিনী, মহতী, সূচিবক্ত্রা ও সর্ব্বজা। [গণনায় উনিশপ্রকার হইতেছে]। ২। উদাবর্ত্তা যোনি ঈষৎ ফেনিল রজঃ কৃচ্ছ্রের সহিত ত্যাগ করে। ৩। বন্ধ্যা যোনি নষ্টার্ত্তবা হয়। ৪। পরিপ্লুতা যোনিতে গ্রাম্য-ধর্ম্ম আচরণ করিলে, অতিশয় বেদনা হয়। ৫। বাতলা যোনি কর্কশা, স্তব্ধা, শূলপীড়িতা ও নিস্তোদযুক্তা হয়। ৬। এই প্রথম চারি প্রকার যোনিতেই বাতজন্য বেদনা হইয়া থাকে। ৭। যাহার যোনি দাহযুক্ত রক্ত ক্ষরণ করে, তাহার সেই যোনিকে রক্তক্ষরা কহে। ৮। বামিনী যোনি বায়ুর সহিত রজোযুক্ত বীজ বমন করে। ৯। স্রংসিনী যোনি স্পন্দিতা (স্রাবিতা) ও ক্ষোভিতা (বাধাযুক্ত) হয়, আর কষ্টে প্রসব করে। ১০। পুত্রঘ্নী যোনি রক্ত-সংস্রবহেতু স্থিত গর্ভকে নষ্ট করে [অর্থাৎ গর্ভকে উৎপন্ন মাত্রেই নষ্ট করে না]। ১১। অতিশয় পিত্তলা যোনি দাহপাক ও জ্বরান্বিত হয়। ১২। রক্তক্ষরা প্রভৃতি প্রথম চারি প্রকার যোনিতে পিত্তাধিক্য থাকে। ১৩। অত্যানন্দা যোনি গ্রাম্যধর্ম্মে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না। ১৪। কর্ণিনী যোনিতে শ্লেষ্মা ও রক্তযোগে কর্ণিকা হয়। ১৫। চরণা যোনিতে মৈথুনের পূর্ব্বে অতিশয় কণ্ডূয়ন হয় [তাহাতে পুরুষেচ্ছা হইয়া থাকে]। ১৬। অতিচরণা যোনি সঙ্গমে বীজ প্রাপ্ত হয় না। ১৭। শ্লেষ্মলা যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত ও অতিশয় শীতল হয়। ১৮। অত্যানন্দা প্রভৃতি প্রথম চারি প্রকার যোনিতে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে। ১৯। ষণ্ডী নারী অনার্ত্তবা, অস্তনা ও মৈথুনে খরস্পর্শা হয়। ২০। বৃহল্লিঙ্গ পুরুষকে গমন করিলে, তরুণীর যোনি ফলিনী হয়। ২১। মহতী যোনি অতি বিবৃত হয়। ২২।

——— সূচীবক্ত্রাতিসংবৃতা ॥ ২৩
সর্ব্বলিঙ্গসমুত্থানা সর্ব্বদোষপ্রকোপজা ॥ ২৪
চতস্রস্বপি চাদ্যাসু সর্ব্বলিঙ্গোচ্ছ্রিতির্ভবেৎ ॥ ২৫
পঞ্চাসাধ্যা ভবন্তীমা যোনয়ঃ সর্ব্বদোষজাঃ ॥ ২৬
প্রতিদোষস্তু সাধ্যাসু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে।
দদ্যাচ্চোত্তরবস্তীংশ্চ বিশেষেণ যথোদিতান্ ॥ ২৭
কর্কশাং শীতলাং স্তব্ধামপস্পর্শাঞ্চ মৈথুনে।
কুম্ভীস্বেদৈরুপচরেৎ সানূপৌদকসংযুতৈঃ ॥
মধুরৌষধসংযুক্তান্ বেশবারাংশ্চ যোনিষু।
নিক্ষিপেদ্ধারয়েচ্চাপি পিচুং তৈলমতন্দ্রিতা ॥
ধাবনানি চ পথ্যানি কুর্ব্বীত পূরণানি চ ॥ ২৮
ওষচোষান্বিতাসূক্তং কুর্য্যাচ্ছীতং বিধিং ভিষক্।
দুর্গন্ধাং পিচ্ছিলাঞ্চাপি চূর্ণৈঃ পঞ্চকষায়জৈঃ।
পূরয়েদ্রাজবৃক্ষাদিকষায়ৈশ্চাপি ধাবনম্ ॥ ২৯
যোন্যাস্তু পূয়স্রাবিণ্যাং শোধনদ্রব্যসংভৃতৈঃ।
সগোমূত্রৈঃ সলবণৈঃ পিণ্ডৈরাপূরণং হিতম্ ॥ ৩০
বৃহতীফলকল্কস্য দ্বিহরিদ্রাযুতস্য চ।
কণ্ডূমতীমপস্পর্শাং পূরয়েদ্ধূপয়েৎ তথা ॥ ৩১
বর্ত্তিং প্রদদ্যাৎ কর্ণিন্যাং শোধনদ্রব্যসংভৃতাম্ ॥ ৩২
প্রস্রংসিনীং ঘৃতাভ্যক্তাং ক্ষীরস্বিন্নাং প্রবেশয়েৎ।
পিধায় বেশবারেণ ততো বন্ধং সমাচরেৎ ॥ ৩৩

প্রাতদোষং যদধ্যাচ্চ সুরারিষ্টাসবান্ ভিষক্।
প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবেত রসোনাস্তুক্কৃতং রসম্।
ক্ষীরমাংসরসপ্রায়মাহারং বিদধীত চ ॥ ৩৪
শুক্রার্ত্তবাদয়ো দোষাঃ স্তনরোগাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
ক্লৈব্যোত্থানানি মূঢ়স্য গর্ভস্য বিধিরেব চ ॥
গর্ভিণীপ্রতিরোগেষু চিকিৎসা চাপ্যুদাহৃতা।
তাং সর্ব্বথা প্রযুঞ্জীত যোনিব্যাপৎসু বুদ্ধিমান্।
অপপ্রজাতারোগাংশ্চ চিকিৎসেদুত্তরাদ্ভিষক্ ॥ ৩৫
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে যৌনিব্যাপৎপ্রতিষেধো নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি সুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে কৌমারভৃত্যং তন্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

অথাতো জ্বরপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
যেনামৃতমপাং মধ্যাদুদ্ধৃতং পূর্ব্বজন্মনি।
যতোহমরত্বং সম্প্রাপ্তাস্ত্রিদশাস্ত্রিদিবেশ্বরাৎ ॥
শিষ্যাস্তং দেবমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ সুশ্রুতাদয়ঃ।
ব্রণস্যোপদ্রবাঃ প্রোক্তা ব্রণিনামপ্যতঃ পরম্।
সমাসাদ্ব্যাসতশ্চৈব ব্রূহি নো ভিষজাং বর ॥
উপদ্রবেণ জুষ্টস্য ব্রণঃ কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি।

সূচীবক্ত্রাযোনি অতিশয় সংবৃত হয়। ২৩। সর্ব্বজা যোনি সর্ব্ব দোষের প্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। ২৪। যণ্ডী প্রভৃতি প্রথম চারি প্রকার যোনিতেও সর্ব্বদোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। ২৫। এই পাঁচ প্রকার সর্ব্বজা যোনি অসাধ্য। ২৬। সাধ্য যোনিরোগে দোষানুসারে স্নেহাদি ক্রম আচরণীয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বকথিত উত্তর বস্তি সকল প্রয়োগ করিবে। ২৭। যোনি কর্কশা, শীতলা, স্তব্ধা ও মৈথুনে কষ্টস্পর্শা হইলে, আনূপ ও জলজ মাংসযোগে কুম্ভীস্বেদ দিবে। আর যোনিতে কাকোল্যাদিমধুরগণ-সংযুক্ত বেশবারসমূহ প্রয়োগ করিবে। আর যোনিতে তৈলযুক্ত পিচু নিক্ষেপ ও ধারণ করিবে। আর প্রক্ষালন ও ঔষধপূরণ পথ্য। ২৮। ওষ ও চোষযুক্ত যোনিতে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পিত্তনাশক শীতল ক্রিয়া করিবে। যোনি দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিল হইলে পঞ্চ কষায়ের চূর্ণ পূরণ করিবে। আর আরগ্বধাদির কষায় দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। ২৯। পূয়স্রাবিণী যোনিতে [যথা শ্বেতপ্রদরে] শোধন দ্রব্য, গোমূত্র ও লবণের পিণ্ড সকল পূরণ করিবে। ৩০। যোনি কণ্ডূমতী ও কষ্টস্পর্শা হইলে, বৃহতীফল ও দারুহরিদ্রার কল্ক পূরণ করিবে। আর যোনিতে ধূপ দিবে। ৩১। কর্ণিনী যোনিতে শোধনদ্রব্যসংযুক্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। ৩২। প্রস্রংসিনী যোনিকে ঘৃতাভ্যক্ত ও দুগ্ধ-স্বিন্ন করিয়া প্রবিষ্ট করিবে এবং বেশবার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর বন্ধন দিবে। ৩৩। এই রোগে দোষভেদে সুরা, অরিষ্ট ও আসব দিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রসোনের রস প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ ও মাংস-রসপ্রধান আহার দিবে। ৩৪। পূর্ব্বে শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতির দোষ ও স্তনরোগ সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্লৈব্য ও মূঢ় গর্ভের চিকিৎসাও বলা হইয়াছে। গর্ভিণী-রোগের চিকিৎসাও বলা হইয়াছে। সেই চিকিৎসা বিচারপূর্ব্বক যোনিরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অকাল-প্রসূতার চিকিৎসা উত্তরতন্ত্র পাঠ করিলেও জানা যায়। ৩৫

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

কৌমারভৃত্যতন্ত্র সমাপ্ত ॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

জ্বরপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা জ্বরপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। যিনি পূর্ব্বজন্মে জলমধ্য হইতে অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং যাঁহা হইতে দেবতারা অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ত্রিদিবেশ্বর ধন্বন্তরি আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সুশ্রুতাদি শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, হে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ব্রণসমূহের উপদ্রব সকল বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ব্রণগ্রস্ত রোগীদিগের

উপদ্রবাস্ত্র ব্রণিনঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রক্ষীণবলমাংসস্ত দোষধাতুপরিক্ষয়াৎ॥
তস্মাদুপদ্রবান্ কৃৎস্নান্ ব্রূহি নঃ সচিকিৎসিতান্।
সর্ব্বকায়চিকিৎসাসু যে দৃষ্টাঃ পরমর্ষিভিঃ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাব্রবীদ্‌ভিষজাং বরঃ।
জরমাদৌ প্রবক্ষ্যামি স রোগানীকরাট্ স্মৃতঃ॥
রুদ্রকোপাগ্নিসম্ভূতঃ সর্ব্বভূতপ্রতাপনঃ।
তৈস্তৈর্নামভিরিত্যেষাং সত্ত্বানাং পরিকীর্ত্ত্যতে॥ ২
জন্মাদৌ নিধনে চৈব প্রায়ো বিশতি দেহিনঃ।
অতঃ সর্ব্ববিকারাণাময়ং রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ধৃতে দেবমনুষ্যেভ্যো নান্যো বিষহতে তু তম্।
কর্ম্মণা লভতে যস্মাৎ দেবত্বং মানুষাদপি॥
পুনশ্চৈব চ্যুতঃ স্বর্গান্মানুষ্যমনুবর্ত্ততে।
তস্মাৎ তে দৈবভাবেন সহন্তে মানুষা জ্বরম্॥
শেষাঃ সর্ব্বে বিপদ্যন্তে তৈর্য্যগ্যোনা জরার্দ্দিতাঃ॥ ৩
স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
বিকারা যুগপদ্ যস্মিন্ জ্বরঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪
দোষৈঃ পৃথক্ সমস্তৈশ্চ দ্বন্দ্বৈরাগন্তুরেব চ।
অনেককারণোৎপন্নঃ স্মৃতস্ত্বষ্টবিধো জ্বরঃ॥
দোষাঃ প্রকুপিতাঃ স্বেষু কালেষু স্বৈঃ প্রকোপনৈঃ॥
বাপ্য দেহমশেষেণ জরমাপাদয়ন্তি হি॥ ৫
দুষ্টাঃ স্বহেতুভির্দোষাঃ প্রাপ্যামাশয়মূষ্মণা।
সহিতা রসমাগত্য রসস্বেদপ্রবাহিণাম্॥
স্রোতসাং মার্গমাগত্য মন্দীকৃত্য হুতাশনম্।
নিরস্য বহিরূষ্মাণং পক্তিস্থানাচ্চ কেবলম্॥
শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জরাগমম্।
জনয়ন্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ স্ববর্ণঞ্চ ত্বগাদিষু॥ ৬
মিথ্যাতিযুক্তৈরপি চ স্নেহাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্নৃণাম্।
বিবিধাদভিঘাতাচ্চ রোগোত্থানাৎ প্রপাকতঃ॥
শ্রমাৎ ক্ষয়াদজীর্ণাচ্চ বিষাৎ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়াৎ।
ওষধীপুষ্পগন্ধাচ্চ শোকান্নক্ষত্রপীড়নাৎ॥
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মনোভূতাভিশঙ্কয়া।
স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং প্রজাতানাং তথাহিতৈঃ।
স্তন্যাবতরণে চৈব জরো দোষৈঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৭
তৈর্বেগবদ্ভির্বহুধা সমুদ্‌ভ্রান্তৈর্বিমার্গগৈঃ।
বিক্ষিপ্যমাণোঽন্তরগ্নির্ভবত্যাশু বহিশ্চরঃ॥
রুণদ্ধি চাপ্যপাং ধাতুং যস্মাৎ তস্মাজ্জ্বরাতুরঃ।
ভবত্যত্যুষ্ণগাত্রশ্চ ন চ স্বিদ্যতি সর্ব্বশঃ॥
শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু॥

অনন্তর উপদ্রব সকল সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক। উপদ্রবযুক্ত ব্রণ কষ্টসাধ্য। আর ব্রণরোগীর উপদ্রব সকলও কষ্টসাধ্য বলিয়া কথিত আছে। কেননা দোষ ও ধাতুসমূহের ক্ষয় হওয়াতে ব্রণরোগী ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস হইয়া থাকে। অতএব ব্রণরোগীর উপদ্রবসমূহ ও সেই সকল উপদ্রবের চিকিৎসা মুনিপুঙ্গবেরা কায়চিকিৎসাধিকারে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করুন। সুশ্রুতাদির সেই কথা শুনিয়া ধন্বন্তরি কহিলেন, অগ্রে জ্বরের বিষয় বলিতেছি, কেননা জ্বর রোগদিগের রাজা। উহা রুদ্রের কোপাগ্নি হইতে উদ্ভূত এবং সর্ব্বভূতের তাপকারী। 'ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর জ্বর ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইয়া থাকে।' ২। জন্ম হইতে নিধন পর্য্যন্ত জ্বর প্রায়ই দেহীদিগের শরীরে প্রবেশ করে। এইজন্য ইহাকে সর্ব্বরোগের রাজা কহে। দেবতা ও মানুষ ভিন্ন অপরে জ্বরের বেগ সহ করিতে পারে না। কর্ম্ম দ্বারা মানুষেরও দেবত্ব লাভ হইতে পারে। আবার দেবতাও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মানুষ হইতে পারে। এই কারণে মানুষ দেবাংশ দ্বারা জ্বর সহ করিয়া থাকে। অন্যান্য তির্য্যগ্‌যোনিরা জরার্দ্দিত হইলে বিপন্ন হয়। ৩। যে রোগে যুগপৎ স্বেদাবরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গের পীড়া হয়, তাহাকে জ্বর কহে। ৪। জ্বর অনেক কারণে উৎপন্ন হইলেও অষ্টবিধ হইয়া থাকে। যথা ;— বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ, বাতপিত্তজ, বাতকফজ, পিত্তশ্লেষ্মজ ও আগন্তু। দোষ সকল স্ব স্ব কালে স্ব স্ব প্রকোপণ কারণে প্রকুপিত হইয়া ও নিঃশেষে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। ৫। স্ব স্ব হেতুতে দোষ সকল দুষ্ট হইয়া ও উষ্মার সহিত আমাশয়ে গত হইয়া ও রসস্বেদবাহিস্রোতঃসমূহযোগে রসকে আক্রমণ করিয়া ও স্রোতঃসমূহের মার্গরোধ করিয়া ও অগ্নিকে মন্দীকৃত করিয়া ও পাকস্থান হইতে কেবল উষ্মাকে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিয়া এবং শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া স্ব স্ব কালে জরাগম উৎপাদন করে। আর ত্বক্‌নয়নমূত্রাদিতে স্ব স্ব বর্ণ উৎপাদন করে। ৬। আবার স্নেহাদি ক্রিয়ার মিথ্যাযোগ বা অতিযোগহেতু, বিবিধপ্রকার অভিঘাতহেতু, অন্যরোগের আবির্ভাবহেতু, শোথাদির প্রপাকহেতু, শ্রমহেতু, ক্ষয়হেতু, অজীর্ণহেতু, বিষসংসর্গহেতু, সাত্ম্য ও ঋতুর বিপর্য্যয়হেতু, ঔষধ ও পুষ্পবিশেষের গন্ধহেতু, শোকহেতু, গ্রহদোষহেতু, অভিচারহেতু, অভিশাপহেতু, কামক্রোধাদির অভিষঙ্গহেতু, ভূতসংস্রবহেতু, স্ত্রীদিগের অযথাপ্রসবহেতু এবং সুপ্রসূতা স্ত্রীদিগের অহিতাচরণহেতু জ্বর উৎপন্ন হয়। আর স্তন্যের প্রথমনিঃসরণকালেও জ্বর হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে জ্বর প্রথম উৎপন্ন হয়, পরে দোষপ্রকোপ হইয়া থাকে। ৭। দোষ সকল বেগবান্ হইয়া বহু প্রকারে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিমার্গগামী হয় এবং অন্তরগ্নিকে বহির্দ্দেশে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। তাহাতে জল ধাতুর মার্গরোধ হয় ; এই কারণে জ্বররোগীর গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে এবং স্বেদ অবরুদ্ধ হয়। শ্রান্তি, অস্থিরতা, বিবর্ণতা, বৈরস্য, নয়নপ্লব (চোখ-ছলছল), শীত বাত ও আতপে মুহুর্ম্মুহুঃ ইচ্ছা

জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ।
অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে॥
সামান্যতো বিশেষাৎ তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।
পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ কফান্নান্নাভিনন্দনম্॥
সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে।
দ্বয়োর্দ্বয়োস্তু রূপেণ সংসৃষ্টং দ্বন্দ্বজং বিদুঃ॥ ৮
বেপথুর্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠমুখশোষণম্।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবুঃ স্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ॥
শিরোহৃদ্‌গাত্ররুগ্‌বক্ত্র-বৈরস্যং বদ্ধবিট্‌কতা।
জৃম্ভাধ্মানং তথা শূলং ভবত্যনিলজে জ্বরে॥ ৯
বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥
প্রলাপঃ কটুতা বক্ত্রে মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা।
পীতাবভাসনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ॥ ১০
গৌরবং শীতমুৎক্লেশো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা।
স্রোতোরোধো রুগল্পত্বং প্রসেকো মধুরাস্যতা॥
নাত্যুষ্ণগাত্রতাচ্ছর্দ্দিরঙ্গসাদোঽবিপাকতা।
প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা॥ ১১
নিদ্রানাশো ভ্রমঃ শ্বাসস্তন্দ্রা সুপ্তাঙ্গতাঽরুচিঃ।
তৃষ্ণা মোহো মদঃ স্তম্ভো দাহঃ শীতং হৃদি ব্যথা॥
পক্তিশ্চিরেণ দোষাণামুন্মাদঃ শ্যাবদন্ততা।
রসনা পরুষা কৃষ্ণা সন্ধিমূর্দ্ধাস্থিজা রুজঃ॥
নির্ভুগ্নকলুষে নেত্রে কর্ণৌ শব্দরুগর্ন্বিতৌ।
প্রলাপঃ স্রোতসাং পাকঃ কূজনং চেতনাচ্যুতিঃ॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণামল্পশঃ সুচিরাৎ স্রুতিঃ।
সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গানি বিশেষঞ্চাত্র মে শৃণু॥ ১২
নাত্যুষ্ণশীতোঽল্পসংজ্ঞো ভ্রান্তপ্রেক্ষী হতস্বরঃ।
খরজিহ্বঃ শুষ্ককণ্ঠঃ স্বেদবিণ্মূত্রবর্জ্জিতঃ॥
সাস্রনির্ভুগ্নহৃদয়ো ভক্তদ্বেষী হতপ্রভঃ।
শ্বসন্ নিপতিতঃ শেতে প্রলাপোপদ্রবাবৃতঃ॥
তমভিন্যাসমিত্যাহুর্হতৌজসমথাপরে।
সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্যমপরে বিদুঃ॥
নিদ্রোপেতমভিন্যাসং ক্ষীণমেনং হতৌজসম্।
সংস্রস্তগাত্রং সংন্যাসং বিদ্যাৎ সর্ব্বাত্মকে জ্বরে॥ ১৩
ওজো বিস্রংসতে যস্য পিত্তানিলসমূচ্ছ্রয়াৎ।
স গাত্রস্তম্ভশীতাভ্যাং শয়নে স্যাদচেতনঃ॥
অপি জাগ্রৎ স্বপন্ জন্তুস্তন্দ্রালুশ্চ প্রলাপবান্।
সংহৃষ্টরোমা স্রস্তাঙ্গো মন্দসন্তাপবেদনঃ॥
ওজোনিরোধজং তস্য জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥ ১৪
সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেঽপি বা।

এবং দ্বেষ, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, গুরুতা, রোমহর্ষ, অরুচি, তমঃপ্রবেশ, অহর্ষ ও শীত এইগুলি জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ। বিশেষতঃ বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অতিশয় জৃম্ভণ হইতে থাকে, পিত্তহেতু নয়নের দাহ হয় এবং কফহেতু অন্নদ্বেষ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরে সর্ব্ব লক্ষণের সমবায় হয়। দ্বিদোষজ জ্বরে দুই দুই দোষের লক্ষণ হয়। ৮। বাতপ্রধান জ্বরে বেপথু, বেগপ্রভৃতির আধিক্য, কণ্ঠ ওষ্ঠ ও মুখের শোষ, নিদ্রানাশ, ক্ষবথু, স্তম্ভ, গাত্রসমূহের রুক্ষতা, মস্তক হৃদয় ও গাত্রের ব্যথা, মুখের বৈরস্য, বিষ্ঠার বদ্ধতা, জৃম্ভা, আধ্মান, ও শূল হইয়া থাকে। ৯। পৈত্তিক জ্বরে তীক্ষ্ণ বেগ, অতিসার, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ ও নাসার পাক, স্বেদ, প্রলাপ, মুখের কটুতা, মূর্চ্ছা, দাহ, মদ, তৃষ্ণা, বিষ্ঠা মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা এবং ভ্রম হয়। ১০। কফজ্বরে গুরুতা, শীত, উৎক্লেশ, রোমহর্ষ, অতিনিদ্রতা, স্রোতোরোধ, ব্যথার অল্পতা, লালাপ্রসেক, মধুরাস্যতা, গাত্রের অনতি-উষ্ণতা, বমি, অঙ্গসাদ, অবিপাকতা, প্রতিশ্যায়, অরুচি, কাস ও অক্ষিদ্বয়ের শুক্লতা হয়। ১১। সান্নিপাতিক জ্বরে নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, সুপ্তাঙ্গতা, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, দোষসমূহের বিলম্বে পাক, উন্মত্ততা, শ্যাবদন্ততা, জিহ্বার পরুষতা ও কৃষ্ণতা, সন্ধি মূর্দ্ধা ও অস্থিতে বেদনা, নেত্রদ্বয়ের নির্ভুগ্নতা ও কলুষতা, কর্ণদ্বয়ের শব্দ ও বেদনা, প্রলাপ, স্রোতঃসমূহের পাক, কূজন, চেতনাভ্রংশ এবং স্বেদ মূত্র ও পুরীষের অল্পে অল্পে ও বিলম্বে ত্যাগ হয়। আর সান্নিপাতিক জ্বরে সর্ব্বদোষের লক্ষণ হইয়া থাকে। ১২। যে সান্নিপাতিক জ্বরে না অতিশয় উষ্ণতা না অতিশয় শীত হয়, রোগী অল্পসংজ্ঞ হয়, ভ্রান্তভাবে নিরীক্ষণ করে, ভগ্নস্বর হয়, রোগীর জিহ্বা খর ও কণ্ঠ শুষ্ক হয়, স্বেদ বিষ্ঠা ও মূত্রের অনির্গম হয়, নয়ন সজল ও নির্ভুগ্ন হয়, ভক্তে দ্বেষ ও বর্ণের হীনতা হয়; রোগী শ্বাস ত্যাগ করে, শয্যায় নিপতিত থাকে, প্রলাপ বলিয়া থাকে এবং অন্যান্য উপদ্রব হয়, তাহাকে অভিন্যাস জ্বর কহে। কেহ কেহ ইহাকে হতৌজাঃ জ্বর বলিয়া থাকেন। এই সান্নিপাতিক জ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য। কোন কোন মতে অসাধ্য। কেহ বলেন, সন্নিপাতজ্বরে নিদ্রাধিক্য থাকিলে তাহাকে অভিন্যাস জ্বর কহে। আর রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে হতৌজা জ্বর কহে এবং রোগী সংস্রস্তগাত্র (পতিত) হইলে সন্ন্যাস কহে। ১৩। বাতপিত্তের সমুচ্ছ্রায় বশতঃ যে জ্বররোগীর ওজঃ বিস্রস্ত হয়, সে গাত্রস্তম্ভ ও শীতযুক্ত হইয়া শয্যায় অচেতন অবস্থায় পতিত থাকে। সে জাগিয়াও স্বপ্ন দেখিতে থাকে (অথবা জাগিয়া জাগিয়া নিদ্রা যায়)। সে তন্দ্রালু হয় ও প্রলাপ বলিতে থাকে এবং হৃষ্টরোমা, স্রস্তাঙ্গ, অল্পসন্তাপ ও অল্পবেদন হয়। ইহার নাম ওজোনিরোধজ জ্বর। ১৪। সান্নিপাতিক জ্বর সপ্তম দশম বা দ্বাদশ দিবসে, হয় ঘোরতর হয় না হয় প্রশম প্রাপ্ত হয় [বাতাধিক হইলে সপ্তম দিবসে, পিত্তাধিক হইলে দশম দিবসে এবং শ্লেষ্মাধিক হইলে দ্বাদশ দিবসে মলপাক

পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তি বা ॥ ১৫
দ্বিদোষোচ্ছ্রায়লিঙ্গাস্তু দ্বন্দ্বজাস্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাভ্রমদাহ-স্বপ্ননাশশিরোরুজঃ।
কণ্ঠাস্যশোষো বমথু রোমহর্ষোহরুচিস্তমঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ ॥ ১৬
শূলকাসকফোৎক্লেশ-শীতবেপথুপীনসাঃ।
গৌরবারুচিবিষ্টম্ভা বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবে ॥ ১৭
শীতদাহারুচিস্তম্ভ-স্বেদমোহমদভ্রমাঃ।
কাসাঙ্গসাদহৃল্লাসা ভবন্তি কফপৈত্তিকে ॥ ১৮
ক্ষামাণাং জ্বরমুক্তানাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্।
দোষঃ স্বল্পোঽপি সংবৃদ্ধো দেহিনামনিলেরিতঃ॥
সততান্যেদ্যুস্ত্র্যাখ্য-চাতুর্থান্ সপ্রলেপকান্।
কফস্থানবিভাগেন যথাসংখ্যং করোতি হি ॥
অহোরাত্রাদহোরাত্রাৎ স্থানাৎ স্থানং প্রপদ্যতে।
ততশ্চামাশয়ং প্রাপ্য ঘোরং কুর্য্যাজ্জ্বরং নৃণাম্ ॥
তথা প্রলেপকো জ্ঞেয়ঃ শোষিণাং প্রাণনাশনঃ।
দুশ্চিকিৎস্যতমো মন্দঃ সুকষ্টো ধাতুশোষকৃৎ ॥ ১৯
কফস্থানেষু বা দোষস্তিষ্ঠন্ দ্বিত্রিচতুর্ষু বা।
বিপর্য্যয়াখ্যান্ কুরুতে বিষমান্ কৃচ্ছ্রসাধনান্ ॥ ২০
পরো হেতুঃ স্বভাবো বা বিষমে কৈশ্চিদীরিতঃ।
আগন্তুশ্চানুবন্ধো হি প্রায়শো বিষমজ্বরে ॥ ২১
বাতাধিকত্বাৎ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাস্তৃতীয়কঞ্চাপি চতুর্থকঞ্চ।
ঔৎপাত্যকে মদ্যসমুদ্ভবে চ হেতুং জ্বরে পিত্তকৃতং বদন্তি ॥
প্রলেপকং বাতবলাসকঞ্চ কফাধিকত্বেন বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
মূর্চ্ছানুবন্ধা বিষমজ্বরা যে প্রায়েণ তে দ্বন্দ্বসমুত্থিতাস্তু ॥ ২২
ত্বক্স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ ॥ ২৩
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্স্থং দাহমতীব চ।
তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ ॥ ২৪
দ্বাবেতৌ দাহশীতাদী জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ
দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমঃ স্মৃতঃ ॥
প্রসক্তশ্চাভিঘাতোত্থশ্চেতনাপ্রভবস্তু যঃ ॥ ২৫
রাত্র্যহ্নোঃ ষট্সু কালেষু কীর্ত্তিতেষু যথা পুরা।
প্রসহ্য বিষমোঽভ্যেতি মানবং বহুধা জ্বরঃ।

হেতু শান্ত হয়। কিন্তু ধাতুক্ষয় হইলে বিনাশ সাধন করে। কোন কোন মতে অভিন্যাস জ্বর সপ্তম দিবসে, হতৌজা জ্বর দশম দিবসে এবং সন্ন্যাস জ্বর দ্বাদশ দিবসে শান্ত হয় বা প্রাণ নাশ করে]। ১৫। দ্বন্দ্বজ জ্বর ত্রিবিধ, উহাতে দ্বিদোষের লক্ষণ থাকে। তন্মধ্যে বাতপিত্তজ্বরে তৃষ্ণা, আধ্মান, মদ, উৎকম্পন, পর্ব্বভেদ, অতিশয় ক্ষীণতা, তৃষ্ণা, প্রলাপ ও সন্তাপ হয়। ১৬। বাতশ্লেষ্মজ্বরে শূল, কাস, কফোৎক্লেশ, শীত, বেপথু, পীনস, গৌরব, অরুচি ও বিষ্টম্ভ হয়। ১৭। কফপৈত্তিক জ্বরে শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ভ, স্বেদ, মোহ, মদ, ভ্রম, কাস, অঙ্গসাদ ও হৃল্লাস হয়। ১৮। জ্বরের পর দুর্ব্বল শরীরে মিথ্যা আহার ও মিথ্যা বিহার করিলে স্বল্প দোষও প্রবৃদ্ধ হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক উদীরিত হয়। তাহাতে সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর হইয়া থাকে। আর এক প্রকার বিষম জ্বরকে প্রলেপক কহে। সতত জ্বর আমাশয়স্থ, উহা দিবারাত্রে দুই বার হয়। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর কণ্ঠস্থ। তৃতীয়ক জ্বর শিরঃস্থ এবং চাতুর্থক জ্বর সন্ধিস্থ। এই কয়েকটী জ্বর কফস্থানাশ্রিত; কেননা আমাশয়, কণ্ঠ, শিরঃ ও সন্ধি কফের স্থান। সততক জ্বর প্রত্যহ দুইবার হয়। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর প্রত্যহ একবার হয়। তৃতীয়ক জ্বর তৃতীয় দিবসে এবং চাতুর্থক জ্বর চতুর্থ দিবসে হয়। প্রলেপক জ্বর শোষরোগীদিগেরই হইয়া থাকে, উহা সর্ব্বদাই থাকে, উহা প্রাণনাশক, অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য, মন্দবেগ, সুকষ্ট ও ধাতুশোষক। ১৯। আমাশয়, কণ্ঠ, শিরঃ ও সন্ধি এই কয়েকটীকে কফের স্থান বলা হইয়াছে। এই কয়েকটী স্থানকে আশ্রয় করিয়াই অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয়, তৃতীয়ক বিপর্য্যয় এবং চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয় জ্বর আমাশয় ও কণ্ঠ এই দুইটী কফস্থান, তৃতীয়ক বিপর্য্যয় জ্বর আমাশয় কণ্ঠ ও শিরঃ এই তিনটী কফস্থান এবং চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর আমাশয়, কণ্ঠ, শিরঃ ও সন্ধি এই চারিটী কফস্থানকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। এই সকল জ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। [অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয় জ্বর একদিন ভোগ করে, দ্বিতীয় দিবসে মুক্ত হয়; তৃতীয়ক বিপর্য্যয় জ্বর তৃতীয় দিবসে এবং চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর চতুর্থ দিবসে মুক্ত হয়]। ২০। কেহ বলেন, বিষম জ্বরে ভূতাদি হেতু; কেহ বলেন, স্বভাবই হেতু। যাহা হউক, বিষম জ্বরে প্রায়ই ভূতাদি আগন্তুই কারণ হইয়া থাকে। ২১। বিজ্ঞেরা কহেন, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর বাতাধিক। আর উপত্যকা প্রদেশের জ্বর ও মদ্যজ জ্বর পিত্তাধিক। প্রলেপক জ্বর আদৌ বায়ুপ্রেরিত হইলেও কফাধিক হইয়া থাকে। বাতবলাসক জ্বরও কফাধিক। আর যে সকল বিষম জ্বর মূর্চ্ছাসহকৃত, তাহারা দ্বন্দ্বজ। ২২। জ্বরে শ্লেষ্মা ও বায়ু ত্বক্স্থ হইলে প্রথমে শীত উৎপন্ন হয়। পরে শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রশান্ত হইলে অন্তে পিত্ত উদ্রিক্ত হইয়া দাহ উৎপন্ন করে। ২৩। এইরূপ পিত্ত ত্বক্স্থ হইলে প্রথমতঃ অতীব দাহ উৎপাদন করে। অনন্তর পিত্ত প্রশান্ত হইলে শ্লেষ্মা ও বায়ু অন্তে শীত উৎপাদন করে। ২৪। এই দুই প্রকার দাহাদি (দাহপূর্ব্ব) ও শীতাদি জ্বরই সংসর্গজ। তন্মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বর কষ্টকর ও অতিশয় কষ্টসাধ্য। যে জ্বর সর্ব্বদা সঙ্গী, যে জ্বর অভিঘাতজ এবং যে জ্বর মনোজ [কামাদিজনিত] তাহাও কষ্টসাধ্য। ২৫। ইতিপূর্ব্বে ব্রণপ্রশ্নাধ্যায়ে রাত্রি ও দিবসের যে ছয়টী কাল [প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা, মধ্য রাত্রি ও শেষ রাত্রি] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত কালেই বিষম জ্বর অনপেক্ষিত ভাবে

স চাপি বিষমো দেহং ন কদাচিদ্বিমুঞ্চতি ॥ ২৬
গ্লানিগৌরবকার্শ্যেভ্যঃ স যস্মান্ন প্রমুচ্যতে।
বেগে তু সমতিক্রান্তে গতোঽয়মিতি লক্ষ্যতে ॥
ধাত্বন্তরস্থো লীনত্বান্ন সৌক্ষ্ম্যাদুপলভ্যতে।
অল্পদোষেন্ধনঃ ক্ষীণঃ ক্ষীণেন্ধন ইবানলঃ ॥ ২৭
দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্ ॥
সন্ততং রসরক্তস্থঃ সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ।
মেদোগতস্তৃতীয়েঽহ্নি ত্বস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ ॥
কুর্য্যাচ্চাতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করম্।
কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম্ ॥ ২৮
সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা।
সন্তত্যা যোঽবিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে ॥
অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে।
অন্যেদ্যুষ্কস্ত্বহোরাত্রাদেককালং প্রবর্ত্ততে ॥
তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ ॥ ২৯
বাতেনোদ্ধূয়মানস্ত যথা পূর্য্যেত সাগরঃ।
বাতেনোদীরিতাস্তদ্বৎ দোষাঃ কুর্ব্বন্তি বৈ জ্বরান্ ॥
যথা বেগাগমে বেলাং ছাদয়িত্বা মহোদধেঃ।
বেগহানৌ তদেবাম্ভস্তত্রৈবান্তর্নিধীয়তে ॥
দোষবেগোদয়ে তদ্বদুদীর্য্যেত জ্বরোঽস্য বা।
বেগহানৌ প্রশাম্যেত যথাম্ভঃ সাগরে তথা ॥ ৩০
বিবিধেনাভিঘাতেন জ্বরো যঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
যথাদোষপ্রকোপস্তু তথা মন্যেত তং জ্বরম্ ॥ ৩১
শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে দাহাতীসারহৃদ্গ্রহাঃ।
অভক্তারুক্ পিপাসা চ তোদো মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ ॥ ৩২
ওষধীগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুক্ ক্ষবথুস্তথা।
কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভক্তরুক্ ॥
হৃদয়ে বেদনা চাস্য গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি।
ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ।
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণা চ জায়তে।
ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগ-হাস্যকম্পনরোদনম্ ॥
শ্রমক্ষয়াভিঘাতেভ্যো দেহিনাং কুপিতোঽনিলঃ।
পূরয়িত্বাখিলং দেহং জ্বরমাপাদয়েদ্ভৃশম্ ॥ ৩৩
রোগাণাস্তু সমুত্থানাদ্বিদাহাগমতস্তথা।
জ্বরোঽপরঃ সম্ভবতি তৈস্তৈরন্যৈশ্চ হেতুভিঃ ॥
দোষাণাং স তু লিঙ্গানি কদাচিন্নাতিবর্ত্ততে ॥ ৩৪
গম্ভীরস্তু জ্বরো জ্ঞেয়ো হ্যন্তর্দাহেন তৃষ্ণয়া।
আনদ্ধত্বেন চাত্যর্থং শ্বাসকাসোদ্গমেন চ ॥
হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষামং দুরাত্মানমুপক্রমম্।
গম্ভীরতীক্ষ্ণবেগার্ত্তং জ্বরিতং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

আগমন করে। ইহা মানবকে বহু প্রকারে প্রাপ্ত হয় [অর্থাৎ কখন একদিন অন্তর, কখন দুইদিন অন্তর ইত্যাদি কালে উৎপন্ন হয়, কখন শীত কখন উষ্ণ কখন বা উষ্ণ শীত উভয়ই ইত্যাদিভাবে উৎপন্ন হয়]। সেই বিষম জ্বর কখন দেহকে পরিত্যাগ করে না [অর্থাৎ দেহের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ পায়]।২৬। কেননা উহা যতদিন শরীরে থাকে, ততদিন গ্লানি, গৌরব ও কৃশতা যায় না। কেবল বেগ অতিক্রান্ত হইলে বোধ হয় যে জ্বর গিয়াছে। উহা ধাত্বন্তরে সূক্ষ্মভাবে লীন থাকে বলিয়া উপলব্ধ হয় না। তখন দোষের অল্পতা থাকাতে উহা ক্ষীণ হয়, যেমন ইন্ধন অল্প হইলে অগ্নি ক্ষীণ হয়।২৭। জ্বরমুক্ত ব্যক্তির অল্প দোষ অপথ্য হইতে পুনরুদ্রিক্ত হইয়া অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিলে বিষম জ্বর হয়। সেই দোষ রস রক্তকে আশ্রয় করিলে সন্তত জ্বর, মাংসাশ্রিত হইলে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর, মেদোগত হইলে তৃতীয়ক জ্বর এবং অস্থিমর্জ্জাগত হইলে ঘোর অন্তকারী রোগসঙ্কর চাতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ কহেন যে, বিষম জ্বর ভূতাভিষঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়।২৮। যে জ্বর ক্রমাগত সপ্তাহ বা দশাহ বা দ্বাদশাহ মুক্ত না হয়, তাহাকে সন্তত জ্বর কহে। সততক জ্বর অহোরাত্রে দুইবার হয়। অন্যেদ্যুষ্ক অহোরাত্রে একবার হয়। তৃতীয়ক জ্বর তৃতীয় দিবসে এবং চাতুর্থক চতুর্থ দিবসে হয়।২৯। যেমন বায়ু কর্তৃক উদ্ধূয়মান হইয়া সাগর পূর্ণ হয়, সেইরূপ বায়ু কর্তৃক দোষ সকল উদীরিত হইয়া, জ্বরসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন বেগাগমে সমুদ্রের জল বেলাকে আচ্ছাদন করে এবং বেগশান্তির পর সেই জলই অন্তর্নিহিত হয়, সেইরূপ দোষ বেগের উদয় হইলে জ্বর প্রকাশ পায় এবং দোষবেগের নিবৃত্তি হইলে অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে।৩০। অভিঘাতজ জ্বর বিবিধপ্রকার আঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। পরে যে দোষের প্রকোপ হয়, তদনুসারেই উহাকে মনে করা হইয়া থাকে।৩১। বিষকৃত জ্বরে শ্যাবাস্যতা, দাহ, অতীসার, হৃদ্গ্রহ, ভক্তে অরুচি, পিপাসা, তোদ, মূর্চ্ছা ও বলক্ষয় হয়।৩২। ওষধিগন্ধজ জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরোব্যথা ও ক্ষবথু হয়। কামজ জ্বরে চিত্তভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য, ভাতে অরুচি, হৃদয়ে বেদনা এবং কৃশতা হয়। ভয়শোকের জ্বরে প্রলেপ এবং ক্রোধজ্বরে বেপথু হয়। অভিচার ও অভিশাপ হইতে মোহ ও তৃষ্ণা হয়। ভূতাভিষঙ্গ হইতে উদ্বেগ, হাস্য, কম্পন ও রোদন হইয়া থাকে। শ্রমক্ষয় ও অভিঘাত হইতে দেহীদিগের বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহকে অতিশয় জ্বর প্রাপ্ত করে।৩৩। বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের উদ্ভব, ঐ সকল রোগের বিদাহ এবং অপক্ব বিদ্রধি প্রভৃতির পাটন হেতু এবং ঐরূপ ও অন্যরূপ কারণে আর এক প্রকার জ্বর হয়। কিন্তু উহা দোষসমূহের লক্ষণ অতিক্রম করে না।৩৪। জ্বর গম্ভীর হইলে অন্তর্দাহ ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে, অতিশয় আনাহ হয় এবং শ্বাস কাসের উদ্গম হইয়া থাকে। জ্বররোগী হতপ্রভ, হতেন্দ্রিয়, ক্ষাম, দুর্ম্মনাঃ,

হীনমধ্যাধিকৈর্দ্দোষৈস্ত্রিসপ্তদ্বাদশাহিকঃ।
জ্বরবেগো ভবেৎ তীব্রো যথাপূর্ব্বং সুখক্রিয়ঃ॥ ৩৫
ইতি জ্বরাঃ সমাখ্যাতাঃ কর্ম্মেদানীং প্রবক্ষ্যতে॥ ৩৬
জ্বরস্য পূর্ব্বরূপেষু বর্ত্তমানেষু বুদ্ধিমান্।
পায়য়েত ঘৃতং স্বচ্ছং ততঃ স লভতে সুখম্॥
বিধির্মারুতজেষেব, পৈত্তিকেষু বিরেচনম্।
মৃদু প্রচ্ছর্দ্দনং তদ্বৎ কফজেষু বিধীয়তে॥
সর্ব্বং দ্বিদোষজেষূক্তং যথাদোষং বিকল্পয়েৎ॥ ৩৭
অস্নেহনীয়োঽশোধ্যশ্চ সংযোজ্যো লঙ্ঘনাদিনা॥ ৩৮
রূপপ্রাগ্‌রূপয়োর্বিদ্যান্নানাত্বং বহ্নিধূমবৎ।
প্রব্যক্তরূপেষু হিতমেকান্তেনাপতর্পণম্।
আমাশয়স্থে দোষে তু সোৎক্লেশে বমনং পরম্॥ ৩৯
আনদ্ধঃ স্তিমিতৈর্দোষৈর্যাবন্তং কালমাতুরঃ।
কুর্য্যাদনশনং তাবৎ ততঃ সংসর্গমাচরেৎ॥
ন লঙ্ঘয়েন্মারুতজে ক্ষয়জে মানসে তথা।
অলঙ্ঘ্যাশ্চাপি যে পূর্ব্বং দ্বিত্রণীয়ে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্॥
সৃষ্টমারুতবিণ্মূত্রং ক্ষুৎপিপাসাসহং লঘুম্।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়ং ক্ষামং নরং বিদ্যাৎ সুলঙ্ঘিতম্॥
বলক্ষয়স্তৃষা শোষস্তন্দ্রানিদ্রাভ্রমক্লমাঃ।
উপদ্রবাশ্চ শ্বাসাদ্যাঃ সম্ভবন্ত্যতিলঙ্ঘনাৎ॥ ৪০
দীপনং কফবিচ্ছেদি পিত্তবাতানুলোমনম্।
কফবাতজ্বরার্ত্তেভ্যো হিতমুষ্ণাম্বু তৃট্‌ছিদম্॥
তদ্ধি মার্দ্দবকৃদ্দোষ-স্রোতসাং শীতমন্যথা।
সেব্যমানেন তোয়েন জ্বরঃ শীতেন বর্দ্ধতে॥
পিত্তমদ্যবিষোত্থেষু শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্
গাঙ্গেয়নাগরোশীর-পর্পটোদীচ্যচন্দনৈঃ॥ ৪১
দীপনী পাচনী লঘ্বী জ্বরার্ত্তানাং জ্বরাপহা।
অন্নকালে হিতা পেয়া যথাস্বং পাচনৈঃ কৃতা॥ ৪২
বহুদোষস্য মন্দাগ্নেঃ সপ্তরাত্রাৎ পরং জ্বরে।
লঙ্ঘনান্তে যবাগূভির্যদা দোষো ন পচ্যতে॥
তদা তং মুখবৈরস্য-তৃষ্ণারোচকনাশনৈঃ।
কষায়ৈঃ পাচনৈর্হৃদ্যৈর্জ্বরঘ্নৈঃ সমুপাচরেৎ॥ ৪৩
পঞ্চমূলীকষায়স্তু পাচনং পবনজ্বরে।
সক্ষৌদ্রং পৈত্তিকে মুস্তকটুকেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্॥
পিপ্পল্যাদিকষায়স্তু কফজে পরিপাচনম্।
দ্বন্দ্বজেষু তু সংসৃষ্টং দদ্যাদথ বিবর্জ্জয়েৎ॥
পীতাম্বুর্লঙ্ঘিতো ভুক্তো জীর্ণী ক্ষীণঃ পিপাসিতঃ॥ ৪৪

উপদ্রবগ্রস্ত এবং গম্ভীর তীক্ষ্ণবেগে আর্ত্ত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। দোষসমূহ হীন, মধ্য ও অধিক হইলে যথাক্রমে তিন, সাত ও বার দিন ভোগ হয় এবং জ্বরবেগ তীব্র হইয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসা যথাপূর্ব্ব [অর্থাৎ পরেরটীর অপেক্ষা পূর্ব্বেরটীর] সহজ। ৩৫। এইরূপ জ্বরসমূহ ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে চিকিৎসা বলা হইতেছে। ৩৬। নিরাম বাতজ্বরের পূর্ব্বরূপসমূহ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে অচ্ছ ঘৃত পান করাইবে; তাহাতে তাহার স্বাস্থ্য লাভ হয়। বাতজ্বরেই এই বিধি। পৈত্তিক জ্বরে বিরেচন এবং কফজ জ্বরে মৃদু বমন ব্যবস্থা করিবে। আর দ্বিদোষজ জ্বরসমূহে যথাদোষ ঔষধ কল্পনা করিবে। ৩৭। নব জ্বরে আম দোষ থাকিলে রোগীকে স্নেহ বা সংশোধন দিবে না। উঁহাকে লঙ্ঘনাদি ব্যবস্থা করিবে। ৩৮। রূপ ও প্রাগ্‌রূপের প্রভেদ বহ্নি ও ধূমের প্রভেদের ন্যায় জানিবে। জ্বর ব্যক্তরূপ হইলে অবশ্যই অপতর্পণ করিবে। দোষ আমাশয়স্থ হইলে যদি উৎক্লেশ থাকে, তবে বমন দিবে। ৩৯। যাবৎকাল রোগীকে স্তিমিত দোষসমূহে আবদ্ধের ন্যায় বোধ হইবে, তাবৎকাল অনশন ব্যবস্থা করিবে। পরে পেয়াদি ক্রম আচরণ করাইবে। বাতজ, ক্ষয়জ ও মনোজ জ্বরে লঙ্ঘন দিবে না। আর দ্বিব্রণীয় অধ্যায়ে যাহাদিগকে অলঙ্ঘ্য বলা হইয়াছে, তাহাদিগকেও লঙ্ঘন দিবে না। যে রোগীর দোষ ও অগ্নি অনবস্থিত, লঙ্ঘন তাহার দোষ পাক করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে লঙ্ঘন জ্বরঘ্ন, দীপন, ক্ষুধাকারক, রুচিকারক ও লাঘবকারক হইয়া উপকার করে। রোগী সুলঙ্ঘিত হইলে তাহার বাত, বিষ্ঠা ও মূত্র সহজে নির্গত হয়, সে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করিতে পারে না, তাহার শরীর লঘু হয়, আত্মা ও ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হয় এবং সে ক্ষামশরীর হইয়া থাকে। লঙ্ঘন অতিরিক্ত হইলে বলক্ষয়, তৃষ্ণা, শোষ, তন্দ্রা, নিদ্রা, ভ্রম, ক্লম ও শ্বাসাদি উপদ্রব সকল ঘটিয়া থাকে। ৪০। কফবাতজ্বরে উষ্ণাম্বু হিতকর। উহা দীপন, কফবিচ্ছেদী, পিত্তবাতানুলোমন ও তৃষ্ণাচ্ছেদী। উহা দোষ ও স্রোতঃসমূহের মৃদুতা সাধন করে। শীতল জল ইহার বিপরীত হয়। শীতল জল সেবন করিলে জ্বর বর্দ্ধিত হয়। পিত্তজনিত, মদ্যজাত ও বিষজ জ্বরে তিক্তদ্রব্যসিদ্ধ শীতল জল উপকারী। ঐ সকল তিক্ত দ্রব্য যথা;—গাঙ্গেয় (মুতো), শুঁঠ, বেণা, ক্ষেতপাবড়া, বালা ও রক্তচন্দন। ৪১। জ্বররোগীর অন্নকালে দোষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পাচন দ্রব্যের সহিত পেয়া পাক করিয়া পান করাইলে দীপন, পাচন, লঘু ও জ্বরনাশক হয়। ৪২। বহুদোষ মন্দাগ্নি ব্যক্তির জ্বর, লঙ্ঘনান্তে যবাগূসমূহ দ্বারা সপ্তরাত্রের পর, পাক প্রাপ্ত না হইলে কষায়সমূহ প্রয়োগ করিবে। ঐ সকল কষায় মুখবৈরস্য-নাশক, তৃষ্ণানাশক, অরুচিনাশক, পাচন, হৃদ্য ও জ্বরনাশক হওয়া উচিত। ৪৩। বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায় বাতজ্বরে দোষপাচন হয়। পৈত্তিক জ্বরে মুতা, কটকী ও ইন্দ্রযবের কষায় মধুর সহিত দিলে দোষপাচন হয়। আর কফজ্বরে পিপ্পল্যাদির কষায় দোষপাচক হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বজ জ্বরে সংসৃষ্ট যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। সদ্যঃ জলপানের পর পাচন পান করিবে না। লঙ্ঘিত ব্যক্তি

মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্বং দোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্ ॥
দোষপ্রকৃতিবৈকৃত্যাদেকেষাং পক্বলক্ষণম্ ॥ ৪৫
হৃদয়োদ্বেষ্টনং তন্দ্রা লালাস্রুতিররোচকঃ।
দোষাপ্রবৃত্তিরালস্যং বিবন্ধো বহুমূত্রতা ॥
গুরূদরত্বমস্বেদো ন পক্তিঃ শকৃতোঽহচ্যুতিঃ।
স্বাপঃ স্তম্ভো গুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহ্নিমার্দ্দবম্ ॥
মুখস্যাশুদ্ধিরগ্লানি প্রসঙ্গী বলবান্ জ্বরঃ।
লিঙ্গৈরেভির্বিজানীয়াজ্জ্বরমামং বিচক্ষণঃ ॥ ৪৬
সপ্তরাত্রাৎ পরং কেচিন্মন্যন্তে দেয়মৌষধম্।
দশরাত্রাৎ পরং কেচিদ্দাতব্যমিতি নিশ্চিতাঃ ॥
পৈত্তিকে বা জ্বরে দেয়মল্পকালসমুত্থিতে।
অচিরজ্বরিতস্যাপি দেয়ং স্যাদ্দোষপাকতঃ ॥ ৪৭
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জনয়তি জ্বরম্।
শোধনং শমনীয়ন্তু করোতি বিষমজ্বরম্ ॥ ৪৮
চ্যবমানং জ্বরোৎক্লিষ্টমুপেক্ষেত মলং সদা।
অতিপ্রবর্ত্তমানঞ্চ সাধয়েদতিসারবৎ ॥ ৪৯
যদা কোষ্ঠানুগাঃ পক্বা বিবদ্ধাঃ স্রোতসাং মলাঃ।
অচিরজ্বরিতস্যাপি তদা দদ্যাদ্বিরেচনম্ ॥
পক্বো হ্যনির্হৃতো দোষো দেহে তিষ্ঠন্ মহাত্যয়ম্।
বিষমং বা জ্বরং কুর্য্যাদ্ বলব্যাপদমেব চ ॥
তস্মান্নির্হরণং কার্য্যং দোষাণাং বমনাদিভিঃ
প্রাক্কর্ম্ম বমনঞ্চাস্য কার্য্যমাস্থাপনং তথা ॥
বিরেচনং তথা কুর্য্যাচ্ছিরসশ্চ বিরেচনম্।
ক্রমেণ বলিনে দেয়ং বমনং শ্লৈষ্মিকে জ্বরে ॥
পিত্তপ্রায়ে বিরেকস্তু কার্য্যঃ প্রশিথিলাশয়ে।
সরুজেঽনিলজে কার্য্যং সোদাবর্ত্তে নিরূহণম্।
কটীপৃষ্ঠগ্রহার্ত্তস্য দীপ্তাগ্নেরনুবাসনম্।
শিরোগৌরবশূলঘ্নমিন্দ্রিয়প্রতিবোধনম্ ॥
কফাভিপন্নে শিরসি কার্য্যং মূর্দ্ধবিরেচনম্।
দুর্ব্বলস্য সমাধ্মাতমুদরং সরুজং দিহেৎ ॥
দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ পবনে তূর্দ্ধমাগতে ॥
রুদ্ধমূত্রপুরীষায় গুদে বর্ত্তিং নিধাপয়েৎ।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-যমানীচব্যসাধিতাম্ ॥
পায়য়েত যবাগূং বা মারুতাদ্যনুলোমনীম্ ॥ ৫০
শুদ্ধস্যোভয়তো যস্য জ্বরঃ শান্তিং ন গচ্ছতি।
সশেষদোষরুক্ষস্য তস্য তং সর্পিষা জয়েৎ ॥
কৃশঞ্চৈবাল্পদোষঞ্চ শমনীয়ৈরুপাচরেৎ।

...চন পান করিবে না। আহারের পর পাচন পান করিবে ...। আম থাকিতে পাচন পান করিবে না। ৪৪। জ্বর মৃদু ...ইয়া আসিলে, দেহ লঘু হইলে এবং মলসমূহ প্রচল ...ইলে [অর্থাৎ অবরুদ্ধ না থাকিলে] দোষ পক্ব হইয়াছে ...নিবে। এইরূপ স্থলেই জ্বরে ঔষধ দেওয়া যায়। ...রোৎপাদক দোষের যে প্রকৃতি, তাহার বিকৃতি হইলেও ...ান কোন স্থলে সেই দোষের পক্বলক্ষণ জানা যায়। ৪৫। ...দয়ের উদ্বেষ্টন (মোটনের ন্যায় অনুভব), তন্দ্রা, লালা-...াব, অরুচি, দোষের অনির্গম, আলস্য, বিবন্ধ, বহুমূত্রতা, ...দরের গুরুতা, স্বেদের অনির্গম, অপক্ব বিষ্ঠা, অরতি অস্থিরতা), স্বাপ, স্তম্ভ, গাত্রসমূহের গুরুতা, অগ্নিমার্দ্দব, ...খের অশুদ্ধি, অগ্লানি (লাঘবের অভাব) এবং নিয়ত ...বান্ জ্বর এই সকল আমজ্বরের লক্ষণ। ৪৬। কোন ...ান মতে সপ্তরাত্রের পর ঔষধ দিতে হয়। কোন কোন ...ত দশরাত্রের পর দিতে হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত। পৈত্তিক-... অল্পদিনের হইলেও ঔষধ দিতে হয়। আবার ...তশ্লেষ্মজ্বরেও দোষপাক হইবামাত্র ঔষধ দেওয়া যাইতে ...রে। জ্বর অল্পদিনের হইলেও দোষপাক হইবামাত্র ...ষধ দেওয়া যায়। ৪৭। আমদোষে বিরেচনাদি ...াধন ঔষধ দিলে জ্বর উদ্দীপিত হয়। শমনীয় ঔষধ ...লে বিষম জ্বর হয়। ৪৮। মল জ্বরবেগে উৎক্লিষ্ট হইয়া ...ল্প অল্পে নির্গত হইতে থাকিলে উপেক্ষা করিবে। ...তিশয় নির্গত হইতে থাকিলে অতিসারের ন্যায় চিকিৎসা ...রিবে। ৪৯। স্রোতঃসমূহের বিবদ্ধ মল পক্ব হইয়া ...ষ্ঠে প্রাপ্ত হইলে অল্পদিনের জ্বরেও বিরেচন দিবে।

কেননা পক্ব দোষ অনিঃসারিত হইয়া দেহে থাকিয়া গেলে অতিশয় অনিষ্ট করে। অথবা বিষমজ্বর উৎপাদন করে এবং বলহানি করিয়া থাকে। অতএব বমনাদি দ্বারা দোষ-সমূহের নির্হরণ করা উচিত। জ্বরের প্রথমেই বমন দেওয়া ভাল। আর আস্থাপনও দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমশঃ বিরেচন ও শিরোবিরেচন দেওয়াও আবশ্যক। শ্লৈষ্মিক জ্বরে বলবান্ রোগীকে ক্রমে বমন দেওয়া ভাল। পিত্ত-প্রধান জ্বরে পক্বাশয় শিথিল থাকাতে বিরেচন দেওয়া উচিত। বেদনাযুক্ত ও উদাবর্ত্তসহকৃত বাতজ জ্বরে নিরূহণ দেওয়া কর্ত্তব্য। দীপ্তাগ্নি জ্বররোগীর কটীগ্রহ ও পৃষ্ঠগ্রহ থাকিলে অনুবাসন দেওয়া যায়; তাহাতে উহার শিরো-গৌরব ও শূল নষ্ট হয় আর ইন্দ্রিয়সমূহ প্রতিবোধিত হইয়া থাকে। মস্তক কফাভিপন্ন থাকিলে মূর্দ্ধবিরেচন দিবে। দুর্ব্বল জ্বররোগীর উদরে আধ্মান থাকিলে দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধবের প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপ কাঁজীর সহিত পিষ্ট ও সুখোষ্ণ করিয়া দিবে। বায়ু ঊর্দ্ধগত এবং মূত্রপুরীষ রুদ্ধ থাকিলে পায়ুতে বর্ত্তিপ্রয়োগ করিবে। অথবা পিপুল, পিপুলমূল, যমানী ও চই এই সকলের সহিত যবাগূ পাক করিয়া পান করাইবে; তাহাতে বায়ু প্রভৃতির অনুলোম হইবে। ৫০। বমন ও বিরেচনযোগে শুদ্ধ হইলেও যদি রোগীর জ্বরশান্তি না হয় এবং দোষের অবশেষ থাকিয়া যায় অথচ রোগী রুক্ষ হয়, তবে তাহাকে ঘৃতপান করাইবে। রোগী কৃশ ও অল্পদোষ হইলে শমনীয় ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিবে।

উপবাসৈর্বলস্থস্তু জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে ॥ ৫১
ক্লিন্নাং যবাগূং মন্দাগ্নিতৃষার্ত্তং পায়য়েন্নরম্ ॥ ৫২
তৃট্‌ছর্দ্দিদাহঘর্ম্মার্ত্তং মদ্যপং লাজতর্পণম্ ॥ ৫৩
সক্ষৌদ্রমম্ভসা পশ্চাজ্জীর্ণে যূষরসৌদনম্ ॥ ৫৪
উপবাসশ্রমকৃতে ক্ষীণে বাতাধিকে জ্বরে।
দীপ্তাগ্নিং ভোজয়েৎ প্রাজ্ঞো নরং মাংসরসৌদনম্ ॥
মুদ্গযূষৌদনঞ্চাপি হিতং কফসমুত্থিতে।
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ ॥
দাড়িমামলমুদ্গানাং যূষশ্চানিলপৈত্তিকে।
হ্রস্বমূলকযূষেণ ভোজয়েৎ কফবাতিকে ॥
পটোলনিম্বযূষস্তু পথ্যঃ পিত্তকফাত্মকে ॥ ৫৫
দাহচ্ছর্দ্দিযুতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ার্দ্দিতম্।
সিতক্ষৌদ্রযুতং লাজতর্পণং পায়য়েত চ ॥ ৫৬
কফপিত্তপরীতস্য গ্রীষ্মেঽসৃক্‌পিত্তিনস্তথা।
মদ্যনিত্যস্য ন হিতা যবাগূস্তমুপাচরেৎ।
যূষৈরম্লৈরনম্লৈর্বা জাঙ্গলৈর্বা রসৈর্হিতৈঃ ॥ ৫৭
মদ্যং পুরাণং মন্দাগ্নের্যবান্নোপহিতং হিতম্।
সব্যোষং শিতরেৎ তক্রং কফারোচকপীড়িতে ॥
কৃশোঽল্পদোষো হীনশ্চ নরো জীর্ণজ্বরার্দ্দিতঃ।
বিবদ্ধঃ সৃষ্টদোষশ্চ রুক্ষঃ পিত্তানিলজ্বরী ॥
পিপাসার্ত্তঃ সদাহো বা পয়সা স সুখী ভবেৎ ॥ ৫৮
তদেব তু পয়ঃ পীতং তরুণে হন্তি মানবম্ ॥ ৫৯
সর্ব্বজ্বরেষু সপ্তাহং মাত্রাবল্লঘুভোজনং হিতম্।
বেগাপায়েঽন্যথা তদ্ধি জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনম্ ॥
জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্‌যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালে হ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽথবা ॥ ৬০
গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যকালে চ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন।
ন তু তস্যাহিতং ভুক্তমায়ুষে বা সুখায় বা ॥ ৬১
সততং বিষমং বাপি ক্ষীণস্য সুচিরোত্থিতম্।
জ্বরং সংভোজনৈঃ পথ্যৈর্লঘুভিঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৬২
মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমকুষ্ঠকান্।
আহারকালে যূষার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৩
লাবান্ কপিঞ্জলানেণান্ পৃষতাঞ্ছরভাঞ্ছশান্।
কালপুচ্ছান্ কুরঙ্গাংশ্চ তথৈব মৃগমাতৃকান্ ॥
মাংসার্থে মাংসসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৪
সারসক্রৌঞ্চশিখিনঃ কুক্কুটাংস্তিত্তিরীংস্তথা।
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ ॥
জ্বরিতানাং প্রকোপন্তু যদা যাতি সমীরণঃ ॥
তদৈতেঽপি হি শস্যন্তে মাত্রাকালোপপাদিতাঃ ॥ ৬৫
পরিষেকাবগাহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ।

সন্তর্পণজনিত জ্বরে রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপবাস দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ৫১। মন্দাগ্নি ও তৃষার্ত্ত রোগীকে ক্লিন্ন [অর্থাৎ অল্পসিদ্ধ] যবাগূ পান করাইবে। ৫২। মদ্যপানজ জ্বরে রোগী তৃষ্ণা, বমি, দাহ ও ঘর্ম্মে কাতর থাকিলে লাজতর্পণ দিবে। এই লাজতর্পণ মধুযুক্ত ও জলযুক্ত হওয়া উচিত। লাজতর্পণ জীর্ণ হইলে পশ্চাৎ মুদ্গাদির যূষ বা মাংসরসের সহিত অন্ন দেওয়া উচিত। ৫৩। উপবাসজ্বর, শ্রমজ্বর, ক্ষয়জ্বর ও বাতজ্বরে দীপ্তাগ্নি রোগীকে মাংসরসের সহিত অন্ন দেওয়া উচিত। কফজ জ্বরে মুদ্গযূষ দেওয়া উচিত। [মূলের পাঠানুযায়ী অনুবাদ—মুদ্গযূষের সহিত অন্ন দেওয়া উচিত] পিত্তজ্বরে মুদ্গযূষ চিনির সহিত মিশ্রিত ও শীতল করিয়া দেওয়া উচিত। বাতপিত্ত জ্বরে দাড়িম, আমলকী ও মুগের যূষ দিতে হয়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে কচি মূলার যূষ পথ্য। পিত্তকফাত্মক জ্বরে পটোল ও নিমের যূষ পথ্য। ৫৫। জ্বররোগীর দাহ ও বমি থাকিলে এবং রোগী ক্ষাম, উপবাসী ও তৃষ্ণার্দ্দিত হইয়া পড়িলে তাহাকে চিনি ও মধুর সংযুক্ত লাজতর্পণ দিবে। ৫৬। কফপিত্তজ্বরে, গ্রীষ্মে, রক্তপিত্তে ও মদ্যপায়ীর জ্বরে যবাগূ হিতকর নহে। এরূপ রোগীর পক্ষে অম্ল বা অনম্ল যূষ এবং জাঙ্গল মাংসের রস হিতকর। ৫৭। পুরাতন জ্বরে [টীকাকার-মতে জ্বরের কোন কোন অবস্থায়] রোগীর কফ ও অরুচি থাকিলে উহাকে ত্রিকটুচূর্ণের সহিত তক্র পান করাইবে। জীর্ণজ্বরে রোগী কৃশ, অল্পদোষ ও বিবদ্ধ হইলে উহাকে দুগ্ধ পান করাইবে। আর পিত্তবাতজ্বরে রোগী সৃষ্টমল ও রুক্ষ হইয়া পড়িলে এবং পিপাসার্ত্ত ও দাহযুক্ত হইলে উহাকে দুগ্ধ পান করাইবে। ৫৮। কিন্তু তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পান করিলে মরণ হইতে পারে। ৫৯। জ্বরের প্রথম সাতদিন লঙ্ঘন করিবে বলা হইয়াছে। কিন্তু ভোজন একবারে নিষিদ্ধ নহে। জ্বরবেগের উপশম হইলে অবশ্যই কিছু না কিছু লঘু আহার মুখে দিতে হইবে। নতুবা জ্বররোগের বৃদ্ধি হইতে পারে। এমন কি, অরুচি থাকিলেও হিতকর ভোজন আবশ্যক। কেননা অন্নকালে ভোজন না করিলে ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং মরিয়া যাইতেও পারে। ৬০। কিন্তু জ্বররোগী গুরু ও অভিষ্যন্দী ভোজন বা অকালে ভোজন কখনই করিবে না। এরূপ ভোজনে কখন আয়ু বা স্বাস্থ্য হয় না। ৬১। জ্বর সতত বা বিষম হইলে এবং রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে আর জ্বর অনেক দিনের হইলে লঘু পথ্য অবশ্যই ভোজন করিতে থাকিবে। ৬২। জ্বররোগীর পক্ষে মুগ, মসূর, ছোলা, কুলত্থ বা বনমুগের যূষ আহারকালে হিতকর। ৬৩। মাংসসাত্ম্য জ্বররোগীদিগের পক্ষে লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃষত, শরভ, শশক, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ ও মৃগমাতৃকার মাংস হিতকর। আর পক্ষীর মধ্যে সারস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, কুক্কুট ও তিত্তিরির মাংস হিতকর। ৬৪। কোন কোন চিকিৎসক মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া জ্বরে ব্যবস্থা করেন না। যাহা হউক, জ্বররোগীর বায়ু প্রবল হইয়া উঠিলে এই সকল মাংস মাত্রানুসারে ও সময়ানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। ৬৫। জ্বরমুক্ত রোগী

স্নানাভ্যঙ্গদিবাস্বপ্ন-শীতব্যায়ামযোষিতঃ।
ন ভজেত জ্বরোৎসৃষ্টো যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ ॥ ৬৬
ত্যক্তস্যাপি জ্বরেণ তু দুর্ব্বলস্যাহিতৈর্জ্বরঃ।
প্রত্যাপন্নো দহেদ্দেহং শুষ্কং বৃক্ষমিবানলঃ ॥
তস্মাৎ কার্য্যঃ পরীহারো জ্বরমুক্তেন জন্তুনা।
যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথা ॥ ৬৭
জ্বরে প্রমোহো ভবতি স্বল্পৈরপ্যপচেষ্টিতৈঃ।
নিষণ্ণং ভোজয়েৎ তস্মান্মূত্রোচ্চারৌ চ কারয়েৎ ॥ ৬৮
অরোচকে গাত্রসাদে বৈবর্ণ্যেঽঙ্গমলাদিষু।
শান্তজ্বরোঽপি শোধ্যঃ স্যাদনুবন্ধভয়ান্নরঃ ॥ ৬৯
ন জাতু তর্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সহসা জ্বরকর্শিতম্।
তেন সন্দূষিতো হ্যস্য পুনরেব ভবেজ্জ্বরঃ ॥ ৭০
চিকিৎসেচ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিমিত্তানাং বিপর্য্যয়ৈঃ।
শ্রমক্ষয়াভিঘাতোত্থে মূলব্যাধিমুপাচরেৎ ॥ ৭১
স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং স্তন্যাবতরণে চ যঃ।
তত্র সংশমনং কুর্য্যাদ্ যথাদোষং বিধানবিৎ ॥
অতঃ সংশমনীয়ানি কষায়াণি নিবোধ মে।
সর্ব্বজ্বরেষু দেয়ানি যানি বৈদ্যেন জানতা ॥ ৭২
পিপ্পলীসারিবাদ্রাক্ষা-শতপুষ্পাহরেণুভিঃ।
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্ত্যাশু সনজং জ্বরম্ ॥

শৃতশীতকষায়ং বা গুড়ূচ্যাঃ পেয়মেব তু।
বলাদর্ভশ্বদংষ্ট্রাণাং কষায়ং পাদশেষিতম্ ॥
শর্করাঘৃতসংযুক্তং পিবেদ্বাতজ্বরাপহম্ ॥
শতপুষ্পাবচাকুষ্ঠং দেবদারুহরেণুকাঃ।
কুস্তুম্বুরুণি নলদং মুস্তঞ্চৈবাশু সাধয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণ সিতয়া চাপি যুক্তঃ কাথোঽনিলাত্মকে ॥
দ্রাক্ষাগুড়ূচীকাশ্মর্য্য-ত্রায়মাণাঃ সসারিবাঃ।
নিঃকাথ্য সগুড়ং কাথং পিবেদ্বাতকৃতে জ্বরে ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসো গ্রাহ্যঃ শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমঃ।
নিহন্ত্যাৎ সগুড়ঃ পীতঃ সদ্যোঽনিলকৃতং জ্বরম্ ॥
ঘৃতাভ্যঙ্গস্বেদলেপানবস্থাসু চ যোজয়েৎ ॥ ৭৩
শ্রীপর্ণীচন্দনোশীর-পরূষকমধূকজঃ।
শর্করামধুরো হন্তি কষায়ঃ পৈত্তিকং জ্বরম্ ॥
পীতং পিত্তজ্বরং হন্যাৎ সারিবাদ্যং সশর্করম্।
সযষ্টীমধুকং হন্যাৎ তথৈবোৎপলপূর্ব্বকম্ ॥
শৃতশীতকষায়ং বা সোৎপলং শর্করাযুতম্ ॥
গুড়ূচীপদ্মরোধ্রাণাং সারিবোৎপলয়োস্তথা।
শর্করামধুরঃ কাথঃ শীতঃ পিত্তজ্বরাপহঃ ॥
দ্রাক্ষারগ্বধয়োশ্চাপি কাশ্মর্য্যস্যাথ বা পুনঃ।
স্বাদুতিক্তকষায়াণাং কষায়ৈঃ শর্করাযুতৈঃ।
সুশীতৈঃ শময়েৎ তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং দাহমেব চ ॥
শীতং মধুযুতং তোয়মাকণ্ঠাদ্বা পিপাসিতম্।

বলবান্ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিষেক, অবগাহ, স্নেহ, সংশোধন, স্নান, অভ্যঙ্গ, দিবাস্বপ্ন, শীত, ব্যায়াম ও স্ত্রী-সেবা করিবে না। ৬৬। জ্বরমুক্তির পরেও রোগী দুর্ব্বল থাকে, সুতরাং এরূপ স্থলে অহিতসেবনহেতু জ্বর প্রত্যাগত হইয়া দেহকে দগ্ধ করে—যেমন অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে। অতএব দোষ ও বল প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বর-মুক্ত রোগী অহিত পরিহার করিবে। ৬৭। জ্বরে অল্প শ্রম করিলেও মোহ হইতে পারে। এইজন্য জ্বররোগী বসিয়া বসিয়া আহার করিবে ও মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে। ৬৮। জ্বর শান্ত হইলেও, যদি অরুচি থাকে, অবসন্নতা থাকে, বৈবর্ণ্য থাকে এবং অঙ্গমলাদি থাকে, তবে রোগীকে শোধন করা আবশ্যক। নতুবা জ্বরের অনুবন্ধ থাকিয়া যাইতে পারে। ৬৯। জ্বররোগী কর্শিত হইলেও তাহাকে সহসা তর্পিত করিতে নাই। কেননা তর্পণে দোষ কুপিত হওয়াতে জ্বর সহসা প্রত্যাগত হইতে পারে। ৭০। সর্ব্ব-প্রকার জ্বরেই কারণ-বিপরীত চিকিৎসা করিবে। আর শ্রমজ্বরে, ক্ষয়জ্বরে ও অভিঘাতজ জ্বরে মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে। ৭১। অকাল-প্রসূতা স্ত্রীদিগের যে জ্বর হয় এবং স্তনদুগ্ধের অবতরণ কালে যে জ্বর হয়, তাহাতে যথাদোষ সংশমন দিবে। এইজন্য সংশমনীয় কষায় সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ সকল সংশমন সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই দেওয়া যাইতে পারে। ৭২। পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শতপুষ্পা, হরেণু এই সকলের কষায় গুড়ের সহিত প্রয়োগ করিলে বাতজ্বর নষ্ট হয়। অথবা বাতজ্বরে গোলঞ্চের শৃত শীতল-কষায় পান করিবে। বেড়েলা, উলু ও গোক্ষুরের পাদাবশেষ কষায় শর্করা ও ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতজ্বর নষ্ট হয়। শুল্ফা, বচ, কুড়, দেবদারু ও হরেণুকা এবং কুস্তুম্বুরু, বেণা ও মুতোর কষায় বাতজ্বর আশু নাশ করে। এই কাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিতে হয়। বাতজ্বরে দ্রাক্ষা, গোলঞ্চ, গাম্ভারীফল, ত্রায়মাণা ও অনন্তমূলের কাথ গুড়ের সহিত পান করাইবে। গোলঞ্চ ও শতমূলীর স্বরস সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া গুড়ের সহিত পান করিলে সদ্য বাতজ্বর নষ্ট হয়। বাতজ্বরে অবস্থাবিশেষে ঘৃতাভ্যঙ্গ, স্বেদ ও প্রলেপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ৭৩। গাম্ভারী, রক্তচন্দন, বেণা, ফল্‌সা ফল, মধুকসার এই সকলের কষায় শর্করাযোগে মধুর করিয়া প্রয়োগ করিলে পৈত্তিক জ্বর নষ্ট হয়। সারিবাদি কষায় শর্করার সহিত পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। উৎপলাদি গণ ও যষ্টিমধুর কষায় পান করিলে অথবা উৎপলের শৃতশীতল কষায় শর্করার সহিত পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। গোলঞ্চ, পদ্ম ও লোধ অথবা অনন্তমূল ও উৎপলের কষায় শর্করামধুর ও শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। দ্রাক্ষা ও আরগ্বধের কাথ অথবা গাম্ভারীফলের কাথ পিত্তজ্বরনাশক। স্বাদু ও তিক্ত গণের কষায় শর্করাযোগে শীতল করিয়া পান করিলে প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণা ও দাহ নষ্ট হয়। পিপাসিত ব্যক্তিকে মধুযুক্ত

বাময়েৎ পায়য়িত্বা তু তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥
ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষায়ৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনৈর্যুতৈঃ॥
অন্তর্দাহে বিধাতব্যমেভিশ্চান্যৈশ্চ শীতলৈঃ॥
নিদধ্যাদপ্সু চালোড্য নিশাপর্য্যুষিতং ততঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তং পিবতো জ্বরদাহৌ প্রশাম্যতঃ॥
পদ্মকং মধুকং দ্রাক্ষা পুণ্ডরীকমথোৎপলম্।
যবান্ ভৃষ্টানুশীরাণি সমঙ্গাং কাশ্মরীফলম্।
জিহ্বাতালুগলক্লোমশোষে মূর্দ্ধ্নি চ দাপয়েৎ॥
কেশরং মাতুলুঙ্গস্য মধুসৈন্ধবসংযুতম্।
শর্করাদাড়িমাভ্যাং বা দ্রাক্ষাখর্জ্জুরয়োস্তথা।
বৈরস্যে ধারয়েৎ কল্কং গণ্ডূষঞ্চ যথাহিতম্॥ ৭৪
সপ্তচ্ছদং গুড়ূচীঞ্চ নিম্বং স্ফূর্জ্জকমেব চ।
ক্বাথয়িত্বা পিবেৎ ক্বাথং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে॥
কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী।
কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরম্॥
হরিদ্রাং চিত্রকং নিম্বমুশীরাতিবিষে বচাম্।
কুষ্ঠমিন্দ্রযবান্ মূর্ব্বাং পটোলঞ্চাপি সাধিতম্।
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে॥
সারিবাতিবিষাকুষ্ঠ-পুরাখ্যৈঃ সদুরালভৈঃ।
মুস্তেন চ কৃতঃ ক্বাথঃ পীতো হন্যাৎ কফজ্বরম্॥
মুস্তং বৃক্ষকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী।
পরূষকাণি চ ক্বাথঃ কফজ্বরবিনাশনঃ॥
রাজবৃক্ষাদিবর্গস্য কষায়ং মধুসংযুতম্।
কফবাতজ্বরং হন্যাচ্ছীঘ্রং কালেঽবচারিতম্॥

নাগরং ধান্যকং ভার্গীমভয়াং সুরদারু চ।
বচাং পর্পটকং মুস্তং ভূতীকমথ কট্‌ফলম্॥
নিঃক্বাথ্য কফবাতোত্থে ক্ষৌদ্রহিঙ্গুসমন্বিতম্।
পাতব্যং শ্বাসকাসঘ্নং শ্লেষ্মোৎসেকে গলগ্রহে॥
হিক্কাসু কণ্ঠশ্বয়থৌ শূলে হৃদয়পার্শ্বজে॥ ৭৫
এলাপটোলত্রিফলা-যষ্ট্যাহ্বানাং বৃষস্য চ।
ক্বাথো মধুযুতঃ পীতো হন্তি পিত্তকফজ্বরম্॥
কটুকাবিজয়াদ্রাক্ষা-মুস্তপর্পটকৈঃ কৃতঃ।
কষায়ো নাশয়েৎ পীতঃ শ্লেষ্মপিত্তভবং জ্বরম্॥
ভার্গীবচাপর্পটক-ধান্যহিঙ্গ্বভয়াঘনৈঃ।
কাশ্মর্য্যনাগরৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রঃ শ্লেষ্মপিত্তজে॥
সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকামুষ্ণবারিণা।
পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ কফপিত্তসমুদ্ভবম্॥ ৭৬
কিরাততিক্তমমৃতং দ্রাক্ষামামলকং শঠীম্।
নিঃক্বাথ্য বাতপিত্তোত্থে তং ক্বাথং সগুড়ং পিবেৎ॥
রাস্না বৃষোঽথ ত্রিফলা রাজবৃক্ষফলৈঃ সহ।
কষায়ঃ সাধিতঃ পীতো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥ ৭৭
সর্ব্বদোষসমুত্থে তু সংসৃষ্টানবচারয়েৎ।
যথাদোষোচ্ছ্রয়ঞ্চাপি জ্বরান্ সর্ব্বানুপাচরেৎ॥ ৭৮
বৃশ্চীকবিল্ববর্ষাভূঃ পয়শ্চোদকমেব চ।
পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু তদ্ধি সর্ব্বজ্বরাপহম্॥
উদকাংশাস্ত্রয়ঃ ক্ষীরং শিংশপাসারসংযুতম্।
তৎ ক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

শীতল জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইলে তৃষ্ণা-শান্তি হয়। অন্তর্দাহে দুগ্ধ, ক্ষীরিগণের সুশীতল কষায় ও চন্দনের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। আর অন্যান্য শীতল দ্রব্যও প্রয়োগ করিবে। পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পুণ্ডরীক (পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ), ভৃষ্ট যব, বেণা, সমঙ্গা (গণিকারিকা) ও কাশ্মরীফলের মজ্জা মধুর সহিত পান করিলে জ্বর ও দাহ প্রশান্ত হয়। জিহ্বা, তালু, গল ও ক্লোমের শোষে মাতুলুঙ্গের কেশর (বীজের শাঁস) মধু ও সৈন্ধবের সহিত মস্তকে দিবে। মুখবৈরস্যে শর্করা ও দাড়িম অথবা দ্রাক্ষা ও খর্জ্জূরের কল্ক গণ্ডূষ করিবে। ৭৪। কফজ জ্বরে ছাতিমছাল, গোলঞ্চ, নিমছাল ও স্ফূর্জ্জক (ফণিজ্ঝক) এই সকলের কষায় মধুর সহিত পান করিবে। ত্রিকটু, নাগপুষ্প (নাগকেশর), হরিদ্রা, কট্‌কী, কুটজফল (ইন্দ্রযব) এই সকলের কষায় পান করিবে। হরিদ্রা, চিতা, নিমছাল, বেণা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা, ও পলতার ক্বাথ মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিবে। অনন্তমূল, অতিবিষা, কুড়, গুগ্‌গুলু, দুরালভা ও মুতোর ক্বাথ পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। মুতা, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কট্‌কী ও ফল্‌সাফলের ক্বাথ কফজ্বরনাশক। আরগ্বধাদি-গণের কষায় মধুযোগে যথাকালে পান করিলে শীঘ্র কফবাত-জ্বর নষ্ট হয়। শুঁঠ, ধনে, বামনহাটী, হরীতকী, দেবদারু, বচ, ক্ষেতপাবড়া, মুতা, ভূতীক (রোহিষতৃণ) ও কট্‌ফলের ক্বাথ মধু ও হিঙ্গুর সহিত পান করিলে কফবাতজ্বর, শ্বাস, কাস, শ্লেষ্মার প্রসেক, গলগ্রহ, হিক্কা, কণ্ঠশোথ, হৃচ্ছূল ও পার্শ্বশূল নিবৃত্ত হয়। ৭৫। এলা, পলতা, ত্রিফলা, যষ্টীমধু ও বাসকের ক্বাথ মধুযোগে পান করিলে পিত্তকফজ্বর নষ্ট হয়। কট্‌কী, বিজয়া (হরীতকী), দ্রাক্ষা, মুতা ও ক্ষেতপাবড়ার ক্বাথ পান করিলে শ্লেষ্মপিত্তজ্বর নষ্ট হয়। বামনহাটী, বচ, ক্ষেতপাবড়া, ধনে, হিঙ্গু, হরীতকী ও মুতার ক্বাথ অথবা গাম্ভারীফলের মাজ্জা ও শুঁঠের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে শ্লেষ্মা ও পিত্ত নষ্ট হয়। এক কর্ষ পরিমাণ কট্‌কীচূর্ণ শর্করা ও উষ্ণ বারির সহিত পান করিলে পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়। ৭৬। চিরেতা, গোলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলক ও শটীর ক্বাথ গুড়ের সহিত পান করিলে বাতপিত্তজ্বর নষ্ট হয়। রাস্না, বৃষাখ (বাসক), ত্রিফলা ও সোঁদালফলের ক্বাথে বাতপিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ৭৭। সান্নিপাতিকজ্বরে সংসৃষ্ট যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। আবার যে দোষের আধিক্য থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে। ৭৮। বৃশ্চীক (শ্বেত পুনর্নবা), বেলছাল, বর্ষাভূ (রক্ত পুনর্নবা), দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে পান করাইলে সর্ব্বজ্বর নষ্ট হয়। আট পল দুগ্ধ ও চব্বিশ

নলবেতসয়োর্মূলে মূর্ব্বায়াং দেবদারুণি।
কষায়ং বিধিবৎ কৃত্বা পেয়মেতজ্জ্বরাপহম্‌॥
ত্রৈফলো বা সসর্পিষ্কঃ ক্বাথঃ পেয়স্ত্রিদোষজে॥
অনন্তাং বালকং মুস্তাং নাগরং কটুরোহিণীম্‌।
সুখাম্বুনা প্রাগুদয়াৎ পিয়েত্তাক্ষসম্মিতম্‌॥
এষ সর্ব্বজ্বরান্‌ হন্তি দীপয়ত্যাশু চানলম্‌॥
দ্রব্যাণি দীপনীয়ানি তথা বৈরেচনানি চ।
একশো বা দ্বিশো বাপি জ্বরঘ্নানি প্রয়োজয়েৎ॥
সর্পির্মধ্বভয়াতৈল-লেহোঽয়ং সর্ব্বজং জ্বরম্‌।
শান্তিং নয়েৎ ত্রিবৃচ্চাপি সক্ষৌদ্রা প্রবলং জ্বরম্‌॥ ৭৯
জ্বরে তু বিষমে কার্য্যমূর্দ্ধকাধশ্চ শোধনম্‌।
ঘৃতং প্লীহোদরোক্তং বা নিহন্ত্যাদ্বিষমজ্বরম্‌।
গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্বা বিষমার্দ্দিতঃ॥
গুড়ূচীনিম্বধাত্রীণাং কষায়ং বা সমাক্ষিকম্‌।
প্রাতঃ প্রাতঃ সসর্পিষ্কং রসোনমুপযোজয়েৎ॥ ৮০
ত্রিচতুর্ভিঃ পচেৎ ক্বাথং পঞ্চভির্বা সমন্বিতৈঃ।
মধুকস্য পটোলস্য রোহিণ্যা মুস্তকস্য চ।
হরীতক্যাশ্চ সর্ব্বোঽয়ং ত্রিবিধো যোগ ইষ্যতে॥
সর্পিঃক্ষীরসিতাক্ষৌদ্র-মাগধীর্বা যথাবলম্‌।
দশমূলীকষায়েণ মাগধীর্বা প্রযোজয়েৎ॥
পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা পিবেৎ ক্ষীররসাশনঃ।
তাম্রচূড়স্য মাংসেন পিবেদ্বা মদ্যমুত্তমম্‌॥

কোলাগ্নিমন্থত্রিফলাক্বাথে দধ্না ঘৃতং পচেৎ।
তিল্বকাবাপমেতদ্ধি বিষমজ্বরনাশনম্‌॥
পিপ্পল্যতিবিষাদ্রাক্ষা-সারিবাবিল্বচন্দনৈঃ।
কটুকেন্দ্রযবোশীরঃসিংহীতামলকীঘনৈঃ॥
ত্রায়মাণাস্থিরাধাত্রী-বিশ্বভেষজচিত্রকৈঃ।
পক্বমেভির্ঘৃতং পীতং বিজিত্য বিষমাগ্নিতাম্‌॥
জীর্ণজ্বরশিরঃশূল-গুল্মোদরহলীমকম্‌।
ক্ষয়কাসং সসন্তাপং পার্শ্বশূলানপাস্যতি॥
গুড়ূচীত্রিফলাবাসা-ত্রায়মাণাযবাসকৈঃ।
কথিতৈর্বিধিবৎ পক্বমেতৈঃ কল্কীকৃতৈঃ সমৈঃ॥
দ্রাক্ষামাগধিকাম্ভোদ-নাগরোৎপলচন্দনৈঃ।
পীতং সর্পিঃ ক্ষয়শ্বাস-কাসাজীর্ণজ্বরান্‌ জয়েৎ॥
কলশীবৃহতীদ্রাক্ষা-ত্রায়ন্তী নিম্বগোক্ষুরৈঃ।
বলাপর্পটকাম্ভোদ-শালপর্ণীযবাসকৈঃ॥
পক্বমৃৎকথিতৈঃ সর্পিঃ কল্কৈরেভিঃ সমন্বিতৈঃ॥
শঠীতামলকীভার্গী-মেদাকতকপৌষ্করৈঃ॥
ক্ষীরদ্বিগুণসংযুক্তং জীর্ণজ্বরমপোহতি।
শিরঃপার্শ্বরুজাকাস-ক্ষয়প্রশমনং পরম্‌॥
পটোলীপর্পটারিষ্ট-গুড়ূচীত্রিফলাবৃষৈঃ।
কটুকাম্বুদভূনিম্ব-যাসযষ্ট্যাহ্বচন্দনৈঃ।
দার্ব্বীশক্রযবোশীর-ত্রায়মাণাকণোৎপলৈঃ॥

পল জল ও শিংশপাসার এক পল পাক করিয়া চতুর্থাবশেষে পান করিলে সর্ব্বজ্বর নষ্ট হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্ব্বা ও দেবদারুর কষায় বিধিবৎ পাক করিয়া পান করিলে জ্বর নষ্ট হয়। ত্রিদোষজ জ্বরে ত্রিফলার ক্বাথ ঘৃতের সহিত পান করা যায়। অনন্তমূল (টীকাকার-মতে দুরালভা), বালা, মুতা, শুঁঠ ও কটুকীর চূর্ণ অক্ষপরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত প্রত্যূষে পান করিবে। ইহাতে সর্ব্বজ্বর নষ্ট হয় এবং অগ্নি দীপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্বরে দীপনীয় ও বৈরেচন জ্বরঘ্ন দ্রব্য সকল একশঃ বা দ্বিশঃ প্রয়োগ করিবে। সর্পিঃ, মধু, হরীতকী ও তৈলের লেহ সর্ব্বজ জ্বর নষ্ট করে। আর মধুর সহিত ত্রিবৃচ্চূর্ণ বা ত্রিবৃৎক্বাথ পান করিলেও প্রবল জ্বর নষ্ট হয়। ৭৯। বিষমজ্বরে ঊর্দ্ধশোধন ও অধঃশোধন কর্ত্তব্য প্লীহোদরোক্ত ঘৃত [যেমন রোহীতকঘৃত] বিষম জ্বরে হিতকর। অথবা বিষমজ্বরে গুড়প্রগাঢ় ত্রিফলাক্বাথ পান করিবে. অথবা গোলঞ্চ, নিমছাল ও আমলকীর কষায় মধুর সহিত পান করিবে। অথবা প্রতিদিন প্রাতঃকালে রসোনের রস ঘৃতের সহিত পান করিবে।৮০। যষ্টিমধু, পলতা, কটুকী, মুতা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য তিন চারি বা পাঁচটী একত্র করিয়া ত্রিবিধ যোগ প্রস্তুত করা যায়। এই সকল যোগ বিষমজ্বরনাশক। অথবা সর্পিঃ, দুগ্ধ, চিনি, মধু ও পিপুল এই সকলের কল্ক যথাবল পান করিবে। অথবা দশমূলীক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। অথবা পিপ্পলীবর্দ্ধমান সেবন করিবে এবং দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিবে। অথবা কুক্কুটমাংসের সহিত উৎকৃষ্ট মদ্য পান করিবে। কোল (পঞ্চকোল), গণিয়ারী ও ত্রিফলার ক্বাথ, তিল্বকের কল্ক এবং দধি ও ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। পিপুল, অতিবিষা, দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, বেলছাল, রক্তচন্দন, কটুকী, ইন্দ্রযব, বেণার মূল, সিংহী (কণ্টকারী), তামলকী (ভূম্যামলকী), মুতা, ত্রায়মাণা, স্থিরা (শালপাণী), আমলকী, শুঁঠ ও চিতার ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বিষমাগ্নিতা, জীর্ণজ্বর, শিরঃশূল, গুল্ম, উদর, হলীমক, ক্ষয়, কাস, সন্তাপ ও পার্শ্বশূল নষ্ট হয়। গোলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণা ও দুরালভার ক্বাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপুল, মুতা, শুঁঠ, নীলোৎপল ও রক্তচন্দনের কল্ক ও ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে ক্ষয়, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ ও জ্বর নষ্ট হয়। কলশী (চাকুলে), বৃহতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়ন্তী, নিমছাল, গোক্ষুর, বেড়েলা, ক্ষেতপাবড়া, মুতা, শালপাণী, দুরালভা এই সকলের ক্বাথ; শটী, ভূম্যামলকী, বামনহাটী, মেদা, কতকফল ও পুষ্করমূলের কল্ক আর ঘৃত ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। আর ইহাতে শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, কাস ও ক্ষয় নষ্ট হয়। পলতা, ক্ষেতপাবড়া, নিম্ব, গোলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, কটকী, মুতা, চিরেতা, দুরালভা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বেণা, ত্রায়মাণা, পিপুল ও নীলোৎপল এই সকলের কল্ক; আমলকী

ধাত্রীভৃঙ্গরজোভীরু-কাকমাচীরসৈর্ঘৃতম্ ॥
সিদ্ধমাশ্বপচীকুষ্ঠ-জ্বরশুক্রার্জ্জুনব্রণান্।
হন্ত্যাময়নবদনকর্ণজান্ ঘ্রাণজান্ গদান্ ॥
বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্ত-মঞ্জিষ্ঠাদাড়িমোৎপলৈঃ।
প্রিয়ঙ্গ্বেলৈলবালুক-চন্দনামরদারুভিঃ ॥
বর্হিষ্ঠকুষ্ঠরজনী-পর্ণিনীসারিবাদ্বয়ৈঃ।
হরেণুকাত্রিবৃদ্দন্তী-বচাতালীশকেসরৈঃ ॥
দ্বিক্ষীরং বিপচেৎ সর্পির্মালতীকুসুমৈঃ সহ।
বিষমজ্বরকশ্বাস-গুল্মোন্মাদগরাপহম্ ॥
এতৎ কল্যাণকং নাম সর্পির্মাঙ্গল্যমুত্তমম্।
অলক্ষ্মীগ্রহরক্ষোঽগ্নি-মান্দ্যাপস্মারপাপনুৎ ॥
শস্যতে নষ্টশুক্রাণাং বন্ধ্যানাং গর্ভদং পরম্।
মেধ্যং চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং রেতোমার্গরুজাপহম্ ॥
এভিরেব যথাদ্রব্যৈঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সাধিতম্।
কপিলায়া ঘৃতপ্রস্থং সুবর্ণমণিসংযুতম্ ॥
তৎক্ষীরেণ সহৈকধ্যং প্রসাধ্য কুসুমৈরিমৈঃ।
সুমনশ্চম্পকাশোক-শিরীষকুসুমৈর্ঘৃতম্ ॥
তথা নলদপদ্মানাং কেশরৈর্দাড়িমস্য চ ॥
তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে সাধকস্যাতুরস্য চ।
কৃতং মনুষ্যদেবায় ব্রাহ্মণৈরভিমন্ত্রিতম্ ॥
এতৎ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি মহাকল্যাণকং ঘৃতম্
দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ সর্ব্বরোগহরং শিবম্ ॥
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
অভ্যাসাদস্য ঘৃতস্যেহ জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ম্ ॥
গব্যং দধি চ মূত্রঞ্চ ক্ষীরং সর্পিঃ শকৃদ্রসঃ।
সমভাগানি পাচ্যানি কল্কাংশ্চৈতান্ সমাবপেৎ ॥
ত্রিফলাং চিত্রকং মুস্তং হরিদ্রে দ্বে বিষাং বচাম্।
বিড়ঙ্গং ত্র্যূষণং চব্যং সুরদারু তথৈব চ।
পঞ্চগব্যমিদং পানাদ্বিষমজ্বরনাশনম্।
পঞ্চগব্যঘৃতে গর্ভাৎ পাচ্যমন্যদ্বৃষেণ চ।
বলয়াথ পরং পাচ্যং গুড়ূচ্যা তদ্বদেব তু।
জীর্ণজ্বরে চ শোফে চ পাণ্ডুরোগে চ পূজিতম্ ॥
এতেনৈব তু কল্পেন ঘৃতং পঞ্চাবিকং পচেৎ।
পঞ্চাজং পঞ্চমহিষং চতুরুষ্ট্রমথাপি বা ॥
ত্রিফলোশীরসম্পাক-কটুকাতিবিষান্বিতৈঃ ॥
শতাবরীসপ্তপর্ণ-গুড়ূচীরজনীদ্বয়ৈঃ ॥
চিত্রকত্রিবৃতামূর্ব্বা-পটোলারিষ্টবালকৈঃ।
কিরাততিক্তকবচা-বিশালাপদ্মকোৎপলৈঃ ॥
সারিবাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব-চবিকারক্তচন্দনৈঃ।
দুরালভাপর্পটক-ত্রায়মাণাটরূষকৈঃ ॥
রাস্নাকুঙ্কুমমঞ্জিষ্ঠা-মাগধীনাগরৈস্তথা।
ধাত্রীফলরসৈঃ সম্যগ্দ্বিগুণৈঃ সাধিতং হবিঃ ॥
পরিসর্পজ্বরশ্বাস-গুল্মকুষ্ঠনিবারণম্।
পাণ্ডুপ্লীহাগ্নিমান্দ্যেভ্য এতদেব পরং হিতম্ ॥
পটোলকটুকাদার্ব্বী-নিম্ববাসাফলত্রিকম্।
দুরালভাপর্পটক-ত্রায়মাণাঃ ফলোন্মিতাঃ ॥

ভৃঙ্গরাজ, শতাবরী ও কাকমাচী এই সকলের ক্বাথ এবং ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে আশু অপচী, কুষ্ঠ, জ্বর, শুক্র, অর্জ্জুন ও ব্রণ এবং নয়ন বদন কর্ণ ও ঘ্রাণজ রোগ সকল নষ্ট করে। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলা, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বর্হিষ্ঠ (বালা), কুড়, হরিদ্রা, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, অনন্তমূল, শ্যামা লতা, হরেণুকা, ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ, নাগকেশর ও মালতীকুসুম (জাতীপুষ্প) এই সকলের কল্ক ও ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বিষমজ্বর, শ্বাস, গুল্ম, উন্মাদ ও গর নষ্ট হয়। এই কল্যাণক নামক ঘৃত উৎকৃষ্ট মাঙ্গল্য। ইহাতে অলক্ষ্মী, গ্রহ, রক্ষোভয়, অগ্নিমান্দ্য, অপস্মার ও পাপ নষ্ট হয়। ইহা নষ্ট শুক্র ও বন্ধ্যাদিগের কল্যাণকর এবং মেধ্য, চক্ষুষ্য, আয়ুষ্য ও রেতোমার্গের বেদনানাশক। বৈদ্য ও রোগীর প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে কল্যাণকঘৃতোক্ত দ্রব্য সকল, সর্ব্বগন্ধা, কপিলাদুগ্ধের ঘৃত চারি সের, স্বর্ণচূর্ণ ও মণিভস্ম, দুগ্ধ, জাতীপুষ্প, চম্পকপুষ্প, অশোকপুষ্প, শিরীষপুষ্প, নলদ (জটামাংসী), পদ্মের (লাল পদ্মের) কেশর এবং দাড়িমের কেশর পাক করিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম মহাকল্যাণক ঘৃত। ইহা সর্ব্বজ্বরনাশক ও রাজযোগ্য। ইহার দর্শন ও স্পর্শনেই সর্ব্বরোগ নষ্ট হয়। ইহা মঙ্গলকারক ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য। ইহা পান করিলে বলি পলিত নষ্ট হয়। এই ঘৃত অভ্যাস করিলে বর্ষশতত্রয় জীবিত থাকা যায়। গব্য দধি, গোমূত্র, গোদুগ্ধ, গোঘৃত ও গোময়রস সমান সমান একত্র করিয়া তাহাতে এই এই কল্ক দিবে, যথা;— ত্রিফলা, চিতা, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিষা (অতিবিষা), বচ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চই ও দেবদারু। ইহার নাম পঞ্চগব্য-ঘৃত। ইহা পান করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। দ্বিতীয়-প্রকার পঞ্চগব্যঘৃত উক্ত কল্ক বিনা প্রস্তুত হয়। তৃতীয়-প্রকার পঞ্চগব্যঘৃতে বাসক, বেড়েলা ও গোলঞ্চের কল্ক দেওয়া যায়। ইহা জীর্ণজ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগে পূজিত। আবার এইরূপ নিয়মেই পঞ্চাবিক (মেষদধি, মেষমূত্র, মেষদুগ্ধ, মেষঘৃত ও মেষবিষ্ঠার রসে) ঘৃত প্রস্তুত করা যায়। আবার এইরূপ নিয়মেই পঞ্চাজ, পঞ্চমহিষ ও চতুরুষ্ট্র ঘৃত প্রস্তুত করা যায় [চতুরুষ্ট্রঘৃতে উষ্ট্রের বিষ্ঠার রস দেওয়া হয় না]। ত্রিফলা, বেণা, সম্পাক (সোঁদাল), কটুকী, অতিবিষা, শতাবরী, সপ্তপর্ণ, গোলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতা, ত্রিবৃৎ, মূর্ব্বা, পলতা, নিমছাল, বালা, চিরেতা, বচ, রাখালশসা, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, যষ্টিমধু, চই, রক্তচন্দন, দুরালভা, ক্ষেতপাবড়া, ত্রায়মাণা, বাসক, রাস্না, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, পিপুল ও শুঁঠের কল্ক; আমলকীর রস ঘৃতের

প্রস্থমামলকানাঞ্চ ক্বাথয়েৎ সলিলার্ম্মণে।
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
রক্তপিত্তকফস্বেদ-ক্লেদপূয়াঙ্গশোষণম্।
কামলাজ্বরবীসর্প-গণ্ডমালাহরং পরম্ ॥
শৃতং পয়ঃ শর্করা চ পিপ্পল্যো মধুসর্পিষী।
পঞ্চসারমিদং পেয়ং মথিতং বিষমজ্বরে ॥
ক্ষতক্ষীণে ক্ষয়ে শ্বাসে হৃদ্রোগে চৈতদিষ্যতে ॥৮০
লাক্ষাবিশ্বানিশামূর্ব্বা-মঞ্জিষ্ঠাস্বর্জ্জিকাময়ৈঃ।
ষড়্গুণেন চ তক্রেণ সিদ্ধং তৈলং জ্বরান্তকৃৎ ॥
ক্ষীরিবৃক্ষাসনারিষ্টং জম্বূসপ্তচ্ছদার্জ্জুনৈঃ।
শিরীষখদিরাস্ফোতামৃতবল্যাটরূষকৈঃ ॥
কটকাপর্পটোশীর-বচাতেজোবতীঘনৈঃ।
সাধিতং তৈলমভ্যঙ্গাদাশু জীর্ণজ্বরাপহম্ ॥ ৮০
নির্ব্বিষৈর্ভুজগৈর্নাগৈর্বিনীতৈঃ কৃতৃতস্করৈঃ।
ত্রাসয়েদ্বাগমে চৈনং তদহর্ভোজয়েন্ন চ ॥
অত্যভিষ্যন্দিগুরুভির্বাময়েদ্বা পুনঃপুনঃ।
মদ্যং তীক্ষ্ণং পায়য়েত ঘৃতং বা জ্বরনাশনম্ ॥
পুরাণং বা ঘৃতং কামমুদারং বা বিরেচনম্।

দ্বিগুণ এবং ঘৃত একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বিসর্প, জ্বর, শ্বাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। পলতা, কট্কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসক, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেতপাবড়া ও ত্রায়মাণা এক এক পল ও আমলকী দুই সের চৌষট্টি সের জলে পাক করিবে এবং পাদাবশেষে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চারি সের ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, কফ, স্বেদ, ক্লেদ, পূয, অঙ্গশোষ, কামলা, জ্বর, বীসর্প ও গণ্ডমালা নষ্ট হয়। সিদ্ধ দুগ্ধ, মিছরী, পিপুল, মধু ও ঘৃত একত্র করিলে তাহাকে পঞ্চসার বলা যায়; ইহা হস্তমথিত করিয়া পান করিলে বিষম জ্বর, ক্ষয়, শ্বাস ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। লাক্ষা, শুঁঠ, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্জ্জিকা, কুড় ও তৈল এবং তৈলের ছয়গুণ তক্র একত্র পাক করিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে। ইহা বিষম জ্বর নাশ করে। ক্ষীরিবৃক্ষ, অশন, নিম, জম্বু, ছাতিম, অর্জ্জুন, শিরীষ, খদির, আস্ফোতা (অনন্তমূল), গোলঞ্চ, বাসক, কট্কী, ক্ষেতপাবড়া, বেণা, বচ, তেজোবতী (কাকমর্দনিকা) ও মুতা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে আশু জীর্ণ জ্বর নষ্ট হয়। ৮০। পালাজ্বরে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে রোগীকে হঠাৎ সর্প বা হস্তী দর্শন করাইয়া বা চৌর্য্যাদি অপবাদ দিয়া ত্রাসিত করিলে জ্বর আসে না। এরূপ স্থলে সর্প নির্ব্বিষ ও হস্তী সুশিক্ষিত হওয়া উচিত। আর জ্বরের দিনে রোগীকে অন্ন দিবে না। অথবা দধি প্রভৃতি অতিশয় অভিষ্যন্দী বা গুরু দ্রব্য পান করাইয়া পুনঃপুনঃ বমন করাইবে। অথবা তীক্ষ্ণ মদ্য পান করাইবে। অথবা জ্বরনাশক ঘৃত সেবন করাইবে অথবা যথেষ্ট পরিমাণে

নিরূহয়েদ্বা মতিমান্ সুস্বিন্নং তদহর্নরম্ ॥
অজাব্যোশ্চর্ম্মরোমাণি বচা কুষ্ঠং পলঙ্কষা।
নিম্বপত্রং মধুযুতং ধূপনং তস্য দাপয়েৎ ॥
বৈড়ালং বা শকৃদ্যোজ্যং বেপমানস্য ধূপনম্ ॥ ৮১
পিপ্পলীসৈন্ধবং তৈলং নৈপালী চেক্ষণাঞ্জনম্।
উদরোক্তানি সর্পীংষি যান্যুক্তানি পুরা ময়া।
কল্পোক্তঞ্চাজিতং সর্পিঃ সেব্যমানং জ্বরং জয়েৎ ॥৮২
ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্বন্ধাবেশনতাড়নৈঃ।
জয়েদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং বিজ্ঞানাদ্যৈশ্চ মানসম্ ॥ ৮৩
শ্রমক্ষয়ে চ ভুঞ্জীত ঘৃতাভ্যক্তো রসৌদনম্।
অভিশাপাভিচারোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ ॥
দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাতগ্রহপীড়জৌ।
অভিঘাতজ্বরে কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামুষ্ণবিবর্জ্জিতাম্ ॥
কষায়মধুরাং স্নিগ্ধাং যথাদোষমথাপি বা।
ওষধীগন্ধবিষজৌ বিষপিত্তপ্রসাদনৈঃ ॥ ৮৪
জয়েৎ কষায়ঞ্চ হিতং সর্ব্বগন্ধকৃতং তথা।
নিম্বদারুকষায়ং বা হিতং সৌমনসং তথা ॥
যবান্নবিকৃতিঃ সর্পির্মদ্যঞ্চ বিষমে হিতম্।
সম্পূজয়েদ্ দ্বিজান্ গাশ্চ দেবমীশানমম্বিকাম্ ॥ ৮৫
কফবাতোত্থয়োশ্চাপি জ্বরয়োঃ শীতপীড়িতম্।

পুরাণ ঘৃত পান করাইবে। অথবা উদার (অপীড়াকর) বিরেচন দিবে। অথবা জ্বরের দিন রোগীকে স্বিন্ন করিয়া নিরূহ দিবে। অজা ও মেষের চর্ম্ম ও রোম, বচ, কুড়, গুগ্গুলু ও নিমপাতা মধুযুক্ত করিয়া ধূপন দিবে। অথবা অবস্থাবিশেষে বিড়ালের বিষ্ঠা পান করাইবে। রোগী বেপমান হইলে তাহাকে ধূপ দিবে। ৮১। বিষম জ্বরে পিপুল, সৈন্ধব, তৈল ও মনছালের অঞ্জন দিবে। আর আমি উদর-চিকিৎসায় পূর্ব্বে যে সকল ঘৃত বলিয়াছি, তাহাও প্রয়োগ করিবে। কল্পস্থানে যে অজিত ঘৃত বলিয়াছি, তাহা সেবন করিলে জ্বর নষ্ট হয়। ৮২। ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে ভূতবিদ্যানির্দ্দিষ্ট বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন করিবে। আর মনকে বিজ্ঞানাদি দ্বারা প্রবোধিত করিবে। ৮৩। শ্রমজ্বরে ও ক্ষয়জ্বরে ঘৃতাভ্যঙ্গপূর্ব্বক মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করিবে। অভিশাপজ ও অভিচারজ জ্বর হোমাদি দ্বারা জয় করিবে। উৎপাতজ ও গ্রহপীড়াজ জ্বর দান স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য দ্বারা জয় করিবে। অভিঘাত জ্বরে উষ্ণ ক্রিয়া করিবে না। উহাতে কষায় মধুর ও স্নিগ্ধ চিকিৎসা করিবে। ওষধিগন্ধজ ও বিষজজ্বরে বিষপিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে। ৮৪। বিষম জ্বরে সর্ব্বগন্ধের কাথ হিতকর। অথবা নিম্ব ও দেবদারুর কষায় বা জাতীপুষ্পের কষায় হিতকর। আর যবান্ন, সাগঃ ও মদ্য হিতকর। বিষমজ্বরে দ্বিজ, গো, মহাদেব ও অম্বিকার পূজা করিবে। ৮৫। বাতশ্লেষ্ম-প্রধান জীর্ণ জ্বরে শীতপীড়িত রোগীকে উষ্ণবর্গসহকারে

দিহ্যাচ্চুষ্ণেন বর্গেণ পরশ্চোক্তো বিধির্হিতঃ ॥
সিঞ্চেৎ কোষ্ণৈরারণাল-শুক্তগোমূত্রমস্তুভিঃ।
দিহ্যাৎ পলাশৈরথবা সুরসার্জ্জকশিগ্রুজৈঃ ॥
ক্ষারতৈলেন চাভ্যঙ্গঃ সশুক্তেন বিধীয়তে।
পানমারগ্বধাদেশ্চ কথিতস্য বিশেষতঃ ॥
অবগাহঃ সুখোষ্ণশ্চ বাতঘ্নক্কাথসংযুতঃ।
জিত্বা শীতং ক্রমেণৈবেভি সুখোষ্ণজলসেচিতম্ ॥
প্রবেশ্যোর্ণিককার্পাস-কৌশেয়াম্বরসংবৃতম্।
শায়য়েদ্ধ গ্লানদেহঞ্চ কালাগুরুবিভূষিতম্ ॥
স্তনাঢ্যা রূপসম্পন্নাঃ কুশলা নবযৌবনাঃ।
ভজেয়ুঃ প্রমদা গাত্রৈঃ শীতদৈন্যাপহারিভিঃ ॥
শরচ্ছশাঙ্কবদনা নীলোৎপলদলেক্ষণাঃ।
স্ফুরিতভ্রূলতাভঙ্গ-ললাটতটকম্পনাঃ ॥
প্রলম্বিবিলসৎকাঞ্চ্যো বিম্বীফলনিভাধরাঃ।
কৃশোদর্য্যোহতিবিস্তীর্ণ-জঘনোদ্বহনালসাঃ ॥
কুঙ্কুমাগুরুদিগ্ধাঙ্গ্যো ঘনতুঙ্গপয়োধরাঃ।
সুগন্ধিধূপিতস্রক্ক-প্রস্তাংশুকবিভূষণাঃ ॥
গাঢ়মালিঙ্গয়েয়ুস্তং নরং বনলতা ইব।
প্রহ্লাদকাস্ত বিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েৎ পুনঃ ॥
তাসামঙ্গবরশ্লেষ-নিবারিতহিমজ্বরম্।
ভোজয়েদ্ধিতমন্নঞ্চ যথা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥
দাহাভিভূতে তু বিধিং কুর্য্যাদ্দাহবিনাশনম্।

প্রলিপ্ত করিবে। ক্ষার উষ্ণচিকিৎসা করিবে। রোগীকে ঈষৎ উষ্ণ কাঁজী, শুক্ত, গোমূত্র ও মস্তু পরিষেক করিবে। রোগীকে পলাশপত্র বা সুরসতুলসী বা অর্জ্জক বা সজিনার পত্রের কল্কে লিপ্ত করিবে। আর শুক্তযুক্ত ক্ষারতৈলে অভ্যঙ্গ করাইবে। বিশেষতঃ আরগ্বধাদি গণের ক্বাথ পান করাইবে। বাতঘ্নক্বাথসংযুক্ত সুখোষ্ণ অবগাহ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ শীত জিত হইলে রোগী সুখোষ্ণ জলে সেচিত হইয়া নিবাত গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ঊর্ণা-কার্পাস-কৌশেয় অম্বরে আবৃত-শরীর হইবে। আর গ্লানদেহ রোগী কালাগুরুবিভূষিত হইয়া অবস্থান করিলে প্রমদারা শীতদৈন্যাপহারী গাত্র দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিবে। প্রমদারা এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক ;— স্তনাঢ্যা, রূপসম্পন্না, কুশলা, নবযৌবনা, শরদিন্দুনিভাননা, নীলোৎপলদলনয়না, স্ফুরিত-ভ্রূলতা-ভঙ্গ-ললাট-তটকম্পনা, প্রলম্বিবিলসৎকাঞ্চী, বিম্বীফলনিভাধরা, কৃশোদরী, অতি-বিস্তীর্ণজঘনোদ্বহনালসা, কুঙ্কুমাগুরুদিগ্ধাঙ্গী, ঘনতুঙ্গ-পয়োধরা এবং সুগন্ধিধূপিতস্রক্প্রস্তাংশুকবিভূষণা। যেন ইহারা বনলতার ন্যায় রোগীকে গাঢ় আলিঙ্গন করে। রোগীর কামোদ্রেক হইলে যেন পরিত্যাগ করে। সেই সকল প্রমদার বরাঙ্গের শ্লেষায় হিমজ্বর নিবারিত হইলে রোগীকে হিতকর অন্ন যথাসুখ ভোজন করাইবে। রোগী দাহে অভিভূত হইলে দাহনাশক ব্যবস্থা করিবে। মধু ও

মধুফাণিতযুক্তেন নিম্বপত্রাম্ভসাপি বা।
দাহজ্বরার্ত্তং মতিমান্ বাময়েৎ ক্ষিপ্রমেব চ ॥
শতধৌতঘৃতাভ্যক্তং দিহ্যাদ্বা যবশক্তুভিঃ।
কোলামলকসংযুক্তৈঃ শুকধান্যাম্লসংযুতৈঃ ॥
অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈশ্চ ফেনিলাপল্লবৈস্তথা।
অম্লপিষ্টৈস্ত শীতৈর্ব্বা পলাশতরুজৈর্দ্দিহেৎ ॥
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য চ।
লিপ্তেঽঙ্গে দাহতৃণ্মূর্চ্ছা সর্ব্বথৈব প্রশাম্যতি ॥
যবার্দ্ধকুড়বং পিষ্ট্বা মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধপলং তথা।
অম্লপ্রস্থশতোন্মিশ্রং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
এতৎ প্রহ্লাদনং তৈলং জ্বরদাহবিনাশনম্।
ন্যগ্রোধাদির্গণো যস্ত কাকোল্যাদিশ্চ যো গণঃ ॥
উৎপলাদির্গণো যস্ত পিষ্টৈর্ব্বা তৈঃ প্রলেপয়েৎ।
তৎকষায়াম্লসংসিদ্ধাঃ স্নেহাশ্চাভ্যঞ্জনে হিতাঃ ॥
তেষাং শীতকষায়ে বা দাহার্ত্তমবগাহয়েৎ।
দাহবেগে ত্বতিক্রান্তে তস্মাদুদ্ধৃত্য মানবম্ ॥
পরিষিচ্যাম্বুভিঃ শীতৈঃ প্রলিম্পেচ্চন্দনাদিভিঃ ॥
সানন্দা পীনমনসমাশ্লিষেয়ুর্ব্বরাঙ্গনাঃ।
পেলবক্ষৌমসংবীতাশ্চন্দনার্দ্রপয়োধরাঃ ॥
বিভ্রত্যোঽম্বুজস্রজশ্চিত্রা মণিহারবিভূষিতাঃ।
ভজেয়ুস্তাঃ স্তনৈঃ শীতৈঃ স্পৃশন্ত্যোঽম্বুরুহৈঃ সুখৈঃ ॥
প্রহ্লাদকাস্ত বিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েৎ পুনঃ।

ফাণিতযুক্ত নিম্বপত্রের রসে দাহজ্বরার্ত্ত রোগীকে সদ্য বমন করান উচিত। অথবা রোগীকে শতধৌতঘৃতাভ্যক্ত করিয়া যবশক্তুযোগে লিপ্ত করিবে। কুলপাতা ও আমলকীর পাতার কল্ক শুকধান্যের কাঁজীর সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখাইবে। অথবা রীঠার পাতা কাঁজীর সহিত পেষণ বা অন্য প্রকারে শীতল করিয়া মাখাইবে। অথবা পলাশের পাতা অম্লপিষ্ট ও শীতল করিয়া মাখাইবে। কুলপাতার ফেনা বা রীঠার ফেনা অঙ্গে লেপন করিলে সর্ব্বথা দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছার শান্তি হয়। অর্দ্ধকুড়ব যব, অর্দ্ধপল মঞ্জিষ্ঠা ও শতপ্রস্থ কাঁজী এবং একপ্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল প্রহ্লাদন এবং জ্বরদাহনাশক। ন্যগ্রোধাদি গণ, কাকোল্যাদি গণ বা উৎপলাদি গণের প্রলেপ দিবে। আর ঐ সকল গণের কষায় ও কাঁজীর সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। অথবা উহাদের শীত কষায়ে রোগীকে অবগাহন করাইবে। দাহবেগ অতিক্রান্ত হইলে তাহা হইতে রোগীকে উত্থিত করিয়া শীতল জলে পরিষেক করিবে, পরে চন্দনাদি লেপন করিবে। পরে উহাকে প্রফুল্লা বরাঙ্গনারা আলিঙ্গন করিবে। ঐ সকল বরাঙ্গনা কোমলক্ষৌমধারিণী, চন্দনার্দ্র-পয়োধরা, পদ্মমালালঙ্কৃতা ও মণিহারবিভূষিতা হওয়া আবশ্যক। উঁহারা উহাকে শীতল সুখকর স্তনযুগ ও পদ্ম সহকারে স্পর্শ করিবে। কামোদ্রেক হইলে সরিয়া

হিতঞ্চ ভোজয়েদন্নং তথাপ্নোতি সুখং মহৎ ॥
পিত্তজ্বরোক্তং শমনং বিরেকোঽন্যদ্ধিতঞ্চ যৎ ॥ ৮৬
নির্হরেৎ পিত্তমেবাদৌ জ্বরেষু সমবায়িষু।
দুর্নিবারতরং তদ্ধি জ্বরার্ত্তেষু বিশেষতঃ ॥
ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপিপাসাদীনবিরোধাজ্জ্বরস্য তু।
উপদ্রবান্ জয়েচ্চাপি প্রত্যনীকেন হেতুনা ॥
বিশেষমপরঞ্চাত্র শৃণূপদ্রবনাশনম্।
মধুকং রজনী মুস্তং দাড়িমঞ্চাম্লবেতসম্।
অঞ্জনং তিন্তিড়ীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলম্ ॥
ত্বচং ব্যাঘ্রনখঞ্চৈব মাতুলুঙ্গরসো মধু।
দিহ্যাদেভির্জ্বরার্ত্তস্য মধুশুক্তযুতৈঃ শিরঃ ॥
শিরোঽভিতাপসংমোহ-বমিহিক্কাপ্রবেপথূন্।
প্রদেহো নাশয়ত্যেষ জ্বরিতানামুপদ্রবান্ ॥
মধুকমথ হ্রীবেরমুৎপলানি মধূলিকাম্।
লীঢ়া চূর্ণানি মধুনা সর্পিষা চ জয়েদ্বমিম্।
কফপ্রসেকাসৃক্পিত্ত-হিক্কাশ্বাসাংশ্চ দারুণান্ ॥
লিহন্ জ্বরার্ত্তস্ত্রিফলাং পিপ্পলীঞ্চ সমাক্ষিকাম্।
কাসে শ্বাসে চ মধুনা সর্পিষা স সুখী ভবেৎ ॥
বিদারী দাড়িমং লোধ্রং দাধিত্থং বীজপূরকম্।
এভিঃ প্রদিহ্যান্মূর্দ্ধানং তৃড্দাহার্ত্তস্য দেহিনঃ ॥
দাড়িমস্য সিতায়াশ্চ দ্রাক্ষামলকয়োস্তথা।
বৈরস্যে ধারয়েৎ কল্কং গণ্ডূষঞ্চ যথাহিতম্ ॥
ক্ষীরেক্ষুরসমাধ্বীক-সর্পিস্তৈলোষ্ণবারিভিঃ।
শূন্যে মূর্দ্ধ্নি হিতং নস্যং জীবনীয়শৃতং ঘৃতম্ ॥
চূর্ণিতত্রিফলাশ্যামা ত্রিবৃৎপিপ্পলিসংযুতঃ।
সক্ষৌদ্রঃ শর্করাযুক্তো বিরেকস্তু প্রশস্যতে ॥
পক্বে পিত্তজ্বরে রক্তে চোর্দ্ধগে বেপথৌ তথা।
কফবাতোত্থয়োরেবং স্নেহাভ্যঙ্গৈর্বিশোধয়েৎ।
হৃতদোষো ভ্রমার্ত্তস্তু লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রসিতাভয়াঃ
বাতঘ্নমধুরৈর্যোজ্যা নিরূহা বাতজে জ্বরে।
বিভজ্য দোষং প্রাণঞ্চ যথাস্বং বানুবাসনম্ ॥
উৎপলাদিকষায়াঢ্যাশ্চন্দনোশীরসংযুতাঃ।
শর্করামধুরাঃ শীতাঃ পিত্তজ্বরহরা মতাঃ ॥
আম্রাদীনাং ত্বচং শঙ্খং চন্দনামলকোৎপলৈঃ।
গৈরিকাঞ্জনমঞ্জিষ্ঠা-মৃণালান্যথ পদ্মকম্ ॥
শ্লক্ষ্ণপিষ্টং পয়সা শর্করামধুসংযুতম্।
সুপূতং শীতলং বস্তিং দূয়মানায় দাপয়েৎ।
জ্বরদাহাপহং তৈস্তু সিদ্ধঞ্চৈবানুবাসনম্।
আরগ্বধগণকাথাঃ পিপ্পল্যাদিসমাযুতাঃ ॥
সক্ষৌদ্রা এব দেয়াঃ স্যুঃ কফজ্বরবিনাশনাঃ।
কফঘ্নৈরেব সংসিদ্ধা দ্রব্যৈশ্চাপ্যনুবাসনাঃ ॥
সংসর্গে সন্নিপাতে চ সংসৃষ্টা বস্তয়ো হিতাঃ।
সংসৃষ্টৈরেব সংসৃষ্টা দ্রব্যৈশ্চাপ্যনুবাসনাঃ ॥ ৮৭

খাইবে। পরে হিতকর ও সুখকর অন্ন ভোজন করাইবে। রোগীকে পিত্তজ্বরোক্ত শমন, বিরেক ও অন্যান্য পিত্তনাশক দ্রব্য সেবন করাইবে। ৮৬। সংসর্গজ জ্বরে আদৌ পিত্তই নিঃসারিত করিবে। কারণ পিত্তই দুর্নিবারতর, বিশেষতঃ জ্বরে। বমি, মূর্চ্ছা, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব সকল, জ্বরের বিরুদ্ধ না হয় এরূপ প্রত্যনীক ঔষধ দ্বারা নিবারণ করিবে। এস্থলে কয়েকটী উপদ্রবনাশক যোগ বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। যষ্টিমধু, হরিদ্রা, মুতা, দাড়িম, অম্লবেতস, রসাঞ্জন, তিন্তিড়ী, জটামাংসী, পত্রক, নীলোৎপল, দারুচিনি, ব্যাঘ্রনখী, মাতুলঙ্গরস ও মধু মধুশুক্তের সহিত জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির মস্তকে লেপন করিবে [জম্বীরের রস ও পিপুলের কাথ মধুভাণ্ডে রাখিয়া ধান্যরাশির মধ্যে একমাস স্থাপন করিলে মধুশুক্ত প্রস্তুত হয়]। এই প্রলেপ, জ্বররোগীদিগের শিরস্তাপ, মোহ, বমি ও হিক্কা নিবারণ করে। মধুক (যষ্টিমধু বা মৌলসার), বালা, উৎপল ও মধূলিকা (রাই সর্ষপ) এই সকলের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে বমি নষ্ট হয় এবং নিদারুণ কফপ্রসেক, রক্তপিত্ত, হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়। জ্বররোগী ত্রিফলা, পিপুলচূর্ণ ও মাক্ষিক, ঘৃত মধুর সহিত, লেহন করিলে কাস ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়। বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), দাড়িম, লোধ, কপিথ ও মাতুলুঙ্গের মূল এই সকলের কল্কে মস্তক লিপ্ত করিলে, তৃষ্ণা ও দাহ শান্ত হয়। দাড়িম, চিনি, দ্রাক্ষা ও আমলকী ইহাদের কল্কের গণ্ডূষ দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মাধ্বীক, ঘৃত, তৈল বা উষ্ণ জলের সহিত মুখে ধারণ করিলে বৈরস্য নষ্ট হয়। মস্তকের শূন্যতায় জীবনীয়সিদ্ধ ঘৃতের নস্য হিতকর। পিত্তজ্বরের পক্ব অবস্থায়, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে ও বেপথুতে ত্রিফলা, শ্যামা, ত্রিবৃৎ ও পিপুলের চূর্ণ মধু ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া বিরেচন দিবে। কফবাতজ্বরের পক্বাবস্থায় স্নেহ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে। রোগী ভ্রমার্ত্ত হইলে তাহার দোষ হরণ করিয়া তাহাকে মধু, চিনি ও হরীতকীচূর্ণ লেহন করাইবে। বাতজ জ্বরে বাতঘ্ন ও মধুর দ্রব্য সহকারে নিরূহ প্রয়োগ করিবে। অথবা দোষের প্রকৃতি ও বল বিচার করিয়া অনুবাসন দিবে। পিত্তজ্বরে উৎপলাদিকষায়যুক্ত ও চন্দনোশীর-কল্কযুক্ত নিরূহ শর্করামধুর ও শীতল করিয়া প্রয়োগ করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। আম্রাদি গণের ত্বক্, শঙ্খচূর্ণ, রক্তচন্দন, আমলকী, নীলোৎপল, গৈরিক, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল ও পদ্মকাষ্ঠ দুগ্ধের সহিত শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া শর্করা মধু সংযোগে শীতল ও সুপূত নিরূহবস্তি প্রদান করিলে পিত্তজ্বরীর ক্লেশ দূর হয়। আর ঐ সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া অনুবাসন দিলে জ্বর ও দাহ নষ্ট হয়। আরগ্বধ গণের কাথ, পিপ্পল্যাদি গণের কল্ক ও মধু একত্র করিয়া নিরূহ দিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। কফজ্বরে কফঘ্ন দ্রব্যসমূহের সহিত সিদ্ধ অনুবাসনসমূহ হিতকর। সংসর্গ ও

বাতরোগাপহাঃ সর্ব্বে স্নেহা যে সম্যগীরিতাঃ।
বিনা তৈলং ত এব স্যুর্যোজ্যা মারুতজে জ্বরে ॥
নিখিলেনোপযোজ্যাশ্চ ত এবাভ্যঞ্জনাদিষু।
পৈত্তিকে মধুরৈস্তিক্তৈঃ সিদ্ধং সর্পিঃ প্রযুজ্যতে।
শ্লৈষ্মিকে কটুতিক্তৈশ্চ সংসৃষ্টানীতরেষু চ ॥ ৮৮
হৃতাবশেষং পিত্তন্তু ত্বক্‌স্থং জনয়তি জ্বরম্।
পিবেদিক্ষুরসং তত্র শীতং বা শর্করোদকম্ ॥
শালিষষ্টিকয়োরন্নমশ্নীয়াৎ ক্ষীরসংপ্লুতম্।
কফবাতোত্থয়োরেবং স্বেদাভ্যঙ্গৌ প্রযোজয়েৎ ॥ ৮৯
ঘৃতং দ্বাদশরাত্রাৎ তু দেয়ং সর্ব্বজ্বরেষু চ।
তেনান্তরেণাশয়ং স্বং গতা দোষা ভবন্তি হি ॥ ৯০
ধাতূন্ প্রক্ষোভয়ন্ দোষো মোক্ষকালে বলীয়তে।
তেন ব্যাকুলচিত্তস্তু ম্রিয়মাণ ইবেহতে ॥
লঘুত্বং শিরসঃ স্বেদো মুখমাপাণ্ডু পাকি চ।
ক্ষবথুশ্চান্নকাঙ্ক্ষা চ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৯১
শম্ভুক্রোধোদ্ভবো ঘোরো বলবর্ণাগ্নিসাদকঃ।
রোগরাড়্‌রোগসংঘাতো জ্বর ইত্যপদিশ্যতে ॥
ব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বসংস্পর্শাৎ কৃচ্ছ্রত্বাদন্তসম্ভবাৎ।
অন্তকো হ্যেষ ভূতানাং জ্বর ইত্যপদিশ্যতে ॥ ৯২

ইতি উত্তরতন্ত্রে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

সন্নিপাতে সংসৃষ্ট বস্তি সকল হিতকর। ৮৭। বাতজ্বরে তৈলের অনুবাসন না দিয়া অন্যান্য বাতরোগনাশক স্নেহসমূহের অনুবাসন দিবে। কিন্তু অভ্যঙ্গে তৈলাদি চারি প্রকার স্নেহই প্রয়োগ করা যায়। পৈত্তিক জ্বরে মধুর ও তিক্ত গণের সহিত সিদ্ধ সর্পিঃ অভ্যঙ্গ করিবে। শ্লৈষ্মিক জ্বরে কটু ও তিক্ত গণের সহিত সিদ্ধ সর্পিঃ অভ্যঙ্গ করিবে। সংসর্গ ও সান্নিপাতে সংসর্গনাশক ও সন্নিপাতনাশক দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ সর্পিঃ অভ্যঙ্গ করিবে। ৮৮। হৃত পিত্তের অবশেষ থাকিয়া গেলে উহা ত্বক্‌স্থ হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে ইক্ষুরস পান করিবে অথবা শীতল শর্করাজল পান করিবে। আর শালি ও ষষ্টিক-তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধের সহিত পান করিবে। হৃত কফবাতের অবশেষ থাকিয়া গেলে স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। ৮৯। সর্ব্বজ্বরেই দ্বাদশ দিনের 'পর ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। কারণ দ্বাদশদিনের মধ্যে দোষ সকল স্ব স্ব আশয়ে গত হইয়া থাকে। ৯০। দোষ, মোক্ষকালে, ধাতুসমূহকে ক্ষুব্ধ করিয়া বলবানের ন্যায় অনুভূত হয়। সেইজন্য তৎকালে রোগী ব্যাকুলচিত্ত ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। মস্তকের লঘুত্ব, ঘর্ম্মোদ্গম; মুখের ঈষৎ পাণ্ডুতা ও শুক্লতা, ক্ষবথু ও অন্নে আকাঙ্ক্ষা জ্বরমুক্তির লক্ষণ। ৯১। জ্বর শম্ভুক্রোধোদ্ভব, ঘোর, বলবর্ণাগ্নিনাশক, রোগরাজ ও রোগসঙ্ঘাত। এই জ্বর সর্ব্বপ্রাণিচারী, সর্ব্বসংস্পর্শী, কৃচ্ছ্র এবং সর্ব্বব্যাধির পরিণামে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর ইহাকে প্রাণীদিগের অন্তক কহিয়া থাকে। ৯২।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽতীসারপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণ-দ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈরসাত্ম্যৈশ্চাপি ভোজনৈঃ ॥
স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্বিষাদ্ ভয়াৎ।
শোকাদ্দুষ্টাম্বুমদ্যাতিপানাৎ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়াৎ ॥
জলাভিরমণৈর্বেগবিঘাতৈঃ কৃমিদোষতঃ।
নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে ॥ ২
সংশম্যাপাং ধাতুরন্তঃ কৃশানুং
বর্চ্চোমিশ্রো মারুতেন প্রণুন্নঃ।
বৃদ্ধোঽতীবাধঃ সরত্যেব যস্মাদ্
ব্যাধিং ঘোরং তন্ত্বতীসারমাহুঃ ॥
একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চাপি দোষৈঃ
শোকেনান্যঃ ষষ্ঠ আমেন চোক্তঃ।
কেচিৎ প্রাহুর্নৈকরূপপ্রকারং
নৈবেত্যেবং কাশিরাজস্ত্ববোচৎ ॥
দোষাবস্থাস্তস্য নৈকপ্রকারাঃ
কালে কালে ব্যাধিতস্যোদ্ভবন্তি ॥ ৩
হৃন্নাভিপায়ূদরকুক্ষিতোদ-
গাত্রাবসাদানিলসন্নিরোধাঃ।
বিট্‌সঙ্গ আধ্মানমথাবিপাকো
ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অতিসারপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা অতিসারপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। গুরু, অতিস্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ, দ্রব, স্থূল ও অতি শীতল দ্রব্য বা বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন; অজীর্ণ ও অসাত্ম্যভোজন বা অতিপ্রযুক্ত স্নেহাদি বা মিথ্যাযুক্ত স্নেহাদি বা বিষ বা ভয় বা শোক বা দুষ্ট জল ও মদ্যের অতিপান বা ঋতুবিপর্য্যয় বা জলক্রীড়া বা বেগবিঘাত বা কৃমিদোষ হেতু মানুষদিগের অতিসার হয়। অতিসারের লক্ষণ বলা হইতেছে। ২। জলধাতু অন্তরগ্নিকে হত করিয়া বিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত হয় এবং বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অতিশয় প্রবৃদ্ধ ও অধোমার্গে নিঃসৃত হয়। এই ঘোর ব্যাধিকে অতীসার কহে। অতিসার ছয় প্রকার ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শোকজ ও আমজ। কোন কোন মতে অতিসার একরূপ নহে [অর্থাৎ রক্তাদিভেদে নানারূপ] কিন্তু কাশিরাজ বলেন যে, তাহা নয়। তবে অতিসারের দোষাবস্থা একপ্রকার নহে [অর্থাৎ উহার অপক্ব পক্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে]। ঐ সকল অবস্থা সময়ে সময়ে উৎপন্ন হয়। ৩। হৃদয় নাভি পায়ু উদর ও কুক্ষিতে তোদ, গাত্রাবসাদ, বায়ুনিরোধ; বিট্‌সঙ্গ (বিষ্ঠাবদ্ধ),

শূলাবিষ্টঃ সক্তমূত্রোহন্ত্রকূজী
স্রস্তাপানঃ সন্নকট্যূরুজঙ্ঘঃ।
বর্চ্চো মুঞ্চত্যল্পমল্পং সফেনং
রুক্ষং শ্যাবং সানিলং মারুতেন ॥
দুর্গন্ধ্যুষ্ণং বেগবন্মাংসতোয়-
প্রখ্যং ভিন্নং স্বিন্নদেহোঽতিতীক্ষ্ণম্।
পিত্তাৎ পীতং নীলমালোহিতং বা
তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপাকজ্বরার্ত্তঃ ॥
তন্দ্রানিদ্রাগৌরবোৎক্লেশসাদী
বেগাশঙ্কী সৃষ্টবিট্কোঽপি ভূয়ঃ।
শুক্লং সান্দ্রং শ্লেষ্মণা শ্লেষ্মযুক্তং
ভক্তদ্বেষী নিস্বনং হৃষ্টরোমা ॥
তন্দ্রাযুক্তো মোহসাদাস্যশোষী
বর্চ্চঃ কুর্য্যান্নৈকবর্ণং তৃষার্ত্তঃ ॥
সর্ব্বোদ্ভূতঃ সর্ব্বলিঙ্গোপপত্তিঃ
কৃচ্ছ্রশ্চায়ং বালবৃদ্ধেম্বসাধ্যঃ।
তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য
বাষ্পো বেগঃ পক্তিমাবিধ্য জন্তোঃ ॥
কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়ন্ যস্য রক্তং
তচ্চাধস্তাৎ কাকনন্তীপ্রকাশম্।
বর্চ্চোমিশ্রং নিস্পুরীষং সগন্ধং
নির্গন্ধং বা সার্য্যতে তেন কোষ্ঠাৎ।
শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং
রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্টঃ ॥

আমাজীর্ণৈঃ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ
কোষ্ঠং দোষাঃ সম্প্রদুষ্টাঃ সভক্তম্।
নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি
কৃচ্ছ্রাজ্জন্তোঃ ষষ্ঠমেনং বদন্তি ॥ ৪
সংসৃষ্টমেভির্দোষৈস্তু ন্যস্তমপ্স্ববসীদতি।
পুরীষং ভৃশদুর্গন্ধং বিচ্ছিন্নঞ্চামসংজ্ঞিতম্ ॥
এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য তু।
লাঘবঞ্চ মনুষ্যস্য তস্য পক্বং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫
সর্পির্ম্মেদোবেশবারাম্বুতৈল-
মাজ্যং ক্ষীরং ক্ষৌদ্ররূপং স্রবেদ্যৎ।
মঞ্জিষ্ঠাভং মস্তুলুঙ্গোপমং বা
বিস্রং শীতং প্রেতগন্ধ্যঞ্জনাভম্ ॥
রাজীমদ্বা চন্দ্রকৈঃ সন্ততং বা
পূয়প্রখ্যং কর্দ্দমাভং তথোষ্ণম্।
হন্যাদেতদ্যৎ প্রতীপং ভবেচ্চ
ক্ষীণং হন্যাচ্চোপসর্গাঃ প্রভূতাঃ ॥ ৬
অসংবৃতগুদং ক্ষীণং দুরাধ্মাতমুপদ্রুতম্।
গুদে পক্বে গতোষ্মাণমতীসারকিণং ত্যজেৎ ॥ ৭
শরীরিণামতীসারঃ সম্ভূতো যেন কেনচিৎ।
দোষাণামেব লিঙ্গানি কদাচিন্নাতিবর্ত্ততে ॥ ৮
স্নেহাজীর্ণনিমিত্তস্তু বহুশূলপ্রবাহিকঃ।
বিসূচিকানিমিত্তস্তু চান্যোঽজীর্ণনিমিত্তজঃ ॥

আধ্মান ও অবিপাক অতিসারের পূর্ব্বরূপ। শূল, মূত্রসঙ্গ, অন্ত্রকূজন, গুদভ্রংস, কটী উরু ও জঙ্ঘার অবসাদ, অল্প অল্প ফেনযুক্ত রুক্ষ শ্যাব ও বায়ুযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ এইগুলি বাতজ অতিসারের লক্ষণ। দুর্গন্ধ, উষ্ণ, বেগবৎ, মাংস-তোয়নিভ, ভিন্ন, অতিতীক্ষ্ণ এবং পীত নীল বা আলোহিত বিষ্ঠার ত্যাগ আর রোগীর দেহের স্বিন্নতা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ পাক ও জ্বর এইগুলি পিত্তাতিসারের লক্ষণ। তন্দ্রা, নিদ্রা, গুরুতা, উৎক্লেশ, অবসাদ, বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবার পরেও বেগ আসিতেছে এইরূপ আশঙ্কা, নিঃশব্দে শুক্ল সান্দ্র ও শ্লেষ্মযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ, ভক্তদ্বেষ ও লোমহর্ষ এই গুলি কফজ অতিসারের লক্ষণ। তন্দ্রা, মোহ, মন্দতা, আস্যশোষ, নানাবর্ণ বিষ্ঠা, তৃষ্ণাতিশয্য এইগুলি সান্নিপাতিক অতিসারের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য। বালক ও বৃদ্ধের হইলে অসাধ্য। শোকাতুর অল্পাশন ব্যক্তির বাষ্পবেগ, ঐ ঐ ভাবের সহিত পাকশক্তিকে ব্যাকুলীকৃত করিয়া কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক রক্তকে ক্ষুভিত করে। সেই রক্ত গুঞ্জার ন্যায় বর্ণযুক্ত। উহা বিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত হইয়া কোষ্ঠ হইতে অধোমার্গে নিঃসৃত হয়। কিন্তু উহার সহিত পুরীষ অধিক থাকে না। উহা সগন্ধ বা নির্গন্ধ হইয়া থাকে। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য। ইহা অতিশয় কষ্টকর [পক্বাশয়ের 'ভেন্' হঠাৎ ছিঁড়িয়া গিয়া যে রক্ত নির্গত হয়, বোধ হয় সুশ্রুত তাহাই এস্থলে লক্ষ্য করিতেছেন]। আমাজীর্ণ কর্ত্তৃক দোষ সকল প্রচলিত ও দূষিত হইয়া অন্নের সহিত কোষ্ঠকে ক্ষুভিত করে; তাহাতে নানাবর্ণ ও অনেকপ্রকার অতিসার কষ্টের সহিত নির্গত হয়। এই ষষ্ঠপ্রকার অতিসারকে আমাতিসার কহে। ৪। আম ও পক্ব অতিসারের প্রভেদ এই যে, আমসংসৃষ্ট অতিসার ভৃশ দুর্গন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং জলে মগ্ন হয়। ইহার বিপরীতলক্ষণ হইলে এবং পুরীষের লঘুতা হইলে, তাহাকে পক্বাতীসার বলা যায়। ৫। অতিসারে বিষ্ঠার বর্ণ ঘৃত, মেদ, বেশবার, জল, তৈল, ছাগদুগ্ধ, মধু, মঞ্জিষ্ঠা বা মস্তুলুঙ্গের ন্যায় হইলে বা বিষ্ঠা দুর্গন্ধ, শীতল, শবগন্ধি বা সৌবীরাঞ্জনবর্ণ হইলে বা রাজীবিশিষ্ট, চন্দ্রক-ব্যাপ্ত, পূযসদৃশ, কর্দ্দমসদৃশ অথচ উষ্ণ হইলে রোগী বাঁচে না। অতিসারের বর্ণ ওরূপ না হইলেও যদি শোথ-তৃষ্ণাদি উপদ্রব থাকে অথচ রোগী ক্ষীণ হয়, তবে সে বাঁচে না। ৬। অতিসারে রোগীর পায়ু বিবৃত, রোগী ক্ষীণ ও অতিশয় আধ্মাত এবং উপদ্রবযুক্ত আর পায়ু পক্ব অথচ রোগী গতোষ্মা হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৭। শরীরীদিগের অতিসার যে কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন, বাতাদি দোষের লক্ষণ কখন অতিক্রম করে না। ৮। অতিসার স্নেহাজীর্ণ নিমিত্তই হউক, আর উহাতে বহু

বিষার্শঃকৃমিসম্ভূতো যথাস্বং দোষলক্ষণঃ ॥
আমপক্বক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ।
অতঃ সর্ব্বাতিসারাস্তু জ্ঞেয়াঃ পক্বামলক্ষণৈঃ ॥ ৯
তত্র লঙ্ঘনমেবাদৌ পূর্ব্বরূপেষু দেহিনাম্।
ততঃ পাচনসংযুক্তং যবাগ্বাদিক্রমো হিতঃ ॥
অথবা বাময়িত্বা তু শূলাধ্মাননিপীড়িতম্।
পিপ্পলীসৈন্ধবাম্ভোভির্লঙ্ঘনাদ্যেরুপাচরেৎ ॥
কার্য্যঞ্চ বমনস্যান্তে প্রায়শো লঘুভোজনম্।
খড়্যূষযবাগূষু পিপ্পল্যাদ্যেব যোজয়েৎ ॥
অনেন বিধিনা চামং যস্য বৈ নোপশাম্যতি।
হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ প্রাতঃ স মানবঃ ॥
আমাতিসারিণাং কর্য্যং নাদৌ সংগ্রহণং নৃণাম্।
তেষাং দোষা বিবদ্ধাঃ প্রাগ্জনয়ন্ত্যাময়ানিমান্ ॥
প্লীহপাণ্ড্বাময়ানাহ-মেহকুষ্ঠোদরজ্বরান্।
শোকগুল্মগ্রহণ্যর্শঃ-শূলালসকহৃদ্গ্রহান্ ॥ ১০
সশূলং বহুশঃ কৃচ্ছ্রাদ্বিবদ্ধং যোঽতিসার্য্যতে।
দোষান্ সন্নিচিতান্ বাথ পথ্যাভিঃ সংপ্রবর্ত্তয়েৎ ॥
যোঽতিদ্রবং প্রভূতঞ্চ পুরীষমতিসার্য্যতে।
তস্যাদৌ বমনং কুর্য্যাৎ পশ্চাল্লঙ্ঘনপাচনম্ ॥
স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোঽতিসার্য্যতে।
অভয়াপিপ্পলীকল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ ॥ ১১
আমে চ লঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা
যোগাশ্চাত্র প্রবক্ষ্যন্তে হ্যামাতীসারনাশনাঃ ॥ ১২
দেবদারুবচামুস্তা-নাগরাতিবিষাভয়াঃ।
কলিঙ্গাতিবিষাহিঙ্গু-সৌবর্চ্চলবচাভয়াঃ।
অভয়া ধান্যকং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ ॥
মুস্তং পর্পটকং শুণ্ঠী বচাসাতিবিষাভয়াঃ ॥
অভয়াতিবিষা-হিঙ্গু বচা সৌবর্চ্চলং তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বচাকটুকরোহিণী।
পাঠা বৎসকবীজানি হরীতকী মহৌষধম্।
মূর্ব্বা নির্দ্দহনী পাঠা ত্র্যূষণং গজপিপ্পলী ॥
সিদ্ধার্থকা ভদ্রাদরু শতাহ্বা কটুরোহিণী।
এলা সাবরকং কুষ্ঠং হরিদ্রে কৌটজা যবাঃ।
মেষশৃঙ্গীত্বগেলে চ কৃমিঘ্নং বৃক্ষকাণি চ ॥
বৃক্ষাদনী বীরতরুর্বৃহত্যৌ দ্বে সহে তথা
এরণ্ডত্বক্ চ তৈন্দুকী চ দাড়িমী কৌটজী শমী ॥
পাঠা তেজোবতী মুস্তং পিপ্পলী কৌটজং ফলম্।
পটোলদীপ্যকো বিল্বং হরিদ্রে দেবদারু চ ॥
বিড়ঙ্গমভয়া পাঠা শৃঙ্গবেরং ঘনং বচা।
বচা বৎসকবীজানি সৈন্ধবং কটুরোহিণী ॥

শূল ও প্রবাহিকাই থাকুক, অথবা উহা বিসূচিকানিমিত্তই হউক, আর অজীর্ণনিমিত্তই হউক, অথবা বিষ অর্শঃ বা কৃমি হইতেই উৎপন্ন হউক, উহার লক্ষণ স্ব স্ব দোষের অনুরূপ হয়। কিন্তু যেহেতু অতিসারে আম ও পক্বভেদে দুই প্রকার চিকিৎসা ভিন্ন অন্য চিকিৎসা নাই, অতএব সর্ব্বপ্রকার অতিসারেই প্রথমে আম ও পক্বলক্ষণ স্থির করিতে হয়। ৯। অতিসারের পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট হইলে প্রথমে লঙ্ঘনই ভাল। অনন্তর পাচন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া, যবাগূ মাংসরস প্রভৃতি দিবে। রোগী শূল ও আধ্মানযুক্ত হইলে, তাহাকে পিপুল, সৈন্ধব ও জল দ্বারা বমন করাইয়া লঙ্ঘনাদি যোগে চিকিৎসা করিবে। বমনান্তে প্রায়ই লঘু ভোজন কর্ত্তব্য। পিপ্পল্যাদির সহিত খড়যূষ ও যবাগূ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। এইরূপ বিধিতে আম নষ্ট না হইলে, পরদিন প্রাতঃকালে হরিদ্রাদি বা বচাদি পান করিবে। আমাতিসারী রোগীদিগকে প্রথমেই সংগ্রহণ করাইবে না। কেননা তাহাতে দোষসমূহ বিবদ্ধ হইয়া এই সকল রোগ উৎপন্ন করে। যথা;—প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, আনাহ, মেহ, কুষ্ঠ, উদর, জ্বর, শোক, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, শূল, অলসক ও হৃদ্গ্রহ। ১০। যে রোগী শূলযুক্ত অল্প অল্প মল বদ্ধ প্রকারে ও কষ্টের সহিত পরিত্যাগ করিতে থাকে, তাহার সঞ্চিত দোষসমূহকে হরীতকীর কাথ পান করাইয়া নিঃসৃত করিবে। যে রোগী অতিদ্রব ও প্রভূত পুরীষ পরিত্যাগ করে, তাহাকে প্রথমেই বমন করাইবে। পশ্চাৎ লঙ্ঘন ও পাচন দিবে। যে রোগী অল্প অল্প মল বিবদ্ধভাবে শূলের সহিত পরিত্যাগ করে, তাহাকে হরীতকী ও পিপুলের কল্ক সুখোষ্ণ করিয়া পান করাইয়া বিরিক্ত করিবে। ১১। আমে প্রথমে লঙ্ঘন বা অবস্থাভেদে পাচনই ভাল। এস্থলে আমাতিসারনাশক যোগ সকল বলা হইতেছে। ১২। দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, অতিবিষা ও হরীতকী একটী যোগ। ইন্দ্রযব, অতিবিষা, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, বচ ও হরীতকী দ্বিতীয় যোগ। হরীতকী, ধনে, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ তৃতীয় যোগ। মুতা, ক্ষেতপাবড়া, শুঁঠ, বচ, অতিবিষা ও হরীতকী চতুর্থ যোগ। হরীতকী, অতিবিষা, হিঙ্গু, বচ ও সৌবর্চ্চল পঞ্চম যোগ। চিতা, পিপুলমূল, বচ ও কট্‌কী ষষ্ঠ যোগ। আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ সপ্তম যোগ। মূর্ব্বা, চিতা, আকনাদি, ত্রিকটু ও গজপিপুল অষ্টম যোগ। সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ), দেবদারু, শতাহ্বা ও কট্‌কী নবম যোগ। এলা, শাবরলোধ, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ইন্দ্রযব দশম যোগ। মেষশৃঙ্গীর ত্বক্, এলা, বিড়ঙ্গ ও কুড়চী একাদশ যোগ। বৃক্ষাদনী ("অশোক"), বীরতরু (শর), বৃহতী, কণ্টকারী, মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী দ্বাদশ যোগ। এরণ্ডের মূলের ছাল, তিন্দুকের ত্বক্, দাড়িমের ত্বক্, কুটজের ত্বক্ ও শমীবৃক্ষের ত্বক্ ত্রয়োদশ যোগ। আকনাদি, তেজোবতী (কাকমর্দ্দনিকা), মুতা, পিপুল ও ইন্দ্রযব চতুর্দ্দশ যোগ। পলতা, যমানী, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দেবদারু পঞ্চদশ যোগ। বিড়ঙ্গ, অভয়া, পাঠা, শুঁঠ, মুতা ও বচ ষোড়শ যোগ। বচ, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব ও কট্‌কী সপ্তদশ যোগ। হিঙ্গু, ইন্দ্রযব, বচ ও

হিঙ্গু বৎসকবীজানি বচাবিল্বশলাটু চ।
নাগরাতিবিষা মুস্তং পিপ্পল্যো বাৎসকং ফলম্ ॥
মহৌষধং প্রতিবিষা মুস্তঞ্চেত্যামপাচনাঃ।
প্রযোজ্যা বিংশতির্যোগাঃ শ্লোকার্দ্ধবিহিতাস্ত্বিমে ॥
ধান্যাম্লোষ্ণাম্বুমদ্যানাং পিবেদন্যতমেন বা।
নিঃক্বাথান্ বা পিবেদেষাং সুখোষ্ণান্ সাম্বুসাধিতান্ ॥
নিখিলেনোপদিষ্টোঽয়ং বিধিরামোপশান্তয়ে ॥ ১৩
হরীতকীমতিবিষাং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বচাম্।
পিবেৎ সুখাম্বুনা জন্তুরামাতীসারপীড়িতঃ ॥
পটোলং দীপ্যকং বিল্বং বচা পিপ্পলিনাগরম্।
মুস্তং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গঞ্চ পিবেদ্বাপি সুখাম্বুনা ॥
শৃঙ্গবেরং গুড়ূচীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥
লবণান্যথ পিপ্পল্যো বিড়ঙ্গানি হরীতকী।
চিত্রকং শিংশপা পাঠা শার্ঙ্গষ্টা লবণানি চ ॥
হিঙ্গু বৃক্ষকবীজানি লবণানি চ ভাগশঃ।
হস্তিদন্ত্যথ পিপ্পল্যঃ কল্কাবক্ষসমৌ স্মৃতৌ ॥
বচা গুড়ূচীকাণ্ডানি যোগোঽয়ং পরমো মতঃ।
এতে সুখাম্বুনা যোগা দেয়াঃ পঞ্চ সতাং মতাঃ ॥
পয়স্যুৎক্বাথ্য মুস্তানাং বিংশতিং ত্রিগুণাম্ভসি।
ক্ষীরাবশিষ্টং তৎ পীতং হন্ত্যামং শূলমেব চ ॥ ১৪
নিবৃত্তেঽপ্যামশূলেষু যস্য ন প্রগুণোঽনিলঃ।
স্তোকং স্তোকং রুজামচ্ছ সশূলং যোঽতিসার্য্যতে ॥
সক্ষারলবণৈর্যুক্তং মন্দাগ্নিঃ প্রপিবেদ্ঘৃতম্।
ক্ষীরনাগরচাঙ্গেরী-কোলদধ্যম্লসাধিতম্ ॥
সর্পিরচ্ছং পিবেদ্বাপি শূলাতীসারশান্তয়ে।
দধ্না তৈলং ঘৃতং পক্বং সব্যোষজাতিচিত্রকৈঃ।
সবিল্বপিপ্পলীমূল-দাড়িমৈর্ব্বা কুঙ্কাম্বিতৈঃ ॥ ১৫
নিখিলো বিধিরুক্তোঽয়ং বাতশ্লেষ্মোপশান্তয়ে।
তীক্ষ্ণোষ্ণবর্জ্জ্যমেনন্তু বিদধ্যাৎ পিত্তজে ভিষক্ ॥
যথোক্তমুপবাসান্তে যবাগশ্চ প্রশস্যতে।
বলয়োরংশুমত্যাঞ্চ শ্বদংষ্ট্রাবৃহতীষু চ।
শতাবর্য্যাঞ্চ সংসিদ্ধাঃ সুশীতা মধুসংযুতাঃ ॥
মুদ্গাদিষু চ যূষাঃ স্যুর্দীপনৈঃ সুসংস্কৃতাঃ।
মৃদুভির্দীপনৈস্তিক্তৈর্দ্রব্যৈঃ স্যাদামপাচনম্ ॥ ১৬
হরিদ্রাতিবিষা পাঠা বৎসবীজরসাঞ্জনম্।
রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে বীজানি কুটজস্য চ ॥
পাঠা গুড়ূচী ভূনিম্বস্তথৈব কটুরোহিণী।
এতৈঃ শ্লোকার্দ্ধনির্দ্দিষ্টৈঃ ক্বাথাঃ স্যুঃ পিত্তপাচনাঃ ॥ ১৭
মুস্তং কুটজবীজানি ভূনিম্বং সরসাঞ্জনম্।
দার্ব্বী দুরালভা বিল্বং বালকং রক্তচন্দনম্ ॥
চন্দনং বালকং মুস্তং ভূনিম্বং সদুরালভম্।
মৃণালং চন্দনং রোধ্রং নাগরং নীলমুৎপলম্ ॥
পাঠা মুস্তং হরিদ্রে দ্বে পিপ্পলী কৌটজং ফলম্।

বিল্বশলাটু অষ্টাদশ যোগ। শুঁঠ, অতিবিষা, মুতা, পিপুল ও ইন্দ্রযব উনবিংশ যোগ। শুঁঠ, অতিবিষা ও মুতা বিংশ যোগ। এই বিংশতি যোগ শ্লোকের অর্দ্ধ অর্দ্ধ চরণে লিখিত হইয়াছে। এই সকল যোগ ধান্যাম্ল, উষ্ণাম্বু বা মদ্যের সহিত পান করিতে হয়। অথবা ইহাদের কাথ সুখোষ্ণ অবস্থায় পান করিবে। এইরূপে আমনাশক বিধি সমস্ত বলা হইল। ১৩। আমাতিসারে হরীতকী, অতিবিষা, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল ও বচ এই সকলের চূর্ণ সুখোষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। পলতা, যমানী, বেলশুঁঠ, বচ, পিপুল ও শুঁঠ অথবা মুতা, কুড় ও বিড়ঙ্গ সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। শুঁঠ ও গোলঞ্চ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। সৈন্ধবাদিলবণ, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী অথবা চিতা, শিংশপা, আকনাদি, শার্ঙ্গষ্টা ও লবণসমূহ অথবা হিঙ্গু, ইন্দ্রযব ও লবণসমূহ অথবা নাগদন্তী ও পিপুলের কল্ক দুই তোলা অথবা বচ ও গোলঞ্চ এই পাঁচটী যোগ সুখাম্বুযোগে পান করিবে। তিনগুণ জল ও একগুণ দুগ্ধে কুড়িটী মুতা পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে পান করিলে আম ও শূল নষ্ট হয়। ১৪। আম ও শূল নিবৃত্ত হইলেও যদি বায়ু প্রগুণ না হয় এবং যদি অল্প অল্প রুজাযুক্ত (কামড়ানীযুক্ত) ও শূলযুক্ত অতিসার নির্গত হয় এবং অগ্নিমান্দ্য থাকে, তবে ক্ষার ও লবণের সহিত ঘৃত পান করিবে। শূল ও অতিসারশান্তির জন্য দুগ্ধ, শুঁঠ, আমরুল, কুলশুঁঠ, দধি ও কাঞ্জীর সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। অথবা অচ্ছসর্পিঃ পান করিবে। অথবা ত্রিকটু জাতি ও চিত্রকের কল্ক ও দধির সহিত তৈল ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। অথবা বেলশুঁঠ, পিপুলমূল, দাড়িম ও কুড়ের কল্ক এবং দধির সহিত তৈল ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। ১৫। বাতশ্লৈষ্মিক অতিসারশান্তির জন্য এইরূপে নিখিল বিধি উক্ত হইল। ঐ বিধিই পিত্তজ অতিসারে প্রশস্ত। কিন্তু উহাতে যে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ ক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। আর পিত্তজ অতিসারে উপবাসান্তে যবাগূ প্রশস্ত। দুই প্রকার বলা, শালপাণী, গোক্ষুর, বৃহতী ও শতমূলীর সহিত সুসিদ্ধ সুশীতল ও মধুসংযুক্ত যবাগূ সকল প্রশস্ত। আর দীপনদ্রব্যসংস্কৃত মুদ্গাদিযূষ প্রশস্ত। পৈত্তিক অতিসারে মৃদু দীপন ও তিক্ত দ্রব্য আমপাচন হয়। ১৬। হরিদ্রা, অতিবিষা, পাঠা, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জন। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ইন্দ্রযব। পাঠা, গোলঞ্চ, চিরেতা ও কটকী। এই শ্লোকার্দ্ধলিখিত তিনটী গণের কাথ পিত্তপাচন। ১৭। মুতা, কুড়চীবীজ, চিরেতা ও রসাঞ্জন। দারুহরিদ্রা, দুরালভা, বেলশুঁঠ, বালা ও রক্তচন্দন। রক্তচন্দন, বালা, মুতা, ভূনিম্ব (চিরেতা) ও দুরালভা। মৃণাল, রক্তচন্দন, লোধ, শুঁঠ ও নীলোৎপল। পাঠা, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল ও ইন্দ্রযব। কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, শুঁঠ ও বচের চূর্ণ এবং

ফলত্বচং বৎসকঞ্চ শৃঙ্গবেরঘৃতে বচা॥
ষড়েতেঽভিহিতা যোগাঃ পিত্তাতীসারনাশনাঃ॥ ১৮
বিল্বশক্রযবাম্ভোদবালকাতিবিষাকৃতঃ।
কষায়ো হন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবম্॥
মধূকোৎপলবিল্বাম্র-হ্রীবেরোশীরনাগরৈঃ।
কৃতঃ ক্বাথো মধুযুতঃ পিত্তাতীসারনাশনঃ॥ ১৯
যদা পক্বোঽপ্যতীসারঃ সরত্যেব মুহুর্ম্মুহুঃ।
গ্রহণ্যা মার্দ্দবাজ্জন্তোস্তত্র সংস্তম্ভনং হিতম্॥ ২০
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রমুস্তকম্।
শাল্মলীবেষ্টকং রোধ্রং বৃক্ষদাড়িময়োস্ত্বচৌ॥
আম্রাস্থিমধ্যং লোধ্রঞ্চ বিল্বমধ্যং প্রিয়ঙ্গবঃ।
মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দীর্ঘবৃন্তত্বগেব চ॥
চত্বার এতে যোগাঃ স্যুঃ পক্বাতীসারনাশনাঃ।
উক্তা ক্ষ উপযোজ্যাস্তে সক্ষৌদ্রাস্তণ্ডুলাম্বুনা॥
মৌস্তং কষায়মেকং বা পেয়ং মধুসমাযুতম্।
লোধ্রাম্বষ্ঠপ্রিয়ঙ্গ্বাদীন্ গণান্ নব প্রযোজয়েৎ॥
পদ্মাং সমঙ্গাং মধুকং বিল্বজম্বুশলাটু বা।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন সক্ষৌদ্রমগদঙ্করম্॥
কচ্ছুরামূলকল্কং বা উডুম্বরফলোপমম্।
পয়স্যা চন্দনং পদ্মা সিতা মুস্তাজকেশরম্।
পক্বাতিসারং যোগোঽয়ং জয়েৎ পীতঃ সশোণিতম্॥ ২১
নিরামরূপং শূলার্ত্তং লঙ্ঘনাদ্যৈশ্চ কর্ষিতম্॥

নরং রূক্ষমবেক্ষ্যাগ্নিং সক্ষারং পায়য়েদ্ ঘৃতম্॥ ২২
বলাবৃহত্যংশুমতী কচ্ছুরামূলসাধিতম্।
মধুক্ষিতং সমধুকং পিবেচ্ছূলৈরভিদ্রুতঃ॥ ২৩
দার্ব্বীবিল্বকণাদ্রাক্ষা-কটুকেন্দ্রযবৈর্ঘৃতম্।
সাধিতং হন্ত্যতীসারং বাতপিত্তকফাত্মকম্॥
পয়ো ঘৃতঞ্চ মধু চ পিবেচ্ছূলৈরভিদ্রুতঃ।
সিতাজমোদকটুক-মধুকৈরবচূর্ণিতম্॥ ২৪
অবেদনং সুসম্পক্বং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরোত্থিতম্।
নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ॥ ২৫
ত্বক্‌পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য পদ্মকেশরসংযুতম্।
কাশ্মরীপদ্মপত্রৈশ্চাবেষ্ট্য সূত্রেণ তৎ দৃঢ়ম্॥
মৃদাবলিপ্তং সুকৃতমঙ্গারেষবকূলয়েৎ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রসমাদায় তং ততঃ।
শীতং মধুযুতং কৃত্বা পায়য়েত্তোদরাময়ে॥
জীবন্তীমেষশৃঙ্গ্যাদিষেবং দ্রব্যেষু সাধয়েৎ।
তিত্তিরিং লুঞ্চিতং সম্যক্ নিষ্কৃষ্টান্ত্রঞ্চ পূরয়েৎ॥
ন্যগ্রোধাদিত্বচাং কল্কৈঃ পূর্ব্ববচ্চাবকল্পয়েৎ।
রসমাদায় তস্মাথ সুস্বিন্নস্য সমাক্ষিকম্।
শর্করোপহিতং শীতং পায়য়েচ্চোদরাময়ে॥
লোধ্রচন্দনযষ্ট্যাহ্ব-দার্ব্বীপাঠাসিতোৎপলান্।

ঘৃত। এই ছয়টী যোগ পিত্তাতিসারনাশক। ১৮। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও অতিবিষার কষায় পিত্তজ আমাতীসার নষ্ট করে। যষ্টিমধু, নীলোৎপল, বেলশুঁঠ, আমছাল, বালা, বেণা ও শুঁঠের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তাতীসার নাশ করে। ১৯। অতিসার পক্ক হইলেও যদি গ্রহণীর মৃদুতা বশতঃ মুহুর্ম্মুহুঃ নির্গত হয়, তবে সেস্থলে সংস্তম্ভন হিতকর। ২০। সমঙ্গা (লজ্জালু), ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ ও মুতা। শাল্মলীবেষ্টক (শিমুলের আঠা), লোধ, কুড়চী ও দাড়িমের ছাল। আমের আঁঠীর শাঁস, লোধ, বেলশুঁঠ ও প্রিয়ঙ্গু। যষ্টিমধু, শুঁঠ ও শোনাছাল। এই চারিটী যোগ পক্বাতীসারনাশক। ঐ সকল সমঙ্গাদি যোগ মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে। অথবা কেবল মুস্তার কষায় মধুযোগে পান করিবে। লোধ্রাদি, অম্বষ্ঠাদি ও প্রিয়ঙ্গ্বাদি 'নয়টী' গণ প্রয়োগ করা যায়। পদ্মা (ভার্গী), সমঙ্গা (লজ্জালু), যষ্টিমধু, বিল্বশলাটু, জম্বুশলাটু (কাঁচা জাম) এই সকলের চূর্ণ তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত পান করিলে রোগনাশক হয়। কচ্ছুরামূল (কঙ্কতিকার মূল। কঙ্কতিকা নাগবলা ইতি কেচিৎ) কর্ষ পরিমাণে তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত পান করিবে। ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, পদ্মা (ভার্গী), চিনি, মুতা ও পদ্মকেশর এই যোগটী শোণিতযুক্ত পিত্তাতিসার নাশ করে। ২১। আম নিঃশেষ হইলে যদি অতিসাররোগী শূলার্ত্ত ও লঙ্ঘনাদিযোগে কর্ষিত হয় এবং রুক্ষ হইয়া উঠে, তবে তাহার অগ্নি দীপ্ত থাকিলে যবক্ষারযুক্ত ঘৃত পান করাইবে। ২২। অতিসারের নিরাম অবস্থায় শূলার্ত্ত রোগী বেড়েলা, বৃহতী, অংশুমতী (শালপাণী) ও কচ্ছুরামূলের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ঈষন্মাত্র মধুযুক্ত ও যষ্টিমধুমিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ২৩। দারুহরিদ্রা, বেলশুঁঠ, পিপুল, দ্রাক্ষা, কট্‌কী ও ইন্দ্রযবের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বাতপিত্তকফাত্মক অতিসার নষ্ট করে। এরূপ স্থলে রোগী শূলার্ত্ত হইলে দুগ্ধ ঘৃত ও মধু সমান সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চিনি, অজমোদা, কট্‌কী ও যষ্টিমধুর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ২৪। রোগী দীপ্তাগ্নি হইলে তাহার অবেদন, সুপক্ক, সুচিরজাত, নানাবর্ণ অতিসার পুটপাকসমূহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ২৫। শোনার ছাল পিণ্ডিত ও পদ্মকেশরসংযুক্ত করিয়া গাম্ভারী ও পদ্মপত্র বেষ্টিত করিবে এবং সূত্র দ্বারা দৃঢ় বন্ধন করিবে। অনন্তর উত্তমরূপে মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া জলন্ত অঙ্গারে পাক করিবে। ঔষধপিণ্ড স্বিন্ন হইলে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক রস আদান করিয়া শীতল হইলে মধুযোগে পান করাইবে। এইরূপে জীবন্তী ও মেষশৃঙ্গী প্রভৃতির বৃন্ত পুটপাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণতিত্তিরির অন্ত্র, পাদ, পক্ষ ও তুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাটিয়া লইবে। উহা ন্যগ্রোধাদির ত্বকের কল্কে পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পুটপাকে সুস্বিন্ন করিবে। অনন্তর উহার রস গ্রহণপূর্ব্বক মধু ও শর্করার সহিত সংযুক্ত ও শীতল করিয়া উদরাময়ে পান করাইবে। লোধ, রক্তচন্দন,

তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টান্ দীর্ঘবৃন্তত্বগন্বিতান্ ॥
পূর্ব্ববৎ কুলিতাৎ তস্মাদ্রসমাদায় শীতলম্।
মধ্বাক্তং পায়য়েচ্চৈতৎ কফপিত্তোদরাময়ে ॥
এবং প্ররোহৈঃ কুর্ব্বীত বটাদীনাং বিধানবিৎ।
পুটপাকান্ যথাযোগং জাঙ্গলোপহিতাংস্তথা ॥ ২৬
বহুশ্লেষ্ম সরক্তঞ্চ মন্দবাতং চিরোত্থিতম্।
কৌটজং ফাণিতঞ্চাপি হন্ত্যতীসারমোজসা ॥
অম্বষ্ঠাদি মধুযুতং পিপ্পল্যাদিসমন্বিতম্।
পৃশ্নিপর্ণীবল্যবিল্ব-বালকোৎপলধান্যকৈঃ ॥
সনাগরৈঃ পিবেৎ পেয়াং সাধিতামুদরাময়ী।
অরলুত্বক্প্রিয়ঙ্গুঞ্চ মধুকং দাড়িমাঙ্কুরান্ ॥
আবাপ্য পিষ্টা দধনি যবাগূং সাধয়েদ্দ্রবাম্।
এষা সর্ব্বানতীসারান্ হন্তি পক্বানসংশয়ম্ ॥
রসাঞ্জনং সাতিবিষং ত্বগ্বীজং কৌটজং তথা।
ধাতকী নাগরঞ্চৈব পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা ॥
সশূলরক্তজং ঘ্নন্তি যোগা মধুসমন্বিতাঃ।
মধুকং বিল্বপেশ্যশ্চ শর্করামধুসংযুতাঃ ॥
অতীসারং নিহন্যুশ্চ শালিষষ্টিকয়োঃ কণাঃ।
তদ্বল্লীঢ়ং মধুযুতং বদরীমূলমেব তু ॥
বদর্য্যর্জ্জুনজম্ব্বাম্র-শল্লকীবেতসত্বচঃ।
শর্করাঃ ক্ষৌদ্রসংযুক্তাঃ পীতা ঘ্নন্ত্যুদরাময়ম্ ॥

যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, চিনি ও নীলোৎপল তণ্ডুলজলের সহিত সম্পিষ্ট ও শোনাছালের সহিত সংযুক্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ পুটপাকের পর শীতল রস গ্রহণ করিবে। এই রস মধুর সহিত কফপিত্তজ উদরে পান করাইবে। এইরূপ বটাদি গণের প্ররোহেও জাঙ্গল মাংসের পুটপাক করিয়া প্রয়োগ করা যায়। ২৬। কুড়চীর স্বরস পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইলে গ্রহণ করিয়া পান করিলে বহুশ্লেষ্ম, রক্তযুক্ত, মন্দবাত ও চিরজ অতিসার শীঘ্র নষ্ট হয়। অম্বষ্ঠাদি ও পিপ্পল্যাদির ক্বাথ মধুযোগে পান করিলেও ঐরূপ ফল হয়। চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, বালা, নীলোৎপল, ধনে এবং শুঁঠের সহিত সিদ্ধ পেয়া পান করিলেও উদরাময় নষ্ট হয়। শোনাছাল, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু ও দাড়িমাঙ্কুর দধিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা পেষণ করিয়া তাহার সহিত নাতিসান্দ্র যবাগূ পাক করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার পক্ক অতিসার নাশ করে সন্দেহ নাই। রসাঞ্জন, অতিবিষা, দারুচিনি, ইন্দ্রযব, ধাইফুল ও শুঁঠ মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে শূল ও রক্তাতিসার নষ্ট হয়। যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শর্করা ও মধু একত্র পান করিলে অতিসার নষ্ট হয়। এইরূপ শালি ও যষ্টিকের কণা অতিসারনাশক। এইরূপ বদরী-মূল মধুর সহিত লেহন করিলে অতিসার নষ্ট হয়। বদরী, অর্জ্জুন, জম্বু, আম্র, শল্লকী ও বেতসের ত্বক্ শর্করা ও মধুর সহিত পান করিলে উদরাময় নষ্ট হয়। আবার

এতৈরেব যবাগূশ্চ মণ্ডান্ যূষাংশ্চ কারয়েৎ।
পানীয়ানি চ তৃষ্ণাসু দ্রব্যেষেতেষু বুদ্ধিমান্ ॥
কৃতং শাল্মলিবৃন্তেষু কল্কাখ্যং হিমসংজ্ঞকম্।
নিশাপর্য্যুষিতং পেয়ং সক্ষৌদ্রং মধুকান্বিতম্ ॥ ২৭
বিবদ্ধবাতবিট্শূলপরীতঃ সপ্রবাহিকঃ।
সরক্তপিত্তশ্চ পয়ঃ পিবেৎ তৃষ্ণাসমন্বিতঃ ॥
যথামৃতং তথা ক্ষীরমতীসারেষু পূজিতম্।
চিরোত্থিতেষু তৎ পেয়মপাং ভাগৈস্ত্রিভিঃ শৃতম্ ॥
দোষশেষং হরেৎ তদ্ধি তস্মাৎ পথ্যতমং স্মৃতম্।
হিতঃ স্নেহবিরেকো বা বস্তয়ঃ পিচ্ছিলাশ্চ যে।
পিচ্ছিলাস্বরসে সিদ্ধং হিতঞ্চ ঘৃতমুচ্যতে ॥ ২৭
শকৃতা যস্য সংসৃষ্টমতিসার্য্যেত শোণিতম্।
প্রাক্ পশ্চাদ্বা পুরীষস্য সরুক্ সপরিকর্ত্তিকঃ।
ক্ষীরিশুঙ্গাশৃতং সর্পিঃ পিবেৎ সক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥ ২৮
দার্ব্বীত্বক্পিপ্পলীশুণ্ঠী-লাক্ষাশক্রযবৈর্ঘৃতম্।
সংযুক্তং ভদ্ররোহিণ্যা পক্বং পেয়াদিমিশ্রিতম্।
ত্রিদোষমপ্যতীসারং পীতং হন্তি সুদারুণম্ ॥ ২৯
গৌরবে বমনং পথ্যং যস্য স্যাৎ প্রবলঃ কফঃ।
জ্বরে দাহে সবিড়্বন্ধে মারুতাদ্রক্তপিত্তবৎ ॥ ৩০
সম্পক্বে বহুদোষে চ বিবন্ধে মূত্রশোধনৈঃ।

ঐ সকল দ্রব্যের সহিত যবাগূ, মণ্ড ও যূষ পাক করিয়া পান করা যায়। আর এই সকল দ্রব্যের সহিত পানীয় সিদ্ধ করিয়া তৃষ্ণায় প্রয়োগ করা যায়। শাল্মলীবৃন্তের হিমকষায় রাত্রিপর্য্যুষিত করিয়া মধু ও যষ্টিমধুচূর্ণের সহিত পান করিলে বিবদ্ধবাত, বিবদ্ধবিষ্ঠা, শূল ও প্রবাহিকা নষ্ট হয়। ২৭। বায়ু ও বিষ্ঠা বদ্ধ হইয়া শূল হইলে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি রক্তপিত্তাতিসারে দুগ্ধ পান করিবে। যেমন অমৃত, সেইরূপ দুগ্ধ অতিসারে পূজিত। চিরজ অতিসারে তিনভাগ জলের সহিত একভাগ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিতে হয়। উহা দোষের অবশিষ্ট ভাগ হরণ করে, এইজন্য পথ্যতম। আর ইহাতে স্নেহ বিরেক ও পিচ্ছিল বস্তি হিতকর। আর শাল্মলী প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের স্বরসে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে হিতকর হয়। ২৭। রোগী বিষ্ঠার সহিত শোণিত ত্যাগ করিতে থাকিলে এবং পুরীষের পূর্ব্বে বা পরে শূল ও পরিকর্ত্তিকা অনুভব করিলে বটাদিপ্ররোহ-সিদ্ধ ঘৃত মধু ও শর্করার সহিত পান করিবে। ২৮। দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, পিপুল, শুঁঠ, লাক্ষা, ইন্দ্রযব ও কটকীর সহিত সিদ্ধ ঘৃত পেয়াদির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সুদারুণ ত্রিদোষ অতিসারও নষ্ট হয়। ২৯। প্রবল কফে উদরের গুরুতা থাকিলে অতিসারের পক্বা-বস্থাতেও বমন পথ্য। আর প্রবল বাতে জ্বর ও দাহের সহিত বিষ্ঠাবদ্ধ থাকিলেও বমন পথ্য। অধোগত রক্ত-পিত্তে যেমন বমন ব্যবস্থা হয়, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩০। অতিসার পক্ক অথচ বহুদোষ হইলে অথচ

কার্য্যমাস্থাপনং ক্ষিপ্রং তথা চৈবানুবাসনম্ ॥ ৩১
প্রবাহেণ গুদভ্রংশে মূত্রাঘাতে কটিগ্রহে।
মধুরাম্লশৃতং তৈলং সর্পির্ব্বাপ্যনুবাসনম্ ॥ ৩২
গুদপাকস্তু পিত্তেন যস্য স্যাদহিতাশিনঃ।
তত্র পিত্তহরাঃ সেকাস্তৎসিদ্ধাশ্চানুবাসনাঃ ॥
দধিমণ্ডসুরাবিল্বসিদ্ধং তৈলং সমারুতে।
ভোজনে চ হিতং ক্ষীরং কচ্ছুরামূলসাধিতম্ ॥ ৩৩
অল্পাল্পং বহুশো রক্তং সরুগ্ য উপবেশ্যতে।
যদা বায়ুর্বিবদ্ধশ্চ পিচ্ছাবস্তিস্তদা হিতঃ ॥ ৩৪
প্রায়েণ গুদদৌর্ব্বল্যং দীর্ঘকালাতিসারিণাম্।
ভবেৎ তস্মাদ্ধিতং তেষাং গুদে তৈলাবচারণম্ ॥ ৩৫
কপিত্থশাল্মলীফঞ্জী-বনকার্পাসদাড়িমাঃ।
পুথিকা কচ্ছুরা শেলুঃ শণশ্চুচ্চুঃ সদাধিকা ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা।
বলা শ্বদংষ্ট্রা বিল্বানি পাঠানাগরধান্যকম্ ॥
এষ আহারসংযোগো হিতঃ সর্ব্বাতিসারিণাম্।
তিলকল্কো হিতশ্চাত্র মৌদ্গো মুদ্গরসস্তথা ॥ ৩৬
পিত্তাতিসারী যো মর্ত্ত্যঃ পিত্তলানি নিষেবতে।
পিত্তং প্রদুষ্টং তস্যাশু রক্তাতীসারমাবহেৎ।
জ্বরং শূলং তৃষাং দাহং গুদপাকঞ্চ দারুণম্ ॥ ৩৭
যো রক্তং শকৃতং পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা প্রতিসার্য্যতে।

সপল্লবৈর্বটাদীনাং সসর্পিঃ সাধিতং পয়ঃ ॥
পিবেৎ সশর্করাক্ষৌদ্রমথবাপ্যভিমথ্য তৎ।
নবনীতমথো লিহ্যাৎ তক্রঞ্চানুপিবেৎ ততঃ ॥ ৩৮
পিয়ালশাল্মলীপ্লক্ষ-শল্লকীতিনিশত্বচঃ।
ক্ষীরে বিমৃদিতাঃ পীতাঃ সক্ষৌদ্রা রক্তনাশনাঃ ॥
মধুকং শর্করাং লোধ্রং পয়স্যামথ সারিবাম্।
পিবেচ্ছাগেন পয়সা সক্ষৌদ্রাং রক্তনাশনীম্ ॥
মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাং লোধ্রং পদ্মকং কুমুদোৎপলম্।
পিবেৎ পদ্মাঞ্চ দুগ্ধেন চ্ছাগেনাসৃক্প্রশান্তয়ে ॥
শর্করোৎপললোধ্রাণি সমঙ্গা মধুকং তিলাঃ।
তিলা মোচরসো লোধ্রং তথৈব মধুকোৎপলম্ ॥
কচ্ছুরা তিলকল্কশ্চ যোগাশ্চত্বার এব তু।
আজেন পয়সা পেয়াঃ সরক্তে মধুসংযুতাঃ ॥ ৩৯
দ্রবে সরক্তে প্রবতি বালবিল্বং সফাণিতম্।
সক্ষৌদ্রতৈলং প্রাগেব লিহ্যাদাশু হিতং হি তৎ ॥
কোশকারং ঘৃতে ভৃষ্টং লাজচূর্ণং সিতা মধু।
সশূলং রক্তপিত্তোত্থং লীঢ়ং হন্ত্যদরাময়ম্ ॥
বিল্বমধ্যং সমধুকং শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতম্।
তণ্ডুলাম্বুযুতো যোগঃ পিত্তরক্তোত্থিতং জয়েৎ ॥
গুদপাকে চ যে উক্তাস্তেঽত্রাপি বিধয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪০

মলমূত্রের বিবন্ধ থাকিলে মূত্রশোধন দ্রব্যসমূহ সহকারে শীঘ্র আস্থাপন ও অনুবাসন দিবে। ৩১। প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, মূত্রাঘাত ও কটীগ্রহে মধুর ও অম্লগণের সহিত তৈল বা ঘৃত অনুবাসন দিবে। ৩২। যে অহিতাশী ব্যক্তির পিত্তজন্য গুদদাহ হয়, তাহাকে পিত্তনাশক পরিষেচন ও অনুবাসন দিবে। স-মারুত অতিসারে দধিমণ্ড, সুরামণ্ড ও বেলশুঁঠের সহিত সিদ্ধ তৈল অনুবাসন দিবে। আর ভোজনে কচ্ছুরামূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। ৩৩। অতিসারে অল্প অল্প রক্ত বহুবার যাতনার সহিত নির্গত হইতে থাকিলে এবং বায়ু বিবদ্ধ হইলে পিচ্ছাবস্তি হিতকর হয়। ৩৪। দীর্ঘকাল অতিসার ভোগ করিলে প্রায়ই গুদ-দৌর্ব্বল্য হয়। এইজন্য এরূপ স্থলে গুদে তৈলাবচরণ কর্ত্তব্য। ৩৫। কপিত্থ, শাল্মলী, ফঞ্জী (পাঠাভেদ বা বামনহাটী), বনকার্পাস ও দাড়িম। 'পুথিকা', কচ্ছুরা (কঙ্কতিকা বা দুরালভা), শেলু, শণ, চুঞ্চু, ও দধিসংস্কৃত পেয়াদি। শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী ও কণ্টকারী। বেড়েলা, গোক্ষুর, ও বেলশুঁঠ। আকনাদি, শুঁঠ ও ধনে। এই সকল যোগ সর্ব্বপ্রকার অতিসারীর আহারের সহিত সংযোগ করিতে হয়। আর এস্থলে তিলকল্ক, মুদ্গকল্ক ও মুদ্গরস হিতকর। ৩৬। যে পিত্তাতিসারী ব্যক্তি পিত্তল দ্রব্যসমূহ সেবন করে, পিত্ত দূষিত হইয়া আশু তাহার রক্তাতীসার উৎপাদন করিয়া থাকে এবং জ্বর, শূল, তৃষা, দাহ ও দারুণ গুদপাক উপস্থিত করে। ৩৭। বিষ্ঠাত্যাগের পূর্ব্বে বা পরে রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে বটাদি ক্ষীরিগণের পল্লব ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া ঘৃত, শর্করা ও মধুর সহিত পান করিবে। অথবা সেই দুগ্ধ মথিত করিয়া নবনীত উৎপাদন ও লেহন করিবে এবং তক্র অনুপান করিবে। ৩৮। পিয়াল, শাল্মলী, প্লক্ষ, শল্লকী ও তিনিশের ত্বক্ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দিত করিয়া মধুর সহিত পান করিলে রক্তনাশক হয়। যষ্টিমধু, শর্করা, লোধ, পয়স্যা (অর্কপুষ্পী) ও অনন্তমূল ছাগদুগ্ধের সহিত মধুযোগে পান করিলে রক্তনাশক হয়। মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, লোধ, পদ্ম, কুমুদ, নীলোৎপল ও ভার্গী ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত-নিবৃত্তি হয়। শর্করা, নীলোৎপল ও লোধ; সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা), যষ্টিমধু ও তিল; তিল, মোচরস, লোধ, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল এবং কচ্ছুরা (কঙ্কতিকা) ও তিলকল্ক এই চারিটী যোগ ছাগদুগ্ধের সহিত মধুসংযোগে পান করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয় [এই সকল যোগ রক্তযুক্ত অ-তরল অতিসারের উপযোগী]। ৩৯। তরল ও রক্তযুক্ত মল নির্গত হইলে গুড় বিল্ব (এস্থলে ফাণিত শব্দে তরল গুড়) মধু ও তৈলের সহিত প্রথমেই সেবন করিবে। কোশকার নামক ইক্ষুভেদ, ঘৃতভৃষ্ট লাজচূর্ণ, চিনি ও মধু শূলযুক্ত রক্তপিত্তজ অতিসার নষ্ট করে। বেলশাঁস, যষ্টিমধু, শর্করা ও মধু এই যোগটী তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে পিত্তরক্তজ অতিসার নষ্ট হয়। আর গুদপাকে যে সকল যোগ উক্ত হইয়াছে, তাহারা এস্থলেও প্রশস্ত। ৪০

রুক্ষায়াং বা প্রশাম্যন্ত্যাং পিচ্ছাবস্তির্হিতো ভবেৎ ॥ ৪১
রক্তবিড়্দোষবহুলং দীপ্তাগ্নির্যোঽতিসার্য্যতে।
বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণা-কষায়ৈস্তং বিরেচয়েৎ ॥
অথবৈরণ্ডসিদ্ধেন পয়সা কেবলেন বা।
যবাগূর্বিতরেৎ তস্য বাতঘ্নৈর্দীপনৈঃ কৃতাঃ ॥ ৪২
দীপ্তাগ্নির্নিঃস্পুরীষো যঃ সার্য্যতে ফেনিলং শকৃৎ।
স পিবেৎ ফাণিতং শুণ্ঠীদধিতৈলপয়োঘৃতম্ ॥
স্বিন্নানি গুড়তৈলাভ্যাং ভক্ষয়েদ্বদরাণি চ।
সুস্বিন্নান্ পিষ্টবন্নাপি সমং বিল্বশলাটুভিঃ।
দধ্নোপযুজ্য কুল্মাষান্ শ্বেতামনুপিবেৎ সুরাম্ ॥
শশমাংসং সরুধিরং সমঙ্গাং সঘৃতং দধি।
খাদেদ্বিপাচ্য সেবেত মৃদ্বন্নং শকৃতঃ ক্ষয়ে ॥
সংস্কৃতো যমকে মাষ-যবকোলরসঃ শুভঃ।
ভোজনার্থঞ্চ দাতব্যো দধিদাড়িমসাধিতঃ ॥
বিড়ং বিল্বশলাটূনি নাগরঞ্চাম্লপেষিতম্।
দধ্নঃ সরশ্চ যমকে ভৃষ্টো বর্চ্চঃক্ষয়ে হিতম্ ॥
সশূলং ক্ষীণবর্চ্চা যো দীপ্তাগ্নিরতিসার্য্যতে।
স পিবেদ্দীপনৈর্যুক্তং সর্পিঃ সংগ্রহকৈঃ সহ ॥ ৪৩
বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য।
প্রবাহমাণস্য মুহুর্ম্মলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥
প্রবাহিকা বাতকৃতা সশূলা পিত্তাৎ সদাহা সকফা কফাচ্চ।
সশোণিতা শোণিতসম্ভবা তু তাঃ স্নেহরুক্ষপ্রভবা মতাস্তু ॥
তাসামতীসারবদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমামকামবিপক্বতাঞ্চ ॥ ৪৪
ন শান্তি যায়াতি বিলঙ্ঘনৈর্বা
যোগৈরুদীর্ণা যদি পাচনৈর্বা।
তাঃ ক্ষীরমেবাশু শৃতং নিহন্তি
তৈলং তিলাঃ পিচ্ছিলবস্তয়শ্চ ॥ ৪৫
আর্দ্রৈঃকুশৈঃসংপরিবেষ্টিতানি বৃন্তান্যথার্দ্রাণি হি শাল্মলীনাম্।
পক্বানি সম্যক্ পুটপাকযোগেনাপোথ্য তেভ্যো রসমাদদীত ॥
ক্ষীরং শৃতং তৈলহবির্বিমিশ্রং কল্কেন যষ্টীমধুকস্য বাপি।
বস্তিং বিদধ্যাদ্ ভিষগপ্রমত্তঃ প্রবাহিকামূত্রপুরীষসঙ্গে ॥
দ্বিপঞ্চমূলীকথিতেন শূলে প্রবাহমাণস্য সমাক্ষিকেণ।
ক্ষীরেণ চাস্থাপনমগ্র্যমুক্তং তৈলেন যুঞ্জ্যাদনুবাসনঞ্চ ॥
বাতঘ্নবর্গে লবণেষু চৈব তৈলঞ্চ সিদ্ধং হিতমন্নপানে।
লোধ্রংবিড়ং বিল্বশলাটু চৈব লিহ্যাচ্চ তৈলেন কটুত্রিকালম্ ॥
দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ ভুঞ্জীত নিঃসারকপীড়িতস্তু।
সুতপ্তকুপ্যকথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন ॥ ৪৭
শূলার্দ্দিতো ব্যোষবিদারিগন্ধা সিদ্ধেন দুগ্ধেন হিতায় ভোজ্যঃ।

আর শূল প্রশান্ত হইলে, পিচ্ছাবস্তিও হিতকর হইতে পারে। ৪১। রক্তাতিসারে দোষ পুরীষবহুল হইলে অথচ অগ্নির দীপ্ততা থাকিলে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিপুলের কষায় প্রয়োগ করিয়া রোগীকে বিরিক্ত করিবে। অথবা এরণ্ডমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা অথবা কেবল দুগ্ধ দ্বারা বিরিক্ত করিবে। আর রোগীকে বাতঘ্ন ও দীপন দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ যবাগূ পান করাইবে। ৪২। অতিসারে পুরুষ ক্ষীণ ক্ষীণপুরীষ ও দীপ্তাগ্নি হইলে অথচ ফেনিল বিষ্ঠা অতিসার করিতে থাকিলে ফাণিত, শুঁঠ, দধি, তৈল, দুগ্ধ ও গুড় একত্র করিয়া খাইবে। অথবা কুল সিদ্ধ করিয়া গুড় ও তৈলের সহিত সেবন করিবে। অথবা কুল সকল পিষ্টকের ন্যায় স্বিন্ন করিয়া সমভাগ বিল্বশলাটুর সহিত পান করিবে। অথবা কুল্মাষসমূহ (যবপিষ্ট) বিল্বশলাটুর সহিত দধিযোগে সেবন করিয়া পৈষ্টী সুরা অনুপান করিবে। বিষ্ঠার ক্ষয়ে রক্তের সহিত শশমাংস ও সমঙ্গার (লজ্জালুর) কল্ক ঘৃত ও দধির সহিত পাক করিয়া পান করিবে এবং পুরীষজননার্থ মৃদু অন্ন ভোজন করিবে। ঘৃত তৈলে মাষ, যব ও কুলের যূষ সংস্কৃত এবং দধি ও দাড়িমের সহিত সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিবে। পুরীষক্ষয়ে বিটলবণ, বিল্বশলাটু ও শুঁঠ কাঞ্জীতে পেষণ করিয়া সেবন করিবে। আর দধির সর ঘৃত তৈলে ভৃষ্ট করিয়া পান করিবে। ক্ষীণপুরীষ ব্যক্তির অগ্নি দীপ্ত থাকিলে অথচ শূলযুক্ত অতিসার হইতে থাকিলে দীপনদ্রব্যসংযুক্ত ঘৃত সংগ্রাহক ঔষধের সহিত পান করিবে। ৪৩। অহিতসেবী পুরুষের বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া সঞ্চিত শ্লেষ্মাকে অধঃপ্রেরণ করিলে কুন্থনের সহিত মলাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ইহাকেই প্রবাহিকা কহে। বাতপ্রধান প্রবাহিকা শূলযুক্ত, পিত্তকৃত প্রবাহিকা দাহযুক্ত এবং কফকৃত প্রবাহিকা কফযুক্ত হয়। রক্তপ্রধান প্রবাহিকা রক্তযুক্ত হয়। প্রবাহিকা প্রায়ই স্নিগ্ধ ও রুক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। [অর্থাৎ প্রায়ই কফবাতিক হয়] প্রবাহিকার লক্ষণ, চিকিৎসা, আমতা ও পক্বতা অতিসারের ন্যায়। ৪৪। যে উৎকট প্রবাহিকা লঙ্ঘন বা পাচনে শান্তি প্রাপ্ত না হয়, তাহা সিদ্ধ দুগ্ধে আশু শান্ত হইয়া থাকে। আর তিল ও পিচ্ছিল বস্তিও উহার শান্তিকারক। ৪৫। শাল্মলীবৃক্ষের কাঁচা বোঁটা সকল কাঁচা কুশে বেষ্টিত করিয়া পুটপাক-যোগে সম্যক্ পক্ব করিবে। অনন্তর তাহা হইতে রস গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই রস সিদ্ধ দুগ্ধ, তৈল ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া যষ্টিমধুকল্কের সহিত বস্তি দিবে। এই বস্তি প্রবাহিকা, মূত্রসঙ্গ ও পুরীষবন্ধ নিবারণ করে। প্রবাহিকার শূলে দশমূলের সহিত কথিত দুগ্ধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া আস্থাপন দিবে। অথবা দশমূলীর সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া অনুবাসন দিবে। বাতঘ্ন বর্গ, পঞ্চ লবণ ও তৈল পাক করিয়া অন্নপানে প্রয়োগ করিবে। লোধ, বিটলবণ ও বিল্বশলাটু অধিক পরিমাণে ত্রিকটুচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৈলের সহিত লেহন করিবে। ৪৬। অতিসারে প্রবাহ থাকিলে দধির সারের সহিত মধুযোগ করিয়া সেবন করিবে। অথবা স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধাতু তপ্ত করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধুযোগে সেবন করিবে। ৪৭। প্রবাহিকার শূল থাকিলে ত্রিকটু ও

বাতঘ্নসংগ্রাহকদীপনীয়ৈঃ কৃতানুরসাংশ্চাপ্যুপভোজয়েচ্চ ॥
খাদেচ্চ মৎস্যান্ রসমাপ্লুয়াচ্চ বাতঘ্নসিদ্ধং সঘৃতং সতৈলম্।
এণাব্যজানাস্তু বটপ্রবালৈঃ সিদ্ধানি সার্দ্ধংপিশিতানি খাদেৎ
মেধ্যস্য সিদ্ধস্তথবাপি রক্তং বস্তস্য দধ্না ঘৃততৈলযুক্তম্।
খাদেৎ প্রযুক্তৈঃ শিখিলাবজৈশ্চ ভুঞ্জীত যূষৈর্দধিভিশ্চমুখ্যৈঃ
মাষান্ সুসিদ্ধান্ ঘৃতমণ্ডযুক্তানখাদেচ্চ দধ্না মরিচোপদংশান্

মহারুজে মূত্রকৃচ্ছে ভিষগ্‌বস্তিং প্রদাপয়েৎ।
পয়োমধুঘৃতোন্মিশ্রং মধুকোৎপলসাধিতম্ ॥
স বস্তিঃ শময়েৎ তস্য রক্তং দাহমথো জ্বরম্।
মধুরৌষধসিদ্ধঞ্চ হিতং তস্যানুবাসনম্।
রাত্রাবহনি বা নিত্যং রুজার্ত্তো যো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৯
যথা যথা সতৈলঃ স্যাদ্বাতশান্তিস্তথা তথা।
প্রশান্তে মারুতে বাপি শান্তিং যাতি প্রবাহিকা।
তস্মাৎ প্রবাহিকারোগে মারুতং শময়েদ্ভিষক্ ॥ ৫০

পাঠাজমোদাকুটজস্য বীজং শুণ্ঠীসমা মাগধিকাশ্চ পিষ্টাঃ।
সুখাম্বুপীতাঃ শময়ন্তি রোগং মেধ্যাণ্ডসিদ্ধং সঘৃতং পয়ো বা ॥
ঘৃতং সক্ষবকং সতৈলং বিপাচ্য লীঢ় ময়মাশু হন্যাৎ।
গজাশনাকুম্ভিকদাড়িমানাং রসৈঃ কৃতে তৈলঘৃতে সদধ্নি ॥
বিল্বান্বিতা পথ্যতমা যবাগূর্ধারোষ্ণদুগ্ধস্য তথা চ পানম্।
লঘূনি পথ্যান্যথ দীপনানি স্নিগ্ধানি ভোজ্যান্যুদরাময়েষু ॥
হিতায়নিত্যংবিতরেদ্ধিভোজ্যং যোগাংশ্চতাংস্তান্‌ভিষগপ্রমত্তঃ

তৃষ্ণাপনয়নী লঘ্বী দীপনী বস্তিশোধনী ॥
জ্বরে চৈবাতিসারে চ যবাগূঃ সর্ব্বদা হিতা ॥ ৫২
রৌক্ষ্যাজ্জাতে ক্রিয়া স্নিগ্ধা রুক্ষা স্নেহনিমিত্তজে।
ভয়জে সান্ত্বনাপূর্ব্বা শোকজে শোকনাশিনী ॥
বিষার্শঃকৃমিসম্ভূতে হিতা চোভয়শর্ম্মদা।
ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃড়াদ্যাংশ্চ সাধয়েদবিরোধতঃ।
সমবায়ে তু দোষাণাং পূর্ব্বং পিত্তমুপাচরেৎ ॥ ৫৩
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সর্ব্বত্রাপ্যত্র মারুতম্।
যস্যোচ্চারং বিনা মূত্রং সম্যগ্‌বায়ুশ্চ গচ্ছতি।
দীপ্তাগ্নের্লঘুকোষ্ঠস্য স্থিতস্তস্যোদরাময়ঃ ॥
কর্ম্মজা ব্যাধয়ঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে কর্ম্মজাস্তেষহেতুকাঃ।
নশ্যন্তি তৎক্রিয়াভিস্তে ক্রিয়াভিঃ কর্ম্মসংক্ষয়ে ॥
শাম্যন্তি দোষসম্ভূতা দোষসংক্ষয়হেতুভিঃ ॥
তেষামল্পনিদানা যে প্রতিকষ্টা ভবন্তি চ ॥
মৃদবো বহুদোষা বা কর্ম্মদোষোদ্ভবাস্তু তে।
কর্ম্মদোষক্ষয়কৃতাস্তেষাং সিদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৫৪

শালপর্ণীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। আর বাতঘ্ন, সংগ্রাহক ও দীপন বর্গের সহিত মাংসরস পাক করিয়া সেবন করিবে। আর রোহিত প্রভৃতি সংগ্রাহক মৎস্য ও লাবাদির মাংসরস বাতঘ্ন দ্রব্যে সিদ্ধ করিয়া তৈল ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। আর এণ (কৃষ্ণসার), মেষ ও ছাগের মাংস বটপ্রবালের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাইবে। আর মেষের ছাগের স্ত্যান রক্ত দধির সহিত সিদ্ধ করিয়া ঘৃত তৈলের সহিত খাইবে। আর শিখী ও লাবের যূষ দধির সহিত সংস্কৃত করিয়া খাইবে। আর ঘৃতমণ্ডযুক্ত দধিসংস্কৃত মরিচসংযুক্ত সুসিদ্ধ মাষসমূহ সেবন করিবে। ৪৮। মহাক্লেশকর মূত্রকৃচ্ছে দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত এবং যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের সহিত সাধিত বস্তি প্রয়োগ করিবে। সেই বস্তি রক্ত দাহ ও জ্বরকেও প্রশমিত করে এবং যাতনা দূর করে। আর মধুর গণের সহিত সিদ্ধ অনুবাসনও রাত্রিতে বা দিবসে হিতকর। ৪৯। সেই অনুবাসন-তৈল সর্ব্বথাই বায়ুশান্তিকর। বায়ুর শান্তি হইলে প্রবাহিকারও শান্তি হয়। এইজন্য প্রবাহিকা রোগে বায়ুশান্তি করিবে। ৫০। আকনাদি, বনযমানী, কুড়চীবীজ, শুণ্ঠী ও পিপুল সমান সমান পেষণ করিয়া উষ্ণাম্বুযোগে পান করিলে উদরাময়ের শান্তি হয়। অথবা ছাগাণ্ডসিদ্ধ ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ পান করিলেও ঐরূপ হয়। শুণ্ঠী, ঘৃত, ক্ষবক ("ফণিজ্ঝকাকার—লোকে চকিনী ইতি প্রসিদ্ধ") ও তৈলপাক করিয়া লেহন করিলে প্রবাহিকা নষ্ট হয়। গজাশনা (শল্লকী), কুম্ভিকা (পানা) ও দাড়িম এই সকলের রস, বেলশুঁঠ এবং তৈল, ঘৃত ও দধির সহিত সিদ্ধ যবাগূ হিতকর। আর ধারোষ্ণদুগ্ধ-পানও হিতকর। উদরাময়ে লঘু পথ্য এবং দীপন ও স্নিগ্ধ ভোজ্যসমূহ হিতকর। এই সকল ভোজ্য ও যোগ নিত্য প্রয়োগ করিবে। ৫১। যবাগূ তৃষ্ণানাশক, লঘু, দীপন, বস্তিশোধন এবং জ্বর ও অতিসারে সর্ব্বদা হিতকর। ৫২। রুক্ষতাজনিত অতিসারে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, স্নিগ্ধতাজনিত অতিসারে রুক্ষ ক্রিয়া, ভয়জ অতিসারে সান্ত্বনা এবং শোকজ অতিসারে শোকনাশক ক্রিয়া হিতকর। বিষ অর্শ ও কৃমিজনিত অতিসারে হেতুবিপরীত ও ব্যাধি-বিপরীত উভয় ক্রিয়াই করিবে। বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণাদির এরূপে চিকিৎসা করিবে, যেন মূলব্যাধির বিরুদ্ধ না হয়। ত্রিদোষের সমবায়স্থলে প্রথমে পিত্তের চিকিৎসা করিবে। ৫৩। যখন মূত্র ও বায়ু বিষ্ঠা বিনা সম্যক্ নিষ্ক্রান্ত হয় এবং রোগী দীপ্তাগ্নি ও লঘুকোষ্ঠ হইয়া থাকে, তখন উদরাময়ের শান্তি হইয়াছে বলা যায়। কতকগুলি ব্যাধি কর্ম্মজ এবং কতকগুলি দোষজ। অন্যগুলি কর্ম্ম ও দোষ উভয়জ। কর্ম্মজ ব্যাধিসমূহের কর্ম্ম ভিন্ন অন্য হেতু নাই। উহাদের চিকিৎসা নাই। উহারা, প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়াযোগে কর্ম্মক্ষয় হইলে, শান্ত হয়। দোষজ ব্যাধি সকল দোষক্ষয়কারক হেতুসমূহ দ্বারা শান্ত হয়। ব্যাধিসমূহের মধ্যে যাহারা অল্প কারণ হইতে উৎপন্ন হইলেও কষ্টকর হয় আবার বহুদোষযুক্ত হইলেও অল্প কষ্টকর হয়, তাহারা কর্ম্ম ও দোষ উভয়জ বলা যায়। কর্ম্ম ও দোষের ক্ষয় করিলে উহাদের চিকিৎসা করা হয়। ৫৪।

দুষ্যতি গ্রহণী জন্তোরগ্নিসাদনহেতুভিঃ ॥ ৫৫
অতিসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ ॥
ভূয়ঃ সন্দূষিতো বহ্নিগ্রহণীমভিদূষয়েৎ।
তস্মাৎ কার্য্যঃ পরীহারস্ত্বতীসারে বিরিক্তবৎ ॥
যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথা।
ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা ॥
পক্কামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা।
গ্রহণ্যা বলমগ্নির্হি স চাপি গ্রহণীশ্রিতঃ ॥
তস্মাৎ সন্দূষিতেঽবহ্নৌ গ্রহণীং সম্প্রদুষ্যতি।
একশঃ সর্ব্বশশ্চৈব দোষৈরত্যর্থমূচ্ছ্রিতৈঃ ॥
সা দুষ্টা বহুশো ভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি।
পক্কং বা সরুজং পূতি মুহুর্বদ্ধং মুহুর্দ্রবম্।
গ্রহণীরোগমাহুস্তমায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ ॥ ৫৬
তস্যোৎপত্তৌ বিদাহোঽন্নে সদনালস্যতৃট্ক্লমাঃ।
বলক্ষয়োঽরুচিঃ কাসঃ কর্ণক্ষ্বেড়োঽন্ত্রকূজনম্ ॥
অথ জাতে ভবেজ্জন্তুঃ শূনপাদকরঃ কৃশঃ।
পর্ব্বরুগ্লৌল্যতৃট্‌ছর্দ্দি-জ্বরারোচকদাহবান্ ॥
উদ্গিরেচ্ছুক্তত্তিক্তাম্ল-লোহধূমামগন্ধিকম্।
প্রসেকমুখবৈরস্য-তমকারুচিপীড়িতঃ ॥

বাতাচ্ছূলাধিকৈঃ পায়ুহৃৎপার্শ্বোদরমস্তকৈঃ।
পিত্তাৎ সদাহৈর্গুরুভিঃ কফাৎ ত্রিভিস্ত্রিলক্ষণৈঃ।
দোষবর্ণনখৈস্তদ্বদ্বিণ্মূত্রনয়নাননৈঃ ॥ ৫৭
হৃৎপাণ্ডূদরগুল্মার্শঃ-প্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ ॥ ৫৮
যথাদোষোচ্ছ্রয়ং তস্য বিশুদ্ধস্য যথাক্রমম্।
পেয়াদিং বিতরেৎ সম্যগ্দীপনীয়োপসংভৃতম্ ॥
ততঃ পাচনসংগ্রাহি-দীপনীয়গণত্রয়ম্।
পিবেৎ প্রাতঃ সুরারিষ্ট-স্নেহমূত্রসুখাম্বুভিঃ ॥
তক্রেণ বাথ তক্রং বা কেবলং হিতমুচ্যতে।
কৃমিগুল্মোদরার্শোঘ্নীঃ ক্রিয়াশ্চাত্রাবচারয়েৎ ॥
চূর্ণং হিঙ্গ্বাদিকঞ্চাত্র ঘৃতং বা প্লীহনাশনম্।
কল্কেন মগধাদেশ্চ চাঙ্গেরীস্বরসেন বা ॥
চতুর্গুণেন দধ্না চ ঘৃতং সিদ্ধং হিতং ভবেৎ।
সর্ব্বথা দীপনং সর্ব্বং গ্রহণীরোগিণাং হিতম্।
জ্বরাদীনবিরোধাচ্চ সাধয়েৎ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ ॥ ৫৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রেঽতিসারপ্রতিষেধো নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

গ্রহণীদোষের চিকিৎসা।

যে সকল কারণে অগ্নির অবসাদ হয়, সেই সকল কারণেই গ্রহণী দূষিত হইয়া থাকে। ৫৫। অতিসার নিবৃত্ত হইলেও, মন্দাগ্নি ও অহিতভোজী ব্যক্তির অগ্নি পুনর্ব্বার দূষিত হইয়া গ্রহণীকে দূষিত করে। এইজন্য অতিসারের পর রোগীর বল ও দোষ প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বিরিক্তের ন্যায় পরিহারবিধি পালন করিবে। পিত্তধরা নামে যে ষষ্ঠ কলার বিষয় শারীর স্থানে বলা হইয়াছে, যাহা পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থ, তাহাকেই গ্রহণী বলে। অগ্নি গ্রহণীর বল। আবার অগ্নি গ্রহণীর আশ্রিত। এইজন্য অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণীও দূষিত হয়। গ্রহণীরোগে এক দোষ বা একাধিক দোষ অত্যন্ত কুপিত হইয়া থাকে। গ্রহণী দুষ্ট হইলে উহা ভুক্ত অন্নকে আমাবস্থাতেই বহুবার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কখন বা পক্ক অন্নও নির্গত হয়, কখন বা বেদনার সহিত নির্গত হয়, কখন বা পূতি বিষ্ঠা নির্গত হয় আবার মুহুর্মুহুঃ বদ্ধ দ্রব মল নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই গ্রহণী রোগ কহে। ৫৬। গ্রহণী-দোষের উৎপত্তি হইলে অন্নে বিদাহ [টীকাকার বলেন অন্নে অরুচি অথবা ভুক্তান্নের বিদাহ], অবসাদ, আলস্য, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বলক্ষয়, অরুচি, কাস, কর্ণক্ষ্বেড় ও অন্ত্রকূজন হয়। গ্রহণী রোগ সম্যক্ জাত হইলে জন্তু শূনপাদ, শূনকর ও কৃশ হইয়া থাকে এবং পর্ব্ববেদনা, লোলতা, তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, অরুচি ও দাহ হয়। আর উদ্গার শুক্ত-বৎ বা তিক্ত বা অম্ল হয় কিংবা লোহগন্ধি, ধূমগন্ধি ও আমগন্ধি হইয়া থাকে। আর প্রসেক, মুখবৈরস্য, তমক এবং অরুচি হয়। গ্রহণী রোগ বায়ুপ্রধান হইলে পায়ু, হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও মস্তকে শূলাধিক্য হয়। পিত্তপ্রধান হইলে দাহ হয়। কফপ্রধান হইলে গুরুতা হয় এবং ত্রিদোষযুক্ত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ হয়। আর দোষের পরিচয় বর্ণ, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, নয়ন ও আননেও প্রকাশ পায়। ৫৭। গ্রহণী দোষ হইলে মানুষের হৃদ্রোগ বা পাণ্ডুরোগ বা উদর বা গুল্ম বা অর্শ বা প্লীহা রোগের আশঙ্কা হয়। ৫৮। গ্রহণী রোগে দোষের বলাবল বুঝিয়া রোগীকে বিশুদ্ধ করিবে এবং দীপনীয়সংস্কৃত পেয়াদিক্রম পালন করাইবে। অনন্তর পাচন, সংগ্রাহী ও দীপনীয় এই তিনটী গণ প্রাতঃকালে সুরা, অরিষ্ট, স্নেহ, মূত্র বা সুখাম্বুযোগে পান করিবে। অথবা তক্রের সহিত পান করিবে। অথবা কেবল তক্রই পান করিবে। আর এরূপ স্থলে কৃমি, গুল্ম, উদর ও অর্শোনাশক ক্রিয়া সকলও হিতকর। অথবা হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ বা প্লীহনাশক ঘৃত পান করিবে। অথবা পিপ্পল্যাদির কল্ক, চাঙ্গেরীর স্বরস ও চতুর্গুণ দধির সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। গ্রহণীরোগী-দিগের পক্ষে সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার দীপন হিতকর। আর গ্রহণীরোগীর জ্বরাদি হইলে মূল রোগের সহিত বিরোধ না হয় এরূপভাবে চিকিৎসা করিবে। ৫৯

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শোষপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অনেকরোগানুগতো বহুরোগপুরোগমঃ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো দুর্নিবারঃ শোষো ব্যাধির্মহাবলঃ ॥ ২
সংশোষণাদ্রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে।
ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইত্যুচ্যতে পুনঃ ॥
রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ।
তস্মাৎ তং রাজযক্ষেতি কেচিদাহুর্মনীষিণঃ ॥
স ব্যস্তৈর্জায়তে দোষৈরিতি কেচিদ্বদন্তি হি ॥
একাদশানামেকস্মিন্ সান্নিধ্যাৎ তন্ত্রযুক্তিতঃ।
ক্রিয়াণাঞ্চাবিভাগেন প্রাগেবোৎপাদনেন চ ॥
এক এবমতঃ শোষঃ সন্নিপাতাত্মকো হ্যতঃ।
উদ্রেকাৎ তত্র লিঙ্গানি দোষাণাং নিপতন্তি হি ॥ ৩
ক্ষয়াদ্বেগপ্রতীঘাতাদ্ব্যায়ামাদ্বিষমাশনাৎ।
জায়তে কুপিতৈর্দোষৈর্ব্যাপ্তদেহস্য দেহিনঃ ॥ ৪
কফপ্রধানৈর্দোষৈর্হি রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু।
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরা।
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ ॥ ৫
ভক্তদ্বেষো জ্বরঃ শ্বাসঃ কাসঃ শোণিতদর্শনম্।
স্বরভেদশ্চ জায়ন্তে ষড়্রূপে রাজযক্ষ্মণি ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শোষপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা শোষপ্রতিষেধ [রাজযক্ষ্মার চিকিৎসা] ব্যাখ্যা করিব। ১। শোষ হইবার পূর্ব্বে ও পরে অনেক রোগ হইয়া থাকে। এই দুর্নিবার মহাবল ব্যাধির প্রকৃতি দুর্বিজ্ঞেয়।২। রসাদি ধাতুর শোষণ করে বলিয়া যক্ষ্মার নাম শোষ হইয়াছে। আর ইহা মানুষের ক্রিয়াসমূহের ক্ষয়কারী বলিয়া ইহার নাম ক্ষয় হইয়াছে। যেহেতু রাজা অর্থাৎ চন্দ্রের এই রোগ হইয়াছিল, এইজন্য ইহার নাম রাজযক্ষ্মা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, যক্ষ্মা পৃথক্ পৃথক্ দোষে উৎপন্ন হয়। অন্যেরা কহেন যে, যক্ষ্মা একই প্রকার। কেননা যক্ষ্মার একাদশ লক্ষণ এবং একই চিকিৎসা আর এই যক্ষ্মাই চন্দ্রের হইয়াছিল। অতএব তন্ত্রযুক্তি অনুসারে যক্ষ্মা এক এবং সান্নিপাতিক। তবে যে দোষের আধিক্য থাকে, তাহারই লক্ষণ ব্যক্ত হইতে পারে। ৩। ক্ষয়, বেগধারণ, ব্যায়াম ও বিষমাশন-হেতু দোষ সকল কুপিত ও দেহ ব্যাপ্ত হওয়াতে যক্ষ্মা উৎপন্ন হয়।৪। কফপ্রধান দোষসমূহে রসবাহী স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হইলে অতিব্যবায়ী ক্ষীণরেতা ব্যক্তির রক্তাদি সমস্ত ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে মানুষ শুষ্ক হইয়া থাকে। ৫। রাজযক্ষ্মার ছয় লক্ষণ যথা ;—অন্নে অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তদর্শন ও স্বরভেদ। অথবা রাজযক্ষ্মার একাদশ লক্ষণ

স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ ॥
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এব চ।
কাসঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধ্বংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ ॥ ৬
একাদশভিরেতৈর্বা ষড়্ভির্বাপি সমন্বিতম্।
কাসাতীসারপার্শ্বার্ত্তি-স্বরভেদারুচিজ্বরৈঃ ॥
ত্রিভির্বা পীড়িতং লিঙ্গৈর্জ্বরকাসাসৃগাময়ৈঃ।
জহ্যাচ্ছোষার্দ্দিতং জন্তুমিচ্ছন্ সুবিপুলং যশঃ ॥ ৭
ব্যবায়শোকস্থাবির্য্য-ব্যায়ামাধ্বোপবাসতঃ।
ব্রণোরঃক্ষতপীড়াভ্যাং শোষানন্যে বদন্তি হি ॥ ৮
ব্যবায়শোষঃ শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ।
পাণ্ডুদেহো যথা পূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ ॥ ৯
প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।
বিনা শুক্রক্ষয়কৃতৈর্বিকারৈরভিলক্ষিতঃ ॥ ১০
জরাশোষী কৃশো মন্দ-স্বল্পবুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ।
শ্বসনোঽরুচিমান্ ভিন্নকাংস্যপাত্রহতস্বরঃ ॥
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং তথৈবারতিপীড়িতঃ।
সম্প্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করূক্ষমলচ্ছবিঃ ॥ ১১
অধ্বপ্রশোষী স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ।

যথা ;—বায়ু হইতে স্বরভেদ, শূল এবং অংস ও পার্শ্বের সঙ্কোচ এই তিনটী লক্ষণ হয়। পিত্ত হইতে জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্তবমন এই চারিটী লক্ষণ হয় এবং কফ হইতে মস্তকের পূর্ণতা, ভক্তে অরুচি, কাস ও কণ্ঠের উদ্ধ্বংস এই চারিটী লক্ষণ হয় ["কণ্ঠোদ্ধ্বংস অর্থাৎ কণ্ঠভঙ্গ—কেহ বলেন, উৎকাসিকা"]। ৬। ঐ একাদশ লক্ষণ হউক আর কাস, অতিসার, পার্শ্বশূল, স্বরভেদ, অরুচি ও জ্বর এই ছয়টী লক্ষণই বা হউক অথবা জ্বর, কাস ও রক্তদর্শন এই তিন লক্ষণই বা হউক, শোষরোগীকে সুবিপুল যশোলিপ্সু কবিরাজ পরিত্যাগ করিবেন [চরকমতে বল ও মাংসের ক্ষয় না হইয়া থাকিলে রাজযক্ষ্মা সাধ্য হইয়া থাকে]। ৭। অন্যেরা কহেন, ব্যবায়, শোক, স্থবিরতা, ব্যায়াম, বহু ভ্রমণ, উপবাসাদি ব্রণ এবং উরঃক্ষত পীড়া এই কয়েকটী কারণে শোষ হইয়া থাকে। ৮। ব্যবায়শোষে শুক্রক্ষয়ের লক্ষণ সমস্ত হয় এবং রোগী পাণ্ডুদেহ হয়। আর তাহার ধাতু সমস্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে। ৯। শোকশোষী ধ্যানশীল, স্রস্তাঙ্গ, পাণ্ডুদেহ এবং ক্ষীণধাতু হয়। ১০। জরাশোষী কৃশ মন্দবুদ্ধি, স্বল্পবুদ্ধি, স্বল্পবল ও স্বল্পেন্দ্রিয় হয়। সে ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করে। তাহার অরুচি হয় আর স্বর ভিন্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। কাসিতে কাসিতে অল্প অল্প শ্লেষ্মা ষ্ঠীবন করে। সকল বিষয়ে অরতি হয়। আস্য, নাসা ও অক্ষির স্রাব হইয়া থাকে। আর মল ও ছবি শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। ১১। ভ্রমণশোষী অবসন্নাঙ্গ হয়। উহার ছবি অতিশয় ভৃষ্ট ও পরুষ হয়। গাত্র ও অবয়ব

প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ ॥ ১২
ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ।
উরঃক্ষতকৃতৈর্লিঙ্গৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতাদ্বিনা ॥ ১৩
রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমস্ততঃ ॥ ১৪
ব্যায়ামভারাধ্যয়নৈরভিঘাতাতিমৈথুনৈঃ।
কর্ম্মণা চাপ্যুরস্যেন বক্ষো যস্য বিদারিতম্ ॥
তস্যোরসি ক্ষতে রক্তং পূয়ঃ শ্লেষ্মা চ গচ্ছতি।
কাসমানশ্ছর্দ্দয়েচ্চ পীতরক্তাসিতারুণম্ ॥
সন্তপ্তবক্ষাঃ সোঽত্যর্থং দূয়নাৎ পরিতাম্যতি।
দুর্গন্ধবদনোচ্ছ্বাসো ভিন্নবর্ণস্বরো নরঃ ॥ ১৫
কেষাঞ্চিদেবং শোষো হি কারণৈর্ভেদমাগতঃ।
ন তত্র দোষলিঙ্গানাং সমস্তানাং নিপাতনম্ ॥
ক্ষয়া এব হি তে জ্ঞেয়াঃ প্রত্যেকং ধাতুসংক্ষয়াৎ।
চিকিৎসিতন্তু তেষাং হি প্রাগুক্তে ধাতুসংক্ষয়ে ॥
শ্বাসাঙ্গসাদকফসংস্রবতালুশোষ-
চ্ছর্দ্দ্যগ্নিসাদমদপীনসকাসনিদ্রাঃ।
শোষে ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপি জন্তুঃ
শুক্লেক্ষণো ভবতি মাংসপরো রিরংসুঃ ॥
স্বপ্নেষু কাকশুকশল্লকিনীলকণ্ঠ-
গৃধ্রাস্তথৈব কপয়ঃ কৃকলাসকাশ্চ।

প্রসুপ্ত হয় এবং ক্লোম, গল ও আনন শুষ্ক হইয়া থাকে। ১২। ব্যায়ামশোষীর লক্ষণ প্রায়ই অধ্বশোষীর ন্যায়। আর উঁহার উরঃক্ষত না হইলে উরঃক্ষতের ন্যায় লক্ষণ সকল হইয়া থাকে। ১৩। ব্রণরোগীর রক্তক্ষয়, বেদনা ও আহারনিয়মের কাঠিন্য হেতু শোষ হয়। এই শোষ সর্ব্বাপেক্ষা অসাধ্য। ১৪। ব্যায়াম, ভার, অধ্যয়ন, অভিঘাত, অতিমৈথুন, এবং উরস্য কর্ম্ম [বক্ষের চালনা অধিক হয় এরূপ কর্ম্ম] এই সকল কারণে বক্ষঃ বিদারিত হইতে পারে। এইরূপে উরঃক্ষত হইলে রক্ত, পূয ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কাসিতে কাসিতে পীতরক্ত, কৃষ্ণ ও অরুণ বর্ণ বমি করিয়া থাকে। বক্ষঃ বেদনাযুক্ত হয় এবং বক্ষের অতিশয় দূয়ন হয় বলিয়া যাতনা হইতে থাকে। বদন ও উচ্ছ্বাস দুর্গন্ধ হয় এবং বর্ণ ও স্বর ভিন্ন হইয়া থাকে। ১৫। কাহার কাহার মতে যেহেতু এইরূপ ব্যায়ামাদি কারণে শোষ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অতএব এক শোষে সমস্ত দোষলক্ষণ ঘটে না। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন শোষকে ক্ষয় বলা যাইতে পারে, কারণ প্রত্যেক ক্ষয়েই ধাতুক্ষয় হয়। পূর্ব্বে দোষধাতুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে উহাদের চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ১৬। শ্বাস, অঙ্গসাদ, কফপ্রসেক, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মদ, পীনস, কাস, নিদ্রা এইগুলি শোষের পূর্ব্বরূপ। আর রোগী শুক্লনেত্র, মাংসপরায়ণ ও রিরংসু হইয়া থাকে এবং এইরূপ স্বপ্ন দেখে,—যেন কাক, শুক, শল্লকী, নীলকণ্ঠ, গৃধ্র, কপি ও কৃকলাস তাহাকে বহন করি-

তং বাহয়ন্তি স নদীর্বিজলাশ্চ পশ্যে-
চ্ছুষ্কাংস্তরূন্ পবনধূমদবার্দ্দিতাংশ্চ ॥ ১৭
মহাশনং ক্ষীয়মাণমতীসারনিপীড়িতম্।
শূনমুষ্কোদরঞ্চৈবং যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
উপাচরেদাত্মবন্তং দীপ্তাগ্নিমকৃশং নবম্ ॥ ১৮
স্থিরাদিবর্গসিদ্ধেন ঘৃতেনাজাবিকেন চ।
স্নিগ্ধস্য মৃদু কর্ত্তব্যমূর্দ্ধ্বকাধশ্চ শোধনম্ ॥
আস্থাপনং তথা কার্য্যং শিরসশ্চ বিরেচনম্।
যবগোধূমশালীংশ্চ রসৈর্ভুঞ্জীত শোধিতঃ।
দৃঢ়েঽগ্নৌ বৃংহয়েচ্চাপি নিবৃত্তোপদ্রবং নরম্ ॥ ১৯
ব্যবায়শোষিণং প্রায়ো ভজন্তে বাতজা গদাঃ।
বৃংহণীয়ো বিধিস্তস্মৈ হিতঃ স্নিগ্ধোঽনিলাপহঃ ॥ ২০
কাকানুলূকান্ নকুলান্ বিড়ালান্
গণ্ডূপদান্ ব্যালবিলেশয়াখূন্।
গৃধ্রাংশ্চ দদ্যাদ্বিবিধৈঃ প্রকারৈ
সসৈন্ধবান্ সর্ষপতৈলভৃষ্টান্ ॥
দেয়ানি মাংসানি চ জাঙ্গলানি
মুদ্গাঢ়কীযূষরসাশ্চ হৃদ্যাঃ।
খরোষ্ট্রনাগাশ্বতরাশ্বজানি
দেয়ানি মাংসানি সুকল্পিতানি ॥
মাংসোপদংশাংশ্চ পিবেদরিষ্টান্
মাধ্বীকযুক্তা মদিরাশ্চ সেব্যাঃ ॥ ২১
অর্কামৃতাক্ষারজলোষিতেভ্যঃ
কৃত্বা যবেভ্যো বিবিধাংশ্চ ভক্ষ্যান্।

তেছে। সে বিজল নদীসমূহ, শুষ্ক তরুসমূহ এবং পবনধূমদবার্দ্দিত বৃক্ষসমূহ দর্শন করে। ১৭। যক্ষ্মরোগী বহুভোজী অথচ ক্ষীণ, অতিসারপীড়িত, শূনমুষ্ক ও শূনোদর হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। রোগী ধীর, দীপ্তাগ্নি, অকৃশ এবং রোগ নূতন হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে। ১৮। যক্ষ্মরোগীকে শালপর্ণ্যাদিসিদ্ধ ছাগঘৃত বা মেষঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া মৃদু ঊর্দ্ধশোধন ও অধঃশোধন কর্ত্তব্য। আর আস্থাপন ও শিরোবিরেচন কর্ত্তব্য। শোধনের পর যব, গোধূম ও শালির অন্ন মাংসরসের সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। অগ্নি দৃঢ় ও উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে বৃংহণ কর্ত্তব্য। ১৯। ব্যবায়শোষীদিগের প্রায়ই বাতজন্য রোগ সকল হয়। এরূপ স্থলে বৃংহণীয় স্নিগ্ধ বাতনাশক বিধি হিতকর। ২০। শোষীকে কাক, উলূক, নকুল, বিড়াল, গণ্ডুপদ, ব্যাল, বিলেশয়, মূষিক ও গৃধ্রের মাংস সর্ষপতৈলে ভৃষ্ট ও সৈন্ধব যুক্ত করিয়া বিবিধ প্রকার কল্পনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে। জাঙ্গল মাংস সেবন করাইবে। মুদ্গ ও অড়হরের ডাল ও যূষ হৃদ্য করিয়া দিবে। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হস্তী ও অশ্বতরের মাংস সুকল্পিত করিয়া দিবে। আর মাংসের চাটনীর সহিত মাধ্বীক ও মদিরা দিবে। ২১। অর্ক (আকন্দ) ও অমৃতের (গুড়চীর। টীকাকার বলেন

খাদেৎ পিবেৎ সর্পিরজাবিকং বা
কৃশো যবাগ্বা সহ ভক্তকালে ॥
সর্পির্মধুভ্যাং ত্রিকটু প্রলিহ্যাৎ
চব্যাবিড়ঙ্গোপহিতং ক্ষয়ার্ত্তঃ।
ব্যাংসাদমাংসেষু ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং
শোষাপহং ক্ষৌদ্রকণাসমেতম্ ॥
দ্রাক্ষাসিতামাগধিকাবলেহঃ
সক্ষৌদ্রতৈলঃ ক্ষয়রোগঘাতী।
ঘৃতেন চাজেন সমাক্ষিকেণ
তুরঙ্গগন্ধাতিলমাষচূর্ণম্ ॥
সিতাশ্বগন্ধামগধোদ্ভবানাং
চূর্ণং ঘৃতং ক্ষৌদ্রযুতং প্রলিহ্যাৎ।
ক্ষীরং পিবেদ্বাপ্যথ বাজিগন্ধা-
বিপাকমেবং লভতে চ পুষ্টিম্ ॥
তদুত্থিতং ক্ষীরঘৃতং সিতাঢ্যং
প্রাতঃ পিবেদ্ বাথ পয়োঽনুপানম্।
উৎসাদনে চাপি তুরঙ্গগন্ধা
যোজ্যা যবাশ্চৈব পুনর্নবে চ ॥
কৃৎস্নে বৃষে তৎকুসুমৈশ্চ সিদ্ধং
সর্পিঃ পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী।
যক্ষ্মাণমেতৎ প্রবলঞ্চ কাসং
শ্বাসঞ্চ হন্যাদপি পাণ্ডুতাঞ্চ ॥ ২২
শকৃদ্রসা গোঽশ্বগজাব্যজানাং
ক্বাথা মিতাশ্চাপি তথৈব ভাগৈঃ ॥
মূর্ব্বাহরিদ্রাখদিরক্রমাণাং
ক্ষীরস্য ভাগস্তপরো ঘৃতস্য ॥
ভাগান্ দশৈতান্ বিপচেদ্বিধিজ্ঞো
দত্ত্বা ত্রিবর্গং মধুরঞ্চ কৃৎস্নম্।
কটুত্রিকঞ্চৈব সভদ্রদারু
ঘৃতোত্তমং যক্ষ্মনিবারণায় ॥ ২৩
দ্বে পঞ্চমূল্যৌ বরুণং করঞ্জং
ভল্লাতকং বিল্বপুনর্নবে চ।
যবান্ কুলত্থান্ বদরাণি ভার্গীং
পাঠাং কৃতাশং সমুস্তীকদম্বম্ ॥
কৃত্বা কষায়ং বিপচেদ্ধি তস্য
ষড়্ভির্হি পাত্রৈর্ঘৃতপাত্রমেকম্।
ব্যোষং মহাবৃক্ষপয়োঽভয়াঞ্চ
চব্যং সুরাখ্যং লবণোত্তমঞ্চ ॥
এতদ্ধি শোষং জঠরাণি চৈব
হন্যাৎ প্রমেহাংশ্চ সহানিলেন ॥ ২৪
গোঽশ্বাব্যজেভৈণখরোষ্ট্রজাতৈঃ
শকৃদ্রসক্ষীররসক্ততোয়ৈঃ।
দ্রাক্ষাশ্বগন্ধামগধাসিতাভিঃ
সিদ্ধং ঘৃতং যক্ষ্মবিকারহারি ॥ ২৫
এলাজমোদামলকাভয়াক্ষ-
গায়ত্র্যরিষ্টাসনশালসারান্।
বিড়ঙ্গভল্লাতকচিত্রকোগ্রা-
কটুত্রিকাম্ভোদসুরাষ্ট্রজাশ্চ ॥
পক্ত্বা জলে তেন পচেদ্ধি সর্পি-
স্তস্মিন্ সুসিদ্ধে ত্ববতারিতে চ।

অর্কা শব্দে গুড়ূচী; কিন্তু অমৃতের অর্থ করেন নাই) ক্ষার-জলে যবসমূহ রাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহা হইতে বিবিধ ভোজ্যসমূহ প্রস্তুত করিবে। অথবা কৃশ ব্যক্তি ভোজন-কালে ছাগঘৃত বা মেষঘৃতের সহিত যবাগূ পান করিবে। ঘৃতমধুযোগে ত্রিকটুচূর্ণ, চইচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ লেহন করিবে। মাংসাদ জন্তুর মাংসে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া মধু ও পিপুলের সহিত লেহন করিলে শোষনাশক হয়। দ্রাক্ষা, চিনি ও পিপুল মধু ও তৈলের সহিত সেবন করিলে ক্ষয় রোগ নষ্ট হয়। ছাগঘৃত ও মধুর সহিত অশ্বগন্ধা, তিল ও মাষের চূর্ণ লেহন করিবে। চিনি, অশ্বগন্ধা ও পিপুলের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা অশ্বগন্ধার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। তাহাতে পুষ্টি হইবে। আর সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত তুলিয়া চিনির সহিত পান ও দুগ্ধ অনুপান করিবে। উৎসাদনে অশ্বগন্ধা, যব ও পুনর্নবা যোগ করিবে। হিতভোজী হইয়া বাসকের মূল, পত্র, শাখা, অঙ্কুর ও পুষ্পের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করিবে। তাহাতে যক্ষ্মা, প্রবল কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুতা নষ্ট হয়। ২২। গো, অশ্ব, গজ, মেষ ও ছাগদিগের বিষ্ঠার রস প্রত্যেকে [অথবা সমুদায়ে] একভাগ, মূর্ব্বা, হরিদ্রা ও খদির ক্রমের ক্বাথ প্রত্যেকে [অথবা সমুদায়ে] অষ্টমভাগ; দুগ্ধ নবমভাগ এবং ঘৃত দশমভাগ এই দশ দ্রব্য আর ত্রিকটু ও সমস্ত মধুর বর্গের কল্ক একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা নষ্ট হয়। ত্রিকটু ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ ঘৃত যক্ষ্মনিবারক। ২৩। দশমূল, বরুণ, করঞ্জ, ভেলা, বিল্বফল, পুনর্নবা, যব, কুলত্থ, বদর, বামনহাটী, আকনাদি, চিতা, ও ভূমিকদম্ব এই সকলের কষায় ছয় পাত্র (আঢ়ক); ঘৃত একপাত্র এবং ত্রিকটু, মনসার ক্ষীর, হরীতকী, চই, দেবদারু ও সৈন্ধব এই সকলের কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ একত্র পাক করিয়া পান করিলে শোষ, উদর ও বাতজ প্রমেহ নষ্ট হয়। [যক্ষ্মা রোগে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এই ঘৃতের প্রয়োজন হইতে পারে]। ২৪। গো, অশ্ব, মেষ, ছাগ, হস্তী, এণ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ইহাদের বিষ্ঠারস, দুগ্ধ, রস ও রুধির আর দ্রাক্ষা, অশ্বগন্ধা, পিপুল ও চিনির কল্ক এবং ছাগঘৃত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে যক্ষ্মা রোগ নষ্ট হয়। ২৫। এলা, অজমোদা, আমলক, হরীতকী, বিভীতকী, গায়ত্রী (খদির), নিম্ব, অসন (বীজক), শালসার, বিড়ঙ্গ, ভল্লাতক, চিতা, বচ, ত্রিকটু, মুতা ও সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার ক্বাথ

ত্রিংশৎপলান্যত্র সিতোপলায়া
দত্ত্বা তুগাক্ষীরিপলানি ষট্ চ ॥
প্রস্থে ঘৃতস্য দ্বিগুণঞ্চ দদ্যাৎ
ক্ষৌদ্রং ততো মন্থহতং বিদধ্যাৎ।
পলং পলং প্রাতরতঃ প্রলিহ্যাৎ
পশ্চাৎ পিবেৎ ক্ষীরমতন্দ্রিতশ্চ ॥
এতদ্ধি মেধ্যং পরমং পবিত্রং
চক্ষুষ্যমায়ুষ্যমথো যশস্যম্।
যক্ষ্মাণমাশু ব্যপহন্তি চৈতৎ
পাণ্ড্বাময়ঞ্চৈব ভগন্দরঞ্চ ॥
শ্বাসঞ্চ হন্তি স্বরভেদকাস-
হৃৎপ্লীহগুল্মগ্রহণীগদাংশ্চ।
ন চাত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্জ্জনীয়ং
রসায়নঞ্চৈতদুপাস্যমানম্ ॥ ২৬
প্লীহোদরোক্তং বিহিতঞ্চ সর্পি-
স্ত্রীণ্যেব চান্যানি হিতানি চাত্র ॥ ২৭
উপদ্রবাংশ্চ স্বরবৈকৃতাদীন্
জয়েদ্‌যথাস্বং প্রসমীক্ষ্য শাস্ত্রম্ ॥ ২৮
অজাশকৃন্মূত্রপয়োঘৃতাসৃ-
ঙ্মাংসালয়ানি প্রতিসেবমানঃ।
স্নানাদিনা না বিধিনা জহাতি
মাসাদশেষং নিয়মেন শোষম্ ॥
রসোনযোগং বিধিবৎ ক্ষয়ার্ত্তঃ
ক্ষীরেণ বা নাগবলাপ্রয়োগম্।
সেবেত বা মাগধিকাবিধানং
তথোপযোগং জতুনোঽশ্মজস্য ॥ ২৯

এই সকলের সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে চিনি ত্রিশ পল, বংশলোচন ছয় পল ও মধু দুই প্রস্থ দিবে। অনন্তর খজে মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত একপল করিয়া প্রাতঃকালে পান ও দুগ্ধ অনুপান করিবে। এই ঘৃত মেধাকর, পরম পবিত্র, চক্ষুষ্য, আয়ুষ্য ও যশস্য। ইহা যক্ষ্মা রোগ আশু নষ্ট করে। আর ইহাতে পাণ্ডু রোগ ও ভগন্দর নষ্ট হয় এবং শ্বাস, স্বরভেদ, হৃদ্রোগ, প্লীহা, গুল্ম ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এই রসায়ন সেবনকালে কোন প্রকার পরিহারবিধি পালন করিতে হয় না। ২৬। যক্ষ্মা রোগে প্লীহরোগোক্ত তিনটী ঘৃতও হিতকর। [তন্মধ্যে একটী হরীতকীচূর্ণপ্রস্থাদি, দ্বিতীয় গরাদ্ধন্নেত্যাদি এবং তৃতীয় চব্যচিত্রকদন্তীত্যাদি বা শৃঙ্গ-বেরাদি]। ২৭। আর স্বরভঙ্গাদি উপদ্রবসমূহ যথানুরূপ শাস্ত্রদৃষ্টে চিকিৎসা করিবে। ২৮। ছাগলের বিষ্ঠা, মূত্র, দুগ্ধ, ঘৃত, রক্ত ও মাংস এবং ছাগগৃহ ভজনা করিবে। আর অবগাহনাদি নানা বিধি পালন করিবে। তাহাতে মাস মধ্যে নিঃশেষে শোষ নষ্ট হইতে পারে। ক্ষয়রোগী যথাবিধি রসোনযোগ সেবন করিবে। আর দুগ্ধের সহিত নাগবলা প্রয়োগ করিবে। অথবা পিপ্পলীকল্প ও শিলা-জতুকল্প সেবন করিবে। ২৯। শোষরোগী শোক, স্ত্রী, ক্রোধ ও অসূয়া ত্যাগ করিবে, এবং উদার বিষয় সকল ভজনা করিবে। আর বৈদ্য, দ্বিজাতি, দেবতা ও গুরু-দিগের পূজা করিবে। আর দ্বিজদিগের নিকট পুণ্যকথা সকল শ্রবণ করিবে। ৩০

শোকং স্ত্রিয়ং ক্রোধমসূয়নঞ্চ
ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেত।
বৈদ্যান্ দ্বিজাতীংস্ত্রিদশান্ গুরূংশ্চ
বাচশ্চ পুণ্যাঃ শৃণুয়াদ্ দ্বিজেভ্যঃ ॥ ৩০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শোষপ্রতিষেধো নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গুল্মপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
যথোক্তৈঃ কোপনৈর্দোষাঃ কুপিতাঃ কোষ্ঠমাগতাঃ।
জনয়ন্তি নৃণাং গুল্মং স পঞ্চবিধ উচ্যতে ॥
হৃদ্বস্ত্যোরন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ।
চয়াপচয়বান্ বৃত্তঃ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥
পঞ্চগুল্মাশ্রয়া নৃণাং পার্শ্বে হৃন্নাভিবস্তয়ঃ ॥
কুপিতানিলমূলত্বাদ্‌গূঢ়মূলোদয়াদপি।
গুল্মবদ্বা বিশালত্বাদ্‌গুল্ম ইত্যভিধীয়তে ॥
স যস্মাদাত্মনি চয়ং গচ্ছত্যপ্স্বিব বুদ্বুদঃ।
অন্তঃ সরতি যস্মাচ্চ ন পাকমুপযাত্যতঃ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

গুল্মপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা গুল্মপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। ব্রণ-প্রশ্নীয়োক্ত কোপন কারণসমূহে দোষ সকল কুপিত হইয়া কোষ্ঠে আসক্ত হয়। তাহাতে মানুষের গুল্ম হইয়া থাকে। গুল্ম পঞ্চবিধ। একদিকে হৃদয় ও অন্যদিকে বস্তি এই স্থানের মধ্যে সঞ্চারী বা অচল বৃত্ত গ্রন্থি কখন চয় (বৃদ্ধি), কখন বা অপচয় (হ্রাস) প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুল্ম বলে। গুল্মের স্থান পাঁচটী যথা ;—পার্শ্বদ্বয় (প্লীহা ও যকৃৎ), হৃদয়, নাভি ও বস্তি। যেহেতু কুপিত বায়ু সর্ব্ব গুল্মের মূলীভূত কারণ এবং যেহেতু উহার মূল ও প্রকাশ গূঢ় অথবা যেহেতু উহা গুল্মবৎ বিশাল, সেইহেতু উহাকে গুল্ম কহে। যেহেতু বাতপ্রধান গুল্ম, জলে বুদ্বুদের ন্যায়, আপনা আপনি বৃদ্ধি পায় এবং অন্তরে সঞ্চরণ করে, এই-জন্য পাকে না। গুল্ম পৃথক্ পৃথক্ দোষে বা সন্নিপাতে

স ব্যস্তৈর্জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি বোচ্ছ্রিতৈঃ।
পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জ্ঞেয়া রক্তেন চাপরঃ॥ ২
সদনং মন্দতা বহ্নের্‌ঘাটোপোঽন্ত্রবিকূজনম্।
বিণ্মূত্রানিলসঙ্গশ্চ সৌহিত্যাসহতা তথা।
দ্বেষোঽন্নে বায়ুরূর্দ্ধঞ্চ পূর্ব্বরূপেষু গুল্মিনাম্॥ ৩
হৃৎকুক্ষিশূলং মুখকণ্ঠশোষো বায়োর্নিরোধো বিষমাগ্নিতা চ।
তে তে বিকারাঃ পবনাত্মকাশ্চ ভবন্তি গুল্মেঽনিলসম্ভবে তু॥
স্বেদজ্বরাহারবিদাহদাহাস্তৃষ্ণাঙ্গরাগঃ কটুবক্ত্রতা চ।
পিত্তস্য লিঙ্গান্যখিলানি যানি পিত্তাত্মকে তানি ভবন্তি গুল্মে
স্তৈমিত্যমন্নেঽরুচিরঙ্গসাদশ্ছর্দ্দিঃ প্রসেকো মধুরাস্যতা চ।
কফস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি ভবন্তি গুল্মে কফসম্ভবে তু॥
সর্ব্বাত্মকঃ সর্ব্ববিকারযুক্তঃ সোঽসাধ্য উক্তঃ ক্ষতজঞ্চ বক্ষ্যে
নবপ্রসূতাঽহিতভোজনা যা যা চামগর্ভং বিসৃজেদৃতৌ বা॥
বায়ুর্হি তস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং করোতি গুল্মং সরুজং সদাহম্।
পৈত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং বিশেষণঞ্চাপ্যপরং নিবোধ॥
ন স্পন্দতে নোদরমেতি বৃদ্ধিং ভবন্তি লিঙ্গানি চ গর্ভিণীনাম্
তং গর্ভকালাতিগমে চিকিৎস্যমসৃগ্‌ভবং গুল্মমুশন্তি তজ্জ্ঞাঃ৪
বাতগুল্মার্দ্দিতং স্নিগ্ধং যুক্তং স্নেহবিরেচনৈঃ।
উপাচরেদ্‌যথাকালং নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ॥
পিত্তগুল্মার্দ্দিতং স্নিগ্ধং কাকোল্যাদিঘৃতেন তু।
বিরিক্তং মধুরৈর্যোগৈর্নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ॥
শ্লেষ্মগুল্মার্দ্দিতং স্নিগ্ধং পিপ্পল্যাদিঘৃতেন তু।
তীক্ষ্ণৈর্বিরিক্তং তদ্রূপৈর্নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ॥
সন্নিপাতোত্থিতে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ।
পিত্তবদ্রক্তগুল্মিন্যা নার্য্যাঃ কার্য্যঃ ক্রিয়াবিধিঃ॥
বিশেষমপরঞ্চাস্যাঃ শৃণু রক্তবিভেদনম্।
পলাশভস্মতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ প্রযোজয়েৎ॥
দদ্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ পিপ্পল্যাদিঘৃতেন তু।
উষ্ণৈর্বা ভেদয়েদ্ভিন্নে বিধিরাসৃগ্দরো হিতঃ॥
আনূপৌদকমজ্জানো বসা তৈলং ঘৃতং দধি।
বিপক্বমেকতঃ শস্তং বাতগুল্মেঽনুবাসনম্॥
জাঙ্গলৈকশফানাস্তু বসা সর্পিশ্চ পৈত্তিকে।
তৈলং জাঙ্গলমজ্জানং এবং গুল্মে কফোত্থিতে॥
ধাত্রীফলানাং স্বরসে ষড়ঙ্গং বিপচেদ্‌ঘৃতম্।
শর্করাসৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং বাতগুল্মিনে॥
চিত্রকব্যোষসিন্ধূত্থ-পৃথ্বীকাচব্যদাড়িমৈঃ।
দীপ্যকগ্রন্থিকাজাজী-হবুষাধান্যকৈঃ সমৈঃ॥
দধ্যারণালবদর-মূলকস্বরসৈর্ঘৃতম্।
তৎ পিবেদ্ বাতগুল্মাগ্নি-দৌর্ব্বল্যাটোপশূলনুৎ॥

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই চারিপ্রকার গুল্ম স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হয়। স্ত্রীদিগের আর একপ্রকার গুল্ম হয়, তাহাকে রক্তগুল্ম কহে। ২। অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য, আটোপ, অন্ত্রকূজন, বিষ্ঠা মূত্র ও বায়ুর বিবন্ধ, তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজনাদির অসহতা অন্নে দ্বেষ এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি এই গুলি গুল্মের পূর্ব্বরূপ। হৃচ্ছূল, কুক্ষিশূল, মুখ ও কণ্ঠের শোষ, বায়ুনিরোধ, বিষমাগ্নিতা এবং বাতাত্মক অন্যান্য উপসর্গ বাতাত্মক গুল্মের লক্ষণ। স্বেদ, জ্বর, আহারবিদাহ, দাহ, তৃষ্ণা, অঙ্গরক্তিমা, কটুবক্ত্রতা এবং পিত্তের অন্যান্য উপসর্গ পিত্তজ গুল্মের লক্ষণ। স্তৈমিত্য, অন্নে অরুচি, অঙ্গসাদ, বমি, প্রসেক, মধুরাস্যতা এবং কফের অন্যান্য উপসর্গ কফজ গুল্মের লক্ষণ। ত্রিদোষ, জাত গুল্মে সর্ব্বদোষের লক্ষণ থাকে। উহা অসাধ্য। নবপ্রসূতা স্ত্রী অহিতভোজনা হইলে বা আমগর্ভপাতের পর অহিতভোজনা হইলে বা ঋতুকালে অহিতভোজনা হইলে, বায়ু তাহার রক্তকে গ্রহণ করিয়া রক্তগুল্ম উৎপাদন করে। উহা বেদনাযুক্ত ও দাহযুক্ত হয়। উহার লক্ষণ পৈত্তিক গুল্মের সমান। এই গুল্মের বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই রোগে গর্ভের সমস্ত লক্ষণ হয়, কেবল গর্ভের ন্যায় স্পন্দন হয় না আর বৃদ্ধিও হয় না। গর্ভকালের অতিগম হইলে [অর্থাৎ দশম মাস উত্তীর্ণ হইলে রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিবে। ৪। বাতগুল্মে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্নেহবিরেচনযুক্ত করিয়া যথাকালে নিরূহ ও অনুবাসনযোগে চিকিৎসা করিবে। পিত্তগুল্মে রোগীকে কাকোল্যাদি ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে আরগ্বধাদি মধুর গণযোগে বিরিক্ত করিবে। পরে নিরূহচিকিৎসা করিবে। শ্লেষ্মগুল্মে রোগীকে পিপ্পল্যাদি ঘৃত সেবন করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। পরে তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে। পরে তীক্ষ্ণ নিরূহ সকল প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক গুল্মে ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা হিতকর। রক্তগুল্মে পিত্তগুল্মের চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ রক্তভেদক ক্রিয়া করিতে হইবে। তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পলাশক্ষারের জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। পিপ্পল্যাদি ঘৃত সহকারে উত্তরবস্তি দিবে। অথবা পিপ্পল্যাদি উষ্ণ বর্গ প্রয়োগ করিয়া গুল্মরক্ত ভেদ করিবে। রক্তভেদের পর রক্তপ্রদরের চিকিৎসা করিবে। আনূপ ও জলজ জন্তুর মজ্জা, বসা, তৈল, ঘৃত ও দধি একত্র পাক করিয়া বাতগুল্মে অনুবাসন দিবে। পৈত্তিক গুল্মে বিষ্কির প্রভৃতি জাঙ্গল ও অশ্বতরাদি একশফ জন্তুর বসা ও সর্পিঃ অনুবাসন দিবে। কফোত্থিত গুল্মে তৈল ও জাঙ্গল জন্তুর মজ্জা অনুবাসন দিবে। আমলকীর স্বরস চতুর্গুণ ও ঘৃত ছয়পল পাক করিবে এবং তাহাতে শর্করা ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিবে। বাতগুল্মীর পক্ষে এই ঘৃত হিতকর। চিতা, ত্রিকটু, সৈন্ধব, পৃথ্বীকা (কৃষ্ণজীরা), চই, দাড়িম, দীপ্যক (যমানী), গ্রন্থিক (পিপুলমূল), অজাজী (বনযমানী), হবুষা ও ধনের কল্ক সমান সমান; দধি, কাঁজি এবং কুল ও মূলার স্বরস প্রত্যেকে ঘৃতের চতুর্গুণ এবং ঘৃত একত্র পাক করিয়া পান করিলে, বাতগুল্ম, অগ্নিদৌর্ব্বল্য, আটোপ ও শূল নষ্ট হয়। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল,

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাজাজী-বিড়দাড়িমদীপ্যকৈঃ।
পুষ্করব্যোষধান্যাম্ল-বেতসক্ষারচিত্রকৈঃ॥
শঠীবচাজগন্ধৈলা-সুরসৈশ্চ বিপাচিতম্।
শূলানাহহরং সর্পির্দধ্না চানিলগুল্মিনাম্॥
বিড়দাড়িমসিন্ধুত্থ-হুতভুগ্‌ব্যোষজীরকৈঃ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলক্ষার-রুগ্‌বৃক্ষাম্লাম্লবেতসৈঃ॥
বীজপূররসোপেতং সর্পির্দধি চতুর্গুণম্।
সাধিতং দাধিকং নাম গুল্মঘ্নং প্লীহশূলজিৎ॥
রসোনস্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূলরসান্বিতম্।
সুরারণালদধ্যম্ল-মূলকস্বরসৈঃ সহ॥
ব্যোষদাড়িমবৃক্ষাম্ল-যবানীচব্যসৈন্ধবৈঃ।
হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী-দীপ্যকৈশ্চ সমাংশিকৈঃ॥
সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যর্শঃ-শ্বাসোন্মাদক্ষয়জ্বরান্।
কাসাপস্মারমন্দাগ্নি-প্লীহশূলানিলান্ জয়েৎ॥ ৫
দধি সৌবীরকং সর্পিঃ ক্বাথৌ মুদ্গকুলত্থজৌ।
পঞ্চাঢ়কানি বিপচেদাবাপ্য দ্বিপলান্যথ॥
সৌবর্চ্চলং সর্জ্জিকাঞ্চ দেবদার্ব্বথ সৈন্ধবম্।
বাতগুল্মাপহং সর্পিরেতদ্দীপনমেব চ॥ ৬
তৃণমূলকষায়ে তু জীবনীয়ৈঃ পচেদ্ঘৃতম্।
ন্যগ্রোধাদিগণে বাপি গণে বাপ্যুৎপলাদিকে॥
রক্তপিত্তোত্থিতং হন্তি ঘৃতান্যেতান্যসংশয়ম্॥ ৭
আরগ্বধাদৌ বিপচেদ্দীপনীয়যুতং ঘৃতম্।
ক্ষারবর্গে পচেচ্চান্যৎ পচেন্মূত্রগণেঽপরম্॥
হন্তি গুল্মং কফোদ্ভূতং ঘৃতান্যেতান্যসংশয়ম্॥ ৮
যথাদোষোচ্ছ্রয়ঞ্চাপি চিকিৎসেৎ সান্নিপাতিকম্॥ ৯
চূর্ণং হিঙ্গ্বাদিকং বাপি ঘৃতং বা প্লীহনাশনম্।
পিবেদ্‌গুল্মাপহং কালে সর্পিস্ত্র্যূষকমেব বা॥ ১০
তিলেক্ষুরকপালাশ-সার্ষপং যবনালজম্।
ভস্ম মূলকজঞ্চাপি গোঽজাবিখরহস্তিনাম্॥
মূত্রেণ মহিষীণাঞ্চ পালিকৈশ্চাবচূর্ণিতৈঃ।
কুষ্ঠসৈন্ধবযষ্ট্যাহ্ব নাগরক্রিমিঘাতিভিঃ॥
সাজমোদৈশ্চ দশভিঃ সামুদ্রাচ্চ পলৈর্যুতম্।
অয়ঃপাত্রেঽগ্নিনাল্পেন পক্ত্বা লেহমথোদ্ধরেৎ॥
তস্য মাত্রাং পিবেদ্দধ্না সুরয়া সর্পিষাপি বা।
ধান্যাম্লেনোষ্ণতোয়েন কৌলত্থেন রসেন বা॥
গুল্মং বাতবিকারাংশ্চ ক্ষারোঽয়ং হন্ত্যসংশয়ম্॥ ১১
স্বর্জ্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকজোঽপি বা।
তৈলেন শময়েৎ পীতো গুল্মং পবনসম্ভবম্।
পীতং সুখাম্বুনা বাপি স্বর্জ্জিকাকুষ্ঠসৈন্ধবম্॥ ১২
বৃশ্চীরমুরুবৃকঞ্চ বর্ষাভূবৃহতীদ্বয়ম্।
চিত্রকঞ্চ জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতম্।
মাগধীচিত্রকক্ষৌদ্রলিপ্তে কুম্ভে নিধাপয়েৎ॥

অজাজী, বিট্‌লবণ, দাড়িম, দীপ্যক, পুষ্কর, ত্রিকটু, ধনে, অম্লবেতস, যবক্ষার, চিতা, শটী, বচ, অজগন্ধা, এলা ও সুরস তুলসীর কল্ক ও দধির সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গুল্ম, শূল ও আনাহ নষ্ট হয়। বিট্‌লবণ, দাড়িম, সৈন্ধব, চিতা, ত্রিকটু, জীরক, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, কুড়, বৃক্ষাম্ল (তিন্তিড়ী) ও অম্লবেতসের কল্ক; বীজপূরের রস ঘৃতের চতুর্গুণ; দধি ঘৃতের চতুর্গুণ ও ঘৃত পাক করিলে তাহাকে দাধিক ঘৃত কহিয়া থাকে। ইহা গুল্ম, প্লীহা ও শূল নষ্ট করে। রসোনের স্বরস, পঞ্চমূলের কাথ, সুরা, কাঁজী, দধ্যম্ল (দধিমস্তু), মূলকের স্বরস, ত্রিকটু দাড়িম তিন্তিড়ী যমানী চই সৈন্ধব হিঙ্গু অম্লবেতস অজাজী ও দীপ্যকের কল্ক সমান সমান এবং ঘৃত একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বায়ু নষ্ট হয়। ৫। দধি, সৌবীরক, সর্পিঃ, মুদ্গের কাথ, কুলত্থের কাথ প্রত্যেকে এক আঢ়ক; সৌবর্চ্চল, স্বর্জ্জীক্ষার, দেবদারু ও সৈন্ধব সর্ব্বশুদ্ধ প্রত্যেকে দুই পল একত্র পাক করিয়া পান করিলে বাতগুল্ম নষ্ট হয়। এই ঘৃত দীপন। ৬। তৃণ পঞ্চমূলের কষায় ও জীবনীয় গণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদি গণ বা উৎপলাদি গণের সহিত ঘৃত পাক করিবে। নিশ্চয়ই ইহা রক্তপিত্তজ গুল্ম নষ্ট করে। ৭। আরগ্বধাদির কাথ ও পিপ্পল্যাদির কল্কের সহিত ঘৃতপাক করিবে। সেইরূপ মুষ্ককাদি ক্ষারবর্গের কাথ ও পিপ্পল্যাদি কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিবে। সেইরূপ মূত্রগণের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই সকল ঘৃত কফগুল্মনাশক। ৮। সান্নিপাতিক গুল্ম, প্রবল দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, চিকিৎসা করিবে। ৯। হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ বা প্লীহনাশক (রোহিতকাদি প্রভৃতি) ঘৃত সকল গুল্মনাশক [টীকাকার মতে গুল্মরোগ উৎপন্ন হইবামাত্র প্লীহনাশক ষট্‌পল ঘৃত হিতকর] আর বাতব্যাধি পরিচ্ছেদোক্ত ত্র্যূষকযুক্ত অবস্থাভেদে হিতকর। ১০। তিলনাল, কোকিলাক্ষ, পলাশ, সর্ষপ, যবনাল ও মূলোর ক্ষার গো, অজ, মেষ, গর্দ্দভ, হস্তী ও মহিষীর চতুর্গুণ মূত্রে স্রাবিত করিয়া ক্ষারমূত্র প্রস্তুত করিবে। পরে উহাতে কুড়, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও অজমোদারচূর্ণ একপল ও সমুদ্রলবণ দশপল মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে লেহবৎ পাক করিবে। এই ক্ষারলেহ মাত্রানুসারে দধি, সুরা, সর্পিঃ, ধান্যাম্ল, উষ্ণজল বা কুলত্থযূষের সহিত পান করিলে গুল্ম ও বায়ুরোগসমূহ নষ্ট হয়। ১১। স্বর্জ্জীক্ষার, কুড়চূর্ণ ও কেতকীর ক্ষার তৈলের সহিত পান করিলে বাতগুল্ম নষ্ট হয়। স্বর্জ্জীক্ষার কুড় ও সৈন্ধব উষ্ণ জলের সহিত পান করিলেও বাতগুল্ম নষ্ট হয়। ১২। বৃশ্চীর (শ্বেত পুনর্নবা), শুক্ল এরণ্ড, রক্ত পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টিকারী ও চিতা সর্ব্বশুদ্ধ একশতপল দ্রোণপরিমাণ জলে পাক করিয়া পাদাবশেষে গ্রহণ করিবে এবং একটী কুম্ভ পিপুল, চিতা ও মধু দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে ঐ কাথ রাখিয়া

মধুনঃ প্রস্থমাবাপ্য পথ্যাচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্।
তুষোষিতং দশাহন্তু জীর্ণভক্তঃ পিবেন্নরঃ॥
অরিষ্টোঽয়ং জয়েদ্‌গুল্মমবিপাকমরোচকম্॥ ১৩
পাঠানিকুম্ভরজনী-ত্রিকটুত্রিফলাগ্নিকম্।
লবণং বৃক্ষবীজঞ্চ তুল্যং স্যাদনবং গুড়ম্॥
পথ্যাভিঃ সহিতং চূর্ণং গবাং মূত্রযুতং পচেৎ।
গুটিকাস্তদ্ঘনীভূতং কৃত্বা খাদেদভুক্তবান্
গুল্মপ্লীহাগ্নিসাদাংস্তা নাশয়েয়ুরশেষতঃ।
হৃদ্রোগং গ্রহণীদোষং পাণ্ডুরোগঞ্চ দারুণম্॥ ১৪
সশূলে সোন্নতেঽস্পন্দে দাহপাকরুগন্বিতে।
গুল্মে রক্তং জলৌকোভিঃ শিরামোক্ষেণ বাহরেৎ॥ ১৫
সুখোষ্ণা জাঙ্গলরসাঃ সুস্নিগ্ধা ব্যক্তসৈন্ধবাঃ।
কটুত্রিকসমাযুক্তা হিতাঃ পানে চ গুল্মিনাম্॥
পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধাঃ কৌলত্থাঃ সংস্কৃতা রসাঃ।
খলাঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ॥
বদ্ধবর্চ্চোঽনিলানাঞ্চ সার্দ্রকং ক্ষীরমিষ্যতে।
কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
গুল্মিনঃ সর্ব্ব এবোক্তা দুর্ব্বিরেচ্যতমা ভৃশম্।
অতশ্চৈতাংস্তু সুস্নিগ্ধান্ স্রংসনেনোপপাদয়েৎ॥
বিলেপনাভ্যঞ্জনানি তথা সংদহনানি চ।
উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ শাল্বণাদয়ঃ॥
উদরোক্তানি সর্পীংষি চূর্ণবর্ত্তিক্রিয়াস্তথা।
লবণানি চ যোজ্যানি বাত্যুক্তান্যুদরাময়ে॥
বাতবর্চ্চোনিরোধে তু সামুদ্রার্দ্রকসর্ষপৈঃ।
কৃত্বা পায়ৌ বিধাতব্যা বর্ত্তয়ো মরিচোত্তরাঃ॥
দন্তীচিত্রকমূলেষু তথা বাতহরেষু চ।
কুর্য্যাদরিষ্টান্ সর্ব্বাংশ্চ সূত্রস্থানে যথেরিতান্।
খাদেদ্বাপ্যঙ্কুরান্ ভৃষ্টান্ পূতীকনৃপবৃক্ষজান্॥
ঊর্দ্ধবাতমনুষ্যঞ্চ গুল্মিনং ন নিরূহয়েৎ॥
পিবেৎ ত্রিবৃন্নগরং বা সগুড়াং বা হরীতকীম্।
গুগ্‌গুলুং ত্রিবৃতাং দন্তীং দ্রবন্তীং সৈন্ধবং বচাম্॥
মূত্রমদ্যপয়োদ্রাক্ষা-রসৈর্বীক্ষ্য বলাবলম্।
এবং পীলুনি পিষ্টানি পিবেৎ সলবণানি তু॥
পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তা হন্তি সুরা গুল্মং শীঘ্রং কালে প্রযোজিতা॥
বদ্ধবিণ্মারুতো গুল্মী ভুঞ্জীত পয়সা যবান্।
কুল্মাষান্ বা বহুস্নেহান্ ভক্ষয়েল্লবণোত্তরান্॥ ১৬
অথাস্যোপদ্রবঃ শূলঃ কথঞ্চিদুপজায়তে।
শূলং নিখানিতমিবাসুখং যেন তু বেত্ত্যসৌ॥

দিবে। আর তাহাতে মধু একপ্রস্থ ও হরীতকীচূর্ণ অর্দ্ধপ্রস্থ নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ ভাণ্ড দশদিন তুষের মধ্যে স্থাপিত করিবে। ভক্ত জীর্ণ হইবার পর এই ঔষধ পান করিতে হয়। এই অরিষ্ট গুল্ম, অবিপাক ও অরুচি নষ্ট করিয়া থাকে। ১৩। আকনাদি, নিকুম্ভ (দন্তী), হরিদ্রা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, সৈন্ধব ও ইন্দ্রযব সমান সমান ভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিবে। অথবা সেই চূর্ণই হরীতকীচূর্ণের সহিত গোমূত্রে পাক করিবে। অনন্তর ইহা ঘন হইলে গুটিকা করিয়া অভুক্ত অবস্থায় খাইবে। ইহাতে গুল্ম, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য নিঃশেষে নষ্ট হয় এবং হৃদ্রোগ, গ্রহণীদোষ ও দারুণ পাণ্ডুরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। ১৪। শূলযুক্ত, উন্নত, অস্পন্দ (অচল), দাহপাকান্বিত ও বেদনাযুক্ত গুল্মে জলৌকা বা শিরামোক্ষণ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। ১৫। সুখোষ্ণ, সুস্নিগ্ধ ও অধিক পরিমাণে সৈন্ধবযুক্ত এবং ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত জাঙ্গলমাংসরস পান করিলে গুল্মরোগে হিতকর হইয়া থাকে। বাতহর ভদ্রদার্ব্বাদি গণের সহিত সিদ্ধ পেয়া পান করিবে। ঐ সকল দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত কুলত্থরস পান করিবে এবং পঞ্চমূলসিদ্ধ খড়যূষ সকল সেবন করিবে। বিষ্ঠা ও বায়ুর বিবদ্ধ থাকিলে আদার রসের সহিত তপ্ত দুগ্ধ পান করিবে গুল্মে কুম্ভীস্বেদ, পিণ্ডস্বেদ ও ইষ্টকস্বেদ প্রয়োগ করিবে। গুল্মরোগী মাত্রেই অতিশয় দুর্ব্বিরেচ্য হয়; এইজন্য ইহাদিগকে সুস্নিগ্ধ করিয়া স্রংসন দিবে। বিলেপন, অভ্যঞ্জন, দাহনক্রিয়া এবং সুখোষ্ণ শাল্বণাদি উপনাহ প্রয়োগ করিবে। উদরোক্ত ঘৃত, চূর্ণ ও বর্ত্তিক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। আর উদরাময়োক্ত (কোন কোন মতে বাতব্যাধ্যুক্ত) স্নেহলবণাদি লবণ সকল প্রয়োগ করিবে। বায়ু ও বিষ্ঠার নিরোধ হইলে সামুদ্র লবণ (কোন কোন মতে সমুদ্রফেন) আর্দ্রক ও সর্ষপ অধিক পরিমাণে মরিচযুক্ত করিয়া পায়ুতে বর্ত্তি বিধান করিবে। সূত্রস্থানে অরিষ্টের যে প্রকরণ লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে দন্তী ও চিতার মূলে অথবা বাতহর বর্গে অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। পূতিকরঞ্জ ও সোঁদালের অঙ্কুর সকল (নবপল্লব সকল) স্নেহে ভাজিয়া খাইবে। গুল্মরোগে নিরূহ হিতকর হইলেও ঊর্দ্ধবায়ু গুল্মরোগীকে নিরূহ দিবে না। গুল্মরোগে তেউড়ী ও শুঁঠচূর্ণ জলের সহিত বা বক্ষ্যমাণ মূত্রাদির সহিত পান করিবে অথবা গুড়ের সহিত হরীতকী পান করিবে। অথবা বলাবল বিবেচনা করিয়া গুগ্‌গুলু, তেউড়ী, দন্তী, দ্রবন্তী, সৈন্ধব ও বচ মূত্র, মদ্য, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারসের সহিত পান করিবে। এইরূপ পীলুফল সৈন্ধবের সহিত পেষণ করিয়া মূত্রাদির সহিত পান করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও সৈন্ধব সুরার সহিত যথাকালে (অর্থাৎ আধ্মানাদি অবস্থায়) প্রয়োগ করিলে শীঘ্র গুল্ম নষ্ট হয়। গুল্মরোগীর বিষ্ঠা ও মারুত বদ্ধ হইলে দুগ্ধের সহিত যবকৃত অন্ন সকল সেবন করিবে। অথবা দুগ্ধসিদ্ধ যব সেবন করিবে। অথবা কুল্মাষ [যবপিষ্ট] সকল বহুস্নেহ ও বহুসৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। ১৬। পশ্চাৎ কালে কোন কারণে গুল্মে শূলের উপদ্রব হয়। ঐ শূল নিখানিত কীলকের

তত্র বিণ্মূত্রসংরোধঃ কৃচ্ছ্রোচ্ছ্বাসঃ স্থিরাঙ্গতা।
তৃষ্ণা দাহো ভ্রমোঽন্নস্য বিদগ্ধপরিবৃদ্ধতা॥
রোমহর্ষোঽরুচিশ্ছর্দির্গুরুবৃদ্ধির্জড়াঙ্গতা।
বায্বাদিভির্যথাসঙ্খ্যং ত্রিভির্বা বীক্ষ্য যোজয়েৎ॥
পথ্যা ত্রিলবণং ক্ষারং হিঙ্গু তুম্বুরু পৌষ্করম্।
যবান্যথ হরিদ্রা চ বিড়ঙ্গাম্লবেতসম্॥
বিদারী ত্রিফলাঽভীরু শৃঙ্গাটী গুড়শর্করা।
কাশ্মরীফলযষ্ট্যাহ্ব-পরূষক্ষুদ্রিমাণি চ॥
ষড়ুগ্রন্থাতিবিষাঽরিষ্ট-পথ্যামরিচবৃক্ষকান্॥
কৃষ্ণামূলকচব্যঞ্চ নাগরক্ষারচিত্রকান্॥
উষ্ণাম্বুকাঞ্জীকক্ষীরতোয়ৈঃ শ্লোকত্রয়মাপনাৎ।
যথাক্রমং বিমিশ্রাংশ্চ দ্বন্দ্বে সর্ব্বাংশ্চ সর্ব্বজে॥
তথৈব সেকাবগাহ-প্রদেহাভ্যঙ্গভোজনম্।
শিশিরোদকপূর্ণানাং ভাজনানাঞ্চ ধারণম্।
বমনোন্মর্দ্দনস্বেদ-লঙ্ঘনক্ষপণক্রিয়াঃ।
স্নেহাদিশ্চ ক্রমঃ সর্ব্বো বিশেষেণোপদিশ্যতে॥ ১৭
বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্।
ন খাদেদালুকং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ॥ ১৮

ন্যায় ক্লেশকর হয়। এরূপ স্থলে বায়ুর আধিক্য থাকিলে বিষ্ঠা ও মূত্রের রোধ, কষ্ট, উচ্ছ্বাস ও কঠিনাঙ্গতা হয়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম এবং অন্নের বিদাহ ও তজ্জন্য শূলের বৃদ্ধি হয়। কফের আধিক্য থাকিলে রোমহর্ষ, অরুচি, বমি; দ্বিদোষের আধিক্যে দ্বিদোষের এবং ত্রিদোষের আধিক্যে ত্রিদোষের লক্ষণ হয়। ঐ সকল দোষ বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ সকল দিবে। বায়ুর আধিক্য থাকিলে হরীতকী, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্‌লবণ, যবক্ষার, হিঙ্গু, তুম্বুরু, পুষ্করমূল, যমানী, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও অম্লবেতস এই সকল ঔষধ উষ্ণ জল বা আমানীর সহিত খাইবে। পিত্তের আধিক্য থাকিলে বিদারী (ভুমিকুষ্মাণ্ড), ত্রিফলা, শতাবরী, শৃঙ্গাটী (পানিফল), গুড়শর্করা (গাঙ্গেরীফল), গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ফলসাফল ও হিম (চন্দন) উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রযোজ্য। কফের আধিক্য থাকিলে বচ, আতইচ, দেবদারু, হরীতকী, মরিচ, কুড়চীর ফল, কৃষ্ণা (পিপুল), মূলক (পিপুলমূল), চই, শুঁঠ, যবক্ষার ও চিতা উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। দ্বিদোষের আধিক্যে মিশ্রিত যোগ ও সন্নিপাতে সর্ব্বযোগ পান করিবে। এইরূপ বাতাধিক্যে সেক, অবগাহ, প্রদেহ ও অভ্যঙ্গ; পিত্তাধিক্যে গুল্মোপরি শীতলজলপূর্ণ পাত্রাদির ধারণ এবং কফাধিক্যে বমন, উন্মর্দ্দন, স্বেদ, লঙ্ঘন ও ক্ষপণক্রিয়া প্রশস্ত। আর স্নেহাদি ক্রম সর্ব্ব গুল্মেই প্রশস্ত। ১৭। গুল্মরোগী শুষ্ক মাংস, মূলক (কচি মূলো খাওয়ার বিধি আছে), মৎস্য, শুষ্ক শাক, বৈদল (মুগাদি ডাল। কোন কোন মতে মটরের ডাল বিধি আছে), আলু ও মধুর ফল সকল খাইবে না। ১৮

বিনা গুল্মেন যচ্ছূলং গুল্মস্থানেষু জায়তে॥
নিদানং তস্য বক্ষ্যামি রূপঞ্চ সচিকিৎসিতম্॥ ১৯
বাতমূত্রপুরীষাণাং নিগ্রহাদতিভোজনাৎ।
অজীর্ণাধ্যশনায়াস-বিরুদ্ধান্নোপসেবনাৎ॥
পানীয়পানাৎ ক্ষুৎকালে বিরূঢ়ানাঞ্চ সেবনাৎ।
পিষ্টান্নশুষ্কমাংসানামুপযোগাৎ তথৈব চ
এবংবিধানাং দ্রব্যাণামন্যেষাঞ্চোপসেবনাৎ।
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কোষ্ঠে শূলং সঞ্জনয়েদ্ ভৃশম্॥
নিরুচ্ছ্বাসো ভবেৎ তেন বেদনাপীড়িতো নরঃ॥
শঙ্কুস্ফোটনবৎ তস্য যস্মাৎ তীব্রাশ্চ বেদনাঃ।
শূলাসক্তস্য লক্ষ্যন্তে তস্মাচ্ছূলমিহোচ্যতে॥ ২০
নিরাহারস্য যস্যৈব তীব্রং শূলমুদীর্য্যতে।
প্রস্তব্ধগাত্রো ভবতি কৃচ্ছ্রেণোচ্ছ্বসিতীব চ॥
বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ কুরুতে নরঃ।
এতৈর্লিঙ্গৈর্বিজানীয়াচ্ছূলং বাতসমুদ্ভবম্॥
তৃষ্ণা দাহো মদো মূর্চ্ছা তীব্রং শূলং তথৈব চ।
শীতাভিকামো ভবতি শীতেনৈব প্রশাম্যতি॥
এতৈর্লিঙ্গৈর্বিজানীয়াচ্ছূলং পিত্তসমুদ্ভবম্॥
শূলেনোৎপীড্যমানস্য হৃল্লাস উপজায়তে।
অতীব পূর্ণকোষ্ঠত্বং তথৈব গুরুগাত্রতা॥
এতৎ শ্লেষ্মসমুত্থস্য শূলস্যোক্তং নিদর্শনম্॥
সর্ব্বাণি দৃষ্ট্বা রূপাণি নির্দ্দিশেৎ সান্নিপাতিকম্।
সন্নিপাতসমুত্থানমসাধ্যং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২১

শূলরোগচিকিৎসা।

গুল্মের যে কয়েকটী স্থান বলা হইল, সে সকল স্থানে গুল্ম ব্যতিরেকেও শূল হইতে পারে। ঐ সকল শূলের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিতেছি। ১৯। বাত মূত্র পুরীষের বেগধারণ, অতিভোজন, অজীর্ণভোজন, অধ্যশন, আয়াস (ক্লেশকর কর্ম্ম), বিরুদ্ধান্নসেবন, ক্ষুধাকালে অন্ন ভোজন না করিয়া জলপান, বিরূঢ় (অঙ্কুরিত। টীকাকার এস্থলে অর্থ করেন 'বিগতরোহ') অন্নের সেবন, পিষ্টান্ন ও শুষ্ক মাংসের উপযোগ এবং সেইরূপ অন্যান্য দ্রব্যের উপসেবনহেতু বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠে কষ্টকর শূল উৎপাদন করে। তাহাতে মানুষ বেদনাপীড়িত হওয়াতে উচ্ছ্বাস বদ্ধপ্রায় হয়। যেহেতু এই রোগে শঙ্কুস্ফোটনের ন্যায় তীব্র বেদনা সকল উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহার নাম শূল হইয়াছে। ২০। বাতিক শূলে অনাহারে শূল তীব্র হয়। রোগী স্তব্ধগাত্র হয়, কষ্টে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে এবং বাত মূত্র ও পুরীষ কষ্টে ত্যাগ করে। পৈত্তিক শূলে তৃষ্ণা, দাহ, মদ, মূর্চ্ছা ও তীব্র শূল হয়। শৈত্যের আকাঙ্ক্ষা হয় এবং শূল শীতপ্রয়োগে শান্ত হয়। শ্লৈষ্মিক-শূলে হৃল্লাস হয়। কোষ্ঠের অতিশয় পূর্ণতা ও গাত্রের গুরুতা হয়। সান্নিপাতিক শূলে সর্ব্বলক্ষণ হয়। সান্নিপাতিক শূল অসাধ্য। ২১। শূলসমূহের লক্ষণ বলা হইল।

স হৃচ্ছূল ইতি খ্যাতো রসমারুতসম্ভবঃ।
তত্রাপি কর্ম্মাভিহিতং যদুক্তং হৃদ্বিকারিণাম্ ॥ ২৯
সংরোধাৎ কুপিতো বায়ুর্বস্তিমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বস্তিবঙ্ক্ষণনাভীষু ততঃ শূলোঽস্য জায়তে।
বিণ্মূত্রবাতসংরোধী বস্তিশূলঃ স মারুতাৎ ॥ ৩০
নাভ্যাং বঙ্ক্ষণপার্শ্বেষু কুক্ষৌ মেঢ্রান্ত্রমর্দ্দকঃ।
মূত্রমাবৃত্য গৃহ্ণাতি মূত্রশূলঃ স মারুতাৎ ॥ ৩১
বায়ুঃ প্রকুপিতো যস্য রুক্ষাহারস্য দেহিনঃ।
মলং রুণদ্ধি কৌষ্ঠস্থং মন্দীকৃত্য তু পাবকম্ ॥
শূলং সঞ্জনয়ংস্তীব্রং স্রোতাংস্যাবৃত্য তস্য হি।
দক্ষিণং যদি বা বামং কুক্ষিমাদায় জায়তে ॥
সর্ব্বত্র বর্দ্ধতে ক্ষিপ্রং শূলং তত্র সঘোষবৎ।
পিপাসা বর্দ্ধতে তীব্রা ভ্রমো মূর্চ্ছা চ জায়তে ॥
উচ্চারিতো মূত্রিতশ্চ ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥
বিট্শূলমেতজ্জানীয়াদ্ভিষক্ পরমদারুণম্ ॥ ৩২
ক্ষিপ্রং দোষহরং কার্য্যং ভিষজা সাধু জানতা।
স্বেদনং বমনঞ্চৈব নিরূহাঃ স্নেহবস্তয়ঃ ॥
পূর্ব্বোদ্দিষ্টান্ পায়য়েত যোগান্ কোষ্ঠবিশোধনান্।
উদাবর্ত্তহরাশ্চাস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সুখাবহাঃ ॥ ৩৩
অতিমাত্রং যদা ভুক্তং পাবকে মৃদুতাং গতে।
স্থিরীভূতন্তু তৎ কোষ্ঠে বায়ুরাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
অবিপাকগতং হ্যন্নং শূলং তীব্রং করোত্যতি।
মূর্চ্ছাধ্মানং বিদাহঞ্চ হৃদুৎক্লেশং বিলম্বিকাম্ ॥
বিরিচ্যতে চ্ছর্দ্দয়তি কম্পতেঽথ বিমুহ্যতি।
ক্ষারাশ্চূর্ণানি গুটিকাঃ শস্যন্তে শূলনাশনাঃ ॥ ৩৪
গুল্মাবস্থাঃ ক্রিয়াঃ কার্য্যা যথাবৎ সর্ব্বশূলিনাম্ ॥ ৩৫

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে গুল্মপ্রতিষেধো নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো হৃদ্রোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
বেগাঘাতোষ্ণরুক্ষান্নৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈরসাত্ম্যৈশ্চাপি ভোজনৈঃ ॥
দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ।
কুর্ব্বন্তি হৃদয়ে বাধাং হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে ॥ ২
চতুর্ব্বিধঃ স দোষৈশ্চ পঞ্চমঃ ক্রিমিভিস্তথা।
পৃথগ্‌লিঙ্গং প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসিতমনন্তরম্ ॥ ৩
আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ং তুদ্যতে তথা।
নির্ম্মথ্যতে দীর্য্যতে চ স্ফোট্যতে পাট্যতেঽপি চ ॥ ৪
তৃষ্ণোষ্মদাহচোষাঃ স্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়ক্লমঃ।
ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ ॥ ৫
গৌরবং কফসংস্রাবোঽরুচিস্তম্ভোঽগ্নিমার্দ্দবম্।

ইহা রস ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে যেরূপ চিকিৎসা আবশ্যক, তাহা হৃদ্রোগে বলা হইয়াছে। ২৯। বস্তিস্থ (মূত্রাশয়স্থ) বায়ু মূত্রপুরীষের সংরোধ হেতু কুপিত হয় ও বস্তিকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে। তাহাতে বস্তি, বঙ্ক্ষণ ও নাভিতে শূল উৎপন্ন হয়। ইহার নাম বস্তি-শূল। ৩০। বাতাধিক্য হেতু মূত্রশূল হয়। ইহা বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ুর সংরোধ করে এবং নাভি, বঙ্ক্ষণ, পার্শ্ব, কুক্ষি ও মেঢ্রের অভ্যন্তর মর্দ্দন করিতে থাকে। ৩১। রুক্ষাহার বশতঃ বায়ু কুপিত হয়। তাহাতে মল রুদ্ধ ও কোষ্ঠস্থ বায়ু মন্দীভূত হয়। তীব্র শূল হইতে থাকে। স্রোতঃসমূহ আবৃত হয়। শূল দক্ষিণ বা বাম কুক্ষিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সেই শূল পক্বাশয়ের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে এবং শব্দ হইতে থাকে। পিপাসা তীব্র হয় এবং ভ্রম ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। বিষ্ঠাত্যাগ বা মূত্রত্যাগেও শান্তি হয় না। এই পরম দারুণ রোগের নাম বিট্শূল (বিষ্ঠাশূল)। ৩২। বস্তিশূল প্রভৃতি স্থলে দোষহর চিকিৎসা শীঘ্র করিতে হয়। স্বেদন, বমন, নিরূহ ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। আর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোষ্ঠশোধন যোগ সকল প্রয়োগ করিতে হয়। আর রোগীকে উদাবর্ত্তনাশক সুখাবহ চিকিৎসা সকল প্রয়োগ করিতে হয়। ৩৩। অগ্নিমান্দ্যে অতিমাত্র ভোজন করিলে আহার কোষ্ঠে বায়ুকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া স্থিরীভূত হয়। সেই অপক্ব অন্ন তীব্র শূল উৎপাদন করে। মূর্চ্ছা, আধ্মান, বিদাহ, হৃদয়ের উৎক্লেশ ও বিলম্বিকা উৎপন্ন হয় এবং রোগীর ভেদ, বমি, কম্পন ও মোহ হয়। এরূপ স্থলে শূলনাশক ক্ষারচূর্ণও প্রশস্ত। ৩৪। সর্ব্বপ্রকার শূলরোগেই যথাবিধি গুল্মনাশক চিকিৎসা করিবে। ৩৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

হৃদ্রোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা হৃদ্রোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বেগধারণ, আঘাত, উষ্ণ ও রুক্ষান্নের অতিমাত্র সেবন, বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, অজীর্ণ, অসাত্ম্য ভোজন এই সকল কারণে দোষ সকল বিগুণ হইয়া রস ধাতুকে দূষিত করে এবং হৃদয়ে গমন করিয়া হৃদয়ে পীড়া উৎপাদন করে। ইহাকেই হৃদ্রোগ কহে। ২। দোষভেদে হৃদ্রোগ চারিপ্রকার এবং কৃমিকর্ত্তৃক পঞ্চম প্রকার হয়। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি। পরে চিকিৎসা বলিতেছি। ৩। বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয় টাটিয়া ধরে, সূচীভেদের ন্যায় বেদনা হয় এবং মথনবৎ, দারণবৎ, স্ফোটনবৎ ও পাটনবৎ বেদনা হইতে থাকে। ৪। পৈত্তিক হৃদ্রোগে তৃষ্ণা, ঊষ্ম, দাহ, চোষ, হৃদয়ে ক্লান্তি, ধূমায়ন, মূর্চ্ছা, স্বেদ ও মুখশোষ হয়। ৫। কফজ হৃদ্রোগে গৌরব, কফস্রাব, অরুচি,

মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি।
উৎক্লেশঃ ষ্ঠীবনং তোদঃ শূলো হৃল্লাসকস্তমঃ ॥ ৬
অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোষশ্চ কৃমিজে ভবেৎ।
ভ্রমক্লমৌ সাদশোষৌ জ্ঞেয়াস্তেষামুপদ্রবাঃ ॥
কৃমিজে কৃমিজাতীনাং শ্লৈষ্মিকাণাঞ্চ যে মতাঃ ॥ ৭
বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতুরম্।
দ্বিপঞ্চমূলীকাথেন সস্নেহলবণেন তু ॥ ৮
পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবভস্মানি সৈন্ধবম্।
সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠীমজমোদাঞ্চ চূর্ণিতম্ ॥
ফলধান্যাম্লকৌলত্থ-দধিমদ্যাসবাদিভিঃ।
পায়য়েত বিশুদ্ধঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা ॥
ভোজয়েজ্জীর্ণশাল্যন্নং জাঙ্গলৈঃ সঘৃতৈ রসৈঃ।
বাতঘ্নসিদ্ধং তৈলঞ্চ দদ্যাদ্বস্তিং প্রমাণতঃ ॥ ৯
শ্রীপর্ণীমধুকক্ষৌদ্র-সিতোৎপলজলৈর্বমেৎ।
পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্ ॥
ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্।
তৃপ্তস্য চ রসৈর্মুখ্যৈর্জাঙ্গলৈঃ সঘৃতৈর্ভিষক্।
সক্ষৌদ্রং বিতরেদ্বস্তিং তৈলং মধুকসাধিতম্ ॥ ১০
বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফাত্মকে।
চূর্ণন্তু পায়য়েতোক্তং বাতজে ভোজয়েদ্ঘৃতম্ ॥

স্তম্ভ, অগ্নিমার্দ্দব ও মুখের মাধুর্য্য হয় এবং উৎক্লেশ, ষ্ঠীবন, তোদ, শূল, হৃল্লাস ও তমঃ হইয়া থাকে [ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে ত্রিদোষের লক্ষণ হয়]। ৬। কৃমিজ হৃদ্রোগে অরুচি, শ্যাবনেত্রতা ও মুখশোষ হয় এবং ভ্রম, ক্লম, অবসাদ ও শোষ এই সকল উপদ্রব হয়। আর শ্লেষ্মজ কৃমিদিগের যে সকল উপদ্রব বলা গিয়াছে, কৃমিজ হৃদ্রোগে তাহাও ঘটিয়া থাকে। ৭। বাতজ হৃদ্রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, স্নেহলবণযুক্ত দশমূলের কাথ দ্বারা বমন করাইবে। ৮। বাতজ হৃদ্রোগে রোগীকে বিশুদ্ধ করিয়া পিপুল, এলা, বচ, হিঙ্গু, যবভস্ম (যবক্ষার), সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, শুঁঠ ও অজমোদার চূর্ণ মাতুলুঙ্গফলের রস, ধান্যাম্ল, কুলত্থরস, দধি, মদ্য ও আসবাদির সহিত পান করাইবে। অথবা চতুঃস্নেহের মধ্যে যে কোন স্নেহের সহিত পান করাইবে। জীর্ণ শাল্যন্ন ঘৃতযুক্ত জাঙ্গলরসের সহিত পান করাইবে। মাত্রানুসারে বাতঘ্নসিদ্ধ তৈলের বস্তি দিবে। ৯। পিত্তজ হৃদ্রোগে শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), যষ্টিমধু ও উৎপল (কুড়) এই সকলের কাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিয়া বমন করিবে। আর কাকোল্যাদি মধুর গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। আর পূর্ব্বোক্ত পিত্তজ্বরনাশক কষায় সকল পান করাইবে। আর উৎকৃষ্ট জাঙ্গলরস সকল ঘৃতের সহিত যথেষ্ট পান করাইয়া, যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ ও মধুযুক্ত তৈল বস্তি দিবে। ১০। কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিম্বের কষায় দ্বারা বমন করাইয়া, বাতজ হৃদ্রোগোক্ত চূর্ণ পান করাইবে। আর তক্রের সহিত

ফলাদিমথমুস্তাদিং ত্রিফলাং বা পিবেন্নরঃ ॥
শ্যামাত্রিবৃৎকল্কযুক্তং ঘৃতং বাপি বিরেচনম্।
বলাতৈলৈর্বিদধ্যাচ্চ বস্তিং বস্তিবিশারদঃ ॥ ১১
কৃমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্।
দধ্না বা পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাদ্বিরেচয়েৎ ॥
সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈঃ সাজাজিশর্করৈঃ।
বিড়ঙ্গগাঢ়ং ধান্যাম্লং পায়য়েত্তাপ্যনন্তরম্ ॥
হৃদয়স্থাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ কৃময়ো নৃণাম্।
যবান্নং বিতরেচ্চাস্য সবিড়ঙ্গমতঃ পরম্ ॥ ১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে হৃদ্রোগপ্রতিষেধো নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পাণ্ডুরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

ব্যবায়মম্লং লবণানি মদ্যং
মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্।
নিষেবমাণস্য বিদূষ্য রক্তং
কুর্ব্বন্তি দোষাস্ত্বচি পাণ্ডুভাবম্ ॥
পাণ্ড্বাময়োঽষ্টার্দ্ধবিধঃ প্রদিষ্টঃ
পৃথক্ সমস্তৈর্যুগপচ্চ দোষৈঃ।

ঘৃত ভোজন করাইবে। মদনফলাদি, মুস্তাদি বা ত্রিফলা পান করাইবে। ঘৃতের সহিত শ্যামা ত্রিবৃতের কল্ক পান করাইয়া বমন করাইবে। বলাতৈলের বস্তি দিবে। ১১। কৃমিহৃদ্রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, মাংসান্ন ভোজন করাইবে। অথবা মাংসান্ন দধির সহিত ভোজন করাইবে। তাহাতে কৃমি সকল উৎক্লেশিত হইবে। তিন দিন এইরূপ আহার করাইয়া পরে সুগন্ধি ও সলবণ যোগসমূহ দ্বারা বিরেচন দিবে। অথবা ঐ সকল যোগের সহিত অজাজী ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া বিরেচন দিবে। অনন্তর প্রচুর বিড়ঙ্গচূর্ণের সহিত ধান্যাম্ল পান করাইবে। এইরূপ চিকিৎসায় হৃদয়স্থ কৃমি সকল অধোমার্গে পতিত হয়। অনন্তর রোগীকে বিড়ঙ্গচূর্ণযুক্ত যবান্ন পান করাইবে। ১২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাণ্ডুরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা পাণ্ডুরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। ব্যবায়, অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, দিবাস্বপ্ন বা অতিশয় তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবন করিলে দোষ সকল রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বকে পাণ্ডুবর্ণ উৎপন্ন করে। পাণ্ডু রোগ চতুর্ব্বিধ ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। যেহেতু চতুর্ব্বিধ

সর্ব্বেষু চৈতেষ্বিহ পাণ্ডুভাবো
যতোঽধিকোঽতঃ খলু পাণ্ডুরোগঃ ॥ ২
ত্বক্স্ফোটনং ষ্ঠীবনগাত্রসাদৌ
মৃদ্ভক্ষণং প্রেক্ষণকূটশোথঃ।
বিণ্মূত্রপীতত্বমথাবিপাকো
ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি ॥
সকামলাপানকিপাণ্ডুরোগঃ
কুম্ভাহ্বয়ো লাঘরকোঽলসাখ্যঃ।
বিভাষ্যতে লক্ষণমস্য কৃৎস্নং
বিবোধ বক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশস্তৎ ॥ ৪
কৃষ্ণেক্ষণং কৃষ্ণশিরাবনদ্ধং
তদ্বর্ণবিণ্মূত্রনখাননঞ্চ।
বাতেন পাণ্ডুং মনুজং ব্যবস্যেদ্
যুক্তং তথান্যৈস্তদুপদ্রবৈশ্চ ॥
পীতেক্ষণং পীতশিরাবনদ্ধং
তদ্বর্ণবিণ্মূত্রনখাননঞ্চ।
পিত্তেন পাণ্ডুং মনুজং ব্যবস্যেদ্-
যুক্তং তথান্যৈস্তদুপদ্রবৈশ্চ ॥
শুক্লেক্ষণং শুক্লশিরাবনদ্ধং
তদ্বর্ণবিণ্মূত্রনখাননঞ্চ।
কফেন পাণ্ডুং মনুজং ব্যবস্যেদ্-
যুক্তং তথান্যৈস্তদুপদ্রবৈশ্চ ॥
সর্ব্বাত্মকে সর্ব্বমিদং ব্যবস্যেদ্-
বক্ষ্যামি লিঙ্গান্যথ কামলায়াঃ ॥ ৫
যো হ্যাময়ান্তে সহসাম্লমন্ন-
মদ্যাদপথ্যানি চ তস্য পিত্তম্।
করোতি পাণ্ডুং বদনং বিশেষাৎ
তন্দ্রাবিলত্বং প্রথমোদিতাংশ্চ ॥ ৬
ভেদস্তু তস্যাঃ খলু কুম্ভসাহ্বং
শোফো মহাংস্তত্র চ পর্ব্বভেদঃ ॥ ৭
জ্বরাঙ্গমর্দ্দভ্রমসাদতন্দ্রা-
ক্ষয়ান্বিতো লাঘরকোঽলসাখ্যঃ ॥ ৮
তং বাতপিত্তাভিপরীতলিঙ্গং
হলীমকং নাম বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৯
উপদ্রবাস্তেষ্বরুচিঃ পিপাসা
ছর্দ্দির্জ্বরো মূর্দ্ধরুজাগ্নিসাদঃ।
শোফস্তথা কণ্ঠগতোঽবলত্বং
মূর্চ্ছা ক্লমো হৃদ্যবপীড়নঞ্চ ॥ ১০
সাধ্যন্তু পাণ্ড্বাময়িনং সমীক্ষ্য
স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈ-
র্হরীতকীচূর্ণযুতৈঃ প্রয়োগৈঃ ॥
পিবেদ্ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং
যৎ ত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি।
বিরেচনদ্রব্যকৃতং পিবেদ্বা
যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন ॥
মূত্রে নিকুম্ভার্দ্ধপলং বিপাচ্য
পিবেদভীক্ষ্ণং কুড়বার্দ্ধমাত্রম্।
খাদেদ্গুড়ং বাপ্যভয়াবিমিশ্র-
মারগ্বধাদিকথিতং পিবেদ্বা ॥

পাণ্ডু রোগেই পাণ্ডুত্ব অধিক হয়, এইজন্য ইহার নাম পাণ্ডু রোগ হইয়াছে। ২। ত্বকের স্ফোটন, ষ্ঠীবন, গাত্রাবসাদ, মৃত্তিকাভক্ষণেচ্ছা, অক্ষিকূটে শোথ, বিষ্ঠা ও মূত্রের পীতত্ব ও অবিপাক এই গুলি পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ। ৩। সেই পাণ্ডুরোগ কামলা, 'পানকি', কুম্ভকামলা এবং লাঘরক বা অলস এই সকল নামে বিবিধ। ইহার লক্ষণ আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪। কৃষ্ণনয়ন, কৃষ্ণশিরাজালে আবদ্ধ হওয়া, কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ঠা, কৃষ্ণবর্ণ মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ নখ, কৃষ্ণবর্ণ মুখ এবং অন্যান্য বাতিক উপদ্রব বাতিক পাণ্ডু রোগের লক্ষণ। পীতনয়ন, শিরাজালে আবদ্ধ হওয়া, পীতবর্ণ বিষ্ঠা মূত্র নখ ও আনন এবং অন্যান্য পৈত্তিক উপসর্গ পৈত্তিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ। শুক্লনয়ন, শুক্ল শিরাজালে আবদ্ধ হওয়া, শুক্লবর্ণ বিষ্ঠা মূত্র নখ ও আনন এবং অন্যান্য শ্লৈষ্মিক উপদ্রব কফজ পাণ্ডু রোগের লক্ষণ। সান্নিপাতিক পাণ্ডু রোগে এই সমস্ত লক্ষণ মিলিত হয়। অনন্তর কামলার লক্ষণ বলিতেছি। শ্রবণ কর। ৫। যে ব্যক্তি পাণ্ডু রোগ বা জ্বরাদি রোগের অন্তে সহসা অম্ল অন্ন ও অন্যান্য পিত্তকর অপথ্য সেবন করে, তাহার পিত্ত কুপিত হইয়া বদনকে বিশিষ্টরূপে পাণ্ডুবর্ণ করে এবং 'প্রথমতঃ' তন্দ্রা ও আবিল্য হয়। এরূপ পাণ্ডুরোগকে কামলা বলে। ৬। কুম্ভকামলা কামলারই প্রভেদ। ইহাতে মহান্ শোথ ও পর্ব্বভেদ হয়। ৭। পাণ্ডু রোগে জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, অবসাদ, তন্দ্রা ও ক্ষয় থাকিলে তাহাকে লাঘরক বা অলস কহে। ৮। আর উহাতে বাতপিত্তের লক্ষণ থাকিলে হলীমক কহে। ৯। অরুচি, পিপাসা, বমি, জ্বর, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠশোথ, মূর্চ্ছা, ক্লম ও হৃৎপীড়া এই গুলি পাণ্ডু রোগসমূহের উপদ্রব। ১০। সাধ্য পাণ্ডুরোগে রোগীকে, বিবেচনাপূর্ব্বক, ঘৃত [কল্যাণক ঘৃত বা কেবল ঘৃতপান] দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া অধঃশোধন করিবে আর দোষাধিক্য দৃষ্ট হইলে মৃদুবমন দ্বারা ঊর্দ্ধশোধন করিবে। পাণ্ডুরোগীকে অধিক পরিমাণে মধুঘৃতসংযুক্ত যোগ সকল হরীতকীচূর্ণযুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অথবা পাণ্ডুরোগী হরিদ্রাকল্কের সহিত পক্ব ঘৃত বা ত্রিফলাকল্কের সহিত পক্ব ঘৃত বা তিল্বককল্কের সহিত পক্ব ঘৃত পান করিবে। ষোড়শগুণ মহিষমূত্রে অর্দ্ধপল দন্তী পাক করিয়া অর্দ্ধ কুড়ব থাকিতে নামাইয়া নিত্য পান করিবে। অথবা হরীতকীচূর্ণযুক্ত গুড় পান করিবে। অথবা আরগ্বধাদি গণের কাথ পান করিবে।

অয়োরজো ব্যোষবিড়ঙ্গচূর্ণং
লিহ্যাদ্ধরিদ্রাং ত্রিফলান্বিতাং বা।
সর্পির্মধুভ্যাং বিবুধীত বাপি
শাস্ত্রপ্রদর্শাভিহিতাংশ্চ যোগান্ ॥
হরেচ্চ দোষান্ বহুশোঽল্পমাত্রান্
শ্বয়েদ্ধি দোষেষ্বতিনির্হৃতেষু ॥ ১১
ধাত্রীফলানাং স্বরসমিক্ষুজঞ্চ
মন্থং পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী।
উভে বৃহত্যৌ রজনীং শুকাখ্যাং
কাকাদনীঞ্চাপি সকাকমাচীম্ ॥
আদারিবিম্বীং সকদম্বপুষ্পীং
বিপাচ্য সর্পির্বিপচেৎ কষায়ে।
তৎ পাণ্ডুতাং হন্ত্যপযুজ্যমানং
ক্ষীরেণ বা মাগধিকাং যথাগ্নি ॥
হিতঞ্চ যষ্টীমধুকং কষায়ং
চূর্ণং সমং বা মধুনাবলিহ্যাৎ ॥
গোমূত্রযুক্তং ত্রিফলাদলানাং
দদ্যাদ্রসাং চূর্ণমনল্পকালম্।
প্রবালমুক্তাঞ্জনশঙ্খচূর্ণং
লিহ্যাৎ তথা কাঞ্চনগৈরিকোত্থম্ ॥
আজং শকৃদ্বা কুড়বপ্রমাণং
বিড়ং হরিদ্রা লবণোত্তমঞ্চ।
পৃথক্পলাংশানি সমগ্রমেত-
চ্চূর্ণং হিতাশী মধুনাবলিহ্যাৎ ॥

লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গচূর্ণ লেহন করিবে। অথবা ত্রিফলাযুক্ত হরিদ্রা পান করিবে। অথবা সর্পি ও মধুর সহিত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নবায়সাদি যোগ সকল পান করিবে। আর দোষ বহুবারে অল্পে অল্পে হরণ করিবে। কেননা দোষ অতিনিঃসারিত হইলে শোথ হয়। ১১। আমলকীর রস, ইক্ষুরস এবং মধুযুক্ত মন্থ (ঘৃতাভ্যক্ত যবশক্তু) পান করিবে এবং সর্ব্বদা হিতভোজী হইবে। কণ্টিকারী ও বৃহতী, হরিদ্রা, শুকনামা (শুকনাসা। মতান্তরে শুকশিম্বী), কাকাদনী, কাকমাচী, আদারিবিম্বী ("বিম্বফলের ন্যায় বিটপযুক্ত এবং লোহিতফল উদ্ভিজ্জ"), কদম্বপুষ্পী (ভূমিকদম্ব। মতান্তরে অলম্বুষা) এই সকলের কষায়ে ঘৃত পাক করিবে। ইহা পান করিলে পাণ্ডুতা নষ্ট হয়। দুগ্ধের সহিত অগ্নিবলানুরূপ মাত্রায় পিপুল সেবন করিলে পাণ্ডুতা নষ্ট হয়। যষ্টীমধুর কষায় বা চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা ত্রিফলা-দলচূর্ণ ও লৌহচূর্ণ গোমূত্রের সহিত ক্রমাগত পান করিবে। প্রবাল, মুক্তা, রসাঞ্জন ও শঙ্খের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত ক্রমাগত পান করিবে। স্বর্ণগৈরিকচূর্ণ গোমূত্রের সহিত ক্রমাগত পান করিবে। হিতাশী হইয়া ছাগবিষ্ঠা এককুড়ব এবং বিট্‌লবণ, হরিদ্রা ও সৈন্ধব প্রত্যেকে পল-

মণ্ডূরলোহাগ্নিবিড়ঙ্গপথ্যা-
ব্যোষাংশকঃ সর্ব্বসমানভাগ্যঃ।
মূত্রাযুতোঽয়ং মধুনাবলেহঃ
পাণ্ড্বাময়ং হন্ত্যচিরেণ ঘোরম্ ॥
বিভীতকাগ্নেয়মলনাগরাণাং
চূর্ণং তিলানাঞ্চ গুড়শ্চ মুখ্যঃ।
তক্রানুপানো বটকাপ্রযুক্তঃ
ক্ষিণোতি ঘোরানপি পাণ্ডুরোগান্ ॥
সৌবর্চ্চলং হিঙ্গুকিরাততিক্তং
কলায়মাত্রাণি সুখাম্বুনা বা।
মূর্ব্বাহরিদ্রামলকঞ্চ লিহ্যাৎ
স্থিতং গবাং সপ্ত দিনানি মূত্রে ॥
মূলং বলাচিত্রকয়োঃ পিবেদ্বা
পাণ্ড্বাময়ার্ত্তোঽক্ষসমং হিতাশী।
সুখাম্বুনা বা লবণেন তুল্যং
শিগ্রোঃ ফলং ক্ষীরভুজোপযোজ্যম্ ॥
ন্যগ্রোধবর্গস্য পিবেৎ কষায়ং
শীতং সিতাক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী।
শালাদিকঞ্চাপ্যথ সারচূর্ণং
ধাত্রীফলং বা মধুনাবলিহ্যাৎ ॥
বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলাজমোদ-
পত্রকব্যোষবিনির্দিহন্তঃ।
চূর্ণীকৃতা বা গুড়শর্করে চ
তথৈব সর্পির্মধুনী শুভে চ ॥
সন্তারমেতদ্বিপচেন্নিধায়
সারোদকে সারবতো গণস্য।

চতুর্থাংশ মধুর সহিত লেহন করিবে। মণ্ডুর, লৌহচূর্ণ, চিতা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ও ত্রিকটু সমান সমান এবং মাক্ষিকচূর্ণ সর্ব্বসমান গোমূত্রে পাক করিয়া অবলেহ হইলে মধুর সহিত লেহন করিবে। তাহাতে অচিরে ঘোর পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। বহেড়া, মণ্ডুরচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ ও তিলচূর্ণ সমান সমান এবং গুড় অধিক ভাগ বটকা করিয়া তক্রানু-পানে সেবন করিলে ঘোর পাণ্ডু রোগও নষ্ট হয়। সৌবর্চ্চল, হিঙ্গু ও চিরেতাচূর্ণ প্রত্যেকে কলায়পরিমিত (ওজনে মটরকলায়ের মত) ঈষৎ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। মূর্ব্বা, হরিদ্রা ও আমলকের চূর্ণ গোমূত্রে সাত দিন ভাবিত করিয়া লেহন করিবে। পাণ্ডুরোগী হিতভোজী হইয়া বেড়েলা ও চিতার মূল অক্ষপরিমাণে সেবন করিবে। অথবা ক্ষীরভোজী হইয়া সমভাগ সৈন্ধব ও সজিনাফল সেবন করিবে। হিতাশী হইয়া ন্যগ্রোধবর্গের শীতকষায় চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে। অথবা শালসারাদির চূর্ণ বা ধাত্রীফলের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। বিড়ঙ্গ, মুস্তা, ত্রিফলা, অজমোদা, পত্রক, ত্রিকটু ও চিতার চূর্ণ শাল-সারাদির কাথে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে নির্ম্মল গুড় ও

জাতঞ্চ লেহং মতিমান্ বিদিত্বা
নিধাপয়েন্মোক্ষকজে সমুদ্গে॥
হন্ত্যেষ লেহঃ খলু পাণ্ডুরোগং
সশোথমুগ্রামপি কামলাঞ্চ॥ ১২
সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী
হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী।
কালেয়কে চাপি ঘৃতং বিপক্কং
হিতঞ্চ তৎ স্যাদ্রজনীবিমিশ্রম্॥ ১৩
ধাতুং নদীজং জতু শৈলজং বা
কুম্ভাহ্বয়ে মূত্রযুতং পিবেদ্বা।
মূত্রস্থিতং সৈন্ধবসম্প্রযুক্তং
মাসং পিবেদ্বাপি হি লোহকিট্টম্॥
দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্মলমায়সং বা
গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্।
বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনাচিরেণ
কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্যাৎ॥
সিন্ধূদ্ভবং বাগ্নিসমঞ্চ কৃত্বা
সিক্তা চ মূত্রে সকৃদেব তপ্তম্।
লৌহঞ্চ কিট্টং বহুশশ্চ তপ্ত্বা
নির্ব্বাপ্য মূত্রে বহুশস্তথৈব॥
একীকৃতং গোজলপিষ্টমেত-
দৈকধ্যমাবাপ্য পচেৎস্থাল্যাম্।
যথা ন দহ্যেত তথা বিশুষ্কং
চূর্ণীকৃতং পেয়মুদশ্বিতা তৎ।
তক্রৌদনাশী বিজয়েত রোগং
পাণ্ডুং তথা দীপয়তেহনলঞ্চ॥ ১৪
দ্রাক্ষাগুড়ূচ্যামলকীরসৈশ্চ
সিদ্ধং ঘৃতং লাম্বরকে হিতঞ্চ॥ ১৫
গৌড়ানরিষ্টান্ মধুশর্করাশ্চ
মূত্রাসবান্ ক্ষারকৃতাংস্তথৈব।
স্নিগ্ধান্ রসানামলকৈরুপেতান্
কোলান্বিতান্ বাপি হি জাঙ্গলানাম্।
সেবেত শোফাভিহিতাংশ্চ যোগান্
পাণ্ড্বাময়ী শালিযবাংশ্চ নিত্যম্॥ ১৬
শ্বাসাতিসারারুচিকাসমূর্চ্ছা-
তৃট্ছর্দ্দিশূলজ্বরশোফদাহান্।
তথাবিপাকস্বরভেদসাদান্
জয়েদ্ যথাস্বং প্রসমীক্ষ্য শাস্ত্রম্॥ ১৭
অন্তেষু শূনং পরিহীণমধ্যং
ম্লানং তথান্তেষু চ মধ্যশূনম্।
গুদেহথ শেফস্যথ মুষ্কয়োশ্চ
শূনং প্রতাম্যন্তমসংজ্ঞকল্পম্।
বিবর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুকিনং যশোহর্থী
তথাতিসারজ্বরপীড়িতঞ্চ॥ ১৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে পাণ্ডুরোগপ্রতিষেধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

শর্করা এবং মধু ঘৃত নিক্ষেপ করিবে। এই লেহ মোচক-সম্পুটে (মোচার খোলায়) স্থাপন করিতে হয়। এই লেহ পান করিলে পাণ্ডু রোগ, শোথ ও উগ্র কামলা নষ্ট হয়। ১২। কামলারোগীদিগের পক্ষে শর্করাযুক্ত ত্রিবৃচ্চূর্ণ হিতকর। আর গুড়যুক্ত রাখালশসা বা গুড়যুক্ত শুণ্ঠী হিতকর। কালেয়কক্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত হরিদ্রাচূর্ণের সহিত সেবন করিলে হিতকর হয়। ১৩। কুম্ভকামলা রোগে স্বর্ণমাক্ষিক বা শিলাজতু গোমূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা মণ্ডুরচূর্ণ মূত্রে ভাবনা দিয়া সৈন্ধবযোগে একমাস পান করিবে। মণ্ডুর বিভীতককাষ্ঠের অগ্নিতে আটবার দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে আটবার নির্ব্বাপিত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শীঘ্র কুম্ভ-কামলার শান্তি হয়। অথবা সৈন্ধব লবণ একবার অগ্নিসম তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। আর মণ্ডুর বহুবার তপ্ত করিয়া গোমূত্রে বহুবার নির্ব্বাপিত করিবে। পরে উভয়চূর্ণ সমভাবে একত্র করিয়া পঞ্চগুণ গোমূত্রের সহিত স্থালীতে নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ স্থালী আচ্ছাদিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। আর পাক করিতে করিতে দগ্ধ না হয় অথচ শুষ্ক হইয়া আসিলে উদশ্বিতের সহিত পান করিবে। এই ঔষধ পান করিয়া তক্রের সহিত অন্ন ভোজন করিতে হয়। ইহাতে পাণ্ডু নষ্ট হয় অথচ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। ১৪। লাম্বরকে (হলীমকে) দ্রাক্ষা, গোলঞ্চ ও আমলকীরসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত হিতকর। ১৫। পাণ্ডু-রোগী গুড়কৃত অরিষ্টসমূহ (অভয়ারিষ্ট প্রভৃতি), মধ্বাসব (লৌহারিষ্ট প্রভৃতি), শর্করাসব, মূত্রাসব (কুষ্ঠরোগোক্ত) এবং ক্ষারকৃত আসবসমূহ (শ্লীপদরোগোক্ত) পান করিবে। আর আমলকীযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসরসসমূহ বা বদরফলসংস্কৃত জাঙ্গলরসসমূহ সেবন করিবে। আর শোফরোগোক্ত যোগ সকল এবং শালি ও যবান্ন সকল সেবন করিবে। ১৬। পাণ্ডুরোগীর শ্বাস, অতিসার, অরুচি, কাস, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, বমি, শূলজ্বর, শোথ, দাহ, অবিপাক, স্বরভেদ ও অবসাদ যথানুরূপ শাস্ত্রদৃষ্টে চিকিৎসা করিবে। ১৭। অন্তসমূহে (অর্থাৎ হস্তপাদ ও মুখে) শোথযুক্ত ও মধ্যশরীরে কৃশীভূত, অথবা অন্তসমূহে কৃশ ও মধ্যশরীরে শোথযুক্ত আর পায়ু, শেফ ও মুষ্কদ্বয়ে শোথযুক্ত, মূর্চ্ছিত ও সংজ্ঞা-হীনবৎ পাণ্ডুরোগীকে যশোভিলাষী বৈদ্য পরিত্যাগ করিবে। আর পাণ্ডুরোগী অতিসার ও জ্বরে পীড়িত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ১৮

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রক্তপিত্তপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
ক্রোধশোকভয়ায়াস-বিরুদ্ধান্নাতপানলান্।
কট্বম্ললবণক্ষার-তীক্ষ্ণোষ্ণাতিবিদাহিনঃ ॥
নিত্যমভ্যস্যতো দুষ্টো রসঃ পিত্তঞ্চ কোপয়েৎ।
বিদগ্ধং স্বগুণৈঃ পিত্তং বিদহত্যাশু শোণিতম্ ॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপি বা।
আমাশয়াদ্ ব্রজেদূর্দ্ধমধঃ পক্বাশয়াদ্ ব্রজেৎ ॥
বিদগ্ধয়োর্দ্বয়োশ্চাপি দ্বিধাভাগং প্রবর্ত্ততে।
কেচিৎ সযকৃতঃ প্লীহ্নঃ প্রবদন্ত্যস্য গতিম্ ॥ ২
ঊর্দ্ধং সাধ্যমধো যাপ্যমসাধ্যং যুগপদ্গতম্ ॥ ৩
সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ।
লোহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ৪
বাহ্যাস্বগ্লক্ষণৈস্তস্য সাধ্যাদোষোচ্ছ্রিতীর্বিদুঃ ॥ ৫
দৌর্ব্বল্যশ্বাসকাসজ্বরবমথুমদাঃ পাণ্ডুতা দাহমূর্চ্ছা
ভুক্তে চান্নে বিদাহস্ত্বধৃতিরপি সদা হৃদ্যতুল্যা চ পীড়া।
তৃষ্ণা কণ্ঠস্য ভেদঃ শিরসি চ তপনং পূতিনিষ্ঠীবনঞ্চ
ছেষো ভক্তেঽবিপাকো বিরতিরপি রতে রক্তপিত্তোপসর্গাঃ ॥ ৬
মাংসপ্রক্ষালনাভং কথিতমিব চ যৎ কর্দ্দমাম্ভোনিভং বা
মেদঃ পূয়াস্রকল্পং যকৃদিব যদিবা পক্বজম্বূফলাভম্।
যৎ কৃষ্ণং যচ্চ নীলং ভৃশমতিকুণপং যত্র চোক্তা বিকারা-
স্তদ্বর্জ্জ্যং রক্তপিত্তং সুরপতিধনুষা যচ্চ তুল্যং বিভাতি ॥ ৭
নাদৌ সংগ্রাহ্যমুদ্রিক্তং যদস্রগ্ বলিনো বতঃ।
তৎ পাণ্ডুগ্রহণীকুষ্ঠ-প্লীহগুল্মজ্বরাবহম্ ॥ ৮
অধঃ প্রবৃত্তং বমনৈরূর্দ্ধমার্গং বিরেচনৈঃ।
জয়েদন্যতরচ্চাপি ক্ষীণস্য শমনৈরসৃক্ ॥ ৯
অতিপ্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ।
অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্ ॥
লঙ্ঘিতস্য ততঃ পেয়াং বিদধ্যাৎ স্বল্পতণ্ডুলাম্।
তর্পণং পাচনং লেহান্ সর্পীংষি বিবিধানি চ ॥
দ্রাক্ষামধুককাশ্মর্য্য-সিতাযুক্তং বিরেচনম্।
যষ্টীমধুকযুক্তঞ্চ সক্ষৌদ্রং বমনং হিতম্ ॥
পয়াংসি শীতানি রসাশ্চ জাঙ্গলাঃ
সতীনযূষাশ্চ সশালিষষ্টিকাঃ।
পটোলশেলুসুনিষণ্ণযূথিকা
বটাতিমুক্তাঙ্কুরসিন্ধুবারজম্ ॥
হিতঞ্চ শাকং ঘৃতসংস্কৃতং সদা
তথৈব ধাত্রীফলদাড়িমান্বিতম্।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

রক্তপিত্তচিকিৎসা।

অনন্তর আমরা রক্তপিত্তচিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব। ১। ক্রোধ, শোক, ভয়, আয়াস, বিরুদ্ধ অন্ন, আতপ, অনল এবং কটু অম্ল লবণ ক্ষার তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও অতিবিদাহী অন্ন নিত্য সেবন করিলে রস দূষিত হইয়া পিত্তকে কুপিত করে। তাহাতে পিত্ত স্বীয় উষ্ণত্বাদি গুণের অতিরেক বশতঃ বিদগ্ধ হইয়া রক্তকে আশু বিদগ্ধ করিয়া থাকে। তাহাতে রক্ত ঊর্দ্ধ বা অধঃ কিংবা ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় মার্গে নির্গত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আমাশয়স্থ রক্ত মুখ দিয়া এবং পক্বাশয়স্থ রক্ত অধোমার্গে নির্গত হয়। আবার আমাশয় ও পক্বাশয় উভয় স্থানের রক্ত কুপিত হইলে উভয়মার্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, দুষ্টরক্ত যকৃৎ ও প্লীহা হইতেও প্রবাহিত হয়। ২। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য। অধোগত রক্তপিত্ত যাপ্য। উভয়গত রক্তপিত্ত অসাধ্য। ৩। অঙ্গসাদ, শীতকামিত্ব, কণ্ঠের ধূমায়ন, বমি, লোহগন্ধি নিশ্বাস এই গুলি রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ। ৪। শোণিতবর্ণনীয় অধ্যায়ে নির্গত রক্তের যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তদৃষ্টে রক্তপিত্তের সংখ্যা, দোষ ও উচ্ছ্রায় (আধিক্য) অবগত হইবে। ৫। দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমথু, মদ, পাণ্ডুত্ব, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তান্নের বিদাহ, সর্ব্বদা অধৃতি, হৃদয়ে অসাধারণ পীড়া, তৃষ্ণা, স্বরভেদ, মস্তকতাপ, পূতি নিষ্ঠীবন (ভাবমিশ্রের পাঠ পূয়-নিষ্ঠীবন), অন্নে অরুচি, অবিপাক ও রতি-বিরতি এই গুলি রক্তপিত্তের উপদ্রব। [রতিবিরতি-এস্থলে ভাবমিশ্রের পাঠ—"বিকৃতিরপি ভবেৎ" অর্থাৎ রক্তের বিকৃতবর্ণতা হয়। এই পাঠই সঙ্গত। কেহ কেহ বলেন "বিলতিরপি ভবেৎ" অর্থাৎ শরীরের বিলয়ন হয়]। ৬। রক্তপিত্তের রক্ত মাংসধৌত জলের ন্যায় হইলে বা কাথের ন্যায় হইলে বা কর্দ্দমের ন্যায় হইলে বা মেদের ন্যায় হইলে বা পূযযুক্ত রক্তের ন্যায় হইলে বা যকৃতের ন্যায় হইলে বা পক্ব জম্বুফলের ন্যায় হইলে বা অতিশয় কৃষ্ণ বা নীল হইলে বা অতিশয় কুণপগন্ধি হইলে বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। ৭। বলবান্ ব্যক্তির উদ্রিক্ত রক্ত প্রথমে বন্ধ করিতে নাই। বন্ধ করিলে পাণ্ডু, গ্রহণী, কুষ্ঠ, প্লীহা, গুল্ম বা জ্বর হইতে পারে। ৮। অধোগত রক্তপিত্তের রক্ত বমন ও ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তের রক্ত বিরেচন দ্বারা জয় করিতে হয়। আর ক্ষীণ ব্যক্তির উভয় প্রকার রক্তেই শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৯। রক্তপিত্তরোগীর রক্ত অতিনির্গত হইতে থাকিলে অথচ বল ও মাংস অক্ষীণ থাকিলে লঙ্ঘন দিবে। লঙ্ঘিত হইলে পর স্বল্পতণ্ডুলকৃত পেয়া দিবে। আর তর্পণ, পাচন, লেহ, বিবিধ ঘৃত এবং দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গাম্ভারীফল ও চিনির সহিত মিশ্রিত বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। অথবা যষ্টিমধুযুক্ত ও মধু-মিশ্রিত বমন দিবে। শীতল দ্রব্যসিদ্ধ দুগ্ধ, জাঙ্গলরস, বর্ত্তুলকলায়ের যূষ, শালি, যষ্টিক, পটোল, শেলু (কোন মতে দক্ষিণাপথজ শাক, কোন মতে শ্লেষ্মাতক), শুষুণী, যূথিকা, বটাঙ্কুর, তিন্দুকের অঙ্কুর, নিসিন্দার অঙ্কুর

রসাশ্চ পারাবতশশকূর্ম্মজা-
স্তথা যবাগ্বোহভিহিতা ঘৃতোত্তরাঃ॥
সর্ব্বানিকাশ্চোৎপলবর্গসাধিতে
ক্ষীরে প্রশস্তা মধুশর্করোত্তমাঃ।
হিমাঃ প্রদেহা মধুশর্করাশ্চ যে
ঘৃতানি পথ্যানি চ রক্তপিত্তিনাম্॥
মধূকশোভাঞ্জনকোবিদারজৈঃ
প্রিয়ঙ্গুকায়াঃ কুসুমৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ।
ভিষগ্বিদধ্যাচ্চতুরঃ সমাক্ষিকান্
হিতায় লেহানস্রজঃ প্রশান্তয়ে॥
লিহ্যাচ্চ দূর্ব্বাবটজাংশ্চ পল্লবান্
মধুদ্বিতীয়ান্ সিতকর্ণিকস্য চ।
হিতঞ্চ খর্জ্জূরফলং সমাক্ষিকং,
ফলানি চান্যান্যপি তদ্‌গুণান্যথ॥ ১০
রক্তাতিসারপ্রোক্তাংশ্চ যোগানত্রাপি যোজয়েৎ॥ ১১
শুক্লেক্ষুকাণ্ডমাপোথ্য নবে কুম্ভে হিমাম্ভসা।
যোজয়িত্বা ক্ষিপেদ্রাত্রাবাকাশে সোৎপলস্ত তৎ॥
প্রাতঃ স্রুতং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেচ্ছোণিতপিত্তবান্।
পিবেচ্ছীতকষায়ং বা জম্ব্বাম্রার্জ্জুনসম্ভবম্॥
উডুম্বরফলং পিষ্টা পিবেৎ তদ্রসমেব বা।
ত্রপুসীমূলকল্কং বা সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা॥
পিবেদক্ষসমং কল্কং যষ্টীমধুকমেব বা।

চন্দনং মধুকং রোধ্রমেবমেবং সমং পিবেৎ॥
করঞ্জবীজমেবং বা সিতাক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
মজ্জানমিঙ্গুদস্যৈবং পিবেন্মধুকসংযুতম্॥
সুখোষ্ণং লবণং বীজং কারঞ্জং দধিমস্তুনা।
পিবেদ্বাপি ত্র্যহং মর্ত্ত্যো রক্তপিত্তাভিপীড়িতঃ॥
রক্তপিত্তহরাঃ শস্তাঃ ষড়েতে যোগসত্তমাঃ॥ ১২
পথ্যাশ্চৈবাবপীড়েষু ঘ্রাণতঃ প্রস্রুতেঽসৃজি॥ ১৩
অতিনিস্রুতরক্তো বা ক্ষৌদ্রযুক্তং পিবেদসৃক্।
যকৃদ্ বা ভক্ষয়েদাজমামং পিত্তসমাযুতম্॥ ১৪
পলাশবৃক্ষস্বরসে বিপক্বং
সর্পিঃ পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং সুশীতম্।
বনস্পতীনাং স্বরসৈঃ কৃতং বা
সশর্করং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা॥
দ্রাক্ষামৃণালাণ্যথ পদ্মকং সিতা
পৃথক্ পলাংশান্যুদকে সমাবপেৎ।
স্থিতং নিশাং তদ্রুধিরাময়ং জয়েৎ
পীতং পয়ো বাম্বুসমং হিতাশিনঃ॥
তুরঙ্গবর্চ্চঃস্বরসং সমাক্ষিকং
পিবেৎ সিতাক্ষৌদ্রযুতং বৃষস্য বা।
লিহেৎ তথা বাস্তুকবীজচূর্ণং
ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলসাহ্বয়ং বা॥
লিহ্যাচ্চ লাজাঞ্জনচূর্ণমেক-
মেবং সিতাক্ষৌদ্রযুতাং তুগাখ্যাম্।

(অঙ্কুর অর্থাৎ কোমল পল্লব) এই সকল শাক ঘৃত-সংস্কৃত এবং আমলক ও দাড়িমের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। পারাবত, শশ, কূর্ম্ম এই সকলের মাংসরস এবং ঘৃতপ্রধান যবাগূ হিতকর। উৎপল গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের সর উৎকৃষ্ট মাত্রায় মধু ও শর্করার সহিত মিলিত করিয়া পান করাইবে। রক্তপিত্তীদিগের পক্ষে শীতল প্রলেপসমূহ, মধু, শর্করা ও ঘৃত পথ্য। মধুক (মৌল গাছ), সজিনা, কোবিদার বা প্রিয়ঙ্গুর ফুল চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিলে রক্তশান্তি হয়। দূর্ব্বা বা বটের কোমল পল্লব বা শ্বেত কর্ণিকারের পল্লব মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। আর মধুর সহিত খর্জ্জুর ফল সেবন করিবে। আর রক্তপিত্তনাশক অন্যান্য ফলও সেবন করিবে। ১০। অধোগত রক্তপিত্তে রক্তাতিসারোক্ত যোগ সকলও প্রয়োগ করিবে। ১১। শুক্ল ইক্ষুর কাণ্ড-সকল নির্ব্বল্কল করিয়া থেঁৎলাইয়া লইবে এবং জলযুক্ত করিয়া নিরাবরণ স্থানে আচ্ছাদনবিহীন পাত্রে রাত্রিতে স্থাপন করিবে। প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া লইয়া নীলোৎপলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিবে। অথবা জম্বু, আম্র ও অর্জ্জুনের শীতকষায় পান করিবে। অথবা উডুম্বর ফল পেষণ করিয়া তাহার রস পান করিবে। অথবা ত্রপুষীমূলের কল্ক মধু ও তণ্ডুলাম্বুর সহিত পান করিবে। অথবা যষ্টিমধুর কল্ক মধুর সহিত অক্ষপরিমাণে (সমস্ত দিনের মধ্যে দুই তিন বারে) পান করিবে। চন্দন, যষ্টিমধু ও লোধ সমভাগে মধুর সহিত পান করিবে। অথবা করঞ্জের বীজ চিনি ও মধুর সহিত পান করিবে। অথবা ইঙ্গুদীর মজ্জা ও যষ্টিমধু একত্র করিয়া পান করিবে। অথবা সৈন্ধব ও করঞ্জবীজ দধি ও মস্তর সহিত সুখোষ্ণ করিয়া পান করিবে। এই ছয়টী যোগ উৎকৃষ্ট রক্তপিত্ত-হারক এবং তিন দিন সেবন করা উচিত। ১২। ঘ্রাণমার্গে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে হরীতকীচূর্ণ অবপীড় করিবে।১৩। রক্ত অতিশয় নিঃসৃত হইয়া গেলে ছাগাদির রক্ত মধুর সহিত সেবন করিবে। অথবা পিত্তসংযুক্ত আম ছাগযকৃৎ ভক্ষণ করিবে। ১৪। পলাশ বৃক্ষের স্বরসে বিপক্ব ঘৃত সুশীতল অবস্থায় মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। অথবা বনস্পতি গণের স্বরসে দুগ্ধ ঘৃত পাক করিয়া শর্করার সহিত সেবন করিবে। দ্রাক্ষা, বেণার মূল ও পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ) এবং চিনি প্রত্যেকে এক পল রাত্রিকালে জলে ফেলিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে ঐ কষায় পান করিলে রক্তপিত্তশান্তি হয়। অথবা রক্তপিত্তে সমান সমান ভাগে দুগ্ধ জল পান করিয়া হিতভোজী হইবে। তুরঙ্গ বা বৃষের বিষ্ঠার স্বরস মধুর সহিত পান করিবে। বাস্তুকবীজচূর্ণ বা তণ্ডুলীয় শাক মধুর সহিত পান করিবে। অথবা মধুর সহিত লাজ ও রসাঞ্জনের চূর্ণ পান করিবে। অথবা বংশলোচন চিনি ও

দ্রাক্ষাং সিতাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ
হিমাম্বুনা বা মধুকেন যুক্তাম্॥
পথ্যামহিংস্রাং রজনীং ঘৃতঞ্চ
লিহ্যাৎ তথা শোণিতপিত্তরোগী॥ ১৫
বাসাকষায়োৎপলমৃৎপ্রিয়ঙ্গু-
নেত্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি।
পীত্বা সিতাক্ষৌদ্রযুতানি জহ্যাৎ
পিত্তাসৃজো বেগমুদীর্ণমাশু॥
গায়ত্রীজম্ব্বর্জ্জুনকোবিদার-
শিরীষরোধ্রাসনশাল্মলীনাম্।
পুষ্পাণি শিগ্রোশ্চ বিচূর্ণ্য লেহো
মধ্বন্বিতঃ শোণিতপিত্তরোগে॥
সক্ষৌদ্রমিন্দীবরভস্মবারি
করঞ্জবীজং মধুসর্পিষী চ।
জম্ব্বর্জ্জুনাম্রক্বথিতঞ্চ তোয়ং
ঘ্নন্তি ত্রয়ঃ পিত্তমসৃক্ চ যোগাঃ॥
মূলানি পুষ্পাণি চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ
পিষ্ট্বা পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন॥ ১৬
ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং
সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।
দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা
সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিমং বা॥ ১৭
শীতোপচারং মধুরঞ্চ কুর্য্যাদ্-
বিশেষতঃ শোণিতপিত্তরোগে।
দ্রাক্ষাঘৃতক্ষৌদ্রসিতাযুতেন
বিদারিগন্ধাদিবিপাচিতেন॥

ক্ষীরেণ চাস্থাপনমগ্র্যমুক্তং
হিতং ঘৃতঞ্চাপ্যনুবাসনার্থম্।
প্রিয়ঙ্গুরোধ্রাঞ্জনগৈরিকোৎপলৈঃ
সুবর্ণকালীয়কশঙ্খচন্দনৈঃ॥
সিতাশ্বগন্ধাম্বুদযষ্টিকাহ্বয়ৈ-
র্মৃণালসৌগন্ধিকতুল্যপেষিতৈঃ।
নিরূহ্য চৈনং পয়সা সমাক্ষিকৈ-
র্ঘৃতপ্লুতৈঃ শীতজলাম্বুসেচিতম্॥
ক্ষীরোদনং ভুক্তমথানুবাসয়েদ্-
ঘৃতেন যষ্টীমধুসাধিতেন চ।
অধোবহং শোণিতমাশু নাশয়েৎ
তথাতিসারং রুধিরস্য দুস্তরম্॥
বিরেকযোগে স্রুতি চৈব শস্যতে
বাম্যশ্চ রক্তে বিজিতে বলান্বিতঃ॥ ১৮
এবংবিধা উত্তরবস্তয়শ্চ মূত্রাশয়স্থে রুধিরে বিধেয়াঃ।
প্রবৃত্তরক্তেষু চ পায়ুজেষু কুর্য্যাদ্বিধানং খলু রক্তপিত্তম্॥
বিধিশ্চাসৃগ্দরেহপ্যেষ স্ত্রীণাং কার্য্যো বিজানতা।
শস্ত্রকর্ম্মণি রক্তং বা যস্যাতীব প্রবর্ত্ততে॥ ১৯
ত্রয়াণামপি দোষাণাং শোণিতস্য চ সর্ব্বশঃ।
লিঙ্গান্যালোক্য কর্ত্তব্যং চিকিৎসিতমনন্তরম্॥ ২০
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে রক্তপিত্তপ্রতিষেধো
নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫॥

মধুর সহিত পান করিবে। অথবা দ্রাক্ষা, চিনি, কটুরোহিণী ও যষ্টিমধু শীতল জলের সহিত পান করিবে। অথবা হরীতকী, অহিংস্রা, হরিদ্রা ও ঘৃত লেহন করিবে। ১৫। বাসকের কষায়, নীলোৎপল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন ও পদ্মকেশর চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে উদীর্ণবেগ রক্তপিত্তও শান্ত হয়। গায়ত্রী (খদির), জম্বু, অর্জ্জুন, কোবিদার, শিরীষ, লোধ, অশন, শাল্মলী ও সজিনার পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়। মধুর সহিত ইন্দীবর ও ক্ষারজল, মধু ও ঘৃতের সহিত করঞ্জবীজ এবং জম্বু অর্জ্জুন ও আম্রের ক্বাথ এই তিনটী যোগ রক্তপিত্তনাশক। মাতুলুঙ্গের (বীজপূরক বা মধুকর্কটীর) মূল ও পুষ্প পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে। ১৬। রক্ত নাসা হইতে নির্গত হইতে থাকিলে শীঘ্র নাসিকার মধ্যে শর্করাযুক্ত জল বা দুগ্ধ প্রবেশ করান উচিত। অথবা শর্করাযুক্ত দ্রাক্ষারস বা শর্করাযুক্তদুগ্ধোত্থ ঘৃত বা শীতল ইক্ষুরস নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। ১৭। বিশেষতঃ রক্তপিত্ত রোগে শীত ও মধুর ক্রিয়া করিবে। আর দ্রাক্ষারস, ঘৃত, মধু ও

চিনির সহিত শালপর্ণ্যাদিসিদ্ধ দুগ্ধ আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে। আর অনুবাসনার্থ ঘৃত হিতকর। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, সৌবীরাঞ্জন, গৈরিক, নীলোৎপল, সুবর্ণগৈরিক, কালীয়ক, শঙ্খ, রক্তচন্দন, চিনি, অশ্বগন্ধা, মুতো, যষ্টিমধু, মৃণাল, সৌগন্ধিক (কুমুদভেদ) তুল্যভাগে পেষণ করিয়া কল্ক করিবে। এই কল্কের সহিত মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ সংযোগ করিয়া রক্তপিত্তরোগীকে নিরূহ দিবে। পরে তাহাকে শীত জলে অভিষিক্ত করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে। অনন্তর যষ্টিমধুসিদ্ধ ঘৃতের অনুবাসন দিবে। এই আস্থাপন ও অনুবাসনে অধোগত শোণিত ও দুস্তর রক্তাতিসার নষ্ট হয়। রক্তের অতিবিরেচন হইলে নিরূহ ও অনুবাসন দ্বারা রক্ত দমন করিয়া বলবান্ রোগীকে বমন দেওয়া কর্ত্তব্য। ১৮। মূত্রাশয় হইতে রুধির নির্গত হইতে থাকিলে ঐ সকল দ্রব্যের উত্তরবস্তি বিধেয়। পায়ু হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রক্তপিত্তনিবারক ক্রিয়া আবশ্যক। স্ত্রীদিগের রক্তপ্রদরেও রক্তপিত্তনাশক বিধি বিধেয়। আর শস্ত্রকর্ম্মে রক্তের অতি নিঃসরণ হইলেও এই বিধি আচরণীয়। ১৯। শোণিতে ত্রিদোষের লক্ষণ সমস্ত আলোচনা করিয়া পরে চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ২০।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূর্চ্ছাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ।
বিঘাতাদভিঘাতাদ্বা হীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ॥
করণায়তনেষুগ্রা বাহ্যেষ্বভ্যন্তরেষু চ।
নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ॥ ২
হৃৎপীড়া জৃম্ভণং গ্লানিঃ সংজ্ঞানাশো বলক্ষয়ঃ।
সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বমুপলক্ষয়েৎ॥ ৩
সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ।
তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ॥
সুখদঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পতভি কাষ্ঠবৎ।
মোহো মূর্চ্ছেতি তাং প্রাহুঃ ষড়্বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ।
তাসু ষট্স্বপি পিত্তং হি প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে॥ ৪
পৃথিব্যম্বুস্তমোরূপং রক্তগন্ধশ্চ তন্ময়ঃ।
তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ॥
দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি॥ ৫

গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ।
ত এব তস্মাজ্জায়ন্তে তাভ্যাং মোহা যথেরিতাঃ॥ ৬
স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্তু রক্তজা গূঢ়োচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।
মদ্যেন বিলপঞ্ছেতে-নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ॥
গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ॥ ৭
বেপথুস্বপ্নতৃষ্ণাঃ স্যুঃ স্তম্ভশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে।
বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ॥ ৮
সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি॥
সিতাপিয়ালেক্ষুরসাপ্লুতানি দ্রাক্ষামধূকস্বরসান্বিতানি।
খর্জ্জূরকাশ্মর্য্যরসৈঃ শৃতানি পানানি সর্পীংষি সজীবনানি॥
সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পিয়াংসি সদাড়িমা জাঙ্গলজা রসাশ্চ।
তথা যবা লোহিতশালয়শ্চ মূর্চ্ছাসু পথ্যাশ্চ সদা সতীনাঃ॥৯
ভুজঙ্গপুষ্পং মরিচান্যুশীরং কোলস্য মধ্যঞ্চ পিবেৎ সমানি।
সতীনতোয়েন বিসং মৃণালংক্ষৌদ্রেণ কৃষ্ণাং সিতয়া চ পথ্যাম্॥
কুর্য্যাচ্চ নাসাবদনাবরোধং ক্ষীরং পিবেদ্বাপ্যথ মানুষীণাম্॥১০
মূর্চ্ছাপ্রসক্তান্ত শিরোবিরেকৈ
র্জয়েদভীক্ষ্ণং বমনৈশ্চ তীক্ষ্ণৈঃ।
হরীতকীকাথঘৃতং পিবেদ্বা
ধাত্রীফলানাং স্বরসৈঃ কৃতং বা॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

মূর্চ্ছাপ্রতিষেধ।

অনন্তর, আমরা মূর্চ্ছাপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। ক্ষীণ বহুদোষ ও বিরুদ্ধাহারসেবী ব্যক্তির মূর্চ্ছা হইতে পারে। আর বেগধারণ বা লগুড়াদির আঘাত হেতুও মূর্চ্ছা হইতে পারে। আবার হীনসত্ত্ব ব্যক্তির শোকাদি-হেতু মূর্চ্ছা হইতে পারে। ঐ সকল ব্যক্তির বা ঐ সকল কারণে বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় স্থানসমূহে দোষসমূহ প্রবিষ্ট হওয়াতেই মূর্চ্ছা হয়। ২। হৃৎপীড়া, গ্লানি, সংজ্ঞানাশ ও বলক্ষয় সমস্ত মূর্চ্ছারই পূর্ব্বরূপ। তবে যে মূর্চ্ছায় যে দোষের আধিক্য থাকে, তাহাতে তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। ৩। বাতাদি দোষসমূহ কর্ত্তৃক সংজ্ঞাবহ নাড়ী সকল আচ্ছাদিত হওয়াতে সহসা তমঃ উপস্থিত হইয়া সুখদুঃখের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। আর সুখদুঃখের জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়াতে, মানুষ কাষ্ঠের ন্যায় পতিত হয়। এই মোহকেই মূর্চ্ছা কহে। ইহা ছয় প্রকার, যথা ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তগন্ধজ, মদ্যজ ও বিষজ। কিন্তু সেই ছয় প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তের প্রভুতা থাকে। ৪। পৃথিবী ও জলে তমো গুণের আধিক্য আছে, আর তমের সহিত রক্তগন্ধের অন্বয় আছে [অথবা জলের সহিত রক্তের অন্বয় আছে; কেননা রক্ত দ্রব। আবার গন্ধ পার্থিব]। এইজন্য রক্তের গন্ধে পৃথিবীতে মানুষদিগের মূর্চ্ছা হয়। রক্তদর্শনে যে মূর্চ্ছা হয়, তাহা উহার স্বভাব প্রযুক্তই হইয়া থাকে [অর্থাৎ এইরূপ মূর্চ্ছা অস্বাভাবিক নহে]। ৫। বিষ এবং মদ্যে রুক্ষাদি তীব্রতর গুণ সকলই অধিক। সেইজন্য সেই সকল পূর্ব্বোক্ত মূর্চ্ছা বিষ ও মদ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ৬। রক্তজ মূর্চ্ছায় রোগী স্তব্ধাঙ্গ, স্তব্ধদৃষ্টি ও গূঢ়োচ্ছ্বাস হয়। মদ্যজ মূর্চ্ছায় বিলাপ করিতে থাকে, শয়ান হয় এবং মন নষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়। আর যতক্ষণ মদ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ ভূমিতে গাত্র বিক্ষেপ করিতে থাকে। ৭। বিষজ মূর্চ্ছায় বেপথু, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও স্তম্ভ হয়। বিষের গুণ মদ্যের অপেক্ষাও তীব্রতর। যে যে বিষ পান করিলে যে যে লক্ষণ অধিক হয়, তাহা বলা হইয়াছে। ৮। সেক, অবগাহ, মণি, হার, শীতল প্রদেহ-সমূহ, ব্যজনানিল এবং শীতল ও সুগন্ধ পানসমূহ সমস্ত মূর্চ্ছাতেই অনিষিদ্ধ। চিনি, পিয়ালফল, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষার রস, 'মধুকের' স্বরস এবং খর্জ্জুর ও গাম্ভারী ফলের স্বরস ইহাদের সহিত সিদ্ধ শীতল পানীয় সকল হিতকর। জীবনীয়সিদ্ধ ঘৃত, কাকোল্যাদি ও দাড়িমের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধসমূহ, জাঙ্গলরস, যব, রক্তশালি এবং সতীন (বর্ত্তুল কলায়) মূর্চ্ছা রোগে সদা হিতকর। ৯। ভুজঙ্গপুষ্প (নাগকেশর), মরিচ, বেণার মূল ও কুলের আঁঠীর শাঁস, সতীন (মটর) কলায়ের কাথের সহিত পান করিবে। বিস (পদ্ম) ও মৃণাল সেবন করিবে। মধুর সহিত পিপুল ও চিনির সহিত হরীতকী পান করিবে। নাসা ও মুখ অবরুদ্ধ করিবে। অথবা নারীদুগ্ধ পান করিবে। ১০। মূর্চ্ছা প্রসক্ত হইলে [অর্থাৎ ক্রমাগত বা উপর্য্যুপরি হইতে থাকিলে] পুনঃপুনঃ শিরোবিরেক ও তীক্ষ্ণ বমন

দ্রাক্ষাসিতাদাড়িমলাজবন্তি
শীতানি নীলোৎপলপদ্মবন্তি।
পিবেৎ কষায়াণি চ গন্ধবন্তি
পিত্তজ্বরং যানি শমং নয়ন্তি॥ ১১
প্রভূতদোষস্তমসোঽতিরেকাৎ
সংমূর্চ্ছিতো নৈব বিবুধ্যতে যঃ।
সংন্যস্তসংজ্ঞো ভৃশদুশ্চিকিৎস্যো
জ্ঞেয়স্তদা বুদ্ধিমতা মনুষ্যঃ॥
যথামলোষ্টং সলিলে নিষিক্তং
সমুদ্ধরেদাশ্ববিলীনমেব।
তদ্বচ্চিকিৎসেৎ ত্বরয়া ভিষক্ তম-
বেদনং মৃত্যুবশপ্রয়াতম্॥
তীক্ষ্ণাঞ্জনাভ্যঞ্জনধূমযোগৈ-
স্তথা নখাভ্যন্তরশস্ত্রপাতৈঃ।
বাদিত্রগীতানুনয়ৈরপূর্ব্বৈ-
র্বিঘট্টনৈর্গুপ্তফলাবঘর্ষণৈঃ॥
আভিঃ ক্রিয়াভিশ্চ নলব্ধসংজ্ঞঃ
সানাহলালাশ্বসনশ্চ বর্জ্জ্যঃ।
প্রভূতসংজ্ঞং বমনানুলোম্যৈ-
স্তীক্ষ্ণৈর্বিশুদ্ধং লঘুপথ্যভুক্তম্॥
ফলত্রিকৈশ্চিত্রকনাগরাদ্যৈ-
স্তথাশ্মজাতাজ্জতুনঃ প্রয়োগৈঃ।
সশর্করৈর্মাসমুপক্রমেত
বিশেষতো জীর্ণঘৃতং স পায্যঃ॥ ১২

যথাস্বকং জ্বরযানি কষায়াণ্যুপযোজয়েৎ।
সর্ব্বমূর্চ্ছাপরীতানাং বিষজুনাং বিষাপহম্॥ ১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে মূর্চ্ছাপ্রতিষেধো
নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পানাত্যয়প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
মদ্যমুষ্ণং তথা তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মং বিশদমেব চ।
রুক্ষমাশুকরঞ্চৈব ব্যবায়ি চ বিকাশি চ॥
ঔষ্ণ্যাচ্ছীতোপচারং তৎ তৈক্ষ্ণ্যাদ্ধন্তি মনোগতিম্।
বিশত্যবয়বান্ সৌক্ষ্ম্যাদ্বৈশদ্যাৎ কফশুক্রনুৎ॥
মারুতং কোপয়েদ্রৌক্ষ্যাদাশুত্বাদাশুকর্ম্মকৃৎ।
হর্ষদঞ্চ ব্যবায়িত্বাদ্বিকাশিত্বাদ্বিসর্পতি॥ ২
তদম্লং রসতঃ প্রোক্তং লঘু রোচনদীপনম্।
কেচিল্লবণবর্জ্জ্যাংস্তু রসানত্রাদিশন্তি হি॥
স্নিগ্ধৈস্তদন্নৈর্মাংসৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ সহ সেবিতম্।
ভবেদায়ুঃপ্রকর্ষায় বলায়োপচয়ায় চ॥
কাম্যতা মনসস্তুষ্টির্ধৈর্য্যং তেজোঽতিবিক্রমঃ।
বিধিবৎ সেব্যমানে তু মদ্যে সন্নিহিতা গুণাঃ॥

দিবে। অথবা হরীতকীর কাথে সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে। অথবা আমলকীর স্বরসে ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। দ্রাক্ষা, চিনি, দাড়িম, নীলোৎপল ও পদ্মের সুগন্ধি কাথ পান করিবে। আর মূর্চ্ছাতে পিত্তজ্বরোক্ত কষায় সকল হিতকর। ১১। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি প্রভূতদোষ হইলে তমের অতিরেক বশতঃ যদি জাগরিত না হয়, তবে তাহার মূর্চ্ছাকে সন্ন্যাস বলা যায়। ইহাতে রোগী সংজ্ঞাহীন হয় এবং অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে। যেমন কাঁচা মৃৎপিণ্ড সলিলে নিষিক্ত হইলে তাহা আশু বিলয় প্রাপ্ত হইবে মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করা উচিত, সেইরূপ বেদনাজ্ঞানহীন মৃত্যুবশপ্রাপ্ত সন্ন্যাসগ্রস্ত রোগীকে ত্বরায় চিকিৎসা করা উচিত। ঐরূপ রোগীকে তীক্ষ্ণাঞ্জন, অভ্যঞ্জন ও ধূম প্রয়োগ করিবে। নখের মধ্যে তীব্র শস্ত্র ও সূচিকাপাত করিবে। বাদিত্র, গীত, শান্তিবচন, বিবিধ প্রকার চালন ও আলকুশী ঘর্ষণ করিবে। ঐ সকল উপায়ে রোগী সংজ্ঞালাভ না করিলে অথচ আনাহ, লালা ও শ্বাসযুক্ত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। রোগী সংজ্ঞালাভ করিলে তাহাকে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লঘু পথ্য দিবে। আর ত্রিফলা, চিতা, শুঁঠ এই সকলের কাথে ভাবিত শিলাজতু শর্করার সহিত এক মাস পান করিবে। আর পুরাতন ঘৃত পান করিবে। ১২। আর দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন জ্বরে যে সকল কষায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সকল কষায় সর্ব্বপ্রকার বিষজ মূর্চ্ছায় দিবে। আর কল্পস্থানোক্ত বিষনাশক যোগ সকল দিবে। ১৩

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

পানাত্যয়প্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা পানাত্যয়প্রতিষেধ [মদাত্যয়চিকিৎসা] ব্যাখ্যা করিব। ১। মদ্য উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, বিশদ, রুক্ষ, আশুকর, ব্যবায়ী ও বিকাশী। ইহা উষ্ণতাহেতু পিত্তপ্রকোপক, তীক্ষ্ণতাহেতু মনোগতির বাধক, সূক্ষ্মত্বহেতু স্রোতঃসমূহে প্রবেশকারক, বিশদত্বহেতু কফশুক্রনাশক, রুক্ষত্বহেতু বায়ুপ্রকোপক, আশুকরত্বহেতু আশুকারী এবং ব্যবায়ী বলিয়া হর্ষপ্রদ ও বিকাশী বলিয়া সর্ব্বদেহে বিসর্পণকারী। ২। মদ্য প্রধানতঃ অম্লরস, লঘু, রোচন ও দীপন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে লবণ ভিন্ন পঞ্চরসই আছে। ইহা স্নিগ্ধ অন্ন, মাংস ও ভক্ষ্যের সহিত সেবন করিলে আয়ুঃ প্রকর্ষ, বল ও পুষ্টি হয়। কমনীয়তা, মনের তুষ্টি, ধৈর্য্য, তেজ ও অতিবিক্রম এই সকল গুণ বিধিপূর্ব্বক সেব্যমান মদ্যে অবস্থিত আছে। আবার সেই মদ্যই অন্নের সহিত সেবন না করাতে বা অতিরিক্ত মাত্রায়

তদেবানন্নমজ্ঞেন সেব্যমানমমাত্রয়া।
কায়াগ্নিনা হ্যগ্নিসমং সমেত্য কুরুতে মদম্ ॥
মদেন করণানাঞ্চ ভাবান্যত্বে কৃতে সতি।
নিগূঢ়মপি ভাবং স্বং প্রকাশীকুরুতেহবশঃ ॥
ত্র্যবস্থশ্চ মদো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বো মধ্যোহথ পশ্চিমঃ।
পূর্ব্বে বীর্য্যরতিপ্রীতি-হর্ষভাষ্যাদিবর্দ্ধনম্ ॥
প্রলাপো মধ্যমে হর্ষো যুক্তাযুক্তক্রিয়াস্তথা।
বিসংজ্ঞঃ পশ্চিমে শেতে নষ্টকর্ম্মক্রিয়াগুণঃ ॥
শ্লৈষ্মিকানল্পপিত্তাংশ্চ স্নিগ্ধান্ মাত্রোপসেবিনঃ।
পানং ন বাধতেহত্যর্থং বিপরীতাংস্তু বাধতে ॥ ৩
নির্ভক্তমেকান্তত এব মদ্যং নিষেব্যমাণং মনুজেন নিত্যম্।
উৎপাদয়েৎ কষ্টতমান্ বিকারানাপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদম্ ॥
ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন।
ব্যায়ামভারাধ্বপরিক্ষতেন বেগাবরোধাভিহতেন চাপি ॥
অত্যম্লভক্ষ্যাবততোদরেণ সাজীর্ণভুক্তেন তথাহবলেন।
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং করোতি মদ্যংবিবিধান্ বিকারান্
প্যানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা।
পানবিভ্রমমুগ্রঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥ ৫
স্তম্ভাঙ্গমর্দ্দহৃদয়গ্রহতোদকম্পাঃ
পানাত্যয়েহনিলকৃতে শিরসো রুজশ্চ ॥
স্বেদপ্রলাপমুখশোষণদাহমূর্চ্ছাঃ
পিত্তাত্মকে বদনলোচনপীততা চ।
শ্লেষ্মাত্মকে বমথুশীতকফপ্রসেকাঃ
সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ ॥ ৬
উষ্মা শরীরগুরুতা বিরসাননত্বং
শ্লেষ্মাধিকত্বমরুচির্মলমূত্রসঙ্গঃ ॥ ৬
লিঙ্গং পরস্ত তু মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞা-
স্তৃষ্ণা রুজা শিরসি সন্ধিষু চাপি ভেদঃ ॥ ৭
আধ্মানমুদ্গিরণমম্লরসো বিদাহো-
হজীর্ণস্য পানজনিতস্য বদন্তি লিঙ্গম্।
জ্ঞেয়ানি তত্র ভিষজা সুবিনিশ্চিতানি
পিত্তপ্রকোপজনিতানি চ কারণানি ॥ ৮
হৃদ্গাত্রতোদবমথুজ্বরকণ্ঠধূম-
মূর্চ্ছাকফস্রবণমূর্দ্ধরুজো বিদাহঃ।
দ্বেষঃ সুরান্নবিকৃতেষু চ তেষু তেষু
তং পানবিভ্রমমুশন্ত্যখিলেন ধীরাঃ ॥ ৯
হীনোত্তরৌষ্ঠমতিশীতমমন্দদাহং
তৈলপ্রভাস্যমতিপানহতং বিজহ্যাৎ।
জিহ্বৌষ্ঠদন্তমসিতন্ত্বথবাপি নীলং
পীতে চ যস্য নয়নে রুধিরপ্রভে চ।
হিক্কাজ্বরৌ বমথুবেপথুপার্শ্বশূলাঃ
কাসভ্রমাবপি চ পানহতং ভজন্তে ॥ ১০
তেষাং নিবারণমিদং হি ময়োচ্যমানং
ব্যক্তাভিধানমখিলেন বিধিং নিবোধ ॥
মদ্যন্তু চুক্রমরিচার্দ্রকদীপ্যকুষ্ঠ-
সৌবর্চ্চলাযুতমলং পবনস্য শান্ত্যৈ।
পৃথ্বীকদীপ্যকযহৌষধহিঙ্গুভির্বা
সৌবর্চ্চলেন চ যুতং বিতরেৎ সুখায় ॥

সেবন করাতে কায়াগ্নির সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিতুল্য হয় এবং মত্ততা উৎপাদন করে। অতিরিক্ত মদ্যপান বশতঃ ইন্দ্রিয়সমূহের ভাবান্তর হওয়াতে অবশ ব্যক্তি আপনার নিগূঢ় ভাবও প্রকাশ করিয়া ফেলে। মদের (মত্ততার) তিনটী অবস্থা;—পূর্ব্ব, মধ্য ও পশ্চিম। তন্মধ্যে পূর্ব্ব মদে বীর্য্য, রতি, প্রীতি, হর্ষ ও বক্তৃতাদির বৃদ্ধি; মধ্যম মদে প্রলাপ, হর্ষ এবং যুক্ত ও অযুক্ত কার্য্য আর পশ্চিম মদে রোগীর বিসংজ্ঞতা এবং কর্ম্ম ও ক্রিয়ার গুণ নষ্ট হয়। শ্লৈষ্মিক, অল্পপিত্ত, স্নিগ্ধ ও মাত্রাসেবীদিগের মদে অপকার করে না। তদ্বিপরীত ব্যক্তিদিগের মদে অপকার হয়। ৩। মদ্য ভক্তের সহিত পান করিলে এবং অতিরিক্ত ও নিত্য পান করিলে কষ্টতম বিকার সকল উৎপাদন করে এবং শরীরকে নষ্ট করিয়া থাকে। ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকতপ্ত, বুভুক্ষিত, ব্যায়ামপীড়িত, ভারপীড়িত, ভ্রমণক্লান্ত, বেগরোধপীড়িত, অতিশয় অম্লভোজনহেতু বিকৃতোদর, অজীর্ণভুক্ত, অবল ও উষ্ণাভিতপ্ত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে বিবিধ বিকার হয়। ৪। সম্প্রতি পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রমের লক্ষণ বলিতেছি। ৫। স্তম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়পীড়ন হৃদয়তোদ, কম্প ও শিরোবেদনা বাতজ পানাত্যয়ের লক্ষণ। স্বেদ, প্রলাপ, মুখশোষ, দাহ, মূর্চ্ছা এবং বদন ও লোচনের পীততা পিত্তাত্মক পানাত্যয়ের লক্ষণ। বমন, শীত ও কফপ্রসেক শ্লেষ্মাত্মক পানাত্যয়ের লক্ষণ। সান্নিপাতিক পানাত্যয়ে সর্ব্বলক্ষণ হয়। ৬। উষ্মা, অঙ্গগৌরব, মুখের বৈরস্য, শ্লেষ্মাধিকত্ব, অরুচি, মলমূত্রসঙ্গ, তৃষ্ণা, মস্তকে বেদনা ও সন্ধিভেদ পরমদের লক্ষণ। ৭। আধ্মান, উদ্গার, অম্লরস ও বিদাহ পানাজীর্ণের লক্ষণ। আর এস্থলে পিত্ত-প্রকোপজনিত কারণসমূহও ঘটিয়া থাকে। ৮। হৃদয় ও গাত্রের তোদ, বমন, জ্বর, কণ্ঠে ধূমোত্থানবৎ অনুভব, মূর্চ্ছা, কফ-স্রাব, শিরোবেদনা, বিদাহ এবং পূর্ব্বসেবিত সুরা ও অন্নসমূহে বিদ্বেষ পানবিভ্রমের লক্ষণ। ৯। মদ্যের অতিপান বশতঃ উত্তর ওষ্ঠ স্বাভাবিক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, কখন অত্যন্ত শীত, কখন বা অত্যন্ত দাহ হয় এবং মুখ তৈলপ্রভ হয়। এরূপ অবস্থার রোগীকে বর্জ্জন করিবে। জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ, নয়নদ্বয় পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং হিক্কা, জ্বর, বমন, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রম হইলেও রোগী বর্জ্জনীয়। ১০। এক্ষণে পানাত্যয়াদির ঔষধ বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাতজ পানাত্যয়ে চুক্র, মরিচ, আর্দ্রক, যমানী, কুড় ও সৌবর্চ্চলের সহিত মদ্য পান করিবে। অথবা জীরা, যোয়ান, শুঁঠ, হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চলের সহিত মদ্য পান

আম্রাতকাম্রফলদাড়িমমাতুলুঙ্গৈঃ
কুর্য্যাচ্ছুভাম্যপি চ ষাড়বপানকানি।
সেবেত বা ফলরসোপহিতান্ রসাদী-
নানূপবর্গপিশিতান্যপি গন্ধবন্তি॥
পিত্তাত্মকে মধুরবর্গকষায়মিশ্রং
মদ্যং হিতং সমধুশর্করমিষ্টগন্ধম্।
পীত্বা চ মদ্যমপি চেক্ষুরসপ্রগাঢ়ং
নিঃশেষতঃ ক্ষণমবস্থিতমুল্লিখেচ্চ॥
লাবৈণতিত্তিরিরসাংশ্চ পিবেদনম্লান্
মৌদ্গান্ সুখার্য্য সঘৃতান্ সসিতাংশ্চ যূষান্॥ ১১
পানাত্যয়ে কফকৃতে কফমুল্লিখেচ্চ
মদ্যেন বিল্ববিতুলোদকসংযুতেন।
সেবেত তিক্তকটুকাংশ্চ রসানুদারান্
যূষাংশ্চ তিক্তকটুকোপহিতান্ হিতায়॥
পথ্যং যবান্নবিকৃতান্যপি জাঙ্গলানি
শ্লেষ্মঘ্নমন্যদপি যচ্চ নিরত্যয়ং স্যাৎ॥ ১২
কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বমথ সর্ব্বভবে বিধানং
দ্বন্দ্বোদ্ভবে দ্বয়মবেক্ষ্য যথাপ্রধানম্॥ ১৩
সামান্যমন্যদপি যৎ সুসমগ্রমগ্র্যং
বক্ষ্যামি যচ্চ মনসো মদকৃৎ সুখঞ্চ॥
ত্বঙ্নাগপুষ্পমগধৈলমধূকধন্যৈঃ
শ্রক্ষৈরজাজিমরিচৈশ্চ কৃতং সমাংশৈঃ।
পানং কপিত্থরসবারিপরূষকাঢ্যং
পানাত্যয়েষু বিধিবৎ কৃতমন্বরান্তে॥
হ্রীবেরপদ্মপরিপেলবসংপ্রযুক্তৈঃ
পুষ্পৈঃ প্রলিপ্য করবীরজলোদ্ভবৈশ্চ।
পিষ্টৈঃ সপদ্মকযুতৈরপি সারিবাদ্যৈঃ
সেকং জলেশ্চ বিতরেদমলৈঃ সুশীতৈঃ॥
ত্বক্পত্রচোচমরিচৈলভুজঙ্গপুষ্প-
শ্লেষ্মাতকপ্রসবকল্কগুড়ৈরুপেতম্।
দ্রাক্ষাযুতং হৃতমলং মদিরাময়ার্ত্তে
স্তৎ পানকং শুচি সুগন্ধি নরৈর্নিয়েব্যম্॥
পিষ্ট্বা পিবেচ্চ মধুকং কটুরোহিণীঞ্চ
দ্রাক্ষাঞ্চ মূলমসকৃৎ ত্রপুষীভবং যৎ।
কার্পাসমূলমথ নাগবলাঞ্চ তুল্যাং
পীত্বা সুখী ভবতি সাধু সুবর্চ্চলাঞ্চ॥ ১৪
কাশ্মর্য্যদারুবিড়দাড়িমপিপ্পলীষু
দ্রাক্ষান্বিতাসু কৃতমম্বুনি পানকং যৎ।
তদ্বীজপূরকরসাযুতমাশু পীতং
শান্তিং পরাং মদগদেষ্বচিরাৎ করোতি॥
দ্রাক্ষাসিতামধুকজীরকধান্যকৃষ্ণা-
স্বেবং কৃতং ত্রিবৃতয়া চ পিবেৎ তথাপি।
সৌবর্চ্চলাযুতমুদাররসং ফলাম্লং
ভার্গী শৃতেন চ জলেন হিতাবসেকঃ॥ ১৫
ইক্ষ্বাকুধামার্গববৃক্ষকাণ্ডি
কাকহ্বয়োড়ুম্বরিকাশ্চ হুম্বে।

করিবে। আমড়া, আম্রফল, দাড়িম ও মাতুলুঙ্গরসের সহিত উৎকৃষ্ট ষাড়ব ও পানক সকল পাক করিয়া সেবন করিবে। অথবা দাড়িমাদিফলরসের সহিত সিদ্ধ সুগন্ধ মাংসরসাদি ও আনূপ জন্তুর মাংসসমূহ সেবন করিবে। পিত্তাত্মক মদাত্যয়ে মধুর বর্গের কষায়ের সহিত মধুশর্করা-মিশ্রিত ইষ্টগন্ধ মদ্য পান করিবে। আর বহুল পরিমাণ ইক্ষুরসের সহিত মিশ্রিত মদ্য পান করিয়া ক্ষণকাল অবস্থানের পর নিঃশেষে বমি করিয়া ফেলিবে। পরে অনম্ল লাব, এণ বা তিত্তিরিমাংসের রস কিংবা ঘৃত ও চিনির সহিত মুদ্গযূষ পান করিবে। ১১। কফজ পানাত্যয়ে বিল্বীফল, বেতস ও জলের সহিত মদ্য পান করিয়া কফ বমন করিবে। আর তিক্ত কটু উৎকৃষ্ট মাংসরস-সমূহ এবং তিক্তকটুমিশ্রিত যূষসমূহ সেবন করিবে। কফজ মদাত্যয়ে নানাপ্রকার যবান্ন ও জাঙ্গল মাংস এবং অন্যান্য অনপকারী শ্লেষ্মঘ্ন দ্রব্য সেবন করিবে। ১২। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে সর্ব্বপ্রকার মিশ্রিত চিকিৎসা ও পানাদি করিবে। আর দ্বন্দ্বজ দ্বিদোষের মধ্যে যে দোষের আধিক্য, তদনুসারে চিকিৎসা করিবে। ১৩। অন্যান্য যে সকল দ্রব্য পানাত্যয়ে মনের সুখকর হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট যোগ বলিতেছি। দারুচিনি, নাগেশ্বর, পিপুল, ছোট এলাচ, মধূক (মৌল), ধনে অজাজী (জীরা) ও মরিচ সমান সমান ভাগ এই সকলের সহিত কপিত্থরস, জল ও পরূষকের পানা কাপড়ে ছাঁকিয়া পান করিবে। গাত্রে বালা, পদ্ম, পরিপেলব (মুতো), করবীরপুষ্প, জলজ পুষ্প এই সকলের প্রলেপ দিবে। আর প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও সারিবাদি গণের প্রলেপ দিবে এবং নির্ম্মল সুশীতল জল পরিষেক করিবে। মদাত্যয়রোগীর মল-শোধন করিয়া, তাহাকে ত্বক্পত্র (তেজপাতা), চোচ (দারুচিনি), মরিচ, এলাচ, নাগকেশর, শ্লেষ্মাতকের পুষ্প এই সকলের কল্ক ও গুড় এবং দ্রাক্ষা একত্র পিষিয়া, তৎসহকারে সুগন্ধি পানক পান করাইবে। যষ্টিমধু, কট্‌কী, দ্রাক্ষা ও ত্রপুসীমূল পেষণ করিয়া বার বার পান করিবে। অথবা কার্পাসমূল, নাগবলা ও সুবর্চ্চলা (সূর্য্যভক্তা) তুল্য পরিমাণে পেষণ করিয়া পান করিবে। ১৪। মদ-রোগে গাম্ভারীফল, দেবদারু, বিড়লবণ, দাড়িম, পিপুল ও দ্রাক্ষা পেষণ করিয়া জলের পানা করিবে। এই পানা মাতুলুঙ্গের সহিত পান করিলে আশু শান্তি হয়। এইরূপ দ্রাক্ষা, চিনি, যষ্টিমধু, জীরা, ধনে ও পিপুলের পানা ত্রিবৃতার সহিত (তেউড়ীর সহিত। টীকাকার বলেন, ত্রিজটার সহিত) পান করিবে। আর সৌবর্চ্চলযুক্ত উৎকৃষ্ট মাংসরস পান করিবে। আর শরীরে ভার্গীসিদ্ধ জল পরিষেক করিবে। ১৫। তিতলাউ, ধামার্গব, কুড়চী,

বিপাচ্য তস্যাঙ্গলিনা বমেচ্ছি
মদ্যং পিবেদহ্নি গতে স্বজীর্ণে॥ ১৬
ত্বক্‌পিপ্পলীভুজগপুষ্পবিড়ৈরুপেতং
সেবেত হিঙ্গুমরিচৈলযুতং ফলাম্লম্।
উষ্ণাম্বুসৈন্ধবযুতান্তথবা বিড়ত্বক্-
চব্যৈলহিঙ্গুমগধাফলমূলশুণ্ঠীঃ॥ ১৭
হৃদ্যৈঃ খড়ৈরপি চ ভোজনমত্র শস্তং
দ্রাক্ষাকপিত্থফলদাড়িমপানকং যৎ।
তৎ পানবিভ্রমহরং মধুশর্করাঢ্য-
মাম্রাতকোলরসপানকমেব বাপি॥
খর্জ্জুরবেত্রকরন্নীরপরূষকেষু
দ্রাক্ষাত্রিবৃৎসু চ কৃতং সসিতং হিতং বা।
শ্রীপর্ণিযুক্তমথবা তু পিবেদিমানি
যষ্ট্যাহ্বয়োৎপলহিমাম্বুবিমিশ্রিতানি॥
ক্ষীরিপ্রবালবিসজীরকনাগপুষ্প-
পত্রৈলবালুসিতশারিবপদ্মকানি।
আম্রাতভব্যকরমর্দ্দকপিত্থকোল-
বৃক্ষাম্লবেত্রফলজীরকদাড়িমানি॥
সেবেত বা মরিচজীরকনাগপুষ্প-
ত্বক্‌পত্রবিশ্বচবিকৈলযুতান্ রসাংশ্চ।
শুষ্কাম্বরক্রতহিমাংশ্চ সুগন্ধিগন্ধান্
পানোদ্ভবান্ নুদতি সপ্ত গদানশেষান্॥ ১৮

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিষয়া মৃদুপানযোগা
হৃদ্যাঃ সুখাশ্চ মনসঃ সততং নিযোজ্যাঃ।
পানাত্যয়েষু বিকটোরুনিতম্ববত্যঃ
পীনোন্নতস্তনভরানতমধ্যদেশাঃ॥
প্রৌঢ়াঃ স্ত্রিয়োঽভিনবযৌবনপীনগাত্র্যঃ
সেব্যাশ্চ পঞ্চবিষয়াতিশয়স্বভাবাঃ॥ ১৯
পিবেদ্রসং পুষ্পফলোদ্ভবং বা
সিতামধূকত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
সকৃর্ণ্য সংযোজ্য চ নাগপুষ্পৈ-
রজাজিকৃষ্ণামরিচৈশ্চ তুল্যৈঃ।
বর্ষাভুযষ্ট্যাহ্বমধূকলাক্ষা-
ত্বক্‌কর্ব্বুদারাঙ্কুরজীরকাণি।
দ্রাক্ষাঞ্চ কৃষ্ণামথ কেশরঞ্চ
ক্ষীরে সমালোড্য পিবেৎ সুখোষ্ণম্॥ ২০
ভবেচ্চ মদ্যেন তু যেন পাতিতঃ প্রকামপীতেন সুরাসবাদিনা
তদেব তস্মৈ বিধিবৎ প্রদাপয়েদ্বিপর্য্যয়ে ভ্রংশমসৌ চ গচ্ছতি
যথা নরেন্দ্রোপহতস্য কস্যচিদ্ভবেৎ প্রসাদস্তত এব নান্যতঃ॥ ২১
বিচ্ছিন্নমদ্যঃ সহসা যোঽতি মদ্যং নিষেবতে।
তস্য পানাত্যয়োদ্দিষ্টা বিকারাঃ সম্ভবন্তি হি॥
মদ্যস্যাগ্নেয়বায়ব্যৌ গুণাবম্বুবহানি চ।
স্রোতাংসি শোষয়েয়াতাং তেন তৃষ্ণা প্রজায়তে॥

কাকজঙ্ঘা ও উডুম্বর দুগ্ধে পাক করিয়া, পানপূর্ব্বক বমন করিয়া ফেলিবে এবং অজীর্ণ গত হইলে দিবসেই মদ্য পান করিবে। ১৬। দারুচিনি, পিপুল, নাগকেশর, বিট্‌লবণ, হিঙ্গু, মরিচ ও এলার সহিত এবং দাড়িমাদি অম্লরসের সহিত মিশ্রিত মদ্য পান করিবে। অথবা উষ্ণজল ও সৈন্ধবের সহিত বিট্‌লবণ, চই, এলা, হিঙ্গু, পিপুল ও পিপুলমূল এবং শুণ্ঠী পান করিবে। ১৭। পানরোগে হৃদ্য খড়যূষসমূহ সেবন করিবে। আর দ্রাক্ষা, কপিত্থফল দাড়িমের পানা পানবিভ্রমনাশক। আর মধুশর্করাযুক্ত আমড়া ও কুলের রসের পানা পানবিভ্রমনাশক। খর্জ্জুর, বেত্রফল, করীরফল, পরূষক, দ্রাক্ষা ও তেউড়ীর পানা চিনির সহিত হিতকর। অথবা এই পানা গাম্ভারীফলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। অথবা এই সকল দ্রব্য যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও হিম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। বটাদি গণের কোমল পল্লব, বিস (মৃণাল), জীরা, নাগকেশর, তেজপাতা, এলবালুক, সিতসারিবা ও পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ) অথবা আমড়া, ভব্য (চালিতা), করমর্দ্দ, কপিত্থ, কোল, বৃক্ষাম্ল (তেঁতুল), বেত্রফল, জীরক ও দাড়িম এই সকল যষ্টিমধু উৎপল ও হিম জলের সহিত পান করিবে। অথবা মরিচ, জীরা, নাগকেশর, দারুচিনি, তেজপাতা, শুঁঠ, চই ও এলার সহিত সুগন্ধীকৃত মাংসরসসমূহ সুক্ষ্মবস্ত্রে ছাঁকিয়া ও শীতল করিয়া পান করিবে। এই সকল ঔষধে চারি প্রকার মদাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম এই সাতটী রোগ নষ্ট হয়। ১৮। পানজ রোগে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য হৃদ্য মনের সুখকর বিষয়সমূহ মৃদু মদ্য সহকারে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়। আর পীনোরু, পীননিতম্বা, পীনোন্নতস্তন-ভরা, নতমধ্যদেশা, প্রৌঢ়া, অভিনবযৌবনা, পীনগাত্রী এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিষয়-পরায়ণা স্ত্রী সকল সেবনীয়া। ১৯। অথবা (পুষ্পফলরস) কুষ্মাণ্ডরস চিনি, যষ্টিমধু ও ত্রিজাতকের সহিত পান করিবে। অথবা ঐ সকল দ্রব্য তুল্যাংশ নাগকেশর, অজমোদা, পিপুল ও মরিচচূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। শ্বেত পুনর্নবা, যষ্টিমধু, মৌলফুল, লাক্ষা, দারুচিনি, কর্ব্বুদারের কোমল পল্লব, জীরক, দ্রাক্ষা, পিপুল ও নাগকেশর দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া সুখোষ্ণ অবস্থায় পান করিবে। ২০। যে ব্যক্তি সুরা বা আসবাদির মধ্যে কোন মদ্য অতিশয় পান করাতে পানজ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাই তাহাকে বিধিবৎ পান করাইবে। নতুবা তাহার রোগবৃদ্ধি হইবে। যেমন রাজপীড়নে পীড়িত ব্যক্তির রাজা ভিন্ন অন্য হইতে উদ্ধার হইতে পারে না, তেমনই পানজ রোগে পীড়িত ব্যক্তির পান ভিন্ন অন্য ঔষধে প্রসাদ হইতে পারে না। ২১। মদ্যপরিত্যাগের পর সহসা অধিক মদ্য পান করিলে, পানাত্যয়োক্ত রোগসমূহ উৎপন্ন হয়। মদ্যের আগ্নেয় ও বায়ব্য গুণ জলবহ স্রোতঃসমূহকে শোষণ করে বলিয়া

পাটলোৎপলকন্দেষু মুদ্গপর্ণ্যা চ সাধিতম্।
পিবেন্মাগধিকামিশ্রং তত্রাম্ভো হিমশীতলম্।
সর্পিস্তৈলবসামজ্জ-দধিভৃঙ্গরসৈর্যুতম্॥
ক্বাথেন বিল্বযবয়োঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ পেষিতৈঃ।
পক্বমভ্যঞ্জনে শ্রেষ্ঠং সেকে ক্বাথঃ সুশীতলঃ॥
রসবন্তি চ ভোজ্যানি যথাস্বমবচারয়েৎ।
পানকানি সুশীতানি হৃদ্যানি সুরভীণি চ॥ ২২
ত্বচং প্রাপ্তস্তু পানোষ্মা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ।
দাহং প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবৎ তত্র ভেষজম্॥ ২৩

শীতং বিধানমত ঊর্দ্ধমহং প্রবক্ষ্যে
দাহপ্রশান্তিকরমৃদ্ধিমতাং নরাণাম্।
তত্রাদিতো মলয়জেন হিতঃ প্রদেহ-
শ্চন্দ্রাংশুহারতুহিনোদকশীতলেন॥
শীতাম্বুশীতলতরৈশ্চ শয়ানমেবং
হারৈর্মৃণালবলয়ৈর্বলাঃ স্পৃশেয়ুঃ।
ভিন্নোৎপলোজ্জ্বলহিমে শয়নে শয়ীত
পত্রেষু বা সজলবিন্দুষু পদ্মিনীনাম্॥
আসাদয়ন্ পবনমাহৃতমিষ্টগন্ধ-
কহ্লারপদ্মদলশৈবলসঞ্চয়েভ্যঃ।
শীতৈর্বনান্তপবনৈঃ পরিমৃশ্যমানঃ
প্রীতশ্চরেদ্ভবনকাননদীর্ঘিকাসু॥
দাহাভিভূতমথবা পরিষেচয়েৎ তু
শীতৈরুশীরজলচন্দনবারিভিস্তম্॥

হিস্রাবিতাং হৃতমলাং নববারিপূর্ণাং
পদ্মোৎপলোজ্জ্বলজলামধিবাসিতাঞ্চ।
বাপীং ভজেত হরিচন্দনভূষিতাঙ্গঃ
কান্তাকরস্পর্শনকর্কশরোমকূপঃ॥
তত্রৈনমম্বুরুহপত্রসমৈঃ স্পৃশন্ত্যঃ
শীতৈঃ করোরুবদনৈঃ কঠিনৈঃ স্তনৈশ্চ।
তোয়াবগাহকুশলা মধুরস্বভাবাঃ
সংহর্ষয়েয়ুরবলা মধুরৈঃ প্রলাপৈঃ॥
ধারাগৃহে প্রগলিতোদকদুর্দ্দিনাভে
ক্লান্তঃ শয়ীত সলিলানিলশীতকুক্ষৌ।
গন্ধোদকৈঃ সকুসুমৈরুপসিক্তভূমৌ
পত্রাম্বুচন্দনরসৈরুপলিপ্তকুড্যে॥
মাংসীতমালঘনকুঙ্কুমপদ্মপত্র-
জাত্যুৎপলপ্রিয়ককেশরপুণ্ডরীকে।
পুন্নাগনাগকরবীরকৃতোপকারে
তস্মিন্ গৃহে কমলরেণুরুণে শয়ীত॥
যত্রাহতানিলবিকম্পিতপুষ্পদাম্নি
হেমন্তবিন্ধ্যহিমবন্মলয়াচলানাম্।
শীতাস্তসাং সকদলীহরিতক্রমাণা-
মুত্তিষ্ঠনীলনলিনাম্বুরুহাকরাণাম্॥
চন্দ্রোদয়স্য চ কথাঃ শৃণুয়ান্মনোজ্ঞাঃ॥

তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে পারুল, উৎপলকন্দ ও মুদ্গপর্ণীর সহিত সিদ্ধ জল পিপুলের সহিত মিশ্রিত ও হিমযোগে শীতল করিয়া পান করিবে। সর্পিঃ, তৈল, বসা ও মজ্জা প্রত্যেকে একগুণ, দধি, ভৃঙ্গরাজরস ও বিল্বযবের ক্বাথ প্রত্যেকে চতুর্গুণ এবং সর্ব্বগন্ধের কল্ক প্রত্যেকে স্নেহের চতুর্থ ভাগ একত্র পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। পরিষেকে সুশীতল ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। সুশীতল হৃদ্য ও সুরভি পানক সকল পান করিবে। ২২। পানোষ্মা ত্বক্‌প্রাপ্ত ও পিত্তরক্ত সংযোগে কুপিত হওয়াতে ঘোর দাহ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পিত্তের ন্যায় ঔষধ। ২৩। অতঃপর ধনবান্ মদাত্যয়রোগীদিগের দাহশান্তিকর শীতল ক্রিয়া সকল বর্ণনা করিতেছি। এরূপ স্থলে প্রথমেই চন্দ্রকর, হার ও হিম জলের সংসর্গসংস্কৃত চন্দনের প্রলেপ হিতকর। আর রোগী শয়ান হইলে যেন তাহাকে প্রমদারা শীতজলবৎ সুশীতল হারসমূহ ও মৃণালসমূহ যোগে স্পর্শ করে। অথবা ধনবান্ মদাত্যয়ী প্রফুল্লোৎপলশোভিত শীতল শয়নে বা জলবিন্দুসমূহসংযুক্ত পদ্মিনীপত্রসমূহে শয়ন করিবে। অথবা গৃহোপবনে দীর্ঘিকাতীরে শীতল উদ্যান পবনের সংস্পর্শে প্রীতিলাভ করিতে করিতে সুগন্ধি কহ্লার, পদ্মদল ও শৈবাল-সমূহ হইতে সমুত্থিত পবন সেবন করিতে থাকিবে। অথবা সে দাহাভিভূত হইলে তাহাকে শীতল উশীরজল ও চন্দনবারিসহকারে পরিষেচন করিবে। অথবা শ্বেত-চন্দনভূষিতাঙ্গ ও কান্তাকরস্পর্শ-হর্ষিতলোমকূপ হইয়া বিস্রাবিতা (যাহার পুরাণ জল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে), নির্ম্মলা, নববারিপূর্ণা, পদ্মোৎপলোজ্জ্বলা ও অধিবাসিতা (সুগন্ধিভূতা) বাপী ভজনা করিবে। তথায় তাহাকে জলকেলিকুশলা মধুরস্বভাবা প্রমদারা পদ্মপত্র-সুকোমল শীতল কর, উরু ও বদন এবং কঠিন স্তনসমূহসহকারে স্পর্শ করিবে। ধারাগৃহে জলধারা এরূপে গলিত হইতে থাকিবে যেন দুর্দ্দিন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেন ঐ গৃহের মধ্যস্থল সলিল ও অনিলসংযোগে সুশীতল হয়। যেন উহার ভূমি কুসুমসুগন্ধি জলসমূহে পরিষিক্ত হয় এবং ভিত্তিসমূহ পত্র (তেজপাতা), বালা ও চন্দনের ক্বাথে উপলিপ্ত হয়। যেন সেই গৃহের অভ্যন্তরে জটামাংসী, তমাল (তেজপাতা), মুস্তক, কুঙ্কুম, পদ্মপত্র, জাতীপুষ্প, উৎপল, প্রিয়কপুষ্প (অসনপুষ্প), বকুলপুষ্প, শ্বেতপদ্ম, পুন্নাগ ও রক্ত করবীর এই সকলের সন্নিবেশ থাকে। যেন গৃহাভ্যন্তর কমলরেণুসহকারে অরুণীকৃত হয়। যেন সেই গৃহের অভ্যন্তরে পুষ্পদাম সকল ব্যজনাহত অনিলে বিকম্পিত হইতে থাকে। এইরূপ ধারাগৃহে সেই রোগী শয়ন করিলে তাহাকে তাহার গ্লান দীন মনের উৎসাহার্থ শীতবস্তোরুজঘনা ঘনচন্দনদিগ্ধা চন্দনার্দ্রবসনা প্রমদারা শীতল জলাশয়সমূহযুক্ত কদলী-হরিতক্রমশোভিত প্রফুল্ল-

প্রাসং সুদীনমনসং মনসোঽনুকূলাঃ
পীনস্তনোরুজঘনা ঘনসারদিগ্ধাঃ।
তা এবমার্দ্রবসনাঃ সহ সংবিশেয়ুঃ
শ্লিষ্টাবলাঃ শিথিলমেখলহারযষ্ট্যঃ॥
হর্ষয়েয়ুঃ পুনর্নার্য্যঃ স্বগুণৈ রহসি স্থিতাঃ।
তাঃ শৈত্যাচ্ছময়েয়ুশ্চ পিত্তপানাত্যয়ং স্ত্রিয়ঃ॥
রক্তপিত্ততৃষাদাহেম্বয়মেব বিধিঃ স্মৃতঃ।
সামান্যতো বিশেষন্তু শৃণু দাহেম্বশেষতঃ॥ ২৪
কৃৎস্নদেহানুগং রক্তমুদ্রিক্তং দহতি হ্যতি।
সংচূষ্যতে দহ্যতে চ তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ॥
লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে।
তং বিলঙ্ঘ্য বিধানেন সংসৃষ্টাহারমাচরেৎ॥
অপ্রশাম্যতি দাহে চ রসৈস্তৃপ্তস্য জাঙ্গলৈঃ।
শাখাশ্রয়া যথান্যায়ং রোহিণীর্ব্যধয়েচ্ছিরাঃ॥
পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাৎ স চাপ্যস্য বিধির্হিতঃ॥ ২৫
তৃষ্ণানিরোধাদব্ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃ সমুত্থিতম্।
স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহং দহেদ্বৈ মন্দচেতসঃ॥
সংশুষ্কগলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিষ্কৃষ্য বেপতে।
তত্রোপশময়েৎ তেজস্তদ্ধাতুঞ্চ বিবর্দ্ধয়েৎ॥
পায়য়েৎ কামমম্ভশ্চ শর্করাঢ্যং পয়োঽপিবা।
শীতমিক্ষুরসং মন্থং বিতরেচ্ছেরিতং বিধিম্॥ ২৬
অসৃজা পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোঽন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ।
বিধিঃ সদ্যোব্রণীয়োক্তস্তস্য লক্ষণমেব চ॥ ২৭
ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছাতৃষান্বিতঃ।
ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ ভৃশপীড়িতঃ।
রক্তপিত্তবিধিস্তস্য হিতঃ স্নিগ্ধোঽনিলাপহঃ॥ ২৮
ক্ষতেজেনাশ্নতশ্চান্তঃ শোচতো বাপ্যনেকধা।
তেনান্তর্দহ্যতেঽত্যর্থং তৃষ্ণামূর্চ্ছাপ্রলাপবান্॥
তমিষ্টবিষয়োপেতং সুহৃদ্ভিরপি সংবৃতম্।
ক্ষীরমাংসরসাহারং বিধিনোক্তেন সাধয়েৎ॥ ২৯
মর্ম্মাভিঘাতজোঽপ্যস্তি সোঽসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ।
সর্ব্ব এব চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ শীতগাত্রেষু দেহিষু॥ ৩০
এবংবিধো ভবেদ্‌যস্তু মদিরাময়পীড়িতঃ।
প্রশান্তোপদ্রবশ্চাপি শোধনং প্রাপ্তমাচরেৎ॥ ৩১
সজীরকাণ্যার্দ্রকশৃঙ্গবের-
সৌবর্চ্চলান্যর্দ্ধজলপ্লুতানি।
মদ্যানি হৃদ্যান্যথ গন্ধবন্তি
পীতানি সদ্যঃ শময়ন্তি তৃষ্ণাম্॥ ৩২

নীল-নলিন-কমল সরোবরসমূহ, ভূষিত হেমন্তকালীন বিন্ধ্য হিমালয় ও মলয়পর্ব্বতের মনোনুকূল কথা সকল শ্রবণ করাইবে এবং সুশীতল চন্দ্রোদয়ের মনোজ্ঞ কথা সকল শ্রবণ করাইতে করাইতে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শিথিলমেখলা ও শিথিলহারা হইয়া তাহার সহিত বিশ্রাম করিবে। আর নারীরা নিজ নিজ গুণেই নির্জ্জনাবাসে উহাকে হর্ষিত করিতে পারে। সেই স্ত্রীরাই আপনাদের শৈত্যগুণ দ্বারা উহার পৈত্তিক পানাত্যয় শান্ত করিবে। রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণার দাহেও সাধারণতঃ এইরূপ বিধি। এক্ষণে বিশেষ বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর ২৪

দাহচিকিৎসা।

প্রবৃদ্ধ রক্ত সমস্ত দেহের অনুসরণ করিয়া অতিশয় দাহ উৎপাদন করে। তাহাতে অতিশয় চোষ ও দাহ হইতে থাকে। বর্ণ ও লোচন তাম্র হয়। অঙ্গ বদনে রক্তগন্ধ নির্গত হইতে থাকে। যেন দেহে আগুন ছড়াইয়া দেয়। এরূপ রোগীকে বিধিপূর্ব্বক লঙ্ঘন করাইয়া পেয়াদি ক্রম পালন করাইবে। তাহাতেও দাহ প্রশান্ত না হইলে উহাকে জাঙ্গলরসে তৃপ্ত করিয়া বাহু ও জঙ্ঘার লোহিত শিরা সকল যথান্যায় বিদ্ধ করিবে। দাহ ও পিত্তের সমতাহেতু দাহের চিকিৎসা পিত্তজ্বরের ন্যায়। ২৫। হীনবুদ্ধি ব্যক্তির তৃষ্ণারোধহেতু শরীরের জলধাতু ক্ষীণ হওয়াতে উষ্মা উত্থিত হইয়া দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তর দগ্ধ করিতে থাকে। তাহাতে গল, তালু ও ওষ্ঠ অতিশয় শুষ্ক হয়, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে এবং রোগী কাঁপিতে থাকে। এরূপ স্থলে উষ্মার উপশম করিতে হয় এবং জলধাতুর বৃদ্ধি করিতে হয়। রোগীকে যথেষ্ট জল বা শর্করাযুক্ত দুগ্ধ পান করাইতে হয়। শীতল ইক্ষুরস ও মন্থ প্রদান করিতে হয় এবং পূর্ব্বোক্ত পিত্তনাশক বিধি সকল প্রয়োগ করিতে হয়। ২৬। আর একপ্রকার সুদুস্তর দাহ আছে, তাহা কোষ্ঠের মধ্যে রক্তসঞ্চয় হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সদ্যোব্রণীয়োক্ত বিধি হিতকর। আর ঐরূপ দাহের লক্ষণও ঐ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। ২৭। ধাতুক্ষয়হেতুও দাহ হয়। [যেমন বিসূচিকায় বা যক্ষ্মায়]। তাহাতে মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে। রোগী ক্ষামস্বর ক্রিয়াহীন ও অতিপীড়িত হইয়া অবসন্ন হয়। এরূপ স্থলে স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক চিকিৎসা হিতকর। ২৮। রক্তপানহেতু একপ্রকার দাহ হয়। শোকাধিক্যহেতু আর একপ্রকার দাহ হয়, তাহাতে অতিশয় অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও প্রলাপ হয়। এরূপ স্থলে শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে ইষ্ট বিষয়সমূহ প্রদান করিতে ও সুহৃদ্‌গণে বেষ্টন করিয়া থাকিতে হয় আর পূর্ব্বোক্ত বিধানে দুগ্ধ ও মাংসরস আহার দিতে হয়। ২৯। মর্ম্মস্থান অভিহত হইলে সপ্তম প্রকার দাহ হইয়া থাকে। তাহা অসাধ্য। আর মর্ম্মাহত ব্যক্তির শরীর শীতল হইবার পর যে সমস্ত দাহ হয়, তাহাও অসাধ্য। ৩০। মদাত্যয়রোগে দাহ থাকিলে অথচ তৃষ্ণাদি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলেও বমনাদি শোধন আবশ্যক। ৩১। জীরক, আর্দ্রক, শুঁঠ, সৌবর্চ্চল এই সকলের চূর্ণ এবং অর্দ্ধভাগ জলের সহিত হৃদ্য ও সুগন্ধ মদ্যপান করিলে মদাত্যয়ের তৃষ্ণা সদ্যঃ নিবৃত্ত হয়। ৩২। জলার্দ্রগাত্র, চন্দনভূষিতাঙ্গ ও মাল্যধারী হইয়া

জলপ্লুত শ্চন্দনভূষিতাঙ্গঃ
স্রগ্বী সভক্তাং পিশিতোপদংশাম্।
পিবেৎ সুরাং নৈব লভেত রোগান্
মনোমতিঘ্নঞ্চ মদং ন যাতি ॥ ৩৩

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে পানাত্যয়প্রতিষেধো
নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্তৃষ্ণাপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
সততং যঃ পিবেদ্বারি ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি।
পুনঃ কাঙ্ক্ষতি তোয়ঞ্চ তং তৃষ্ণার্দ্দিতমাদিশেৎ ॥ ২
সংক্ষোভশোকশ্রমমদ্যপানাক্রক্ষাম্লশুষ্কোষ্ণকটূপযোগাৎ।
ধাতুক্ষয়াল্লঙ্ঘনসূর্য্যতাপাৎ পিত্তঞ্চ বাতশ্চ ভৃশং প্রবৃদ্ধৌ ॥
স্রোতাংসি সংদূষয়তঃ সমেতৌ যান্যম্বুবাহীনি শরীরিণাং হি।
স্রোতঃস্বপাংবাহিষু দূষিতেষু জায়েত তৃষ্ণা প্রবলা ততস্তু ॥ ৩
তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী ক্ষয়াৎ তথান্যামসমুদ্ভবা চ।
ভাৎসপ্তমী ভক্তনিমিত্তজাতু লিঙ্গানি তাসাংশৃণু চৌষধানি॥৪
তাল্বোষ্ঠকণ্ঠাস্যবিশোষদাহাঃ সন্তাপমোহভ্রমবিপ্রলাপাঃ।

পূর্ব্বাণি রূপাণি ভবন্তি তাসামুৎপত্তিকালেষু বিশেষতোহি ॥৫
শুষ্কাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং তোদস্তথা শঙ্খশিরোগলেষু।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি ॥
মূর্চ্ছা প্রলাপারুচিবক্ত্রশোষাঃ পীতেক্ষণত্বং প্রততশ্চ দাহঃ।
শীতাভিকাঙ্ক্ষা মুখতিক্ততা চ পিত্তাত্মিকায়াং পরিধূমনঞ্চ ॥
বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ তৃষ্ণা বলাসেন ভবেত্তু তত্র।
নিদ্রা গুরুত্বং মধুরাস্যতা চ তৃষ্ণার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রম্ ॥
শীতজ্বরচ্ছর্দ্দিররোচকশ্চ কফাত্মিকায়াং ত্বচি পাক এব।
এতানি রূপাণি ভবন্তিযস্মাৎ তয়ার্দ্দিতঃ কাঙ্ক্ষতি নাতিচাম্বুঃ॥৬
ক্ষতস্য রুক্‌শোণিতনির্গমাভ্যাং তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু।
তয়াভিভূতস্য নিশাদিনানি গচ্ছন্তি দুঃখংপিবতোঽপিতোয়ম্॥৭
রসক্ষয়াদ্‌যা ক্ষয়সম্ভবা সা তয়াভিভূতস্য নিশাদিনেষু।
পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখং ন যাতিতাংসন্নিপাতাদিতিকেচিদাহুঃ
রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি তস্যামশেষেণ ভিষগ্ব্যবস্যেৎ॥ ৮
ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবা চ হৃচ্ছুলনিষ্ঠীবনসাদযুক্তা ॥ ৯
স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষাং করোতি॥১০
ক্ষীণং বিচিত্তং বধিরং তৃষার্ত্তং বিবর্জ্জয়েন্নির্গতজিহ্বমাশু ॥১১

ভাত ও মাংসযুক্ত চাটনীর সহিত সুরা সেবন করিলে রোগ হইতে পায় না। আর মনোমতিঘাতী মদাত্যয় রোগ জন্মিতে পারে না। ৩৩

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

তৃষ্ণাপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা তৃষ্ণাপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। যে ব্যক্তি সতত বারিপান করে অথচ তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় না এবং পুনশ্চ জল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে তৃষ্ণার্দ্দিত কহে। ২। সংক্ষোভ (রথাদির ঝাঁকরাণি বা অতি ভ্রমণ), শোক, শ্রম, মদ্যপান, রুক্ষ, অম্ল এবং শুষ্ক উষ্ণ ও কটু দ্রব্যের উপযোগ, ধাতুক্ষয়, লঙ্ঘন ও সূর্য্যতাপ এই সকল কারণে পিত্ত ও বায়ু অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জলবহ স্রোতঃসমূহকে দূষিত করে। জলবহ স্রোত সকল দূষিত হওয়াতে প্রবল তৃষ্ণা জন্মে।৩। তৃষ্ণা তিন প্রকার;— বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। চতুর্থ প্রকার ক্ষতজ। পঞ্চম প্রকার ধাতুক্ষয়জ। ষষ্ঠ প্রকার আমজ এবং সপ্তম প্রকার ভক্তনিমিত্তজ। ইহাদের লক্ষণ ও ঔষধ সকল শ্রবণ কর।৪। তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও আস্যের শোষ ও দাহ, সন্তাপ, মোহ, ভ্রম এবং প্রলাপ এই সকল পূর্ব্বরূপ। বিশেষতঃ তৃষ্ণার উৎপত্তি-কালে এই সকল লক্ষণ হয়। ৫। বাতজ তৃষ্ণায় মুখশোষ, শঙ্খদেশ মস্তক ও গলে তোদ, স্রোতোরোধ (কর্ণস্রোতের রোধ), মুখের বিরসতা (বিরুদ্ধরস্যতা) এবং ঠাণ্ডা জলে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অরুচি, মুখশোষ, পীত-নেত্রতা, সতত দাহ, শীতাকাঙ্ক্ষা, মুখের তিক্ততা ও পরিধূমন (ধূমোদ্গমনের ন্যায় অনুভব) পিত্তজ তৃষ্ণার লক্ষণ। বাষ্পের অবরোধহেতু অগ্নি কফাবৃত হওয়াতে কফকৃত তৃষ্ণা হয়। তাহাতে নিদ্রা, শরীরের গুরুতা ও মধুরাস্যতা হয় আর রোগী অতিশয় শুষ্ক হইয়া থাকে। যদি কফাত্মক তৃষ্ণায় শীত, জ্বর, বমি, অরুচি এবং 'ত্বক্‌পাক' এই কয়েকটী লক্ষণ হয়, তবে রোগী জল ইচ্ছা করে না। ৬। ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তির বেদনা ও রক্তনির্গমহেতু চতুর্থ প্রকার তৃষ্ণা হয়। উহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কহে। এই তৃষ্ণায় অভিভূত হইলে রাত্রিদিন কষ্টে যায় এবং রোগী অতিশয় জল পান করে। ৭। রসক্ষয় হইতে যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকেই ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। তাহাতে অভিভূত হইলে বার বার জল পান করিতে হয় এবং সুখ হয় না। ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণাও কহেন। রসক্ষয় হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সকল লক্ষণ এই তৃষ্ণাতে সমস্তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮। ত্রিদোষলক্ষণ আম হইতে এক প্রকার তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তাহাতে হৃচ্ছুল, নিষ্ঠীবন ও অবসাদ হয়। ৯। স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ ও গুরু অন্ন অধিক সেবন করিলে আশু তৃষ্ণা হয়। [ইহাকেই অন্নজ তৃষ্ণা কহে]। ১০। তৃষ্ণাতুর রোগী ক্ষীণ, বিকৃত-চিত্ত, বধির ও নির্গতজিহ্ব হইলে আশু পরিত্যাজ্য হয়। ১১

তৃষ্ণাভিবৃদ্ধাবুদরে চ পূর্ণে তং বাময়েন্মাগধিকোদকেন।
বিলেপনঞ্চাত্র হিতং বদন্তি স্বাদ্বাড়িমাম্রাতকমাতুলুঙ্গৈঃ ॥১২

তৃষ্ণা প্রয়োগৈরিহ সা নিবার্য্যা*
শীতৈশ্চ সম্যগ্রসবীর্য্যজাতৈঃ ॥ ১৩
গণ্ডূষমম্লৈর্বিরসে চ বক্ত্রে
কুর্য্যাচ্ছুভৈরামলকস্য চূর্ণৈঃ ॥ ১৪
সুবর্ণরূপ্যাদিভিরগ্নিতপ্তৈ-
র্লোষ্টৈঃ কৃতং বা সিকতোপলৈর্বা।
জলং সুখোষ্ণং শময়েৎ তু তৃষ্ণাং
সশর্করং ক্ষৌদ্রযুতং হিমং বা ॥ ১৫
পঞ্চাঙ্গিকাঃ পঞ্চগণা য উক্তা-
স্তেষ্বম্বু সিদ্ধং প্রথমে গণে বা।
পিবেৎ সুখোষ্ণং মনুজোঽনিলস্য
তৃষো বিমুচ্যেত হি বাতজায়াঃ॥
পিত্তঘ্নবর্গেণ কৃতঃ কষায়ঃ
সশর্করঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ সুশীতঃ।
পীতস্তৃষাং পিত্তকৃতাং নিহন্তি
ক্ষীরং শৃতং বাপ্যথ জীবনীয়ৈঃ॥
বিল্বাঢ়কীকণ্টকপঞ্চমূলী-
দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি।
হিতং ভবেচ্ছর্দনমেব চাত্র
তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন ॥ ১৬
সর্ব্বাসু তৃষ্ণাস্বথবাপি পৈত্তং
কুর্য্যাদ্বিধিং তেন বিনা ন শান্তিঃ।
পর্য্যাগতোডুম্বরজো রসস্তু
সশর্করস্তৎক্বথিতোদকং বা।
বর্গস্য সিদ্ধস্য চ সারিবাদেঃ
পাতব্যমন্তঃ শিশিরং তৃষার্ত্তৈঃ ॥ ১৭
কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মমোচ-
বিসেষু সিদ্ধং ক্ষতজাং নিহন্তি।
নীলোৎপলোশীরকুচন্দনানি
দত্ত্বা প্রবাতে নিশি বাসয়েৎ তু॥
তদুত্তমং তোয়মুদারগন্ধি
সিতাযুতং ক্ষৌদ্রযুতং তথৈব।
দ্রাক্ষাপ্রগাঢ়ঞ্চ হিতায় বৈদ্যঃ
তৃষার্দ্দিতেভ্যো বিতরেন্নরেভ্যঃ॥
সসারিবাদৌ তৃণপঞ্চমূলে
তথোৎপলাদৌ মধুরে গণে চ।
কুর্য্যাৎ কষায়ঞ্চ যথৈব যুক্তং
মধূকপুষ্পাদিষু বাপরেষু॥
রাজাদনক্ষীরিকপীতনেষু
ষট্পানকান্যত্র হিতানি চ স্যুঃ।

তৃষ্ণার বৃদ্ধি অথচ উদর পূর্ণ থাকিলে রোগীকে পিপুলের কাথ [বা পিপুলমিশ্রিত জল] পান করাইয়া বমন করাইবে [পিপুলের কাথ আকণ্ঠ পান করিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করিয়া ফেলিবে। ক্ষতজ তৃষ্ণা ভিন্ন সর্ব্ব তৃষ্ণাতেই বমন করান ভাল]। আর রোগীর মস্তকে দাড়িম, আম্রাতক ও মাতুলুঙ্গ লেপন করা ভাল। ১২। বাতপিত্তকফজ তিন প্রকার তৃষ্ণাই বক্ষ্যমাণ প্রয়োগসমূহ দ্বারা নিবারণ করিবে। আর এ সকল স্থলে সম্পূর্ণ রসবীর্য্য শীতল প্রয়োগ সকলও আচরণ করিবে [সর্ব্ববিধ তৃষ্ণাতেই পিত্তের অনুবন্ধ থাকে বলিয়া শীতসংযোগ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয় না]। ১৩। তৃষ্ণায় মুখ বিরস হইলে মাতুলুঙ্গাদি উৎকৃষ্ট অম্ল দ্রব্যসমূহ ও আমলকচূর্ণ সহকারে গণ্ডূষ করিবে। ১৪। স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু বা লোষ্ট্রসমূহ বা সিকতা বা উপলসমূহ অগ্নিতপ্ত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। সেই জল সুখোষ্ণ অবস্থায় পান করিলে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ১৫। সূত্রস্থানের অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে যে পঞ্চ প্রকার পঞ্চমূল উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গণ বা বিদারীগন্ধাদি গণের সহিত সিদ্ধ জল সুখোষ্ণ অবস্থায় অল্প অল্প করিয়া পান করিলে বাতজ তৃষ্ণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পিত্তঘ্ন বর্গের সহিত সিদ্ধ জল শর্করা ও মধুর সহিত শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তকৃত তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় অথবা জীবনীয়সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলেও তৃষ্ণা মুক্ত হইয়া থাকে। বিল্ব, অড়হর ('বেলছাল ও অড়হরের মূল'), কণ্টক পঞ্চমূল ও দর্ভমূলের সহিত সিদ্ধ জল কফজ তৃষ্ণা নিবারণ করে [কার্ত্তিক কুণ্ড বলেন যে, সর্ব্ব তৃষ্ণাতেই পিত্তের অনুবন্ধ থাকে, অথচ কণ্টক পঞ্চমূল পিত্তকারক, সুতরাং প্রয়োগযোগ্য নহে]। কফজ তৃষ্ণায় [যেমন এসিয়াটিক কলেরার তৃষ্ণায়] নিম্বপল্লবসিদ্ধ জল দ্বারা বমন করান ভাল। অথবা সকল প্রকার তৃষ্ণাতেই পৈত্তিক বিধি [মধুরশীতলবিধি] আচরণীয়। তাহা বিনা তৃষ্ণার শান্তি হয় না। সকল প্রকার তৃষ্ণাতেই পক্ব উডুম্বরের রস বা কাথ শর্করার সহিত পান করিবে। তৃষ্ণার্ত্তেরা সারিবাদির শীতল কাথ পান করিবে। ১৭। কশেরু, পাণিফল, পদ্ম, মোচ (কদলীপুষ্প) ও পদ্মমূলের সহিত সিদ্ধ জল ক্ষতজ তৃষ্ণা নাশ করে। নীলোৎপল, বেণার মূল ও রক্তচন্দন ক্ষুণ্ণ করিয়া রাত্রিকালে প্রবাতে [বায়ুপ্রবাহযুক্ত স্থানে] জলে স্থাপন করিবে; এই উদারগন্ধি জল চিনি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্ষতজ তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। আবার ঐ সকল জল দ্রাক্ষার সহিত গাঢ়-মিশ্রিত করিয়া পান করিতে হয়। সেইরূপ সারিবাদি, তৃণপঞ্চমূল, উৎপলাদি বা মধুর গণ রাত্রিকালে প্রবাতে জলে স্থাপন করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে ক্ষতজ তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। মধূক (মৌলফুল), শৌভাঞ্জন, কোবিদার ও প্রিয়ঙ্গুপুষ্প [কোন কোন মতে মধূকপুষ্প, দ্রাক্ষা, কাশ্মর্য্য ও খর্জ্জুর], রাজাদন

* 'ত্রিভঃ প্রয়োগৈরিহ সন্নিবার্য্যাঃ' ইতি টীকাকারঃ পঠিত।

সতুণ্ডিকেরীণ্যথবা পিবেৎ তু
পিষ্টানি কার্পাসসমুদ্ভবানি ॥
ক্ষতোদ্ভবাং রুগ্বিনিবারণেন
জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ ॥ ১৮
ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরঘৃতং নিহন্ত্যা-
মাংসোদকং বা মধুকোদকং বা ॥ ১৯
আমোদ্ভবাং বিল্ববচাযুতানাং
জয়েৎ কষায়ৈরথ দীপনানাম্।
আম্রাতভল্লাতবলাযুতানি
পিবেৎ কষায়াণ্যথ দীপনানি ॥ ২০
গুর্ব্বন্নজাতাং বমনৈর্জ্জয়েচ্চ
ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাশ্চ তৃষ্ণাঃ ॥ ২১
শ্রমোদ্ভবাং মাংসরসো নিহন্তি
গুড়োদকং বাপ্যথবাপি মদ্যঃ ॥ ২২
ভক্তোপরোধাৎ তৃষিতো যবাগূ-
মুষ্ণাং পিবেন্মন্থমথো হিমঞ্চ ॥ ২৩
যা স্নেহপীতস্য ভবেচ্চ তৃষ্ণা
তত্রোষ্ণমম্ভঃ প্রপিবেন্মনুষ্যঃ ॥ ২৪
মদ্যোদ্ভবামর্দ্ধজলং নিহন্তি
মদ্যং তৃষাং বাপি হি মদ্যপস্য ॥ ২৫
উষ্ণোদ্ভবাং হন্তি জলং সুশীতং
সশর্করং সেক্ষুরসং তথাম্ভঃ ॥ ২৬

স্বৈঃ স্বৈঃ কষায়ৈর্বমনানি তাসাং
তথা জরোক্তানি চ পাচনানি ॥ ২৭
লেপাবগাহৌ পরিষেচনানি
কুর্য্যাৎ তথা শীতগৃহাণি চাপি।
সংশোধনং ক্ষীররসৌ ঘৃতানি
সর্ব্বাসু লেহান্ মধুরান্ হিমাংশ্চ ॥ ২৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে তৃষ্ণাপ্রতিষেধো নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

(ক্ষীরখর্জ্জুর) এবং ক্ষীরিকপীতন (আর্দ্র করীর ইতি টীকাকার)। এই ষট্ প্রকার দ্রব্যে পূর্ব্বোক্ত রূপে ষট্ প্রকার পানক (হিম কষায়) প্রস্তুত করিয়া পান করিলে ক্ষতজ তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। তুণ্ডিকেরী ফল (বনকার্পাস ফল) ও গ্রাম্য কার্পাস ফল পেষণ করিয়া পান করিলে ক্ষতজ তৃষ্ণা [কার্ত্তিককুণ্ড-মতে সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণা] নিবৃত্ত হয়। ক্ষতজ বেদনার নিবারণ, মাংসরস পান ও রক্তপান দ্বারাও ক্ষতজ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। ১৮। ক্ষয়জ তৃষ্ণার নিবারণ করিতে হইলে ক্ষীরঘৃত [দুগ্ধমথনোদ্ভব ঘৃত বা ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধ] বা মাংসরস বা যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করিবে। ১৯। আমজন্য তৃষ্ণায় বিল্ব ও বচচূর্ণের সহিত দীপনীয় গণের কষায় পান করিবে আর আম্রাত, ভল্লাতক ও বলাচূর্ণের সহিত দীপনীয় গণের কষায় পান করিবে। ২০। গুরু অন্ন ভোজন করিলে তৃষ্ণা হয়, তাহা বমন দ্বারা জয় করিবে। ক্ষয়জ [ও ক্ষতজ] ভিন্ন সর্ব্ববিধ উৎকট তৃষ্ণাই বমন দ্বারা জয় করিবে। ২১। শ্রমোদ্ভব তৃষ্ণা মাংসরস পান করিলে অপনীত হয় অথবা গুড়োদক বা মদ্য পান করিলেও অপনীত হইতে পারে। ২২। ভক্তের (ভাতের) উপরোধ হেতু তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে উষ্ণ যবাগূ পান করিবে। অথবা মন্থ বা হিম ('বরফ') পান করিবে। ২৩। স্নেহপান করিলে যে তৃষ্ণা হয়, তাহাতে উষ্ণ জল পান করিবে। ২৪। মদ্যপায়ীর মদ্যজ তৃষ্ণা অর্দ্ধজল মদ্যপান দ্বারা শান্তি করিবে। ২৫। উষ্ণজাত তৃষ্ণা [টীকাকার-মতে হৃদ্রোগীর উষ্ণকালজাত তৃষ্ণা] সুশীতল শর্করামিশ্রিত জলে বা ইক্ষুরসযুক্ত জলে নিবৃত্ত হয়। ২৬। জ্বররোগের তৃষ্ণায় সেই সেই জ্বরের কষায় দ্বারা বমন ও পাচনসমূহ দ্বারা নিবৃত্ত করিবে। ২৭। অবস্থাভেদে তৃষ্ণায় লেপ, অবগাহ, পরিষেক ও শীতল গৃহ প্রয়োজনীয়। এইরূপ সংশোধন, দুগ্ধ, মাংসরস, ঘৃত এবং মধুর ও শীতল লেহসমূহ আবশ্যক। ২৮

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্ছর্দ্দিপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈর্লবণৈরপি।
অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ তথাসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ ॥
শ্রমাৎ ক্ষয়াৎ তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ কৃমিদোষতঃ।
নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ ॥
বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎক্লেশিতো বলাৎ।
ছাদয়ন্নাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ।
নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ ॥ ২
দোষানুদীরয়ন্ বৃদ্ধানুদানো ব্যানসঙ্গতঃ।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ছর্দ্দিপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা ছর্দ্দিপ্রতিষেধ [বমি-চিকিৎসা] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। অতিশয় দ্রব, অতিশয় স্নিগ্ধ, অহৃদ্য (অপ্রিয়) বা অতিশয় লবণ ভোজন হেতু কিংবা অকালে ভোজন কিংবা অতিমাত্র ভোজন কিংবা অসাত্ম্য ভোজন হেতু অথবা শ্রম, ক্ষয়, উদ্বেজন বা কৃমিদোষ হেতু কিংবা নারীজনের গর্ভপ্রাপ্তি হেতু কিংবা অতিশয় দ্রুত ভোজন হেতু কিংবা ঘৃণাজনক অন্যান্য কারণ হেতু দোষ অতিশীঘ্র উৎক্লেশিত হইয়া সবলে ও বেগে মুখকে পূরণ ও রোগীকে অঙ্গ-ভঙ্গ সহকারে পীড়ন করিয়া মুখ দিয়া ধাবিত হয়। ইহাকেই বমি কহে। ২। বিরুদ্ধ-ভোজনকারী ব্যক্তিদিগের উদান বায়ু ব্যান বায়ুর সহিত

ঊর্দ্ধমাগচ্ছতি ভৃশং বিরুদ্ধাহারসেবিনাম্ ॥ ৩
হৃল্লাসোদ্গারবোধৌ চ প্রসেকো লবণস্তনুঃ।
দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণম্ ॥ ৪
প্রচ্ছর্দ্দয়েৎ ফেনিলমল্পমল্পং শূলার্দ্দিতোঽভ্যর্দ্দিতপার্শ্বপৃষ্ঠঃ।
শ্রান্তঃ সঘোষং বহুশঃ কষায়ং জীর্ণেঽধিকং সানিলজা বমিস্তু ॥ ৫
যোঽম্লং ভৃশং বা কটুতিক্তবক্ত্রঃ পীতং সরক্তং হরিতং বমেদ্বা
সদাহচোষজ্বরবক্ত্রশোষমূর্চ্ছান্বিতা পিত্তনিমিত্তজা সা ॥ ৬
যো হৃষ্টরোমা মধুরং প্রভূতং শুক্লং হিমং সান্দ্রকফানুবিদ্ধম্
অভক্তরুগ্গৌরবসাদযুক্তো বমেদ্বমী সা কফকোপজা স্যাৎ ॥ ৭
সর্ব্বাণি রূপাণি ভবন্তি যস্যাং সা সর্ব্বদোষপ্রভবা মতা তু ॥ ৮
বীভৎসজাসৌহৃদজামজা চ যাসাত্ম্যতো বা কৃমিজা চ যা হি
সা পঞ্চমী তাশ্চ বিভাবয়েৎ তু দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ
আমাশয়োৎক্লেশভবাশ্চ সর্ব্বাস্তস্মাদ্ধিতং লঙ্ঘনমেব তাসু ॥ ৯
শূলহৃল্লাসবহুলা কৃমিজা চ বিশেষতঃ।
কৃমিহৃদ্রোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা ॥ ১০
ক্ষীণস্যোপদ্রবৈর্যুক্তাং সাসৃক্পূয়াং সচন্দ্রিকাম্।
ছর্দ্দিং প্রসক্তাং কুশলো নারভেত চিকিৎসিতুম্ ॥ ১১

বমীষু বহুদোষাসু ছর্দ্দনং হিতমুচ্যতে।
বিরেচনং বা কুর্ব্বীত যথাদোষোচ্ছ্রয়ং ভিষক্ ॥
সংসর্গাংশ্চানুপূর্ব্বেণ যথাস্বৈর্ভেষজান্বিতান্।
লঘূনি পরিশুষ্কাণি সাত্ম্যান্যন্নানি বা চরেৎ।
যথাস্বঞ্চ কষায়াণি জ্বরঘ্নানি প্রযোজয়েৎ ॥ ১২
হন্যাৎ ক্ষীরঘৃতং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্।
মুদ্গামলকযূষো বা সসর্পিষ্কঃ সসৈন্ধবঃ ॥
যবাগূং মধুমিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকৃতাং পিবেৎ।
পিবেদ্বাব্যক্তসিন্ধুত্থফলাম্লং বৈষ্কিরং রসম্ ॥
সুখোষ্ণলবণং বাত্র হিতং স্নেহবিরেচনম্ ॥ ১৩
পিত্তোপশমনীয়ানি পানানি শিশিরাণি চ।
কষায়াণ্যুপযুক্তানি ঘ্নন্তি পিত্তকৃতাং বমীম্ ॥
শোধনং মধুরৈশ্চাত্র দ্রাক্ষারসসমাযুতৈঃ।
বলবত্যাং প্রশংসন্তি সর্পিস্তৈল্বকমেব চ ॥ ১৪
আরগ্বধাদিভির্যূষং দশাঙ্গযোগমেব চ।
পায়য়েত্তাথ সক্ষৌদ্রং কফজায়াং চিকিৎসকঃ ॥ ১৫
কৃতং গুড়ূচ্যা বিধিবৎ কষায়ং হিমসংজ্ঞিতম্।
তিসৃষ্বপি ভবেৎ পথ্যং মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্ ॥ ১৬
বীভৎসজাং হৃদ্যতমৈর্দৌহৃদাং কাঙ্ক্ষিতৈঃ ফলৈঃ।

সম্মিলিত হইয়া দোষসমূহকে উদীর্ণ করিয়া বেগে উর্দ্ধে আগত হয়। তাহাতেই বমি হইয়া থাকে। ৩। হৃল্লাস, উদ্গারবোধ, লবণাস্বাদ ও তনু লালার প্রসেক এবং অন্নপানে অতিশয় দ্বেষ বমি-সমূহের পূর্ব্বলক্ষণ। ৪। বমি ফেনিল ও অল্প অল্প হইলে, বমিকালে শরীরে শূল হইতে থাকিলে, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ পীড়িত হইতে থাকিলে, শ্রান্তি হইতে থাকিলে, বমি শব্দের সহিত নির্গত হইতে থাকিলে, বহু বারে কষায়রস দ্রব্য বমিত হইতে থাকিলে এবং ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইবার পর বমি অধিক হইলে তাহাকে বাতজ বমি বলা যায়। ৫। বমি অতিশয় অম্ল বা মুখ অতিশয় কটুতিক্ত হইলে, বান্ত দ্রব্য পীত, ঈষৎ রক্ত বা হরিত হইলে এবং বমিকালে দাহ, বমিতে উষ্ণতা, জ্বর, মুখশোষ ও মূর্চ্ছা (অবসন্নতা) থাকিলে, তাহাকে পিত্তজ বমি বলা যায়। ৬। বমিকালে রোমহর্ষ, বমি মধুরপ্রভূত, শুক্ল, শীতল, সান্দ্র ও কফযুক্ত হইলে, অন্নে অরুচি, গৌরব ও অবসাদ থাকিলে তাহাকে কফজ বমি বলা যায়। ৭। যে বমিতে বাতপিত্ত কফ তিনেরই লক্ষণ থাকে, তাহাকে সান্নিপাতিক বমি কহে। ৮। ঘৃণাজন্য, গর্ভজন্য, আমজন্য, অনভ্যস্ত ভোজন জন্য এবং পঞ্চমতঃ কৃমিজন্য আর এক প্রকার বমি হইয়া থাকে। ঐ সকল বমি ভিন্ন ভিন্ন দোষের উচ্ছ্রায় দৃষ্টে নির্ণয় করিতে হয়। তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন কোন স্থানে বলা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার বমিই আমাশয়ের উৎক্লেশ বশতঃ ঘটিয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রকার বমিতেই লঙ্ঘন আবশ্যক। ৯। বিশেষতঃ কৃমিজাত বমিতে শূল ও হৃল্লাস অধিক থাকে। আর উহার লক্ষণ কৃমি-হৃদ্রোগের তুল্য। ১০। ক্ষীণ ব্যক্তির উপদ্রবযুক্ত রক্তপূযসংযুক্ত চন্দ্রিকাযুক্ত প্রসক্ত (সর্ব্বদা ভূত) বমি বর্জ্জনীয়। ১১। সান্নিপাতিক বমিতে (যেমন বিসূচিকার বমিতে) বমন করান ভাল। অথবা দোষের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া বিরেচনও দেওয়া যায়। আর রোগীকে যথাদোষ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সংসর্গসমূহ ('সংসর্জ্জনক্রম') পালন করাইবে এবং লঘুমাত্রায় পরিশুষ্ক (অস্নিগ্ধ) ও সাত্ম্য অন্নসমূহ প্রয়োগ করিবে। আর যথাদোষ জ্বরঘ্ন ঔষধ সকল দিবে (অর্থাৎ বাতজ বমিতে বাতঘ্ন ঔষধ, পিত্তজ বমিতে পিত্তঘ্ন ঔষধ ও কফজ বমিতে কফঘ্ন ঔষধ দিবে)। দুগ্ধোত্থ ঘৃত (বা দুগ্ধ ও ঘৃত) পান করিলে বাতজ বমি নষ্ট হয়। অথবা বাতজ বমিতে মুদ্গ ও আমলকীর যূষ ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। অথবা পঞ্চমূলীর সহিত সিদ্ধ ও মধুর সহিত মিশ্রিত যবাগূ পান করিবে। অথবা বিষ্কিরমাংসের রস অত্যন্ত লবণাক্ত ও দাড়িমাদি ফল দ্বারা অম্লীকৃত করিয়া পান করিবে অথবা বাতজ বমিতে সুখোষ্ণ ও সলবণ স্নেহবিরেচন দিবে। ১৩। পিত্তজ বমিতে পিত্তনাশক শীতল ও কষায় পান সকল পান করিতে হয়। আর দ্রাক্ষারসসংযুক্ত মধুর বমন দ্রব্য সকল প্রয়োগ করিয়া বমন ও বিরেচন করাইতে হয়। প্রবল পিত্তজ বমিতে তৈল্বক ঘৃত প্রশস্ত। ১৪। কফজ বমিতে আরগ্বধাদির ক্বাথ; এমন কি, দশমূলের ক্বাথ ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ১৫। গোলঞ্চের হিম কষায় বিধিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ বমিতেই মধুর সহিত পান করা ভাল। ১৬। ঘৃণা হইতে যে বমি উৎপন্ন হয়, তাহাতে মনোজ্ঞ দ্রব্য সেবন করিতে

লঙ্ঘনৈর্বমনৈশ্চান্নাং সাত্ম্যৈশ্চাসাত্ম্যকোপজাম্।
কৃমিহৃদ্রোগবচ্চাপি কৃমিজাং সাধয়েদ্বমীম্ ॥ ১৭
বিতরেচ্চ যথাদোষং শস্তং বিধিমনন্তরম্ ॥ ১৮
দধিত্থরসসংযুক্তাং পিপ্পলীং মাক্ষিকান্বিতাম্।
মুহুর্মুহুর্নরো লীঢ়া ছর্দিভ্যঃ প্রতিমুচ্যতে ॥
সমাক্ষীকা মধুরসা পীতা বা তণ্ডুলাম্বুনা।
তর্পণং বা মধুযুতং তিসৃণামপি ছের্দজম্ ॥ ১৯
স্বয়ংগুপ্তাং সযষ্ট্যাহ্বাং তণ্ডুলাম্বুমধুদ্রবাম্।
পিবেদ্যবাগুমথবা সিদ্ধাং পত্রৈঃ করঞ্জজৈঃ ॥
যুক্তাম্ললবণাঃ পিষ্টাঃ কুস্তুম্বুর্য্যোঽথবা হিতাঃ।
তণ্ডুলাম্বুযুতং খাদেৎ কপিত্থং ত্র্যূষণেন বা ॥
সিতাচন্দনমধ্বাক্তং লিহ্যাদ্বা মক্ষিকাশকৃৎ।
পিবেৎ পয়োঽগ্নিতপ্তঞ্চ নির্ব্বাপ্য গৃহগোধিকাম্ ॥
সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুতান্ বাপি লাজশক্তূন্ পিবেৎ তথা ॥
সর্পিঃক্ষৌদ্রসিতোপেতাং মাগধীং বা লিহেৎ তথা ॥
ধাত্রীরসে চন্দনং বা শৃতং মুদ্গদলাম্বুনা।
কোলামলকমজ্জানং লিহ্যাদ্বা ত্রিসুগন্ধিকম্ ॥
সক্ষৌদ্রাং শালিলাজানাং যবাগূং বা পিবেন্নরঃ।

হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভজন্য বমন অভীষ্ট ফল সেবন দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বমিসমূহ লঙ্ঘন ও বমনযোগেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অসাত্ম্য ভোজন জন্য বমি সাত্ম্যভোজন দ্বারা নিবৃত্ত হয়। কৃমিজ বমি কৃমিজ হৃদ্রোগের ন্যায় চিকিৎসনীয়। ১৭। আর বমিসমূহে দোষানুসারে প্রশস্ত বিধি সকল আচরণ করিবে। ১৮। কপিত্থ রস সংযুক্ত ও মধুমিশ্রিত পিপুলচূর্ণ মুহুর্মুহুঃ লেহন করিলে বমিসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তণ্ডুলধাবন জল ও মধুর সহিত মুগরোর রস পান করিলে বাতপিত্তকফজ ত্রিবিধ বমি শান্ত হয়। মধুযুক্ত তর্পণ (লাজতর্পণ অর্থাৎ মধুযুক্ত লাজচূর্ণ) পান করিলেও ত্রিবিধ বমি শান্ত হইয়া থাকে। ১৯। বমিরোগে আলকুশী ও যষ্টিমধুর চূর্ণ তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত লেহ করিয়া সেবন করিবে। অথবা করঞ্জপত্রের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। অথবা যুক্ত পরিমাণে অম্ল ও লবণের সহিত ধনে পেষণ করিয়া সেবন করিবে। অথবা কপিত্থফল তণ্ডুলাম্বুযোগে বা ত্রিকটু-চূর্ণযোগে সেবন করিবে। অথবা চিনি, রক্তচন্দন ও মধুর সহিত মক্ষিকাবিষ্ঠা পান করিবে। আর অগ্নিতপ্ত দুগ্ধে গৃহগোধিকা (গৃহগোধিকার অর্থ টিকটিকী। টীকাকার গৃহগোধিকার অর্থ করেন নাই) নির্ব্বাপিত করিয়া পান করিবে। অথবা সর্পিঃ ও মধুর সহিত লাজশক্তু পান করিবে। অথবা সর্পিঃ, মধু ও চিনির সহিত পিপুলচূর্ণ লেহন করিবে। অথবা আমলকীর রসের সহিত চন্দন চূর্ণ পাক করিয়া লেহবৎ হইলে মুদ্গপত্রের কাথের সহিত পান করিবে। অথবা কুলের আঁঠীর শাঁস ও আমলকের আঁঠীর শাঁস লেহন করিবে। অথবা ত্রি-সুগন্ধি (এলাচ,

প্রেয়াণ্যুপহরেচ্চাপি মনোঘ্রাণসুখানি চ ॥
জাঙ্গলানি চ মাংসানি স্বাদুবৎপানকানি চ।
ভোজনানি বিচিত্রাণি কুর্য্যাৎ সর্ব্বাস্বতন্দ্রিতঃ ॥ ২০

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে ছর্দ্দিপ্রতিষেধো নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো হিক্কাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভি-রুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ।
শীতপানাসনস্থান-রজোধূমানিলানলৈঃ ॥
ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ব-বেগাঘাতাপতর্পণৈঃ।
আমদোষাভিঘাতস্ত্রী-ক্ষয়রোগপ্রপীড়নৈঃ ॥
বিষমাশনাধ্যশনৈস্তথা সংশমনৈরপি।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে ॥ ২
মুহুর্মুহুর্বায়ুরুদেতি সস্বনো
যকৃৎপ্লিহান্ত্রাণি মুখাদি বাক্ষিপন্।
স ঘোষবানাশু হিনস্ত্যসূন্ যত-
স্ততস্তু হিক্কেতি ভিষগ্ভিরুচ্যতে ॥ ৩

দারুচিনি ও তেজপাতচূর্ণ) লেহন করিবেন অথবা শালি তণ্ডুলের ও লাজের যবাগূ পান করিবে। আর মনোজ্ঞ ও ঘ্রাণ-সুখকর প্রেয় সকল ঘ্রাণ করিবে। আর জাঙ্গলমাংসরস ও স্বাদু পানক সকল পান করিবে। আর সকল প্রকার বমিতেই অতন্দ্রিত হইয়া বিচিত্র ভোজন সকল ভোজন করিবে। ২০

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

হিক্কাপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা হিক্কাপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বিদাহী, গুরু, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও অভিষ্যন্দী ভোজন; শীতল পান, শীতল আসন ও শীতল স্থান; নাসিকায় ধূলিপ্রবেশ, বায়ু ও অগ্নির অতিসেবন; ধনুরাকর্ষণাদি ব্যায়ামকর্ম্ম; ভারবহন, পথভ্রমণ, বেগধারণ, অপতর্পণ (অনশনাদি); আমদোষ, আঘাত, অতিশয় স্ত্রীসেবন, ক্ষয়রোগ, প্রপীড়ন, বিষমাশন, এমন কি সংশমন ঔষধাদির অতিসেবন দ্বারাও হিক্কা, শ্বাস ও কাস হইতে পারে। ২। বায়ু শব্দের সহিত মুহুর্মুহুঃ নির্গত হয়; যেন যকৃৎ, প্লীহা ও অন্ত্রসমূহকে মুখ দিয়া বহির্গত করিতে থাকে। যেহেতু হিক্ এই শব্দের সহিত প্রাণসমূহকে হিংসা করিয়া থাকে, এইজন্য ইহার নাম হিক্কা হইয়াছে। ৩। হিক্কা বায়ুপ্রধান রোগ এবং

অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা।
কফেনানুগতো বায়ুঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি ॥ ৪
মুখং কষায়মরতির্গৌরবং কণ্ঠবক্ষসোঃ।
পূর্ব্বরূপাণি হিক্কানামাটোপো জঠরস্য চ ॥ ৫
পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ।
হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্ ॥ ৬
চিরেণ যমলৈর্বেগৈর্যা হিক্কা সংপ্রবর্ত্ততে।
কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৭
বিকৃষ্টকালৈর্যা বেগৈর্ম্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে।
ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জক্রমূলাৎ প্রধাবিতা ॥ ৮
নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী।
শুষ্কোষ্ঠকণ্ঠজিহ্বাস্য-শ্বাসপার্শ্বরুজাকরী।
অনেকোপদ্রবযুতা গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা ॥ ৯
মর্ম্মাণ্যাপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে।
দেহমায়াম্য বেগেন ঘোষয়ত্যতিতৃপ্যতঃ ॥
মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পিনী ॥ ১০

আয়ম্যতে হিক্কতোঽঙ্গানি যস্য
দৃষ্টিশ্চোর্দ্ধং তাম্যতে যস্য গাঢ়ম্।
ক্ষীণোঽন্নদ্বিট্ কাসতে যশ্চ হিক্কী
তৌ দ্বাবন্ত্যৌ বর্জ্জয়েদ্ধিক্কমানৌ ॥ ১১

প্রাণায়ামোদ্বেজনত্রাসনানি
সূচীতোদৈঃ সংভ্রমশ্চাত্র শস্তঃ।
যষ্ট্যাহ্বং বা মাক্ষিকেণাবপীড়ঃ
পিপ্পল্যো বা শর্করাচূর্ণযুক্তাঃ ॥
সর্পিঃ কোষ্ণং ক্ষীরমিক্ষো রসো বা
নাতিক্ষীণে স্রংসনং ছর্দ্দনঞ্চ।
নারীপয়ঃপিষ্টমথো রক্তচন্দনং
ঘৃতং সুখোষ্ণঞ্চ সসৈন্ধবং তথা ॥
চূর্ণীকৃতং সৈন্ধবমম্ভসা তথা
নিহন্তি হিক্কাঞ্চ হিতঞ্চ নস্যতঃ।
যুঞ্জ্যাচ্চ ধূপং শালনির্য্যাসজাতং
নৈপালং বা গোবিষাণোদ্ভবং বা ॥
সর্পিঃস্নিগ্ধৈশ্চর্ম্মবালৈঃ কৃতং বা
হিক্কাস্থানে স্বেদনং বাপি কার্য্যম্।
ক্ষৌদ্রোপেতং গৈরিকং কাঞ্চনাহ্বং
লিহ্যাদ্ভস্ম গ্রাম্যসত্ত্বাস্থিজং বা ॥
তদ্বচ্ছ্বাবিন্মেষগোশল্লকানাং
রোমাণ্যন্তর্দ্ধূমদগ্ধানি চাত্র।
মধ্বাজ্যাক্তং বর্হিপত্রপ্রসূত-
মেবং ভস্মোডুম্বরং লৌধ্রকং বা।

কফ বায়ুর অনুগত থাকে (অর্থাৎ হিক্কা বাতশ্লৈষ্মিক রোগ)। ইহা পঞ্চপ্রকার যথা;—অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী। ৪। মুখের কষায়াস্বাদ, অরতি (অস্থিরতা), কণ্ঠ ও বক্ষের গুরুতা এবং জঠরের আটোপ এইগুলি হিক্কাসমূহের পূর্ব্বরূপ। ৫। কদর্য্য অন্নের অতিসেবন বা অন্নের দ্রুতসেবনহেতু বায়ু সহসা পীড়িত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া হিক্কা উৎপাদন করে। ইহার নাম অন্নজা হিক্কা। ৬। বিলম্বে বিলম্বে উপর্য্যুপরি দুই বেগের সহিত যে হিক্কা উৎপন্ন হয় এবং যাহা মস্তক ও গ্রীবাকে কম্পিত করে, তাহাকে যমলা হিক্কা কহে। ৭। যে হিক্কা বিলম্বে বিলম্বে মন্দ বেগের সহিত উৎপন্ন হয় এবং যাহা জক্রমূল হইতে আগত হইয়া থাকে, তাহাকে ক্ষুদ্র হিক্কা কহে। ৮। যে হিক্কা নাভি হইতে উৎপন্ন হয়, ঘোর গম্ভীর নাদ করে, যাহাতে ওষ্ঠ কণ্ঠ জিহ্বা ও মুখ শুষ্ক হয়, যাহাতে শ্বাস ও পার্শ্ববেদনা হয় এবং যাহাতে জরাদি বহুবিধ উপদ্রব হয়, তাহার নাম গম্ভীরা হিক্কা। ৯। যে হিক্কা মর্ম্মসমূহকে যেন পীড়ন করিতে করিতে সতত উৎপন্ন হয়, যাহা বেগের সহিত দেহকে আয়ত (বিস্তৃত) করিতে করিতে শব্দ করিতে থাকে, যাহাতে রোগীর অতিশয় তৃষ্ণা হয় এবং যাহা সর্ব্বগাত্র কম্পিত করিয়া থাকে, তাহার নাম মহাহিক্কা। ১০। যে গম্ভীরা বা মহতী হিক্কায় অঙ্গসমূহ হিক্কাবেগে বিস্তারিত হয়, যাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত হয় ও গাত্র অতিশয় তান্ত (উত্তাপিত) হয়, যাহাতে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, যাহাতে রোগীর অন্নে বিদ্বেষ হয় এবং যাহাতে রোগী কাসে (টীকাকার পাঠ 'কাসে'র স্থলে হাঁচে), তাহা অসাধ্য। ১১। হিক্কা রোগে প্রাণায়াম (নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকা), উদ্বেগ ও ত্রাসসম্পাদন এবং সূচীবেধ দ্বারা রোগীকে চমকাইয়া দেওয়া ভাল। মধুযুক্ত যষ্টিমধুচূর্ণের বা শর্করাচূর্ণযুক্ত পিপুলচূর্ণের অবপীড় ভাল। ঈষদুষ্ণ ঘৃত বা দুগ্ধ বা ইক্ষুরসের অবপীড়ন ভাল। রোগী অতিশয় ক্ষীণ না হইলে স্রংসন ও বমন (চক্রদত্ত মতে-মৃদু বিরেচন) প্রয়োগ করিবে। নারীদুগ্ধের সহিত রক্তচন্দন পেষণ করিয়া নস্য করিবে। সুখোষ্ণ ঘৃত সৈন্ধবের সহিত নস্য করিবে। অথবা সৈন্ধবচূর্ণ জলের সহিত নস্য করিবে। শালনির্য্যাসের (ধুনার) ধূপ প্রয়োগ করিবে। অথবা মনঃশিলার ধূপ প্রয়োগ করিবে। অথবা গোরোচনার ধূপ প্রয়োগ করিবে। অথবা ঘৃতমিশ্রিত চর্ম্ম ও কেশের ধূপ প্রয়োগ করিবে। আর হিক্কা স্থানে (হিক্কা যে স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। টীকাকার হিক্কার স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। চরকমতে সর্ব্বশরীরেই স্বেদ বিধেয়), স্বেদও প্রদান করিবে। মধুর সহিত সুবর্ণগৈরিকের চূর্ণ লেহন করিবে। অথবা মধুর সহিত গ্রাম্য জন্তুর অস্থিভস্ম লেহন করিবে। শ্বাবিৎ, মেষ, গো বা শল্লকের লোম অন্তর্দ্ধূমে দগ্ধ করিবে ও মধুর সহিত লেহন করিবে। এইরূপ ময়ূরপুচ্ছের ভস্ম তুল্যভাগ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। এইরূপ উডুম্বর বা লোধের ভস্ম তুল্যভাগ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। মূর্জ্জিকার বীজপূরকরসের সহিত মধুযোগে

স্বর্জ্জিক্ষারং বী জপূরাম্লরসেন
ক্ষৌদ্রোপেতং হন্তি লীঢ়াশু হিক্কাম্।
সর্পিঃস্নিগ্ধা ঘ্নন্তি হিক্কাং যবাগ্বঃ
কৌষ্ণগ্রাসাঃ পায়সো বা সুখোষ্ণঃ ॥
শুণ্ঠীতোয়ে সাধিতং ক্ষীরমাজং
তদ্বৎ পীতং শর্করাসংযুতং বা।
আ তৃপ্তের্বা সেব্যমানং নিহন্যাদ্
ঘ্রাত্বা হিক্কামাশু মূত্রন্ত্বজাব্যোঃ ॥
সপূতিকীটং লশুনোগ্রগন্ধা-
হিঙ্গ্বক্তমাচূর্ণ্য সুভাবিতং তৎ।
ক্ষৌদ্রং সিতাং বারণকেশরঞ্চ
পিবেদ্রসেনেক্ষুমধূকজেন ॥
পিবেৎ পলং বা লবণোত্তমস্য
দ্বাভ্যাং পলাভ্যাং হবিষঃ সমগ্রম্।
হরীতকীং কোষ্ণজলানুপানাং
পিবেদ্ঘৃতং ক্ষারমধুপ্রপন্নম্ ॥
রসং কপিত্থান্মধুপিপ্পলীভ্যাং
পিচুপ্রমাণং প্রপিবেৎ সুখায় ॥
কৃষ্ণাং সিতাকামলকঞ্চ লীঢ়ং
সশৃঙ্গবেরং মধুনাথবাপি।
কোলাস্থিমজ্জাঞ্জনলাজচূর্ণং
হিক্কাং নিহন্যান্মধুনা চ লীঢ়ম্ ॥ ১২
পাটলায়াঃ ফলং পুষ্পং গৈরিকং কটুরোহিণী।
খর্জ্জুরমধ্যং মাগধ্যঃ কাসীসং দধিনাম চ ॥
চত্বারো যূষযোগাঃ স্যুঃ প্রতিপাদপ্রদর্শিতাঃ।
মধুদ্বিতীয়াঃ কর্ত্তব্যাস্তে হিক্কাসু বিজানতা ॥ ১৩
কপোতপারাবতলাবশল্লক-
শ্বদংষ্ট্রগোধাবৃষদংশজান্ রসান্।
পিবেৎ ফলাম্লানহিমান্ সসৈন্ধবান্
স্নিগ্ধাংস্তথৈবর্ষ্যমৃগদ্বিজোদ্ভবান্ ॥ ১৪
বিরেচনং পথ্যতমং সসৈন্ধবং
ঘৃতং সুখোষ্ণঞ্চ সিতোপলাযুতম্।
সদাগতাবূর্দ্ধগতেঽনুবাসনং
বদন্তি কেচিচ্চ হিতায় হিক্কিনাম্ ॥ ১৫
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে হিক্কাপ্রতিষেধো
নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

অথাতঃ শ্বাসপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
যৈরেব কারণৈর্হিক্কা বহুভিঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
তৈরেব কারণৈঃ শ্বাসো ঘোরো ভবতি দেহিনাম্ ॥ ২
বিহায় প্রকৃতিং বায়ুঃ প্রাণোঽথ কফসংযুতঃ।

সেবন করিলে আশু হিক্কা নষ্ট হয়। ঘৃতস্নিগ্ধ (অধিক পরিমাণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত) যবাগূসমূহের ঈষদুষ্ণ গ্রাস হিক্কা নাশ করে। এইরূপ সুখোষ্ণ পায়স হিক্কা নাশ করিয়া থাকে। শুণ্ঠীর ক্বাথ ও অজদুগ্ধ একত্র পান করিয়া, শর্করাযোগে তৃপ্তি পর্য্যন্ত পান করিলে, হিক্কা নষ্ট হয়। ছাগ ও মেষের মূত্র আঘ্রাণ করিলে, হিক্কা নষ্ট হয়। পূতিকীট (বর্ষাকালোদ্ভব কীটবিশেষ), লশুন, বচের চূর্ণ হিঙ্গু জলে উত্তমরূপে ভাবিত করিয়া আঘ্রাণ করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। মধু, চিনি ও নাগকেশরচূর্ণ ইক্ষুরস ও মধুকরসের (মৌলফলের রসের) সহিত পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। অথবা হরীতকী সেবন করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে। অথবা ক্ষীর ও মধুর সহিত ঘৃত পান করিবে [কোন কোন মূলে 'ক্ষীর' স্থলে 'ক্ষার' আছে। কিন্তু টীকায় 'ক্ষীর' শব্দ আছে]। অথবা মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত কপিত্থরস দুই তোলা পান করিবে। অথবা পিপুল, চিনি, আমলকী ও শুঁঠ মধুর সহিত লেহন করিবে। কুলের আঁঠীর শাঁস, সৌবীরাঞ্জন ও লাজচূর্ণ মধুর সহিত পান করিলে, হিক্কা নষ্ট হয়। ১২। পারুলের ফল ও পুষ্প মধুর সহিত পান করিলে, হিক্কা নষ্ট হয়। স্বর্ণগৈরিক, কটুকী ও চিরেতা মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। খেজুরের শাঁস ও পিপুল মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। কাসীস (হিরাকস) ও কপিত্থ মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। শ্লোকের এক এক পাদে এক একটী করিয়া প্রদর্শিত এই চারিটী যূষযোগ মধুর সহিত পান করিতে বলা হইয়াছে [টীকাতে 'যূষযোগ' শব্দের অর্থ করা হয় নাই। বোধ হয়, এস্থলে ফলপুষ্পাদির চূর্ণ না হইয়া যূষ অর্থাৎ ক্বাথ হইবে]। ১৩। কপোত (ঘুঘু), পারাবত, লাব, শল্লক, শ্বদংষ্ট্র, গোধা ও বনমার্জ্জার এই সকলের রস দাড়িমাদি ফলের সহিত অম্লীকৃত, শীতল, সৈন্ধবযুক্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া পান করিবে। এইরূপ ঋষ্য, মৃগ ও পক্ষীদিগের মাংসরসও পান করিবে। ১৪। বায়ু উর্দ্ধগত হইলে, বিরেচন অতিশয় পথ্য হয়। সৈন্ধবযুক্ত ও চিনির সহিত মিশ্রিত সুখোষ্ণ ঘৃতও হিতকর হয়। কেহ কেহ বলেন যে, হিক্কারোগীদিগকে অনুবাসন দেওয়া ভাল। ১৫

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্বাসপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা শ্বাসপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। যে সকল বহুবিধ কারণে হিক্কা উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণেই শ্বাসনামক ঘোর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২। প্রাণবায়ু অপ্রকৃতিস্থ ও কফসংযুক্ত হইয়া উর্দ্ধগত হয় এবং

শ্বাসয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তং শ্বাসং পরিচক্ষতে ॥ ৩
ক্ষুদ্রকস্তমকশ্ছিন্নো মহানূর্দ্ধশ্চ পঞ্চধা।
ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ ॥ ৪
প্রাগ্রূপং তস্য হৃৎপীড়া ভক্তদ্বেষোঽরতিঃ পরা।
আনাহঃ পার্শ্বয়োঃ শূলং বৈরস্যং বদনস্য চ ॥ ৫
কিঞ্চিদায়ম্যমাণস্য যস্য শ্বাসঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫
নিষণ্ণস্যৈতি শান্তিঞ্চ স ক্ষুদ্র ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ৬
তৃট্স্বেদবমথুপ্রায়ঃ কণ্ঠঘুর্ঘুরিকান্বিতঃ।
বিশেষাদ্ দুর্দ্দিনেঽত্যর্থোচ্ছ্বাসঃ স্যাৎ তমকো মতঃ ॥ ৭
ঘোষেণ মহতাবিষ্টঃ সকাসঃ সকফো নরঃ।
যঃ শ্বসিত্যবলোঽন্নদ্বিট্ সুপ্তস্তমকপীড়িতঃ ॥
স শাম্যতি কফে হীনে স্বপতশ্চ বিবর্দ্ধতে ॥ ৮
মূর্চ্ছাজ্বরাভিভূতস্য জ্ঞেয়ঃ প্রতমকস্তু সঃ ॥ ৯
আধ্মাতো দহ্যমানেন বস্তিনা সরুজং নরঃ।
সর্ব্বপ্রাণেন বিচ্ছিন্নং শ্বস্যাচ্ছিন্নং তমাদিশেৎ ॥ ১০
নিঃসংজ্ঞঃ পার্শ্বশূলার্ত্তঃ শুষ্ককণ্ঠোঽতিঘোষবান্।
সংরক্তনেত্রস্ত্বায়ম্য যঃ শ্বস্যাৎ স মহান্ স্মৃতঃ ॥ ১১
মর্ম্মস্বায়ম্যমানেষু শ্বসন্ মূঢ়ো মুহুশ্চ যঃ।
ঊর্দ্ধপ্রেক্ষী হতস্বরস্তমূর্দ্ধশ্বাসমাদিশেৎ ॥ ১২
ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে।
ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ ॥ ১৩
স্নেহবস্তিং বিনা কেচিদূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শোধনম্।
মৃদু প্রাণবতাং শ্রেষ্ঠং শ্বাসিনামাদিশন্তি হি ॥ ১৪
কাসে শ্বাসে চ হিক্কায়াং হৃদ্রোগে চাপি পূজিতম্।
ঘৃতং পুরাণং সংসিদ্ধমভয়াবিড়রামঠৈঃ ॥
সৌবর্চ্চলাভয়াবিল্বৈঃ সংস্কৃতং বা নবং ঘৃতম্।
পিপ্পল্যাদিপ্রতীবাপং সিদ্ধং বা প্রথমে গণে ॥
সপঞ্চলবণং সর্পিঃ শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি ॥ ১৫
হিংস্রাবিড়ঙ্গপূতীক-ত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ।

শ্বাস ত্যাগ করাইয়া থাকে। ইহাকেই শ্বাস বলে। ৩। শ্বাস পাঁচ প্রকার;—ক্ষুদ্রক, তমক, ছিন্ন, মহান্ ও ঊর্দ্ধশ্বাস [ক্ষুদ্রক শ্বাস বাতিক, তমক শ্বাস শ্লেষ্মপ্রধান, ছিন্ন শ্বাস পিত্তপ্রধান এবং মহান্ ঊর্দ্ধশ্বাস বাতকোপজ]। এই মহান্ ব্যাধি শ্বাস একাকীই বিশেষরূপে দেহ নাশ করিতে পারে। ৪। হৃৎপীড়া, ভক্তদ্বেষ (অন্নে অনিচ্ছা), অতিশয় অরতি (অস্থিরতা), আনাহ, পার্শ্বদ্বয়ে শূল এবং মুখের বিরসতা এই কয়েকটী শ্বাসের পূর্ব্বরূপ। ৫। কিঞ্চিৎ পরিশ্রমেই শ্বাস উপস্থিত হয় এবং স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলেই শান্ত হইয়া থাকে, ইহাকেই ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। ৬। তৃষ্ণা, স্বেদ ও কফ-থুৎকারের আধিক্য থাকিলে, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে, বিশেষতঃ দুর্দ্দিনে ক্লেশের বৃদ্ধি হইলে, তাহাকে তমক শ্বাস কহে। ৭। যদি তমকপীড়িত ব্যক্তি কাসযুক্ত, কফযুক্ত, দুর্ব্বল ও অন্নদ্বেষী হয়, তবে সে শয়িত অবস্থায় থাকিলে মহান্ শব্দের সহিত শ্বাস হইতে থাকে। কফ ক্ষীণ হইয়া গেলে (উঠিয়া গেলে) সেই শ্বাস শান্ত হয়। আর শয়ন করিলে বাড়ে। ৮। তমক শ্বাসে রোগী মূর্চ্ছা ও জ্বরে অভিভূত থাকিলে তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহে। ৯। আধ্মান (কোঁপান) হয়, বস্তির মধ্যে দাহ বোধ হয়, কষ্ট হইতে থাকে এবং সমস্ত বলের সহিত বিচ্ছিন্ন শ্বাস হইতে থাকে; ইহাকেই ছিন্ন শ্বাস বলে। [ছিন্ন শ্বাসের অর্থ—যে শ্বাসে মানুষ কোঁপাইতে থাকে]। ১০। সংজ্ঞা থাকে না, পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা হয়, কণ্ঠ শুষ্ক হয়, অতিশয় শব্দ নির্গত হইতে থাকে, লোচনদ্বয় রক্ত (টীকাকার মতে শোথযুক্ত) হয় এবং রোগী যেন দ্বিধাভূত হইয়া শ্বাস ফেলিতে থাকে। ইহাকেই মহাশ্বাস কহে। [টীকাকার বলেন, ইহার নামান্তর মূর্চ্ছাপোস এবং সচরাচর ইহাকেই শ্বাস বা 'হাঁপানী' বলে। সুশ্রুত মৃত্যু-শ্বাসকে কাকোচ্ছ্বাস কহেন]। ১১। রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, হতস্বর হয়, মর্ম্ম সকল (হৃদয়, বস্তি ও মস্তক) আয়ম্যমান (টান টান্) হয়, রোগী নিশ্চেষ্ট হয় এবং মুহুর্মুহুঃ শ্বাস থাকে। ইহাকেই ঊর্দ্ধশ্বাস বলে [যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়ার পরিণামে রোগী সচরাচর ঊর্দ্ধশ্বাসে নিপীড়িত হইয়া থাকে, এমন কি, দিবারাত্র কেবল বসিয়া থাকিতে হয়, শয়ন করিবার যোগ্যতা থাকে না]। ১২। ঐ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্র শ্বাস অতিশয় সাধ্য। তমক শ্বাস কষ্টসাধ্য। কিন্তু দুর্ব্বলের [যথা বৃদ্ধের] তমক শ্বাস সাধ্য নহে। ছিন্নশ্বাস, মহাশ্বাস ও ঊর্দ্ধশ্বাস সাধ্য হয় না। [এক প্রকার শ্বাস-কষ্ট আছে, তাহা দিবারাত্রিই অনুভূত হয় এবং যাবজ্জীবন স্থায়ী হইয়া থাকে, ডাক্তারীতে ইহাকেই Emphysema এম্ফিসেমা কহে। উহার পরিণামে শোথ হয়। ডাক্তারীমতে তাহা অসাধ্য। কিন্তু ক্ষুদ্র শ্বাসের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহা প্রায় এম্ফিসেমারই তুল্য]। ১৩। কেহ কেহ বলেন যে, শ্বাসরোগে স্নেহবস্তি ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার অধঃশোধন ও ঊর্দ্ধশোধন প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু শোধন মৃদু হওয়া উচিত। আর বলিষ্ঠদিগের পক্ষেই শোধন প্রযোজ্য [কিন্তু দশমূলের সহিত মিশ্রিত এরণ্ডতৈল সর্ব্ববিধ শ্বাসেই প্রযোজ্য, কারণ এরণ্ডতৈল বলকারক ও হৃদ্য]। ১৪। কাস, শ্বাস, হিক্কা ও হৃদ্রোগে পুরাণ ঘৃত [টীকাকার-মতে দশ বৎসরের পুরাণ ঘৃত] হরীতকী, বিট্‌লবণ ও হিঙ্গুর সহিত প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। অথবা নব ঘৃত [টীকাকার-মতে অনব ঘৃত] সৌবর্চ্চল, হরীতকী ও বেলশুঁঠের [বা বেলছালের] সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। অথবা বিদারীগন্ধাদির কাথ ও পিপ্পল্যাদির কল্কে সিদ্ধ করিয়া দিবে। পঞ্চলবণের সহিত সিদ্ধ ঘৃতও শ্বাসকাস নিবারণ করে। ১৫। হিংস্রা (কুলেখাড়া), বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চিতার কল্ক; দুই প্রস্থ

দ্বিক্ষীরং সাধিতং সর্পিশ্চতুর্গুণজলান্বিতম্ ॥
কোলমাত্রেঃ পিবেৎ তদ্ধি শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি।
অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং শকৃদ্ভেদং ক্ষয়ং তথা ॥
কৃৎস্নে বৃষকষায়ে বা পচেৎ সর্পিশ্চতুর্গুণে।
তন্মূলকুসুমাবাপমীতং ক্ষৌদ্রেণ যোজয়েৎ ॥
শৃঙ্গীমধুরিকাভার্গী-শুণ্ঠীতার্ক্ষ্যসিতাম্বুদৈঃ।
সহরিদ্রৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ সমৈরাবাপ্য যোগতঃ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদ্ধীমান্ শীততোয়ে চতুর্গুণে।
শ্বাসং কাসং তথা হিক্কাং সর্পিরেতন্নিযচ্ছতি ॥
সুবহা কালিকা ভার্গী শুকাখ্যা নৈচুলং ফলম্ ॥
কাকাদনী শৃঙ্গবেরং বর্ষাভূর্বৃহতীদ্বয়ম্।
কোলমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেদেভির্জলার্দ্ধকম্।
কটূষ্ণং শীতমেতদ্ধি শ্বাসাময়বিনাশনম্ ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষার-কটুকাব্যোষচিত্রকৈঃ।
বচাভয়াচিড়ঙ্গৈশ্চ সাধিতং শ্বাসশান্তয়ে ॥
গোপবল্ল্যুদকে সিদ্ধং স্বাদন্দ্বিগুণে ঘৃতম্ ॥
তালীশতামলক্যগ্রা-জীবন্তীকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
বিল্বপুষ্করপূতীক সৌবর্চ্চলকণাগ্নিভিঃ ॥
পথ্যাতেজোবতীযুক্তৈঃ সর্পির্জলচতুর্গুণম্।
হিঙ্গুপাদযুতং সিদ্ধং সর্বশ্বাসহরং পরম্ ॥
পঞ্চৈতানি হবীংষ্যাহুর্ভিষজঃ শ্বাসকাসয়োঃ ॥ ১৬
বাসাঘৃতং ষট্পলঞ্চ ঘৃতকাত্র হিতং ভবেৎ ॥ ১৭
তৈলং দশগুণে সিদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসে শুভে।
সেব্যমানং যথান্যায়ং শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি ॥ ১৮
ফলাম্লা বিষ্কিররসাঃ স্নিগ্ধাঃ প্রব্যক্তসৈন্ধবাঃ।
এণাদীনাং শিরোভির্বা কৌলত্থা বা সুসংস্কৃতাঃ।
হন্যুঃ শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ সংস্কৃতানি পয়াংসি চ ॥ ১৯
তিনিশস্য চ বীজানি কর্কটাখ্যা সুবর্চ্চিকা।
দুরালভাথ পিপ্পল্যঃ কটুকাখ্যা হরীতকী ॥
শ্বাবিন্ময়ূররোমাণি কোলা মাগধিকা কণাঃ।
ভার্গী ত্বক্ শৃঙ্গবেরঞ্চ শর্করাশল্লকাত্বচম্।
ত্রিকণ্টকস্য বীজানি চূর্ণিতানি তু কেবলম্ ॥
পঞ্চশ্লোকার্দ্ধিকাস্তেতে লেহা যে সম্যগীরিতাঃ।
সর্পির্মধুভ্যাং তে লেহাঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতৈর্নরৈঃ ॥ ২০
সপ্তচ্ছদস্য পুষ্পাণি পিপ্পলীশ্চাপি মন্তুনা।
পিবেৎ সঞ্চূর্ণ্য মধুনা ধানাশ্চাপ্যথ ভক্ষয়েৎ ॥
অর্কাঙ্কুরৈর্ভাবিতানাং যবানাং সাধ্বনেকশঃ।
তর্পণং বা পিবেদেষাং সক্ষৌদ্রং শ্বাসপীড়িতঃ ॥ ২১

দুগ্ধ ও চতুর্গুণ জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া এক তোলা [কোন কোন মতে দুই তোলা] পরিমাণে পান করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। আর ইহাতে অর্শ, অরুচি, গুল্ম, অতিসার ও ক্ষয় নষ্ট হইয়া থাকে। ঘৃত চারিসের বাসকের ক্বাথ ষোলসের এবং বাসকের মূল ও কুসুমের কল্ক একসের পাক করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। কাঁকড়াশৃঙ্গী, মধুরিকা (মর্কটতৃণ), বামনহাটী, শুঁঠ, তার্ক্ষ্য (রসাঞ্জন), সিতা, (চিনি বা শ্বেতকণ্টকারী), অম্বুদ (মুতো), হরিদ্রা, যষ্টিমধু এই সমুদায়ের সমভাগ কল্ক একসের, ঘৃত চারিসের এবং ষোলসের শীতল জল একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শ্বাস, কাস ও হিক্কা নষ্ট হয়। সুবহা (রাস্না), কালিকা (বৃশ্চিকালী), ভার্গী (বামনহাটী), শুকশিম্বী, বেতসফল, কাকাদনী, শুঁঠ, পুনর্নবা বৃহতী, কণ্টিকারী এই সকলের কল্ক প্রত্যেকে একতোলা বা দুইতোলা, ঘৃত চারিসের ও জল আটসের পাক করিবে। এই ঘৃত কটু ও উষ্ণ। ইহা পান করিলে শ্বাস রোগ নষ্ট হয়। অনন্তমূলের ক্বাথ ঘৃতের দ্বিগুণ এবং সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, কটকী, ত্রিকটু, চিতা, বচ, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ এই সকল কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিবে। ইহা শ্বাসনাশক। তালীশ, ভূম্যামলকী, বচ, জীবন্তী, কুড়, সৈন্ধব, বেলছাল, পুষ্করমূল, পূতীক (টীকাকার-মতে রোহিষ), সৌবর্চ্চল, পিপুল, চিতা, হরীতকী ও তেজোবতী ("কাক-মর্দনিকা") এই সকলের কল্ক আর ঘৃতের চতুর্গুণ জল ও চতুর্থভাগ হিঙ্গুর সহিত সিদ্ধ ঘৃত সর্বপ্রকার শ্বাসনাশক। এই পঞ্চ প্রকার ঘৃত শ্বাসকাসনাশক [পঞ্চপ্রকার যথা;— হিংস্রাদি ঘৃত, শৃঙ্গ্যাদি ঘৃত, সুবহাদি ঘৃত, সৌবর্চ্চলাদি ঘৃত ও গোপবল্ল্যাদি (অনন্তমূলাদি) ঘৃত]। ১৬। বাসাঘৃত ও ষট্পল ঘৃত বাতপ্রধান শ্বাসরোগে হিতকর। ১৭। দশগুণ ভৃঙ্গরাজরসে সিদ্ধ তৈল যথাবিধি সেবন করিলে শ্লেষ্ম-প্রধান শ্বাসে হিতকর হয়। ১৮। বিষ্কির জন্তুর মাংসরস দাড়িম ও গোঁড়ালেবু প্রভৃতির রসের সহিত স্নিগ্ধ ও গাঢ় সৈন্ধবযুক্ত করিয়া পান করিলে অথবা এণাদি জন্তুর মস্তকের সহিত কুলত্থযূষ সংস্কৃত করিয়া পান করিলে শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। আর পঞ্চমূলাদি বায়ুনাশক দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত দুগ্ধসমূহও শ্বাস কাস নষ্ট করে। ১৯। তিনিশের (আবলুসের) বীজ, কর্কটশৃঙ্গী ও সুবর্চ্চিকা। দুরালভা, পিপ্পলী, কটকী ও হরীতকী। সজারু বা ময়ূরের রোম, চই ও দুইভাগ পিপুল। বামনহাটী, দারুচিনি, শুঁঠ ও শল্লকীর ত্বক্ এবং গোক্ষুরবীজচূর্ণ এই পাঁচটী যোগ অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে লিখিত হইল। এই সকল যোগ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ২০। সপ্তচ্ছদের পুষ্প ও পিপুল চূর্ণ করিয়া মস্তু ও মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। যবের ধানা, আকন্দের পুষ্প ও পল্লবের ক্বাথে উত্তমরূপে অনেকবার ভাবনা দিয়া মস্ত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। আর যবের তর্পণ সকল (ঘৃতযুক্ত শক্তু প্রভৃতি) মধুর সহিত পান করিলেও শ্বাস নষ্ট

শিরীষকদলীকুন্দ-পুষ্পমাগধিকাযুতম্।
তণ্ডুলাম্বুযুতং পীত্বা জয়েচ্ছ্বাসানশেষতঃ॥
কোলমজ্জ তস্তালমূলমৃগ্যচর্ম্মমসীমপি।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ ভার্গীং বা সর্পির্ম্মধুসমাযুতাম্॥
নিম্বৈঃ কদম্ববীজং বা সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা॥
দ্রাক্ষাং হরীতকীং কৃষ্ণাং কর্কটাখ্যাং দুরালভাম্॥
সর্পির্ম্মধুভ্যাং বিলিহন্ হন্তি শ্বাসান্ সুদারুণান্॥
হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শঠীম্।
লিহ্যাৎ তৈলেন তুল্যানি শ্বাসার্ত্তো হিতভোজনঃ॥
গবাং পুরীষস্বরসং মধুমাগধিকাযুতম্।
লিহ্যাৎ শ্বাসেষু কাসেষু বাজিনাং বা শকৃদ্রসম্॥ ২২
পাণ্ডুরোগেষু শোথেষু যে যোগাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
শ্বাসকাসাপহাস্তেঽপি কাসঘ্না যে চ কীর্ত্তিতাঃ॥ ২৩
ভার্গীত্বক্ত্র্যূষণং তৈলং হরিদ্রাং কটুরোহিণীম্।
পিপ্পলীং মরিচং চণ্ডাং গোশকৃদ্রসমেব চ॥ ২৪
তলকোটস্য বীজেষু পক্ত্বোৎকারিকাং শুভাম্।
সেব্যমানা নিহন্ত্যেষা শ্বাসানাশু সুদুস্তরান্॥ ২৫
পুরাণসর্পিঃ পিপ্পল্যঃ কৌলথা জাঙ্গলা রসাঃ।
সুরা সৌবীরকং হিঙ্গু মাতুলুঙ্গরসো মধু।
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি শস্তানি শ্বাসহিক্কিনাম্॥ ২৬
শ্বাসহিক্কাপরিগতং স্নিগ্ধৈঃ স্বেদৈরুপাচরেৎ।
যুক্তৈর্লবণতৈলাভ্যাং তৈরস্য গ্রথিতঃ কফঃ।
স্রস্তো বিলয়নং যাতি মারুতশ্চাস্য শাম্যতি॥
স্নিগ্ধং জ্ঞাত্বা ততশ্চৈব ভোজয়িত্বা রসৌদনম্।
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধে বা ভিষগ্ধূমং প্রযোজয়েৎ।
মনঃশিলাদেবদারু-হরিদ্রাচ্ছদনামিষৈঃ।
লাক্ষোরুবূকমূলৈশ্চ কৃত্বা বর্ত্তীর্বিধানতঃ॥
সর্পির্নবমধূচ্ছিষ্ট-শালনির্য্যাসজং তথা।
শৃঙ্গবালখুরস্নায়ুত্বক্ সমস্তং গবামপি॥
তুরুষ্কশল্লকীলাক্ষা গুগ্গুলোঃ পদ্মকস্য চ।
এতে সর্ব্বে সসর্পিষ্কা ধূমাঃ কার্য্যা বিজানতা॥ ২৮
বলীয়সি কফগ্রস্তে বমনং সবিরেচনম্।
দুর্ব্বলে চৈব রূক্ষে চ তর্পণং হিতমুচ্যতে।
জাঙ্গলোরভ্রজৈর্মাংসৈরানূপৈশ্চ সুসংস্কৃতৈঃ॥ ২৯

নিদিগ্ধিকাঙ্কামলকপ্রমাণাং
হিঙ্গ্বর্দ্ধযুক্তাং মধুনা সুযুক্তাম্।
লিহন্ নরঃ শ্বাসনিপীড়িতো হি
শ্বাসং জয়ত্যেব বলাৎ ত্র্যহেণ॥ ৩০

হয়।২১। শিরীষপুষ্প, কদলীপুষ্প, কুন্দপুষ্প ও পিপুলের চূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ শ্বাস নির্ম্মূল হয়। শ্বাসরোগে, কুলের আঁঠীর শাঁস বা তালের মূল (কোন কোন মতে তালীমূল অর্থাৎ মুষলী) বা মৃগচর্ম্মের ভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে হয়। বা মধু ও ঘৃতের সহিত বামনহাটীর ত্বকের চূর্ণ লেহন করিলেও হয়। 'নিম্বক্বাথের সহিত' কেলিকদম্ববীজের চূর্ণ বা মধু ও তণ্ডুলধাবন জলের সহিত কদম্ববীজের চূর্ণ লেহন করিলে সুদারুণ শ্বাসসমূহ নষ্ট হয়। দ্রাক্ষা, হরীতকী, পিপুল, কর্কটশৃঙ্গী ও দুরালভার চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে সুদারুণ শ্বাসসমূহ নষ্ট হয়। শ্বাসার্ত্ত ব্যক্তি হিতভোজী হইয়া হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, গুড়, রাস্না, পিপুল ও শঠী তুল্য পরিমাণে তৈলের সহিত লেহন করিবে। শ্বাসকাসে গোময়ের স্বরস বা ঘোটকবিষ্ঠার স্বরস মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত লেহন করিবে।২২। পাণ্ডু রোগে ও শোথে যে সকল যোগ বলা হইয়াছে, তাহারাও শ্বাসকাসনাশক। আবার কাসঘ্ন যোগসমূহও শ্বাসনাশক।২৩। বামনহাটীর ত্বক্, ত্রিকটু, তৈল, হরিদ্রা, কটকী, পিপুল, মরিচ, চণ্ডা (চোরক—গেঁঠেলা-ভেদ) ও কোশকৃৎ নামক ইক্ষুবিশেষের রস (অথবা সাধারণতঃ ইক্ষুরস) একত্র করিয়া লেহন করিবে।২৪। তলকোটের (?) বীজে উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সুদুস্তর শ্বাসসমূহ আশু নষ্ট হয়।২৫। পুরাণ ঘৃত, পিপুল, কুলত্থরস, জাঙ্গলমাংসরস, সুরা, সৌবীরক, হিঙ্গু, মাতুলুঙ্গরস, মধু, দ্রাক্ষা, আমলকী ও বিল্ব শ্বাসরোগী ও হিক্কারোগীদিগের পক্ষে প্রশস্ত।২৬। শ্বাসরোগী ও হিক্কারোগীকে যুক্তিপূর্ব্বক সৈন্ধব ও তিলতৈলযোগে স্নিগ্ধ স্বেদ দিবে। তাহাতে ইহার গ্রথিতকফ স্রোতঃস্থিত হয় এবং বিলয় প্রাপ্ত হয় [গলিয়া যায়] আর বায়ুও শান্ত হইয়া থাকে। রোগী স্নিগ্ধ হইলে পর ইহাকে মাংসরস-যুক্ত অন্ন ভোজন করাইয়া, বাতশ্লেষ্মার অনুবন্ধ বুঝিলে, ধূমপানও করান যায়।২৭। ধূমপানের উপকরণ যথা;— মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা, তেজপাতা, আমিষ (গুগ্গুলু) লাক্ষা, রক্তএরণ্ডের মূল এই সকল দ্রব্যে যথাবিধানে বর্ত্তি করিবে। সর্পিঃ, নূতন মধুচ্ছিষ্ট ও ধুনো এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি করা যায়। শৃঙ্গ, কেশ, ক্ষুর, স্নায়ু ও ত্বক্ এই সমস্ত একত্র করিয়াও ধূমপানের উপকরণ করা যায় ["স্নায়ু অর্থাৎ ধনুর্জ্যাবন্ধনার্থ দ্রব্য। তাঁৎ ইতি লোকে।" ইতি টীকাকার]। তুরুষ্ক, শল্লকী, গুগ্গুলু, পদ্মকাষ্ঠ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়াও বর্ত্তি করা যায়। সর্ব্ববিধ বর্ত্তির উপকরণেই ঘৃত মিশ্রিত করিতে হয়।২৮। শ্বাসরোগী বলবান্ অথচ কফগ্রস্ত হইলে উহাকে বমন ও বিরেচন দিবে। আর রোগী দুর্ব্বল ও রূক্ষ হইলে জাঙ্গল জন্তু, মেষ বা কচ্ছপাদি আনূপমাংসের সুসংস্কৃত তর্পণ হিতকর হইয়া থাকে।২৯। কণ্টিকারীর কল্ক ও আমলকী সমান সমান এবং হিঙ্গু অর্দ্ধপরিমাণ উত্তম পরিমাণে মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে তিন দিনের মধ্যে বলপূর্ব্বক শ্বাস নষ্ট করিয়া থাকে।৩০। শ্বাস,

যথাগ্নিরিদ্ধঃ খলু কাষ্ঠসঙ্ঘৈ-
র্বজ্রং যথা বা সুররাজমুক্তম্।
রোগাস্তথৈতে খলু দুর্নিবারাঃ
শ্বাসশ্চ কাসশ্চ বিলম্বিকা চ॥ ৩১

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে শ্বাসপ্রতিষেধো
নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১॥

কাস ও বিলম্বিকা এই তিনটী রোগ কাষ্ঠসমূহযোগে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বজ্রের ন্যায় দুর্নিবার। ৩১

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৯॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কাসপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

উক্তা যে হেতবো নৃণাং রোগয়োঃ শ্বাসহিক্কয়োঃ।
কাসস্যাপি চ তে জ্ঞেয়াস্ত এবোৎপত্তিহেতবঃ॥ ২

ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব
ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাদপি ভোজনস্য
বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥
প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ
সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ।
নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষঃ
কাসঃ স বিদ্বদ্ভিরুদাহৃতস্তু॥ ৩

স বাতপিত্তপ্রভবঃ কফাচ্চ
ক্ষতাৎ তথান্যঃ ক্ষয়জোঽপরশ্চ।
পঞ্চপ্রকারঃ কথিতো ভিষগ্ভি-
র্বিবর্দ্ধিতো যক্ষ্মবিকারকৃৎ স্যাৎ॥ ৪

ভবিষ্যতস্তস্য তু কণ্ঠকণ্ডূ-
র্ভোজ্যোপরোধো গলতালুলেপঃ।
স্বশব্দবৈষম্যমরোচকোঽগ্নি-
সাদশ্চ লিঙ্গানি ভবন্ত্যমূনি॥ ৫

হৃচ্ছঙ্খমূর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলী
ক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজাঃ।
প্রসক্তবেগস্তু সমীরণেন
কাসেৎ তু শুষ্কং স্বরভেদযুক্তম্॥

উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈ-
রভ্যর্দ্দিতস্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ।
পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি
কাসেৎ স পাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ॥

বিলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্
শিরোরুগার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ।
অভক্তরুগ্গৌরবসাদযুক্তঃ
কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন॥ ৬

বক্ষোঽতিমাত্রং বিহতঞ্চ যস্য
ব্যায়ামভারাধ্যয়নাভিঘাতৈঃ।
বিশ্লিষ্টবক্ষাঃ স নরঃ সরক্তং
ষ্ঠীবত্যভীক্ষ্ণং ক্ষতজঃ স উক্তঃ॥

অতিব্যবায়ভারাধ্ব যুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃ ক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ।
স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

কাসপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা কাসপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। ধূম দ্বারা উপঘাত (ধূম দ্বারা শ্বাসপথের রোধ), ধূলি দ্বারা ঐরূপ উপঘাত, অতি পরিশ্রম, রুক্ষান্নসেবন, ভুক্ত দ্রব্যের বিমার্গগমন ('বিষম' খাওয়া), বেগরোধ ও ক্ষবথুরোধ-হেতু প্রাণবায়ু উদানবায়ুর সহিত প্রদুষ্ট এবং সংভিন্ন কাংস্যের (ভাঙ্গা কাঁসার) ন্যায় শব্দযুক্ত হইয়া মুখ হইতে সহসা কফাদিদোষের সহিত নির্গত হইলে বিদ্বানেরা তাহাকেই কাস বলিয়া থাকেন। ২। মানুষদিগের শ্বাস ও হিক্কা এই দুই রোগের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, তাহারা কাসসমূহেরও উৎপত্তির হেতু বলিয়া জানিবে। ৩। সেই কাস পঞ্চপ্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ। কাসরোগ বর্দ্ধিত হইয়া যক্ষ্মা হইয়া থাকে। ৪। কাসরোগের পূর্ব্বরূপ যথা;—কণ্ঠে কণ্ডুয়ন, ভুক্ত দ্রব্যের অবরোধ, গল ও তালুর লেপ, স্বাভাবিক শব্দের (আওয়াজের) বৈষম্য, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য। ৫। বাতজ কাসে হৃদয়, শঙ্খ, মূর্দ্ধা, উদর ও পার্শ্বে বেদনা হয়। মুখ শুষ্ক হয়, বল স্বর ও ওজঃ ক্ষীণ হয় এবং স্বরভেদ হইয়া থাকে। পিত্তজ কাসে বক্ষের বিদাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা, পীতবর্ণ কটু দ্রব্যের বমন, পীতবর্ণতা এবং পরিদাহ হয়। কফজ কাসে মুখ বিলিপ্ত, অবসাদ, শিরোবেদনা, দেহের কফপূর্ণতা, ভাতে অরুচি, গৌরব, অবসাদ, কফের আতিশয্য এবং কফের সান্দ্রতা হইয়া থাকে। ৬। ব্যায়াম, ভারবহন, অধ্যয়ন বা অভিঘাত বশতঃ বক্ষঃ অতিমাত্র আহত হইলে বিশ্লিষ্ট [অবসন্ন বা ক্ষত] হয়। তাহাতে রক্তষ্ঠীবনের সহিত কাস হইয়া থাকে। ইহাকেই ক্ষতজ কাস কহে। অতিব্যবায়, ভারবহন, পথভ্রমণ এবং অশ্বগজের সহিত বিগ্রহ এই সকল কারণেও রুক্ষ ব্যক্তির উরঃক্ষত হইতে পারে। বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাস উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে প্রথমে শুষ্ক কাস ও পরে রক্তষ্ঠীবন হয়, কণ্ঠ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়, বক্ষঃ

কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিভিন্নেনৈব চোরসা ॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা ॥
পার্শ্বভেদজ্বরশ্বাস-তৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ ॥
বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্ বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ।
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্ ॥

স গাত্রশূলজ্বরদাহমোহান্
প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী।
শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু
প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূযম্ ॥
তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং
চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি।
বৃদ্ধত্বমাসাদ্য ভবত্যথো বৈ
যাপ্যং তমাহুর্ভিষজস্তু কাসম্ ॥ ৮

শৃঙ্গীবচাকট্ফলকত্তৃণাব্দ-
ধান্যাভয়াভার্গ্যমরাহ্বরবিশ্বম্।
উষ্ণাম্বুনা হিঙ্গুযুতন্তু পীত্বা
বদ্ধাস্যমপ্যাশু জহাতি কাসম্ ॥
ফলত্রিকব্যোষবিড়ঙ্গশৃঙ্গী-
রাস্নাবচাপদ্মকদেবকাষ্ঠৈঃ।
লেহঃ সচূর্ণৈঃ ক্ষৌদ্রসিতাঘৃতাক্তঃ
কাসং নিহন্যাদচিরাদুদীর্ণম্ ॥

পথ্যাং সিতামামলকানি লাজাং
সমাগধীঞ্চাপি বিচূর্ণ্য শুণ্ঠীম্।
সর্পির্মধুভ্যাং বিলিহীত কাসী
সসৈন্ধবাং বোষ্ণজলেন কৃষ্ণাম্ ॥
খাদেৎ গুড়ং নাগরপিপ্পলীভ্যাং
দ্রাক্ষাঞ্চ সর্পির্মধুনাবলিহ্যাৎ।
দ্রাক্ষাং সিতাঞ্চ মাগধিকাঞ্চ তুল্যাং
সশৃঙ্গবেরং মধুকং তুগাঞ্চ ॥
লিহ্যাদ্ঘৃতক্ষৌদ্রযুতাং সমাংশাং
সিতোপলাং বা মরিচাংশযুক্তাম্।
ধাত্রীকণাবিশ্বসিতোপলাশ্চ
সংচূর্ণ্য মস্তুেন পিবেচ্চ দধ্নঃ ॥
হরেণুকাং মাগধিকাঞ্চ তুল্যাং
দধ্না পিবেৎ কাসগদাভিভূতঃ ॥
উভে হরিদ্রে সুরদারু[illegible]ং
গায়ত্রিসারঞ্চ পিবেৎ সমাংশম্ ॥
বস্তস্য মূত্রেণ সুখাম্বুনা [illegible]
দন্তীং দ্রবন্তীঞ্চ সতিল্বকাংশাম্।
ভৃষ্টানি সর্পিষ্যথ বাদরাণি
খাদেৎ পলাশানি সসৈন্ধবানি।
কোলপ্রমাণং প্রপিবেদ্ধি হিঙ্গু
সৌবীরকেণাম্লরসেন বাপি ॥
ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যান্মরিচানি বাপি ॥ ৯
ভার্গীবচাহিঙ্গুকৃতাঞ্চ বর্ত্তিম্।
ধূমে প্রশস্তা ঘৃতসংপ্রযুক্তা
বেণুত্বগেলালবণৈঃ কৃতা চ ॥

যেন ভিন্ন হইয়া থাকে ও যেন তীক্ষ্ণ সূচীসমূহযোগে তুদ্যমান হইতে থাকে, বক্ষে বেদনা হয় ও স্পর্শ করিলে কষ্ট হয় আর শূল, ভেদন ও পীড়নবৎ যাতনা হইতে থাকে, পর্ব্বভেদ জ্বর শ্বাস তৃষ্ণা ও বিস্বরতা হয় আর ক্ষতজ কাসে কাসবেগে পারাবতের ন্যায় কূজন হইতে থাকে। ৭। বিষমভোজন, অসাত্ম্যভোজন, অতি-ব্যবায়, বেগধারণ, ঘৃণা ও শোকহেতু অগ্নি ব্যাপন্ন হইলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া দেহক্ষয়কারক ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। তাহাতে গাত্রশূল, জ্বর, দাহ, মোহ ও বলক্ষয় হয়। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্ষীণমাংস হয় এবং পূযের সহিত রক্তষ্ঠীবন করিতে থাকে। ক্ষয়জ কাস সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হইলে অতিশয় দুশ্চিকিৎস্য হয়। বৃদ্ধাবস্থায় যে ক্ষয়জ কাস হয়, তাহা যাপ্য হইয়া থাকে। ৮। কর্কটশৃঙ্গী, বচ, কায়ফল, কতৃণ, মুস্তা, ধনে, হরীতকী, বামনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ ও হিঙ্গু উষ্ণাম্বু-যোগে পান করিলে, যদি কাসিতে কাসিতে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তবে সেরূপ কাসও নষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কর্কটশৃঙ্গী, রাস্না, বচ, পদ্মকাষ্ঠ ও দেবদারু সমান সমান ভাগে মধুঘৃতযোগে লেহ করিলে অচিরাৎ উগ্র কাসও নষ্ট হয়। কাসরোগী হরীতকী, চিনি, আম-লকী, লাজা, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ করিয়া মধুঘৃতযোগে লেহন করিবে। অথবা পিপুলচূর্ণ সৈন্ধবের সহিত লেহন করিবে। শুঁঠ ও পিপুলের চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত দ্রাক্ষা ভক্ষণ করিবে। দ্রাক্ষা, চিনি ও পিপুল তুল্যভাগে সেবন করিবে। শুঁঠ, যষ্টিমধু ও বংশলোচন সমান সমান ভাগে ঘৃতমধুর সহিত সেবন করিবে। চিনি ও মরিচচূর্ণ একত্র করিয়া লেহন করিবে। আমলকী, পিপুল, শুঁঠ ও চিনি একত্র করিয়া দধিমস্তুর সহিত পান করিবে। হরেণু ও পিপুল তুল্যভাগে দধির সহিত পান করিবে। হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুঁঠ ও খদিরসার সমান সমান ভাগে ছাগমূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা দন্তী, দ্রবন্তী ও তিল্বক সমান সমান ভাগে পান করিবে। অথবা কুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। অথবা অর্দ্ধকর্ষ পর্য্যন্ত হিঙ্গু সৌবীরক বা বীজপূররসের সহিত পান করিবে। অথবা মরিচচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ৯। কাস রোগে বামনহাটী, বচ ও হিঙ্গুর বর্ত্তি ধূমপানে প্রয়োগ করিবে। বংশত্বক্, এলা, লবণ ও ঘৃতের বর্ত্তির ধূম পান করিবে।

মুস্তেঙ্গুদীত্বঙ্মধুকাম্বুমাংসী-
মনঃশিলালৈগৃহগলাম্বুপিষ্টৈঃ।
বিধায় বর্ত্তীঃ সুপয়োহনুপানং
ধূমং পিবেদ্ বাতবলাসকাসী॥
পিবেচ্চ সীধুং মরিচান্বিতং বা
তেনাশু কাসং শমমভ্যুপৈতি॥ ১০
দ্রাক্ষাম্বুমঞ্জিষ্ঠপুরাহ্বয়াভিঃ
ক্ষীরং শৃতং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তম্।
নিদিগ্ধিকানাগরপিপ্পলীভিঃ
খাদেচ্চ মুদ্গান্ মধুনা সুসিদ্ধান্॥
উৎকারিকাং সর্পিষি নাগরাঢ্যাং
পক্ত্বা সমূলৈস্ত্রুটিকোলপত্রৈঃ।
এভির্নিষেবেত কৃতাঞ্চ পেয়াং
তথাং সুশীতাং মধুনা বিমিশ্রাম্॥ ১১
যৎ প্লীহ্নি সর্পির্বিহিতং ষড়ঙ্গং
তদ্বাতকাসং জয়তি প্রসহ্য।
বিদারিগন্ধাদিকৃতং ঘৃতং বা
রসেন বা বাসকজেন পক্বম্॥
বিরেচনং স্নৈহিকমত্র চোক্ত-
মাস্থাপনঞ্চাপ্যনুবাসনঞ্চ।
ধূমং পিবেৎ স্নৈহিকমপ্রমত্তঃ
পিবেৎ সুখোষ্ণং ঘৃতমেব চাত্র॥

হিতা যবাগ্বশ্চ রসেষু সিদ্ধাঃ
পয়াংসি লেহাঃ সঘৃতাস্তথৈব॥ ১২
প্রচ্ছর্দ্দনং কায়শিরোবিরেকা-
স্তথৈব ধূমাঃ কবলগ্রহাশ্চ।
উষ্ণাশ্চ লেহাঃ কটুকা নিহন্যুঃ
কফং বিশেষেণ বিশোষণং বা॥
কটুত্রিকঞ্চাপি বদন্তি পথ্যং
ঘৃতং কৃমিঘ্নস্বরসে বিপক্বম্।
নির্গুণ্ডিপত্রস্বরসে চ পক্বং
সর্পিঃ কফোত্থং বিনিহন্তি কাসম্॥
পাঠাবিড়ব্যোষবিড়ঙ্গসিন্ধু-
ত্রিকণ্টরাস্নাহুতভুগ্ঘনাভিঃ॥ ১৩
শৃঙ্গীবচাম্ভোধরদেবদারু-
দুরালভাভার্গ্যভয়াশঠীভিঃ।
সম্যগ্বিপক্বং দ্বিগুণেন সর্পি-
র্নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসেন চৈতৎ॥
শ্বাসাগ্নিসাদস্বরভেদভিন্নান্
নিহন্ত্যদীর্ণানপি পঞ্চ কাসান্।
বিদারিগন্ধোৎপলসারিবাদীন্
নিঃক্বাথ্য বর্গান্ মধুকঞ্চ কৃৎস্নম্॥
ঘৃতং পচেদিক্ষুরসাম্বুদুগ্ধৈঃ
কাকোলিবর্গে চ সশর্করং তৎ।

মুতা, ইঙ্গুদীবল্কল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মনঃশিলা ও হরিতাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। বাতশ্লেষ্মকাসরোগী এই বর্ত্তির ধূম পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। অথবা মরিচযুক্ত সীধু পান করিবে। তাহাতে ইহার কাস আশু শান্ত হয়। ১০। কাসরোগী দ্রাক্ষা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা ও শল্লকী (কোন কোন মতে শল্লকী নহে, গুগ্‌গুলু) এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। আর কণ্টিকারী, শুঁঠ, পিপুল ও মধুর সহিত সুসিদ্ধ মুদ্গ সেবন করিবে। ভূরি পরিমাণে শুণ্ঠীর সহিত ঘৃতে উৎকারিকা পাক করিয়া সেবন করিবে ["সমূলৈস্ত্রুটিকোলপত্রৈঃ" এই পাঠটীর অন্তর্গত 'ত্রুটিকোলপত্রৈঃ' এই পাঠটী টীকাকার উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু স্বীকার করে না]। আর ঐ সকল উৎকারিকা-দ্রব্যের সহিত পাতলা করিয়া পেয়া প্রস্তুত করিবে এবং শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ১১। প্লীহা রোগের চিকিৎসায় যে ষট্‌পল ঘৃতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বলপূর্ব্বক বাতকাস নষ্ট করিয়া থাকে [অর্থাৎ যকৃৎ বা প্লীহার দোষে কাস হইলে এই ঘৃত পান করিতে হয়]। অথবা বাতকাসে বিদারিগন্ধাদি ঘৃত বা বাসকরসের সহিত পক্ব ঘৃত পান করিবে। আর বাতকাসে স্নেহবিরেচন, আস্থাপন ও অনুবাসনও প্রশস্ত হইয়া থাকে। বাতকাসে স্নৈহিক ধূম ও সুখোষ্ণ ঘৃত পান করিবে। ইহাতে মাংসরসের সহিত সিদ্ধ যবাগূসমূহ, দুগ্ধসমূহ এবং ঘৃতযুক্ত লেহসমূহও হিতকর। ১২। শ্লেষ্মকাসে বমন, কায়বিরেচন, শিরোবিরেচন, ধূম, কবলগ্রহ এবং উষ্ণ ও কটুদ্রব্যসমূহমিশ্রিত লেহসমূহ হিতকর আর ইহাতে বিশোষণ অর্থাৎ লঘু রুক্ষ অন্নভোজন (কোন কোন মতে নানাবিধ লঙ্ঘন) হিতকর। শ্লেষ্মকাসে ত্রিকটু হিতকর। আর বিড়ঙ্গের স্বরসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত হিতকর। আর নির্গুণ্ডীপত্রের স্বরসের সহিত সিদ্ধ ঘৃতও হিতকর হইয়া থাকে। ১৩। কর্কটশৃঙ্গী, বচ, মুতো, দেবদারু, দুরালভা, ভার্গী (বামনহাটী), হরীতকী ও শঠীর কল্ক এক সের, নির্গুণ্ডীর স্বরস আট সের ও ঘৃত চারি সের পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও স্বরভেদের সহিত পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়। [টীকাকার বলেন যে, এ স্থলে নির্গুণ্ডী শব্দে নীল সিন্ধুবার—যাহাকে লোকে শেফালিকা বলে। আবার ভাবমিশ্র গৃধ্রসীর চিকিৎসায় বলেন যে, শেফালিকা শব্দের অর্থ নির্গুণ্ডী। তবেই শেফালিকা শব্দের অর্থ শিউলী না নিসিন্দা? টীকাকারের অভিপ্রায় শিউলী বলিয়াই বোধ হয়]। বিদারীগন্ধাদি, উৎপলাদি ও সারিবাদি বর্গের কাথ, যষ্টিমধুর কল্ক, ইক্ষুরস, জল ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে পিত্তজ কাস নষ্ট হয়। এইরূপ কাকোলীবর্গের কল্ক ও শর্করার সহিত

প্রাতঃ পিবেৎ পিত্তকৃতে চ কাসে
রতিপ্রসূতে ক্ষয়জে চ কাসে ॥ ১৪
খর্জ্জূরভার্গীমগধাপিয়াল-
মধূলিকৈলামলকৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং সিতাক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ং
ত্রীন্ হন্তি কাসানুপযুজ্যমানম্ ॥
রক্তাং হরিদ্রাঞ্জনবহ্নিপাঠা-
মূর্ব্বোপকুল্যা বিলিহেৎ সমাংশাঃ।
ক্ষৌদ্রেণ কাসে ক্ষতজে ক্ষয়োত্থে
পিবেদ্ ঘৃতঞ্চেক্ষুরসে বিপক্কম্ ॥
চূর্ণং পিবেচ্চামলকস্য বাপি
ক্ষীরেণ পক্কং সঘৃতং হিতাশী ॥
চূর্ণানি গোধূমযবোদ্ভবানি
কাকোলিবর্গস্য কৃতং সুসূক্ষ্মঃ।
কাসেষু পেয়স্ত্রিষু কাসবদ্ভিঃ
ক্ষীরেণ সক্ষৌদ্রঘৃতেন বাপি ॥
গুড়োদকং বা কথিতং পিবেদ্ধি
ক্ষৌদ্রেণ শীতং মরিচোপদংশম্ ॥
প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্য
শুদ্ধস্য দত্ত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য।
চূর্ণীকৃতৈগ্রন্থিকচব্যজীর-
ব্যোষেভকৃষ্ণাহবুষাজমোদৈঃ ॥
বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিফলাযমানী-
পাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পিচুপ্রমাণৈঃ।
দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টা-
বষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্ যথাবৎ ॥
তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং
যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
অনেন সর্ব্বে গ্রহণীবিকারাঃ
সশ্বাসকাসস্বরভেদশোষাঃ ॥
শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরগ্নে-
র্হতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনঃ স্যাৎ
কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রতীতঃ ॥ ১৫
দ্বিপঞ্চমূলেভকণাত্মগুপ্তা-
ভার্গীশটীপুষ্করমূলবিশ্বান্।
পাঠামৃতাগ্রন্থিকশঙ্খপুষ্পী-
রাস্নাগ্ন্যপামার্গবলাখবাসান্ ॥
দ্বিপালিকাংশাংশ্চ যবাঢ়কঞ্চ
হরীতকীনাঞ্চ শতং গুণানাম্ ॥
দ্রোণে জলস্যাঢ়কসংযুতে চ
কাথে কৃতে পূতচতুর্থভাগে ॥
পচেৎ তুলাং শুদ্ধগুড়স্য দত্ত্বা
পৃথক্ চ তৈলাৎ কুড়বং ঘৃতাচ্চ।

ঘৃত পাক করিয়া স্ত্রীসম্ভোগজনিত ক্ষয়জ কাস ও পিত্ত-কাসে পান করিতে হয়। ১৪। খর্জ্জুর, বামনহাটী, পিপুল, পিয়াল, মধূলিকা ("মর্কটক। গোধূম গ্রহণ করিলে দোষ হয় না।") এলা ও আমলকী সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া প্রচুরপরিমাণ চিনি মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাস নষ্ট হয়। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, অঞ্জন (সৌবীরাঞ্জন), চিতা, আকনাদ, মূর্ব্বা (মুগরো) ও পিপুল সমান সমান চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ক্ষতজ, ক্ষয়জ ও পিত্তজ কাসে লেহন করিবে। এই তিন প্রকার কাসেই ইক্ষুরসে বিপক্ব ঘৃত পান করিবে। অথবা হিতভোজী হইয়া দুগ্ধ-পক্ব আমলকীচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। গোধূম, যব ও কাকোলীবর্গের অতিশয় সূক্ষ্মচূর্ণ দুগ্ধ মধু ও ঘৃতের সহিত ত্রিবিধ কাসেই পান করা যায় [কোন কোন মতে গোধূম, যব ও কাকোলীবর্গের চূর্ণ যথাক্রমে পিত্তজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাসে পান করা যায়]। গুড়ের জল শীতকষায়বিধানে "পাক" করিয়া মধু ও কিঞ্চিৎ মরিচ-চূর্ণের সহিত পান করিতে হয়। নির্ম্মল আমলকীরস তিন প্রস্থ, গুড় অর্দ্ধতুলা (সওয়া ছয় সের) এবং বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদি, চিতা ও ধনে প্রত্যেকে এক কর্ষ লেহবৎ করিয়া পান করিবে। ইহার নাম কল্যাণ-গুড়। ঈষৎ তৈলভৃষ্ট তেউড়ীচূর্ণ আট পল ও তৈল আট পল যথাবিধানে পাক করিবে। অনন্তর উহাতে এলাচ, তেজপাতা ও দারুচিনির চূর্ণ যথেষ্ট মিশ্রিত করিয়া অক্ষফল পরিমাণে (অক্ষফল অর্থাৎ বিভীতকী। টীকাকার অন্য অর্থ করেন নাই) সেবন করিবে। ইহারও নাম কল্যাণক। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীবিকার, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ ও শোষ নষ্ট হয়। ইহা চিরনষ্ট অন্তরগ্নির এবং চিরনষ্ট পুংস্ত্বের বৃদ্ধিকারক। এই কল্যাণক গুড় স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাদোষ নাশ করে [দ্বিতীয়প্রকার কল্যাণকে গুড়ের উল্লেখ নাই। আর শ্লোকের অন্বয় করিতে গেলে প্রথম কল্যাণকের সহিত দ্বিতীয়ের স্বতন্ত্রতা প্রতিপাদন করা যায় না। কিন্তু টীকাকার দ্বিতীয়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, স্পষ্টই স্থির হইতেছে যে, তেউড়ীচূর্ণ, তৈল ও এলাদি ত্রিসুগন্ধি প্রথম কল্যাণকেরই অঙ্গ। অর্থাৎ এ স্থলে কল্যাণকগুড় এক ভিন্ন দুই নহে]। ১৫। দশমূল, গজপিপুল, পিপুল, আলকুশী, বামনহাটী, শটী, পুষ্করমূল, শুঁঠ, আকনাদি, গোলঞ্চ, পিপুল, শঙ্খপুষ্পী, রাস্না, চিতা, আপাং, বেড়েলা ও দুরালভা প্রত্যেকে দুই পল, পুট্‌লীবদ্ধ যব আট সের ও পুট্‌লীবদ্ধ হরীতকী একশত একদ্রোণ জলে [শিবদাস-মতে আশী সের জলে] পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং "হরীতকী-সমূহ বংশশলাকা দ্বারা ছিদ্রিত করিয়া ঘৃত ও তৈলে অল্প ভাজিয়া লইবে।" অনন্তর পূর্ব্বোক্ত কাথ, সাড়ে

চূর্ণঞ্চ তাবন্মগধোদ্ভবায়া
দেয়ঞ্চ তস্মিন্ মধু সিদ্ধশীতে ॥
রসায়নাৎ কর্ষমতো বিলিহ্যাদ্-
দ্বে চাভয়ে নিত্যমথাশু হন্যাৎ।
তন্দ্রাজযক্ষ্মগ্রহণীপ্রদোষ-
শোফাগ্নিমান্দ্যস্বরভেদকাসান্ ॥
পাণ্ড্বাময়শ্বাসশিরোবিকারান্
হৃদ্রোগহিক্কাবিষমজ্বরাংশ্চ।
মেধাবলোৎসাহমতিপ্রদঞ্চ
চকার চৈতদ্ ভগবানগস্ত্যঃ ॥ ১৬
কুলীরশুক্তীচটকৈণলাবান্
নিঃক্বাথ্য বর্গৈর্মধুরৈস্তথাদ্যৈঃ।
পচেদ্ ঘৃতং তৎ তু নিষেব্যমাণং
হন্যাৎ ক্ষতোত্থং ক্ষয়জঞ্চ কাসম্।
শতাবরীনাগবলাবলাভি-
র্ঘৃতং বিধেয়ঞ্চ হিতায় কাসিনাম্ ॥ ১৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে কাসপ্রতিষেধো নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

বার সের বিশুদ্ধ গুড়, এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) তৈল ও এক কুড়ব ঘৃত এবং হরীতকীসমূহ পাক করিতে থাকিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে উহাতে অর্দ্ধসের পিপুলচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইয়া আসিলে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া শুদ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই রসায়ন প্রত্যহ প্রাতে দুই তোলা ও তৎসঙ্গে দুইটী করিয়া হরীতকী সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, গ্রহণীদোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, স্বরভেদ, কাস, পাণ্ডুরোগ, শ্বাস, শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, হিক্কা ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। আর ইহাতে মেধা, বল, উৎসাহ ও মতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা অগস্ত্য মুনির নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম অগস্ত্য-হরীতকী। ১৬। কাঁকড়া, শুক্তি, চটক, এণ, লাব ইহাদের ক্বাথ, কাকোল্যাদি গণের ক্বাথ, জীবনীয় গণের কল্ক ও ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাস নষ্ট হয়। এইরূপ শতাবরী, নাগবলা ও বলার ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও কাস নষ্ট হইয়া থাকে। ১৭

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বরভেদপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাত-
শীতাদিভিঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু।
তে শব্দবাহিধমনীষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং
হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্বিধঃ সঃ ॥ ২
বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চা
ভিন্নং শনৈর্বদতি গর্দ্দভবৎ খরঞ্চ।
পিত্তেন পীতবদনাক্ষিপুরীষমূত্রো
ব্রূয়াদ্গলেন চ বিদাহসমন্বিতেন ॥
কৃচ্ছ্রাৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠো
মন্দং শনৈর্বদতি বাপি দিবা বিশেষাৎ।
সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্প-
দব্যক্ততা চ বচসস্তমসাধ্যমাহুঃ ॥ ৩
ধূমোপেত বাক্ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ
বাগেষ বাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ ॥ ৪
অন্তর্গতস্বরমলক্ষ্যপদং চিরেণ
ভেদোঽস্বয়াদ্বদতি দিগ্ধগলোষ্ঠতালুঃ ॥ ৫
ক্ষীণস্য বৃদ্ধস্য কৃশস্য চাপি চিরোত্থিতো যশ্চ সহোপজাতঃ।
মেদস্বিনঃ সর্ব্বসমুদ্ভবশ্চ স্বরাময়ো যো ন স সিদ্ধিমেতি ॥ ৬

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্বরভেদপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা স্বরভেদপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। অতিশয় উচ্চভাষণ, বিষসেবন, অধ্যয়ন, আঘাত ও শীতাদিহেতু বায়ুপ্রমুখ দোষসমূহ কুপিত হইয়া শব্দবাহী ধমনীসমূহে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বরভঙ্গ করে। এই স্বরভঙ্গ ষড়্বিধ। ২। বাতিক স্বরভেদে নয়ন, আনন, মূত্র ও বিষ্ঠা কৃষ্ণবর্ণ হয়; স্বর সময়ে সময়ে ভিন্ন হয় এবং গর্দ্দভের ন্যায় খর হয়। পৈত্তিক স্বরভেদে বদন, অক্ষি, পুরীষ ও মূত্র পীতবর্ণ হয়; আর কথা কহিবার সময় গলা জ্বালা করে। কফজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠ সতত কফরুদ্ধ হয় এবং আস্তে আস্তে অল্প অল্প কথা বাহির হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক স্বরভেদে সর্ব্বপ্রকার বিকারেরই প্রাদুর্ভাব হয় আর কথা অব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে অসাধ্য বলে। ৩। ক্ষয়জ স্বরভঙ্গে কথা কহিবার সময়ে যেন ধূম উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে এবং বাক্য ক্ষীণ হইয়া থাকে। এরূপ রোগী হতবাক্ (যাহার বাক্য একবারে রুদ্ধ হইয়াছে) হইলে পরিত্যাজ্য হয়। ৪। মেদের সহিত একপ্রকার স্বরভঙ্গের সংশ্রব আছে, তাহাতে রোগীর স্বর অন্তর্গত থাকে; বিলম্বে বিলম্বে অস্পষ্ট কথা বাহির হয় আর গল ওষ্ঠ ও তালু মেদে লিপ্ত হইয়া থাকে। ৫। ক্ষীণ, বৃদ্ধ ও কৃশ ব্যক্তির স্বরভেদ, বহুদিনের স্বরভেদ, সহজাত স্বরভেদ, মেদস্বী ব্যক্তির স্বরভেদ এবং

স্নিগ্ধান্ স্বরাতুরনরানপকৃষ্টদোষান্
সংযোজয়েদ্বমনরেচনবস্তিভিশ্চ।
নস্তাবপীড়মুখধাবনধূমলেহৈঃ
সম্পাদয়েচ্চ বিবিধৈঃ কবলগ্রহৈশ্চ ॥ ৭
যঃ শ্বাসকাসবিধিরাদিত এব চোক্ত-
স্তঞ্চাপ্যশেষমবতারয়িতুং যতেত।
বৈশেষিকঞ্চ বিধিমূর্দ্ধমতো বদামি
তদ্বৈ স্বরাতুরহিতং নিখিলং নিবোধ ॥ ৮
স্বরোপঘাতোঽনিলজে ভুক্তোপরি ঘৃতং পিবেৎ।
কাসমর্দ্দকবার্ত্তাক-মার্কবস্বরসৈর্যুতম্ ॥
পীতং ঘৃতং হন্ত্যনিলং সিদ্ধমার্জ্জগলে রসে।
যবক্ষারাজমোদাভ্যাং চিত্রকামলকেষু বা ॥
দেবদার্ব্বগ্নিকাভ্যাং বা সিদ্ধমাজং সমাক্ষিকম্।
সুখোদকানুপানো বা সসর্পিষ্কো গুড়োদনঃ ॥
ক্ষীরানুপানং পিত্তে তু পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ।
অশ্নীয়াচ্চ সসর্পিষ্কং যষ্টীমধুকপায়সম্ ॥
লিহ্যান্মধুরকাণাং বা চূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতম্।
শতাবরীচূর্ণযোগং বলাচূর্ণমথাপি বা ॥
পিবেৎ কটূনি মূত্রেণ কফজে স্বরসংক্ষয়ে।
লিহ্যাদ্বা মধুতৈলাভ্যাং ভুক্ত্বা খাদেৎ কটূনি চ ॥
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্বিধিরিষ্যতে।
সর্ব্বজে ক্ষয়জে চাপি প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্ ॥
শর্করামধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ।
পিবেৎ পয়াংসি যস্তোচ্চৈর্বদতোঽভিহতঃ স্বরঃ ॥ ৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে স্বরভেদপ্রতিষেধো নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কৃমিরোগপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অজীর্ণাধ্যশনাসাত্ম্যৈর্বিরুদ্ধমলিনাশনৈঃ।
অব্যায়ামদিবাস্বপ্ন-গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতলৈঃ ॥
মাষপিষ্টান্নবিদল-বিসশালুকসেরুকৈঃ।
পর্ণশাকসুরাশুক্ত-দধিক্ষীরগুড়েক্ষুভিঃ ॥
পলালানূপপিশিত-পিণ্যাকপৃথুকাদিভিঃ।
স্বাদ্বম্লদ্রবপানৈশ্চ শ্লেষ্মা পিত্তঞ্চ কুপ্যতি ॥
কৃমীন্ বহুবিধাকারান্ করোতি বিবিধাশ্রয়ান্।
আমপক্কাশয়স্তেষাং প্রসবঃ প্রায়শঃ স্মৃতঃ ॥ ২
বিংশতেঃ কৃমিজাতীনাং ত্রিবিধঃ সম্ভবঃ স্মৃতঃ।
পুরীষকফরক্তানি তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥

সান্নিপাতিক স্বরভেদ আরাম করা যায় না। ৬। দুষ্টদোষ স্বরভঙ্গরোগীদিগকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন, বিরেচন ও বস্তি প্রয়োগ করিবে। আর নস্য, অবপীড়, মুখধাবন, ধূম, লেহ ও বিবিধপ্রকার কবল দিবে। ৭। আর ইত্যগ্রে যে শ্বাসকাসের চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাও এই রোগে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। অনন্তর আমি স্বরভঙ্গের বৈশেষিক চিকিৎসা নিঃশেষে বলিতেছি। ৮। বাতজ স্বরভেদে ভোজনের উপরি ঘৃতপান করিবে। ঐ ঘৃত কাসমর্দ্দ, বার্ত্তাক (বৃহতী ফল) ও ভৃঙ্গরাজের স্বরসের সহিত সংযুক্ত (পক্ক) হওয়া উচিত। অর্জ্জুনের স্বরসে সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে বাতজ স্বরভেদ শান্ত হয়। যবক্ষার ও অজমোদা অথবা চিতা ও আমলকের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বাতজ স্বরভেদে উপকারী। অথবা দেবদারু ও চিতার সহিত সিদ্ধ ছাগঘৃত মধুর সহিত পান করিলে উপকার হয়। অথবা ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া ঈষৎ উষ্ণ জল অনুপান করিলে উপকার হয়। পিত্তজ স্বরভেদে ঘৃত পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। যষ্টিমধুর পায়স (যষ্টিমধু ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ তণ্ডুল) ঘৃতের সহিত ভোজন করিবে। অথবা কাকোল্যাদি মধুর গণের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত আপ্লুত করিয়া লেহন করিবে। শতাবরীর চূর্ণ বা বলাচূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত আপ্লুত করিয়া লেহন করিবে। কফজ স্বরভেদে ত্রিকটু-চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা মধু ও তৈলের সহিত ত্রিকটু লেহন করিবে। অথবা ভোজনের পর ত্রিকটু লেহন করিবে। মেদোজাত স্বরভেদে কফের ন্যায় বিধি বিহিত। সান্নিপাতিক ও ক্ষয়জ স্বরভঙ্গে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাতে যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে, সে মধুর গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ শর্করা ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ৯

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

ক্রিমিরোগপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা ক্রিমিরোগপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব।১। অজীর্ণ, অধ্যশন, অসাত্ম্যভোজন, বিরুদ্ধভোজন, মলিন-ভোজন, অ-ব্যায়াম (অপরিশ্রম), দিবানিদ্রা, গুরুভোজন, অতি স্নিগ্ধভোজন, অতি শীতলভোজন, মাষ পিষ্টান্ন বিদল (মুদ্গাদি ডাউল) বিস শালুক ও কসেরুক ইহাদের অতি ভোজন, পত্রশাক সুরা শুক্ত দধি দুগ্ধ ও গুড় ইহাদের অতিভোজন, পলাল (তৃণ) আনূপ মাংস পিণ্যাক ও পৃথুক (চিঁড়ে) প্রভৃতির অতি সেবন এবং স্বাদু, অম্ল ও দ্রবদ্রব্যের অতিভোজনহেতু শরীরের বিবিধ স্থানে বহুবিধ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে আমাশয় ও পক্কাশয় প্রধানতঃ ক্রিমিদিগের জন্মস্থান। ২। ক্রিমি বিংশতি-প্রকার এবং পুরীষ, রক্ত ও কফ এই তিনটী উহাদের

অষবা বিষবাঃ কিপ্যাস্ত্রিপ্যা গণ্ডূপদাস্তথা।
চুরবো দ্বিমুখাশ্চৈব সপ্তৈবৈতে পুরীষজাঃ॥
শ্বেতাঃ সূক্ষ্মাস্তুদন্ত্যেতে গুদং প্রতি সরন্তি চ।
তেষামেবাপরে পুচ্ছৈঃ পৃথবশ্চ ভবন্তি হি॥
শূলাগ্নিমান্দ্যপাণ্ডুত্ব-বিষ্টম্ভবলসংক্ষয়াঃ।
প্রসেকারুচিহৃদ্রোগ-বিড়ভেদাস্তু পুরীষজৈঃ॥
রক্তা গণ্ডূপদা দীর্ঘা গুদকণ্ডূনিপাতিনঃ।
শূলাটোপশকৃদ্ভেদ-পক্তিনাশকরাশ্চ তে॥
দর্ভপুষ্পা মহাপুষ্পাঃ প্রলূনাশ্চিপিটাস্তথা।
পিপীলিকা দারুণাশ্চ কফকোপসমুদ্ভবাঃ॥
রোমশা রোমমূর্দ্ধানঃ সপুচ্ছাঃ শ্যাবমণ্ডলাঃ।
রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাঃ শুক্লাস্তে তনবস্তথা॥
মজ্জাদা নেত্রলেঢ়ারস্তালুশ্রোত্রভুজস্তথা।
শিরোহৃদ্রোগবমথু-প্রতিশ্যায়করাশ্চ তে॥
কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাঃ কিক্কিশাস্তথা।
কুষ্ঠজাশ্চ পরীসর্পা জ্ঞেয়াঃ শোণিতসম্ভবাঃ॥
তে সরক্তাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ পৃথবস্তথা।
রক্তাধিষ্ঠানজান্ প্রায়ো বিকারান্ জনয়ন্তি তে॥ ৩
মাষপিষ্টান্নলবণ-গুড়শাকৈঃ পুরীষজাঃ।
মাংসমাষগুড়ক্ষীর-দধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ।
বিরুদ্ধাজীর্ণশাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি॥ ৪

জন্মস্থান। তন্মধ্যে অষব, বিষব, কিপ্য, ত্রিপ্য, গণ্ডূপদ, চুরু ও দ্বিমুখ এই সাত প্রকার ক্রিমি পুরীষজ। উহারা শ্বেতবর্ণ ও সূক্ষ্ম, কুট্ কুট্ করিয়া থাকে এবং গুদদেশে বিচরণ করে। উহাদের মধ্যে এক প্রকারের স্থূল পুচ্ছ আছে। পুরীষজ ক্রিমিদিগের বাহুল্য হইলে শূল, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুতা, বিষ্টম্ভ, বলসংক্ষয়, প্রসেক, অরুচি, হৃদ্রোগ ও বিষ্ঠাভেদ হয়। উহাদের মধ্যে গণ্ডূপদ নামক ক্রিমি সকল রক্তবর্ণ, দীর্ঘ এবং সুড় সুড় করিতে করিতে গুদদেশ দিয়া পতিত হয়। আর উহারা শূল, আটোপ, বিষ্ঠাভেদ ও পাকশক্তির নাশ করিয়া থাকে। দর্ভপুষ্প, মহাপুষ্প, প্রলূন, চিপিট, পিপীলিকা ও দারুণ এই ছয় প্রকার ক্রিমি কফপ্রকোপহেতু উৎপন্ন হয়। উহারা রোমশ, রোমশমস্তক, পুচ্ছযুক্ত, শ্যামবর্ণমণ্ডলসমূহযুক্ত, রূঢ় ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, শুক্ল ও তনু। উহারা মজ্জা ভক্ষণ করে, নেত্রলেহন করে, তালু ও কর্ণ খাইয়া থাকে এবং শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, বমি ও প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। রক্তজ ক্রিমি সাত প্রকার;—কেশাদ, রোমাদ, নখাদ, দন্তাদ, কিক্কিশ, কুষ্ঠজ ও পরিসর্পী (রক্তের সর্ব্বত্র বিচরণকারী)। উহারা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ ও স্থূল হইয়া থাকে এবং প্রায় সর্ব্ব প্রকার রক্তাশ্রয় রোগের হেতু হয়। ৩। পুরীষজ ক্রিমি সকল মাষ, পিষ্টান্ন, লবণ, গুড় ও শাকের অতিভোজনহেতু উৎপন্ন হয়। কফোদ্ভব ক্রিমি সকল মাংস, মাষ, গুড়, দুগ্ধ, দধি ও শুক্তের অতিভোজনহেতু উৎপন্ন হয় এবং রক্তজ ক্রিমি সকল বিরুদ্ধ, অজীর্ণ ও শাকাদির অতিসেবনহেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪। ক্রিমি জন্মিলে এই সকল লক্ষণ হয়;—জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অন্নদ্বেষ ও অতিসার। ৫। প্রথম ত্রয়োদশ প্রকার (অষব হইতে দারুণ পর্য্যন্ত) ক্রিমি দৃশ্য। আর কেশাদ হইতে পরিসর্প পর্য্যন্ত রক্তজ ক্রিমি সকল অদৃশ্য। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার (কেশাদ ও রোমাদ) ক্রিমি অসাধ্য। ৬। উল্লিখিত বিংশতি প্রকার ক্রিমির মধ্যে কোন প্রকার ক্রিমি নাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া প্রথমতঃ সুরসাদি গণের সহিত পক্ব ঘৃত দ্বারা বমন করাইবে। পরে তীক্ষ্ণতর কফঘ্ন যোগ সকল প্রয়োগ করিয়া বিরেচন দিবে। পরে আস্থাপন দিবে। আস্থাপন দ্রব্য যথা;—যব, কুল, কুলথ ও সুরসাদি গণের কাথ, বিড়ঙ্গসিদ্ধ স্নেহ দ্রব্য ও সৈন্ধব লবণ। এই নিরূঢ় প্রত্যাগত হইলে, রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া ক্রিমিনাশক খাদ্য সকল শীঘ্র প্রদান করিবে। অনন্তর বিড়ঙ্গসিদ্ধ স্নেহযোগে অনুবাসন দিবে। অনন্তর শিরীষ ও কটভীর রস মধুযোগে পান করিবে। অথবা মধুযোগে কেবুকের স্বরস পান করিবে। ভোজ্য দ্রব্য তীক্ষ্ণ দ্রব্য সহকারে সংস্কৃত করিয়া ভোজন করিবে। অথবা পলাশবীজের স্বরস বা কল্ক তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে। অথবা পারিভদ্রপত্রের (পর্ব্বতনিম্বপত্রের) স্বরস মধুর সহিত পান করিবে। অথবা পত্তুরপত্রের (শেফালিকাপত্রের) স্বরস মধুর সহিত পান করিবে। অথবা সুরসাদি গণের কাথ মধুর সহিত পান করিবে। অথবা অশ্ববিষ্ঠার চূর্ণ বা বিড়ঙ্গচূর্ণ (কোন

জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ।
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণম্॥ ৫
দৃশ্যাস্ত্রয়োদশাদ্যাস্তু ক্রিমীণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কেশাদাদ্যাস্ত্বদৃশ্যাস্তে দ্বাবাদ্যৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬
এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা জিঘাংসুঃ স্নিগ্ধমাতুরম্।
সুরসাদিবিপক্কেন সর্পিষা বান্তমাদিতঃ।
বিরেচয়েৎ তীক্ষ্ণতরৈর্যোগৈরাস্থাপয়েচ্চ তম্॥
যবকোলকুলত্থানাং সুরসাদের্গণস্য চ।
বিড়ঙ্গস্নেহযুক্তেন কাথেন লবণেন চ॥
প্রত্যাগতে নিরূহে তু নরং স্নাতং সুখাম্বুনা।
যুঞ্জ্যাৎ ক্রিমিঘ্নৈরশনৈস্ততঃ শীঘ্রং ভিষগ্বরঃ॥
স্নেহেনোক্তেন চৈনস্তু যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা।
ততঃ শিরীষকিণিহীরসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ॥
কেবুকস্বরসং বাপি পূর্ব্ববৎ তীক্ষ্ণভোজনৈঃ।
পলাশবীজস্বরসং কল্কং বা তণ্ডুলাম্বুনা॥
পারিভদ্রকপত্রাণাং ক্ষৌদ্রেণ স্বরসং পিবেৎ।
পত্তুরস্বরসং বাপি পিবেদ্বা সুরসাদিজম্॥
লিহ্যাদশ্বশকৃচ্চূর্ণং বিড়ঙ্গং বা সমাক্ষিকম্।

পত্রৈর্মূষিকপর্ণ্যা বা সুপিষ্টৈঃ পিষ্টমিশ্রিতৈঃ ॥
খাদেৎ পূপালিকান্ পক্কান্ ধান্যাম্লঞ্চ পিবেদনু।
সুরসাদিগণে তৈলং পক্কং বা পানমিষ্যতে ॥
বিড়ঙ্গচূর্ণপিষ্টাভ্যাং তস্মিন্ ভক্ষ্যাংশ্চ কারয়েৎ।
তৎকষায়প্রপীতানাং তিলানাং স্নেহমেব বা ॥
শ্বাবিধঃ শকৃতশ্চূর্ণং সপ্তকৃত্বঃ সুভাবিতম্।
বিড়ঙ্গানাং কষায়েণ ত্রৈফলেন তথৈব চ ॥
ক্ষৌদ্রেণ লীঢ়মনুপিবেদ্রসমামলকোদ্ভবম্।
অক্ষাভয়ারসঞ্চাপি বিধিরেষোঽয়সামপি ॥
পূতীকস্বরসং বাপি পিবেদ্বা মধুনা সহ।
পিবেদ্বা পিপ্পলীমূলমজামূত্রেণ সংযুতম্ ॥
সপ্তরাত্রং পিবেদ্ঘৃষ্টং ত্রপুং বা দধিমস্তুনা।
পুরীষজান্ কফোত্থাংশ্চ হন্যাদেবং কৃমীন্ ভিষক্ ॥ ৭
শিরোহৃদ্‌দ্রাণবক্ত্রাক্ষিসংস্থাংশ্চ পৃথগ্বিধান্।
বিশেষেণাঞ্জনৈর্নস্যৈরবপীড়ৈশ্চ সাধয়েৎ ॥
শকৃদ্রসং তুরঙ্গস্য সুশুষ্কং ভাবয়েদতি।
নিঃক্বাথেন বিড়ঙ্গানাং চূর্ণং প্রধমনন্তু তৎ ॥
অয়শ্চূর্ণাঞ্জনেনৈব বিধিনা যোজয়েদ্ ভিষক্।
সকাংস্যনীলং তৈলঞ্চ নস্যং স্যাৎ সুরসাদিকে ॥

কোন মতে বিড়ালবিষ্ঠার চূর্ণ) মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা মূষিকপর্ণীর (দন্তীর—কোন কোন মতে মূষিককর্ণী নামক দ্রব্যান্তরের) পত্র সুপিষ্ট ও যবপিষ্ট-মিশ্রিত করিয়া পূপালিকা (পিষ্টকসমূহ) প্রস্তুত করিবে এবং ঐ সকল পূপালিকা সেবন করিয়া কাঁজী অনুপান করিবে। অথবা সুরসাদি গণের সহিত তৈল পাক করিয়া পান করিবে। অথবা যবপিষ্টের সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণের লাড়ু প্রভৃতি ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। অথবা বিড়ঙ্গকষায়ে তিল ভাবনা দিয়া স্নেহ প্রস্তুত করিবে এবং সেই স্নেহ পান করিবে। অথবা শ্বাবিতের (সজারুর) বিষ্ঠাচূর্ণ বিড়ঙ্গ-কষায়ে সাত বার ও ত্রিফলার কষায়ে সাত বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত লেহনপূর্ব্বক আমলকীর রস বা বহেড়া ও হরীতকীর রস অনুপান করিবে। এইরূপে লৌহ-বর্গের (রঙ্গ, সীস, তাম্র, রৌপ্য বা কৃষ্ণলৌহের) চূর্ণ বিড়ঙ্গকষায়ে সাত বার ও ত্রিফলার কষায়ে সাত বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত লেহনপূর্ব্বক আমলকীর রস বা বহেড়া ও হরীতকীর রস অনুপান করিবে। অথবা পূতি-করঞ্জের স্বরস মধুর সহিত পান করিবে। অথবা পিপুলের মূল অজামূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা রঙ্গচূর্ণ সাত দিন দধিমস্তুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া (মাড়িয়া) পান করিবে, এইরূপে পুরীষজ ও কফোত্থ কৃমিদিগকে নষ্ট করিতে হয়। ৭। মস্তক, হৃদয়, ঘ্রাণ, মুখ ও অক্ষি-জাত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কৃমিদিগকে বিশেষরূপে অঞ্জন, নস্য ও অবপীড় প্রয়োগ করিয়া নষ্ট করিবে। বিড়ঙ্গের সু-শুষ্ক চূর্ণ ঘোটকবিষ্ঠার রসে উত্তম করিয়া ভাবনা দিবে। ঐ চূর্ণ উত্তম প্রধমন হয়।

ইন্দ্রলুপ্তবিধিশ্চাপি বিধেয়ো রোমভোজিষু।
দন্তাদানাং সমুদ্দিষ্টং বিধানং মুখরোগিকম্ ॥
রক্তজানাং সমুদ্দিষ্টং কুর্য্যাৎ কুষ্ঠচিকিৎসিতে।
সুরসাদিস্তু সর্ব্বেষু সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ ॥
প্রব্যক্ততিক্তকটুকং ভোজনঞ্চ হিতং ভবেৎ ॥
কুলত্থক্বাথসংসৃষ্টং ক্ষীরপানঞ্চ পূজিতম্ ॥৮
ক্ষীরাণি মাংসানি ঘৃতানি চৈব
দধীনি শাকানি চ পর্ণবন্তি।
সমাসতোঽম্লান্ মধুরান্ হিমাংশ্চ
কৃমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েৎ তু ॥ ৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে ক্রিমিরোগপ্রতিষেধো নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উদাবর্ত্তপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ ভাবানাং প্রবৃত্তানাং স্বভাবতঃ।
ন বেগান্ ধারয়েৎ প্রাজ্ঞো বাতাদীনাং জিজীবিষুঃ ॥ ২
বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রু-ক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ৈঃ।
ব্যাহন্যমানৈরুদিতৈরুদাবর্ত্তো নিরুচ্যতে ॥

এইরূপ নিয়মে লৌহবর্গের চূর্ণ ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিবে। সুরসাদি গণের সহিত তৈল পাক করিয়া কাংস্যপাত্রের কলঙ্কের সহিত নস্য করিবে। রোমভোজী কৃমিদিগের পক্ষে ইন্দ্রলুপ্তনাশক বিধিও হিতকর। দন্তাদ ক্রিমিনাশের পক্ষে মুখরোগিক বিধি হিতকর। রক্তজ ক্রিমিদিগের বিনাশের পক্ষে কুষ্ঠচিকিৎসোক্ত বিধি হিত-কর। সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিতেই সুরসাদি গণ সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবে। আর সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিতেই অতিশয় তিক্ত ও ও কটু ভোজন হিতকর। আর কুলত্থক্বাথের সহিত দুগ্ধপান হিতকর। ৮। ক্রিমি-রোগে সামান্যতঃ ক্ষীর, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্রশাক, অম্ল, মধুর ও শীতল দ্রব্য পরিত্যাজ্য। ৯।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

উদাবর্ত্তপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা উদাবর্ত্তপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। বাত বিষ্ঠা প্রভৃতি যে সকল শারীরিক ভাব অধঃ ও উর্দ্ধ-দিকে স্বভাবতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে, জিজীবিষু ব্যক্তি বিচক্ষণ হইলে অবশ্যই তাহাদের বেগ ধারণ করিবেন না। ২। বাত, বিষ্ঠা, মূত্র, জৃম্ভা, অশ্রু, ক্ষবথু, উদ্গার, বমি ও ইন্দ্রিয় (শুক্র) উদ্গত হইলে যদি নিঃসরণে ব্যাঘাত

ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্বাসনিদ্রাণামুদাবর্ত্তো বিধারণাৎ।
তস্যাভিধাস্যে ব্যাসেন লক্ষণঞ্চ চিকিৎসিতম্ ॥ ৩
ত্রয়োদশবিধশ্চাসৌ ভিন্ন এতৈস্তু কারণৈঃ।
অপথ্যভোজনাচ্চাপি বক্ষ্যতে চ যথাপরঃ ॥ ৪

আধ্মানশূলৌ হৃদয়োপরোধং
শিরোরুজং শ্বাসমতীব হিক্কাম্।
কাসপ্রতিশ্যায়গলগ্রহাংশ্চ
বলাসপিত্তপ্রসরঞ্চ ঘোরম্ ॥
কুর্য্যাদপানোঽভিহতং স্বমার্গে
হন্যাৎ পুরীষং মুখতঃ ক্ষিপেৎ বা ॥ ৫
আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তনঞ্চ
সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ।
পুরীষমাস্যাদপি বা নিরেতি
পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য ॥ ৬
মূত্রস্য বেগেঽভিহতে নরস্তু
কৃচ্ছ্রেণ মূত্রং কুরুতেঽল্পমল্পম্।
মেঢ্রে গুদে বঙ্ক্ষণমুষ্কয়োশ্চ
নাভিপ্রদেশেঽথবাপি মূর্দ্ধ্নি।
আনদ্ধবস্তেশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ
শূলাশ্চ শূলৈরিব ভিন্নমূর্ত্তেঃ ॥ ৭
মন্যাগলস্তম্ভশিরোবিকারা
জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাঃ স্যুঃ।
শ্রোত্রাননঘ্রাণবিলোচনোত্থা
ভবন্তি তীব্রাশ্চ তথা বিকারাঃ ॥ ৮

আনন্দজং শোকসমুদ্ভবং বা
নেত্রোদকং প্রাপ্তমমুঞ্চতো হি।
শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ
ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন ॥ ৯
ভবন্তি গাঢ়ং ক্ষবথোর্বিঘাতা-
চ্ছিরোঽক্ষিনাসাশ্রবণেষু রোগাঃ।
কণ্ঠাস্যপূর্ণত্বমতীব তোদঃ
কূজশ্চ বায়োরথবা প্রবৃত্তিঃ ॥ ১০
উদ্গারবেগেঽভিহতে ভবন্তি
জন্তোর্বিকারাঃ পবনপ্রসূতাঃ ॥ ১১
ছর্দ্দের্বিঘাতেন ভবেচ্চ কুষ্ঠং
যেনৈব দোষেণ বিদগ্ধমন্নম্ ॥ ১২
মূত্রাশয়ে বা গুদমুষ্কয়োশ্চ
শোফো রুজা মূত্রবিনিগ্রহশ্চ।
শুক্রাশ্মরী তৎস্রবণং ভবেদ্বা
তে তে বিকারা বিহতে তু শুক্রে ॥
তন্দ্রাঙ্গমর্দ্দাবরুচিঃ শ্রমশ্চ
ক্ষুধোঽভিঘাতাৎ কৃশতা চ দৃষ্টেঃ ॥ ১৩
কণ্ঠাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধ-
স্তৃষ্ণাভিঘাতাদ্ধৃদয়ে ব্যথা চ ॥ ১৪
শ্রান্তস্য নিশ্বাসবিনিগ্রহেণ
হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ।

প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদের সেই অবস্থাকে উদাবর্ত্ত কহে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস ও নিদ্রার বেগধারণ করিলেও উদাবর্ত্ত হয়। সম্প্রতি বিস্তারক্রমে উদাবর্ত্তের লক্ষণ বলিতেছি। ৩। ঐ ঐ কারণে উদাবর্ত্ত ত্রয়োদশ প্রকার। অপথ্য ভোজন হেতু আরও এক প্রকার উদাবর্ত্ত হইতে পারে। ৪। অপান বায়ুর বেগ ধারণ করিলে প্রাণাদি বায়ুর প্রকোপ হওয়াতে আধ্মান, শূল, হৃদয়ের উপরোধ, শিরোবেদনা, অতিশয় শ্বাস ও হিক্কা, কাস, প্রতিশ্যায়, গলগ্রহ, শ্লেষ্মা ও পিত্তের অতিশয় প্রসরণ এবং পুরীষের ধ্বংস হয়। অথবা পুরীষ মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে। ৫। পুরীষের বেগ রোধ করিলে আটোপ, শূল, পরিকর্ত্তিকা, পুরীষবন্ধ ও উর্দ্ধবাত নামক রোগ হয়। আর মুখ দিয়া পুরীষ বাহির হইতে পারে। ৬। মূত্রের বেগ রোধ করিলে মানুষ কষ্টে অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে। মেঢ্র, গুদ, বঙ্ক্ষণ, মুষ্ক, নাভিপ্রদেশ, এমন কি মস্তকে পর্য্যন্ত তীব্র শূল হইয়া থাকে এবং বস্তি আনদ্ধ (টানটান্) হয়। শরীরে ঐ প্রকার শূল হওয়াতে শরীর যেন ছিঁড়িয়া যাইতে থাকে। ৭। জৃম্ভার বেগ ধারণ করিলে মন্যাস্তম্ভ, গলস্তম্ভ (গলগ্রহ), বাতজ শিরোরোগসমূহ এবং কর্ণ মুখ নাসা ও নয়নে তীব্র বাতজ বিকারসমূহ উৎপন্ন হয়। ৮। আনন্দ বা শোক বশতঃ নেত্রে জল আসিলে যদি তাহা মোচন করা না যায় (অর্থাৎ ক্রন্দনাদি করা না যায়), তবে সেই জলের বেগধারণ হেতু শিরোগুরুত্ব ও পীনস-সহকৃত তীব্র নয়নরোগসমূহ উৎপন্ন হয়। ৯। ক্ষবথুর বেগ ধারণ করিলে মস্তক, অক্ষি, নাসা ও কর্ণে উৎকট রোগ সকল হইতে পারে। কণ্ঠ ও মুখে বায়ুপূর্ণতা ও অত্যন্ত তোদ হইতে পারে, অথবা বায়ুর একবারেই অনির্গম হয় [অর্থাৎ হাঁপাইয়া উঠিতে হয়]। ১০। উদ্গারের বেগ ধারণ করিলে বাতজ রোগসমূহ হইয়া থাকে। ১১। যে দোষ দ্বারা অন্ন বিদগ্ধ হওয়াতে বমি হইবার সম্ভাবনা হয়, বমির বেগ ধারণ করিলে তদ্দোষজ কুষ্ঠ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অরুচি প্রভৃতি হইয়া থাকে। ১২। শুক্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে, এমন কি গুদ ও মুষ্কে শোফ ও বেদনা হয় এবং মূত্রবন্ধও হইতে পারে। তদ্ভিন্ন শুক্রস্রাব ও শুক্রবেগবিঘাতজন্য হৃৎপীড়া প্রভৃতি অন্যান্য রোগও হইতে পারে। ১৩। ক্ষুধার বেগ ধারণ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, ভ্রম ও দৃষ্টির হানি হইয়া থাকে। তৃষ্ণাবেগ ধারণ করিলে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বাধির্য্য ও হৃদয়ে ব্যথা হয়। ১৪। দ্রুতগমনাদিযোগে পরিশ্রান্ত হইবার পর নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিলে হৃদ্রোগ, মোহ, এমনকি গুল্ম পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গজাড্য,

জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দোঽঙ্গশিরোঽক্ষিজাড্যং
নিদ্রাভিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা ॥ ১৫
তৃষ্ণার্দ্দিতং পরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরভিদ্রুতম্।
শকৃদ্বমন্তং মতিমানুদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ ॥ ১৬
সর্ব্বেষ্বেতেষু বিধিবদুদাবর্ত্তেষু কৃৎস্নশঃ।
বায়োঃ ক্রিয়াবিধাতব্যা স্বমার্গপ্রতিপত্তয়ে ॥
সামান্যতঃ পৃথক্ত্বেন ক্রিয়াং ভূয়ো নিবোধ মে ॥ ১৭
আস্থাপনং মারুতজে স্নিগ্ধে স্বিন্নে বিশিষ্যতে।
পুরীষজে তু কর্ত্তব্যো বিধিরানাহিকো ভবেৎ ॥ ১৮
সৌবর্চ্চলাঢ্যাং মদিরাং মূত্রে তু ভিহতে পিবেৎ।
এলামপ্যথ মদ্যেন ক্ষীরং বাপি পিবেন্নরঃ ॥
ধাত্রীফলানাং স্বরসং সজলং বা পিবেৎ ত্র্যহম্।
রসমশ্বপুরীষস্য গর্দ্দভস্যাথবা পিবেৎ ॥
মাংসোপদংশং মধুনা পিবেদ্বা সীধু গৌড়িকম্ ॥
ভদ্রদারু ঘনং মূর্ব্বাং হরিদ্রাং মধুকং তথা।
কোলপ্রমাণানি পিবেদান্তরীক্ষেণ বারিণা ॥
দুঃস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ং কুঙ্কুমস্য চ।
এর্ব্বারুবীজং তোয়েন পিবেদ্বাঽলবণীকৃতম্ ॥
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং দ্রাক্ষারসমথাপি বা।
যোগাংশ্চ বিতরেৎ তত্র পূর্ব্বোক্তানশ্মরীভিদঃ ॥

শিরোজাড্য, অক্ষিজাড্য, নিদ্রাভিঘাত, এমন কি তন্দ্রা ("বৈকারিকী নিদ্রা") পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১৫। উদাবর্ত্তরোগী, তৃষ্ণার্দ্দিত, পরিক্লিষ্ট (অত্যন্ত অবসন্ন), ক্ষীণ ও শূলার্ত্ত হইলে এবং বিষ্ঠা বমন করিতে থাকিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ১৬। উল্লিখিত সর্ব্ববিধ উদাবর্ত্তেই বিধিবৎ ও সম্যক্ প্রকারে বায়ুর চিকিৎসা আবশ্যক। যেন বায়ু স্বমার্গে প্রত্যাগত হইতে পারে। অনন্তর সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ উদাবর্ত্তের চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭। বাতবিঘাতজন্য উদাবর্ত্তে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া আস্থাপন দিবে। পুরীষজ উদাবর্ত্তে আনাহোক্ত চিকিৎসা করিবে। ১৮। মূত্রজ উদাবর্ত্তে সৌবর্চ্চলযুক্ত মদিরা পান করিবে। অথবা মদিরার সহিত এলাচ ভক্ষণ করিবে। অথবা জলের সহিত দুগ্ধ পান করিবে। অথবা আমলকের রস জলের সহিত তিন দিন পান করিবে। অথবা অশ্বপুরীষের রস বা গর্দ্দভপুরীষের রস পান করিবে। অথবা মাংসের চাটনী ও মধুসম্ভূত মদ্যপান করিবে। অথবা গুড়কৃত মদ্য পান করিবে। দেবদারু, মুতো, মূর্ব্বা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের একতোলা পরিমিত চূর্ণ আন্তরিক্ষ জলের সহিত পান করিবে। অথবা কাঁকুড়বীজের চূর্ণ ঈষৎ সৈন্ধবযোগে জলের সহিত পান করিবে। অথবা দুরালভার রস বা কুঙ্কুমের কষায় পান করিবে। অথবা পঞ্চমূলীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বা দ্রাক্ষারস পান করিবে। আর পূর্ব্বকথিত অশ্মরীনাশক যোগসমূহ প্রয়োগ করিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রক্রমং বাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ ॥ ১৯
ভূয়ো বক্ষ্যামি যোগাংশ্চ মূত্রাঘাতোপশান্তয়ে ॥ ২০
স্নেহস্বেদৈরুদাবর্ত্তং জৃম্ভাজং সমুপাচরেৎ।
অশ্রুমোক্ষোঽশ্রুজে কার্য্যঃ স্নিগ্ধস্বিন্নস্য দেহিনঃ ॥ ২১
তীক্ষ্ণাঞ্জনাবপীড়াভ্যাং তীক্ষ্ণগন্ধোপসিংঘনৈঃ।
বর্ত্তিপ্রয়োগৈরথবা ক্ষবশক্তিং প্রবর্ত্তয়েৎ ॥
তীক্ষ্ণৌষধপ্রধমনৈরথবাদিত্যরশ্মিভিঃ।
উদ্গারজে ক্রমোপেতং স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ ॥
সুরাং সৌবর্চ্চলবতীং বীজপূররসান্বিতাম্।
ছর্দ্দ্যাঘাতং যথাদোষং সম্যক্ স্নেহাদিভির্জয়েৎ ॥
সক্ষারলবণোপেতমভ্যঙ্গং বাত্র দাপয়েৎ ॥
বস্তিশুদ্ধিকরাবাপং চতুর্গুণজলং পয়ঃ।
আবারিনাশকথিতং পীতবন্তং প্রকামতঃ।
রময়েয়ুঃ প্রিয়া নার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরম্ ॥
ক্ষুদ্বিঘাতে হিতং স্নিগ্ধমুষ্ণমল্পঞ্চ ভোজনম্।
তৃষ্ণাঘাতে পিবেন্মন্থং যবাগূং বাপি শীতলাম্ ॥
ভোজ্যো রসেন বিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বাসাতুরো নরঃ।
নিদ্রাঘাতে পিবেৎ ক্ষীরং স্বপ্যাচ্চেষ্টকথারতঃ ॥

অথবা নিরবশেষে মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে। ১৯। মূত্রাঘাতনাশক যোগ সমস্ত পুনর্ব্বার আর একস্থানে বলিব। ২০। জৃম্ভাকৃত উদাবর্ত্ত স্নেহ ও স্বেদ যোগে চিকিৎসা করিবে। অশ্রুকৃত উদাবর্ত্তে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিবে। অশ্রুমোক্ষণ করিবে। ২১। ক্ষবথুকৃত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও তীক্ষ্ণ অবপীড়, তীক্ষ্ণ গন্ধের ঘ্রাণ এবং "কৃমিবর্ত্তি" প্রয়োগ করিয়া হাঁচী নির্গত করিবে। তীক্ষ্ণ ঔষধের প্রধমন দিবে। অথবা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা হাঁচী নির্গত করিবে। উদ্গারজ উদাবর্ত্তে ধূম-নস্য-কবলগ্রহপরিচ্ছেদোক্ত স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে। আর ইহাতে সৌবর্চ্চলযুক্ত সুরা বীজপূররসের সহিত প্রয়োগ করিবে। বমিবিঘাতজন্য উদাবর্ত্তে দোষানুসারে সম্যক্ প্রকরে স্নেহাদি (কোন কোন মতে 'বমিবিঘাতজন্য উদাবর্ত্তে' এইরূপ পাঠ না হইয়া 'বস্তিবিঘাতজন্য উদাবর্ত্তে' পাঠ হইবে। ঐরূপ পাঠই সঙ্গত বোধ হয়, কেননা বমি-বিঘাতে স্নেহপ্রয়োগ সঙ্গত বোধ হয় না, কিন্তু মূত্রাঘাতে সঙ্গত হয়) আর এস্থলে ক্ষারলবণযুক্ত অভ্যঙ্গ দিবে। আর ভূমিকুষ্মাণ্ড তৃণপঞ্চমূল প্রভৃতি বস্তিশুদ্ধিকর দ্রব্যের কল্ক, চতুর্গুণ জল ও দুগ্ধ বারিশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিয়া পান করিতে হয়। শুক্রজ উদাবর্ত্তে প্রিয় নারীগণ রোগীকে রমণ করাইবে। ক্ষুধাকৃত উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ উষ্ণ ও অল্প ভোজন হিতকর। তৃষ্ণাঘাতে মন্থ কিংবা শীতল যবাগূ প্রয়োগ করিবে [টীকাকার মতে শীতলজলে অবগাহনও করিবে]। শ্রমশ্বাসধারণজন্য উদাবর্ত্ত হইলে বিশ্রামপূর্ব্বক মাংসরস পান করিবে। নিদ্রাঘাতে দুগ্ধপান করিবে, মিষ্টকথা

আষ্মানোঽথেষু রোগেষু যথাস্বং প্রযতেত হি।
যচ্চ যস্মিন্ ভবেৎ প্রাপ্তং তচ্চ তস্মিন্ প্রযোজয়েৎ ॥ ২২
বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষৈঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি হি ॥
বাতমূত্রপুরীষাসৃক্-কফমেদোবহানি বৈ।
স্রোতাংস্যুদাবর্ত্তয়তি পুরীষঞ্চাতিবর্ত্তয়েৎ ॥
ততো হৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো গৌরবারুচিপীড়িতঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ কুরুতে নরঃ॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়-দাহমোহবমিজ্বরান্।
তৃষ্ণাহিক্কাশিরোরোগ-মনঃশ্রবণবিভ্রমান্।
লভতে চ বহূনন্যান্ বিকারান্ বাতকোপজান্ ॥
তৎ তৈললবণাভ্যক্তং স্নিগ্ধং স্বিন্নং নিরূহয়েৎ।
দোষতোঽভিন্নবর্চ্চস্কং ভুক্তঞ্চাপ্যনুবর্ত্তয়েৎ ॥ ২৩
ন চেচ্ছান্তিং প্রয়াত্যেবমুদাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ।
অথৈনং বহুশঃ স্বিন্নং যুঞ্জ্যাৎ স্নেহবিরেচনৈঃ।
পায়য়েত ত্রিবৃৎপীলু-যবানীরম্লপানকৈঃ ॥
হিঙ্গুকুষ্ঠবচাস্বর্জ্জি-বিড়ঙ্গং বা দ্বিরুত্তরম্।

শ্রবণ করিতে থাকিবে এবং নিদ্রা যাইবে। বেগরোধজাত রোগ মাত্রেই সাধারণতঃ যথাদোষ বাতব্যাধিচিকিৎসিতোক্ত ক্রিয়া করিবে। আর যাহাতে যে চিকিৎসা উচিত বোধ হয়, তাহাও করিবে। ২২। সম্প্রতি অপথ্যভোজন-জাত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা বলা হইতেছে। কোষ্ঠচর বায়ু রুক্ষ কষায় কটু ও তিক্ত ভোজনহেতু কুপিত হইয়া সদ্য উদাবর্ত্ত উৎপাদন করে। আর বাত মূত্র পুরীষ রক্ত কফ ও মেদোবহ স্রোতঃসমূহকে উর্দ্ধবহ করিয়া থাকে। আর পুরীষকে অতিশয় কঠিন করিয়া থাকে। পরে হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, গৌরব ও অরুচি হয়। বাত মূত্র ও পুরীষ কষ্টে নির্গত হয়। শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ বমি, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম ও শ্রবণ-বিভ্রম হইয়া থাকে। আর বাতকোপজ অন্যান্য বহুবিধ রোগও হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে রোগীকে তৈললবণযোগে অভ্যক্ত করিয়া স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিবে, পরে নিরূহ দিবে। দোষের প্রাবল্য হেতু রোগীর বিষ্ঠা অভিন্ন (টীকাকারপাঠ 'ভিন্ন'। কিন্তু অসঙ্গত বোধ হয়। কারণ উদাবর্ত্তে পুরীষ নিম্নগামী হইবে কেন, পরন্তু ইতি-পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পুরীষ কঠিনীকৃত হয়) হইলে রোগীকে ভোজন করাইয়া অনুবাসন দিবে (অর্থাৎ জলের পিচকারী না দিয়া তৈলের পিচকারী দিবে)। ২৩। যদি সুদারুণ উদাবর্ত্ত ইহাতেও শান্তি প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে রোগীকে বহুপ্রকারে স্বিন্ন করিয়া স্নেহবিরেচন প্রয়োগ করিবে। পরে অম্লপানক(টীকাকারপাঠ—অম্লপাচন) সহকারে তেউড়ী, পীলু ও যমানী (কোন্ কোন পাঠ—যবাগূ) পান করিবে। হিঙ্গু, কুষ্ঠ, বচ, সজ্জীক্ষার ও বিড়ঙ্গ উত্তরোত্তর দ্বিগুণিত করিয়া মিশ্রিত করিবে।

যোগাবেতাবুদাবর্ত্তং শূলঞ্চাপি নিযচ্ছতঃ ॥
দেবদার্ব্বগ্নিকং কুষ্ঠং বচাং পথ্যাং পলঙ্কষাম্।
পৌষ্করাণি চ মূলানি তোয়স্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ ॥
পাদাবশিষ্টং তৎ পীতমুদাবর্ত্তং ব্যপোহতি ॥
মূলকং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ বর্ষাভূঃ পঞ্চমূলকম্।
আরেবতফলঞ্চাপ্সু পক্ত্বা তেন ঘৃতং পচেৎ।
তৎ পীয়মানং শময়েদুদাবর্ত্তমশেষতঃ ॥
বচামতিবিষাং কুষ্ঠং যবক্ষারং হরীতকীম্।
কৃষ্ণাং নির্দ্দহনীঞ্চাপি পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥
ইক্ষ্বাকুমূলং মদনং বিশল্যাতিবিষে বচাম্।
কুষ্ঠং কিণ্বাগ্নিকৌ চাপি পিবেৎ তুল্যানি পূর্ব্ববৎ
মূত্রেণ দেবদার্ব্বগ্নি-ত্রিফলাবৃহতীঃ পিবেৎ ॥
যবপ্রস্থং ফলৈঃ সার্দ্ধং কণ্টকার্য্যা জলাঢ়কে।
পক্বার্দ্ধং প্রস্থশেষন্তু পিবেদ্ধিঙ্গুসমন্বিতম্ ॥
মদনালাবুবীজানি পিপ্পলীং সনিদিগ্ধিকাম্।
সঞ্চূর্ণ্য প্রধমেন্নাড্যা বিশত্যেতদ্ যথা গুদম্ ॥
চূর্ণং নিকুম্ভকম্পিল্ল-শ্যামেক্ষ্বাকগ্নিকোদ্ভবম্।
কৃতবেধনমাগধ্যো লবণানাঞ্চ সাধয়েৎ ॥
গবাং মূত্রেণ তা বর্ত্তীঃ কারয়েৎ তু গুদানুগাঃ।
সদ্যঃ শমকরাবেতৌ যোগাবমৃতসম্ভবৌ ॥ ২৪
ইতি উত্তরতন্ত্রে পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

এই দুইটী যোগ উদাবর্ত্ত ও শূল নাশ করে। দেবদারু, চিতা, কুড়, বচ, হরীতকী, গুগ্‌গুলু ও পুষ্করমূল দ্বাত্রিংশতি পল জলের সহিত পাক করিবে। এই ক্বাথ পাদাবশেষে পান করিলে উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। শুষ্ক ও কাঁচা মূলা, পুনর্নবা, পঞ্চমূল ও আরেবত ফল (সোঁদাল) জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। বচ, অতিবিষা, কুড়, যবক্ষার, হরীতকী, কৃষ্ণা (পিপুল) ও চিতা (কোন্ কোন মতে অগ্নিমন্থ) উষ্ণবারির সহিত পান করিবে। কটুতুম্বীর মূল, মদনফল, রাখালশসা, অতিবিষা, বচ, কুড়, কিণ্ব ও অগ্নিক (অজমোদা) তুল্যভাগে পূর্ব্ববৎ উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। গোমূত্রের সহিত দেবদারু, চিতা, ত্রিফলা ও বৃহতীর চূর্ণ পান করিবে। একপ্রস্থ যব ও একপ্রস্থ কণ্টকারীফল এক আঢ়ক জলে পাক করিবে। অর্দ্ধপাক হইলে অর্থাৎ প্রস্থ শেষ থাকিলে হিঙ্গুর সহিত পান করিবে। মদনফল, অলাবু-বীজ, পিপুল ও কণ্টিকারী চূর্ণ করিয়া নল দ্বারা এরূপে প্রধমন করিবে, যেন গুদমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। দন্তী, কম্পিল্লক শ্যামা (ত্রিবৃৎ), ইক্ষ্বাকুবীজ ও অজমোদা এবং কৃতবেধন (ঝোঁযা), পিপুল ও সৈন্ধবের চূর্ণে গোমূত্রের সহিত বর্ত্তি করিয়া গুদপ্রবেশ-যোগ্য করিবে। এই দুইটী যোগ উদা-বর্ত্তে সদ্যঃ স্বাস্থ্যকর এবং অমৃতের ন্যায় উপকারী। ২৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিসূচিকাপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥
সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈরুচ্যতে তু বিসূচিকা॥
ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥ ২
মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা
শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥ ৩
কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যত্যথ কূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চাপি কুক্ষাবুপরি ধাবতি॥
বাতবর্চোনিরোধশ্চ কুক্ষৌ যস্য ভৃশং ভবেৎ।
তস্যালসকমাচষ্টে হিক্কোদ্গারৌ তু যস্য তু॥ ৪
দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং
প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
বিলম্বিকাং তস্য বিবর্জ্জনীয়া-
মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥ ৫
যত্রস্থমামং বিরুজেৎ তমেবং
দেশং বিশেষেণ বিকারজাতৈঃ।
দোষেণ যেনাবততং স্বলিঙ্গৈ-
স্তং লক্ষয়েদামসমুত্থবৈশ্চ॥ ৬
যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞ-
শ্ছর্দ্দ্যর্দ্দিতোঽভ্যন্তরযাতনেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধি-
র্যায়ান্নরোঽসৌ পুনরাগমায়॥ ৭
সাধ্যাসু পার্ষ্ণ্যোর্দ্দহনং প্রশস্ত-
মগ্নিপ্রতাপো বমনঞ্চ তীক্ষ্ণম্।
পক্বে ততোঽন্নে তু বিলঙ্ঘনং স্যাৎ
সম্পাচনঞ্চাপি বিরেচনং বা॥ ৮
বিশুদ্ধদেহস্য হি সদ্য এব
মূর্চ্ছাতিসারাদিরুপৈতি শান্তিম্।
আস্থাপনঞ্চাপি বদন্তি পথ্যং
সর্ব্বাসু যোগানপরান্ নিবোধ॥ ৯
পথ্যাবচাহিঙ্গুকলিঙ্গগৃঞ্জ-
সৌবর্চ্চলৈঃ সাতিবিষৈশ্চ চূর্ণম্।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

বিসূচিকা-প্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা বিসূচিকা-প্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব [বিসূচিকাই ওলাউঠা]। ১। যাহা অজীর্ণ, আম, বিষ্টব্ধ ও বিদগ্ধ নামে কথিত হইয়াছে, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা এই তিন রোগ তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়। অজীর্ণহেতু বায়ু কুপিত হইয়া যেন সূচীসমূহযোগে সর্ব্বগাত্র পীড়ন করিতে করিতে অবস্থান করে, এইজন্য এই রোগের নাম বিসূচিকা হইয়াছে। পরিমিতাহারী শাস্ত্রানুচারী ব্যক্তিরা কখনই এ রোগ প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু মূঢ় অজিতাত্মা ভোজনলোলুপ ব্যক্তিরাই ইহা প্রাপ্ত হয়। ২। মূর্চ্ছা, অতিসার, বমি, পিপাসা, শূল, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জৃম্ভা, দাহ, বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও মস্তকে বিদারণবৎ পীড়া এইগুলি বিসূচিকার লক্ষণ। ৩। অলসক-রোগে কুক্ষি (উদর) আনদ্ধ (আধ্মানযুক্ত) হয়, অতিশয় তান্ত (তাড়িত) হয়, অতিশয় কূজন করিতে থাকে, নিরুদ্ধ বায়ু কুক্ষির চতুর্দ্দিকে [ভাবমিশ্রমতে হৃদয়-কণ্ঠাদি স্থানে) ধাবিত হইতে থাকে। কুক্ষিতে বায়ু ও বিষ্ঠার অবরোধ হয় এবং হিক্কা ও উদ্গার হইতে থাকে। ৪। যে রোগে দুষ্ট ভুক্ত কফ ও বায়ুতে আবৃত হওয়াতে না ঊর্দ্ধে না অধোদিকে নির্গত হইতে পারে, তাহাকে বিলম্বিকা বলে। পুরাণ শাস্ত্রবিদেরা এই রোগকে অসাধ্য বলেন। ৫। আম যে স্থানে অবস্থিত থাকিয়া কষ্টকর হয় এবং যে দোষ কর্তৃক ব্যাপ্ত হয়, সেই স্থানে সেই দোষের লক্ষণাক্রান্ত আমজ বিকার সমস্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। ৬। বিসূচী ও অলসক রোগের অসাধ্য লক্ষণ যথা;—যে ব্যক্তির দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ হয়, সংজ্ঞা অল্পই থাকে, যে বমি করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়ে, যাহার নেত্রদ্বয় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, স্বর ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং সন্ধি সকল সর্ব্বথা শ্লথ হইয়া পড়ে, সে আর বাঁচে না [যায়ান্নরোঽসৌ পুনরাগমায়। ইহার অর্থ বোধ হয় এইরূপ;—সে এ যাত্রায় যায়, তবে পুনর্ব্বার আসিতে পারে। কোন কোন মতে "যাযান্নরঃ সোঽপুনরাগমায়।" অর্থাৎ সে যায়, সে আর ফেরে না]। ৭। বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা সাধ্য হইলে পদের পার্ষ্ণিতে দাহ করিবে। রোগীকে অগ্নিতাপ দিবে এবং তীক্ষ্ণ বমন দিবে (আধ আউন্স সর্ষপচূর্ণ গরম জলের সহিত খাওয়াইলে সহজে বমি হইবে। ইতি ডাক্তারী) আর অন্ন পকাভিমুখ হইলে শেষদোষনিবারণার্থ লঙ্ঘন (উপবাস), সম্পাচন (টীকাকার মতে "স্বেদাদিযোগে পাচন") এবং বিরেচন (টীকাকার মতে "ফলবর্ত্তি প্রভৃতি যোগে বিরেচন) দিবে। ৮। রোগী বমনবিরেচন দ্বারা শুদ্ধ হইলে মূর্চ্ছা ও অতিসার প্রভৃতি শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর উক্ত তিন প্রকার রোগেই আস্থাপনও পথ্য হইয়া থাকে। অনন্তর অন্যান্য যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯। ঐ সকল রোগে অবস্থাভেদে হরীতকী, বচ, হিঙ্গু, ইন্দ্রযব, গৃঞ্জ (টীকাকার গৃঞ্জ শব্দের অর্থ করেন নাই। প্রচলিত শব্দের অর্থ রসোন), সৌবর্চ্চল ও আতিবিষার চূর্ণ উষ্ণাম্বুযোগে

সুখাম্বুপীতং বিনিহন্ত্যজীর্ণং
শূলং বিসূচীমরুচিঞ্চ সদ্যঃ ॥
ক্ষারাগদং বা লবণং বিড়ং বা
গুড়প্রগাঢ়ানথ সর্ষপান্ বা।
অম্লেন বা সৈন্ধবহিঙ্গুযুক্তৌ
সবীজপূর্ণৌ সঘৃতৌ ত্রিবর্গৌ ॥
কটুত্রিকং বা লবণৈরুপেতং
পিবেৎ সুহীক্ষীরবিমিশ্রিতন্তু।
কল্যাণকং বা লবণং পিবেৎ তু
যদুক্তমাদাবনিলাময়েষু ॥
কৃষ্ণাজমোদক্ষবকাণি বাপি
তুল্যো পিবেদ্বা মগধানিকুম্ভৌ।
দন্তীযুতং বা মগধোদ্ভবানাং
কল্কং পিবেৎ কোষবতীরসেন ॥
উষ্ণাভিরদ্ভির্মগধোদ্ভবানাং
কল্কং পিবেন্নাগরকল্কযুক্তম্।
ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রে
মূলং সমং বাপ্যথ মাতুলুঙ্গ্যাঃ।

পান করিলে অজীর্ণ, শূল, বিসূচী ও অরুচি সদ্যঃ নষ্ট হয়। ক্ষারাগদ বা সৈন্ধব বা বিট্‌লবণ বা প্রচুরগুড়যুক্ত সর্ষপচূর্ণ (১ভরি) পান করিবে। অথবা সৈন্ধব, হিঙ্গু, বীজপূররস ও সঘৃত ত্রিবর্গদ্বয় (টীকাকার বলেন, "সঘৃতৌ তুল্যপরিমাণৌ। অর্থ বোঝা গেল না। ত্রিবর্গদ্বয় অর্থাৎ ত্রিফলা ও ত্রিকটু) কাঁজীর সহিত পান করিবে। অথবা সৈন্ধবযুক্ত ও সুহীক্ষীরবিমিশ্রিত কটুত্রয় পান করিবে। অথবা বাতব্যাধিচিকিৎসিতোক্ত কল্যাণক লবণ কাঁজীর সহিত পান করিবে। অথবা কৃষ্ণ অজমোদা ও ক্ষবক (সর্ষপ—রাজসর্ষপ বা কৃষ্ণসর্ষপ) কাঁজীর সহিত পান করিবে। অথবা দন্তী ও পিপুলের কল্ক ঘোষারসের সহিত পান করিবে; অথবা পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত অথবা পিপুল ও দন্তী কাঁজীর সহিত (কোন কোন মতে উষ্ণ জলের সহিত, পান করিবে। বিসূচিকা-রোগে অঞ্জন যথা;—ত্রিকটু, নটাকরঞ্জের ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং মাতুলুঙ্গীর মূল জলে বাঁটিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বটী বাঁধিবে। এই বটীর অঞ্জন দিলে বিসূচী [শিবদাসমতে বিসূচীজনিত মূর্চ্ছা, প্রমীলক ও শিরোরোগাদি] নষ্ট হয়। [মাতুলুঙ্গী—মধুকুক্কুটী ইতি শিবদাস। মধুকর্কটী ইতি কেচিৎ ইতি নিবন্ধকার। মাতুলুঙ্গীশব্দের অর্থ গোড়ানেবু, বোধ হয় ইহাই নিবন্ধকারের মত। চক্রদত্ত এই স্থলে একটী তৈলের উল্লেখ করেন। অরুণদত্ত দুইটী তৈলের উল্লেখ করেন। নিবন্ধকারও বলেন, "কেচিদত্র কুষ্ঠকাগুরুপত্রক রাস্না শিগ্রু বচা হচম্। পিষ্টমম্লেন তচ্ছ্রেষ্ঠং বিসূচ্যামর্দ্দনম্। চিত্রকং মুষিপিণ্যাককুষ্ঠভল্লাতকানি চ। দ্বিক্ষারৌ সৈন্ধবং কুষ্ঠং

ছায়াবিশুষ্কা গুটিকাকৃতাস্তা
হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন।
সুবামিতং সাধু বিরেচিতং বা
সুলঙ্ঘিতং বা মনুজং বিদিত্বা ॥ ৯
পেয়াদিভির্দীপনপাচনীয়ৈঃ
সম্যক্ ক্ষুধার্ত্তং সমুপক্রমেত ॥ ১০
আমং শকৃদ্বা নিচিতং ক্রমেণ
ভূয়ো বিবদ্ধং বিগুণানিলেন।
প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং
বিকারমানাহমুদাহরন্তি ॥
তস্মিন্ ভবত্যামসমুদ্ভবে তু
তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ।
আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং
হৃল্লাস উদ্গারবিঘাতনঞ্চ ॥
স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে
শূলোঽথ মূর্চ্ছা চ শকৃদ্বমিশ্চ।
শ্বাসশ্চ পক্বাশয়জে ভবন্তি
লিঙ্গানি চাত্রালসকোদ্ভবানি ॥ ১১
আমোদ্ভবে বান্তমুপক্রমেত
সংসর্গভক্তক্রমদীপনীয়ৈঃ।
অথেতরং যো ন শকৃদ্বমেৎ ত-
মামং জয়েৎ স্বেদনপাচনৈশ্চ ॥
বিসূচিকায়াং পরিকীর্ত্তিতানি
দ্রব্যানি বৈরেচনিকানি যানি।
তান্যেব বর্ত্তীর্বিতরেদ্বিচূর্ণ্য
মহিষাজাবীভগবাস্ত মূত্রৈঃ ॥

যুক্তং তৈলং বিপাচয়েৎ। এতদুদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাৎ প্রলেপং বা বিচক্ষণঃ। ইতি যোগদ্বয়ং পঠন্তি"। ৯। বিসূচিকা রোগে রোগীকে উত্তমরূপে বামিত ও বিরেচিত এবং পরে সুলঙ্ঘিত করিয়া সম্যক্ ক্ষুধার্ত্ত হইলে দীপন ও পাচনীয় পেয়াদি যোগে চিকিৎসা করিবে। ১০। অনন্তর আনাহরোগের লক্ষণ বলা হইতেছে। আম বা বিষ্ঠা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া যদি বিগুণ বায়ুকর্তৃক বিবদ্ধ হয় অথচ স্বমার্গে নির্গত না হয়, তবে এই রোগকে আনাহ কহিয়া থাকে। আমজনিত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, শিরোদাহ, আমাশয়ে শূল, গুরুতা, হৃল্লাস এবং উদ্গারের অসম্যক্ নির্গম হয়। পুরীষজ আনাহে কটী পৃষ্ঠ পুরীষ ও মূত্র স্তব্ধ হয়, শূল মূর্চ্ছা ও বিষ্ঠাবমি হইয়া থাকে এবং শ্বাস হয় আর ইহাতে অলসকের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। ১১। আমজনিত আনাহে রোগীকে বমন করাইয়া পেয়াদি দীপনীয় সংসর্জ্জন ক্রম আচরণ করাইবে। পুরীষজ আনাহে রোগী বিষ্ঠাবমন না করিলে স্বেদ ও পাচন প্রয়োগ করিয়া আম নষ্ট করিবে [কিন্তু বিষ্ঠাবমন করিলে ওরূপ চিকিৎসা করিবে না]। বিসূচিকাচিকিৎসায় দন্তী প্রভৃতি যে সকল বৈরেচনিক

স্বিন্নস্য পায়ৌ বিনিবেশ্য তাংশ্চ
চূর্ণানি চৈষাং প্রধমেৎ তু নাড্যা।
মূত্রেণ সংসাধ্য যথাবিধানং
দ্রব্যাণি যান্যূর্দ্ধমথশ্চ যান্তি॥
ক্বাথেন তেনাশু নিরূহয়েচ্চ
মূত্রার্দ্ধযুক্তেন সমাক্ষিকেণ।
ত্রিভণ্ডিযুক্তং লবণপ্রযুক্তং
দত্ত্বা বিরিক্তক্রমমাচরেচ্চ।
এষ্বেব তৈলেন চ সাধিতেন
প্রাপ্তং যদি স্যাদনুবাসয়েচ্চ॥ ১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে বিসূচিকাপ্রতিষেধো নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽরোচকপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
দোষৈঃ পৃথক্ সহ চ চিত্তবিপর্য্যয়াচ্চ
ভক্তায়নেষু হৃদি চাবততে প্রগাঢ়ম্।
নান্নে রুচির্ভবতি তং ভিষজো বিকারং
ভক্তোপঘাতমিহ পঞ্চবিধং বদন্তি॥ ২
হৃচ্ছূলপীড়নযুতং বিরসাননত্বং
বাতাত্মকে ভবতি লিঙ্গমরোচকে তু।
হৃদ্দাহচোষবহুতা মুখতিক্ততা চ
মূর্চ্ছা সতৃড্‌ভবতি পিত্তকৃতে তথৈব॥
কণ্ডূগুরুত্বকফসংস্রবসাদতন্দ্রাঃ
শ্লেষ্মাত্মকে মধুরমাস্যমরোচকে তু।
সর্ব্বাত্মকে পবনপিত্তকফা বহূনি
রূপাণ্যথাস্য হৃদয়ে সমুদীরয়ন্তি॥
সংরাগশোকভয়বিপ্লুতচেতসস্তু
চিন্তাকৃতো ভবতি সোঽশুচিদর্শনাচ্চ॥ ৩
বাতে বচাম্বুবমনং কৃতবান্ পিবেচ্চ
স্নেহৈঃ সুরাভিরথবোষ্ণজলেন চূর্ণম্।
কৃষ্ণাবিড়ঙ্গযবভস্মহরেণুভার্গী-
রাস্নৈলহিঙ্গুলবণোত্তমনাগরাণাম্॥ ৪
পিত্তে গুড়াম্বুমধুরৈর্বমনং প্রশস্তং
স্নেহঃ সসৈন্ধবসিতামধুসর্পিরিষ্টঃ॥ ৫
নিম্বাম্বুবামিতবতঃ কফজেঽনুপানং
রাজদ্রুমাম্বু মধুনা তু সদীপ্যকং স্যাৎ
চূর্ণং যদুক্তমথবানিলজে তদেব॥ ৬
সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বকৃতমেবমুপক্রমেত॥ ৭
দ্রাক্ষাপটোলবিড়বেত্রকরীরনিম্ব-
মূর্ব্বাভয়াক্ষবদরামলকেন্দ্রবৃক্ষৈঃ।
বীজৈঃ করঞ্জনৃপবৃক্ষভবৈশ্চ পিষ্টৈ-
র্লেহং পচেৎ সুরভিমূত্রযুতং যথাবৎ॥

দ্রব্য বলা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মহিষী, অজা, মেষী, হস্তিনী বা গোদিগের মূত্রে বর্ত্তি করিবে। রোগীকে স্বিন্ন করিয়া এই বর্ত্তি পায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট করিবে। আর নল দ্বারা ঐ সকল চূর্ণ পায়ুর মধ্যে প্রধমন করিবে। ঊর্দ্ধগামী দ্রব্য সকল (বমন ও বিরেচন সকল) যথাবিধানে মূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ অর্দ্ধভাগ মূত্র ও মধুর সহিত নিরূহ দিবে। ["কার্ত্তিককুণ্ড 'অর্দ্ধভাগ মূত্র' না বলিয়া 'অর্দ্ধমাত্রিক' এইরূপ পাঠ করেন"] রোগীকে ত্রিবৃৎচূর্ণের সহিত এক পল সৈন্ধব পান করাইয়া বিরেচন-বিধি পালন করাইবে। আবার উচিত বোধ হইলে এই সকল দ্রব্যেই তৈল পাক করিয়া অনুবাসন দিবে। ১২

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

অরোচকপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা অরোচকপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। অরুচি পঞ্চবিধ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও চিত্তবিপর্য্যয়জ (শোকাদিসম্ভূত)। ঐ সকল কারণে অন্নবহ স্রোতঃসমূহ (জিহ্বা) ও হৃদয় অতিশয় ব্যাপ্ত হওয়াতে অন্নে রুচি হয় না। ২। বাতজ অরুচিতে হৃদয়ে শূল ও পীড়ন এবং মুখের বিরসতা হয়। পিত্তজ অরুচিতে হৃদয়ে অতিশয় দাহ ও চোষ হয়, মুখ তিক্ত হয় এবং মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে। কফজ অরুচিতে কণ্ডূ, গুরুতা, কফসংস্রব, অবসাদ, তন্দ্রা এবং মুখ মধুর হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক অরুচিতে বায়ু পিত্ত ও কফ হৃদয়ে বিবিধ লক্ষণ উৎপাদন করে। কাম শোক ও ভয়হেতু ও অশুচিদর্শনহেতু চিন্তাকৃত অরুচি হইয়া থাকে। ৩। বাতজ অরুচিতে বচের ক্বাথ পান করিয়া বমনপূর্ব্বক স্নেহসমূহ বা সুরা বা উষ্ণ জলের সহিত পিপুল, বিড়ঙ্গ, যবভস্ম (যবক্ষার), হরেণু, বামনহাটী, রাস্না, এলা, হিঙ্গু, সৈন্ধব ও শুঁঠের চূর্ণ পান করিবে। ৪। পিত্তজ অরুচিতে বমিকারক যোগ সমস্ত গুড়াম্বুযোগে মধুরীকৃত করিয়া পান করিবে। পরে সৈন্ধব, চিনি, মধু ও ঘৃতের সহিত স্নেহ (তৈল, বসা ও মজ্জার অন্যতম) পান করিবে। ৫। কফজ অরুচিতে নিম্বাম্বুযোগে বমন করিয়া "ভোজনের পর" মধু ও যমানীর সহিত সোঁদালফলের ক্বাথ পান করিবে। অথবা বাতজ অরুচিতে যে পান বলা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে পান করিবে। ৬। সান্নিপাতিক অরুচিতে উক্ত ত্রিবিধ যোগই সেবন করিবে। ৭। অনন্তর চারি প্রকার অরুচির চারি প্রকার যোগ বলা হইতেছে। প্রথম প্রকার যথা;—দ্রাক্ষা, পলতা, বিড়, বেত্র, করীর (মরুদেশজ), নিম্ব, মূর্ব্বা, হরীতকী, বহেড়া, বদর (কুল), আমলক, কুটজবৃক্ষ এবং করঞ্জ ও সোঁদালের বীজ অতিপিষ্ট করিয়া গোমূত্রের সহিত লেহবৎ

মুস্তাং বচাং ত্রিকটুকং রজনীদ্বয়ঞ্চ
ভার্গীঞ্চ কুষ্ঠমথ নির্দহনীঞ্চ পিষ্ট্বা।
মূত্রেঽবিজে দ্বিরদমূত্রযুতে পচেদ্বা
পাঠাং তুগামতিবিষাং রজনীঞ্চ মুখ্যাম্ ॥
মণ্ডুকিমর্কমমৃতঞ্চ সলাঙ্গলাখ্যাং
মূত্রে পচেৎ তু মহিষস্য বিধানবিদ্বা।
এতান্ ন সন্তি চতুরো লিহতস্য লেহান্
গুল্মারুচিশ্বসনকণ্ঠহৃদাময়াশ্চ ॥ ৮
সাত্ম্যান্ স্বদেশরচিতান্ বিবিধাংশ্চ ভক্ষ্যান্
পানানি মূলফলষাড়বরাগযোগান্।
অদ্যাদ্রসাংশ্চ বিবিধান্ বিবিধৈঃ প্রকারৈ-
র্ভুঞ্জীত বাপি লঘুরুক্ষমনঃসুখানি ॥ ৯
আস্থাপনং বিধিবদত্র বিরেচনঞ্চ
কুর্য্যান্মৃদূনি শিরসশ্চ বিরেচনানি ॥ ১০
ত্রীণ্যূষণানি রজনী ত্রিফলাযুতানি
চূর্ণীকৃতানি যবশূকবিমিশ্রিতানি।
ক্ষৌদ্রাযুতানি বিতরেন্মুখধাবনার্থ-
মন্যানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি ॥
মুস্তাদিরাজতরুবর্গদশাঙ্গসিদ্ধৈঃ
ক্বাথৈর্জয়েন্মধুযুতৈর্বিবিধৈশ্চ লেহৈঃ।
মূত্রাসবৈর্গুড়কৃতৈশ্চ তথা হ্বরিষ্টৈঃ
ক্ষারাসবৈশ্চ মধুমাধবতুল্যগন্ধৈঃ ॥
স্যাদেষ এব কফবাতহৃতে বিধিশ্চ
শান্তিং গতে হুতভুজি প্রশমায় তস্য।
ইচ্ছাভিঘাতভয়শোকহৃতেঽন্তরগ্নৌ
ভাবান্ ভবায় বিতরেৎ খলু শক্যরূপান্ ॥
অর্থেষু চাপ্যপচিতেষু পুনর্ভবায়
পৌরাণিকৈঃ শ্রুতিপথৈরনুমানয়েৎ তম্।
দৈন্যং গতে মনসি বোধনমত্র শস্তং
যদ্যৎ প্রিয়ং তদুপসেব্যমরোচকে তু ॥ ১১
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রেঽরোচকপ্রতিষেধো
নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূত্রাঘাতপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
বাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলা বাতবস্তিস্তথৈব চ।
মূত্রাতীতঃ সজঠরো মূত্রোৎসঙ্গঃ ক্ষয়স্তথা ॥
মূত্রগ্রন্থির্মূত্রশুক্রমুষ্ণবাতস্তথৈব চ।
মূত্রৌকসাদৌ দ্বৌ চাপি রোগা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ ॥
রৌক্ষ্যাদ্বেগবিঘাতাদ্বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনম্।
মূত্রং সংগৃহ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ ॥
স্বজেদল্পাল্পমথবা সরুজস্কং শনৈঃ শনৈঃ।
বাতকুণ্ডলিকাং তাস্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণম্ ॥ ৩

পাক করিবে। দ্বিতীয় যথা ;—মুতো, বচ, ত্রিকটু, দুই প্রকার হরিদ্রা, বামনহাটী, কুড় ও চিতা পেষণ করিয়া মেষমূত্রের সহিত লেহবৎ পাক করিবে। তৃতীয় যথা ;—আকনাদি, তুগা ("বংশলোচনানুকারী পার্থিব দ্রব্য"), অতিবিষা ও দারুহরিদ্রা হস্তিমূত্রের সহিত লেহবৎ পাক করিবে। চতুর্থ যথা ;—মণ্ডুকি (মণ্ডুকপর্ণী), আকন্দ, গোলঞ্চ ও বিষলাঙ্গলি মহিষমূত্রের সহিত লেহবৎ পাক করিবে। এই চারিবিধ লেহ লেহন করিলে গুল্ম, অরুচি, শ্বসন (বায়ু বা শ্বাস) এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের রোগ থাকে না। ৮। অরুচি রোগে সাত্ম্য ও স্বদেশীয় বিবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় এবং মূল ফল ষাড়ব ও রাগসমূহ আর বিবিধ রস বিবিধ প্রকারে ভোজন করিবে। অরুচি রোগে মনের অনুকূল, লঘু ও রুক্ষ ভোজন করিবে [টীকাকার বলেন, "অরুচি কফস্থানগত বলিয়া লঘু ও রুক্ষ ভোজন ব্যবস্থা হইয়াছে]। ৯। অরুচি রোগে যথাবিধানে আস্থাপন ও বিরেচন এবং মৃদু শিরোবিরেচনসমূহ প্রয়োগ করিতে হয়। ১০। অরুচি রোগে ত্রিকটু, হরিদ্রা, ত্রিফলা ও যবক্ষার মধুর সহিত মুখধাবনে প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য তিক্তকটু ঔষধও মুখধাবনে প্রয়োগ করিতে হয়। মুস্তাদি, আরগ্বধাদি ও দশমূলের কাথ, মধুযুক্ত বিবিধপ্রকার লেহ, বিবিধপ্রকার মূত্রাসব ("মূত্রেণ আসুয়ন্তে ইতি মূত্রাসবাঃ ইতি টীকাকার), গুড়কৃত অরিষ্ট (যথা অভয়ারিষ্ট), মহাকুষ্ঠচিকিৎসিতোক্ত ক্ষারাসবসমূহ এবং মধু ও মধুকৃত মদ্যের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট অন্যান্য কবলযোগে মুখধাবন করিবে। এই সকল বিধি কফবাতকৃত অগ্নিপাকেই প্রশস্ত। ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, ভয় ও শোকহেতু অগ্নিপাক হইলে সেস্থলে অভিলষিত অথচ প্রাপ্য বিষয় সকল প্রদান করিবে। অর্থ নষ্ট হইয়া থাকিলে পৌরাণিক কথা সকল শ্রবণ করাইয়া প্রবোধ দিবে। মন দৈন্য প্রাপ্ত হইলে প্রবোধ দিবে। আর অরুচিতে যাহা যাহা প্রিয়, তাহা তাহা সেবন করিবে। ১১

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

মূত্রাঘাতপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা মূত্রাঘাতপ্রতিষেধ অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। মূত্রাঘাত (মূত্ররোধ) দ্বাদশ প্রকার ;—বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত এবং দুই প্রকার মূত্রৌকসাদ। ২। রুক্ষতাহেতু বা বেগধারণহেতু বায়ু বিগুণ ও কুণ্ডলীভূত হইয়া মূত্ররোধপূর্ব্বক বস্তিতে বেদনার সহিত বিচরণ করে অথবা অল্পাল্প মূত্র বেদনার সহিত আস্তে

শকৃন্মার্গস্য বস্তেশ্চ বায়ুরন্তরমাশ্রিতঃ।
অষ্ঠীলাবদ্ঘনং গ্রন্থিং করোত্যচলমুন্নতম্ ॥
বিণ্মূত্রানিলসঙ্গশ্চ তত্রাধ্মানঞ্চ জায়তে।
বেদনা জায়তে বস্তৌ বাতাষ্ঠীলেতি তাং বিদুঃ ॥ ৪
বেগং বিধারয়েদ্ যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ।
নিরুণদ্ধি মুখং তস্য বস্তের্বস্তিগতোঽনিলঃ ॥
মূত্রসঙ্গো ভবেৎ তেন বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ।
বাতবস্তিঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ ॥ ৫
সন্ধার্য্য বেগং মূত্রস্য যো ভূয়ঃ স্রষ্টুমিচ্ছতি।
তস্য নাভ্যেতি যদি বা কথঞ্চিৎ সংপ্রবর্ত্ততে ॥
প্রবাহতো মন্দরুজমল্পমল্পং পুনঃপুনঃ।
মূত্রাতীতন্তু তং বিদ্যান্মূত্রবেগবিঘাতজম্ ॥ ৬
মূত্রস্য বিহতে বেগে তদুদাবর্ত্তহেতুনা।
অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পূরয়েদ্ ভৃশম্ ॥
নাভেরধস্তাদাধ্মানং জনয়েৎ তীব্রবেদনম্।
তাং মূত্রজঠরং বিদ্যাদধঃস্রোতোনিরোধকম্ ॥ ৭
বস্তৌ বাপ্যথবা নালে মণৌ বা যস্য দেহিনঃ।
মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ।
স্রবেচ্ছনৈরল্পমল্পং সরুজং বাথ নীরুজম্।
বিগুণানিলজো ব্যাধির্মূত্রসঙ্গঃ স সংজ্ঞিতঃ ॥ ৮

রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ।
সদাহবেদনং কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাতাং মূত্রসংক্ষয়ম্ ॥ ৯
অভ্যন্তরে বস্তিমুখে বৃত্তোঽল্পঃ স্থির এব চ।
বেদনাবাননিষ্যন্দী মূত্রমার্গনিরোধনঃ ॥
জায়তে সহসা যস্য গ্রন্থিরশ্মরিলক্ষণঃ।
স মূত্রগ্রন্থিরিত্যেবমুচ্যতে বেদনাদিভিঃ ॥ ১০
প্রত্যুপস্থিতমূত্রস্য মৈথুনং যোঽভিনন্দতি।
তস্য মূত্রযুতং রেতঃ সহসা সংপ্রবর্ত্ততে ॥
পুরস্তাদ্বাপি মূত্রস্য পশ্চাদ্বাপি কদাচন।
ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে ॥ ১১
ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বস্তিং প্রাপ্যানিলাবৃতম্।
বস্তিমেঢ্রগুদঞ্চৈব প্রদহন্ স্রাবয়েদধঃ ॥
মূত্রং হারিদ্রমথবা সরক্তং রক্তমেব বা।
কৃচ্ছ্রাৎ প্রবর্ত্ততে জন্তোরুষ্ণবাতং বদন্তি তম্ ॥ ১২
বিশদং পীতকং মূত্রং সদাহং বহলং তথা।
শুষ্কং ভবতি যচ্চাপি রোচনাচূর্ণসন্নিভম্।
মূত্রৌকসাদং তং বিদ্যাদ্রোগং পিত্তকৃতং বুধঃ ॥
শুষ্কং ভবতি যচ্চাপি শঙ্খচূর্ণপ্রপাণ্ডুরম্।
পিচ্ছিলং সংহতং শ্বেতং তথা কৃচ্ছ্রং প্রবর্ত্ততে।

আস্তে পরিত্যাগ করিতে থাকে। এই রোগকে বাতকুণ্ডলিকা কহে। ইহা সুদারুণ। ৩। একদিকে বিষ্ঠার নল, অপরদিকে বস্তি, মধ্যে বায়ু আশ্রিত হইয়া প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ঘন অচল ও সুস্পষ্ট গ্রন্থি উৎপাদন করে। তাহাতে বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ুর রোধ হয় এবং আধ্মান হইয়া থাকে বস্তিতে বেদনা হয়। ইহার নাম বাতাষ্ঠীলা। ৪। যে অপণ্ডিত নর মূত্রের বেগ ধারণ করে, তাহার বস্তিগত বায়ু তাহার বস্তির মুখ রুদ্ধ করে, তাহাতে বস্তি ও কুক্ষির বেদনাসহকারে মূত্রবন্ধ উপস্থিত হয়; ইহাকে বাতবস্তি বলে; ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। ৫। যে ব্যক্তি মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া তৎপরে মূত্রত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, যদি তাহার মূত্র নির্গত না হয় অথবা যদি কোঁত দিতে দিতে মন্দ মন্দ বেদনার সহিত অল্প অল্প মূত্র পুনঃপুনঃ কথঞ্চিৎ নির্গত হইতে থাকে তবে সেই মূত্রাঘাতকে মূত্রাতীত কহে। ৬। উদাবর্ত্তহেতু মূত্রাঘাত হইলে অপান বায়ু কুপিত হইয়া উদরকে অতিশয় পূর্ণ করে। তাহাতে নাভির অধোভাগে তীব্রবেদনাসহকৃত আধ্মান উপস্থিত হয়। ইহাকে মূত্রজঠর কহে। ইহাতে অধঃস্রোতের (অর্থাৎ মূত্রবিষ্ঠাবাহী স্রোতের) নিরোধ হয়। ৭। যাহার মূত্র নির্গত হইয়া বস্তির মধ্যে কিংবা মেঢ্রনলের মধ্যে কিংবা মণির মধ্যে অবরুদ্ধ হয় অথবা কোঁত দিলে রক্তের সহিত নির্গত হয়, তাহার সেই রোগকে মূত্রসঙ্গ বলে। ইহা বায়ুপ্রকোপজনিত। ইহাতে মূত্র শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প বেদনার সহিত বা বেদনাহীন নির্গত হইয়া থাকে। ৮। রুক্ষ ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিস্থ পিত্তবায়ু দাহ ও বেদনার সহিত কষ্টকর মূত্রসংক্ষয় নামক রোগ উপস্থিত করে। ৯। বস্তিদ্বারের অভ্যন্তরে বর্ত্তুল, স্বল্পাকৃতি ও অচল গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদনা থাকে, স্রাব হয় না, মূত্রমার্গের রোধ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ সকল অশ্মরীর ন্যায়। ইহা বেদনাদিসহকৃত হয় [আধুনিক কালে গণোরিয়ারোগীদিগের সচরাচর এই রোগ হইয়া থাকে। ষ্ট্রীকচর অব্ দি ইউরেথ্রা ইহারই একটী উপদ্রব। চরকের ক্ষতজ অশ্মরী—চরকের ৫৬২ পৃষ্ঠা ও ৬৯১ পৃষ্ঠা দেখ। চরকে মূত্রগ্রন্থিরও স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে]। ১০। মূত্রবেগ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি মৈথুন করে, সহসা তাহার মূত্রযুক্ত শুক্র নির্গত হয়। আবার কখন মূত্র নির্গত হইবার পূর্ব্বে, কখন বা মূত্র নির্গত হইবার পরে শুক্র নির্গত হয়। ইহাকে মূত্রশুক্র বলে। ইহার বর্ণ ভস্মোদকের ন্যায়। ১১। ব্যায়াম, অতিভ্রমণ ও আতপকর্ত্তৃক পিত্ত বস্তিতে কুপিত ও বায়ুকর্ত্তৃক আবৃত হইলে বস্তি মেঢ্র ও গুদে প্রদাহ উপস্থিত করিয়া অধোমার্গে স্রাব উৎপাদন করায়, তাহাতে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ অথবা ঈষৎ রক্তবর্ণ বা রক্তবর্ণ হইয়া কষ্টে নির্গত হয়। ইহাকেই উষ্ণবাত বলে। ১২। মূত্র বিশদ (অপিচ্ছিল), পীতবর্ণ, দাহযুক্ত ও ঘন হইলে এবং আতপে শুষ্ক হইবার পর গোরোচনাচূর্ণের ন্যায় বর্ণযুক্ত হইলে, সেই রোগকে পৈত্তিক মূত্রৌকসাদ কহে। আবার যদি শুষ্ক হইবার পর শঙ্খচূর্ণের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ হয় এবং পিচ্ছিল, সংহত, শ্বেত ও কষ্টে নির্গত হয়, তবে তাহাকে

মূত্রৌকসাদং তং বিদ্যাদাময়ঞ্চাপরং কফাৎ ॥ ১৩
কষায়কল্কসর্পীংষি ভক্ষ্যান্ লেহান্ পয়াংসি চ।
ক্ষারমধ্বাসবস্বেদান্ বস্তীংশ্চোত্তরসংজ্ঞিতান্ ॥
বিদধ্যান্মতিমাংস্তত্র বিধিজ্ঞোঽশ্মরিনাশনম্।
মূত্রোদাবর্ত্তযোগাংশ্চ কার্ৎস্ন্যেনাত্র প্রযোজয়েৎ ॥ ১৪
কল্কমের্ব্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রকৃচ্ছ্রাৎ প্রমুচ্যতে ॥
সুরাং সৌবর্চ্চলবতীং মূত্রকৃচ্ছ্রী পিবেন্নরঃ।
মধুমাংসোপদংশং বা পিবেদ্বাপ্যথ গৌড়িকম্ ॥
পিবেৎ কুঙ্কুমকর্ষং বা মধূদকসমাযুতম্।
রাত্রিপর্য্যুষিতং প্রাতস্তথা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
দাড়িমাম্লযুতাং মুখ্যামেলাজীরকনাগরৈঃ।
পীত্বা সুরাং সলবণাং মূত্রকৃচ্ছ্রাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৬
পৃথক্‌পর্ণ্যাদিবর্গস্য মূলং গোক্ষুরকস্য চ।
অর্দ্ধপ্রস্থেন তোয়স্য পচেৎ ক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥
ক্ষীরাবশিষ্টং তচ্ছীতং সিতাক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
নরো মারুতপিত্তোত্থ-মূত্রাঘাতনিবারণম্ ॥ ১৭
নিষ্পীড্য বাসসা সম্যগ্‌গর্দ্দভাশ্বভবাজিনাম্।
রসস্য কুড়বস্তস্য পিবেন্মূত্ররুজাপহম্ ॥ ১৮
মুস্তাভয়াদেবদারু-মূর্ব্বাণাং মধুকস্য চ।

পিবেদক্ষসমং কল্কং দ্রাক্ষায়া জলসংযুতম্ ॥
পিবেৎ পর্য্যুষিতং বারি শীতং মূত্ররুজাপহম্ ॥
নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেৎ কুড়বসংমিতম্।
মূত্রদোষহরং কল্কমথবা ক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ ১৯
প্রপীড্যামলকানাস্তু রসং কুড়বসম্মিতম্।
পীত্বাগদী ভবেজ্জন্তুর্মূত্রদোষরুজাতুরঃ ॥
ধাত্রীফলরসেনৈবং সূক্ষ্মৈলাং বা পিবেন্নরঃ।
পিষ্ট্বাথবা সুশীতেন শালিতণ্ডুলবারিণা ॥
তালস্য তরুণং মূলং ত্রপুসস্বরসস্তথা।
শ্বেতং কর্কটকঞ্চৈব প্রাতস্তং পয়সা পিবেৎ ॥
শৃতং বা মধুরৈঃ ক্ষীরং সর্পির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ।
মূত্রদোষবিশুদ্ধ্যর্থং শুক্রদোষহরং পরম্ ॥ ২০
বলাশ্বদংষ্ট্রাক্রৌঞ্চাস্থি-কোকিলাক্ষকতণ্ডুলান্।
শতপর্ব্বকমূলঞ্চ দেবদারু সচিত্রকম্ ॥
অক্ষবীজঞ্চ সুরয়া কল্কীকৃত্য পিবেন্নরঃ।
মূত্রদোষবিশুদ্ধ্যর্থং তথৈবাশ্মরিশোধনম্ ॥ ২১
পাটলাক্ষারমাহৃত্য সপ্তকৃত্বঃ পরিস্রুতম্।
পিবেন্মূত্রবিকারঘ্নং সংসৃষ্টং তৈলমাত্রয়া ॥ ২২
নলেক্ষুদর্ভাশ্মভেদ-ত্রপুসৈর্ব্বারুবীজকম্।
ক্ষীরে পরিস্রুতং তত্র পিবেৎ সর্পিঃসমাযুতম্ ॥
পাটল্যা যাবশূকাচ্চ পারিভদ্রাৎ তিলাদপি।

কফজ মূত্রৌকসাদ বলে [ডাক্তারদিগের অক্‌সালিক ডিপজিট, ফস্ফেটিক্ ডিপজিট ও ইউরিক্ এসিডের আধিক্য সুশ্রুতের মূত্রৌকসাদের অন্তর্গত। প্রমেহের অন্তর্গত নহে]। ১৩। মূত্রাঘাতরোগে সাধারণতঃ কষায়, কল্ক, ঘৃতসমূহ, লাড্ডু প্রভৃতি ভক্ষ্য, লেহ, দুগ্ধ, ক্ষার, মধু, আসব, স্বেদ, উত্তরবস্তি এবং অশ্মরীনাশক যোগসমূহ প্রয়োগ করিতে হয়। আর ইহাতে মূত্রোদাবর্ত্তনাশক যোগসমূহ নিঃশেষে প্রয়োগ করিবে। ১৪। দুই তোলা কাঁকুড়বীজের কল্ক সৈন্ধব ও ধান্যাম্লযোগে পান করিলে মূত্রাঘাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সৌবর্চ্চলযোগে সুরা পান করিবে। অথবা গৌড়িক মদ পান করিয়া মধু ও মাংস চাটনী করিবে। অথবা মধু ও জলের সহিত দুই তোলা কুঙ্কুম রাত্রে বাসী করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে। ১৫। অম্ল দাড়িমের রস, এলাচ, জীরা ও শুঁঠ এবং সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুরা পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র হইতে মুক্ত হয়। ১৬। পৃশ্নিপর্ণ্যাদি গণ ও গোক্ষুরের মূল দুই সের জল ও আধ সের দুধের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইবে এবং শীতল করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিবে। ইহাতে বাতপিত্তজ মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। ১৭। গর্দ্দভ ও ঘোটকদিগের বিষ্ঠা বস্ত্র দ্বারা সম্যক্ নিষ্পীড়ন করিয়া এককুড়ব (চারিপল) রস নিষ্কাসিত করিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ১৮। মুস্তা, হরীতকী, দেবদারু, মূর্ব্বা ও যষ্টিমধুর কল্ক দুই তোলা

পান করিবে। দ্রাক্ষার কল্ক জলসংযোগে বাসী করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। কণ্টিকারীর স্বরস এক কুড়ব পান করিবে। অথবা কণ্টিকারীর কল্ক মধুযোগে পান করিবে। তাহাতে মূত্রদোষ নষ্ট হয়। ১৯। আমলকীর স্বরস এককুড়ব (চারিপল) নিষ্কাসিত করিয়া পান করিলে মূত্রদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অথবা আমলকীর রসের সহিত ছোট এলাচ পান করিলেও এইরূপ ফল হয়। অথবা সুশীতল শালিতণ্ডুলজলের সহিত তালের তরুণ মূল পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। শসার রস পান করিলে বা শাদা কাঁকুড়ের (টীকাকার-মতে শ্বেতকর্কটক—সাদা শসা) রস প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত পান করিবে। অথবা মধুর গণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃতসহযোগে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ (অর্থাৎ মূত্রশুক্র) অতিশয় নষ্ট হয়। ২০। বেড়েলা, গোক্ষুর, ক্রৌঞ্চাস্থি (কোঁচবকের হাড়), কোকিলাক্ষ (তালমাখনা ইতি লোকে ইতি ডল্বন), তণ্ডুল, শতপর্ব্বের (ইক্ষুর) মূল, দেবদারু, চিতা ও বিভীতকবীজ সুরার সহিত কল্কিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে মূত্রদোষ ও অশ্মরী নষ্ট হয়। ২১। পারুলের ক্ষার আহরণ করিয়া সাতবার ছাঁকিয়া লইবে এবং কিঞ্চিৎ তৈলযুক্ত করিয়া পান করিবে। ২২। নল, ইক্ষু, দর্ভ, অশ্মভেদ (পাষাণভেদী), ত্রপুসবীজ (শসার বীজ), এর্ব্বারুবীজ (কাঁকুড়বীজ) দুগ্ধে সিদ্ধ

ক্ষারোদকেন মতিমান্ ত্বগেলোষণচূর্ণকম্।
পিবেদ্ গুড়েন মিশ্রং বা লিহ্যাল্লেহান্ পৃথক্ পৃথক্॥ ২৩
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মূত্রদোষে ক্রমং হিতম্॥ ২৪
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং হিতং তেষু বিরেচনম্।
ততঃ সংশুদ্ধদেহানাং হিতাশ্চোত্তরবস্তয়ঃ॥ ২৫
স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য সিচ্যতে।
মৈথুনোপরমস্তস্য বৃংহণশ্চ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ২৬
তাম্রচূড়বসাতৈলং হিতঞ্চোত্তরবস্তিষু।
বিধানং তস্য পূর্ব্বং হি ব্যাসতঃ পারিকীর্ত্তিতম্॥ ২৭
ক্ষৌদ্রার্দ্ধপাত্রং দত্ত্বা তু পাত্রস্ক ক্ষীরসর্পিষোঃ।
স্বয়ং গুপ্তাফলঞ্চৈব শ্বদংষ্ট্রাঙ্কুরকস্য চ॥
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তমর্দ্ধভাগং প্রদাপয়েৎ।
এতদৈকধ্যমানীয় খজেনাভিপ্রমন্থয়েৎ।
তস্য পাণিতলং চূর্ণং লীঢ়া ক্ষীরং ততঃ পিবেৎ॥
এতৎ সর্পিঃ প্রযুঞ্জানঃ শুদ্ধদেহো নরঃ সদা।
মূত্রদোষান্ জয়েৎ সর্ব্বানন্যযোগৈঃ সুদুর্জ্জয়ান্॥
জয়েচ্ছোণিতদোষাংশ্চ বন্ধ্যা গর্ভং লভেত চ।
নারী চৈতৎ প্রযুঞ্জানা যোনিদোষাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২৮
বলাকোলাস্থিমধুকং শ্বদংষ্ট্রাং শতাবরী।
মৃণালঞ্চ কশেরুশ্চ বীজানীক্ষুরকস্য চ॥
সহস্রবীর্য্যাংশুমতী পয়স্যা সহ কালয়া।
শৃগালবিন্নাতিবলা বৃংহণীয়ো গণস্তথা॥
এতানি সমভাগানি মতিমান্ সহ সাধয়েৎ।
চতুর্গুণেন পয়সা গুড়স্য তুলয়া সহ॥
দ্রোণাবশিষ্টং তৎ পূতং পচেৎ তেন ঘৃতাঢ়কম্।
তৎসিদ্ধং কলসে স্থাপ্যং ক্ষৌদ্রপ্রস্থেন সংযুতম্॥
সর্পিরেতৎ প্রযুঞ্জানো মূত্রদোষাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে মূত্রাঘাতপ্রতিষেধো নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূত্রদোষপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
বাতেন পিত্তেন কফেন সর্ব্বৈ-
স্তথাভিঘাতৈঃ শকৃদশ্মরীভ্যাম্।
তথাপরঃ শর্করয়া সুকষ্টো
মূত্রোপঘাতঃ কথিতোঽষ্টমস্তু॥ ২
অল্পমল্পং সমুৎপীড্য মুষ্কমেহনবস্তিভিঃ।
ফলন্তিরিব কৃচ্ছ্রেণ বাতাঘাতেন মেহতি॥
হারিদ্রমুষ্ণং রক্তং বা মুষ্কমেহনবস্তিভিঃ।
অগ্নিনা দহ্যমানাভৈঃ পিত্তাঘাতেন মেহতি॥
স্নিগ্ধং শুক্লমনুষ্ণঞ্চ মুষ্কমেহনবস্তিভিঃ।

করিয়া ঘৃতসংযোগে পান করিবে। পারুলের ক্ষার, যবের ক্ষার, পারিভদ্রের (পর্ব্বতনিম্বের) ক্ষার বা তিলনালের ক্ষারের জল দারুচিনি, এলা ও মরিচচূর্ণের সহিত লেহ করিয়া পান করিবে। অথবা গুড়ের সহিত পান করিবে [কোন কোন মতে পারুল, যবের শুঁয়া, নিম্ব ও তিলের চূর্ণ ক্ষারজল অর্থাৎ মুষ্ককক্ষারজলের সহিত পান করিবে। আর দারুচিনি, এলা ও মরিচের চূর্ণ গুড়ের সহিত পান করিবে]। ২৩। ইহার পর মূত্রদোষের চিকিৎসাপ্রণালী বলিব। ২৪। মূত্রাঘাতে রোগীদিগকে স্নেহস্বেদযোগে উপপন্ন করিয়া বিরেচন দিবে। এইরূপে দেহ শুদ্ধ হইলে পর উত্তরবস্তি দিবে। ২৫। অতিরিক্ত স্ত্রীসেবনহেতু শুক্রদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে মৈথুন হইতে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক আর এস্থলে বৃংহণবিধি আচরণীয়। ২৬। কুক্কুটবসা ও তৈলের উত্তরবস্তি দিবে। পূর্ব্বে উত্তরবস্তি-চিকিৎসিতে বিস্তারক্রমে এ বিষয় বলা হইয়াছে। ২৭। মধু অর্দ্ধপাত্র (আটসের), দুগ্ধোত্থ ঘৃত একপাত্র আর আলকুশী, কোকিলাক্ষবীজ ও পিপুলের চূর্ণ ঘৃতের অর্দ্ধভাগ একত্র খলে মর্দ্দন করিবে। এই চূর্ণ দুই তোলা লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। বিশুদ্ধদেহে এই ঘৃত পান করিলে অন্যান্য যোগের অসাধ্য সর্ব্বপ্রকার মূত্রদোষ নষ্ট হয়। আর ইহাতে রক্তদোষ নিবৃত্ত হওয়াতে বন্ধ্যাও গর্ভলাভ করে এবং যোনিদোষাক্রান্তা নারী ইহা সেবন করিলে যোনিদোষ হইতে মুক্ত হয়। ২৮। বেলেড়া, কুলের আঁঠী, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, শতমূলী, মৃণাল, কশেরু (কেশুর), কোকিলাক্ষবীজ, সহস্রবীর্য্যা (সহস্রপর্ব্বা অর্থাৎ দূর্ব্বা) ও শালপাণী, পয়স্যা (ভূমিকুষ্মাণ্ড), কালা, শৃগালবিন্না (পৃশ্নিপর্ণী), অতিবলা ও বৃংহণীয়গণ তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্গুণ দুগ্ধ ও সাড়ে বারসের গুড়ের সহিত পাক করিবে এবং একদ্রোণ থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা এক আঢ়ক ঘৃত পাক করিবে। পাকসমাধানান্তে ঘৃত একপ্রস্থ মধুর সহিত কলসে স্থাপন করিবে। এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে মূত্রদোষ নষ্ট হয়। ২৯

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

মূত্রদোষপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা মূত্রদোষপ্রতিষেধ [মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা] ব্যাখ্যা করিব। ১। মূত্রকৃচ্ছ্র আটপ্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ, বিষ্ঠাকৃত, অশ্মরীকৃত এবং অষ্টম শর্করাজনিত। ২। বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে অল্প অল্প মূত্র হয়; মুষ্ক, মেহন (লিঙ্গ) ও বস্তি পীড্যমান হইতে থাকে; মনে হয় যেন স্ফুটিত হইতে থাকে। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণ মূত্র নির্গত হয়, মনে হয় যেন মুষ্ক, মেহন ও বস্তি অগ্নিতে দহ্যমান হইতেছে। কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে স্নিগ্ধ, শুক্ল ও ঈষৎ উষ্ণ মূত্র নির্গত হয়,

সংহৃষ্টরোমা গুরুভিঃ শ্লেষ্মাঘাতেন মেহতি ॥
দাহশীতরুজাবিষ্টো নানাবর্ণং মুহুর্ম্মুহুঃ।
তাম্যমানঃ সুকৃচ্ছ্রেণ সান্নিপাতেন মেহতি ॥ ৩
মূত্রবাহিষু শল্যেন ক্ষতেষভিহতেষু চ।
স্রোতঃসু মূত্রাঘাতস্তু জায়তে ভৃশবেদনঃ।
বাতবস্তেস্তু তুল্যানি তস্য লিঙ্গানি লক্ষয়েৎ ॥ ৪
শকৃতস্তু প্রতীঘাতাদ্বায়ুর্বিগুণতাং গতঃ।
আধ্মানঞ্চ সশূলঞ্চ মূত্রসঙ্গং করোতি হি ॥ ৫
অশ্মরীহেতুকঃ পূর্ব্বং মূত্রাঘাত উদাহৃতঃ।
অশ্মরী শর্করা চৈব তুল্যে সম্ভবলক্ষণৈঃ ॥
শর্করায়াং বিশেষন্তু শৃণু কীর্ত্তয়তো মম।
পচ্যমানস্য পিত্তেন ভিদ্যমানস্য বায়ুনা।
শ্লেষ্মণোঽবয়বা ভিন্নাঃ শর্করা ইতি সংজ্ঞিতাঃ ॥
হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষৌ বহ্নিঃ সুদুর্ব্বলঃ।
তাভির্ভবতি মূর্চ্ছা চ মূত্রাঘাতশ্চ দারুণঃ ॥
মূত্রবেগনিরস্তাসু তাসু শাম্যতি বেদনা।
যাবদন্যা পুনর্নৈতি গুড়িকা স্রোতসো মুখম্ ॥
শর্করাসম্ভবস্যৈতন্মূত্রাঘাতস্য লক্ষণম্ ॥ ৬
চিকিৎসিতমতস্তূর্দ্ধমষ্টানামপি বক্ষ্যতে।
অশ্মরীঞ্চ সমাশ্রিত্য যদুক্তং প্রসমীক্ষ্য তৎ ॥
যথদোষং প্রযুঞ্জীত স্নেহাদিকমপি ক্রমম্ ॥ ৭
শ্বদংষ্ট্রাশ্মভিদৌ কুম্ভীং হপুষাং কণ্টকারিকাম্।
বলাং শতাবরীং রাস্নাং বরুণং গিরিকর্ণিকাম্ ॥
তথা বিদারিগন্ধাদিং সংহৃত্য ত্রৈবৃতং পচেৎ।
তৈলং ঘৃতং বা তৎ পেয়ং তেন বাপ্যনুবাসনম্ ॥
দদ্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ বাতকৃচ্ছ্রোপশান্তয়ে ॥
শ্বদংষ্ট্রাস্বরসে তৈলং সগুড়ক্ষীরনাগরম্।
পক্বা তৎ পূর্ব্ববদ্যোজ্যং তত্রানিলরুজাপহম্ ॥ ৮
তৃণোৎপলাদিকাকোলী-ন্যগ্রোধাদিগণে কৃতম্।
পীতং ঘৃতং পিত্তকৃচ্ছ্রং নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব চ ॥
দদ্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ পিত্তকৃচ্ছ্রোপশান্তয়ে ॥
এভিরের কৃতঃ স্নেহস্ত্রিবিধেষেব বস্তিষু।
হিতং বিরেচনঞ্চেক্ষু-ক্ষীরদ্রাক্ষারসৈর্যুতম্ ॥
সুরসোষকমুস্তাদি-বরুণাদৌ চ সংস্কৃতম্।
তৈলং তথা যবাগ্বশ্চ কফকৃচ্ছ্রে প্রশস্যতে ॥
যথাদোষোচ্ছ্রয়ং কুর্য্যাদেতানেব চ সর্ব্বজে।
কন্তবৃশ্চিকদর্ভাশ্ম-সারচূর্ণঞ্চ বারিণা।
সুরেক্ষুরসদর্ভাম্বু পীতং কৃচ্ছ্ররুজাপহম্ ॥ ৯
তথাভিঘাতজে কুর্য্যাৎ সদ্যোব্রণচিকিৎসিতম্ ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে সদা চাস্য কার্য্যা বাতহরী ক্রিয়া ॥ ১১

মুষ্ক মেহন ও বস্তিতে ভারবোধ হয় এবং রোগীর রোমসমূহ হৃষ্ট হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ শীত ও বেদনা হয়, মূত্র নানাবর্ণ ও মুহুর্ম্মুহুঃ হয়। রোগী অন্ধকার দেখে এবং প্রস্রাবের কৃচ্ছ্রতা হয়। ৩। মূত্রবাহী স্রোতঃসমূহ শল্যক্ষত ও আহত হইলে অতি বেদনাযুক্ত মূত্রাঘাত উপস্থিত হয়। উহার লক্ষণ সকল বাতবস্তির তুল্য হয়। ৪। বিষ্ঠাসঞ্চয় হেতু মূত্রমার্গ প্রতিহত হইলে বায়ু বিগুণ হইয়া আধ্মান ও শূলের সহিত মূত্রবন্ধ উপস্থিত করে। ৫। অশ্মরীকৃত মূত্রাঘাত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অশ্মরী ও শর্করার উৎপত্তিলক্ষণ তুল্য। শর্করার বিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর। পিত্তকর্ত্তৃক পচ্যমান ও বায়ুকর্ত্তৃক ভিদ্যমান শ্লেষ্মার ভিন্ন অবয়ব সকল শর্করা বলিয়া কথিত আছে। শর্করা রোগে হৃৎপীড়া, কম্প, কুক্ষিতে শূল এবং অগ্নি অতিশয় দুর্ব্বল হয়। তাহাতে মূর্চ্ছা ও দারুণ মূত্রাঘাত হইয়া থাকে। অনন্তর মূত্রের সহিত শর্করা নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে বেদনা শান্ত হয়। পরে মূত্রপথে অন্য গুড়িকা উপস্থিত হইলে আবার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই শর্করাজনিত মূত্রাঘাতের লক্ষণ। ৬। ইহার পর অষ্টপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা বলিতেছি। পূর্ব্বে অশ্মরীর যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে, তাহাও যথাদোষ এস্থলে প্রযোজ্য। আর অশ্মরীচিকিৎসোক্ত স্নেহাদি প্রক্রিয়াও বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। ৭। গোক্ষুর, পাষাণভেদী, কুম্ভী (জলকুম্ভী অর্থাৎ পানা নহে। ইহা "স্থলকুম্ভী, ইহার ত্বক্ বক্র হইয়া থাকে), হপুষা, কণ্টকারিকা, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, বরুণ, গিরিকর্ণিকা ("অপরাজিতাবিশেষ") এবং বিদারিগন্ধাদি গণ সংগ্রহ করিয়া ত্রৈবৃত তৈল বা ত্রৈবৃত ঘৃত (বসা, মজ্জা ও তৈল বা বসা, মজ্জা ও ঘৃত) পাক করিবে। ইহা পান বা অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। আর ইহাতে উত্তরবস্তিও দিবে। তাহাতে বাতজ কৃচ্ছ্র শান্ত হয়। গোক্ষুরের স্বরস, তৈল, গুড়, দুগ্ধ ও শুঁঠের কল্ক পাক করিয়া পান বা অনুবাসন এবং উত্তরবস্তি করিলে বাতজ কৃচ্ছ্র শান্ত হয়। ৮। তৃণপঞ্চমূল, উৎপলাদি, কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রোধাদি গণে পৃথক্ পৃথক্ (টীকাকার 'পৃথক্ পৃথক্' বলেন নাই) ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে পিত্তজ কৃচ্ছ্র শীঘ্র শান্ত হয়। পিত্তকৃচ্ছ্রশান্তির জন্য উত্তরবস্তিও প্রয়োজনীয়। আবার ঐ সকল গণের সহিত তৈল পাক করিয়া ত্রিবিধ বস্তিতেই প্রয়োগ করিতে হয় ["ত্রিবিধ বস্তি অর্থাৎ নিরূহ, অনুবাসন ও উত্তরবস্তি]। পিত্তজ কৃচ্ছ্রে ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারসযোগে বিরেচন দিবে। সুরসাদি, উষকাদি, মুস্তাদি ও বরুণাদি গণের সহিত পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধ তৈল এবং সুরসাদিসংস্কৃত যবাগূ সকল কফজ কৃচ্ছ্রে হিতকর। সান্নিপাতিক কৃচ্ছ্রে দোষের প্রাধান্য বিচার করিয়া চিকিৎসা করিবে। আর এস্থলে কন্ত (কাকডুমুর), বৃশ্চীক (শুক্ল পুনর্নবা), দর্ভ, অশ্মসার (লৌহ) এই সকলের চূর্ণ জলের সহিত পান করিবে। সুরা, ইক্ষুরস ও দর্ভের কাথ পান করিলে সান্নিপাতিক কৃচ্ছ্র শান্ত হয়। ৯। অভিঘাতজ কৃচ্ছ্রে সদ্যোব্রণোক্ত চিকিৎসা করিবে। ১০। বিষ্ঠাকৃত মূত্রকৃচ্ছ্রে সদা

স্বেদাবগাহাভ্যঙ্গা বস্তিচূর্ণক্রিয়াস্তথা।
শর্কেরাশ্মরীতৌ তথাত্যৌ যৌ তয়োঃ প্রোক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ॥১২

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে মূত্রদোষপ্রতিষেধো নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০

ইতি সুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে কায়চিকিৎসাতন্ত্রং সমাপ্তম্॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽমানুষপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
নিশাচরেভ্যো রক্ষ্যস্তু নিত্যমেব ক্ষতাতুরঃ।
ইতি যৎ প্রাগভিহিতং বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে॥ ২
গুহ্যানাগতবিজ্ঞানমনবস্থাঽসহিষ্ণুতা।
ক্রিয়া বাঽমানুষী যস্মিন্ স গ্রহঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥ ৩
অশুচিং ভিন্নমর্য্যাদং ক্ষতং বা যদি বাক্ষতম্।
হিংস্যুর্হিংসাবিহারার্থং সংকারার্থমথাপি চ॥
অসংখ্যেয়া গ্রহগণা গ্রহাধিপতয়স্তু যে।
ব্যজ্যন্তে বিবিধাকারা ভিদ্যন্তে তে তথাষ্টধা॥ ৪
দেবাস্তথা শত্রুগণাশ্চ তেষাং
গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ পিতরো ভুজঙ্গাঃ।
রক্ষাংসি যা চাপি পিশাচজাতি-
রেষোঽষ্টধা দেবগণো গ্রহাখ্যঃ॥ ৫
সন্তুষ্টঃ শুচিরপি চেষ্টগন্ধমাল্যো
নিস্তন্দ্রো হ্যবিতথসংস্কৃতপ্রভাষী
তেজস্বী স্থিরনয়নো বরপ্রদাতা
ব্রহ্মণ্যো ভবতি চ যঃ স দেবজুষ্টঃ॥ ৬
সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্তা
জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ।
সন্তুষ্টো ভবতি নচান্নপানজাতৈ-
র্দুষ্টাত্মা ভবতি চ দেবশত্রুজুষ্টঃ॥ ৭
হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী
স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীতগন্ধমাল্যঃ।
নৃত্যন্ বা প্রহসতি চারু চাল্পশব্দং
গন্ধর্ব্বগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥ ৮
তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী
গম্ভীরো দ্রুতমতিরল্পবাক্ সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ
যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥ ৯
প্রেতেভ্যো বিসৃজতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্
শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যহস্তঃ।
মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিকাম-
স্তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ॥ ১০
ভূমৌ যঃ প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ
সৃক্কণ্যৌ বিলিহতি জিহ্বয়া প্রসক্তম্।

বাতহরী ক্রিয়া করিবে। ১১। স্বেদ, অবগাহন (বাতনাশক ক্বাথাদিতে অবগাহন), বস্তি ও চূর্ণক্রিয়া বিষ্ঠাকৃত, অশ্মরীকৃত ও শর্করাকৃত মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োজনীয়। ১২

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ইতি কায়চিকিৎসাতন্ত্র সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

অমানুষপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা অমানুষপ্রতিষেধ [ভূতবিদ্যা] অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [অমানুষ অর্থাৎ দেবাদি গ্রহ]। ১। ক্ষতরোগীদিগকে রাক্ষসদিগের অধিষ্ঠান হইতে নিত্য রক্ষা করিবে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে তাহাই আবার সবিস্তারে বলা যাইতেছে। ২। গুপ্ত ও ভাবী বিষয়ের জ্ঞান, চিত্তের অনবস্থিতত্ব, অসহিষ্ণুতা ও অমানুষী ক্রিয়া এই গুলি কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হইলে তাহাতে গ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে বলা যায়। ৩। ক্ষতই হউক আর অক্ষতই হউক, মানুষ অশুচি ও মর্য্যাদাহীন হইলে গ্রহেরা হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বা পূজাপ্রাপ্তির জন্য তাহাকে হিংসা করিয়া থাকে। সেই সকল গ্রহ অসংখ্য। উহারাই দেবদৈত্যাদি। উহারা বিবিধাকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং আট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ৪ দেব, দেবারি (দৈত্য), গন্ধর্ব, যক্ষ, পিতৃগণ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস ও পিশাচ এই অষ্টপ্রকার দেহগ্রহ। ৫। তন্মধ্যে যাহাতে দেবাবির্ভাব হয়, সে সন্তুষ্ট এমন কি শুচিও হইয়া থাকে। আর গন্ধমাল্যপ্রিয়, নিস্তন্দ্র, অবিতথভাষী (সত্যবাদী), সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনয়ন, বরপ্রদাতা ও ব্রহ্মণ্য (ঈশ্বরভক্ত) হয়। ৬। দৈত্যাবির্ভাব হইলে মানুষ ঘর্ম্মাক্তকলেবর, দ্বিজ গুরু ও দেবতাদিগের দোষবক্তা, বক্রনয়ন, বিগতভয় ও বিমার্গদৃষ্টি হয়। সে কোন প্রকার অন্ন পানেই সন্তুষ্ট হয় না এবং দুষ্টাত্মা হইয়া থাকে। ৭। গন্ধর্ব্ব গ্রহের আবির্ভাব হইলে মানুষ হৃষ্টাত্মা, পুলিনবনবিহারী (পুলিন শব্দে "জলমধ্যে জলমগ্নোত্থ ভূ-প্রদেশ" ইতি টীকাকার), শোভনাচার, গীত ও গন্ধমাল্যে অনুরক্ত হয় আর সুন্দর নৃত্য করে ও ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকে। ৮। যক্ষের আবির্ভাবে মানুষ রক্তনেত্র, কমনীয়সূক্ষ্ম-রক্তবস্ত্রপরিধানপ্রিয়, গম্ভীর, উদ্ভ্রান্তমনা, অল্পবাক্-সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয় এবং কাহাকে কি দিব এই কথা বলিয়া থাকে [কিন্তু বাস্তবিক দেয় না। অথচ সঞ্চয় করে]। ৯। পিতৃগ্রহের আবির্ভাব হইলে মানুষ দর্ভসংস্তরে মৃতদিগের উদ্দেশে দক্ষিণ হস্তে পিণ্ড ও জল দান করে। মাংস, তিল, গুড় ও পায়সে অভিলাষী হয় এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে। ১০।

নিদ্রালুর্গুড়মধুদুগ্ধপায়সেপ্সু-
র্বিজ্ঞেয়ো ভবতি ভুজঙ্গমেন জুষ্টঃ ॥ ১১
মাংসাসৃগ্বিবিধসুরাবিকারলিপ্সু-
র্নির্লজ্জো ভৃশমতিনিষ্ঠুরোঽতিশূরঃ ।
ক্রোধালুর্বিপুলবলো নিশাবিহারী
শৌচদ্বিড়্ ভবতি চ রক্ষসা গৃহীতঃ ॥ ১২
উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষশ্চিরপ্রলাপী
দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতিলোলঃ ।
বহ্বাশী বিজনহিমাম্বুরাত্রিসেবী
ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ ॥ ১৩
স্থূলাক্ষস্ত্বরিতগতিঃ স্বফেনলেহী
নিদ্রালুঃ পততি চ কম্পতে চ যোঽতি ।
যশ্চাদ্রিদ্বিরদনগাদিবিচ্যুতঃ সন্
সংস্পৃষ্টো ন ভবতি বার্দ্ধকেন জুষ্টঃ ॥ ১৪
দেবগ্রহাঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি ।
গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ ॥
কৃষ্ণপক্ষে চ পিতরঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ ।
রক্ষাংসি নিশি পৈশাচাশ্চতুর্দশ্যাং বিশন্তি চ ॥ ১৫
দর্পণাদীন্ যথা চ্ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা ।
স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহভৃৎ ।
বিশন্তি চ ন দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বচ্ছরীরিণম্ ॥ ১৬
তপাংসি তীব্রাণি তথৈব দানং
ব্রতানি ধর্ম্মো নিয়মশ্চ সত্যম্ ।
গুণাস্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্যা
ব্যস্তাঃ সমস্তাশ্চ যথাপ্রভাবম্ ॥
ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি
ন বা মনুষ্যান্ ক্বচিদাবিশন্তি ।
যে ত্বাবিশন্তীতি বদন্তি মোহাৎ
তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্যাঃ ॥
তেষাং গ্রহাণাং পরিচারকা যে
কোটীসহস্রাযুতপদ্মসংখ্যাঃ ।
অসৃগ্বসামাংসভুজঃ সুভীমা
নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশন্তি ॥ ১৭
নিশাচরাণাং তেষাং হি যে দেবগণসংস্থিতাঃ ।
তে তু তৎসত্ত্বসংসর্গাদ্বিজ্ঞেয়াস্তু তদঙ্গনাঃ ॥
দেবগ্রহা ইতি পুনঃ প্রোচ্যন্তে শুচয়শ্চ যে ।
দেববচ্চ নমস্যন্তে প্রত্যর্থ্যন্তে চ দেববৎ ॥
স্বামিশীলক্রিয়াচারাঃ ক্রম এব সুরাদিষু ।
নির্ঋতের্যাতুহিতরস্তাসাং স প্রসবঃ স্মৃতঃ ।
সত্যত্বাদপবৃত্তেষু বৃত্তিস্তেষাং গণৈঃ কৃতা ॥ ১৮

সর্পের [বাসুকি প্রভৃতির] আবির্ভাবে মানুষ সর্পের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া থাকে, কখন বা জিহ্বা দ্বারা অনবরত সৃক্কণী লেহন করে, নিদ্রালু হয় এবং গুড় মধু দুগ্ধ ও পায়সে অভিলাষী হইয়া থাকে । ১১ । রাক্ষসের আবির্ভাবে মানুষ মাংস, রক্ত ও বিবিধ সুরাবিকারে অভিলাষী হয়, অতিশয় নির্লজ্জ, অতিনিষ্ঠুর ও অতিশয় শূর হইয়া থাকে । ক্রোধালু, বিপুলবল, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়া থাকে । ১২ । পিশাচের আবির্ভাবে মানুষ উদ্ধস্ত (বিকৃতদর্শন), কৃশ, পরুষ, চিরপ্রলাপী (অনেক বকে), দুর্গন্ধ, অশুচি, অতিলোল, বহুভোজী, বিজনসেবী, হিমজলসেবী ও রাত্রিবিহারী হয় । বিরুদ্ধচেষ্টাসহকারে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং রোদন করে । ১৩ । যে গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি স্থূলাক্ষ, ত্বরিতগতি, স্বফেনলেহী (নিজের মুখের ফেন লেহন করে) ও নিদ্রালু হয়, পতিত হয়, কম্পিত হয় আর যে পর্ব্বত, হস্তী ও বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইবার পর গ্রহাবিষ্ট হয়, তাহার আরোগ্য হয় না । আর বার্দ্ধক্য বশতঃ গ্রহপীড়িতের ন্যায় হইলেও (অর্থাৎ ভীমরতিগ্রস্ত হইলেও), আরোগ্য হয় না [টীকাকার বলেন যে, কোন কোন মতে বার্দ্ধক শব্দে হিংসার্থী গ্রহ] । ১৪ । দেবগ্রহেরা পৌর্ণমাসীতে, অসুরেরা উভয় সন্ধ্যাকালে, গন্ধর্ব্বেরা প্রায় অষ্টমীতে, যক্ষেরা প্রতিপদে, পিতৃগণ কৃষ্ণপক্ষে, সর্পেরা পঞ্চমীতে, রাক্ষসেরা নিশাতে এবং পিশাচেরা চতুর্দ্দশীতে আবেশ করে । ১৫ । যেমন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব প্রবেশ করে, যেমন শীত ও উষ্ণ প্রাণীদিগের মধ্যে প্রবেশ করে, যেমন সূর্য্যকিরণ সূর্য্যকান্ত মণিতে প্রবেশ করে এবং যেমন জীবাত্মা দেহে প্রবেশ করে, সেইরূপ গ্রহেরা জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে । ১৬ । তীব্র তপস্যা, দান, ব্রত, ধর্ম্ম, নিয়ম ও 'অষ্ট প্রকার' গুণ ইহাদের কোনটী বা সমস্ত দেবযোনি গ্রহদিগের নিত্য বর্ত্তমান থাকে । তাঁহারা কখন মনুষ্যের সহিত সংবিষ্ট হন না, বা মনুষ্যে আবেশ করেন না । যে বৈদ্য মোহ বশতঃ কহে যে, তাহারা ঐরূপ সংবিষ্ট হয় বা আবেশ করে, তাহাকে ভূতবিদ্যার অধিকার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত । সেই সকল গ্রহের কোটী সহস্র অযুত পদ্ম (অর্থাৎ অসংখ্য) পরিচারক আছে । তাহারাই অসৃক্, বসা ও মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারা অতি ভয়ঙ্কর, তাহারাই নিশাবিহারী এবং তাহারাই মানবে আবেশ করে । ১৭ । ঐ সকল নিশাচর পরিচারকের মধ্যে যাহারা যে দেবগণের সংস্থিত, তাহারা সেই গণের সংসর্গহেতু সেই গণের ন্যায় লক্ষণান্বিত হয় । আবার অনুচরেরা শুচি হইলে দেববৎ নমস্য ও দেববৎ মাননীয় হইয়া থাকে । সুরাদি গ্রহের পরিচারকদিগের স্ব স্ব স্বামীর ন্যায় শীল, ক্রিয়া, আচার ও ক্রম হইয়া থাকে । কিন্তু রাক্ষসদিগের শুচি স্বভাব হয় না, উহাদের মাতারা নৈর্ঋতের কন্যা ও রাক্ষসী, তাহাদের সন্তানেরা মাতারই অশুচি স্বভাব প্রাপ্ত হয় । অনুচরেরা শাস্ত্রোক্ত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে, তাহাদের অধিপতি গ্রহেরা তাহাদের জন্য বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (বালগ্রহপ্রতিষেধ

হিংসাবিহারা যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুপাশ্রিতাঃ।
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞাপ্রবর্ত্তৃভিঃ ॥ ১৯
গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি যস্মাদ্বেত্ত্যনয়া ভিষক্।
বিদ্যয়া ভূতবিদ্যাত্বমত এব নিরুচ্যতে ॥ ২০
তেষাং শান্ত্যর্থমন্বিচ্ছন্ বৈদ্যস্তু সুসমাহিতঃ।
জপ্যৈঃ সনিয়মৈর্হোমৈরারভেত চিকিৎসিতুম্ ॥
রক্তানি গন্ধমাল্যানি বীজানি মধুসর্পিষাম্।
ভক্ষ্যাশ্চ সর্ব্বে সর্ব্বেষাং সামান্যো বিধিরুচ্যতে ॥
বস্ত্রাণি মদ্যমাংসানি ক্ষীরাণি রুধিরাণি চ।
যানি যেষাং যথেষ্টানি তানি তেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ॥
হিনস্তি মনুজান্ যেষু প্রায়শো দিবসেষু তু।
দিনেষু তেষু দেয়ানি তত্তদ্বিধিনিবৃত্তয়ে ॥
দেবগ্রহে দেবগৃহে হুত্বাগ্নিং প্রাপয়েদ্বলিম্।
কুশস্বস্তিকপূপাজ্য-ছত্রপায়সসংযুতম্ ॥
অসুরায় যথাকালং বিদধ্যাচ্চত্বরাদিষু।
চতুষ্পথে রাক্ষসস্য ভীমেষু গহনেষু বা ॥
শূন্যাগারে পিশাচস্য তীব্রং বলিমুপাহরেৎ ॥ ২১
পূর্ব্বমাচরিতৈর্মন্ত্রৈর্ভূতবিদ্যানিদর্শিতৈঃ।
ন শক্যা বলিভির্জেতুং যোগৈস্তান্ সমুপাচরেৎ ॥ ২২
অজর্ক্ষচর্ম্মরোমাণি শল্যকোলূকয়োস্তথা।
হিঙ্গু মূত্রঞ্চ বস্তস্য ধূমমস্য প্রযোজয়েৎ ॥
এতেন শাম্যতি ক্ষিপ্রং বলবানপি যো গ্রহঃ ॥
গজাহ্বপিপ্পলীমূল-ব্যোষামলকসর্ষপান্।
গোধানকুলমার্জ্জার-ঋক্ষপিত্তপ্রভাবিতান্।
নস্যাভ্যঞ্জনসেকেষু বিদধ্যাদ্যোগতত্ত্ববিৎ ॥
খরাশ্বাশ্বতরোলূক-করভশ্বশৃগালজম্।
পুরীষং গৃধ্রকাকাণাং বরাহস্য চ পেষয়েৎ।
বস্তমূত্রেণ তৎ সিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পূর্ব্ববর্দ্ধিতম্ ॥ ২৩
শিরীষবীজং লশুনং শুণ্ঠীং সিদ্ধার্থকং বচাম্।
মঞ্জিষ্ঠাং রজনীং কৃষ্ণং বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ।
বর্ত্তীশ্ছায়াবিশুষ্কাস্তাঃ সপিত্তা নয়নাঞ্জনম্ ॥
নক্তমালফলং ব্যোষং মূলং শ্যোনাকবিল্বয়োঃ।
হরিদ্রে চ কৃতা বর্ত্তিঃ পূর্ব্ববন্নয়নাঞ্জনম্ ॥
যে যে গ্রহা ন সিধ্যন্তি সর্ব্বেষাং নয়নাঞ্জনম্।
সৈন্ধবং কটুকং হিঙ্গু বয়ঃস্থাঞ্চ বচামপি।
বস্তমূত্রেণ তৎ পিষ্টং মৎস্যপিত্তেন পূর্ব্ববৎ ॥ ২৪
পুরাণসর্পির্লশুনং হিঙ্গু সিদ্ধার্থকং বচাম্।
গোলোমী চাজলোমী চ ভূতকেশী জটা তথা ॥
কুক্কুটীসর্পগন্ধাশ্চ তথা কাণ-বিষাণিকে।
ঋষ্যপ্রোক্তা বয়ঃস্থা চ শৃঙ্গী মোহনবল্লিকা ॥

দেখ)। ১৮। যাহারা দিব্যভাবপ্রাপ্ত অথচ হিংসাপ্রিয়, তাহাদিগকেই সংজ্ঞাকারেরা ভূত এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। ১৯। যেহেতু এই বিদ্যা দ্বারা গ্রহসংজ্ঞক ভূতদিগের বিষয় জানা যায়, এইজন্য ইহাকে ভূতবিদ্যা কহে। ২০। ভূতদিগের শান্তির জন্য প্রথমে জপ, নিয়ম ও হোম করিয়া পরে চিকিৎসা করিবে। রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য, সর্ষপ যব প্রভৃতি বীজ, মধু ও ঘৃতের নানা প্রকার ভক্ষ্য, এই সকল সাধারণত সর্ব্বপ্রকার গ্রহকেই নিবেদন করিবে। বস্ত্রসমূহ, মদ্যসমূহ, মাংসসমূহ, ক্ষীরসমূহ, রুধিরসমূহ ইহাদের মধ্যে যাহার যাহা প্রিয়, তাহা তাহাকে দিবে। যে ভূত যেদিনে মানুষকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সেইদিন বলি দিবে। দেবাবির্ভাব হইলে প্রত্যেক দেবগৃহে অগ্নিহোম করিয়া বলি দিবে। দৈত্যাবেশ হইলে কুশ, স্বস্তিক, পূপ, ঘৃত, ছত্র ও পায়সসমূহ চত্বরাদি স্থানে বলি দিবে। রাক্ষসাবেশ হইলে চতুষ্পথে বা ভীষণ গহনে বলি দিবে। পিশাচপ্রাপ্তি হইলে শূন্যাগারে তীব্র বলি দিবে [তীব্র অর্থাৎ আমগন্ধ মিশ্রিত রস ইতি টীকাকার]। ২১। পূর্ব্বে ভূতবিদ্যাদি অধ্যায়সমূহে ভূতশান্তির জন্য যে সকল মন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহাতে ভূতশান্তি না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। ২২। রোগীকে ছাগ ও ঋক্ষের (ভালুকের) চর্ম্ম ও রোম এবং শল্লকী ও পেচার লোম আর হিঙ্গু ও ছাগমূত্রের ধূপ দিবে। ইহাতে বলবান্ গ্রহও শান্ত হয়। গজপিপুলের মূল, ত্রিকটু, আমলক ও সর্ষপ গোধা নকুল মার্জ্জার ও ঋক্ষের পিত্তে উত্তমরূপে ভাবনা দিবে এবং নস্য, অভ্যঙ্গ ও পরিষেকে প্রয়োগ করিবে। গর্দ্দভ, অশ্বতর, উলূক, করভ, কুকুর, গৃধ্র, কাক ও বরাহের পুরীষ পেষণ করিয়া তৈলপাক করিবে। এস্থলে পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্তুর বিষ্ঠা পরপর জন্তুর বিষ্ঠার দ্বিগুণ হইবে। এই তৈল নস্য, অভ্যঙ্গ ও পরিষেকে প্রয়োগ করিতে হয়। শিরীষবীজ, রসুন, শুঁঠ, সর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিপুল ছাগমূত্রে পেষণ করিবে। এই বর্ত্তি গোপিত্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং অঞ্জন করিবে। নক্তমালফল (নাটাকরঞ্জের ফল), ত্রিকটু, শোণাক ও বিল্বের ছাল, হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রার বর্ত্তি পূর্ব্ববৎ অঞ্জন করিবে। যে সকল গ্রহ অসাধ্য তাহাদের সকলেরই অঞ্জন সৈন্ধব, কটুকী, হিঙ্গু ও বয়ঃস্থা ("গোলক" ইতি টীকাকার। কিন্তু বয়ঃস্থা শব্দে এস্থলে হরীতকীই ভাল) এবং বচ এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া ও মৎস্যপিত্তের সহিত পূর্ব্ববৎ শুষ্ক করিয়া বর্ত্তিকাকারে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ২৪। পুরাণ ঘৃত, লশুন (টীকাকার বলেন, "লশতি ভিনত্তি রোগান্ ইতি লশুনং), হিঙ্গু, সর্ষপ, বচ, গোলোমী (দূর্ব্বা), অজলোমী (শ্বেতদূর্ব্বা), ভূতকেশী (জটামাংসী), জটা ("গন্ধমাংসী"), কুক্কুটী ("কুক্কুটসদৃশকন্দা কুক্কুটী মহৌষধিঃ"), সর্পগন্ধা (বর্ষাকালের ছত্রাকৃতি ঔষধ), কাণ (ক্ষীরকাকোলী), বিষাণিকা (মোরী), ঋষ্যপ্রোক্তা (বজ্রকন্দা), বয়ঃস্থা ('গুড়ূচী'), কর্কটশৃঙ্গী, মোহনবল্লিকা ("বটপত্রিকা"), অর্কমূল, ত্রিকটু,

অর্কমূলং ত্রিকটুকং লতা স্রোতোঽঞ্জনাঞ্জনম্।
নৈপালী হরিতালঞ্চ রক্ষোঘ্না যে চ কীর্ত্তিতাঃ॥
সিংহব্যাঘ্রর্ক্ষমার্জ্জারদ্বীপিবাজিগবাং তথা।
শ্বাবিচ্ছল্লকগোধানামুষ্ট্রস্য নকুলস্য চ॥
বিট্ত্বগ্রোমবসামূত্ররক্তপিত্তনখাদয়ঃ।
অস্মিন্ বর্গে ভিষক্ কুর্য্যাৎ তৈলানি চ ঘৃতানি চ॥
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু তানি যোজ্যানি জানতা।
অবপীড়েঽঞ্জনে চৈব বিদধ্যাদ্গুটিকীকৃতাম্॥
বিদধীত পরীষেকে কথিতং চূর্ণিতং তথা।
উদ্ধূলনে শ্লক্ষ্ণপিষ্টং প্রদেহে চাবচারয়েৎ॥
এষ সর্ব্ববিকারাংস্তু মানসানপরাজিতঃ।
হন্যাদল্পেন কালেন স্নেহাদিরপি চ ক্রমাৎ॥ ২৫
নচাযুক্তং প্রযুঞ্জীত প্রয়োগং দেবতাগ্রহে।
ঋতে পিশাচাদন্যেষু প্রতিকূলং নাচচরেৎ।
বৈদ্যাতুরৌ নিহন্যুস্তে ধ্রুবং ক্রুদ্ধা মহৌজসঃ॥ ২৬
হিতাহিতবিধানঞ্চ নিত্যমেব সমাচরেৎ।
ততঃ প্রাপ্স্যতি সিদ্ধিঞ্চ যশশ্চ বিপুলং ভিষক্॥ ২৭

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রেঽমানুষপ্রতিষেধো নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

লতা (প্রিয়ঙ্গু), স্রোতোঞ্জন, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, শ্বেতসর্ষপ এবং সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক মার্জ্জার দ্বীপী ঘোটক গো সজারু শল্লক গোধা উষ্ট্র ও নকুলের বিষ্ঠা ত্বক্ রোম বসা মূত্র রক্ত পিত্ত ও নখাদি এই সকল দ্রব্য এই রোগের চিকিৎসার্থ তৈলে ও ঘৃতে প্রয়োগ করা যায়। ঐ সকল তৈল ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। আর ঐ সকল দ্রব্যের বর্ত্তি অবপীড় ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। আর উহাদের কাথ পরিষেক করিবে। আর উহাদের চূর্ণ উদ্ধূলন করিবে। আর উহাদিগকে শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মানস বিকার অল্প কালে নষ্ট হয়। এই গণের নাম অপরাজিত গণ। ভূতরোগে যথাকালে স্নেহ বমনাদিও প্রয়োগ করা আবশ্যক। ২৫। ভূতরোগে দেবগৃহে কোন প্রকার অযুক্ত (টীকাকার ধৃত পাঠ—'অচৌক্ষ' অর্থাৎ অপবিত্র) প্রয়োগ করিবে না। আর পিশাচ গ্রহ ভিন্ন অন্য গ্রহে প্রতিকূল আচরণ (অর্থাৎ তাড়নাদি) করিবে না। কেননা অন্যান্য গ্রহ মহাতেজা; তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে বৈদ্য ও আতুর উভয়কেই বিনাশ করিতে পারে। ২৬। হিতাহিতীয় অধ্যায়ে যে সকল অন্নপানাদি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এই রোগে নিত্য প্রয়োগ করিবে। তাহাতে বৈদ্যের সিদ্ধি ও যশ হইয়া থাকে। ২৭

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽপস্মারপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
স্মৃতির্ভূতার্থবিজ্ঞানমপশ্চ পরিবর্জ্জনে।
অপস্মার ইতি প্রোক্তস্ততোঽয়ং ব্যাধিরন্তকৃৎ॥ ২
মিথ্যাদিযোগেন্দ্রিয়ার্থ-কর্ম্মণামভিসেবনাৎ।
বিরুদ্ধমলিনাহার-বিহারকুপিতৈর্মলৈঃ॥
বেগনিগ্রহশীলানামহিতাশুচিভোজিনাম্।
রজস্তমোঽভিভূতানাং গচ্ছতাঞ্চ রজস্বলাম্॥
তথা কামভয়োদ্বেগ-ক্রোধশোকাদিভির্ভৃশম্।
চেতস্যভিহতে পুংসামপস্মারোঽভিজায়তে॥ ৩
সংজ্ঞাবহেষু স্রোতঃসু দোষব্যাপ্তেষু মানবঃ।
রজস্তমঃপরীতেষু মূঢ়ো ভ্রান্তেন চেতসা॥
বিক্ষিপন্ হস্তপাদৌ চ বিজিহ্মভ্রূবিলোচনঃ।
দন্তান্ খাদন্ বমন্ ফেনং বিবৃতাক্ষঃ পতেৎ ক্ষিতৌ॥
অল্পকালান্তরঞ্চাপি পুনঃ সংজ্ঞাং লভেত সঃ।
সোঽপস্মার ইতি প্রোক্তঃ স চা দৃষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ।
বাতপিত্তকফৈর্নৃণাং চতুর্থঃ সন্নিপাততঃ॥ ৪
হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা।
নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংস্তু ভবিষ্যতি ভবন্ত্যথ॥ ৫

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অপস্মারপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা অপস্মারপ্রতিষেধ অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। গত বস্তুর বিজ্ঞানকে স্মৃতি কহে। অপ শব্দের অর্থ নাশ। এইজন্য স্মৃতিনাশের নাম অপস্মার হইয়াছে। এই ব্যাধি বিনাশকারক হইয়া থাকে। ২। রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় এবং শারীর ও মানসিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগহেতু আর বিরুদ্ধ আহার বিহার ও মলিন আহার বিহার হেতু ত্রিদোষ কুপিত হইয়া চিত্ত অভিহত হওয়াতে অপস্মার হয়। যাহারা বেগ ধারণ করে, অহিত ও অশুচি ভোজন করে, রজঃ ও তমোবশে অভিভূত হয়, যাহারা রজস্বলা গমন করে এবং যাহাদের চিত্ত কাম ভয় উদ্বেগ ক্রোধ ও শোকাদিযোগে অতিশয় অভিহত হয়, তাহাদেরও অপস্মার হইয়া থাকে। ৩। অপস্মারে সংজ্ঞাবাহী স্রোতঃসমূহ দোষব্যাপ্ত এবং রজস্তমোবশে আচ্ছন্ন হয়, তখন মানুষ মূঢ় ও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া হস্তপাদ বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, তাহার ভ্রূ ও লোচন বক্র হয়, দন্ত সকল কিড়মিড় শব্দ করে, সে ফেন বমন করে ও বিবৃতাক্ষ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। অল্পকাল পরেই পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই অপস্মারের লক্ষণ। ইহা চতুর্ব্বিধ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ। ৪। হৃৎকম্প, শূন্যতাবোধ, স্বেদ, ধ্যান, মূর্চ্ছা, প্রমূঢ়তা এবং নিদ্রানাশ এইগুলি অপস্মারের

বেপমানো দশেদ্দন্তান্ শ্বসন্ ফেনং বমন্নপি।
যো ক্রয়াদ্বিকৃতং সত্ত্বং কৃষ্ণং মামনুধাবতি॥
ততো মে চিত্তনাশঃ স্যাৎ সোঽপস্মারোঽনিলাত্মকঃ
তৃট্‌তাপস্বেদমূর্চ্ছার্ত্তো ধুন্বন্নঙ্গানি বিহ্বলঃ।
যো ক্রয়াদ্বিকৃতং সত্ত্বং পীতং মামনুধাবতি।
ততো মে চিত্তনাশঃ স্যাৎ স পিত্তভব উচ্যতে॥
শীতহৃল্লাসনিদ্রার্ত্তঃ পতন্ ভূমৌ বমন্ কফম্॥
যো ক্রয়াদ্বিকৃতং সত্ত্বং শুক্লং মামনুধাবতি।
ততো মে চিত্তনাশঃ স্যাৎ সোঽপস্মারঃ কফাত্মকঃ॥
হৃদি তোদস্তৃড়ুৎক্লেদস্ত্রিষপ্যেতেষু সংখ্যয়া।
প্রলাপঃ কূজনং ক্লেশঃ প্রত্যেকন্ত ভবেদিহ॥
সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে॥ ৬
অনিমিত্তাগমাদ্ব্যাধের্গমনদকৃতেঽপি চ।
আগমাচ্চাপ্যপস্মারং বদন্ত্যন্যে ন দোষজম্॥
ক্রমোপযোগাদ্দোষাণাং ক্ষণিকত্বাৎ তথৈব চ।
আগমোদ্বেগরূপাচ্চ স তু নির্ব্বর্ণ্যতে বুধৈঃ॥
বর্ষত্যপি যথা দেবে ভূমৌ বীজানি কানিচিৎ।

পূর্ব্বরূপ। ৫। বাতজ অপস্মারে রোগী কম্পমান হয়, দন্তে দন্তে দংশন করে, শ্বাস ফেলিতে থাকে, ফেন বমন করিতে থাকে, কহে যে আমাকে কোন বিকৃতরূপ কৃষ্ণ জন্তু (ভূত প্রেত নহে) অনুধাবন করিবার পর আমার চিত্তনাশ হয়। পিত্তজ অপস্মারে তৃষ্ণা, তাপ, স্বেদ ও মূর্চ্ছা হয়, রোগী বিহ্বল হইয়া অঙ্গ বিক্ষেপ করে এবং কহে যে, আমাকে কোন বিকৃতরূপ পীত জন্তু অনুধাবন করিবার পর চিত্তভ্রংশ উপস্থিত হইয়া থাকে। কফজ অপস্মারে শীত, হৃল্লাস ও নিদ্রা হয়। তখন রোগী ভূমিতে পতিত হয়, কফ বমন করিতে থাকে এবং কহে যে কোন বিকৃতরূপ শুক্ল জন্তু আমাকে অনুধাবন করিবার পর আমার চিত্তনাশ হয়। আবার ত্রিবিধ প্রকার অপস্মারে যথাক্রমে হৃদয়ে তোদ, তৃষ্ণা ও উৎক্লেশ (শ্লেষ্মষ্ঠীবন) হয়। আর ত্রিবিধ অপস্মারেই প্রলাপ, কূজন ও ক্লেশ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক অপস্মারে সর্ব্বলক্ষণের সমবায় হয়। ৬। অপস্মার অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া আবার ঔষধ বিনাও আপনি নিবৃত্ত হয় বলিয়া আবার কিছুকাল ক্ষান্ত থাকিয়া পুনর্ব্বার আসে বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ইহা দোষজ নহে। কিন্তু এ মত গ্রাহ্য নয়। কেননা এই রোগ দোষদিগের ক্রমশঃ সঞ্চয় হেতু উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইহা অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না। আবার ইহা দোষের যে টুকু বেগ বশতঃ উৎপন্ন হয়, সেইটুকু বেগের অপগম হইলেই ইহা নিবৃত্ত হয়, সুতরাং ইহা ঔষধ বিনাও নিবৃত্ত হয় একথা বলা যায় না। ইহা কিছুকাল ক্ষান্ত থাকিয়া আবার আসে বলাতে ইহার দোষজত্বই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ ইহাতে বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই সমস্ত দোষেরই প্রভাব লক্ষিত হয়। দেখ, দেবতা বর্ষণ করিলেও কোন

শরদি প্রতিরোহন্তি তথা ব্যাধিসমুদ্ভবঃ॥
স্থায়িনঃ কেচিদল্পেন কালেনাভিপ্রবর্দ্ধিতাঃ।
দর্শয়ন্তি বিকারাংস্তু বিশ্বরূপান্ নিসর্গতঃ॥
অপস্মারো মহাব্যাধিস্তস্মাদ্দোষজ এব তু।
তস্য কার্য্যো বিধিঃ সর্ব্বো য উন্মাদেষু বক্ষ্যতে॥ ৭
পুরাণসর্পিষঃ পানমভ্যঙ্গশ্চৈব পূজিতঃ।
উপযোগো প্রহোক্তানাং যোগানান্ত বিশেষতঃ॥
শিগ্রুকটভ্যকিণ্বং হি নিম্বত্বগ্রসসাধিতম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্।
গোধানকুলনাগানাং পৃষতর্ক্ষগবামপি।
পিত্তেষু সিদ্ধং তৈলঞ্চ পানাভ্যঙ্গেষু পূজিতম্॥ ৮
তীক্ষ্ণৈরুভয়তোভাগৈঃ শিরশ্চাপি বিশোধয়েৎ।
পূজাং রুদ্রস্য কুর্ব্বীত তদ্গণানাঞ্চ নিত্যশঃ॥
কুলত্থযবকোলানি শণবীজং পলঙ্কষাম্।
জটিলাং পঞ্চমূল্যৌ দ্বে পথ্যাঞ্চোৎক্বাথ্য যত্নতঃ।
বস্তমূত্রযুতং সর্পিঃ পিবেৎ তদ্বাতিকে হিতম্॥
কাকোল্যাদিপ্রতীবাপং সিদ্ধং বা প্রথমে গণে।
পয়োমধুসিতাযুক্তং ঘৃতং তৎ পৈত্তিকে হিতম্॥
কৃষ্ণাবচামুস্তকাদ্যৈর্যুক্তমারগ্বধাদিকে।
পক্বং তম্মূত্রবর্গেষু শ্লেষ্মাপস্মারিণে হিতম্॥
সুরক্রমবচাকুষ্ঠ-সিদ্ধার্থব্যোবহিঙ্গুভিঃ।

কোন বীজ তৎকালে অঙ্কুরিত না হইয়া শরৎকালে অঙ্কুরিত হয়। ব্যাধিরও উদ্ভব সেইরূপ হয়। দোষ সকল শরীরে স্থায়ী থাকিয়া কখন কখন অল্পকালে বর্দ্ধিত হওয়াতে স্বভাবতঃ নানাবিধ বিকারজাত প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল কারণে অপস্মার নামক মহাব্যাধিকে দোষজই বলিতে হয়। উন্মাদের চিকিৎসায় এই রোগের চিকিৎসাও বর্ণিত হইয়াছে। ৭। এই রোগে পুরাণ ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করা উচিত। বিশেষতঃ ভূতবিদ্যোক্ত যোগ সকল প্রয়োগ করা উচিত। সজিনা, শোনা, কিণ্ব (শ্বেতস্যন্দ বা শ্বেতাপরাজিতা) ও নিম্ব ইহাদের কল্ক ও কাথ এবং চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে। গোধা, নকুল ও নাগ, পৃষত, ঋক্ষ ও গো ইহাদের পিত্তে তৈল সিদ্ধ করিয়া পান ও অভ্যঙ্গ করিবে। ৮। অপস্মার রোগে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন এবং শিরোবিরেচন দিবে। রুদ্রের নিত্য পূজা করিবে এবং তদীয় গণেরও পূজা করিবে। কুলত্থ, যব, কুল, শণবীজ, গুগ্‌গুলু, জটামাংসী, দশমূল এবং হরীতকী যত্নপূর্ব্বক কাথ করিয়া ছাগমূত্রসংযোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহা বাতজ অপস্মারে হিতকর। পৈত্তিক অপস্মারে কাকোল্যাদির কল্ক ও বিদারিগন্ধাদির কাথসহকারে ঘৃত পাক করিয়া দুগ্ধ মধু ও চিনির সহিত পান করিবে। কফজ অপস্মারে পিপুল, বচ ও মুস্তকাদির কাথ, আরগ্বধাদি গণের কল্ক এবং ছাগাদির মূত্রবর্গে ঘৃত পাক করিয়া পান

মঞ্জিষ্ঠারজনীযুগ্মসমঙ্গাত্রিফলাম্বুদৈঃ ॥
করঞ্জবীজশৈরীষ-গিরিকর্ণীহুতাশনৈঃ।
সিদ্ধং সিদ্ধার্থকং নাম সর্পির্মূত্রচতুর্গুণম্ ॥
কৃমিকুষ্ঠগরশ্বাস-বলাসবিষমজ্বরান্।
সর্ব্বভূতগ্রহোন্মাদানপস্মারাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ৯
দশমূলেন্দ্রবৃক্ষত্বঙ্মূর্ব্বাভার্গীফলত্রয়ৈঃ।
সম্পাকশ্রেয়সীসপ্তপর্ণ্যপামার্গপীলুভিঃ ॥
এতৈঃ কল্কৈশ্চ ভূনিম্ব-পূতীকব্যোষচিত্রকৈঃ।
ত্রিবৃৎপাঠানিশাযুগ্ম-সারিবাদ্বয়পৌষ্করৈঃ।
কট্বীকামদয়ন্ত্যগ্রা-নীলিনীক্রিমিশত্রুভিঃ।
সর্পিরেভিশ্চ গোক্ষীর-দধিমূত্রসকৃদ্রসৈঃ ॥
সাধিতং পঞ্চগব্যাখ্যং সর্ব্বাপস্মারভূতনুৎ
চাতুর্থকক্ষয়শ্বাসানুন্মাদাংশ্চ নিযচ্ছতি ॥ ১০
বাতিকং বস্তিভিশ্চাপি পৈত্তিকঞ্চ বিরেচনৈঃ।
কফজং বমনৈর্ধীমানপস্মারমুপাচরেৎ ॥ ১১
ভার্গীশৃতে পচেৎ ক্ষীরে শালিতণ্ডুলপায়সম্।
ত্র্যহং শুদ্ধায় তদ্ভোজ্যং বরাহায়োপকল্পয়েৎ ॥
জ্ঞাত্বা চ মধুরীভূতং তং বিষঞ্চ তদুদ্ধরেৎ।
ত্রীন্ ভাগাংস্তস্য চূর্ণস্য কিণ্বভাগেন সংসৃজেৎ ॥
মদ্যোদকার্থে দেয়শ্চ ভার্গীকাথঃ সুশীতলঃ।
শুদ্ধে কুম্ভে নিদধ্যাচ্চ সন্তারং তং সুরাং ততঃ ॥
জাতগন্ধাং জাতরসাং পায়য়েদাতুরং ভিষক্ ॥ ১২
শিরাং বিধ্যেদথ প্রাপ্তাং মঙ্গল্যানি চ ধারয়েৎ ॥ ১৩
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রেঽপস্মারপ্রতিষেধো
নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

করিবে। দেবদারু, বচ, কুড়, সর্ষপ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বরাহক্রান্তা, ত্রিফলা, মুতা, করঞ্জবীজ, শিরীষবীজ, গিরিকর্ণী (শ্বেতাপরাজিতা) ও চিতা এবং চতুর্গুণ মূত্রের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের নাম সিদ্ধার্থক ঘৃত। ইহাতে কৃমি, কুষ্ঠ, গর, শ্বাস, বলাস, বিষমজ্বর, সর্ব্বভূতগ্রহ, উন্মাদ ও অপস্মার নষ্ট হয়। ৯। দশমূল, কুড়চীর ছাল, মূর্ব্বা, বামনহাটী, ত্রিফলা, সোঁদাল, শ্রেয়সী (গজপিপুল), ছাতিম, অপামার্গ ও পীলু ইহাদের কল্ক ; চিরেতা, নাটা-করঞ্জ, ত্রিকটু, চিতা, তেউড়ী, আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, পুষ্করমূল, কট্কী, মদয়ন্তী, (মেদী বা মল্লিকা), বচ, নীলিনী ও বিড়ঙ্গ ইহাদের কাথ এবং গোদুগ্ধ, গোদধি, গোমূত্র, গোময়রস ও গোঘৃত একত্র পাক করিবে। ইহার নাম পঞ্চগব্য ঘৃত। ইহা সর্ব্বাপস্মার ও সর্ব্বভূতনাশক। আর ইহাতে চাতুর্থক জ্বর, ক্ষয়, শ্বাস ও উন্মাদ নষ্ট হয়। ১০। বাতিক অপস্মারে বস্তি, পৈত্তিকে বিরেচন ও কফজে বমন দিবে। ১১। বামনহাটীর কল্কের সহিত পক্ব দুগ্ধে শালিতণ্ডুলযোগে পায়স করিবে। অনন্তর একটী বরাহকে তিন দিন উপবাস করাইয়া ঐ পায়স ভোজন করাইবে। বরাহে ভোজন করিলে উহা মধুরীভূত ও বিষীভূত হয়। তখন উহা অজীর্ণাবস্থায় উহার উদর হইতে উদ্ধৃত করিয়া শুষ্ক ও চূর্ণিত করিবে। এই চূর্ণ তিনভাগ ও সুরাবীজ এক-ভাগ মিশ্রিত করিবে। সন্ধানার্থ ইহার সহিত ভার্গীকাথ যোগ করিবে। অনন্তর বিশুদ্ধ কুম্ভে স্থাপন করিয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। এই মদ্য জাতগন্ধ ও জাতরস হইলে রোগীকে পান করাইতে হয়। ১২। অপস্মার রোগে যথাকালে শিরাবেধ করিবে। আর মঙ্গল্য দ্রব্যসমূহ ধারণ করাইবে। ১৩

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উন্মাদপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১
মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাশ্রিতাঃ।
মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ
একৈকশঃ সমস্তৈশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ
মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে ॥
বিষাদ্ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজম্।
স চাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ ॥ ২
মোহোদ্বেগৌ স্বনঃ শ্রোত্রে গাত্রাণামপকর্ষণম্।
অত্যুৎসাহোঽরুচিশ্চান্নে স্বপ্নে কলুষভোজনম্ ॥
বায়ুনোন্মথনঞ্চাপি ভ্রমশ্চক্রগতস্তথা।
যস্য স্যাদচিরেণৈবমুন্মাদং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ৩

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

উন্মাদপ্রতিষেধ।

অনন্তর আমরা উন্মাদপ্রতিষেধ ব্যাখ্যা করিব। ১। যেহেতু উদ্গত দোষ সকল উন্মার্গে উপস্থিত হইয়া মত্ততা উৎপাদন করে, এইজন্য এই মানস ব্যাধিকে উন্মাদ কহিয়া থাকে। উন্মাদ পাঁচ প্রকার ; বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ এবং মনোদুঃখজ। বিষ হইতে (যেমন গরবিষ হইতে বা কুক্কুরাদির বিষ হইতে) ষষ্ঠ প্রকার উন্মাদ হয়। দোষানুসারে উন্মাদের ঔষধ হইয়া থাকে। উন্মাদ অ-প্রবৃদ্ধ ও নূতন হইলে তাহাকে মদ বা মত্ততা বলা যায়। ২। উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ যথা ;—মোহ (মনের বৈচিত্ত্য), উদ্বেগ, কর্ণে শব্দ, গাত্রসমূহের অপকর্ষণ (কৃশতা। টীকাকার বলেন, "দুর্ব্বলীভবন"), অত্যুৎসাহ (অতিশয় বল বা জিদ), অন্নে অরুচি, স্বপ্নে মলিন ভোজন, বায়ু দ্বারা হৃদয়ের আকুলীভাব ও কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমবোধ। এইগুলি হইলে জানিবে যে, শীঘ্র উন্মাদ হইবে। ৩।

রুক্ষচ্ছবিঃ পরুষবাগ্‌ধমনীততো বা
শ্বাসাতুরঃ কৃশতনুঃ স্ফুরিতাঙ্গসন্ধিঃ।
আস্ফোটয়ন্ পঠতি গায়তি নৃত্যশীলো
বিক্রোশতি ভ্রমতি চাপ্যনিলপ্রকোপাৎ॥
তৃট্‌স্বেদদাহবহুলো বহুভুগ্বিনিদ্র-
শ্ছায়াহিমানিলজলান্তবিহারসেবী।
তীক্ষ্ণো হিমাম্বুনিচয়েঽপি স বহ্নিশঙ্কী
পিত্তাদ্দিবা নভসি পশ্যতি তারকাশ্চ॥
ছর্দ্দ্যগ্নিসাদসদনারুচিকাসযুক্তো
যোষিদ্বিবিক্তরতিরল্পমতিপ্রচারঃ।
নিদ্রাপরোঽল্পকথনোঽল্পভুগুষ্ণসেবী
রাত্রৌ ভৃশং ভবতি চাপি কফপ্রকোপাৎ॥
সর্ব্বাত্মকে ত্রিভিরপি ব্যতিমিশ্রিতানি
রূপাণি বাতকফপিত্তকৃতানি বিদ্যাৎ।
সম্পূর্ণলক্ষণমসাধ্যমুদাহরন্তি
সর্ব্বাত্মকং ক্বচিদপি প্রবদন্তি সাধ্যম্॥ ৪
চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈ-
র্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্বা।
গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসো-
র্জায়েত চোৎকটতরো মনসো বিকারঃ॥
চিত্রং স জল্পতি মনোঽনুগতং বিসংজ্ঞো
গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ॥ ৫

বাতজ উন্মাদে রোগী রুক্ষচ্ছবি, পরুষভাষী, ধমনীতত (কখন কখন শিরাজালে আবৃতগাত্র), শ্বাসযুক্ত, কৃশতনু ও স্ফুরিতাঙ্গসন্ধি (যাহার অঙ্গ ও সন্ধিসমূহে স্ফুরণ হইতে থাকে) হয়। সে আস্ফোটন সহকারে পাঠ ও গান করিয়া থাকে, নৃত্যশীল হয়, রোদন করে এবং ভ্রমণ করিয়া থাকে। পৈত্তিক উন্মাদে রোগীর অতিশয় তৃষ্ণা, স্বেদ, দাহ, বহুভোজন, নিদ্রাহীনতা, ছায়া হিম ও বায়ুসেবন-আসক্তি ও জলতীরবিহারে অভিলাষ হয়। সে তীক্ষ্ণ-স্বভাব (কোপন) হয় এবং হিম জলসমূহেও অগ্নি শঙ্কা করিয়া থাকে আর দিবসেও আকাশে তারা দেখিতে পায়। কফজ উন্মাদে বমি, অগ্নিমান্দ্য, অবসাদ, অরুচি, কাস, স্ত্রীজনে গুপ্ত রতি, অল্প বুদ্ধির প্রকাশ, নিদ্রাপরতা, অল্প বাক্য, উষ্ণ সেবনে আসক্তি এবং উন্মাদের কোপ রাত্রে অধিক হয়। সান্নিপাতিক উন্মাদে ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হয়। সর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণ হইলে অসাধ্য হয়, কিন্তু সান্নিপাতিক উন্মাদও কখন কখন সাধ্য হইয়া থাকে। ৪। মনোদুঃখজ উন্মাদ এইরূপে উৎপন্ন হয়, যথা;—চোর, রাজপুরুষ বা অরিগণ কর্তৃক বিত্রাসিত হইলে, কিংবা ধন ও বান্ধবের ক্ষয় বশতঃ মন অতিশয় আহত হইলে, কিংবা প্রিয়ার বিচ্ছেদ হইলে উৎকটতর উন্মাদ উপস্থিত হয়। এই উন্মাদে রোগী মনের কথা নানা প্রকারে জল্পনা করিয়া থাকে। সংজ্ঞাহীন হইয়া গান করে, হাসে

রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ
শ্যাবাননো বিষকৃতেন ভবেদ্বিসংজ্ঞঃ॥৬
স্নিগ্ধং স্বিন্নন্তু মনুজমুন্মাদার্ত্তং বিশোধয়েৎ।
তীক্ষ্ণৈরুভয়তোভাগৈঃ শিরসশ্চ বিরেচনৈঃ॥
বিবিধৈরবপীড়ৈশ্চ সর্ষপস্নেহসংযুতৈঃ।
যোজয়িত্বা চ তচ্চূর্ণং ঘ্রাণে নস্যন্তু যোজয়েৎ॥
সততং ধূপয়েচ্চৈনং শ্বগোমাংসৈঃ সুপূতিভিঃ।
সর্ষপাণাঞ্চ তৈলেন নস্যাভ্যঙ্গৌ হিতৌ সদা॥
দর্শয়েদদ্ভুতান্যস্য বদেন্নাশং প্রিয়স্য চ।
ভীমাকারৈর্নরৈর্নাগৈর্দান্তৈর্ব্যালৈশ্চ নির্ব্বিষৈঃ।
ভীষয়েৎ সততং পাশৈঃ কশাভির্বাথ তাড়য়েৎ॥
যন্ত্রয়িত্বা সুষুপ্তং বা ত্রাসয়েৎ তং তৃণাগ্নিনা॥
প্রতুদের্দ্দারয়েচ্চৈনং মর্ম্মাঘাতং বিবর্জ্জয়েৎ।
সাপিধানে জরৎকূপে সততং বা নিবাসয়েৎ॥
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাদ্‌যবাগূঞ্চ দদ্যাচ্ছক্তূন্ জলেন বা।
কেবলানম্বুযুক্তান্ বা কুল্মাষান্ বা বহুশ্রুতঃ॥
দদ্যাৎ যদ্দীপনীয়ঞ্চ তৎ পথ্যং তস্য যোজয়েৎ॥ ৭

এবং বিমূঢ়ভাবে রোদন করিয়া থাকে। ৫। বিষকৃত (দূষী বিষকৃত) উন্মাদে রোগী রক্তনেত্র, হতবল, হতেন্দ্রিয়, হতবর্ণ ও সুদীন (অতিশয় ম্লান) হইয়া থাকে। উহার আনন শ্যাববর্ণ (ধবলকপিলকৃষ্ণমিশ্রবর্ণ) হয় এবং জ্ঞান থাকে না। ৬। উন্মাদরোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন যোগে চিকিৎসা করিবে এবং বিবিধ প্রকার তীক্ষ্ণ অবপীড় সর্ষপস্নেহ-সংযোগে প্রয়োগ করিবে। উন্মাদে সর্ষপচূর্ণের নস্য দিবে [বমনাদি দ্বারা হৃদয়, কোষ্ঠ, ইন্দ্রিয় ও মস্তকের শুদ্ধি হওয়াতে উন্মাদরোগীর মনঃপ্রসাদ হয়]। আর রোগীকে অত্যন্ত পূতি কুক্কুরমাংস বা গোমাংসের ধূপ দিবে। উন্মাদরোগীকে সর্ষপতৈল সর্ব্বদা নস্য ও অভ্যঙ্গ করাইবে। ইহাকে অদ্ভুত বস্তু সকল দর্শন করাইবে। প্রিয় বস্তুর নাশ বলিবে। ভীমাকার মনুষ্য, শিক্ষিত হস্তী ও নির্ব্বিষ ব্যালদিগকে হঠাৎ সম্মুখীন করিয়া ভয় দেখাইবে এবং পাশ ও কশা দ্বারা তাড়ন করিবে। অথবা সুষুপ্ত অবস্থায় বন্ধন করিয়া, তৃণাগ্নি দ্বারা ত্রাসিত করিবে [অর্থাৎ যেন হঠাৎ জাগিয়া দেখে যে, গায়ের কাছে আগুন জ্বলিতেছে। তাহাতে সে ব্যস্ত সমস্ত হইবে, কিন্তু বন্ধন থাকাতে পলাইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় সংজ্ঞার উদয় হইতে পারে]। রোগীকে সূক্ষ্মমুখ শলাকা দ্বারা দীর্ণ করিবে, দেখিবে যেন মর্ম্মস্থান আহত না হয়। অথবা উহাকে জলশূন্য কূপে স্থাপিত করিয়া কূপের মুখ আচ্ছাদিত করিবে। তিন তিন দিন অন্তর যবাগূ বা কেবল শক্তু বা জলের সহিত শক্তু পান করাইবে। অথবা যবপিষ্টময় ভক্ষ্য সকল ভক্ষণ করাইবে। যে পথ্য অন্ন ও দীপনীয়, তাহা তাহাকে

বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্ত-মঞ্জিষ্ঠাদাড়িমোৎপলৈঃ।
শ্যামৈলবালুকৈলাভিশ্চন্দনামরদারুভিঃ॥
বর্হিষ্ঠরজনীকুষ্ঠ-পর্ণিন্যনন্তশারিবাহ্বয়ৈঃ।
হরেণুকাত্রিবৃদ্দন্তী-বচাতালীশকেশরৈঃ॥
দ্বিক্ষীরং সাধিতং সর্পির্মালতীকুসুমৈঃ সহ।
গুল্মকাসজ্বরশ্বাস-ক্ষয়োন্মাদনিবারণম্‌॥
এতদেব হি সম্পক্বং জীবনীয়োপসংস্কৃতম্‌।
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন মহাকল্যাণমুচ্যতে॥
অপস্মারং গ্রহং শোষং ক্লৈব্যং কার্শ্যমবীজতাম্‌।
ঘৃতমেতন্নিহন্ত্যাশু যে চান্যে গদিতা গদাঃ॥ ৮
বর্হিষ্ঠকুষ্ঠমঞ্জিষ্ঠা-কট্বঙ্গৈলানিশাহ্বয়ৈঃ।
তেনেদং ত্রিফলাহিঙ্গু-বাজিগন্ধামরদ্রুমৈঃ॥
বচাজমোদাকাকোলী-মেদামধুকপদ্মকৈঃ।
সশর্করং হিতং সর্পিঃ পক্বং ক্ষীরচতুর্গুণম্‌॥
বালানাং গ্রহজুষ্টানাং পুংসাং দুষ্টাল্পমেধসাম্‌।
খ্যাতং ফলঘৃতং স্ত্রীণাং বন্ধ্যানাঞ্চাশু গর্ভদম্‌॥ ৯
ব্রহ্মীমৈন্দ্রীং বিড়ঙ্গানি ব্যোষং হিঙ্গু সুরাং জটাম্‌।
বিষঘ্নীং লশুনং রাস্নাং বিশল্যাং সুরসাং বচাম্‌॥
জ্যোতিষ্মতীং নাগবিন্নামনন্তামভয়াং তথা।
সৌরাষ্ট্রীঞ্চ সমাংশানি গজমূত্রেণ পেষয়েৎ।
ছায়াবিশুষ্কাস্তদ্বর্ত্তীর্যোজয়েদ্‌বিধিকোবিদঃ॥

দিবে। ৭। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুস্ত, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, শ্যামালতা, এলবালুকা, এলা, রক্তচন্দন, দেবদারু, বর্হিষ্ঠ (বালা), হরিদ্রা, কুড়, পর্ণিনী (মাষপর্ণী), অনন্তমূল, হরেণুকা, ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ, নাগকেশর ও মালতী ফুলের (জাতীফুলের) কল্ক, ঘৃত ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্ম, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয় ও উন্মাদ নষ্ট হয়। যদি ঘৃতেই জীবনীয় গণের ক্বাথ ও চতুর্গুণ দুগ্ধ সংযোগ করিয়া পাক করা যায়, তবে তাহাকে মহাকল্যাণ ঘৃত কহে। ইহাতে অপস্মার, গ্রহ, শোষ, ক্লৈব্য, কার্শ্য, বন্ধ্যতা এবং পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য রোগ সকল নষ্ট হয়। ৮। বালা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌কী, এলা, হরিদ্রা, ত্রিফলা, হিঙ্গু, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বচ, অজমোদা (যৌরী), কাকোলী, মেদা, যষ্টিমধু ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকলের কল্ক, ঘৃত ও ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ পাক করিয়া শর্করার সহিত পান করিতে হয়। ইহাতে গ্রহাবিষ্ট বালক এবং দূষিতমেধা ও অল্পমেধা পুরুষের উপকার হয়। ইহার নাম ফলঘৃত। ইহা বন্ধ্যাদিগেরও গর্ভদ। [মহাকল্যাণক ঘৃত ও ফলঘৃত টীকাকার পাঠ করেন না]। ৯। ব্রাহ্মী, ইন্দ্রবারুণী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সুরাহ্ব (অর্থাৎ দেবদারু), জটামাংসী, বিষঘ্নী (হরিদ্রা), লশুন, রাস্না, বিশল্যা (গুড়ুচী), সুরসা (তুলসী), বচ, জ্যোতিষ্মতী, নাগবিন্না (ইন্দ্রবারুণীভেদ। বৃশ্চিকপত্রিকা ইতি অপরে), অনন্তমূল, অভয়া ও সৌরাষ্ট্র সমান সমান ভাগে গজমূত্রে পিষ্ট ও ছায়ায় শুষ্ক

অবপীড়েঽঞ্জনেঽভ্যঙ্গে নস্যে ধূমে প্রলেপনে।
উরোঽপাঙ্গললাটেষু শিরাশ্চাস্য বিমোক্ষয়েৎ॥ ১০
অপস্মারক্রিয়াঞ্চাপি গ্রহোদ্দিষ্টাঞ্চ কারয়েৎ।
শান্তদোষং বিশুদ্ধঞ্চ স্নেহবস্তিভিরাচরেৎ॥ ১১
শোকশল্যং ব্যপনয়েদুন্মাদে পঞ্চমে ভিষক্‌।
উন্মাদেষু চ সর্ব্বেষু কুর্য্যাচ্চিত্তপ্রসাদনম্‌॥ ১২
মৃদুপূর্ব্বাং মদেঽপ্যেবং ক্রিয়াং বিদ্বান্‌ প্রযোজয়েৎ॥ ১৩
বিষজে মৃদুপূর্ব্বাঞ্চ বিষঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্‌॥ ১৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে উন্মাদপ্রতিষেধো নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

ভূতবিদ্যাতন্ত্রং সমাপ্তম্‌॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রসভেদবিকল্পমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১
দোষাণাং পঞ্চদশধা প্রসরোঽভিহিতস্তু যঃ।
ত্রিষষ্ট্যা রসভেদানাং তৎপ্রয়োজনমুচ্যতে॥ ২
অবিদগ্ধা বিদগ্ধাশ্চ ভিদ্যন্তে তে ত্রিষষ্টিধা।
রসভেদত্রিষষ্টিন্তু বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ॥

করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি অবপীড়ে অঞ্জনে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, ধূমে ও প্রলেপে প্রয়োগ করিবে। আর ইহার বক্ষঃ, অপাঙ্গ ও ললাটের শিরা সকল মোক্ষণ করিবে। ১০। উন্মাদ রোগে অপস্মারোক্ত ও গ্রহোক্ত ক্রিয়া সকলও আচরণীয়। দোষ শান্ত ও রোগী বিশুদ্ধ হইলে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। ১১। পঞ্চম প্রকার উন্মাদে শোকশল্য অপনয়ন করিবে। সর্ব্বপ্রকার উন্মাদেই চিত্তের প্রসন্নতা করিবে। ১২। মদ রোগেও (২ প্রকরণ দেখ) প্রথমতঃ মৃদু সংশোধন করিবে। পরে অন্যান্য ক্রিয়া করিবে। ১৩। বিষজ উন্মাদে প্রথমে মৃদু সংশোধন, পরে বিষঘ্নী ক্রিয়া করিবে। ১৪

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬২॥

ভূতবিদ্যাতন্ত্র সমাপ্ত॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

রসভেদবিকল্প।

অনন্তর আমরা রসভেদবিকল্প অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১। পূর্ব্বে ব্রণপ্রশ্নাধ্যায়ে দোষদিগের পঞ্চদশপ্রকার প্রসর বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপে ত্রিষষ্টিপ্রকার রস তাহাদের উপযোগী হয়, সম্প্রতি তাহাই বলা হইতেছে। ২। ছয় প্রকার রস প্রত্যেকে ও পরস্পর সংযোগে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিষষ্টি-প্রকার হইয়া থাকে। এই ত্রিষষ্টিপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন রস

একৈকেনানুগমনং ভাগশো যদুদীরিতম্।
দোষাণাং তত্র মতিমাংস্ত্রিষষ্টিন্তু প্রযোজয়েৎ ॥ ৩ ॥
যথাক্রমং প্রবৃত্তানাং দ্বিকেষু মধুরো রসঃ।
পঞ্চানুক্রমতে যোগানম্লশ্চতুর এব চ ॥
ত্রীংশ্চানুগচ্ছতি রসো লবণঃ কটুকো দ্বয়ম্।
তিক্তঃ কষায়মন্বেতি তে দ্বিকা দশ পঞ্চ চ ॥

তদ্‌যথা—মধুরাম্লঃ, মধুরলবণঃ, মধুরতিক্তঃ, মধুরকটুক, মধুরকষায়ঃ ;—এতে পঞ্চানুক্রান্তা মধুরেণ। অম্ললবণঃ, অম্লকটুকঃ, অম্লতিক্তঃ, অম্লকষায়ঃ ;—এতে চত্বারোঽনুক্রান্তা অম্লেন। লবণকটুকঃ, লবণতিক্তঃ, লবণকষায়ঃ ;—এতে ত্রয়োঽনুক্রান্তা লবণেন। কটুতিক্তঃ, কটুকষায়ঃ ;—দ্বাবেতাবনুক্রান্তৌ কটুকেন। তিক্তকষায়ঃ—এক এবানুক্রান্তস্তিক্তেন ॥ ৪

এতে পঞ্চদশ দ্বিকসংযোগা ব্যাখ্যাতাঃ। ত্রিকং বক্ষ্যামঃ ॥৫

আদৌ প্রযুজ্যমানস্ত মধুরো দশ গচ্ছতি।
ষড়ম্লো লবণস্তম্মাদর্দ্ধঞ্চৈকং রসঃ কটুঃ ॥

মধুরাম্ললবণঃ, মধুরাম্লকটুকঃ, মধুরাম্লতিক্তঃ, মধুরাম্লকষায়ঃ, মধুরলবণকটুকঃ, মধুরলবণতিক্তঃ, মধুরলবণকষায়ঃ, মধুরকটুকতিক্তঃ, মধুরকটুককষায়ঃ, মধুরতিক্তকষায়ঃ ;—এবমেষাং ত্রিকসংযোগানাং দশানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে। অম্ললবণকটুকঃ, অম্ললবণতিক্তঃ, অম্ললবণকষায়ঃ, অম্লকটুকষায়ঃ, অম্লকটুতিক্তঃ, অম্লতিক্তকষায়ঃ ;—এবমেষাং ষণ্ণামাদাবম্লঃ প্রযুজ্যতে। লবণকটুতিক্তঃ, লবণকটুকষায়ঃ, লবণতিক্তকষায়ঃ ;—এবমেষাং ত্রয়াণামাদৌ লবণঃ প্রযুজ্যতে। কটুতিক্তকষায়ঃ—এবমেকস্যাদৌ কটুকঃ প্রযুজ্যতে ॥ ৬

এবমেতে ত্রিকসংযোগবিংশতির্ব্যাখ্যাতা। চতুষ্কাং বক্ষ্যামঃ ॥ ৭

চতুষ্করসসংযোগান্ মধুরো দশ গচ্ছতি।
চতুরোঽম্লস্ত গচ্ছেচ্চ লবণস্ত্বেকমেব তু ॥

মধুরাম্ললবণকটুকঃ, মধুরাম্ললবণতিক্তঃ, মধুরাম্ললবণকষায়ঃ, মধুরাম্লকটুকতিক্তঃ, মধুরাম্লকটুকষায়ঃ, মধুরলবণতিক্তকটুকঃ, মধুরাম্লতিক্তকষায়ঃ, মধুরলবণকটুতিক্তঃ, মধুরলবণকটুকষায়ঃ, মধুরলবণতিক্তকষায়ঃ ;—এবমেষাং দশানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে। অম্ললবণকটুকতিক্তঃ, অম্ললবণকটুকষায়ঃ, অম্ললবণতিক্তকষায়ঃ, অম্লকটুতিক্তকষায়ঃ ;—এবমেষাং চতুর্ণামম্লঃ। লবণকটুতিক্তকষায়ঃ—এবমেকস্যাদৌ লবণঃ ॥ ৮

এবমেতে চতুষ্করসসংযোগাঃ পঞ্চদশ কীর্ত্তিতাঃ। পঞ্চকান্ বক্ষ্যামঃ ॥ ৯

পঞ্চকান্ পঞ্চমধুর একমম্লস্ত গচ্ছতি ॥ ১০

মধুরাম্ললবণকটুতিক্তঃ, মধুরাম্ললবণকটুকষায়ঃ, মধুরাম্ললবণতিক্তকষায়ঃ, মধুরাম্লকটুতিক্তকষায়ঃ, মধুরলবণকটুতিক্তকষায়ঃ,—এবমেষাং পঞ্চানাং পঞ্চকরসসংযোগানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে। অম্ললবণকটুতিক্তকষায়ঃ—এবমেকস্যাদাবম্লঃ প্রযুজ্যতে ॥ ১১

পরীক্ষাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। দোষদিগের পরস্পর অনুসরণে যে প্রকার ভাগ কথিত হইয়াছে, তদনুসারেই এই ত্রিষষ্টিপ্রকার রসের প্রয়োগ হইবে। ৩। রস সকল যথাক্রমে দুই দুইটী করিয়া ধরিলে মধুররস পাঁচটী হয়, অম্ল রস চারিটী হয়, লবণরস তিনটী হয়, কটুরস দুইটী হয়, তিক্ত ও কষায়ে একটী হয়। সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশটী হইতেছে যথা ;—মধুরাম্ল, মধুরলবণ, মধুরতিক্ত, মধুরকষায় ইতি মধুর রস দুই দুইটী যোগে পাঁচটী। অম্ললবণ, অম্লকটু, অম্লতিক্ত, অম্লকষায় ইতি অম্ল রস চারিটী। লবণকটু, লবণতিক্ত, লবণকষায় ইতি লবণ রস তিনটী। কটুতিক্ত, কটুকষায় ইতি কটুরস দুইটী এবং তিক্তকষায় একটী। ৪। এইরূপে পঞ্চদশটী দ্বিক-সংযোগ হইতেছে। এক্ষণে ত্রিক-সংযোগ বলিতেছি। ৫। মধুর রস আদিতে প্রযুজ্যমান হওয়াতে দশটী হইতেছে, অম্ল ছয়, লবণ তিন এবং কটু একটী হইতেছে। যথা ;—মধুরঅম্ললবণ, মধুরঅম্লকটু, মধুরঅম্লতিক্ত, মধুরঅম্লকষায়, মধুরঅম্লকটু, মধুরলবণতিক্ত, মধুরলবণকষায়, মধুরকটুতিক্ত, মধুরকটুকষায়, মধুরতিক্তকষায়। ইতি মধুর রস তিন তিনটী যোগে দশটী। অম্ললবণকটু, অম্ললবণতিক্ত, অম্ললবণকষায়, অম্লকটুতিক্ত, অম্লতিক্তকষায় ইতি অম্ল রস তিন তিনটী যোগে ছয়টী। লবণকটুতিক্ত, লবণকটুকষায়, লবণতিক্তকষায় ইতি লবণ রস তিন তিনটী যোগে তিনটী ; কটুতিক্তকষায় ইতি কটু রস তিন তিনটী যোগে একটী হইতেছে। ৬। এইরূপে বিংশতি ত্রিক-সংযোগ হইতেছে। এক্ষণে চতুষ্ক-সংযোগ বলিতেছি। ৭। চতুষ্ক-রসসংযোগে মধুর রস দশটী, অম্ল চারিটী এবং লবণ একটী হইতেছে। যথা ;—মধুরাম্ললবণকটু, মধুরাম্ললবণতিক্ত, মধুরাম্ললবণকষায়। মধুরাম্লকটুতিক্ত, মধুরাম্লকটুকষায়। মধুরলবণতিক্তকটু, মধুরাম্লতিক্তকষায়, মধুরলবণকটুতিক্ত, মধুরলবণকটুকষায়, মধুরলবণতিক্তকষায়। এইরূপে ইহাদের দশটীর আদিতে মধুর আছে। অম্ললবণকটুতিক্ত, অম্ললবণকটুকষায়, অম্ললবণতিক্তকষায়, অম্লকটুতিক্তকষায়, এইরূপে ইহাদের চারিটীর আদিতে অম্ল আছে। লবণকটুতিক্তকষায়। এইরূপে একটীর আদিতে লবণ আছে। এইরূপে চতুষ্ক রসসংযোগ পঞ্চদশটী হইতেছে। অনন্তর পঞ্চক সংযোগ বলিতেছি। ৯। পঞ্চকসংযোগে মধুররস পাঁচটী হয় অম্ল একটী হয়। ১০। মধুরঅম্ললবণকটুতিক্ত, মধুরঅম্ললবণকটুকষায়। মধুরঅম্ললবণতিক্তকষায়, মধুরঅম্লকটুতিক্তকষায়, মধুরলবণকটুতিক্তকষায়। এইরূপে পাঁচটীর আদিতে মধুর পাঁচ বার বসিয়াছে। অম্ললবণকটুতিক্তকষায়। এইরূপে একটীর আদিতে অম্ল বসিয়াছে। ১১।

এবমেতে ষট্ পঞ্চকসংযোগা ব্যাখ্যাতাঃ। ষটকমেকং বক্ষ্যামঃ

একস্তু ষট্কসংযোগঃ॥

মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়ঃ'—এবময়মেকঃ ষট্সংযোগঃ॥১২

একৈকশ্চ ষড়ুরসা ভবন্তি। মধুরোঽম্লো লবণঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায় ইতি॥ ১৩

ভবতি চাত্র।

এষা ত্রিষষ্টির্ব্যাখ্যাতা রসানাং রসচিন্তকৈঃ।
দোষভেদে ত্রিষষ্টিস্তু প্রযোক্তব্যা বিচক্ষণৈঃ॥ ১৪

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে রসভেদবিকল্পো নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বস্থবৃত্তমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ সুস্থ ইত্যভিধীয়তে॥ ২
সূত্রস্থানে সমুদ্দিষ্টঃ সুস্থো ভবতি যাদৃশঃ।
তস্য যদ্রক্ষণং তদ্ধি চিকিৎসায়াঃ প্রয়োজনম্॥
তস্য যদ্বৃত্তমুক্তং হি রক্ষণঞ্চ সমাসতঃ।
তস্মিন্নর্থাঃ সমাসোক্তা বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে॥ ৩

এইরূপে পঞ্চকসংযোগ ছয়টী হইতেছে। এক্ষণে ষট্কসংযোগ একটী বলিতেছি। যথা;—মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়। এইরূপে ষট্কসংযোগ একটী হইতেছে। ১২। আর ছয় রস একে একে ধরিলে ছয়টী হইয়া থাকে, যথা;—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। ১৩। এইস্থলে একটী শ্লোক বলিয়া উপসংহার করা হইতেছে। এইরূপে রসবিৎ পণ্ডিতেরা রসকে ত্রিষষ্টিপ্রকার কহিয়াছেন। এই ত্রিষষ্টিপ্রকার রস দোষভেদে প্রয়োগ করিতে হয়। ১৪।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

স্বস্থবৃত্ত।

অনন্তর আমরা স্বস্থবৃত্ত অধ্যায় [স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি] ব্যাখ্যা করিব [চিকিৎসিত স্থান ২৪ অধ্যায় দেখ]।১। যাহার শরীরে দোষদিগের সমতা, অগ্নির সমতা এবং ধাতু ও মলদিগের ক্রিয়ার সমতা আছে অথচ যাহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা আছে, তাহাকে সুস্থ বলা যায়। ২। মানুষ সুস্থ থাকিলে যেরূপ হয়, তাহা সূত্রস্থানে বলা হইয়াছে। তাহার যে রক্ষা, তাহাই চিকিৎসার প্রয়োজন। স্বস্থবৃত্তই স্বস্থরক্ষা। তাহা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। স্বস্থের বিষয় সমস্তও সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তাহাই এক্ষণে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।৩। যে যে ঋতুতে দেহীদিগের যে যে দোষ কুপিত হয়, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই দোষের উপযোগী রস ব্যবহার করা আবশ্যক। বর্ষাকালে লোকের শরীর ক্লিন্ন (আর্দ্র) হয় বলিয়া এবং অগ্নি মন্দ হয় বলিয়া বাতাদি দোষ 'সংহর্ষ বশতঃ' কুপিত হয়। সুতরাং ক্লেদশোধন ও দোষহরণের জন্য কষায়, তিক্ত ও কটু রস অথচ ঈষৎ দ্রব দ্রব্য সেবন করা উচিত : আর রাজাদিগকে নাতিস্নিগ্ধ, নাতিরুক্ষ, উষ্ণ ও দীপন অন্ন দেওয়া উচিত। আর আন্তরিক্ষ জল পান করিতে দেওয়া উচিত। আর অত্যন্ত মেঘবায়ুর দিনে জল অত্যন্ত শীতল থাকিলে তাহা তপ্ত ও শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করা উচিত। ৪। এই কালে ওষধি সকল তরুণতা বশতঃ বিদগ্ধপাক (অম্লপাক) হয়। এইজন্য এ সময়ে লোকে পরিশ্রম করিবে না [টীকাকারপাঠ—মৃদু পরিশ্রম করিবে। কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে পরবর্ত্তী চরণের সহিত অন্বয়রক্ষা হয় না]। আর অতি জলপান, শিশির, গ্রাম্যধর্ম্ম ও আতপ সেবন করিবে না। আর ভূবাষ্পপরিহারার্থ দ্বিতল গৃহে শয়ন করিবে। বর্ষাকালে শীতের দিন অগ্নিযুক্ত নিবাত গৃহে আবরণ দিয়া বাস করিবে। আর কর্দ্দমপরিহারার্থ হস্তিনী-আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিবে এবং অঙ্গে অগুরু লেপন করিবে। বর্ষাকালে দিবানিদ্রা ও অজীর্ণ পরিহার করিবে। ৫। শরৎকালে যত্নের সহিত, কষায়, স্বাদু ও তিক্তসমূহ সেবন করিবে। এইকালে দুগ্ধ, ইক্ষুবিকৃতিসমূহ, মধু, শালি, মুদ্গাদি ও জাঙ্গল মাংস সেবন করিবে।

যস্মিন্ যস্মিন্নৃতৌ যে যে দোষাঃ কুপ্যন্তি দেহিনাম্
তেষু তেষু প্রদাতব্যা রসাস্তে তে বিজানতা॥
প্রক্লিন্নত্বাচ্ছরীরাণাং বর্ষাসু খলু দেহিনাম্।
মন্দেঽগ্নৌ কোপমায়ান্তি সংহর্ষান্মারুতাদয়ঃ॥
তস্মাৎ ক্লেদবিশুদ্ধ্যর্থং দোষসংহরণায় চ।
কষায়তিক্তকটুকৈ রসৈর্যুক্তমথাদ্রবম্॥
নাতিস্নিগ্ধং নাতিরুক্ষমুষ্ণং দীপনমেব চ।
দেয়মন্নং নৃপতয়ে যজ্জলঞ্চোক্তমান্তিঃ॥
তপ্তাবরতমন্তো বা পিবেন্মধুসমাযুতম্।
অহ্নি মেঘানিলাশ্লিষ্টেঽত্যর্থশীতাম্বুসঙ্কুলে॥ ৪
তরুণত্বাদ্বিদাহঞ্চ গচ্ছন্ত্যোষধয়স্তদা।
মতিমাংস্তন্নিমিত্তঞ্চ নৈব ব্যায়ামমাচরেৎ।
অত্যম্বুপানাবশ্যায় গ্রাম্যধর্ম্মাতপাংস্তথা॥
ভূবাষ্পপরিহারার্থং শয়ীত চ বিহায়সি।
শীতে সাগ্নৌ নিবাতে চ গুরুপ্রাবরণে গৃহে॥
যায়ান্নাগবধূভিশ্চ প্রশস্তাগুরুভূষিতঃ।
দিবাস্বপ্নমজীর্ণঞ্চ বর্জ্জয়েৎ তত্র যত্নতঃ॥ ৫
সেব্যাঃ শরদি যত্নেন কষায়স্বাদুতিক্তকাঃ।
ক্ষীরেক্ষুবিকৃতিক্ষৌদ্র-শালিমুদ্গাদিজাঙ্গলাঃ॥

সলিলঞ্চ প্রসন্নত্বাৎ সর্ব্বমেব তদা হিতম্।
সরঃস্বাপ্লবনঞ্চৈব কমলোৎপলশালিষু॥
প্রদোষে শশিনঃ পাদাশ্চন্দনঞ্চানুবাসনম্।
তিক্তস্য সর্পিষঃ পানৈরস্রস্রাবৈশ্চ যুক্তিতঃ॥
বর্ষাস্বুপচিতং পিত্তং হরেচ্চাপি বিরেচনৈঃ।
নোপেয়াৎ তীক্ষ্ণমম্লোষ্ণং ক্ষারং স্বপ্নং দিবাতপম্॥
রাত্রিজাগরণঞ্চৈব মৈথুনঞ্চাপি বর্জ্জয়েৎ।
স্বাদুশীতজলং মদ্যং শুচি স্ফটিকনির্ম্মলম্॥
শরচ্চন্দ্রাংশুনির্দ্ধৌতমগস্ত্যোদয়নির্ব্বিষম্।
প্রসন্নত্বাচ্চ সলিলং সর্ব্বমেব তদা হিতম্॥
সচন্দনং বা কর্পূরং বাসশ্চাম্লিনং লঘু।
ভজেচ্চ শারদং মাল্যং সীধোঃ পানঞ্চ যুক্তিতঃ॥
পিত্তপ্রশমনং যচ্চ তচ্চ সর্ব্বং সমাচরেৎ॥ ৬
হেমন্তঃ শীতলো রুক্ষো মন্দসূর্য্যোঽনিলাকুলঃ।
ততস্তু শীতমাসাদ্য বায়ুস্তত্র প্রকুপ্যতি॥
কোষ্ঠস্থঃ শীতসংস্পর্শাদন্তঃপিণ্ডীকৃতোঽনলঃ।
রসমুচ্ছোষয়ত্যাশু তস্মাৎ স্নিগ্ধং তদা হিতম্॥
হেমন্তে লবণ-ক্ষার-তিক্তাম্ল-কটুকোৎকটম্।
সসর্পিস্তৈলমহিমমশনং হিতমুচ্যতে॥
তীক্ষ্ণান্যপি চ পানানি পিবেদগুরুভূষিতঃ।
তৈলাভ্যক্তঃ সুখোষ্ণে চ বারিকোষ্ঠেঽবগাহয়েৎ॥

সাঙ্গারযানে মহতি কৌষেয়াস্তরণাস্তৃতে।
শয়ীত শয়নে বাপি বৃতো গর্ভগৃহোদরে॥
স্ত্রীঃ শ্লিষ্টা গুরুধূপাঢ্যাঃ পীনোরুজঘনস্তনীঃ।
প্রকামঞ্চ নিষেবেত মৈথুনং তর্পিতো নৃপঃ॥
মধুরং তিক্তকটুকমম্লং লবণমেব চ।
অন্নপানং তিলান্ মাষাঞ্ছাকানি চ দধীনি চ॥
তথেক্ষুবিকৃতীঃ শালীন্ সুগন্ধাংশ্চ নবানপি।
প্রসহানূপমাংসানি ক্রব্যাদবিলশায়িনাম্।
ঔদকানাং প্লবানাঞ্চ পাদিনাঞ্চোপজায়তে॥
মদ্যানি চ প্রসন্নানি যচ্চ কিঞ্চিদ্বলপ্রদম্।
কামতস্তন্নিষেবেত পুষ্টিমিচ্ছন্ হিমাগমে॥ ৭
এষ এব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরে সমুদাহৃতঃ॥ ৮
হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা শৈত্যাচ্ছীতশরীরিণাম্।
ঔষ্ণ্যাদ্বসন্তে কুপিতঃ কুরুতে চ গদান্ বহূন্॥
ততোঽম্লমধুরস্নিগ্ধ-লবণানি গুরূণি চ।
বর্জ্জয়েদ্বমনাদীনি কর্ম্মাণ্যপি চ কারয়েৎ॥
ষষ্টিকান্নং যবান্ শীতান্ মুদ্গান্ নীবারকোদ্রবান্।
লাবাদিবিষ্কিররসৈর্দদ্যাদ্যূষৈশ্চ যুক্তিতঃ॥
পটোলনিম্ববার্ত্তাকু-তিক্তকৈশ্চ হিমাত্যয়ে।
সেবেন্মধ্বাসবারিষ্টান্ সীধুমাধ্বীকমাসবান্॥
ব্যায়ামমঞ্জনং ধূমং তীক্ষ্ণঞ্চ কবলগ্রহম্।

শরৎকালে সমস্ত জলই প্রসন্ন হয় বলিয়া সমস্ত জলই পান করা যায়। এই কালে কমলোৎপলশোভিত সরোবরসমূহে সন্তরণ দিবে। প্রদোষে চন্দ্রকিরণ, চন্দন ও অনুবাসন গ্রহণ করিবে। তিক্ত ঘৃত পান করিবে। যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে রক্তমোক্ষণ করিবে। আর বর্ষাকালের সঞ্চিত পিত্ত বিরেচনসমূহযোগে হরণ করিবে। তীক্ষ্ণ, অম্ল, উষ্ণ ও ক্ষার সেবন করিবে না। দিবানিদ্রা, আতপ, রাত্রিজাগরণ ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। শরৎকালে স্বাদু ও শীতল জলের সহিত মদ্য হিতকর হয়। জল শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হয়, শরচ্চন্দ্রের কিরণে নিৰ্দ্ধৌত হয় এবং অগস্ত্যের উদয় বশতঃ নির্ব্বিষ হয়। আর প্রসন্নতা বশতঃ সকল জলই হিতকর হয়। এই কালে চন্দন, কর্পূর ও অমলিন বসন পরিধান করিবে এবং শরৎকালীন পুষ্পমাল্যধারণ ও যুক্তিপূর্ব্বক সীধুপান করিবে। আর যাহা কিছু পিত্তনাশক, তাহাও আচরণ করিবে।৬। হেমন্তকাল শীতল ও রুক্ষ। এই কালে সূর্য্যতেজ মন্দ হয়, বায়ু প্রবল হয়। এইজন্য শীতকালে বায়ুপ্রকোপ হইয়া থাকে। কোষ্ঠস্থ অগ্নি শীতসংস্পর্শহেতু অন্তরে পিণ্ডীভূত হয় এবং রসকে শোধন করিয়া থাকে। এইজন্য এই কালে স্নিগ্ধ দ্রব্য হিতকর। হেমন্তে অতিশয় লবণ, ক্ষার, তিক্ত, অম্ল, কটু এবং ঘৃততৈলযুক্ত অহিম (উষ্ণ) ভোজন হিতকর। এই কালে তীক্ষ্ণ পান সকল পান করিবে অঙ্গে অগুরু লেপন করিবে। তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। সুখোষ্ণ জলকোষ্ঠে অবগাহন করিবে। গর্ভগৃহের মধ্যে আবৃতগাত্রে শয়ন করিবে। সেই গর্ভগৃহের মধ্যে জলন্ত অঙ্গারের পাত্র থাকা উচিত। উহা প্রশস্ত হওয়া উচিত এবং কৌষেয় আস্তরণে আস্তৃত হওয়া উচিত। এই কালে রাজারা অগুরুধূপাঢ্যা পীনোরুজঘনস্তনী স্ত্রীদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তর্পিতশরীরে যথেষ্ট মৈথুন ভজনা করিবে। এই কালে মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ অন্নপান, তিল ও মাষ, শাক ও দধি, ইক্ষুবিকৃতিসমূহ, সুগন্ধি এমন কি নূতন শালিসমূহ, প্রসহমাংস, আনুপমাংস, ক্রব্যাদমাংস, বিলেশয়মাংস, ঔদকমাংস, প্লবমাংস, পাদিমাংস, প্রসন্ন মদ্য এবং যাহা কিছু বলপ্রদ তাহাই পুষ্টিকামী ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিবে। ৭। শীতকালেও এই বিধি হিতকর। ৮। হেমন্তে শৈত্য বশতঃ জীবদিগের শরীর শীতল হওয়াতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। সেই শ্লেষ্মা বসন্তের উষ্ণতা বশতঃ কুপিত হইয়া বহু রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব বসন্তকালে অম্ল মধুর স্নিগ্ধ লবণ ও গুরুভোজন পরিহার করিবে। আর বমনাদি শ্লেষ্মনাশক কর্ম্ম করিবে। ষষ্টিকান্ন, যব, শীত মুদ্গ ("শীতকালীন মুদ্গ"), নীবার, কোদ্রব, লাবাদি ও বিষ্কির মাংসের রস, নানা প্রকার কালোপযোগী যূষ, পটোল, নিম্ব, বার্ত্তাকু, তিক্তসমূহ, মধু, আসব, অরিষ্ট, সীধু, মাধ্বীক, আসব, ব্যায়াম, অঞ্জন, ধূম, তীক্ষ্ণ কবলগ্রহ এবং সুখোষ্ণ জল সেবন করিবে। তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, কটু, ক্ষার,

সুখাম্বুনা চ সর্ব্বার্থান্ সেবেত কুসুমাগমে ॥
তীক্ষ্ণরুক্ষকটূক্ষার-কষায়ং কোষ্ণমদ্রবম্।
যবমুদ্গামধুপ্রায়ং বসন্তে ভোজনং হিতম্ ॥
ব্যায়ামোঽত্র নিযুদ্ধাধ্ব-শিলানির্ঘাতজো হিতঃ।
উৎসাদনং তথা স্নানং বনিতাঃ কাননানি চ।
সেবেত নির্ঝরেচ্চাপি হেমন্তোপচিতং কফম্।
শিরোবিরেকবমন-নিরূহকবলাদিভিঃ ॥
বর্জ্জয়েন্মধুরস্নিগ্ধ-দিবাস্বপ্নগুরুদ্রবান্ ॥ ৯
ব্যায়ামমুষ্ণমায়াসং মৈথুনঞ্চাতিশোষি চ।
রসাংশ্চাগ্নিগুণোদ্রিক্তান্ নিদাঘে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
সরাংসি সরিতো বাপিঃ বনানি রুচিরাণি চ।
চন্দনানি পরার্দ্ধ্যানি স্রজঃ সকমলোৎপলাঃ ॥
তালবৃন্তানিলান্ হারাংস্তথা শীতগৃহাণি চ।
ঘর্ম্মকালে নিষেবেত বাসাংসি সুলঘূনি চ ॥
শর্করাখণ্ডদিগ্ধানি সুগন্ধীনি হিমানি চ।
পানকানি চ সেবেত মন্থাংশ্চাপি সশর্করান্ ॥
ভোজনঞ্চ হিতং শীতং সঘৃতং মধুরদ্রবম্।
শৃতেন পয়সা রাত্রৌ শর্করামধুরেণ চ ॥
প্রত্যগ্রকুসুমাকীর্ণ-শয়নে হর্ম্ম্যসংস্থিতে।
শয়ীত চন্দনার্দ্রাঙ্গঃ স্পৃশ্যমানোঽনিলৈঃ সুখৈঃ ॥ ১০
তাপাত্যয়ে হিতা নিত্যং রসা যে গুরবস্ত্রয়ঃ।
পয়ো মাংসরসাঃ কোষ্ণাস্তৈলানি চ ঘৃতানি চ।
বৃংহণঞ্চাপি যৎকিঞ্চিদভিষ্যন্দি তথৈব চ ॥
নিদাঘোপচিতশ্চৈব প্রকুপ্যন্তং সমীরণম্।
নিহন্যাদনিলঘ্নেন বিধিনা বিধিকোবিদঃ ॥
নদীজলং রুক্ষমুষ্ণমুদমন্থং তথাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ।
যবষষ্টিকগোধূমান্ শালীংশ্চাপ্যনবাংস্তথা ॥
হর্ম্ম্যমধ্যে নিবাতে চ ভজেচ্ছয্যাং মৃদুত্তরাম্ ॥
সবিষপ্রাণিবিণ্মূত্র-লালানিষ্ঠীবনাদিভিঃ।
সমাপ্লুতং তদা তোয়মান্তরীক্ষং বিষোপমম্।
বায়ুনা বিষদুষ্টেন প্রাবৃষেণ চ দূষিতম্।
তদ্ধি সর্ব্বোপযোগেষু তস্মিন্ কালে বিবর্জ্জয়েৎ ॥
নিরূহৈর্বস্তিভিশ্চান্যৈস্তথান্যৈর্মারুতপ্রহৈঃ।
কুপিতং শময়েদ্বায়ুং বার্ষিকং যা চরেদ্বিধিম্ ॥ ১১
ঋতাবৃতৌ য এতেন বিধিনা বর্ত্ততে নরঃ।
ঘোরানৃতুকৃতান্ রোগান্ নাপ্নোতি স কদাচন ॥ ১২
অত ঊর্দ্ধং দ্বাদশাশনপ্রবিভাগান্ বক্ষ্যামঃ ॥ ১৩
তত্র শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষদ্রবশুষ্কৈককালিকদ্বিকালিকৌষধ-যুক্তমাত্রাহীনদোষপ্রশমনবৃত্ত্যর্থাঃ ॥ ১৪
তৃষ্ণোষ্ণমদদাহার্ত্তান্ রক্তপিত্তবিষাতুরান্।
মূর্চ্ছার্ত্তান্ স্ত্রীষু চ ক্ষীণান্ শীতৈরন্নৈরুপাচরেৎ ॥
কফবাতাময়াবিষ্টান্ বিরিক্তান্ স্নেহপায়িনঃ।
প্রক্লিন্নদেহাংশ্চ নরানুষ্ণৈরন্নৈরুপাচরেৎ ॥
বাতিকান্ রুক্ষদেহাংশ্চ ব্যবায়োপহতাংস্তথা।
ব্যায়ামিনশ্চাপি নরান্ স্নিগ্ধৈরন্নৈরুপাচরেৎ ॥

কষায়, সুখোষ্ণ ও অদ্রব দ্রব্য এবং যব, মুদ্গ ও মধু প্রধানতঃ সেবন করিবে। বসন্তে ব্যায়াম, বাহুযুদ্ধ, ভ্রমণ ও শিলানির্ঘাত (শিলাতল প্রভৃতি স্থানে পতনাদিযোগে ব্যায়াম) হিতকর। উৎসাদন, স্নান, বনিতা ও কানন হিতকর। আর এই কালে হেমন্তের সঞ্চিত কফ শিরোবিরেক, বমন, নিরূহ ও কবলাদিযোগে, নিঃসারিত করিবে। মধুর, স্নিগ্ধ, দিবানিদ্রা, গুরু ও দ্রব বস্তু পরিহার করিবে ৯। গ্রীষ্মকালে ব্যায়াম, উষ্ণ, আয়াস, অতিশোষী মৈথুন এবং উৎকট অগ্নিগুণ রসসমুদায় বর্জ্জন করিবে। মনোহর সরোবর, সরিৎ, রুচির বনসমূহ, উৎকৃষ্ট চন্দন, কমলোৎপলমাল্যসমূহ, তালবৃন্তানিল, হারসমূহ, শীত গৃহসমূহ, সুলঘু বসনসমূহ, শর্করাখণ্ডদিগ্ধ সুগন্ধি হিম পানীয়সমূহ ও শর্করাযুক্ত মন্থসমূহ সেবন করিবে। এই কালে শীতল ঘৃতযুক্ত মধুর দ্রবভোজন হিতকর। রাত্রিকালে শর্করামধুরসিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। এই কালে হর্ম্ম্যমধ্যে উৎকৃষ্ট কুসুমাকীর্ণ শয়নে চন্দনাক্তশরীরে সুখকর বায়ুকর্তৃক স্পৃশ্যমান হইয়া শয়ন করিবে। ১০। বর্ষাকালে মধুর, অম্ল ও লবণ এই তিনটী গুরুরস নিত্য সেবন করিবে। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও মাংসরস, তৈল ও ঘৃত এবং বৃংহণ অথচ অভিষ্যন্দী দ্রব্যসমূহ সেবন করিবে। নিদাঘের সঞ্চিত সমীরণ এইকালে প্রকুপিত হয়, তাহা বায়ুনাশকবিধিসমূহযোগে হনন করিবে। এই কালে নদীজল, রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য, উদমন্থ, আতপ, ব্যায়াম, দিবানিদ্রা ও ব্যবায় পরিহার করিবে। যব, ষষ্টিক, গোধূম ও পুরাতন শালি সেবন করিবে। হর্ম্ম্যমধ্যে নিবাতে অতিশয় মৃদু শয্যা ভজনা করিবে। এই কালে আন্তরীক্ষ জল বিষাক্তপ্রাণীদিগের বিষ্ঠা, মূত্র, লালা ও নিষ্ঠীবনাদি দ্বারা আপ্লুত হওয়াতে বিষতুল্য হয় এবং প্রাবৃট্‌কালের বিষদুষ্টবায়ুকর্তৃক দূষিত হওয়াতে সর্ব্বপ্রকার উপযোগেই বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে। এই কালে নিরূহ ও অন্যান্য বস্তি এবং অন্যান্য বায়ুনাশক কর্ম্ম দ্বারা কুপিত বায়ুকে দমন করিবে। ১১। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে এই এই নিয়মের অনুসরণ করিলে মানুষ কখন ঋতুকৃত ঘোর রোগসমূহ প্রাপ্ত হয় না। ১২। অনন্তর দ্বাদশপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভোজন বর্ণনা করিতেছি। ১৩। দ্বাদশপ্রকার ভোজন যথা ;—শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, দ্রব, শুষ্ক, এককালিক, দ্বিকালিক, ঔষধযুক্ত, মাত্রাহীন, দোষপ্রশমন ও বৃত্ত্যর্থ। ১৪। তন্মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত, উষ্ণার্ত্ত, মদার্ত্ত, রক্তপিত্তরোগী, বিষরোগী, মূর্চ্ছার্ত্ত ও স্ত্রীক্ষীণ রোগীদিগকে শীতল অন্ন দিবে। কফবাতরোগী, বিরিক্ত, স্নেহপায়ী ও ক্লিন্নদেহ ব্যক্তিদিগকে উষ্ণ অন্ন দিবে। বাতিকপ্রকৃতি, রুক্ষদেহ, ব্যবায়ক্ষত ও ব্যায়ামকারকদিগকে স্নিগ্ধ অন্ন দিবে।

মেদসাভিপরীতাংস্তু স্থূলান্ মেহাতুরানপি।
কফাভিপন্নদেহাংশ্চ রুক্ষৈরন্নৈরুপাচরেৎ॥
শুষ্কদেহান্ পিপাসার্ত্তান্ দুর্ব্বলানপি চ দ্রবৈঃ।
প্রক্লিন্নকায়ান্ ব্রণিনঃ শুষ্কৈর্ম্মেহিনমেব চ॥
এককালং ভবেদ্দেয়ো দুর্ব্বলাগ্নিবিবৃদ্ধয়ে।
সমাগ্নয়ে তথাহারো দেয়ঃ কালমথোভয়ম্॥
ঔষধদ্বেষিণে দেয়স্তথৌষধসমাযুতঃ।
মন্দাগ্নয়ে রোগিণে চ মাত্রাহীনঃ প্রশস্যতে॥
যথার্থদত্তশ্চাহারো দোষপ্রশমনঃ স্মৃতঃ।
অতঃ পরন্তু স্বস্থানাং বৃত্ত্যর্থং সর্ব্বমেব চ॥
দ্বাদশান্নপ্রবিচারানেতানেব প্রচক্ষতে॥ ১৪

অত ঊর্দ্ধং দশৌষধকালান্ বক্ষ্যামঃ॥ ১৫

তত্র নির্ভক্তং প্রাগ্‌ভক্তমধোভক্তং মধ্যেভক্তমন্তরাভক্তং সভক্তং সামুদ্গং মুহুর্ম্মুহুর্গ্রাসং গ্রাসান্তরঞ্চেতি দশৌষধকালাঃ॥ ১৬

তত্র নির্ভক্তং কেবলমেবৌষধমুপযুজ্যতে।
বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং
হন্যাৎ তথাময়মসংশয়মাশু চৈব।
তদ্বালবৃদ্ধযুবতীমৃদবোহথ পীত্বা
গ্লানিং পরাং সমুপযান্তি বলক্ষয়ঞ্চ॥
প্রাগ্‌ভক্তং নাম তদ্‌যত্তু প্রাগ্‌ভক্তস্যোপযুজ্যতে।
শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যা-
দন্নাবৃতং নচ মুহুর্বদনান্নিরেতি।
প্রাগ্‌ভক্তসেবিতমথো বলমাদধাতি
দদ্যাচ্চ বৃদ্ধশিশুভীরুবরাঙ্গনাভ্যঃ॥
অধোভক্তং নাম যদ্‌ভুক্তান্তে পীয়তে।
পীতং যদন্নমুপযুজ্য তদূর্দ্ধকায়ে
হন্যাদ্‌গদান্ বহুবিধাংশ্চ বলং দধাতি॥
মধ্যেভক্তং নাম যন্মধ্যে ভক্তস্য পীয়তে।
মধ্যে তু পীতমুপহন্ত্যবিসারিভাবাদ্
যে মধ্যদেহমভিভূয় ভবন্তি রোগাঃ॥
অন্তরাভক্তং নাম যদন্তরা পীয়তে পূর্ব্বাপরয়োর্ভক্তয়োঃ।
হৃদ্যং মনোবলকরন্ত্বগ্নিদীপনীয়ং
পথ্যঞ্চ সন্তবতি চান্তরভক্তমেতৎ॥
সভক্তং নামৌষধেষু যৎ সাধ্যতে ভক্তম্।
পথ্যং সভক্তমবলাবলয়োর্হি নিত্যং
তদ্‌দ্বেষিণামপি তথা শিশুবৃদ্ধয়োশ্চ॥
সামুদ্গং নাম যদ্‌ভক্তস্যাদাবন্তে চ পীয়তে।
দোষে দ্বিধা প্রবিসৃতে তু সমুদ্গসংজ্ঞ-
মাদ্যন্তয়োর্দশনস্য নিষেব্যতে তু॥
মুহুর্মুহুর্নাম সভক্তমভক্তং বা যদৌষধং মুহুর্মুহুরুপযুজ্যতে।
শ্বাসে মুহুর্মুহুরতিপ্রসৃতে চ কাসে
হিক্কাবমীষু চ বদন্ত্যুপযুজ্যমেতৎ॥
গ্রাসান্তু যৎ পিণ্ডগ্রাসং ব্যামিশ্রম্।
গ্রাসান্তরং নাম যৎ পিণ্ডব্যামিশ্রম্॥

মেদুর, স্থূল, মেহরোগী ও কফাভিপন্নদেহ ব্যক্তিদিগকে রুক্ষ অন্ন দিবে। শুষ্কদেহ, পিপাসার্ত্ত ও দুর্ব্বলদিগকে দ্রব অন্ন দিবে। ক্লিন্নকায়, ব্রণরোগী ও মেহরোগীদিগকে শুষ্ক অন্ন দিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তির অগ্নিবৃদ্ধির জন্য এককালমাত্র অন্ন দিবে। সমাগ্নি ব্যক্তিকে দুই বেলাই অন্ন দিবে। ঔষধবিদ্বেষীকে কেবল ঔষধ না দিয়া অন্নের সহিত ঔষধ দিবে। মন্দাগ্নি ব্যক্তিকে মাত্রাহীন অন্ন দিবে। যেস্থলে যেরূপ উচিত সেস্থলে সেইরূপ অন্ন দিলে দোষনাশক হয়। আর সুস্থব্যক্তিদিগের বৃত্ত্যর্থ (অর্থাৎ জীবনযাত্রানির্ব্বাহার্থে) সর্ব্ববিধ অন্নই দিবে। ইহাকেই দ্বাদশান্নবিভাগ কহে। ১৪। ইহার পর ঔষধের দশ কাল বলিতেছি। ১৫। ঔষধের দশ কাল যথা ;—নির্ভক্ত, প্রাগ্‌ভক্ত, অধোভক্ত, মধ্যভক্ত, অন্তরাভক্ত, সভক্ত, সামুদ্গ, মুহুর্ম্মুহুঃ, গ্রাস ও গ্রাসান্তর। ১৬। খালিপেটে ঔষধ সেবন করিলে তাহাকে নির্ভক্ত কহে। এইরূপ অন্নহীন ভেষজ বীর্য্যাধিক হয়। তাহাতে নিশ্চয়ই আশু রোগ শান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ঔষধ বাল বৃদ্ধ, যুবতী ও মৃদুপ্রকৃতি লোকে পান করিলে অত্যন্ত গ্লানি ও বলক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অন্নের পূর্ব্বে ঔষধ পান করিলে তাহাকে প্রাগ্‌ভক্ত বলে। এইরূপ ঔষধ শীঘ্র বিপাক প্রাপ্ত হয়। বল নষ্ট করে না, অন্ন দ্বারা আবৃত হওয়াতে বদন হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ নির্গত হয় না এবং বলাধান করে। ইহা বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু ও স্ত্রীদিগকে প্রয়োগ করিতে হয়। যাহা ভোজনের অন্তে পান করা যায়, তাহাকে অধোভক্ত কহে। ইহা ঊর্দ্ধকায়স্থ বহুবিধ রোগ হরণ করিয়া থাকে, এবং বলাধান করে। যাহা অন্নভোজনের মধ্যে পান করা যায়, তাহাকে মধ্যভক্ত কহে। এই ঔষধ অধঃপ্রসরণশীল বলিয়া মধ্যদেহের রোগসমূহ নষ্ট করে। যাহা প্রাতর্ভোজন ও সন্ধ্যাভোজনের মধ্যে পান করা যায়, তাহাকে অন্তরাভক্ত কহে। ইহা হৃদ্য, মনের বলকর, অগ্নিদীপনীয় এবং পথ্য। যাহা অন্নের সহিত পান করা যায়, তাহাকে সভক্ত কহে। ইহা অবলা ও দুর্ব্বল উভয়েরই পথ্য, আর যাহারা ঔষধ খাইতে কষ্ট বোধ করে, তাহাদেরও পথ্য এবং ইহা শিশু ও বৃদ্ধেরও পথ্য। যাহা অন্নের আদিতে ও অন্তে পান করা যায়, তাহাকে সামুদ্গ কহে। দোষ শরীরের অধঃ ও ঊর্দ্ধ উভয় ভাগে গমনশীল হইলে সামুদ্গ ঔষধ পান নিষেবণীয়। যাহা অন্নের সহিত বা অন্ন বিনা মুহুর্ম্মুহুঃ সেবন করা যায়, তাহাকে মুহুর্ম্মুহুঃ কহে। শ্বাসরোগে মুহুর্ম্মুহুঃ ঔষধ সেবনীয়। অতিপ্রসৃত কাস এবং হিক্কা ও বমি রোগেও মুহুর্ম্মুহুঃ ঔষধ সেবনীয়। অন্ন ঔষধের সহিত পিণ্ডিত করিয়া গ্রাস করাকে গ্রাস কহে। দুই গ্রাসের মধ্যে যে ঔষধ সেবন করা যায়, তাহাকে গ্রাসান্তর

গ্রাসান্তরেষু বিতরেদ্বমনীয়ধূমান্
শ্বাসাদিষু প্রথিতদৃষ্টগুণাংশ্চ লেহান্ ॥ ১৭
এবমেতে দশৌষধকালাঃ ॥ ১৮
বিসৃষ্টে বিণ্মূত্রে বিশদকরণে দেহে চ সুলঘৌ
বিশুদ্ধে চোদ্গারে হৃদি সুবিমলে বাতে চ সরতি।
তথান্নশ্রদ্ধায়াং ক্ষুদুপগমনে কুক্ষৌ চ শিথিলে
প্রদেয়স্ত্বাহারো ভবতি ভিষজা কালঃ স তু মতঃ ॥ ১৯

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে স্বস্থবৃত্তং নাম
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্তন্ত্রযুক্তিনামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

দ্বাত্রিংশৎ তন্ত্রযুক্তয়ো ভবন্তি। তদ্যথা,—অধিকরণং যোগঃ পদার্থো হেত্বর্থ উদ্দেশো নির্দ্দেশ উপদেশোঽপদেশঃ প্রদেশোঽতিদেশোঽপবর্গো বাক্যশেষোঽর্থাপত্তির্বিপর্য্যয়ঃ প্রসঙ্গ একান্তোঽনেকান্তঃ পূর্ব্বপক্ষো নির্ণয়োঽনুমতং বিধানমনাগতাবেক্ষণমতিক্রান্তাবেক্ষণং সংশয়ো ব্যাখ্যানং স্বসংজ্ঞা নির্ব্বচনং নিদর্শনং নিয়োগো বিকল্পঃ সমুচ্চয় উহ্যমিতি ॥ ২

অত্রাসাং তন্ত্রযুক্তীনাং কিং প্রয়োজনমত্যুচ্যতে—বাক্যযোজনমর্থযোজনঞ্চ ॥ ৩

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।
অসদ্বাদিপ্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।
স্ববাক্যসিদ্ধিরপি চ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ ॥
ব্যক্তা নোক্তাশ্চ যে হ্যর্থা লীনা যে চাপ্যনির্ম্মলাঃ।
লেশোক্তা যে কচিৎ তন্ত্রে তেষাঞ্চাপি প্রসাধনম্ ॥
যথাম্বুজবনস্যার্কঃ প্রদীপো বেশ্মনো যথা।
প্রবোধস্য প্রকাশার্থাস্তথা তন্ত্রস্য যুক্তয়ঃ ॥ ৪

যমর্থমধিকৃত্যোচ্যতে তদধিকরণম্। যথা—রসং দোষং বা ॥ ৫

যেন বাক্যং যুজ্যতে স যোগঃ। যথা—
তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিনিম্ব-হিংস্রাভয়াবৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ।
সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী ॥

সিদ্ধং পিবেদিতি প্রথমং বক্তব্যে তৃতীয়পাদে সিদ্ধং প্রযুক্তম্। এবং দূরস্থানামপি পদানামেকীকরণং যোগঃ ॥ ৬

যোঽর্থোঽভিহিতঃ সূত্রে পদে বা স পদার্থঃ

কহে। বমনীয় ধূমসমূহ এবং শ্বাসাদিরোগোক্ত প্রথিত ও দৃষ্টগুণ লেহসমূহ গ্রাসান্তররূপে প্রয়োগ করিবে। ১৭। এইরূপে অন্নের দশ কাল নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮। যথাকালে বিষ্ঠামূত্রের ত্যাগ হইলে, ইন্দ্রিয় সকল বিশুদ্ধ হইলে, দেহ অতিশয় লঘুবোধ হইলে, উদ্গার বিশুদ্ধ হইলে, হৃদয় সুবিমল হইলে, বায়ু সরল হইলে, অন্নে রুচি হইলে, ক্ষুধার উদ্রেক হইলে এবং কুক্ষি শিথিল হইলে, রোগীকে আহার দেওয়া যায়। ইহাই আহারের উত্তম কাল। ১৯

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

তন্ত্রযুক্তি।

অনন্তর আমরা 'তন্ত্রযুক্তি নামক' অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব [যে সকল যুক্তির অনুসরণে এই তন্ত্র লিখিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিকে তন্ত্রযুক্তি কহে]। ১। তন্ত্রযুক্তি বত্রিশপ্রকার। যথা;—অধিকরণ, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্য্যয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ব্বপক্ষ, নির্ণয়, অনুমত, বিধান, অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা, নির্ব্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয় ও উহ্য। ২। এই সকল তন্ত্রযুক্তির প্রয়োজন কি, তাহা বলা হইতেছে। ইহাদের প্রয়োজন বাক্যযোজন ও অর্থযোজন [এই তন্ত্রে যদি কোন বাক্য অসম্বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তন্ত্রযুক্তি পাঠ করিলে তাহার যোজন অর্থাৎ সম্বন্ধন হইবে। আর যদি কোন অর্থ অসম্বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহারও যোজন অর্থাৎ সঙ্গতীকরণ হইবে] ৩। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলা হইতেছে। যথা;—তন্ত্রযুক্তির অনুসরণ করিলে প্রতিপক্ষের বাক্য সকল খণ্ডন ও স্ববাক্য সকল সমর্থন করা যাইতে পারিবে। আর যে সকল অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, বা যে সকল অর্থ লীন, বা অনির্ম্মল, বা অতিসংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহাদেরও বিশদীকরণ হইবে। যেমন সূর্য্য পদ্মবনের প্রকাশক, যেমন প্রদীপ গৃহের প্রকাশক সেইরূপ তন্ত্রযুক্তি সকল প্রবোধ্য অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। ৪। যে অর্থকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, তাহার নাম অধিকরণ [অধিকরণ অর্থাৎ কোন একটী 'বিষয়'] যেমন রস বা দোষকে লক্ষ্য করিয়া যে পরিচ্ছেদ আরম্ভ করা যায়, রস বা দোষ সেই পরিচ্ছেদের বিষয়। ৫। যদ্দ্বারা বাক্যের যোজনা করা যায়, তাহাকে যোগ [অর্থাৎ অন্বয়] বলে। যেমন;—"গলগণ্ডরোগী গোলঞ্চ, নিম্ব হিংস্রা, হরীতকী, কুড়চী ও পিপুলের সহিত অথবা বলাদ্বয় ও দেবদারুর সহিত 'সিদ্ধ' তৈল নিত্য পান করিবে এ স্থলে 'সিদ্ধ' পদ প্রথমেই 'পিপুলের সহিত' এই বাক্যাংশের পর প্রয়োগ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া শ্লোকের তৃতীয় পাদে অর্থাৎ 'দেবদারুর সহিত এই বাক্যাংশের আকাঙ্ক্ষাস্থলে বলা হইয়াছে। এইরূপ দূরস্থ পদদিগের একীকরণকে যোগ কহে। ৬। কোন

অপরিমিতাশ্চ পদার্থাঃ। যথা—স্নেহস্বেদাঞ্জনেষু নির্দ্দিষ্টেষু দ্বয়োস্ত্রয়াণামর্থানামুপপত্তির্দৃশ্যতে। তত্র যোহর্থঃ পূর্ব্বাপরযোগসিদ্ধো ভবতি স গ্রহীতব্যঃ। যথা—বেদোৎপত্তিং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যুক্তে সন্দিহ্যতে বুদ্ধিঃ কতমস্য বেদস্যায়ুৎপত্তিং বিবক্ষুরিতি। ঋগ্বেদাদয়স্তু বেদাঃ। তত্র পূর্ব্বাপরযোগমুপলভ্য, 'বিদ্ বিচারণে' 'বিদ্ বিন্দত্যেতয়োশ্চ ধাত্বোরনেকার্থয়োঃ প্রয়োগঃ, পশ্চাৎ প্রতিপত্তির্ভবতি—আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তিময়ং বিবক্ষুরিত্যেবং পদার্থঃ ॥ ৭

যদন্যদুক্তমন্যার্থসাধকং ভবতি স হেত্বর্থঃ। যথা মৃৎপিণ্ডোহদ্ভিঃ প্রক্লিদ্যতে তথা মাষদুগ্ধপ্রভৃতিভির্ব্রণঃ প্রক্লিদ্যত ইতি ॥ ৮

সমাসকথনমুদ্দেশঃ। যথা—শল্যমিতি ॥ ৯

বিস্তরবচনং নির্দ্দেশঃ। যথা—শারীরমাগন্তু চেতি ॥ ১০

এবমিত্যুপদেশঃ। যথা—

তথা ন জাগৃয়াদ্রাত্রৌ দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১১

অনেন কারণেনেত্যপদেশঃ। যথোপদিশ্যতে মধুরেণ শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধত ইতি ॥ ১২

প্রকৃতস্যাতিক্রান্তেন সাধনং প্রদেশঃ। যথা—দেবদত্তস্যানেন শল্যমুদ্ধৃতং তস্মাদ্ যজ্ঞদত্তস্যাপ্যয়মেবোদ্ধরিষ্যতীতি ॥ ১৩

প্রকৃতেনানাগতস্য সাধনমতিদেশঃ। যথা—অনেনাস্য বায়ুরূর্দ্ধমুপতিষ্ঠতে তেনোদাবর্ত্তঃ স্যাদিতি ॥ ১৪

অভিব্যাপ্যাপকর্ষণমপবর্গঃ। যথা—অস্বেদ্যা বিষোপসৃষ্টা অন্যত্র কীটবিষাদিতি ॥ ১৫

যেন পদেনানুক্তেন বাক্যং সমাপ্যতে স বাক্যশেষঃ। যথা—শিরঃপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরসামিত্যুক্তে পুরুষগ্রহণমপি গম্যতে পুরুষ এবোক্ত ইতি ॥ ১৬

যদকীর্ত্তিতমর্থাদাপদ্যতে সার্থাপত্তিঃ। যথা—ওদনং ভোক্ষ্য ইত্যুক্তেহর্থাপন্নং ভবতি নায়ং পিপাসুর্যবাগূমিতি ॥ ১৭

যদ্‌যত্রাভিহিতং তস্য প্রাতিলোম্যং বিপর্য্যয়ঃ। যথা—কৃশাল্পপ্রাণভীরবো দুশ্চিকিৎস্যা ইত্যুক্তে বিপরীতং গৃহ্যতে দৃঢ়াদয়ঃ সুচিকিৎস্যা ইতি ॥ ১৮

প্রকরণান্তরেণ সমাপনং প্রসঙ্গঃ। যদ্বা প্রকারান্তরিতো যোহর্থোহসকৃদুক্তঃ সমাপ্যতে স প্রসঙ্গঃ। যথা—মহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষস্তস্মিন্ ক্রিয়া সোহধিষ্ঠানমিতি

পদের নানাবিধ অর্থ থাকিলেও সূত্রবিচার বা পদবিচার করিয়া যে অর্থ বোধ করা যায়, তাহাকে পদার্থ কহে। পদের অর্থ অনেক। যথা;—কোন স্থলে স্নেহ স্বেদ বা অঞ্জন বলিলে দুই তিন অর্থের উপলব্ধি হইতে পারে [কেননা স্নেহ প্রভৃতি একপ্রকার নহে]। কিন্তু যে অর্থ পূর্ব্বাপর সংলগ্ন হয়, তাহাই গ্রাহ্য। যথা;—"অনন্তর আমরা বেদোৎপত্তি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব" এই কথা সূত্রস্থানের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে। তাহাতে নানা সন্দেহ মনে হইতে পারে। অর্থাৎ প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন্ বেদের উৎপত্তি বলা হইবে? ঋগ্বেদ না অন্য কোন বেদের? এস্থলে পূর্ব্বাপর সংলগ্ন করিয়া অর্থবোধ করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখ, বিদ্‌ধাতু হইতে বেদ হইয়াছে। বিদ্‌ধাতুর অর্থ বিচারণ। বিন্দতি (লভতে) এই অর্থে আর এক বিদ্‌ধাতু আছে। এইরূপ অনেকার্থ ধাতুদ্বয়ের প্রয়োগ থাকিলেও, পূর্ব্বাপর বিচার করিলে পশ্চাৎ ইহাই উপলব্ধি হয় যে, এস্থলে 'বেদের উৎপত্তি' বলাতে অন্য বেদের উৎপত্তি না বুঝিয়া আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। ৭। কোন কথা অন্য অর্থের সমর্থক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ কহে। যথা;—যেমন মৃৎপিণ্ড জল দ্বারা প্রক্লিন্ন হয়, সেইরূপ ব্রণ মাষ দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা প্রক্লিন্ন হইয়া থাকে। এ স্থলে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথার অর্থের সমর্থন করিতেছে। ৮। সংক্ষিপ্ত কথনকে উদ্দেশ বলে। যথা;—শল্য বলিলে সংক্ষেপে বাধাজনক সমস্তই বুঝায়। ৯। বিস্তারিত কথনকে নির্দ্দেশ কহে। যথা;—শল্য দুই প্রকার—শারীর ও আগন্তু। ১০। 'এইরূপ কর' বলিলে উপদেশ দেওয়া হয়। যথা;—রাত্রিতে জাগিবে না ও দিবানিদ্রা বর্জ্জন করিবে। ১১। 'অমুক কার্য্যের এইরূপ হেতু' এইরূপ নির্দ্দেশ করাকে অপদেশ কহে। অপদেশ যথা;—মধুর দ্রব্যে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়। ১২। ভূতবিষয় দ্বারা প্রস্তুত বা বর্ত্তমান বিষয় স্থির করাকে প্রদেশ কহে। যথা;—দেবদত্তের শল্য এই ব্যক্তি উদ্ধৃত করিয়াছে, অতএব যজ্ঞদত্তের শল্যও এই ব্যক্তি উদ্ধার করিবে। ১৩। প্রস্তুত দ্বারা ভবিষ্যতের নির্ণয়কে অতিদেশ কহে। যথা;—এই কারণে ইহার বায়ু ঊর্দ্ধগত হইতেছে, অতএব ইহার উদাবর্ত্ত হইবে। ১৪। বহুপদার্থসম্বন্ধে একই নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে পৃথক্ নিয়ম নির্দ্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা;—বিষসংসৃষ্টমাত্রেই স্বেদের অযোগ্য। কিন্তু কীটবিষ স্বেদযোগ্য। ১৫। যে পদ অনুক্ত থাকিলেও বাক্য সমাপ্ত হয়, তাহাকে বাক্যশেষ কহে। যথা;—মস্তক, পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃ এই সমুদায়ের উক্তি হইলে পুরুষবোধও হইয়া থাকে [অর্থাৎ এ স্থলে পুরুষপদ অনুক্ত থাকিলেও বাক্য সমাপ্ত হয়]। ১৬। যাহা প্রতিপাদন না করিলেও অর্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। যথা;—'অন্ন ভক্ষণ করিব' এই কথা বলিলে ইহাও বুঝায় যে, বক্তা যবাগূ পান করিতে ইচ্ছা করেন না। ১৭। অভিধেয় অর্থের বিপরীত-গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে। যথা;—কৃশ, অল্পবল ও ভীরু ব্যক্তিগণ দুশ্চিকিৎস্য; এই কথা বলিলে বিপরীতও গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ এরূপও মনে করা যায় যে, দৃঢ়শরীর, বলবান্ ও সাহসিক পুরুষেরা সুচিকিৎস্য। ১৮। অন্য প্রকরণ দ্বারা সমাপনকে প্রসঙ্গ (পুনরুল্লেখ) কহে। অন্য প্রকরণে যে অর্থ পুনর্ব্বার উক্ত হইয়া সমাপ্ত হয়, তাহাই প্রসঙ্গ।

বেদোৎপত্তাবভিধায় ভূতবিদ্যায়াং পুনরুক্তং যতোঽভিহিতং পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইতি স খল্বেবং কর্ম্মপুরুষশ্চিকিৎসায়ামধিকৃতঃ॥ ১৯

সর্ব্বত্র যদবধারণেনোচ্যতে স একান্তঃ। যথা—ত্রিবৃদ্বিরেচয়তি মদনফলং বাময়তীতি॥ ২০

ক্বচিৎ তথা ক্বচিদন্যথেতি যঃ সোঽনেকান্তঃ। যথা—কেচিদাচার্য্যা ব্রুবতে দ্রব্যং প্রধানং, কেচিদ্রসং, কেচিদ্বীর্য্যং, কেচিদ্বিপাকমিতি॥ ২১

আক্ষেপপূর্ব্বকঃ প্রশ্নঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। যথা—কথং বাতনিমিত্তাশ্চত্বারঃ প্রমেহা অসাধ্যা ভবন্তীতি॥ ২২

তস্যোত্তরং নির্ণয়ঃ। যথা—শরীরং প্রপীড্য পশ্চাদধো বসামেদোমজ্জানুবিদ্ধং মূত্রং প্রসৃজতি বাত এবমসাধ্যা বাতজা ইতি। যথা চোক্তম্—

কৃৎস্নং শরীরং নিষ্পীড্য মেদোমজ্জবসাযুতঃ।
অধঃ প্রকুপ্যতে বায়ুস্তেনাসাধ্যাস্তু বাতজাঃ॥ ২৩

পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতম্। যথা—অন্যো ব্রূয়াৎ সপ্ত রসা ইতি॥ ২৪

প্রকরণানুপূর্ব্ব্যাভিহিতং বিধানম্। যথা—সক্থিমর্ম্মাণ্যেকাদশ প্রকরণানুপূর্ব্ব্যাভিহিতানি॥ ২৫

এবং বক্ষ্যতীত্যনাগতাবেক্ষণম্। যথা—শ্লোকস্থানে ব্রূয়াচ্চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যামীতি॥ ২৬

যৎ পূর্ব্বমুক্তং তদতিক্রান্তাবেক্ষণম্। যথা—চিকিৎসিতেষু ব্রূয়াৎ শ্লোকস্থানে যদীরিতমিতি॥ ২৭

উভয়হেতুদর্শনং সংশয়ঃ। যথা—তলহৃদয়াভিঘাতঃ প্রাণহরঃ পাণিপাদচ্ছেদনমপ্রাণহরমিতি॥ ২৮

তত্রাতিশয়োপবর্ণনং ব্যাখ্যানম্। যথা—ইহ পঞ্চবিংশতিকঃ পুরুষোঽত্র ব্যাখ্যায়তে। অন্যেষ্বায়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষু ভূতাদিপ্রকৃত্যারব্ধচিন্তা॥ ২৯

অন্যশাস্ত্রাসামান্যা স্বসংজ্ঞা। যথা—মিথুনমিতি মধুসর্পিষোর্গ্রহণম্॥ ৩০

লোকে প্রথিতমুদাহরণম্। যথা—উষ্ণভয়াচ্ছীতমনুধাবতি॥ ৩১

নিশ্চিতং বচনং নির্ব্বচনম্। যথা—আয়ুর্বিদ্যতেঽস্মিন্নেন বায়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ॥ ৩২

দৃষ্টান্তেনার্থঃ প্রসাধ্যতে যত্র তন্নিদর্শনম্। যথাগ্নির্বায়ুনা সহিতঃ কোষ্ঠে বৃদ্ধিং গচ্ছতি তথা বাতপিত্তকফদুষ্টো ব্রণ ইতি॥ ৩৩

ইদমেব কর্ত্তব্যমিতি নিয়োগঃ। যথা—পথ্যমেব ভোক্তব্যমিতি॥ ৩৪

যথা;—বেদোৎপত্তি অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ মহাভূতশরীরিসমবায়; তাহাতেই চিকিৎসা। সেই চিকিৎসার অধিষ্ঠান। অনন্তর ভূতবিদ্যায় পুনর্ব্বার বলা হইয়াছে, "যেহেতু উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ পঞ্চমহাভূত-শরীরিসমবায়, সেই কর্ম্মপুরুষই চিকিৎসার অধিকরণ"। ১৯। সর্ব্বত্র নিশ্চয় করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাকে একান্ত বলে। যথা;—ত্রিবৃৎ বিরেচন করায় এবং মদনফল বমন করায়। ২০। কোন স্থানে একপ্রকার, কোন স্থানে আর এক প্রকার হইলে তাহাকে অনেকান্ত কহে। যথা;—কোন আচার্য্য বলেন যে, দ্রব্য প্রধান, কেহ বলেন রস প্রধান, কেহ বলেন বীর্য্য প্রধান, কেহ বলেন বিপাক প্রধান। ২১। আক্ষেপপূর্ব্বক (জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক) প্রশ্নকে পূর্ব্বপক্ষ কহে। যথা;—কিজন্য বাতজ চারি প্রকার প্রমেহ অসাধ্য হইয়া থাকে? ২২। ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরকে নির্ণয় কহে। যথা;—বায়ু শরীরকে প্রপীড়ন ও পশ্চাৎ অধোগমন করিয়া বসা মেদ ও মজ্জার সহিত মূত্র বিসর্জ্জন করে, এইজন্য বাতজ প্রমেহ সকল অসাধ্য। যেমন বলা হইয়াছে;—বায়ু সমস্ত শরীরকে নিষ্পীড়ন করিয়া মেদ মজ্জা ও বসার সহিত অধোদেশে কুপিত হয়; এইজন্য বাতজ প্রমেহ সকল অসাধ্য। ২৩। পরমত উল্লেখ করিলে অথচ প্রতিবাদ না করিলে অনুমত বলা যায়। যেমন;—অন্যে কহে যে, রস সপ্তটি। ২৪। যদি কোন কথা প্রকরণের অনুপূর্ব্বে বলা হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বিধান কহে। যথা;—সক্থিমর্ম্ম একাদশ; এই কথা প্রকরণের অনুপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ২৫। পরে বলা হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করাকে "অনাগতাবেক্ষণ" কহে। যথা;—শ্লোকস্থানে বলা হইয়াছে যে, অমুক বিষয় চিকিৎসিতস্থানে বলা হইবে। ২৬। যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাকে "অতিক্রান্তাবেক্ষণ" কহে। যথা;—সূত্রস্থানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা চিকিৎসিতস্থানে বলা হইবে। ২৭। বিসদৃশ হেতুদ্বয়ের দর্শনকে সংশয় কহে। যথা;—পাণিপাদের অন্তর্গত তলহৃদয়ে অভিঘাত হইলে প্রাণনাশক হয়, কিন্তু সমস্ত পাণিপাদের ছেদন প্রাণনাশক নহে। ২৮। অতিশয় বর্ণনাকে ব্যাখ্যান কহে। যথা;—এই তন্ত্রে পুরুষকে পঞ্চবিংশতিতম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রে ভূতাদিপ্রকৃতি-অবলম্বন করিয়া বিচার করা হয়। ২৯। এই শাস্ত্রের যে সংজ্ঞা অন্য শাস্ত্রের সমান নহে, তাহাকে স্বসংজ্ঞা বলে। যথা;—এই শাস্ত্রে 'মিথুন' বলিলে 'মধু ও সর্পিঃ' বোধ হয়। ৩০। যাহা লোকে প্রসিদ্ধ, তাহাকে উদাহরণ কহে। যথা;—উষ্ণের ভয়ে শীতের অনুসরণ। ৩১। নিশ্চিত বচনকে নির্ব্বচন কহে। যথা;—আয়ু এই শাস্ত্রে আছে এই অর্থে 'আয়ুর্ব্বেদ' নাম হইয়াছে। অথবা ইহা দ্বারা আয়ুঃসম্বন্ধে জ্ঞান হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ নাম হইয়াছে। ৩২। যে স্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্থপরিষ্কার হয়, তাহাকে নিদর্শন কহে। যথা;—যেমন অগ্নি কোষ্ঠে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দূষিতবাতপিত্তকফযোগে ব্রণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩। ইহাই কর্ত্তব্য এইরূপ বলাকে নিয়োগ কহে। যথা;—পথ্যই

ইদংকেদংকেতি সমুচ্চয়ঃ। যথা—মাংসবর্গে এণহরিণলাবতিত্তিরিসারঙ্গাঃ প্রধানমিতি॥ ৩৫

ইদংবেতি বিকল্পঃ। যথা—রসৌদনঃ সঘৃতা যবাগূর্বা ॥৩৬

যদনির্দ্দিষ্টং বুদ্ধিমতা তদূহ্যম্। যথাভিহিতমন্নপানবিধৌ চতুর্ব্বিধকান্নমুপদিশ্যতে ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং পেয়মেবং চতুর্ব্বিধে বক্তব্যে দ্বিবিধমভিহিতমত্রোহমিতি। অন্নপানে দ্বয়োগ্রহণে কৃতে চতুর্ণামপি গ্রহণং ভবতি। কিঞ্চান্যৎ। অন্নেন ভক্ষ্যমবরুদ্ধন্তন্নসাধর্ম্ম্যাৎ। পেয়েন লেহ্যং দ্রবসাধর্ম্ম্যাৎ। চতুর্ব্বিধশ্চাহারঃ প্রায়েণ দ্বিবিধঃ প্রসিদ্ধ ইতি॥ ৩৭

দ্বাত্রিংশদ্‌যুক্তয়ো হেতান্তন্ত্রসারগবেষণে।
ময়া সম্যগ্‌গিরিনিহিতাঃ শব্দন্যায়ার্থসংযুতাঃ॥
যো হেতা বিধিবদ্বেত্তি দীপীভূতাস্তু বুদ্ধিমান্।
স পূজ্যাহো ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ ইতি ধন্বন্তরের্মতম্॥ ৩৮

ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে তন্ত্রযুক্তির্নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৫॥

ভোজ্য করিতে হয়। ৩৪। বহুদ্রব্যের একত্র উল্লেখকে সমুচ্চয় কহে। যথা;—মাংসবর্গে এণ, হরিণ, লাব, তিত্তিরি ও সারঙ্গ প্রধান। ৩৫। 'ইহা বা ইহা' এইরূপ বলিলে বিকল্প হয়। যথা;—মাংসরসযুক্ত অন্ন বা ঘৃতযুক্ত যবাগূ। ৩৬। সমস্ত কথা বলা না হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে কোন কোন কথা নিজেকেই স্থির করিয়া লইতে হয়। এইরূপ স্থলেই উহ্য বলা যায়। যথা;—অন্নপানবিধি অধ্যায়ে অন্নপান বলাতেই চতুর্ব্বিধ অন্ন বুঝিতে হয়। অর্থাৎ ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন বক্তব্য হইলেও এস্থলে দ্বিবিধ মাত্র বলা হইয়াছে, অপর দুই প্রকার উহ্য আছে। 'অন্নপান' বিশেষ করিয়া বলাতে দুইয়েরই নির্দ্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু চারিপ্রকার অন্নেরই উপলব্ধি হয়। 'অন্ন' বলাতে ভক্ষ্য ভোজ্য উভয়ই বোঝা যায়, কেননা উহারা উভয়েই অন্ন বলিয়া উভয়ের সাধর্ম্ম্য আছে। "পেয়" বলাতে লেহ্যও বলা যায়, কেননা উহারা উভয়েই দ্রব বলিয়া উভয়ের সাধর্ম্ম্য আছে। চতুর্ব্বিধ আহার প্রায় দ্বিবিধ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ৩৭। এইরূপে আমি তন্ত্রসারের অনুসন্ধিৎসায় দ্বাত্রিংশৎ তন্ত্রযুক্তির বিবরণ করিলাম। ইহাতে এই তন্ত্রের বৈশেষিক শব্দ ন্যায় ও অর্থের বিবরণ করা হইয়াছে। এই তন্ত্রের প্রদীপস্বরূপ এই সকল তন্ত্রযুক্তি যিনি বিধিবৎ অবগত আছেন, সেই ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ পূজার যোগ্য; ইহা ধন্বন্তরির মত। ৩৮

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দোষভেদবিকল্পনামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১

অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদবিদং দিবোদাসং মহামতিম্।
ছিন্নশাস্ত্রার্থসন্দেহং সূক্ষ্মাগাধমিবোদধিম্॥
বিশ্বামিত্রসুতঃ শ্রীমান্ সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি॥ ২
দ্বিষষ্টির্দোষভেদা যে পুরস্তাৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ
কতি তত্রৈকশো জ্ঞেয়া দ্বিশো বাপ্যথবা ত্রিশঃ॥ ৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সংশয়চ্ছিন্মহাতপাঃ।
প্রীতাত্মা নৃপশার্দ্দূলঃ সুশ্রুতায়াহ তত্ত্বতঃ॥ ৪
ত্রয়ো দোষা ধাতবশ্চ পুরীষং মূত্রমেব চ।
দেহং সন্ধারয়ন্ত্যেতে হ্যব্যাপন্না রসৈর্হিতৈঃ॥ ৫
পুরুষঃ ষোড়শকলঃ প্রাণশ্চৈকাদশৈব যে॥ ৬
রোগাণান্তু সহস্রং যচ্ছতং বিংশতিরেব চ॥ ৭

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

দোষভেদবিকল্প।

অনন্তর আমরা দোষভেদবিকল্প অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। [এই অধ্যায়ে বাতপিত্তকফের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সকল প্রদর্শিত হইয়াছে]। ১। যিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে বিশারদ, শাস্ত্রার্থসম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহই যাঁহার ছিন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদ্রের ন্যায় দুরবগাহ ও অগাধ, সেই মহামতি দিবোদাসকে শ্রীমান বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। ২। পূর্ব্বে দ্বিষষ্টিপ্রকার দোষভেদ বর্ণিত হইয়াছে। এক একটী করিয়া ধরিলেই বা তাহারা কয়টী হয়, দুই দুইটী করিয়া ধরিলেই বা কয়টী হয় আর তিন তিনটী করিয়া ধরিলেই বা কয়টী হইয়া থাকে? ৩। সুশ্রুতের সেই কথা শুনিয়া সংশয়চ্ছিৎ মহাতপা নৃপশার্দ্দূল দিবোদাস তাঁহার নিকট সমস্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। ৪। ত্রিদোষ, সপ্তধাতু, পুরীষ ও মূত্র হিতকর আহাররসসহযোগে অবিকৃত থাকিলে দেহকে ধারণ করিয়া থাকে। ৫। পুরুষ ষোড়শকলাসমন্বিত [টীকাকার বলেন, কলা শব্দের অর্থ—পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। কোন কোন মতে কলা শব্দে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথা,—শির, গ্রীবা, পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও অংস এই আটটী অঙ্গ। চিবুক, নাসা, ওষ্ঠ, কর্ণ, অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি, পার্ষ্ণি ও গুল্ফ এই আটটী প্রত্যঙ্গ। কোন কোন মতে কলা শব্দে গুণ]। প্রাণ একাদশ [যথা;—অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা ইতি টীকাকার]। ৬। রোগ এক হাজার এক শত কুড়িটী [টীকাকারকৃত রোগসংগ্রহ যথা;—হীনাতিদগ্ধঃ ক্ষারেণ ত্রয়ঃ প্লুষ্টাদয়োঽগ্নিনা। চতুর্থো ধূমবিহিতঃ পঞ্চ শোণিতদুষ্টিজাঃ॥ দোষধাতুমলাদীনাং দ্বাত্রিংশৎ ক্ষয়বৃদ্ধিতঃ। দ্বে যোন্যে ত্রিবিধা কার্শ্যে বিস্রংসাদ্যো বলক্ষয়ঃ। ষট্ শোফাঃ

শতঞ্চ পঞ্চ ত্রয়াণাং ত্রিসপ্তত্যধিকোত্তরম্ ॥ ৮
ব্যাসতঃ কীর্ত্তিতং বৃদ্ধি ভিন্নদোষাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
দ্বিষষ্টিধা বদন্ত্যেতে ভূয়িষ্ঠমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯
ত্রয় এব পৃথগ্ দোষা দ্বিশো নব সমাধিকৈঃ।
ত্রয়োদশাধিকৈকদ্বি-সমমধ্যোত্তমৈস্ত্রিশঃ ॥ ১০
পঞ্চাশদেবস্তু সহ ভবন্তি ক্ষয়মাগতৈঃ ॥ ১১

ষড়ুগুণং বহিস্ত্রিতয়ং বিষমাদিকম্। আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধমজীর্ণঞ্চ তথা ত্রিধা। ইতি ষট্‌ষষ্ট্যাত্মকাঃ সূত্রস্থানেষু দর্শিতাঃ ॥ আমপক্বাদ্যাশয়ে প্রোক্তে ষড়্‌ভিরধিষ্ঠিতেষু চ। ত্বগাদিষ শিরাস্নায়ুসন্ধিশ্বাসভবেষু চ। সূত্রে চৈকৈকাঙ্গসর্ব্বাঙ্গগতা সপ্তাধিকা দশ ॥ চতুর্ব্বিধং বাতরক্তমাক্ষেপশ্চাপতানকঃ। পক্ষাঘাতৌ চ তন্ত্রঞ্চ মন্যাস্তম্ভার্দ্দিতে তথা ॥ গ্রহণী সহ বিশ্বাচ্যা শিরঃক্রোষ্টুকপূর্ব্বকঃ। খঞ্জঃ পঙ্গুকলায়াখ্যঃ কণ্টকঃ পাদদাহকৃৎ ॥ পাদহর্ষো চ বাহুশ্চ মূকমিম্মিণগদ্গদাঃ। ক্ষুদ্রাধ্মানপ্রত্যষ্ঠীলাং প্রত্যর্শাংসি ষট্ তথা ॥ অগ্নকীলে চতস্রো বাশ্মর্য্যঃ পঞ্চ ভগন্দরাঃ। তথাষ্টাদশ কুষ্ঠানি কিলাসানি পুনস্ত্রিধা ॥ প্রমেহা বিংশতিঃ প্রোক্তাঃ পিড়কা নব তৎকৃতাঃ। জড়া বা মূঢ়গর্ভাঃ স্যুরষ্টাবষ্টৌ তথৈকশঃ ॥ বাহ্যা বিদ্রধয়ঃ ষট্ স্যুস্তথান্তঃস্থাশ্চ তাদৃশাঃ। বিসর্পনাড়ীস্তনজাস্তথৈব পঞ্চ পঞ্চ চ ॥ গ্রন্থয়ঃ সপ্ত চৈকা স্যাদপচী সপ্তধার্ব্বুদম্। গলগণ্ডস্তথা সপ্ত বৃদ্ধয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ অষ্টাবোষ্ঠভবা দন্তমূলেষু দশ পঞ্চ চ। অষ্টৌ দন্তেষু জিহ্বায়াং পঞ্চ তালুগতানি চ ॥ কণ্ঠে চাষ্টাদশ জ্ঞেয়াশ্চত্বারঃ স্বরজা গদাঃ। এবং মুখে সপ্তষষ্টিরিতি স্থানে দ্বিতীয়কে। দ্বিচত্বারিংশদধিকা ত্রিশতী পরিকীর্ত্তিতা ॥ অষ্টৌ শুক্রগতা রোগা অষ্টাবার্ত্তবদূষিতাঃ। চত্বারোঽসৃগ্‌দরাঃ প্রোক্তা আপাতত্বপরাকৃতাঃ ॥ মদ্যান্নাদিকশেষাশ্চ নৈগমেষাহৃতাস্তথা। নাগোদরঃ শুচির্গর্ভে শরীরে সপ্তবিংশতিঃ ॥ অথ মেদোঽনিলাবেশাচ্ছুয়থুঃ সরুজস্তু যঃ। আঢ্যবাতে সর্ব্বভবাঃ শোফাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ কর্ণপাল্যাময়াঃ পঞ্চ ক্লৈব্যমুক্তং চতুর্ব্বিধম্। বাস্তরে চ নব প্রোক্তা ব্যাপদে দশ পঞ্চ চ ॥ ষড়ুনেত্রপ্রণিধানস্ত নেত্রস্যৈকাদশৈব তু। পঞ্চ বস্তিকৃতাস্তত্র চত্বারঃ পীড়নে কৃতাঃ। একাদশ দ্রব্যকৃতাঃ সপ্ত মদ্যকৃতাস্তথা। "চত্বারিংশচ্চতস্রশ্চ বৈদ্যতো ব্যাপদস্তথা ॥ ক্রোধা বাতাদিকাঃ পঞ্চ পঞ্চ চাতুরহেতুকাঃ। স্নেহস্য কারণাস্বষ্টাবপ্রত্যাগমকৃত্তি চ ॥ ইতি নেত্রাদিদোষেণ ষষ্টিঃ সপ্ত সমাসতঃ। এবং চিকিৎসিতস্থানে রুজোঽষ্টানবতিস্তথা। অন্নাদিককৃমিজ্ঞানে বিংশতিৰ্বিষহেতুকাঃ। বেগাঃ স্যুঃ স্থাবরে দর্ব্বীকরমণ্ডলিনাং বিষে। রাজিমদ্বিকরঞ্জানাং প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত চ ॥ মূষিকাস্ত্রিদশাষ্টৌ চ সপ্ত রেগ্যা অলর্কজাঃ। তথাষ্টচতুঃশতঞ্চাত্র কীটানাং বিষদায়িনাম্। সপ্তচত্বারিংশদযুতং কলস্থানে শতদ্বয়ম্ ॥ নব সন্ধ্যাশ্রয়াঃ প্রোক্তা বর্ত্মজাশ্চৈকবিংশতিঃ। শুক্লভাগে দশৈকশ্চ চত্বারঃ কৃষ্ণভাগজাঃ ॥ সর্ব্বাশ্রয়াঃ সপ্তদশ দৃষ্টিজা দ্বাদশৈব তু। বাহ্যজৌ দ্বৌ নেত্ররুজামিতি ষট্‌সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ ॥ কর্ণগতঃ শিরোরোগস্তেঽষ্টাবিংশতির্নৃণাম্। একত্রিংশদ্‌ব্রণগতাঃ সর্ব্বতঃ শুয়পঞ্চকাঃ। দশ দৃষ্টাঃ শিরোরোগাঃ পরং শালাক্যসংজ্ঞিতে ॥ আস্কর্মাশ্রিত্বং প্রোক্তং ষট্‌চত্বারিংশতা যুতম্। নব বালগ্রহা যোনিব্যাপদো বিংশতিস্ত্রিয়াম্। এবং কুমারতন্ত্রেঽস্মিন্নেকোনত্রিংশদাময়াঃ ॥ অষ্টৌ জরাদ্যতীসারাঃ ষট্ চতস্রঃ প্রবাহিকাঃ ॥ চত্বারো গ্রহণীদোষা যক্ষ্মৈকো গুল্মপঞ্চকম্ ॥ হৃদ্রোগাঃ পঞ্চ চত্বারঃ পাণ্ড্বাদ্যাঃ কামলাদ্বয়ম্। হলীমকং পানকৌ চ রক্তপিত্তং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ষট্‌প্রকারা মদমূর্চ্ছা বিকারাঃ সপ্তমদ্যজাঃ। দাহাঃ পঞ্চ তৃষ্ণাঃ সপ্ত ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ দেহিনাম্ ॥ হিক্কাঃ শ্বাসাস্তথা কাসাঃ প্রত্যেকং পঞ্চ পঞ্চ চ। স্বরভেদাস্তথা ষট্ স্যুর্বিংশতিঃ কৃমিজাতয়ঃ ॥ নবোদাবর্ত্তকা দৃষ্টা বিসূচ্যস্তিস্র এব চ। আনাহৌ দ্বৌ দ্বৌ তথারোচকপঞ্চকম্। মূত্রাঘাতা দ্বাদশ স্যুরিতি কায়চিকিৎসিতে ॥ আময়ানাং শতং প্রোক্তং চত্বারিংশচ্চ সপ্ত চ। দেবতাদৈত্যগন্ধর্ব্বযক্ষপিত্রহিরক্ষসাম্ ॥ পিশাচস্যাভিষঙ্গেণ গদাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। অপস্মারাশ্চ চত্বার উন্মাদাঃ ষড়ুদীরিতাঃ। অষ্টাদশ গদা ভূতবিদ্যায়াং সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। এবং ষেক্ষ্যতে তন্ত্রে কাশিরাজেন কীর্ত্তিতম্ ॥ লিপিকর ও মুদ্রাকরদিগের প্রমাদ বশতঃ এই সকল শ্লোকে ছন্দঃপাতাদি অশুদ্ধি সকল দৃষ্ট হয়। তথাপি ইহাতে রোগসংখ্যার আভাস পাওয়া যায়]। ৭। এই তন্ত্রে পাঁচশত তিয়াত্তরটী দ্রব্যের উল্লেখ আছে। তাহা সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। ৮। দোষ তিনটী যথা;—বাত পিত্ত কফ। গুণ তিনটী যথা;—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। এই সকল মিলিত হইয়া দোষ সকল বাষট্টিপ্রকার হইয়া থাকে। [টীকাকার বলেন যে, বায়ু রজোগুণভূয়িষ্ঠ। পিত্ত সত্ত্বগুণভূয়িষ্ঠ, কোন কোন মতে রজোগুণভূয়িষ্ঠ। কফ তমোগুণভূয়িষ্ঠ। কোন কোন মতে কফ সত্ত্বতমোগুণভূয়িষ্ঠ]। ৯। পৃথক্ পৃথক্ দোষ তিনটী যথা—বাত পিত্ত ও কফ। এই তিনটীর মধ্যে দুইটী সমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও একটী প্রকৃতিস্থ থাকিলে তিন প্রকার হয়। আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দুইটীর মধ্যে একটী অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও তৃতীয়টী প্রকৃতিস্থ থাকিলে ছয়প্রকার হয়; তবেই সর্ব্বশুদ্ধ নয়প্রকার হইতেছে। তিনটীই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ত্রয়োদশপ্রকার হয়; তন্মধ্যে তিনটী সমানপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একপ্রকার হয়; আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিনটীর মধ্যে একটী অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তিনপ্রকার হয়, দুইটী অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও তিনপ্রকার হয় এবং একটী হীনবৃদ্ধ, দ্বিতীয়টী মধ্যবৃদ্ধ ও তৃতীয়টী অধিকবৃদ্ধ হইলে ছয়প্রকার হয় [অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশপ্রকার হয়। এই ত্রয়োদশপ্রকার ও পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশপ্রকার একত্র গণিলে ২৫ প্রকার হইয়া থাকে]। ১০। যেমন পঁচিশ প্রকার বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ ঐ নিয়মে পঁচিশপ্রকার ক্ষয়

ক্ষীণমধ্যাধিকক্ষীণ-ক্ষীণবৃদ্ধৈস্তথাপরৈঃ।
দ্বাদশৈবং সমাখ্যাতাস্ত্রয়ো দোষা দ্বিষষ্টিধা ॥ ১২
মিশ্রধাতুমলৈর্দোষা যান্ত্যসংখ্যেয়তাং পুনঃ।
তস্মাৎ প্রসঙ্গং সংযম্য দোষভেদবিকল্পনৈঃ।
রোগং বিনিশ্চিত্যোপচরেদ্রসভেদৈর্যথেরিতৈঃ ॥
ভিষক্ কর্ত্তাথ করণং রসা দোষাস্তু কারণম্।
কার্য্যমারোগ্যমেবৈকমনারোগ্যমতোঽন্যথা ॥ ১৩
অধ্যায়ানাস্তু ষট্‌ষষ্টিঃ গ্রথিত্যর্থপদক্রমম্।
এবমেতদশেষেণ তন্ত্রমুত্তরমুত্তমং ॥

স্পষ্টগূঢ়ার্থবিজ্ঞানমগাঢ়মন্দচেতসাম্।
যথাবিধি যথাপ্রশ্নং ভবতাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪
সহোত্তরন্ত্বেতদধীত্য সর্ব্বং
ব্রাহ্ম্যং বিধানেন যথোদিতেন।
ন হীয়তেঽর্থান্মনসোঽভ্যুপৈতা-
দেতদ্বচো ব্রাহ্ম্যমতীব সত্যম্ ॥ ১৫
ইতি সুশ্রুতসংহিতায়ামুত্তরতন্ত্রে দোষভেদবিকল্পো
নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীসুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতসংহিতায়াম্
উত্তরতন্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

সমাপ্তা চেয়ং সুশ্রুতসংহিতা ॥

হইয়া থাকে। তবেই পঞ্চাশপ্রকার বিকল্প হইতেছে। ১১। আবার ত্রিদোষের মধ্যে এক দোষ অল্প ক্ষীণ, অপর দোষ মধ্যক্ষীণ, এবং তৃতীয় দোষ অধিক ক্ষীণ হইতে পারে। আবার দুই দোষ ক্ষীণ ও অপর দোষ বৃদ্ধ হইতে পারে। আবার দুই দোষ বৃদ্ধ ও অপর দোষ ক্ষীণ হইতে পারে। এইরূপে দ্বাদশ বিকল্প হয়। অতএব দোষদিগের বিকল্প সর্ব্বশুদ্ধ বাষট্টি হইতেছে। ১২। আবার ধাতু ও মলের সহিত মিলিত হইয়া দোষ সকল অসংখ্য হইয়া থাকে। এইজন্য প্রসঙ্গবিচার ও দোষবিচার করিয়া রোগনির্ণয়পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন রসযোগে চিকিৎসা করিবে। বৈদ্য—কর্ত্তা, রস-সমূহ—করণ, দোষ সকল—কারণ এবং আরোগ্য—কার্য্য। আরোগ্যের বিপরীতকে অনারোগ্য কহে। ১৩। ষট্‌ষষ্টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট উত্তরতন্ত্র এইরূপে তোমাদিগকে নিঃশেষে বলা হইল। ইহা অল্পবুদ্ধিদিগের অতিশয় দুরধিগম্য। ১৪। উত্তরতন্ত্রের সহিত এই ব্রাহ্ম আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যথোক্ত বিধানে পাঠ করিলে মানুষ কখন অর্থহীন ও অন্যমনা হইবেন না। ইহা ব্রহ্মবাক্য এবং অতীব সত্য। ১৫

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

উত্তরতন্ত্র সমাপ্ত।

সুশ্রুতসংহিতা সমাপ্ত ॥

শ্রীঃ